CSSSC/KPL

RECORD NO. KPL 1	CONDITION brittle / tight binding
KPL ACC. NO (S). 748; 751; 752; 753; 755; 760; 762, 765; 766; 767; 768	COLOUR Blue
TITLE Āryakāyastha pratibhā (আর্যকায়স্থ প্রতিভা)	SIZE 16·0cm x 24·4 cms.
PERIODICITY Monthly	PLACE(S) OF PUBLICATION Faridpur
EDITOR(S) Kalikrasanna Sarkar Debsharma	VOLUMES IN RECORD Vol 3-14, 1317-28 b.s. (1910-22)

১৩১৭ সনের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার সূচীপত্র।

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	ভারতসম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের স্বর্গারোহণে শোক প্রকাশ ...	...
২।	নববর্ষ ...	১
৩।	কায়স্থের আকাঙ্ক্ষা ...	২
৪।	সভাপতির অভিভাষণ ...	৪
৫।	নববর্ষ (পদ্য) ...	৯
৬।	অবকাশে (২) ...	১০
৭।	রিজলী ও কায়স্থ ...	১২
৮।	গায়ত্র্যুপসংহার ...	১৪
৯।	সংহিতাসংগ্রহ ...	১৭
১০।	বঙ্গীয়-কায়স্থসভার অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন	২০
১১।	ভূষণায় ক্ষত্রিয়-প্রতিভা (শেষ)	২১
১২।	মুকুন্দরাম রায় ও ফতেয়াবাদসমাজ	২৫
১৩।	বিবিধপ্রসঙ্গ ...	৩০
১৪।	নববর্ষ (পদ্য) ...	৩৩
১৫।	আমার উপায় কি হইবে ...	৩৪
১৬।	প্রধান কারণ বাদ ও বেদান্তদর্শন	৩৬
১৭।	গায়ত্রী ...	৪০
১৮।	চিত্র ও চিত্রকর ...	৪৩
১৯।	রিজলী ও কায়স্থ ...	৪৬
২০।	ধর্ম্ম ও শান্তি ...	৫০
২১।	প্রেমের শক্তি ...	৫১
২২।	চট্টলে উপনিবেশী কায়স্থ-বিবরণ	৫৪
২৩।	কায়স্থ ও করণ ...	৫৫
২৪।	বিদুরনীতি ...	৫৮
২৫।	সংহিতাসংগ্রহ ...	৬০
২৬।	বিবিধপ্রসঙ্গ ...	৬৪
২৭।	কবিতাগুচ্ছ ...	৬৫
২৮।	নিরঞ্জনবালা ...	৬৯
২৯।	রিজলী ও কায়স্থ (শেষ) ...	৭৩
৩০।	কায়স্থ ও করণ (৬) ...	৭৬
৩১।	অবকাশে বিন্ধ্যাচল (২) ...	৭৯
৩২।	মাধ্যান্দিনীয়া সন্ধ্যাপদ্ধতি (শেষ)	৮৩
৩৩।	কায়স্থ শূদ্র নহে ক্ষত্রিয় ...	৮৮
৩৪।	বিবিধপ্রসঙ্গ ...	৯০
৩৫।	শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের মূর্ত্তি ...	...
৩৬।	কবিতাগুচ্ছ ...	৯৭
৩৭।	বিজয়সেন প্রশস্তি (১) ...	৯৯
৩৮।	জামাতাস্তোত্র ...	১০৬
৩৯।	বিদুরনীতি (২) ...	১০৮
৪০।	সংহিতাসংগ্রহ (৪) ...	১১২
৪১।	নিরঞ্জনবালা (শেষ) ...	১১৬
৪২।	শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবমূর্ত্তি ...	১২৩
৪৩।	ইতিহচর্চ্চা ...	১২৭
৪৪।	আমার উপায় কি হইবে (শেষ)	১৩১
৪৫।	গায়ত্র্যুপ সংহরি (শেষ) ...	১৩৫
৪৬।	অবকাশে (৩) ...	১৪১
৪৭।	উপদেশাবলী ...	১৪৭
৪৮।	একটী ক্ষুদ্রকথা ...	১৫০
৪৯।	সমস্যাশতক ...	১৫৩
৫০।	কায়স্থ ও করণ (শেষ) ...	১৫৪
৫১।	কায়স্থ শূদ্র নহে ক্ষত্রিয় (শেষ)	১৫৯
৫২।	আহার ও ধর্ম্ম ...	১৬১
৫৩।	গর্ত্তে পারিজাত (পদ্য) ...	১৬৪
৫৪।	কায়স্থনীতি ...	১৬৭
৫৫।	বিবিধপ্রসঙ্গ ...	১৬৯
৫৬।	সমালোচনা ...	১৭৬
৫৭।	মায়ের আগমন (পদ্য) ...	১৮৭
৫৮।	আগমনী ...	১৭৮
৫৯।	শক্তিপূজা ...	১৮১
৬০।	কায়স্থের দান ...	১৮৪
৬১।	কায়স্থনীতি ...	১৮৬
৬২।	বংশপত্রিকা ...	১৮৮
৬৩।	জাতীয় গৌরব ...	১৮৯
৬৪।	একটু ভাবিয়া দেখুন ...	১৯৪
৬৫।	উপনীত কায়স্থের পরিচয়	১৯৭

INSECT DAMAGE DOUBLE COLOUR PAGE

৬৬। অবকাশে (৪) ... ২০১
৬৭। কুসুমনন্দিনী (পদ্য) ... ২০৭
৬৮। সমালোচনা ... ২০৯
৬৯। বিবিধপ্রসঙ্গ ... ২১১
৭০। আগমনী (পদ্য) ... ২১৪
৭১। শূদ্রতা ও ক্ষুদ্রতা ... ২১৮
৭২। বিদুরনীতি (৩) ... ২২১
৭৩। বঙ্গে কায়স্থোপনয়ন ... ২২২
৭৪। ঋষিযুগ ... ২২৮
৭৫। শৌনকীয়া সন্ধ্যোপাসনা পদ্ধতি ২৪৩
৭৬। উপদেশাবলী (২) ... ২৪৮
৭৭। বরিশাল জেলায় কায়স্থধর্ম্ম প্রচার ২৫২
৭৮। জয়সিয়া বা জয়সিংহ ... ২৫৬
৭৯। সমস্যাশতক (২) ... ২৬৪
৮০। বিজয়সেন প্রশস্তি (২) ... ২৬৬
৮১। কাকসংবাদ ... ২৭০
৮২। আয়েসা ... ২৭৩
৮৩। অবকাশে (৫) ... ২৭৪
৮৪। ইতিহচর্চ্চা (শেষ) ... ২৮৩
৮৫। শ্যামবর্ণ ... ২৮৯
৮৬। সখিলালের বিপদুদ্ধার ... ২৯২
৮৭। অর্নচ্ছেদ করিলে বেদনা বাড়িবে ২৯৪
৮৮। বিবিধপ্রসঙ্গ ... ২৯৭
৮৯। কায়স্থের কর্ত্তব্য ... ৩০৫
৯০। সমালোচনা ... ৩০৭
৯১। ঐতিহাসিক চিত্র ... ৩১৩
৯২। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (মূলম্) ... ৩১৪
৯৩। পুরঞ্জনোপাখ্যান (বঙ্গানুবাদ) ৩১৬
৯৪। চর্পটপঞ্জরিকা স্তোত্র ... ৩১৮
৯৫। ভক্তিতত্ত্ব ... ৩২২
৯৬। সংহিতাসংগ্রহ ... ৩২৯
৯৭। জয়সিয়া বা জয়সিংহ (২) ... ৩৩৩
৯৮। অবকাশে (শেষ) ... ৩৩৫
৯৯। বিজয়সেন প্রশস্তি (৩) ... ৩৩৭
১০০। প্রজ্ঞাসুন্দরীর পত্র ... ৩৩৯
১০১। কবিতাগুচ্ছ ... ৩৪২
১০২। সংহিতাসংগ্রহ (৫) ... ৩৪৭
১০৩। সমস্যাশতক (৩) ... ৩৪৯
১০৪। সমালোচনা ... ৩৫
১০৫। বিবিধপ্রসঙ্গ ... ৩৫
১০৬। ভ্রমসংশোধন ... ৩৫
১০৭। অভিবাদন ... ৩৬
১০৮। কায়স্থ ও বিবেকানন্দ ... ৩৬
১০৯। কায়স্থকবি শ্রীমধুসূদন দত্ত ... ৩৬
১১০। প্রজ্ঞাসুন্দরীর পত্র (শেষ) ... ৩৭
১১১। জয়মিয়া বা জয়সিংহ (শেষ) ৩৭
১১২। সংহিতাসংগ্রহ (শেষ) ... ৩৮
১১৩। নিবেদন ... ৩৮
১১৪। ভক্তিতত্ত্ব (শেষ) ... ৩৮
১১৫। বসন্তের আবাহন (পদ্য) ... ৩৯
১১৬। জীবন চতুর্দ্দশক (পদ্য) ... ৩৯
১১৭। রূপতৃষ্ণা ... ৩৯
১১৮। বিধবাবিবাহ ... ৬১
১১৯। বিধবাবিবাহপ্রসঙ্গ ... ৪৩
১২০। বিবিধপ্রসঙ্গ ... ৪৩
১২১। কায়স্থকবি শ্রীমধুসূদন দত্ত (২) ৪৩
১২২। কায়স্থসমাজে দারিদ্র্য ... ৪৯
১২৩। মিনহাজুস মুতাখরীন ... ৪৯
১২৪। বরিশালে কায়স্থধর্ম্ম প্রচার ... ৪২
১২৫। গৌনকীয়া সন্ধ্যোপাসনাপদ্ধতি(২) ৪২
১২৬। কায়স্থসমাজে বরপণপ্রথা ... ৪৩
১২৭। পাবনায় কায়স্থধর্ম্মপ্রচার ... ৪৩
১২৮। কবিতাগুচ্ছ ... ৪৩
১২৯। উপাসনা ও সোঽহংতত্ত্ব ... ৪৪
১৩০। বিজয়সেন প্রশস্তি (৪) ... ৪৫
১৩১। সংহিতাসংগ্রহ (৬) ... ৪৫
১৩২। বঙ্গীয়-কায়স্থসমাজের নিকট বক্তব্য সময়ে নিবেদন ... ৪৬
১৩৩। সমালোচনার সমালোচনা ... ৪৬
১৩৪। এ কোন্‌দেশী বিচার ... ৪৭
১৩৫। চাই হজমী গুলি (প্রহসন) ... ৪৮
১৩৬। আমার শিকারকাহিনী ... ৪৮
১৩৭। উদ্বাহে উদ্বন্ধন ... ৪
১৩৮। শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা (দোল) ... ৪৪
১৩৯। সমালোচনা ... ৪
১৪০। বিবিধপ্রসঙ্গ ... ৪

আমরা অতীব শোকসন্তাপ সহকারে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার রাজভক্ত পাঠকবৃন্দকে জানাইতেছি যে, আমাদিগের প্রজাবৎসল মহামহিমান্বিত রাজরাজেশ্বর ভারতসম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড বিগত ৭ই মে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার হঠাৎ অকালমৃত্যুতে সমগ্র ভারতের নরনারীগণ বিষাদসাগরে নিমজ্জিত হইয়া অশ্রুমোচন করিতেছেন। তিনি কেবলমাত্র ৯ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৬৯ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করতঃ স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। কেবল ভারতবর্ষ নহে, সমগ্র জগৎ তাঁহার মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন। আমরা রাজপরিবারের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

বিগত ৭ই মে বিলাতের রাত্রি ১১টা ৪৫ মিনিটের সময় আমাদের প্রিয় ভক্তিভাজন সম্রাট্ অতিলেম্মাজনিত কাশিরোগে আক্রান্ত হইয়া তদীয় অপূর্ব্ব মানবলীলা সংবরণ করেন। পারিশনগরে অবস্থানকালে তাঁহার এই পীড়ার সূচনা হয়। পরে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া বিগত ৬ই মে দুইবার কাশির প্রবল বেগ হয়, তখন চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারীগণ সম্রাটের জন্য নিতান্ত ভীত হন। এই দুই সময় ব্যতীত তিনি রাজকার্য্যে বিরত হন নাই। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অনধরত স্বকীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া এই মরজগতে দুর্লভ কর্ম্মযোগীর অনুত্তম দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। বিগত ৬ই মে সন্ধ্যার সময় জানা যায় যে এই ভীষণ রোগ সম্রাটের হৃদ্‌যন্ত্র আক্রমণ করিয়াছে। চিকিৎসকগণ সভয়ে অক্সিজেন প্রয়োগ করেন কিন্তু তাহাতে রোগের উপশম হয় না। ৭ই মে শনিবার রাত্রিতে আমাদের দীনপালক সম্রাট্, অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রকাণ্ড অসীম সাম্রাজ্য, অনুরক্তা সাধ্বী স্ত্রী, প্রিয় পুত্র ও রাজপরিবারবর্গ ফেলিয়া রোগশোকশূন্য আনন্দময় বিশাল রাজ্যে প্রবেশ করেন। প্রাণস্পর্শী শিষ্টাচার, দয়া, অতুলিত সৌজন্য ও শান্তিপ্রিয়তার গুণে তিনি পৃথিবীর সমস্ত রাজন্যগণ মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ভারতবাসী প্রজাবৃন্দের প্রতি তিনি নিরতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। সসাগরা পৃথিবীর রাজা হইয়াও অহঙ্কার, ক্রোধ, দ্বেষ কাহাকে বলে জানিতেন না। রাজ্যাভিষেককালে তিনি বলিয়াছিলেন যে বুয়ারদিগের সহিত শান্তি সংস্থাপন না হইলে তিনি রাজমুকুট অশান্তি মধ্যে মস্তকে ধারণ করিবেন না। ফলতঃ তাহাদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপনের পরে তিনি রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণবিধান করুন।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

নববর্ষ।

সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরির কৃপায় "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা" তাহার জীবনের তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। প্রতিভার ক্রমোন্মেষকালে যে সকল মহাত্মা তাহাকে সযত্নে লালনপালন করিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট প্রতিভা চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। তাই আজ নববর্ষ-আগমে প্রতিভার পক্ষ হইতে আমরা আমা-দিগের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক মহো-দয়গণকে, আমাদিগের অন্তরাত্মা হইতে, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ শত২ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সকলেই ত জানেন প্রতিভার ক্ষুদ্র অথচ বিশ্ব-প্রবেষ্টনকারী জীবন, সমাজের জন্য উৎসৃষ্ট হইয়াছে। গত বর্ষে সেই কণ্টকময়পথে বিচ-রণ করিলে প্রতিভা, কায়স্থ-প্রতিভা, তদীয় কর্ত্তব্য কার্য্য কতদূর প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার বিচার পাঠক মহাশয়-গণের হস্তে। অবগুণ্ঠিত বঙ্গে কর্ত্তব্যপথ ঘোর তমসাচ্ছন্ন। ক্ষণে ক্ষণে উচ্চ প্রতিভা-মঞ্চ হইতে ক্ষীণালোক দেখা গিয়াছে বটে। কিন্তু তদ্দ্বারা আমাদিগের গন্তব্য পথ আলোকিত হয় নাই। অন্ধকার মধ্যে বিচরণ অতীব কঠিন ও ভীতিপূর্ণ। পরাধীন জাতির রাজনৈতিক অবস্থা পরহস্তে, কিন্তু সামাজিক সংস্কার আমাদিগের নিজ হস্তে। বর্ত্তমান সাম্য, মৈত্রী ও নিরপেক্ষ রাজানুশাসনকালে, সামাজিক সমস্যাসকল প্রকৃতপক্ষে আমা-দিগের করায়ত্ত। আমাদিগের সার্ব্বভৌম, সর্ব্বজনীন সামাজিক সম্রাট্-শক্তি বিদ্যমান না থাকিলেও সামাজিক হৃদয়-সিংহাসনে যে সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীহরি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাঁহারই অদম্য শক্তিবলে আমরা সামাজিক কর্ত্তব্যপথে বিচরণ করিতেছি ও করিব। ইহাতে শ্রীভগবান্ আমাদের নিয়ন্তা, সমাজ আমাদিগের ক্ষেত্র এবং ক্ষত্রিয়-বল আমাদিগের একমাত্র সহায়। গত বর্ষের ন্যায় এবারও বলিব 'কি উপায়ে সমাজ উন্নত হয়, সর্ব্ব-সমাজে একপ্রাণতা উপস্থিত হয়' ইহাই আমাদিগের চরম লক্ষ্য। আমরা সমাজ-সেবক, সকলের কৃপা, অনুগ্রহ ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত না হই, ইহাই আমাদিগের আকিঞ্চন।"

পাঠক! গতবর্ষের শ্রান্ত মলিন সূর্য্য অস্তমিত, নববর্ষের সমুদিত প্রাতঃসূর্য্যকিরণ সম্পাতে বঙ্গ সমুদ্ভাসিত। এই অপূর্ব্ব প্রাকৃ-তিক রম্য সংযোগ সময়ে বঙ্গীয় সামাজিক অবস্থা একবার পর্য্যবেক্ষণ করুন। সংরক্ষণ-শীল ব্রাহ্মণসমাজ গতবর্ষে হিমাচলের ন্যায় অটল, কিন্তু হিমাদ্রির অনন্তস্তর ইহার কোনও স্থানে লক্ষিত হইতেছে না, কেবল স্তূপী-কৃত তুষাররাশি, সামাজিক জীবন-উত্তাপকে নির্ব্বাপিত করিতেছে। কোন কোন উচ্চ শৃঙ্গ হইতে চন্দ্রার্করশ্মি প্রখর তেজে এই সৌভাগ্য-

সভাপতির অভিভাষণ।

এ বৎসর বহরমপুরে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ৮ম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গেল। এই অধিবেশনে সহস্রাধিক কায়স্থসন্তান উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভার অধিবেশন স্থান ২নং ব্যারাকের উপরিতলে হওয়াতে উহা অতি সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছিল। কেবল অনিবার্য্য কারণে প্রধান উদ্যোক্তা বহরমপুরের জজ বাহাদুর শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র মহাশয় কলিকাতা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে না পারিয়া সভাসৌষ্ঠবের কতক হানি করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্যথা সভার কার্য্য অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে। নানা স্থান হইতে আগত প্রতিনিধিগণ বহরমপুরের জমিদার সেন বাবুদের বিনয়ে ও আতিথ্যে পরম আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি গৃহীতোপবীত মাননীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় উপস্থিত হইয়া, কেবল যে সভা শোভিত করিয়াছিলেন এমত নহে; সংক্ষিপ্ত হইলেও তাহার সারগর্ভ কথাগুলি সকলেরই চিত্তবিনোদন করিয়াছিল।

সভাপতি রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সৌজন্যে ও বাক্যমাধুরীতে আমরা মোহিত হইয়াছিলাম। তাঁহার অভিভাষণ যেমন সরল ও সুচারুরূপে ব্যক্ত তেমনই সারগর্ভ ও মনোজ্ঞ হইয়াছিল। আমরা উহা অতি মনোযোগ সহকারে শুনিয়াছি। উহাতে বিনয় ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা এমন সুন্দর মিশ্রিত হইয়াছিল যে, তাহা পাঠ করিয়া তাঁহার বাক্যবিন্যাস শক্তি, চিন্তাশক্তি ও অভিজ্ঞতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আমরা পাঠকবর্গকে এই তার কোন কোন স্থান উপহার দিতে উ হইলাম।

"বিগত বর্ষে আর একটী ঘটনা হইয় যাহাতে কায়স্থসভা বিশেষ ভাবে দুঃখিত হইয়াই পারেন না। সমাজের ভিতর কোনকল্পে চারিটী উপায় নির্দ্ধারিত হইতে একটী কথা আপাততঃ নূতন ভাবে উত্থাপি হইলেই তাহা লইয়া আন্দোলন ও তাহা লই মতভেদ হওয়া কতকটা স্বাভাবিক বলি হইবে। এই সকল বিষয়ের জন্য আন্দোলন মতভেদাদি প্রকৃত সত্য নির্ণয় উদ্দেশ্যে যা যাহা ঘটে তাহা সমাজের পক্ষে অপকারী হইয়া বরং কল্যাণ সাধনের জন্যই হইয়া থাকে কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, কায় দিগের মধ্যে যথাযথ প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া বর্ণোচিত ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে সম্বন্ধে বিগত ব স্থানে স্থানে যে প্রকার বিদ্বেষমূলক আন্দো লনাদি দেখা গিয়াছে তাহার উদ্দেশ্য কখন সত্য নির্ণয় হইতে পারে না। উপবীতী কা গণের উপর অযথা পীড়ন ও অত্যাচারের ক আমরা নানাস্থান হইতে শুনিতে পাইতেছি আমাদের কার্য্যালয়েও এ সম্বন্ধে নানাস্থা হইতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে পত্রাদি আসিয়াছে; তাহাতে দেখা যায়, কো কোন স্থানে উপবীতী কায়স্থগণকে সামাজি শাসনে শাসিত ও কর্ম্মচ্যুত পর্য্যন্ত হইতে হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করি বার বিধান করা কায়স্থসভার সর্ব্বপ্রধা কর্ত্তব্য।"

আমরাও সভাপতি মহাশয়ের সহিত এক ক্য বলিতেছি, ইহাই "কায়স্থসভার সর্ব্ব ান কর্ত্তব্য।" কিন্তু এই কর্ত্তব্যসাধনের ায় কি? কায়স্থগণ বেদে উপনীত হইয়া দৈব ও পৈত্র কার্য্যে বাধাপ্রাপ্ত হন, াদের গার্হস্থ্য জীবনের ক্রিয়াকলাপগুলি লোপ পাইতে আরম্ভ করে, তবে এই বীতগ্রহণের ফল কি হইবে? ইহার প্রতি- নকল্পে চারিটী উপায় নির্দ্ধারিত হইতে র।

(১) বঙ্গদেশীয় যে যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থের নয়নক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন এবং অন্যান্য চরণে যোগ দিতেছেন, কায়স্থ পরিবারগুলি ল তাঁহাদিগকেই বিবাহ শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রণ বেন।

(২) স্থানবিশেষে পশ্চিম কিংবা ভার- অন্যান্য দেশীয় ব্রাহ্মণ দ্বারা কার্য্য াইবেন।

(৩) ব্রাহ্মণের একান্ত অভাব হইলে, পবীতধারী কায়স্থগণই তাঁহাদের ও ন্যের কার্য্যনির্ব্বাহ করিবেন।

(৪) ক্ষত্রবৈশ্য সম্প্রদায়গুলি একত্র দেশে বৈদিক প্রণালী অনুসারে ধর্ম্মাচরণে হইতে চেষ্টা করিবেন।

সভাপতি মহাশয় এই সম্বন্ধে আবার কি তেছেন শুনুন;—

"এই সমস্ত বিদ্বেষের মধ্যে বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ- নাম দেখিয়া আমি নিতান্তই দুঃখিত। রা হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয়, হিন্দুসমাজের ধর্ম্মমূলক আচারব্যবহারের নিয়ন্তা। রা এই স্থলে তাঁহাদের উচ্চপদ বিস্মৃত কেন যে কায়স্থবিদ্বেষ্টগণের পুষ্টি করি- তেছেন তাহা আমি অনেক চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই।"

কিন্তু ইহা বুঝা এত কঠিন নহে। পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের পাণ্ডিত্য ইহার কারণ নহে তবে পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের গৃহই এই বিদ্বেষের কারণ। পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া যে নির্ম্মল জ্ঞানে উপনীত হন; তাঁহাদের গৃহের অবস্থানুসারে তাঁহারা তদনুসারে চলিতে এক্ষণে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন। কোন্ পণ্ডিত ব্রাহ্মণের গৃহে ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব আছে? কাহার গৃহে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ, বিএ, উপাধিধারী ব্যক্তির প্রভাব দৃষ্ট না হয়? কাহার গৃহে কায়স্থবৃত্তিস্থ রাজকর্ম্মচারী বা জমিদারের কর্ম্মচারী নাই? পিতা যদি স্মৃতিরত্ন, পুত্র হয় ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বা সবজজ; খুল্লতাত যদি তর্কালঙ্কার, ভ্রাতুষ্পুত্র হয় ত পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর বা আদালতের উকীল বা ফৌজদারীর মোক্তার; মাতুল যদি যাজনিক কার্য্যে বাপৃত, ভাগিনেয় বৃহৎ চাউলের আড়তের মহাজন। এই যদি ব্রাহ্মণগৃহগুলির প্রকৃত অবস্থা, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত বলিয়া সংবাদপত্রে ও পুস্তকাদিতে যাহা প্রকাশিত হইতেছে তাহা কি বাস্তবিকই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মত? তাহা কি তাঁহাদের পরিবারস্থ অধিনায়ক সবজজ, উকীল, মুন্‌সেফ, মোক্তার ও পুলিশ কর্ম্মচারী প্রভৃতি কায়স্থায়িত আত্মীয়স্বজনের মতের অভিব্যক্তি নহে? এইরূপ কায়স্থায়িত ব্রাহ্মণগণের কায়স্থ হইতে পার্থক্য ছিল কেবল উপনয়নসংস্কার দ্বারা; কায়স্থগণ উপবীতী হইলে ইহাদের সহিত কোন বিভিন্নতাই থাকিবে না। এজন্য এই সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের স্বধর্ম্মপালনের

দ্বার সমধিক মুক্ত করা যাইবে, সে আশা দুরাশা মাত্র। আমরা বরং বিবেচনা করি কুলগ্রন্থের উত্তরোত্তর অধিক আলোচনায় কায়স্থবংশগুলির মধ্যে অগ্নিসংযোগ করিয়া দেওয়া হইবে মাত্র, তাহাতে কায়স্থের উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ একেবারেই ভস্মীভূত হইয়া যাইতে পারে। দুঃখের বিষয়, কায়স্থসভার নেতৃগণ একথা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

উপসংহারে আমরা বলিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, সভাপতি মহাশয়ের কৈফিয়ত আমাদিগের কাছে তেমন প্রীতিপ্রদ হয় নাই। মাননীয় মিত্র মহাশয় সংস্কারগ্রহণ করিয়া কায়স্থসভা রক্ষা করিয়াছেন। তিনি যদি মনে প্রাণে কায়স্থের কার্য্যে এরূপে ব্যাপৃত না হইতেন, কায়স্থসভা উঠিয়া যাইত। বঙ্গজ কায়স্থ মধ্যে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার কায়স্থ সভার এক প্রধান স্তম্ভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদিও মদীয় জ্ঞাতিভ্রাতা ৺নগেন্দ্রনারায়ণ সরকার বঙ্গে সর্ব্বাগ্রে উপনীত হইয়াছিল, তাহার হৃদয়-বল অতুলনীয় হইলেও তাহার অবস্থা মধ্যবিত্ত কায়স্থের মধ্যেও উৎকৃষ্ট ছিলনা। তাহার পশ্চাতে শ্রীযুক্ত মুকুন্দ সরকার বি,এ বি,এল ও কালীপ্রসন্ন সরকার যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া কায়স্থজাতির অগ্রণী হইয়াছেন। বিক্রমপুর সমাজ হইতে প্রিয়নাথ বর্ম্মার উপনয়ন হইয়াছে। কেবল টাকীর সমাজই আজ পর্য্যন্ত অস্পৃষ্ট। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এই কার্য্যে যে অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়। টাকীর সমাজে অনেক কৃতবিদ্য লোক শূদ্রবাদী আছেন, ইহারা কালক্রমে ফিরিয়া আসিবেন সন্দেহ নাই। এজন্য আমরা নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহা অনুরোধ করি, তিনি এই বৎসরের সংস্কার গ্রহণ করুন। তিনি সংস্কার করিলে টাকীর সমাজে অনেকে তাঁহার দৃষ্টান্তে গামী হইবেন এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আর একটি ব্যক্তির বিষয় আমি উল্লে করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতে পা এই ব্যক্তি বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি শ্রীযুক্ত বল্লভ রায়; নানা কারণে তাঁহার সহিত কায়স্থ-কার্য্যে আমার বড়ই ঘনিষ্ঠ সংশ্রব কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার যেরূ বিশ্বাস দেখিয়াছি, এরূপ অতি অল্প লো মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার অবস্থা এক্ষণ তত উন্নত না হইলেও শ্রেণীর মধ্যে তাঁহার সম্মান অতি উচ্চ। কায়স্থ-তত্ত্বজ্ঞতাও অতি উচ্চ দরের নাই। কিন্তু তিনি ভীরুতা দোষে দূ এই জন্য তাঁহাকে বলিতে ইচ্ছা করি ভীরুতা পরিত্যাগ না করিলে তাঁহার গু গুলিতে তাঁহাকে বড় কষ্টে ক্ষত্রিয় বলিয়া চয় দিবে। আশা করি তিনি এই ব মধ্যে তাঁহার এই অপবাদ দূর করি বরিশালে যদি আগামী বাৎসরিক সম্মিল সেখানে অনুপবীতী ক্ষত্রিয়ের বড় সমাদর না। মহারাজা গিরিজানাথ রায় পুত্রের উপনয়ন দিয়া, উত্তররাঢ়ীয় সমা ধন্য করিয়াছেন। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌ সমাজ এবং কৃষ্ণবল্লভ রায় বারেন্দ্র সমা ধন্য করুন।

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা

নববর্ষ।

অতীতের সিন্ধুজলে কালের তরঙ্গে,
বিলীন বিগত বর্ষ; গত তার সঙ্গে,
কত সুখ, দুঃখ, আশা,
বিরহ ব্যাকুল ভাষা,
কত মোহ, কত স্বপ্ন, যন্ত্রণা, তাড়না,
আমোদ আক্ষেপ কত স্বদেশ সাধনা। ১
সে সব অতীত স্মৃতি জাগিয়া অন্তরে,
ব্যথা দেয় প্রাণে যবে, নয়নেতে ঝরে,
অনুতাপ অশ্রুজল,
ভুলাইতে সে সকল,
নব বর্ষ নব সাজে হইয়া সজ্জিত,
আশার আলোক হস্তে হ'লো উপনীত। ২
সুমধুর স্বরে পাখী আশাগীতি গায়,
আশার বারতা কহি কল্লোলিনী ধায়,
আশা মারুত হিল্লোলে,
বৃক্ষে নব পত্র দোলে,
চন্দ্র সূর্য্য ঢালে নব আশার কিরণ,
শূন্যে গায় আশাগীতি গ্রহতারাগণ। ৩
যেন সমভাবে স্বরগে ভূতলে,
আশা কর' 'আশা কর' এই কথা বলে,
স্মরিয়া অতীত কথা'
পেয়ো না হৃদয়ে ব্যথা,
অনাগত আশা ধর উৎসাহিত প্রাণে,
কর্ত্তব্য সাধন কর নব-বর্ত্তমানে। ৪
অতীতের অলসতা করিয়া স্মরণ,
কি ফল ফলিবে বল করিলে ক্রন্দন,
অভিজ্ঞতা বর্ম্ম পরি,
সত্য, নীতি, অস্ত্র ধরি,
ও অগ্রসর লোক জীবন সংগ্রামে,
[illegible]

ঈশ্বর স্মরণে রাখি সে চরণে আশা,
সমভাবে বিতরিয়ে বিশ্বে ভালবাসা,
আপনার সুখ ভুলি,
স্বার্থে দিয়ে জলাঞ্জলি,
কর কার্য্য ফলাফল না করি বিচার,
কর্ম্মে মাত্র—নহে ফলে—নর-অধিকার।" ৬
এই নববর্ষ গীতি, এই সনাতন গীতি,
বিরাট-কায়স্থ-জাতি রবে কি ভুলিয়া?
পূর্ব্ব গৌরবের কথা, স্বজাতির কীর্ত্তিগাথা,
দিবে নাকি তাঁহাদের হৃদয় জ্বালিয়া? ৭
প্রবল উৎসাহানল, হৃদয়েতে নব বল,
হবে নাকি সঞ্চারিত নববর্ষ সনে?
নববর্ষ আশাগীতি, নবীন বিদ্যুৎশক্তি,
প্রবাহিত হবে নাকি তাঁহাদের প্রাণে? ৮
ক্ষত্রিয় রাজার জাতি, যাঁহাদের কীর্ত্তি ভাতি,
অতুলিত সুবিদিত ভুবন ভরিয়া,
অনার্য শূদ্রত্ব খ্যাতি, তাঁরা কি মস্তক পাতি,
রহিবেন চিরদিন নিশ্চিন্ত হইয়া? ৯
চাঁদ ও কেদার রায়, রাজা পূর্ব্ববাঙ্গালায়,
রামচন্দ্র সীতারাম দনুজমাধব,
প্রতাপে আদিত্যে জিনি, কায়স্থকৌস্তুভমণি,
বঙ্গের প্রতাপাদিত্য নৃপতিগৌরব। ১০
হা ধিক্ তাঁদের ভুলে, স্বজাতি গৌরব ভুলে,
তোমরা জন্মিলে কেন কাপুরুষগণ?
কি সুখে আপন শিরে, বহিব এ দুঃখ কারে,
শূদ্রত্ব কলঙ্ক ডালি করিছ বহন? ১১
দেখ সবে চারিভিতে, নবোৎসাহে আনন্দেতে,
নববর্ষে নবোল্লাসে কার্য্যক্ষেত্রে ধায়,
শূদ্রত্ব জড়ত্ব ছাড়ি, উঠ ক্ষত্রশক্তি ধরি,
সিংহের বিক্রমে জাগরিত সিংহপ্রায়॥ ১২

শ্রীবিহারীলাল রায় দেববর্ম্মা কবিরত্ন॥

অবকাশে।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)

আমি জানালার কাছে বিছানার উপর হেলান দিয়া বাহিরে জোছ্না ও আঁধারের লড়াই দেখিতেছিলাম। আর অবসর পাইয়া কত কি কল্পনা, কত কি অতীত, বর্ত্তমান ও অনুমানের ছায়া মানসপটে ভাসিতেছিল। ভ্যান ডার্ণিয়ারের (১) তুলিকা পাইলে এই অপূর্ব্ব নৈশচিত্র ধরিয়া রাখিতে পারিতাম। রাত্রি প্রায় ৮টার সময় ভাঙ্গা চাঁদের বিষাদশুষ্ক মলিন মুখখানি ঢলিতে ঢলিতে অনন্তের কোলে ডুবিয়া গেল। তখন আমি যে তিমিরে সেই তিমিরে। নৈশগগনের অন্ধকার ভেদ করিয়া যে দুই চারিটী তারা মিটি মিটি জ্বলিয়া অতীতের স্মৃতি জাগাইতেছিল, আমি বুকভরা আকাঙ্ক্ষা লইয়া একদৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখিতেছিলাম। তাহারাও ব্যথার ব্যথীর ন্যায় চক্ষের ইসারায় কত কথা কহিতেছিল। হঠাৎ একটী নক্ষত্র আকাশ হইতে খসিয়া পড়িল। পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একটি সুদীর্ঘ আলোকরেখা আমার স্বপ্নমুগ্ধ প্রাণের মর্ম্ম ভাঙ্গিয়া দিল। তখন রজনী ৮টা ৫৫ মিনিট।

বেঙ্গল এণ্ড নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলের গাড়ীর বন্দোবস্ত ও গতি ভারতীয় আর সকল কোম্পানীর গাড়ীকে পরাস্ত করিয়াছে। শুনা যায় এই লাইন যখন প্রথম খোলা হয় তখন এলাহাবাদী কোন বিশিষ্ট ইংরাজী কাগজে একখানি রসিকতার ছবি বাহির হইয়াছিল।

(১) A. Van Der Neer, কর্ত্তৃক, চিত্রিত 'Moonlight' ও 'The Rising Moon' দ্রষ্টব্য।

ছবিতে একখানি ট্রেন ছুটিয়া যাইতে লাইনের ধারে ফুটপাথে একজন মেম ছাতামুড়ি দিয়া হাটিয়া যাইতেছেন। সাহেব মেমকে আপ্যায়িত করিয়া বলিতে "Good morning, Madam, come (নমস্কার, মেম সাহেব, গাড়ীতে আ মেম সাহেব হাসিয়া উত্তর করিতেছেন, thank you, I am in a hurry!" ধন্যবাদ, আমাকে একটু তাড়াতাড়ি হইবে।)

গাড়ীর টিমে তেতালা গতি অপূর্ব্ব বাবু অধীর হইয়া বলিলেন, 'এ নয়, যেন গাধাবোট।'

যাহা হউক, আমরা ক্রমে ডুরাণ্ডা, ও সিবান পার হইয়া ভাটনীতে পৌঁ তখন রাত্রি ১০-২৫মিনিট। ডুরাণ্ডা মহারাজগঞ্জ পর্য্যন্ত একটী ছোট শা গিয়াছে। মহারাজগঞ্জ শস্যের হাটের জন্য বিখ্যাত। বিহার হইতে বুট, সর্ষপ, গোধূম প্রভৃতি বঙ্গে ও বহুপরিমাণে রপ্তানি হয়। সারণ মহারাজগঞ্জ একটী অতি প্রধান শস্য কেন্দ্র। পূর্ব্ববঙ্গের রাজনগর, ব এবং পশ্চিমবঙ্গের খাগড়ার ন্যায় সিবান ধাতুপাত্রের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকা ব্র্যাকেট, কলিকা, কুঁজো (সুরাহী) উৎকৃষ্ট। সিবান সারণের একটি সনের মূলস্থান। এখান হইতে শাখা হাতোয়া ও গোপালগঞ্জের ষ্টেসনে যাইতে হয়।

ভাটনীতে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা হইয়া বসিলাম। আর চিন্তা নাই, ছাতে কাশীতে অবতরণ। বিছানা পাতিয়া মরা উভয়েই শয়ন করিলাম। গাড়ীর লোতে শেড্ ঢাকা দেওয়া হইল। নিদ্রা-কে অধিক সাধ্যসাধনা করিতে হইল না। ীথ নিস্তব্ধতার ভিতরে বাষ্পযানের এক-নলয় সমঞ্জসধ্বনির শব্দ মাদকতায় চেতনা-ণ করিয়া তন্দ্রার রাজত্ব সৃষ্টি করিল। স্বপ্ন-কের দ্রুতগামী শকটে কত ভূলোক, দ্যুলোক র নিমেষে পর্য্যটন করিতেছিলাম। ক্ষুদ্র পীয় শকট তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ ধীর গতি।

১৯শে অক্টোবর, মঙ্গলবার। অস্পষ্ট লোকের মৃদুকরস্পর্শে চক্ষের আবেশ ঙ্গয়া গেল। নয়ন মেলিয়া বিশ্বজননীর মাধুরী পান করিলাম। তখন আমর দরপুর ষ্টেসনে। কখন কোথায় যে সরযূ-ই, মৌ ও ঔনরিহারজংসন ফেলিয়া সয়াছি, তাহা বিন্দু বিসর্গও টের পাই যেন কোন উপন্যাসবর্ণিত পরী াদিগকে উড়াইয়া লইয়া আসিয়াছে। লায় ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুর, শিমলা, গাছি ও পাবনার দেশী তাঁতের কাপড় খ্যাত। মৌএর সাড়ী, ধুতি, লুঙ্গি ও এ অঞ্চলেও সেইরূপ 'মশ্হুর' (প্রসিদ্ধ)। রিহারে ভাটনী ও গাজীপুরের লাইন একত্র ত হইয়াছে। পূর্ব্বগগণের অরুণচ্ছটার ক চাহিয়া প্রাণমন অলৌকিকভাবে পূর্ণ । বিশ্বেশ্বরের চরণে ভক্তিভরে মস্তক নত হইল। হৃদয় সাগ্রহে বিশ্বদেবতাকে স্নান করিল। প্রাণ গাহিল—

অয়ি সুখময়ি উষে, কে তোমারে নিরমিল
ইত্যাদি।

দেখিতে দেখিতে আমরা সারনাথের নিকটবর্ত্তী হইলাম। অপূর্ব্ব বাবুকে দূর হইতে বৌদ্ধস্তূপ দেখাইয়া তাঁহার সহিত সেই সকল অতীতের কথা আলোচনা করিতে লাগিলাম। বুদ্ধের দেবকান্তি সৌম্যমূর্ত্তি কল্পনা-চিত্রে জাগিয়া উঠিল। জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় অতুল-বৈভব পরিত্যাগ করিয়া সুকুমার রাজকুমারের প্রব্রজ্যা অবলম্বনের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল রাজগৃহের শৈলগুহায় শাক্যরাজসুতের বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন। মনে পড়িল বুদ্ধগয়ার বোধি-দ্রুমতলে গৃহত্যাগী রাজপুত্রের কঠোর তপ এবং ইন্দ্রিয়বিজয়। আর মনে পড়িল সারনাথে জীবন-বেদে প্রকাশিত অভ্রান্ত সত্যের প্রথম প্রচার। এই সেই সারঙ্গক্ষেত্র যেখানে মৃগরাজরূপী বুদ্ধ-দেব দীনা অবলার প্রাণবিনিময়ে আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে গিয়াছিলেন (১)। এই সেই পুণ্যস্থান যেখানে মানবরূপী দেব মহাবুদ্ধের পূত প্রাণের ধীরস্পন্দনে মুখকমল হইতে যে বেদবাণী নিঃসৃত হইয়াছিল, আজ জগতের কোটী কোটী জীবন সেই পীযূষধারা পান করিয়া ধন্য হই-তেছে।

যত্নার্জ্জিত পেয়ারাবাগ ও কুলবাগ সকল পুণ্যতীর্থ বারাণসীর সামীপ্যসূচনা করিতে লাগিল। সিটি ষ্টেসন পার হইয়া প্রায় ৬টা ৩০ মিনিটে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে আমাদের ট্রেণখানি ক্যাণ্টনমেণ্ট (ছাউনি) ষ্টেসনে প্রবেশ করিল। সম্মুখে ঐ পুণ্যনগরী চিরানন্দ-ধাম বারাণসী। এইখানে মা আনন্দময়ী

(১) Vide pp-208-9. Buddhist Birth Stories translated by T. W. Rhys Davids.

অন্নপূর্ণামূর্ত্তিতে দর্ব্বীহস্তে বুভুক্ষিত পতি, শ্মশান-বাসী, উদাসীন ভূতনাথকে অন্নদানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এইখানে মহারাজাধিরাজ হরিশ্চন্দ্র সত্যপালন হেতু সর্ব্বস্বদান করিয়া স্ত্রী-পুত্র হারাইয়া 'মশান'বাসী হইয়াছিলেন। এইখানে পণ্ডিতকুলগুরু মহর্ষি বেদব্যাসের পাণ্ডিত্যাভিমান চূর্ণ হইয়া ভেদজ্ঞান নষ্ট হইয়া দীনাভক্তির উদয় হইয়াছিল। এইখানে ভাবহীন কর্ম্মে নিমগ্ন বৈদিক ব্রাহ্মণধর্ম্মের জীবহিংসার সহিত ক্ষত্রিয় রাজকুমার সিদ্ধার্থপ্রচারিত জ্ঞান, সত্য ও কর্ম্মফলবাদের অহিংসা পরম ধর্ম্মের প্রথম সংঘর্ষ হইয়াছিল। এই ক্রিয়াকর্ম্ম, জ্ঞানবিদ্যা, যোগতপস্যা, ভক্তিসাধনা, শিল্পবাণিজ্য ও ধর্ম্মনীতির কেন্দ্রভূমিতে ফাহিয়ান, হুয়েনসাঙ্গ, ট্রভর্ণার, বার্ণার, আবুলফজল ও বিশপহীবার হিন্দুজীবন পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিয়াছিলেন। এইখানে যুবরাজ দারা দেবভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, এইখানে চৈৎসিংহ বিদ্রোহাপরাধে বন্দী হইয়াছিলেন, এইখানে ওয়ারিণ হেষ্টিংস প্রাণভয়ে ছদ্মবেশে গুপ্তপথে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং এইখানে অযোধ্যার রাজচ্যুত ভূপতি ওয়াজিদ আলী মিঃ চেরীর হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিলে এইখানে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৩৭ রেজিমে সিপাহীগণ বিদ্রোহী শিখদিগের সহিত মি হইয়া অনর্থ ঘটাইয়াছিল। এইখানে কত ঋষি, সাধু, যোগী তপস্যা প্রভাবে সিদ্ধ হ ছিলেন; কত বুদ্ধ, নানক, শঙ্কর, চৈতন্য, নুজ, রামানন্দ, বল্লভাচার্য্য, কবীর, তুলসী দয়ানন্দ, কেশবানন্দ ভক্তিসাধনার উপ করিয়াছিলেন; কত ত্রৈলঙ্গানন্দ, বিশুদ্ধা ভাস্করানন্দ, গোবিন্দস্বামী যোগলীলা ক ধন্য হইয়াছিলেন। এই সেই উত্তরবা গঙ্গাতীরবর্ত্তিনী শিবত্রিশূলঙ্কিতা পুরাতন কাশী, যে কালের প্রভাবকে তুচ্ছ ক বৌদ্ধবিপ্লব, পাঠানবিপ্লব, মোগলবিপ্লব সিপাহীবিপ্লবকে টিটকারী দিয়া, যুগযুগা স্মৃতি বক্ষে লইয়া ভারতের শাশ্বত সনা অবিনশ্বর বিজয়স্তম্ভ স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়া আমি এই মহানগরীকে বন্দনা করিলাম। বাহনের ন্যায় পদ্মা পার করিয়া ডেঙ্গরের গৃহে অন্নপূর্ণা ও বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণে ভক্তিবনবাস দিতেন। *

প্রণাম করিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিল

(ক্রমশঃ)

শ্রীরসিকলাল রায়।

রিজলী ও কায়স্থ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি

পরস্পর বিবাহযোগ্য ঘর নির্দ্দিষ্ট ও ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া (Endogamy) ভারতে আন্তর্জাতিক বিবাহের সীমা সঙ্কীর্ণ করিয়াছে। পক্ষান্তরে সগোত্রাদি বিবাহাযোগ্য বংশের উল্লেখ করিয়া (Exogamy) পরিণয় ক্ষেত্রের সীমা ততোধিক সঙ্কুচিত করিয়াছে। এই নিষেধবিধি (Exogamy) পিতৃকু অধিকতর প্রয়োজ্য।

বাঙ্গলায় একটি গাড়াগেঁয়ে হাল্কা চলে। পণ্য আছে

বামুনদের আলা ঝালা,
বোন্ খাশুড়ী, ভাগ্নে শা—।

রিজ্‌লী বলিতেছেন—"So far as the rule of oxogamy is concerned, there is nothing to prevent a man from marrying his sister's daughter."

বিহারের সর্ব্বত্র প্রচলিত নিষেধবিধি—

চাচেরা, মামেরা, ফুফেরা, মাসেরা,
ইয়ে চার নাতা বাচাকে সাদি হোতা হৈ।

মুসলমানদের কথা স্বতন্ত্র; তাহাদের "চাচা আপন চাচী পর, চাচীর মেয়ে বিয়ে কর।"

৩। কন্যাগত কুলক্রিয়া বা অনুলোম বিবাহ (Hipergamy)—কন্যার বিবাহ সমান বা উচ্চতরবংশে অবশ্য দেয়। এই রীতি সর্ব্বত্র বদ্ধমূল। কেবল বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের কুলীনাগ্রগণ্য মহাশয়েরা সাধারণ বিধি উপেক্ষা করিয়া কন্যাদিগকে রজতকাঞ্চন বিনিময়ে বঙ্গীর শ্রোত্রিয়দিগকে দান করিয়া থাকেন। * এই রীতি সমাজে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত করিয়াছে। এই প্রথা সমাজে অনেক অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে। কুলীনের কন্যা অকৃতদার থাকিয়া যায়, কুলীনের কন্যা বিধবা হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে বাধ্য হয়। কুলীনের কন্যা বিবাহিতা হইয়াও পতিসহবাস সুখ হইতে বঞ্চিত হয়। কুলীনের কন্যা বিবাহিতা হইয়াও পতিসহবাস সুখ হইতে বঞ্চিত হয়। কুলীনের কন্যা বিবাহিতা হইয়াও পতিসহবাস সুখ হইতে বঞ্চিত হয়।

সুপাত্রের বিবেচনা অধিকাংশ স্থলেই প্রাচীন কন্যাগত কুলের বিধি (Hypergamy) ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। পৌরাণিক যুগ হইতে দুষ্কুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু নীচবংশে কন্যা প্রদান করা মর্য্যাদাহানিকর। কুলীন, সিদ্ধ-শ্রোত্রীয়, সাধ্য-শ্রোত্রীয়, কষ্ঠ-শ্রোত্রীয় প্রভৃতি দিগের এইরূপ নিয়ম। কদম, বান্দে, ভোঁসলে, পাবার প্রভৃতি যে সকল মহারাষ্ট্রগণ শিবাজী ও পেশবা প্রবর্ত্তিত রাষ্ট্রবিপ্লবে মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিম্নবংশে কন্যা প্রদান করিতে কিছুতেই সম্মত হইতেন না। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শিক্ষিত পোদেরা অশিক্ষিত পরিবার হইতে কন্যা গ্রহণ করিলেও কৃষি এবং মৎস্যজীবী গোপেরা গৃহে কন্যার বিবাহ দিতে স্বীকৃত নহে।

কিন্তু সকলেই উচ্চবংশে কন্যার বিবাহ দিতে প্রবৃত্ত হইলে একটি কঠিন সামাজিক সমস্যার উৎপত্তি হইবে। উচ্চকুলে পাত্রের অভাবে অনেক কন্যার বিবাহ হইতে পারিবে না। এবং নিম্নবংশে পাত্রীর অভাবে অনেক পুরুষকে অকৃতদার থাকিতে হইবে। উন্নত বংশে কন্যা বিবাহের এই নিদারুণ সমস্যা সম্ভবতঃ যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। উত্তরভারতে রাজপুতেরা নির্দ্দয় ভাবে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র বিনাশ করিয়া বিবাহ সমস্যার মীমাংসা করিতেন। বঙ্গের কুলীন ব্রাহ্মণেরা বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিয়া সমস্যা মীমাংসার অন্যতম উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় দত্ত কুলমর্য্যাদা কিরূপে বল্লালী কুলের স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাবু গিরীন্দ্রনাথ দত্ত, বি, এ; এম্; আর, এ, এস্; এম্, এস্ এ বলিতেছেন-যে তাঁহার পরিচিত জনৈক বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, এ উপাধিধারী, কলেজের প্রফেসর, বরযাত্রীর নেতা, কন্যার পিতা কুলীন মৌলিক-নির্ব্বিভেদে মর্য্যাদা (Honorarium) দিতে অসম্মত হইলে বালিকা বধূকে, শ্বশুর গৃহে প্রথম যাত্রার বারেই ঐ অসঙ্গত দাবীর টাকা আদায় না

* মৈথিল ব্রাহ্মণেরা ও শুল্ক লইয়া কন্যা বিক্রয় বাঙ্গালার রাঢ়ী শ্রেণীর বংশজ ব্রাহ্মণেরা উচ্চ কন্যা বিক্রয় করে।

হওয়া পর্য্যন্ত আবদ্ধ রাখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

বাঙ্গলার চলিত বাক্যে কন্যার পিতার শোচনীয় অবস্থা সুন্দর চিত্রিত রহিয়াছে।

মেয়ের বাপ মাটি,
ছেলের বাপ খুঁটি।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র কায়স্থ পত্রিকায় বরপণ ও কন্যা বিবাহের সমস্যা বর্ণনা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থদিগের মধ্যে বরের মূল্য চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। উত্তররাঢ়ীয়, বঙ্গজ, বারেন্দ্র ও বিহারী কায়স্থগণের মধ্যেও এই ব্যাধি সংক্রান্ত হইতেছে।

কৌলীন্য প্রথার কুফল সম্বন্ধে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত লোনসিংহ গ্রামের ভূতপূর্ব্ব ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু অভয়চন্দ্র দাস সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন :—

"I know of two kulins, one of whom married about 60 wives, and the other upwards of 100. etc."

আমি দুইজন কুলীনের কথা জানি, তাহাদের একজনের প্রায় ৬০ জন স্ত্রী, অপরের শতাধিক পত্নী। ইত্যাদি

ইংরেজ রাজত্বে শিক্ষিত সমাজে মানসিক ও রাজনৈতিক চিত্তবৃত্তির অত্যধিক প্রসার হইয়াছে। কিন্তু নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অধিকতর মলিন ও জটিল হইয়া পড়িতেছে। যতদিন সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সমঞ্জস ভাবে সম্ভাবনা হইবে, ততদিন এদেশের মঙ্গলাশা নাই।

প্রাচীন রোমীয়দিগের মধ্যে অনুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। অভিজাত রোমীয়েরা (Patrician) ইতর বংশ (Plebeian) হইতে স্ত্রী গ্রহণ করিত এবং সন্তান পিতৃকুল প্রাপ্ত হইত। তাহাদের যুক্তি এই যে পিতৃবংশমর্য্যাদা সন্তানের সামাজিক সম্মান নির্ণয় করিবে (Patrem sequuntur liberi)

দাসত্ব হইতে পরাধীনতা ও বিদেশীয়াধিকার হইতে, জাতি প্রাধান্য হইতে, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি হইতে কিংবা স্থানীয় প্রভুত্ব বা শ্রেষ্ঠতা হইতে—যে রূপে হউক অনুলোম বিবাহ প্রথা বা কন্যাগত কুলক্রিয়া রীতি (Hypergamy) কেন্দ্রবিশেষে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ভারতের সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং পুংস্ত্রী সখ্যার সমতা ধ্বংস করিয়া বহু বিবাহ ও শিশু কন্যা হত্যা প্রভৃতি নানা সামাজিক অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে। বাল্য বিবাহের মূল অনুসন্ধান করিলেও এই অনুলোম বিবাহ বা কন্যাগত কুলক্রিয়া প্রথায় উপনীত হইতে হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীরসিকলাল রায়।

গায়ত্র্যুপসংহার।

বঙ্গীয় সাহিত্যিক সমাজে সুপরিচিত, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায় বিশারদ প্রায় এক বৎসর যাবৎ আমার লিখিত "গায়ত্রী" বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তল্লিখিত প্রতিবাদ সমূহে যেরূপ ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ এবং শ্লেষের আধিক্য দৃষ্টি হইতেছে; তাহাতে তাঁহাকে পদস্খলিত লেখক বলিয়া মনে হইতেছে। অধিকন্তু প্রতিভার পাঠকগণও তৎপ্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া ব্রহ্মের বিজ্ঞানযুক্ত ত্রিতাপত্রাণকারিণী গায়ত্রী নামেও সংশয় করিতেছেন। ফলতঃ তাঁহার এরূপ পদস্খলনে আমরাও দুঃখিত হইয়াছি। যাহা হউক এখন সময় থাকিতে তাঁহাকে তাঁহার ভ্রম দেখাইয়া দিয়া তৎপাঠকদিগের সংশয় দূর করিতে প্রয়াস পাইব, নতুবা লোকের ভ্রমেই মোহ ও মোহদ্বারাই শোক উপস্থিত হয়, এই শোক হইতেই শূদ্রত্ব আসিয়া থাকে, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। (১) অতএব রায়মহাশয় অবিলম্বে ক্ষাত্র সংস্কার গ্রহণ করিয়া গুরূপদেশ দ্বারা স্বীয় ভ্রম বুঝিতে সমর্থ হউন তজ্জন্যও বিশেষ অনুরোধ করি! অতঃপর ইহাও মনে করিবেন যে তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিতে আমরা যদি কিছু ইঙ্গিত করি তাহা ক্ষাত্র স্বভাব প্রযুক্তই হইবে বিদ্বেষ বুদ্ধি দ্বারা করিব না, কেন না বিশারদ মহাশয়ের সহিত আমাদের অসদ্ভাব নাই; প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ব্রাহ্মণ কুলজ দুর্ব্বলহৃদয় শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণের সহিত, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে আমাদের তর্ক যে শূন্যে বিলীন হইবে। এই জন্য এখন রায় মহাশয়ের হিতার্থে তাঁহার ভ্রম সমূহের উল্লেখ করিয়া সংশোধনের চেষ্টা পাইব।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় "সাবিত্রী সমালোচন" প্রবন্ধে প্রসিদ্ধ বিশারদ মহাশয় বলিয়াছেন যে "মদন পারিজাত রচয়িতা বিশ্বেশ্বর ভট্ট" এবং কার্ত্তিকের প্রতিভায় "সাবিত্রীবাদ" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে "মদন পারিজাত রচয়িতা মহারাজ মদনপাল স্বয়ং ক্ষত্রিয় কুলের সমুজ্জ্বল রত্ন"। এখন পাঠকগণকে জিজ্ঞাস্য, বিশারদ মহাশয়ের এইরূপ বাক্যের বৈষম্যে তাঁহাকে কি বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন? আরও একস্থলে লিখিয়াছেন যে "বলা বাহুল্য ক্ষত্রিয়-কুলধুরন্ধর বীরসিংহের অভিপ্রায় অনুসারেই মহামতি মিত্র মিশ্র বীরমিত্রোদয় নামক অত্যুপাদেয় নিবন্ধ খানি রচনা করিয়া গিয়াছেন।" এই স্থলে পাঠকদিগকে পুনরায় উত্ত্যক্ত করিতেছি যে, যে বদান্যবর বিশারদ মহাশয়ের নিকট হইতে যখন চ, বা, তু, হি এবং বৈ প্রভৃতিরও কিছু অর্থ লইতে হয়; তখন মদনপাল ও বীরসিংহের ক্ষত্রিয়ত্বের পাঁতির বিদায়ে (প্রমাণে) পাঠকদিগের অর্থপ্রাপ্তি ঘটিল না কেন? পাঠকগণ খুঁজিয়া দেখুন মাননীয় বিশারদ মহাশয় আপনাদিগের জন্য কিছু অর্থ রাখিয়াছেন কিনা; অথবা ফাঁকি দিয়া ঐ পাঁতির অর্থ নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন? উত্তরে পাঠকগণ বলিলেন, 'না কিছু মাত্র অর্থ রাখেন নাই'; আচ্ছা ভাল করিয়া দেখুন। ভাল কথা ঐ দুই নরপতি যে অনার্য্য জাতি, সেই অনার্য্য জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের পাঁতিতে পাঁতি দাতা ব্যতীত অন্যে সে বিদায়ের অর্থ কিরূপে পাইতে পারে? কেন শাস্ত্রী মহাশয় কি ঐ দুই নরপতির জাতীয় ইতিহাস অবগত নহেন?' পাঠক মহাশয়গণ! ঐতিহাসিকগণ ঐ দুই নরপতির বিবরণ মদন বিনোদ নিঘণ্টু ও মাদলা পঞ্জী হইতে নিয়োদ্ধৃত প্রকারে বর্ণন করিয়া থাকেন।

১। ছান্দোগ্যোপনিষদের ৪।১।৩ ও ৫ শ্রুতিতে ক্ষত্রিয় নৃপতি জানশ্রুতিক, অনুতাপদগ্ধ দেখিয়া মহামুনি বৈরক, তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ২।৩।১০ ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণের ১২।১-৩ শ্রুতিতে মন্ত্রদ্রষ্টা কবষ ঋষি শোকাকুল থাকায় শূদ্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

মদনপাল ও মদনপারিজাত। মদনপাল টাকু বংশীয় (তক্ষক বংশীয়) জনৈক শাকদ্বীপী হিন্দু রাজা ছিলেন। দিল্লীর উত্তর দিক্‌স্থ কাণ্ঠা (কাড়া) নগরীতে তিনি ১৪৩১ সম্বৎ বা ১৩১৭ খ্রীঃ রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পিতা হরিশ্চন্দ্র পিতামহ ভরতপাল ও প্রপিতামহ রত্নপালের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। মদনপারিজাতরচয়িতা বিশ্বেশ্বর ভট্ট তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। বিশ্বেশ্বর ভট্ট তাঁহার উৎসাহে আনন্দসঞ্জীবন, তিথিনির্ণয়সাগর, মদনপারিজাত, মদনপাল-বিনোদ, নির্ঘণ্ট, চন্দ্রপ্রকাশ, শূদ্রধর্ম্মবোধিনী সিদ্ধান্তগর্ভ ও স্মৃতিকৌমুদী নামক যে সকল গ্রন্থ রচনা করেন সে সকল রাজার নামে প্রকাশ করিতে বাধ্য হন।

বীরসিংহও বীরমিত্রোদয় উড়িষ্যার গঙ্গাবংশের অন্যতম শাখা কপিল সূর্য্যের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্ব কাল ১৪২৬শক হইতে ১৪৫৪শক পর্য্যন্ত ২৮ বৎসর। ইহাঁর রাজত্ব কালে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব উড়িষ্যায় গমন করেন। তৎপুত্র কানুয়াদেব ১ বৎসর ও কর্ণা রুয়াদেব এক বৎসর রাজত্ব করার পর গোবিন্দ বিদ্যাধর নামক অন্য একজন রাজা তাঁহাকে নিহত করিয়া তথায় রাজা হন। এই গোবিন্দ বিদ্যাধর রাজার অধীনে পূর্ব্বতন রাজবংশধর প্রতাপরুদ্রদেবের পৌত্র বীরসিংহ নামক একজন বিদ্যোৎসাহী রাজার উৎসাহে পরশুরাম মিশ্রের পুত্র ও হংস পণ্ডিতের পৌত্র মিত্র মিশ্র, আনন্দচম্পূ ও বীরমিত্রোদয়না যাজ্ঞ্যবল্ক্যস্মৃতির টীকা রচনা করেন।

ইহাই প্রকৃত ইতিহাস। এখন ঐ নরপতির আর্য্যত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিতে জাতি বর্ণের দেশে ক্ষত্রিয় বর্ণ কি অন্য তাহা ধরা পড়িবে। ফলতঃ এই দুই চতুর্দ্দ পঞ্চদশ শতাব্দীর নরপতিদ্বয়ের সমসাময়ি গ্রন্থ সমূহ বৌদ্ধ যুগের আশঙ্কার কারণ উহাতে বরং যাবনিকতার ভয় হইতে পা ঐ নিবন্ধ ও টীকা যেমন অল্প দিনের লি তেমন অনার্য্য জাতির অভিপ্রায় অনুস লিখিত অতএব উহার প্রমাণ কোন বৈদিক প্রবন্ধের বিরুদ্ধে উত্থাপন করা যা পারে না। আমরা যে ভাষায় বাচস্পতি মি ভাষ্যের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা ই ইহাই প্রকাশ পাইয়াছিল যে দ্বিজাতি বিধ অধীনতায় পদদলিত জাতির ধর্ম্ম অক্ষত থা না এবং সেই জন্য বিদ্বৎসমাজে বৈদিক ক প্রামাণ্যাপ্রামাণ্য দেখাইতে হইলে খাটী আ জাতির শাসন কালিক স্বাধীন যুগের গ্রন্থাদি রচনাবলীই প্রামাণ্য বলিয়া মনে করেন। বৌদ্ধাদি অধ্যুষিত পরবর্ত্তী পরাধীন যুগের গ্র দির প্রমাণ সেইরূপ অবহেলা করিয়া থাকে এতন্নিমিত্ত বিশারদ মহাশয়কে সত্যের অনুস করিতে বলি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মণঃ।

সংহিতাসংগ্রহ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)

অকুলীনে (১১) হ্যসদ্বৃত্তে, জড়ে শূদ্রে শঠে দ্বিজে।
এতেষ্বেব ন দাতব্য, মিদং শাস্ত্রং দ্বিজোত্তমৈঃ॥ ৮॥

অন্বয়ঃ।

দ্বিজোত্তমৈর্হি অকুলীনে, অসদ্বৃত্তে, জড়ে, শূদ্রে, শঠে দ্বিজে এতেষু এব ইদং শাস্ত্রং ন দাতব্যং ॥৮॥

বঙ্গার্থ।

পণ্ডিতগণ এই শাস্ত্র নীচবংশজাত, অসচ্চরিত্র, বুদ্ধিশূন্য, শূদ্রবংশজাত এবং ধূর্ত্তদ্বিজকে প্রদান করিবেন না।

(১১) 'অকুলীনে'—অধুনা পণ্ডিতগণ এই শব্দের একটী যুক্তিহীন বিকৃত অর্থ শাস্ত্রমধ্যে নিহিত করিয়া তদনুসরণ করিতেছেন। তাহা এই ;—(শব্দকল্পদ্রুম বলিতেছেন)—

"উৎকর্ষবিশেষধর্ম্মাবচ্ছিন্নবংশজাতকত্বে সতি তদ্ধর্ম্মবত্ত্বং কুলীনত্বমিতি। উৎকর্ষাবশেষস্তু নবধা গুণাঃ তদ্‌যথা ;—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং, নবধা কুললক্ষণম্॥

অতএব উৎকর্ষবিশেষাত্মকনবধাগুণবিশিষ্টত্বং কুলীনত্বং। এতেন ইদানীং সাধারণসামান্যজনানাং যদি নবধাগুণ বর্ত্তন্তে তদা তেঽপি কুলীনা সুস্তন্ন। অনবচ্ছিন্নপর্য্যায়ত্বং কুলীনত্বং।"

ইহার ফলতার্থ এই যে, উত্তমবংশজাত ও নবধা গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই কুলীন। যদি কাঁহারও উক্ত গুণসকল থাকে, কিন্তু নীচবংশোদ্ভব হন, তাহা হইলে তিনি কুলীনপদবাচ্য হইবেন না। ইহা

পাপেঃ প্রমুচ্যন্তে, শ্রুত্বেদং শাস্ত্রমুত্তমম্॥ ৬॥

অন্বয়ঃ।

লোকে যে চ পাপকৃতঃ যে চ অন্যে ধর্ম্মকাঃ (ভবন্তি) (তে) সর্ব্বে ইদং উত্তমং শাস্ত্রং পাপৈঃ প্রমুচ্যন্তে (১০)॥৬॥

বঙ্গার্থ।

ইহলোকে যাহারা পাপী ও ধর্ম্মদ্বেষী তাহারা ইহাই এই উত্তম শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে।৬।

তস্মাদিদং বেদবিদ্ভিঃ, প্রযত্নতঃ শ্রোতব্যং প্রযত্নতঃ।
শিষ্যেভ্যশ্চ প্রবক্তব্যং সদ্বৃত্তেভ্যশ্চ ধর্ম্মতঃ॥৭॥

অন্বয়ঃ।

তস্মাৎ বেদবিদ্ভিঃ প্রযত্নতঃ ইদং (শাস্ত্রং) শ্রোতব্যং। সদ্বৃত্তেভ্যঃ শিষ্যেভ্যশ্চ ধর্ম্মতঃ প্রবক্তব্যং॥৭॥

বঙ্গার্থ।

এইজন্য বেদজ্ঞ যত্নপূর্ব্বক এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন। এবং সৎস্বভাবসম্পন্ন শিষ্যগণকে যত্নতঃ বুঝাইয়া দিবেন।৭।

(১০) 'পাপৈঃ প্রমুচ্যন্তে'—আচার্য্যগণ যে সমস্ত সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাদিগকে আপ্তবাক্য বলে। এই সমস্ত আপ্তবাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিলে উত্তম জ্ঞান হয়, এবং জ্ঞান হইতেই মুক্তি। 'জ্ঞানান্মুক্তিঃ'। যখন শাস্ত্রসত্য দার্শনিকভাবে উপলব্ধি করা যায়, তখন সেই চিন্তাশীল ব্যক্তি তৎকালে ব্রহ্মসম্ভোগ করেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, সাধুসঙ্গ দ্বারা পাপপূর্ণ ভবার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

একটী আশ্চর্য্য মীমাংসা, কোনও সভ্যদেশে গুণের এতাদৃশ অবমাননা পরিদৃষ্ট হইবে না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজ ইহা অপেক্ষা গুরুতর পাপের অভিনয় করিতেছেন। গুণ থাকুক বা না থাকুক. কুলীন বংশসম্ভূত হইলেই তিনি কুলীন হইবেন। এইক্ষণ পর্য্যায় ধরিয়া কুলীন। তিনি মিথ্যাবাদী, সুরাপায়ী ও পারদারিক হইলেও কুলীন, অথচ একজন মধ্যল্য কি মৌলিক গুণবান্ হইলেও কোন কালেই কুলীন হইতে পারিবেন না। সাধুদিগের পুরস্কার, ও দুষ্কৃতদিগের দণ্ডদ্বারা সমাজ সংরক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে। যে সমাজে গুণের পুরস্কার নাই, ও পাপের দণ্ড নাই তাহা অচিরকালেই পূতিগন্ধময় নরকের কৃমিদ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়। এই বংশগত ব্রাহ্মণত্বে ও কুলীনত্বে ভারতের সর্ব্বনাশ করিতেছে ও করিবে। নিম্নস্তরের সাহা, কুম্ভকার, সূত্রধর, নমঃশূদ্র জাতিব্যূহ যাহাদিগের স্পৃষ্ট জল ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ স্পর্শ করেন না, তাহাদিগের মধ্যে কত শত মহাত্মা ব্রাহ্মণ হইতে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ বিরাজিত কে বলিতে পারে। তথাপি তাহাদিগের চিরজীবন মহাগ্লানিকর সামাজিক অপমান সহ্য করিতে হয়। যত দিন এই ঘৃণিত নিয়ম হিন্দুসমাজে প্রচলিত থাকিবে, ততদিন উহা উৎসন্নের পথে প্রধাবিত হইবে।

এই শ্লোকটী বেদবিরুদ্ধ, সুতরাং আমরা মনে করি যে, কোন শূদ্রদ্বেষী অনুদার পণ্ডিত দ্বারা এই গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। আমরা যতদূর অবগত আছি, কোনও সভ্যজাতির শাস্ত্র মধ্যে বিদ্বেষবিজৃম্ভিত এতাদৃশ উপদেশ, যদ্দ্বারা নিম্নস্তরের অজ্ঞ নরনারীকে জ্ঞানালোক হইতে সুদূরে রক্ষা করিবার চেষ্টা, লক্ষিত হয় না। ইহাদ্বারা ভারতীয় ব্রাহ্মণজাতি আর্য্য-হিন্দু-সমাজের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে শাস্ত্রবিধি, উচ্চশিক্ষার একাধিপত্য রক্ষা করিবার চেষ্টা যে কতদূর অন্যায় ও পাপজনক তাহা এই দীনা লেখনী কীর্ত্তনে অশক্তা। আজও তাঁহারা বলেন, স্ত্রীলোক ও শূদ্রজাতি বেদমন্ত্রের অনুপযুক্ত, অথচ আমরা গৃহ্যসূত্রে পাঠ করি, "ব্রহ্মবাদিনীনাং নম্"। অর্থাৎ যে সকল স্ত্রীলোক পাঠার্থিনী হইবেন তাঁহাদিগকে যজ্ঞের স্বরূপ উপবীত ধারণ করিতে হইবে। ভাগবতের একটী প্রক্ষিপ্ত শ্লোক লইয়া গণ আজও সাহঙ্কারে বলিয়া থাকেন "দ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা", এই যে বেদবিরুদ্ধ ও প্রক্ষিপ্ত তাহা আমরা সনের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা প্রথম খণ্ড সংখ্যা ৫০ পৃষ্ঠায় প্রমাণ করিতে চেষ্টা য়াছি; সিদ্ধমনোরথ হইয়াছি কিনা বি মণ্ডলীর বিবেচ্য। অদ্য অত্রিসংহিতা শ্লোক যে বেদবিরুদ্ধ ও প্রক্ষিপ্ত তাহা করিব। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এ বলিতেছি যে সমগ্র বেদ, ব্রাহ্মণ ও উপ বেদ স্ত্রীশূদ্রের কি কোনও ব্যক্তির ন করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ এই প্রকার কোন মন্ত্র নাই। পরন্তু কে তদীয় স্মৃতির মাহাত্ম্যবর্ণনচ্ছলে ধর্ম্মশাস্ত্র যে সকলেরই পাঠ্য তাহার উ পাওয়া যায়। সর্ব্বোপনিষদ গীতা বলিতেছেন যে, "মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য, যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা, তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্"। অর্থাৎ পাপযোনিসম্ভূত, স্ত্রীলোক, শূদ্র তাহারাও আমার শরণ লইয়া লাভ করে। যজুর্ব্বেদের ২৬ অধ্যায়ে পুরুষ মনুষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলি "যথেমাং বাচং কল্যাণী মা বদামি জনেভ্যঃ ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায়চার অর্থাৎ আমি যেরূপ কল্যাণীয় (ঐহিক ত্রিক সুখকর ৪ বেদের পবিত্র) বা তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি, তদ্রূ কল্যাণীয় উপদেশ তোমরা ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র ও অরণায় (অতিশূদ্রদিগকে) মন্ত্র পাওয়া যাইতেছে তখন বেদশাস্ত্র মানুষমাত্রেরই অধিকার ইহা সপ্রমাণ বাকী থাকিল না। মহর্ষি অত্রি বেদমন্ত্রে

ক্ষমপ্যক্ষরং যস্তু, গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ।
থব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং, যদ্দত্ত্বাহনৃণী ভবেৎ ॥৯॥

অন্বয়ঃ।

যঃ গুরুঃ (১২) একং অপি অক্ষরং (১৩) শিষ্যে (১৪) নিবেদয়েৎ। থব্যাং তদ্দ্রব্যং নাস্তি যৎ দত্ত্বা সঃ অনৃণী ভবেৎ ॥৯॥

বঙ্গার্থ।

যে গুরু এই শাস্ত্রের একটী অক্ষর শিষ্যকে দান করেন, পৃথিবীতে এমত বস্তু নাই যাহা দান করিলে শিষ্য অঋণী হইতে পারে।৯।

(১২) গুরোর্লক্ষণং যথা;—
শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ, বিনীতশুদ্ধবেশবান্।
চারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ, শুচীর্দক্ষসুবুদ্ধিমান্ ॥
শ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ, মন্ত্রবিদ্যাবিশারদঃ।
গ্রহানুগ্রহে শক্তো, গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥

(১৩) অক্ষর পঞ্চপ্রকার যথা (১) মুদ্রা-কার্য্য, (২) শিল্প লিপি, কলম দ্বারা বর্ণ না, (৪) গুণ্ডিকা অর্থাৎ তণ্ডুলাদির গুঁড়া-যাহা লিখিত হয়, (৫) ঘুণাক্ষর অর্থাৎ কীট কাষ্ঠে নানা প্রকার রেখাপাত করে, হার মধ্যে কোন কোনটী অক্ষরের ন্যায় ায়। এই শ্লোকে লেখনীলিপির অক্ষরের য় বলা হইতেছে।

একাক্ষরং প্রদাতারং, যো গুরুং নাভিমন্যতে।
শুনাং যোনি শতং গত্বা, চণ্ডালেষ্বপি জায়তে ॥১০॥

অন্বয়ঃ।

যঃ একাক্ষরং প্রদাতারং (জনং) গুরুং ন অভিমন্যতে।
(সঃ) শুনাং যোনি শতং গত্বা চণ্ডালেষু (১৫) অপি জায়তে ॥১০॥

বঙ্গার্থ।

এই শাস্ত্রের একাক্ষর প্রদাতাকে যে গুরু বলিয়া না মান্য করে, সে শত জন্ম কুক্কুর যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া চণ্ডালের গৃহে জন্ম ধারণ করে।১০।

(১৪) শিষ্যস্য লক্ষণং;—
শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা, শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ।
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ, সচ্চরিত্রো ব্রতী ॥
শেষ পাপহরঃ শিষ্য ইতীয়ং বৈদিকা শ্রুতিঃ।
শেষ পাপ যিনি হরণ করেন তিনি শিষ্য।

(১৫) চণ্ডাল—মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ চণ্ডালের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার সহিত বর্ত্তমান নমঃশূদ্র জাতির কোন সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। পৌরাণিক চণ্ডালের নাম শ্বপচ্ অর্থাৎ কুক্কুরমাংসভোজী, নিষাদ অর্থাৎ ব্যাধ, অন্তেবাসী অর্থাৎ গ্রামের বাহিরে যাহাদিগের বাস। মনুতে আছে—

চণ্ডালশ্বপচানান্তু বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।
অপপাত্রাশ্চ কর্ত্তব্যা ধনমেষাং শ্বগর্দ্দভম্ ॥
বাসাংসি মৃতচেলানি ভিন্নভাণ্ডেষু ভোজনম্।
কার্ষ্ণায়সমলঙ্কারঃ পরিব্রজ্যা চ নিত্যশঃ ॥
(১০ অ০ ৫১।৫২)

অর্থাৎ চণ্ডাল গ্রামের বহির্ভাগে বাস করে। ভোজন পাত্র রহিত, কুকুর গর্দ্দভাদি যাহাদিগের সম্পত্তি, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি পরিধান করে, লৌহনির্ম্মিত অলঙ্কার ধারণ করে ও সর্ব্বদা ভ্রমণ করে। এই প্রকার বর্ণনা

দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বর্ত্তমানকালে "মেলচ" বলিয়া এক জাতি আছে, যাহারা স্ত্রীপুরুষে নানা স্থানে ভ্রমণ করে, খাদ্যাখাদ্যের বিবেচনা করে না, কুক্কুর ও গর্দ্দভ যাহাদিগের সম্পত্তি, যাহারা গ্রামের বাহিরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রাবাস মধ্যে বাস করে ও যাহাদিগের গতি পোলিস সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে, ঐ জঘন্য নীচ জাতিই চণ্ডাল। আমাদিগের দেশে গ্রাম মধ্যে যে সভ্যজাতি নমঃশূদ্র নামে পরিচিত, তাহারা কখনই চণ্ডালপদবাচ্য হয় না। তাঁহাদিগের শিক্ষাদীক্ষা ও আচার দেখিলে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে বর্ত্তমান সময়ে নমঃশূদ্র জাতিকে চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করা অথবা দিগের জল অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করা মূর্খতার কার্য্য। যাহাতে সত্বর এই জা চল হয় তাহা সকল শ্রেণীর শিক্ষিত কর্ত্তব্য।

এই শ্লোকে যে অভিশাপ বর্ণিত তাহা সংকীর্ণমনা ব্যক্তি দ্বারা সম্ভবে জন্য আমরা মনে করি এই শ্লোকটী "বেদমন্ত্রদ্রষ্টা অত্রি দ্বারা কখনও রচিত পারে না।

সম্পাদক

বঙ্গীয় কায়স্থসভার অষ্টম বার্ষি অধিবেশন।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)

গত বর্ষের তৃতীয় প্রধান ঘটনা কায়স্থ-সমাজের লোকগণনা। আমাদিগের বিশ্বাস যে এই লোকগণনা নির্ভুলরূপে পরিচালিত হইলে সামাজিক বহু কল্যাণ সংসাধিত হইবে, এমন কি আমাদিগের শ্রেণীচতুষ্টয় মধ্যে যে সকল সূত্র পাওয়া যাইবে তদ্দ্বারা আমরা সমভাবে আবদ্ধ হইয়া একটী মহতী জাতিতে পরিণত হইতে পারিব। এই বিষয়ে সাহায্য করা সকল কায়স্থসন্তানের অতীব কর্ত্তব্য।

উপবীতী কায়স্থদিগের প্রতি অযথা উৎপীড়ন ও অত্যাচার। এই মর্ম্মভেদী বিষয় আলোচনা করিতেও কায়স্থের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। এই বিষয়ে সভাপতি মহাশয়ের সমবেদনাজ্ঞাপক মন্তব্য, কর্কশ নৈরাশ্য মধ্যে মধুর বাণী। আমাদিগের ফরিদপুর এই উৎপীড়নের কেন্দ্রস্থান বলিলেও অত্যুক্তি এই কায়স্থ-বিদ্বেষ ব্রাহ্মণ সমাজ মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে, কিন্তু শ্রী চিত্রগুপ্তদেবের প্রভাবে সমগ্র কায় একসূত্রে গ্রথিত। এই পরম একতা দিগের উদ্ধারের অন্যতম উপায়। এই নবোৎসাহে শত সহস্র স্থানে ক্ষত্রিয়াচার করাই এই ব্রাহ্মণ বিদ্বেষের প্রকৃষ্ট শাস্ত্রালোচনা দ্বারা এই বিদ্বেষবহ্নি নির্ব্বাপিত হইবেক না। এই সম্বন্ধে স মহাশয়ের উপসংহার স্বুবর্ণাক্ষরে রক্ষ উচিত। তিনি বলিতেছেন—"আমার যে বিরাট কায়স্থসমাজ যদি একবার দিয়া উঠিবার চেষ্টা করেন, তাহা হই সমস্ত বাধা বিপত্তি, কাগজের ঘর ভাঙ্গার

একদিনেই উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে পারে। বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ কি ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ, নিজেদের কর্ত্তব্য জ্ঞান এবং অযথা গ্লানির প্রতি চিরদিন উদাসীন থাকিবেন? আমার ভরসা আছে যে, ভারত চিরনিদ্রিত হইলেও এবং বিলম্বে জাগরিত হইলেও একবার জাগরণ আরম্ভ হইলে তাহার গতি কেহ রুদ্ধ করিতে পারিবে না। বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ কি এই চিরন্তন প্রথার বহির্ভূত হইবেন?"

সভাপতি মহাশয়ের কায়স্থ-সমাজ সম্বন্ধে সমালোচনা কতদূর সমীচীন ও সারগর্ভ প্রতিভার পাঠকগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত সমাজ যখন চিরন্তন পথে অগ্রসর হয়, তখন সমাজপতি কি গোষ্ঠীপতির নির্দ্দেশ প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু সমাজ যখন নূতন ভাবে প্রণোদিত হইয়া নবাবলম্বিত পন্থানুসরণ করে, তখন সমাজপতি কি গোষ্ঠীপতির প্রয়োজন থাকে না। যখন ইউরোপে মার্টিন লুথারের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অনুশীলিত হয়, তখন পুরাতন ধর্ম্মের সমাজপতিত্ব চূর্ণ চূর্ণ হইয়াছিল। শিক্ষালোকের উদ্দীপনায় সাম্য ও মৈত্রী ধর্ম্মের বিকাশ চিরদিন সর্ব্বত্র হইয়া থাকে, বঙ্গে কায়স্থসমাজে তাহাই হইতেছে। সামাজিক ক্ষেত্রে কেহ কাহারও নেতৃত্ব স্বীকার করেন না, সকলেই স্বাধীন ভাবে চিন্তা করেন, অপরের চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হইতে স্বীকার করেন না। চৌধুরী মহাশয় পরোক্ষে এই কথা স্বীকার করিয়াও প্রাচীন ও নূতন দলের নেতৃত্ব জটিল ভাবে অবতারণা করিয়াছেন। একাল পর্য্যন্ত আমরা দেখিয়া আসিতেছি যে সমষ্টিগতভাবে ক্ষত্রিয়াচার সমাজে প্রবেশ করে নাই। আমাদিগের বঙ্গজ সমাজ মধ্যে যে সকল মহাত্মা উপনীত হইয়াছেন তাঁহারা অনেকেই উচ্চবংশোদ্ভব কুলীন। কিন্তু তাঁহারা ব্যষ্টিভাবে উপনীত হইয়া সমাজকে অনুত্তম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। সভাপতি মহাশয় বলিতেছেন—"প্রাচীন প্রথা ও বর্ত্তমান দাবির টানাটানিতে সমাজগুলি প্রায় কোনও স্থানে একমতাবলম্বী নহে। * * * ইহার মধ্যে কত প্রকার যে Disputed right এবং সর্ত্তের Vested interest অর্থাৎ তার্কিক ও সংরক্ষিত দাবি ও জটিল সমস্যা আছে তাহা বাহিরের লোককে বুঝান সহজ নহে।" ফলতঃ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ সম্বন্ধে কি জটিল সমস্যা আছে, তাহা সাধারণ জ্ঞানে আমরা বুঝিলাম না! চন্দ্রদ্বীপ ও যশোহর সমাজের কুলীন মহাত্মাগণ শূদ্রজাতির সহিত যে বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাই যদি সভাপতি মহাশয়ের লক্ষ্যস্থান হয় তবে সংরক্ষিত সর্ত্তের খর্ব্বতা যাহা সংসাধিত হইয়া গিয়াছে, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি উপনয়নে হইবে না। ফলতঃ কর্ম্মনাশা নদীর জল যখন ভাগীরথীর সহিত মিলিত হয় তখন তাহা আর অপবিত্র থাকে না। প্রচার কার্য্য বঙ্গজ সমাজের মর্ম্মস্থল আজিও স্পর্শ করে নাই, সভাপতি মহাশয়ের এপ্রকার বিশ্বাস আমাদিগের নিকট ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়! ২।১টী সজ্জিত কায়স্থসম্মিলনীতে সভাপতির আসন অধিকার করিলে প্রচার কার্য্য হইল তাহা নহে। আজ প্রায় ত্রিংশ বৎসর অতীত হইল স্বর্গীয় শশিভূষণ নন্দী মহাশয় বঙ্গজ সমাজের চৈতন্য সম্পাদন করেন, তাহার পর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত রামাপদ পাল রায় চৌধুরী

মহাশয় ফরিদপুরস্থ বঙ্গজসমাজমধ্যে যে প্রচার করেন তাহাই প্রকৃত প্রচার। কায়স্থসভার নেতৃত্বপদ অধিকার করিয়াও সভাপতি মহাশয় অদ্যাপি ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিতে পারেন নাই তাহার যে কৈফিয়াত তদীয় অভিভাষণ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে হাস্য সংবরণ করা যায় না। তাঁহার সমাজস্থ কেহ কেহ বলেন "যাহা বরাবর হইয়া আসিতেছে তাহাই থাক", দ্বিতীয় ব্যক্তি বলেন "আমরা যদি বাস্তবিক উপনয়নের অধিকারী হইতাম, তবে আমাদের বাপ পিতামহ উপবীতী হন নাই কেন", আবার তৃতীয় ব্যক্তি বলেন "যখন দুদিন পরে হিন্দুয়ানি উঠিয়া যাইবে, তখন পৈতা লইয়া আন্দোলন করা বৃথা"; এইসকল আপত্তি নিরর্থক ও অসার, তাহা খণ্ডন করিতে আমাদের সময় নাই ও তজ্জন্য বৃথা বাগ্বিতণ্ডা করিতে চাহি না। যে ব্যক্তি পিতামাতার কি পূর্ব্বপুরুষের দোহাই দিয়া স্বধর্ম্ম পালনে করিতে আপত্তি উত্থাপন করেন তিনি নিতান্ত অন্ধ ও মূর্খ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিলাতী সামগ্রী সম্ভার মহানন্দে ব্যবহার করিতেন আজ করেন না কেন, বৈদেশিক আচার ব্যবহার বেশবিন্যাস পরিচ্ছদাদি আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ মধ্যে প্রচলিত ছিল না আজ পূর্ণভাবে কেন তাহা গ্রহণ করিতেছি। সমাজ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যমর্য্যাদা ও কন্যাবরপণপ্রথাদি শিক্ষালোকের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ হইতে দূরীভূত হইবে তৎপ্রতি কোনও সন্দেহ নাই। পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পরিকালের ধর্ম্ম, তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ হন না। সভাপতি মহাশয় নৈরাশ্য স্বরে খেদ করিয়া বলিতেছেন;—

"Academically (জ্ঞানলাভার্থে) দের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় এবং হিন্দুদের দর্শনশা বিষয় লইয়া, তত্ত্ব জানিতে অনেকে ইচ্ছুক লেও আনুষ্ঠানিক হিন্দুর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধ পাইতেছে না। প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐ অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী হইলে উপনয়ন-সংস্কার এত মতভেদ এবং উপবীতীদের প্রতি বিদ্বেষ দেখা যাইত না ইত্যাদি।" আমা বিশ্বাস সভাপতি মহাশয় ক্ষত্রিয়াচারগ্রহ প্রকৃত উদ্দেশ্য অবধারণ করিতে পারেন না আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি যে, একধর্ম্মা সমাজে অনুষ্ঠানপ্রণালী ভিন্নপথবর্ত্তিনী। পা ত্যাদগের মধ্যে সকলেই খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হই ধর্ম্মানুষ্ঠানকার্য্য নানাভাবে চালিত হইতে বঙ্গীয় কায়স্থজাতিকে একটী অখণ্ড সা পারণত করিবার প্রধান উপায় উপনয়নগ্র আমরা সকলেই চিত্রগুপ্তদেবের সন্তান, আচারিত ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আমাদের পালন কর্ত্তব্য। ইহাই ক্ষত্রিয়াচার—উপন মঙ্গল্য উদ্দেশ্য উক্ত ধর্ম্ম্য অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ভেদ চিরদিনই থাকিবে, তাহাতে সমা বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমরা আশা নববর্ষসমাগমে কায়স্থসমাজ নবীন উদ্যমে য়াচারগ্রহণ করিয়া একটী অখণ্ড সমাজে ণত হইবেন ইতি।

সম্পাদক।

ভূষণায় ক্ষত্রিয়প্রতিভা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)

মহারাজ মুকুন্দরাম দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সময়ে রাজ্যের সীমাও বৃহত্তর হইয়াছিল ইহার পূর্ব্বোত্তরে বর্ত্তমান পদ্মা নদী পশ্চিমোত্তরে গোড়ই ও মধুমতী, দক্ষিণে কাজলী ও বরুয়ার বিল। ইহা ব্যতীত রাজা মুকুন্দরামের বিদেশেও বিস্তৃত জমিদারী ও দুর্গ ছিল। ৯০২ বঙ্গাব্দে সুসঙ্গ রাজপরিবারের বাসস্থান কোচ হাজো রাজা পরীক্ষিতনারায়ণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে তাৎকালিক বাঙ্গলার নবাব আলাউদ্দিন ফতেপুরী ইশলাম খাঁ পরীক্ষিতকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে পাঠান। এদিকে রাজভ্রাতা বলদেব আসামের রাজা স্বর্গদেবের আশ্রয় লইয়া সুরঙ্গ অধিকার করেন। মকরাম খাঁ, কোচ হাজোর সন্তোষ ও জয়রাম লস্করের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সুসঙ্গ অধিকার করে। কিন্তু আবদাস সেলাম, মকরামকে দূরীভূত করিয়া দেন। রাজা মুকুন্দরামের বীর্য্যবান্ পুত্র শত্রুজিত তৎকালে পাণ্ডুর দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। যুবরাজ বলদেব তখন ঐ দুর্গে আশ্রয় লইয়া উভয়ে একসঙ্গে আবদাসকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করেন। নবাব সেনাপতি ইসলাম ইহা জানিতে পারিয়া অতি দ্রুত কতিপয় মনসবদার সহ ১০০০ অশ্বারোহী ১০০০ বন্দুকধারী ১০ ঘ্রাব নৌকা, ২০০ কোষা নৌকা ও বহুসংখ্যক জল্‌বা নৌকা দ্বারা শ্রীঘাট ও পাণ্ডুর দুর্গ অবরোধ করেন। দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধের পর নবাব পক্ষ পৃষ্ঠভঙ্গ দেয় কিন্তু অনতিবিলম্বে দ্বিগুণিত সৈন্য সহ উপনীত হয়, এদিকে পাইক বলদেবের পক্ষ গ্রহণ করে। তখন কোচ হাজো অবরোধ করিয়া নবাবের রসদ বন্ধ করিয়া দেন। আবদাস এই বিপদে পড়িয়া শত্রুশিবিরে সন্ধি করিতে আসিলে তাহাকে সদলে বন্দী করিয়া আসামে পাঠাইয়া দেন। ইহার ভ্রাতা সৈয়দ জৈন উল আবদীন দুর্গ হইতে পলায়নের চেষ্টা করিয়া সদলে নিহত হন, ইনি ঢাকার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তৎপর বলদেব কোচ হাজো প্রাপ্ত হইয়া তথায় রাজা হন, এই সময়ই রাজা মুকুন্দরামের শ্রীঘাট, পাণ্ডু, কোচহাজো গৌহাটী ও সুরঙ্গে জমিদারী বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এদিকে আকবরের মৃত্যুর পর সম্রাট্ জাহাঙ্গীর দুষ্টবুদ্ধি কুতুবদ্দিনকে বাঙ্গলায় প্রেরণ করেন। কুতুব বাঙ্গলায় আসিয়া নানারূপ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভূষণা শাসনের জন্য মীর ফতেজদ্দীন নামে একজন সেনানীকে প্রেরণ করেন। রাজা মুকুন্দরাম তাহাকে সম্মুখযুদ্ধে নিহত করিয়া কুতুবের প্রতি ধাবিত হইলেন। কুতুব প্রাণ লইয়া পলাইতেছিলেন, পথিমধ্যে মানসিংহ-বিতাড়িত সের খাঁ তাহাকে নিহত করিয়া তুমুণ্ড লইয়া স্বীয় জীবনরক্ষার্থে রাজা মুকুন্দরামকে উপঢৌকন দেন। ইহার কিছুদিন পরেই মানসিংহ

মুকুন্দে মহা সংগ্রাম হয়, মুকুন্দরাম এই যুদ্ধে নিহত হইলে শত্রুজিৎ ভূষণাসিংহাসনে আরোহণ করেন। অতঃপর মানসিংহ, জমিদার ঈশা খাঁ ও চাঁদ রায়কে নিহত করিয়া দিনাজপুর বর্দ্ধনকুঠী গমন করেন। অম্বররাজ ঐ প্রদেশের গোলযোগ শেষ করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমনকালে রাজা শত্রুজিতের অনুচর তাঁহাকে পথিমধ্যে নিহত করে, অতঃপর শত্রুজিৎ শ্রীঘাটদুর্গে গমন করিয়া কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ, কোচ হাজোর চন্দ্রনারায়ণ, আসামের স্বর্গদেবের সহিত সমবেত হইয়া মোগলরাজ্য উচ্ছেদের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এই সময় ঢাকার সেনাপতি মীর জৈনউদ্দীন পরীক্ষিতনারায়ণের পুত্র চন্দ্রনারায়ণকে আক্রমণ করিয়া আসামের দিকে গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে চির-যবন-শত্রু ভূষণার রাজা শত্রুজিতের দেখা পাইয়া তাহাকে বন্দী করতঃ ঢাকায় লইয়া বিনা বিচারে ১০৪২ বঙ্গাব্দে যাতক দ্বারা নিহত করে। সমস্ত ভূষণারাজ্য বাজেআপ্ত করিয়া মাত্র সাঁতৈর পরগণা কুমার শিবরাম রায়কে (১) জায়গীর স্বরূপ ছাড়িয়া দেন। তৎপর বহুদিন পরে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ (বঙ্গজ কায়স্থে অচলা শ্রেণীর খাস পদবীর) বিশ্বাস ঔপাধিক সীতারাম, শাসনকর্ত্তা হইয়া ভূষণায় আইসেন। তিনি কায়স্থদিগের প্রতি অশেষ অত্যাচার করেন, তাহাতে সমস্ত ভূষণা সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। যবনদোষদুষ্ট পীতাম্বরকে ধানের লোভে (২) সমাজে গ্রহণ করেন, এই সমস্ত কারণে ভূষণা সমাজ জনশূন্য হইয়া পড়ে; তথায় পরপারে মহম্মদপুরে রাজধানীনির্ম্মাণ করেন এই সময় সীতারাম ধূলজুড়ীর দেবকীনন্দন নিকট হইতে বিরুলিয়া ও ইটনার রায় পরম রাহা হইতে মকিমপুরজমিদারী কাড়িয়া লন বসু ও রাহা তাহাতে দমিত না হওয়ায় পরগণা উহাদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া এই সময় গোপাল বসুর সন্তান কেহ নগরে, কেহ ইটনায়, এবং তথা হইতে ইদিলপুর, কেহ উজানীর কৃষ্ণাত্রেয় ক্ষত্রিয় রাজা মুকুট রায়ের কন্যা বিবাহ সাপুর পরগণা যৌতুক প্রাপ্ত হইয়া গ্রামে বাস গ্রহণ করেন (১)। বিনগুহ রামদেব বসু দেশে চলিয়া যান।

(১) ইঁনি মহা সাত্ত্বিক ছিলেন; ইঁহার নামে সাতৈরে শিবেশ্বর শিব, ও তাঁহার পিতার নামে মদাপুরে রাজরাজেশ্বর বিগ্রহ স্থাপিত হয়।

(২) ইনি ধেনো পীতাম্বর বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

(১) এই বংশের জঙ্গি নিছিন্দরাম গোরক্ষপুর হইতে এদেশে আগমন ক ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। ইনি রাজার সৈন্যাপত্য করিয়া সাপুর, তেলী আমিরাবাদ প্রভৃতি কতিপয় জলময় বৃত্তি পাইয়া উজানীতে বাস করেন। কিয়দ্দিবস পরে ইদিলপুরে এক কুল করিয়া কায়স্থ সমাজে মিশিয়া পড়েন। পুত্র যশোদানন্দ রায় তৎপুত্র মুকুট ছিলেন। মুকুটের ৪ পুত্র যথা রাঘব, বিশ্ব ও চাঁদ। চাঁদরায় মুসলমানহইয়া খাঁজু বাস করেন, ইহারা মুসলমান হইলেও ভারাপ্রিয় ছিলেন রাজা রাঘবেন্দ্র বিশেষ প্র ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি মোচনা স্থানে কুলীন স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহ আর এখন সে জমিদারী নাই ২০।৩০ টাকার সামান্য তালুক আছে মাত্র।

ষণা সমাজ ইটনা ও ফতেয়াবাদ নামে দ্বিধাত হইয়াছে। অতঃপর এড়ম্বর গুহের সন্তান লজ বশিষ্ঠের সন্তান প্রভুরাম রায় চন্দ্রদ্বীপের াজা কর্ত্তৃক কৌলীন্য পাইয়া লক্ষ্মীকোলে ও ৎসন্নিকটবর্ত্তী কায়স্থগণ লইয়া লক্ষ্মীকুল নামে ার এক উপসমাজ সৃষ্টি করেন। রাজা সীতারাম রায় কায়স্থের প্রতি অত্যাচার করিলেও কোন কোন স্থলে তাঁহার দত্ত বৃত্তির দানলিপি পাওয়া যায় যথা ইন্দুদিয়া ও কুমরুলের দত্ত, বেলগাছির ও নহাটার রায়। এই সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাই ভূষণায় ক্ষত্রিয় প্রতিভা।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মণঃ।

মুকুন্দরাম রায় ও ফতেয়াবাদ সমাজ।

দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ফতেয়াবাদের অধীশ্বর ইতিহাসবিখ্যাত রাজা মুকুন্দরাম রায়ের নাম না জানেন শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ কেহ আছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফতেয়াবাদ প্রদেশের অধিকার ও রাজোপাধি লাভ করিয়া দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে নামমাত্র মোগল সম্রাটের অধীন থাকিয়া স্বরাজ্যে প্রভুত্ব পরিচালন করিতেছিলেন। সমৃদ্ধি সম্পন্ন ভূষণা নগরী হইঁার রাজধানী ছিল। সাধারণতঃ ইনি ভূষণার মুকুন্দ রায় নামে পরিচিত। ইনি কায়স্থ জাতি মধ্যে বঙ্গজ শ্রেণীতে দেববংশ পবিত্র ও উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, চন্দ্রদ্বীপের দেববংশীয় রাজগণ, বিক্রমপুরের চাঁদ রায়, কেদার রায় ও ফতেয়াবাদের মুকুন্দ রায় একবংশসম্ভূত। তাঁহাদের এরূপ অনুমানের কারণ উক্ত রাজাদিগের সকলের উপাধিই দেব এবং সকলেই বঙ্গজ কায়স্থ। উপাধির সাদৃশ্য থাকিলেই যে এক বংশ প্রমাণ হয়, এমন কোন যুক্তি নাই। আর তাঁহারাও কল্পনা ব্যতীত এমন কোন যুক্তি দিতে পারেন নাই, যাহাতে তাঁহাদের মত গ্রাহ্য হইতে পারে। মুকুন্দ রায় চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দ্দন দেবের জ্ঞাতি হউন বা না হউন, চাঁদ রায় কেদার রায়ের সহিত তাঁহার সংস্রব থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। মুকুন্দরাম স্বনামধন্য পুরুষ। ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায়,— "মুকুন্দরাম একজন সামান্য জমিদার ছিলেন। (এ জমিদারী তাঁহার স্বোপার্জ্জিত কি পৈতৃক তাহা জানা যায় না।) অতঃপর বিস্তীর্ণ ফতেয়াবাদ রাজ্যের অধিকার মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহের কৃপায় লাভ করিয়া তিনি পরবর্ত্তী সময়ে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠেন। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর ও জলেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী মোগলমারি নামক স্থানে মোগল পাঠানে যে যুদ্ধ হয়, ঐ যুদ্ধে পাঠানেরা পরাস্ত হইয়া কটকে প্রস্থান করিলে ফতেয়াবাদের মুরাদ খাঁ সহজেই মোগলের অধীনতা স্বীকার করে। মোগল সেনাপতি হোসেনকুলী খাঁর মৃত্যুর পর পাঠান

কোতল খাঁ উপযুক্ত অবসর জ্ঞানে পুনরায় বাঙ্গলায় প্রভুত্ব স্থাপনের আকাঙ্ক্ষায় বঙ্গাক্রমণ করে। যে সকল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা তাঁহার অবাধ্য হইয়াছিল, তাহাদিগকে নির্য্যাতন করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

কোতল খাঁর ফতেয়াবাদ আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ফতেয়াবাদের শাসনকর্ত্তা মুরাদ খাঁর মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রেরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়। মুরাদের সহিত মুকুন্দরামের বিশেষ সখ্য ছিল; মুরাদের বিপন্ন পুত্রগণের যথোচিত সহায়তা করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। কোতল খাঁ ফতেয়াবাদ আক্রমণ করিলে মুকুন্দরাম মুরাদের সৈন্যগণসহ নিজসৈন্য সংযোজিত করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। এদিকে মোগলসেনাপতি মানসিংহও বহুসংখ্যক সেনাসহ বঙ্গে প্রবেশ করিয়া কোতল খাঁর প্রতিকূলে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া পাঠানেরা বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার উড়িষ্যায় পলায়ন করে।

মুকুন্দরাম মোগলপক্ষাবলম্বী হইয়া পাঠানের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছিলেন; মানসিংহ ইহা অবগত হইয়া অন্য কোন মুসলমানকে শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান না করিয়া মুকুন্দরাম রায়কে রাজোপাধিদানের সহিত ফতেয়াবাদের সম্পূর্ণ শাসনভারার্পণ করিলেন। *

মুকুন্দরাম কতদিন রাজত্ব সুখ ভোগ করিয়াছিলেন জানা যায় না। অবশেষে

* কেহ মনে করিবেন না রাজা মুকুন্দরাম অকৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি রাজা হইয়া ফতেয়াবাদের পূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা মুরাদের পরিবারবর্গকে যথোচিত ভূবৃত্তি দান করেন।

তিনিও বিখ্যাত প্রতাপাদিত্য ও চাঁদ কেদার রায়ের ন্যায় মোগল সম্রাটের জন্যই সমস্ত শক্তি ব্যয় করেন নাই। তিনি অস্ত্র ধারণ করিয়া ফতেয়াবাদের সিংহাসন হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। যে সমাজ হিতৈষণায় প্রণোদিত হইয়া সমাজসংগঠনে ও সমাজসংস্কারেও হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে রাজসিংহাসন দান করিল, তাহার কারণ অজ্ঞাত। যাহা হউক প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে।

স্বদেশরক্ষার জন্য সামান্য সৈন্য লইয়া মোঘল বিপুল বাহিনীর সহিত যেরূপ অকুতোভয়ে সম্মুখসমর করিয়াছিলেন; তাহা বাঙ্গালীর বীরত্বের গৌরবময় নিদর্শন। তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে স্বদেশের জন্য বিসর্জ্জন করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়াছেন। মুকুন্দরামের ছয় পুত্র। শত্রুজিৎ ও শিবরামের নাম প্রাপ্ত হওয়া শত্রুজিৎ পুনরায় স্বাধীন হওয়ার উদ্যোগ বাদসাহের সৈন্য কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া প্রেরিত ও তথায় নিহত হন। শত্রুজিৎ বংশধরগণ অদ্যাপি যশোহর শত্রুজিৎপুরে করিতেছেন।

মুকুন্দরামের রাজত্বকালে তাঁহার অ প্রদেশ শিল্প, বাণিজ্য ও স্থাপত্যে অতি উ অধিকার করিয়াছিল। তদানীন্তন তাঁহার রাজধানী ভূষণা শিল্প, বাণিজ্য ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বলিয়া পরিচিত সুদৃশ্য সৌধমালা, প্রশস্ত রাজ বর্ত্ম, নানা দেবীশোভিত বহু দেবালয়, মনোহর উদ্যান ও নির্ম্মল বারিপূর্ণ সুবৃহৎ জলাশয়সমূহ ধারণ করিয়া রাজনগরী ভূষণা ফতেয় রাজ্যের গৌরব, ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়া দর্শ মনে বিস্ময় আনয়ন করিত।

মানব প্রকৃতি, প্রচুর বিত্তসম্পত্তি ও প্রভুতা বাহিনীর সহিত যেরূপ অকুতোভয় করিয়াও সন্তুষ্ট হয় না। সামাজিক সম্মান নিয়াছিলেন; তাহা লাভ ও তাহার অতিবড় আকাঙ্ক্ষার বিষয়। বীরত্বের গৌরবময় নিদর্শন। কুন্দরাম যে সে পিপাসাবর্জ্জিত ছিলেন, এমন করিবার কোন কারণ নাই। মুকুন্দরাম কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে স্বদেশের জন্য যখন সামান্য জমিদার ছিলেন, তখন তাঁহার প্রাণে যে ক্ষুদ্রভাবে সমাজপ্রভুত্বলাভের ইচ্ছা হয় নাই, এমন নহে। কিন্তু শক্তির অল্পতা-হেতু কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। এখন কুন্দরাম বিস্তীর্ণ ফতেয়াবাদ রাজ্যের রাজা-বাদসাহের সমবল প্রতাপ, অসীম ধনবল ও জনবল। কুন্দের মনে সেই ক্ষুদ্র ইচ্ছা আজ বৃহতী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। চন্দ্রদ্বীপরাজের সমাজকর্ত্তৃত্ব দর্শনে তাঁহার চিত্ত অবিরাম দুঃসহ যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে। মুকুন্দরাম কতিপয় বিচক্ষণ ও মতসমর্থক কায়স্থ ব্রাহ্মণ মহাত্মাকে লইয়া নব সমাজসংস্থাপনের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রণা স্থির হইল। আদি সমাজ বিক্রমপুর ও চন্দ্রদ্বীপ হইতে বহু অর্থব্যয়ে কুলীন, কুলজ ও মধ্যল্য কায়স্থ মহোদয়েরা আনীত হইলেন। ভ্রান্ত কায়স্থ মহোদয়গণও দলে দলে মুকুন্দরামের রাজত্বে বসতিস্থাপন জন্য আসিতে লাগিলেন। রাজা কায়স্থগণের বসতিস্থাপন নিমিত্ত নানা সুখকর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলীন শ্রোত্রীয় বহু ব্রাহ্মণসন্তান মুকুন্দরামের বিনীত অনুরোধ ও সদয় ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহার স্নিগ্ধ ছত্রতলে নিষ্কর ভূমাদি প্রাপ্তে সুখে আশ্রয় লইলেন। মুকুন্দরামের আশা পূর্ণ হইল। চন্দ্রদ্বীপের রাজার বঙ্গজ কায়স্থসমাজের উপর একাধিপত্য খর্ব্ব করিয়া রাজা মুকুন্দ মনে মনে আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। এতদিন তিনি চন্দ্রদ্বীপরাজাপেক্ষা কোন বিষয়েই নিম্নপদস্থ ছিলেন না; শুধু সমাজপ্রভুত্বে তদপেক্ষা হীনাবস্থায় কালযাপন করিতেছিলেন। আজ নূতন সমাজ স্থাপন করিয়া সমাজপ্রভুতা বিষয়েও চন্দ্রদ্বীপাধিপের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। মুকুন্দের আশা সফলা হইল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজের নাম হইল ফতেয়াবাদ সমাজ। তাঁহার জীবিতকালে ফতেয়াবাদ সমাজ সর্ব্বাংশে চন্দ্রদ্বীপ সমাজের সমকক্ষ ছিল। প্রাচীন ঘটকক্ষারিকায় চন্দ্রদ্বীপ সমাজ মস্তক ও ফতেয়াবাদ সমাজ বক্ষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। * 'বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ'-লেখক লিখিয়াছেন, "মুকুন্দরাম রায়ের ফতেয়াবাদ সমাজের সংস্থাপনসাফল্য দর্শনে যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্য যশোহর সমাজ স্থাপনে সাহসী হন। যশোহর সমাজ প্রতাপাদিত্যের অতুল কীর্ত্তি, কিন্তু সমাজের আকার অতি ক্ষুদ্র, মুকুন্দরামের ফতেয়াবাদ সমাজ বৃহদায়তন। ফতেয়াবাদের কুলীন, কুলজ, মধ্যল্য ও মহাপাত্রের সংখ্যা সম্ভবতঃ চন্দ্রদ্বীপ হইতেও অধিক। ইহার কারণ চন্দ্রদ্বীপ বিক্রমপুর ও

* চন্দ্রদ্বীপঃ শিরস্থানং যশোরনয়নদ্বয়ম্।
বিশাল বিক্রমপুর উভয়ব্রহ্ম প্রচক্ষ্যতে॥
বক্ষঃ ফতেয়াবাদস্য বাজুশ্চরণযুগ্মকম্।
অন্যস্থানং পুরীষঞ্চ কথ্যন্তে গ্রন্থকারকৈঃ॥
মিশ্রকারিকা।

পরবর্ত্তী সময়ে যশোহর হইতেও বহু কায়স্থ সন্তান ফতেয়াবাদের বিশাল বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

মুকুন্দরামের লোকান্তরের পরেও বহুদিন ফতেয়াবাদ সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু যোগ্যতর নেতার অভাবে উচ্ছৃঙ্খল সমাজ ক্রমে ক্রমে অবনতির নিম্ন গহ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ফতেয়াবাদের প্রায় সকলেই স্বস্ব প্রধান—একতাবিহীন—আত্মমর্য্যাদাবোধহীন। সমাজনিয়মের অনধীন হইয়া অনেক অপদার্থ, হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যবশে আপনার উচ্চ বংশগৌরব আজ কাল বিনা বিচারে অন্যের পদানত করিয়া বংশের দীপ্তিমান বদনে মসী লেপন করিয়া তৃপ্তি বোধ করিতেছে। স্বসমাজের গৌরবময় ইতিহাসে অভিজ্ঞতা ও স্ববংশের প্রকৃত মর্য্যাদা এবং সামাজিক উচ্চ স্থান সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে তাঁহারা কখনই নিজকে উক্তরূপে অবনমিত করিতে পারিতেন না। আমি কাহাকেও কোন সমাজের বা বংশের বিদ্বেষ্টা হইতে বলিতেছি না; কিন্তু যে যাহার সমকক্ষ, সে কেন নিজের সমতা পরিত্যাগ করিয়া নিজকে হীনরূপে প্রমাণিত করিবে? আপনার সমাজের, আপনার বংশের, আপনার ব্যক্তিত্বের সম্মান বজায় রাখিতে যে প্রয়াসী নহে, তাহাকে মনুষ্যত্বহীন মানবাকৃতি নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে।

মুকুন্দরামের নবসমাজপ্রতিষ্ঠাবধি চন্দ্রদ্বীপাধিপতির মনে সংরুদ্ধ বিদ্বেষানল ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল। প্রবলপ্রতাপ মুকুন্দের জীবিতাবস্থায় সে অগ্নি বাহিরে প্রকাশ করিয়া কোন লাভ ছিল না বলিয়াই তখন বিদ্বেষাগ্নি চন্দ্রদ্বীপের হৃদয় দগ্ধ করিলেও প্রকাশ্যে নি আত্মসংবরণ করিতে পারেন নাই। ঐ বাদকে দগ্ধ করিতে পারে নাই; বরং ঘোর পরবর্ত্তী সময়ে ফতেয়াবাদ সমাজকে প্রদর্শনে আত্মীয়ের স্থান অধিকার করিয়াদস্থ করিবার জন্য পরমানন্দ নানারূপ ফতেয়াবাদের সমাজপতি মুকুন্দরামের াস পাইয়াছিলেন। পরমানন্দের সময়ের বহুকাল পরে যখন বসুবংশীয় গ্রথিত ঘটককারিকায় ফতেয়াবাদ সমাজকে উত্তরাধিকারসূত্রে চন্দ্রদ্বীপের দেববংশীয়র পরিবর্ত্তে পদস্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। সিংহাসন প্রাপ্ত হন; তখন নায়কবিহীনয়াবাদে 'কুলং নাস্তি' এইরূপ অসার ও য়াবাদের প্রতি বহুকালসঞ্চিত বিদ্বেষগর্ব্ব বচন জন্মলাভ করিয়াছে। বিদ্বেষবুদ্ধিতে সুযোগ উপস্থিত হয়। পরমানন্দের পৃষ যে সকলই করিতে পারে চন্দ্রদ্বীপাধিপতিগণ যে অগ্নি জ্বালিতে সাহসী হন নাই, পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বিদ্বেষের নন্দ পরমানন্দে সেই অগ্নি প্রজ্বালিতময়ে বিদ্বেষ আপনি জন্মে। ফতেয়াবাদ ফতেয়াবাদ ও চন্দ্রদ্বীপের মধ্যে চিরাজস্থ কুলীনেরাও নির্ব্বিকার ছিলেন না। সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। আজও সে ারাও চন্দ্রদ্বীপের 'জাতবিচার নাই', 'পতিত নল নির্ব্বাপিত হইল না। ন', 'ভঙ্গরতারণ' প্রভৃতি মধুর বাক্যে চন্দ্র-

পরমানন্দ রাজ্যাধিকার ও সমাজকে আপ্যায়িত করিতে থাকেন। ফলে প্রাপ্ত হইয়া সমাজসংস্কারে মনোনিবেশমালিন্য দৃঢ় হইয়া চিরশত্রুতায় পরিণত সমগ্র বঙ্গজ কায়স্থ কুলীনদিগকে তাঁহা চন্দ্রদ্বীপ ও ফতেয়াবাদের সমমর্য্যাদাধানীতে সমবেত হইবার জন্য আহ্বানষ্ট কুলীনগণের মধ্যে আদানপ্রদান রহিত তখন ফতেয়াবাদ সমাজের কুলীনগণ যায়। অধুনা সমাজশৃঙ্খল শিথিল প্রভুত্ব অসহ্য বিবেচনায় তাঁহার ায় ফতেয়াবাদ ও চন্দ্রদ্বীপের কুলীনগণের উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। কেহই চন্দ্রদ্বী যদিও দু চার জন স্বাধীনমনে কিঞ্চিৎ অবরাজধানীর কুলীনসম্মিলনীতে উপস্থিত স্বীকার পূর্ব্বক উভয় সমাজের মধ্যে আনাই। * এই অবজ্ঞার ফলে চন্দ্রদ্বী প্রদান সম্পন্ন করিতেছেন, তথাপি ইহা হৃদয়নিহিত ক্ষীণ বিদ্বেষ বৃহদাকার ধার করিয়া বলা যাইতে পারে যে, অধিকাংশ কুলীনসন্তানেরই তাহা প্রীতিকর হইতেছে না। তাঁহাদের স্বসমাজে যশোভাজন হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাঁহারা যথেষ্ট অখ্যাতি লাভ করিতেছেন।

ইদানীং বঙ্গের সমগ্র কায়স্থসমাজ এক হইবার জন্য যত্ন করিতেছেন। এসময়ে ফতেয়াবাদ ও চন্দ্রদ্বীপের পুরাতন বিরোধের মীমাংসা হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নহে? আমাদের নিজ বঙ্গজসমাজে যদি আমরা সামাজ আপত্তিগুলি খণ্ডন করিয়া সম্মিলিত না হইতে পারি তবে দক্ষিণরাঢ়ীয় ও অন্যান্য কায়স্থসমাজের সঙ্গে আমরা কিরূপে মিশিতে পারিব? বৃথা অহঙ্কার, বৃথা সংস্কার মিলনের অন্তরায় জানিয়া যদি চন্দ্রদ্বীপ ও ফতেয়াবাদের কুলীনগণ আবার পূর্ব্বের ন্যায় পরস্পরের সম্মান বজায় রাখিয়া আদানপ্রদান নিষ্পন্ন করি, তাহা হইলে কি আমাদের সামাজিক শক্তি বর্দ্ধিত হয় না? কে কাহার কথা শুনিবে, সকলেই দুর্ব্বুদ্ধির কুহকে আত্মহারা!

কোন প্রাচীন কায়স্থ মহোদয়ের মুখে শুনিয়াছি, একবার ফতেয়াবাদ ও চন্দ্রদ্বীপের কুলীনগণের মধ্যে আদান প্রদানের পূর্ব্বপ্রথা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইয়াছিল। প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, কাচিয়াদের পদ্মনাভ ঘোষবংশীয় কুলশাস্ত্রে অভিজ্ঞ সুপণ্ডিত ও সুবক্তা ৺হরিশ্চন্দ্র ঘোষ ও চন্দ্রদ্বীপের কতিপয় মহামনা পুরুষ। ঘোষ মহাশয় উক্ত মহাত্মাদের সহিত চন্দ্রদ্বীপ ও ফতেয়াবাদের কুলীনবহুল গ্রাম সমূহে উপস্থিত হইয়া যুক্তি তর্কে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, উভয় সমাজের কুলীনেরাই সমমর্য্যাদাবিশিষ্ট। উভয় সমাজের কুলীনদিগের মধ্যে পরমানন্দী সমাজ সংস্কারের

---

* ফতেয়াবাদের অন্তঃপাতী পরগণার অধীন উলপুরের বসু রা ফতেয়াবাদ ও চন্দ্রদ্বীপের বিরোধের স য়াবাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া চন্দ্রদ্বীপে স্বীকার করিয়া চন্দ্রদ্বীপসমাজভুক্ত হন। দের চন্দ্রদ্বীপসমাজে প্রাধান্যও ফ অতীত গৌরবের পরিচয় দিতেছে। বাদসমাজের কুলীনবংশীয় আরও ব্যক্তিও চন্দ্রদ্বীপসমাজে মিলিত হন। কোন কোন মহাত্মার বংশধরেরা ফতেয়ার গ্রামাবশেষের নামের সহিত স্বীয় বংশের চয় প্রদান করিয়া ফতেয়াবাদের অতীত ব অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। কেহ ফতেয়াবাদের পূর্ব্ব বাসস্থানের নাম প্ত করিয়া চন্দ্রদ্বীপের জ্ঞাতিগণের বাসর নাম সহ নিজ বংশপরিচয় দিয়া ফতেয়ার সংস্রব একবারেই মুছিয়া ফেলিয়াছেন। রা বাহাদুর বটে!

বক্তৃতাদি হইয়াছিল। এই সভার ফল আমরা সত্বরই আশা করিতে পারি। পরদিন অর্থাৎ ৫ই বৈশাখ দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীনসমাজ বাঘুটীয়া গ্রামে একটি বৃহতী কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত নারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উপবীত-গ্রহণ ও নামান্তে দাস দাসী উপাধি পরিত্যাগ করিয়া দেব ও দেবী শব্দ ব্যবহার করা এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। বিগত ১৮ই বৈশাখ রবিবার সাহিত্যপরিষদ-মন্দিরে বিবাহ ব্যয়সংক্ষেপ সম্বন্ধে একটী সার্ব্বজনীন সভা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইহাতে বক্তৃতাদি ও প্রবন্ধপাঠ অনেক হইয়াছিল কিন্তু মূল ব্যাধির প্রকৃত ঔষধের ব্যবস্থা করা হয় নাই। এই সর্ব্বার্থনকরী ব্যাধির ঔষধ ভিন্ন ভিন্ন সমাজে এক প্রকার হইতে পারে না। যৎকালে অভাব ও পূরণশক্তির তারতম্যে এই ব্যাধি সংক্রামিত হইতেছে, তখন শ্রেণীভেদ উচ্ছেদনে বিবাহক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সমাজভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। কায়স্থসমাজের কথা আমরা বলিতে পারি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে কায়স্থ সমাজে পরিণয়-ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিতে হইলে ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ তাহার একমাত্র উপায়। কন্যাদায়গ্রস্ত কায়স্থ-সন্তানকে রক্ষা করিতে হইলে (১) ষোড়শীর সহিত পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়স্ক যুবকের বিবাহ দিতে হইবে, (২) শ্রেণীচতুষ্টয়ের মধ্যে অবাধ বিবাহ পূর্ণভাবে প্রচলিত করিতে হইবে এবং (৩) উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী দায়দগণের সহিত বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের বৈবাহিক মিলন কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। যত দিন এই সংস্কার সমাজের মধ্যে এক প্রা আনে ততদিন বিবাহব্যয়সংক্ষেপ কার্য্যে করা অসম্ভব।

৪। ফরিদপুরস্থ আর্য্য-কায়স্থ সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের শুভ বিবাহ, নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের কন্যার সহিত বিগ বৈশাখ ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত বিবাহের বিবরণ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকা চেষ্টা করিব।

৫। আগামী ১৯১১ সালের ম ভারতে যে লোকগণনা হইবে তাহাতে কর্ত্তব্য কি তাহা একবার আলো উচিত। গত ১৯০২ সালের আ বৃত্তান্ত প্রতিভার পাঠকগণের মনে পারে। তৎকালে কায়স্থসমাজের লাঞ্ছনা ও অপমান বর্ষিত হইয়াছি পরিণাম স্বরূপ বঙ্গীয় কায়স্থ-সভ সুখে দুঃখে এই সভা মনীষিগণের প্রায় দশবর্ষকাল কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। কার্য্য বেশী কি কিন্তু আন্দোলনে, প্রচারে ও শিক্ষ জনে সমাজে যে পূত শক্তির অবত তৎপ্রতি কোন সন্দেহ নাই। শূদ্র কার ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতে দেখিতেছি। সমাজ অধুনা দ্বি অষ্টভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রা দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষগণ মনে করিলেই শ্রেণীতে কায়স্থ সমাজ বিভক্ত করি এই প্রকার বিভাগ আমাদের দো শাসনকর্ত্তৃগণকে দোষ দেওয়া অতএব লোকগণনার আগেই সামাজিক গৃহ ক্ষত্রিয়াচারে গ হইবে, নচেৎ বিপদের ও অপমানের

সম্পা

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

কবিতাগুচ্ছ।

নববর্ষ। (১)

এস এস নববর্ষ করি আলিঙ্গন,
সুশীতল কর মোর তাপিত জীবন।
প্রীতিপুষ্পসুশোভন,
ধরায় নন্দনবন,
এসেছে নামিয়া যেন মাতা'তে পরাণ,
অথবা দূরতা শুধু চারুতা-নিদান? ॥১॥

চিন্তা-চিতানল-দগ্ধ এ ক্ষুদ্র পরাণ,
শান্তি-নীর পান হেতু সদা ভ্রাম্যমান।
নীরদ-সলিল তরে,
চাতক চাহিয়া মরে,
তেমতি চাহিয়া আছি তব মুখ পানে,
বর্ষি শান্তিবারি বর্ষ! রাখ অকিঞ্চনে ॥২॥

কত আশা জেগেছিল হৃদয়-কন্দরে,
সকল ফুরাল মোর বর্ষের অন্তরে।
অদ্য না পূরিল আশ,
ক্রমে জীর্ণ দেহবাস,
তবু না মিটিল মোর দারুণ পিপাসা,
আবার জ্বালিছে দীপ স্নেহময়ী আশা ॥৩॥

কতদিন আশা দেবী উঠায়ে ভূধরে,
নিক্ষেপিল হতভাগ্যে নিম্নগ সাগরে।
ভেঙ্গে গেছে জীর্ণ হাড়,
জীবন হ'য়েছে ভার,
তবু আশা নাহি ছাড়ে, কহে কাণে কাণে,
পূরিবে তোমার আশা নববর্ষাগমে ॥৪॥

আত্মীয় বান্ধব কত গেল কালঘরে,
ভাসিনু ভেলার মত শোকের সাগরে।
কভু আর্ত্ত-শয্যা-পাশে,
বিকট, চিন্তার গ্রাসে,
কভু বা গৃতাসু স্কন্ধে করিয়া বহন,
স্বকরে জ্বালিয়া চিতা করেছি দাহন ॥৫॥

পাদ্য-অর্ঘ্য করে ল'য়ে নববর্ষ তরে,
আছি সবে দাঁড়াইয়া চিন্তিত অন্তরে।
কি ফল ফলিবে আর,
কার সাধ্য বুঝিবার,
অদৃষ্টের গুপ্তলিপি অব্যক্ত অক্ষরে,
তাই আজি ভাসি মোরা চিন্তার সাগরে ॥৬॥

অশান্তি-জঞ্জাল-জাল প্রতি ঘরে ঘরে,
গ্রাসিছে মীনের মত মানব-নিকরে।
মরু সম এ সংসার,
দুঃখের স্মৃতিকাঁধর,
নাহি শান্তি কিছুমাত্র ভব-কারাগারে,
অশান্তি-কটাহে পুড়ি যাই যমঘরে ॥৭॥

এস বর্ষ ছিন্ন করি অশান্তি-নিগড়,
মুক্ত কর বদ্ধ জীব-যন্ত্রণা অপার।
উঠুক আনন্দধ্বনি,
রক্ষ রক্ষ ধরাখানি,
সঞ্জীবনমন্ত্রবলে জাগুক সকল,
শান্তিজলে ভাসে যেন এই ধরাতল ॥৮॥

শ্রীউমেশ চন্দ্র বসু মজুমদার।

আমি কিন্তু বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিতে সমান দাঁড়াইয়া রহিলাম। কাছারীতে যাতায়াত সার। বড় বড় খ্যাত্যাপন্ন উকীল ভায়াদের বাসায় হাঁটিয়া হাঁটিয়া কয় জোড়া জুতা ছিঁড়িয়া গেল তাঁহার হিসাব রাখি নাই সত্য, কিন্তু বহুদিন হাঁটাহাঁটি করিয়া যে জ্ঞানলাভ হইল, সেই জ্ঞানালোকে দেখিলাম ওকালতী ভদ্রলোকের ব্যবসায় নহে। যিনি সাক্ষী শিখাইতে মজবুত, তিনিই কমলার অনুগ্রহের পাত্র। যিনি বিবেক বুদ্ধিকে ব্যাগের মধ্যে পুরিয়া মোয়াক্কেলের চরণাম্বুজে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছেন তিনিই কৃতীপ আমার এই সাধারণ সংজ্ঞায় অবশ্যই বর্জ্জিত বিধি আছে। কিন্তু বর্জ্জিতের মধ্যে ২।৩ টী লোক মাত্র দৃষ্ট হইল। তাঁহারা নিজের প্রতিভার উপরই দণ্ডায়মান হইয়া মোয়াক্কেলকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতেছেন। আমি সাক্ষী শিষ্য করার মন্ত্রে আদৌ দীক্ষিত ছিলাম না কাজেই ওকালতীর বাজারে আমার প্রতিপত্তি ও পসার জাগিল না।

আমি হাকিম হইবার মতলবে বঙ্গের উচ্চতম বিচারালয়ে য়েজেষ্টারের নিকট গতায়াত করিতে লাগিলাম। অনেক স্তব ও স্তুতি করিয়া ওকালতীর সনন্দকে বণিক দোকানের মশলা বান্ধা কাগজে পরিণত করিয়া কমলার কৃপায় হাকিম হইলাম। দেখিলাম ইহাতে আরাম আছে। মুনসেফ হইয়া প্রথমেই মাসান্তে শুভ্র রজতময়ী দ্বিশত মুদ্রা সরকারী বাক্‌সে কুরিয়া বাসায় লইয়া আসিলাম। এবং অর্দ্ধাঙ্গীর শ্বেত পাদাম্ভোজে সম্প্রদান করিয়া নারীপূজার প্রথম অভিনয় শেষ করিলাম। গৃহিণী একে একে দুইশত টাকা গণিয়া লইয়া সস্মিত বদনে সত্য নারায়ণের পূজা করিবেন বলিয়া একটী টাকা উঠাইয়া লইয়া নিজের বাক্‌সের এক কোণে রাখিয়া দিলেন। বক্রী ১৯৯৲ টাকা অন্য বাক্‌স জাত করিয়া তাড়াতাড়ি আমার জল খাওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। এইরূপে সুখের দিন ক্রমে ক্রমে অনন্ত কালের কোলে ঘুমাইতে লাগিল আর জাগিল না। এক্ষণ আমার মাসিক বেতনও ৪০০৲ মুদ্রা। বাহির হইতে দেখিলে মহাসুখেই ছিলাম—সেই সময় একদিন নিশীথ কালে আমার অন্তস্তঃল হইতে ঐ প্রশ্ন স্বতঃই উত্থিত হইয়া আমাকে অত্যন্ত চিন্তাকুল করিয়া ফেলিল।

(ক্রমশঃ)

প্রধান কারণবাদ ও বেদান্তদর্শন।*

কি জানি কোন অতীত কালের গর্ভে ভগবান্ কপিলদেবের প্রথম শিক্ষা অঙ্কিত আছে? কি জানি জগতের আদিবুদ্ধ কপিলদেব জীবের ত্রিবিধ দুঃখে কাতর হইয়া, কবে সেই দুঃখের মূল উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন? কি জানি প্রধানের প্রাকৃত নৃত্য ও পুরুষের কেবলতা কত যুগান্তর হইতে যোগীর ধ্যানের বিষয় হইয়াছে! কি জানি তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় পথ অনুসরণ করিয়া কত কত বুদ্ধ দুঃখের মূলোচ্ছেদে কৃতসংকল্প হইয়া সনাতন এক সত্যকে নূতন নূতন আকারে গঠিত করিয়াছেন?

ভাগবতপুরাণে আছে প্রথম মুনির কন্যা দেবহুতির গর্ভে একজন কপিলদেব জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি আপনার মাতাকে সাংখ্যজ্ঞানের উপদেশ করেন। আবার বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—

"কৃতে যুগে পরং জ্ঞানং কপিলাদিস্বরূপধৃক্।"
দদাতি সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতহিতে রতঃ॥

অর্থাৎ সত্যযুগে ভগবান্ কপিলদেব সাংখ্যজ্ঞানের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তখন আমাদের এই বেদই বা কোথায়? উপনিষদই বা কোথায়?

"মন্ত্রেষু কার্য্যানি কবয়ো যান্যপশ্যম্
তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি।"

অর্থাৎ ঋষিগণ মন্ত্র মধ্যে যে সকল কার্য্য দেখিতে পাইয়াছিলেন, ত্রেতাযুগে তাহার বিস্তার হইয়াছিল।

"পুরূরবস এবাসীৎ ত্রয়ী ত্রেতামুখে নৃপ।"
শ্রীমদ্ভাগবত, ৯-১৪-৪৯

অর্থাৎ ত্রেতার প্রারম্ভে রাজা পুরূরবা হইতে ত্রয়ীবেদের আবির্ভাব হইয়াছিল। "রজঃ প্রধানে তু ত্রেতাযুগে বেদাদিবিভাগেন কর্ম্মমার্গঃ প্রকটো বভূব।" শ্রীধর।

অর্থাৎ রজঃপ্রধান ত্রেতাযুগে বেদাদি বিভাগ দ্বারা কর্ম্মমার্গ প্রকট হইয়াছিল।

আমরা যাহাকে বেদ বলিয়া জানি আমাদের ত্রেতাযুগে তাহার পুনর্জ্জন্ম।

"চতুর্যুগান্তে কালেন গ্রস্তান্ শ্রুতিগণান্ যথা।
তপসা ঋষয়োঽপশ্যন্ যতো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥
ভাঃ পুঃ ৮-১৪-৪

অর্থাৎ চতুর্যুগের পরেই প্রচলিত বেদ লুপ্ত হইয়া যায়। আবার ঋষিগণ ধ্যানচক্ষু দ্বারা সেই অনাদি ও অনন্ত বেদ দেখিতে পাইয়া সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করেন। যখন প্রধানবাদের প্রথম প্রচার হয়, তখন ঋকের প্রণবরূপ সনাতন বীজ, আমাদের বেদে পরিণত হইয়া শাখা পল্লব বিস্তার করে নাই।

কি জানি কত সহস্র বৎসর পরে, ঋষিগণ ধ্যানচক্ষুদ্বারা মন্ত্রবর্ণের আবিষ্কার করেন। কিন্তু সেই ধ্যানের মূলমন্ত্র কপিলদেবের প্রধানবাদ। পুরুষের কেবলতা উপলব্ধি করিতে গিয়া ঋষিগণ চিত্তবৃত্তির নিরোধ শিক্ষা করেন। এবং ঘনীভূত নিরোধ দ্বারা সমাধি লাভ করিয়া তাঁহারা অন্তর্দৃষ্টি বলে জগতের গুপ্ত চিত্রসকল দেখিতে পান।

তাঁহাদের অন্তর্জ্যোতিতে বেদের প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমাদের ত্রেতাযুগে যে সকল বেদমন্ত্রের আবির্ভাব হয় এবং সেই আবির্ভাবের কাল হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের প্রচার হয়, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস দ্বাপরের অন্তে তাহার বিভাগ ও সঙ্কলন করেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই সময়ে অবতার গ্রহণ করিয়া ব্যাসের সিদ্ধান্তসকল গীতার বিশ্ববিকাশক আলোকে উদ্ভাসিত ও সমুজ্জলিত করেন। উপনিষদের সমন্বয় করিতে গিয়া, ব্যাসদেব কটাক্ষ করিয়া "প্রধান"কে বলিলেন "অশব্দ।" শব্দে অর্থাৎ শ্রুতিতে প্রধানের স্থান নাই। "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" ১-১-৫।

ব্রহ্মসূত্রকার আবার বলিলেন "প্রধান কেবল আনুমানিক মাত্র, কপিলঋষির অনুমান। ইহার শ্রুতি প্রমাণ নাই।"

"আনুমানিকমপ্যেকেষাম্।" ১-৪-১।

প্রধান যদি "অশব্দ" ও "আনুমানিক" হইল

*বাঁকীপুরের বিগত সাহিত্য সম্মিলনীতে লেখক এই প্রবন্ধটী পাঠ করেন। সম্পাদক।

তবে উপনিষদে প্রকৃতি, মহৎ, অব্যক্ত এবং লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণা, অজার উল্লেখ আছে কেন?

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চাপরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥"

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাং।
অজোহ্যেকো জুষমাণোঽনুসেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

"বিকার জননীমজ্ঞামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাং
ধ্যায়তেঽধ্যাসিতা তেন তন্যতে প্রের্য্যতে পুনঃ।
সূয়তে পুরুষার্থঞ্চ তেনৈবাধিষ্ঠিতা জগৎ
গৌরনাদ্যন্তবতী সা জনিত্রী ভূতভাবিনী।
সিতাসিতা চ রক্তা সর্ব্বকামদুঘা বিভো
পিবন্ত্যেনামবিষয়ামবিজ্ঞাতাঃ কুমারকাঃ॥
একস্তু পিবতে দেবঃ স্বচ্ছন্দেঽত্র বশানুগাং
ধ্যানক্রিয়াভ্যাম্ ভগবান্ ভুঙ্‌ক্তেঽসৌ প্রসভং বিভুঃ।
সর্ব্বসাধারণীং দোগ্ধ্রীম্ পীড্যমানান্তু যজুভিঃ
চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যেকমব্যক্তং ব্যক্তমুচ্যতে॥"

রামানুজাচার্য্যধৃত উপনিষৎ।
(চুলিকাউপনিষৎ)

এই সকল উপনিষদ্বাক্যের সহিত নিম্নলিখিত সাংখ্যকারিকা বাক্যের কি ভেদ?

"মূল প্রকৃতিরবিকৃতি মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥"

ব্যাসদেব বলেন অবশ্য ভেদ আছে। বেদের প্রধান, বেদের প্রকৃতি ঈশ্বরাধীন স্বতন্ত্র নহে।

"ত্বদধীনত্বাৎ অর্থবৎ।" ১।৪।৩

স্বতন্ত্র প্রকৃতি জগতের নিমিত্ত কিংবা উপাদান কারণ নহে।

সাংখ্যের জগতপরিণামী প্রকৃতি ও জীবরূপী পুরুষ দুই ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত এবং ঈশ্বরাধিষ্ঠিত। সৃষ্টির পূর্ব্বে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইহাই বেদের সিদ্ধান্ত। "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি"—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতিভগবতী বলেন "আত্মনি মন্বয়ে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতং।" সেই ব্রহ্মাকেই জানিলেই যদি জীব ও জগৎ সমগ্রদের ভাবে জানা যায়, তাহা হইলে প্রকৃতি ও পুরুষ ব্রহ্মারই ভাবান্তর মাত্র। প্রকৃতি ও পুরুষ কেহই স্বতন্ত্র নহে এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রকৃতি জগতের জনয়িত্রী নহে।

প্রণিধান করিলে জানা যায় প্রধানকে অশব্দ ও আনুমানিক বলা বেদব্যাসের তাৎপর্য্য নহে। প্রধানের স্বতন্ত্রতাই কেবল অশব্দ ও আনুমানিক। মূল প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এই পরিণাম প্রবাহের খণ্ডন বেদব্যাস করেন নাই। মহর্ষি বৌধায়ন ব্যাসসূত্রের যে বৃত্তি করেন, সম্প্রদায় পরম্পরায় সেই বৃত্তি প্রামাণিক বলিয়া প্রচলিত ছিল। জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যের অপূর্ব্ব প্রতিভায় সেই বৃত্তি লুক্কায়িত হয়। পরে আচার্য্য রামানুজ সেই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া শ্রীভাষ্য রচনা করেন। রামানুজ বলেন—"নহি বয়মব্যক্তং তৎপরিণামবিশেষাংশ্চ স্বরূপেণ নাভ্যুপগচ্ছামোঽপি তু পরমপুরুষশরীরতয়া তদাত্মকত্বং বিরহেণ তদাত্মকেত্বেনৈব হি প্রকৃত্যাদয়ঃ স্ব প্রয়োজনং সাধয়ন্তি।"

অর্থাৎ আমরা অব্যক্ত ও তাহার মহদাদি পরিণাম অস্বীকার করি না। তাহারা পরমপুরুষাত্মক নহে এই কথাই অস্বীকার করি। পরমপুরুষাত্মক বলিয়াই প্রকৃতি আদি আপন আপন প্রয়োজন সাধন করে। "অন্যথা স্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিভেদাস্তেষাং নসুঃ, তথাঽনভ্যুপগমাদেব হি তন্ত্রসিদ্ধপ্রক্রিয়া-নিরসনমিতি।"

অর্থাৎ যদি প্রকৃতি আদি পরমপুরুষাত্মক পরমপুরুষাধীন না হইত, তাহা হইলে তাহাদের স্বরূপে অবস্থিতি ও প্রবৃত্তির ভেদ কিরূপে সম্ভব হইত? যদি কপিল তন্ত্রে প্রকৃতি ও পুরুষের ব্রহ্মপরতন্ত্রতা থাকিত, তাহা হইলে বেদান্ত শাস্ত্রে ঐ তন্ত্র নিরসন করিবার কোনও প্রয়োজন হইত না।

"অত্রাপি তন্ত্রসিদ্ধপ্রক্রিয়া নিরস্যতে, না ব্রহ্মাত্মকানাং প্রকৃতিমহদহঙ্কারাদীনাং স্বরূপং শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্ ব্রহ্মাত্মকানাং তেষাং প্রতিপাদনাৎ।" অর্থাৎ কেবল সাংখ্যের প্রক্রিয়াই নিরসনের বিষয়। ব্রহ্মাত্মক প্রকৃতি মহদহঙ্কারাদির স্বরূপ শ্রুতি ও স্মৃতি প্রতিপাদ্য। তাহার নিরসন অসম্ভব।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও বলেন—"যদি বরং স্বতন্ত্রাং কাঞ্চিৎ প্রাগবস্থাং জগতঃ কারণত্বেনাভ্যুপগচ্ছেম প্রসঞ্জয়েম তদা প্রধান কারণমিদং। পরমেশ্বরাধীনাত্বিয়মস্যাভিঃ প্রাগবস্থা জগতোঽভ্যুপগম্যতে ন স্বতন্ত্রা। সা চাবশ্যমভ্যুপগন্তব্যা অর্থবতী হি সা। নহি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্ব সিধ্যতি, শক্তি রহিতস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ।" অর্থাৎ যদি আমরা বলি এক স্বতন্ত্র প্রাগবস্থা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইলেই আমাদের প্রধান কারণবাদ অস্বীকার করা হয়। কিন্তু পরমেশ্বরাধীন প্রাগবস্থা আমাদের স্বীকার্য্য। স্বতন্ত্র প্রাগবস্থাই আমাদের হেয়। পরমেশ্বরাধীন জগতের প্রাগবস্থা স্বীকার না করিলে প্রয়োজন সিদ্ধিও হয় না। প্রাগবস্থাই পরমেশ্বরের শক্তি। শক্তি রহিত পরমেশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, এবং সেই প্রাগবস্থারূপ শক্তির অভাবে পরমেশ্বরের স্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয় না।

কাল, স্বভাব ও অদৃষ্ট—Time space ও causality—মিলিয়াই জগতের প্রাগবস্থা। ঈশ্বরাধীন কাল, স্বভাব ও অদৃষ্ট হইতেই জগতের সৃষ্টি। ভারতে দার্শনিক সিদ্ধান্তের এই চরম। স্বতন্ত্র জড় প্রকৃতি হইতে এই জগতের সৃষ্টি নহে। কর্ম্মবীজ ঈশ্বরাধীন হইয়া যথাকালে অঙ্কুরিত হয়। যথাকালে ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রবৃত্তি হয়, এবং তাঁহার সৃষ্টি প্রবৃত্তি হইলেই স্বভাবের বিকার হয়।

"কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্তম্।
সংযোগ এষাং নত্বাহ্যভাবা
দাত্মাপ্যনীশঃ সুখঃ দুঃখ হেতোঃ॥"

অর্থাৎ কাল, স্বভাব, নিয়তি যদৃচ্ছা, ভূত সকল কিম্বা সাংখ্যের পুরুষ ইহাদের মধ্যে কোন এক, কি জগতের কারণ? কিম্বা ইহাদের সংযোগই কি জগতের কারণ? না—ইহারা কেহই স্বতন্ত্র কি সমবেতভাবে জগতের কারণ নহে। আর যদি প্রত্যেক পুরুষের সংযোগে জগতের সৃষ্টি হইত, তাহা হইলে কত বিভিন্ন সৃষ্টি, বিভিন্নআকার ধারণ করিত ও বিভিন্ন নিয়মের বশবর্ত্তী হইত। জীবাত্মা ও সুখ দুঃখ পরবশ, সুতরাং সৃষ্টি বিষয়ে অনীশ্বর।

"তে ধ্যান যোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্ম শক্তিং স্বগুনৈর্নিগূঢ়াম্ ॥
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি,
কালাত্ম যুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥"

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।

অর্থাৎ ধ্যান যোগে ঋষিরা দেখিতে পাইলেন গুণ মধ্যে আচ্ছন্ন এক পরমেশ্বরের শক্তি আছে। সেই এক পরমেশ্বর পূর্ব্ব কথিত কাল, স্বভাব প্রভৃতি কারণ সমূহে অধিষ্ঠান করিতেছেন। ঈশ্বরাধিষ্ঠিত স্বভাব আদিই জগতের কারণ।

জলদ গম্ভীর স্বরে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিলেন—

"ভূমীরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥"

৭অ০ ৪।৫

আবার "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেব কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥"

৯অ০ ১০।

এই গম্ভীর নিনাদে জগৎ পরিপূর্ণ হইল। বেদ, দর্শন ও ঈশ্বর বাক্য এক হইয়া গেল। অবনত মস্তকে সমগ্র ভারত এই মীমাংসাকে উত্তর মীমাংসা বলিয়া গ্রহণ করিল। প্রধান কারণবাদ ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া দূর দূরান্তরে বিক্ষিপ্ত হইল। বিবাদের ঝড় মিটিয়া গেল। আজি ভারত আপন দার্শনিক সিদ্ধান্তে অচল, অটল। অবতার ও আগম সামঞ্জস্যে সেই সিদ্ধান্ত অক্ষয় ও অব্যয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। নাস্তিকবাদ, প্রত্যক্ষবাদ, জড়বাদ, যদৃচ্ছাবাদ, অজ্ঞানবাদ, সংশয়বাদ নানারূপ মায়া ও ভেল্কি দেখাইয়া বালকের মন কি দিনের জন্য বিচলিত করিবে বটে, কিন্তু ভারতের অমূল্য সিদ্ধান্তরত্ন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া এককালে সমগ্র জগৎ আলোকিত করিবে। ইতি।

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ।

বাঁকীপুর পাটনা।

গায়ত্রী।

"কায়স্থ-পত্রিকা"তে আমরা গায়ত্রী মন্ত্রের যথাশাস্ত্র অর্থ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। (১) সেই উপলক্ষে দ্বিজসাধারণের পক্ষে একই গায়ত্রী উপাস্য অথবা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ভিন্ন ভিন্ন গায়ত্রী উপাস্য তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম। সেই সময়ে "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা"পত্রিকা আমাদের নেত্র-পথে পতিত হয় নাই। "প্রতিভা"য় দেখিলাম, দুই সুপণ্ডিত মাননীয় কায়স্থমহোদয় এই বিষয় লইয়া অনেক বাদ প্রতিবাদ করিতেছেন। সেই বাদ প্রতিবাদের একতর পক্ষ অবলম্বন অথবা সেই নির্ব্বাপিত বহ্নি পুনঃপ্রজ্বালনে ইচ্ছা আমাদিগের নাই। এই সম্বন্ধে আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে কোন পক্ষাবলম্বন অথবা মধ্যস্থতা করারও সম্ভাবনা নাই। এই গায়ত্রী সম্বন্ধে আমরা আরও যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহাই সহৃদয় পাঠক পাঠিকাবর্গের নিকট নিবেদন করিতেছি;—

আর্য ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিত্যকর্ম্মে দ্বিজসাধারণের

(১) কায়স্থ-পত্রিকা, ৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা—১৩১৬ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ; ৫৭-৬৫ পৃষ্ঠা।

সমানাধিকার। কলির মুখ্য ধর্ম্মশাস্ত্র পরাশরসংহিতায় দেখিতে পাই, দ্বিজসাধারণের

"সন্ধ্যাস্নানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চ্চনম্।
বৈশ্যদেবাতিথেয়ঞ্চ ষট্‌কর্ম্মাণি দিনে দিনে ॥

১ অ০। ৩৮ ॥"

নিত্যকর্ম্ম নিয়মিত হইয়াছে। জপসম্বন্ধে আমরা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই শ্রীমন্মনুমহারাজ বলিতেছেন;—

"অকারঞ্চাপ্যুকারং চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ ভুর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ ॥
ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ।
তদিত্যৃচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ ॥
এতদক্ষরমেতাং চ জপন্ ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্।
সন্ধ্যায়োর্বেদবিদ্বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে ॥
সহস্রকৃত্যস্ত্বভ্যস্য বহিরেতত্ত্রিকং দ্বিজঃ।
মহতোঽপ্যেনসো মাসাত্ত্বচেবাহি বিমুচ্যতে ॥
এতয়র্চাবিসংযুক্তঃ কালে চ ক্রিয়য়া স্বয়া।
ব্রহ্মক্ষত্রিয় বিড্‌যোনির্গর্হণাং যাতি সাধুষু ॥

২।৭৬।৭৭।৭৮।৭৯।৮০॥"

অর্থাৎ প্রজাপতি ঋক্ যজুঃ সাম এই তিন বেদ হইতে অ উ ম অর্থাৎ ওঁ এই প্রণব এবং ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন মহাব্যাহৃতি উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি তিন বেদ হইতে এক এক পাদ আহরণ করিয়া ত্রিপদা "তৎসবিতুর্বরেণ্যম্" ইত্যাদি সাবিত্রীঋক্ সঙ্কলন করিয়াছেন। বেদজ্ঞ বিপ্র (এখানে 'বিপ্র' শব্দ উপলক্ষণ মাত্র, সমস্ত দ্বিজই ইহার লক্ষ্য) এই প্রণব এবং ব্যাহৃতিসংযুক্ত সাবিত্রীঋক্ উভয় সন্ধ্যায় জপ করিলে বেদপাঠের ফল প্রাপ্ত হন। এই ত্রিক্ (প্রণব, ব্যাহৃতি এবং সাবিত্রীঋক্) যিনি গ্রামের বাহিরে যাইয়া সহস্রবার একমাস জপ করেন, তিনি, সর্প যেমন তাহার কঞ্চুক হইতে মুক্ত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন। এই গায়ত্রী-ঋক্ জপ না করিলে এবং হোমাদি নিত্যক্রিয়া না করিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সাধুসমাজে নিন্দিত হন।

মনু মহারাজের উল্লিখিত উপদেশ শ্রবণ করিলে স্পষ্টই মনে হয়, ত্রিপদা সাবিত্রী-ঋক্‌ই ত্রিবর্ণ দ্বিজাতির উপাস্য। আরও শঙ্খসংহিতায় দেখিতে পাই—

"ন সাবিত্র্যাঃ পরং জপ্যম্। * *
তথাস্যাঃ সবিতা ঋষির্বিশ্বামিত্রো গায়ত্রীছন্দঃ।
ইত্যাদি। শঙ্খসংহিতা একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥২॥"

দক্ষসংহিতায়—

"সবিতা দেবতা যস্যা মুখমগ্নিস্ত্রিধা স্থিতঃ।
বিশ্বামিত্রঋষিশ্ছন্দো গায়ত্রী সা বিশিষ্যতে ॥

২।৪০।৪১॥"

এই শাস্ত্রবাক্যের অর্থও মনুবাক্যের অনুগামী। ইহাতেও দ্বিজমাত্রেরই সাবিত্রীগায়ত্রী উপাস্যা বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

ভবিষ্যপুরাণ তৃতীয় অধ্যায়েও লিখিত আছে যে, প্রজাপতি ব্রহ্মা তিন বেদ হইতে ত্রিপদা গায়ত্রীকে উদ্ধার করিয়াছেন এবং তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণ দ্বিজাতিরই উপাস্যা। পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ষোড়শ অধ্যায়ে ব্রহ্মা নারদের নিকট গায়ত্রীজপের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে পর নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, গায়ত্রী কাহাকে কহে?" ব্রহ্মা উত্তর দিলেন;—

"সবিতা দেবতা যস্যা মুখমগ্নিস্ত্রিপাৎস্থিতা।
বিশ্বামিত্র ঋষিশ্ছন্দো গায়ত্রী সা বিশিষ্যতে ॥"

পাঠক মহাশয়গণ লক্ষ্য করিবেন,—এই পুরাণবাক্য এবং দক্ষস্মৃতিবাক্য প্রায় এক

অতএব দেখিতে পাই ধর্ম্মশাস্ত্র এবং পুরাণাদিতে ত্রিপদা সাবিত্রীগায়ত্রীই দ্বিজসাধারণের উপাস্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। আরও গায়ত্রী ৮।৮।৮ অক্ষরযুক্ত ত্রিপদা বৈদিক ছন্দবিশেষের নাম; সুতরাং 'গায়ত্রী' বলিতে অন্য ছন্দের মন্ত্র, (ত্রিষ্টুভ্ অথবা জগতী) বুঝা যায় না। বৈদিকী দীক্ষা অথবা উপনয়ন সংস্কারের সময় সর্ব্ববর্ণ দ্বিজাতির পক্ষেই প্রণব-ব্যাহৃতিযুক্তা ত্রিপদা সাবিত্রীগায়ত্রীর প্রয়োগ হইয়া থাকে বলিয়াই আমরা জানি। তবে কদাচিৎ কোন স্থলে ইহার ব্যভিচার যে না হয়, তাহাও আমরা বলিতে পারি না।

বৈদিক এই এক গায়ত্রীর স্থলে বর্ত্তমান কালে সম্প্রদায়ভেদে প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর ভিন্ন ভিন্ন গায়ত্রী প্রচলিত হইয়াছে। এই সকল গায়ত্রীমন্ত্র গুরুগণ তাঁহাদের শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। আমরা নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি।

১। গণেশগায়ত্রী।—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো গণেশঃ প্রচোদয়াৎ॥

২। পরমহংসগায়ত্রী।—ওঁ সোঽহং হংসায় বিদ্মহে পরমহংসায় ধীমহি তন্নো সোঽহং তত্ত্বমসি প্রচোদয়াৎ॥

৩। বিষ্ণুগায়ত্রী।—ওঁ নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ॥

৪। শিবগায়ত্রী।—ওঁতৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ॥

৫। নরসিংহগায়ত্রী।—ওঁ বজ্রকায় বিদ্মহে নখদংষ্ট্রায় ধীমহি তন্নো নৃসিংহঃ প্রচোদয়াৎ॥

৬। সূর্য্যগায়ত্রী।—ওঁ ভাস্করায় বিদ্মহে দিবাকরায় ধীমহি তন্নো সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ॥

৭। অগ্নিগায়ত্রী।—ওঁ বৈশ্বানরায় বিদ্মহে কপিলায় ধীমহি তন্নো অগ্নিঃ প্রচোদয়াৎ॥

৮। ব্রহ্মগায়ত্রী।—ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্ ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ আপো জ্যোতিরসোঽমৃতং ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ। ততঃ সূর্য্যশ্চমেতি ব্রহ্মা ঋষি গায়ত্রীছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা অপমুষস্পর্শনে বিনিয়োগঃ।

৯। দুর্গাগায়ত্রী।—ওঁ কাত্যায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো দুর্গা প্রচোদয়াৎ॥

১০। বলভদ্রগায়ত্রী।—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো পরামুখ প্রচোদয়াৎ॥

১১। গরুড়গায়ত্রী।—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাস্বধায় ধীমহি তন্নো গরুড়ঃ প্রচোদয়াৎ॥

১২। দত্তাত্রেয়ীগায়ত্রী।— ওঁ দত্তাত্রেয়ায় বিদ্মহে দিগম্বরায় ধীমহি তন্নো দত্তঃ প্রচোদয়াৎ॥

১৩। ব্রহ্মাগায়ত্রী।—ওঁ চতুর্মুখায় বিদ্মহে কমণ্ডলুধরায় ধীমহি তন্নো ব্রহ্মা প্রচোদয়াৎ॥

১৪। সরস্বতীগায়ত্রী।—ওঁ সরস্বত্যৈ বিদ্মহে ভূতধাত্র্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥

১৫। ক্ষত্রিয়গায়ত্রী।—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে শস্ত্রধরায় ধীমহি তন্নো ক্ষত্রিয়ঃ প্রচোদয়াৎ

১৬। বৈশ্যগায়ত্রী।—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে ত্রয়োদেবায় ধীমহি তন্নো বৈশ্যঃ প্রচোদয়াৎ॥

১৭। শূদ্রগায়ত্রী।—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাসেনায় ধীমহি তন্নো শূদ্রঃ প্রচোদয়াৎ॥

১৮। ভাটগায়ত্রী।—ওঁ চন্দ্রেশ্বরায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো চন্দ্রঃ প্রচোদয়াৎ॥

১৯। পশুগায়ত্রী।—ওঁ পশুপতয়ে বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো পশুঃ প্রচোদয়াৎ॥

২০। নিরঞ্জনগায়ত্রী।—ওঁ সূর্য্যায় সোমায় নিরঞ্জনায় নিরাভাসায়াত প্রচোদয়াৎ॥

২১। বনস্পতিগায়ত্রী।—ওঁ স্থাবরায় বিদ্মহে বনস্পতয়ে ধীমহি তন্নো বৃক্ষঃ প্রচোদয়াৎ॥

২২। সোমগায়ত্রী।—ওঁ সোমায় বিদ্মহে নিরঞ্জনায় ধীমহি তন্নো সোমঃ প্রচোদয়াৎ॥

২৩। জলগায়ত্রী।—ওঁ জলেশ্বরায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো জল প্রচোদয়াৎ॥

২৪। পৃথ্বীগায়ত্রী।—ওঁ বসুন্ধরায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো ভূমিঃ প্রচোদয়াৎ॥

আমরা এই গায়ত্রী গুলি যথাদৃষ্ট তুলিয়া দিলাম। একখানি সংকলন-গ্রন্থ হইতে এই গুলি পাইয়াছি,— কিন্তু কোন গ্রন্থ বা গ্রন্থসমূহ হইতে এগুলি সংকলিত হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা কৃপা করিয়া এসম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা উপকৃত হইব। সম্ভবতঃ ইহাতে অশুদ্ধিও অনেক আছে, সুপণ্ডিত সম্পাদক মহাশয় আবশ্যকমত শুদ্ধ করিয়া লইবেন, ভরসা রহিল ইতি।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

চিত্র ও চিত্রকর।

সমাজবদ্ধ মানব পরস্পর মনের ভাব প্রকাশের চেষ্টা করিতে যাইয়া ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাই আধুনিক পণ্ডিতগণের অভিমত। জগতে সমাজবদ্ধ জীব আরও অনেক আছে। তাহাদের ভাষা আছে কি না আমাদের বুঝিবার উপায় নাই। পুরাণকার পশু পক্ষীর ভাষার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নব্য বৈজ্ঞানিকদিগের কেহ কেহ কপিভাষা আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ইতর জন্তুদিগের ভাষা নাই। সে যাহা হউক, ইহা সত্য যে আমরা যেমন করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় দেখি ও বুঝি, আমরা যেমন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করি, আমরা যেমন ভাব ও কল্পনা লইয়া নূতন জগৎ সৃষ্টি করি, জীবজগতে আর কেহ তেমন পারে না। আমাদের এই শক্তি ও অধিকার মনুষ্য জাতির বিশেষত্ব। আমরা কি চক্ষে প্রকৃতিকে দেখিয়া থাকি, কতটুকু সৃষ্টিরহস্য বুঝিতে পারি, কতটুকু সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারি, বাহ্য ও অন্তর্জ্জগতের চঞ্চলচিত্র কি পরিমাণে আমাদের হৃদয় ও ভাবদর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, এই সকল কথা অপরকে বুঝাইবার উপায় ভাষা। ভাষা যাঁহার করায়ত্ত, ভাব ও সৌন্দর্য্য যিনি স্বয়ং সম্ভোগ করিয়া সুখী এবং অপরকেও সম্ভোগ করাইতে ক্ষমবান্ তিনি কবি ও লেখক।

কবি কাব্যজগতের সম্রাট্। তিনি ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারেন, গড়িয়া ভাঙ্গিতে পারেন। যাহা আছে তাহা তিনি তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারেন, যাহা নাই তাহাও তিনি অপূর্ব্ব ভাব সমাবেশে রচনা করিতে পারেন। সকলের কাছে যাহা সুন্দর, তাঁহার নিকট তাহা আরও সুন্দর; সকলের কাছে যাহা সুন্দর নয়, তাহাও তাঁহার নিকট অপরূপ সুন্দর। চিন্তা, ভাব, অন্তর্দৃষ্টি ও সহানুভূতি কবিজীবনের রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জা, সৌন্দর্য্যবোধ ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টি তাঁহার প্রাণ ও আত্মা। কবি কখনও অপ্রকাশ, কখনও স্বপ্রকাশ।

কখনও তিনি সৌন্দর্য্যনেশায় বিভোর হইয়া, কল্পনার উন্মাদনায় প্রমত্ত ও নীরব (mute) আবার কখনও তিনি আবেগবন্যায় ভাসিয়া সুমধুর কাকলীতানে স্বয়ং মুগ্ধ হন এবং জগৎকেও মোহিত করেন। তখন তাঁহার আপন চিত্তের ভাবোচ্ছ্বাস অপরের হৃদয়ে তড়িৎপ্রবাহ উৎপাদন করে।

কবির প্রকাশ ভাষায়—সাহিত্যে—কাব্যরচনায়, কবির অধিকতর প্রকাশ চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে। শব্দ ও ভাষার সাহায্যে অন্তরের ভাব বাহিরে পরিস্ফুট করিয়া অপরকে পরোক্ষ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা কভু কভু ব্যর্থ হইতে পারে। কিন্তু বর্ণ ও তুলিকা সাহায্যে করি যে কাব্য রচনা করেন, তাহার প্রত্যক্ষ ফল অব্যর্থ। মানুষের ভাষা মানুষে বুঝিতে পারে, অপরের নিকট তাহা অব্যক্ত অস্পষ্ট অর্থহীন শব্দসমষ্টিমাত্র। এক দেশের ভাষা দেশান্তরে 'গ্রীক'। কিন্তু ভাস্কর ও চিত্রকরের ভাষায় মানুষ মুগ্ধ, পশু পক্ষী মুগ্ধ, কীট পতঙ্গ সকলেই মুগ্ধ।(১) কবির ভাবময় জীবন কেবল বুঝিয়া ও গাহিয়াই মত্ত। চিত্রকর ও ভাস্কর যাহা কিছু সুন্দর দেখেন, বিশেষত্ব বিকাশ করিয়া অবিকল সেইটি লোক চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া বুঝাইয়া দেন। অনুচিকীর্ষা ও নির্ম্মিৎসা তাঁহার ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব। কবি মহেশ্বর, চিত্রকর 'বিশ্বকর্ম্মা'। উভয়ে দুই হইয়াও এক, ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। কবির বর্ণলিপি চিত্তে যে সুধা সিঞ্চন করে, সুকণ্ঠ গায়কের স্বরলয় শ্রুতিতে যে মধুবর্ষণ করে, চিত্রকরের জীবন্ত আলেখ্য ততোঽধিক অমিয়ধারায় নয়ন মন হরণ করে। এইজন্য সেক্সপীয়র, শেলি ও গোল্ডস্মিথের, পার্শ্বে র‍্যাফেল, টার্ণার ও ক্লডের আসন।

কবি ও কাব্য কেবল স্বর ব্যঞ্জন চিত্রিত পত্র পৃষ্ঠায় আবদ্ধ নহে, বিচিত্রবর্ণমালা চিত্রিত চারুচিত্রপটে তাহার অপরূপ প্রকাশ। বস্তু চিত্র দ্বারা মনের ভাব প্রকাশের চেষ্টা বর্ণমালাও সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম উদ্যম। মিশর ও মেক্সিকোর চিত্রলেখা (Hieroglyphics) সম্ভবতঃ সকল দেশীয় অক্ষরেরই আদিম অবস্থা। অসম্পূর্ণ বস্তুচিত্র ভাঙ্গিয়াচুরিয়া একদিকে যেমন বর্ণমালায় পরিণত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই তৈলচিত্রে উহার পূর্ণ পরিণতি। সুতরাং স্বভাবকবি চিত্রকর ও চিত্রপটের আসন সভ্যতামার্জ্জিত কৃত্রিমতাদুষ্ট সাহিত্যিক কবি ও কাব্যের আসনের উপরে। চিত্রকবির একমুহূর্ত্ত সাহিত্য কবির অনন্তমুহূর্ত্ত (eternal now.) (১)

জাতীয় উন্নতি ও সভ্যতার সহিত সাহিত্যের উন্নতি যেরূপ অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত, সেইরূপ সুকুমার শিল্পকলা জাতিবিশেষের শ্রীসমৃদ্ধিপুষ্ট হইয়া সৌভাগ্য সূচনা করে। একদিন আমাদেরও জ্ঞান ছিল, বিদ্যা ছিল, সভ্যতা, আঢ্যতা ছিল, স্বাতন্ত্র্য সমৃদ্ধি ছিল। তখন ভারতের শিল্পকলা গুণগৌরবে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইত। তখন স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, অঙ্কন, চিত্রণ, সঙ্গীত, বাদন প্রভৃতি চারুশিল্পকলা ভারতে যশোমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

(১) Lessing's Lascoon—the grapes were drawn (by Zeuxis)so well that the birds came to peck at them (*vide* p. 37, Calcutta Review No. CXXXVIII).

(১) He arrests, as it were, one of the unstable shows of nature and freezes it into a motionless immortality. Molderness.

কিন্তু বৌদ্ধবিপ্লব, পুনরুত্থান বিপ্লব, পাঠান বিপ্লব, মোগল বিপ্লব, মহারাষ্ট্র বিপ্লব প্রভৃতি বহু যুগতরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে বহু পরিবর্ত্তনে বিধ্বস্ত ও মুমূর্ষুপ্রায় সুকুমার শিল্পকলা আমাদের পল্লীপ্রাঙ্গণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে কুলকুমারীদিগের বরণডালা ও বরাসন চিত্রণে, লক্ষ্মীপূজার আলিপনায়, কালীঘাট ও জগন্নাথক্ষেত্রের পটে ও দুর্গা প্রতিমার চাল চিত্রে বাঙ্গলার চিত্রবিদ্যা পর্য্যবসিত হইত। ইংরাজ রাজত্বের অরুণোদয়ে শান্তি ও সভ্যতা জ্যোতিঃ পুনঃপ্রকাশিত হইয়া ভারতীয় শিল্পকলার স্পন্দহীনদেহে চেতনার সঞ্চার হইতেছে। ত্রিপুরাধিপের সঙ্গীত ও শিল্পচর্চ্চা, রবিবর্ম্মার পৌরাণিক চিত্র ও অবনীন্দ্র নাথের ফ্রেস্কোচিত্র (১) এদেশের সুকুমার শিল্পের নবজীবনসঞ্চারসূচক ধমনীস্পন্দন।

উত্থান পতন প্রকৃতির নিয়ম। ক্যাল্‌ডিয়া, সীরিয়া ও মিশরের গৌরব অস্তমিত হইয়াছে। গ্রীস্ ও রোমের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শিল্পকলা বিনষ্ট হইয়াছিল। মোগল যুগাবসানে লুণ্ঠন তৎপর পারসিক ও মহারাষ্ট্র বর্গীর হস্তে ভারতীয় শিল্পের যে দুর্গতি হইয়াছিল, ভ্যাণ্ডাল দিগের হস্তে রোমীয় শিল্পেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল। রোমীয়দিগের অধঃপতনের অন্তরালে ইউরোপীয় শিল্পের ধ্বংসস্তূপ অতীত গৌরবস্মৃতি বক্ষে লইয়া নির্ম্মম আততায়ীদিগের বর্ব্বরতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল।

(১) New India has at last found an artist, Mr. Abanindra Nath Tagore, to show us something of its real mind etc.

Havel's Indian Sculpture and Painting, p 256.

মধ্যযুগে প্রতীচ্য শিল্পকলার পুনর্জ্জীবন সঞ্চারের চেষ্টা হইয়াছিল। র‍্যাফেল ও এঞ্জেলোর স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়া নবযুগ প্রবর্ত্তনের উদ্যোগ সফলও হইয়াছিল। সেই হইতে নব্য ইটালীতে পুনরায় বংশীধ্বনি ও বীণার ঝঙ্কার ইউরোপীয় মহাদেশের চিত্ত-বিনোদন করিতেছে। তদবধি আবার সাগরতীরবর্ত্তী চিরবসন্তসেবিত স্বভাবসুন্দর ইটালীদেশ সুকুমার শিল্পকলামোদীজনগণের মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু নবজাগরণের যুগে প্রত্যেক জাতি আপন আপন বিশেষত্ব প্রাচীন আদর্শে মুদ্রিত করিয়া নূতন নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছে। ইটালী, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, জর্ম্মনী, ফ্রান্স ও ব্রিটিশদ্বীপের চিত্রপ্রণালী স্বাতন্ত্র্যের ভিতর একত্ব রক্ষা করিতেছে। প্রত্যেক চিত্রকর আপন আপন ব্যক্তিত্বের প্রভাব অঙ্কিত চিত্র সমূহে পরিস্ফুট করিয়াছেন। (১) প্রতিভা, শিক্ষা, সমাজ, দেশ ও নিয়মের নিগড় ছিন্ন করিয়া ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পায়। ভাব প্রবাহে, শব্দযোজনায় ও বাক্‌ভঙ্গীতে লেখক-কবির প্রতিভার স্বতন্ত্রতা প্রকাশিত হয়। চিত্রকবির তুলিকায়েখায় তাঁহার প্রতিভা ও বিশেষত্ব ব্যক্ত রহিয়াছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যচিত্রে—টার্ণার (Turner), ক্লড্ (Claude Lorraine), ভ্যান্‌ডার নিয়ার (Van Der Neer),

(১) The great landscape painters have always stamped their productions with their own idiosyncracies. (Cassell's Art Measure Exhibition, p. 384)

কনষ্টেবল (Constable), রুস্‌ডীল্ (Ruysdeal), ডিট্রিচ (Dietrich) প্রভৃতি, জন্তুচিত্রে— ল্যাণ্ডসিয়ার (Landseer), স্নেডার্স (Sneyders) উড্রী, (Oudry) প্রভৃতি, ব্যঙ্গচিত্রে—হোগার্থ (Hogarth) প্রভৃতি, আভিজাত্যচিত্রে—ভ্যান্‌ডাইক্ (Vandyke) ও লরেন্স (Lawrence), প্রভৃতি, পৌরাণিকচিত্রে—রেমব্রাণ্ট (Rembrandt) প্রভৃতি, নিম্নস্তরের সামাজিকচিত্রে—ষ্টিন্ (Steen) প্রভৃতি সকলেই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিশেষত্বের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। কাহারও রঙ্গের বাহার, কাহারও ভাবের নূতনত্ব, কাহারও খুটিনাটি, কাহারও চিত্রের জীবন্ত মুখশ্রী অদ্বিতীয়, অননুকরণীয়। এই ব্যক্তিগত বিশেষত্ব হইতে জাতিগত শিল্পবিশেষত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দুশিল্প, বৌদ্ধশিল্প, সারাসেনশিল্প, গথিকশিল্প, গ্রীক্ ও ইটালিয়ান্ শিল্প সকলেই স্বতন্ত্র স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রের ভিতরে সকল জাতিই আপন আপন লুপ্ত গৌরবের অস্পষ্ট নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। রবিবর্ম্মা প্রমুখ নবীন চিত্রকরগণ ভারতে যে আধুনিক শিল্পযুগের অবতারণা সূচনা করিয়াছেন, তাহার ভবিষ্যৎ বুঝিতে হইলে আধুনিক পাশ্চাত্য চিত্রযুগ বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের শিশুশিল্প-যুগ পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত। আমরা ভবিষ্যতে অবসর মত এক একটি করিয়া প্রতিভান্বিত পাশ্চাত্য চিত্রকরদিগের পরিচয় প্রদান করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

শ্রীরসিকলাল রায়।

রিজলী ও কায়স্থ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহ ভারতে দুইটী প্রধান সামাজিক সমস্যা। বাল্যবিবাহের প্রচলন এবং বিধবাবিবাহনিষেধ এই রীতিদ্বয়ের প্রাচীনত্ব হইতে উচ্চজাতি আপন বংশের শ্রেষ্ঠত্ব গণনা করে। সমাজের নিম্নস্তরে এই দুই প্রথা স্থানে স্থানে প্রচলিত থাকিলেও তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

বৈধব্য প্রথার উৎপত্তি ও কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে বৈদিকযুগ অতিক্রম করিয়া সুদূর অতীতের তমসাচ্ছন্ন অনার্য্য যুগের বর্ব্বর নবসমাজে অবিকশিত মানবজ্ঞানের পরলোক সম্বন্ধীয় অস্ফুট ধ্বনি বিশ্লেষণ করিতে হইবে। আদিম অসভ্যদিগের সরল বিশ্বাস ছিল, পরজগতে আত্মার সঙ্গিনীর প্রয়োজন হইবে, পুনরায় ঘরকন্না ও সেবার আবশ্যকতা হইবে। তাই তাহারা মৃত্যুর পরও ইহলোকে সুখদুঃখভাগিনী অর্দ্ধাঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া যাইত। স্বামীকুলের আত্মীয় স্বজনেরা এক চিতাগ্নিতে জীবনহীন পতিদেহের সহিত জীবন্ত পত্নীকে ভস্মীভূত করিয়া 'শান্তি' লাভ করিত। ইহাই অথর্ব্ববেদের 'পুরাণধর্ম্ম'। ঋগ্বেদে বিধবার দেবর-পতিত্বের উল্লেখ দেখা যায়। * বৈদিক হিন্দুগণ অনার্য্যদিগের বর্ব্বর নিষ্ঠুর সহমরণ প্রথা পরিহার করিয়াছিলেন।

সহমরণ।

† উড়িষ্যায় এবং বিহারে বণিক, হাজ্জাম, কাহার,

ব্রাহ্মণযুগে ইহা পুনর্জীবিত করা হইয়াছিল। এরূপ হেয় রীতি পুনঃপ্রবর্ত্তনের বহু কারণ থাকিতে পারে। অসভ্য জাতিদিগের সহিত একত্র বসবাস হেতু ঘনিষ্ঠতা, ব্রাহ্মণপ্রাধান্য, এবং অসুবিধাজনক উত্তরাধিকারিণী হইতে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি উদ্ধার করিবার বাসনা সম্ভবতঃ হিন্দুসমাজে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত করাইয়াছিল। কিন্তু ২য় বার প্রবর্ত্তন কালে ইহার নির্ম্মম কঠোরতা অপেক্ষাকৃত মৃদু হইয়া সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে বৈধব্যজীবন ভাগ করিয়া দিয়াছিল।

যেসকল কারণ মিলিত হইয়া সমগ্র ভারতীয় হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিতে বহুদূর যাইবার আবশ্যকতা নাই। স্বামীত্যক্ত সম্পত্তিতে বিধবার অধিকার খর্ব্ব করিতে ব্যগ্র হইয়া হিন্দু সংহিতাকারকগণ বিধবার পুনরুদ্বাহগ্রহণ অবৈধ বলিয়াছেন। পরলোকগত স্বামীর আত্মার কল্যাণের জন্য বার্ষিক শ্রাদ্ধক্রিয়ার অধিকারিণী হইতে হইলেও তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া মৃত পতির পতিরক্ষা করিতে হয়। বিবাহ অর্থ গোত্রান্তর। গোত্রান্তর বিবাহে পিতা অর্থাৎ পিতৃকুলের অভিভাবক দত্তা এবং স্বামী গৃহীতা। বিবাহিতা কন্যা দান করিবার পিতৃকুলে বা মাতুলকুলে কাহারও শাস্ত্রসঙ্গত অধিকার নাই। বিবাহাদান প্রধানতঃ স্ত্রীজন্ম পরিশুদ্ধির জন্য। সুতরাং এরূপ বিবাহ শাস্ত্রানুসারে ২য় বার হইতে পারে না। এই সকল কারণ ভিন্ন পূর্ব্বোল্লিখিত কন্যাগত কুলপ্রথা বা অনুলোম বিবাহপ্রণালী ও বিধবাবিবাহ-নিষেধবিধির এক মুখ্য কারণ। উপযুক্ত পাত্রের দুষ্প্রাপ্যতা এবং অনূঢ়া কুমারীদিগের প্রতিদ্বন্দ্বীক্ষেত্র হইতে প্রাপ্তযৌবনা বিধবাদিগের অপসারণচিকীর্ষা কঠোর বৈধব্যরীতি প্রবর্ত্তনের অন্যতম কারণ। * যেসকল নিম্নজাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ অনুমোদিত এবং কন্যাগত কুলপ্রথা বিদ্যমান নাই, তাহারা শুল্ক লইয়া কন্যা বিক্রয় করে। ইহাদের মধ্যে অল্প মাত্রায় বহুবিবাহও প্রচলিত আছে। প্রথম বিবাহের পত্নী প্রায়ই কুমারী কন্যা। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে রীতিনীতি পরিবর্ত্তন যত সহজ, উন্নত জাতির মধ্যে সেরূপ নহে।

বৈধব্যরীতি অপেক্ষাও বাল্যবিবাহপ্রথা সমাজে অধিকতর বিস্তৃত ও বদ্ধমূল। ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশ ও মান্দ্রাজের দ্রাবিড়ীয় জাতি এবং হিমালয় প্রদেশ, আসাম ও ব্রহ্মদেশের পীত জাতির মধ্যে যৌবন বিবাহ ও স্বয়ংবর এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বাল্যবিবাহ।

বাল্যবিবাহের উদ্ভবতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে অনুমানের আশ্রয় ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। অনেকে অনেক প্রকার জল্পনা করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। কেহ অনুমান করেন, প্রবল পার্ব্বত্য জাতিদিগের আক্রমণ, সংঘর্ষ ও উৎপীড়ন হইতে বয়স্কা কুমারী কন্যাগণকে রক্ষার নিমিত্ত বাল্যবিবাহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কেহ বলেন, বিবাহ ধর্ম্মবন্ধন। বালকবালিকার ধর্ম্মজীবন গঠন হেতু এবং দাম্পত্য-জীবনের একীকরণ সহজ-

প্রভৃতি জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ ও দেবর-পতি অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

* Things will be worse still if widows enter the competition with all the advantages they derive from having got over their first shyness, and acquired some experience of the ways men." কি অদ্ভুত যুক্তি!

সাধ্য করিবার জন্য বাল্য বিবাহের প্রচলন। কন্যা বয়স্থা হইলে স্বাধীনতা অবলম্বন করিবে। পিতার অভিপ্রেত বংশ ও পাত্র অগ্রাহ্য করিয়া পরিবারে অশান্তি আনয়ন করিতে পারে, এই ভয়ে অভিজাত্য বিবেচনার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবতঃ সমাজে বালিকা বিবাহ প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সমাজে স্ত্রীজাতির বৈদিকযুগীয় সম্মানের লাঘব হইলে এবং স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষ অভিভাবকগণ আস্থাহীন হইলে, দ্রাবিড়ীদিগের ন্যায় আর্য্য যুবতী কুমারীগণও পাছে অসদাচরণ দ্বারা কুলে কলঙ্ক আনয়ন করে এই আশঙ্কায়ও বাল্যবিবাহপ্রথা ধীরে ধীরে পরিগৃহীত হইয়াছিল। উচ্চবংশে কন্যা প্রদান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইলে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে কন্যা বিবাহ কঠিন হইয়া উঠিল, এবং অভিভাবকেরা তাড়াতাড়ি বালিকাদিগকে পাত্রস্থ করিতে উৎসুক হইলেন। উর্দ্ধতন স্তরের প্রয়োজনাবলম্বিতরীতি অনুকরণ গুণে ক্রমে নিম্নস্তরে সংক্রামিত ও প্রসারিত হইল। এখন উহা ভারতব্যাপী। বর অথবা কন্যার দুষ্প্রাপ্যতা ও বাল্যবিবাহের অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই।

প্রতীচ্য দেশে বরকন্যার স্বেচ্ছাবরণ (natural selection) প্রচলিত। প্রাচ্য ভূখণ্ডে সর্ব্বত্র বিবাহ কৃত্রিম প্রণালী (artificial selection) অনুসারে নিষ্পন্ন। পিতা বননির্ব্বাচন করিয়া রোমীয়দিগের ন্যায় কন্যা সম্প্রদান করেন (tradia in manum)।

বাল্যবিবাহে দোষ গুণ বিচার করিতে হইলে প্রথমতঃ বিবেচ্য ইহা হইতে জাতির শারীরিক অবনতি সংঘটিত হইবার কোন কারণ আছে কি না। ভারতের নানাসমাজে দ্বিবিধ বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। উ একটি হইতে সমাজের কোন বিশেষ অনি শঙ্কা করা যাইতে পারে না। কিন্তু অপ সমাজের ঘোরতর অনিষ্টসাধন করিয়া দে শনৈঃ শনৈঃ ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতে অবিলম্বে ইহার প্রতিকার আবশ্যক।

(১) পাঞ্জাব ও রাজপুতনায় বাল্যবিবাহ চলিত আছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহ (মুখনা হওয়া না পর্য্যন্ত স্বামী স্ত্রী মিলিত হইতে না। ততদিন স্ত্রী পিতৃগৃহে কুমারীর অবস্থান করে। প্রথম বিবাহের ৩, ৫, কিংবা ১১ বৎসর পরে দ্বিতীয় বিবাহ হয়। রূপে জাঠ বালিকারা ৫।৭ বৎসরে পরি হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮।১৯ বৎসরে দের বিবাহিত জীবন আরম্ভ হয়। রাজ দিগের মধ্যে ১৫।১৬ বৎসরে কন্যা পাত্রস্থা পঞ্জাবী, রাজপুত ও জাঠ সৈনিকদিগে বীর্য্য দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করা আবশ্যক না। যুক্তপ্রদেশে ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও এই সর্ব্বোচ্চ জাতিত্রয়ের * মধ্যে বি পরই কন্যাকে স্বামীগৃহে প্রেরণ করিবার আছে। কিন্তু সচরাচর 'গওনা' বা (দ্বিরাগমন) না হওয়া পর্য্যন্ত বধূকে লয়ে রাখা হয়। 'গওনা' কন্যার যৌব অনুসারে বিবাহের পর তিন হইতে সা সরের মধ্যে হইতে দেখা যায়।

(২) বঙ্গদেশে স্ত্রীআচার ভীষণ সৃষ্টি করিয়াছে। শাস্ত্রের বিধি উপেক্ষা লোকাচার ও দেশাচার এবং অন্তঃপু

* "The true highest caste Brahman, the Rajput and th yesth." People of India, p.

নিকার অন্তরালে অনুষ্ঠিত বাসরশয্যা, ফুলশয্যা প্রভৃতি হ-য-ব-র-ল (hocus pocus) ৯ম বর্ষেই বালিকার স্বামীসহবাস আরম্ভ করাইয়া দেয় এবং দ্বাদশ বর্ষে তাহার দুর্ব্বল স্কন্ধে জননীর গুরু দায়িত্ব নিপতিত হয়। ইহা অপেক্ষা অস্বাভাবিক ও শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে?

সমাজের ঘোরতর অনিষ্টজনক অস্বাভাবিক বাল্যবিবাহের নিরাকরণ এবং বিধবাবিবাহ অনুমোদন উদ্দেশ্যে বরোদা এবং মহীশূর রাজ্যে আইন প্রণীত হইয়াছে। স্বর্গগত ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ ভারতের ইংরাজসাম্রাজ্যেও আইন লে বাল্যবিবাহ রহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত ও সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

ভারতে দুই প্রকার বহুপতিত্বের (Polyandry) অস্তিত্ব দেখা যায়। ১ম, ভ্রাতৃবিষয়ক (Fraternal), ২য় মাতৃবিষয়ক (Matriarchal)। ভ্রাতৃত্বঘটিত বহুপতিত্বে পাণ্ডবদিগের ন্যায় সহোদরদিগের এক সাধারণ স্ত্রী ছিল। সিকিম এবং তিব্বতে এই প্রথা অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে। মালাবারে নায়ারদিগের মধ্যে মাতৃত্ববোধক বহুপতিত্বের প্রচলন ছিল। সমাজস্তরে তাহার রেখাপাত আজও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। বিদেশীয় ভ্রমণকারিগণ এই রীতির অস্তিত্বের সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছেন। *

বহুপতিত্ব।

প্রত্যেক নায়ার স্ত্রীর দুই প্রকার বিবাহ হয়। প্রথম 'তালিকেতু' কেবল নাম মাত্র বিবাহ। এই বিবাহের জন্য স্বামীকে 'ফি' দিতে হয়। নায়ার বালিকা যৌবনে পদার্পণ করিলে প্রকৃত বিবাহ হয়। ইহাকে সম্বন্ধ, গুণ দোষম্ (For better, forworse ?) পুদভামুরী বা কিতকোরম্ বলে। বর কন্যাকে বিবাহবাসরে আত্মীয়া স্ত্রীলোকদিগের সমক্ষে পান, বস্ত্র ও অর্থদান করিলেই বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই বিবাহ উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। † সঙ্গতি থাকিলে স্ত্রী পতিগৃহে বাস করে, নচেৎ ভ্রাতৃগৃহে।

বহুপতিত্বের উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছিল, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। কেহ অনুমান করেন, পৃথক্ স্ত্রী ও সংসার প্রতিপালন করা ব্যয়সাধ্য বলিয়া সকল ভ্রাতা একত্র এক স্ত্রী গ্রহণ করে। কেহ বা মনে করেন, স্ত্রীলোকের অভাবেই এরূপ রীতি উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বোধ হয় তাহা ঠিক নহে। যেহেতু আর্ল সাহেব বলেন, তিব্বতে এবং সিকিমে কুমারী সন্ন্যাসিনী এবং বারবনিতা প্রচুর।

ভারতে ১৫ ও ২০ বৎসরের মধ্যবর্ত্তী স্ত্রীলোকদিগের শতকরা ৮০ জন বিবাহিতা, ২০ ও ৩০এর মধ্যবর্ত্তী প্রতি ১৭ জনে ১জন অবিবাহিতা। সমগ্র স্ত্রীসংখ্যার ষষ্ঠাংশ বিধবা, পক্ষান্তরে সমগ্র পুরুষ সংখ্যার কেবল অষ্টাদশাংশ বিপত্নীক, ১৯০১ সালে ভারতে বিধবার সংখ্যা প্রায় ২ কোটী ৬০ লক্ষ ছিল, অতএব পুরুষের সংখ্যা মাত্র ১ কোটী ৮০ লক্ষ।

* Caesar Frederick, Alexander Hamilton, J. Duncan, F. Buchanan, J. Forbes প্রভৃতি।

† বিহারে কাহার, কুর্ম্মী প্রভৃতি আচরণীয় নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেও 'তোড়্ফার' বা বিবাহভঙ্গ (divorce) প্রচলিত আছে।

ধর্ম্ম ও জাতি।

সামাজিক রীতিনীতিতে যেরূপ জাতির বংশচিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মাচারেও জাতির অতীত ইতিহাস মুদ্রিত রহিয়াছে। সমাজের নিম্নতম সোপানে প্রাণীবাচক বংশনাম (Totem) হইতে সর্ব্বোচ্চ জাতিদিগের গোত্রনাম শ্রেণীবদ্ধভাবে বিভিন্ন জাতির আভিজাত্য ও সামাজিক সম্মান সূচনা করে। সেইরূপ অচেতন বৃক্ষপ্রস্তরাদি জড়প্রকৃতিপূজা (Fetishism), ঐন্দ্রজালিক কুহকধর্ম্ম (Shamanism) এবং ভূত, প্রেত ও অজ্ঞেয় অমানুষিক শক্তিসমূহের অর্চ্চনা (Animism) হইতে আরম্ভ করিয়া মঙ্গলস্বরূপ বিধাতা পরমেশ্বরের উপাসনা পর্য্যন্ত মানবধর্ম্মের ক্রমবিকাশ সমাজের স্তরে স্তরে দুরপনেয় ভাবে জাতিসমূহের অতীত ইতিহাস অঙ্কিত করিয়া রাখে। ভূতপ্রেতসাধনা, দেবদেবীপূজা (Paganism), জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মফল এবং অদ্বৈতব্রহ্মবাদ (Pantheism) কিরূপে ক্রমে ক্রমে হিন্দুসমাজে স্থান পাইয়াছে, এবং এইসকল ধর্ম্মমতের সহিত সামাজিক বিকাশ ও জাতিপরিণতির কি সম্বন্ধ এস্থলে আমরা তাহার বিশদ আলোচনা হইতে বিরত থাকিব।

দ্রাবিড়ী, পীত (মঙ্গোল) এবং শাকজাতিগণ হিন্দুত্ব অবলম্বন করিয়া ভারতীয় হিন্দুসমাজে স্থানগ্রহণ করিলেও তাহারা পূর্ব্বমত পরিহার করে নাই। তাহাদের অসভ্য, বর্ব্বর, অনভিব্যক্ত পরলোক ও লোকাতীত শক্তিবাদ হিন্দুত্বের আবরণে আবৃত হইয়া হিন্দুসমাজের স্তরে স্তরে জমাট বাঁধিয়া হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। *

মুসলমানদিগের একেশ্বরবাদ ভারতে এক মহাপরিবর্ত্তনযুগ আনয়ন করিয়াছিল। এই বিদেশীয় বন্যাতরঙ্গে হিন্দুসমাজের জাতিত্বের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন মতের গণ্ডী ভাসিয়া গিয়াছিল। এইজন্য ইসলামদীক্ষিত হিন্দুজাতিদিগের পূর্ব্বপরিচয় অনুসন্ধান করা সুকঠিন।

* The Gramadevata represents the principal national deity of the Non-Aryan population of India. Dr. Oppert.

ব্রাহ্মণানাং শিরো দেবঃ, ক্ষত্রিয়াণাং মহাদেবঃ।
বৈশ্যানাং তু ভবেদ্ ব্রহ্মা, শূদ্রানাং গ্রামদেবতাঃ।
(আগমস্মৃতিসার)

"The existence and worship of Siva as a great Brahmanical Hindu diety is a matter of historical certainty."

Dr. Oppert.

"The origin and development of the cult of Siva as the Chief of the demons or Bhutas, is no doubt mainly due to the Non-Aryan demon worshipping population of India." Ibid.

"Vishnu has retained his popularity among the people, * * . Many non-Aryan superstitions have crept into his worship * . * * the influence of the Gauda-Dravidian element, which had to be considered when expanding his worship among foreign non-Aryan tribes of the population." &c. &c.

Ibid.

মহম্মদীয় ধর্ম্মমত আগ্নেয়গিরিগহ্বরনিঃসৃত দ্রবীভূত প্রস্তরস্রোতের ন্যায় সম্মুখ ও পার্শ্ববর্ত্তী পরিবর্ত্তিত স্তরসমূহের বিভিন্নতা ও পার্থক্যের বিলোপসাধন করিয়া জাতি-(nation)-গঠনের সহায়ক হইয়াছিল। গ্রীকদিগের দেবপূজাও জাতীয়তার অনুকূল ছিল। কিন্তু ভারতে হিন্দুধর্ম্মের অনন্ত মতসমষ্টি ও অসংখ্য কেন্দ্র জাতীয় জীবনের (national life) সম্পূর্ণ বিরোধী। *

ভারতে হিন্দুর (আদিম প্রাকৃতিক শক্তিপূজক সহ †) সংখ্যা প্রায় ২১ কোটী ৬০ লক্ষ অর্থাৎ ভারতীয় জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশ (শতকরা ৭৩-৩); মুসলমান প্রায় ৬ কোটী ২৫ লক্ষ, (শতকরা ২১)। এদেশে, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে, মুসলমানসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। মুসলমানের আপেক্ষিক সংখ্যাবৃদ্ধির হার হিন্দুর দ্বিগুণ। রিজলী ইহার বহু কাল্পনিক কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যথা, মুসলমানের পুষ্টিকর খাদ্য, তাহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহের কঠোরতার অভাব, কন্যাহত্যার অস্তিত্ব ও প্রয়োজনাভাব, বিধবাবিবাহের বর্ত্তমানতা ও বৈধব্যজীবনের কঠোরতা না থাকা, এবং মুসলমান স্ত্রী বা পুরুষের সহিত হিন্দু পুরুষ বা স্ত্রীর অবৈধ প্রণয়-সম্ভব। হিন্দুর ইস্লামধর্ম্মগ্রহণও মুসলমানসংখ্যাবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। এইরূপ স্বধর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহণের কারণ সংক্ষেপে নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল।

১। মুসলমান শাস্ত্রগ্রন্থাদিপাঠে ঐ ধর্ম্মের প্রতি হিন্দুদিগের অনুরাগ। ব্রাহ্মণ, রাজপুত এবং কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ এই ভাবেই মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। (ক)

২। মালী, কাহার, নাপিত, বেলদার, কাণ প্রভৃতি হীনজাতীয় হিন্দুগণ সমাজে প্রতিষ্ঠাভাগী হইবার আশায় জাতিভেদের কঠিন-নিগড়বিবর্জ্জিত ইসলামধর্ম্মের সাম্যবাদ আশ্রয় করিতেছে।

৩। কন্দর্পের শাণিত-শর মুসলমানকে হিন্দু করিতে অসমর্থ হইলেও হিন্দুকে অনেক সময় অনায়াসে মুসলমানধর্ম্ম আশ্রয় করিতে বাধ্য করে।

৪। হিন্দুসমাজের জাতিচ্যুত বা 'এক ঘরে' করিবার প্রথা সময় সময় মানুষকে উপায়ান্তর অভাবে হতাশ করিয়া মুক্তদ্বার যাবনিক ধর্ম্ম অবলম্বন করায়।

কিন্তু এই সকল কারণে ধর্ম্মত্যাগীর সংখ্যা অতি বিরল। কিন্তু খ্রীষ্টসেবকেরা হিন্দুসমাজের নিম্ন সোপানে প্রচারকার্য্যে কিঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু উর্দ্ধতন শ্রেণীর হিন্দুগণ নব প্রচারিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন। উচ্চশিক্ষার বহুল বিস্তার হেতু শিক্ষিত ভারতবাসী ও ইউরোপীয়দিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অসদ্ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাতিভেদ ও কঠোর সমাজশাসন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর পক্ষে বৈদেশিক ধর্ম্মগ্রহণ প্রায় স্বপ্নবৎ অসম্ভব করিয়া দিয়াছে।

ভারতে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব চিরদিনই অক্ষত অপ্রতিহত রহিবে আশা করা যায়। মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রবল বাত্যা ও

* ২৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা।
† Animists.

(ক) দৃষ্টান্তস্বরূপ রিজলী পূর্ব্ববঙ্গের কোন বিশিষ্ট জমীদার বংশের কথা বলিয়াছেন। আমরা যতদূর জানি উজানির জজ পরিবারের কোন ব্যক্তি মুর্শিদাবাদের নবাবের চতুরতায় 'ঘ্রাণেনার্দ্ধ ভোজনং' বশতঃ ধর্ম্ম ত্যাগী হইয়াছিলেন। ইনিই বাঁপুরার খাঁ বংশের আদিপুরুষ।

বঙ্গাপীড়নে যে সমাজের বিশাল বপু বিন্দুমাত্র চঞ্চল হয় নাই, শাক, দ্রাবিড় ও মঙ্গোল (পীত) জাতির দীর্ঘ সংঘর্ষে যে জাতির ভিত্তিভূমি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়াছিল, বৌদ্ধ ও জৈন বিপ্লবে যে ধর্ম্ম নবশক্তি সংগ্রহ করিয়াছিল, সে সমাজের, সে জাতির, সে ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ মেঘাচ্ছন্ন নহে। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিকী কথার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার যোজনা হইবে, ভারতীয় ন্যায়ের কূটপ্রশ্নে বিধর্ম্মীদিগের তীক্ষ্ণ প্রহরণ ও তর্কজাল ছিঁড়িয়া যাইবে। কর্ম্মফলবাদ আধুনিক অবস্থাবাদের (determinism) রূপভেদ মাত্র। চৈতন্যের ভক্তি, খ্রীষ্টানদিগের প্রেম ও বিশ্বাসের স্থান অধিকার করিয়াছে। ডাঃ গ্রিয়ার্সন বলেন, চৈতন্যের ভক্তিবাদ খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে গৃহীত। তাঁহার এই মন্তব্যের সমর্থন যুক্তিসকল অনুমান ও কল্পনাদুষ্ট। তাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে কি না সন্দেহের বিষয়। কিন্তু বর্ত্তমান পরিচয় দেয়! শিক্ষায় প্রেম না থাকিলে কেহ খ্রীষ্টমত হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট ও পরিগৃহীত কি শিক্ষিত হইতে পারে? দেশপ্রেমাধীন না হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম চিরদিনই উদার (Catholic)। জ্ঞান ও ভক্তি যে ধর্ম্মের অস্থিমজ্জাগত দর্শনের সারযুক্তি ও ভাবক্ষেত্রের মণিমুক্তা যে ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি ও অঙ্গাভরণ, যতদিন ভারতের নিজত্ব থাকিবে, ততদিন সে অক্ষয়, অমর, অটুট, অবিনশ্বর।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরসিকলাল রায়

প্রেমের শক্তি

প্রেমের শক্তি অতুলনীয় ও অপরিমেয়। এ জগতে প্রেমের অসাধ্য কি আছে? শক্তিমান্ প্রেম ইচ্ছামাত্র মরুভূমিকে ফলপুষ্পসুশোভিত উপবন করিয়া তোলে—প্রেমের অভাবে নয়নমনোহর উপবন হৃদয়বিদারক শ্মশানরূপে পরিণত হয়। প্রেম, দুর্দ্দান্তকে শান্ত করে, পরকে আপন করিয়া লয়—প্রেমের অভাবে শান্ত অশান্ত হয়, আপন পর হইয়া যায়। প্রেমলহরী যে স্থান দিয়া বহিয়া যায়, তাহা সরস ও উর্ব্বর করিয়া ফেলে, প্রেমের অন্তর্ধানে সরস উর্ব্বর ভূমিও নীরস অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে। প্রেম এমনি শক্তিধর। প্রেমের প্রভাবে মানুষের অকরণীয় কিছুই নাই। প্রেম সর্ব্বত্র বিজয়ী। প্রেম অবস্থাবিশেষে নরনারীকে কুসুমোপম সুকোমল, বজ্রাদপি সুকঠোর করিয়া লইয়া ঈপ্সিত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া লয়। প্রেমের আদেশ অমান্য করিবা কাহারও সাহস নাই—সাধ্য নাই। তাহা অতি বড় কঠোর আদেশও মধুর বলিয়া মা হয়। প্রেম সুপথে চালিত করিলে মা দেবতা হয়—কুপথে ধরিয়া লইয়া গে পশুত্বের চরম সীমায় মানবত্ব বিলীন হইয়া যায়। প্রেমের অধীন থাকিয়া মানুষ সহিষ্ণু হ প্রেমের অভাবে অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। প্রে নরনারীকে ত্যাগী করে, যোগী করে—আবা ঐ প্রেমেই মানুষকে ভোগ-সিন্ধুতে সন্তা করায়। প্রেমার্ণবের অমৃতপ্রবাহ নানামূর্ত্তি জীবজগতে আপন অদম্য প্রভাব বিস্তার করি অসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে। প্রেমে আশ্রয় না করিয়া কেহ কর্ম্মী হইতে পারে

—কোন ক্রিয়াই নিষ্পন্ন করিতে পারে না। প্রেমের অতিশয় আগ্রহের ফলে কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া গৃহীত। তাহার—প্রেমের অভাব হইলে মানুষ অর্দ্ধ নিষ্পাদিত কর্ম্মও পরিত্যাগ করিয়া কাপুরুষত্বের গুরুতর সন্দেহের বিষয়। কিন্তু বর্ত্তমান হইয়া কে কবে সমরক্ষেত্রে করাল মৃত্যুর হাস্যমুখে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছে? এই যে সুদূর প্রবাসে সর্ব্বসুখবঞ্চিত জীবন অক্লান্ত পরিশ্রমে বিনাশমার্গে লইয়া যে ধাওয়া হইতেছে, ইহা কি প্রেমের আদেশে নয়? পারিবারিক প্রেমের পতাকার নিম্নে সিপাহী না সাজিলে কি এত সহিতে পারা যাইত! সামাজিক দুর্নীতির অপসারণের জন্য যে প্রাণপণ উৎসাহ, উদ্যম ও কর্ম্ম, সমাজের উপর প্রেমের অভাব থাকিলে কি ইহা সম্ভব হইত?

প্রেমের রাজত্বের বাহিরে অ কেহই নাই—থাকিবার উপায়ও দৃষ্ট হয় যেমন ক্ষুদ্রতম জীবসঙ্ঘ, বিমল-সলিলা-তটিনীর হউক, বা সুপেয়বারিপূর্ণ সরোবর কিংবা পুষ্করিণীর হউক অথবা সঙ্কীর্ণায়তন কূপেরই হউক, যে কোনরূপ জলাশয়ের অবলম্বন ভিন্ন জীবিত থাকিতে পারে না; তেমনই প্রত্যেক মানবেরই কোন না কোনরূপ প্রেমাশ্রয় ব্যতীত জীবনধারণ অসম্ভব। প্রেমের শরণ না লইয়া এক মুহূর্ত্তও কেহ পৃথিবীতে তিষ্ঠিতে পারে না, বারিশূন্য মীনের মত ছট্‌ফট্ করিয়া মারা যায়। প্রেমকে জগতের নিয়ন্তা বলিলেও বলা যায়। প্রেমাশ্রয়ে না থাকিলে নায়ক হওয়া যায় না। প্রেমের অনধীন হইয়া সাধক হওয়া যায় না। এমন কি প্রেমাধীন না হইলে গায়কও হওয়া যায় না। প্রেম কর্ম্মশক্তি প্রদান করে—প্রেম অনুভাবে গন্তব্য পথে লইয়া যায়; প্রেম যশ অপযশ, লাভ লোকসান ভাবিতে দেয় না। প্রেমের অতুল প্রতাপে মানবকুল নিয়ত অস্থির। তাহার প্ররোচনায় অবিচারিত চিত্তে যখন তখন, যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়া ফেলে। ভাবিবার অবসর নাই, প্রতিবাদের সামর্থ্য নাই,—প্রেমের আজ্ঞা! সে আজ্ঞা, যতই কঠোর; যতই ভয়ঙ্কর, যতই দুর্হ হউক না কেন, নরনারী নীরবে নত মস্তকে প্রতিপালন করে! অদৃষ্ট গুণে কেহ যশস্বী হয়, সর্ব্বজনপূজালাভ করে। আবার অগ্যদোষে কেহ নিন্দিত, ঘৃণিত, অপদস্থ হইয়া সমাজের, তমসাচ্ছন্ন এককোণে দুর্লভ মানব জন্ম বিফলে যাপন করে। এ দোষ মানবের নহে—প্রেমের দোষ। প্রেমের অসাধারণ শক্তি সর্ব্বজনস্বীকৃত—আবার মানব সর্ব্বথা প্রেমাধীন একথাও নিশ্চিত। কূপসন্নিহিত থাকিলে কূপোদকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়—নির্ম্মল-সলিলা-স্রোতস্বিনীতট-নিবাসী জনের দাড়িম্ব-রস-সন্নিভ অমল-নীরই আশ্রয়স্থল হয়। ক্ষুদ্রের সংসর্গে ক্ষুদ্রতা ও মহতের সামীপ্যে মহত্ত্ব অর্জ্জিত হয়, ঐ উক্তির সারবত্তায় কোন সংশয় নাই। যখন প্রেমাবলম্বন না করিয়া মানবের অন্যগতি নাই, প্রেমের আশ্রয়ে থাকিয়াই তাহার জীবনযাপন করিতে হইবে; জীবনের আকাঙ্ক্ষনীয় বিষয় লাভ করিয়া মানবজন্ম সফল করিতে হইবে; তখন কূপের ন্যায় সঙ্কীর্ণ-প্রেমাশ্রয়ে থাকিয়া সঙ্কীর্ণতা লাভ করতঃ জীবন অসাফল্যের দিকে না নিয়া স্নিগ্ধসলিলা বিমলা স্রোতস্বিনীর সদৃশ উন্নত প্রেমের শরণগ্রহণ একান্ত বাঞ্ছনীয়, উচ্চ প্রেম-

শক্তি রক্ষিত না হইলে, দেশের কল্যাণই বল, সমাজ কল্যাণই বল, আর আধ্যাত্মিক কল্যাণই বল কিছুই সংসাধিত হইতে পারে না। প্রেমশূন্য হইয়া সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্য শুধু চীৎকারই করিতে পারা যায়—কর্ম্ম করা যায় না। যদি কর্ম্ম করিতে চাও, প্রেমকে আশ্রয় কর। খণ্ড খণ্ড উচ্চ প্রেমকে আশ্রয় করিয়া অখণ্ড প্রেমে উপস্থিত হও—মানবজীবনের বোধ হয় ইহাই চরম উদ্দেশ্য।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

চট্টলে উপনিবেশী-কায়স্থবিবরণ।

মহাত্মা দৈবকীনারায়ণ রায় জমীদার মহাশয়, রাজবিপ্লব বশতঃ বর্দ্ধমান জেলা হইতে, চট্টলাধীশ বাঁশখালী থানার এলেকায় ভূমি আবাদ করাইয়া "সাধনপুর" নামে গ্রাম স্থাপন করিয়া বাস করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলান্তর্গত উনাও জেলা হইতে বর্দ্ধমানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা আদিশূরের যজ্ঞের পর বঙ্গে উপনিবিষ্ট হন এবং বল্লালের কুলবন্ধনের সময় উপস্থিত ছিলেন না। কল্যাণী প্রথা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। ইহারা এখানে কুলীন ও সম্মানিত। উনাও দেশীয় এই বঙ্গীয়গণ সমানিভ কুলীন ক্ষত্রিয়-কায়স্থ বলিয়া পরিচিত। "উনাও"-শাখাস্থ কায়স্থের (১), শাণ্ডিল্যগোত্র, অসিত, দেবল, গার্গ্য প্রবর ও উপাধি রায় ছিল। প্রাচীন বংশাবলীতে লেখা আছে যে, দৈবকীনারায়ণ রায় মহাশয়, স্বীয় পুরোহিত ঋষিদেব চক্রবর্ত্তী আদি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোলামশূদ্র, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, রজক, ক্ষৌরকার, মালাকার, ডোম, এই নবসেনা সঙ্গে লইয়া, বর্দ্ধমান অঞ্চল হইতে বৃহৎ সাতখানা নৌকাযোগে বঙ্গোপসাগর বাহিয়া আসিয়া এস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই স্থান সমুদ্রকুলবর্ত্তি ও জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। "মগ" জাতি ব্যতীত অন্য জাতির বাস ছিল না। মগের সহিত রায় মহাশয়ের যুদ্ধ হয়। তাহারা নবাগত জাতির পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া আকিয়াব অঞ্চলে পলায়ন করে। রায় মহাশয় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সঙ্গের জাতিগণকে যথোপযুক্ত স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া স্থাপন করেন। পরবর্ত্তী কালের বংশমালামতে দৃষ্ট হয়, "হরি", "বিষ্ণু", "কালাচাঁদ", "যদুনন্দন", "ঠাকুরচাঁদ", এই পাঁচজন কায়স্থ জমীদার বাঁশখালী থানার দুই খণ্ডের সমাজপতি হন ও আবাদ করিয়া ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করেন। এখনও ইহাদের অধস্তন পুরুষেরা এ অঞ্চলের সমাজপতি। দৈবকীনারায়ণের পুত্র শ্যাম রায়, তৎপুত্র মদন রায়। মদন রায়ের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে মধুসূদন রায় চৌধুরী ও যদুনন্দন রায় চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। যদুনন্দন রায় চৌধুরী মহাশয় ধার্ম্মিক ও প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। তাঁহার সময়ে বৃহৎ ১২ বার খানা গ্রামযুক্ত অনেক জমীদারী বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য তাঁহাকে নবাব বাহাদুর, চৌধুরী উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার আবাদি জমীদারীর জমীগুলি ১২৭৬নং তরফ যদুনন্দন নামে বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তিনি প্রতাপশালী ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সদ্বিচারক ছিলেন। এখনও লোকমুখে কথিত হয়, "যদু রায়ের কাছারী আগুনের গড়াগড়ি" অর্থাৎ তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকর্ত্তা ছিলেন। যদুনন্দন রায় চৌধুরী মহাশয় প্রথম জীবনে অত্যন্ত কষ্টভোগ করেন। কথিত আছে, তাঁহার পিতার "চুটিয়া" নামে পুষ্পাঞ্জলিপুত্র (২) অত্যন্ত ধনবান্ ও লোকবল পূর্ণ হইয়া, তাঁহাকে তাহার অন্নগ্রহণ করিতে জিদ্ করেন, তিনি তাহার ভয়ে "কাট্টলি" নামক গ্রামের (বর্ত্তমান চট্টগ্রাম সহরের নিকট) অনেক বৃদ্ধ পাঠান জমিদারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী।

(১) এই গোত্রীয় কায়স্থ বঙ্গের অন্যস্থলে থাকিলে, পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক কুলজী পাঠাইবেন। সংকলিত "কায়স্থদর্পণ" ২য় খণ্ডে অন্য কুলজী সহ ইহা মুদ্রিত হইবে। সংগ্রহকারকে "কায়স্থদর্পণ" ১ম খণ্ড উপহার দিব। ২য় খণ্ড পরে দিব। বঙ্গের কায়স্থগণের কুলজী ও জীবনী ইত্যাদি চাই। তাহা ২য় খণ্ডে মুদ্রিত হইবে। লেখক।

(২) প্রাচীন কালের এই অঞ্চলেক বড় লোকেরা শূদ্রের সুন্দরী কন্যাকে হাঁটুতে ফুল বাঁধাইয়া পুষ্পাঞ্জলি (অসবর্ণ) বিবাহ করিতেন। ঐ স্ত্রী পাক ব্যতীত সমুদায় গৃহকর্ম্ম করিত। তাহার গর্ভজাত পুত্রকে পুষ্পাঞ্জলি-পুত্র বলিত। এইরূপ সন্তানের অধিকাংশ চট্টলে গোলামশূদ্র জাতিভুক্ত আছে।

লেখক।

কায়স্থ ও করণ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৫)।

বিগত বর্ষের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার ৩৭৩ পৃষ্ঠায় যে যে শ্লোকের অনুবাদ পরে দেওয়া হইবে বলিয়া পাদমন্তব্যে আভাস দেওয়া হয়, সেই অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল।

"ইমৌ দৃষ্ট্বা ধর্ম্মরাজশ্চিত্রগুপ্ত বিচার্য্যতাম্।
তস্যাজ্ঞয়া চিত্রগুপ্তঃ সর্ব্বকর্ম্ম শুভাশুভম্।
মূলাৎ বিচারয়ামাস তত ইত্যাহ চান্তকম্।"

(ক্রিয়াযোগসারে, ২ অ০)

অর্থাৎ ইহাদের দুইজনকে সন্দর্শন করিয়া ধর্ম্মরাজ যম বলিলেন, হে কায়স্থকুলধুরন্ধর চিত্রগুপ্ত! তুমি বিচার কর। অনন্তর যমের অভিপ্রায়ানুসারে চিত্রগুপ্ত তাহাদের শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্ম আদ্যোপান্ত বিচারপূর্ব্বক তাঁহাকে কর্ম্মান কথা বলিলেন।

"তৌ দৃষ্ট্বা ধর্ম্মোরাজোঽপি চিত্রগুপ্তমুবাচহ।
এতয়োঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি চিত্রগুপ্ত বিচারয়॥
তেনাজ্ঞয়া চিত্রগুপ্তস্তয়ো কর্ম্মাণি জৈমিনে!
মূলাৎ বিচারয়ামাস প্রাহ চেতি কৃতাঞ্জলিঃ॥"

(ক্রিয়াযোগসারে ৪র্থ অ০)

অর্থাৎ ধর্ম্মরাজ যম ইহাদিগকে অবলোকন করিয়া চিত্রগুপ্তকে বলিলেন, হে চিত্রগুপ্ত! তুমি ইহাদের সমস্ত কৃতকার্য্যের বিচার কর। অনন্তর হে জৈমিনে! তাঁহার আদেশে মহাত্মা চিত্রগুপ্ত তাহাদের সমস্ত পাপ পুণ্য আদ্যোপান্ত বিচার করিয়া করপুটে নিবেদন করিলেন।

যম উবাচ,

"এতয়োঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি শুভানি চাশুভানি চ।
মূলাৎ বিচারয় প্রাজ্ঞ চিত্রগুপ্ত মহামতে॥
যমাদেশাত্ততস্তেষাং চিত্রগুপ্তো বিচক্ষণঃ।

সর্ব্বং বিচারয়ামাস শুভং কর্ম্মাশুভং তথা।"

(ক্রিয়াযোগসারে ১৩ অ০)

অর্থাৎ যম বলিলেন,—হে প্রাজ্ঞ মহামতি চিত্রগুপ্ত! ইহাদের শুভই হউক আর অশুভই হউক সমস্ত কর্ম্ম আদ্যোপান্ত বিচার কর। অনন্তর ধর্ম্মরাজের অভিপ্রায়ানুসারে বিচক্ষণ চিত্রগুপ্ত তাহাদের শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মেরই বিচার করিয়াছিলেন।

"দৃষ্ট্বা তং শমনঃ ক্রুদ্ধঃ পপ্রচ্ছ সচিবং প্রতি।
যম উবাচ,—
অনেন কিং কৃতং কর্ম্ম পাপং বা পুণ্যমেব বা
সমূলং বদ হে প্রাজ্ঞ চিত্রগুপ্ত মমাগ্রতঃ।
চিত্রগুপ্ত উবাচ—
সৃষ্টানি যানি পাপানি বিধাত্রা ধরণীতলে।
কৃতান্যনেন মূঢ়েন সত্যমেতন্ময়াদিতম্॥
কিন্তু কর্ণয় লোকেশ সুকৃতং চাস্য বর্ত্ততে।
মন্যেঽহং যমনাভ্রাতঃ সর্ব্বপাপনিলোপি তৎ॥
ধর্ম্মরাজ উবাচ,—
কিং পুণ্যং বর্ত্ততেঽমাত্য বদ সর্ব্বং মমাগ্রতঃ।
শ্রুত্বৈব তৎ বিধান্যুনি যত্র যোগ্যো ভবেদসৌ॥
যমস্য বচনং শ্রুত্বা সভায়াং চিত্রগুপ্তকঃ।
কৃত্বা হস্তাঞ্জলিং প্রাহ চাত্মনঃ স্বামিনে দ্বিজঃ।

(স্বর্গখণ্ড ৩৫ অ০)

অর্থাৎ তাহাকে সন্দর্শন করিয়া যম ক্রোধ পূর্ব্বক স্বীয় সচিব চিত্রগুপ্তকে বলিলেন,—এই ব্যক্তি কর্ত্তৃক পাপ কি পুণ্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে; হে প্রাজ্ঞ চিত্রগুপ্ত! তুমি তৎসমস্ত আমার সম্মুখে আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর। চিত্রগুপ্ত বলিলেন, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, বিধাতা কর্ত্তৃক এই ধরণীতলে পাপজনক যে যে কার্য্য সৃষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ বিধাতা কর্ত্তৃক পাপজনক বলিয়া যে যে কর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে, এই মূঢ় কর্ত্তৃক তৎসমস্তই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু হে লোকেশ! আপনি শ্রবণ করুন, ইহার পুণ্যও না আছে এমত নহে; আমি মনে করি, হে যমুনাভ্রাতঃ! উহা সকল প্রকার পাপনাশে সক্ষম। ধর্ম্মরাজ যম বলিলেন, হে অমাত্য চিত্রগুপ্ত! ইহার কি পুণ্য আছে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর; উহা শ্রবণ করিয়া ইহার পক্ষে যথোচিত বিধান করিতেছি। অনন্তর একতর দ্বিজ চিত্রগুপ্ত যমের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্বীয় স্বামী যমকে বলিলেন।

"যমোঽপি তৎ কথাং শ্রুত্বা চিত্রগুপ্তমুবাচ হ।
ধর্ম্মরাজ উবাচ—
কেন পুণ্যেনভো মন্ত্রিন্ বেশ্যা বিমুক্তিমাগতা।
এতন্মে পৃচ্ছতঃ সর্ব্বং কথয়স্ব যথার্থতঃ॥"

(স্বর্গখণ্ড ৩৯ অ০)

অর্থাৎ যমও তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া চিত্রগুপ্তকে বলিলেন;—হে মন্ত্রিন্! কোন্ পুণ্যফলে বেশ্যা মুক্তিলাভ করিয়াছে, তৎসমস্ত আমার নিকট যথাযথ বর্ণন কর।

যম উবাচ—

অস্য কিং বর্ত্ততেঽমাত্য কর্ম্মাপিচ শুভাশুভম্।
কথয়স্ব সমূলন্তু চিত্রগুপ্ত বিচক্ষণ॥

* * * * *

তং দৃষ্ট্বা যমনাভ্রাতা পপ্রচ্ছ সচিবং রুষা।
ভোঽমাত্য চাস্য যৎ পুণ্যং পাপং বদ সমূলতঃ॥"

(স্বর্গখণ্ড ৪৫ অ০)

অর্থাৎ হে বিচক্ষণ অমাত্য চিত্রগুপ্ত! ইহার শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মই আমার নিকট বর্ণন কর। * * * ।

তাহাকে অবলোকন পূর্ব্বক ক্রোধভরে স্বীয় সচিব চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে

অমাত্য! ইহার পাপ বা পুণ্য যাহাই থাকুক, তাহা আমূলতঃ কীর্ত্তন কর।

যম উবাচ—

অনয়া কিং কৃতং কর্ম্ম চিত্রগুপ্ত বিলোকয়।
প্রাপ্নোত্বেষা কর্ম্মফলং শুভং বাপ্যথবাশুভম্॥
কলহোবাচ—
চিত্রগুপ্তস্তদা বাক্যং ভৎর্সয়ন্নামুবাচ হ।
চিত্রগুপ্ত উবাচ—
অনয়া তু শুভং কর্ম্ম কৃতং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।

(উত্তরখণ্ড ১৭৪ অ০)

অর্থাৎ হে চিত্রগুপ্ত! ইহা কর্ত্তৃক কি কি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা কর। এই পাপিষ্ঠা ইহার শুভ অথবা অশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করুক। কলহা বলিলেন,—তচ্ছ্রবণে চিত্রগুপ্ত আমাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, এই পাপমতি কোনই শুভ কার্য্য করে নাই।

"শুভাশুভং ফলং তত্র দেহিনাং প্রবিচার্য্যতে।
চিত্রগুপ্তাদিভিঃ সদ্ভিঃ মধ্যস্থৈঃ সমদর্শিভিঃ॥
* * * * *
চিত্রগুপ্তশ্চ ভগবান্ ধর্ম্মবাক্যৈঃ প্রবোধয়ন্॥
ভো ভো দুষ্কৃতকর্ম্মাণঃ পরদ্রব্যাপহারকাঃ।
গর্ব্বিতা রূপগর্ব্বেণ পরদারাভিমর্ষকাঃ॥
যৎ স্বয়ং ক্রিয়তে কর্ম্ম তৎ ভুঙ্‌ক্তে চ স্বয়ং নরঃ।
তদা কিমাত্মভোগার্থং ভবদ্ভির্দুষ্কৃতং কৃতম্॥

(উত্তরখণ্ড ৮১ অ০)

অর্থাৎ সেখানে চিত্রগুপ্তাদি সচ্চরিত্র শত্রুমিত্রে সমদর্শী মধ্যস্থ-(সভাসদ্)-গণ কর্ত্তৃক জীবমাত্রেরই বিচার হয়। * * । ভগবান্ চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মবাক্যে তাহাদিগকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—হে রূপগর্ব্বে গর্ব্বিত পরদারাভিমর্ষক ও পরদ্রব্যাপহারক দুষ্কৃতকর্ম্মা মানবগণ! তোমরা যেমন কর্ম্ম করিয়াছ, তাহারই ফলভোগ করিতেছ। অতএব আপনাকে ক্লেশদান নিমিত্ত কেন দুষ্কৃত করিয়াছ?

"অথ কালশ্চিত্রগুপ্তমাহূয়েদমভাষত।
অস্য শিক্ষাবিধানঞ্চ যথাবদ্বদ পণ্ডিত॥
এবমুক্তশ্চিত্রগুপ্তো ধর্ম্মরাজেন সত্তমঃ।
চিরং বিচারয়ামাস পুনশ্চেদমভাষত॥"

(বৃহন্নারদীয়পুরাণ পূর্ব্বভাগ ২৩ অ০)

অনন্তর যম চিত্রগুপ্তকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন, হে পণ্ডিত! যাহাতে ইহার যথোপযুক্ত শিক্ষা হয় তাহার বিধান বল। ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তকে এই কথা বলিলে, তিনি আদ্যোপান্ত বিচার করিয়া পুনর্ব্বার বক্ষ্যমান কথা বলিলেন;

"যথা বীরো মহাতেজা চিত্রগুপ্তো মহাযশা।
যথাব্রবীৎ স্বয়ং রুদ্রো যথা শক্রঃ শচীপতিঃ।
যথাজ্ঞাপয়তে ব্রহ্মা চিত্রগুপ্তস্তথা প্রভুঃ।"

(বরাহপুরাণ ২০৪ অ০)

ঋষিপুত্র বলিলেন, স্বয়ং রুদ্র যেরূপ আদেশ করেন, অথবা শচীপতি ইন্দ্র কিংবা পিতামহ ব্রহ্মা যেরূপ আজ্ঞা করেন, মহাযশস্বী মহাতেজা বীরবর নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ চিত্রগুপ্ত যমদূতগণের প্রতি সেইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিলেন।

"চিত্রগুপ্তবিচারেণ যেষাং যদুচিতং ফলম্।
শুভাশুভঞ্চ কুরুতে তদেব রবিনন্দনঃ।"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখণ্ডে ৩৬ অধ্যায়)

অর্থাৎ চিত্রগুপ্তের বিচারে যাহার যেরূপ শুভ বা অশুভ ফল হয়; রবিনন্দন যমও তদ্রূপ শুভাশুভ ফলই বিধান করিয়া থাকেন।

শুভাশুভং ফলং তত্র দেহিনাং সংবিচার্য্যতে।
চিত্রগুপ্তাদিভিঃ প্রাজ্ঞৈঃ কায়স্থৈঃ সমদর্শিভিঃ॥

(শৈবে ধর্ম্মসংহিতায়াং ১৯ অ০)

সেস্থানে চিত্রগুপ্তাদি শত্রুমিত্রে সমদর্শী প্রাজ্ঞ কায়স্থগণ কর্ত্তৃক প্রাণীগণের বিচার হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

শ্রীমধুসূদন রায়।

বিদুরনীতি।

(মহাভারত হইতে গৃহীত।)

মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত "বিদুর-প্রজাগরপর্ব্বাধ্যায়"টী প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ৺ বঙ্কিম-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন,—আমরা তাঁহার পদরেণুস্পর্শ করিবারও যোগ্য নহি। সুতরাং এই পর্ব্বাধ্যায়টী প্রক্ষিপ্ত কি মৌলিক সে বিচার করিতে আমাদের অধিকার নাই। সে যাহা হউক, এই পর্ব্বাধ্যায়ে যে সুন্দর নীতি-কদম্ব গ্রথিত আছে, তাহা যে কোন সাহিত্য-গ্রন্থে দুর্লভ এবং উক্ত নীতিগুলি আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই শিক্ষনীয়। সেই হেতু ঐ নীতিমূলক পর্ব্বাধ্যায়টী বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ সহিত সহৃদয় পাঠকপাঠিকাদিগকে উপহার দিতে মনঃস্থ করিয়াছি। এই পত্রিকা ক্ষুদ্রকায়া; সুতরাং এই পর্ব্বাধ্যায়টী ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

বিখ্যাত কুরুপাণ্ডবযুদ্ধের প্রাক্কালে কুরু-রাজ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া দূত স্বরূপে সঞ্জয় পাণ্ডবদিগের নিকট গিয়াছিলেন। সঞ্জয়ের প্রস্তাব প্রকৃত-পক্ষে সন্ধির প্রস্তাব নহে,—প্রত্যুত নিতান্ত নির্লজ্জের প্রস্তাব ছিল। "ধৃতরাষ্ট্র অথবা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে তাঁহাদিগের পৈতৃক সম্পত্তির সূচ্যগ্রবেধ্য ভূমিটুকু দিবেন না, অথচ হে পাণ্ডববীরগণ, তোমরা যুদ্ধ করিও না; —কারণ, যুদ্ধ ঘোর অধর্ম্মের কারণ, তোমরা যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমরা ঘোরতর অধার্ম্মিক বলিয়া জগতে নিন্দিত হইবে —ইত্যাদি।" বলা বাহুল্য এরূপ হাস্যকর প্রস্তাব কোনও সভ্য সমাজে গৃহীত হইতে পারে না। যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সঞ্জয়কে যথোচিত উত্তর দিলেন। সঞ্জয় যথা-কালে কুরুসভায় ফিরিয়া আসিলেন। মহাধূর্ত্ত ধৃতরাষ্ট্র জানিতেন যে, সঞ্জয়ের অসম্ভব প্রস্তাব পাণ্ডুপুত্রগণ কখনই গ্রহণ করিবেন না,—তিনি নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সঞ্জয়কে তাঁহার দৌত্যকার্য্যের ফলাফল জিজ্ঞাসা করিলেন। সঞ্জয় অসঙ্গত প্রস্তাব লইয়া গিয়া পাণ্ডবসভায় সকলের তিরস্কার পাইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি উত্তর করিলেন,—"মহারাজ,—আপনার কথায় আমি শক্রসদনে গিয়া বিষম তিরস্কৃত হইয়াছি,—যাহাই হউক আজি আমি কোন কথা বলিতে পারিতেছি না,—আগামী কল্য যুধিষ্ঠিরের প্রত্যুত্তর শুনিবেন।"

রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কথায় অত্যন্ত অসুখী হইয়া উঠিলেন। অনুশোচনা, সংশয়, ভয় প্রভৃতি নানা ভাবে তাঁহার মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। বিষম চিন্তায় তাঁহার নিদ্রানাশ উপস্থিত হইল। আন্তরিক তাপে সর্ব্বশরীরও যেন দগ্ধ হইতে লাগিল। এই বিষম বিপদের সময়ে তিনি ধর্ম্মার্থকুশল, হিতৈষী ও সুহৃৎ বিদুরকে আহ্বান করিয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। বিদুর যে সকল উপদেশ দিলেন, তাহাই এই প্রবন্ধে সানুবাদ লিপিবদ্ধ হইতেছে।—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দ্বাঃস্থং প্রাহ মহাপ্রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ।
বিদুরং দ্রষ্টুমিচ্ছামি তমিহানয় মা চিরম্ ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহাবুদ্ধিমান্
নিজ দ্বারপালে আজ্ঞা করিলা প্রদান,—
ইচ্ছা করি বিদুরেরে করিতে দর্শন,
আনহ তাহারে তুমি কর আনয়ন ॥১॥

প্রহিতো ধৃতরাষ্ট্রেণ দূতঃ ক্ষত্তারমব্রবীৎ।
ঈশ্বরস্ত্বাং মহারাজো মহাপ্রাজ্ঞ দিদৃক্ষতি ॥২॥

ধৃতরাষ্ট্রআজ্ঞা শিরে করিয়া ধারণ
বিদুরের কাছে দ্বারী বলিল বচন,—
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কৌরব-ঈশ্বর
তোমারে দেখিতে চান, শুন নরবর ॥২॥

এবমুক্তস্ত বিদুরঃ প্রাপ্য রাজনিবেশনম্।
অব্রবীদ্ধৃতরাষ্ট্রায় দ্বাঃস্থ মাং প্রতিবেদয় ॥৩॥

এ কথা শুনিয়া তবে বিদুর সুমতি
প্রাসাদেতে উপনীত হয়ে শীঘ্রগতি,
দ্বারপাল প্রতি তিনি বলেন বচন,
আসিয়াছি, মহারাজে কর নিবেদন ॥৩॥

দ্বাঃস্থ উবাচ—

বিদুরোঽয়মনুপ্রাপ্তো রাজেন্দ্র তব শাসনাৎ।
দ্রষ্টুমিচ্ছতি তে পাদৌ কিং করোতু প্রশাধি মাম্ ॥৪॥

দ্বারী বলিল—
মহারাজ, রাজ-আজ্ঞা করিয়া পালন,
এসেছে বিদুর তব হেরিতে চরণ,
দ্বারেতে দাঁড়ায়ে তিনি তব প্রতীক্ষায়,
কিবা করিবেন তিনি, বলুন আমায়।৪।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

প্রবেশয়ং মহাপ্রাজ্ঞং বিদুরং দীর্ঘদর্শিনম্।
অহং হি বিদুরস্যাস্য নাকল্পো জাতু দর্শনে ॥৫॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—
দূরদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর সুমতি,
এখনি তাহারে হেথা আন শীঘ্রগতি,
বিদুর আমার অতি আপনার জন,
সর্ব্বদা প্রস্তুত আমি তাহার কারণ।৫।

দ্বাঃস্থ উবাচ—

প্রবিশান্তঃ পুরং ক্ষত্তর্মহারাজস্য ধীমতঃ।
নহি তে দর্শনেঽকল্পো জাতু রাজাঽব্রবীদ্ধি মাম্ ॥৬॥

দ্বারবান বলে তবে "এস হে বিদুর,
প্রবেশ করহ এবে রাজ-অন্তঃপুর;—
মহারাজ বলিলেন আমারে এখন,
সদাই প্রস্তুত তিনি তোমার কারণ।৬।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—

ততঃ প্রবিশ্য বিদুরো ধৃতরাষ্ট্রনিবেশনম্।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং চিন্তয়ানং নরাধিপম্ ॥৭॥

বিদুরোঽহং মহাপ্রাজ্ঞ সংপ্রাপ্তস্তব শাসনাৎ।
যদি কিঞ্চন কর্ত্তব্যময়মস্মি প্রশাধি মাম্ ॥৮॥

পশিয়া বিদুর সেই নৃপতি-ভবন,
চিন্তান্বিত মহারাজে করিলা দর্শন;
কৃতাঞ্জলিপুটে তবে মহাভক্তিভরে,
নিবেদন করিলেন তাঁহার গোচরে,—
বিদুর আগত, প্রভো, তোমার আজ্ঞায়,
যদি কিছু কার্য্য থাকে আদেশ আমায়।৭।৮।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ,—

সঞ্জয়ো বিদুর প্রাজ্ঞো গর্হয়িত্বা চ মাং গতঃ।
অজাতশত্রোঃ শ্বো বাক্যং সভামধ্যে স বক্ষ্যতি ॥৯॥

তস্যাদ্য কুরুবীরস্য ন বিজ্ঞাতং বচো ময়া।
তন্মে দহতি গাত্রাণি তদকার্ষীৎ প্রজাগরম্ ॥১০॥

জাগ্রতো দহ্যমানস্য শ্রেয়ো যদনুপশ্যসি।
তদ্ব্রূহি ত্বং হি নস্তাত ধর্ম্মার্থকুশলোঽসি ॥১১॥

(২) ক্ষত্তা=বিদুর।

(৯) অজাতশত্রু=যুধিষ্ঠির। শ্বঃ=আগামী কল্য।

যতঃ প্রাপ্তঃ সঞ্জয়ঃ পাণ্ডবেভ্যো
ন মে যথাবন্মনসঃ প্রশান্তিঃ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যপ্রকৃতিং গতানি
কিং বক্ষ্যতীত্যেব মেঽদ্য প্রচিন্তা ॥১২॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—

হে বিদুর, মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জয় আসিয়া,
বহু নিন্দা করি মোর গিয়াছে চলিয়া।
কালি সভামধ্যে সেই করিবে বর্ণন,
যে কথা বলেছে তারে ধর্ম্মের নন্দন ।৯।
না পারিনু জানিবারে আজি সেই কথা,
সেই হেতু পাইতেছি মনে বড় ব্যথা,
সর্ব্ব অঙ্গ জ্বলিতেছে বিষম জ্বলনে,
নিদ্রা আসে নাই তেঁই আমার নয়নে ।১০।
জীবিত শরীর মোর পুড়িছে ভীষণ,
ভাল হয় যাহে, মোরে বল সে বচন,
ধর্ম্মার্থকুশল তুমি, স্বজন আমার,
তাই ডাকিয়াছি তোমা, কর প্রতিকার ।১১।
পাণ্ডব-সদন হ'তে সঞ্জয় এসেছে যবে,
আমার মনেতে শান্তি নাই।
ইন্দ্রিয় বিকলপ্রায়, কি কথা বলিবে, হায়!
আমি আজি ভাবিতেছি তাই। ১২। *

(ক্রমশঃ)।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

* আগামী প্রবন্ধে প্রকৃত প্রসঙ্গ আরব্ধ হইবে। লেখক॥

সংহিতাসংগ্রহ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৩)

বেদং গৃহীত্বা যঃ কশ্চিচ্ছাস্ত্রঞ্চৈবাবমন্যতে।
স সদ্যঃ পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিম্ ॥১১॥

অন্বয়ঃ।

যঃ কশ্চিৎ (জনঃ) বেদং চ শাস্ত্রং গৃহীত্বা (তং) অবমন্যতে (১৬) স সদ্যঃ একবিংশতিং সম্ভবান্ (ব্যাপ্য) পশুতাং (১৭) যাতি ।১১।

বঙ্গার্থ।

যদি কোন ব্যক্তি বেদ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তৎপ্রতি অনাদর প্রকাশ করে, সে অবিলম্বে একবিংশতিবার পশুযোনি প্রাপ্ত হয়।।১১।

(১৬) অবমন্যতে—অবমাননা করে, অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্র ও বেদের উপদেশের বিরুদ্ধে কার্য্য করে। শ্রবণ, মনন ও নিধ্যিাসন দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিলে, তিনি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী; আর যে শাস্ত্রোপদেশ অমান্য করিয়া, অধর্ম্মের পথে গমন করে, সে ব্যক্তি সদ্য অর্থাৎ জীবনকালেই পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ স্থলে বিংশতি শব্দ বহুত্ববোধক যথা রাবণবাহু।

(১৭) পশুতাং—রূপক বিশ্লেষ করিলে পশুভাব প্রাপ্তি বুঝাইবে। সম্ভবান্, পুনরাবর্ত্তন (transmigration of soul) মূল বেদে দেখা যায় না, শ্রীভগবান্ শাক্যসিংহ তদীয় বৌদ্ধধর্ম্মে এই মতের অবতারণা করেন। পক্ষান্তরে বৈদিকমত,—মৃত্যুর পর মানবাত্মা ভূ ভুব, স্ব, মহ, জন, তপ ও সত্য এই সপ্ত লোকে বিচরণ করে। ক্রমোন্নতি প্রভাবে

স্বানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণা দূরে সন্তোঽপি মানবাঃ।
প্রিয়া ভবন্তি লোকস্য স্বে স্বে কর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ
॥১২॥

অন্বয়ঃ।

স্বে স্বে কর্ম্মণি অবস্থিতাঃ মানবাঃ স্বানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণা (১৮) দূরে সন্তঃ অপি লোকস্য প্রিয়া ভবন্তি ॥১২॥

বঙ্গার্থ।

নিজ নিজ কর্ত্তব্য যাঁহারা পালন করেন, তাঁহারা সুদূরে অবস্থান করিলেও লোক সমাজে প্রিয় হন।১২।

নিম্ন জগৎ হইতে উর্দ্ধ জগতে গমন করে ও সত্যে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়। শাক্যসিংহ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের কষ্ট হইতে পরিত্রাণের জন্য বৌদ্ধগণকে নির্ব্বাণ লাভ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই পুনর্জ্জন্মবাদ উপনিষদে পূর্ণবিকাশ পাইয়াছে। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন ঃ—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।"
অঃ ৮ম ॥১৬॥

অর্থাৎ ভুবন হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত জীবগণ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে।

আবার—

যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥
অ০ ৮ম ॥২১॥

অর্থাৎ যে ধামে গমন করিলে আর পুনঃ জন্ম হয় না সেই আমার পরমধাম অর্থাৎ নির্ব্বাণ। এই শ্লোক মিথ্যাভয় প্রদর্শক ও অভিশাপপূর্ণ আজকাল বেদবিরুদ্ধ মনে করিয়া শিক্ষিত সমাজ উপেক্ষা করিতেছেন। এই সম্বন্ধে গীতার উপদেশ সমগ্র ভারত অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন,—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্
॥২৩॥ অ০ ॥১৬॥

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী, হইয়া শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে সে ইহজন্মে সুখ ও সিদ্ধি ও পরজন্মে উত্তমাগতি লাভ করে না।

(১৮) যে ব্যক্তি আপনার স্বধর্ম্মোচিত কর্ত্তব্যকর্ম্ম পালন করেন তিনি দেশ ও কালের দূরত্ব বিনাশ করিয়া সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে সকলের প্রিয় হন। এই সম্বন্ধে গীতার মধুময় উপদেশে পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করিতেছি। আমাদিগের বোধ হয় এই প্রকার সার্ব্বজনীন মাঙ্গল্য উপদেশ হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রেও বিরল।

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥৪৫॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥৪৬॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥৪৭॥
অ০ ১৮শ।

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য মিশ্রজাতি তাহাদিগের স্বধর্ম্মোচিত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া কি প্রকারে মুক্তিলাভ করে তাহা শ্রীভগবান্ কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রাণিগণ যাঁহা হইতে কর্ম্ম, চেষ্টা বা উদ্যম প্রাপ্ত হইতেছেন, যিনি দেহ ও কর্ম্ম হইতে পৃথক্ হইয়াও সর্ব্বদেহে ও সর্ব্বকর্ম্মে অন্তর্যামীরূপে বিরাজিত, বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মানুষ তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপ্রচার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও ক্ষত্রিয়ের বন্ধুবধাদি কার্য্য তদ্রূপ না হইলেও নিজের স্ববর্ণোচিত কর্ম্ম সম্পাদন করিলে কোনও পাপ হয় না।

কর্ম্ম বিপ্রস্য যজনং দানমধ্যয়নং তপঃ।
প্রতিগ্রহোঽধ্যাপনঞ্চ যাজনঞ্চেতি বৃত্তয়ঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ।

বিপ্রস্য (১৯) যজনং দানং অধ্যয়নং তপঃ

(১৯) বিপ্র—জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বেদাভ্যাসাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥ অর্থাৎ—জন্মমাত্র সকলেই শূদ্র, সংস্কার গ্রহণ করিলে তিনি দ্বিজ হইলেন, বেদপাঠ সমাধা হইলে তিনি বিপ্র এবং যমনিয়মাসনাদি দ্বারা তুরীয় ব্রহ্মকে যিনি জানিয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। আর্য্য মনীষিগণ এই প্রকারে গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণের পদগৌরব রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। ইদানীং রঘুনন্দন মহাশয় দেখিলেন যে, এমতাবস্থায় বঙ্গদেশ ব্রাহ্মণশূন্য হয়; তাই তিনি তাঁহার প্রায়শ্চিত্তবিবেকে এই শ্লোকের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,—জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয়লক্ষণম্॥ অর্থাৎ—জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ, উপনয়নে দ্বিজ, বিদ্যালাভে বিপ্র, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের লক্ষণ। ব্রাহ্মণবংশে জন্মলাভ করিলে ব্রাহ্মণত্ব হয়, ইহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক মত, ইহা শাস্ত্র ও বেদবিরুদ্ধ। বেদাধ্যয়ন না করিলে কখনও বিপ্রাখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বঙ্গদেশে বেদের চর্চ্চা নাই, বেদশূন্য বঙ্গদেশে বিপ্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেদ সম্বন্ধে দ্বিজসমাজে মনুর অনুশাসন অতিশয় কঠিন। যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥ ২ অ০। ১৬৮। অর্থাৎ—যে দ্বিজ (এস্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বুঝাইতেছে) বেদপাঠ না করিয়া অন্য বিদ্যায়

(২০) প্রতিগ্রহঃ

মনঃসংযোগ করেন, তিনি জীবনকালেই সবংশ শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হন। দ্বিজমাত্রেরই সর্ব্বপ্রথমে বেদাধ্যয়ন করিতেই হইবে। তাহার পর অন্য বিদ্যা। এই শ্লোকটী ব্রাহ্মণসমাজে প্রযোজ্য করিয়া হলায়ুধ তদীয় ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে বলিতেছেন—ইতি বদতা মনুনা, বেদোঽধেতব্য, ইত্যনেন বেদার্থজ্ঞানপরাঙ্মুখব্রাহ্মণস্য শূদ্রত্বং প্রতিপাদিতম্। অর্থাৎ—মনু এই কথা বলিয়াছেন যে, বেদ অবশ্য পাঠ করিতেই হইবে, ইহা দ্বারা বেদার্থজ্ঞানবিহীন ব্রাহ্মণের শূদ্রত্ব প্রতিপন্ন হইল।

(২০) যজন—মনু বলিয়াছেন—অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা। দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥ অ০ ১। ৮।

অর্থাৎ—অধ্যপন, বেদাধ্যয়ন, যজন, যাজন দান ও প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণ জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। দান—কূর্ম্মপুরাণে দান চারি প্রকার যথা—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও বিমল, এই শেষোক্ত দান ধর্ম্মবুদ্ধিতে প্রদত্ত, সর্ব্বোত্তম। গীতায় দান ত্রিবিধ, যথা—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। ১৭ অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ, তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥

ইহার ফলিতার্থ এই,—নির্জ্জন স্থানে উৎফুল্লমনে প্রত্যুপকার আশা না করিয়া দান করা কর্ত্তব্য, ইহা মনে করিয়া সাধু, দরিদ্র অথবা ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে যে দান করা হয় তাহাকে সাত্ত্বিক দান বলে। ২১। ২২ শ্লোকে রাজসিক ও তামসিক দানের বিষয় বলা হইয়াছে। বিস্তৃত ব্যাখ্যা জন্য মৎপ্রণীত ত্রৈভাষিক গীতা দ্রষ্টব্য।

(২১) অধ্যাপনং যাজনং চ ইতি বৃত্তয়ঃ কর্ম্ম ॥১৩॥

বঙ্গার্থ।

ব্রাহ্মণের যজন, দান, অধ্যয়ন, তপ, প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও যাজন এই সকল বৃত্তিই কর্ম্ম। ১৩।

বেদাধ্যয়নকে অধ্যয়ন বলে, উহা শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা লাভ করিয়াছেন। অধ্যাপন—বিদ্যা দান, বেদপাঠন। তপঃ—শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন "যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানী মনীষিণাম্। অ০ ১৮। ৫।

অর্থাৎ—যজ্ঞ, দান ও তপঃ মন ও দেহকে শুদ্ধ ও বলিষ্ঠ করে। তপঃ সাত্ত্বিকাদি ভেদে ত্রিবিধ যথা—শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তং ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে। ১৭। অ০ ১৭ গীতা।

অর্থাৎ—ফলকামনাবর্জ্জিত সমাহিতচেতা ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরম শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত তপকে সাত্ত্বিক তপ বলে। আবার শারীরং বাচিকং মানসঞ্চভেদে তপঃ ত্রিবিধং।
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪॥
অ০ ১৭ গীতা।

দান ও তপঃ সম্বন্ধে আমরা কেবল সাত্ত্বিকটী বলিলাম, রাজসিক ও তামসিক দান ও তপঃ পাঠকগণ গীতায় পাইবেন। শারীর তপঃ মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য প্রধান. কুলীন কায়স্থ মহাশয়দিগের নব লক্ষণ মধ্যে তপঃ একটী, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কয়জন কুলীন মহাত্মা ব্রহ্মচর্য্যরূপ তপোঽনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

(২১) প্রতিগ্রহ—দ্বিজেভ্যো বিধিবদ্দেয়ম্, দানগ্রহণ, ব্রাহ্মণস্যার্থঃ প্রতিগ্রহার্জ্জিতঃ যথা—প্রতিগ্রহার্জ্জিতাবিপ্রে, ক্ষত্রিয়ে শস্ত্রনির্জ্জিতাঃ। বৈশ্যেন্যায়ার্জ্জিতাস্যার্থাঃ, শূদ্রে শুশ্রূষয়ার্জ্জিতাঃ॥ অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ দ্বারা, ক্ষত্রিয় শত্রুপরাজয় দ্বারা, বৈশ্য বাণিজ্য দ্বারা এবং শূদ্র দ্বিজসেবা দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিবে। প্রতিগ্রহসম্বন্ধে শাস্ত্রে অত্যন্ত কঠিন নিয়ম।

ক্ষত্রিয়স্যাপি যজনং দানমধ্যয়নং তপঃ।
শস্ত্রোপজীবনং ভূতরক্ষণঞ্চেতি বৃত্তয়ঃ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ।

ক্ষত্রিয়স্য যজনং দানং অধ্যয়নং তপঃ শস্ত্রোপজীবনং ভূতরক্ষণং চ ইতি বৃত্তয়ঃ (কর্ম্মাণি) ॥১৪॥

বঙ্গার্থ।

যজন, দান, বেদাধ্যয়ন, তপঃ, অস্ত্রবৃত্তি, প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি।১৪।

দানমধ্যয়নং কৃষিং যজনঞ্চেতি বৈ বশঃ।
শূদ্রস্য বার্ত্তা শুশ্রূষা দ্বিজানাং কারুকর্ম্ম চ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ।

বিশঃ দানং অধ্যয়নং অপি বা যজনং চ ইতি বৃত্তয়ঃ কর্ম্ম, শূদ্রস্য বার্ত্তা (২২) দ্বিজানাং শুশ্রূষা কারু (২৩) কর্ম্ম চ। ১৫।

বঙ্গার্থ

দান, বেদাধ্যয়ন, এবং যজন বৈশ্যের বৃত্তি, কৃষি গোরক্ষণাদি, শিল্পকর্ম্ম ও দ্বি জাতির সেবা শূদ্রের বৃত্তি। ১৫।

ময়ৈষ ধর্ম্মোঽভিহতঃ সংস্থিতো যত্র বর্ণিনঃ।
বহুমানমিহ প্রাপ্য প্রযান্তি পরমাং গতিম্ ॥১৬॥

অশ্ব, হস্তী, শয্যা, অলঙ্কার ইত্যাদি প্রতিগ্রহ স্বীকার করিবে না, বিদ্যাতপস্যাহীন ব্যক্তি নিকট দানগ্রহণ করিবে না। শব্দকল্পদ্রুমাভিধানে ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে।

(২২) বার্ত্তা—কৃষিগোরক্ষণাদি বৃত্তিকে বার্ত্তা বলে। বৈদিক সময়ে কৃষিগোরক্ষণাদি দ্বারা মানুষ জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সেই জন্য "বর্ত্তনাদ্ধারণাৎদ্বাপি বার্ত্তা সা এব গীয়তে।" অর্থাৎ যাহা দ্বারা জীবিকাধারণ করা যায় তাহাই বার্ত্তা।

(২৩) কারু—কারুঃ বিশ্বকর্ম্মা, অথবা তস্যকর্ম্ম শিল্পম্ শিল্পকার্য্যম্।

অন্বয়ঃ।

বর্ণিনঃ যত্র ধর্ম্মে সংস্থিতা ইহ বহুমানং প্রাপ্য পরমাং গতিং প্রযান্তি, এষ ধর্ম্মো ময়া অভিহিতঃ (২৪) ॥১৬॥

বঙ্গার্থ

বর্ণাশ্রমিগণ যে যে ধর্ম্মে অবস্থান করতঃ ইহকালে বহু সম্মান ও পরকালে উত্তমা গতি প্রাপ্ত হয় তাহাই আমি কীর্ত্তন করিলাম।১৬।

(২৪) চারিবর্ণের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া আশ্রমধর্ম্মিগণের কর্ত্তব্য উপসংহার করিলেন। শাস্ত্র যে জাতিকে যে ধর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন তাহাই পুরুষপারম্পর্য্যে প্রতিপালন করিতে হইবেক। যে ধর্ম্মশাস্ত্র মানুষের শুভেচ্ছা, কর্ত্তৃত্ব (free will) কর্ম্ম ও কর্ম্মফলসংযোগকে একটী হাতগড়া সংকীর্ণ গণ্ডী মধ্যে সংস্থাপিত করিতে চেষ্টা করে, তাহা অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে বিজ্ঞান ও দর্শনালোকে ভস্মীভূত হইয়া যায়। শ্রীভগবান্ গীতাশাস্ত্রে যাহা বলিয়াছেন তাহা বোধ হয় কালনেমির অনন্ত পেষণও সহ্য করিতে সমর্থ হইবে।

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভাহি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥৪৮॥
অ০ ১৮।

অর্থাৎ—স্বধর্ম্মোচিত কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও পরিত্যাগ করিবে না, কেন না ধূমদ্বারা যেমন অগ্নি সমাচ্ছাদিত তদ্রূপ সকল কর্ম্মই দোষযুক্ত। এই প্রকার বিধান না থাকিলে সমাজ চলিতে পারে না, পক্ষান্তরে ব্যক্তিবিশেষের কর্ত্তৃত্বকে গীতা সংকীর্ণ করিতে চেষ্টা করেন নাই—

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি, লোকস্য সৃজতি বিভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং, স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥১৪॥
অ০ ৫ম।

অর্থাৎ—ঈশ্বর মানবের কর্ত্তৃত্ব (free will) কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সৃজন করে নাই। মানুষ স্বয়ং তাহার কর্ত্তৃত্বাদির নিয়ামক।

ক্রমশঃ

বিবিধ প্রসঙ্গ।

সম্পাদকস্য।

সম্রাটের সমাধি বিগত ৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ইংলণ্ডে ও ভারতের নানা স্থানে মহাসমারোহে সম্রাট এডওয়ার্ডের সমাধি উৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীভগবান্ মৃত সম্রাটের আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

২। ভারতবাসীর অক্ষুণ্ণ রাজভক্তি সম্বন্ধে লর্ডমিণ্টো মহোদয়ের পত্র প্রাপ্তে আমাদিগের লোকান্তরিত নূতন সম্রাট জর্জ্জ যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনাসূচক এই পত্রখানি ভারতবাসীর প্রতি গৃহে স্বর্ণাক্ষরে রক্ষা করা উচিত।

আমার পরমভক্তিভাজন পিতা সম্রাট এডওয়ার্ডের মৃত্যুতে, আমার ভারত সাম্রাজ্যের সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণ ও রাজন্যবর্গ যে রাজভক্তি ও সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন, আপনার পত্রপাঠে তাহা অবগত হইয়া আমার হৃদয় প্রজানুরাগে নিতান্ত দ্রবীভূত হইয়াছে। আমার পিতার হৃদয়ে তদীয় ভারত পরিদর্শন স্মৃতি নিয়ত জাগরূক ছিল, এবং ভারতের কল্যাণ তিনি সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন। ভারতের রাজা ও প্রজাবর্গ আমার সিংহাসন প্রতি যে আকৃষ্ট তাহা আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছি। আপনি তাহাদিগকে জানাইবেন যে তাহাদিগের প্রদত্ত সেবাঞ্জলি আমি গ্রহণ করিলাম। ভারতের সুখ সমৃদ্ধি যেমন সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ও সম্রাট এডোয়ার্ডের প্রকৃষ্ট অনুরাগের ও চিন্তার বিষয় ছিল, আমার তাহাই থাকিবে। (১)

সম্পাদকস্য।

(১) মুদ্রাকরের ভ্রম বশতঃ সমালোচনা ও বিবিধ প্রসঙ্গ এবারে সমাপ্ত হইল না। আগামীবারে সমাপ্ত। সহৃদয় পাঠকগণ নিজগুণে আমাদিগের ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

সম্পাদক।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা

কবিতাগুচ্ছ।

নববর্ষ (১)

বরণডালা, বরণকুলা,
পঞ্চপ্রদীপ, ঘৃতের বাতি।
সাজায়ে আন, পুষ্পচন্দন,
নববরষ কর আরতি ॥১॥
শঙ্খনিনাদ, ঘণ্টাবাদন,
মঙ্গলউলু, মঙ্গলগীতি।
নূতন বাস, নূতন ভূষা,
হৃদয়ে আশা, পরাণে প্রীতি ॥২॥
কুহু কূজন, মৃদু মলয়,
চূতমঞ্জরী, পল্লব নব।
ভ্রমর গুঞ্জে, ঝঙ্কার কুঞ্জে,
মধুবসন্তে চেতনারব ॥৩॥
ছাড়ি জড়তা, আলস্য নিদ্রা,
মোহতামস, মলিন বেশ।
শোক ভাবনা, দুঃখ কামনা,
হীন আচার, হিংসা বিদ্বেষ ॥৪॥
পূত সলিলে, সিনান করি,
শুভ্র দুকূল পরিয়ে এস।
শুদ্ধশরীর, শুদ্ধমনন,
শুদ্ধবচন, শোভনবেশ ॥৫॥
শঙ্কা আপদ, ব্যাধি বিপদ,
দৈব দুর্যোগ, দূর বালাই।
শান্তি নীরোগ, প্রীতি উল্লাস,
সুখসমৃদ্ধি, সবাই ভাই ॥৬॥
সাহস আন, উদ্যম আন,
অধ্যবসায়, অতীতস্মৃতি।
বংশগৌরব, জ্ঞানগরিমা,
স্বদেশপ্রেম, সহানুভূতি ॥৭॥
ব্রাহ্মণ আন, পূজা আহ্নিক,
সরল বুদ্ধি, ন্যায়পরতা।
কায়স্থ দ্বিজ, ক্ষত্রিয় আন,
শাসননীতি আর বীরতা ॥৮॥
বরণাশ্রম, ধরম আন,
বাণিজ্যধন, বৈশ্য সুধীর।
তিন চরণ, চরণসেবা,
বিনয় আন, সচ্ছূদ্র স্থির ॥৯॥
বালক এস, যুবক এস,
প্রাচীন এস পুরুষনারী।
হিন্দু তুরুক, জৈন যবন,
বৌদ্ধ ঈসাবী সব পূজারী ॥১০॥
স্থাবর এস, জঙ্গম এস,
গন্ধর্ব্ব দেব, কিন্নর নর।
বিশ্বজগৎ, প্রকৃতি এস,
নববরষ বরণ কর ॥১১॥
বর্ষফল সবে আশীষ লহ।
জীব যুগ যুগ, আনন্দে রহ ॥

শ্রীরসিকলাল রায়।

নববর্ষ (২)

নূতন বরষে, নূতন হরষে,
জাগো ওহে ক্ষত্রিয়-সন্তান।
নবীন আলোকে, নবীন পুলকে,
মাতাও আজি সবারি প্রাণ ॥১॥
লও উপবীত, হও গো দীক্ষিত,
কর ভায়ে ভায়ে স্নেহ-আলিঙ্গন।
নবীন উৎসাহে, সকলের গৃহে,
প্রচার বেদউপনয়ন ॥২॥
প্রচার ভারতে, প্রচার জগতে,
প্রচার সর্ব্বত্র ক্ষত্র-ধর্ম্ম।
গাও উচ্চৈঃস্বরে, গাও তারস্বরে,
ক্ষত্রিয় বীরের যশোগান ॥৩॥
কোথা সে প্রতাপ, আদিত্যপ্রতাপ,
মাতাইল যে ক্ষত্র-মণ্ডল।
তার তরে হায়! প্লাবিত হৃদয়,
ফেলিবে না কিহে অশ্রুজল ॥৪॥
প্রকৃত ক্ষত্রিয়, বাহুবলে স্বীয়,
নিখিলে নিজ অর্জ্জিল নাম।
দেখ ভাই যেন, সুনাম এ হেন,
নাহি ভুলে এ ভারত-ধাম ॥৫॥
চিত্রগুপ্ত তাই, পূজ সবে ভাই,
আজি পূজহ যতেক ভক্ত।
যাঁহার কৃপায়, শিরায় শিরায়,
বহিতেছে আজি ক্ষত্রিয়-রক্ত ॥৬॥
রাখ নিজ মান, সমাজ-সম্মান,
দরিদ্র জনে বিতর দয়া।
কর নিজ কর্ম্ম, পাল ক্ষত্র-ধর্ম্ম,
কলুষ যেন পশে না হিয়া ॥৭॥
ধর উপবীত, সুমন্ত্রে দীক্ষিত;
ভায়ে ভায়ে দেহ আলিঙ্গন।
নবীন উৎসাহে, সকলেরি গৃহে,
প্রচার বেদউপনয়ন ॥৮॥
নূতন বরষে, নূতন হরষে,
জাগো ওহে ক্ষত্রিয়-সন্তান।
নবীন আলোকে, নবীন পুলকে,
মাতাও আজি সবারি প্রাণ ॥৯॥

শ্রীঅনিলচন্দ্র পালিত বর্ম্মা।

চিরানন্দ।

আনন্দে নিমগ্ন বিশ্বে,
আনন্দ সকলে চায়,
আনন্দ যে সকলেরি প্রাণ।
নিরানন্দ মাঝে কেহ,
তিষ্ঠিতে চাহেনা ক্ষণ,
ক্ষণমাত্রে হয় ম্রিয়মাণ ॥১॥
ছুটিয়াছে তীব্র বেগে,
আনন্দ ধরিতে জীব,
আকুলতা প্রাণমন ভরি।
ভ্রমিছে মত্তের মত,
আনন্দ সন্ধানে সবে,
অবিশ্রামে দিবস-শর্ব্বরী ॥২॥
যাহাতে আনন্দ নাই,
কেহ নাহি চায় তায়,
হেরি করে মুদ্রিত নয়ন।
যথায় আনন্দ হেরে,
ঊর্দ্ধশ্বাসে তার পানে,
ধায় সবে দামিনী যেমন ॥৩॥
আনন্দ পীযূষ লোভে,
কত ঘাত প্রতিঘাত,
হইতেছে নিত্য রক্তপাত।
আনন্দের প্রলোভনে,
বিষাদের সিন্ধু-মাঝে,
ঝাঁপ জীব দেয় অকস্মাৎ ॥৪॥
অস্থায়ী আনন্দে হায়,
লভিতেছে পুনঃ পুনঃ,
জীবগণ মৃত্যুও জীবন।
অক্ষয় আনন্দ সনে,
অমর হইতে কেহ,
নাহি হেরে মূল প্রস্রবণ ॥৫॥
গোষ্পদে মিটাতে চাহে,
নিদাঘে দুর্ব্বার তৃষা,
অসম্ভব সম্ভবে কখন।
অতৃপ্তি-তপ্ত হিয়া,
আকুল পিয়াসে আরো,
জ্বালাময় হয় সে জীবন ॥৬॥
যেই প্রস্রবণ হতে,
এসেছে আনন্দ স্রোত,
মর্ত্তধাম করেছে প্লাবিত।
তাহাতে ডুবিতে জীব,
যতদিন না পারিবে,
চিরানন্দ নহে সম্ভাবিত ॥৭॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

হিমাচল।

বল বল হিমাচল, কেন ঝরে অবিরল,
তব নেত্র হ'তে বারি অজস্র ধারায়?
তব অশ্রু অবিরত ভারত ভাসায়? ॥১॥
তুষার উষ্ণীষ শিরে, শীত গ্রীষ্মে বহ ধীরে,
কার তরে হেন ভাবে কর অবস্থান।
পঞ্চতপা হ'য়ে তুমি কার কর ধ্যান? ॥২॥
অতীতের সাক্ষী তুমি, তব তরে আর্য্যভূমি,
সুজলা সুফলা নিত্য বসুধা-ভিতরে।
প্রহরী কার্য্যেতে যার র'য়েছ উত্তরে ॥৩॥
গঙ্গা সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র, ভাসায়ে ভারতক্ষেত্র,
করিছ পীযূষময় অদ্বিতীয় ভবে।
সাধিছ জীবের হিত, দাঁড়ায়ে নীরবে ॥৪॥
কি তপ তপিছ নিত্য, কি জপ জপিছ সত্য,
কি শিক্ষা দিতেছ সদা ভারত-সন্তানে।
ভারত অক্ষম তব মরম ধারণে ॥৫॥
অধমে বল হে আজ, দয়া করি নগরাজ,
ভূগোল খগোল আর জ্যোতিষ জ্যামিতি।
হ'ত না ভারতে চর্চ্চা শিক্ষা পরিমিতি? ॥৬॥
ভারত-সন্তান যারা, বিজ্ঞান দর্শনে তারা,
ছিল নাকি অন্ধ হ'য়ে কহ হে ভূধর।
ভারতনিবাসী সবে আছিল বর্ব্বর? ॥৭॥
ভারতে ললনাগণ, অন্ধকারে নিমগন,
থাকিত পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ যেমন।
পরগৃহে পরাধীন দাসীর মতন? ॥৮॥
শৌর্য্য-বীর্য্যে চিরদিন, আছিল ভারত হীন,
এই কথা সত্য নাকি কহ হে ভূধর।
জানিত না আর্য্যগণ অস্ত্র ব্যবহার? ॥৯॥
আর্য্যাবর্ত্ত জয়ী যারা, গভীর নিদ্রায় তারা,
যাপিত জীবন নাকি মুদ্রিত নয়নে।
কাঁপিত শিবার রবে আতঙ্কিত মনে? ॥১০॥

ছিল না কি ব্যোমযান, যাহে ভারত-সন্তান,
আরোহি যুদ্ধার্থে সদা উঠিত গগনে।
শূন্য হ'তে অগ্নি-অস্ত্র গর্জ্জিত সঘনে ?॥১১॥
সত্যই কি এ ভারতী, দয়া করি মোর প্রতি,
কহ দেব নগাধিপ সুধাই তোমারে।
অতীতের কথা আর জিজ্ঞাসিব কারে ॥১২॥
কত শত ঋষিগণ, তুচ্ছি ক্লেশ অগণন;
যাপিত জীবন নিত্য কঠোর ক্রিয়ায়,
ঈশপ্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে আনন্দে ধরায় ॥১৩॥
কোথা সেই যোগিগণ, দেখিবারে কতজন,
যাইত পুরুবে হর্ষে যাঁর সন্নিধানে।
থাকিত তোমার পাশে পরমেশ-ধ্যানে ? ॥১৪॥
যার পাদমূলে বসি, কত যোগী কত ঋষি,
ভক্তি-পুষ্পে দিবানিশি পূজিত ঈশ্বরে।
কোথা তারা কহ এবে সুধাই তোমারে ?॥১৫॥
কৃপ, কর্ণ, ভীমার্জ্জুন, ভীষ্ম-দ্রোণ-রথিগণ,
কোথায় এখন তারা ডুবেছে আঁধারে।
ছিল তারা সুধু নাকি কল্পনা-সংসারে ? ॥১৬॥
ভারত সমান দেশ, কহ দেব সবিশেষ,
ছিল কি দ্বিতীয় আর বিশাল ধরায়।
ধরণী-বেষ্টিত যার যশো-মেখলায় ? ॥১৭॥
কোথা তার ধন জন, একতা পরমধন।
ভারত শ্মশান এবে প্রেতের ভবন।
বল বল কার শাপে ভারত পতন ? ॥১৮॥

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার।

বসন্ত-পূর্ণিমা।

আজি কি মধুর, প্রফুল্ল রজনী,
কিবা চারু সাজে, সাজিল ধরণী,
সোণার বরণে, শোভিছে সকলি,
চাঁদের কিরণ মাখিয়ে গায় ॥১॥
সুধাকর করে, সুধা বরিষণ,
চকোর চকোরী, পুলকে মগন,
নক্ষত্র নিচয়, রজনী ভূষণ,
সুনীল গগনে কি শোভা পায় ॥২॥
নীরব নিস্তব্ধ, আকাশ ভরিয়া,
বন-অন্তরালে, থাকিয়া থাকিয়া,
"বউ কথা কও", ডাকিতেছে পাখী,
সুস্বর লহরী দিগন্ত ছায় ॥৩॥
কুঞ্জে কুঞ্জে হেরি, কিবা ফুলশোভা,
পুঞ্জে পুঞ্জে দোলে, একি মনোলোভা,
মকরন্দ আশে, প্রমত্ত মধুপ,
লুটিয়া পড়িছে ফুলের গায় ॥৪॥
মন্দ মন্দ মন্দ, বহিছে পবন,
নবীনা বল্লরী, কাঁপিছে সঘন,
যেন অনুরাগে, করে আলিঙ্গন,
প্রেমাধার তরু হৃদয়রাজে ॥৫॥
প্রতিদান তরে, কর প্রসারিয়া,
প্রেমের পুতলি, হৃদয়ে বাঁধিয়া,
পুলকিত তরু, দুলিছে আদরে,
বনলতা যেন আনতা লাজে ॥৬॥
অনিল পরশে, খুলিয়া হৃদয়,
নিকুঞ্জ কাননে, দোলে ফুলচয়,
প্রেম অনুরাগে, হাসিয়া ঢলিয়া,
এ যেন পড়িছে উহার গায় ॥৭॥
সরসী সলিলে, নব নব দলে,
হাসে কুমুদিনী, প্রণয় বিকলে,
যতনে বিছায়ে, মুকুর যেন রে,
প্রাণপতি-মুখ দেখিছে তায় ॥৮॥
সভয় অন্তরে, লুকাইয়া লাজে,
সারাদিন ছিল, অবরোধ মাঝে,
স্বাধীনতা পেয়ে, এবে বাহিরিয়ে,
উঁকি ঝুঁকি মারে তারকাগুলি ॥৯॥
তারা রূপে যেন, সুরবালাগণ,
ত্রিদিব-ললনা, নাহি রে তুলন,
জানিবার তরে, ব্যাকুল অন্তরে,
দেখিছে গগন-গবাক্ষ খুলি ॥১০॥
হাসিছে প্রশান্ত, স্বচ্ছ সরোবর,
হাসিছে প্রকৃতি, হাসিছে অম্বর,
হাসিছে যামিনী, হাসে চরাচর,
বসন্তবিকাশে সকলি হাসে ॥১১॥
অনন্ত আকাশে, ক্ষরি সমুজ্জ্বল,
রজতধারায়, প্লাবি ধরাতল,
আজি পূর্ণিমার, সুবিমল শশী,
কৌমুদীসঞ্চারে তিমির নাশে ॥১২॥

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার।

নিরঞ্জন বালা।

বৈশাখ মাসের শেষ বেলা। নব কিশলয়-রাজিতে বৃক্ষশাখা সকল অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। তরলিত স্নিগ্ধ সূর্য্যকিরণ, বায়ু-প্রবাহে যেন আরও তরলিত হইয়া এক মনোহর শোভায় প্রকৃতির অঙ্গ চিত্রিত করিয়াছে! বেলাপতনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের মধুরাস্বাদ যেন মধুরতর হইয়া উঠিতেছে।

এই সময়ে যশোহর জেলার ঝিনাইদহ হইতে মাগুরার পথে জনৈক দ্বাবিংশবর্ষীয় যুবক, একটুক-দ্রুতপাদক্ষেপে মাগুরাভিমুখে যাইতেছিলেন। তাঁহার গতি দৃষ্টে বুঝা যাইতেছিল, প্রকৃতির এই স্নিগ্ধ ভাবের উপর তাঁহার নয়ন পড়ে নাই এবং হৃদয়েও তাঁহার কোন অনুভূতি জন্মে নাই।

ক্রমে সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল, ঘোর হইয়া আসিল। তিনি আশ্রয়স্থানের জন্য ব্যস্ত হইলেন। দুই একজন সহযাত্রী পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন; কেহই কিছু বলিতে পারিল না। পরে তিনি প্রকাশ্য পথ পরিত্যাগ করিয়া একটী গ্রাম্য পথ লইলেন। এই পথে কিয়দ্দূর যাইয়াই পরিপাটি অথচ সামান্য রকমের একটী বাটী দেখিতে পাইলেন। প্রাঙ্গনখানি পরিষ্কার; দুই খানি চালাঘর মাত্র বাটীর আবাস গৃহ। বড় গৃহখানিতে পূর্ব্বদিকে বারিন্দা আছে।

তখন একটু জ্যোৎস্না দেখা দিয়াছে! প্রকৃতির মাধুরী সর্ব্বদিক্ হইতে স্বাস্থ্যপ্রদ নিশ্বাস ছাড়িতেছে। যুবকেরও উত্তপ্ত শরীর ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তিনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কিয়ৎকালের জন্য প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গৃহ মধ্যে ২।১টী স্ত্রীলোক ভিন্ন কেহ নাই শুনে করিয়া তিনি তথা হইতে ফিরিবেন কিনা ভাবিতেছিলেন। বাটীটি হিন্দুর বলিয়াই তিনি স্থির জানিয়াছিলেন; কেন না একটী তুলসীবেদীমূলে প্রদীপ তখনও জ্বলিতেছিল। অন্যত্র গেলে হিন্দুর আশ্রয় পাওয়া যাইবে কিনা ভাবিয়া ভাবিয়াই তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন। কথাও সত্য; সে গ্রামে হিন্দু বিরল।

তাঁহাকে অগত্যা জিজ্ঞাসা করিতে হইল;—

"আমি এখানে এই রাত্রির জন্য একটু আশ্রয় পাইতে পারি কি?"

ভিতর হইতে অতি সুকণ্ঠে উত্তর হইল;—"আপনার বাড়ী কোথা গা?"

"আমার বাড়ীর কথা পরে বলিব; একটুক স্থান হইবে কি? আমি এই বারিন্দাটিতে শুইয়া থাকিব মাত্র।"

আবার উত্তর হইল; "আপনি কি লোক?" এবার যুবক স্পষ্টতরই শুনিতে পাইলেন যেন অন্য কোন স্ত্রীলোক উচ্চারণকারিণীকে এই প্রশ্ন শিখাইয়া দিতেছে।

উত্তর করিলেন 'আমি কায়স্থ।"

অমনি কপাট খুলিয়া গেল। একটী সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী আসিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন;

"আইন মহাশয়! এই বারিন্দায় আসিয়া পা ধৌত করুন।"

এই বলিয়া বিদ্যুদ্রূপিনী সেই বিদ্যুদ্গামিনী যুবতী একটী জলপাত্র রাখিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

যুবক স্তম্ভিত! তিনি যেন কোন দেবীর সন্দর্শন পাইয়াছেন বলিয়া তাঁহার বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তাহার পদদ্বয় যেন আটকাইয়া রহিল। তাঁহার দীর্ঘাকৃতি দেহ, তালতরুর ন্যায় বিরাজমান; পবিত্র যজ্ঞসূত্র স্কন্ধে শোভা পাইতেছে। জ্যোৎস্নালোকে প্লাবিত আপাদমস্তক সেই যুবা প্রাঙ্গনে দেবপ্রতিমূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিলেন।

যুবতী আবার বাহির হইলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"আপনি কি কায়স্থ?"

উত্তর। হাঁ।

যুবতী গৃহে চলিয়া গেলেন। যুবা এক কতকটা সংজ্ঞালাভ করিয়া বারিন্দায় উঠিলেন এবং চরণ প্রক্ষালন করিলেন। যুবতী সত্বর তামাক সাজিয়া আনিয়া তাঁহার একটি কড়ি বাঁধা হুকায় খাইতে দিলেন এবং একটু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিয়া গেলেন "আপনি কি কায়স্থ?"

সেই হাসি কেন যুবকের হৃদয় মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিল। যুবকের আর তামাক খাওয়া হইল না। কড়ি বাঁধা হুকাটি হাতে থাকিয়া গেল। তিনি অবাক্ হইয়া, হায় আমি কোঁথায় আসলাম! ভাবিতে লাগিলেন।

যুবক একখানি জলচৌকির উপরে বসিয়াছিলেন। কৌমুদীস্নাত স্নিগ্ধ সমীরণ তাঁহাকে ব্যজন করিতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে বিহঙ্গের কাকলীরব তাঁহার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিতেছিল। সমুদায় বহির্দ্দেশ উন্মুক্ত বারিন্দা জ্যোৎস্নাহাসে হসিত; পথশ্রান্তি ক্রমশঃ উপশমিত হইতেছিল।

যুবতী কপাট ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার প্রতি কেমন এক আনমনে দৃষ্টি করিয়া ছিলেন। তাঁহার উন্নত দেহ, চন্দনচর্চ্চিত ললাট, অনিন্দ্য নাসিকা জ্যোৎস্নাস্নাত যজ্ঞসূত্রপরিহিত মনোহর সকলই তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছিল। গৃহাভ্যন্তর হইতে শব্দ হইল, "নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা কর না, অতিথি মহাশয়ের আরের কি ব্যবস্থা করিতে হইবে?" কথাগুলি যুবকের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি উঠিয়া

দাঁড়াইলেন, "না,—আমার আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে না।" নিরঞ্জনবালা বলিলেন, "তাও কি হয়? আপনি যে আমাদের গৃহে অতিথি।"

এই সময়ে যুবক অন্যমনস্ক ভাবে হুকাটীতে টান দিলেন। তখন কল্কির আগুন নিবিয়া গিয়াছে।

নিরঞ্জনবালা তৎক্ষণাৎ বিদ্যুদ্বেগে কল্কীটি লইয়া গিয়া অগ্নিসংযোগের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এই সময়ে পুনর্ব্বার গৃহাভ্যন্তর হইতে সম্ভাষণ হইল;—

"আপনি ঘরের ভিতরে আসুন।"

যুবক গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার খাইবার জন্য এক বৃহদাকার কাষ্ঠাসন এবং নানাবিধ ফল ও মিঠাইতে একথালা সজ্জিত রহিয়াছে। বাটিতে এক বাটি দুগ্ধ ও সে সুশীতল পানীয় থালপার্শ্বে বিরাজ করিতেছে। মুখ ধৌত করিবার জন্য পার্শ্বে ঘটীর ও গাড়ুতে জল আছে।

যুবক আসন পরিগ্রহ করিয়া সেই গৃহমধ্যের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, অমনি তাঁহার সর্ব্ব বিস্ময়রসে পরিপ্লুত হইল। দেখিলেন গৃহটির দুইদিকে দুইখানি সুন্দর পালঙ্ক সজ্জিত রহিয়াছে। তদুপরি সজ্জা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দুইখানি পালঙ্কেরই শিয়রদেশে দুইটী টেবিলের উপর দুইখানি উন্নত ও কিঞ্চিৎ বৃহদাকারের আয়না দণ্ডায়মান আছে। উভয় পালঙ্কের মাঝামাঝি স্থানে অথচ গৃহ-প্রাচীর সংলগ্নভাবে একটি লৌহ সিন্দুক রহিয়াছে। কতকগুলি কাংস্যপাত্র পরিষ্কৃতভাবে একাংশে সজ্জিত আছে। একটী আলমারীতে ১০।২০ খান পুস্তক ও অন্য রকমের ২।৪টি জিনিষ রহিয়াছে। আলমারীটির শিরোদেশে একটি ঘড়ীতে তখন রাত্রি প্রায় ৯টা বাজিতেছিল।

যুবক কাষ্ঠাসনে বসিয়া ধীরে ধীরে জলযোগ করিতেছিলেন এবং এইরূপ পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটিরূপে সজ্জিত গৃহসামগ্রীর প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন। ২।৪খান আর্টষ্টুডিওর চিত্রও দেখা যাইতেছিল।

এক পার্শ্বের একখানি পালঙ্কের কাছে অথচ নিম্নে জনৈকা শ্বেতাম্বরপরিহিতা বিধবা রমণী বসিয়াছিলেন। তাঁহার সমুদায় মুখমণ্ডল ও গ্রীবাস্থপ্রান্ত পর্য্যন্ত যুবকের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছিল। রমণী দ্বাত্রিংশ বৎসর অতীত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বিবেচনা হইল না। উৎকৃষ্ট গৌরবর্ণা; সুন্দর মুখশ্রী; অধরৌষ্ঠ অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করিতেছে; নয়ন আয়ত, এক্ষণে কিঞ্চিৎ অবনত; আকর্ণ ভ্রূ; সীমন্ত কিঞ্চিন্মাত্র দেখা দিয়া সমতুল্য শ্বেত বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত হইয়াছে। যুবতীটি একটু সলজ্জভাবে ঈষৎ আনত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছেন, যেন কোন আদেশের অপেক্ষা করিতেছেন।

অভ্যাগত যুবক বলিলেন, "আমি আপনাদের নিকট বড়ই আপ্যায়িত হইলাম। আমার জন্য এই সময়ে হঠাৎ এমন জলযোগের ব্যবস্থা কোথা হইতে করিলেন?"

বিধবা। এমন জলযোগের ব্যবস্থা-আর কি? এই বসন্তের শেষে নানাবিধ ফল আমাদের এখানে প্রচুর। তারই ২টী ফল এবং ঘরেরাখা দুটা মিঠাই, এ ত আর ভদ্রলোকের সম্মুখে দেওয়া যায় না, তবে এসময়ে আমরা আর কি পাইব?

অনতিবিলম্বে যুবকের জলযোগশেষ

হইল। যুবতীটি দ্রুতপদক্ষেপে তাঁহাকে আবার তামাক সাজিয়া আনিয়া দিলেন। কিন্তু এবার আর কড়িবাঁধা হুকা দিলেন না। পূর্ব্বে তিনি কড়িবাঁধা হুকায় খান্ নাই, তাই এবার অন্য হুকা দিলেন।

বলা বাহুল্য বিধবা রমণী নিরঞ্জনবালার মাতা। তিনি যুবককে কতকটা পরিচিত-স্বরেই যেন বলিলেন, "মহাশয় ত অসময়ে এই গরীবের গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। আপনাকে চারটা আহার এইখানেই করিতে হইবে। আপনি কি ব্রাহ্মণ?"

যুবক উত্তর করিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ নই, আমি কায়স্থ; আমার গ্রীবায় যজ্ঞসূত্র দেখিয়াই বোধ হয় আপনাদের এই ভ্রম হইয়াছে।"

বিধবা। তা হইতে পারে। শুনিয়াছি, পূর্ব্বাঞ্চলে অনেক কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইয়া পৈতা লইয়াছেন। আপনি তাহার একজন?

যুবক। আজ্ঞা হাঁ।

বিধবা। তা হইলেও ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, আপনি কি নিজে রান্না করিবেন? আমরাও কায়স্থ; এই যে বাটিতে উপস্থিত হইয়াছেন, এই বাটীর কর্ত্তা ছিলেন ঘোষবংশজাত। আর এই যে আমার কন্যা আপনাকে তামাক দিয়া গেল ইহার বিবাহ হইয়াছিল বসুবংশে।

যুবক। বিবাহ হইয়াছিল?

বিধবা। হাঁ! (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) কন্যা আমার বিধবা। বড় অধিক দিন হয় নাই; ৮।৯ মাস হইল, জামাতাটি পলায়ন করিয়াছেন। আর এই ৪।৫ মাস হইল কন্যার পিতা কারাবাসে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

যুবক ইহা শুনিয়া শোক ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি আপনাদের আর কেহ নাই?

বিধবা। আর কে আছে? দু' এক ঘর দূর কুটুম্ব আছে কেহ খবর করে না। কন্যার শ্বশুরবাটির অবস্থা তত মন্দ নয়। কন্যাটিকে ফেলিয়া আমি একা থাকি কিপ্রকারে? পতিশোকে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে; জামাতার শোকে বক্ষে ছুরিকাঘাত করিতেছে। ভবিতব্য কালসর্পের ন্যায় দংশন করিতে চাহিতেছে। মনুষ্যজীবন বাবা! এমনই কষ্টকর।"

এই বলিতে বলিতে বিধবার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, যুবতীটিও তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শোকাবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। মাতা ও কন্যা কিয়ৎক্ষণের জন্য ফাঁফরে কাঁদিতেলাগিলেন। যুবক ও চিত্তবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার নয়নপ্রান্তে অশ্রুবারি উদয় হইয়াছিল।

ধৈর্য্য উপস্থিত হইলে বিধবা বলিলেন, "বাবা! তোমার নাম কি?

যুবক। আমার নাম সত্যব্রত দেববর্ম্মা।

বিধবা। দেববর্ম্মা বুঝি ক্ষত্রিয়ের উপাধি?

যুবক। আজ্ঞা, হাঁ।

বিধবা। তবে, আমরা রান্না করিয়া দিলে তোমার বোধ হয় খাইতে আপত্তি হইবে না?

যুবক। রান্নায় আমি প্রয়োজন দেখিতেছি না। আপনাদের এই মনঃকষ্ট! আমার না খাইলেও চলিবে।

বিধবা। আমরা ত বুক বাঁধিয়াছি। অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ যে পথে চালাইবে, সেই পথেই চলিতে হইবে। আপনি খাবেন কেন? এই বলিয়া মাতা ও কন্যা রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন সরকার বর্ম্মা।

রিজলী ও কায়স্থ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)

জাতিভেদ।

(মূলোৎপত্তি)

হিন্দুসমাজে জাতিভেদ সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু পরিণামে সকলকেই গোলোকধাঁধায় পথহারা হইতে হইয়াছে। রিজলী শাস্ত্রোক্ত জাতিসৃষ্টির বিবরণ হইতে সত্যের ছায়া লইয়া ভারতীয় জাতিভেদের সহিত ইরাণদিগের সমাজশ্রেণীর তুলনায় করিয়াছেন, এবং ইবেট্‌সন, নেসফিল্ড ও মুসোঁ সেনার্ত্তের মত সমালোচনা করিয়া বীর সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

তিনি বলেন হিন্দুদিগের স্তরীভূত সমাজে জাতি দুই প্রকার—আর্য্য-সমাজোৎপন্ন জাতি (caste) এবং হিন্দু-সমাজভুক্ত নবাগত অনার্য্য-সম্প্রদায়গত জাতি (tribe)। প্রত্যেক জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু উপজাতি বা উপসম্প্রদায় রহিয়াছে। পুত্রের বিবাহযোগ্য ঘর নির্দ্দেশ করিয়া গণ্ডী (endogamous), কন্যার বিবাহযোগ্য ঘরের গণ্ডী (hypergamous), এবং বিবাহনিষিদ্ধ ঘর বা বংশের গণ্ডী (exogamous) প্রতি জাতিকে নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত করিয়াছে। বিবাহনিষিদ্ধ বংশ বা সমাজ খণ্ড প্রায়ই সগোত্র বা একপ্রাণীবাচক বংশ নাম-(totem)-বিশিষ্ট। শাস্ত্রকথিত জাতিসৃষ্টির বর্ণনা ঐতিহাসিক সত্য দ্বারা সমর্থিত নহে, সুতরাং প্রামাণ্য নহে। বোধ হয় উহা পারস্যগ্রন্থের আভাস লইয়া লিখিত।

সম্ভবতঃ আর্য্য-হিন্দুগণ গিলগিট্ ও চিত্রলের পথে ভারতে প্রবেশ করিয়া কাশ্মীর ও পঞ্চনদে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রথম উপনিবেশক্ষেত্রে হিন্দুগণ শোণিতের পবিত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আভিজাত্যাভিমান এবং স্বভাবসিদ্ধ রক্ষণশীলতা তাঁহাদিগকে অনার্য্য ভারতবাসীদিগের সহিত মিশ্রিত হইতে দেয় নাই। (১) কিন্তু এই সামরিক ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে নারীসংখ্যা অধিক ছিল না, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। কালক্রমে বংশবৃদ্ধি হওয়ায় এখানেও তাঁহাদের স্থানের অনটন হইল। অতএব বলিষ্ঠ এবং সাহসী যুবকেরা দলবদ্ধ হইয়া দেশবিজয়-অভিযানে নির্গত হইল। এই সকল অভিযানকারীদিগের সহিত স্ত্রীলোক মোটেই ছিলনা, অথবা অতি সামান্যই ছিল। ক্রমে তাঁহারা প্রতিবেশী হীনবল দ্রাবিড়দিগকে পরাভূত করিয়া নূতন নূতন প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া নব নব উপনিবেশ স্থাপন করিল। এই সকল বিজিত রাজ্যে আর্য্য-যুবকগণ স্বেচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে অনার্য্য যুবতীদিগকে লুণ্ঠিত সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত করিল। দূরত্বহেতু এবং কৃষ্ণকায়া সুন্দরীদিগের সংস্রব ও সংসর্গ দুষ্ট বলিয়া অনার্য্য-বিজয়ী বীরগণ পিতৃসমাজচ্যুত হইল। তাহারা বিজাতীয় স্ত্রীসহবাস হেতু স্বীয় বংশে আর্য্য-শোণিতের পবিত্রতা রক্ষা করিতে

(১) "—the race-pride of the conquering nation shrank from such misalliances." Dr. Oppert.

অপারক হইলেও আভিজাত্যাভিমান পরিত্যাগ করে নাই। অতএব তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট সাখ্যক কন্যা উৎপন্ন হইয়া স্ত্রীলোকের অভাব পূর্ণ হইলেই তাহারা বিবাহবিধি (Jus connubi) প্রণয়ন করিয়া অসবর্ণ বিবাহ রহিত করিয়াছিল। এইভাবে প্রাচীন আর্য্য-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং অনার্য্য-সমাজ হইতে স্বতন্ত্র এক আর্য্যজাতির (caste) সৃষ্টি হইল। ইহাদের বহুবংশ সন্ততিগণ ও পূর্ব্বপুরুষদিগের পন্থানুসরণ করিয়া নূতন দেশ জয় করিয়া নবরাজ্য গঠন করিয়াছিল। ইহারাই ভারতব্যাপ্ত বর্ত্তমান রাজপুতদিগের আদিপুরুষ।* এইরূপে আর্য্য উপনিবেশের তরঙ্গে তরঙ্গে লেপ ও অনুলেপক্রমে আর্য্যশোণিত অনার্য্য দ্রাবিড়-শোণিতের সহিত মিলিত হওয়ায় নূতন নূতন জাতির উদ্ভব হইয়াছিল। আর্য্যজাতি কোথাও অনার্য্যদিগের সহিত সম্পূর্ণ মিশ্রিত হইয়া একীভূত হয় নাই। আভিজাত্য-গৌরব এবং বংশসুলভ সংরক্ষণশীলতা তাহাদের স্বতন্ত্রতা ও বিশেষত্বরক্ষার পক্ষে সহায়ক হইয়াছিল। এইজন্য তাহারা নিম্নকুল হইতে কন্যাগ্রহণ করিলেও অনার্য্যদিগকে কন্যাদান করিতে কখনই সম্মত হয় নাই। এবং এইরূপেই সবর্ণে বা উচ্চবর্ণে কন্যাসম্প্রদানপ্রথার উৎপত্তি হইয়াছিল। ক্রমে আর্য্যদিগের প্রবর্ত্তিত রীতি হিন্দুভাবাপন্ন বা হিন্দুসমাজভুক্ত অনার্য্যেরাও অনুকরণ করিয়াছিল।

সম্ভবতঃ উল্লিখিত প্রণালীতে ভারতে জাতিভেদপ্রথা উৎপন্ন হইয়া কল্পনা ও অনুমান সাহায্যে সমাজে বদ্ধমূল হইয়াছিল। বিভিন্নপ্রদেশবাসী, বিভিন্নভক্ষ্যভোজী, বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতির অনুসরণকারী, বিভিন্ন ব্যবসায়ী মনুষ্যেরা অবশ্যই ভিন্নজাতীয় এবং ভিন্নবংশোৎপন্ন, এইরূপ অনুমান স্বাভাবিক। কল্পনাবলে অনুমান ঘনীভূত হইয়া সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। ভারতবাসীর মস্তিষ্ক ও মনোবৃত্তির গঠন এতাদৃশী ধারণার অনুকূল। ব্রাহ্মণেরা শুভযোগ বুঝিয়া জাতিসৃষ্টির এক অদ্ভুত গল্প সৃষ্টি করিলেন। সরলমতি জনসাধারণ নিঃসন্দেহে এবং সহজেই তাহা গলাধঃকরণ করিল এবং আগ্রহের সহিত আপন পূর্ব্বপুরুষদিগের কল্পিত জন্মোপাখ্যান শ্রবণ করিয়া তাহা স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় অভ্রান্ত সত্য ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিল। যদি যুক্তি-তর্কের বিন্দুমাত্রও অবসর থাকিত, কর্ম্মফল ও জন্মান্তরবাদ আসিয়া তাহা পূরণ করিল। কর্ম্মফলবাদ বুঝাইয়া দিল, পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মের দোষগুণভেদে মানব উন্নত-বনত সমাজস্তরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহা বিধাতার অখণ্ডনীয় অলঙ্ঘ্য বিধান। সুতরাং জাতিভেদও বিধির বিধান, তাহার মূলানুসন্ধান করা বাতুলতা।

জাতি ও জাতীয়তা।

রিজলী বলেন ভারতে যে কারণে যে ভাবেই জাতিভেদের উৎপত্তি হউক না কেন, বর্ত্তমান ভারতে তাহা রক্ষা করিয়াই জাতীয়-

* Many Rajputs have Bhar blood in their veins, and Dr. Francis Buchanan went so far as to state that the Parihar Rajputs of Shahabad are descended from the Bhars.

P. 45, The Original Inhabitants of India by Dr. Oppert.

জীবনের প্রয়াস পাইতে হইবে। জাতিভেদ ভারতের বিশেষত্ব। জাপান এবং মহারাষ্ট্রদেশে ইতিহাস ঘটনা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছে যে, জাতিভেদের গণ্ডী সত্ত্বেও দেশে একজাতিত্ব ও একপ্রাণতা গঠিত হইতে পারে। ইংরাজী ভাষা এবং শাসনবিষয়ক অধিকার, এই দুইটীই জাতীয় জীবনগঠনের প্রধান উপায়। কিন্তু ইংরাজী ভাষা সমাজস্তরের মাত্র উপরিভাগ স্পর্শ করিতে পারিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের ভিতর একপ্রাণতা ও জাতীয় জীবন সঞ্চার করিতে হইলে স্বায়ত্তশাসনের আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে এবং অধীনতা ও হঠকারিতা দূরে রাখিয়া ধীরে অতি সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। (১)

আমরা শ্রীযুত রিজলীর সহিত প্রত্যেক বিষয়ে একমত হইতে পারি না। ভারতীয় সকল হিন্দুকে তিনি আর্য্যজাতি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে আর্য্যেরা (হিন্দুরা) অধিকাংশ স্থলেই আর্য্য ও অনার্য্যবংশোদ্ভূত সঙ্কর জাতি (race)। এই উক্তির সমর্থন জন্য যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে, তৎসমস্ত অভ্রান্ত নহে। বহু কারণে শারীরিক গঠন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুপাত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। (†) তাহা আংশিকভাবে স্বীকার করিয়াও তিনি ঐ সকল পরিমাণ (measurements) প্রমাণ বলিয়া উপস্থিত করিতে ইতস্ততঃ বোধ করেন নাই। জাতিভেদপ্রথার উৎপত্তি, সহমরণ, বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে তিনি যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেগুলি কি পরিমাণে ঐতিহাসিক সত্য দ্বারা সমর্থিত, তর্কের বিষয়। আমরা এ প্রবন্ধে এই সকল বিষয়ের দীর্ঘ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম না। কিন্তু ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যভূখণ্ডে হিন্দুসমাজে কায়স্থজাতির সম্মান ও বংশমর্য্যাদা তাঁহার শ্যেনদৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। তিনি সর্ব্বত্রই কায়স্থকে ব্রাহ্মণের অব্যবহিত নিম্নে ক্ষত্রিয়ের সহিত উচ্চাসন প্রদান করিয়াছেন, এবং মসীজীবী ক্ষত্রিয় প্রভু প্রভৃতি জাতিকে কায়স্থশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ইতি।

শ্রীরসিকলাল রায়।

(১) ২৮৯ পৃঃ।

(†) "——change of abode and change in position have worked, and are working, the most marvellous alterations in the physical and mental constitution of individuals and nations."

Dr. G. Oppert.

কায়স্থ ও করণ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৬)

(১৩১৬। চৈত্রের ৩৭৪ পৃষ্ঠা হইতে)

সত্য বটে ভট্টোজী দীক্ষিত (৭), কমলাকর ভট্ট (৮), ও মিত্র মিশ্র (৯) প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নব্য নিবন্ধকারগণ যাহার উপদেশ সাদরে মস্তকে ধারণ করিয়া স্বীয় গ্রন্থের গৌরব বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন; মনুস্মৃতির অন্যতম টীকাকার সেই সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণ (১০), এবং রামচন্দ্র (১১) ও রাঘবানন্দ (১২) নামক মনুস্মৃতির অপর দুইজন টীকাকার একান্তরাজ অম্বষ্ঠ জাতিকে দ্বিজধর্ম্মাধিকারী না বলিয়া (১৩) অনন্তরাজ করণকেই দ্বিজ বা আর্য্যের আসন প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু তাই বলিয়াই শূদ্রমাতৃক করণজাতিকে কায়স্থ বলিয়া অবধারণ করা অতি বড় সাহসের কথা সন্দেহ নাই। যেহেতু এমন কোন শাস্ত্র নাই, যাহা অক্ষরমাত্রোপযোগী বর্ণসঙ্কর করণকে সচিব (১৪), অমাত্য, মন্ত্রী বা সভাস্তারের পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন করিতে পারে। বলা বাহুল্য কবিকল্পিত বলিয়া পদ্মপুরাণোক্ত উল্লিখিত পদ্যগুলির প্রতি যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক কিছুই নাই বা হইতে পারে না।

চিত্রকর যেমন কোন একটি বস্তুর প্রতিকৃতি মানসনেত্রের সম্মুখে রাখিয়া চিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হন; কবিও সেইরূপ কোন না কোন একটী প্রত্যক্ষ সত্যকে আশ্রয় করিয়া স্বকরে লেখনী ধারণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা শব্দের বিষয়ীভূত নহে; একথা যেমন সত্য, সেইরূপ যাহা শব্দের বিষয়ীভূত তাহা যে, কোথাও না কোথাও আছে বা ছিল, তদ্বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই। মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণে সংজ্ঞাকর্ম্ম বুদ্ধিলিঙ্গম্ ২"

(বৈশেষিকদর্শন ৬ অ০ ২ আহ্নিক)

বেদের ব্রাহ্মণ নামক অংশে যে সমস্ত সংজ্ঞা আছে, উহা যেমন নামকর্ত্তার তত্তৎ বস্তু বিষয়ক জ্ঞানের পরিচায়ক (১৫); উপস্থিত ক্ষেত্রেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ধর্ম্মরাজ যম ও তদীয় মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত সাক্ষাৎসম্বন্ধে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সহিত পরিচিত না হইলে, কখনই তাহার পবিত্র লেখনী অনৃত বমন করিয়া স্বীয় দুর্ব্বলতার পরিচয় প্রদান করিত না। অশ্বডিম্ব বলিয়া কোন কিছু নাই সত্য, কিন্তু যেমন অশ্ব ও ডিম্ব না আছে এমত নহে; সেইরূপ যম ও কায়স্থকুলধুরন্ধর চিত্রগুপ্তের একত্র সমাবেশ না থাকিলেও না থাকিতে পারে; কিন্তু মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তীকালে কায়স্থগণ যে, রাজকীয় ধর্ম্মাধিকরণে মন্ত্রীর আসনে সমাসীন ছিলেন, তাহা সাহস করিয়াই বলা যাইতে পারে। অন্যথা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (অসিজীবী) ও বৈশ্য এই দ্বিজত্রিতয় বিদ্যমানে কায়স্থ চিত্রগুপ্তকে মন্ত্রীর পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন করিয়া রঙ্গমঞ্চে উপনীত করিবেন কেন? বলা বাহুল্য সর্প না থাকিলে, যেমন কাহারও রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হইত না, বা কেহই রজ্জুকে সর্প বলিয়া কল্পনা করিত না, প্রস্তাবিত স্থলেও সেইরূপ পুরাকালে কায়স্থগণ রাজকীয়

(৭) "সর্ব্বজ্ঞনারায়ণস্তু রসা উৎকটরসা গুড়াদয়ঃ শৃঙ্গারাদয়ো বা। যদ্দ্রব্যমনম্লং সৎকালবশেন দ্রব্যান্তরযোগেণ বা অম্লতাং গতং তৎ শুক্তং। সর্ব্বানি শুক্তানি দধ্যাদীন্যপি। নহ্যত্র শুক্তাবাগিতি ব্যাচক্ষাবিতি।"

(চতুর্বিংশতিমতসংগ্রহ)

(৮) "মনুঃ—উপাকর্ম্মণি বোৎসর্গে ত্রিরাত্রং ক্ষপণং স্মৃতং। অষ্টকাসু ত্বহোরাত্রমৃত্বন্তাসু চ রাত্রিষু ইতি উৎসর্গে তু মনূক্তপক্ষিণ্যহোরাত্রাভ্যাং ত্র্যহস্য বিকল্পঃ ইতি বিজ্ঞানেশ্বরঃ। অষ্টকাশব্দেন সপ্তম্যাদিত্রয়ং জ্ঞেয়ং। ত্রিস্রোষ্টকাস্ত্রিরাত্রমন্ত্যামেকে ইতি গৌতমোক্তেঃ। ঋত্বন্তাস্বিতি সৌরঋত্বন্তাসু চান্দ্রান্তস্য পর্ব্বত্বেনৈব নিষেধসিদ্ধেরিতি সর্ব্বজ্ঞনারায়ণঃ।"

(নির্ণয়সিন্ধু)

(৯) যথা ত্রয়ানাং বর্ণানাং দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে। আনন্তর্য্যাৎ স্বযোন্যান্তু তথা বাহ্যেষ্বপি ক্রমঃ। ইতি মনুবচনে মেধাতিথিব্যাখ্যা। সা যথা। অস্য ব্রাহ্মণস্য স্বযোনৌ দ্বয়োঃ আনন্তর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োশ্চ এবং ত্রয়াণাং বর্ণানাং যথা আত্মা দ্বিজো জায়তে তথা বাহ্যেষু প্রতিলোমজেষ্বপি বৈশ্যক্ষত্রিয়াভ্যাং ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণ্যোরাত্মা দ্বিজো জায়ত ইতি ক্রমো বেদিতব্যঃ। ততশ্চ সূতবৈদেহকয়োরপ্যুপনয়নং ভবতীতি। তাংশ্চ কুল্লুকভট্টনারায়ণসর্ব্বজ্ঞৌ নাভ্যুপগচ্ছতঃ। প্রতিলোমাস্তু ধর্ম্মহীনা ইতি গৌতমবচনবিরোধাদিতি।" (বীরমিত্রোদয়)

(১০) "অনার্য্যায়াং নার্য্যামার্য্যাজ্জাতঃ আর্য্য এব বীজপ্রাধান্যাৎ ভবেৎ। গুণৈর্যদ্যার্য্যগুণৈর্যুজ্যতে। যদ্যার্য্যায়ামনার্য্যাজ্জাতঃ স ব্রাহ্মণোৎপন্নোঽপি শূদ্রতুল্য ইত্যর্থঃ। ৬৭।১০ অ

(ইতি মনুটীকায়াং সর্ব্বজ্ঞনারায়ণঃ)

(১১) "নার্য্যাং স্ত্রিয়াং অনার্য্যায়াং ইন্দ্রিয়াজ্জাত গুণৈঃ পাকযজ্ঞাদিভিঃ আর্য্য দ্বিজো ভবেৎ ৬৭।১০

(ইতি মনুটীকায়াং রামচন্দ্রঃ)

(১২) "তত্র বিপ্রাদিবৎ করণান্তানাং ত্রয়াণাং দ্বিজবদাশৌচোপনয়নাদ্যতি দিশন্ আয়োগব ক্ষত্তৃচণ্ডালমাগধবৈদেহসূতানাং ষণ্ণাং শূদ্রবদাশৌচাদিপ্রাপ্তিমাহ। ৪১। ১০"

(ইতি মনুটীকায়াং রাঘবানন্দঃ)

(১৩) "কেবল মনুস্মৃতির রাঘবানন্দপ্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠ টীকাকারগণই যে, অম্বষ্ঠজাতির দ্বিজত্বপ্রাপ্তির পথে কণ্টকবৃক্ষ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যতম টীকাকার বিজয়ধ্বজ তীর্থও "বৃত্তিসঙ্করজাতীনাং তত্তৎকুলকৃতা ভবেৎ। অচৌরাণামপাপানামন্ত্যজান্তে বসায়েনাং।" এই পদ্যের ব্যাখ্যামুখে অম্বষ্ঠজাতিকে উপনয়নের বা বেদাধ্যয়নের অযোগ্য বলিয়াই স্বাভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন। যথা,—

"তদুক্তং বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তং স্ত্রীরাজ্ঞোঽম্বষ্ঠবিশোঽঙ্গনেত্যাদি। অধ্যয়নমন্তরেণাম্বষ্ঠাদীনাং সংস্কারাদিকমিতি।"

(পদরত্নাবলী ৭ স্কন্দ ১১ অ০)

(১৪) পুরাকালে মহাত্মা চিত্রগুপ্ত বা কায়স্থগণ রাজার সচিব অর্থাৎ সেনাবিৎ ছিলেন বলিয়াই সেদিনও কায়স্থকুলতিলক পুরুষোত্তম দত্ত "এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মি তবালয়ে" কথা বলিতে সাহসী হইয়াছিলেন; অন্যথা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহারাজ আদিশূরের সমক্ষে কখনই তাহার বদনমণ্ডলে প্রাগুক্ত ক্ষত্রোচিত গর্ব্বোক্তি স্ফূর্ত্তি পাইত না। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিও মারুত সংস্পর্শে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত সাধারণ স্বীকৃত প্রত্যক্ষ সত্য। কবির ভাষায় বলিতে হইলে প্রাণ খুলিয়া গাহিতে হয়,—"ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ।"

(১৫) "ব্রাহ্মণমিহ বেদভাগস্তত্র যৎ সংজ্ঞাকর্ম্ম নামকরণঃ তৎ ব্যুৎপাদকস্য বুদ্ধিমাক্ষিপতি। যথা লোকে লম্বকর্ণ দীর্ঘনাস লম্বগ্রীবাদি নামকরণমিতি।"

(বৈশেষিকোপস্কারে শঙ্করমিশ্রঃ)

বিচারাসনে মন্ত্রী প্রভৃতির পদে প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কখনই কায়স্থকুলতিলক মহাত্মা চিত্রগুপ্তের হস্তে বিচারের ভার অর্পণ করিতেন না।' মহর্ষি কণাদ লিখিয়াছেন ;—

"অবিদ্যাচ বিদ্যালিঙ্গম্।২১॥"

(বৈশেষিকদর্শন ৭।১ আহ্নিক)

অবিদ্যা বা ভ্রমবিদ্যা অর্থাৎ প্রসারজ্ঞাপক (১৬)। অর্থাৎ যে বস্তু বলিয়া ভ্রম হয়, সে বস্তুর কোথাও না কোথাও অস্তিত্ব থাকিবেই থাকিবে ; একেবারে অসৎ বস্তু কখন ভ্রমের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। অতএব যাহারা মন্ত্রীরূপী কায়স্থজাতিকে লিপিবৃত্তিক (মহুরী) করণ বলিয়া উচ্চকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করেন, তাহারা সর্ব্বাংশেই কৃপার পাত্র কি না, তাহা বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিবেন।

প্রিয় পাঠক! বৈদ্যকোষকার মেদিনীকর কায়স্থকুলধুরন্ধর মহাত্মা চিত্রগুপ্তকে যমের লেখক বা মহুরী মাত্রই (১৭) বলিয়াছেন সত্য ; কিন্তু অমরকোষের বনৌষধিবর্গ মাত্রই যাহাদের শেষ সম্বল—জন্মাবচ্ছিন্নেও যাহারা পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের একটীমাত্র পত্রও স্পর্শ করেন নাই ; তাদৃশ কবীন্দ্র, কবিকণ্ঠহার বা সার্ব্বভৌমের হস্তে আরাধ্যতম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রমুখ ঋষিমণ্ডলী যে অর্দ্ধচন্দ্রলাভে পুরস্কৃত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে। ফলতঃ আমরা জানি না ঈদৃশ মহা-পণ্ডিতগণের ভীম ভৈরব আর্ত্তনাদে মুগ্ধ হইয়া অশেষশাস্ত্রযোনি পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণমণ্ডলী কায়স্থজাতিকে শূদ্রমাতৃক করণ বলিয়া ঘোষণা করিতে লজ্জিত কি না। আমরা মনে করি সম্ভবতঃ এই জন্যই অমরকোষের অন্যতম ব্রাহ্মণ টীকাকার খ্যাতনামা রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী "শূদ্রায়াং বৈশ্যাজ্জাতঃ করণো লিপিলেখন-বৃত্তিঃ" এইমাত্রই লিখিয়া গিয়াছেন। ভরত মল্লিকের ন্যায় বিদ্যাপ্রকাশ করিতে গিয়া স্বীয় অদূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করেন নাই।

সত্য বটে মুদ্রারাক্ষস নাটকে কূটনীতি-বিশারদ মহামতি চাণক্য শকটদাস নামক জনৈক কায়স্থকে অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছেন এমত নহে (১৮)। কিন্তু তাহা বলিয়াই কায়স্থকে নীচজাতি বা বর্ণসঙ্কর করণ বলিয়া অনুমান করা যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু শকটদাস যদি শূদ্র বা শূদ্রবৎ নীচজাতি হইত তাহা হইলে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী রাক্ষসের সহিত একাসনে উপবেশন (১৯) বা তাহার বয়স্যপদ লাভে কখনই সক্ষম (২০) হইতেন না। অথবা এ ভারতে এমন কোন জাতি আছে, যাহার

(১৬) "সর্ব্বত্রাপ্রমা প্রমাপূর্ব্বিকৈব ভবতীত্যন্যথাবাদিভিরভ্যুপগমাৎ, তথাচ সত্যমণুত্বজ্ঞানং সত্যঞ্চ হ্রস্বত্বজ্ঞানমনুমেয়মিত্যর্থঃ। এবঞ্চ ভাক্তঃ শব্দপ্রয়োগো মুখ্যমন্তরেণ ন ভবতীতি।"

(ইত্যুপস্কারে শঙ্করমিশ্রঃ)

(১৭) "চিত্রগুপ্তশ্চ পুংসি স্যাৎ যমে তস্য চ লেখকে।"

(১৮) "চাণক্য। (বিহস্য আত্মগতম্) কায়স্থ ইতি লঘ্বী মাত্রা।"

(মুদ্রারাক্ষসে প্রথমোঽঙ্কঃ)

(১৯) "ততঃ প্রবিশতি শয়নগতো শকটদাসেন অনুগম্যমানঃ চিন্তিতো রাক্ষসঃ।"

(মুদ্রারাক্ষসে চতুর্থোঽঙ্কঃ)

(২০) "রাক্ষসঃ। (সহর্ষং) সখে শকটদাস! হন্ত হস্ততলগতঃ সম্প্রতি চন্দ্রগুপ্ত ভবিষ্যতীতি।"

(মুদ্রারাক্ষসে চতুর্থোঽঙ্কঃ)

দেব ব্রাহ্মণের নিকট মস্তিষ্ক পরিচালনে বা তাহাংশে হীন নহে? বলা বাহুল্য 'অন্ত পরে কা কথা' ক্ষত্রিয় যদি সসাগরা ধরার অধিপতিও হন, তাহা হইলেও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তিনি যে হীনজাতি তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

ফলতঃ আমরা জানি না পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত আনন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বরচিত মুদ্রারাক্ষস বৃত্তিতে "লঘ্বী মাত্রা ক্ষুদ্র অংশঃ হীনজাতি-বাৎ হীনবুদ্ধিরয়ং" এই কএকটী কথা লিখিয়া কীয় সুপবিত্র লেখনীর উপযুক্ত গৌরবরক্ষা করিতে পারিয়াছেন কি না। কিন্তু একথা সাহস করিয়াই বলিতে পারি যে, কথাটী লিখিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ তাঁহার সিতাঠাকুর মহাশয়ের নিকট উপদেশ লওয়া উচিত ছিল। পরিতাপের বিষয় তিনি (অশেষভক্তিভাজন তারানাথ তর্কবাচস্পতি) এখন মরলোকের মায়া পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে পরমানন্দে অবস্থান করিতেছেন ; কাজেই তাঁহার নিকট এখন আর উপদেশগ্রহণের সুযোগ নাই। কিন্তু না থাকিলেও তাঁহার রচিত বাচস্পত্য নামক সুবৃহৎ অভিধান এখন-ও বিদ্যমান। আমরা আশা করি, তদ্দৃষ্টে প্রশংসিত বিদ্যাসাগর মহাশয় পুনর্মুদ্রণে বিপ্রভক্ত কায়স্থজাতির প্রতি কৃপাকটাক্ষপাতে কৃপণতা করিবেন না। বলা বাহুল্য আমরা মনে করি, যিনি ন্যায়দর্শনের ন্যায় দুরূহ গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়া স্বীয় বিমল প্রতিভার প্রখর কিরণে দিগ্‌দিগন্ত সমুদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন (২১), যাঁহার কূট রাজনীতির প্রভাবে পথের ভিখারী চন্দ্রগুপ্ত রাজরাজাধিরাজের আসনে প্রতিষ্ঠিত, সেই বাৎস্যায়নপরনামা চাণক্যের নিকট ক্ষুদ্রস্বভাবসুলভ সরলতার আকর কায়স্থপুঙ্গব শকটদাস রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হইবে, তাহাতে আর আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে?

(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন রায়।

(২১) "বাৎস্যায়নে মল্লনাগঃ কৌটিল্য-শ্চণকাত্মজঃ।
দ্রামিলপক্ষিলস্বামীবিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গলশ্চসঃ॥"
(ইত্যভিধানচিন্তামণৌ হেমচন্দ্রঃ)

অবকাশে।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)

(বিন্ধ্যাচল—পথে কাশী)।

(১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ছাপরার জনৈক বিহারীকায়স্থ উকীল আমাদের জন্য কাশীর প্লাটফরমে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমরা 'খিদ্‌মৎগার' রঘুর প্রতি লগেজের ভার দিয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিলাম। উকীল সাহেবের পিতা কোন রেল সম্পর্কিত আফিসের বড় বাবু। তাঁহার বাসা ষ্টেশন হইতে 'হাঁটাপথে' ২।৩ মিনিট দূর ; বিজয়নগরের মহারাজার বিস্তৃত উদ্যানবাটিকার পশ্চাতে অবস্থিত। আমরা প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া 'চা'র সঙ্গে খাজা, গজা ও মতিচুর লাড্ডু

স্বাদ লইতে লাগিলাম। আর বারান্দায় বসিয়া হরিৎসুন্দর শাখর আম্রবৃক্ষের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে লাগিলাম। সিংহিনীর ন্যায় বলশালিনী পূর্ণবয়স্কা রমণীগণ হুড়্‌কাকলের (pulley) সাহায্যে দুই হাতে দড়ি টানিয়া অম্লানবদনে বাগানের ৪০ হাত গভীর পাকা ইন্দারা হইতে জল তুলিতেছিল। ইহারা আর্য্যাবর্ত্তের বীরপ্রসবিনী মহিষমর্দ্দিনী।

বেলা ৮টার সময় একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ীতে আমরা উকীল বাবুকে সঙ্গে লইয়া রামকৃষ্ণসেবাশ্রম দেখিতে চলিলাম। দক্ষিণে হাতোয়ার বিস্তীর্ণ উদ্যানবাটিকা এবং বামে মুন্সী মাধোলালের প্রমাদকল্প গৃহ ও নূতন ধর্ম্মশালা রাখিয়া আমাদের ছেক্‌রা গাড়ী গড়াইতে গড়াইতে রমাপুরার আসিয়া ঠেকিল।

উৎসাহী যুবক রাম বাবু এবং আশ্রমের প্রাণস্বরূপ চারু বাবু আমাদিগকে সাদরে তন্ন তন্ন করিয়া চারিদিক দেখাইয়া দিলেন। ডাক্তার বাবু এই আশ্রমের একজন নীরব পৃষ্ঠপোষক। দরিদ্রের রোগে ঔষধ এবং ক্ষুধায় অন্ন যোগাইতে তিনি সদাই মুক্তহস্ত। চারু বাবুর ন্যায় ধীর, শান্ত, নিঃস্বার্থ, অনাড়ম্বর, সচ্চরিত্র, কর্ম্মী বাঙ্গালীজাতিতে অতি দুর্লভ। তিনি সাধ্বী হিন্দু-ললনার সাবিত্রীব্রতের ন্যায় যে সেবাব্রত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে অবিচলিত চিত্তে সযত্নভাবে নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালন করিতেছেন। ক্ষুৎপিপাসাতুর রুগ্ন জরাগ্রস্ত অসমর্থ নরনারীদিগকে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান করিয়া রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনিয়া আশ্রমে স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের ঔষধ, পথ্য, সেবা ও পরিচর্য্যার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। দশাশ্বমেধ ঘাটে মা অন্নপূর্ণা আনন্দময়ী, আর এখানে মা ধূমাবতী। দেখিলাম সেখানে বাঙ্গালী আসিয়াছেন, মাদ্রাজী আসিয়াছেন, মহারাষ্ট্রী আসিয়াছেন, পঞ্জাবী আসিয়াছেন; হিন্দু আসিয়াছেন, অহিন্দু আসিয়াছেন, শাক্ত আসিয়াছেন, বৈষ্ণব আসিয়াছেন, সাধু আসিয়াছেন, অসাধু আসিয়াছেন, সংন্যাসী আসিয়াছেন; জননী, ভাগিনী ও গৃহিণী আসিয়াছেন, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধু আসিয়াছেন; আর, একবার যেমন নন্দী ভৃঙ্গী প্রমথগণ সঙ্গে অন্নপূর্ণার দ্বারে ভিখারি বেশে আসিয়াছিলেন বুভুক্ষিত বিশ্বেশ্বর—সেই রূপ দেখিলাম এবার আবার আসিয়াছে শ্মশানবাসী, গরলভোজী, শেষবিলাসী মহেশ্বর শিব (১)। জানটোলার শ্রীরামসেবক কবলে শ্বর বাবা বলিয়াছেন, "দাসকো সেবা করনা আউর জীউকো পেয়ার করনা"(২)ই ধর্ম্মে একমাত্র পথ। আশ্রমে যে প্রেম ও শ্রদ্ধা সেবাব্রতের উদযাপন দেখিলাম তাহা মহা তীর্থের মহাপুণ্য কার্য্য।

এই বৃহৎ যজ্ঞের ব্যয় মুষ্টিভিক্ষা এবং মাসিক এককালীন চাঁদা হইতে নির্ব্বাহিত হয়। শ্র করিয়া যিনি যাহা দেন আনন্দের সহিত গ্র করা হয়। কাশী হিন্দুজগতের কেন্দ্রস্থা সুতরাং আশা করা যায় এখানে সেবা মের অর্থকষ্ট হইতেছে না। মা অন্নপূ

(১) He who sees Shiva in the poo in the weak, and in the diseased, rea worships Shiva: etc. Vivekana

(২) Those who serve the servan of God are His greatest servants. Gita quoted by Vivekana

বিশ্বভাণ্ডার হইতে তাঁহার দীন সন্তানদিগের মুখে অন্ন তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু সেবকগণ যেরূপ ব্যাপকভাবে কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে স্থানাভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বের বাড়ীতে স্থানসঙ্কুলান হয় না বলিয়া পার্শ্বের দুইটী পুরাতন বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছে এবং লক্ষ্যাতে সুবিস্তৃত স্থান গ্রহণ করিয়া সাধারণের বদান্যতায় আশ্রমের জন্য নূতন বাড়ী প্রস্তুত হইতেছে। আমরা রাম বাবুকে সঙ্গে লইয়া লক্ষ্যায় নূতন বাড়ী দেখিতে গেলাম। রামকৃষ্ণমিশনেরই অদ্বৈতজ্ঞানপ্রচার বিভাগের নিকট হইতে স্থান কিনিয়া লইয়া স্বামী সেবানন্দের তত্ত্বাবধানে প্রকাণ্ড বাড়ী প্রস্তুত হইতেছে। (১) এই বাড়ী সম্পূর্ণ হইলে স্থানাভাব দূর হইবে। স্বামী সেবানন্দ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে (বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশ) ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। এখন তিনি গেরুয়াধারী সংন্যাসী—রামকৃষ্ণপ্রচারবিভাগের একজন প্রধান নেতা। সেবাশ্রম পরিদর্শন করিয়া স্বামী সেবানন্দকে প্রণাম করিয়া আমরা দশাশ্বমেধ ঘাটে চলিলাম।

ঘাটে অবতরণ করিয়া গঙ্গাজলে অবগাহন করিলাম। ডাক্তার বাবু উদক স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হইলেন। কিন্তু যেমন শ্রান্ত হইলে ধূলাধূসরিত দেহে জননীর ক্রোড়ে ছুটিয়া গিয়া শান্তিলাভ করে তেমনি আমি শোকতাপদগ্ধ, পাপপঙ্কিল মনে, অবসন্ন দেহে জাহ্নবীর সলিলে প্রবেশ করিলাম। একবার জননীর অঞ্চল ধরিয়া হৃদয়ে একখানা হাসিমুখের জলভরা চোখের স্মৃতি লইয়া এই ঘাটে আসিয়াছিলাম আর সুবর্ণরেখার শুষ্কতীর হইতে যে চিতাভস্ম কুড়াইয়া সাত রাজার ধনের ন্যায় যত্ন করিয়া কৌটায় ভরিয়া আনিয়াছিলাম, তাহা অদূরে ঐ মণিকর্ণিকার পূত ঘাটে শৈলসুতাঙ্কে বিলাইয়া দিয়াছিলাম, সেও আজ কেবল স্মৃতি। সেবারের সঙ্গী কোমলপ্রাণ বন্ধু অতুলচন্দ্রের (১) অপূর্ব্ব প্রীতি এবং সৌহার্দ্দ জীবনের এক মধুর স্মৃতি। আর একবার শিষ্ট সুজন, মিষ্টভাষী বন্ধু খগেন্দ্রনাথের (২) সঙ্গে বিজয়াদশমীর আনন্দোৎসব দিনে এই ঘাটে 'সাধের তরণী'তে উঠিয়া গঙ্গাবক্ষে সুখবিহার এবং তাঁহার সুধাকণ্ঠের সুললিত তানের অতীত স্মৃতি মানসপটে জাগিয়া উঠিল। গত বৎসর এই ঘাটে স্বভাবশিশু, সরলহৃদয়, প্রাণের ভাই বকুলালের (৩) আনন্দোচ্ছ্বাস ও ভাবোন্মাদ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গাজলে নামিয়া মা অন্নপূর্ণার আনন্দময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিলাম।

গঙ্গাস্নান করিয়া আমরা পদব্রজে বিশ্বেশ্বরদর্শনে চলিলাম। কপটী আরঙ্গজেবের নিষ্ঠুরতার কলঙ্কস্মৃতি পশ্চাতে ফেলিয়া ক্ষণজন্মা বীরকেশরী, রণজিৎপ্রদত্ত কাঞ্চনধ্বজা মস্তকে উড়াইয়া আদ্যাশক্তি, জগদম্বা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণার মন্দির চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া বৃদ্ধ বিশ্বেশ্বরের নাত্যুন্নত মন্দির রমণীকুললালামভূতা অসামান্যা মহারাষ্ট্রেশ্বরী, হোলকারমহিষী, অহল্যাবাঈজীর যশোগাথা নীরবে কীর্ত্তন করিতেছে। পাষাণমন্দিরের পাষাণদেবতাস্পর্শে পাষাণও গলিয়া জল হইয়া যায়। এখানে জাতিভাষা, বেশভূষা, রীতিনীতি,

(১) জমির মূল্য ৬১৩৫৷৶৯ পাই। বাড়ীনির্ম্মাণের ব্যয় দশ হাজারেরও উপর।

(১) বাবু অতুলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, এম, এ।
(২) প্রফেসার খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম, এ।
(৩) বাবু বকুলাল বিশ্বাস, সি, এল্।

পুংস্ত্রী, বালবৃদ্ধ সকল প্রকার ভেদজ্ঞান ওঁ হর হর বোম বোম এই নাদতরঙ্গে ডুবিয়া একমন, একপ্রাণ, একোন্মাদনার তড়িৎ সৃষ্টি করে। একত্ব সাধনের এমন দৃষ্টান্ত আর কোঁথাও শুনি নাই। ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে জনসঙ্ঘের (congregation) চাক্ষুষ ফলসমবেত আধ্যাত্মিকশক্তি এমন আর কোথাও দেখি নাই। ভোলানাথের মন্দির হইতে আমরা অন্নপূর্ণার প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলাম। বিশ্বেশ্বরের দুয়ারে শত শত মুক্তির ভিখারী এবং অন্নপূর্ণার চরণে সহস্র সহস্র জঠরজ্বালাক্লিষ্ট 'ভুক্তির' কাঙ্গালী ধরণা' দিয়া পড়িয়া আছে। নাটমন্দিরে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণেরা দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিতেছেন। মা রাজরাজেশ্বরীর রাজদরবারে সদাই করুণা-কটাক্ষ-প্রত্যাশীদিগের ভিড় জমিয়া রহিয়াছে। আমরা মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া ভিখারীর ভিড় ঠেলিয়া কোনমতে প্রাণ বাঁচাইয়া বাহিরে আসিলাম। গাড়ীতে চাপিলে গৃহমুখে ঘোড়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটল। বেলা সাড়ে দশটায় আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। সুতরাং এযাত্রায় ২৷৷০ আড়াই ঘণ্টায় কাশী প্রদক্ষিণ।

বাবুসাহেবের চাপরাশী মিশ্রঠাকুর কান্দাউচু ৩৷৷০ সেরী কাঁসার গভীর থালে মিহি চাউলের ভাত, 'রাহরকা দাল', 'পরোরকী তরকারী', 'মুঙ্গেকী ভাজা', অম্লমধুর আচার এবং 'গাইকা দুধ' পরিবেশন করিলেন। আমরা পরিতোষসহকারে ভোজন করিলাম। উদর শান্ত হইলে বপুখানি শয্যায় ঢালিয়া রাখিয়া একটু বিশ্রামের উপায় দেখিলাম। কিন্তু কাণ রহিল ষ্টেসনে ঐ 'শ্যামের বাঁশী' পানে। আমাদের পাঞ্জাব মেলে (2 Down O. R, R.) মোগলসরাই যাইবার অভিপ্রায় ছিল। পঞ্জাব মেল রাত্রি ১১টার সময় শাহরাণপুর হইতে ছাড়িয়া বেলা ২টা ৪৮ মিনিটে বেণারস ছাউনী ষ্টেসনে আসে। ১৷৷০টার পরই আমরা ধড়ফড় করিতে করিতে ষ্টেসনে চলিলাম। যাইয়াই দেখি একখানা ডাউনট্রেণ আসিবার সিগ্‌ন্যাল হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি তখানা বিন্ধ্যাচলের টিকিট কিনিয়া আনিলাম, এবং গাড়ী ষ্টেসনে ঢুকিবামাত্র বিচার না করিয়া উঠিয়া বসিলাম। টিকিটবাবু আমাদের গরজ বুঝিতে না পারিয়া একটু গড়িমসি করিতেছিলেন, তখন আমার নির্ব্বিকারচিত্তে বাবুসাহেবের সুদীর্ঘ টিকিটি বামহস্তে ধরিয়া তাঁহার উত্তর গণ্ডে বিরাশী দশ আনা শিক্কা ওজনের দুইটী চপেটাঘাত করিবার তীব্র প্রলোভন জন্মিয়াছিল।

গাড়ীতে চড়িয়া দেখি একটা মস্ত ভুল হইয়া গিয়াছে। এ গাড়ী পঞ্জাব মেল নয়, থার্ডক্লাশ এক্সপ্রেস (10 down)! আমি বলিলাম ডাক্তারবাবুর দোষ, তিনি বলিলেন আমার দোষ। রঘু খানসামা বোধ হয় চুপ করিয়া ভাবিতেছিল, 'বাবুদের দুইজনেরই দোষ'।

আমরা ২টা ৯ মিনিটে বেণারস ছাউনী ছাড়িয়া ২টা ২৩ মিনিটে 'কাশী' ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া গেলাম। উত্তরবাহিনী গঙ্গার ধনুক-বক্র গতি, উন্নত তীরভূমি হইতে অবতীর্ণ সুন্দর সোপানশ্রেণী, পুরাতন সৌধরাজি, অগণ্য মন্দির শিখর ও মস্‌জিদ-মিনারেটে পরিণত বেণীমাধবের ধ্বজা মমস্তই দূরে সরিয়া যাইতেলাগিল—

"ন মে পার্শ্বে কিঞ্চিৎক্ষণমপি ন দূরে রথ-অবাৎ।" (১)

গঙ্গাসেতু পার হইতে হইতে দূর হইতে দেবপুরীর অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া ইন্দুবাবুর সেবারের মধুর সঙ্গীত লহরী কাণে বাজিয়া উঠিল—

কাশী কাশী কাশী সমান পুরী দ্বিতীয় নাহি রে,—
ইন্দ্রাদি দেবগণ গাওত রে— ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরসিকলাল রায়।

(১) শকুন্তলা প্রথমোঽঙ্কঃ।

মাধ্যান্দিনীয়া সন্ধ্যাপদ্ধতি।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)

ইহার পর মাধ্যন্দিনী পঞ্চ মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিবে। অনেকেই পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিবার সময় পান না এবং অর্থাভাবে সম্পাদিত হয় না। তজ্জন্য ব্রাহ্মণের অভিপ্রায়ানুসারে বেদমন্ত্রই প্রয়োগ করিলাম। প্রথমতঃ ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ বলিবৈশ্বদেবকর্ম্ম। পূর্ব্বাভিমুখে নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রে অঞ্জলি দিতে হইবে।

ওঁ ধামচ্ছদগ্নিরিন্দ্রে ব্রহ্মা দেবো বৃহস্পতিঃ।
সচেতসো বিশ্বেদেবা যজ্ঞং প্রাবন্তু নঃ শুভে ॥৭৬
ত্বং যবিষ্ঠং দাশুষোনৃঁঃ পাহি শৃণুধী গিরঃ।
রক্ষাতো কমুতত্মনা ॥"৭৭
যজুর্ব্বেদ ১৮ অ০।

অর্থাৎ—হে অগ্নি, হে ইন্দ্র, হে সর্ব্ববেদজ্ঞ দেব বৃহস্পতি (প্রভৃতি) বিজ্ঞানবিৎ বিশ্বদেবগণ! আপনারা আমাদের নিবাসস্থানের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল করুন। তথা হে বিশ্বদেবগণ! আপনারা পূর্ণযৌবন ও বিদ্যাদাতা; মনুষ্য আমরা আপনাদের নিকট প্রার্থনা করি যে, বিদ্যাদান দ্বারা আমাদের আত্মীয় বালকবালিকাদিগকে রক্ষা করুন।

এবম্প্রকার ভূতযজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রে মনুষ্যযজ্ঞ অর্থাৎ আতিথ্য কর্ম্ম পূর্ব্বাভিমুখে এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে।

"ওঁ আতিথ্যরূপং মাসরং মহাবীরস্য নগ্নহুঃ।
রূপমুপ সদা মেতত্তিস্রো রাত্রীঃ সুরাসুতা ॥"১৩
যজুর্ব্বেদ ১৯ অ০।

হে সমাগত অতিথিগণ! আপনারা ত্রিরাত্র পর্য্যন্ত এই সোমরস গ্রহণ করুন; তাহাতে এই গৃহস্থগণের প্রীতি হইবে।

ইহার পর পিতৃযজ্ঞ আরম্ভ করিবে। পিতৃযজ্ঞ দ্বিবিধ, তর্পণ ও শ্রাদ্ধ। তর্পণ সলিলসাধ্য; শ্রাদ্ধ, ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, সুসংস্কৃত পলান্ন দ্বারা সম্পাদন করিবে।

ওঁ যে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো যমরাজ্যে।
তেষাং লোকঃ স্বধা নমো যজ্ঞো দেবেষু কল্পতাম্
॥ ৪৫।
অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বঃ অথর্ব্বণো ভৃগবঃ
সোম্যাসঃ।
তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানমপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥৫০ যজুর্ব্বেদ ১৯ অ০।

অর্থাৎ—যে সকল পিতৃগণ, যম-(শান্তি)-রাজ্যের অধীশ্বর চিত্রগুপ্তদেবের সহিত একাসনে একমন হইয়া সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখেন তাঁহাদিগের লোকযজ্ঞে অর্থাৎ আবাহন রূপ যজ্ঞে দেবতাত্রয়ের সহিত (১) একসঙ্গে কল্পনা করিয়া স্বধা (সলিল) দ্বারা নমস্কার করিতেছি। অথর্ব্ববেদীয় পূর্ব্বপুরুষ পিতৃগণ (২) এই [illegible] সোমরসপানে বিশ্রামার্থ। সেই বজ্রভেত্তা পিতৃগণ যেন আমাদিগের শুভানুধ্যান করেন, যেন আমরা তাঁহাদিগের প্রসন্নতা লাভ করিয়া কল্যাণভাগী হই।

উপরোক্ত মন্ত্র দ্বারা প্রাচীনাবীতী অর্থাৎ বাম স্কন্ধের পৈতা দক্ষিণ স্কন্ধে রাখিয়া দক্ষিণ মুখে প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। তদনন্তর ঐ ভাবেই নিম্নোদ্ধৃত পিতৃমন্ত্রে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহকে যেরূপে তর্পণের বিধান আছে তদ্রূপ মাতামহ ও প্রমাতামহ এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহকে তর্পণ করিবে এবং মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহীকে সেইরূপ তর্পণ করিবে।

"ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বধায়িভ্য স্বধা নমঃ। ওঁ পিতামহেভ্যঃ স্বধায়িভ্য [illegible] অক্ষণ্ [illegible] পিতরঃ [illegible] তেষাং বঃ সদ্মমসীদ্ম॥" ৩৬

যজুঃ ১৯ অঃ।

অর্থাৎ উৎকৃষ্ট খাদ্যে তুষ্ট পিতৃগণকে এই খাদ্য দান করি। তথা পিতামহ ও প্রপিতামহাদিকে (পূর্ব্ববৎ) দান করি। হে পিতৃগণ! আপনারা বিস্তার বিস্তার করিয়া সুখী হউন। এবং আমার সেবা দ্বারা প্রসন্ন হউন। হে পিতৃগণ! যদি আপনাদের অভীষ্ট খাদ্য আমাদ্বারা প্রদত্ত না হইয়া থাকে তাহাতে যে অপরাধ, হে পিতৃগণ! আপনারা স্নেহদৃষ্টিতে আমাকে তজ্জোষ হইতে পরিত্রাণ করুন।

এইরূপে পিতৃযজ্ঞ সমাপন করিয়া উত্তর মুখে উপবীতী হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ ঘৃত দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিবে। এই যজ্ঞ অগ্নি ও হবি ব্যতীত সম্পাদিত হয় না। (৩)

"ওঁ অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা। সূর্য্যোজ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ স্বাহা। অগ্নি র্বর্চ্চো জ্যোতি র্বর্চ্চঃ স্বাহা। সূর্য্যো বর্চ্চো জ্যোতি র্বর্চ্চঃ স্বাহা। জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ সূর্য্যো জ্যোতিঃ স্বাহা॥৯

ওঁ সজূর্দেবেন সবিত্রাসজূ রাত্রেন্দ্রবত্যা। জুষাণো অগ্নির্বেতু স্বাহা। সজূর্দেবেন সবিত্রা সজূরুষসেন্দ্রবত্যা। জুষাণঃ সূর্য্যো বেতু স্বাহা॥১০

যজুর্ব্বেদ ৩ অঃ।

অর্থাৎ যিনি স্বয়ং তেজোময় অগ্নি অথবা যাঁহাতে জ্যোতির্ম্ময়ের সত্তা বর্ত্তমান আছে তাঁহাকে আহ্বান করি। তথা যিনি প্রদীপ্ত জ্যোতিস্বরূপ সূর্য্য অথবা যাঁহাতে সেই জ্যোতির্ম্ময়ের সত্তা বর্ত্তমান আছে তাঁহাকে আহ্বান করি। এবং যিনি জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞানপ্রদাতা জ্যোতিষ্মানদিগেরও জ্যোতিঃ তিনিই পরমেশ্বর, আমরা তদুদ্দেশ্যেই এই আহুতি প্রদান করি। যিনি সূর্য্য, বায়ু ও দিবসের প্রকাশ দ্বারা সংসারের হিতসাধন করিয়া থাকেন, তিনি যেন আমাদের এই আহুতি গ্রহণ করেন।

এইরূপে সায়ং প্রাতে দেবযজ্ঞ সমাপন করিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে নৈমিত্তিক ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থাৎ বেদের আদ্যভূত মন্ত্র পাঠ করিবে। ব্রহ্মযজ্ঞ করিতে পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া দুগ্ধ দ্বারা ঋগ্মন্ত্র, আজ্য দ্বারা যজুঃ, সোমরস দ্বারা সাম এবং মাংসসহ অথর্ব্ববেদীয় মন্ত্র পাঠ করিয়া সর্ব্বশেষে শাসন- পাঠ করত মধুরঞ্জলি প্রদান করিবে। তদ্যথা।

"ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধা তমং॥"১

ঋক্ ১ মণ্ডল, ১সূঃ।

অর্থাৎ যিনি যজ্ঞকার্য্যে প্রথম স্থাপিত হন, যিনি দীপ্যমান, যিনি পুরবাসীদিগের হিতের জন্য হোতা, যিনি যজ্ঞফলের মূলিধনরূপে দাতা সেই অগ্নিকে স্তব করি।

"ওঁ ইষেত্বোর্জ্জেত্বা বায়বস্থ দেবোবঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণ, আপ্যায়ধ্বমঘ্ন্যা ইন্দ্রায় ভাগং প্রজাবতী রণমীবা অযক্ষ্মা মাবস্তেন ঈশত মাঘশং সোঞ্চবা অস্মিন্ গোপতৌ স্যাত বহ্বীর্যজমানস্য পশুন্পাহি॥"১

যজুর্ব্বেদ ১ অধ্যায়।

অর্থাৎ—হে বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত সবিতৃদেব! আপনি আপনাদিগের পশুসমূহ যক্ষ্মাদি (আধিব্যাধি) ও তস্কর হইতে রক্ষা করুন; এবং ইন্দ্রকে অন্নের জন্য বৃষ্টিপ্রদান করিতে আজ্ঞা করুন। তাহাতে যজমানদিগের (আমাদিগের) উন্নতি হইবে ও তদ্দ্বারা পৃথিবী নিশ্চয়ই প্রজাবতী হইবেন। আমরা ইহাই প্রার্থনা করি।

"ওঁ অগ্ন আ য়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্য-
দাতয়ে।
নিহোতা সৎসি বর্হিষি॥"১

সামঃ ছং। ১প্রপা ১খং।

হে অগ্নি! এই আস্তীর্ণ কুশের উপর আসিয়া উপবেশন করুন। এবং বৈতান কর্ম্মে হব্য দান ও গ্রহণ করুন।

"ওঁ যে ত্রিষপ্তাঃ পরিয়ন্তি বিশ্বারূপাণি বিভ্রতঃ। বাচস্পতির্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে॥"১

অথর্ব্ব ১০কাং ১ অনু০।

অর্থাৎ—যিনি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ বিশ্বরূপ স্বক্ষমতায় ভূরাদি লোক ধারণ করিয়া আছেন; সেই ঐশ্বর্য্যবান্ ঈশ্বর আমাদিগকে মেধাবান্ করুন (মেধা প্রদান করুন।)। (১)

(১) অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য্য এই দেবতাত্রয়ের সহিত পিতৃগণ, মাতৃগণ ও মাতামহগণের একত্বকল্পনা। এই মন্ত্রের যম ও চিত্রগুপ্ত এই ব্যক্ত। যম, পাপচিত্রের অর্থাৎ পাপকার্য্যের লোপ করেন বলিয়াই তাঁহার নাম চিত্রগুপ্ত। ইনিই পিতৃপতি এবং পরলোকে যে চতুর্দ্দশ জন শাস্তার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারা সকলেই "তৌভির্যমঃ" এই বেদবচনে একরূপ ক্ষমতা, গুণ ও ধর্ম্মী বলিয়া বুঝা যায় এই জন্য উপরে চিত্রগুপ্ত শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

(২) অথর্ব্বোনামক পিতৃলোক ক্ষত্রিয়ের, যথা—"ইহিষ্যন্তোঽঙ্গিরাঃ সুতাঃ ক্ষত্রাণাং পিতরঃ স্মৃতাঃ॥" ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ আছে। অতএব ঐ পিতৃলোক আমাদের (ক্ষত্রিয়দিগের) বিশেষ পূজ্য।

(৩) "অগ্নিমুখা বৈ দেবা পাণিমুখঃ পিতর ইতি হি ব্রাহ্মণম্॥"৩ আশ্বলায়ন গৃহ্য

মুণ্ড ৩ অঃ ৮ কণ্ডিকা।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে আছে যে দেবগণ অগ্নিরূপ মুখে ও পিতৃগণ হস্তরূপ মুখে আহুতি খাদ্য গ্রহণ করেন।

(১) "যে ত্রিষপ্তাঃ" অথর্ব্ববেদের আদিমন্ত্র দেখিয়া কেহ বিস্মিত হইবেন না; বহুদিন হইতে "শন্নোদেবী" মন্ত্র অথর্ব্ববেদের আদিমন্ত্ররূপে হলায়ুধ ব্যবহার করিবার জন্য লিপি-

এইরূপে চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন শেষ করিয়া মধ্বাহুতির জন্য অনুশাসন সমূহ পাঠ করিবে। তদ্যথা—

"ওঁ অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ১২

অন্যদেবাহুর্বিদ্যায়া অন্যদাহুরবিদ্যায়াঃ। ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বি চচক্ষিরে॥১৩

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বিদোভয়ং সহ। অবিদ্যামৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥"১৪

যজুর্ব্বেদ ৪০ অধ্যায়।

যে অবিদ্যার প্রভাবে ক্ষমতাবান নর মনুষ্যাদির মূর্ত্ত্যাদি ঈশ্বরবুদ্ধিতে উপাসনা করে, সে অজ্ঞানতার অন্ধকারেই প্রবেশ করে, যে ব্রহ্মবিদ্যায় (যিনি সকলের সার সর্ব্বদা নিজ রসে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার উপাসনা করে) রত থাকে সে উহাতে অন্ধকারের বিপরীত দিকে অর্থাৎ মোক্ষানন্দই অধিকতররূপে প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মবিদ্যার এবং অবিদ্যার এই উভয়ের ফল যাহা কথিত হইয়াছে, (তৎসম্বন্ধে) আমরা জ্ঞানীদিগের নিকট শুনিয়াছি যে সেই ব্রহ্মবিদ্যাই ব্যাখ্যার যোগ্য (লোকের উপাস্য)। ব্রহ্মবিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয় যে কোন ব্যক্তি দ্বারা অনুষ্ঠিত হউক, তাহাতে এই বিশেষ যে অবিদ্যা অনুষ্ঠানে অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম্মাদি মর জীবাদির মূর্ত্ত্যাদি ঈশ্বরবুদ্ধিতে উপাসনায় নাশপ্রাপ্ত হইতে হয় এবং ব্রহ্মবিদ্যার অনুষ্ঠানে অর্থাৎ নিত্য শাশ্বত একমাত্র পরমাত্মার উপাসনায় অমৃতত্ব তথা এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ অতিক্রম করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহাই বেদবাক্য (বাকোবাক্য)।

এইরূপে বিদ্যা ও বাকোবাক্য উপরোক্ত মন্ত্রে শেষ করিয়া, ব্রাহ্মণ মন্ত্রে ইতিহাস ও পুরাণ মন্ত্র জপ করিবে (১)। তদ্যথা—

ওঁ আপো হ বা ইদমগ্রে সলিলমেবাস। অকাময়ন্ত কথং নু প্রজা যে মহোতিত। আশ্রাম্যং স্তা স্তপোঽতব্যন্ত তাসুস্তপ্যমানাসু হিরণ্ময়মাণ্ডং সম্ভভূবা জাতো হ তর্হি সংবৎসরো আসো তদিদং হিরণ্ময়মাণ্ডং যাবৎ সংবৎসরস্য বেলা তাবৎ পর্য্যপ্লবত॥১"

মাধ্যন্দিনী ব্রা০ ১১অ০ ৬ ব্রাঃ ২ প্রপাঃ

অর্থাৎ—এই জগত সৃষ্টির পূর্ব্বে (সেই আত্মপুরুষ) অগ্রে জল সৃজন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—কিপ্রকারে প্রজা সৃষ্টি করিব। এজন্য তিনি তপস্যারূপ পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তাহাতে সুবর্ণময় অণ্ড উৎপন্ন হইল, তখন সেই অণ্ড জন্মিলে সংবৎসর অর্থাৎ সংবৎসররূপী সমুদ্র হইল। সেই হিরণ্ময় অণ্ড সেই সমুদ্রের সীমা পর্য্যন্ত ভাসিতে লাগিল।

এইরূপে ইতিহাসপাঠ শেষ করিয়া নিম্নোদ্ধৃত ব্রাহ্মণ মন্ত্রে পুরাণ পাঠ করিবে। তদ্যথা—

"উর্ব্বশী হাপসরাঃ। পুত্রবরসমৈড়ং চকমে অ হ বিন্দমানোবাচ ত্রিঃ স্ম মাহ্নো বৈতসেন দণ্ডেন হতাদকামাং স্ম মা নিপদ্যাসৈ মো ন্বা নগ্নং দর্শমেষ বৈ ন স্ত্রীণামুপাচার ইতি॥১"

মাধ্যন্দিনী ব্রা০ ১১অ০ ৩ ব্রা০ ১১প্রপা০

অর্থাৎ উর্ব্বশীনাম্নী প্রসিদ্ধা অপ্সরা ইলাতনয় পুরূরবাকে পূর্ব্বপতি জানিয়া লোভমানা হয়। দিবসে তিনবার বেতসনির্ম্মিত দণ্ড দ্বারা, অর্থাৎ পুরূরবা কর্ত্তৃক তস্করহস্ত হইতে মেষদ্বয় উদ্ধারকালে বেতস আশ্রয়ে থাকিয়াও সংগ্রাম দিবসত্রয় মধ্যে বেতসকণ্টকের আঘাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতানুসারে পুরূরবার সেই স্ত্রীর আর প্রণয় বচন প্রাপ্ত হন নাই।

ইহার পর গাথা ও নারাশংসী পাঠের ব্যবস্থা আছে, সায়ণাচার্য্য মাধ্যন্দিন ভাষ্যে পঞ্চ মহাযজ্ঞ বিধানে "মহাস্থিমিব বৈ হ্রদাদিত্যাদয়ো মন্ত্রা গাথা। সমানান্তসদমুক্ষন্তি হয় নিত্যাদিক মনুষ্য প্রশংসাপরা নারাশংসা।" এইরূপ গাথা ও নারাশংসীর মন্ত্রাংশ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহা শত পথ ব্রাহ্মণের কোন্ মন্ত্র মধ্যে, পাঠ করিয়াছি তাহা প্রাপ্ত না হওয়ায় বিশেষত সূচী অভাবে অনুসন্ধানের সুবিধা না পাইয়া অন্য মন্ত্র অর্থাৎ কারিকাকারাদির ন্যায় বিভ্রাজাদি দিলাম না। এই জন্য পুরাণ পাঠ করিয়াই মধ্বাহুতি দিলাম। সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণকে অর্থাৎ যাঁহারা উপনীত (বেদের উপদেশ প্রাপ্ত) হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে এই পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিতে বলি না, তবে আশা করি "ইহা যে পরিশুদ্ধ রূপে প্রয়োগ হয় নাই" এই তিরস্কার করিবার পূর্ব্বে বেদ, ব্রাহ্মণাদি বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিয়া বেদমত স্বসমাজ মধ্যে আপন প্রতিভাবলে প্রচার করেন, তন্ত্র, পুরাণাদির মূর্ত্ত্যাদি সাকার উপাসনার পরিবর্ত্তে অপৌরুষেয় বেদের নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচার করেন তবেই মনে করিব "মাধ্যন্দিনী সন্ধ্যাপদ্ধতি" অনুসারে কার্য্য হইতেছে, তবেই মনে করিব পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।

॥ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ ॥

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মণঃ।

---

(১) এই মাধ্যন্দিনী পদ্ধতিতে অন্য বেদের মন্ত্র উপাসনায় প্রয়োগ হইল না। অবশ্য প্রাচীন সূত্রকারগণ বৈদিক কর্ম্মে সকল বেদেরই সাহায্য লইয়াছেন, এবং তদনুসারে ধর্ম্মশাস্ত্র, পরিশিষ্ট, কারিকা ও পদ্ধতিও দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রাহ্মণগ্রন্থে ঐরূপ কোথাও দৃষ্ট হয় না, আমাদের এই মাধ্যন্দিনী শাখার যখন কোন কল্পসূত্র নাই; ধর্ম্মশাস্ত্রেরও কোন রূপ মাধ্যন্দিনী বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই, অপিচ পরিশিষ্টকারিকা ও পদ্ধতির অভাব, তখন শতপথ ব্রাহ্মণের মাধ্যন্দিনী শাখা অনুসারেই যে মন্ত্র বাজসনেয়ীসংহিতায় পাওয়া গেল না তাহা ব্রাহ্মণ গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিলাম; কেন না ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য ও দয়ানন্দ সরস্বতী, ইতিহাস ও পুরাণ সম্বন্ধে শতপথ ব্রাহ্মণের ঐ মন্ত্রই বেদ মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে অভিপ্রায় করিয়াছেন। সায়ন বলিয়াছেন ব্রাহ্মণ গ্রন্থও একত্র বেদবিশেষ কেন না ব্রাহ্মণে এমন অনেক মন্ত্র আছে যাহা কোন বেদসংহিতায় নাই; ও বিশেষতঃ শ্রৌতসূত্রকার ঋষিপ্রবর কাত্যায়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, "মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদনামধেয়ম্॥" অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এ উভয় বেদের নাম, এই সকল কারণে অন্য বেদ মন্ত্র গ্রহণ না করিয়া যাহা মাধ্যন্দিনীয় নিজস্ব তাহাই গ্রহণ করিলাম। তবে যদি কেহ এরূপ বলেন যে অন্য কোন বেদের কোন শাখা যখন ইতিহাস পুরাণাদি পাঠের ব্যবস্থা করেন নাই, তখন আপনার পদ্ধতি উহা না প্রয়োগ করিলে হইত না কি? উহার উত্তর এই যে পদ্ধতিতেও ঐ সকল পাঠের ব্যবস্থা আছে। এই স্থলে তাহারও সংস্কৃতাংশ পাঠ করুন।

"বাকোবাকং পুরাণাঞ্চ নারাশংসীঞ্চ গাথিকাঃ। ইতিহাসাংস্তথা বিদ্যাং যোঽধীতেঽহরহম্॥"

হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব।

বদ্ধ করিয়াছেন। আমি এই অনৈক্য দেখিয়া নিজে একখানা অথর্ব্ববেদ ক্রয় করি, তৎপর ইউরোপের মুদ্রিত দুইখানা, সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে তিন খানা দেখি তন্মধ্যে বোম্বে গভর্ণমেণ্ট প্রকাশিত সায়ণ ভাষ্য সমেত সুবৃহৎ অথর্ব্ববেদে এসম্বন্ধে ভূমিকায় আলোচনা দেখিতে পাই কিন্তু সকলেই একবাক্যে "যে ত্রিষপ্তা" এই মন্ত্রই আদিমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করায় হলায়ুধের প্রদর্শিত "শন্নোদেবী" মন্ত্র আদিমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

কায়স্থ শূদ্র নহে—ক্ষত্রিয়।

আমরা মনুতে দেখিতে পাই ;—

(ক) বিপ্রাণাং বেদবিদুষাং গৃহস্থানাং যুশস্বিনাম্।
শুশ্রূষৈব তু শূদ্রস্য ধর্ম্মো নৈঃ শ্রেয়সঃ পরঃ ॥
৩৩৪।৯

অর্থাৎ—স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে রত যশস্বী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সেবা করাই শূদ্রের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম।

(খ) বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্য বিশিষ্টং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
যদতোঽন্যদ্ধি কুরুতে তদ্ভবত্যস্য নিষ্ফলম্ ॥
প্রকল্প্যাতস্তৈতৈর্বৃত্তিঃ স্বকুটুম্বাদ্ যথার্হতঃ।
শক্তিঞ্চাবেক্ষ্য দাক্ষ্যঞ্চ ভৃত্যানাঞ্চ পরিগ্রহম্ ॥
উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।
পুলাকাংশ্চৈব বাস্তানাং জীর্ণাংশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ ॥
মনু ১২৩।১২৪।১২৫ অ০ ১০ম

(গ) ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চেতি বর্ণাশ্চত্বারঃ। তেষামাদ্যা দ্বিজাতয়ঃ ॥ তেষাং নিষেকাদ্যঃ শ্মশানান্তো মন্ত্রবৎ ক্রিয়াসমূহঃ। তেষাঞ্চ ধর্ম্মাঃ—ব্রাহ্মণস্যাধ্যাপনাম্। ক্ষত্রিয়স্য শস্ত্রনিত্যতা। বৈশ্যস্য পশুপালনম্। শূদ্রস্য দ্বিজাতিশুশ্রূষা ॥ ১-৪।২ বিষ্ণু। (অর্থ প্রাঞ্জল)

এই সকল শাস্ত্রীয় বচনে আমরা দেখিতে পাই, দ্বিজশুশ্রূষাই শূদ্রের ধর্ম্ম। এই দ্বিজশুশ্রূষা ব্যতীত শূদ্র যে কার্য্য করিবে তাহাই নিষ্ফল। এই শুশ্রূষার নিমিত্ত শূদ্রের শক্তিদক্ষতা এবং উহার পোষ্যবর্গের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণগণ শূদ্রকে তাহার দাস্য কর্ম্মের বিনিময়ে উচ্ছিষ্ট অন্ন, জীর্ণ বসন, অসার ধান্য ইত্যাদি প্রদান করিবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জীবিকানির্ব্বাহার্থ শূদ্র, দ্বিজশুশ্রূষা করিয়া থাকে এবং এই কর্ম্মের বিনিময়ে সে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পাতকুড়ান ভাত, ছেঁড়া কাপড় প্রভৃতি প্রসাদ লাভ করিয়া কোনরূপে কায়ক্লেশে স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিত।

শূদ্র ব্যতীত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ও ধনী ব্রাহ্মণের দাস্য কর্ম্মে নিযুক্তির ব্যবস্থা শাস্ত্রে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের কার্য্য ভিন্ন প্রকারের ;—

ক্ষত্রিয়স্যৈব বৈশ্যস্য ব্রাহ্মণো বৃত্তি কর্ষিতৌ।
বিভূয়াদানৃশংস্যেন স্বানি কর্ম্মনি কারয়ন্ ॥
দাস্যন্তু কারয়ন্ লোভাৎ ব্রাহ্মণঃ সংস্কৃতান্ দ্বিজান্।
অনিচ্ছতঃ প্রাভবত্যা ভ্রাজ্ঞা দণ্ড্যশতানিষট্।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায়, কুল্লুকভট্ট লিখিয়াছেন :—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যৌ ভৃত্যভাবেন পীড়িতৌ করুণয়া স্বানি কর্ম্মাণি রক্ষণকৃষ্যাদীনি কারয়ন্ গ্রাসাচ্ছাদনাদিনা পোষয়েৎ। এবং ধনবান্ ব্রাহ্মণস্তাবুপবিভ্রংরাজ্ঞো দণ্ড্যশতানি ইতি প্রকরণসমাখ্যাৎ গম্যতে। ব্রাহ্মণঃ কৃতোপনয়নান্ দ্বিজাতিন্ নিচ্ছৃতঃ প্রভুত্বেন লোভাদ্ দাস্যকর্ম্ম পাদধাবনাদি কারয়নষ্টশতানি দণ্ড্যঃ।

ক্ষত্রিয় বৈশ্য নিজ নিজ বৃত্তি দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইলে তাহারা ব্রাহ্মণের সেবা কার্য্য করিবেন এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দ্বারা নিজের রক্ষাকার্য্য এবং বৈশ্য দ্বারা কৃষিকার্য্যাদি করাইয়া লইয়া তাহাদিগকে অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা পালন করিবে ; কিন্তু ব্রাহ্মণ কৃতোপনয়ন কোন দ্বিজাতি দ্বারা লোভপরবশ দাস্যকর্ম্ম অর্থাৎ পাদপ্রক্ষালনাদি কার্য্য করাইলে রাজা তাহাকে দণ্ড করিবেন। কিন্তু শূদ্র দ্বারা দাস্যকর্ম্ম পাদপ্রক্ষালনাদি কার্য্য করাইলে ব্রাহ্মণ দণ্ডনীয় হইবেন না। মনু বলেন :—

শূদ্রন্তু কারয়েৎ দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা ॥
ন স্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তৎ তস্য কঃ তস্মাৎ তদপোহতি ॥
৪১৩—৪১৪। ৮ অ০।

অর্থাৎ বিধাতা শূদ্রকে দাস্যকর্ম্মের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন ; সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্রীত বা অক্রীত শূদ্র দ্বারা দাস্যকর্ম্ম করাইবেন। স্বামী তাহাকে মুক্ত করিলেও শূদ্র দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করে না ; কেন না দাস্যকর্ম্ম করিতে স্বভাবতঃই তাহার প্রবৃত্তি, সুতরাং কেহই তাহাকে দাস্যকর্ম্ম হইতে মুক্ত করিতে পারে না। ইহাতে আমরা বুঝিতেছি শূদ্রের ধর্ম্ম দ্বিজশুশ্রূষা পাদপ্রক্ষালনাদি কার্য্য ব্যতীত আর কিছু নয় এবং ইহাই তাহার মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। অসূয়াপরতন্ত্র দ্বিজের সেবা করিলে শূদ্র মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে ইহাও ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্যতম ব্যবস্থা।

দ্বিজশুশ্রূষা ভিন্ন শূদ্রের অন্য কোন প্রকার ধর্ম্মকার্য্য করিবার অধিকারও নাই, না করিলে কোন পাতকও হইবে না। যেহেতু মনু বলেন :—

ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ ন চ সংস্কারমর্হতি।
নাস্যাধিকারো ধর্ম্মেঽস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনম্ ॥
ধর্ম্মৈস্ত বস্তু ধর্ম্মাজ্ঞাঃ সতাং বৃত্তিমনুষ্ঠিতাঃ।
মন্ত্রবর্জ্জং ন দুষ্যন্তি প্রশংসাং প্রাপ্নুবন্তি চ ॥
১২৬—১২৭। ১০ অ০।

অর্থাৎ শূদ্রের কোন পাতক নাই, তাহার কোন সংস্কার নাই। তাহার ধর্ম্মে অধিকার নাই, ধর্ম্মে কোন নিষেধও নাই। বরং শূদ্র মন্ত্র বর্জ্জন করিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে লোকসমাজে নিন্দনীয় হয় না।

ইহাতে মনে হইতে পারে যখন শাস্ত্রকার শাস্ত্রে শূদ্রজাতির ধর্ম্মকার্য্যের নিষেধ না করিয়া মন্ত্রবর্জ্জন পূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্য করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তখন শূদ্র অনায়াসে মন্ত্রবর্জ্জন পূর্ব্বক ধর্ম্ম কার্য্য করিলেও করিতে পারে। ইহাতে আমাদের বক্তব্য যে, ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা শূদ্রের পক্ষে যতদূর সরল মনে করা যায়, প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্র ব্যবস্থা তত সরল নয়। কেন না ধর্ম্মকার্য্য করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থা ও উপদেশের দরকার, নতুবা শূদ্রের পক্ষে উহা সুসম্পাদিত হওয়া অসম্ভব। মনু বলেন :—

শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্য্যো ধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে ॥
১২৯। ১০

অর্থাৎ শক্তি সত্ত্বেও শূদ্র ধন উপার্জ্জন করিবে না, শূদ্র ধনপ্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা না করিয়া তাহার পীড়ার কারণ হইতে পারে।

এই নিষেধবাক্য না শুনিয়া পামও যদি কোনরূপে ধনসঞ্চয় করে এই ভয়ে ভীত হইয়া মহামান্য শাস্ত্রকার মহাশয় ব্যবস্থা করিলেন :—

বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃশূদ্রাৎ দ্রব্যোপাদানমাচরেৎ।
ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্ত্তৃহার্য্যধনো হি সঃ॥
৪১৭। ৮ মনু।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বিস্রব্ধচিত্তে শূদ্রের ধন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারে, কেন না উক্ত ধন শূদ্রের নিজস্ব নহে—শূদ্রের মনিবের ধন হইতে হৃত অর্থ। বলিহারি শাস্ত্রোপদেশ।

শাস্ত্রকার শুধু বলপূর্ব্বক শূদ্রের ধন গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, তিনি শূদ্রকে কোন বিষয়ে উপদেশ দিতেও নিতান্তই নারাজ। হায় রে শাস্ত্র! আর ধন্য শাস্ত্রকার!!

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

৩। হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র পণ্ডিত।—উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী জনৈক গণক নাম গবচন্দ্র জ্যোতিঃশেখর ১৩১৭ সনের ফলাফল যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে কায়স্থদিগের বিষয়ে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী এইরূপ—"কায়স্থগণ মধ্যে ক্ষত্রিয়াচার প্রচারের চেষ্টা হইবে, এবং একশ্রেণীর কায়স্থদিগের মধ্যে শিখা ও যজ্ঞসূত্রধারণের প্রথা প্রচলিত হইবে। তাঁহারা এই উভয় বস্তুর বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিবেন। এই নবীন ক্ষত্রিয়গণ দ্বিতীয় পরশুরামের আবির্ভাব সশঙ্কচিত্তে প্রতীক্ষা করিবেন। এবং তাঁহাদিগের আদিপুরুষ প্রবলপ্রতাপান্বিত শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবকে সর্ব্বদা চিন্তা করিবেন।" আমরা জিজ্ঞাসা করি এই পরশুরাম কি গবচন্দ্রের প্রভু ঐতিহাসিক রাজা হবচন্দ্র? সে যাহা হউক ব্রাহ্মণসমাজে এইক্ষণ অনেক পরশুরাম আছেন, কিন্তু সুখের বিষয় যে সেই পরশু অর্থাৎ কুঠারে ধার নাই। একবিংশতি বার ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিতে করিতে কুঠারখানি ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। এইক্ষণ তাহার তৃণগাছটীও ছেদন করিবার শক্তি নাই। আমাদিগের মধ্যে নবীনরাগে ক্ষত্রিয়াচার প্রচলিত হইবে, ইহা অতীব সুখপ্রদ ও উৎসাহজনক। সত্য সত্যই মস্তকের শিখা ও যজ্ঞোপবীতের বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আমরা আবিষ্কার করিয়াছি। ব্রাহ্মণের বিশেষ গবচন্দ্রের ন্যায় জ্যোতিষীর মস্তকের শিখা ও যজ্ঞোপবীতে বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে বৈদ্যুতিক স্রোত প্রবাহিত করিতেছেন তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমুত্থিত হইয়া তাঁহাদিগের সমস্ত দেহে জ্বালাময় তরঙ্গের সৃষ্টি করিতেছে। গবচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা প্রত্যেক কায়স্থের হস্তে নিহিত। আমরা পরশুরামকে না চাহিলেও শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পবিত্র স্মৃতিকে গৌরবমণ্ডিত করিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

৪। অত্রত্য সবজজ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত বি, এ, বি, এল মহাশয় এখান হইতে কটকে বদলী হওয়াতে ফরিদপুরের আর্য্য-কায়স্থ-সমিতি, কায়স্থসমাজের প্রকৃত হিতৈষী একজন সুশিক্ষিত মহাত্মাকে হারাইয়াছেন। কায়স্থ-সম্মিলনীতে তিনিই সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। তাঁহার কর্ম্মজীবনের সুদীর্ঘ সপ্তবর্ষকাল তিনি এই ফরিদপুর জিলাতে অতিবাহিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে তিন বৎসর ভাঙ্গায় ও চারিবর্ষকাল সদরে। তাঁহার ন্যায় সত্যভাষী, সামাজিক, ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ অতিশয় দুর্লভ। আমরা শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন, ও সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করি।

৫। অত্রত্য আর্য্য-কায়স্থ-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস (১) সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ নন্দগোপালের শুভ বিবাহ বিগত ২৬শে বৈশাখ শুক্রবারে আলগীগ্রামে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু রায় চৌধুরী দেববর্ম্মা মহোদয়ের কন্যা শ্রীনলিনীবালা দেবীর সহিত ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ধ্রুবদর্শন, কুশণ্ডিকা, লাজাহোম, সপ্তপদীগমন, শিলারোহণ সমস্তই ক্ষত্রিয়াচারে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। আলগীগ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ দেব দেবী শব্দ ব্যবহারে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রবিধি ভট্টপল্লী (ভাটপাড়া) নিবাসী গৌড়দেশের গুরু ব্রহ্মঠাকুর মহামহোপাধ্যায় হলধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ ৩৯ জন বঙ্গীয় প্রধান প্রধান অধ্যাপকের ব্যবস্থাপত্র (২) অমান্য করিয়া উপবীতী কায়স্থগণের নরনারীগণকেও শূদ্রত্বজ্ঞাপক দাস দাসী আখ্যায় ভূষিত করিতে বদ্ধপরিকর। বিবাহের

(১) বৈদিক "দাস" বংশ যাহা এইস্থলে বর্ণিত হইতেছে তাহা "স" দ্বারা নিষ্পন্ন হইত। পৌরাণিক-যুগে দোষ নক্ষত্রের উপাসক আখ্যায় "ষ" ব্যবহৃত হইয়াছে। (সম্পাদক)

(২) এই ব্যবস্থাপত্রটী কায়স্থ-তত্ত্বের (২য় সংস্করণ) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

অগ্রে তাঁহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু "পাষাণে নহি কর্দ্দমঃ" অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকারে জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিল না। উক্ত ব্যবস্থাপকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে বঙ্গীয় চৈত্রগুপ্ত কায়স্থগণ নিশ্চয় ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, তাঁহারা উপবীতী না হইয়াও ক্রিয়াকর্ম্মে ওঁকারযুক্ত বর্ম্মান্ত নাম ও তাঁহাদিগের নারীগণ দেবী শব্দ ব্যবহার করিয়েন। অন্য পুরোহিত দ্বারা দেব ও দেবী শব্দ ব্যবহার করিয়া বিবাহকার্য্য শেষ করা হয়। এই বিবাহে আলগী নিবাসী কায়স্থপ্রবর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা শাস্ত্রী মহোদয় পাত্র ও পাত্রীকে সম্বোধন করিয়া যে আশীর্ব্বাচন বিবাহপ্রাঙ্গনে পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে উভয় বংশের বৈদিক কুলপরিচয় যাহা প্রদত্ত হয় তাহা হইতে নিম্নলিখিত কএকটী স্থান উদ্ধৃত করিলাম—"হে বরবধূ! তোমরা যে মুদ্গলদাস ও বসু হইতে সম্ভূত তাহা ব্রহ্মার মানসপুত্র ভগবান্ মহর্ষি অত্রির বংশাপত্য। মহাসত্ত্ব ওষধিনাথ আত্রেয়ের ষষ্ঠ উত্তর পুরুষে প্রতাপবান্ মহারাজাধিরাজ যযাতি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ছয় পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যদু ও সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরু, এই উভয় রাজার বংশ ক্ষত্রিয়সমাজে বরণীয়। সম্রাট্ পুরুর বিংশোত্তর পুরুষে মহামহিমবর প্রতাপশালী অজমীঢ় ভারতসিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার তিন বিবাহ; প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত অষ্টম পুরুষে মুদ্গলদাস জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অথর্ব্ববেদাধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। (৩) এই মুদ্গলদাস স্বয়ং বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ও গোত্র-

(৩) তৎকালে গুণের পুরস্কার ও দোষের শাস্তি-বিধানের নিয়ম সমাজ মধ্যে প্রচলিত ছিল। কর্ম্মগুণে

প্রবর্ত্তক। এই রাজর্ষি হইতে মুদ্গলবংশের উদ্ভব হইয়াছে। মহাবাহু অজমীঢ়ের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্রের নবম পুরুষে পুণ্যশ্লোক বসু জন্মগ্রহণ করেন। এই বসু নৃপতি চেদি-রাজ্য অধিকার করিয়া চৈদ্য বসু নামে প্রসিদ্ধি-লাভ করেন। বঙ্গাগত দশরথ বসুর পরিচয়ে শ্রীভট্ট কবি বলিতেছেন—

"দশরথো বিদিতো জগতীতলে, দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে।
স চ চৈদ্যকুলাম্বুজ ইত্যাদি"

অতএব হে সৌম্য! তুমি আভরণ-ভূষিতে। এই তোমাদিগের পূর্ব্বতন পুরুষ-দিগের প্রাচীন কাহিনী। ইহা যেমন তোমা-দিগের কুলগৌরবসূচক তেমনি পূর্ণত্বপ্রদায়ক উপনিষৎস্বরূপ। এই সকল পুরুষের অপূর্ব্ব কার্য্য অনুসরণে তোমরা সেই সর্ব্বকরণাত্মক পরম পুরুষের সাক্ষাৎকারলাভে পূর্ণানন্দ লাভ করিবে।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে

বাজসনেয়ী ৫।১ ব্রাহ্মণ।

ইহার ফলিতার্থ এই যে, সেই পরমপুরুষ এই ঔপাধিক জগতে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম হইতে পূর্ণত্ব গৃহীত হইয়া এক রসস্বভাব ব্রহ্মই প্রতীত হইবে। অতএব হে নব দম্পতি! তোমরা এই প্রকারে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া নিত্যানন্দ লাভ কর এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্ম যথাযথ প্রতিপালন কর। তিনি তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন। ওঁ শান্তিঃ ওঁ॥"

ক্ষত্রিয় এমন কি অনার্য্য শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন, ও কর্ম্মদোষে ব্রাহ্মণকে শূদ্রত্বে অবনমিত হইতে হইত।

৬। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলনিবাসী আমাদিগের দায়াদগণের সহিত বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের সম্মিলন সম্বন্ধে আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ, কানপুরের কায়স্থসভার সভাপতি, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের নিকট হইতে যে সকল বিবরণ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে তাহা অতি সংক্ষেপে প্রতিভার পাঠক-গণকে জ্ঞাপন করিতেছি। "বিগত ৮ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৩১৭ বঙ্গাব্দ "লিডার" নাম্নী প্রায়াগস্থ পত্রিকায় কায়স্থ সম্মিলনের (Kayastha conference) একজন উদ্যোক্তা মহাত্মা ঈশ্বর শরণ যে প্রস্তাব উপ-স্থাপিত করেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল। "বিগত ১৩।১৪ই চৈত্র বহরমপুরের বঙ্গীয় কায়স্থসভার অধিবেশনে কএকজন হিন্দুস্থানী কায়স্থকে নিমন্ত্রণ করা হয়। ইহা একটী শুভ লক্ষণ। আমার ধ্রুব বিশ্বাস এই দুই শ্রেণীর কায়স্থসম্মিলন অবশ্যম্ভাবী, তবে সময় আবশ্যক! শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এবং কতিপয় মহাত্মার চেষ্টায় এই সম্মিলন-প্রস্তাব সম্ভাবনীয় সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। বঙ্গীয় ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী কায়স্থগণ মিলিয়া একটী সভার অধিবেশন করার সময় সমুপাগত, এই প্রকার মিলিত সভায় উভয় সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধিত হইবে। আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, যখন আগামী বড়দিন উপলক্ষে জাতীয় সমিতি (National Congress) ও প্রদর্শনী প্রয়াগে মিলিত হইবে, তখন কায়স্থদিগের একটী সম্মিলন তথায় ঐ সময়ে হইলেই অনেকে যোগ দিতে পারি-বেন। কেহ২ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে এই সম্মিলন কার্য্যে পরিণত করিতে একটী পৃথক্ কায়স্থদিগের অধিবেশন হইলে ক্ষতি কি? ইহাতে আমার উত্তর এই যে, যে সকল বাধা বিঘ্ন এই মহামিলনের পথে পরিপন্থী রূপে বিরাজ করিতেছে, কায়স্থমহামণ্ডল সহজে তাহা অতিক্রম করিতে পারিবেন এরূপ বোধ হয় না। সেই জন্য কেবল এই সমস্যা মীমাংসার জন্য পৃথক্ একটী সভা আমার নিকট উপযোগী বোধ হয় না। উভয় সমাজের জ্ঞানী, বিদ্বান্, ও অভিজ্ঞ লোকের সমাবেশে যে তর্কবিতর্কতরঙ্গ উত্থিত হইবে তাহাতে সমাজের আবিলতা অনেক পরিমাণে ধ্বংস পাইবে। এই প্রস্তাবের প্রথমাবস্থায় সকলেই যে মহামিলনের পক্ষাবলম্বন করিবেন তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। প্রাতঃসূর্য্যরশ্মি যেমন গ্রাম্য নিম্নভূমি প্রতিভাসিত করিবার আগে গিরিচূড়ার উচ্চশৃঙ্গ আশ্রয় করে, তদ্রূপ যাঁহারা জাতীর উন্নতিকল্পে ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত, তাঁহারাই অগ্রবর্ত্তী হইবেন, অপরে ফলাফলের চিন্তায় বিত্রস্ত হইয়া তাঁহাদের পশ্চাদ্ভাগে ধীরে ধীরে গমন করিবেন। বাধা বিঘ্নে বীরহৃদয় সন্ত্রা-সিত না হইয়া প্রতিপদে নববলের সঞ্চয় করে। বঙ্গীয় ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী কায়স্থদিগের মহামিলন বর্ত্তমানে আমাদের করায়ত্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। এবং আমরা যদি প্রকৃত অধ্যবসায় সহকারে উঠিয়া পড়িয়া এই কার্য্য অনুসরণ করি, তাহা হইলে সৌভাগ্যলক্ষ্মী আমাদের সকল আশা পূর্ণ করিবেন। এই মহদুদ্দেশ্যে আমরা শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়কে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি ইতি।" এই প্রস্তাবের উত্তরে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহা-শয়ের পক্ষে তাঁহার পুত্র কর্ম্মশীল শ্রদ্ধেয় শ্রীমান্ শরৎকুমার মিত্র ঈশ্বর শরণ মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন, "এই মহামিলন-প্রস্তাবের ঈশ্বর শরণ মহাশয়ের প্রত্যেক কথায় একমত হইয়া আমরা মনে করি বড়দিনে প্রয়াগে লোকারণ্যের মহাসমারোহে কায়স্থ-গণের সম্মিলনের সুবিধা হইবে না। কেবল বাসোপযোগী স্থানের অসদ্ভাব নহে, ভোজ্য দ্রব্যের দুর্মূল্যতা ইত্যাদি কারণে আমার বোধ হয় আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথমে কিংবা ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে যখন ভারতীয় ধর্ম্মমহামণ্ডলের অধিবেশন প্রয়াগে হইবে তৎকালে কায়স্থসম্মিলনের একটী অধিবেশন হইলে ভাল হয়। এই সম্বন্ধে ঈশ্বর শরণ ও অন্যান্য কায়স্থমহাত্মাদিগের সাহায্য আমরা প্রার্থনা করি।"

এই উভয় প্রস্তাবের মধ্যে শরৎকুমার বাবুর প্রস্তাবটী আমাদিগের নিকট কার্য্যো-পযোগী বলিয়া বোধ হয়।

৭। ঢাকা ব্রাহ্মণগাঁও হইতে কায়স্থ-সমাজের প্রকৃত হিতৈষী শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র গুহ ঠাকুরতা দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন, "বিগত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ আমার বাটীতে যে কায়স্থোপনয়ন-কেন্দ্র হইয়াছিল তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত করুণাকান্ত ঘোষ,
২। ,, শচীন্দ্রলাল ঘোষ,
৩। ,, উপেন্দ্রনারায়ণ পাল,

মহাসমারোহের সহিত এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণগাঁয়ের ঘোষবাবুদের বাটীতে ইতিমধ্যে যে অন্নপ্রাশন হইয়া গিয়াছে তাহাতে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উভয় কার্য্য পুরোহিত শ্রীযুক্ত

জগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছে।

৮। প্রতিভার পাঠকগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন বিগত ৩রা আষাঢ় শুক্রবার ফরিদপুরের বিলভরা গ্রামে সেনবংশাবতংস শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন মহোদয়ের বাটীতে একটী কায়স্থোপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া ৪১ জন কায়স্থসন্তান যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণদীনিবাসী শ্রীযুত বিহারীলাল গুহ রায় দেববর্ম্মা বি, এ, কবিরত্ন, শৈলডুবি গ্রামের শ্রীযুত ললিতকুমার রায় ও মথুরানাথ মজুমদার এবং বিলভরা গ্রামের শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেন ও কেন্দ্রপতি কায়স্থসমাজের প্রকৃত হিতৈষী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন মহাশয়দিগের অক্লান্ত যত্নে এই সামাজিক মহা-মঙ্গলকর কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। ৪১ জন কায়স্থ মহাত্মা যাঁহারা প্রভূত ত্যাগস্বীকারে সামাজিক গৌরব রক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদিগের নাম এই ক্ষুদ্রকায়া প্রতিভায় দিতে পারিলাম না, তজ্জন্য আমরা কত দূর সন্তাপিত হইলাম তাহা বর্ণনাতীত। পাঠক আনন্দবাজারে উক্ত নামসকল দেখিতে পাইবেন। উক্ত কবিরত্ন মহাশয়ের পুরোহিত সত্যনিষ্ঠ পরোপকারী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার দেবশর্ম্মা ও তদীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মজুমদার দেবশর্ম্মা মহোদয়দ্বয় যথাক্রমে আচার্য্য ও তন্ত্রধারের কার্য্য করিয়া কায়স্থসমাজকে অচ্ছেদ্য ঋণজালে আবদ্ধ করিয়াছেন।

সমালোচনা—বেদসংহিতা দ্বিতীয় ভাগ, শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা কর্ত্তৃক সটীক পদ্যে অনূদিত মূল্য ১৸০ মাত্র। গ্রন্থকর্ত্তা একজন প্রসিদ্ধ সুলেখক ও বঙ্গীয় কায়স্থসমাজে সুপরিচিত। আজ ৯। ১০ বৎসর যাবৎ সরকারমহাশয় কায়স্থসমাজের উন্নতিকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। বেদসংহিতার প্রথম ভাগ অতি উপাদেয় গ্রন্থ। জনসাধারণের উপকারার্থে কীর্ত্তিবাস ও কাশীরাম রামায়ণ ও মহাভারতের জন্য যাহা বঙ্গে করিয়াছিলেন, আমাদের বোধ হয় সরকার মহাশয় বেদ সম্বন্ধে তাহাই করিতেছেন। বেদ আমাদিগের পৈতৃক অমূল্য সম্পত্তি হইলেও বঙ্গদেশ বেদশূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বালুকাময় প্রান্তর যিনি বেদের নির্ম্মল সুশীতল জলে সিক্ত করিতেছেন তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় ভাগে যে সূক্তগুলি সন্নিবিষ্ট হইলে ইহার উপকারিতা শতগুণে পরিবর্দ্ধিত হইত। আমরা আশা করি বঙ্গীয় নরনারীগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বেদমাহাত্ম্য কতক পরিমাণে অবগত হইবেন।

২। মেঘদূত।—মহাকবি কালিদাসের জগজ্জয়ীলেখনীপ্রসূত এই অমৃতময় কাব্য বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচন্দ্র পালিত কর্ত্তৃক পদ্যে অনূদিত, মূল্য মাত্র। মেঘদূতের অনুবাদ আমরা আরও ২। ১টী পাঠ করিয়াছি, কিন্তু বর্ত্তমান অনুবাদ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বোধ হয়। স্থানাভাব বশতঃ আমরা ১টী মাত্র উদাহরণ দিলাম। মহাকবি অতি সুন্দর অথচ অতি কঠিন একটী শ্লোক বাছিয়া লইলাম। উত্তর মেঘের সজীব করিয়া বলিতেছেন—

বিদ্যুদ্দন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহত মুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।

"প্রহত" ও "গম্ভীরঘোষম্" শব্দদ্বয় দ্বারা কবি মৃদঙ্গ শব্দ ও মেঘের গর্জ্জন এই শ্লোক মধ্যে নিহিত করিয়া কবিত্ব-শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। পালিত মহাশয়ের অনুবাদ যতদূর সুন্দর হইতে পারে তাহা হইয়াছে।

সুচারু-প্রাসাদ অলকাভিতর,
তুলনায় ঠিক তোমার মতন।
তথায় ললিত-ললনা-নিকর,
তব কোলে শোভে দামিনী যেমন;
বিবিধ রুচির ছবি অগণন,
শোভে তথা যথা রামধনু তব।
গভীর মধুর তব গরজন,
তথায় উঠিছে মুরজে রব;
মণিবিরচিত কুট্টিম তাহার;
স্বচ্ছ জলরাশি তোমার যেমন।
আকাশেতে তুমি ওদিকে আবার,
উচ্চশির তায় স্পর্শিছে গগন॥

আমরা আশা করি বঙ্গীয় নরনারীগণ এই অনুবাদ পাঠ করিয়া মেঘদূতামৃতের কিঞ্চিৎ আস্বাদ পাইবেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠপুস্তক-নির্ব্বাচনসমিতি (Central Text-book Commitee) এই কাব্যখানি কালেজ ও উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়সমূহের পুস্তকাগারে রাখিবার উপযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

৩। হৃদয়-গাথা।—উক্ত শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত কর্ত্তৃক বিরচিত। কৃতকগুলি ক্ষুদ্র কবিতাগুচ্ছ কবির বাল্যরচনা। কবিতার বর্ণনা মধুর ও প্রাঞ্জল। নবরসের মধ্যে শৃঙ্গাররসের আধিক্য দেখিলাম; বীর, বীভৎস রৌদ্ররসের নাম ও গন্ধ পাইলাম না। সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিম হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেকেই শৃঙ্গাররসে বঙ্গের নরনারীগণকে পরিপ্লাবিত করিতেছেন। শৃঙ্গাররসের সহিত বিলাসিতা ও দৌর্ব্বল্যের ঘনসম্বন্ধ, বর্ত্তমান সময়ে জাতীয় জীবন গঠনের প্রধান উপাদান বীর ও রৌদ্ররস। আশা করি সাহিত্যিকগণ এই উভয় রসের অবতারণা করিয়া দেশকে সঞ্জীবিত করিবেন।

৪। সচিত্র শান্তিকণা।—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সাহা কর্ত্তৃক ঢাকা জিন্দাবাহার হইতে প্রকাশিত। বিগত ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এই পত্রিকাখানি সাহা-বৈশ্যজাতির মুখপত্র। বিগত ফাল্গুন সংখ্যায় শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহা মহাশয়ের বক্তৃতা হইতে নিম্নলিখিত অংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

"আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি এবং সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, সাহা-বণিক জাতি পতিত জাতি নহেন। উহারা বঙ্গে আসিয়া সুবর্ণ বণিকদিগের ন্যায় পতিত ও দ্বিজত্ব হারাইয়াছেন। * * * বঙ্গীয় সাহাবণিকগণ বঙ্গে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও অনেক দিন সমাজে চলা ছিলেন। কিন্তু রাজা বল্লালসেনের কোপে পতিত হইয়া আপনারা পতিত ও দ্বিজাচার-ভ্রষ্ট হইয়াছেন।" এই সমস্ত কথা কি ঐতিহাসিক তথ্য? বক্তৃমহাশয় কোথা হইতে এই সমস্ত কথা সংগ্রহ করিলেন? প্রত্যক্ষ ও অনুমানের বিরুদ্ধ কথা শাব্দ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিতে বইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বক্তা কোনও প্রমাণ উল্লেখ করিতেছেন না।

৪। গৃহস্থ।—যে কয়েকখানি মাসিক পত্রিকার সহিত আমাদের বিনিময় চলিতেছে তন্মধ্যে

সচিত্র গৃহস্থ অতি সুন্দররূপে পরিচালিত। ইহার বাহ্য বেশভূষা যেমন প্রীতিপ্রদ আভ্যন্তর প্রবন্ধগুলিও তেমনি তৃপ্তিকর ও উপদেশপূর্ণ। বর্ত্তমান সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। যোগিশ্রেষ্ঠ ত্রৈলঙ্গস্বামী ও মহাপ্রভুর ভাবাবেশ ও প্রেমোন্মাদের চিত্রসকল হৃদয়কে এক অপূর্ব্ব বৈরাগ্যরসে পরিপ্লাবিত করে। এই সমস্ত আলেখ্য স্বদেশী চিত্রশিল্পের উন্নতি-বিধায়ক ও চরিত্রগঠনের প্রধান উপাদান। জ্যোতিষপ্রসঙ্গ পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দানুভব করিতেছি। শিক্ষিতসমাজে ফলিত জ্যোতিষ একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু জ্যোতিষ আমাদের নিজের সম্পত্তি। পাশ্চাত্যদেশবাসিগণ হিন্দুর পদতলে বসিয়া যে জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহার ফলে তাঁহারা আজ উহার অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা কিছুই করিতেছি না। এই বিদ্যার আলোচনা পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া 'গৃহস্থ' হিন্দু গৃহস্থের মহদুপকার সাধন করিতেছেন। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে "গৃহস্থের" আদর ও অধ্যয়ন দেখিলে আমরা সুখী হইব।

৫। কায়স্থপ্রদীপ।—বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক, বাগেরহাট কায়স্থসভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় প্রণীত কায়স্থপ্রদীপের প্রথমাংশ আমরা আনন্দ সহকারে পাঠ করিলাম। আশা করি ঘোষ মহাশয় সত্বর পুস্তকখানি শেষ করিয়া কায়স্থসমাজের মহদুপকার সংসাধিত করিবেন। আমাদের প্রণীত কায়স্থতত্ত্ব কায়স্থপ্রদীপের ভগিনী। ভগ্নীদ্বয়ের চৈত্রগুপ্তশক্তি বঙ্গীয় কায়স্থসমাজে যুগান্তর আনয়ন করিবে। এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা যত অধিক পরিমাণে সমাজে প্রচলিত হয় ততই তাহার মঙ্গল।

কলিকাতা ঝামাপুকুর রাজবাটী হইতে "হিন্দুবিধবার পত্যন্তরগ্রহণ নিবারণ উদ্দেশে সংস্থাপিত কায়স্থসভার কার্য্যবিবরণ" নামক ৮খানি পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কোনও পত্রাদি পুস্তকের সহিত আসে নাই, বোধ হয় বিতরণ ও সমালোচন জন্য আসিয়াছে। যাহা হউক বঙ্গে বিধবাবিবাহ একটী অতি কঠিন সমস্যা। অতি স্থিরভাবে ইহা আলোচ্য। কলিতে পরাশরের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। পরাশর বলেন ;—

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥২৭॥

অর্থাৎ—যে নারী স্বামীর পরলোকগমনে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করেন, তিনি স্বর্গলাভ করেন। অপিচ যাঁহারা এই ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে অক্ষম তাঁহাদিগের জন্য পরাশরের ব্যবস্থা ;—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥২৮॥

অর্থাৎ—পতি পারদারিক, মৃত, সন্ন্যাসী, ক্লীব এবং বিধর্ম্মী হইলে নারী অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারেন। এইপ্রকার বিধানও শাস্ত্রে আছে। বিধবাবিবাহ হিন্দুসমাজে ছিল না কি শাস্ত্র সম্মত নহে আমরা একথা বলিতে পারি না। তাহা হইলে সত্যের অপলাপ করা হয়। তবে বর্ত্তমান সময়ে বিধবাবিবাহের পুনঃপ্রবর্ত্তন সামাজিক কল্যাণপ্রদ কিনা ইহাই কেবল বিচার্য্য। মুসলমান ও পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ মধ্যে অবাধ বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাতে তাহাদিগের সমাজে যে বিশৃঙ্খলা আমরা দেখিতে পাই তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করিব যে অবাধ বিধবাবিবাহ সামাজিক কল্যাণকর নহে। তবে অক্ষতা, অর্থাৎ অজাতঋতু স্ত্রীর পক্ষে পুনর্ব্বিবাহ সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি। এইপ্রকার নিয়মে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে পারিলে সমাজের মঙ্গল হয় এই আমাদের পরামর্শ। ইতি।

সম্পাদকস্য।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

কবিতাগুচ্ছ।

রাজার মৃত্যুতে।

একি অকস্মাৎ, অশনিসম্পাত,
হইল ভারত শিরে।
নরনারীগণ, করিছে রোদন,
ভাসে সবে নেত্রনীরে ॥১॥
তারযোগে বার্ত্তা, উপনীত হেথা,
সবে শুনিল কাতরে।
শ্বেত-দ্বীপ-দীপ, "ব্রান্স্‌ক"-প্রদীপ,
নিবেছে কালের ঝড়ে ॥২॥
সোহাগিনী জায়া, কাটি তার মায়া,
ডুবালে অকূল জলে।
শোকের সাগরে, ভাসা'য়ে সবারে,
কোথা তুমি গেলে চ'লে ॥৩॥
পুত্রকন্যাগণ, বিষাদে মগন,
অশ্রুতে নয়ন ভরা।
কেমনে পাসরি, গেলা ত্বরা করি,
ত্যজিয়া বিশাল ধরা ॥৪॥
দুর্গম সরণি, কহ নৃপমণি,
কেমনে হইলে পার।
আঁধারে আবৃত, রয়েছে নিয়ত,
পরিসীমা নাহি যার ॥৫॥
নাহি মৃত্যু জরা, পুলকেতে ভরা,
চিরশান্তি হাসে যথা।
আম অন্ধকারে, নাহি ঘেরে যারে,
নিত্যালো বিরাজে তথা ॥৬॥
মৃদুল পবন, বহে অনুক্ষণ,
সে দেশে বাসের তরে।
রাখি এই দেহ, ত্যজি ভব গেহ,
গেলা পলায়ন ক'রে ॥৭॥
দরিদ্রের বন্ধু, করুণার সিন্ধু,
সদা উথলিত যার।
স্থাপিতে সমতা, দেখা'তে মমতা,
হৃদয় কাঁদিত তার ॥৮॥
বহুকাল পরে, পেলে রাজ্য করে,
ক'দিন ভুঞ্জিলে দেশ ?।
দেখিতে দেখিতে, হায় আচম্বিতে,
হইল তোমার শেষ ॥৯॥
দরিদ্রের সখা তুমি দয়ার নিধান,
খুলিয়া স্বর্গের দ্বার করিলে প্রস্থান ;
যেস্থানে জননী তব পরি কীর্ত্তিবাস,
অমর অক্ষয় হ'য়ে করিছেন বাস ;
যাও তাঁর ক্রোড়ে নৃপ নির্ভয় অন্তরে,
চুম্বিবে কপোল তব বহুদিন পরে ॥১০॥

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার।

তুমি।

তুমি নাকি নাই ?
নাই ? মিথ্যা কথা সব।
আমি কি নির্ব্বোধ্ এত এই জনরব,—
এ হেন অলীক কথা,—করিব প্রত্যয় ?
তুমি নাই ? একি কথা ! মনোবৃত্তিচয়
কভু না শুনিবে ইহা, কভু না বুঝিবে ;
সহস্র সহস্র জনে যদিও বলিবে
ওই কথা সমস্বরে। এ কি সর্ব্বনাশ !
রয়েছে ধরণী চারু, সুনীল আকাশ
রয়েছে, বহিছে ধীরে মলয়-বাতাস
সেইরূপে ;—তুমি নাই ? কেমনে বিশ্বাস
করি বল ? সেই সূর্য্য উঠেছে তেমনি
সুবর্ণপ্রভায় দীপ্ত করিয়া ধরণী
মনোহর ; সেই শশী উঠেছে গগনে
সেইরূপে, সেই ফুল ফুটিছে কাননে
গৌরবে,—সৌরভ ছুটে মৃদু সমীরণে।
তেমনি সুখেতে মাতি ভ্রমর ভ্রমরী
করিতেছে মধু পান গুঞ্জরি গুঞ্জরি
ফুলে ফুলে ; বিহঙ্গম তেমনি মধুরে
গাইছে মধুর গান ; সেই মিষ্ট সুরে
রাখাল গাইছে গীত ; সেই তরঙ্গিণী
মৃদু কলনাদে অই বহিছে তেমনি
ধীরে ধীরে ; সেইরূপে রজত-উজ্জ্বল
শফরী উঠিছে নাচি ;
তবে কেন বল
তুমি নাই ? জগতে রয়েছে সকলি,
আমিও রয়েছি, আর শুধুই কেবলি
তুমি নাই ? ছাড় রঙ্গ, ছাড় পরিহাস ;
তোমার ও কথা আমি না করি বিশ্বাস।
কি বলিলে ! তুমি নাই ? সত্যই কি তাই !
সকলি রয়েছে হেথা—শুধু তুমি নাই ?
আমিও রয়েছি, আর শুধু তুমি নাই ?
তুমি নাই, আমি আছি,—আছে এ জগৎ
কে বুঝিতে পারে ইহা ? কি ক্ষুদ্র মহৎ
সকলি রহিল হেথা, এ সৃষ্টি সুন্দর,
সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহগণ তারকা-নিকর
সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ধরণী
রয়েছে সকলি—পূর্ব্বে ছিল গো যেমনি।
যা ছিল সকল আছে,—শুধু তুমি নাই ?
দূর কর ;—আমি তাহা শুনিতে না চাই।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

একটী প্রার্থনা।

পরমেশ !

১

পেয়েছি জীবন দেব তোমার কৃপায়,
নানামতে রক্ষা তুমি করিছ তাহায়।
পিতা মাতা পুত্র কন্যা প্রেমাস্পদ জন,
অপার মহিমা তব করে প্রকটন।

২

সুখ-ভরা এই ধরা তোমার ইচ্ছায়,
অণু পরমাণু তার মহিমা জানায়।
তোমার করুণারাশি নদী সরোবরে,
সলিল রূপেতে সদা তৃষ্ণা দুঃখ হরে।

৩

সুনীল আকাশ আর বিজন কানন,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রভো তোমার সৃজন।
তোমার আজ্ঞায় চলে বিশ্ব চরাচর,
স্থাবর জঙ্গম গ্রহ নক্ষত্র নিকর।

৪

কীট পতঙ্গাদি জীব জন্তু সমুদায়,
বাঁচিয়া রহিছে শুধু তোমার দয়ায়।
অত্যুচ্চ ভূধর আর বিশাল জলধি,
তোমার মহত্ত্ব ভবে ঘোষে নিরবধি।

৫

দিবা নিশা বার মাস ঋতু আদি যত,
তোমার আদেশে তারা আসে যায় কত।
তোমার অনন্ত জ্যোতি জানায় তপন,
রজনীতে নিশানাথ মুগ্ধ করে মন।

৬

যথাকালে জলধারা করিয়া বর্ষণ,
শস্যের ভাণ্ডার ভরে খোল অনুক্ষণ।
তোমার আজ্ঞায় সদা বহিছে পবন,
তরুলতা ফলপুষ্পে তোষে সদা মন।

৭

দয়ার সাগর তুমি করুণানিদান,
দীন জনে কর দয়া এই চাহে প্রাণ।
সার্থক জীবন তার ধন্য সেই জন,
তোমার চরণে যার আত্ম সমর্পণ॥

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু।

বিজয়সেন-প্রশস্তি। (১)

ওঁ নম শিবায়।

বক্ষোংশুকাহরণসাধ্বসকৃষ্টমৌলি-
নাল্যচ্ছটাহত-রতালয় দীপভাসঃ।
দেব্যাস্ত্রপামুকুলিতং মুখমিন্দুভাতি-
র্বীক্ষ্যাননানি হসিতানি জয়ন্তি শম্ভোঃ ॥১॥

(১) ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত মেটকাফ্ সাহেব রাজসাহী জেলান্তর্গত গোদাগাড়ী থানার অন্তর্ভুক্ত দেওপাড়া গ্রামে 'পদুম সহর' নামক পুরাতন পুষ্করিণীর তীরে যে প্রস্তর-ফলক প্রাপ্ত হন, তাহাতে ৩২ পংক্তিতে যে ৩৬টী শ্লোক খোদিত ছিল তাহাই এই স্থলে দেওয়া হইতেছে। এই ধূসরবর্ণ প্রস্তর-ফলকখানি ৩ ফিট ২ ইঞ্চ দীর্ঘ ও ১ ফুট ৯½ ইঞ্চ প্রস্থ। বঙ্গমিশ্রিত দেবনাগর অক্ষরগুলির আকার ½ ইঞ্চ। এই বিজয়সেন-বংশ-কাহিনী-বর্ণিত প্রস্তরলিপি এক্ষণে কলিকাতার যাদুঘরে (Asiatic Museum) রক্ষিত আছে। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, সেন রাজগণ বৈদ্যবংশসম্ভূত ছিলেন। এই শিলালিপি সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভ্রান্ত সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। পাঠক দেখিবেন যে, ৫ম শ্লোকে খোদিত আছে—"তস্মিন্ সেনান্বয়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনব্রহ্মবাদী স ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়ানাং কুলশিরোদামসামন্তসেনঃ অজনি"। অর্থাৎ উক্ত সেনবংশে সুশিক্ষিত শত শত প্রতিপক্ষযোদ্ধাবিনাশকারী, ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন, ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় (কায়স্থ)-দিগের কুলাবতংস সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শিলালিপি হইতে

আমরা জানিতেছি যে, প্রসিদ্ধ চন্দ্রবংশে বীরসেন প্রভৃতি কতকগুলি নৃপতি দাক্ষিণাত্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। উক্ত বংশে সামন্তসেন নৃপতি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কর্ণাট দেশে যুদ্ধকার্য্যে যৌবনকাল অতিবাহিত করিয়া শেষ জীবনে মুনিব্রতাবলম্বনে সুরধুনীতীরের পুণ্যাশ্রমের আশ্রয়গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র হেমন্তসেনের ঔরসে যশোদেবীর গর্ভে বিজয়সেন জন্মধারণ করেন। এই বিজয়সেন নান্ত ও বীর নামক নৃপতিদ্বয়কে পরাভূত করিয়া গৌড়, কলিঙ্গ ও কামরূপ দেশ অধিকার করেন। কায়স্থ নৃপতি বল্লালসেন এই বিজয়সেনের পুত্র। বল্লালসেনের শেষ জীবনে রচিত "দানসাগর' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে,—

তদনু বিজয়সেন-চ প্রাদুরাসীদ্বরেন্দ্রে।"

অর্থাৎ তদনন্তর বরেন্দ্রভূমিতে বিজয়সেন আবির্ভূত হন। বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেনের, তৎপুত্র কেশবসেনের এবং তৎপুত্র বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে এই সমস্ত ঐতিহাসিক বিষয় সমর্থিত হইয়াছে। রাজসাহী নগরের ১০ মাইল পশ্চিমে গোদাগাড়ী থানার অধিকার মধ্যে পদ্মানদীর পুরাতন খাদের তীরে বিজয়নগর নামক স্থানে বিজয়সেনের রাজধানী ছিল। এইসকল স্থানের ধ্বংসাবশেষে যে সকল কীর্ত্তিচিহ্ন নিহিত ছিল তাহার কতকগুলি বারেন্দ্রতত্ত্বানুসন্ধানসমিতির অধিনায়ক রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়বাহাদুর এম, এ, কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। মহারাজ বিজয়সেন কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরপ্রতিষ্ঠাকালে এই প্রস্তরফলকে খোদিত শ্লোকগুলি কায়স্থ-কবি উমাপতিধর দ্বারা রচিত, ও "বারেন্দ্রকশিল্পগোষ্ঠিচূড়ামণি রাণক শূলপাণি" কর্ত্তৃক এই শিলাতে খোদিত হয়। রাজসাহী শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয়ের যত্নে হিন্দুরঞ্জিকার ক্রোড়পত্রে এই প্রশস্তি মুদ্রিত হয়। আমরা তাহা অবলম্বন করিয়া এই শ্লোকগুলির অন্বয় ব্যাখ্যাদি উজিরপুর-নিবাসী আমাদিগের বৈদিক পুরোহিত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামগোপাল স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের সাহায্যে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় মুদ্রিত করিলাম। যদি কোনও পাঠক দয়া করিয়া আমাদিগের ভ্রমপ্রমাদ দেখাইয়া দেন তবে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব। "বঙ্গে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য" গ্রন্থ রচয়িতা আমার সোদরপ্রতিম ত্রিপুরা চাঁদপুর হইতে প্রকাশিত নব্যবঙ্গ নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক কায়স্থ সমাজের হিতৈষী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার উক্ত গ্রন্থে উমাপতি ধর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে নিম্নোদ্ধৃত ইতিহাস দেওয়া গেল।

"সেন রাজগণের রাজত্বকালের ইতিহাস গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। তথাপি শিলালিপি, তাম্রশাসন ও ২।১ খানি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে সেন রাজগণের সময় কায়স্থসন্তানগণ রাজকীয় বিবিধ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কোলঞ্চাগত পুরুষোত্তম দত্তের বংশধর নারায়ণ দত্ত মহারাজ লক্ষ্মণসেনের মহাসন্ধিবিগ্রহিক, চন্দ্রচূড় দাষের বংশধর বটু দাষ তাঁহার মহাসামন্ত, সুক্তিকর্ণামৃত প্রণেতা তৎপুত্র শ্রীধর দাষ তাঁহার মহামাণ্ডলিক, এবং উমাপতি ধর তাঁহার মন্ত্রী

ছিলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগত মালদহের ম্যাজিষ্ট্রেট উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় উক্ত জিলার অন্তর্গত প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ধ্বংসাবশেষ পাণ্ডুয়া নগরের কোন মস্‌জিদে "সেখ শুভোদয়" নামক একখানি প্রাচীন জীর্ণ সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। এই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, উমাপতি ধর মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। যবনাধিকারের প্রাক্কালে মখদুম সাহ জালালদ্দীন তবরেজ নামক জনৈক মুসলমান ফকীর গৌড়ে আগমন করেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেব তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অনেক ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। সেখ শুভোদয়াতে তাহারই বিবরণ লিখিত আছে। চতুর বখ্‌তিয়ার খিলিজি সম্ভবতঃ এই সেখ জালালকেই গুপ্তচররূপে গৌড়ে প্রেরণ করেন। ইনি পণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্রাদিকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া "১২২৪ শাকে গৌড়রাজ্য যবনাধিকৃত হইবে" এবম্বিধ অলীক দৈববাণী বা শাস্ত্রোক্তিতে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের বিশ্বাস জন্মাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই শ্লোকটী কিংবদন্তীমুখে এইরূপ ছিল—

"চতুর্ব্বিংশোত্তরে শাকে সহস্রৈকশতাধিকে।
বেহারপাটনাৎ পূর্ব্বং তুরুষ্কসমুপাগতঃ॥"

অর্থাৎ ১২২৪ শাকে বিহার ও পাটলিপুত্র দেশ হইতে মুসলমান বঙ্গদেশ অধিকার করিবে। কিন্তু মন্ত্রী উমাপতিধর উক্ত সেখ ও দৈববাণীর প্রতি সন্দিহান ছিলেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেন যদি ব্রাহ্মণ-মুসলমানদিগের ষড়যন্ত্রে প্রতারিত না হইয়া তাঁহার মন্ত্রী উমাপতিধরের পরামর্শমতে কার্য্য করিতেন, তবে বোধ হয় বঙ্গের অদৃষ্টনেমি অন্যদিকে আবর্ত্তিত হইত। লক্ষ্মণসেন বিনাযুদ্ধে রাজধানী যবনহস্তে অর্পণ করিয়া পলায়ন করাতে অনেকেই তাঁহাকে কাপুরুষ বলিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি স্বভাবতঃ কাপুরুষ ছিলেন না। সেখশুভোদয়াতে লিখিত আছে যে, তিনি ধনুর্ব্বিদ্যায় অসামান্য নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে গৌড়রাজ্যের প্রসারও পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তথাপি অদৃষ্টবাদী হিন্দু অদ্বিতীয় শাস্ত্রবেত্তা হলায়ুধাদি পণ্ডিতগণের মুখে শাস্ত্রের অপ্রতিবিধেয় বিধান শ্রবণ করিয়া শত বলবীর্য্য সত্ত্বেও কিরূপ কাপুরুষতা ও অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় দিতে পারে মহারাজ লক্ষ্মণসেন তাহার শোচনীয় উদাহরণ।

"সাহজালাল ফকীর কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া লক্ষ্মণসেনদেব তদীয় বংশের পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ বিজয়সেন পরম শিবভক্ত ও দরিদ্র ছিলেন। তিনি কাষ্ঠচয়ন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। একদা বৃষ্টিহেতু কাষ্ঠচয়ন করিতে অসমর্থ হইয়া দাত্রখানি বন্ধক দিয়া আহারের সংস্থান করিলেন। পরদিন অর্থাভাবে দাত্রখানি উদ্ধার করিতে না পারিয়া এক বিল্ববৃক্ষমূলে বিষাদিতমনে শয়ন করিয়া রহিলেন। রাত্রিশেষে স্বপ্নে মহাদেব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "প্রভাতে গঙ্গাতীরে গমন করিবে তথায় দাত্রখণ্ড পাইবে।" তৎকালে পালবংশের শেষ রাজা রামপাল মুমূর্ষু অবস্থায় গঙ্গার অন্তর্জ্জলে অবস্থান করিতেছিলেন। পালবংশের ৫২ পুরুষ বঙ্গে রাজত্ব করিয়া শেষ রাজা নিঃসন্তান পরলোকগমন করিতেছিলেন। বিজয়সেনের অভ্যুদয় প্রত্যাসন্ন। মহাদেব বিজয়কে গঙ্গাতীরে গমন করিতে আদেশ করিয়া রামপালের

প্রধান মন্ত্রী কায়স্থপ্রবর সহদেব ঘোষকে স্বপ্নাদেশ করিলেন,—"মন্ত্রিন্! রাজা কল্য পরলোক গমন করিবেন। প্রভাতে লগুড়ধারী এক ব্যক্তিকে গঙ্গাতীরে দেখিতে পাইবে, তাহাকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিও।" ৯৯৭ শকে আশ্বিন মাসে বৃহস্পতিবার কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে মহারাজ রামপাল পরলোকগমন করেন।

"শাকে যুগ্মবেণুরন্ধ্রগতে কন্যাংগতে ভাস্করে।
কৃষ্ণে বাক্‌পতিবাসরে যমতিথৌ যামদ্বয়ে॥
জাহ্নব্যাং জলমধ্যতস্ত্বনশনৈর্ধ্যাত্বা পদং চক্রিণো।
হা পালান্বয়মৌলিমণ্ডনমণিঃ শ্রীরামপালো মৃতঃ॥

সেখ শুভোদয়।

অর্থাৎ বেণু হইতে সপ্তসুর নির্গত হয় তজ্জন্য বেণু ৭, যুগ্মবেণু ৭৭, রন্ধ্র অর্থাৎ দ্বার, মানুষের দেহে ৯টী দ্বার "নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্নকারয়ন"। গীতা ১৩।৫ অ০। 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ', ইহা হইতে পাওয়া গেল ৯৭৭ বৃহস্পতিবারে, চতুর্দ্দশী তিথিতে, দ্বিতীয় প্রহর বেলার সময় জাহ্নবীর জল মধ্যে নিরাহারে শ্রীকৃষ্ণের পদ ধ্যান করিতে করিতে পালবংশাবতংস রামপাল পরলোকগমন করেন। রামপালের মৃত্যু হইলে মন্ত্রী সহদেব ঘোষ গঙ্গাতীরে দণ্ডধারী বিজয়সেনকে দেখিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। সেখ শুভোদয় গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, লক্ষ্মণসেনের মহিষী বল্লভাদেবী অত্যন্ত মুখরা ছিলেন, তিনি সময় সময় সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন। রাজশ্যালক কুমার দত্ত মাধবীনাম্নী বণিকপত্নীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি বলপ্রকাশে উদ্যত হন, অনন্তর ধৃত হইয়া রাজসমীপে আনীত হইলে মহারাজ তাহাকে নির্ব্বাসিত করেন। বিচার কালে বল্লভা সভামধ্যে মাধবীকে পদাঘাত করেন, ও মন্ত্রী উমাপতি ধরকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করেন। উক্ত সেখ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে একটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন তাহারই ধ্বংসাবশেষে সেখ শুভোদয় গ্রন্থ পাওয়া যায়।" ইতি

অন্বয়ঃ।

দেব্যাঃ (ভগবত্যাঃ) ত্রপামুকুলিতং ইন্দুভাতিঃ মুখং বীক্ষ্য শম্ভোঃ হসিতানি আননানি জয়ন্তি। (দেব্যাস্তু বিশেষণমাহ)—বক্ষোংশুকাহরণসাধ্বসকৃষ্টমৌলিমাল্যচ্ছটাহত রতাগ্রদীপভাসঃ॥১॥ (২)

(২) এইস্থলে কতিপয় ভ্রান্ত ধারণার বিষয় উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভূগর্ভ হইতে যে সমস্ত শিলালিপি কি তাম্রশাসন অকস্মাৎ মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হয় তাহাকে লোকে অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় প্রণীত "ফরিদপুরের ইতিহাস" নামধেয় ৮৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠ করিতেছিলাম। রায় মহাশয় জাতিতে বৈদ্য। রায় মহাশয় নিজ কল্পনাবলে মীমাংসা করিয়া লইয়াছেন যে, বঙ্গে শূর, পাল, সেনরাজগণ সমস্তই তাঁহার স্বজাতি ছিলেন। তিনি বলিতেছেন—"যে সুপ্রসিদ্ধ সেন রাজগণ বঙ্গে অবস্থান করিয়া, ভারতের নানাস্থানে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন; যাঁহারা কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ সাগ্নিক বিপ্র আনয়ন করিয়া বঙ্গে প্রথমতঃ শ্রৌতযজ্ঞ কার্য্যের অবতারণা করেন, যাঁহাদিগের নিকট ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ কুলোৎপন্ন গুণিগণ কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যাঁহাদিগের শাসনপ্রভাবে দুষ্ট দমিত ও শিষ্ট পালিত হওয়ায় বঙ্গে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল, সেই রাজাদিগের বাসস্থান বিক্রমপুরে ছিল।" আমাদের মনে হয় না কোনও গ্রন্থকার এতগুলি কাল্পনিক মীমাংসা এইরূপে একস্থানে গ্রথিত করিতে পারিয়াছেন। প্রথমতঃ সেনরাজগণ বঙ্গে অবস্থান করিয়া ভারতের নানাস্থানে রাজ্যস্থাপন করেন নাই। তাঁহারা দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া পালরাজগণের ত্যক্ত বঙ্গসিংহাসন অধিকার করেন। সেনরাজগণের নিকট বৈদ্যনামধেয় কোনও ব্যক্তি কোন প্রকার কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই। বল্লালের সময় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ মর্য্যাদা পান সত্য, বৈদ্যজাতীয় কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট মর্য্যাদা পান নাই। বল্লালের সময় বৈদ্যজাতির কুলবন্ধন হয় নাই, যদি হইয়া থাকে তাহার প্রমাণ কি? বল্লালের দানসাগর গ্রন্থে অথবা সেনরাজগণের তাম্রশাসনে কি শিলালিপিতে কি কোন কুলগ্রন্থে বৈদ্যজাতির কুলবন্ধনের নাম ও গন্ধ মাত্র নাই। অপিচ সেনরাজগণের সময় বৈদ্যজাতি বঙ্গে কিভাবে বাস করিতেছিলেন তাহার ইতিহাস আমরা পাঠ করি নাই। আদিশূরের সময় বঙ্গে প্রথমতঃ বেদবিহিত কার্য্যাদির অনুষ্ঠান হয়। রায় মহাশয় কি জানেন না শূরবংশের অনেক পরে সেনরাজগণের অভ্যুদয়। বৈদ্যজাতির মর্য্যাদা আমরা আধুনিক মনে করি। রামকান্ত দাষ "পঞ্চসপ্ত তিথৌ শাকে" ১৫৭৫ শকে "কণ্ঠহার" নামক বৈদ্যকুলপঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। তখনও বৈদ্য ভ্রাতৃগণ অম্বষ্ঠমর্য্যাদা গ্রহণ করেন নাই। ১৫৯৭ শকে ভরতমল্লিক "চন্দ্রপ্রভা" নাম্নী কুলপঞ্জিকা প্রকাশ করিয়া বৈদ্যজাতির প্রথম মর্য্যাদা "অম্বষ্ঠ" খ্যাতি প্রচার করেন। চন্দ্রপ্রভা প্রকাশের ৮০ বৎসর পরে রাজা রাজবল্লভ সর্ব্বপ্রথমে বৈদ্যসমাজে বৈশ্যাচার প্রবর্ত্তন করেন। শিলালিপি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের উক্তি—"সেনরাজগণ সম্বন্ধে আজকাল বড়ই গোলযোগ চলিতেছে, পূর্ব্বে তাঁহারা এই দেশে বৈদ্য বলিয়াই বিখ্যাত ছিলেন। সম্প্রতি কেহ তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়, কেহ কেহ বা কায়স্থ প্রমাণ করিতে বিশেষ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।—নানাবিধ তাম্রশাসন ও প্রস্তরফলক নিত্যনূতন আবিষ্কৃত হইয়া তাহার সাক্ষীস্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছে। ঐ সকল অনুশাসন কি ফলকে যে যে শ্লোকাবলী অঙ্কিত রহিয়াছে তাহার অর্থ লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছে।" এই বাদানুবাদ উপলক্ষ করিয়াই আমরা আমাদিগের পাঠকমহাশয়দিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আমরা এই বিজয়সেনের প্রস্তরফলকে খোদিত ৩৬টী শ্লোকের মূল, অন্বয় ও ব্যাখ্যা প্রতিভা পত্রে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতেছি, আমাদের ভ্রম প্রমাদ তাঁহারা দয়া করিয়া দেখাইয়া দিবেন।

বঙ্গার্থ।

ভগবতীর ব্রীড়ানবনত মুখচন্দ্রমাদীপ্তি সন্দর্শনে মহাদেবের হাস্যময় মুখ জয়যুক্ত হউক। (তাৎকালিক দেবীর অবস্থা বর্ণিত হইতেছে)—ভগবতীর বক্ষঃস্থিত চেলাঞ্চল স্মরহর কর্ত্তৃক অপহরণ জন্য লজ্জাবনত তদীয় মস্তক হইতে স্খলিত পুষ্পদাম দ্বারা সুরতগৃহের দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।১। (৩)

(৩) এই স্থানে প্রশ্ন হইতে পারে কালিদাসের ন্যায় উমাপতি ধর ভগবতীর বক্ষস্থিত

বসনবিচ্যুতি প্রসঙ্গে মহাদেবকে নমস্কার করিলেন কেন? ভক্তিপূর্ণ নমস্কারের সময় কবি, করুণ ও শান্ত রস পরিত্যাগ করিয়া শৃঙ্গার রসের অবতারণা করিলেন কেন? ইহা অতি কঠিন সমস্যা। মহারাজ বিজয়সেন প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। প্রসিদ্ধ বলবান্ কামদেবই প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্নের ঈশ্বরই মহাদেব। তজ্জন্য সুরত-গৃহে অবস্থিত মহাদেবকে নমস্কার করিতে কবি আদিরসের অবতারণ করিয়াছেন সত্য। কিন্তু এস্থলে কবির রুচির আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। একদা রজনীযোগে কৈলাসে মহাদেব পার্ব্বতীকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া তদীয় বঙ্গস্থিত অংশুকা অর্থাৎ বস্ত্র অপসারিত করিলে, লজ্জায় পার্ব্বতীর মস্তক অবনত হইবা মাত্র তাঁহার কবরীস্থিত পারিজাত-কুসুমের মাল্য বিচ্যুত হইয়া দীপের উপর নিপতিত হইলে উহা নির্ব্বাপিত হইল, সেই সময়ের ত্রপামুকুলিত অর্থাৎ লজ্জায় সঙ্কুচিত পার্ব্বতীর বদনচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া মহাদেব হাসিয়াছিলেন। সেই হাস্যময় পঞ্চমুখকে কবি নমস্কার করিতেছেন। অংশুকম্=সূক্ষ্মশুক্লবস্ত্রম্। যে সূক্ষ্ম বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে পার্ব্বতীর অনুপম লাবণ্যরাশি বিকীর্ণ হইতেছিল। সাধ্বসকৃষ্ট=লজ্জাদ্বারা আকৃষ্ট। ত্রপামুকুলিত=লজ্জায় সঙ্কুচিত। বসন্ততিলক ছন্দ, অষ্টাভিঃ ষড়ভিশ্চ যতিঃ। বঙ্গভাষায় পয়ারের ন্যায় ৮ ও ৬ অক্ষরে যতি।

(৪) এই শ্লোকে কবি প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরকে নমস্কার করিতেছেন। এই মন্দিরে বিষ্ণু, মহাদেব, লক্ষ্মী ও পার্ব্বতীর ৪টী মূর্ত্তি প্রস্তরফলকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সংস্থাপিত হইয়াছে। এই শ্লোকেও কবি আদিরসের অবতারণা করিয়াছেন। ছন্দ শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

লক্ষ্মীবল্লভ-শৈলজাদয়িতয়োরদ্বৈতলীলাগৃহম্।
প্রদ্যুম্নেশ্বরশব্দলাঞ্ছনমধিষ্ঠানং নমস্কুর্ম্মহে॥
যত্রালিঙ্গনভঙ্গকাতরতয়া স্থিত্বান্তরে কান্তয়ো।
র্দেবীভ্যাং কথমপ্যভিন্নতনুতা শিল্পেঽন্তরায়ঃ কৃতঃ
॥২॥

অন্বয়ঃ।

(বয়ম্) লক্ষ্মীবল্লভশৈলজাদয়িতয়োঃ প্রদ্যুম্নেশ্বরশব্দলাঞ্ছনং অদ্বৈতলীলাগৃহং অধিষ্ঠানং নমস্কুর্ম্মহে। যত্র (গৃহে) দেবীভ্যাং কান্তয়োঃ অন্তরে স্থিত্বা আলিঙ্গনভঙ্গকাতরতয়া (আত্মনোঃ) অভিন্নতনুতা কথমপি শিল্পে অন্তরায়ঃ কৃতঃ॥২॥ (৪)

বঙ্গার্থ।

প্রদ্যুম্নেশ্বর নামধেয় বিষ্ণু ও মহাদেবের একমাত্র লীলাগৃহরূপ মন্দিরকে আমরা নমস্কার করি। যে মন্দিরে শিল্পী, লক্ষ্মী ও পার্ব্বতীর আলিঙ্গনভঙ্গভয়ে যেন কাতর মূর্ত্তিদ্বয় প্রস্তর-ফলকে তাঁহাদিগের স্বামী হইতে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে সংস্থাপিত করিয়া তাঁহাদিগের অভিন্ন-তনুতায় বিঘ্ন সংঘটিত করিয়াছেন॥২॥

যৎসিংহাসনমীশ্বরস্য কনকপ্রায়ং জটামণ্ডলম্।
গঙ্গাশীকর-মঞ্জরী-পরিকরৈর্যচ্চামরপ্রক্রিয়া।
শ্বেতোৎফুল্ল ফণাঞ্চলঃ শিবশিরঃ সন্দান-
দামোরগ-
শ্ছত্রং যস্য জয়ত্যসাব চরমো রাজা সুধাদীধিতিঃ॥
॥৩॥

অন্বয়ঃ।

ঈশ্বরস্য (মহাদেবস্য) কনকপ্রায়ং জটা-মণ্ডলং যস্য সিংহাসনং, গঙ্গা শীকর মঞ্জরী পরি-করৈ যৎ চামর প্রক্রিয়া, শ্বেতোৎফুল্ল ফণাঞ্চলঃ শিবশিরঃ সন্দানদামোরগঃ যস্য ছত্রং—অসৌ অচরমঃ সুধাদীধিতিঃ রাজা জয়তি॥৩॥ (৫)

বঙ্গার্থ।

মহাদেবের কাঞ্চননিভ জটামণ্ডল যাঁহার সিংহাসন, গঙ্গার সুশীতল প্রবাহিত অম্বুকণা যাঁহার চামরের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, মহাদেবের শিরস্থিত রজ্জুর ন্যায় সর্পের বিস্তৃত শুভ্রফণা যাঁহার ছত্র, এবম্বিধ চন্দ্রবংশীয় অদ্বিতীয় রাজার জয় হউক।৩।

বংশে তস্যামরস্ত্রী-বিততরতকলা সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য।
ক্ষৌণীভৈর্ব্বীরসেনপ্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তি-
মদ্ভির্বভূবে॥
যচ্চারিত্রানুচিন্তাপরিচয়সুচয়ঃ সূক্তিমাধ্ব ক-
ধারাঃ
পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসরপ্রীণনায় প্রণীতাঃ
॥৪॥

অন্বয়ঃ।

তস্য বংশে অমরস্ত্রী, বিততরতকলা, সাক্ষিণঃ (আসন্), দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীভৈঃ কীর্ত্তিমদ্ভিঃ বীরসেনপ্রভৃতিভিঃ অভিতঃ বভূবে। পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসর-প্রীণনায় যৎ চারিত্র অনুচিন্তা পরিচয়সুচয়ঃসূচয়-সূক্তি মাধ্বীকধারাঃ প্রণীতা॥৪॥ (৬)

(৫) এই শ্লোকে চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের জয় ঘোষণা করা হইতেছে। অচরমঃ=অদ্বিতীয়। সুধাদীধিতি=সুধাংশুস্বরূপ। সন্দান=রজ্জু। মঞ্জরী শব্দ শীকরের তুল্যার্থে অনুপ্রাসে ব্যবহৃত হইয়াছে। ছন্দ শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। রূপক বিশ্লেষ করিলে এই শ্লোকের অর্থ এই প্রকার হয় যে রাজারা শৈব-মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, কার্য্যকুশল ধর্ম্মাত্মা পারিষদ্‌বর্গ দ্বারা যাঁহারা বেষ্টিত ছিলেন, এবং শত্রুবিনাশে তৎপর সুশিক্ষিত সৈন্য দ্বারা যাহার রাজ্য সুরক্ষিত ছিল এবম্বিধ চন্দ্রবংশীয় রাজা-দিগের জয় হউক।

(৬) অমরস্ত্রী-বিততরতকলা সাক্ষিণঃ (আসন্)—অমরলোকে রমণীগণ যেমত বহু-প্রসবিনী ছিলেন তদ্রূপ এই বংশের স্ত্রীলোক-গণ রতিবিদ্যার বিস্তৃতির সাক্ষীস্বরূপা ছিলেন, অর্থাৎ অনেক বীর প্রসব করিয়াছিলেন। সূক্তিমাধ্বীকধারাঃ—সু উক্তি মধুধারাবৎ। স্রক্‌ধারাছন্দ। ইতি

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকস্য।

জামাতা-স্তোত্র।

হে জামাতা, আমি তোমার স্তব করতেছি—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

১। তুমি ভগবান্ বেদব্যাসকথিত তেত্রিশ কোটী দেবতার উপর—কন্যাবান্ প্রত্যেক গৃহে তোমার পূজা চলিতেছে। তোমাকে নমস্কার করি।

২। পাদ্যার্ঘ্য দিয়া আত্মজা সম্প্রদান করিয়া যখন কৃতকৃতার্থ হইয়াছি, তখন তুমি নকুল হইয়াও কুলীন, কণ্টক-উদ্যানে জন্মিয়াও পারিজাত—কদাকার হইয়াও কার্ত্তিকেয়—গির্জ্জার মূষিক হইয়াও রথশ্চাইল্ড্—শিক্ষিত ওলন্দাজ (Learned Dutch) হইয়াও Max Muller. কন্যাবান্ এ হতভাগ্যের নিকট তুমি দেবতারও দেবতা। তোমার ষোড়শোপচারে পূজা কয়জন করিতে পারে?

৩। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম। আমার কি সাধ্য তোমার স্তব করা? বড় বড় কৃতী তোমার স্তোত্র পাঠ করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। ভাষার এমন শক্তি নাই যে, তোমার স্তবমালা রচনা করিতে পারে। যাহার রূপ, যশঃ, গুণের বর্ণনা করিতে বর্ণমালা সম্পূর্ণ অক্ষম সেই তুমি কি যে-সে-লোক? আমি তোমাকে নমস্কার করি।

৪। তুমি কুলিশধারী শচীপতি অপেক্ষাও বলবীর্য্যশালী, চক্রধারী ভগবান্ হৃষীকেশাপেক্ষাও চক্রী। তোমার বীরত্ব ও চক্র মেয়েমহলে জাগ্রত। কলিতে তোমার চক্র ভেদ করিতে পারে কার সাধ্য? হংসপুচ্ছ তোমার বজ্র। তাহার ভয়ে শ্বশুর ও শ্বশ্রূ দিবানিশি বাণবিদ্ধ মৃগের ন্যায় অবস্থিতি করেন। কার্য্যানুরোধে বিদূর বিদেশে বাস করিতে সপ্তাহকাল তুমি তোমার বজ্রের চালনা করি না—তোমার শ্বশুর ও শাশুড়ী তোমার অ চিন্তায় পোষ্টাফিস পানে চাহিয়া আছেন; অ ও অনাহারে কালযাপন করিতেছেন। আ হংসপুচ্ছ চালাইলে—তাহাতে তোমার বিরহ উচ্ছ্বাস ফুলিয়া উঠিল, তোমার শ্বশুর শা জীয়ন্তেই মারা গেলেন। তুমি কার চেয়ে ক

৫। তোমার পূজার জন্য (অবশ্য ক সম্প্রদানের দিন) যথাসাধ্য ব্যয় করিয়া ক বিদেশী বণিকনিকরের পণ্যবীথিকা হইতে চম্পক ক্রয় করিয়া আনিয়া তোমাকে সা ইতে প্রয়াস পাইয়াছি, তবু তোমার জ্যোৎস্না ফুটিল না। তোমার মুখখানি আমার আন্ধারে ঢাকা ছিল, তাহাই রহি তোমার মুখখানি কথঞ্চিৎ জলদজাল-বি দেখিলেই হাতে চাঁদ পাই—আনন্দসাগ ভাসিতে থাকি।

৬। শুধু এ হতভাগ্য কেন, এ হতভাগে গৃহিণী পর্য্যন্ত তোমার পূজার জন্য নিয়ত নি রহিয়াছেন। তুমি একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শি তুমি ওঙ্কারমূর্ত্তি। তোমাকে নমস্কার। তু যখন নাগিনীবিজড়িত মস্তক উত্তোলন করি ফোঁস কর, তখন কার সাধ্য তোমার নিক অগ্রসর হয়? তোমার মুখচন্দ্র হইতে ক কোন্ আদেশ বাহির হয় তাহারই প্রতীক্ষ নিয়ত তোমার মুখপানে হতভম্বের ন্যায় চাহি আছি। তুমিই আমার একমাত্র উপাস্য দেব

—কারণ অন্যান্য দেবতাগণ নিদ্রিত, বিশেষতঃ আমি একই কন্যার পিতা—তোমাকে কি কখন আমি অবহেলা করিতে পারি?

৭। তুমি সর্ব্বদা মনে ভাব আমি কি আমার বাড়ীর কেহ বুঝি তোমাকে তাচ্ছিল্য করে; কিন্তু তোমার এ জ্ঞান নাই যে তুমি আমাদের (আমার ও গৃহিণীর) হৃদয়-মন্দিরের জাগ্রত দেবতা, তোমাকে কি অবমাননা করিতে পারি? তোমার এক ডিক্রী উপরে উঠিতে পারিলে একটু হাসি কৌতুক করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া—প্রাণের জ্বালাটা কথঞ্চিৎ কমাইতে পারি, কিন্তু তুমি আবার কি মনে করিবে, সেইজন্য চুপ করিয়া থাকি।

৮। তোমার মুখ ভার দেখিলে আমাদের হৃদয় নিদাঘসুলভ বারিদপটলসমাবৃত অমানিশার অন্ধকারে ডুবিয়া যায়—অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তিরোহিত হয়। দশদিক্ অন্ধকারময় ও সমগ্র সংসার জীর্ণ অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হয়। তুমি কি আমার কম দেবতা? শয়নে স্বপনে তোমারই চিন্তায় তোমারই ধ্যানে মগ্ন থাকি। তুমি একবার প্রসন্ন হও।

৯। তোমার ভোজনের জন্য যার যতদূর সাধ্য সে তাহারই আয়োজন করে। তুমি আহারে বসিলে সকলে তোমারই মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। পাছে ভোজ্য দ্রব্য তোমার অপ্রীতিকর হয় সেই ভয়ে ভীত হইয়া পলকবিহীন নেত্রে চাহিয়া থাকে। মুক্তাফল স্বেদসিক্ত কপোলযুক্ত গৃহিণী স্বয়ং অন্নপূর্ণা হইয়া তোমার মুখাকাশে বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী একটু হাসি দেখিবেন বলিয়া বড় আশা করিয়া আড়ালে দণ্ডায়মানা থাকেন। সংসারে তোমার পূজা নয় ত কার পূজা হইতেছে—কোন্ দেবতা তোমার ন্যায় এত জাগ্রত?

১০। শ্বশুরগৃহে যখন তোমার ষোড়শোপচারে পূজা হইতে থাকে তখন তুমি হস্তপদ থাকিতেও অচল। স্থাণুর ন্যায় স্থানবিশেষ অধিকার করিয়া থাক। কথা খরচ করিতেও কৃপণ তোমাকে অপমান করে কার সাধ্য? দক্ষ তোমাকে তাচ্ছিল্য করিয়া ছাগমুণ্ড লাভ করিয়াছিলেন। তুমি জীয়ন্ত দেবতা। তোমার পূজায় প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে বড় ভয় করি। তুমি আমাকে ভয় হইতে ত্রাণ কর। আমি তোমাকে প্রাণের সদর দরজা খুলিয়া ডাকিতেছি। তুমি আমাকে অভয় দেও।

১১। শ্বশুরগৃহে নিত্য তোমার অভিষেক হইতেছে। পঞ্চগব্য ব্যতীত কোন্ দিন তোমার সেবা করিতে কে সাহসী হয়? তুমি শিলাচক্রবৎ শায়িত কি উপবিষ্ট তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। শালগ্রামের যেমন উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম নির্ণয় করা যায় না, তুমিও তেমনই গোলাকার—আক্কেল বুদ্ধিতে তোমারও উত্তর দক্ষিণ ঠিক পাওয়া যায় না। তুমি নিরাকার দেবতা, আমার পূজা গ্রহণ কর। আমি দুস্তর জলধিজলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। অতএব হে নিরাকার দেবতা! তুমি আমাকে উদ্ধার কর।

১২। তুমি যেমন গোলাকার তেমনই গোলাকার। যত গণ্ডগোল তোমাতে কেন্দ্রীভূত। তোমা হইতে প্রসারিত হইয়া সংসারে গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। কিঙ্করকিঙ্করীগণ অনুক্ষণ তোমার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়াও তোমার মন পায় না, তাই তাহারা নিয়ত তোমার জন্য বিমর্ষ থাকে। স্বগৃহে ভৃত্যাভাব হেতু তোমাকে

নিজ হস্তে অনেক কার্য্য সাধন করিতে হয়, শ্বশুরগৃহে তোমার শয়ন ও উপবেশন ৺জনার্দ্দনস্মরণ ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে হয় না। তবু তুমি ডাকে হাকে তোমার কার্য্যের ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হও না। তুমিই শ্বশুরগৃহের জাগ্রত বিগ্রহ। স্বয়ং শ্বশুর-শাশুড়ীর উপাস্য দেবতা। তোমাকে নমস্কার করি।

১৩। তুমি এত বড় দেবতা যে, জ্যৈষ্ঠ-মাসের ষষ্ঠীতিথি তোমারই নামাঙ্কিত মোহর-যুক্ত হইয়া বঙ্গদেশে চলিতেছে। ছোটবড় সকলেই ঐ তিথিতে তোমার পূজা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকে। ঐ ষষ্ঠী জামাইষষ্ঠী নামে খ্যাত। যার যেরূপ সাধ্য সে সেই পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়া ঐ তিথিতে তোমারই পূজা নিষ্পন্ন করিতে প্রয়াস পায়। তোমারই জন্য রন্ধনশালা হবির্গন্ধে আমোদিত ও ছপ্ ছপ্ শব্দে মুখরিত হইয়া থাকে। গৃহিণী তোমার পূজায় সহায়ব্যস্ত হইয়া একবার পাকের ঘরে, একবার ভাঁড়ার ঘরে, একবার তোমার কা গতায়াত করিয়া অস্থির হইয়া পড়েন। সেই মহাতিথিতে আহার করিতে বসি তোমার শাশুড়ী মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া স্বকরে খাদ্য বিতরণ করিয়া মানবজন্ম সফল করেন। দৃষ্টে তোমার মুখপানে তাকিয়া তা তোমার সহিত নানাবিধ কথা কহিয়া চক্ষু জিহ্বার সাফল্য করেন। তোমার মহা শেষ হইলে তদুদ্বর্ত্ত জিনিষ অন্যের ভা পড়ে। তোমার জন্যই সেদিন দরিদ্র শ্বশু বিমল পুলকস্রোতে ভাসিয়া যায়। শ্ব বেচারা (অবশ্য গৃহিণীর অজ্ঞাতে) ধার করিয়া যেন তেন প্রকারে তোমার পূজা উপকরণ সমস্ত আয়োজন করিয়া কৃতা হয়েন। অতএব হে নররূপী দেবতা! প্রসন্ন হইয়া পূজা গ্রহণ কর। আমি তোমা সাদরে নমস্কার করিতেছি। ইতি

সত্যব্রত গীতাধ্যায়ী

বিদুরনীতি।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)

বিদুর উবাচ।

অভিযুক্তং বলবতা দুর্বলং হীনসাধনম্।
হৃতস্বং কামিনং চৌরমাবিশন্তি প্রজাগরাঃ ॥১৩॥

বিদুর বলিলেন,—

প্রবলের অত্যাচারে হয় যেই প্রপীড়িত,
সহায় সম্পত্তিহীন, দুর্বল, সর্ব্বস্বহৃত,
কামী আর চৌর, এই ছয়জন, মহাশয়,
নিদ্রানাশ মহারোগে সতত কাতর হয়।১৩।

কচ্চিদেতৈর্মহাদোষৈর্ন স্পৃষ্টোঽসি নরাধিপ।
কচ্চিচ্চ পরবিত্তেষু গৃধ্নু পরিতপ্যসে ॥১৪॥

এ সকল মহাদোষ কভু আপনারে
করেনি ত স্পর্শ প্রভু? অথবা সংসারে
পরধন হরিবারে করিয়া বাসনা
পাওনি ত, মহারাজ, এ ঘোর যাতনা?।১৪।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

শ্রোতুমিচ্ছামি তে ধর্ম্যং পরং নৈঃশ্রেয়সং বচঃ।
অস্মিন্ রাজর্ষিবংশে হি ত্বমেকঃ প্রাজ্ঞসম্মতঃ ॥১৫॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—

ধর্ম্মযুক্ত শ্রেয়স্কর বচন তোমার
শুনিবারে চায় সদা হৃদয় আমার।
এই রাজ-ঋষি-কুলে তুমি হে বিদুর
একমাত্র মহাজ্ঞানী পরম চতুর।১৫।

বিদুর উবাচ।

রাজা লক্ষণসম্পন্নস্ত্রৈলোক্যস্যাধিপো ভবেৎ।
প্রেষ্যন্তে প্রৈষিতশ্চৈব ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৬॥

বিদুর বলিলেন,—

ত্রিলোকের সিংহাসন সুযোগ্য-সুধীর
সর্বসুলক্ষণযুক্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
তোমার সেবক তিনি, তবুও রাজন্,
নৃশংস হৃদয়ে তাঁরে পাঠায়েছ বন।১৬।

বিপরীততরশ্চ ত্বং ভাগধেয়ে ন সম্মতঃ।
অচ্চিত্ত্যং প্রক্ষয়াচ্চৈব ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মকোবিদঃ ॥১৭॥

যদিও ধর্ম্মাত্মা আর ধর্ম্মে সুপণ্ডিত,
তথাপি এ রাজ্যে তুমি হইলে বঞ্চিত;
যেহেতু শাস্ত্রের বিধি নমস্য সবার।
জন্মান্ধের রাজপাটে নাহি অধিকার।১৭।

আনৃশংস্যাদনুক্রোশাদ্ধর্ম্মাৎ সত্যাৎ পরাক্রমাৎ।
গুরুত্বাত্ত্বয়ি সম্প্রেক্ষ্য বহূন্ ক্লেশাংস্তিতীক্ষতে ॥১৮॥

সত্যসন্ধ ধর্ম্মশীল, দয়াপরায়ণ,
অহিংসায় রত সদা কুন্তীর নন্দন,
এইহেতু, ভাবি শুধু তোমার গৌরব
থাকিলেও পরাক্রম সহিছেন সব।১৮।

১৬। যুধিষ্ঠির তোমার লালনপালন-যোগ্য পরম স্নেহপাত্র, তাহাকে নির্ব্বাসন করা অনুচিত কার্য্য হইয়াছে; সন্দেহ নাই।

দুর্য্যোধনে সৌবলে চ কর্ণে দুঃশাসনে তথা।
ঐতেশ্বৈশ্বর্য্যমাধায় কথং ত্বং ভূতিমিচ্ছসি ॥১৯॥

দুর্য্যোধন শকুনি ও কর্ণ দুঃশাসনে—
সমস্ত ঐশ্বর্য্য সঁপি কহ কেমনে
মঙ্গলের আশা তুমি করিছ রাজন্?
(অসন্তুষ্ট ভবে হয় সন্তুষ্ট কখন!)।১৯।

আত্মজ্ঞানং সমারম্ভস্তিতিক্ষা ধর্ম্মনিত্যতা।
যমর্থান্নাপকর্ষন্তি স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে ॥২০॥

উত্তম কার্য্যেতে রতি আত্মনাত্মজ্ঞান,
সহ্যগুণ আর নিত্য ধর্ম্মের সন্মান—
করে নাই অর্থ হতে যারে আকর্ষণ,
নীতিশাস্ত্র মতে হয় পণ্ডিত সে জন।২০।

[মন্তব্য।—পণ্ডিত ব্যক্তি নির্লিপ্তভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সেবা করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম ও মোক্ষের জন্য অর্থ কামকে বর্জ্জন করেন না; পক্ষান্তরে অর্থ কামের জন্য ধর্ম্ম মোক্ষকেও পরিত্যাগ করেন না।]

নিসেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে।
অনাস্তিকঃ শ্রদ্দধান এতৎপণ্ডিতলক্ষণম্ ॥২১॥

সদাই উত্তম কর্ম করেন যে জন,
কদাচ গর্হিত কাজে নাহি দেন মন;
শ্রদ্ধাবান বেদশাস্ত্রে সদা অবহিত,
পণ্ডিতের চিহ্ন এই, জানিবে নিশ্চিত।২১।

ক্রোধো হর্ষশ্চ দর্পশ্চ হ্রীঃ স্তম্ভো মান্যমানিতা।
যমর্থান্নাপকর্ষন্তি স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে ॥২২॥

২১। নাস্তিকো বেদনিন্দক ইত্যমরকোষঃ॥ পূর্ব্বে "নাস্তিক" অর্থে ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসীকে বুঝাইত না; পরন্তু বেদের নিন্দুককেই নাস্তিক বলিত। এইজন্য "কপিল দর্শন" নিরীশ্বর হইলেও আস্তিক,—চার্ব্বাক্ নাস্তিক।

ক্রোধ হর্ষ দর্প লজ্জা মোহ অভিমান,
(এই ষড়-দোষ ষড় রিপুর সমান)
করে নাই অর্থ হতে যারে আকর্ষণ,
নীতিশাস্ত্র মতে-কয় পণ্ডিত সে জন।২২।

[মন্তব্য।—যিনি ক্রোধাদি নীচ প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া নিজ কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট না হন, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত। অনেকেই ক্রোধাদি রিপু—পরিচালিত হইয়া কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া থাকেন,—এমন কি মুনি-ঋষিগণও ইহাদের নিকট অব্যাহতি পান নাই।]

যস্য কৃত্যং ন জানন্তি মন্ত্রং বা মন্ত্রিতং পরে।
কৃতমেবাস্য জানন্তি স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে ॥২৩॥

সংকল্পিত কার্য্য আর মন্ত্রণা আপন,
কেহ না জানিতে পারে,—এমনি গোপন,—
প্রকাশিত হয় কার্য্য হইলে সাধন,
এরূপ শকতি যার,—পণ্ডিত সে জন।২৩।

[মন্তব্য। মন্ত্রগুপ্তি নীতিশাস্ত্রের একটী প্রধান উপদেশ।—লঘুচেতা ব্যক্তিরা সংকল্পিত কার্য্য সাধন না করিয়াই বাগাড়ম্বর করিয়া বেড়ায়। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কদাপি তাহা করেন না;—যেহেতু মন্ত্রণা ও সংকল্পের কথা অসময়ে প্রকাশিত হইয়া পড়িলে শত্রুগণ বিঘ্ন ঘটাইতে পারে;—অথবা কোন অচিন্তিতপূর্ব্ব কারণে সে কার্য্য সম্পন্ন না হইলে অনর্থক লোকলজ্জা ভোগ করিতে হয়।]

যস্য কৃত্যং ন বিঘ্নন্তি শীতমুষ্ণং ভয়ং রতিঃ।
সমৃদ্ধিরসমৃদ্ধির্বা সঁ বৈ পণ্ডিত উচ্যতে ॥২৪॥

সমৃদ্ধি, দারিদ্র্য, সুখ, শীত, গ্রীষ্ম, ভয়,
(কর্ত্তব্যের পথে এই মহাঁবিঘ্ন ছয়)
না পারে করিতে বিঘ্ন কার্য্যেতে যাঁহার,
ধরায় পণ্ডিত খ্যাতি লাভ হয় তাঁর।২৪।

যস্য সংসার্গিণী প্রজ্ঞা ধর্ম্মার্থাবনুবর্ত্ততে।
কামাদর্থং বৃণীতে যঃ স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে ॥২৫॥

যাঁর সাংসারিক বুদ্ধি যথাপ্রয়োজন
ধর্ম্ম অর্থ পথে সদা করে সঞ্চরণ,—
কাম হইতেও অর্থ করে আহরণ,
ধরায় পণ্ডিত খ্যাতি লভেন সে জন।২৫।

যথাশক্তি চিকীর্ষন্তি যথাশক্তিচ কুর্ব্বতে।
ন কিঞ্চিদবমন্যন্তে নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ ॥২৬॥

যথাশক্তি চেষ্টা করে যথাশক্তি করে,
অপমান করে নাক কভু কোন নরে,
যাঁহারা করেন সদা হেন ব্যবহার।
তাঁহারা পণ্ডিত এই সংসার মাঝার।২৬।

ক্ষিপ্রং বিজানাতি চিরং শৃণোতি,
বিজ্ঞায় চার্থং ভজতে ন কামাৎ।
নাসম্পৃষ্টো হ্যুপযুংক্তে পরার্থে
তৎ প্রজ্ঞানং প্রথমং পণ্ডিতস্য ॥২৭॥

ঝটিতি বুঝিতে পারে, তবুও যতনে
বক্তার সকল কথা শুনে একমনে,
কামবশ হ'য়ে কোন কার্য্য নাহি করে,
আগে বুঝে তবে কাজ করে তার পরে,
না পুছিলে কোন কথা বলে না কখন,
এইগুলি পণ্ডিতের প্রথম লক্ষণ।২৭।

নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্।
আপৎসু চ ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ ॥২৮॥

অপ্রাপ্য বস্তুর বাঞ্ছা নাহি রাখে মনে,
নাহি করে শোক নষ্ট বস্তুর কারণে।
বিপদ সময়ে কভু কাতর না হয়
যাহারা, পণ্ডিত তারা, জানিবে নিশ্চয়।২৮।

নিশ্চিত্য যঃ প্রক্রমতে নান্তর্বসতি কর্ম্মণঃ।
অবন্ধ্যকালো বশ্যাত্মা স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে ॥২৯॥

আরম্ভ করয়ে কার্য্য করিয়া নিশ্চয়,
বিঘ্ন ভয়ে কার্য্যে কভু ক্ষান্ত নাহি হয়,

ব্যর্থভাবে নাহি করে সময় যাপন,
চিত্ত বশীভূত সদা, পণ্ডিত সে জন।২৯।

আর্য্যকর্ম্মণি রজ্যন্তে ভূতিকর্ম্মাণি কুর্ব্বতে।
হিতং চ নাভ্যসূয়ন্তি পণ্ডিতা ভরতর্ষভ ॥৩০॥

শ্রেষ্ঠকর্ম্মে হন যাঁরা আনন্দেতে রত,
উন্নতির চেষ্টা যাঁরা করেন সতত,
পরের মঙ্গলে কভু না হন পীড়িত।
মহারাজ, তাঁরা হন পণ্ডিত নিশ্চিত ॥৩০॥

ন হৃষ্যত্যাত্মসম্মানে নাবমানেন তপ্যতে।
গাঙ্গো হ্রদ ইবাক্ষোভ্যো যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে ॥৩১॥

আপন সম্মানে যেই না হয় অধীর।
কিংবা নিজ অপমানে না পুড়ে শরীর।
চঞ্চলতা নাহি—গাঙ্গ হ্রদের মতন।
নীতিশাস্ত্রমতে হয় পণ্ডিত সে জন।৩১।

তত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্বভূতানাং যোগজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
উপায়জ্ঞো মনুষ্যাণাং নরঃ পণ্ডিত উচ্যতে ॥৩২॥

সকল ভূতের তত্ত্বে প্রবীণ যে জন।
সকল কর্ম্মের জ্ঞানে জ্ঞানী যাঁর মন।
মনুষ্যের ভালমন্দ করায়ত্ত যাঁর।
সে জন পণ্ডিত এই সংসার মাঝার।৩২।

[মন্তব্য।—যিনি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সৃষ্টির রহস্য,—সমস্ত জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান—সম্যক অবগত, অথচ কেবল মাত্র ভাবুক নহেন পরন্তু সাংসারিক সমুদয় কর্ম্মের রহস্যও জানেন, এবং মনুষ্যের উপায় অপায় সম্বন্ধে বহুদর্শী, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত। (Not only a theorist or a dreamer, but also a sound practical man of the world, well experienced in every branch of human activity). হায়! বর্ত্তমান সময়ে এরূপ পণ্ডিত কোথায়?]

প্রবৃত্তবাক্ চিত্রকথ ঊহবান্ প্রতিভানবান্।
আশু গ্রন্থস্য বক্তা চ যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে ॥৩৩॥

সুমিষ্ট বিচিত্র বাক্যে পরম চতুর,
শুনিলেই বুঝা যায় প্রতিভা প্রচুর,
সুকঠিন তর্কশাস্ত্রে অধিকার বেশ,
নূতন পুস্তক পাঠে নাই চিন্তালেশ,
এই সব গুণ রাখে যেই মহাজন,
পণ্ডিত নামের তিনি উপযুক্ত হন।৩৩।

শ্রুতং প্রজ্ঞানুগং যস্য প্রজ্ঞা চৈব শ্রুতানুগা।
অসম্ভিন্নার্য্যমর্য্যাদঃ পণ্ডিতাখ্যাং লভেত সঃ ॥৩৪॥

যাঁর বুদ্ধি-অনুগামী হয় শাস্ত্রচয়,
শাস্ত্র অনুগামী পুনঃ বুদ্ধি যাঁর হয়,
সর্ব্বদা করেন যিনি ভদ্রের সম্মান,
পণ্ডিত উপাধি তিনি সংসারেতে পান।৩৪।*

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

* এইবার মূর্খের লক্ষণ কথিত হইবে।

সংহিতাসংগ্রহ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৪)

যেত্যক্তারং স্বধর্ম্মস্য পরধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ।
তেষাং শাস্তিকরো রাজা স্বর্গলোকমহীয়তে ॥
॥১৭॥

অন্বয়ঃ।

যে (জনাঃ) স্বধর্ম্মস্য ত্যক্তারং পরধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ, তেষাং শাস্তিকরো রাজা স্বর্গলোকমহীয়তে (২৫) ॥১৭॥

বঙ্গার্থ।

যিনি স্বধর্ম্মপরিত্যাগী ব্যক্তিকে অন্যধর্ম্মে সংস্থাপন করেন, যে রাজা এইপ্রকার ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করেন, তিনি স্বর্গলোকে গমন করেন ।১৭।

আত্মীয়ে সংস্থিতো ধর্ম্মে শূদ্রোঽপি স্বর্গমশ্নুতে।
পরধর্ম্মো ভবেত্যাজ্যঃ সুরূপপরদারবৎ ॥১৮॥

অন্বয়ঃ।

শূদ্রঃ অপি আত্মীয়ে ধর্ম্মে সংস্থিতঃ (সন্) স্বর্গং অশ্নুতে পরধর্ম্ম সুরূপ (২৬) পরদারবৎ ত্যাজ্যো ভবেৎ ॥১৮॥

ক্ষত্রিয়াণাং হি সংস্কারোঽধ্যয়নং যজ্ঞকর্ম্ম যৎ।
তৎ করিষ্যতি পুত্রস্তে প্রজাপালনকর্ম্মণি ॥
নিয়তশ্চিত্রগুপ্তস্য স্বধর্ম্মোঽস্য ভবিষ্যতি ॥৬৬।৬৮

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দিগের যেপ্রকার সংস্কার বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞকর্ম্ম ও প্রজাপালন কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে কায়স্থ তাহাই করিবে, কেন না ইহাই চিত্রগুপ্তের ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণগণ মনে রাখিবেন যে, বঙ্গীয় কায়স্থগণ চৈত্রগুপ্ত কায়স্থ। ভবিষ্যপুরাণে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের আবির্ভাব অধ্যায়ে ব্রহ্মা চিত্রগুপ্তকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলেন—

ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্ম পালনীয়ো যথাবিধি।

অর্থাৎ তোমাকে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যথাবিধি পালন করিতে হইবে।

(২৬) সুরূপ পরদারবৎ—অপরের স্ত্রী সুন্দরী হইলেও যেমন ত্যাগ করা উচিত, তদ্রূপ পরধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলেও অবশ্য নিজধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না। এই সম্বন্ধে মনুর অনুশাসনবাক্য—

বরং স্বধর্ম্মো বিগুণঃ, ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
পরধর্ম্মেণ জীবন হি, সদ্যঃ পততি জাতিতঃ।
অ০ ১০।৯৭।

(২৫) এই শ্লোকটী পূর্ব্ব শ্লোকের অংশ মাত্র। এই বিধানানুসারে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ যাহারা হিন্দু ও মুসলমানদিগকে তাহাদিগের স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করে তাহারা রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হয়। বর্ত্তমান সময়ে যেসমস্ত ব্রাহ্মণগণ কায়স্থকে কায়স্থধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধা দেন, ও শূদ্রধর্ম্মে রাখিতে চেষ্টা করেন তাঁহারাও এই অনুশাসনে রাজদ্বারে দণ্ডার্হ। স্কন্দপুরাণীয় রেণুকামাহাত্ম্যের ৪৭ অধ্যায়ে কায়স্থধর্ম্ম কাহাকে বলে লিখিত আছে,—

দত্তঃ কায়স্থধর্ম্মোঽস্মৈ চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্বতঃ।

অর্থাৎ—শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তধর্ম্মই কায়স্থধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য চিত্রগুপ্তের কোন্ ধর্ম্ম? এই প্রশ্ন স্বয়ং বেদব্যাস উক্ত পুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে ঘোষণা করিয়াছেন—

বঙ্গার্থ।

নিকৃষ্ট বর্ণাশ্রমী শূদ্রজাতি ও নিজ ধর্ম্ম পালন করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিতে পারে। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরধর্ম্ম সুন্দরী পরস্ত্রীর ন্যায় পরিত্যাগ করিবে ।১৮।

বধ্যো রাজ্ঞা স বৈ শূদ্রো জপহোমপরশ্চ যঃ।
ততো রাষ্ট্রস্য হন্তাসৌ যথা বহ্নেশ্চ বৈজলম্ ॥
॥১৯॥

অন্বয়ঃ।

যঃ শূদ্রঃ (২৭) জপহোমপরায়ণঃ (২৮) সঃ রাজ্ঞা বধ্য (২৯), ততঃ অসৌ (শূদ্রঃ) রাষ্ট্রস্য হন্তা (ভবেৎ), যথা জলং বহ্নে হন্তৃ ॥১৯॥

বঙ্গার্থ

জপ ও হোমনিরত শূদ্র রাজার বধ্য, কেননা জল যেমন অগ্নিকে বিনাশ করে, তদ্রূপ সেই ব্যক্তি রাজ্যদ্রোহী হয় ।১৯।

অর্থাৎ দোষযুক্ত নিজধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দোষহীন পরধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না। কারণ পরধর্ম্ম গ্রহণ করিলে জীবনকালেই জাতিপাত হয়। এই বাক্য উপেক্ষা করিয়া যখন আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ অতি মন্দক্ষণে বর্ণশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়াচার ত্যাগ করিয়া সদোষ শূদ্রত্ব বরণ করেন, তখন তাঁহাদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য ছিল যে তাঁহারা এইরূপ অধর্ম্মের কার্য্য দ্বারা তাঁহাদিগের উত্তরপুরুষগণের জাতিপাত করিতেছেন। এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া ধ্রুবানন্দ মিশ্র তদীয় মহাবংশাবলীতে লিখিয়াছেন—

গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ ॥

অর্থাৎ রাজদরবারে ব্রাহ্মণদিগের মানরক্ষার্থে তাৎকালিক কায়স্থগণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যজ্ঞসূত্র ও সাবিত্রীমন্ত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। লোকে প্রাকৃত ভাষায় বলে "যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর" ব্রাহ্মণ সমাজকে বৌদ্ধরাজার অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিতে কায়স্থগণ ব্রাহ্মণদিগের অনুরোধে যজ্ঞসূত্র ও গায়ত্রীমন্ত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন, আজ কালবশে সেই ব্রাহ্মণই আমাদের স্বধর্ম্মপালনে বাধা দিতেছেন ও নানাপ্রকারে উৎপীড়ন করিতেছেন। অবশ্য এইরূপ বর্ণনা মধ্যে বর্জ্জিত বিধি আছে। ঔদারনৈতিক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ অধ্যাপক মহাশয়দিগের কথা আমরা বলিতেছি না, কারণ তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে আমাদের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। "সুরূপ-পরদারবৎ" পদে উপমা বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, কেননা ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ভাবে যেমন সুন্দরী পরদারাভিমর্ষণে সামাজিক অশান্তি উপস্থিত হয়, ব্যষ্টিভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম গ্রহণে সমাজকে উন্নত করে, অবনমিত করে না। বিশ্বমিত্রাদি ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণের উত্তম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেশকে ও সমাজকে উন্নত করিয়াছিলেন, কিন্তু সামাজিক ভাবে যদি সকলেই বন্ধুবধাদি দোষযুক্ত ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাটনাদি শান্ত ব্রাহ্মণের ধর্ম্মাবলম্বন করেন, তখন সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে।

(২৭) শূদ্রঃ—চতুর্থবর্ণ, শুচাৎদ্রবতি ইতি শূদ্র, শোক হইতে যে পলায়ন করে অর্থাৎ বধাদি জনিত শোক হইতে যে দূরে থাকে সেই শূদ্র। ইহার প্রতিশব্দ, অবরবর্ণ, বৃষল, জঘন্যজ, দাস, পাদজ, দ্বিজসেবক, দ্বিজদাস, অস্যোৎপত্তিঃ পাদাৎ, 'অস্যশাস্ত্রনিরূপিতো ধর্ম্ম জীবিকা চ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশুশ্রূষা। অস্যৈকা-

শ্রমো গার্হস্থ্যঃ। শূদ্ররাজ্যে বাসনিষেধো, শূদ্রায় মতিদাননিষেধো, ন শূদ্রায় মতিংদদ্যাৎ কৃশরং পায়সং দধি। নোচ্ছিষ্টং মধু ঘৃতং নচ। অর্থাৎ শূদ্রকে জ্ঞান দিবে না, তিলের, মধু, পায়স, দধি, উচ্ছিষ্ট, মধু ও ঘৃত শূদ্রকে কখনও দিবে না। শূদ্রান্নং রুধিরং স্মৃতম্, অর্থাৎ শূদ্রের অন্ন অখাদ্য শোণিতের ন্যায় পরিত্যাজ্য। শ্মশানমিবসচ্ছূদ্র তস্মাৎ তং পরিবর্জ্জয়েৎ। দ্বিজগণ সচ্ছূদ্রকে শ্মশানের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। শূদ্রের বিষয় আর অধিক লিখিতে আমাদের স্থানাভাব। শূদ্রধর্ম্মী কায়স্থ মহাত্মাগণ শূদ্রের বিষয় মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া তাঁহাদিগের সামাজিক স্থান ও গৌরব উপলব্ধি করিবেন।

(২৮) জপঃ—ঈশ্বরোদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণম্। শ্রীভগবান্ কিংবা তাঁহার শক্তিবিশেষে মনঃসমাহিতাবস্থায় গুরুদত্ত বীজমন্ত্রোচ্চারণকে জপ বলে। তস্যানুষ্ঠানং যথা—

মনঃ সংহৃত্য বিষয়ান্মন্ত্রার্থগতমানসঃ।
ন দ্রুতং ন বিলম্বঞ্চ জপেন্মৌক্তিকপঙ্‌ক্তিবৎ॥

অর্থাৎ বিষয়ান্তর হইতে মনকে একাগ্র করিয়া মন্ত্রার্থে মনঃসমাহিত করতঃ অতিদ্রুত, অতিধীর ভাব পরিত্যাগ পুরঃসর ধীরে ধীরে মুক্তামালার ন্যায় এক একটী মন্ত্র মনোমধ্যে চিন্তা করাকে জপানুষ্ঠান কহে। জিহ্বোষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিৎ দেবতাগতমানসঃ। জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয় কিঞ্চিৎ চালনা করিয়া অভীষ্ট দেবতাতে মন সমাহিত রাখিবে। তন্ত্রে জপ সম্বন্ধে নানা উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে। করমালা সম্বন্ধে লিখিত আছে—

অনামামধ্যমারভ্য কনিষ্ঠান্তিত এবচ।
তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং দশপর্ব্বসু সংজপেৎ॥

অর্থাৎ—অনামিকার মধ্য পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠার পর্ব্বত্রয় তৎপর চারি অঙ্গুলীর শিরোপর্ব্ব বিচরণ করতঃ তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত দশবার জপ করিবে। জপকালে নিম্নলিখিত বিষয় ত্যাগ করিবে—

আলস্যং জৃম্ভণং নিদ্রাং ক্ষুতং নিষ্ঠীবনং ভয়ম্।
নীচাঙ্গস্পর্শনং কোপং জপকর্ম্মণি বিবর্জ্জয়েৎ॥

অর্থাৎ—আলস্য, হাইতোলা, নিদ্রা, হাঁচি, থুথুক্ষেপন, ভয়, নীচাঙ্গস্পর্শন, এবং ক্রোধ এই আটটী পরিত্যাগ করিবে। কেবল নামজপরূপ মহাযজ্ঞ দ্বারা যোগী ব্রহ্মলাভ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত যজ্ঞের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া গীতা বলিতেছেন—

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্॥৩০॥
অ০ ৪।

অর্থাৎ—ইহারা সকলেই যজ্ঞবিৎ, এই সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা পাপবিমুক্ত, যজ্ঞাবশিষ্টকালে অমৃতভোগী হইয়া মানুষ সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করে।

হোমঃ—পঞ্চমহাযজ্ঞান্তর্গত-যজ্ঞবিশেষঃ। অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতোনৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনম্॥৭০॥ মনু অ০ তৃতীয়।

অর্থাৎ—বেদপাঠনা, ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, তর্পণ, হোম, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ অতিথিসেবা। মূলতঃ ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ এই পাঁচটী পঞ্চমহাযজ্ঞ বলিয়া কথিত হইয়াছে—মনুশ্লোকে অধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞের, তর্পণ পিতৃযজ্ঞের, হোম দেবযজ্ঞের, ও অতিথিপূজা নৃযজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। হোম সম্বন্ধে আর্ষশাস্ত্রে বিভিন্ন মতের প্রয়োগ

দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন হোম দ্বিজাতির কর্ত্তব্য, আবার কেহ কেহ বলেন বৈশ্য শূদ্রের হোম বিফল। স্বাহান্তেন ত্রিধা হুত্বা ষড়ঙ্গহবনং চরেৎ। অর্থাৎ স্বাহা স্বধা বষট্‌কার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ষড়ঙ্গ হোম করিবে। সাগ্নিক দ্বিজই হোমের প্রকৃত অধিকারী, যাঁহার গৃহে অগ্নি সংরক্ষিত হয় না তিনি হোমের সম্পূর্ণ ফল ভোগ করেন না। আর্য্য মনীষিগণ হোমকে অতিশয় মঙ্গলকর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক মতে ঘৃতাহুতির ধূমরাশি গগণে সমুত্থিত হইয়া জলভারাক্রান্ত মেঘমোলার সঞ্চার করে ও বসুধা শস্যশালিনী হন। কায়স্থমাত্রেরই গৃহে চিরাগ্নি সংরক্ষা করা উচিত, তাহা হইলে প্রাত্যহিক হোমকার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে।

(২৯) বধ্যঃ—জপহোমপর শূদ্র রাজার বধ্য। এই একটী বিষম, যুক্তিহীন আদেশ। রামায়ণে তপঃপরায়ণ জনৈক শূদ্র তপস্বীর রামকর্ত্তৃক বধ আমরা পাঠ করিয়া শ্রীরামের প্রতি বিস্ময় ও ঘৃণা যুগপৎ আমাদিগের হৃদয় অধিকার করে। কিন্তু বাল্মীকি জপের কথা লিখেন নাই, তপের কথা লিখিয়াছেন, অত্রি মহাশয় শূদ্রকে হরিনাম নির্জ্জনে বসিয়া জপ করিতেও দিবেন না। এই প্রকার যুক্তিহীন নির্দ্দেশ কোনও প্রাচীন সভ্যজাতির ধর্ম্মশাস্ত্র কখনও কলঙ্কিত করে নাই। যে জাতির সংহিতা মধ্যে এই প্রকার অনর্থকর বিধান নিহিত থাকে, তাহা অধর্ম্মের ও উৎসন্নের পথে ধাবিত হইবে আশ্চর্য্য কি? যাহারা কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিতে চান ও অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী হইয়া কায়স্থের বাটীতে আহার করিতে দ্বেষ প্রকাশ করেন, এই সমস্ত কায়স্থবিদ্বেষী

প্রতিগ্রহোঽধ্যাপনঞ্চ তথাঽবিক্রেয়বিক্রয়ঃ।
যাজ্যং চতুর্ভিরপ্যেতৈঃ ক্ষত্রবিট্‌পতনং স্মৃতম্॥২০॥

অন্বয়ঃ।

প্রতিগ্রহঃ, অধ্যাপনং, (৩০) তথা অবিক্রেয়বিক্রয়ঃ (৩১), যাজ্যং এতৈঃ চতুর্ভিরপি ক্ষত্রবিট্ পতনং স্মৃতম্॥২০॥

বঙ্গার্থ।

দানগ্রহণ, বেদপাঠনা, নিষিদ্ধ দ্রব্যের বিক্রয় এবং যাজন এই চারিপ্রকার কার্য্যানুষ্ঠানে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির পতন হয়।২০।

ব্রাহ্মণগণের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কুলীন কায়স্থের নবগুণের মধ্যে তপশ্চর্য্যা একটী প্রধান গুণ। যে কায়স্থ তপশ্চারণে বিরত তিনি কুলীন বলিয়া আখ্যাত হইতে পারেন না।

(৩০) ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তজ্জন্য ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তাহাতে অধিকার নাই। আপৎকালে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যাজন ও অধ্যাপন করিতে পারেন বটে, কিন্তু প্রতিগ্রহ কখনও গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৩১) দ্রব্যবিশেষবিক্রয়নিষেধো যথা—মদ্য, মাংস, মধু, চর্ম্ম, লাক্ষা, লবণ, ক্ষীর, লৌহ ইত্যাদি। মাংস, মধু, চর্ম্ম, লাক্ষা ইত্যাদি বস্তু প্রস্তুতপ্রকরণে জীবহিংসা অপরিহার্য্য কিন্তু লবণ, ক্ষীর ও লৌহ বিক্রয়ের নিষেধ কোন যুক্তিসঙ্গত নহে। ইতি

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকস্য।

নিরঞ্জনবালা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)

কায়স্থ-বিধবা-জীবনের যে চিত্র তাঁহার সম্মুখে অদ্য রাত্রিতে উপস্থিত হইল, তাহাতে সত্যব্রতকে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন করিল। তিনি ভাবিলেন, হায় এ দুই বিধবা কিপ্রকারে এই দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করিবেন। ইঁহাদের অবস্থা ত নিতান্ত মন্দ নয়। বোধ হয় কিছু জোতজমাও আছে, ন্যস্ত টাকাও আছে। পরিবারটি সুরুচিসম্পন্ন। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! ইঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিবার ত লোক নাই। চতুর্দ্দিকে মুসলমান বাস করে। হয়ত ইঁহারাই তাহাদের প্রজা; তাহাদিগের উপরই ইঁহাদিগকে নির্ভর করিতে হয়।

ইতিমধ্যে যুবতীটি ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন;—"মা আপনাকে ইহার যে কোন পালঙ্কে বিশ্রাম করিতে বলিলেন।" কথাটি যুবকের কর্ণে গেল। কিন্তু তিনি তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। সেই পীড়ির উপর বসিয়াই ভাবিতে লাগিলেন। আমরা কায়স্থ-সভা করিতেছি; আমরা ক্ষত্রিয় হইয়াছি। কিন্তু গ্রামে গ্রামে ত এরূপ কত কায়স্থ বিধবার জীবন নিষ্ঠুর কালের স্রোতে হাবুডুবু খাইতেছে। আমরা কি ইহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারি না। আমরা নববিংশতি ক্ষত্রিয় যুবক প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যেস্থলে পিতা পণ দিতে অসমর্থ হইয়া কন্যা লইয়া বিপদ্‌গ্রস্থ হইয়াছেন, সেখানে শ্রেণী বিবেচনা না করিয়া এতাদৃশ কন্যার পাণি গ্রহণপূর্ব্বক পিতার কষ্ট দূর করিব? কি এ কি! এ যে তদপেক্ষায়ও শতগুণ কষ্টের বিষয়। এমন কষ্টদায়ক ঘটনা ত কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। শাস্ত্রে বিধবা বিবাহ প্রশস্ত। বিশেষতঃ বেদসংহিতায় আছে;—

উঠিয়া চল সংসারে যাও যাঁর সহকারে
করিতে শয়ন, তিনি গতাসু এখন।
গ্রহণ করিয়া পাণি দিধিসু হবেন যিনি
হয়ে পত্নী তাঁর কর্ত্তব্য সাধন ॥১০।৮ ঋক্

এই যদি বেদের ইঙ্গিত, তবে আমরা বৈদিক আচার গ্রহণ করিয়া বিধবা বিবাহ করিতে পারিব না কেন? ক্ষত্রিয়ত্ব কি কেবল এই সূত্র ধারণ করা? না—ক্ষত্রিয়ত্ব হৃদয়ে ধারণ করিয়া বেদোক্ত বিধান কার্য্যে পরিণত করা? এই ত বেদ বিধি রহিয়াছে, ইহা প্রতিপালন করিব না কেন?

এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে যুবকের অন্তঃকরণ ক্রমশঃ ক্ষত্রতেজে উদ্দীপ্ত হইতে লাগিল। যে সবিতৃদেব আমাদিগকে প্রত্যহই কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রণোদিত করেন, যিনি আমাদের সদসৎ বুদ্ধির প্রেরয়িতা, তাঁহার অধীনে থাকিয়া যদি আমরা ন্যায় বুদ্ধি অনুসারে কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে না পারি, তবে এই ক্ষত্রিয় জীবন লাভের কি ফল হইয়াছে? এতাদৃশ বিধবাদিগের দুঃখ মোচন কি আমাদের কর্ত্তব্য কাজের অন্তর্গত নয়। ইঁহারা হয়ত অল্পকালের মধ্যে মুসলমান গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। হিন্দুগণ কি এমন নির্ব্বীর্য্য হইয়াছেন যে তাঁহারা ইঁহাদের উদ্ধারসাধন করিতে পারেন না? সামাজিক কৌলিকপ্রথা কি এমনই প্রভাবশালিনী যে কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে চাহে না। আমি ইহার বিরুদ্ধে গমন করিব।

ইত্যবসরে তাঁহার অন্ন প্রস্তুত হইয়াছিল। বিধবার গৃহ। ডালভাত, পটলভাজা, আলুভাজা, দুএক রকমের ঝাল, তাঁহার সম্মুখে আনিয়া স্থাপন করা হইল। কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও মিষ্টান্নের সহিত তাঁহার ভোজন পরিসমাপ্ত হইল।

রাত্রি তখন এগারটা। যুবকের অনুরোধ ক্রমে বারিস্থায়, একখানি বিছানা পাতিয়া দেওয়া হইল। তিনি তথায় শয়ন করিতে যাইতেছেন এমন সময়ে বিধবা বলিলেন;—

"বাবা! তোমার বোধ হয় ঘুমের সময় হইয়াছে, আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছ না?"

সত্য। না—আমার ঘুমের জন্য নহে।

বিধবা। তবে একটুক বৈস। আরও দুটা কথা বলি।

সত্য। বলুন।

বিধবা বলিতে লাগিলেন;—"আমাদের কথা ত তোমার নিকট অনেক ব্যক্ত হইয়া পড়িল। আমার স্বামী সাহেবের বড় বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। সাহেবের কৃপায় আমাদের অর্থাভাব ছিল না; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সাহেবেরই একটী মোকর্দ্দমায় তাঁহার দুই বৎসর কারাবাস হইয়াছিল। কারাবাসের পূর্ব্বেই এই কন্যার বিবাহ দিয়া গিয়াছিলেন।

৩০০০৲ টাকার অধিক তাহাতে খরচ হয়। জামাতাটি মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেছিল, হঠাৎ কি হৃদ্‌রোগ হইয়া সে মারা গিয়াছে। জামাতার পিতা বড় অর্থলোভী ছিলেন; ১৮০০৲ টাকা তাঁহাকে নগদই দিতে হইয়াছিল। পুত্র মারা গিয়াছে, তিনি যে আর এই কন্যার ভার গ্রহণ করিবেন মনে লয় না। এই নিরঞ্জনবালাই আমার বিপদের কারণ হইয়াছে। আমি এই আগুন কেমন করিয়া পুষিব? আপনারা ক্ষত্রিয় হইয়াছেন; আপনারা কি ইহার কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন না?"

সত্য। আপনার কন্যাকে দেখিয়া ত আমার বোধ হইতেছিল ইনি সধবা।

বিধবা। সত্য বটে এ সাদা কাপড় পরিতেছে না; হাতের বালা ও গলার হারও ইহাকে আমি পরিত্যাগ করিতে দেই নাই। কিন্তু এ আমার সহিত আতপান্ন ভোজন করে ও আমার ন্যায় একাহারিণী।

সত্য। এ বিষয়ে আমি আপনাকে এক্ষণে কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। কল্য প্রাতে দিব।

বিধবা। কেন বাবা? অদ্য দিলেও তুমি দিবে, কল্য দিলেও তুমি দিবে। কল্য হয়ত সকালে তুমি উঠিয়া চলিয়া যাইবে। তারপর ত আর কেহ কার নয়।

সত্য। তবে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি কি এই বিধবা কন্যাকে পুনর্ব্বার পাত্রস্থ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন?

বিধবা। ইচ্ছা করি নাই; ভাবিতেছি।

সত্য। কেবল ভাবিলে হয় না। যদি

আপনি এবিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হন, তবে আমিও এবিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইতে পারি।

বিধবা। তুমি কি বিবাহিত?

সত্য। আমি বিবাহিত কিন্তু বিপত্নীক। প্রায় দুই বৎসর অতীত হইয়াছে আমার স্ত্রী ম্যালেরিয়া জ্বরে মারা গিয়াছেন। আমার জীবনও খুব সুখের জীবন নয়।

বিধবা। তবে বাবা! তোমাকে কি সাহস করিয়া বলিব তুমি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ কর; আমি গান্ধর্ব্ব বিধানে এখনি এ কন্যা তোমাকে সমর্পণ করিতে পারি।

সত্য। এরকম ভাবে আমি আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারি না।

বিধবা। তবে কিপ্রকারে পার?

সত্য। আমি ইহাকে রীতিমত ভাবে পুরোহিত বা কায়স্থাচার্য্যের সাহায্যে প্রকাশ্যে বেদমন্ত্রানুসারে গ্রহণ করিতে পারি। নচেৎ পারি না।

বিধবা। সে তবে কথার কথা। ইহার কি আর পুরোহিত মিলিবে? প্রকাশ্যে বিবাহ হইতে গেলে, নিকটস্থ হিন্দু মুসলমান দু-ই শত্রু হইবে। সে বিবাহ হইবেই না। তদপেক্ষা আমি তোমাকে কন্যা সমর্পণ করি, তুমি ইহাকে লইয়া চলিয়া যাও।

সত্য। আমি বিধবাজীবন কলুষিত করিতে ইচ্ছা করি না; আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন, রীতিমত বিবাহই আমি করিতে পারিব। তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, হিন্দু বিরুদ্ধ হইবে বুঝিলাম, মুসলমান বিরুদ্ধ হইবে কেন?

বিধবা। আমাদের এই দশা দেখিয়া পার্শ্বস্থ অনেক মুসলমান ভাবিয়াছে আমরা তাহাদেরই হস্তগত হইব; নিরঞ্জনের যদি হিন্দুর সহিত পুনর্ব্বিবাহ হয়, তাহাদের আশা মিটিল না। এ অঞ্চলের আরও ২।৪টি বিধবা মুসলমানের বিবাহিতা পত্নী হইয়াছে। কাহার কাহার সন্তানাদিও জন্মিয়াছে।

সত্য। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আমি এক সপ্তাহের মধ্যে আসিয়া আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করিব।

এই বলিয়া তিনি বাহির হইয়া বারিন্দায় পাতিত শয্যায় শয়ন করিলেন। কিছু কালের পর তাঁহার গভীর নিদ্রা হইল।

সত্যব্রতের সত্বর নিদ্রা হইল বটে, কিন্তু নিরঞ্জনবালার নিদ্রা আসিল না। নিরঞ্জন ও তাঁহার মাতা দুই পালঙ্কে দুই জন শুইয়াছিলেন। একটী হারিকেন ল্যাম্পে টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছিল। নিরঞ্জন ভাবিলেন আবার স্বামীঘর করিতে হইবে। এমন দেবদুর্ল্লভ স্বামী আমার কোথায় চলিয়া গেলেন,—আবার স্বামীর ঘর করিতে হইবে? না—তা বোধ হয় হইবে না! ইনি ত অতিথি। পথশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন; শ্রান্ত দেহে শান্তি আসিয়াছে, ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। আমার মত ইঁহার মন ব্যাকুলিত হয় নাই। তবে ব্যক্তি শিক্ষিত, কেবল কি মিথ্যা কথা বলিলেন? এও ত সম্ভব নয়। আমার জীবন, এতাদৃশ বিধবা জীবন এইরূপ নির্জ্জন বাসে কর্ণধার শূন্য কি চলিবে না? এরূপ ত কত বিধবাই হিন্দুর গৃহে আছে। তবে সবে নিষ্কলঙ্ক নয়। আমার চতুর্দ্দিকে ত ভয়ানক প্রলোভন। তবে যদি বাস্তবিকই কোনও কায়স্থ আমাকে আশ্রয় দেন, আমার রক্ষা হয়। মা দুর্গে! তুমি আমার হৃদয়ের বল অপহরণ করিও না।

নিরঞ্জনবালা উঠিলেন। গৃহমধ্যে যে উচ্ছিষ্ট ভাণ্ডগুলি ছিল, তাহা লইয়া পাক গৃহের দিক্ দিয়া বাহির হইলেন; তাহা মাজিলেন। মাজিতে মাজিতে দেখিতে লাগিলেন মন্দাকৌমুদী গাল ভরা হাসি হাসিতেছে। শুনিলেন স্নিগ্ধ সমীরণ মহীরুহ কর্ণে কর্ণে কি মধুর ভাষাই বলিতেছে; বুঝিতে পারিলেন না প্রাণের মধ্যে আসিয়া তাঁহার কেমন ভাব উদয় হইতেছে।

থালা বাটি মার্জ্জনা করিয়া আনিয়া নিরঞ্জনবালা পুনরায় শয়ন করিলেন। কিন্তু নিদ্রা হয় না। আবার উঠিলেন, আলমারি হইতে কি একখানা পুস্তক আনিয়া পড়িতে লাগিলেন। প্রথমে মৃদুভাবে, পরে একটু উচ্চস্বরে পড়িতে লাগিলেন। পুস্তকখানি একখানি স্কুল-পাঠ্য গদ্য পুস্তক। পুস্তক ভাল লাগিল না; আবার উঠিলেন।

কতক্ষণ বাদে উঠিয়া মাতার নিকটে গেলেন;—

"মা! মা! মা! ঘুমাইয়াছ মা?"

মাতা। না মা, ঘুমাই নাই।

নির। আমি তোমার কাছে শুইব।

মাতা। গরম—শোও তবে।

নিরঞ্জন মাতার গলা ধরিয়া শুইয়া পড়িলেন। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন "অতিথিটী বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে? সে উঠিয়া কল্য চলিয়া যাইবে, তাহার কথায় মূল্য আছে কি?

নির। সে ত ঘুমাইতেছে।

মাতা। দেখ নিরঞ্জন! অতিথি যাহা বলিলেন তাহা যদি হয়, তবে তোমার ত কোন ক্ষোভের কারণ হইবে না?

নির। কপাল যাহার মন্দ, তাহাকে ভাল করে কে?

মাতা। এই ত মোসলমানের ঘরে অনেক দ্বিতীয় পতির কাছে গিয়া সুখে থাকে।

নির। হিন্দু হইতে যে বাহির হইয়া যাইতে হইবে?

মাতা। গেলামই বা, মুসলমান ত আর হইতে হইল না।

নির। এও মুসলমানেরই তুল্য।

মাতা। তাহা কেন হইবে? সত্যব্রত বলিল সে রীতিমত হিন্দু বিধবা বিবাহ করিবে। তবে হইতে পারে এখানকার হিন্দু সমাজ হইতে বাহির হইতে হইবে। আবার দেখিতেছি হিন্দুর সমাজে ত সকলই সহ্য হয়।

নির। মা!—তুমিও যেমন। এ ব্যক্তি কল্য উঠিয়া চলিয়া যাইবে কা কস্য পরিবেদনা!

মাতা। তবে তাহাকে থাকিতে অনুরোধ করিব?

নির। শোন সে প্রভাতে উঠিয়া কি বলে?

এই বলিয়া নিরঞ্জনবালা আবার মাতৃশয্যা পরিত্যাগ করিলেন। স্বীয় শয্যায় আসিয়া নিদ্রা যাইতে চেষ্টা করিলেন। তখন রাত্রি ৩টা বাজিয়াছে। তাহার পরেও তাঁহার কিঞ্চিৎ নিদ্রা হইয়াছিল কিনা সবিশেষ বলিতে পারি না।

প্রভাত হইলে সত্যব্রত শৌচাহ্নিক শেষ করিয়া বিধবার গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। বাটির একজন রাখাল ২০।২২ বৎসরের মুসলমান গোশালা হইতে গরু বাহির করিল। গৃহের পশ্চাতে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে এই গোশালাখানি ছিল; এজন্য উহা পূর্ব্বে

আমাদের নয়নপথে পড়ে নাই। গৃহস্বামিনী সত্যব্রতকে বলিলেন "কল্য রাত্রিতে আপনার আহারের ভাল ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। আজ বাজার হইতে কিছু মৎস্য আনাইয়া মৎস্যের ঝোল ও ভাত করিয়া দেই। আপনি সকালে চারটী আহার করিয়া রওয়ানা হউন।" যুবক প্রথমতঃ অস্বীকার করিলেন, পরে তাঁহার অনুনয় তুচ্ছ করিতে পারিলেন না। রাখাল চাকর বাজারে চলিয়া গেল। গৃহস্বামিনীর আবার কথোপকথন করিবার অবকাশ হইল।

অদ্য দিবালোকে তিনজনেই পরস্পর পরস্পরকে ভালমত দেখিতে পাইলেন। উভয় পক্ষই বুঝিলেন, যদি এ বিবাহ হয়, বড়ই অঙ্গলের কথা।

সত্যব্রত বলিলেন, "আপনার সাহসের উপর সকল নির্ভর করে। গ্রাম্য লোকের, আত্মীয় স্বজনের প্ররোচনায় আপনি পাছে পশ্চাৎপদ না হন।"

বিধবা। আমি পশ্চাৎপদ হইব? আমি অকূল পাথারে পড়িয়াছি। আমার তরী ডুবু ডুবু! আমি যেরূপে হউক কূল পাইতে চাই।

আর কথোপকথন হইল না। যুবক বলিলেন, সত্বর আমাকে দুটী খাওয়াইয়া দিন। আমি ৭ দিন পরে এখানে আসিব। আমার সঙ্গে আরও বিংশতি উপবীতধারী নব্য কায়স্থ আসিবেন, ব্রাহ্মণ আচার্য্যাদিতে আরও ১০ জন লোক আসিবেন। সাত দিন অন্তে আপনার কন্যার আমি রীতিমত পাণিগ্রহণ করিব।

ক্রমে আহারের সময় উপস্থিত হইল; স্নান সন্ধ্যা সমাপন করিয়া সত্যব্রত আহার করিতে বসিলেন। নিরঞ্জনবালা তাঁহাকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা "ইহা দাও, উহা দাও" বলিয়া সময় সময় নিরঞ্জনকে তাগাদা করিতেছিলেন।

আহারান্তে একখানি মুদ্রিত কার্ডে তাঁহার যে ঠিকানা ছিল, তাহা নিরঞ্জনবালার হাতে দিয়া সত্যব্রত দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নিরঞ্জনবালা তাঁহার মাকে সেই কার্ডখানি দেখাইলে মাতা দেখিলেন, উহাতে লেখা আছে, বিনয়পুর, বরিশাল। বলিলেন,—"অনা হইতে পারে।"

নিরঞ্জনের মাতা দেখিলেন, প্রায় ৩০ জন লোক দূরদেশ হইতে আসিবে। গ্রাম্য বন্ধু বান্ধব আসিলেও ২০।২৫ জন লোক একত্রিত হইবে। সুতরাং তাঁহাকে প্রায় ৫০।৬০ জন লোকের বাসস্থান দেওয়ার উদ্যোগ করিতে হয়। রাখাল চাকর দিয়া প্রজাদিগকে ডাকাইলেন এবং তাঁহার স্বামীর একজন সোজাতীয় আত্মীয় লোক ছিল, তাহাকেও ডাকাইলেন। টাকা ফেলিয়া দিলেন; ৪।৫ দিনের মধ্যে অস্থায়ী কয়েকখানা চালাগৃহ নির্ম্মিত হইল।

পাড়ার মধ্যে রব উঠিল, "নিরঞ্জনের মাকি আবার বিবাহ হইবে?"

দ্বিতীয় রমণী বলিল, "নিরঞ্জনের মাতার বিবাহ ত হইতে পারে?"

১মা। তাও ত পারে। নিরঞ্জনের মাতা ত আর বৃদ্ধা হয় নাই। বরঞ্চ নিরঞ্জন অপেক্ষা সে অধিক সুন্দরী। কন্যা ও মাতা কাছে কাছে দাঁড়াইলে যেন দুটী ভগিনী।

২য়া। তবে দুইজনেরই কেন বিবাহ হয় না?

১মা। কি জানি কি হইবে। ইহা ত আর হিন্দুর সমাজে ছিল না। হিন্দুরাও দেখি আমাদের মত হইতে চলিল।

মুসলমান পুরুষগণের মধ্যেও একটুক তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল। কেহ কেহ ভাবিয়াছিল, এই নিরাশ্রয় ঘোষপরিবার হয় গ্রাম ত্যাগ করিবে, না হয় মুসলমান হইবে। কেহ কেহ বলিল, মুসলমান না হইয়াও ত অনেক হিন্দু মুসলমানের সঙ্গে গোপনে সখ্য পোষণ করিয়া আসিতেছে। তবে যদি হিন্দুর মধ্যে বিধবাবিবাহ চলিয়া উঠে, এই ভাবটা অনেক কমিয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। আবার কেহ কেহ বলিল, হিন্দুরাই এ বিবাহ হইতে দিবে না। সাহেবকে গিয়া বলিবে, সাহেব বিবাহ বন্ধ করিয়া দিবেন।

কথাটা গিয়া উল্লুক ভট্টাচার্য্যের কর্ণে উঠিল। তিনি টিকি নাড়িতে নাড়িতে দৌড়াইয়া আসিলেন। দেখিলেন বাস্তবিকই কতকগুলি নূতন চালা ঘর উঠিয়াছে। ক্রোধভরে সুধাইলেন,—

'বউ! ব্যাপারটা কি? তুমি মান্যমান সীমাকান্ত ঘোষের পত্নী। তুমি নাকি বিধবা কন্যারবিবাহ দিতেছ? ঝাটা মারিয়া তোমাকে এই গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিব।

উল্লুক ভট্টাচার্য্য সীমাকান্ত ঘোষের পুরোহিত বটে এবং নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণগ্রামের মধ্যে দুর্ব্বাসার অবতারবিশেষ।

নিরঞ্জনের মাতা উত্তর করিলেন,—"কে বলিল আমি বিধবা কন্যার বিবাহ দিতেছি?"

উল্লুক। বলিবে কে, এই যে আয়োজন দেখিতেছি।

নিরঞ্জনবালার মাতা। তাহা হইলে ত আপনি জানিতেই পারিবেন।

উল্লুক। আমি কি এই বিবাহের সংশ্রবে আসিব যে জানিতে পারিব?

নি-মাতা। আপনি রাগ করিবেন না। এ সব কিছু নয়।

উল্লুক। বটে! এ সব কিছু নয়। দেখি কিপ্রকারে তুমি মেয়ের বিবাহ দাও।

এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন। এইভাবে আর কত কথা গ্রাম মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

সপ্তম দিনের দিন ২০ জন রক্তচন্দনচর্চ্চিত উপবীতধারী কায়স্থ সহকারে সত্যব্রত আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে একজন কায়স্থ আচার্য্য ও দুইজন পুরোহিত। এতদ্ব্যতীত ধোপা, নাপিত, চাকর, পাচক ইত্যাদিতে আরও ৩।৪ জন হইবে। তাঁহারা আসিয়া দুইজন সাহেবের কুঠী ও দুইজন থানায় চলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, কুঠীর সাহেব সকল শুনিয়া আহ্লাদ সহকারে তাঁহাদের উদ্দেশ্যের সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং দেওয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন "সীমাকান্ত ঘোষের কন্যার বিবাহে যেন কেহ বাধা না দেয়। তোমাদের হিন্দু সমাজ নূতন হইতে চলিল এতদিনে বৃটিশ রাজত্ব প্রকৃত সুফল প্রসব করিতেছে।" দেওয়ান কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন "যে আজ্ঞা!"

যাঁহারা পুলিশ আনিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা একজন সবইনস্পেক্টর ও কয়েকজন রেগুলেশন লাঠীধারী কনেষ্টবল লইয়া আসিলেন। নিকটবর্ত্তী প্রায় ১০।১২ খান গ্রামের উৎসাহী কায়স্থগণ কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আসিলেন। বিরুদ্ধবাদী না ছিলেন এমত নহে, তাঁহারা প্রতিবন্ধকতা করিতে

আসিলেন না। বলিলেন "এ এক রকম মন্দ নয়। ব্যভিচার করা, কিংবা জাত্যন্তর হওয়া অপেক্ষা সহস্রাংশে ভাল।"

সেই দিন রাত্রেই শুভক্ষণ ছিল। লগ্ন মত বিবাহের আয়োজন হইল। উল্লুক ভট্টাচার্য্য কয়েকজন গ্রাম্য ব্রাহ্মণ লইয়া আসিয়া সভাস্থলে আপত্তি উপস্থিত করিলেন। এরূপ বিবাহ হইতে দেওয়া হইবে না। আমি এ বাটির পুরোহিত, আমি পুরোহিতের পাওনা পরিত্যাগ করিব না।" আগন্তুকেরা কহিলেন "আপনি পুরোহিতের কার্য্য করিলে পুরোহিতের পাওনা পাইতে পারেন; নচেৎ ত পুরোহিত বরের সঙ্গেই আসিয়াছেন।" উল্লুক বলিলেন "এ বিবাহে সম্প্রদান বাক্য পড়িবে কে? আপনি পুরোহিত আপনিই সম্প্রদান বাক্য পড়ুন। ইহাদের ত আর কেহ নাই।" তৎপরে পূর্ব্ব পতিকুল ও প্রিতৃকুল কোন্ কুল হইতে কন্যা প্রদত্তা হইবে ইহা লইয়া কতক তর্কবিতর্ক চলিল। কন্যার মাতা বলিয়া পাঠাইলেন, আমার কন্যাকে কাহার সম্প্রদান করিতে হইবে না। কন্যা আপনিই আপনাকে সম্প্রদান করিবে। বিবাহ গান্ধর্ব্ব প্রণালীতেই হইতেছে। সত্যব্রতও বলিলেন "আমি নিজ হইতেই রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছি।"

"গান্ধর্ব্ব বিবাহ ক্ষত্রিয়জাতির অকর্ত্তব্য নহে। উহা শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ আছে। ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমরা শাস্ত্রকে কার্য্যে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইতেছি। আমাদের এ কার্য্য নিন্দার্হ হইতে পারে না।" সত্যব্রতের এই কথাগুলিতে সপক্ষ বিপক্ষের সকল লোক প্রশংসা করিতে লাগিল। শুভ লগ্নে তাঁহার সহিত নিরঞ্জনবালার শুভ বিবাহ হইয়া গেল। সত্যব্রত নিরঞ্জনবালার দিধিসু হইলেন। বলা বাহুল্য অবশেষে উল্লুক ভট্টাচার্য্য এই বিবাহে যোগ দিয়াছিলেন। তিনিও আদিষ্ট হইয়া ২।১টি মন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন।

পরদিন যথাসময়ে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ ভোজন হইল। লোকজন পরিতোষ মত আহার করিল। অন্যান্য কুলাচার ও স্ত্রী আচারও যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছিল।

সত্যব্রত বঙ্গজ কায়স্থ, বাটী তাহার বরিশাল জেলা। সীমাকান্ত ঘোষ দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন বংশজ কায়স্থ। বিবাহান্তে সত্যব্রত নিরঞ্জনবালার বাটিতেই থাকিয়া গেলেন। কেন না তাঁহাদের বড় অরক্ষণীয় অবস্থা। ৪ জন উপবীতধারী কায়স্থ তাঁহার সহিত সেই গ্রামে একমাস একত্র বাস করিয়াছিলেন, এবং কায়স্থধর্ম্ম ও বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে অনেক বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। এই বিবাহে কোন পণাপণের কথা উঠে নাই।

দুই বৎসর অতীত হইয়াছে সত্যব্রতের এরূপ বিবাহ হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছি তাঁহার একটি নবকুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার অন্নপ্রাশনে কোন গোলযোগ হয় নাই। *

শ্রীমধুসূদন সরকার বর্ম্মা।

---

* আমরা "নিরঞ্জনবালা" প্রবন্ধটী প্রকাশ করিলাম। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আমাদের মত প্রতিভার পাঠকগণ পূর্ব্বেই জানিয়াছেন। হিন্দুসমাজে অবাধ বিধবাবিবাহের প্রথা আমরা কোনক্রমেই সমর্থন করিতে পারি না। এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিলাম বলিয়া পাঠকগণ আমাদের মতবিচ্যুতির কোন আশঙ্কা করিবেন না। "নিরঞ্জনবালা" প্রকৃত সামাজিক চিত্র। এই প্রকার শত শত ঘটনা সমাজে প্রতিনিয়ত হইতেছে। তাহা নিবারণ করা প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের অবশ্যকর্ত্তব্য, নচেৎ ক্ষত্রিয় নামের সার্থকতা হয় না। আমরা অবাধ বিধবাবিবাহের প্রথা যদিও সমর্থন করি না, তথাপি বালবিধবার বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত, এবং সমাজের পবিত্রতারক্ষার্থে তদনুষ্ঠান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। সম্পাদক।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

ব্রহ্মা ধ্যান মকল্পয়ৎ॥

দিব্যং বর্ষং সহস্রং তু তপঃ কৃত্বা ব্রবাদিদম্।
সন্নিধৌ পুরুষং দৃষ্ট্বা শ্যামং † কমললোচনম্॥
কম্বুগ্রীবং গূঢ়শিরং পূর্ণচন্দ্র নিভাননম্।
লেখনী পাটিকা হস্তং মসীভাজন সংযুতম্॥
"মচ্ছ রীরাৎ সমুদ্ভূত তস্মাৎ কায়স্থসঙ্গকঃ।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈখ্যাতো ভুবিভবিষ্যসি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা।
স্থিতির্ভবতু তে বৎস! মমাজ্ঞাং প্রাপ্যনিশ্চলাম্॥
ক্ষত্রোবর্ণোচিত ধর্ম্ম পালনীয়ো যথাবিধি।
প্রজা সৃজস্ব ভোঃ পুত্র। ভুবিভার সমন্বিতাঃ।"
তস্মৈ দত্ত্বা বরং ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥

† শ্যামঃ—তপ্তকাঞ্চনবর্ণঃ। ভবিষ্যপুরাণ।

হিতৈষী প্রেস, ফরিদপুর।

চিত্রগুপ্তদেব-মূর্ত্তি।

"[illegible]নিধি মহাশয় বলেন, কায়স্থগণ সৎ-শূদ্র, অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর বটে। তদ্বিষয়ে বঙ্গদর্শনে ইতিপূর্ব্বে অনেক বলা হইয়াছে। এক্ষণে আর কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই। সঙ্করতা হেতু কায়স্থগণ আর্য্যবংশসম্ভূত বটে। × × ×। এক্ষণে কায়স্থগণ বঙ্গদেশের অলঙ্কার স্বরূপ।" বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (বিবিধ প্রবন্ধ) ৬২৮ পৃঃ

যাঁহারা কায়স্থকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করেন তাঁহারা কি বঙ্কিমবাবুর এই স্থানটী পাঠ করেন নাই? তিনি কায়স্থকে বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গের "অলঙ্কার স্বরূপ" বলিয়া ব্যক্ত করিতেছেন অথচ কায়স্থেরা যে জাতিগতভাবে বর্ণসঙ্কর ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। তিনি সাহিত্যবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য ছিলেন; তাঁহার প্রতিভা অতুলনীয়া ছিল। কায়স্থ সম্বন্ধে তাঁহার এরূপ মত কেন হইল তাহা প্রত্যেক কায়স্থের ভাবিয়া দেখা উচিত।

দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
স সমাধিং সমাধায় স্থিতোঽভূৎ কমলাসনে॥
স্থিতে সমাধৌ সকলং যদ্ভূতং তদ্বদামি তে।
তচ্ছরীরান্মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ॥
কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরোঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
লেখনীচ্ছেদনীহস্তো মসীভাজনসংযুত॥
নিঃসৃত্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
উত্তমঃ সুবিচিত্রাঙ্গো ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ॥

বাচস্পত্য ও শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত ভবিষ্যপুরাণ বচন।

অর্থাৎ ব্রহ্মা দশসহস্র দশশতবর্ষ কমলাসনে বসিয়া ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তৎকালে তাঁহার কায় হইতে শ্যামবর্ণ, পদ্মলোচন, কম্বুগ্রীব, গূঢ়শির ও পরমসুন্দর এক পুরুষ জন্মিয়া লেখনী, ছেদনী ও মসীপাত্র হস্তে সম্মুখে দাঁড়াইলেন।"

বলা বাহুল্য এই ব্যক্তিই আমাদের বীজ-পুরুষ চিত্রগুপ্ত। বঙ্কিমবাবু হয়ত লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, উপরোক্ত বর্ণনানুসারে চিত্রগুপ্ত যখন "শ্যামবর্ণ" ছিলেন তখন তাঁহার মিশ্রোৎপত্তি কোনমতেই অসম্ভাবিত নহে। আর্য্য-জাতি শ্বেত বা গৌরবর্ণ ইহার ত সহস্র প্রমাণ বর্ত্তমান আছে; যেখানেই এই বর্ণব্যত্যয় ঘটিয়াছে সেইখানেই অনার্য্যসংশ্রব সম্ভাবিত ইহা অস্বীকার করিবে কে?

কিন্তু তাঁহার ভাবা উচিত ছিল বঙ্গের ব্রাহ্মণজাতিও কায়স্থাপেক্ষা বড় বেশী অশ্যাম নহে। আমরা এক সময়ে বঙ্গ বেহারের ঠিক মধ্যস্থলের একটী সমগ্র মহকুমার প্রায় ৫০০০ হিন্দু ছাত্রের গাত্রচর্ম্মের বর্ণানুসারে একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলাম। ইংরেজের গাত্রচর্ম্ম সদৃশ শ্বেত এবং সাঁওতালের গাত্রচর্ম্ম সদৃশ কাল, এই দুই অন্ত্য সীমা ধরিয়া যথাক্রমে ১০০ হইতে ১ নম্বর দেওয়া হইত। এইপ্রকারে সকল ছাত্রের নম্বর দেওয়া শেষ হইলে দেখা গেল, ব্রাহ্মণ ছাত্রগণের পড়তা ২৩.৫ এবং কায়স্থ ছাত্রগণের পড়তা ২১.৬। ইচ্ছা হইলে যে কেহ এই প্রণালী অনুসারে ব্রাহ্মণ কায়স্থের গাত্র-বর্ণের তারতম্য করিয়া দেখিতে পারেন। এজন্য আমরা বলিতে বাধ্য যে কায়স্থ জাতি সঙ্করতা বশতঃ আর্য্যবংশসম্ভূত। বঙ্গের ব্রাহ্মণও তেমন সঙ্করতাবশতঃ আর্য্যবংশসম্ভূত। এ বিষয়ে উপ-

রোক্ত তালিকানুসারে আমি একসময়ে নব্যভারতে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহার পুনরুক্তি এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। যাহার চক্ষু অন্ধ হয় নাই, সেই উহা মেলিলে দেখিতে পাইবে বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গের সকল জাতিরই গাত্রবর্ণ সঙ্করতার জাজ্বল্যমান নিদর্শন। আর যাহারও গাত্রবর্ণ বঙ্কিমবাবুর গাত্রবর্ণের ন্যায় ছাপ আছে, তাহাও যে কোন পূর্ব্বতন পুরুষে কৃষ্ণবর্ণের ভিতর দিয়া আইসে নাই এ কথা বলাও বড় সাহসের কথা। আমরা জানি বসিষ্ঠদিগের গাত্রবর্ণ "শ্বেত" ছিল। আমরা ইহাও জানি কণ্ব ঋষির গাত্রবর্ণ "শ্যাব" অর্থাৎ "কৃষ্ণ"বর্ণ ছিল। কুৎস ঋষি উজ্জ্বলবর্ণ ছিলেন; ঘোষা ব্রহ্মবাদিনীর স্বামী কাক্ষীবান্ কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। শাট্যায়ন ব্রাহ্মণানুসারে বুঝা যায় ইক্ষ্বাকুবংশ এক সময়ে নিরগ্নি ছিল; এই বংশের লোকাভিরাম রামচন্দ্র যে শ্যামবর্ণ ছিলেন ইহা কে না জানে? সুতরাং বর্ণসঙ্করতার শিকড় হিন্দুজাতির মজ্জাগত। আর্য্যানার্য্যমিশ্রণেই বর্ত্তমান হিন্দুজাতির উৎপত্তি। বিশুদ্ধ আর্য্যবর্ণের কথা এক্ষণ স্বপ্নমাত্র। ৩৬০০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পঞ্চনদ দেশে বাস করিতেন। পুরুষ ২০ বৎসর করিয়া গণনা করিলে ১৬০ পুরুষে হইল আমরা সেই শৈলসরিৎশোভিত আদি বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। এই ১৬০ পুরুষ মধ্যে কাঁহার ঊর্দ্ধতন পিতা বা মাতা কৃষ্ণবর্ণের লোক ছিলেন না ইহা কি কাহার বলা সাধ্য আছে? বঙ্কিমচন্দ্র ইহা ভাবিলেই পারিতেন।

তবে আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বঙ্কিমবাবুর কথার উত্তর নহে। তিনি আমাদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমি অস্বীকার করিব না। তবে তাঁহার আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছিল, ইহা বলাই আমার উদ্দেশ্য। অবশ্য তিনি কায়স্থজাতিকে বঙ্গের "অলঙ্কার স্বরূপ" বলিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কিন্তু এ প্রবন্ধের বিশেষ উদ্দেশ্য এই যে আমাদের কায়স্থাচার্য্য শ্রীযুক্ত বামাপদ বাবু একটী বঙ্গদেশীয় চিত্রগুপ্ত মন্দির স্থাপনের কল্পনায় আছেন। কোন প্রচার কার্য্যই বিনা দেবদেবীর সহায়তা ভিন্ন আমাদের ঘটে না। তখন চিত্রগুপ্ত মন্দির স্থাপনের কল্পনা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। কিন্তু এ দেবমূর্ত্তির বর্ণ কি হইবে?

"চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।" ঋগ্বেদ ১।১১৫।

এস্থলে মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষুস্বরূপ এবং দেবগণের তেজোরূপী চিত্র উদয় হইয়াছে ইহাই বলা হইতেছে। এই মন্ত্র ব্রাহ্মণগণের নিত্যস্মরণীয় মন্ত্র। ইহাতে হিন্দুর মনে যে পবিত্র ভাবের সঞ্চার করিয়া দেয়। মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বেদে ক্ষত্রশব্দা বিশেষিত হইয়াছেন। সকল দেবতার তেজের সমভূত যে এই চিত্র বা সূর্য্যের রূপ,—ইহা কি শ্যামবর্ণ?

এই চিত্র, লেখকজাতির আদিপুরুষ দেবতা। কিন্তু আদি লেখক-দেবতা কখনও ত কৃষ্ণবর্ণ নহেন। তিনি রক্তবর্ণ। প্রতি বৎসরই বঙ্গে ক্ষত্রশক্তির আরাধনা হইয়া থাকে। এ দেশের দুর্গামূর্ত্তি কি ক্ষত্রিয়া নহে? ক্ষত্রিয়শক্তির এমন সুন্দর করনা অন্য কোন ধর্ম্মে আছে? জয়া ও বিজয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতী এই মহামহিমান্বিতা শক্তির উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মানা; দেবসেনা

কার্ত্তিকেয় ও দেবলেখক গণপতি উভয় পার্শ্ব রক্ষা করিতেছেন। জনদেব রুদ্র * শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত। এই জনশক্তিসেবিকা রুদ্রাণী কি ক্ষত্রিয়ানী নহেন? বঙ্গে যে দুর্গোৎসব করে সেই ক্ষত্রশক্তির আরাধনা করে।

বঙ্গদেশের এই জাতীয় আরাধনাকার্য্যে গণেশ মসীজীবী। আমি "কায়স্থনীতি" প্রস্তাবে বলিয়াছি ক্ষত্রশক্তি জনশক্তির সারাংশমাত্র (cream †। কেননা প্রাচীনকালে সকল শ্রেণী হইতেই সৈন্য সংগ্রহ হইত। তাহার প্রমাণ স্বরূপে এই দুর্গামূর্ত্তির সঙ্গে গণপতির সমাবেশ। এই গণপতি ত রক্তবর্ণ।

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতং॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মারক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজা ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব কাঃ পঃ ৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে জগৎ ব্রহ্মময় ছিল। প্রথমে ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইয়া তাহা হইতে চারি বর্ণের সৃষ্টি হইল। ইতিপূর্ব্বে কোন বর্ণবিভাগ ছিল না। যাহারা কামভোগপ্রিয়, তীক্ষ্ণ, ক্রোধন, প্রিয়সাহস, ত্যক্তস্বধর্ম্ম ও রক্তাঙ্গ ছিলেন, সেই সকল দ্বিজ ক্ষত্রিয় হইলেন। তাহার পরে কোন কোন দ্বিজ বৈশ্য ও শূদ্র হইলেন সে কথাও আছে। সে কথা উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। কথাটা যেরূপ ভাবে ঐ স্থানে ব্যক্ত হইয়াছে তাহা যেন একটু উল্টা। ভারতের আর্য্যগণের মধ্যে অন্যান্য আর্য্যগণের ন্যায় বর্ণবিভাগ ছিল না সত্য। কিন্তু আদি আর্য্যেরা সব ব্রাহ্মণ ছিলেন না। ক্ষত্রিয় ছিলেন। অঙ্গিরা, মনু, নহুষ, যযাতি, প্রজাপতি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কুৎস, মুদ্গল, জমদগ্নি—ইঁহাদের কে যুদ্ধ করিতে জানিতেন না বা করিতেন না? আবার ইঁহাদের কেহই স্তবকারক বা ব্রাহ্মণ নহেন? ব্রহ্ম শব্দের আদি অর্থ স্তব এবং ব্রাহ্মণ আদি অর্থ স্তব কারক বা স্তোতা। সুতরাং আর্য্যজাতি যখন ভারতে প্রবেশ করেন তখন সকলেই যোদ্ধা ও সকলেই ব্রাহ্মণ। কালক্রমে যোদ্ধৃসম্প্রদায় হইতে স্তোতারা পৃথক হইলেন, এবং বৈশ্যেরা যোদ্ধৃকার্য্যে বিরত হইয়া পৃথক হইয়া পড়িলেন। উপরোক্ত স্থানটি যদি কোন ক্ষত্রিয়ের লেখা হইত, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই লিখিতেন যে আর্য্যগণ পূর্ব্বে সকলেই যোদ্ধা ছিলেন তাহা হইতেই ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

সে যাহা হউক, যাঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাঁহারা ক্রোধবশতঃই হউক আর যে কোন কারণ বশতঃই হউক "আরক্তাঙ্গ" ছিলেন প্রকাশ পাইতেছে। এই আরক্তাঙ্গ জাতি ক্রমে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রের সহিত বিবাহবশতঃ কিম্বা সাধারণ মিশ্রণবশতঃ অন্যান্য জাতির ন্যায় এক্ষণে "শ্যামবর্ণ" হইলেও ইহাদের বীজপুরুষের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাকালে আদিবর্ণ পরিত্যাগ করা সঙ্গত হইবে না। সকল দিক বিবেচনা করিলে গণপতিই চিত্রগুপ্তের প্রকৃত আদর্শ। আমরা দেখিয়াছি চিত্রগুপ্ত-কল্পনায় তাঁহার হস্তে লেখনী, ছেদনী ও মসীপাত্রের উল্লেখ আছে। তিনি ব্রহ্মাঙ্গ হইতেই না কি

* মহাদেবের সহস্র নামের মধ্যে একটী নাম বিশাম্পতি। তাঁহার আর একটী নাম গণ। মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব, ১৭শ অধ্যায়।

† কায়স্থনীতি প্রবন্ধ। আশ্বিনের প্রতিভায় মুদ্রিত হইবে।

এই সকল পদার্থ লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কায়স্থের লেখ্য বৃত্তি দেখিয়া মন্দির-প্রতিষ্ঠাতৃগণের যদি উক্ত লিখনোপকরণগুলি প্রদর্শন আবশ্যক হয়; তবে গণপতিমূর্ত্তিই তাঁহাদের বীজপুরুষের মূর্ত্তি হওয়া উচিত। কেন না, ছেদনী দুই হস্তে ভিন্ন ব্যবহার চলে না; লেখনী ও মসীভাজনেও দুইখানি হস্ত আবশ্যক করে। এজন্য আমি গণপতিদেবকে চিত্রগুপ্তের সুন্দর আদর্শ মনে করিয়া নিম্নোদ্ধৃত স্তোত্র গীতাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম।

ওঁ দেব চিত্রগুপ্ত ঊষাভ্রবরণ।
আঁধারে আলোকদয় যাঁহার কৃপায় হয়
জেগে উঠে সংসারের যত জনগণ।
ওঁ দেব গণপতি রক্তাভবরণ!
সূর্য্য করভের মূর্ত্তি যাঁহার লিখনবৃত্তি
স্ফূর্ত্তি, জ্ঞানবর্ত্তি যাঁর অমূল্য ভূষণ!
ওঁ দেব চিত্রগুপ্ত বিষ্ণু মৈত্রায়ন॥

কায়স্থোপনয়ন ২য় ভাগ, ভূমিকা।

যে অর্থে রাঘবেরা সূর্য্যবংশীয় সেই অর্থেই আমরা চিত্রগুপ্তবংশীয়। সর্ব্ববিধ বল, জ্ঞান ও জীবনের আকর সূর্য্যদেবই আমাদের বৈজিক উপাদান। সকল শক্তির কেন্দ্রস্থল সূর্য্যদেব. ইহা আমাদের সততই স্মরণ রাখিতে হইবে। শক্তির বিনিময়ে ক্ষত্রিয়ত্ব কেনা চলে না।

বামাপদ বর্ম্মা মহাশয় যদি চিত্রগুপ্তদেব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইতে চেষ্টা করেন, তাঁহার রূপ যেন রক্তবর্ণ হয় এবং তাঁহার ভুজ যেন ৪ খানি হয়। চিত্রগুপ্ত যদি গণপতি না হইতেন, তবে সকল বর্ণের এরূপ উপাস্য হইতেন না।

গণসাধনাই কায়স্থের ব্রত। এজন্য আমি বলিয়াছি কায়স্থ জনশক্তির পতাকা স্বরূপ।

তদানীন্তন কালের অতি গরীয়ান্ [illegible] নেপোলীয়ন বলিতেন "The morality of the Gospels is democratic" [illegible] গস্পেলচতুষ্টয়ের মূল-নীতি হইয়াছে [illegible] সারিণী। তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন [illegible] সাধনাই ক্ষত্রিধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্মাবল [illegible] করিয়াই তিনি দিগ্বিজয়ী হইয়াছিলে [illegible] ইংরেজ বীরপুরুষ ও রাজপুরুষেরাও তাঁহার [illegible] ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এই মতাবলম্বী। পাঠকে [illegible] দেখিলেন ইহা হিন্দুরও মত; এজন্য [illegible] কায়স্থজাতির উপাস্য দেবতা গণ-পতি [illegible] উচিত। †

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা

† আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় সম্পাদকের মতের [illegible] কূল প্রবন্ধও গৃহীত হয়, তজ্জন্য এই প্রবন্ধ [illegible] পত্রস্থ করিয়াছি, কিন্তু সরকার মহাশয়ের মতের [illegible] আমরা একমত হইতে পারিলাম না। আর্য্যজাতি [illegible] বর্ণবিপর্য্যয়ে অনার্য্য-সম্ভব মনে করিতে হইবে [illegible] একটী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। আর্য্যজাতি পৃথিবীর [illegible] স্থানে পরিব্যপ্ত। উত্তাপ, জল ও বায়ুর গুণে বর্ণ [illegible] অবশ্যম্ভাবী, তবে দৈহিক ও মৌখিক আকৃতি [illegible] চনা করিয়া জাতিনির্ণয় কতকটা হইতে পারে। [illegible] হইলে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য জাতি যে [illegible] সম্ভব তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে। সরকার [illegible] বঙ্গীয় কায়স্থ জাতিকে যদি মিশ্রণ কি সঙ্কর [illegible] বলেন তবে তাহাও তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রম। কায়স্থ [illegible] যমকে পবিত্র ক্ষত্রিয় বলিয়াছে, শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব [illegible] যমজ ভ্রাতা, তাঁহার বংশধরগণ কায়স্থ জাতি বিশ্বাস [illegible] ক্ষত্রিয় জাতি। তাঁহার বর্ণ শ্যাম অর্থাৎ হেমবর্ণ, [illegible] হইবে না। বোধ হয় সরকার মহাশয় জানেন [illegible] গণপতি বৈশ্যবর্ণ, ক্ষত্রিয় নহেন। শ্যাম অর্থে কৃষ্ণ [illegible]

ইতিহচর্চ্চা।

আমরা জানি না কি কুক্ষণে সাবিত্রীসমালোচন প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলাম। তাই পাঠক মহোদয়গণের বহুমূল্য সময় অযথা অপহরণ করিতে, আজ আবার এ ক্ষুদ্র লেখককে "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার" শ্রীপাদমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। কেন হইল তাহা নিবেদিতেছি।

আমাদিগের সাবিত্রীসমালোচন বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ বা শ্লেষের মাত্রাধিক্য সন্দর্শন করিয়া গত বৈশাখের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় সোদরপ্রতিম মিত্রোপাধিক [illegible] যুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বর্ম্মা শাস্ত্রী মহাশয় ক্রোধে [illegible] হইয়া খড়্গহস্তে আমাদিগের প্রতি ধাবিত [illegible] হইয়াছেন। কিন্তু তিনি কোথায় যে ব্যঙ্গ, [illegible] বিদ্রূপ বা শ্লেষের গন্ধ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। [illegible] অথবা আমাদিগের দুর্ব্বল লেখনীর দোষে [illegible] প্রকৃতপক্ষেই যদি সেইরূপ কাপুরুষতা প্রকাশ [illegible] পাইয়া থাকে, তাহা হইলে আশা করি, প্রিয়তম শাস্ত্রী মহাশয় স্বীয় উদারতা গুণে এ ক্ষুদ্র [illegible] লেককে অবশ্যই ক্ষমা করিবেন। বলা বাহুল্য [illegible] তাঁহার কথাগুলি শুনিয়া আমরা সত্য সত্যই [illegible] একান্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছি। যাহা [illegible] হউক অতঃপর কাজের কথা আরম্ভ করি।

কৃতবিদ্য শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, মদনপাল টাকবংশীয় (তক্ষকবংশীয়) জনৈক [illegible] কদ্বীপী হিন্দু রাজা। কিন্তু তিনি কেন যে, [illegible] সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা আমরা [illegible] সম্পাদক [illegible] নি না। জানি না বলিয়াই আজ মদনপালের পুরোহিত শ্রীরামদেব কর্ত্তৃক রচিত কাষ্ঠা ধপগণের বংশপরিচায়ক কবিতা কয়েকটী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক মহোদয়গণ পড়ুন, আর প্রিয়তম শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐতিহাসিক গবেষণার ফল প্রত্যক্ষ করুন। কবিতা কয়েকটী এই,—

অস্তি প্রশস্তবিভবোপগতপ্রশস্তি-
বিস্তারিণী ভুবি শকাধিপরাজধানী।
দিল্লীতি বিশ্ববিদিতা নগরীমতল্লী-
পল্লীব ভাতি পুরতস্ত্রিদিবোঽপি যস্যাঃ ॥৪॥
তামুত্তরেণ যমুনাতটদেশনিষ্ঠা-
কাষ্ঠেত্যভূদনুপমা নগরীগরিষ্ঠা।
যস্যামনল্পবিভবোপচিতা বভূবুঃ
কাষ্ঠান্বয়া মহিতকীর্ত্তিযুধো মহীশাঃ ॥৫॥
তস্মিন্নভূদ্বিমলকাষ্ঠকুলাম্বুরাশা-
বুত্থৎপ্রভূতশুভকীর্ত্তিঘনপ্রকাশঃ।
লোকৈঃ সদা হৃদিধৃতো গুণসন্নিবিষ্টঃ
শ্রীরত্নপালনৃপতির্ভুবনৈকরত্নম্ ॥৬॥
তস্যাত্মজো ভবহপাল ইতি প্রসিদ্ধঃ
সিদ্ধাঙ্গনাজনসমাজসমিদ্ধকীর্ত্তিঃ।
দানেন যঃ সুকৃতীনাং ক্ষিপতি সম দৈন্যম্
সৈন্যঞ্চ বৈণ্যসদৃশঃ প্রতিভূপতীনাম্ ॥৭॥
সুতোঽস্য জাতঃ সুকৃতোন্নতস্য
ন তস্য কশ্চিৎ সদৃশো বভূব।
যমস্খলৎসত্যমবেক্ষ্য তাতো
নাম্না হরিশ্চন্দ্র ইতি ব্যধত্ত ॥৮॥
* * * *
তস্যাত্মজোঽভূদনলপ্রতাপো-
হসাধারণো ভূমিপতির্বদান্যঃ।

INSECT DAMAGE

অভূতপূর্ব্বামবনীশ্বরাণা-
মজীগয়ভোগগতিঞ্চ কীর্ত্তিম্ ॥১০॥

* * * *

মহীপতেস্তস্য মহানুভাবো
সুতাবভূতাং সুকৃতোন্নতস্য।
আদ্যো মহৌজাঃ সহজেন্দ্রনামা
তদাশ্রয়ঃ শ্রীমদনো দ্বিতীয়ঃ ॥১৪॥

* * * *

শ্রীমানয়ং মদনপূর্ব্বকপারিজাত
নাম্নাঙ্কিতং স্মৃতিপথানুগতং নিবন্ধম্।
বর্ণাশ্রমপ্রমুখধর্ম্মবিবেচনায়
বিদ্বন্মুখেন সুকৃতী মিতমাতনোতি ॥২০॥

ইহার তাৎপর্য্য এই,—যে নগরীর নিকট স্বর্গরাজ্যও পল্লীর ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেই অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী বিশ্ববিদিতা শকা-ধিপ রাজাধনী দিল্লীনামক প্রশস্ত নগরীর উত্তরে যমুনাতটে কাণ্ঠানাম্নী অনুপমা একটী সুমহতী নগরী বিদ্যমান ছিল। বিমল কাণ্ঠকুলরূপ জলনিধি হইতে উত্থিত শুভ মেঘ সদৃশ বিপুলকীর্ত্তিশালী ধাত্রীর একমাত্র রত্নস্বরূপ রত্নপালনামক জনৈক সর্ব্বজনারাধ্য গুণবান্ নৃপতি সেই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পুত্র ভবহপাল (ভরতপাল বা ভরণপাল), তৎপুত্র সত্যপ্রিয় অশেষগুণশালী হরিশ্চন্দ্র, তৎপুত্র অসাধারণপাল বা সাধারণপাল। (১) এই অসাধারণপালের প্রথম পুত্র সহজেন্দ্রপাল ও দ্বিতীয় পুত্রের নাম মদনপাল। এই সুকৃতী শ্রীমান্ মদনপাল বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম শিক্ষার্থে বিশ্বেশ্বরভট্টনামক জনৈক পণ্ডিতের সাহায্যে স্মৃতিশাস্ত্রানুমোদিত মদনপারিজাত নামক নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। (২)

"হরিশ্চন্দ্রস্তস্মাৎ সমজনি জনানন্দজননো
হরিশ্চন্দ্রঃ লোকেপরবলপরিতাপকরণঃ।
পরং বিশ্বামিত্রেষহিতময়মাধত্তমতিমান্
বিশিষ্টো নৈতস্মাজ্জগতি ম হতোঽন্যঃ
সুকৃতিনঃ ॥১০৭॥

তস্মাদভূদদ্ভুতকৃত্যমান্যঃ
সাধারণো ভূমিপতির্বদান্যঃ।
দারিদ্র্যমুন্মূল্য পুনঃ স্ববৈরি-
ষ্বস্থাপিকামং কৃপয়ৈব যেন ॥১০৮॥

অজনি সহজপালস্তস্য পূর্ব্বতনূজঃ
সকলগুণনিধানং শাস্ত্রধর্ম্মৈকবেত্তা।
প্রথিতপুরুষরত্নং যং সমালোক্য লোকা
বহুবিধিষু বিধাতুঃ কান্ততাং মন্যতে স্ম ॥১০৯॥

যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কঠারিনল্ল-
স্তেন শ্রীমদননৃপেণ নির্ম্মিতে চ।
গ্রন্থেঽস্মিন্ মদনবিনোদনাম্নি পূর্ণঃ
বর্গোঽয়ং গুণগণমিশ্রমিশ্রকোঽয়ম্ ॥১১০॥

(মদনবিনোদনির্ঘণ্টুঃ)

(২) শ্রীমানিতি—সুকৃতী শোভনং কৃত্যং বিদ্যতে অস্য সঃ সুকৃতী শোভনকর্ম্মা অয়ং শ্রীমান্ পূর্ব্বাভিহিতঃ মদনপাল ইতি যাবৎ। মদনপূর্ব্বকপারিজাতং ইতি নাম্না অঙ্কিতং চিহ্নিতং মদনপারিজাত ইত্যভিধমিতি যাবৎ। স্মৃতেঃ পন্থা তং অনুগচ্ছতি তং স্মৃতিপথানুগতং নিবন্ধং গ্রন্থং বর্ণাশ্রমপ্রমুখানাং বর্ণাশ্রমাদীনাং যো ধর্ম্মস্তস্য বিবেচনায় স্ফুটীকরণায়, অ

(১) আমরা জানি না শাস্ত্রী মহাশয় কেন যে মদনপালকে হরিশ্চন্দ্রের পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য মদনবিনোদেও ইনি সাধারণপালের পুত্র ও হরিশ্চন্দ্রের পৌত্র বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন। যথা,—

অতএব একথা বলা একেবারেই অসঙ্গত নহে যে, কৃতবিদ্য শাস্ত্রী মহাশয় কাণ্ঠাধিপগণকে দিল্লীশ্বর শাকদ্বীপী হিন্দুরাজগণের বংশধর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া স্বীয় ইতিহাসরসিকাভিধায়

বর্ণাশ্রমপ্রমুখধর্ম্ম ইত্যনেন বর্ণধর্ম্মাদয়ঃ ষড়্-বিধধর্ম্মার্ত্তধর্ম্মাঃ সূচিতাঃ। তদ্ যথা,—বর্ণ-ধর্ম্মঃ আশ্রমধর্ম্ম বর্ণাশ্রমধর্ম্মঃ গুণধর্ম্মঃ নিমিত্ত ধর্ম্মঃ সাধারণধর্ম্মশ্চেতি। বিদ্বন্মুখেন পণ্ডিত প্রবরস্য ভট্টবিশ্বেশ্বরস্য সাহায্যেন, অত্র "সহযুক্তেঽপ্রধানে" ইতি পাণিনি সূত্রে "বিনাপি তৎ যোগং তৃতীয়েতি" বৃত্তি কৃতা ভট্টোজিদীক্ষিতে নোক্তত্বাৎ শ্রীপেদি ভট্টাত্মজস্য ভট্টবিশ্বেশ্বরস্য চাপ্রধানত্বং ব্যক্তিতমেব। নন্থ কথং তর্হি "প্রাসোষ্টশক্রঘ্নমুদারচেষ্টমেকা সুমিত্রাসহ লক্ষণেন" ইত্যত্র প্রধানাৎ লক্ষণাৎ তৃতীয়া স্যাৎ শক্রঘ্নাদেব তৃতীয়া প্রযুজ্যতে কনিষ্ঠত্বাৎ। প্রসবক্রিয়াসমাপকত্বাৎ শক্রঘ্নস্যৈব প্রাধান্যমিতি নাস্তি কোঽপি দোষঃ মিতং পরিমিতং নাতিবিস্তরমিত্যর্থঃ আতনোতি। অতএব মদনপারিজাত-ভূমিকায়াং অশেষশাস্ত্রাধ্যাপকেন স্মৃতিরত্নোপাধিকেন শ্রীমতা মধুসূদনভট্টাচার্য্যেণাপ্যুক্তং "অস্য গ্রন্থস্য প্রণেতা ধর্ম্মশীলঃপ্রবল ক্ষিতিপালো মদনপালঃ। স তু মিতাক্ষরায়াঃ সুবোধিনী-নামকটীকা প্রণেতৃত্বেন কর্ম্মবিপাকাদিসংগ্রহ-নিবন্ধকর্ত্তৃত্বেন চ প্রথিতযশসঃ পণ্ডিতপ্রবরস্য বিশ্বেশ্বরভট্টস্য সাহায্যেন নবভিঃ স্তবকৈঃ বিভক্তং মদনপারিজাতাভিধং নিবন্ধমভিনিনীত-বান্। অপরাংশ্চ আনন্দসঞ্জীবন, তিথিনির্ণয়-সার, যন্ত্রপ্রকাশ, শূদ্রধর্ম্মবোধিনী, সিদ্ধান্তগর্ভ, স্মৃতিকৌমুদী, পালনিঘণ্টু বৈদ্যকনামধেয়ান্ বহূন্ নিবন্ধান্ নির্ম্মিতবানিতি।"

গভীর কলঙ্ককালিমা লেপন করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য শাস্ত্রী মহাশয় এমন কোন প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই, বা করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করি না; যাহাতে কাণ্ঠাধিপগণকে দিল্লীশ্বর শকরাজগণের সগন্ধ বুঝা যাইতে পারে। অতএব প্রমাণাভাবে শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি পাঠকমণ্ডলীর কর্ণকুহরে স্থান পাইবার যোগ্য কি না তাহা বিবেচ্য।

অথবা প্রিয়তম শাস্ত্রী মহাশয়ের কথার প্রতি নির্ভর করিয়া মদনপালকে টাক বা তক্ষকবংশীয় বলিয়া স্বীকার করিলেও উঁহা-দিগকে সূর্য্যবংশাবতংস ভরতের পুত্র তক্ষের (৩) বংশধর না বলিয়া অনার্য্য শককুলোদ্ভব বলিয়া অনুমান করা সঙ্গত কি না তাহা বিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ ভাবিয়া দেখিবেন। আমরা মনে করি সম্ভবতঃ এই জন্যই সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক স্বর্গীয় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয় মদনপারিজাতের স্বরচিত ভূমিকায় এই কাণ্ঠাধিপগণকে বিশুদ্ধ রাজকুলে সমুৎপন্ন (৪) বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন।

ফলতঃ অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক পূজ্যপাদ স্বর্গীয় স্মৃতিরত্ন মহাশয় যখন কাণ্ঠাধিপগণকে বিশুদ্ধ

(৩) "ভরতস্যাত্মজৌ বীরৌ তক্ষঃ পুষ্কল এব চ।

* * * *

হতেষু তেষু সর্ব্বেষু ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ।
নিবেশয়ামাস তদা সমৃদ্ধে দ্বে পুরোত্তমে।
তক্ষং তক্ষশিলায়াস্তু পুষ্কলং পুষ্কলাবতে।"

(রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে ১১৪ সর্গঃ)

(৪) "সোঽয়ং প্রসিদ্ধরাজকুলে একত্রিংশদধিকচতুর্দ্দশশতবিক্রমাব্দে সাধারণনামধেয়প্রথিতভূপালাজ্জাতঃ।"

রাজকুলে সমুৎপন্ন বলিতে কিছুমাত্রও সঙ্কুচিত হন নাই; তখন তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া মদনপালকে ক্ষত্রিয় বলিয়া কীর্ত্তন করা আমাদিগের পক্ষে কোনরূপ দোষের বিষয় হইয়াছে কি না, তাহা বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী ভাবিয়া দেখিবেন। বলা বাহুল্য বিশুদ্ধরাজকুলোদ্ভব বলিলে যে, ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর কোন জাতিকেই বুঝায় না, মনুস্মৃতির লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভাষ্যকার মেধাতিথির "রাজন্‌শব্দঃ ক্ষত্রিয়জাতৌ মুখ্যঃ" এই কথাটীই তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ। অথবা কোষকার নরসিংহ পণ্ডিত যখন রাজন্ শব্দটীকে ক্ষত্রিয়পদের বাচক (৫) বলিয়া স্বাভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিতে কিছুমাত্রও কুণ্ঠিত হন নাই; তখন বিশুদ্ধরাজকুলে সঞ্জাত মদনপালকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রকাশ করা আমাদিগের পক্ষে দোষের বিষয় হইয়াছে কি না, তাহা বিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ বিবেচনা করিবেন।

সত্য বটে অধ্যাপক স্মৃতিরত্ন মহাশয় ১৪৩১ বিক্রমাব্দে মদনপালের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তথাপি আধুনিক বলিয়া মদনপারিজাতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা শিষ্টজনের পক্ষে গৌরবের কথা নহে বলিয়াই মনে করি। যেহেতু পূজ্যপাদ স্মৃতিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"মদনপারিজাতনামধেয়নিবন্ধোঽয়ং প্রাচীনঃ। অর্ব্বাচীনৈঃ বিখ্যাতৈঃ নানাদেশীয়ৈঃ প্রামাণিকৈঃ বাচস্পতিমিশ্র, চণ্ডেশ্বর, রঘুনন্দন, মিত্রমিশ্র, ক্লমলাকর, নন্দপণ্ডিতপ্রভৃতিভিঃ গ্রন্থকারৈঃ সমাদৃততয়াতিপ্রামাণিকশ্চেতি।"

(৫) "রাজা তু সার্ব্বভৌমঃ স্যাৎ পার্থিবঃ ক্ষত্রিয়ো নৃপঃ।"
(-ইতি রাজনিঘণ্টৌ নরহরিঃ)

অর্থাৎ মদনপারিজাতনামক নিবন্ধখানি প্রাচীন। নানাদেশীয় বিখ্যাত প্রামাণিক গ্রন্থকার দ্বৈতনির্ণয়রচয়িতা বাচস্পতিমিশ্র, স্মৃতিরত্নাকর (বিবাদরত্নাকর প্রভৃতি) প্রণেতা চণ্ডেশ্বর, অষ্টাবিংশতিতত্ত্বসঙ্কলয়িতা রঘুনন্দন, বীরমিত্রোদয়রচয়িতা মিত্রমিশ্র, নির্ণয়সিন্ধু প্রণেতা কমলাকর ও বিষ্ণুস্মৃতিবিবৃতিকার নন্দপণ্ডিত প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নব্য নিবন্ধকারগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত বলিয়া, ইহা অতি প্রামাণিক গ্রন্থ।

অপিচ কেবল যে, কথিত মহাত্মগণই মদনপারিজাতকে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া আদর করিয়াছেন, তাহা নহে। বিখ্যাত নিবন্ধকার ভট্টোজিদীক্ষিত (৬) স্মার্ত্ত নীলকণ্ঠ (৭) ও বর্দ্ধমানভট্ট (৮) প্রভৃতি নিবন্ধকারগণও যখন মদনপারিজাতের উক্তি সাদরে মস্তকে বহন করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থের গৌরববর্দ্ধনে কিছুমাত্রও কুণ্ঠিত হন নাই; তখন মদনপারিজাত অতি প্রামাণিক নিবন্ধ, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না! অতএব মদনপারিজাতের আশ্রয় গ্রহণ করায় সাবিত্রী-সমালোচনবিষয়ক প্রবন্ধগুলি হিন্দুসমাজের

(৬) "মদনপারিজাতেঽপি—দেশান্তরমৃতে পত্যৌ ব্রহ্মিণ্যাস্তদস্থিভিঃ সহগমনং ভবত্যেবেতি।"
(চতুর্ব্বিংশতিমতব্যাখ্যায়াং ভট্টোজিদীক্ষিতঃ)

(৭) "কলৌ তু সর্ব্ববর্ণানাং মাসং প্রতিষিদ্ধমেব তথাত্যুক্তং শ্রাদ্ধদীপকলিকামদনপারিজাতয়োর্নিগমে" ইতি শ্রাদ্ধময়ূখে ভট্টনীলকণ্ঠঃ।

(৮) "কল্পতরুকামধেনু হলায়ুধঞ্চাপি ধর্ম্মকোশঞ্চ। স্মৃতিসারকৃত্যসাগররত্নাকরপারিজাতদণ্ডবিবেকে স্মার্ত্তবর্দ্ধমানঃ।

নিকট উপেক্ষিত হইবার যোগ্য কি না, তাহা বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীকে স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এখানে বলা আবশ্যক পূজ্যপাদ স্বর্গত স্মৃতিরত্ন মহাশয় "প্রাজাপত্যে তু গামেকাং দদ্যাৎ সান্তপণে দ্বয়ং। পরাকে তপ্তাতিকৃচ্ছ্রে তিস্রস্তিস্রস্তু গাস্তথা।" ইত্যাদি পদ্যগুলিকে স্বপ্রকাশিত মদনপারিজাতে চতুর্ব্বিংশতিমতব্যাখ্যার বচন বলিয়া উল্লেখ না করিয়াছেন, এমত নহে। কিন্তু উহা যে প্রকৃতপক্ষে যুট্‌ত্রিংশন্মতসংগ্রহের বচন, তাহা সম্ভবতঃ অশেষশাস্ত্রপারদর্শী শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় অভিজ্ঞ লেখকের অবিদিত নাই। ফলতঃ আদর্শপুস্তকের দোষেই যে, পূজ্যপাদ অধ্যাপক স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের এ পদচ্যুতি সংঘটিত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অতএব আশা করি এই উপলক্ষে প্রিয়তম শাস্ত্রী মহাশয় আবার নূতন প্রবন্ধের অবতারণা করিয়া স্বীয় বহুমূল্য সময় অযথা অপব্যয় করিবেন না।

প্রিয় পাঠক অতঃপর মাদলা পঞ্জীর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, আর ইতিহাসরসিক প্রিয়তম শাস্ত্রী মহাশয়ের কথার সারবত্তা উপলব্ধি করুন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন রায়।

আমার উপায় কি হইবে?

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)

জীবন-উষায় তরুণসূর্য্যের নবীন আলোকসঙ্গীগণের সঙ্গে নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুকে বাল্যকাল যাপন করিয়াছি। চিন্ময়ী মহাশক্তির চৈতন্য কখনও অনুভব করি নাই। প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কোথায় তাহা কখনও খুঁজি নাই। আমি কে—কোথা হইতে আসিলাম তাহা মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা করি নাই। ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনি জগন্মাতঃ! তুমি কে তাহাও কখন কল্পনার পথে আসে নাই। দেখিতে দেখিতে বাল্যলীলা সাঙ্গ। কিশোর আসিয়া দেহকে আচ্ছন্ন করিল। স্কুল ও কলেজে পড়িতে লাগিলাম বটে, কিন্তু সে স্থানেও ধর্ম্মের লেশমাত্র দেখি নাই। খ্রীষ্টান কলেজে পাঠের সময় খ্রীষ্টসম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল আমাদের পাঠ্য ছিল সত্য, কিন্তু বাইবেল পড়া এড়াইবার জন্য সেই ঘণ্টায় কলেজ হইতে French leave লইতাম। খ্রীষ্টের সারবান্ উপদেশাবলী কখন হৃদয়ঙ্গম করি নাই। জীবন শুষ্ক মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিতে লাগিল! ক্রমে ক্রমে যৌবনরাজ্যে পদার্পণ করিলাম। কে বলে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ দ্বাপরে হইয়াছিল—ঐ যুদ্ধ আমার সার্দ্ধ ত্রিহস্তমিত দেহ-কুরুক্ষেত্রে চলিতে আরম্ভ হইল। দুর্দ্দান্ত মাতঙ্গ সম মনই এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র! কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ প্রভৃতি এই মনের পুত্রগণ। দুর্য্যোধন-দুঃশাসনাদি শতভ্রাতা ঐসকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অবতার মাত্র। যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চপাণ্ডব সত্য, শম, দম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি। অর্থাৎ মানব যে সকল গুণে ভূষিত হইলে দেবত্বে উপনীত হইতে পারে

তাহারই অনুকল্প পাণ্ডবগণ, আর যে সকল ভাবের স্রোতে ভাসিয়া জীবগণ পশুত্বে উপনীত হয় তাহারই অংশসমষ্টির সমবায়ে কুরুগণের সৃষ্টি। কাজে কাজেই আমার এই ক্ষুদ্র কলেবর-কুরুক্ষেত্রে ভীষণ আহব চলিতে লাগিল। শান্তিময়ীর পদাম্ভোজ আর ধ্যান করিতে সময় পাইলাম না। ২৪ ঘণ্টা সমর-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত ও আন্দোলিত হইতে লাগিলাম। মায়ের পূজা কোন্ সময়ে করি? কলুষনাশিনী বিপদবারিণীর নাম কোন্ সময়ে উচ্চারণ করি?. বীরগণের পদভরে এই দেহ-কুরুক্ষেত্র একবারে রসাতলে যাইবার উপক্রম—তাতেই নিয়ত ব্যস্ত, মায়ের পূজার অনুষ্ঠান কোন্ সময়ে করি? মাতঃ সত্যবসনে, ত্রিভুবনবরেণ্যে! কি করিয়া তোমার প্রীতি-সম্পাদন করিতে হয়—কি করিয়া তোমার পূজা করিতে হয় তাহা এ পর্য্যন্ত শিক্ষা করি নাই। কোশাকুশি ঠক্‌ঠকান অসভ্য বর্ব্বরের কার্য্য বলিয়া এতাবৎ কাল মনে করিয়া রাখিয়াছি। পূজা-পার্ব্বণ, বাইবেলের জন (John) ও লুকের লিখিত সুসমাচারের স্রোতে কর্ম্মনাশার গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে।

আস্তিক্যবুদ্ধি, ধর্ম্মে বিশ্বাস ও গভীর ভক্তি এ হৃদয় হইতে কোথায় পলায়ন করিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিয়াও খোঁজ পাইলাম না। ধর্ম্মের কোন কথা উঠিলেই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া উহা দুর্ব্বলা অবলাগণের পক্ষেই শোভা পায় বলিয়া অশ্রদ্ধাব্যঞ্জক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছি। পূজা-পার্ব্বণ এ জীবনের জন্য বিসর্জ্জন দিয়াছি। কিছুতেই বিশ্বাস নাই। চাকুরীর স্থলে সকল বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কতদিন ব্রাহ্মসমাজে খ্যাতনামা আচার্য্যগণের নিকট "ছারমন" শুনিবার জন্য গতায়াত করিয়াছি; কিন্তু কিছুতেই প্রাণের পিপাসা মিটিল না। ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। হায় হায় আমার উপায় কি হইবে—ভাবিয়া ভাবিয়া অস্থির। দিবানিশি প্রাণের ভিতর হইতে ধূ করিয়া অগ্নিশিখা জ্বলিতেছিল কিছুতে তাহার নিবৃত্তি হইল না। ধনাগম হইতে লাগিল বটে,—পরিবারস্থ সকলেই শান্তিতে বাস করিতে লাগিল; কেবল এই হতভাগাই চিন্তাসাগরে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণের সকল তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির জন্য ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বার্দ্ধক্যের পুরোচর প্রৌঢ়দশা আসিয়া দেহকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। কৃষ্ণবর্ণ কেশাবলীর মধ্যে এক গাছ কেশ শ্বেতবর্ণ ধারণ করিল—অর্থাভাব পূরণ করিবার অভিপ্রায়েই বহুবিধ চেষ্টা ও যত্ন করিতে লাগিলাম সত্য, কিন্তু প্রাণে যে কি চায় তৎপ্রতি আদৌ লক্ষ্য রাখিলাম না। হৃদয় ক্রমে ক্রমে শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইয়া উঠিল। জগজ্জননীর উপাসনা করা দূরে থা'ক্ সমস্ত দিবারাত্রির মধ্যে এক মুহূর্ত্তের তরেও তাঁহার নাম করিবার অবসর পাইলাম না। সুদৃশ্য পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে যে কি আগুন তুষানলের ন্যায় ২৪ ঘণ্টা জ্বলিতে লাগিল তাহা অপরের চক্ষুর নিকট ব্যক্ত হইল না সত্য কিন্তু উপাদেয় অশনে, মনোহর বসনে, স্বাস্থ্যকর প্রদেশ ভ্রমণেও মনের শান্তির অভাব। জগতে মানুষের সুখ আছে কি না তদ্বিষয়ে ক্রমেই সন্দিহান হইয়া উঠিলাম। সুখ কিসে হয়?

ইংলণ্ডের অধিপতি অষ্টম হেন্‌রী সুখের নিমিত্ত কুলীন ব্রাহ্মণের ন্যায় ছয়টী বিবাহ

করিলেন—কিন্তু কিছুতেই সুখ পাইলেন না। তাঁহার জীবনতরি অসুখ ও অশান্তির স্রোতে ক্রমশঃ কাল সমুদ্রের অভিমুখে চলিয়া গেল। সুখের প্রতিবন্ধকতা ধর্ম্মযাজকদিগের গির্জ্জা হইতে উত্থিত হইল বলিয়াই তিনি তাঁহাদিগের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। রাজশক্তি ও ধর্ম্মযাজকশক্তির সংঘর্ষণেই মার্টিন লুথারের অভ্যুত্থান ও উলজীর পতন। দুই শক্তির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতাই দেশের অমঙ্গলের কারণ। ফরাশীদেশ যে ষোড়শ লুইর রাজত্বের সময় রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির সংঘর্ষণে রাষ্ট্রবিপ্লব বহ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল তাহার মূল, কারণও ঐ সুখের কৃশানুকল্প লালসা। ইংলণ্ডদেশে শ্বেত ও লাল গোলাপদ্বয়ের মহাসমরে শোণিতপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া ইংলিস সাগর শোণিতময় করিয়াছিল তাহারও ঐ কারণ। প্রথম চার্লসের সময় মার্সডেনমুর প্রভৃতি ক্ষেত্র কতকত ইংরেজ শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছিল—প্রজাশক্তির সমবায়ে ক্রোমওয়েলের অভ্যুদয় হইয়াছিল—প্রজাশক্তির নিকট রাজশক্তি নির্জ্জিত ও বধ্য ভূমিতে নিহত হইয়াছিলেন তাহাও দুই মহাশক্তির (collision) সংঘর্ষণের ফল মাত্র। প্রাণের ভিতরে স্বেচ্ছাচারিতাজনিত মহাসুখের আভাস প্রতিভাত না হইলে কখন কোন দেশের ইতিবৃত্তই ঐরূপ রক্তময় প্রতিকৃতি নিচয়ে খচিত হইত না।

এ হতভাগ্যের অদৃষ্টাকাশে সুখ-সূর্য্যের উদয় অসম্ভব, তাহাতেই আমি পাপের সহধর্ম্মিণী অশান্তির কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া ভব-কারাগারে বাস করিতে লাগিলাম।

সংসারে অর্থ অতি প্রয়োজনীয় বটে। কিন্তু অর্থে সুখ হয় না। অর্থে যদি সুখ হইত তবে আজি আমি মাসিক ৪০০৲ টাকা বেতনভোগী রাজকর্ম্মচারী। বাজারেও আমার সাধুতা ও সূক্ষ্ম বিচারের প্রশংসার ঢেউ উঠিয়াছে। সকলেই আমাকে ভক্তি করে—কই আমার হৃদয়ের প্রত্যেক স্তর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম কোথাও সুখের লেশমাত্র নাই।

কতদিন প্রান্তরে প্রান্তরে দেবমন্দিরে দেবমন্দিরে গির্জ্জায় গির্জ্জায় ব্রাহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মমন্দিরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি—শান্তিসুখলাভের প্রত্যাশায় সাধুদর্শন মাত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের দৈন্য ও দুর্ব্বলতা জানাইয়াছি। কতদিন পথ হইতে বিটপিচ্ছায়াতলে উপবিষ্ট সাধু, গৃহে লইয়া শান্তিসুখলাভের প্রত্যাশায় তাঁহার পদতলে বসিয়া বিবিধ প্রসঙ্গ তুলিয়া আলাপ করিয়াছি, কতকত ঋষিকল্প মহাত্মাগণের নিকট যাইয়া নানাবিধ আলাপ করিয়াছি, কিন্তু এ পাষাণময় হৃদয়ক্ষেত্রে কোন সুখের প্রতিকৃতি আদৌ প্রতিবিম্বিত হয় নাই। প্রাণের পিপাসা প্রাণের অভ্যন্তরেই বিলীন হইতে লাগিল। ধর্ম্মে বিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক ক্রমশঃ হৃদয়মরুভূমি শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল। এমন কি বিশ্বাসরূপ সলিল-বিন্দুর চিহ্নমাত্রও এ নারকীর হৃদয়-ক্ষেত্রে রহিল না।

শরৎকালে হিন্দুর মণ্ডপে মার আগমন হইয়াছে—মণ্ডপে মায়ের মূর্ত্তি বিবিধ বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া ভক্তের হৃদয়াকাশে পৌর্ণমাসীর কৌমুদীরাশি বিকীর্ণ করিতেছে—কিন্তু এ অবিশ্বাসী তাহা দেখিয়া ভাবিতেছে মৃত্তিকা নির্ম্মিত পুতুল ছেলের হাতেই শোভা পায়—

তাহার উপাসনা করিয়া বৃদ্ধ বৃদ্ধ হিন্দুগণ কি সুখ পাইয়া থাকেন বুঝিতে অক্ষম। ছোট কালে পড়িয়াছি পুত্তলিকার চক্ষু আছে দেখিতে পায় না, কর্ণ আছে শুনিতে পায় না, নাসিকা আছে ঘ্রাণ পায় না—তবে এরূপ অচেতন মূর্ত্তিকে ভগবানের অনুকল্প করিয়া ভক্ত কি সুখে অশ্রুস্রোতে ভাসিতে থাকেন? অনেক ভক্ত মূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া একেবারে চোখের জলে প্লাবিত হয়েন। কিন্তু এ পাষণ্ডের ঐ দৃশ্য দেখিয়া হাসির উদয় হয়। ব্রাহ্মসমাজে কতদিন গিয়াছি—আচার্য্য জলদগম্ভীরস্বরে উপনিষদের বচন আওড়াইয়া অন্যের প্রাণস্পর্শী বাক্যগ্রথিত বক্তৃতা করিতে লাগিলেন—কত নরনারী অবিচলিত ভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই বাক্সুধা পান করিতে লাগিলেন, কিন্তু এ হতভাগা চক্ষু মেলিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মুখের দিকে তাকাইয়া তাহাদের ভাব নিরীক্ষণে মনে মনে হাসিতে লাগিল। কতদিন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পাদরী দিগের উপদেশ শুনিবার জন্য সুসজ্জিত গির্জ্জায় প্রবেশ করিয়া মেণ্টরে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া বেতসাসনে উপবেশন করিয়াছি—বিশুদ্ধ ছাকা ছাকা ইংরেজী শুনিয়া স্তব্ধ হইয়াছি সত্য, কিন্তু বিশ্বাস অতিদূরে গা ঢাকা দিয়া কোথায় চলিয়া যাইত খুঁজিয়া পাইতাম না। খ্রীষ্টকে বিশ্বাস কর—তুমি পাপ হইতে মুক্ত হইবে। তোমার পাপের জন্য—তোমাকে পরিত্রাণ করিবার কারণ তিনি জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তাহাতেই বাইবেল বলিয়াছেন "Worthy the lamb that was slain for us." এই কথার রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি নাই।

ফলকথা বলিতে কি ধর্ম্মজগতে আমি কোন স্থান পাইলাম না। বিশ্বাস নাই, তাহাতেই দুর্গতির পরাকাষ্ঠা আমার জীবনের শেষ যামকে অত্যন্ত ভীষণ করিয়া তুলিল। আমার উপায় কি হইবে এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য কত কত সাধু মহাত্মাদিগের চরণপ্রান্তে কৃপাভিখারী হইয়া বসিয়া পড়িয়াছি। কত কত তীর্থস্থানে গমন করিয়া উন্মত্ত মনকে বিশ্বাসের দৃঢ় বন্ধনে বান্ধিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে ও প্রকৃত শিক্ষার অভাবে আমার এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। আমার মত কত শত নরনারী এইরূপ ভবঘুরের অবস্থাপন্ন হইয়া জীবনকে বিষাদময় করিয়া তুলিতেছেন—প্রকৃত সুখের অন্বেষণে বাহির হইয়া অর্থেই সুখ মনে করিয়া যেন তেন প্রকারে অর্থোপার্জ্জন করিতে বসিয়াছেন—তাহাতেও সুখশান্তি না পাইয়া পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া "হা হতোঽস্মি" বলিয়া জীবনের অন্ত সময়ে ভবসমুদ্রের পারে বসিয়া কাঁদিতেছেন। আমার উপায় কি হইবে Problem এর Solution করিবার জন্য কত কত লোক খ্যাত্যাপন্ন গ্রন্থকর্ত্তাগণের পুস্তক রাশির মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছেন—ট্যান্টালসের ন্যায় আকণ্ঠ জলরাশির মধ্যে দাঁড়াইয়া পিপাসায় ছট্ ফট্ করিতেছেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বিশ্বাস না থাকায় এ পর্য্যন্ত পৈতৃক গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র লওয়া হয় নাই। কতিপয় বন্ধুর পরামর্শে ও গৃহিণীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে মন্ত্র গ্রহণ করিলাম তাহাতে আমার আরও অশ্রদ্ধা হইল।

এদিকে তাকাইয়া দেখি বার্দ্ধক্যকাল তাহার নিত্য সহচর জরা লইয়া আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। মস্তকের প্রায় সমস্ত কেশকলাপ ধবলবর্ণ হইয়াছে। চর্ম্ম লোলিত—দন্ত স্খলিত—ইন্দ্রিয়গ্রাম নিস্তেজ—শরীর অবসাদে নিমগ্ন। পশ্চাতে তাকাইয়া দেখি অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি—এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি যে, চির সুহৃদ কাল তদীয় ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য আমাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। তখন পূর্ব্ব জীবনের ইতিবৃত্ত স্মরণ করিয়া সরল হৃদয়কে শিক্ষার গুণে বিজ্ঞানের কঠোর প্রস্তরে পূর্ণ করিয়া বিশ্বাসকে জন্মের মত চির বিদায় দিয়া কেবল এই কথাই বলিতেছি, "হায়! হায়!! এক্ষণ আমার উপায় কি হইবে?" এতকালের মধ্যে ভগবানের নাম স্মরণ করি নাই—আজি এই অন্তিম সময়ে চৈতন্যোদয় হইল। এখন আর সময় নাই। আমার এই প্রস্তাব পড়িয়া যদি কাহারও সময় থাকে তবে তিনি সাবধান হউন এই আমার ইচ্ছা ইতি।

গায়ত্র্যুপসংহার।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)

রায় মহাশয় বিজাতির রাজত্ব কালে কোন নূতন শাস্ত্র স্বীকার করেন না। কিন্তু ইহাতে বোধ হয় মাননীয় বিশারদ মহাশয় আদৌ সাময়িক ইতিহাস জ্ঞাত নহেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক রামানুজ কিরূপে বৈষ্ণব উপনিষদ অথর্ব্বশ্রুতি বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন; কিরূপে সম্রাট্ আকবর হিন্দু মুসলমানের সমন্বয় জন্য দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের সাহায্যে অল্লোপনিষদ রচনা করিয়া সাধারণে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদ্বিবরণ যখন অবগত হইতে পারেন নাই তখন অতীতের সাক্ষী ইতিহাস সমূহ একবার স্থির মস্তিষ্কে অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি।

অতঃপর আমরা গত প্রবন্ধে "আকৃষ্ণেন" ঋকের ছন্দ, অতিছন্দের 'বিরাট্ ত্রিষ্টুপ' লেখায় তদুত্তরে বলিয়াছেন "আমরা পাণিনি সূত্রের সিদ্ধান্তকৌমুদী নামক ভট্টোজী দীক্ষিত কৃত বৃত্তির বৈদিক প্রক্রিয়া ও স্বর প্রক্রিয়া অধ্যয়ন করিয়া দেখিয়াছি কোথাও ছন্দের লক্ষণ লিখিত হয় নাই।" রায় মহাশয় আমাদিগকে উন্মত্তই বলুন অথবা অন্য যাহাই বলুন আমরা কিন্তু তাঁহাকে পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়া রাখিয়াছি যে, 'অগ্রে বেদ, ব্রাহ্মণাদি সত্য শাস্ত্র দেখিয়া শেষে বিতণ্ডা করা সুযুক্তি। নতুবা প্রবীণের নিকট অর্ব্বাচীনতা প্রকাশ পাইলে সুধী সমাজ কি মনে করিবেন? পাণিনিস্পৃষ্ট সিদ্ধান্তকৌমুদীতে বেদাঙ্গত্ব কিরূপ উপলব্ধি হইবে? সত্য বটে বর্ত্তমানকালে অধিকাংশ লোকে পাণিনির অষ্টক (১) ও শিক্ষাশাস্ত্র বেদাঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন, তথা কাসকৃৎস্নের মীমাংসক, আপিশলীর সামতন্ত্র ও শাকটায়ণের ঋকৃতন্ত্র

১। পাণিনি ব্যাকরণের প্রকৃত নাম অষ্টকং ও অষ্টাধ্যায়ী।

(২) অসম্পূর্ণ ব্যাকরণ বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন। ইঁহারা পাণিনির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে বৃহৎ কথা-মঞ্জরী ও কথা-সরিৎসাগর হইতে ঐন্দ্র ব্যাকরণজ্ঞ কাত্যায়ন মুনিকে পাণিনির নিকট তর্কে পরাস্ত হওয়ার কথা, সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া থাকেন। অনন্তর ইহাও বলেন যে "পাণিনি ব্যাকরণ যদি বেদাঙ্গই না হইবে তাহা হইলে কাত্যায়ন উহার বার্ত্তিক এবং যোগদর্শনকার পতঞ্জল ঋষি, বেদাধ্যয়নোপযোগী ভাষ্য কেন করিবেন?" কিন্তু এই প্রকার বক্তৃতাগুলী একবার যদি ঐ প্রসিদ্ধ বার্ত্তিক ও ভাষ্য পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে তাহাদের নিকটও পাণিনি অসার হইবে। এই জন্যই শ্রী সিদ্ধ হেমচন্দ্র বলিয়াছেন "পাণিনি—প্রলপিতং" অপিচ মহাভারতের টীকার প্রতি দৃষ্টি করিলেও বুঝা যায় যে "বেদ-ব্যাস মাহেশ রূপ ব্যাকরণ সাগর হইতে যে সকল পদ-রত্ন উদ্ধার করিয়াছিলেন সৌম্পদ তুল্য ক্ষুদ্র পাণিনি ব্যাকরণে সে সকল কোথায়?" (৩) যাহা হউক যথার্থ শাব্দ বেদাঙ্গ কাহাকে বলে তাহাই এইস্থলে প্রদর্শন করিব।

প্রাচীন কালে অত্রি, অঙ্গিরা, কঠ, কশ্যপ প্রভৃতি ২৫।৩০ জন বৈয়াকরণের নাম পাওয়া যায়,—তন্মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত আট জনই প্রসিদ্ধ বলিয়া কথিত আছে।

"ইন্দ্রশ্চন্দ্রকাসকৃৎস্নাপিশলী শাকটায়নঃ।
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদি শাব্দিকাঃ॥"
কবিকল্পদ্রুম।

অর্থাৎ ইন্দ্র, চন্দ্র, কাসকৃৎস্ন, আপিশলী, শাকটায়ণ, পাণিনি, অমরজৈনেন্দ্র ও জয়ন্তী এই অষ্ট আদি শাব্দিক। কিন্তু দিগ্বিজয়ী কুমরিল ভট্ট জৈমিনী দর্শনের শবর ভাষ্যের টীকা লিখিতে স্বীয় তন্ত্রবার্ত্তিক নামক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে বলিয়াছেন অঙ্গানিজ্ঞাতিনামানি" এমতাবস্থায় ঐ সকল গ্রন্থের অস্তিত্বে সংশয় বুঝিয়া বলিতেছেন। "আগমো যস্ত নির্দ্দিষ্টঃ প্রয়োজনবিচক্ষয়া। কর্ম্মণাং নোচ্যতে তত্র কিং বেদাধ্যয়ন ফলম্॥

যে প্রয়োজন দেখিয়া আগম নির্দ্দেশ করিয়াছে এবং কর্ম্মের উল্লেখ করে নাই, তাহা দ্বারা বেদাধ্যয়নের ফল কোথায়? ইহার পর আগম কাহাকে বলে তাহাও দেখাইয়াছেন।

"আগমো বেদবাক্যাচ্চ নান্যঃ কশ্চন বিদ্যতে।
কথং চাদিমতাং সিদ্ধেদ্বেদে নানাদীনি বিধি॥"

বেদবাক্য হইতেই আগম (বৈদিক ব্যাকরণ) হইয়াছে তাহাতে অন্য কিছু বক্তব্য মান নাই; অতএব বেদের নানাপ্রকার বিধিতে কিরূপ আদি শাব্দিক অষ্টকের মত সিদ্ধ হইবে? এইরূপ আদিশাব্দিকদিগের বেদাঙ্গত্বাভাব দেখাইয়া কতিপয় ব্যাকরণের নাম করিয়া সে সকলে কি কি দোষ আছে দেখাইয়া দিয়াছেন। "সত্য বটে কাৎস্নের বিদ্বেষ্টৃগণ তাঁহার স্বর নষ্ট করিয়াও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই; অধিকন্তু কাসকৃৎস্নের সহাধ্যায়ীগণ তদ্রচিত ব্যাকরণের সাহায্যে বেদ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু শাকটায়ণ সহায় নিরুক্তকার উহাকে হীনলক্ষণ ও প্রয়োগবাহুল্যে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অমর ও জয়ন্তীর ব্যাকরণ বৌদ্ধ ও জৈনদোষদুষ্ট। (১) এতদ্ব্যতীত অধ্যবসায় বলে যাহাদের ব্যাকরণ বেদাঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের শেষে দেখা গিয়াছে অর্থাৎ উহাদের দ্বারাই প্রমাণ হইয়াছে যে উহারা বেদ মাত্র স্পর্শ করিয়াছিল কেন না যে সকল বেদবাক্য উদাহরণ স্বরূপ প্রয়োগ করিয়াছে সে সমুদয় প্রাতিশাখ্য, প্রয়োগ শাস্ত্র (কল্পসূত্র) সমূহ হইতেই ছদ্মবেশে রাখিয়াছে। নতুবা এব্যাপারে তাহারা পদের স্বরূপত্ব রাখিতে পারে নাই। পাণিনি প্রভৃতিও বেদের স্বরূপ বর্জ্জিত পদ সকল দ্বারা অপশব্দেরই সংস্কৃতে সংস্কার করিয়াছেন। এই সমস্ত দেখিয়াই সামসূত্রে মাশক, ঋক্-সূত্রে আশ্বলায়ন, শিক্ষায় নারদ তৈত্তিরীয়-সূত্রে মনু এমন কি পালকাচার্য্য রাজপুত্রও তদ্‌গ্রন্থে ঐসকল শাব্দিকদিগের মত পরিত্যাগ করিয়াছেন। এইজন্য কোন্ শব্দ-শাস্ত্রে বেদ ব্যাপারে গ্রহণ করিতে তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"প্রাতিশাখ্যাণি বা যানি স্বাধ্যায়দধীয়তে।
গৃহ্যমান তদর্থত্বাদঙ্গত্বং যেষু বা স্থিতম্॥"

অর্থাৎ প্রাতিশাখ্যসমূহ যাহা গৃহস্থগণ প্রতিদিন স্বাধ্যায়ের ন্যায় অধ্যয়ন করেন সেই সকলে অথবা তদর্থেই অঙ্গত্ব সিদ্ধ হইবে। অপিচ প্রাতি শাখ্য কেন গ্রহণ করিতে হইবে তাহাতে কি বিশেষত্ব রহিয়াছে তাহাও বলিয়াছেন।
—"প্রাতিশাখ্যেঃ পুন বেদসংহিতাধ্যয়নানুগত স্বর-সন্ধি-প্রকৃতি-বিবৃতি-পূর্ব্বাঙ্গ--পরাঙ্গাদ্যনুসরণাদ্বেদাঙ্গত্বমাবিতস্কম্।" অপিচ প্রাতিশাখ্যে বেদসংহিতানুগত স্বরাদি অঙ্গের দ্বারাই বেদের বৈয়াকরণিক অঙ্গত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। এই প্রাতিশাখ্য শৌনকাচার্য্য অথর্ব্ব ও ঋগ্বেদের পুষ্পমুনি সামবেদের জন্য সঙ্কলন করেন। যজুর্ব্বেদের দুইখানি প্রাতিশাখ্য পাওয়া গিয়াছে; একখানা তৈত্তিরীয় এবং অপরখানা কাত্যায়ন সঙ্কলিত বাজসনেয় এই সকলের স্বরগ্রাম জ্ঞানযোগে অধ্যয়ন করিলেই ছন্দের লক্ষণ পাইতে পারিতেন। কারণ স্বর-বোধ হইলে মন্ত্রের প্রক্ষিপ্তাদি মিথ্যা প্রয়োগ যেমন ধরা পড়ে, তেমন মন্ত্রের গুণও প্রকাশ পায়।

"দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্বজ্রো যজমানং নিহস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥"
মহাভাষ্য ১অঃ ১পাঃ ১আঃ

২। কটু শাকটায়নবচঃ।
শ্রীসিদ্ধ হেমচন্দ্র

৩। যান্যুজ্জহার মাহেশাৎ ব্যাসো ব্যাকরনার্ণবাৎ।
কিং তানি সন্তি পাণিনিগোষ্পদে॥"
অর্জ্জুনমিশ্র।

১। যখন জৈন ও বৌদ্ধগণ বৈদিকধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়াছিল, যখন ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের বিজয় দুন্দুভি কুমারিকা হইতে হইতে হিমালয়ের শিরোদেশ পবিত্র করে নাই; তাহারাই পূর্ব্বক্ষণে কচ-পল্লী কুমারিকা, বৌদ্ধ অধ্যাপকের নিকট শিক্ষিত হইয়া, তাহাদের ধর্ম্মে নিরীশ্বর বাদ দেখিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক অথর্ব্ববেদীয় ক্রিয়া অনুষ্ঠান করত তর্ক যুদ্ধে নাস্তিকদিগকে বিনাশ করিয়া আর্য্যভূমে বহুদিন পরে ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছিলেন। এই জন্য তাহার বিজয় কাহিনী, মাধবাচার্য্য এরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"কুমারিকা মৃগেন্দ্রেন হতেষু জিন হস্তিষু।
নিষ্প্রত্যূহমবর্দ্ধন্ত শ্রুতি শাখাঃ সমন্ততঃ॥"
শঙ্কর দিগ্বিজয়।

অতঃপর বক্তব্য এই যে বিশারদ মহাশয় যখন বৈদিক মন্ত্রের তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন এবং বেদাঙ্গাদি দেখেন নাই, তখন সর্ব্ববিদ্যার আকর অপৌরুষেয় বেদমন্ত্র দ্বারা স্বকীয় প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিপাদনে কিজন্য বিমুখ থাকিতেছেন? অথবা উহাও না দেখিয়া মধুকরের সহিত মিত্রতা করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণের সঞ্চিত মধু অপহরণ করতঃ আপনার প্রবন্ধরূপ চক্রের অঙ্গপুষ্টি করিতেছেন! যিনি আসল ছাড়িয়া নকলে সুখী তিনি বেদ না পড়িয়া বেদানুক্রমণিকা দ্বারা কি জ্ঞান লাভ করিবেন? কাত্যায়নের সর্ব্বানুক্রমণিকার অভাবে ছন্দ বিষয়ে পাঠকদিগের কৌতূহল নিবারণ করিতে পারেন নাই বলিয়া আপ্‌শোষ করিয়াছেন। বাস্তবিক ঐ গ্রন্থ এক সময় দুষ্প্রাপ্য ছিল বটে, কিন্তু যখন অক্সফোর্ড হইতে এ, এ, ম্যাকডোনেল কাত্যায়নের শাকল সর্ব্বানুক্রমণি, সর্ব্বানুক্রমণি পরিভাষা, শৌনকের অনুবাকানুক্রমণি ও ছন্দ সংখ্যা এবং সদ্‌গুরু শিষ্যকৃত বেদার্থদীপিকা ও সর্ব্বানুক্রমণি বৃত্তি এক সঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন, তখন হইতে ঐ গ্রন্থ বাজারের পুরাতন পুস্তক বিক্রেতাদের করগত হইয়াছে। আমরা ঐ গ্রন্থ দুই একবার দেখিয়াছিলাম তন্মধ্যে এমন কোন বিশেষত্ব নাই যাহা দ্বারা সকল বেদের সকল ছন্দ বুঝিয়া উঠা যায়। বরং যাঁহারা যথার্থরূপে বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা রায় মহাশয়ের উদ্ধৃত পাণিনিস্পৃষ্ট সিদ্ধান্তকৌমুদীর "ঋৎব্যবাব্যবাত্তমাধ্বী হিরণ্যয়াচ্ছন্দসি" সূত্র, যাহা মূল পাণিনিতে "ঋত্ব্য-বাস্ত্ব-মাধ্বী-হিরণ্যয়াণিচ্ছন্দসি" এইরূপ আছে এস্থলে আমরা উহা হইতে আলোচ্য মন্ত্রের ছন্দ স্বর এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ আরও একটী মন্ত্র ছন্দ ও স্বর নির্দ্ধারণ করিব। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের ১।১।১৮ সূত্রানুসারে (১) পাণিনি সূত্রের বৃত্তিধৃত "মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধীঃ" বাক্যটী (২) যজুর্ব্বেদের ১৩।২৩ সংখ্যক "মধু বাতাঋতায়তে" আদ্য বিশ্বদৈবত মন্ত্রের তৃতীয় চরণ এবং উহা নিচৃদ্‌গায়ত্রীছন্দ ও ষড়জ স্বর। "হিরণ্যয়েন সবিতারথেন।" এ বাক্য ঐ বেদের ৩৩।৪৩ সংখ্যক "আকৃষ্ণেন রজসা" আদ্য সূর্য্যদৈবত মন্ত্রের তৃতীয় চরণ, উহা বিরাট্ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ও ধৈবত স্বর। এখন যে সকল পাঠকের নিকট বেদ আছে তাঁহারা মিল করিয়া দেখুন ঠিক হইল কি না।

সুধীজনবরেণ্য বিশারদ মহাশয় অন্য এক স্থলে বলিয়াছেন যে, "ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের এক চরণে ১১টী করিয়া অক্ষর আছে, চারি চরণে মোট ৪৪টী অক্ষর বর্ত্তমান, আকৃষ্ণেন ঋকটীর উহা রক্ষিত হয় নাই; এইজন্য বলিতে যে, খাটি ত্রিষ্টুপ্ ও বিরাট্ ত্রিষ্টুপ্ এক "দেবসবিতঃ" এই মন্ত্রটীই ৪৪টী অক্ষ সজ্জিত।" বিশারদ মহাশয় যে এতদূর অগ্র হইয়া তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা পূ

(১) ঐ সূত্রের ভাব এই যে যদি কো সূত্রকার কোন সূক্তের উল্লেখ করিয়া থাকে তবে সেই সমগ্র সূত্র; যদি সূক্তের আদি ম উল্লেখ করিয়া থাকেন তবে সেই মন্ত্রটী আর যদি মন্ত্রের প্রথম চরণের পরবর্ত্তী কো চরণের উল্লেখ করিয়া থাকেন তাহা হই সেই মন্ত্রের প্রথম চরণ হইতে অধ্যয়ন কর্ত্ত পাণিনির ঐ সূত্রেও তাহাই করা হইল।

(২) রায় মহাশয়ের উদ্ধৃত বৃত্তি গোল দেখা গেল।

বুঝিতে না পারিয়া অনেক অযথা কুকথা বলিয়াছি। স্বীয় উদারতা গুণে ক্ষমা করিবেন ইহা মনে করি। পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন স্বর, ছন্দ ও ছন্দ, স্বরের অনুগমন করে। যজ্ঞের জন্যই যজুঃ, উহার উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত প্রভৃতির প্রভাবেই মূল ছন্দ হইতে নিচৃৎ, বিরাটাদি ছন্দের সংযোগ বিয়োগ ঘটিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রায় মহাশয়ের প্রিয়তমা সাবিত্রীই "দেবসবিতঃ" মন্ত্রটী বাজসনেয়ী সংহিতার কোন কোন স্থলে উদাত্তাদি-স্বরসংযোগে কিরূপ হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত হইল। যথা যজুর্ব্বেদের ৯।১ সংখ্যায় দেবসবিত মন্ত্রটী স্বরাড়ার্ষী ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, ধৈবতস্বর; ১১।৭ সংখ্যায় আর্ষি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ধৈবত স্বর এবং ৩০।১ সংখ্যায় ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ধৈবতস্বর। একই মন্ত্র বেদের বিভিন্ন স্থলে কেন এরূপ হইয়াছে রায় মহাশয় তাহা বুঝিলেন কিনা জানিনা। এতদ্ব্যতীত ৪৪ অক্ষরে আর্ষি ত্রিষ্টুপ, শুদ্ধা ত্রিষ্টুপ ও পাদজ্যোতিস্ত্রিষ্টুপ প্রভৃতি নাম ঐ স্বরূপভাবেই অন্যান্য মন্ত্র রহিয়াছে। অতএব একাদশাক্ষর চরণযুক্ত চারি চরণে চুয়াল্লিশ অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দ হইলেই যে তাহাকে খাটি ত্রিষ্টুপ বলিতে হইবে তাহা ভুল। বেদ সংহিতা কি বেদাঙ্গে গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতীমূল যে সপ্ত ছন্দ (১) আছে, উহা অতিছন্দ কি বিচ্ছন্দ দ্বারা কি ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্ত স্বর (২) দ্বারা অপলাপ করে না। বেদ মধ্যে মূল সপ্ত ছন্দ ব্যতীত অতি জগতী প্রভৃতি সপ্তছন্দ অতিছন্দ নামে এবং কৃত্যাদি সপ্তছন্দ বিচ্ছন্দ নামে কথিত হইয়াছে। (৩) ঐ সকল আবার উদাত্তাদি স্বরসংযোগে বিরাট্, ককুভ প্রভৃতি বহুবিধ নামে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কঠিন ও জটিল বিষয় অধ্যয়ন না করিলে অন্যের উদ্ধৃতাংশের উপর নির্ভর করিয়া কতক্ষণ চলে? বিশারদ মহাশয় তাঁহার ঐ ছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বলিয়াছেন যে "গায়ত্রীর প্রতি চরণে অষ্টাক্ষর থাকায় ব্রাহ্মণের অষ্টম বর্ষে, ত্রিষ্টুপের প্রতি চরণে একাদশ অক্ষর থাকায় ক্ষত্রিয়ের একাদশ বর্ষে উপনয়ন হইয়া থাকে, ইহা বীর মিত্রোদয়ের বচনেও আছে।" ভাল ঐ কথাই যদি সত্য হয়, তবে মন্বাদি মিথ্যা হইয়া যাইতেছে, কেন না তাঁহারা বলিয়াছেন তৎ সবিতু মন্ত্রটী ঋক্ মন্ত্র, এবং ঋগ্বেদ যে বৈশ্যের বস্তু তাহাও শ্রুতির প্রমাণ পাওয়া যায় তখন বৈশ্যেরই অষ্টম বর্ষে উপনয়ন হওয়া উচিত ছিল।

সর্বং হেদং ব্রাহ্মণা হৈব সৃষ্টং ঋগ্‌ভ্যো জাতং বৈশ্যং বর্ণমাহুঃ।
যজুর্বেদং ক্ষত্রিয়স্যাহুর্যোনিং সামবেদো ব্রাহ্মণানাং প্রসূতিঃ॥
তৈত্তিরীয় ব্রাঃ ৩।১২।৯।৩

অর্থাৎ এইবিশ্ব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; এবং তৎসৃষ্ট ঋগ্বেদ হইতে বৈশ্যবর্ণ জন্মিয়াছে, যজুর্ব্বেদ ক্ষত্রিয়ের জন্ম স্থান কথিত হইয়া থাকে ও সামবেদ ব্রাহ্মণের মাতৃস্বরূপ।

(১) সর্ব্বানুক্রমণি ৩খং ২সূত্রে ছন্দ ও অতি জগতী প্রভৃতি সপ্ত অতি ছন্দের প্রকরণ আছে।

(২) পিঙ্গল সূত্র ৩অ০ ৬৪সূত্র।

(৩) বাজসনেয়ী সংহিতার ২৩।৩৪ মন্ত্রে বিচ্ছন্দ এবং ২৪।১৩ মন্ত্রে অতিচ্ছন্দ রহিয়াছে।

এইরূপ যখন শ্রুতি রহিয়াছে এবং বিশারদ মহাশয় যখন পিঙ্গলনাগের ছন্দসূত্র পড়িয়াছেন তাহাতে ষড়ক্ষরা যজু গায়ত্রীও পড়িয়াছেন, তখন যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের জন্য ছয়বর্ষকালে উপনয়নের কেন ব্যবস্থা করেন নাই? অথবা তিনি যখন বেদ ব্রাহ্মণ, বেদাঙ্গের বিরুদ্ধে পুনঃপুন চুট্‌কী টীকা টিপ্পনী প্রমাণরূপে উপস্থিত করিতেছেন তখন তাঁহাকে বেদ-বিরোধী নাস্তিক ব্যতীত আর কি অনুমান করা যায়? ভাল এই জন্যই কি একমাত্র হরিহর ভাষ্য সম্বল করিয়া বলিয়াছিলেন (৪) "শাস্ত্রী চতুরতা প্রকাশের চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছেন" তাই বলিতেছিলাম যিনি যাহা কখন দেখেন নাই গুরুর নিকট উপদেশ পান নাই তাঁহার সংগ্রহ বিষয় কখনও উপকারে আসে না, এই জন্যই সাংখ্য দর্শনকার কপিলাচার্য্য বলিয়াছেন যে, "গুরূপদেশোঽপিষট্‌পদবৎ," অর্থাৎ অগ্রে গুরুর উপদেশ লইয়া শেষে মধু-মক্ষিকার ন্যায় সার সংগ্রহ করিবে, এইজন্য তাঁহাকে দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণের অনুরোধ করি এবং তৎকালেই তাঁহার সহিত তর্ক যুদ্ধ করিব; সমানে সমানে সংগ্রাম করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আমরা সংস্কৃত দ্বিজ এমতাবস্থায় অদ্বিজের সহিত শাস্ত্রালাপ করা কি বৈধ? এখন তিনি কিরূপে দ্বিতীয় জন্ম লইবেন তাহাও বেদমন্ত্রের দ্বারা দেখান যাইতেছে।

"আচার্য্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং কৃণুতে গর্ভমন্তঃ।
তং রাত্রীস্তিস্র উদরে বিভর্ত্তি তং জাতং দ্রষ্টুমভিসংযন্তি দেবাঃ॥৩

অথর্ব্ববেদ ১১কা০ ৩অনু০ ৫বর্গ

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে (উপনয়মান) মোক্ষবিদ্যাপ্রার্থী মাণবক (ব্রহ্মচারিণ) বেদবিধির অনুশীলনকারীকে (গর্ভমন্ত আচার্য্য) বেদবিদ্যাচরণগর্ভ অধ্যাপক, তাহাকে (ত্রিরাত্রী) ব্রহ্মবিদ্যা, লোকবিদ্যা ও ব্যবহার বিদ্যা নাম্নী ত্রিপদা বিদ্যার উদরে ধারণ করত তাহাকে জন্মাইবেন (এইরূপ জাত ব্যক্তিকেই) তৎপুরুষে সংযোগকারী দেবগণ দেখিবার ইচ্ছা করেন। এই দ্বিতীয় জন্ম।

যাঁহাকে দেবগণ দেখিবার ইচ্ছা করেন তাঁহাতে কি কি গুণ বর্ত্তমান থাকে তাহাও বেদমন্ত্রে আছে।

"ব্রহ্মচারীজনয়ন্ ব্রহ্মাণো লোকং প্রজাপতিং পরমেষ্ঠিনং বিরাজম্।
গর্ভভূত্বা মৃতস্য যোনাবিন্দ্রো হ ভূত্বাঽসুরাং স্তুতর্হ॥"

অথর্ব্ববেদ ১১কাং ৩ অনু:

অর্থাৎ—সর্ব্বব্যাপক প্রকাশমান ব্রহ্ম, যেরূপে লোকে প্রজাপতি ও পরমেষ্ঠিকে জন্মাইয়াছিলেন, ব্রহ্মচারী সেইরূপ (দ্বিতীয়-জন্মগ্রহণ করতঃ) ঐশ্বর্য্যের উৎপত্তিস্থানস্বরূপ হইয়া (এবং) অমৃতবিদ্যার গর্ভস্বরূপ অর্থাৎ অন্যের আচার্য্যস্বরূপ হইয়া অসুর(দুষ্ট-দিগের) তিরস্কারী হইবেন।

আমরা প্রসিদ্ধ বিশারদ মহাশয়কে এইরূপ সুসংস্কৃত হইয়া ঐরূপ আমাদের ন্যায় দুষ্টগণের তিরস্কারী হইতে অনুরোধ করি; নতুবা তাঁহার সত্য বিদ্যার অভাবে যেরূপ বাগ্‌বৈপরীত্য ঘটিতেছে; তাহাতে তাঁহার সহিত কোন প্রকারে আমাদের বিরোধ করা উপযুক্ত হইতেছে না। নতুবা যিনি গত মার্গশীর্ষের প্রতিভায় "ছান্দোগ পরিশিষ্ট দেব সবিত মন্ত্রের উপাসকদিগকে প্রাণায়ামে বঞ্চিত করিয়াছেন কিনা" দম্ভপূর্ব্বক লিখিয়া মাঘ মাসের প্রতিভায় বলিয়াছেন, "আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বর্ণত্রয়, প্রণায়ামের কোন অংশ হইতেই কেহ বঞ্চিত নহেন।" এইরূপ কতকগুলি অসার উদ্ধৃত বচন দ্বারা স্বীয় প্রবন্ধের অঙ্গপুষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ পুনঃপুনঃ বিপর্য্যয় দেখিয়া রুদ্রানুচর জ্ঞানে বিদায়ী নমস্কার দ্বারা তাঁহার গমনের সঙ্কেত করিলাম। এক্ষণে আমরা আপন মনে সমগ্র গায়ত্রীবিষয়ক প্রবন্ধের উপসংহারে বিজয়ী গায়ত্রীর একতর মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া পাঠকদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন ব্রহ্মের প্রকৃত অবিনাশী গায়ত্রী নাম মানবগণ আমাদের প্রচারে বুঝিতে পারিয়া উপাসনাপরায়ণ হন। সেই মাহাত্ম্য-শ্রুতিটী এই,—"তাং হৈতামেকে সাবিত্রীমনুষ্টুভ্ মন্বাহুর্বগ্বা অনুষ্টুপ্ তদস্মিন্বাচং দধ্ম ইতি ন তথা কুর্য্যাদ্যো হৈনং তত্র না অয়মস্য বাচমাদিতমূকো ভবিষ্যতীতীশ্বরো হ তথৈব স্যাত্তস্মাদেনাং গায়ত্রীমেব সাবিত্রীমনুব্রূয়াৎ॥"১৩

শতপথব্রাঃ ১১ কাং ৬ ব্রাঃ ৩ প্রপা০

ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—কোন কোন ব্যক্তি সেই অনুষ্টুপ্‌ছন্দোবদ্ধা সাবিত্রীকে (বাকই অনুষ্টুপ্ এই জ্ঞানে তাহা) মাণবককে প্রদান করে। এইরূপ সাবিত্রী প্রদান করা ঠিক নহে। যেহেতু সেই পুরুষকে ঐরূপ জ্ঞানে মাণবককে প্রদান করিলে সে ভবিষ্যতে মূক অর্থাৎ বোবা হয়। এইজন্য যাহা ঈশ্বরের প্রকৃত নাম সেই সাবিত্রী (সবিতাদৈবতঃ) গায়ত্রীই প্রদান করিবে।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মণ।

(৪) ঐ ভাষ্যাংশের বিষয় কর্কের ও জয়রামের ভাষ্যে থাকাতেই আমরা উদ্ধৃত করি নাই।

অবকাশে।

বিন্ধ্যাচল। পূর্ব্বানুবৃত্তি (৩)

গঙ্গা পার হইয়া দুইপাশে বজরার ক্ষেত দেখিতে দেখিতে আমরা ছুটিয়া চলিলাম। বজরা অপর্য্যাপ্ত ফলিয়াছে—যেন দশ বৎসরের এক বৎসর। সেই শস্যপূর্ণ আশা ভাণ্ডার হইতে সহজে চক্ষু ফিরিতে চাহিল না। আমরা ২টা ৪০ মিনিটে মোগলসরাই পৌছিলাম। মোগলসরাই ই, আই, আর, লাইনে একটা সেরা ষ্টেসন। আমি O. R. R. বুকিং আফিসে শিমলা পর্য্যন্ত এক টিকেটে ছুটীর ভাড়া 'through concession' জিজ্ঞাসা করিতে গেলাম। ষ্টেসনমাষ্টার বাবু আধ বয়সী বাঙ্গালী, তাঁহার শ্রুতিমধুর, আধা হিন্দী, সিকি বাঙ্গালা ও সিকি ইংরাজী মিশান 'রেলওয়ে' ভাষা অপূর্ব্ব খিচুড়ি। তিনি অতি ভদ্রতার সহিত আমাদিগকে কোচিং টারিফ হইতে ভাড়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিলেন এবং বুঝাইয়া বলিলেন কাল্‌কা পর্য্যন্ত through concession এ আমাদের লাভ

হইবে না। বুকিংবাবু হিন্দুস্থানী, তিন ডাকেও তাঁহার জবাব পাওয়া দুষ্কর এবং ১৫ মিনিট্ট তল্লাস করিয়াও তিনি শিমলার concession ভাড়া হিসাব করিতে পারেন নাই।" 'আমরা সেখানে থাকিতে থাকিতে বড়বাবু দুই এক ঝাপটা তুফান বহাইয়া স্থূলবুদ্ধি বুকিংমুন্সীর চৈতন্য জন্মাইয়া দিলেন। এদেশের সাধারণ মত, মাছের ঝোলে বাঙ্গালীর 'মগজ সাফ' হয়। বাঙ্গালীরা বিদ্রূপ করিয়া বলে ছাতু খাইলে 'আক্কেল মোটা' হয়। ইতিহাস বলে সহস্র বৎসরের ত্রাসত্ব ও উৎপীড়নে সকলকেই 'ক্যালিবান' সাজিতে হয়।

আমরা হাবড়া-কাল্‌কা থ্রু-প্যাসেঞ্জারে (through passenger, 15 up) ৪টা ২০ মিনিটে মোগলসরাই ছাড়িলাম। মোগলসরাই ও বিন্ধ্যাচলের মাঝে ৮টা ষ্টেসন। তাহার মধ্যে চুণার ও মির্জাপুর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিন্ধ্যাচলে মেলট্রেণ থামে না। মির্জাপুরে আমাদের গাড়ী ১০ মিনিট দাঁড়াইয়াছিল। অহৌরারোড ষ্টেসনের পরই বামদিকে দিঙ্মণ্ডলের প্রান্তসীমায় থরে থরে সাজান হরিতাভ মেঘমালার ন্যায় কাইমুর পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতে লাগিল। আমরা যতই চলিতে লাগিলাম, ছায়ার ন্যায় পাহাড়গুলিও ক্রমেই আমাদের কাছে সরিয়া আসিতে লাগিল। জমি উঁচু নীচু হইতে আরম্ভ করিল, নাল খাল সকল পাহাড় হইতে নদীতে উত্তর মুখে বৃষ্টির জল বহিয়া যাইবার পথ দেখাইয়া দিতেছিল। এক জায়গায় দেখিলাম মাঠে স্বামী ও পুত্র লাঙ্গল চালাইতেছে, লক্ষ্মীস্বরূপিণী কৃষকপত্নী পশ্চাতে পশ্চাতে ভাণ্ড হইতে বীজ বুনিয়া যাইতেছে। পার্শ্বে স্রোতের ধারে পল্লীবাসিনীরা কলসীতে জল ভরিতেছিল, রেলের বংশীধ্বনি ও নূপুর নিক্কণ শুনিয়া আধা জলভরা হাতের 'ঘৈলা' হাতেই রহিয়া গেল, তাহারা গ্রীবা বাঁকাইয়া সরল দৃষ্টিতে শতপদী রেলেরা দ্রুতগতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এই মধ্য ভারতের প্রাচীন আর্য্য পল্লীচিত্রের ভগ্ন টুকরাখানি আমাকে কি জানি কেন আর্কাডিয়ার গ্রাম্যচিত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। শৈলমালা ক্রমেই আমাদের কাছে আসিয়া চুণারে রেলওয়ে লাইন পার করিল। বাঁ দিকে ছোট ছোট গাছে ঘেরা ছোট ছোট পাহাড়ের গায় স্থানে স্থানে বেলে পাথরের খনি, ডানদিকে সহর, দূরে ঐ কেল্লা। পাথরের আকর চুণার হইতে আরম্ভ করিয়া মির্জাপুর ও বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত বরাবর দেখা গেল। মোগলসরাই সমুদ্র হইতে ২৭৫ ফুট, চুণার ২৮৩ ফুট, এবং মির্জাপুর ২৯০ ফুট উচ্চ। চুণার মির্জাপুর একটী সবডিবিসন। লোকসংখ্যা প্রায় ১০,০০০ ; তাহার অধিকাংশই হিন্দু। এখানকার জলবায়ু ভাল—সাধারণতঃ অধিবাসীরা দীর্ঘজীবী। সারণ, সাহাবাদ, গোরক্ষপুর মির্জাপুর প্রভৃতি জিলা হইতে বেঙ্গল রেজিমেণ্টের পুষ্টির জন্য সৈন্য সংগৃহীত হয়। সাহেবেরাও অনেকে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া চুণারে বাস করেন। দিন ভীষণ প্লেগ ও ম্যালেরিয়া উত্তর ভারত ছারখারে দিতেছে। চুণার এই আপদ হস্ত হইতে অব্যাহতি পায় নাই। চুণার বেলে পাথরের টালি, থাম, বাটী, শিলনোড়া প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এখানকার মাটীর জিনিস অতি সুন্দর ও হালকা। মূর্ত্তি নির্ম্মিত ব্রাকেট, খেলনা, ডিস, 'চা'র সরঞ্জাম

ফুলদান, পিকদান প্রভৃতি অতি মনোরম। মির্জাপুরেও এই সকল জিনিস তৈয়ার হয়।

চুণারের প্রাচীন নাম চরণারগড় ও চরণাদ্রি। উজ্জয়িনীরাজ ভর্ত্তৃহরি 'স্ত্রীণাং চরিত্রং' (১) বুঝিতে না পারিয়া বিষয়বিরাগী (২) হইয়াছিলেন এবং অনুজ বিক্রমাদিত্যের করে রাজ্যভার দিয়া চুণারে গঙ্গাতীরে যোগসাধন করিতে আসিয়াছিলেন। দুর্গের মধ্যে এখনও তাঁহার আশ্রম-স্থান নির্দ্দেশ করা হয়। কথিত আছে পৃথ্বীরাজ কিছুদিন চুণার দুর্গে বাস করিয়াছিলেন। (৩) একাদশ শতাব্দীতে রাজা সহদেব চুণারে আপন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। পর্ব্বতগুহার শিলালিপি ও দেবীমূর্ত্তিতে এখনও তাঁহার নিদর্শন রহিয়াছে। গঙ্গাতীরে একটী স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের মাথার উপর সুদৃঢ় চুণার দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা সুরক্ষিত এবং দুর্ভেদ্য বলিয়া গণ্য। চুণার দুর্গ উত্তর পশ্চিম ভারত হইতে বাঙ্গলা ও বিহারে যাইবার পথে দ্বারদেশে অবস্থিত। এজন্য বিজয়লিপ্সু মোগল পাঠান সকলেই এই দুর্গ হস্তগত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। ভারতের শেষ পাঠান বীর সেরসাহ বিবাহের ছলে এই দুর্গ মুষ্টি মধ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন। মোগল-সম্রাট্ হুমায়ুন বঙ্গের বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করিতে যাইবার পথে এই দুর্গে অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৭৫০ খ্রীঃ কাশীরাজ বলবন্তসিংহ এই দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। ১৭৬৫ সনে চুণার দুর্গ ইংরাজ-রাজ-করতলগত হইয়াছিল। কাশী হইতে ছদ্মবেশে পলায়ন করিয়া ওয়ারিণ্ হেষ্টিংস ১৭৮১ সনে এই দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কালের পরিবর্ত্তনে এই দুর্গ এখন হাজারীবাগের ন্যায় বাল কয়েদীদিগের সংস্কার জেলে (Reformation) পরিণত হইয়াছে। চুণারে গঙ্গেশ্বরনাথ মহাদেব, দুর্গাগুহ, আচার্য্যকূপ, ভৈরবদেব ও চক্রদেবী স্থান দর্শনযোগ্য। কেল্লার ভিতর শাহকাশিম সুলেমানীর দর্গা বা গোরস্থান হিন্দু মুসলমান সকলেরই সমান ভক্তি ও সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। (ক)

শক্র-কর-কুলিশ-ছিন্ন-পক্ষপুট, অগস্ত্যাদেশে অবস্থিত (১), উপলবিষম বিন্ধ্যপাদে (২) কুশনৃপতির সেনা বহুধা হইয়াছিল। (৩) তাঁহার

(১) অশ্বপূতং মাধবগর্জ্জিতং চ, স্ত্রীণাং চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যম্। অবর্ষণঞ্চাপ্যতিবর্ষণঞ্চ, দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।

(২) ন বৈরাগ্যাৎ পরং ভাগ্যং ন বোধাৎ পরমঃ সখা। ন হরেরপরস্ত্রাতা ন সংসারাৎ পরো রিপুঃ॥

(৩) *Vide* Imperial Gazeteer of India, Vol. VI., p. 392.

(ক) The entrance to the Mosque has been delineated by Mr. Daniel, as one of the finest examples of this species of architecture. Encycl. of Geogr. p. 357.

(১) অনপোঢ় স্থিতিস্তস্থৌ বিন্ধ্যাদ্রিঃ প্রকৃতাবিব।
৩১। ১২শ সর্গ রঘুবংশ।

(২) রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং॥ ১৯। পূর্ব্ব মেঘ, মেঘদূত।

(৩) বৈদ্ধেষু সেনা বহুধা বিভিন্না ইত্যাদি।
৩১। ১৬শ সর্গ রঘুবংশ।

যাননৈর্মি অরুণ হইয়াছিল। আমরা নতশিখর বিন্ধ্যগিরির শোভা দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা ৬টায় মির্জাপুর আসিলাম। এখান হইতে বিন্ধ্যাচল মাত্র ৫ মাইল পশ্চিমে। এ অঞ্চলে মির্জাপুর একটী প্রধান সহর এবং বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। পূর্ব্বে এখানে খুব শস্ত ও তুলার কারবার হইত। এখানে গালার বিস্তৃত কারখানা আছে। বেলে পাথরের কারখানায় মির্জাপুর চুণারের উপরে। মির্জাপুরী পিত্তল, কাঁসা, ভরণ ও তামার বাসন, শতরঞ্চী, গালিচা, ও দুলিচা, সর্ব্বত্র পরিচিত। লোকসংখ্যা প্রায় ৮০,০০০; তন্মধ্যে প্রায় ৭০,০০০ হিন্দু।

বিন্ধ্যাচল এবং চুণারের ন্যায় মির্জাপুরও গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এখানেও অনেক দেবমন্দির আছে। বামনের মন্দির ও দুগ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১) প্রতি বৎসর পঞ্চমাবতার বামনের জন্মদিন ভাদ্র শুক্লদ্বাদশীতে এখানে এক বৃহৎ মেলা হয়। মেল ট্রেণের যাত্রীদিগকে মির্জাপুরে নামিয়া একা করিয়া বিন্ধ্যাচল যাইতে হয়। একা যথেষ্ট পাওয়া যায়। ভাড়াও অধিক নহে।

গাড়ী আবার চলিতে লাগিল। মোগলসরাই হইতেই আমাদের পিছনে পাণ্ডা লাগিয়াছিল। মির্জাপুরেও আমাদিগকে পাণ্ডায় ধরিল। কাকের পিছনে ফিঙ্গে এবং নূতন নূতন সহরে আসিলে পাড়াগেঁয়ে লোকের পিছনে গোয়েন্দা লাগিলে তাহাদের যে দশা হয় আমাদেরও সেই অবস্থা। পথেঘাটে

(১) হিন্দী ভারতভ্রমণ, ১ম খণ্ড, বাবু সাধুচরণ প্রসাদ কৃত ১২১ পৃ: দেখ।

মফঃস্বলে সাধারণতঃ যে সকল 'পাণ্ডা' দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা পাণ্ডাদিগের 'নৌকর চাকর' ও 'আদমী'। আসল পাণ্ডা ঘরে বসিয়া থাকে, কখনও কখনও লোকজন সঙ্গে করিয়া শিষ্য যজমানের অনুসন্ধানে বাহির হয়। যাহা হউক প্রত্যেক পাণ্ডা (ওরফে 'বকলম পাণ্ডা')রই বোধ হয় একটু জ্যোতিষ বা ফিজিওনোমি (Physiognomy) পড়া আছে। তাহারা বিন্ধ্যাচলের যাত্রী দেখিলেই চিনিতে পারে এবং আধা বাঙ্গালা ও আধা হিন্দিতে জিহ্বা ও ওষ্ঠ বেকাইয়া জেরা করিতে আরম্ভ করে—'তুমি কোথা যাবেন বাবু?' আমি অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া উত্তর দিলাম 'বিন্ধ্যাচল।' ভদ্রতায় দোষ কি? আবার প্রশ্ন হইল 'পাণ্ডা কৌন্ আছে বাবু?' আমি মনে মনে একটু বিরক্ত হইলেও বাহিরে ঠাণ্ডাভাবে কহিলাম 'কোই নেহি।' নাছোড়বান্দার প্রশ্নবাণ পুনরায় বর্ষিত হইল 'বাড়ী কৌন্ জিলা?' এবার অসহ্য হইল, একটু গরমাইয়া বলিলাম 'জরুরৎ?' লোকচরিত্র বুঝিতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত পাণ্ডা মনে মনে হাসিল। কিন্তু একটা মস্ত দাও পাইয়াছে, পাছে বিগড়ে যায় ভাবিয়া কিঞ্চিৎ মিঠা চাল চালিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। আমিও মনে মনে ভাবিলাম—

বাবুই তোর মিছে আশ,
ঘর থুঁয়ে নলে বাস।

গয়া, প্রয়াগ ও বিন্ধ্যাচলের পাণ্ডার বৈরৈ শব্দ। সভ্য যাত্রিগণ অত্যাচার ও উৎপীড়নের ভয়ে এই সকল পাণ্ডার নাম শুনিলে শিহরিয়া উঠেন। 'পাছে ঠগি' চালাকদিগের এই ভয়টা অত্যন্ত বেশী, জোর জুলুম করিয়া

উসুল করিতে পাণ্ডা ঠাকুরগণ যেমন তৎপর এমন আর কেহই নহে। কিন্তু আজকাল ইংরাজ সরকারের সুশাসনে বাঘে মহিষে এক ঘাটে জল খায়। দুর্দ্দান্ত পাণ্ডাগণ অনেকস্থলে গ্রাম্য 'চাল কলার' পুরোহিত অপেক্ষাও শিষ্ট শান্ত। কিন্তু ইহা সত্য যে তাহাদের লাঠিয়াল পিয়াদারা ষ্টেশনে অনেক সময় প্রতিযোগিতার যুদ্ধে যাত্রীদিগকে টানাটানি করিয়া বিরক্ত করে। তাহারা অনেকেই যাত্রীপিছু ভাতা বা কমিশন পায়; সেই জন্যই এত আগ্রহ। তাও বেওয়ারিশ মাল, সকলেই লুটিতে চায়। যে যাত্রী ধীরশান্তভাবে আপন পাণ্ডার নাম বলিয়া দেয়, তাহাকে অপরের লোকে ছুঁইবে না। দুই একজন 'ছাঁচড়া' পাণ্ডা গুরুপুরোহিত ত্যাগ করিয়া নূতন ঘর করিতে ভাঙ্গচি দেয় বটে, কিন্তু তাহাদের বুকের পাটা খুব ছোট। একটু গাতা নড়িলেই উড়িয়া পালায়। অতএব পূর্ব্বপুরুষের পাণ্ডার নাম জানিয়া এই সকল তীর্থে যাওয়া ভাল। নচেৎ বন্ধুদিগের নিকট হইতে কোন পাণ্ডার সন্ধান লইয়া গেলেও মন্দ নয়, ইংলিশম্যানের 'কলিকাতার বাবু' দেখিলে পাণ্ডা ভায়ারা ভৃত্যের ন্যায় বাবুর হুকুম তামিল করে এবং অপেক্ষাকৃত সস্তা ব্যয়ে ভোজন-ভ্রমণ-দর্শনাদি সকল কাজ নির্ব্বাহ করাইয়া দেয়। হরিদ্বার ও মথুরার পাণ্ডারা একটু শান্ত ও নরম-মেজাজের। তাহাদের আকাঙ্ক্ষাও তত বেশী নহে। সেখানে তাহারা বিলাতের 'গাইড্ ও ইন্‌কিপারের' কাজ করে। শুনিয়াছি জগন্নাথের পাণ্ডারা জলৌকাবৎ শোণিতশোষণ করে। প্রবাদ আছে, পল্লীগ্রামের সরল প্রকৃতির লোক নিজ অধিকারে পাইলে প্রয়াগ ও বিন্ধ্যাচলের পাণ্ডারাও কিছু ভালহাতে হাতাইতে চেষ্টা করে। এজন্য বড় ঘরের মেয়েরা তীর্থক্ষেত্রে অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া বড়মানষি-যত কম দেখাইবেন, ততই মঙ্গল।

সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় আমরা বিন্ধ্যাচলে পৌঁছিলাম। ষ্টেষণের বাহিরে আসিলে ৫ হাতী বংশদণ্ড হাতে লইয়া যমদূত কালদূতের মত পাণ্ডাচরেরা তোমাকে ঘেরিয়া ধরিবে। সেই ভিড় ঠেলিয়া এক নিশ্বাসে সহস্র প্রশ্নের উত্তর দিয়া সাধ্য কি তুমি ভেতো বাঙ্গালী প্রাণ বাঁচাইয়া বাহিরে যাইবে। আমরা যে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম সে কেবল মা বিন্ধ্যবাসিনীর দয়া এবং আমাদের অদৃষ্ট ও পূর্ব্বপুরুষের আশীর্ব্বাদের জোর। পাণ্ডাদের দলবল দেখিলে মনে আসে দুর্গাপূজার সেই চালচিত্রের কথা, আর মা-কালীর গলার সেই মুণ্ডমালার কথা। ইহারা মা বিন্ধ্যবাসিনীর সেবাইত, না চণ্ডমুণ্ডার রক্তবীজ সেনা? উহারা হাঁক ডাক করিয়া আমাদিগকে চারিদিক হইতে প্রশ্ন করিতে লাগিল, 'ঘর কৌন্ জিলা?' 'পাণ্ডা কৌন্ হ্যায়?' আমি প্রথম প্রথম তামাসা দেখিব মনে করিয়া অবসরমত দুই একটা কথার উত্তর দিয়া তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিলাম। কিন্তু যখন দেখি কালবৈশাখী মেঘের মত চারিদিক হইতে ঘনাইয়া আসিল, আর হাল্লে পানি পায় না, তখন ডাক্তারিবাবুর সাহায্য পাইলাম। তিনি ঘনঘন কয়েকবার বলিয়া দিলেন, 'কোই পাণ্ডা নেহি হোগা, হম্‌লোগ বাঙ্গালী হোটেল-মে জায়েঙ্গে।' রামনামে ভূতপালের ন্যায় বাঙ্গালী হোটেলের নাম শুনিয়া তাঁহারা অন্ধকারে বিদ্রূপ-নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সরিয়া পড়িল।

বিন্ধ্যাচল লিরিবিলি স্থান। ষ্টেশনে একা-গাড়ীর ভিড় নাই। আমরা দুই জন কুলি করিয়া ডাক্তার বাবুর জিনিসপত্র ও আমার 'কার্পেটেরব্যাগ'টী সঙ্গে লইয়া প্রকৃতির সান্ধ্য-শোভা দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে বাঙ্গালী হোটেল বনাম 'স্বাস্থ্যনিবাসে চলিলাম। দূর হইতে দেখিলাম একখানি সাদা ধব্ ধবে দো-তালা বাড়ী সহর হইতে এক পা এগিয়ে দাঁড়া-ইয়া আছে। কুলিরা বলিল, 'অহি বাঙ্গালী হোটেল হ্যায়।' সেই দিক্ হইতে কলের গানের প্রাণহীন একঘেয়ে নাকিসুর আমাদের কর্ণকুহরে 'সোমরস' বর্ষণ করিতে লাগিল।

বারান্দায় একখানা চেয়ারে একজন দীর্ঘ-কায়, পুষ্টদেহ, অতিগম্ভীর, মাথায় টাকবিশিষ্ট বাঙ্গালী বাবু বসিয়াছিলেন। আমি অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, '——বাবু আছেন?' কে একজন পার্শ্বের ঘর দেখাইয়া দিল। আমি গ্রামোফোনের কুসুমবৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া সেই ক্ষুদ্র কুঠরীর দরজায় দাঁড়াইয়া ডাক দিলাম। বাবুর মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল। কলের গান নীরব হইল। তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া ডাক্তারবাবুকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। একটী অপ্রশস্ত সঙ্কীর্ণ পাহাড়ী ধরণের সিঁড়ী ধরিয়া আমরা উপরে উঠিলাম। দোতালার সাম্নের দিকে ৩টী ঘর, মাঝের ঘর একটা 'হল'। হলে শতরঞ্চ বিছান ছিল। সেই ঘরে আমাদের শয়ন, উপবেশন, টিফিন, গান, বাদন প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইল। কেবল ভোজন ও পায়খানা নীচে। 'হল'টী টোঙ্গের মত বারান্দা হইতে প্রায় ২।৩ ফুট উচ্চ। প্রাচীরগাত্রে গাড়ীর পাদানীর মত ছোট ছোট পাথর বসান আছে। তাহাতে পা রাখিয়া উঠা নামা করিতে হয়। ষষ্টি বৎসরের বৃদ্ধ ডাক্তারবাবুর পক্ষে এরূপ সহজ শ্যাণ্ডো-ইজম্ (ব্যায়াম) বিশেষ উপকারজনক। পার্শ্বের কুঠরী দুইটী খুব ছোট এবং বারান্দার এক সমতলে। তাহার একটীতে ইন্দুবাবু ও তাঁহার বন্ধু পান্থরূপে বাস করিতেছিলেন। ইন্দু-বাবু বিনাপরাধে কালাপাণি-নির্ব্বাসিত বন্দীর ন্যায় যামিনী যাপন করিতেছিলেন। আমা-দিগকে দেখিয়া তাঁহার আনন্দসিন্ধু 'উথলিল'। তিনি উভয় বাহু বিস্তার করিয়া আমাদিগকে সাহ্লাদে আলিঙ্গন করিলেন।

আমার সেই প্রাচীন বন্ধুটী আমাকে একটু পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিলেন। কোন সময় তিনি অষ্টপ্রহরের চতুষ্প্রহর এই দরিদ্রের ভাঙ্গা বেঞ্চে উপবেশন করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'গর্দ্দভচন্দ্র'কে তালিম করিয়া দিতে দীনভাবে প্রার্থনা করিতেন, তাঁসপাশার আত্মীয়তায় পরি-ণত করিয়া সাংসারিক সুখদুঃখের কাহিনী শুনা-ইয়া সমবেদনার দাবী করিতেন, এবং গৃহিণীর পিতার নামে এই 'ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা'র নাম মিলাইয়া অভাগাকে 'শ্বশুরা' সাজাইতেন। এখন এরূপ ইতস্ততঃ করার কয়েকটী কারণ বেশ বুঝিতে পারিলাম। ১ম তাঁহার অবস্থার উন্নতি হইয়াছে, ২য় তাঁহার অনুজরত্নের তালিম শেষ হইয়াছে, ৩য় বিনামূল্যে বিদ্যাদানের পরি-বর্ত্তে বিনামূল্যে অন্নদানের ভয়, ৪র্থ তিনি বিপত্নীক। অতএব—

গলা নাই গীত গায় মনের আনন্দে,
পত্নী নাই শ্বশুরবাড়ী যায় পূর্ব্বের সম্বন্ধে।

তিনি পূর্ব্বের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে নারাজ।

ভোজনে বসিয়া রাজা উজীরের গল্প চলিল। আমার বালাবন্ধু সিমলার সংবাদদাতা মিঃ রায়ের (১) দোষগুণচর্চ্চা হইল। হেন্সম্যান সাহেবের প্রিয়পাত্র দুর্গাচরণবাবু (২) বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। ——বাবু হেন্সম্যান সাহেবের কৃপাকটাক্ষে 'আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ' হইয়াছেন। আমি এই কয়েক ব্যক্তির জীবন-নাট্যপটের অন্তরালে ছিলাম। অতএব সমাদ্দারবাবু ও ——বাবুর বাক্যালাপে আমি কিছু কিছু উত্তর দিতে লাগিলাম। আর সকলেই নীরব। এমন কি আমাদের মুখর ইন্দুবাবুও বাগ্‌হীন। বরিশালী বালাম চাউলের ভাত ও গুপ্তিপাড়ার সোণামুগের ডালে উদরতৃপ্তি করিয়া আমরা শয়নকক্ষের উদ্দেশে উড্ডীয়মান হইলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরসিকলাল রায়।

(১) ফরিদপুরের ভূতপূর্ব্ব সরকারী উকীল রায় তারানাথ চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের ভাগিনেয় কেশবচন্দ্র রায়।

(২) ফরিদপুর কুবেরদিঘার বাবুদুর্গাচরণ সমাদ্দার।

উপদেশাবলী।

ভূমিকা। কায়স্থগণের প্রতিভার পরিচয় দেওয়াই "কায়স্থ-প্রতিভা"র মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া এক কায়স্থ-মহাপুরুষের কতকগুলি উপদেশ পাঠকপাঠিকা-দিগকে উপহার দিতে মনস্থ করিয়াছি। উপদেশগুলির উপাদেয়তা সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে চাহি না, যাঁহারা তাহা পাঠ করিবেন, তাঁহারা অবশ্যই উহার রস গ্রহণ করিয়া উপকৃত হইবেন। সম্প্রতি সেই মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

পুণ্যময় পঞ্চনদ এবং ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে যোগেশ্বর মহর্ষি শ্রীশ্রীশিবগণ স্বামী মহারাজের নাম সুপরিচিত। সুগৃহীত নামা ৺স্বামী রামতীর্থ এম, এ, প্রমুখ তাঁহার শিষ্য-স্থানীয়। আমরা সেই স্বামী শিবগণজী মহারাজারই কতকগুলি উপদেশ লিপিবদ্ধ করিব। কলিকাতা নগরে মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা এম, এ, বি এল, মহাশয় কর্ত্তৃক আহূত ধর্ম্মমহোৎসবে যে সকল ভাগ্যবান্ ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া-ছিলেন, তাঁহারা স্বচক্ষে এই পুণ্যাত্মা স্বামী মহারাজার মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। এই স্বামিপাদ কেবল মাত্র পরহিতচিকীর্ষু হইয়া পুণ্যস্মৃতিজড়িত, ভগবানের পদরজঃপবিত্রীকৃত, দেবতটিনী যমুনাতটস্থ মথুরা নগরীতে "শান্তি-আশ্রম" নামে এক আশ্রম স্থাপন করতঃ কপটতাপক্ষপাতসাম্প্র-দায়িকতা বর্জ্জিত পরম উপাদেয় প্রকৃত ধর্ম্মের তত্ত্ব জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকে বুঝাইতে-ছেন। অনেক য়ুরোপীয় ও আমেরিক নর-নারী ধর্ম্মপিপাসু হইয়া এই আশ্রমে আগমন করতঃ শান্তি পাইয়াছেন এবং আজিও পাই-তেছেন। বঙ্গদেশে পরমভক্ত সাধুগণাগ্রগণ্য ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস যেমন সকল সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব

শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন,—ওদিকে শ্রীশ্রীশিবগণ স্বামী মহারাজও তদ্রূপ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

পুরাকালে শ্রীশ্রীরামচন্দ্র, শ্রীশ্রীবাসুদেব ও শ্রীশ্রীশাক্যসিংহ প্রমুখ অবতারগণ ভূভারতে অবতীর্ণহইয়া সত্যধর্ম্মের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পরে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে অবতার ও পয়গম্বরগণের আবির্ভাব হইয়াছে। মধ্যযুগে শ্রীশ্রীকুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি অবতারকল্প মহাপুরুষগণ দ্বারা ধর্ম্মের সারতত্ত্ব ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত হইয়াছে। ভক্তির পূর্ণপ্রতিকৃতিস্বরূপ নবদ্বীপচন্দ্র বঙ্গাকাশে উদিত হইয়া অধর্ম্মের অন্ধকার দূর করিয়াছেন। আমরা কিন্তু এই সকল অবতারের নিকটে উপস্থিত হইতে পারি না,—তাঁহাদের আদর্শ গ্রহণ করিতে আমাদের সাহস হয় না। সময়ের দূরত্ব হেতু,—এবং তাঁহাদের ভক্তদের অতিমাত্র চেষ্টা দ্বারা ঐ সকল মহাপুরুষ আমাদিগের নিকট অতিমানুষরূপে—দেবতারূপে—প্রতিভাত হইয়া থাকেন। সেদিনকার শ্রীশ্রীপরমহংসদেব এখনই অবতাররূপে গৃহীত না হইলেও কথিত হইতেছেন। তাঁহার ভক্তেরা তাঁহার প্রতিমাস্থাপনপূর্ব্বক রীতিমত ভোগরাগ ও আরতি দিতেছেন; এইরূপ অবতারত্ব আরোপ অথবা তাঁহাদের প্রতিমাপূজা যে দোষাবহ, তাহা আমরা বলি না;—সে সাহস আমাদের নাই। তবে ইঁহাদের চরিত্র অতিমানুষ বলিয়া কথিত ও গৃহীত হইলে এই দোষ হয় যে, আমরা আর সেই আদর্শে চলিতে পারি না,—চলিবার সাহসও হয় না। কে কবে দেবতার অনুকরণ করিতে পারে?

শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণ ও রাসক্রীড়াদি দৈব লীলা বলিয়াই ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। কৃষ্ণ দেব ভগবানের অবতার,—তাই তাঁহার পক্ষে নির্ব্বাণ মোক্ষ সহজপ্রাপ্য হইয়াছিল,—কিন্তু আমা দ্বারা সে চেষ্টা সফল হইবে কেন? চৈতন্যদেব ভগবানের পূর্ণাবতার,—তাই ভক্ত তাঁহার দাসীরূপে ভজনা করিয়াছিল,—আমি মনুষ্যাধম,—ভক্তি আমাকে দয়া করিবে কেন? তাই বলিতেছিলাম,—অবতারদিগের প্রচারিত ধর্ম্ম যত উচ্চ এবং উপাদেয় হউক না কেন,—তাঁহা অবলম্বন করিতে কুদ্র মানবের সাহস হয় না।

অপর পক্ষে যদি দেখিতে পাই যে আমারই মত একজন সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি লইয়া আমারই মত দাসত্ব করিতে করিতে একদিন সেই দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করতঃ শাস্ত্রোক্ত যমনিয়মাদি সাধন পথে যোগেশ্বরের পদবী লাভ করিয়াছেন,—তখন স্বতঃই মনে হয় যে এই কার্য্য তত কঠিন নহে। তখন মন নিজেই এই সাধকের অনুসরণ ও অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করে। তদুপরি যদি সেই সাধক দয়াপরবশ হইয়া আমাদিগের মত অকিঞ্চন অধমদিগকে সম্বোধন করতঃ বলেন,—"ভাই হে,—আমি তোমাদেরই মত অজ্ঞান, তামসিক, স্বার্থপরায়ণ স্বার্থময় পুরুষাধম ছিলাম,—এই এই পন্থা অবলম্বন করিয়া আমি সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিয়াছি,—তাই আজ তোমার আমাকে মুক্ত, স্বাধীন দেখিতেছ। আইস আমি তোমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিব,—আবশ্যক হইলে হাতে ধরিয়া আনিব,—আইস আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আইস,—তোমরাও মুক্ত হইবে;—মুক্তি আমারই সকলেরই পৈতৃক সম্পত্তি,—আমরা সকলেই স্বভাবতঃ মুক্ত;—কেবল মায়াই আমাদিগের পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে;—আইস আমি তোমাদিগকে এরূপ শাণিত জ্ঞান-খড়্গ দিব যে তোমরা অনায়াসে মায়া-জাল ছিন্নভিন্ন করতঃ পৈতৃক বিষয়ের অধিকারী হইবে।" যদি তিনি এইরূপে আহ্বান করেন, আশ্বাস দেন,—তাহা হইলে কি প্রকৃতই আমরা তাঁহাকে অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক হই না? নিশ্চয়ই হই। তখন প্রাণে আশার সঞ্চার হয়, হৃদয়ে বল আসে এবং মন নির্ভয় ও নিঃসংশয় হয়।

শ্রীশ্রীস্বামী শিবগণজী মহারাজ এইরূপ সাধক,—এইরূপ পথপ্রদর্শক। তিনি দেহালী (বা দিল্লী) জেলার এক উচ্চ কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আর দশজনের মত তিনি ইংরাজী এবং উর্দ্দু ভাষা যথাকথঞ্চিৎ শিক্ষা করতঃ গভর্ণমেণ্টের চাকরী গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ হেড্‌পোষ্টমাষ্টার-পদবীতে উন্নীত হন। তাঁহার হৃদয় দয়ার আধার ছিল,—কোথাও কাহারও ক্লেশ দেখিতে পাইলে সেই ক্লেশ নিবারণ করা তাঁহার ব্রত ছিল। তিনি এই ব্রতপরিপালনার্থ প্রতি বৎসর একমাস কাল অবসর লইয়া দেশে দেশে দরিদ্রের উপকার এবং বিপন্নের বিপদুদ্ধার করিতেন। তাঁহার এই কার্য্য কিন্তু তাঁহার ঊর্দ্ধতন কোন প্রধান কর্ম্মচারীর বিরক্তি উৎপাদন করিল এবং পুণ্যকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তিনি ভর্ৎসনা ও তিরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। এই ঘটনায় তাঁহার ক্ষত্রোচিত সত্ত্বগুণাশ্রিত রজোগুণ জাগ্রত হইয়া উঠিল এবং তিনি এরূপ সেবাধর্ম্মের অনধিকারী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। কর্ম্মত্যাগ করার অনতিকাল পরে নিজ ভূসম্পত্তি সাধারণ লোকহিতকর কার্য্যে সম্প্রদান করতঃ তিনি তৃতীয় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং অনেক দিন অনেক প্রকার সাধন ভজন করার পর এক উপযুক্ত গুরুর দর্শনলাভ করিলেন। তিনি স্বপ্নযোগে গুরুর উপদেশ পাইয়া মৌনাবলম্বন এবং যোগাভ্যাস আরম্ভ করিলেন এবং কয়েক বৎসর কঠোর তপস্যাচরণ করতঃ সুদুর্লভ যোগেশ্বরত্ব ও পরমহংসত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে জীবন্মুক্তলাভ করিয়া তিনি পরহিতব্রতে মন দিলেন। তিনি দিব্যনেত্রে দেখিলেন যে, ভারতবর্ষের বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত মানবগণ ভগবানের নীতি উলঙ্ঘন করতঃ ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ে ধর্ম্মের নামে জীবহত্যা, কলহ, উৎপীড়ন, দ্রোহভাব দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজত্ব করিতেছে। বিদ্যার পরিবর্ত্তে অবিদ্যার অন্ধকার দেশকে গভীররূপে আচ্ছন্ন করিয়াছে। মনুষ্যগণ শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ক্রমশঃ অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই বিষম বিপদ্ নিবারণের উপায় চিন্তা করতঃ তিনি স্থির করিলেন যে যতদিন পর্য্যন্ত ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় পরস্পরে পরস্পরের প্রতি দ্রোহভাব ত্যাগ করতঃ প্রেমভাব অবলম্বন না করিবে ততদিন পর্য্যন্ত ভারতের ভদ্র নাই। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ভারতের হিন্দু, আর্য্য, ব্রাহ্ম, পারসিক, শিখ, মুসলমান, য়াহুদী, খ্রীষ্টান প্রভৃতি প্রধান ও দাদুপন্থী, কবীরপন্থী, রাধাস্বামী প্রভৃতি অপ্রধান মতের ধার্ম্মিক ও

ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটী ধর্ম্মসঙ্ঘ সংস্থাপন করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থই পরলোকগত স্বামী রামতীর্থ জাপান আমেরিকা প্রভৃতি দেশে পর্য্যটন করিয়া সর্ব্বত্র শান্তির জয় ঘোষণা করিয়া আসিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই মথুরায় শান্তি-আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে।

কায়স্থকুলের অলঙ্কার এই স্বামিজী পরোপকারের নিমিত্ত "সাধারণ ধর্ম্ম" নামে একখানি পুস্তক উর্দ্দুভাষায় লিখিয়াছেন। সকলেই অবগত আছেন যে পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর ভারতে উর্দ্দুভাষার একাধিপত্য। অধিক সংখ্যক লোকে যাহাতে ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া লাভবান্ হইতে পারেন সেই জন্যই তিনি এই পুস্তক উর্দ্দুতে লিখিয়াছিলেন। পুস্তকখানির উপযোগিতা এবং উপাদেয়তা সম্বন্ধে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে অজমীঢ় নগরে রাজপুতানা ও অন্যান্য প্রদেশের রাজকুমারদিগের অধ্যয়নের নিমিত্ত যে কলেজ আছে, এই পুস্তক ঐ কলেজের তিনটী সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের অবশ্যপাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রাজস্থানের কোটা রাজ্যের সদাশয় ভূপতির আনুকূল্যে তাঁহারা প্রাইভেট সেক্রেটারী কায়স্থবংশজ মুন্সী শ্রীযুক্ত শিব প্রতাপ জী ঐ পুস্তকের হিন্দী অনুবাদ করিয়াছেন। আমরা এই হিন্দী অনুবাদ পুস্তক হইতে কতকগুলি উপদেশ সংগ্রহ করিয়া "আর্য্য-কায়স্থ-পত্রিকা"র পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিতেছি। গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষায় সম্পূর্ণভাবে অনূদিত হইলে বাঙ্গালা ভাষার এবং বঙ্গদেশবাসী আপামরসাধারণের মহদুপকার ও সঙ্গে সঙ্গে এক কায়স্থ মহাপুরুষের কীর্ত্তিপ্রচার করা হয় সন্দেহ নাই। কোন ধনবান্ সদাশয় কায়স্থ-প্রবর এসম্বন্ধে মনোযোগী হইলে অনুবাদ করিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। যাহা হউক ভূমিকা আর দীর্ঘতর না করিয়া প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

একটী ক্ষুদ্র কথা।

ভারতে একটী প্রবাদ আছে যে, "হুজ্জতে বাঙ্গলা হেকমতে চীন।" বাঙ্গালী চিরদিনই প্রকৃত সত্যের উপরে টিকা টিপ্পনী কাটিতে পরাঙ্মুখ নহে। সামাজিক বা ধর্ম্মনৈতিক যে কোন বিষয়ই হউক না, ভবিষ্যৎ তত্ত্বের ভিতরে প্রবেশ না করিয়া আন্দোলন-স্রোত প্রবাহিত করিতে বদ্ধপরিকর হয়। জীবনের শুভ চিন্তার গতি মন্দীভূত হইয়া যাউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু আশুতৃপ্তিকর কোন একটী ঘটনার ভীষণ তরঙ্গে ভাসিয়া নিজের উন্নতির প্রতি বীতশ্রদ্ধা প্রদর্শনেও ক্ষান্ত হয় না।

এখন আমরা বলিতে চাই যে, মহানগরী কলিকাতার কায়স্থমহাসমিতি হইতে ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়নসংস্কার; বিবাহব্যয়সংক্ষেপ, চারি শ্রেণীর মিলন, এই তিনটী মন্তব্য সাধনের নিমিত্ত ১০ দশ বৎসর যাবৎ তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার 'সাধন' সংসাধনে কিছুই ফল হয় নাই, তবে একটু আশার সঞ্চার হইয়াছে মাত্র। দেখাও যাইতেছে, এই তিনটী মন্তব্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিরাপদ পন্থা ক্ষত্রিয়াচারে উপবীতগ্রহণ, উহা বিরাট কায়স্থসমাজের প্রসারবৃদ্ধির মূল ভিত্তি। ইহার পূর্ণতাকল্পে পশ্চিমদেশবাসী আদিপুরুষশোণিতসঞ্জাত বংশধরগণের সহিত মিলনের সম্পূর্ণ আশা—ইহা বিশ্ববিধাতারই কৃপার বিধান। কায়স্থসমাজের আভিজাত্যের বিশুদ্ধ জ্যোতি প্রদীপ্ত হইবে, কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ না করে ইহাই ত বাঞ্ছনীয়।

বিধাতার বিধানের গূঢ় তত্ত্ব কে বুঝিবে? তিনি প্রাণিজগতকে সময়োচিত ব্যবস্থার ভিতরে নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। সংসারে স্ত্রীপুরুষের মিলন-সংঘটন ও সমাজের বদ্ধমূল কলঙ্কবর্জ্জন প্রভৃতি যাবদীয় ব্যাপার তাঁহারই অমোঘ শক্তিতে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। মানুষ সামান্য জ্ঞানে বিশ্বপতির বিশ্বপ্রসারকার্য্যপদ্ধতির অনুসন্ধানে গিয়া কি কিছু বুঝিতে পারে? অন্ধকারে পথপর্য্যটনে যেমন গন্তব্যস্থানে যাওয়া বিঘ্নসঙ্কুল, তেমনই সমাজপরীক্ষার ঘোর তিমিরে পড়িলে বড় বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। এই যে "বিধবাবিবাহ" লইয়া ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, ইহার ভিতরেও বিধাতার বিধানতত্ত্ব সম্বন্ধে একটুকু নিপুণতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। হয় ত অতি-প্রাচীনকালোচিত ব্যবস্থার বশবর্ত্তী সত্ত্বে ঐশী শক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতঃ বর্ত্তমানের বিধিনির্দ্দিষ্ট কার্য্যকে ব্যাভিচারবোধে প্রকৃত সত্যকে হারাইতেছি, না হয় পতিত জাতির উত্থানসুসময়ে মঙ্গলময়ের প্রদত্ত মন্তব্যত্রয়ের

বিঘ্নসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই উভয় সন্দেহের স্থলে নেতৃবর্গের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া সামাজিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। আমরা বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধাচারী হইলেও এ কথা অবশ্য বলিতে পারি যে, কায়স্থসংখ্যা মধ্যে সকলেই কি একমতসাপেক্ষ? কখনই তাহা বলিতে পারা যায় না, কেন না এই মহাতরঙ্গের ভিতরে অনেকেই মৌনভাবে নীরব রহিয়াছেন। যদি ইহার মূলে ঐশী শক্তির কার্য্য থাকে, তাহা হইলে বিধবাবিবাহের আন্দোলনে অত কড়াকড়ি নিয়মনির্দ্ধারণ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম চিন্তার প্রতি নির্ভর করা কর্ত্তব্য। কারণ একটীর প্রতি অনুরক্ত হইলে, অপরটী বীতশ্রদ্ধ ভাবে পরিণত হয়। যেমন বাঁকের একটী কলসী ভাঙ্গিলে দুইটীই ভাঙ্গিয়া যায়, এটী স্বাভাবিক নিয়ম।

আমরা এক্ষণে বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের অনুকূল হইলেও কিছু দেখাইতে ইচ্ছা করি না। কারণ জগতের শুভাশুভকার্য্য-নির্দ্ধারণে বিধাতা পলকমাত্রের জন্যও নিদ্রিত নহেন। তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আমাদের প্রাণের বস্তু চারি শ্রেণীর মিলন ও আন্তর্গণিক বিবাহ—ইহা দ্বারা বরপণরূপ রাক্ষসের বিকট মুখ হইতে নিষ্কৃতির উপায় হইবে, এবং কায়স্থকুল শূদ্রত্ব প্রেতত্বে আর কলঙ্কিত থাকিবে না। ভস্মনির্ম্মুক্ত অগ্নির ন্যায় লোক চক্ষে প্রকাশিত হইবে। ইহাই প্রাণের ঐকান্তিক বাসনা।

দুঃখের কথা এই যে, সামান্য দুই একটী বিধবাবিবাহ লইয়া এত আন্দোলন আড়ম্বর কেন? আপনারা কিছু দিন পরে দেখিতে পাইবেন, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সভ্যশ্রেণীর মধ্যেও বিচ্ছেদ, বিষাদ ঘটনার কতই প্রতিকূল ভাব

প্রকটিত হইবে। অনেক মনীষিপুঙ্গব মহাত্মারাও সময়-স্রোতের অনিবার্য্য বেগ দেখিয়া প্রচ্ছন্নরহিয়াছেন। এখন ভগবানে আত্মোৎসর্গ করিয়া যাহাতে সমাজের মঙ্গল সাধিত হয় এবং মন্তব্যত্রয়ের উদ্ধারে যত্ন করাই বিধেয়। কালচক্রের আবর্ত্তনে শাস্ত্রোচিত ব্যবস্থানুবর্ত্তী সমাজ একবারে অধঃপতিত হইবে না। যখন বিলাতফেরতকেও উদারপ্রেমের আশ্রয়ে হৃদয়ে স্থান দেওয়া যাইতেছে, তখন দুই একটী পতিত ও কলঙ্কিত যে প্রাণ জুড়াইতে সক্ষম হইবেনা, ইহা একটু কুত্রাপারই কথা। যাহা হউক, এখন হইতে সতর্ক হইয়া, উপনয়নসংস্কারে বলপ্রয়োগ করুন যে, সকলকে "শূদ্রত্ব" পাপনরক ভোগ করিতে আর না হয়। একটু ভাবিয়া দেখুন, দুর্ব্বলতা বা মুখাপেক্ষিতার প্ররোচনে নিরাশারূপ ক্রব্যাদ কেমন সকলকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। কাহার বা পিতামহীর অসম্মতি, কাহারও বা প্রণয়িণীর অনিচ্ছা, কাহারও বা বল্লালরাজপ্রবর্ত্ত সুবিধির ব্যভিচারসঞ্জাত শূদ্রকুল-গৌরবের আসক্তি, এই সমূহ বিঘ্নপ্রদ কারণে কত অনিষ্ট হইতেছে, একবার মনে করিলে প্রাণ আকুল হইয়া পড়ে। তাই অবনতমস্তকে বলিতেছি, শূদ্রত্ব-ঘোরকলঙ্ক-সন্তাপিত সমাজের উদ্ধারকল্পে কোনরূপ বিঘ্নপ্রদ আলোচনায় সময়পাত করা সমীচীন নহে। যাহাতে কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়ত্বের বিশুদ্ধ শক্তি গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মনীতির উজ্জ্বল আলোকে বিশ্বমুগ্ধ-সৌন্দর্য্য দেখাইতে পারে, তজ্জন্য প্রাণ ঢালিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ভাবী বিপচ্চিন্তার আশঙ্কায় মর্ম্মগ্রন্থিকে শিথিল করিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরে নির্ভরই সকল চিন্তার পরিণতি। মানুষ ভগবানের ইঙ্গিতবহনকারী যন্ত্র মাত্র।

হৃদয়ের ঐকান্তিক উত্তেজনায় আর একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারা গেল না। হয়ত এই প্রবন্ধটী বর্ত্তমান মহাবেগের বাধার বস্তু হইয়া অনেকের প্রাণের উচ্ছ্বাসতরঙ্গ আরও প্রবল করিতে পারে; কিন্তু আমরা বস্তুতই তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অতিকাতরস্বরে বলিতেছি, হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের যতিধর্ম্মপালনবিভ্রাটজনিত যে ক্লেশ উত্থিত হইয়া থাকে, তাহাতে উদারপ্রেমসম্পৃক্ত মহজ্জীবনে আঘাত করিবে না, একি কখনও সম্ভবে? সেই আদর্শপুরুষপুঙ্গবগণের স্নিগ্ধ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়টীর প্রতি আশু নিবৃত্তি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতে সাহসী হইয়াছি। ভরসা করি, ধর্ম্মনিষ্ঠ, সাধুসঙ্কল্প সিদ্ধ মনস্বীমাত্রেই বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার আলোকে একদিকদর্শিতার ঘোর অন্ধকারকে বিনষ্ট করিতে শক্তিপ্রয়োগ করিবেন, এ কথায় কোনই সংশয় নাই। তবে আপাতমুগ্ধ কর্ম্মবীর মহানুভবগণের কথা বলিতে পারি না। বস্তুতই একটী দেশব্যাপী ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে বিধাতার ইঙ্গিতভাব প্রাণে পোষণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ তাঁহার সৃষ্টিকৌশলের মধ্যে প্রবেশশক্তি মানবের অসম্ভব হইলেও একটীর অনুকূলে, অপরটীর প্রতিকূলে, অসামঞ্জস্য ব্যবস্থা, এটী সহসাই সকলে বুঝিতে সক্ষম হন। সুতরাং সমাজকে নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল পবিত্র চরিত্রে গঠিত করিতে হইলে প্রাণে সার্ব্বভৌমিক উদার শক্তির প্রয়োজন। যাহাতে পক্ষপাতিত্বদোষে দূষিত হইতে না হয়, ইহাই ভাবীদর্শী মহাত্মাগণের চিন্তার বিষয়।

উপসংহারে বলিবার কথা এই যে, সেসনের দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। এখনও

উপবীতধারী-কায়স্থসংখ্যা মুষ্টিমেয়। বঙ্গে বঙ্গজের শীর্ষস্থান বরিশাল, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানে অধিকাংশই ক্ষত্রিয়াচারে উপবীত গ্রহণ করেন নাই। এই অল্প সময়ে প্রাণপণ করিয়া যদি নেতৃবর্গ স্বয়ং প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তবে নিরাশ জীবনেও আশার সঞ্চার হয়। সমাজের চিরপ্রথাসংরক্ষণে বিধবাবিবাহনিবারণ বৈধ আন্দোলন হইলেও তাহাতে আশু নিবৃত্ত থাকাই যেন কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। কেননা ঐ সময়টুকুতেও কায়স্থসমাজের জীবনসম্বল মন্তব্য তিনটী উদ্ধারের উপায় অবলম্বন করিতে পারা যায়। আমার বড়ই প্রাণের ইচ্ছা ছিল যে, এই ক্ষুদ্র হৃদয় লইয়াও যথাসাধ্য প্রচারকার্য্যের সাহায্য করিতাম। কিন্তু ভাগ্যদোষে দৃষ্টিশক্তির ক্রমিক অভাব হইতেছে। সুতরাং সে আশা আমার সম্বন্ধে দুরাশায় পরিণত। সকলি বিশ্ববিধাতার বিধানসাপেক্ষ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ
কাঞ্চনতলা। ডাক্তার।

সমস্যাশতক।

বঙ্গীয় কায়স্থসভার খ্যাতনামা কায়স্থাচার্য্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয় কায়স্থ সামাজিক জগতে সুপরিচিত। তদীয় স্বর্গীয় পিতা রাজকুমার ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নাম অনেকেই অবগত আছেন। তিনি একজন অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতি পণ্ডিত ছিলেন। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা আজ তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়া যথাশক্তি সমাজসেবা ব্রত প্রতিপালন করিতেছে, কায়স্থ-প্রতিভা-প্রদর্শন তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। অদ্যাপি কায়স্থ ব্যতীত অন্য কোনও বর্ণের লেখনীপ্রসূত প্রবন্ধাদি প্রতিভার অঙ্কদেশে স্থান পায় নাই। অদ্য পাঠক মহাশয়দিগের অনুমতি গ্রহণ করিয়া আমরা একজন স্বভাবসুন্দর কবির মুখনিঃসৃত পদাবলী তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। ফলতঃ রত্ন যে স্থানে পাওয়া যায় তথা হইতেই সংগ্রহ করিবে। এমন একটী উজ্জ্বল রত্ন আমরা উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। উক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয় নলডাঙ্গা ও অন্যান্য স্থানে নিয়ত ভ্রমণ করিতেন, এবং কেহ কোন পাদ অর্থাৎ শ্লোকের চতুর্থাংশ উচ্চারণ করিলে ন্যায়রত্ন মহাশয় তৎক্ষণাৎ চারিচরণবিশিষ্ট একটী উপাদেয় শ্লোক রচনা করিয়া দিতে পারিতেন। এই সমস্যাশতকের ৯৭টী শ্লোক আমাদের হস্তগত হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে আমরা প্রকাশ করিতেছি।

প্রথম সমস্যা।

একদা বর্ষাকালে নিকটবর্ত্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরভূমি জলমগ্ন হইলে যশোহর জিলান্তর্গত নলডাঙ্গার রাজসভায় জনৈক রাজপারিষদ ন্যায়রত্ন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

বর্ষার জলেতে ভাই গরু পুড়ে মলো,

উত্তর—গরুর পৃষ্ঠেতে চুণ রুখিয়া নির্গুণ,

মাঠে চলে, বর্ষার জলে হইল আগুন।

বল্‌ছে চাষা পোড়া-দশা একি কাণ্ড হলো,

বর্ষার জলেতে ভাই, গরু পুড়ে মলো॥

নির্গুণ = মূর্খলোক।

দ্বিতীয় সমস্যা।

একদা বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয় কালে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দত্ত মহাশয়ের প্রশ্নে এই সমস্যাটী পূরণ করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন—এখন আমার বিষ অমৃত-সমান।

উত্তর—বিষধর-অরি যার নিযুক্ত বাহনে,
ব্রহ্মার বাসনা যাঁর প্রসাদ ভোজনে।
সেই হরি খেয়ে শেষ করিলা প্রদান,
এখন আমার বিষ অমৃত সমান॥

অমৃতং=যজ্ঞশেষদ্রব্যং, হরির প্রসাদ হইলে বিষও অমৃত হয়।

তৃতীয় সমস্যা।

একদা কোনও নিমন্ত্রণ উপলক্ষে সুবাড়ই ষ্টেসনেঅবতরণ করিলে ষ্টেসনমাষ্টারবাবুর প্রশ্নে—

প্রশ্ন—হায়! অমৃত পান করিয়াছিলাম কেন?

উত্তর—সতীর বিরহে, আমায় দহে পঞ্চবাণ,
এ জ্বালা জুড়াই যদি যায় পোড়া প্রাণ।
কি করি গো মৃত্যু নাই, মৃত্যুঞ্জয়ী যেন,
হায়! অমৃত পান করেছিলাম কেন!

দক্ষযজ্ঞে সতী দেহ ত্যাগ করিলে, মহাদেব তদীয় বরবপু নিজ স্কন্ধোপরি স্থাপন করিয়া ত্রিলোক ভ্রমণ কালে উক্ত প্রকার উক্তি করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকস্য।

কায়স্থ ও করণ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)

সত্য বটে মহামনা মেধাতিথি মনুস্মৃতির অষ্টমাধ্যায়ান্তর্গত ২০ সংখ্যক পদ্যের ভাষ্যে "নচ মন্ত্রিত্বে পুরোহিতবজ্জাতিনিয়মঃ" এ কথা না লিখিয়াছেন এমত নহে; কিন্তু তাই বলিয়াই যে, তাঁহার মতে বর্ণসঙ্কর করণজাতির হস্তে মন্ত্রিত্বভার অর্পণ করা যাইতে পারে, এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। যেহেতু;—

"দ্বিজান্ বিহায় যঃ পশ্যেৎ কার্য্যাণি বৃষলৈঃ সহ।
তস্য প্রক্ষুভ্যতে রাষ্ট্রং বলং কোষঞ্চ নশ্যতি॥"

(ব্যবহারতত্ত্বধৃত ব্যাস)

অর্থাৎ যে রাজা দ্বিজাতিকে পরিত্যাগ করিয়া শূদ্র বা শূদ্রধর্ম্মা (১) অপর কোন জাতির সহিত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাহার কোষাদি সমস্ত রাজৈশ্বর্য্য অচিরেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। ফলতঃ ব্রাহ্মণ না হইলে যেমন পুরোহিত হইতে পারিবে না, মন্ত্রী প্রভৃতি সম্বন্ধে সেরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। দ্বিজ হইলেই হইল, এই কথা প্রকাশ করাই মেধাতিথির উদ্দেশ্য; তদ্ভিন্ন দ্বিজেতর

(১) এখানে বৃষল পদে শূদ্রধর্ম্মা জাতিমাত্রকেই বুঝিতে হইবে; অন্যথা "দ্বিজান্ বিহায়" কথাটীর কোনই মূল্য থাকে না।

জাতিকে মন্ত্রিত্বে বরণ করা তাঁহার অভিপ্রায় নহে। সম্ভবতঃ এইজন্যই অন্যতম টীকাকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কুল্লুকভট্ট লিখিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণো ধর্ম্মপ্রবক্তেতি বিধানাদেব শূদ্রনিবৃত্তিঃ সিদ্ধা পুনর্নতু শূদ্র ইতি শূদ্রনিষেধো যোগ্যব্রাহ্মণাভাবে ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োরভ্যনুজ্ঞার্থঃ। অতএব কাত্যায়নঃ। যত্র বিপ্রো ন বিদ্যান্ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ং তত্র যোজয়েৎ। বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েদিতি॥"

(মন্বর্থমুক্তাবলী। ৮।২০)

অতএব ভট্টপল্লীনিবাসী অশেষশাস্ত্রপারদর্শী পূজ্যপাদ স্বর্গীয় হলধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতমণ্ডলী কায়স্থজাতিকে মনূক্ত করণ বলিয়া স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া ছলেন বলিয়া যাহারা তাঁহাদিগকে তৈলবটবুভুক্ষু ঝনৎকারবিনোদী পতিতপাবন আখ্যায় অভিহিত করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত নহেন, তাহাদিগকে যে কি বলিয়া আপ্যায়িত করিব; তাহা ভাষাতেও জুটিতেছে না, মুখেও ফুটিতেছে না।

'ঊর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি। নৈনানুপনয়েয়ুর্নাধ্যাপয়েয়ুর্ন যাজয়েয়ুর্নৈভির্ব্যবহরেয়ুরিতি।"

(কৌষিতকী গৃহ্যসূত্র ২।১)

অর্থাৎ যথাবিহিতকালে সাবিত্রী গ্রহণ না করিলে, তাঁহারা পতিতসাবিত্রীক বা ব্রাত্য নামে অভিহিত হয়। এই অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্রাত্যগণকে সাবিত্রী উপদেশ করিবে না, অধ্যয়ন করাইবে না, যাজন করাইবে না এবং ইহাদিগের সহিত একত্র আসনশয়নভোজনাদিরূপ ব্যবহার করিবে না; এমন কি শাস্ত্রকারগণ ইহাদিগের সহিত আলাপ পর্য্যন্ত করিতেও নিষেধ করিয়া গিয়াছেন (২) সত্য; কিন্তু ব্রাত্য বলিলে কেবল উপনয়নসংস্কারবঞ্চিত পতিতসাবিত্রীককেই বুঝায় না। শাস্ত্রে আছে,—

"যস্য পিতা পিতামহো বা সোমং ন পিবেৎ
স ব্রাত্যঃ।"

(আচারমাধবধৃত শ্রুতি)

যাহার পিতা বা পিতামহ সোমপান করেন নাই, তিনিও ব্রাত্যনামে পরিচিত। ফলতঃ ব্রাত্যমাত্রই সমাজে অব্যবহার্য্য নহে। হইলে, যে বৃষ্ণিবংশ ব্রাত্য বলিয়া ভারতে প্রসিদ্ধ; (৩) বিদেহাধিপতি রাজর্ষি জনক অর্ঘ্যপ্রদানপূর্ব্বক কখনই সেই বৃষ্ণিবংশগৌরব বলদেবকে স্বগৃহে স্থানপ্রদান করিতেন না; (৪) অথবা বৃষ্ণিকুলবর্দ্ধন মহাত্মা শ্বফল্ক যখন ক্ষত্রকুলতিলক কাশিরাজতনয়া গান্দিনীর পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন

(২) "এতৎকালাবধের্যস্য দ্বিজস্যাতিক্রমো ভবেৎ।
সাবিত্রীপতিতং বিদ্যাত্তস্য নৈবালপেৎ কদা॥১৪"

(বৃহন্নারদীয়ে পূর্ব্বভাগে ২৫ অধ্যায়)

(৩) "ব্রাত্যাঃ সংশ্লিষ্টকর্ম্মাণঃ প্রকৃতৈব চ গর্হিতাঃ।
বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ কথং পার্থ প্রমাণং ভবতা কৃতাঃ॥১৫"

(দ্রোণপর্ব্ব ১৪১ অধ্যায়)

(৪) "জনকশ্চার্ঘ্যপূর্ব্বকমেবৈনং গৃহং প্রবেশয়ামাস। স তত্রৈব চ তস্থৌ। বাসুদেবোঽপি দ্বারকামাজগাম। যাবচ্চ জনকরাজগৃহে বলভদ্রোঽবতস্থে, তাবৎ ধার্ত্তরাষ্ট্রো দুর্য্যোধনস্তৎসকাশাৎ গদাশিক্ষামশিক্ষত।৪৭"

(বিষ্ণুপুরাণ ৪।১৩ অ॰)

(৫), তখন ব্রাত্যমাত্রই যে সমাজে অব্যবহার্য্য এ কথা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে?

অতএব আমরা মনে করি শস্ত্রাস্ত্রধারণরূপ মুখ্য ব্রত পরিত্যাগপূর্ব্বক যে সমস্ত ক্ষত্রিয় ব্যবহারপর্য্যবেক্ষণরূপ গৌণব্রত আশ্রয় করিয়াছিলেন, ভগবান্ মনু কর্ত্তৃক তাঁহারাই ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সবর্ণাগর্ভজ তনয় করণ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। এবং সম্ভবতঃ উত্তরকালে যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ মহর্ষিগণ লিপিমাত্রোপজীবী বলিয়া অনন্তরজ বৈশ্যতনয়কে করণ আখ্যা প্রদানপূর্ব্বক মনুক্ত করণকে কায়স্থ সংজ্ঞায় পরিনিষ্ঠিত করিয়া, এতদুভয় জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। অন্যথা করণাপরনামা কায়স্থজাতি যদি শূদ্রাজ বৈশ্যসন্তান হইত তাহা হইলে ভগবান্ মনু স্বরচিত ধর্ম্মশাস্ত্রের কোথাও না কোথাও সে কথা উল্লেখ না করিয়া নীরবে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেন না। অথবা চিত্রগুপ্তবংশজাত কায়স্থগণ বর্ণসঙ্কর শূদ্রধর্ম্মা করণ হইলে, তাঁহারা একমাত্র দ্বিজাতির নিবূঢ় স্বত্বে কখনই হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতেন না। বলা বাহুল্য যাহারা কেবল নামের সৌসাদৃশ্য সন্দর্শনে স্বীয় বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতাকে স্বার্থের শ্রীপাদপদ্মে বলিদান করিয়া মনুক্ত করণকে কা বলিয়া অনুমান করিতে কিছুমাত্র লজ্জি নহেন; তাহাদের পক্ষে বল্লালমোহমুদ্গ ধৃত বিপ্রকুলকল্পলতা নামক গ্রন্থের "দাক্ষি ণাত্যবৈদ্যরাজশ্চৈকোঽশ্বপতিসেনকঃ। তদ্বং জনিতশ্চন্দ্রকেতুসেনো মহাবনঃ।" এই কথ অথবা ভরতকৃত রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকার "রাঢ়ী ভিষজা যে যে প্রায়স্তে বঙ্গগা অপি। নন্দ্যা দয়ো মহারাষ্ট্রে নিবসন্তি চ কেচন।" এ কথা কিংবা রত্নপ্রভার "রাজবংশে ধর্ম্মরাজে বীজী একঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। বাৎস্যগোত্রসমুদ্ভূতো দক্ষিণস্যাং দিশি স্থিতঃ॥" এই কথা স্মর করিয়া দাক্ষিণাত্যবাসী অম্পট্টগণকে (৬) অম্ব

(৫) "মাদ্রী পুত্রস্য জজ্ঞাতে সুতৌ বৃষ্ণ্যন্ধকাবুভৌ।
জজ্ঞাতে তনয়ৌ বৃষ্ণেঃ শ্বফল্কশ্চিত্রকস্তথা॥৩
শ্বফল্কস্য মহারাজ ধর্ম্মাত্মা যত্র বর্ত্ততে।
নাস্তি ব্যাধিভয়ং তত্র নাবর্ষভয়মপ্যুত॥৪
* * * *
শ্বফল্কঃ কাশিরাজস্য সুতাং ভার্য্যামবিন্দত।
গান্দিনীং নাম সা গাস্তু দদৌ বিপ্রেষু নিত্যশঃ॥৭"
(হরিবংশপর্ব্ব ৩৪ অধ্যায়)

(৬) In Sanskrit Ambastham means mahant, and not a barber. The barbers of Central and North Travancore prefer to be known by the name of Kshaurakas, while in South Travancore is the term, Ampattan, in vogue. The members of families from which persons are selected to shave kings or nobles call themselves Vilakkittalavans or chieftains among barbers. Vaidyam is a honorofic suffix. Some of them are real Vaidyas (doctors) and their women are traditional acoucheurs.

"All the Kshaurakas may be divided into three classes, namely, (1) Malayalam-speaking Amppattans who follow the Makkathayam law of inheritance, (2) Malayalam-speaking Ampattans who follow the Marumakkathayam law of inheritance and (3) Tamil-speaking barbers who in many localities have mergod into the Malayalam sub-division and exhibit, as in the case of the Pulans, their recent origin from the Tamils only by the dress and ornaments of their women. Besides these, there are numerous local varieties. Even within the limits of a single town, Trivandram, there are four such sections, Chala Vazhi, the Attungal Vazhi, the Peruntanni Vazhi, etc. They neither intermarry nor interdine.

"The Ampattans worship Mantramurti Matan and Yakshi as their tutelary divinities. In their dress, ornaments and festivals they do not differ from the Malayal sudras, of whom according to the Kerlotpatti, they form one of the lowest sub-divisions: The niece is the rightful wife of the son, and the daughter that of the nephew. The marriage itself lasts for four days and resembles that of the Nayars in all its details. Among the Makkathayam Ampattans, he who ties the Tali, is the recognized husband. But among the Marumakkathayam Ampattans this can only be if, at the time of Talikettu, the wedding dress and ornaments have been purchased by him. In any case, the Tali has to be removed as soon as the Tali-tier dies and the widow has to observe pollution. Among the Ampattans fraternal polyandry seems to be common. There is a curious ceremony observed by Ampattans when a member of their community dies. After the cremation a rope is held by two of the relations between the cremated body and the Karta; and is cut into two as if to indicate that all connection between the Karta and the deceased has ceased. This is called Bandham Arupu (cutting off connection). Death-pollution lasts for 16 days. Some section of the Ampattan caste who live in the Tadupazha Taluk bury their dead."

(Census Report of Travancore, 1901, Part I. by N. Subrahmanya Aiyar, P. 270-71.)

দেশীয় অম্বষ্ঠ ণের নেদিষ্ঠ সগন্ধ বলিয়া অনুমান করাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু এইরূপ অনুমাতাগণ সর্ব্বাংশেই ক্ষমার পাত্র কিনা তাহা বিজ্ঞতম পাঠকমণ্ডলী বিবেচনা করিবেন।

সত্য বটে, কোষকার রভসপাল "করণং কারণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয়কর্ম্মসু। কায়স্থে কচবন্ধে না তথা শূদ্রাবিশোঃ সুতে॥" একথা না লিখিয়াছেন এমত নহে। কিন্তু আমরা আশা করি, কেবল তাঁহার কথার প্রতিই নির্ভর করিয়া বিদ্বন্মণ্ডলী কায়স্থজাতিকে শূদ্রমাতৃক বৈশ্যসন্তান বলিয়া অনুমান করিতে পারেন না। যেহেতু;—

"করণং সাধনে গাত্রে পুমান্ শূদ্রাবিশোঃ সুতে।
যুদ্ধে কায়স্থভেদেঽপি জ্ঞেয়ং করণমাস্ত্রিয়াম্।"
(শব্দরত্নাকর)

করণ বলিলে কেবল শূদ্রাগর্ভোৎপন্ন বৈশ্যতনয়কেই বুঝায় এমত নহে; চিত্রগুপ্তবংশজাত

করণ নামে অভিহিত। উহা (করণ) কায়স্থ কায়স্থবিশেষও করণ নামে পরিচিত। অর্থাৎ চিত্রগুপ্তবংশোদ্ভব কায়স্থগণ যে দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত; তন্মধ্যে অন্যতম একটী শাখা মাত্রেরই সাধারণ সংজ্ঞা নহে। বলা বাহুল্য এই করণও যে চিত্রগুপ্তবংশজাত বলিয়া একতর দ্বিজ, সে কথা অপলাপ করিবার কোনই উপায় নাই। অতএব আমরা মনে করি, এই জন্যই বর্ত্তমান সময়ে পণ্ডিত বলিলে একমাত্র যাঁহাদিগকে বুঝায়—মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিরত্ন যাঁহারা কেবল উদর-পোষণার্থই ধারণ করেন না; তাঁহারা সকলেই একবাক্যে চিত্রগুপ্তের বংশধর কায়স্থগণকে একতর ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা,—

"চিত্রগুপ্তবংশজাতানাং কায়স্থানাং মূল-পুরুষস্য ক্ষত্রিয়ত্বেন ক্ষত্রিয়সন্তানত্বেঽপি সুচিরকালং পুরুষপরম্পরয়া উপনয়নাদিক্রিয়লোপাৎ ইদানীং ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বমিতি বিদুষম্পরামর্শঃ।"

স্বাক্ষর।

মহামহোপাধ্যায়	শ্রীরাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন	নবদ্বীপ।
,,	শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন	পূর্ব্বস্থলী।
,,	শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম	ভট্টপল্লী।
,,	শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার	কলিকাতা।
,,	শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শাস্ত্রী	কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ।
,,	শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ	কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ।
পণ্ডিত	শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ	কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ।
,,	শ্রীচন্দ্রশেখর চূড়ামণি	কলিকাতা হাতিবাগান।
,,	শ্রীভূতনাথ স্মৃতিকণ্ঠ	কলিকাতা।
,,	শ্রীকেদারনাথ শিরোমণি	নবদ্বীপ।
,,	শ্রীনৃসিংহদাস স্মৃতিভূষণ	বাঁশবেড়ে।
,,	শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ	কলিকাতা।
,,	শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন	ভট্টপল্লী।
,,	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বাচস্পতি	নবদ্বীপ।
,,	শ্রীঅনুকূলচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ	নবদ্বীপ।
,,	শ্রীশশিভূষণ তর্করত্ন	কলিকাতা।
,,	শ্রীশিবনাথ সার্ব্বভৌম	নবদ্বীপ।

সত্য বটে, বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণসভার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, কথিত ব্যবস্থাপত্রে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ১৩১৫ সনের ১৩ই আষাঢ়ের বঙ্গবাসী-পত্রে কায়স্থজাতিকে উপনয়নের অযোগ্য বলিয়া স্বাভিপ্রায় প্রকাশ না করিয়াছেন এমত নহে। কিন্তু তথাপি যখন তাহারা "চিত্রগুপ্তবংশজাতানাং কায়স্থানাং মূলপুরুষস্য ক্ষত্রিয়ত্বেন ক্ষত্রিয়সন্তানত্বেঽপি সুচিরকালং পুরুষপরম্পরয়া উপনয়নাদিক্রিয়লোপাৎ ইদানীং ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বমিতি" একথা প্রত্যাহার করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন; তখন চিত্রগুপ্তবংশজাত কায়স্থগণ একতর ক্ষত্রিয় কি না তাহা বালকেও বুঝিতে না পারে এমত নহে। কাজেই আমরা এ বিষয়ে আর বিজ্ঞ পাঠকমহোদয়গণের বহুমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করিতে বাসনা করি না। আশা করি,

অতঃপর বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগোষ্ঠী চিরানুগৃহীত একতর ক্ষত্রিয়-কায়স্থজাতির প্রতি অনুকম্পাপ্রকাশে কৃপণতা করিবেন না। ইত্যলং পল্লবিতেন।

শ্রীমধুসূদন রায়।

কায়স্থ শূদ্র নহে—ক্ষত্রিয়।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)

(ক)

ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্।
ন চাস্যোপদিশেৎ ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ॥
যোহস্য ধর্ম্মমাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতি ব্রতম্।
সোঽসংবৃতং নাম তমঃ সহ তেনৈব মজ্জতি॥

৮০—৮১।৪ মনু।

(খ)

শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণ তু সহাসনম্।
শূদ্রাজ্ঞানাগমশ্চাপি জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ॥

৩২।১২ পরাশর।

(গ)

দক্ষিণার্থন্তু নো বিপ্রঃ শূদ্রস্য জুহুয়াদ্ধবিঃ।
ব্রাহ্মণস্তু ভবেৎ শূদ্রঃ শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥

৩৫।১২ পরাশর।

অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম, শূদ্রের দ্বিজশুশ্রূষাই ধর্ম্ম এবং এই শুশ্রূষা পাদধাবনাদি কার্য্য। আর এই দ্বিজশুশ্রূষাই শূদ্রের প্রধান জীবিকা। শূদ্রের কোন সংস্কার নাই, তাহার কোন ধর্ম্মকার্য্যে ও ব্রতনিয়মাদিতে অধিকার নাই; বরং ধর্ম্ম কার্য্য কি ব্রত নিয়মাদি করিতে শূদ্রকে উপদেশ প্রদান করিলে, ব্রাহ্মণ নরকে পতিত হইবেন। ফলতঃ শূদ্রের গুরু পুরোহিত থাকিতে পারে না। কায়স্থ কিন্তু কোন দিনই দ্বিজাতির পাদধাবনাদি করেন না বা উহাই তাঁহার জীবিকার্জ্জনের উপায় নহে। তাঁহারা চিরকাল লেখাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আপন জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। আজকাল পেটে দায়ে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডালাদি পর্য্যন্ত সকলেই যখন ম্লেচ্ছজাতিরও খানসামাগিরি, বরকন্দাজী, সরকারী, মুহুরীগিরি ইত্যাদি করিয়া থাকে, তখন সদাচারসংস্কারবর্জ্জিত জনকয়েক ঐরূপ হীনকার্য্য করে বলিয়া, সমগ্র জাতি সেইরূপ কার্য্য করে একথা বলা বা এমন ধারণা পোষণ করা নিতান্তই অযৌক্তিক। আজকাল ব্রাহ্মণসন্তানগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের বৃত্তি অপেক্ষা যতদূর হীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, কায়স্থগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বৃত্তি হইতে ততদূর হীনবৃত্তি অবলম্বন করেন নাই। যদি কেহ বলেন যে, কায়স্থগণ চিরকাল রাজসেবা করিয়া আসিতেছে এবং রাজসেবা ও শূদ্রবৃত্তি একই জিনিষ। উত্তরে আমরা বলিতে চাই, রাজসেবা ও শূদ্রবৃত্তি এক নহে। যদি

রাজসেবা ও শূদ্রের সেবাবৃত্তি উভয়েই সমান হইত তাহা হইলে শাস্ত্রকারগণ ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যের রাজকার্য্যপরিচালনের ব্যবস্থা করিতেন না। বরং লিপিকারক যে ক্ষত্রিয়, তাহা অমরসিংহ লেখককে ক্ষত্রিয়বর্গে স্থান দিয়া দেখাইয়াছেন এবং শুক্রনীতিতেও দেখা যায় যে, রাজা যে বর্ণের হইবেন তিনি সেই বর্ণকেই রাজকার্য্যে নিয়োগ করিবেন।

যদ্‌বর্ণজো ভবেদ্রাজা যোজ্যাস্তদ্‌বর্ণজঃ সদা।

সুতরাং কায়স্থগণ যখন হিন্দুরাজার আমল হইতেইলিপি পরিচালনা করিয়া কায়স্থ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত। যখন দেখা যাইতেছে যে, কায়স্থজাতি আবহমানকাল হইতে লিপিকারকের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের গুরু ও পুরোহিত আছেন, গর্ভাধান হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত ১০টী সংস্কারের মধ্যে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ কায়স্থগণকে সহোন ৯টী সংস্কার প্রদান করিতেছেন এবং পশ্চিম-দেশীয় কায়স্থগণের উপনয়নাদি ১০টী সংস্কারই আছে, তখন কায়স্থগণকে শূদ্র বলিতে যাওয়া বাতুলতা ভিন্ন আর কিছু নহে।

কায়স্থগণের এই সকল সংস্কার অমন্ত্রক না হইয়া সমন্ত্রক সমাহিত হয়। অন্নারম্ভ, কর্ণবেধ, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কারে পুরোহিতগণ কায়স্থগণের প্রতিনিধিস্বরূপে হোম করিয়া থাকেন। কায়স্থের বিবাহে কুশণ্ডিকা, সপ্তপদীগমন ও লাজাহুতি আছে। ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রানুসারে কায়স্থগণকে দীক্ষাপ্রদান করতঃ গায়ত্রী ও বীজমন্ত্রসহ শিব, বিষ্ণু, গুরুপূজাদি শিক্ষা দিয়া থাকেন। কায়স্থগণ দোল, দুর্গোৎসবাদি পূজা নিজ নামে সংকল্প করাইয়া, করিয়া থাকেন। কায়স্থের সঙ্গে একাসনে সকল ব্রাহ্মণই বসিয়া থাকেন। কায়স্থের অন্নে ও অর্থে অনেক প্রকার বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছেন। কায়স্থের যাজনাদি করিয়া বহুতর বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ অর্থোপার্জ্জন করতঃ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। কায়স্থের এই সকল কার্য্য ব্রাহ্মণেরা আজকাল নূতন করিতেছেন না, বহুকাল হইতে করিয়া আসিতেছেন। এই সকল কারণে ও কায়স্থগণের আচার দেখিয়া, বাতুল ভিন্ন অন্য কেহই কায়স্থগণকে শূদ্র বলিতে সাহসী হইবেন না।

যে সকল ব্রাহ্মণ গায়ের জোরে কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া কায়স্থবিদ্বেষের আতিশয্য প্রকাশ করেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি যে, কায়স্থ শূদ্র হইলে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কান্যকুব্জাগত ৫ জন ব্রাহ্মণ, যাঁহাদের কায়স্থ শিষ্য ছিল, তাঁহারা এবং যে সকল ব্রাহ্মণ পুরুষানুক্রমে কায়স্থের গুরুগিরি ও পৌরহিত্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সকলেই মনুর মতে অসংবৃতনামক নরকে নিমগ্ন হন। বলি, তবে কি কায়স্থবিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে নরকার্ণবে নিমগ্ন করাইবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? বংশধরের উপযুক্ত কার্য্যই বটে।

আমাদের উল্লিখিত উক্তিতে কেহ মনে করিবেননা যে, কায়স্থগণ ব্রাহ্মণভক্ত নয়। কায়স্থগণ চিরকালই ব্রাহ্মণভক্ত। এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণেরা যে কিছু মান, সম্ভ্রম লাভ করিয়াছেন, তাহা কেবল মাত্র কায়স্থগণের নিকট হইতে। কায়স্থগণই ভক্তিপ্রণতাবশে ব্রাহ্মণকে সর্ব্বোচ্চস্থানে আরূঢ় করাইয়াছিলেন—কায়স্থগণই ব্রাহ্মণকে ভূদেবজ্ঞানে এ পর্য্যন্ত পূজা করিয়া আসিতেছেন—কায়স্থগণই এ দেশে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ সংস্থাপিত করেন—কায়স্থই এ দেশে সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালিত করেন; বলিতে কি, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কায়স্থদানপুষ্ট ব্রাহ্মণগণ—বলিতে লজ্জা, ঘৃণা ও ক্ষোভে হৃদয় অবসন্ন হয়—এক সময় এবং এখনও কায়স্থের উপর নির্ভর করিয়াই জীবিত আছেন। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনানুশাসনে, ব্রাহ্মণ্যের অন্তর্দ্ধানে, স্বার্থপরতার প্রবল-প্রকোপে, স্বকীয় প্রভুত্বপ্রিয়তায় এখন ব্রাহ্মণেরা কায়স্থ-বিদ্বেষের যথেষ্ট পরিচয়প্রদান ও তাঁহাদের জাতীয় উন্নতির অন্তরায় উপস্থিত করিতেও কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইতেছেন না। কালের এমনই গতি বটে! ব্রাহ্মণভক্তির চরম পরিণামই বটে!!

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা।

আহার ও ধর্ম্ম।

আজ কাল আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটী গুরুতর প্রশ্ন উঠিয়াছে—আহারের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ আছে কি না? অধুনা এই প্রশ্ন অনেকের মুখে শুনা যায়, আজ সেই কথার উত্তর দিবার জন্য প্রয়াস পাইব। শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চত্য বিজ্ঞান ও দর্শনে সুপণ্ডিত—কথায় কথায় তাঁহাদের মুখে "হার্ব্বার্ট," "হাক্‌সেলে" প্রভৃতির কথার অবতারণা হইতেছে সুতরাং এ অনভিজ্ঞ নগণ্যের উত্তর তাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে কি না জানিনা। যে হউক গুরুতর বিষয়ের আলোচনার যদি কিছু ফল পাওয়া যায় তাহাই মঙ্গল। ধর্ম্মশব্দ ধৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন (ধৃ+মন্)। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণকরা; সুতরাং যাহা সকলকে ধারণ (পোষণ) করে। ধর্ম্মশব্দ অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন অগ্নির ধর্ম্ম উষ্ণত্ব। অর্থাৎ উষ্ণত্ব ব্যতীত অগ্নির অস্তিত্ব অসম্ভব। জলের ধর্ম্ম শৈত্য—জল শীতলতা ব্যতীত ঐ সংজ্ঞা পাইতে পারে না। এরূপ স্থলে ধর্ম্ম গুণ শব্দের প্রতিপাদক। পুরাণের মতে যাহার দ্বারা সর্ব্ব জীব সংরক্ষিত হয় তাহার নাম ধর্ম্ম। যুক্তিবাদীগণের মতানুসারেও মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য তাহাই ধর্ম্ম। অতএব বুঝা গেল যাহা জীবগণকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া অহিংসা প্রভৃতি সৎকর্ম্মের অভিমুখে নিয়ত আকর্ষণ করিতেছে তাহাই জীবের ধর্ম্ম। যাহা ব্যতীত জীব ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারে না তাহাই জীবের ধর্ম্ম।

এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা করিব "আহার কি?" আমাদের এই গৃহ দেব-মন্দির। পরমাত্মারূপী পরমদেবতা সেই মন্দিরে নিয়ত বিরাজ করিয়া দেব-মন্দির আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন; যখন সেই দেবতা দেবাবাস হইতে অন্তর্হিত হইবেন সেই দিন এই দেব-মন্দিরের উচ্চ শেখর ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। প্রতিক্ষণে এই গৃহের উপকরণ ক্রমশঃ জীর্ণ হইতেছে আর প্রকৃতির স্থপতিগণ সদা সর্ব্বদা তাহার সংস্কার করিয়া গৃহটী অতি যত্নে রক্ষা করিতেছে। এই প্রকারে জীবের দেহাবাস রক্ষিত হইতেছে।

শ্বাস ও প্রশ্বাস দুইটী অলৌকিক পথ। এই দ্বার দিয়াই নিত্য ক্ষয় ও পূরণের কার্য্য হইতেছে। শ্বাসদ্বারা আমরা সতত বিশুদ্ধবায়ু দেবমন্দির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া এই গৃহ পরিষ্কৃত করিতেছি—প্রশ্বাসনালী দ্বারা সেই মন্দিরস্থ দূষিত বায়ু বহিষ্কৃত করাইয়া মন্দিরের সম্মান রক্ষা করিতেছি। যে সাধক শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া (ক) অজপাজপ সাধিয়াছেন তিনিই সংসারে ধন্য; তিনিই বাস্তবিক প্রাণায়ামের মুখ্যোদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন। শরীরের ক্ষয়ের কার্য্য অনিবার্য্য। কারণ জীব নিশ্বাস প্রশ্বাস ব্যতীত ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারে না। আমাদের শরীরের প্রতি মুহূর্ত্তে খণ্ডপ্রলয় হইতেছে। * এই শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়াটী সম্যক্ বুঝিতে পারিলেই জন্ম ও মৃত্যু বুঝিতে পারা যায়। যিনি ঐ কার্য্য করায়ত্ত করিতে পারেন, তিনি জন্ম মৃত্যু ইচ্ছাধীন করিতে পারেন। প্রতিক্ষণেই আমাদের খণ্ডমৃত্যু হইতেছে, তাহাতেই আমরা দুর্ব্বলতা অনুভব করি। প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিতে পারিলে অর্থাৎ জীব কুম্ভকে অভ্যস্থ হইলে তত দুর্ব্বলতা জীবকে অভিভূত করিতে পারে না। এই প্রশ্বাস দ্বারা আমরা প্রতিক্ষণে দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইয়া পড়িতেছি বলিয়া আমাদের আহারের প্রয়োজন। আহার আমাদের শরীরের সেই জীর্ণসংস্কার করিয়া শরীরকে নিয়ত পুষ্ট রাখে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—আহার ত্রিবিধ।

"আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ"
১৭ অ০। ৭।

জীব পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশে ত্রিবিধ প্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ প্রকৃতি কেহ সাত্ত্বিক প্রকৃতির, কেহ রাজসিক প্রকৃতির, কেহ তামসিক প্রকৃতির লোক। কেহ কেহবা পূর্ব্বোক্ত দুই দুইটী প্রকৃতি সংমিশ্রণসম্পন্ন।

গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ৫ম শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন:—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।"

এক মাতার গর্ভে উৎপন্ন তিনটী ভাই বাল্যকাল হইতে তিন প্রকৃতির দৃষ্ট হয়। কোন বালক পোকা মাছি প্রভৃতি মারিতে শঙ্কা পায়; কোন বালক ভেককুলকে সংহার করিতে আমোদ পায়; কোন বালক বা জড় ভরতের ন্যায় কেবল কতকগুলি আহার করিয়া জনার্দ্দনস্মরণে তৃপ্তিলাভ করে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ১৪শ অধ্যায়ে বলিতেছেন:—

"তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥৬॥
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥৭॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥৮॥"

ত্রিগুণের অতীত না হইলে মুক্তি হয় না। গুণে অবস্থিতিই বদ্ধাবস্থায়। তবে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল বলিয়া জ্ঞানের প্রকাশক। শান্ত সত্ত্বগুণ সুখে ও জ্ঞানে আসক্তি দ্বারা দেহীকে বদ্ধ করে। রজোগুণ—অনুরাগাত্মক বাসনা ও আসক্তি হইতে উৎপন্ন। ঐ গুণে জীবচয় কর্ম্মে আসক্তি রজ্জুতে আবদ্ধ হয়। তমঃ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহা দেহীদিগকে ভ্রান্তি কারাগারে নিয়ত অমবধানতা, অনুষ্ঠান ও চিত্তের অবসাদ দ্বারা আবদ্ধ রাখে। নাড়ী-বিজ্ঞান দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় সত্ত্বগুণীর বায়ুপ্রধান, রজোগুণীর পিত্তপ্রধান ও তমোগুণীর কফপ্রধান ধাতু।

দেহীদিগের দেহাভ্যন্তরে তিনটী প্রধান নাড়ী আছে। উহা মেরুদণ্ডের সহিত তিনটী তারের (বাদ্যযন্ত্রবিশেষ) ন্যায় সংযোজিত। মেরুদণ্ডের বামে অর্থাৎ বাম নাসার সমসূত্রে ইড়া, মধ্যে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া সুষুম্না, ও দক্ষিণ নাসার সমসূত্রে পিঙ্গলা নাড়ী। ইড়া=চন্দ্র, পিঙ্গলা=সূর্য্য। চন্দ্র নাড়ী হইতে সূর্য্য নাড়ীতে প্রবেশ করিতে সুষুম্না সেতু পার হইতে হইবে। শ্বাস যখন ইড়া নাড়ীতে বহিতে থাকে তখন রজোগুণের, সুষুম্নায় প্রবাহিত হয় তখন সত্ত্বগুণের ও পিঙ্গলায় বহে তখন তমোগুণের কর্য্য হয়। এই শ্বাসের অবস্থিতির উপর লক্ষ্য রাখিয়া জীবনবহিত্র সংসার জীবনে চালাইয়া লইলে সুখময় ভাবে চলিয়া যায়। শান্তি তাঁহার অনুসরণ করিয়া সাধ্বী ভার্য্যার ন্যায় তুষ্টিদান করিয়া থাকে।

এইস্থানে আর একটী জটিল বিষয়ের অবতারণা করিতে হইল। বর্ত্তমান বিষয় সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া ষট্‌চক্রের সমস্ত বিষয় বিশদরূপে আলোচনা করিব না সত্য, কিন্তু যে টুকুর সংস্রব রহিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস না দিলে বিষয়টি পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে না সন্দেহে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে বসিলাম। বিষয়ের কাঠিন্য হেতু পাঠক বিশেষ প্রণিধান করিয়া পাঠ করিবেন। মেরুদণ্ডের সহিত ছয়টী চক্র বা পদ্ম প্রথিত আছে। গুহ্যদেশকে মূলাধার, লিঙ্গদেশকে সাধিষ্ঠান; নাভিদেশকে মণিপুর; বক্ষমধ্যস্থল দেশকে অনাহত, কণ্ঠদেশকে বিশুদ্ধ ও ভ্রূর মধ্যদেশকে আজ্ঞাচক্র কহে। সত্ত্বগুণ ভ্রূ হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত স্থানে; রজোগুণ কণ্ঠের নীচ হইতে নাভি পর্য্যন্ত স্থানে ও তমোগুণ নাভির নীচে মূলাধার পর্য্যন্ত স্থানে বাস করে। প্রত্যেকেরই সাত্ত্বিক গুণাবলম্বী না হইলে মুক্তি পাইবার উপায় নাই। সেইজন্য সকলকেই সাত্ত্বিক পথের পান্থ হইয়া মুক্তিমন্দিরে প্রবেশ করিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—শরীরের জীর্ণ সংস্কার জন্য আহারের প্রয়োজন। সেই আহার ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার ১৭শ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

"আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধা স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥৯॥
যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥১০॥"

যে, যে প্রকৃতির লোক, তাহার নিকট সেই গুণের আহার প্রিয় এবং উপকারী। সাত্ত্বিকগুণাবলম্বীর নিকট সাত্ত্বিক আহার

(ক) দিবারাত্রি জীব ২১৬০০ বার অজপাজপরূপ স্বভাবসিদ্ধ প্রণায়াম করিয়া থাকে। যিনি যোগবলে ২১৬০০ কে ২০০০ বারে আনিতে পারেন তিনি স্বীয় আয়ু দীর্ঘ করিতে সক্ষম।

* প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত আমাদের জন্মমৃত্যু প্রতিক্ষণেই হইতেছে। শ্বাস বাহির হইয়া এই শরীরে পুনরায় প্রবেশ না করাকে মৃত্যু এবং সেই শ্বাস অন্য দেহে পুনঃ প্রবেশের নাম জন্ম। পূর্ব্বকথিত মৃত্যুকে খণ্ডপ্রলয় ও শেষোক্ত মৃত্যুকে মহাপ্রলয় কহে।

ব্যতীত অন্যান্য গুণের আহার অপ্রিয় ও মুখরোচক নহে। এইরূপ রজোগুণীর রজোগুণের আহারও তমোগুণীর তামসিক আহার প্রিয়। যে আহারে বায়ুবৃদ্ধি হইয়া পিত্ত ও কফ শমিত হয় সেই আহারই সাত্ত্বিক আহার মনে করিতে হইবে। যে আহারে পিত্তবৃদ্ধি হইয়া বায়ু ও কফ শমিত থাকে, সেই আহারই রাজসিক আহার ও যে আহারে কফবৃদ্ধি হইয়া বায়ু ও পিত্ত কমিয়া যায় সেই আহার তামসিক আহার বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। বায়ুপ্রধান ব্যক্তি পিত্তাদিবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন করিতে কিম্বা পিত্তপ্রধান ব্যক্তি বায়ুবর্দ্ধক জিনিষ ও কফপ্রধান ব্যক্তি পিত্তাদি বর্দ্ধক দ্রব্য সেবন করিতে পারিলেও করিতে চাহে না ও মুখরোচক নহে।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোক কয়টী বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, যে আহার আয়ু, সাত্ত্বিকভাব, শক্তি, আরোগ্য, চিত্তপ্রসাদ, রুচিবর্দ্ধক ও রসযুক্ত সেই আহারই সাত্ত্বিকগণের প্রিয়। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে পূর্ব্বোক্ত গুণবর্দ্ধক দ্রব্যগুলি আমরা আহার করিলে তাহাদের গুণ আমাদের শোণিতের সঙ্গে মিশিয়া দেহটীকে সাত্ত্বিকভাবাপন্ন করিয়া তুলে, তখন শ্বাস সুষুম্নার পথে আপনি বহিতে থাকে। চিত্ত আজ্ঞা ও বিশুদ্ধ চক্রে বাস করে, বায়ুবৃদ্ধি হয়। জীব তখন শিবতত্ত্বে বিচরণ করিয়া সাধক হইতে আরম্ভ করে। সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইলে প্রকৃতিগুলিও ক্রমশই সৎ হইতে থাকে। প্রবৃত্তি তখন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সপত্নী "নিবৃত্তির" অনুজ্ঞাবাহিনী হইয়া দাঁড়ায়। এই দেহটীকে সৎ প্রকৃতির বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য সাত্ত্বিক আহারের অতীব প্রয়োজন। অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি রুক্ষ ইত্যাদি রাজসিক আহার রাজসিক প্রকৃতির প্রিয়। শৈত্য, বিরস, দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত আহার তামসিকের প্রিয় বটে। এক্ষণ আমাদের আলোচ্য বিষয় এই যে কোন্ কোন্ দ্রব্যের কি কি গুণ আমরা সেই সকল দ্রব্যগুণ বুঝিতে পারিলেই কোন্ আহার আমাদের সর্ব্বতোভাবে সেব্য তাহা নির্ণয় করিতে পারিব। ধর্ম্মভাব সাত্ত্বিকের উপর দণ্ডায়মান। সাত্ত্বিকতা প্রভৃতি আবার আমাদের আহারের উপর নির্ভর করে। সুতরাং আহারের সহিত ধর্ম্মের অতি নিকট সম্পর্ক ইহা বোধ হয় এক্ষণে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। বারান্তরে দ্রব্যগুণ সমালোচনা করিয়া এই প্রবন্ধটী শেষ করিবার ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমশঃ)

মর্ত্তে পারিজাত। *

কৈলাস শিখরে, হরষে বিহরে,
সখীসনে হররমা,
বসন্ত আইল, উপবন মাঝে,
ডাকিল কোকিল শ্যামা।১।
রসাল পিয়াল, অশোক তমাল,
মুঞ্জরিল নবরাগে,
নব-কিশলয়ে, মুকুল বিকাশি,
নবীন বসন্ত জাগে।২।
কুসুম আসনে, বসি হৈমবতী,
কুসুম ভূষণ গায়,
কুসুমে খচিত, কবরী কুন্তল,
কুসুম নূপুর পায়।৩।
কুসুম কেয়ুর, কুসুম কঙ্কনে,
সাজিল কুসুম-রাণী,
শোভে কটিতটে, কুসুম মেখলা,
কুসুম প্রতিমাখানি।৪।
কুসুমে শোভিল, সুকোমল তনু,
বিমল কুসুম-ধাম,
সুগন্ধি নিশ্বাসে, কুসুমের বাস,
কুসুম লাবণ ঠাম।৫।

হেন কালে সেথা, পুষ্পক বিমানে,
আইল বাসবপ্রিয়া,
প্রণমি উমারে, ভকতির ভরে,
বসিল নিকটে গিয়া।৬।
মৃদু মৃদু হাসি, অধরে বিকাশি,
জিজ্ঞাসে মধুর ভাষে,
"কহ মা শিবাণী, কুশল তোমার,
ভাল তো এ মধুমাসে।৭।
আছে তো কুশলে, কৈলাস ভবনে,
তোমার সন্তান যত,
জয়া ও বিজয়া, আছে ত কুশলে,
নন্দী আদি অনুগত।৮।
বহুদিন মাগো, হেরিনি তোমারে,
তেঁই সাধ হ'ল মনে,
হেরিতে বারেক, চরণ যুগল,
আসিলাম এ ভবনে।"৯।
সুচারু অধরে, সুধা হাসি হাসি,
কহিলা শঙ্করজায়া,
সকলি কুশল, শিবের প্রসাদে,
নাহিক দুঃখের ছায়া।১০।
"বল মা তোমার, সব ত কুশল,
জয়ন্ত তো আছে ভাল,
ইন্দ্রের কুশল, কি সুধাব আর,
চিরঞ্জীব আখণ্ডল।১১।
এলে যদি তুমি, হ'ল বড় ভাল,
অনুরোধ এক ধর,
বিষাদিনী সতী, কাঁদে অবিরল,
তার দুখরাশি হর।"১২।
এতেক শুনিয়া, ব্যাকুল হইয়া,
সুরেশ্বরী মৃদুভাষে,

* প্রবন্ধলেখকের কন্যার জন্মোপলক্ষে এই কবিতাটী লিখিত হয়। লেখক এইক্ষণ ঢাকা জিলান্তর্গত মুন্সীগঞ্জের মুন্সেফ। উপর্য্যুপরি তাঁহার তিনটী পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ার পর, তাঁহার পত্নী ভক্তিভাবে শিব-মাদুলী ধারণ করিয়া এই কন্যা প্রসব করেন। ইহাই তাঁহর মর্ত্তে পারিজাত।

২৪। উজলি ইত্যাদি ভবন ইত্যাদি অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত পারিজাতটী লেখকের কন্যা, তাহার মুখ শশীকলার ন্যায় তাঁহার গৃহের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল।

সম্পাদক।

জিজ্ঞাসিলা, "মাগো, কি হ'য়েছে বল,
আদেশ পালিব হেসে।"১৩।

বলিতে লাগিলা, শিবানী তখন,
স্নেহ গদগদ স্বরে,
"শোন সুররমে, সে দুখ কাহিনী
বলিতে নয়ন ঝরে।১৪।

মর্ত্তধামে আছে, দুখিনী-তনয়া,
শিবে বড় ভক্তিমতি,
কপালের দোষে, পায় নানা দুখ,
শোকে কাঁদে দিবারাতি।১৫।

পুত্রশোকাতুরা, দুখিনী যুবতী,
ভাসে দুখে অবিরল,
সোণার পুতলি, কত দিল বিধি,
দিয়ে দিয়ে কেড়ে নিল।১৬।

না দেখে উপায়, পথ নাহি পায়,
পড়িল শিবের পায়,
যতনে লভিয়ে, শিবের মাদুলী,
ভক্তিতে পরে গলায়।১৭।

প্রীত হ'য়ে শিব, কহিলা আমারে,
বিষাদিনী দুখ হেরি,
কোলে তার দিয়ে, সুন্দরী তনয়া,
মুছাব নয়ন বারি।১৮।

পাইলে তনয়া, সুচারুহাসিনী,
ভুলিবে সকল জ্বালা,
পোহাইবে তার, দুঃখ বিভাবরী,
ভাতিবে সুখের আলা।১৯।

তাই ভোমা বলি, শোন সুরেশ্বরী,
তুমি মূর্ত্তিমতী স্নেহ,
কবরীতে তব, কত পারিজাত,
একটী আমারে দেহ।২০।

একটী কুসুম, দেব পাঠাইয়া,
বিষাদিনী নারী পাশে,
লভিলে সে ফুল, নিশ্চয় তাহার,
সব দুঃখ যাবে ভেসে।"২১।

শুনি এই বাণী, তখনি ইন্দ্রানী,
কবরীতে হাত দিল,
ফুল পারিজাতে, যেন অনুরাগে,
চম্পক মিলিত হ'ল।২২।

কবরী হইতে, তুলিলা কুসুম,
সযতনে ধীরে ধীরে,
বলে মা শিবানী, ধর এ প্রসূন,
দেহ তব কিঙ্করীরে।"২৩।

কৈলাস হইতে, ফেলিলা কুসুম,
পড়িল মরত মাঝে,
উজলি ভবন, শোভিছে বদন,
শশীকলা হেন সাজে।২৪।

সোহাগের কলি, সোহাগ পুতলি,
সোহাগের মণি জ্বলে,
যতনে পূজিয়ে, শিবের চরণ,
শিবদাসী নিল কোলে।২৫।

শিব শিব শম্ভু, হর হর হর,
সদা শিবনাম কর,
পূজি বিল্বদলে, শিবের চরণ,
বল "শিব" নিরন্তর।২৬।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার।

কায়স্থ-কুলপ্রভাকর
মাননীয় শ্রীমৎ মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর।

মহারাজ, মহাত্মন্, মহিমাসাগর,
কেবল দিনাজপুরে নহে প্রতিষ্ঠিত।
রাজ্য তব, হে কায়স্থ-কুল-প্রভাকর,
সমগ্র কায়স্থ জাতি চিত্ত উদ্ভাসিত ॥১॥

তব করে, হে রাজন্, ধরি তবে করে,
কায়স্থের জাতীয় বিজয় বৈজয়ন্তী।
হও অগ্রসর; এখনও ঘুমঘোরে,
রহিয়াছে দেখ কত তোমার স্বজাতি ॥২॥

হের চারিদিকে ঘোর হিংসার অনল,
প্রজ্জ্বলিত গ্রাসিবারে কায়স্থ-সমাজ।
দাও ঢালি অকাতরে প্রাণ, অর্থ, বল,
জাতীয় কল্যাণে, সাধ ক্ষত্র রাজকাজ ॥৩॥

বিধি নিয়োজিত এই কর্ত্তব্য মহান্।
পালিয়া রক্ষহ দেব স্বজাতি সম্মান ॥৪॥

শ্রীবিহারীলাল রায় কবিরত্ন।

কায়স্থ নীতি।

সমাজ বিলক্ষণ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে একটুক সামান্য নীচিবিক্ষোভ ছিল; এক্ষণ তরঙ্গের উপর প্রবলতর তরঙ্গ আসিয়া জুটিতেছে। এক্ষণও একচতুর্থ শতাব্দী অতীত হয় নাই, যুক্ত বঙ্গের অতি হীন ও উপেক্ষিত নমঃশূদ্র জাতি যাহাদিগের শাস্ত্রীয় নাম 'চণ্ডাল' তাহারাই প্রথমতঃ এই তরঙ্গ সমুত্থিত করে এবং তদবধি ঢেউর উপর ঢেউ আসিয়া লুটিতেছে। নমঃশূদ্র অতি অস্পৃশ্য জাতি, কিন্তু সংখ্যায় বহুল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল "জল-চল"। ১৮৯১ সনের সেন্‌সাসের সময় তাহারা কৃতসঙ্কল্প হইয়া সরকারী সেরেস্তায় যাহাতে "চণ্ডাল" নাম আর না থাকে অপিচ তাহাদিগকে "শূদ্র" বা "নমঃশূদ্র" বলিয়া লেখা হয় এই মর্ম্মে এক আবেদন করে। আবেদনের ফলে ন্যায়বান গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে "নমঃশূদ্র" বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। রেজিষ্টারি আফিসে এক্ষণ আর তাহাদিগকে 'চণ্ডাল' বা 'চণ্ডালিনী' শব্দে আখ্যাত করে না। স্থানে স্থানে তাহারা ধোবা ও নাপিত পাইবার জন্য আন্দোলন করিতেছে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণও তাহাদের দাবির ঔচিত্য বুঝিতে পারিয়াছেন। ফলে অনাচরণীয় জাতিবৃন্দের উপকারার্থ "জল-চল" নামে যে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা * মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার উপদেশগুলিতে এই জাতির যথেষ্ট উপকার করিয়াছে।

ইহাদের দৃষ্টান্তে কৈবর্ত্তেরা "মাহিষ্য", জেলেরা "চন্দ্রবংশী," সূত্রধরেরা "ক্ষত্রিয়,"

* ১২৯৮ সালে যশোহরের অন্তর্গত মাগুরা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পোদেরা "ব্রাত্য ক্ষত্রিয়" চাষধোবা বা 'হলধর' ইত্যাদি নামান্তর গ্রহণ করিয়া আভিজাত্যের মূল্য বৃদ্ধি করিতে চাহিতেছে। কেবল এও নয়, অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতি সকলও আপনাদিগের আভিজাত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সুবর্ণ বণিকেরা আপনাদিগকে "বৈশ্য" বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। সাহা জাতীয় লোকেরা বৈশ্যত্বের প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছে এবং কোন কোন স্থানের * বঙ্গদেশীয় সাহারা একেবারে গৃহীতোপবীত হইয়াছে। কিন্তু যাহাদের "জলচল" আছে তাহারাও চুপ করিয়া নাই। বারুজীবী, কর্ম্মকার, নাপিত, তিলি, তাম্বুলী ও গন্ধবণিক প্রভৃতি জাতিও শাস্ত্রালোচনা করিয়া বৈশ্যত্বের প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছে। এই শেষোক্ত জাতিগুলিকে ৩য় শ্রেণীতে শূদ্রের সহিত সন্নিবেশিত করাতেই তাহারা বোধ হয় এতাদৃশ আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বঙ্গের গণ্যমান্য কায়স্থজাতিও ১৯০১ সনের সেন্সাসের অঙ্কুশাঘাতে তুমুল আন্দোলন করিতেছেন। অবশেষে ব্রাহ্মণ জাতিও এই তরঙ্গের মধ্যে আসিয়া মাথা দিয়াছেন। আজ বঙ্গে এমন জাতি অল্পই আছে যাহা অল্পবিস্তর ভাবে এই মহান্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া না পড়িয়াছে। ফলে আমরা একটী বৃহৎ সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। দীর্ঘকালের অত্যাচারে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা যে উৎপীড়িত হইতেছিল, তাহাই ইহার নিগূঢ় কারণ। প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাবে ও খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের বাহুল্যে এই অত্যাচার বোধগম্য হওয়াতে তাহারা আর স্থির থাকিতে পারিতেছেনা। তাহাদের অস্থিরতা বশতঃ সকল জাতি অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য সমাজ নূতন হইতে চলিয়াছে।

গবর্ণমেণ্টও কর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়াছেন। প্রবল প্রচাপনে এই উদ্দাম সমাজশক্তিকে ইচ্ছানুরূপ সংযত করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনীতি সংগঠনের মনন করিয়াছেন। শিক্ষাবিভাগের রিটার্ণগুলিতে এক্ষণে মাত্র ২টী হিন্দু বিভাগ দেখা যাইতেছে। (১) ব্রাহ্মণ (২) অব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বলিতে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর ব্রাহ্মণ; অব্রাহ্মণ বলিতে নিম্নতম হিন্দু জাতি হইতে কায়স্থ পর্য্যন্ত বুঝাইতেছে। একটুকু ভাবিয়া দেখিলে একটী পৌরহিত্য শক্তি অপরটী জনশক্তি। এই উভয় শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে ভারতের ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম ও সমাজ সংগঠন করা রাজার ইচ্ছা বলিয়া অনুমিত হইতেছে। সেন্সাস রাজ-ইচ্ছা নহে। ইহা বিধাতৃবাঞ্ছিত বলিয়াও আমরা বিশ্বাস করি।

কায়স্থ এই জন-শক্তির পতাকাস্বরূপ। এই পতাকা তলে বৈশ্য শূদ্রের আশ্রয়গ্রহণ হিন্দুনীতি। বৈশ্য শূদ্রের স্বার্থ সংরক্ষণ কায়স্থের ক্ষত্রিয় জাতির রাজন্যধর্ম্মের অন্তর্গত। ব্রাহ্মণ সমাজ বিধাতা কায়স্থেরা একথা স্বীকার করিতে পারেন না। সত্য বটে ধর্ম্মমূলক কার্য্যে ব্রাহ্মণের পরামর্শ ও সহায়তা গ্রাহ্য; কিন্তু সমাজের গতির প্রতি কায়স্থের উদাসীন থাকা রাজধর্ম্মের অনুমোদিত নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন সরকার বর্ম্মা।

* জঙ্গীপুরের অন্তর্গত কাঞ্চনতলা গ্রামে সাহাজাতি একদিনেই সকলে উপনীত হইয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

১। ভ্রমসংশোধন।—১২৬পৃষ্ঠার সম্পাদকীয় পাদ মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে যে, গণেশ বৈশ্যবর্ণ, যে মতানুসরণ করিয়া সম্পাদক মহাশয় উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা এইক্ষণ অসমীচীন বিবেচিত হইতেছে। গণেশ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য নহে।

২। অনেকগুলি প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ করা আবশ্যক, বিশেষতঃ প্রবন্ধ লেখকগণ মধ্যে কেহ কেহ আংশিক প্রবন্ধ প্রকাশ তৃপ্তিকর মনে করেন না, প্রবন্ধ লেখকগণ প্রতিভার জীবনস্বরূপ, তাঁহারা যখন কোনও প্রকার প্রত্যাভিলাষ না করিয়া কেবল স্বজাতির উন্নতি কামনায় প্রণোদিত হইয়া প্রতিভাকে পরিপুষ্ট করিতেছেন, তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা আমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। এই সমস্ত কারণে শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা একত্রে ১০ ফরমায় অর্থাৎ ৮০পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল। গ্রাহকগণ প্রতিভা প্রকাশের বিলম্ব মার্জ্জনা করিবেন

৩। প্রতিভার পাঠকগণ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে, চারিদিক হইতে কায়স্থোপনয়ন দ্রুতবেগে কায়স্থ-সমাজে প্রবেশ করিতেছে। সেন রাজগণের স্মৃতিচিহ্নমণ্ডিত বিক্রমপুরস্থ রাজধানী রামপালের সান্নিধ্য বজ্রযোগিনী গ্রামে ৮০ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন। আনুষ্ঠানিক কায়স্থ-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের প্রেরিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহাদিগের আচার্য্য ছিলেন। বজ্রযোগিনীনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বেদাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র জ্যোতিষসাগর এবং বঙ্গজ কায়স্থগণের কুলাচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় দ্বয় উপনয়ন কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ উপনীত কায়স্থগণের মঙ্গলবিধান করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

৪। বিগত ২৬শে আষাঢ় রবিবার বেলা দশ ঘটিকার সময় জেলা নদীয়ার অন্তর্গত সোমসপুর বিদ্যালয় গৃহে সোমসপুর কায়স্থ-সমিতির একটী বিশেষ অধিবেশনে নিকটবর্ত্তী রাজবাটী, সজ্জনকান্দা, পাংসা, প্রেমটীয়া, থোক্‌সা, ওস্মানপুর, কুষ্টিয়া, ক্রোড়কদী ইত্যাদি গ্রামবাসী প্রায় ৪শত কায়স্থ ও ৫০জন অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত ছিলেন। কায়স্থ যে দেবক্ষত্রিয় তাহার প্রমাণ শুনিবার জন্য ব্রাহ্মণমণ্ডলী আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সোমসপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় যাঁহার অক্লান্ত যত্নে, অধ্যবসায় ও অর্থব্যয়ে এই মহামঙ্গলকর ব্রাহ্মণকায়স্থের সম্মিলন সম্ভব হইয়াছিল, তাঁহার ও কায়স্থ-সমাজের প্রকৃত হিতৈষী কুষ্টিয়ার প্রধান ব্যবহারাজীবী আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঔদারনৈতিক নিরপেক্ষ ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সান্যাল মহাশয়কে সভাপতিত্বে বরণ করা হয়। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র জোয়ারদার মহাশয় সমিতির উদ্দেশ্য বিষয়ক একটী সুমধুর সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। "তৎপরে ফরিদপুর আর্য্য কায়স্থ সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত

কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী সমর্থন করিয়া একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, "বঙ্গীয় কায়স্থনামধেয় জাতি ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত ও উপনয়নার্হ"। কলিকাতা হইতে সমাগত বেদজ্ঞ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী দেববর্ম্মা মহাশয় বিবিধ শাস্ত্রমন্থন করিয়া একটী সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা সরকার মহাশয়ের প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। তৎপর বঙ্গীয় আদি কায়স্থাচার্য্য শ্রীযুক্ত বামাপদ পাল রায় চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয় প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিলে সভাপতি মহাশয় সমাগত ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপকমণ্ডলীকে তাঁহাদিগের মতামত ব্যক্ত করিবার জন্য আহ্বান করেন। রাজবাটীর রাজা শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার গুহ রায় মহাশয়ের সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার স্মৃতিতীর্থ মহাশয় কায়স্থগণের এই জাতীয় মহান্দোলনে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, শাস্ত্র অনন্ত, বক্তাগণ যেসমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাও মুনিদিগের বাক্য তাহার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিবার সাধ্য আমাদের নাই। তবে উক্ত শ্লোকগুলি ঠিকমত প্রযুক্ত হইয়াছে কি না তাহাই বিচার্য্য। বঙ্গে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়াসন অলঙ্কৃত করিলে আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের সর্ব্বপ্রকারে লাভ, ক্ষতির কোনও কারণ নাই। যে সকল প্রমাণ আমাদিগের সমক্ষে অদ্য উপস্থাপিত করা হইল, তাহাতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব অতি সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়াছে। তৎপরে পাংসার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যদুনাথ স্মৃতিতীর্থ, যশাইনিবাসী শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বিদ্যানিধি, কুমারখালীনিবাসী শ্রীযুক্ত সীতানাথ কবিভূষণ ও শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর তর্করত্ন অধ্যাপক মহোদয়গণ উক্ত মতের সমর্থন করিলেন। তদনন্তর সভাপতি মহাশয় বর্ত্তমান কায়স্থান্দোলনে অধ্যাপক মহাশয়দিগের সহানুভূতি বিষয়ক একটী বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন যে বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ যে উন্নতির মহান্দোলনে নিযুক্ত তাহাতে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করাই ব্রাহ্মণ সমাজের কর্ত্তব্য। তৎকালে সভ্যমণ্ডলীর মধ্যে একটী আনন্দের লহরী উত্থিত হইয়াছিল। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তর সভা ভঙ্গ হয়। আমরা ব্রাহ্মণ কায়স্থ সমাজকে মনুর আদেশ সর্ব্বদা স্মরণ পথে রাখিতে অনুরোধ করি—

না ব্রহ্মক্ষত্রমৃধ্নোতি না ক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্মক্ষত্রস্য সম্পৃক্তমিহচামুত্র বর্দ্ধতে॥

মনু ৯ অ০ ৩২২।

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণের সাহায্য ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের উন্নতি হয় না, এবং ক্ষত্রিয়ের সাহায্য ভিন্ন ব্রাহ্মণের উন্নতি অসম্ভব। পরস্পরের সাহায্যে তাঁহাদিগের উভয়ের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়॥

৫। বিগত ১লা শ্রাবণ তারিখে জেলা যশোহরের ঝিনাইদহ মহাকুমার অন্তর্গত শৈলকুপা গ্রামে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে একটী উপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া শৈলকুপা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মজুমদার বি, এ মহাশয় প্রমুখ প্রায় ১৬ জন কায়স্থের উপনয়ন যথা শাস্ত্র সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। আমরা এই সকল মহাত্মাগণকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। এই পরিবর্ত্তনশীল

তাঁহাদিগের নাম কায়স্থেতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

৬। বিগত ২৪শে আষাঢ় শুক্রবার ফরিদপুরের জেলান্তর্গত কাছারিদিয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত সোমেশ্বর বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীতে একটী উপনয়ন-কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া কৃষ্ণনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রমুখ একবিংশতি কায়স্থ সন্তান ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের জাতীয় গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। কেন্দ্রপতি সোমেশ্বর বিশ্বাস মহাশয় আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ফরিদপুর হইতে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত মথুরানাথ ধর দেববর্ম্মা মহোদয় দ্বয় উপনয়নক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া শুভ কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে আগত কায়স্থ সভার আচার্য্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

৭। আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বিগত ১৩ই শ্রাবণ দক্ষিণায়ন কৃষ্ণাষ্টমী দৈত্যগুরুবারে পূর্ব্বাহ্ণ ৯ঘটিকার সময় পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যসেবী কালীপ্রসন্ন রায়বাহাদুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মা পরলোকে গমন করিয়াছে। মৃত্যুর ৩৪ দিন অগ্রে তাঁহার দন্তমূলে একটী ক্ষত হয়, চিকীৎসকগণ অস্ত্র ব্যবহার করিবেন বলিয়া উক্ত শুক্রবার দিন ধার্য্য হয়, হঠাৎ অস্ত্রাঘাতের পূর্ব্বেই ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যু হয়। বহুমূত্র রোগাক্রান্ত হইয়া ঘোষ মহাশয় বহুদিন কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাঁহার দেহও জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল। এমন সময়ে মুখগহ্বরের ক্ষতই তাঁহার জীবনলীলার অন্তস্বরূপ হইল। তাঁহার বয়ক্রম ৭০ বৎসরের অধিক হইয়াছিল। আমাদিগের অপৌরষেয় বেদ বাক্যানুসারে মৃত্যুর পর মানবাত্মা ৩টী পথে প্রস্থান করে—দেবযান, পিতৃযান ও জায়স্বম্রিয়স্ব, শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

ধূমোরাত্রিস্তথাকৃষ্ণঃ ষাণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসংজ্যোতিঃ যোগীপ্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥

২৫। ৮ম অ০

অর্থাৎ—অসিদ্ধ যোগী ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও ছয়মাস দক্ষিণায়ন পথে দেহ ত্যাগ করিয়া চন্দ্রমার জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার জন্ম ধারণ করেন। এই তিনটী পথের মধ্যে আমাদের বোধ হয় ঘোষ মহাশয়ের আত্মা পিতৃযানে প্রস্থান করিয়াছে, কিছুদিন পরে তাঁহার কর্ম্মানুসারে পুনর্ব্বার জন্ম ধারণ করিতে হইবে। আমরা ঈশ্বরের নিকট তাঁহার আত্মার সদ্গতি "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে" পুনর্জ্জন্ম ও পুত্র পরিজনবর্গের সান্ত্বনা কামনা করি।

৮। আমরা অতীব আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বিগত ৬ই শ্রাবণ শুক্রবার পাঁজীয়ার ৺কালীবাড়ীতে ঐ গ্রামের প্রায় ৪০ জন কায়স্থ সন্তান যথাবিধি প্রায়শ্চিত্তান্তে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঁজীয়ার বিখ্যাত ভরদ্বাজ গোত্রীয় ও গুরুবংশীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ জ্ঞানরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং এই কার্য্য সম্পন্ন করায় ইহা সমধিক গৌরবান্বিত হইয়াছে।

৯। খোকশা সোমশপুর হইতে শ্রীযুক্ত জ্যোতীন্দ্রনাথ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় "কুলীন মৌলিক" শীর্ষক একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন যে,

বিগত ৫ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার পাংশা থানার অধীন মালিয়াট গ্রামে, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাষ দেববর্ম্মা জমিদার মহাশয় প্রমুখ কয়েক জন কায়স্থসমাজ-হিতৈষী, মহাত্মাগণের উদ্যোগে একটী কায়স্থ সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় কলিমোহর, দিগলহাট, বনগ্রাম, মালিয়াট ইত্যাদি ১০।১২ খানি গ্রামের কায়স্থমণ্ডলী সমবেত হইয়া কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, বাগুটীয়াগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সাঁওরাইলনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাষ দেববর্ম্মা মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় কায়স্থ যে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বংশধর দেব ক্ষত্রিয় তাহা বিবিধ শাস্ত্রীয় শ্লোক ও বচন দ্বারা প্রমাণ করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে "অতি সত্বরে উপবীত গ্রহণ করা অতীব কর্ত্তব্য" প্রস্তাবটী গৃহীত হয়। তদনন্তর মালিয়াটগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ শিকদার মহাশয় অর্থ সাহায্য জন্য সকলের নিকট চাঁদা প্রার্থনা করিলে কলিমোহরগ্রামনিবাসী অর্থশালী কায়স্থ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র মহাশয় অতি কষ্টে ১৲ এক টাকা স্বাক্ষর করিলে, সভাস্থ সকলেই মনে করিলেন যে মিত্র মহাশয় কায়স্থোপনয়ন সমর্থন করিতেছেন না, কারণ তদপেক্ষা হীনাবস্থাসম্পন্ন শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ শিকদার ও পুলিনবিহারী কুণ্ডু মহাশয় দ্বয় প্রত্যেকে ১০৲ টাকা করিয়া স্বাক্ষর করিলেন। এই প্রকারে উক্ত সভায় উদ্যোক্তাগণ বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। আমাদিগের সংবাদ প্রেরক মহাশয় বলিতেছেন যে এই সভার মূলোদ্দেশ্যে যদি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বসু ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র মহাশয়দিগের সহানুভূতি থাকিত, তবে এই সমস্ত গ্রামের প্রায় ৫০০ কায়স্থ সন্তান একদিনে উপবীত ধারণ করিয়া কায়স্থ জাতির মুখোজ্জল করিতেন। উক্ত কুলীন পুঙ্গবদ্বয়ের বিপক্ষতা অবলোকন করিয়া অনেকেই এইক্ষণ জাতীয় কার্য্যে উদাসীন হইতেছেন। এই ঘটনাটী উপলক্ষণ করিয়া শ্রীযুক্ত জ্যোতীন্দ্রবাবু সমাজস্থ মৌলিক মহাশয়গণকে কুলীন মহাশয়দিগের সাহায্য ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে উপদেশ দিতেছেন। এই প্রকার উত্তেজনা আমরা সামাজিক মঙ্গলকর বিবেচনা করি, কেন না আমরা যতই স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে শিক্ষা করিব, ততই আমাদের মঙ্গল। আর্য্য মনিষীগণও বলিয়াছেন—"সর্ব্বং আত্মবশং সুখম্, সর্ব্বং পরবশং দুখম্।" মৌলিক কায়স্থগণ বঙ্গীয় বিরাট কায়স্থ জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ, তাঁহারা যদি কুলীন মহাশয়দিগের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীনভাবে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতেন তবে এতদিনে কায়স্থ সমাজ শূদ্রত্ব পরিহার করিতে পারিত। আমাদিগের মধ্যে কর্ত্তব্য বোধ অনেকেরই নাই। অনেকেই পরমুখাপেক্ষী, "আমার সমাজ গ্রহণ করেন নাই, আমি কি প্রকারে গ্রহণ করিব।" এই প্রকার উক্তি করিয়া কায়স্থ মহাশয়গণ নিজ নিজ কর্ত্তব্যের অবসান করেন। যতদিন এই প্রকার ভাব থাকিবে ততদিন কায়স্থসামাজিক উন্নতি অসম্ভব।

১০। একটী ব্যবস্থা পত্র।—বিগত শ্রাবণের কায়স্থ পত্রিকা হইতে আমরা নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপত্রটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। জিলা রাজসাহীর অন্তর্গত কাশিমপুরের ব্রাহ্মণ জমিদার শ্রীযুক্ত রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী বাহাদুরের দ্বারা পণ্ডিত বান্দাইখাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার স্মৃতিতীর্থ মহাশয় পাবনা কায়স্থসভায় নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপত্রটী প্রেরণ করিয়াছেন—

"পূর্ব্ববঙ্গোত্তর বঙ্গ রাঢ় গৌড় দেশেষু কায়স্থাভিধানাশ্চিত্রগুপ্ত বংশোদ্ভবা বহবঃ সন্তি, তেষাং ক্ষত্রিয়ত্বে কোঽপি সন্দেহো নাস্তীতি মম বুদ্ধী ভাতি।"

১১। সত্যব্রত গীতাধ্যায়ী মহাশয়ের লেখনীপ্রসূত জামাতা স্তোত্রটী আমরা সাদরে গ্রহণ করিলাম। গীতা পাঠে গ্রহ শান্তি হয়, তাই গীতাধ্যায়ী মহাশয় কায়স্থ সমাজের দশম গ্রহ জামাতার শান্ত্যর্থে এই স্তোত্রের অবতারণা করিয়াছেন। কোনও উদ্ভট কবি বলিয়াছেন—

ক্ষণং রুষ্টঃ ক্ষণং তুষ্টঃ রুষ্টাতুষ্ট ক্ষণৈঃ ক্ষণৈঃ।
কন্যারাশি সদা ভুঙক্তে জামাতা দশমগ্রহঃ ॥১॥

জামাতাষ্টক।

জামাতা একটী নূতন গ্রহরূপে কায়স্থ সমাজের মহাকাশে সমুদিত হইয়া রহিয়াছেন। নব গ্রহের পরে ইনিই দশম গ্রহ। কন্যা রাশিতে ইনি নিয়ত ভ্রাম্যমান্, মহা বলবান্ রবিসুত শনৈশ্চর হইতেও শ্বশ্রূসুত জামাতা গ্রহ অত্যধিক প্রতাপবান্। রাশি গ্রহের উদয় অস্ত আছে কিন্তু এই দশমগ্রহ কন্যা রাশিতে একবার উদয় হইলে ইহার অস্ত নাই। এই ভয়ানক বিকট গ্রহ শান্তির মানসে কায়স্থসমাজ যজ্ঞসূত্র দ্বারা চারি শ্রেণীর মিলন, কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কায়স্থভ্রাতাগণ? যদি গ্রহ শান্তি করিতে চান তবে ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিবেন। চারি শ্রেণীর মিলন ভিন্ন এই গ্রহের শান্তি অসম্ভব।

১২। বঙ্গের কায়স্থাচার্য্য শ্রীযুক্ত বামাপদ পাল চৌধুরী দেববর্ম্মা লিখিতেছেন যে, "বিগত

১৮ই শ্রাবণ বুধবার ডাক্তার ধনেন্দ্রনাথ মিত্র দেববর্ম্মা মহোদয়ের ২০নং গ্রেষ্ট্রীট ভবনে কলিকাতাস্থ কেন্দ্রে কায়স্থকুলগৌরব শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দেব আই, সি, এস মহোদয় এবং তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ জ্যোৎস্নাকুমার দেব শাস্ত্রসম্মত ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে, আদি দেব নারায়ণ ও কায়স্থগণের বীজ পুরুষ পুরাণ প্রথিত শ্রীশ্রী চিত্রগুপ্ত দেবের পূজা ও হোমযজ্ঞ সমাপনান্তে কায়স্থ জাতির প্রনষ্ট গৌরব ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ ও বৈদিকী সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। তাঁহার কুল পুরোহিত পাণ্ডতবর শ্রীযুক্ত শশীভূষণ ঘোষাল মহাশয় এই উপনয়ন যজ্ঞে যোগদান করিয়াছিলেন। স্বধর্ম্মনিরত উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী দেব মহাশয়কে শুভ্র যজ্ঞোপবীত গলে ধারণ করতঃ বেদ মন্ত্রোচ্চারণে প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে দেখিয়া দর্শক কায়স্থবৃন্দ অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। পর দিন ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা মহোদয় কলিকাতা কায়স্থোপনয়ন কেন্দ্রে ১০ দশ টাকা দান করিয়াছিলেন।" এ সংবাদটী অতীব আনন্দপ্রদ, আমরা আশা করিতেছি উক্ত দেববর্ম্মা মহোদয় অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে একটী কায়স্থ-ক্ষত্রিয়-ভোজন সম্পাদন করিয়া তদীয় উপনয়ন কার্য্য মধুরেণ সমাপয়েৎ করিবেন। শ্রীভগবান্ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা ও তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নাকুমার দেববর্ম্মা মহোদয় দ্বয়কে দীর্ঘজীবন প্রদান করুন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা। এই প্রকারে বিলাত প্রত্যাগত কায়স্থ সন্তান অনায়াসেই আপন সমাজে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

১৩। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলনিবাসী কানপুরের

কায়স্থসভায় সভাপতি আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—বিগত ১৮ই ফাল্গুন উক্ত কানপুরে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশ দিবসে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত শীতলা দাষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পৌরোহিত্য কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। সরকার মহাশয় অতি সংক্ষেপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন—উপবীতী কায়স্থবন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিতে সময় পান নাই।

১৪। বিগত ১০ই শ্রাবণ মঙ্গলবার ফরিদপুর জিলান্তর্গত ঢেউখালীনামক গ্রামে অপরাহ্ণ চারিঘটিকার সময় তথাকার ইংরেজী বিদ্যালয় গৃহে একটী কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। ঐ দিবসে শ্রীযুক্ত দেবকুমার সরকার মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রায় বিংশতি জন ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের নিমন্ত্রণ হয়, স্থানীয় ব্রাহ্মণ সমাজের সমাজপতি শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী প্রমুখ অধ্যাপকগণ এবং পরাণপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ বক্তা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি সকলেই সভায় উপস্থিত থাকিয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে বিচার করিবেন এই প্রকার স্থির হইয়াছিল। তদনুসারে ঢেউখালীর শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার বসু দেববর্ম্মা মহোদয়ের যত্নে কলিকাতা হইতে প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী দেববর্ম্মা মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তর্কচূড়ামণি প্রমুখ অধ্যাপক মহাশয়গণ কেহই তর্কস্থলে উপস্থিত হইতে সাহসী হইলেন না। তবে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভার শেষভাগে উপস্থিত হইয়া সরকার ও শাস্ত্রী মহোদয়ের বক্তৃতা শ্রবণান্তে উক্ত সভাস্থলে প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছিলেন যে, যে সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণ বক্তাগণ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা খণ্ডন করা ব্রাহ্মণগণের অসাধ্য। এই প্রকারে কায়স্থের জয় ঘোষণা করিয়া সায়ংকালীন শ্রীভগবানের আরতীর শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনীর সঙ্গে ঢেউখালির কায়স্থসভা ভঙ্গ হয়। ফলতঃ গর্ব্ব করিয়া আমরা বলিতে পারি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা খণ্ডন করিবার শক্তি কাহারও নাই। যে সকল ব্যক্তি, বঙ্গের অলঙ্কারস্বরূপ কায়স্থ-ক্ষত্রিয় জাতিকে শূদ্রত্বে পরিণত করিতে চাহে তাহারা নিতান্ত গণ্ডমূর্খ সন্দেহ নাই।

বিধবা বিবাহ ও কায়স্থ চরমপন্থী।—বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে কায়স্থসমাজ দ্বিধাকৃত হইতেছে দেখিয়া আমাদিগের হৃদয় যুগপৎ বিষাদ ও নিরাশায় আচ্ছন্ন হইতেছে। বিগত ১৫ই শ্রাবণ রবিবার অপরাহ্ণে কোহিনুর রঙ্গমঞ্চে বিধবা-বিবাহ নিবারণী সভার একটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে যে তিনটী মন্তব্য পরিগৃহীত হইয়াছে তাহা আনন্দ বাজার পত্রিকায় এই প্রকারে লিখিত হইয়াছে।

"(১) শাস্ত্রানুসারে বিধবা বিবাহ হিন্দু সমাজে অসিদ্ধ, এই সনাতনী প্রথা অক্ষুণ্ণ রক্ষা করিতে হইবে।" আমাদের বোধ হয় এই প্রস্তাবটী লিখিতে ভুল হইয়াছে। ঐ সনাতনী প্রথা অর্থে বিধবা বিবাহ হয়।

(২) যাঁহারা বিধবা বিবাহ করিয়াছেন কি করিবেন কি তাঁহাদিগের সংস্রবে থাকিবেন তাঁহাদিগকে সভ্যগণ বর্জ্জন (Boycott) করিবেন।

(৩) সভ্যগণ উক্ত মর্ম্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।" বিধবা বিবাহ পূর্ণভাবে কখনই হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না, কারণ আমাদিগের বিধবা ও সধবাগণ এই প্রকার বিধবা বিবাহের সম্পূর্ণ বিরোধী। আজ চতুষ্পঞ্চাশ বর্ষ অতীত হইল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আইন প্রচলিত করেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি এই ৫৪ বর্ষ মধ্যে কয়টী বিধবা বিবাহ বঙ্গীয় ১৫ লক্ষ কায়স্থ মধ্যে সম্পাদিত হইয়াছে? আমাদের বোধ হয় একশত বিবাহও হয় নাই। কোন কোন পরিবার মধ্যে পাশ্চাত্য প্রথানুকরণে ২।১টী বিবাহ হইয়াছে তাহাও সমস্তই বালবিধবা। প্রসূতি-বিধবার বিবাহ কখনও হয় নাই একথা সত্য, তবে চরমপন্থী মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি এই নূতন একটী আন্দোলন তাঁহারা কি উদ্দেশ্যে করিতেছেন? অগ্র পশ্চাদ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে ভাল হইত।

১৫। আনন্দবাজার পত্রিকা পাঠে অবগত হইলাম যে কৃষ্ণনগরের উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সরকার এম, এ, বি, এল, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার বি, এ, ও শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র কুণ্ড মহাশয় যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। তদনন্তর বিগত ১৬ই শ্রাবণ তারিখে উপবীতী পাত্রের সহিত যোগেন্দ্রবাবুর কন্যার বিবাহ ক্ষত্রিয় বিধানে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত কায়স্থগণ মধ্যে উপনয়ন প্রথার

সমধিক প্রচলন দেখিলে আমরা সুখী হইব।

১৬। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দেব মহাশয়ের অবসর গ্রহণ। হুগলী হইতে প্রকাশিত আমাদিগের সর্ব্বজনপ্রিয় সহযোগী "মহামায়া" পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন যে আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে কায়স্থকুলগৌরব, সুপণ্ডিত, বিচক্ষণ ও কার্য্যদক্ষ হুগলী জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দেব মহাশয় রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। দেব মহোদয়ের সুশাসনে হুগলী জিলা রামরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। দেব মহাশয় কায়স্থ সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি, আমরা আশা করি, তিনি তাঁহার অবসর কাল সামাজিক উন্নতি বিধানে নিযুক্ত করিবেন। কায়স্থ সমাজের পুরোভাগে অনেক কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, দেব মহাশয়ের ন্যায় সুযোগ্য ব্যক্তিকে আমরা উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাহি। বঙ্গীয় কায়স্থ সভার শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তা হইয়া, তিনি কায়স্থ নরনারীগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করুন ইহাই আমাদিগের অনুরোধ। আমরা আশা করি তিনি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা মহোদয়ের অনুকরণে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের বংশধর বলিয়া সমাজে পরিচিত হইবেন।

১৭। আমরা নিরতিশয় আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে, বিগত ২রা ভাদ্র বৃহস্পতিবার মাগুরা মহকুমাস্থ আলাইপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কুমার বসু মহাশয়ের বাটীতে কেন্দ্র হইয়া ৪১ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। রাউতাড়ানিবাসী কুলগুরু বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মৈত্র মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

সমালোচনা।

সচিত্রাবাণী।—শ্রীযুক্ত অমূল্যভূষণ ঘোষ দেবশর্ম্মা বিদ্যাভূষণ মহাশয় দ্বারা সম্পাদিত তৃতীয় বর্ষের বৈশাখ সংখ্যা প্রতিভরি সহিত বিনিময় ও সমালোচনা জন্য আমাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। ইহার সুসজ্জা কি দেশীয় না বিলাতী। এই প্রকার মসৃণ কাগজ ভারতে হয় আমরা জানি না। যদি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ন্যায় ব্যক্তি তাঁহার আদরের বাণী ঠাকুরাণীকে বিলাতী সাজে মেম সাজাইয়া থাকেন, তবে বলিব বাঙ্গালীর স্বদেশী ব্রত শশ বর্ষাণে পরিণত হইতেছে। উত্তম কাগজে, উত্তমাক্ষরে মুদ্রিত, প্রস্ফুটিত প্রসূনবৎ চিত্রদ্বয় ইহার চাকচিক্যময়ী পত্রাবলী সুসজ্জিত করিতেছে। প্রজানুরক্ত বৈকুণ্ঠবাসী ভারত সম্রাটের পবিত্র-মূর্ত্তি ইহার প্রথম পত্রাঙ্ক। অপরটী কে, ভি, সেইন ভ্রাতৃগণ (K. V. Seyne Brothers) দ্বারা সম্পাদিত দ্বারকাধিষ্ঠিত মন্দিরের প্রতিকৃতি। এই কে, ভি, সেইন চিত্রকর কোন্ জাতীয় লোক? নাম ও উপাধির উদ্দেশ্য জনসমাজে পরিচয়। এই "সেইন" শব্দ কি বঙ্গের প্রসিদ্ধ বৈদ্য সেন বংশের অপভ্রংশ মাত্র, না ইহা ফিরিঙ্গী জাতির উপবাচক? বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রকার বিদেশী ব্যাপারের প্রশ্রয় দেন কেন? বাণীর আবাহন পদ্যটী আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলাম না। ইহাতে ছন্দের অক্ষরের ও ঝংকারের অসমতা কেন? কবি-নিরঙ্কুশ হইলেও ব্যাকরণ ও ছন্দের অনুশাসন রক্ষা করিতে বাধ্য। কবি যে দীর্ঘ জাগরণের কথা উল্লেখ করিতেছেন, আমরা মনে করি আমরা নিদ্রিত। বঙ্গের কবিতা-কাননে বহুদিন পুংস্কোকিলের মধুর কূজন শুনিতেছি না। কানন নিস্তব্ধ ও কবি নিদ্রিত "ত্রিদিব মেরু" শৃঙ্গে কোন্ পর্ব্বতের অভ্রভেদী চূড়া কবির মানসমুকুরে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। এই সুদূর অবগুণ্ঠিত স্মৃতি-শেখর কোথায়? ক্রৌঞ্চমিথুন বধ জন্য আদি কবির "মানিষাদ" ইত্যাদি ভারতীয় বোধনমন্ত্র আমরা জানি। সে ত অবগুণ্ঠিত নহে। অথবা কালিদাস কর্ত্তৃক বাগীশার "বক্ষোশুকাহরণ" মহাপাপজনিত বোধনমন্ত্র কবির হৃদয় দর্পণে প্রতিভাসিত হইয়াছিল। "রেণ" প্রাতিপাদিক আভিধানিক নহে। রেণু শব্দ হইবে বোধ হয়, যে শব্দ 'রি পূর্ব্ব ণু ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন; তাহাকে ধাতু বিচ্যুত করা যায় না। তারার কাহিনী, প্রাচীন বিষ্ণুপুর, বর্গীর হাঙ্গামা, স্নেহের জয়, ইত্যাদি সারবান্ নীতিমূলক প্রবন্ধ পাঠে আমরা আনন্দিত হইলাম। ভগবচ্চরণে বাণীর সুদীর্ঘ জীবন আমরা কামনা করি। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যায় কয়েকটী মূল্যবান্ প্রবন্ধ আছে। তন্মধ্যে গীতার নূতন শ্লোক ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর হস্তাক্ষর অমূল্য।

২। ত্রিশূল। "শক্তিজ্ঞানানুক্তি" মাত্র দীক্ষিত। সচিত্র সাপ্তাহিক হিন্দুসমাজপত্র কাশী হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় রচিত এই সুন্দর সমাজপত্র পাঠে আমরা নিরতিশয় আনন্দানুভব করিলাম। মনে হইল যে দেশে এই প্রকার ঔদারনৈতিক নেতার অস্তিত্ব আছে, তথায় সমাজসংস্কার অসম্ভব নহে। বিগত ২৬শে শ্রাবণ তারিখের পত্রে "হিন্দুসমাজে প্রকৃত নেতার কি কি গুণ থাকা কর্ত্তব্য" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা চিত্রিত করিতেছেন। ইতি। ক্রমশঃ সম্পাদকস্য।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মায়ের আগমন।

(১)

এস মাতঃ সুরেশ্বরি! কৈলাসবাসিনি!
অশিববারিণী দুর্গে কৈবল্যদায়িনি!
এস বঙ্গে, লয়ে সঙ্গে,
পুত্রকন্যাগণে;
বর্ষ ভরি, চেয়ে আছি
তব পথপানে।
চিন্ময়ী শকতি বিনা মৃতকল্প বঙ্গে
কে ভাঙ্গে নিদ্রার ঘোর; হের মা অপাঙ্গে।

(২)

শ্মশান বঙ্গের মাঝে, জ্বলি চিতানল,
অহর্নিশি প্রতি গৃহে, দহিছে সকল।
বর্ষশেষে, রণবেশে,
এস মা তারিণি!
বড় সাধ, হেরিবারে
শ্রীপাদ দুখানি;
বর্ষিয়া শান্তির বারি ভাসাও ধরণী,
নিবাও ধূমিত চিতা ত্রিতাপহারিণি!

(৩)

শরণ্য বরেণ্য তুমি তিমিরনাশিনী,
এস চড়ি জ্ঞানসিংহে ভুবনপালিনি!
তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি
মুক্তি নিকেতন;
তুমি বিনা, কার পদ
করিব পূজন;
বাহুমূলে দেও শক্তি, দেহে দেও বল,
জ্ঞানের আগুন জ্বালি দহ কর্ম্মফল।

(৪)

নিষ্কাম কর্ম্মেতে দীক্ষা দেও মা সকলে,
জাগুক গতাসু বঙ্গ সঞ্জীবনী-বলে।
তুমি শান্তি, তুমি ক্ষান্তি,
প্রীতির আবাস,
পূর্ণ কর, জগন্মাতঃ
সন্তানের আশ।
বসিয়া হৃদয়াসনে জুড়াও যাতনা,
হেরিয়া মায়ের মূর্ত্তি পূরুক বাসনা।

(৫)

গাও রে সকলে মিলি সুমধুর স্বরে,
"জয় মা শঙ্করী শিবা তরাও দুস্তরে;

(৬)

"জয় জয় ভবদারা
শিবানী ঈশানী তারা;
জয় মা অম্বিকা শ্যামা;
অন্নদা অপূর্ণা উমা,
জয় মা রুদ্রাণী শিবে,
ঘুচাও যাতনা জীবে;

জয় মা কালিকে,
হিমাদ্রিবালিকে ;
পূর্ণেন্দুভালিকে ,
ভুবনপালিকে ;
রক্ষ মে,
দুর্গমে ;
বিপদে,
সম্পদে,
ত্রাহি,
পাহি ;
পাহি বঙ্গ দশভুজে চিন্ময়ী জননি !
প্রণমে সমগ্র-বঙ্গ বিশ্বপ্রসবিনি !

(৭)

প্রেম-গঙ্গাজলে, এস সবে মিলে,
মনো-বিল্বদলে, মায়েরে পূজ না ?
ভক্তির চন্দনে, চর্চ্চিয়া যতনে,
মায়ের চরণে, অঞ্জলি দেও না।

(৮)

হের মা বঙ্গের দশা মেলিয়া নয়ন,
ম্যালেরিয়া জ্বরে জীর্ণ নরনারীগণ ;
যকৃৎ প্লীহায় দেখ স্ফীত কলেবর,
ত্যজিছে জীবন বঙ্গে মনুজ-নিকর।
ঐ শুন ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া জ্বরে,
করিছে কাতর ধ্বনি সকরুণ স্বরে।
ভীষণ কলেরা বঙ্গে হরিছে জীবন,
চলিছে অসংখ্য জীব কালের সদন।
তার পর অনশনে দেখ কত জন,
আলিঙ্গিছে অবিরাম ভীষণ শমন।
কঙ্কালাবশিষ্ট দেহে কত কত নর,
ধরিছে ভয়াল দৃশ্য অদ্ভুত আকার।
বটভরে কৈলাসেতে থাক মহাসুখে,
তোমার সন্তানচয় আছে কত দুখে।
হেরিয়া ফাটে না মাতঃ হৃদয় তোমার,
পাষাণে গঠিত হিয়া হিমাদ্রি-বালার।
উঠিছে কাতর ধ্বনি প্রতি গৃহ হ'তে,
কি সুখে বঙ্গের লোক তিষ্ঠিবে মহীতে?
সহে না যাতনা-ভার জীবন-আহবে,
রোগে শোকে ভুগে জীব কত দিন রবে।
বিপদ-জলধি-জলে মগ্ন বঙ্গ প্রায়,
তরীও দুস্তরে ঘোরে, তরী ডুবে যায়।

(৯)

দেখিতে দেখিতে হায় কেটে গেল দিন,
হাসি খেলা বঙ্গ হ'তে হ'ল অস্তে লীন।
বিজয়া আসিল হাটি দেখ, ধীরে ধীরে,
কাঁদিতে কাঁদিতে বঙ্গ ভাসে নেত্রনীরে।
বিসর্জ্জি জাহ্নবীগর্ভে বলি হরিনাম,
শূন্য হৃদে গৃহে ফিরি অশান্তির ধাম।

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার।

আগমনী।

এস মা আনন্দময়ি! এ নিরানন্দ বঙ্গে এস মা! এই শোকতাপপূর্ণ, জরামৃত্যুসঙ্কুল, দুঃখদারিদ্র্যসমন্বিত, ক্রন্দনকোলাহলপ্রপূরিত, হিংসাদ্বেষসমাকুলিত বঙ্গে আবার আসিয়া অধিষ্ঠিত হও মা! সংবৎসর পরে আসি দেখ মা, তোমার অকৃতী অধম অধঃপতি সন্তানগণ কিরূপ ভীষণ মর্ম্মপীড়ায় প্রপীড়ি কি প্রাণহন্তারক দারিদ্র্যকশাঘাতে

কি ভীষণ জ্বালামালায় জর্জ্জরিত! দয়াময়ী মা ভিন্ন দীন সন্তানের প্রতি দয়া কে করিবে মা! মা ভিন্ন সন্তানের মনোব্যথা আর কে বুঝিবে মা! দীনদয়াময়ী মা ভিন্ন অধম সন্তানকে সান্ত্বনা করিতে জগতে আর কে আছে মা! মা ভিন্ন সন্তান আর কাহার নিকট দুঃখ-কাহিনী বলিবে? মা ভিন্ন সন্তান আর কাহার পদপ্রান্তে দাঁড়াইয়া প্রাণের প্রবল জ্বালা জুড়াইবে? মা ভিন্ন সন্তানের গতি মুক্তি নাই; মা ভিন্ন সন্তানের অন্য উপায় নাই। তাই বলি মাগো! একবার আসিয়া এই পাপভার-নিপীড়িত হতভাগ্য সন্তানগণের সম্মুখে জগজ্জননীরূপে দাঁড়াও মা! আমরা পাপজালবিজড়িত চক্ষে তোমার অভয় চরণ দেখিয়া সংবৎসরের শোক, তাপ, জ্বালা, যন্ত্রণা ভুলিয়া যাই—তোমার অমৃতময় ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া প্রাণের প্রবল পিপাসা মিটাই মা!

ও মা দুর্গতিনাশিনি একবার আসিয়া দেখ মা! তোমার সন্তানগণ কিরূপ দুর্গতিসাগরে ভাসিতেছে মা! একবার কৃপাকটাক্ষপাতে এই জীর্ণ শীর্ণ অবসন্ন সন্তানগণকে অভয় দেও মা! অনশন অর্দ্ধাশন যাহাদের নিত্য ব্রত, অভাবের অবসাদে যাহারা একান্ত অবসন্ন, দুশ্চিন্তার বিশ্বগ্রাসী প্রবল শিখায় যাহাদের মর্ম্মস্থান পর্য্যন্ত বিদগ্ধ, তুমি ভিন্ন তাহাদের আর উপায় কি মা! তুমি ভিন্ন তাহাদের আর কে রক্ষা করিবে মা! মাগো! তোমার হতভাগ্য সন্তানগণের এখন বড়ই দুর্দ্দিন, বড়ই দুর্দ্দশা, বড়ই শোচনীয় অবস্থা!

এস মা! এস, এ শ্মশানবঙ্গে সঞ্জীবনী-শক্তিরূপে এস মা! এ দাবদগ্ধ বঙ্গে অমৃত-প্রবাহিনীরূপে এস মা! বড় আশা ভরসায় তোমায় ডাকিতেছি মা! হৃদয়ের নিভৃত-নিকেতনে যে দুঃখকাহিনী সযত্নে রক্ষা করিয়াছি, প্রাণের মর্ম্মস্থানে যে শোক, তাপ, অভাব, অশ্রু, দুঃখ, দুর্দ্দশার কথা গাঁথিয়া রাখিয়াছি, তাহাই তোমার নিকট নিবেদন করিব মা! যে যাতনানল নিয়ত প্রাণের ভিতর শত দীপকরাগে হুহু করিয়া জ্বলিতেছে মা, তাহাই তোমাকে দেখাইব! পাপাঙ্কুশাঘাতের যে অব্যক্ত অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থিপঞ্জর খসিয়া পড়িতেছে, তাহাই তোমাকে জানাইব মা! ও মা পাষাণনন্দিনি তুমি কি দেখিবে না মা! তুমি কি শুনিবে না মা!

দুর্গতিনাশিনী দুঃখবিনাশিনী মাগো! তোমার অধম সন্তানগণের দুর্গতিবিনাশ কি করিবে না মা! তোমার সন্তানগণের দুঃখের নিশা কি পোহাইবে না মা! তোমার সন্তানগণের দুঃখবারি কি বিমোচিত হইবে না মা! কত লাঞ্ছনা, কত অবমাননা, কত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি; কত তিরস্কার, কত ভ্রূকুটী সহ্য করিতেছি, কত বিষবাণ বক্ষে ধারণ করিয়া তোমারই আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছি মা! মনে করিয়াছি মায়ের নিকট প্রাণ খুলিয়া প্রাণের কথা জানাইব।

আমাদের আছে কি মা! বল নাই, বুদ্ধি নাই, মান নাই, শক্তিসামর্থ্য কিছুই নাই, যে গুণে মানুষ মানুষ-পদবাচ্য হইতে পারে সে গুণেরও সম্পূর্ণ অভাব। আশা, উৎসাহ, উদ্যম, উদ্দীপনা চিরদিনের জন্য কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। ভীষণ মায়া-সংগ্রামে পড়িয়া—দুস্তর সংসার-সাগরে ভাসিয়া কর্ত্তব্যে জলাঞ্জলি দিয়াছি। মাগো! এখন

আর তোমার সন্তানগণের গভীর জীমূতমন্দ্র-নাদে বেদগান গীত হয় না, এখন আর পবিত্রাত্মা পুরুষপুঙ্গবগণের সুমধুরস্বরে ভগবন্নাম উচ্চারিত হয় না; এখন আর শঙ্খ-ঘণ্টার সুমধুর ধ্বনি—বেণু বীণার অমৃতময় ঝঙ্কার—সাধকগণের প্রাণমনস্নিগ্ধকর মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হয় না! এখন যে দিকে যাই সেই দিকেই স্বার্থপরতা, যে দিকে চাই সেই দিকেই পরপীড়ন পরদ্রোহ, যাহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, তাহাকেই দেখি মকার-মদোন্মত্ত। জানি না মা! কোন্ মহাপাপের বিষময় ফলে, কোন্ দেবতার বক্রদৃষ্টিতে, কাহার অলঙ্ঘ্য অভিসম্পাতে সর্ব্বসংহারকারী দুর্ভিক্ষে, ভয়াবহ ঝটিকায়, প্রলয়কারী ঝঞ্ঝাবাতে, নিদারুণ অগ্নিদাহে আমরা রসাতলে যাইতেছি মা!

ওমা সদানন্দপ্রিয়ে! তোমার সন্তানগণের ধর্ম্মগ্রন্থি এখন শিথিল যে মা! এখন যে তাহারা উদরজ্বালায় অধীর হইয়া মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের প্রখরতাপে সন্তপ্তকলেবরে ভিক্ষা-ভাণ্ড সার করিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে মা! একবার কৃপানেত্রে চাহিয়া দেখ মা! ওমা অধমতারিণি! তোমার অধম সন্তানগণকে কি ভীষণ দুঃখার্ণব হইতে পার করিবে না মা! আমাদের যে আর কোন সম্বল নাই মা! আপনার বলিবার যে আর কেহই নাই মা! আমরা এখন পরমুখাপেক্ষী ঘৃণিত যে মা! তুমি না দেখিলে কে আর দেখিবে মা! তাই বলি মাগো! আমরা একবার তোমার অভয়ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে চাই মা, একবার তোমার সম্মুখে কাতরকণ্ঠে "মা" "মা" বলিয়া প্রাণের প্রবল আবেগ মিটাইতে চাই মা! ওমা অসুরনাশিনি! আরও কবে তোমার মনশ্চক্ষুহীন সন্তানগণকে চক্ষুষ্মান করিয়া, তাহাদের মা দুর্গতিহরা জগজ্জননীর সন্তান বলিয়া পরিচিত হইবার ও মায়ের অভয়-পদ চিনিবার ক্ষমতা দেও মা!

এস মা জগদানন্দময়ি! হতভাগ্য হিন্দুগণের বিপদ, আপদ, দুঃখ, দুর্দ্দশার মধ্য দিয়া, গভীর অজ্ঞানান্ধকার ভেদ করিয়া আনন্দময়ী-রূপে বঙ্গবাসীর গৃহে গৃহে আবির্ভূত হও মা! রোগ, শোক, অভাব, অত্যাচারে উৎপীড়িত, বিশীর্ণদেহ, অন্নের কাঙ্গাল, কঙ্কালাবশিষ্ট, দৃষ্ট-শক্তিহীন বাঙ্গালীর ঐ বিশুষ্ক পরিম্লান মুখের দিকে চাহিয়া এস মা! উচ্ছ্বসিতশোকাবেগ-সমন্বিত অশ্রুসিক্ত জীবনোপায়বিহীন দীনগণের আর্ত্তনাদে একবার কর্ণপাত করিয়া আনন্দ বিলাও মা! ওমা সর্ব্বমঙ্গলে ত্রিদিববাসিনি! তোমার ঐ মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদের ঘরে ঘরে আনন্দের অনন্তপ্রস্রবণ প্রবাহিত হউক; এই পাপতাপময় বঙ্গভূমিতে মায়ের আগমনে আবার বিজয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠুক; এই নিরবচ্ছিন্ন-অজ্ঞানান্ধকারসমাচ্ছন্ন বঙ্গভূমি মায়ের আগমনে আলোকিত হউক; দীনদয়াময়ী মায়ের আগমনে আমাদের সংবৎসরের শোকানল—অশান্তি-অগ্নি—নির্ব্বাপিত হউক।

তাই বলি, এস ভাই হিন্দু! মা আসিতেছেন, সকলে সম্মিলিত হইয়া ভক্তিবারিবিগলিত নেত্রে— প্রীতিবিকসিতবদনে— প্রেমপুলকিত-অন্তঃকরণে সেই বিশ্বজননী বিশ্বেশ্বরীর শ্রীপাদ-পদ্মে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া সংবৎসরের আশার পূর্ণতা ও হিন্দুনামের সার্থকতা সম্পাদন করি।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা।

শক্তিপূজা।

শক্তিরচিত বিশ্ব আবহমান কাল হইতেই শক্তিপূজক—শাক্ত। শক্তিপূজা আর্য্যজাতির শ্রেণীবিশেষের মধ্যেই নিবদ্ধ নহে। পরন্তু শক্তি-পূজা সমগ্র মানবজাতিতে এমন কি সমস্ত প্রাণীজগতে সম্প্রসারিত। যেখানে শক্তির বিকাশ, তথায়ই দেখিবে, ভক্তিবিনম্রশির ভক্তের আবির্ভাব। যেখানে শক্তি নাই, সেখানে ভক্তিও নাই, ভক্তও নাই; উপাসনার কোন আয়োজনই নাই। শক্তিহীন হইয়া কেহ প্রকৃত পূজালাভ করিতে পারে নাই—অশক্তির পূজা জৈব প্রকৃতি নহে। স্থূল দৃষ্টিতে জগতের পানে চাহিয়াই দেখ, অথবা মানবেতিহাস সূক্ষ্মানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনাই কর, একথার যাথার্থ্য সর্ব্বত্রই উপলব্ধ হইবে। বৈদিক যুগের সরলাত্মা ঋষিরা রবি-শশী, অনিল, পবন প্রভৃতির অপরিমেয় শক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়াই ভক্তিগদগদচিত্তে সুমধুরকণ্ঠে তাঁহাদের স্তবস্তুতি করিয়াছেন এবং তাঁহাদের শক্তিপূজা প্রবর্ত্তিত করিয়া ঋষি নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। বৈদিক যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের মধ্যে যত দেবদেবী পূজা লাভ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটী অসামান্যা শক্তির পরিকল্পিত মূর্ত্তি। যেমন প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে তেমনই প্রাচীন গ্রীক ও আরবীয়দিগের মধ্যেও শক্তির নানা কল্পিত মূর্ত্তির পূজা প্রচলিত ছিল। প্রতি দেব-দেবীরই এক একটী অসাধারণ শক্তির বর্ণনা আছে। শক্তিপূজার কখনও হ্রাসবৃদ্ধি নাই। তাহা পূর্ব্বেও যেমন ছিল—মধ্যেও তাহার বিন্দুমাত্র খর্ব্বতা সংঘটিত হয় নাই—আর আজিও তেমনই আছে। তবে পূজ্যা শক্তি-মূর্ত্তির যুগে যুগে প্রকারভেদ হইয়াছে মাত্র। শক্তিপূজা স্বাভাবিক। তাহা জীবহৃদয়ে স্থান কাল অবস্থার তারতম্যানুসারে ভয় ও ভক্তিতে আপনা হইতেই উন্মেষিত হয়। শক্তিপূজার জন্য কাহাকেও উপদেশ দিবার অপেক্ষা নাই। শক্তির সান্নিধ্যে সমুপস্থিত হইলেই মস্তক আপনা হইতেই অবনত হইয়া পড়ে। ইহা নিত্যপরীক্ষিত বিষয়। মানবেতর জীবনিচয়ও শক্তিপূজক, শক্তির প্রভাবাধীন সত্য কিন্তু মানবজাতি শক্তির অনন্ত, উদার ও দীপ্তিময়ী মূর্ত্তির চির-উপাসক। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতি জগন্ময় পরিব্যাপ্তা, নানা আধার-স্থিতা অনন্তশক্তির উপাসনায় স্বীয় মানবত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া শক্তিপূজারই জয় ঘোষণা করিতেছে। জীবজগতের এমন কাহারও নামোল্লেখ কি কেহ করিতে পার, যে শক্তিপূজক নহে—শক্তির অগ্রাহ্যকারী? আমাদের বিশ্বাস কখনই পারিবে না। যে আধারে বৃহতী শক্তির স্থিতি, তাহা তদপেক্ষা অল্পশক্তিবিশিষ্টকে পূজা না করিতে পারে। কেন না, ক্ষুদ্র চিরকালই বৃহতের অধীন—সেবক। কিন্তু যাহা অপেক্ষাকৃত বৃহতী শক্তির অবস্থানভূমি, তাঁহার উপাসনা কি তোমরা জ্ঞান ও চর্ম্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছ না? ত্রেতাবতার রামচন্দ্র আজিও যে মানবজাতির হৃদয়ের ভক্ত্যুপহার গ্রহণ করিতেছেন, তাহা কি তাঁহার মহীয়সী শক্তিরই উপাসনা নহে?

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে যে স্বয়ং ভগবানরূপে সম্প্রদায়বিশেষ পূজা করিতেছেন, তাহা কি তাঁহার অলৌকিকী শক্তিরই পূজা নহে? শতাব্দীর পর শতাব্দী কত শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে, শাক্যকুলের বুদ্ধ, মরিয়মের (মেরী) পুত্র খ্রীষ্ট, একেশ্বরবাদী মহম্মদ আজিও যে পৃথিবীর অধিকাংশ নরনারীর চিত্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, ইহা কি তাঁহাদেরই অন্তরস্থ মহাশক্তির আরাধনা বলিবে না? শক্তিলাভ করিতে পারিলেই পূজা-লাভ হয়। স্মরণ করিয়া দেখ, মহাভারতের কর্ণ সূতপুত্র নামে প্রখ্যাত হইলেও মল্ল ভূমিতে যেদিন ক্ষত্রশক্তির প্রথম পরিচয় দিলেন, সেইদিন হইতেই কি তাঁহার বীরশক্তি পূজালাভ করে নাই? নীচজাতিত্বে কি তাঁহার শক্তির পূজা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল? যখনই যেখানে শক্তির সঞ্চার হইয়াছে, মানব-চক্ষু চাহিয়া দেখিয়া বিচারিতচিত্তে তথায় নতশির না হইয়া পারে নাই। কখনও পারিবে না। ইংরাজ বণিকবেশে যখন বঙ্গে পদার্পণ করে, তখন তাহারা তাহাদের বণিকশক্তির উপযোগী সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিল। বণিক জাতির সৌভাগ্যবশে যখন পলাশীক্ষেত্রে মুসলমানের জাতীয় গৌরব চির-অস্তমিত হইল—বণিকরাজ বঙ্গরাজ উপাধি লাভ করিল; তখন আবার রাজশক্তির প্রাপ্য পূজা বাঙ্গালী জাতি প্রদান না করিয়া পারিল না। শুধু বাঙ্গালী নয় পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ব্যক্তিবর্গ এইরূপ শক্তিলব্ধ জাতি ও ব্যক্তিকে বহুবার পূজা প্রদান করিয়াছে। প্রাচ্য কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ প্রভৃতি ও পাশ্চাত্য সেক্সপিয়র, হোমর, মিল্টন প্রভৃতি কবিকুল-পঙ্কজদিগের নামের উদ্দেশে যে আজও লক্ষ হৃদয়ের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পিত হইতেছে, ইহাও তাঁহাদের সাধনালব্ধ মহাশক্তির পূজা।

আর ঐ যে নিরেট মূর্খ, বহু ভূসম্পত্তি ধনরত্নের অধিকারী ধনী, যাঁহার চতুর্দ্দিকে মধুমক্ষিকার ন্যায় দুঃস্থ জ্ঞানী গুণী ও অজ্ঞ তুল্যরূপে নিয়ত গুন্ গুন্ শব্দে উপাসনা-সঙ্গীত গাহিতেছে, উনিও আর্থিক শক্তিতে শক্তিমান বলিয়াই পূজার্হ হইয়াছেন। শক্তিহীন হইলে পূজাহীন হয়—শক্তিলাভ করিতে পারিলে পূজা লাভ হয়। ভূতপূর্ব্ব রুমের রাজা (তুরস্কের সুলতান) আবদুল হামিদ যতদিন রাজশক্তিমান ছিলেন—জগন্মান্য ছিলেন, কে তাঁহার উপাসনা করে নাই? আবার সেই আবদুল হামিদ সম্প্রতি রাজশক্তিহীন হইলে রাজ্য হারাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাজোচিত পূজাও অন্তর্হিত হইয়া গেল, তিনি আজ বন্দী আর সৌভাগ্যশালী অজ্ঞাতনামা আবদুল রসিদ আজ রাজশক্তি লাভ করিয়া আবদুল হামিদের ত্যক্ত সিংহাসনে সমাসীন হইয়া রাজ পূজা পাইতেছেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পূজারি ব্রাহ্মণ অধুনা বিশ্ববিখ্যাত পূজ্য রামকৃষ্ণ পরমহংস যখন পূজারী ব্রাহ্মণরূপে নিত্য দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অন্যান্য পূজারীর ন্যায় তিনিও অজ্ঞাত অবজ্ঞাত ছিলেন। যখন শক্তি তাঁহায় আবির্ভূতা হইলেন, শক্তির প্রদীপ্তা শক্তি জগৎ আলোকিত হইয়া উঠিল, জ্ঞানী-অজ্ঞ বিদ্বান্-মূর্খ, ধনী-নির্ধন সমভাবে তাঁহার পূজা আরম্ভ করিল। মহাত্মা কেশবচন্দ্র ন্যায় ধার্ম্মিক, পূজনীয় বিদ্যাসাগরের বিদ্বান্ ও দয়ালু, ডাক্তার সরকারের ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পরম-হংসদেবে আবির্ভূতা অসামান্যা শক্তির পূজায় নিরত ছিলেন। আবার তাঁহারই প্রিয়তম শিষ্য কায়স্থকুল-ভাস্কর বিবেকানন্দ স্বামী মহা-শক্তির অধিকারী হইয়া, ইউরোপ-আমেরিকা মহাদেশের মানবমণ্ডলীর হৃদয় হইতেও ভক্তি-পূজা আদায় করিয়াছেন। সে শক্তির পূজা এখনও অবাধে চলিতেছে! মহাশক্তির আশ্রয়লাভের পূর্ব্বে বিবেকানন্দ কি সাধারণের পূজালাভে বঞ্চিত ছিলেন না—সাধারণের মনে ও নয়নে কি অজ্ঞাত ছিলেন না? শক্তিই পূজার কারণ—তাহা যে শ্রেণীরই হউক। সে দিন যে, শারীরিক শক্তিমান স্যাণ্ডো ও রামমূর্ত্তি বঙ্গদেশে প্রভূত সম্মান লাভ করিয়া গেলেন; নিশ্চয়ই তাহা তাঁহাদের শারীরিকী অমানুষী শক্তির পূজা—সুগঠিত আকৃতির উপাসনা নহে। সুকণ্ঠ গায়ক, সিদ্ধহস্ত বাদক যে মানবসমাজে গৌরবিত ও পূজিত সেও তাঁহাদের উপাসিতা শক্তির প্রসাদে। যেখানে পূজা দেখিবে অনুসন্ধান করিয়া লও, তথায় কোনরূপ শক্তি আবির্ভূতা হইয়াছেন। পূজা পাইবার স্পৃহা থাকিলে শক্তিলাভ করিতে হইবে। যেখানে অপেক্ষাকৃত উচ্চশক্তির বিকাশ নাই—সেখানে পূজার নামগন্ধও নাই। তথায় অনাদর, উপেক্ষা, বিস্মৃতি অনবরত বিচরণ করে। শক্তি দেখিলেই ভক্তি উছলিয়া পড়িবেই পড়িবে। কেহ সে ভক্তিকে সমাজ-শাসনে, ধর্ম্মের বন্ধনে, জাতিকুলের আকর্ষণে বাধা দিতে পারিবে না। তাহা সুরধুনীর

প্রবল স্রোতে মত্ত মাতঙ্গের মত সব ভাসাইয়া স্বচ্ছন্দ গতিতে পূজোপকরণ লইয়া শক্তির দ্বারস্থ হইবে। নানা মূর্ত্তিতে বিশ্বময় শক্তি প্রসারিত—নানাভাবে শক্তি-উপাসক শাক্ত শক্তিপূজায় নিরত। এ শক্তিপূজায় হিন্দুত্বের একাধিপত্য নাই—এ শক্তিপূজায় তন্ত্রের নিয়মাধীন থাকিতে হয় না। এ শক্তিপূজার পদ্ধতি প্রাণ হইতে আপনি উন্মেষিত হইয়া শক্তির প্রকারভেদ অনুসারে যথারীতি আরাধনা নিষ্পন্ন করে। স্বাভাবিকা শক্তির পূজাও স্বাভাবিক; কৃত্রিম উপায়ে শার্দ্দূলচর্ম্ম রাসভ-অঙ্গে আচ্ছাদন করিয়া পূজা পাইবার ও তদ্রূপ স্থলে পূজা প্রদানের নীচতা পরিহার করতঃ শক্তির উচ্চ আধার ও শক্তির চিরযোগ্য উপাসক মানবসন্তান, তুমি স্বাভাবিকী পূজার উপযোগিনী শক্তি সঞ্চয় করিয়া মানবচিত্তের নিত্যপূজা লাভ কর আর যেখানে কোনরূপ পূজ্যা শক্তির বিকাশ দেখিবে, সেখানেই মস্তক অবনত করিয়া পূজাপ্রদানে শক্তিপূজকরূপে ধন্য হও। যে জাতি বা ব্যক্তি শক্তিপূজায় যত অগ্রসর, পৃথিবীতে তাঁহারাই তত উন্নত। যে জাতি বা ব্যক্তি শাক্ত নহে, তাহারা অনুন্নত ও জীবন্মৃতবৎ। ঘরে ঘরে শক্তি-পূজার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কর—প্রত্যেকেই শক্তিপূজক হও—শক্তিসঞ্চয়ে পূজার্হ হও। বিশ্ব উন্নত হইতে উন্নত মার্গে পরিভ্রমণ করুক। মানব হইয়া শক্তির মহিমা বিস্মৃত হইও না।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

কায়স্থের দান।

কায়স্থজাতি দানের জন্য প্রসিদ্ধ। বর্ষাকালে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ নানা কৌশলে ভিক্ষার্থে কায়স্থের বাটীতে উপস্থিত হইয়া থাকেন। কেহ পাঠক, কেহ গাথক, কেহ গণক, কেহ স্মৃতির অধ্যাপক, কেহ ন্যায়ের অধ্যাপক, কেহ বা ভাট, কেহ বা গুরু, কেহ বা কন্যাদায়গ্রস্ত, কেহ বা দুর্গোৎসবের জন্য ব্যস্ত, কাহার ঘর পুড়িয়া গিয়াছে, কাহার ঘর পুড়িয়া গিয়াছে, কেহ বা গৃহশূন্য হইয়াছেন—আবার বিবাহের জন্য উদ্যোগী ইত্যাদি নানা মূর্ত্তিতে ব্রাহ্মণ যাচক এই সময় কায়স্থের গৃহে উপস্থিত হইয়া থাকেন। ইহার মধ্যে যে কেহই প্রকৃত ~~অভাব~~ নাই এমন কথা বলিতেছি না। তবে আর্ত্ত ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনুক্লিষ্ট কায়স্থের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। কায়স্থজাতি দানের জন্য প্রসিদ্ধ, কিন্তু এ দানে কায়স্থ সুখী নহে। যে কায়স্থের গৃহপার্শ্বে কায়স্থ অনাহারে মরিতেছে, সে হয়ত অভ্যাসবশতঃ পূজার সময়ে ব্রাহ্মণকে ২৲ টাকা দান করিবে কিন্তু ঐ নিরন্ন স্বজাতির প্রতি তাহার দৃষ্টি হইবে না।

কায়স্থজাতির দান-প্রবৃত্তি হ্রাস করিতে আমি বলিতেছি না। দানে মানুষকে স্বর্গে লইয়া যায়; এমন ধর্ম্ম নাই যাহাতে দানের ব্যাখ্যা শতমুখে করা না হইয়াছে। কায়স্থজাতির এই দানশীলতা অতি প্রশংসার বিষয়; ইহাতেও তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমাণ করিতেছে, কেন না মহাভারতের এমন পর্ব্ব নাই যাহাতে ক্ষত্রিয়জাতির দানের উল্লেখ নাই। অনেক ক্ষত্রিয় সর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন এমনও দেখা যায়; সুতরাং ক্ষত্রিয়ের ত্যাগস্বীকার ছিল না ইহা কে বলিতে সাহস করে? কায়স্থ এতাদৃশ ক্ষত্রিয়জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়া দাতা হইবেন ইহাতে বিচিত্রতা কি?

কিন্তু আধুনিক সময় বঙ্গের কোন্ কায়স্থ স্বজাতির হিতার্থে কি দান করিয়াছেন? এমন উল্লেখযোগ্য দানের কথা ত আমরা কিছু জানি না। মহম্মদ মহসীন মুসলমানগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য যে সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন তাহাতে সমগ্র মুসলমানজাতিকে উন্নত করিতেছে। তাঁহারা দেখিতে দেখিতে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় যে লক্ষাধিক টাকা টোলের জন্য দান করিলেন তাহা কেবল ব্রাহ্মণের হিতার্থেই গেল; সংস্কৃতচর্চ্চার বৃদ্ধিই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য হইত এবং সর্ব্বসাধারণ হিন্দুই যদি তাঁহার লক্ষ্য হইত তাহা হইলে তিনি ঐ টাকাটা স্কুল কলেজে এমন ভাবে দিতে পারিতেন যে কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য প্রভৃতি সকল জাতির সন্তানই উপকার প্রাপ্ত হইত। সাহিত্যবিৎ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রতিভা ব্রাহ্মণের জন্যই দান করিয়া গিয়াছেন। রাজা রাজবল্লভ এক সময়ে দশ লক্ষ টাকা দান করিয়া বৈদ্যজাতির দ্বিজত্ব বঙ্গে স্থাপিত করিয়াছেন। কোন কায়স্থ কি এমন উল্লেখযোগ্য স্বজাতির উপকারে কোন দান করিয়াছেন?

কিন্তু ব্রাহ্মণের হিতার্থে কায়স্থের দান কম নহে। কায়স্থের গৃহ হইতে শ্রাদ্ধে যে টাকা যায় তাহার প্রায় সমুদায়ই ব্রাহ্মণেরা পান। বৎসরে এরূপ কত লক্ষ টাকা আমরা ব্যয় করি? মাথাব্যথা হইয়াছে বরপণ কমাইবার জন্য কায়স্থসভায়। বরপণ একটা নিষ্ঠুরতা, ইহার হ্রাস বাঞ্ছনীয় বটে; কিন্তু ইহাতে কায়স্থসমাজের রামচন্দ্র বসুর টাকা শ্যামচন্দ্র দত্তের বা করের গৃহে যাইতেছে; তাহাতে জাতিগত ভাবে কায়স্থের কি ক্ষতি হইতেছে? বরঞ্চ শ্রাদ্ধের ব্যয় হ্রাস করিতে পারিলে কায়স্থজাতির আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়। কিন্তু এদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। কায়স্থ-সভার একটি নির্দ্ধারণ হইয়াছে বিবাহাদির ব্যয়-সংক্ষেপ করা। এস্থলে "আদি" শব্দটা নিরর্থকই বোধ হইতেছে। শ্রাদ্ধব্যয়ের সংক্ষেপ জন্য চেষ্টা দেখিলে ঐ নির্দ্ধারণ সার্থক হইতে পারে।

আমরা বঙ্গে ১৩ লক্ষ কায়স্থ বাস করি; যদি প্রত্যেক গৃহে ৫ জন করিয়া জনসংখ্যা ধরা যায়, তবে ২½ লক্ষ ঘর কায়স্থ বঙ্গে বাস করে। ইহার কি সিকি ঘরে উপরোক্ত যাচক ব্রাহ্মণদিগকে কিছু না কিছু দান করিবে না? এই দুর্গোৎসবের মধ্যে এই ৬২৫০০ কায়স্থগৃহ হইতে গড়ে এক টাকা করিয়া গেলেও ৬২৫০ টাকা ব্যয়িত হইয়া যাইবে। সুতরাং প্রত্যেক বৎসরে অন্যূন ৫০,০০০ টাকা আমরা এই সময়ে যাচক ব্রাহ্মণকে দেই, একথা বলিলে কি অত্যুক্তি হয়?

আমাদের প্রিয়ভাষী অথচ সাহসী গত বৎসরের সভাপতি রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কায়স্থজাতিকে "গা ঝাড়া" দিয়া উঠিতে বলিয়াছেন। আমরা সমগ্র কায়স্থজাতি ও স্বয়ং সভাপতি মহাশয়কে এজন্য এই সময়ে "গা ঝাড়া" দিয়া উঠিতে বলিতেছি। যে সকল কায়স্থের স্বজাতিপ্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞান স্ফূর্ত্তিত হইয়াছে, যাঁহারা কায়স্থসভার বক্তৃতাগুলি কেবল শ্রুতিসুখের জন্য শ্রবণ করেন না, কার্য্য করার ইঙ্গিত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা অন্ততঃ "গা ঝাড়া" দিয়া উঠিলে এই ৬২৫০০৲ টাকার সিকি, প্রায় ১৬০০৲ টাকা আমাদের রক্ষা হয়। কায়স্থসভার চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার অনশনে মরিতেছে; কায়স্থপত্রিকা, আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা অর্থাভাবে সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে পারিতেছে না; সহস্র কায়স্থকার্য্য হেলায় নষ্ট হইতেছে। আমরা এজন্য বলিতেছি কায়স্থজাতি কর্ত্তব্যজ্ঞানের বশীভূত হইয়া যাহাতে বৎসর বৎসর এই ৫০০০৲ হাজার টাকার অধিকাংশ বাঁচাইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করুন। এবং এই টাকাটা কায়স্থ-কার্য্যের জন্য ব্যয় করুন। ইহা একের কার্য্য নয় প্রত্যেকের কার্য্য। এই দিকে "গা ঝাড়া" দিয়া উঠিলে ব্যক্তিগত চরিত্রের স্ফূর্ত্তি হইবে, তাহাই জাতির প্রকৃত মঙ্গলের সূত্রপাত।

আমরা আর একটী কথার উল্লেখ করিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করি। চিত্রগুপ্ত কায়স্থের বীজপুরুষ। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন চিত্রগুপ্তের নাম স্মরণ করিয়া প্রত্যেক কায়স্থ কিছু কিছু নিজ গৃহে জমা করিতে অভ্যাস করুন। কেহ ।০ আনা, কেহ ১৲ টাকা, কেহ ৫৲ টাকা, কেহ ৫০০৲ টাকা এই সময়ে জমা রাখিতে পারেন। ইহা হইবে তাঁহার অব্যয়িত "চিত্রগুপ্ত তহবিল"। ইহা হইতে তিনি কায়স্থকার্য্যে দান করিবেন।

যদি কায়স্থজাতির "গা ঝাড়া" দেওয়ার সময় হইয়া থাকে, এই সকল কার্য্যই সেই "গা ঝাড়া" দেওয়ার উপায়। আশা করি, আমাদের এই প্রবন্ধ একেবারে বিফলে যাইবে না, সভাসমিতির বক্তৃতার সারাংশ, প্রবন্ধাদির উদ্দেশ্য যদি বিফলে যায়, এতদপেক্ষা আর কি অধিক অপচয় আছে? হিসাব দপ্তরের জাতির এ কথাটা বুঝা উচিত।

শ্রীমধুসূদন সরকার বর্ম্মা।

কায়স্থনীতি।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

সত্য বটে, ক্ষত্রিয়জাতি হইতে বিক্রান্ত ইংরেজজাতি দেশরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু সমাজবন্ধন ভার ত তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই; তাঁহারা এ বিষয়ে নিরপেক্ষ। সুতরাং সমাজের গতি নিয়মিত করা কায়স্থ ধর্ম্মের অন্তর্গতই আছে। দৃষ্টান্তস্থলে বলিতে পারি ব্রাহ্মণ, কায়স্থের বিনা অনুমোদনে, কোন নিম্নতর জাতির জাতিত্ব বিষয়ে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারেন না। এই ত কৈবর্ত্তকে "মাহিষ্য" বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে; সুবর্ণবণিককে "বৈশ্য" বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে তাহাদের অবস্থার কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? কৈবর্ত্তের গৃহে পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণ যাইতে পারেন নাই এক্ষণও যাইতে পারেন না। সুবর্ণবণিক সম্বন্ধেও সেই কথা। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করিতে হইলে কায়স্থের রাজন্যশক্তির সহায়তা লইতে হইবে। পক্ষান্তরে কায়স্থ যদি সমবেত ভাবে কৈবর্ত্ত বা সুবর্ণবণিককে সমাজে গ্রহণ করিতে চান, ব্রাহ্মণ অনুমতি না দিলেও তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন। কায়স্থেরা কৈবর্ত্ত ও সুবর্ণবণিকের জল ব্যবহারপূর্ব্বক তাহাদিগের ব্রাহ্মণ দ্বারা আপন আপন দৈব পৈত্র কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে, কায়স্থাদির উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ কোন বাধা দিতে পারেন না। কায়স্থ যখন সামাজিক জন-শক্তির অগ্রণী, তখন প্রয়োজন হইলে কায়স্থকে এরূপ ভাবে বৈশ্য শূদ্রের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কেন না ইহা সমীচীন নীতি। শ্রীরামচন্দ্রকেও এই নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

কায়স্থ-সাহিত্য ক্রমাগত ব্রাহ্মণের স্তাবকতা দোষে দূষিত হইতেছে। ইহা দীর্ঘকালের দৌর্ব্বল্যের ফল সন্দেহ নাই। ইহাতে যে ব্রাহ্মণের মূল্য বাড়িতেছে তাহা নহে। শুনুন ব্রাহ্মণ-সম্পাদিত হিতবাদী কি বলিতেছেন;—

"আর একটু মজা আছে। হিন্দুভাবাপন্ন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সকলে মধ্যে মধ্যে ভারতীয় ব্রাহ্মণের গৌরব করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজকে অশেষবিধ ভাষায় স্তবস্তুতি করা হইয়াছে। ইংরেজী 'প্যাট্রিয়টিজমের' প্রভাবে যে এবংবিধ স্তবস্তুতি হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মাত্রেই বুঝেন না; উপরন্তু এই স্তুতিমদে প্রমত্ত হইয়া তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটী 'পোপ' হইয়া দাঁড়ান। যে অধ্যাপক ব্রাহ্মণ যথেচ্ছাচারী ও বিলাসী তিনিও যেমন পোপ, দরিদ্র নিরীহ সুপণ্ডিত অথচ প্রখ্যাতিশূন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তেমনি পোপ। এই অহঙ্কারের কোন মূল্য নাই। পক্ষান্তরে এই অহমিকার জন্য সামাজিক ক্ষতিও বিস্তর হইতেছে।" হিতবাদী ১৮ই চৈত্র, ১৩১৬।

আমাদেরও এই বিশ্বাস। কায়স্থ-সাহিত্যে ব্রাহ্মণের স্তাবকতায় কাহার উপকার নাই;—ব্রাহ্মণেরও নাই, কায়স্থেরও নাই। ইহাতে উভয়েরই নৈতিক বলের হ্রাস হইতেছে। সমাজের মঙ্গলের জন্য যেরূপ শক্তিপ্রয়োগ আবশ্যক কেহই তাহা প্রয়োগ করিতে পারিতেছে না। ইদানীন্তন কালের কতকগুলি অকাজে কুল-সাহিত্য এই নৈতিক সর্ব্বনাশের ইন্ধন যোগাইতেছে। শাস্ত্রের বিমলতর অংশে কায়স্থ ব্রাহ্মণ উন্নত হইতে পারিলে, এই আবর্জ্জনারাশি আর তাহাদিগকে উৎপাত করিবে না। কায়স্থের ইহা বুঝা আবশ্যক যে, ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ দুশ্ছেদ্য হইলেও জনসাধারণের সঙ্গে সম্বন্ধ দুশ্ছেদ্যতর। ব্রাহ্মণেরাও কায়স্থকে ডিঙ্গাইয়া জলপান করিতে চাহিতেছেন কেন? সকল জাতির মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈশ্য শূদ্র একত্র হইয়া সমাজনীতি সংগঠন করুন। সকল জাতিই অল্পবিস্তর আর্য্যানার্য্যরক্তোৎপন্ন; ইহার কেহ কাহারও কাছে তত বেশী ছোট নহে। "হাম্ বড়া" এই অহমিকা সকলেরই পরিত্যজ্য।

শাস্ত্রজ্ঞানের জন্য ব্রাহ্মণের অযথা স্তুতিবাদ ব্রাহ্মণ্যের উপকারক নহে। এই যে কায়স্থজাতি আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্ব উপার্জ্জন করিয়াছেন, বুকে হাত দিয়া বলুন দেখি ইহার শাস্ত্রীয় জ্ঞান বা প্রমাণ কি তাঁহারা প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ হইতে পাইয়াছেন? কায়স্থ পণ্ডিতগণ কি এই শাস্ত্রসংগ্রহে যথেষ্ট প্রাধান্য প্রদর্শন করেন নাই? সেইরূপ গন্ধবণিক ও তাম্বুলী জাতি প্রভৃতিও মুদ্রিত শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে স্বল্প আভিজাত্যের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণের কেবল ব্যবস্থাপত্র চাহিয়াছেন। সকল জাতিই শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে আপন আপন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ব্রাহ্মণকে দ্বিতীয় ভাবে আহ্বান করিয়াছেন এবং করিতেছেন মাত্র। এমন অবস্থায় অযথা স্তুতিবাদ দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে কলুষিত করা আমাদের উচিত নয়। সকলেরই মনে করিতে হইবে, ব্রাহ্মণের নৈতিক পতনে আমরা সকলেই পতিত হইয়াছি। তাঁহাদের কার্য্যজ্ঞান যাহাতে শাস্ত্রানুযায়ী হয়, তাহাই করা জন-শক্তির প্রথম কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগকে অধিকতর স্তুতিবাদে অধিকতর অকর্ম্মণ্য করা সঙ্গত নহে।

কায়স্থজাতির নীতিমূলে ক্ষত্রবৈশ্যসম্বন্ধ দৃঢ়ীকৃত হওয়া আবশ্যক। নচেৎ কায়স্থ ও বৈশ্য উভয়েরই পরাভবের সম্ভাবনা আছে। বেদানুসারে আর্য্যবিশ্ ও অনার্য্যবিশ্ দুইটি সম্প্রদায় ছিল; এইক্ষণও তাহাদের চিহ্ন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। সুতরাং যেমন ক্ষত্রবৈশ্য সম্বন্ধ সংদৃঢ় থাকা আবশ্যক, তেমন বৈশ্যশূদ্র

সম্বন্ধও সংদৃঢ় থাকা আবশ্যক। এই দুটীই জন-শক্তির শাখা-প্রশাখা, তাহার মূলচ্ছেদন করিয়া ক্ষত্রশক্তি জীবিত থাকিতে পারিবে না। আর ক্ষত্রশক্তি যদি জীবিত না থাকে তবে ব্রাহ্মণ্যের ফল কোথা হইতে জন্মিবে? এজন্য আমি কায়স্থজাতিকে সানুনয় নিবেদন করি, তাঁহাদের কার্য্য প্রণালী জন-মুখিনী করিয়া লউন। নচেৎ সমূহ বিপৎ সম্মুখে।

শ্রীমধুসূদন সরকার বর্ম্মা।

বংশপত্রিকা। *

(পলগাছা সেনবংশ)।

রমানাথ ইতি খ্যাতো রমানাথ ইবাপরঃ।
অত্রি-গোত্রঃ সেনবংশঃ কান্যকুব্জাৎ সমাগতঃ॥১॥
তৎপুত্রো বিশ্বনাথোঽভূৎ শিবনাথশ্চ তৎসুতঃ।
নীলাম্বরস্ততো জাতো রূপরামো হি যৎসুতঃ॥২॥
গদাধরো রূপরামাজ্জাতো মতিমতাং বরঃ।
রত্নাকরশ্চ তৎপুত্রো গুণরত্নাকরোঽভবৎ॥৩॥
ভূধরশ্চ ততো জজ্ঞে ততো দামোদরঃ স্মৃতঃ।
দামোদরস্য যঃ পুত্রঃ স জটাধরসংজ্ঞকঃ॥৪॥
জটাধরো হি জনকশ্চণ্ডীবরস্য ধীমতঃ।
চণ্ডীবরাৎ সুতো জাতঃ শ্যামসুন্দরসংজ্ঞিতঃ॥৫॥
তদঙ্গপ্রভবঃ খ্যাতঃ সৎকীর্ত্তিঃ কুলবর্দ্ধনঃ।
স্বধর্ম্মনিরতো দাতা শ্রীগোপালো বিদাংবরঃ॥৬॥
গোপালাৎ শ্রীধরো জজ্ঞে ততশ্চ পুরুষোত্তমঃ।
কৈবল্যস্তৎসুতঃ খ্যাততস্ততঃ শ্রীমন্মহীধরঃ॥৭॥
তদঙ্গজাতোঽনিলপুণ্যকীর্ত্তির্গঙ্গাধরো দেবগুণানুকারী।
যদন্বয়ং পক্ষধরো বিশালং ধৃত্বাতিশয্যং যশসাম্
তিষ্ঠং॥
কীর্ত্তিস্তস্য কুলপ্রদীপপদবীং যাতেন যশোভাস্ব
স্তৎপুত্রঃ প্রথিতঃ প্রকামমবনৌ শ্রীরামভ
সুধীঃ॥
তজ্জাতশ্চ যশঃপ্রভাবিলসিনেনাঙ্কশঙ্কাকরঃ।
সৌম্যশ্রীর্জয়রামসূরিজনকো লোকপ্রিয়ঃ কার্ত্তি
॥
জয়রাম এবাত্তিবিশ্রুতো ভুবনে যঃ স
কার্ত্তিকাঙ্ক
জয়রামসুতো দয়াসখো নিধিরামোঽমরতামমা
বান্॥
নিধিরামতনূদ্ভূতো মাধবো মাধবপ্রিয়ঃ।
শ্রীকণ্ঠস্তৎসুতঃ খ্যাতো ভগবদ্ভক্তিসংযুতঃ॥
শ্রীকণ্ঠান্বয়মস্তনোয়নয়োরানন্দনোনন্দনো।
নন্দীকিঙ্করশঙ্করার্পিতমনঃপ্রাণান্বিতঃশঙ্করঃ॥
দুর্দ্দান্তামিতবিক্রমাহবহতিপ্রাপ্তক্ষণঃ কিঙ্করঃ।
কান্তএনস্ত যশোধরাধরশিরোজাতো বলী শর্ম্ম
॥

* কায়স্থ-তত্ত্ব-বিচারপ্রণেতা বগুড়ার প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এ, বি, এল, মহাশয় কর্ত্তৃক প্রেরিত। সম্পাদক।

কিঙ্করপ্রভবঃ পুত্রঃ বিষ্ণুরামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বাঞ্ছারামঃ সুতস্তস্য সদ্ভিঃ সততবাঞ্ছিতঃ॥১৫॥
তৎসুতঃ শিবরামোঽভূৎ খেলারামপিতা হি সঃ।
খেলারামাত্মজো রামপ্রসাদ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥১৬॥
গ্রামে শাখারিয়ানামি নিবাসং কৃতবানসৌ।
দ্বৌসুতৌ জনয়ামাস গুণিনৌ বাগ্‌বিশারদৌ॥১৭॥
জ্যেষ্ঠো গুরুপ্রসাদাখ্যো গোবিন্দশ্চ কনিষ্ঠকঃ।
ব্যবহারাজীববৃত্তির্জ্যেষ্ঠঃ সুবিদিতো জনৈঃ॥১৮॥
পিতৃবাসং পরিত্যজ্য মহেশপুরসংজ্ঞকে।
গ্রামে মতিমতাং শ্রেষ্ঠো নিবাসং কৃতবানসৌ॥১৯॥

ইতি।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা।

জাতীয় গৌরব।

ভারতে এক শুভ মাহেন্দ্রযোগ উপস্থিত। পরম-মঙ্গলময় করুণা-নিদান শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে এই শুভ লগ্নে সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রত্যেকেরই মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা-বৃত্তি জাগরিত হইয়াছে। সকলেই স্ব স্ব জাতীয় মর্য্যাদা অধিকার করিতে সমাজক্ষেত্রে অদম্য উৎসাহ ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত অগ্রসর হইতেছে। ইহা অপেক্ষা ভারতের পক্ষে মঙ্গলের কথা আর কি হইতে পারে? এক্ষেত্রে সম্প্রদায়বিশেষের প্রত্যেকেরই যোগদান করা একান্ত কর্ত্তব্য, এবং যাহাতে জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সকলেরই সমান দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

বিভিন্ন জাতির ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যখন যে কোন জাতি মহত্ত্ব ও উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছে, সেই সেই জাতি কোন না কোন একটি উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া, তাহা চরিতার্থ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। এইরূপে গ্রীসের উৎকর্ষপ্রিয়তা, রোমের বাহুবল ও অর্জ্জনস্পৃহা, আরবের ধর্ম্মদৃপ্ততা, এবং ইংলণ্ডের বাণিজ্যোন্নতি ও প্রসারণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই আকাঙ্ক্ষাই এই জাতিচতুষ্টয়ের উন্নতি, সমৃদ্ধি, এবং প্রাধান্যের মূলকারণ। কিন্তু আমাদের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে কোন প্রকার উচ্চাভিলাষ কিংবা আত্ম-প্রতিষ্ঠা সংস্থাপনের স্পৃহা একেবারে ছিল না বলিয়াই, আমরা এত অধঃপতিত! বিশেষতঃ সমাজের উচ্চস্তর আপন প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য নিম্নস্তরগুলি এমন কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে, সমাজের আর শ্বাস ছাড়িবার যো নাই। একস্তর হইতে অন্যস্তরে উঠা ত সুদূরপরাহত (এমন কঠিন নাগপাশে বেষ্টিত, উঠিতে চেষ্টা করিলেই পড়িয়া যায়!) এমন কি সামান্য উচ্চাভিলাষও কাহার চিত্তে আসিয়া স্থান পায় না। যদি বা কাহার অন্তরে সামান্য উচ্চবৃত্তি একটু অঙ্কুরিত হইল, তাহাও সমাজের বজ্রনির্ঘোষ তর্জ্জনগর্জ্জনে পুচ্ছ গুটাইয়া প্রস্থান করে। আমি গোপনে শত অভিসার করি—শত শত মহাপাতকের প্রশ্রয় দেই—অভক্ষ্য ভক্ষণ করি—তাহাতে কোন দোষ নাই! সমাজ তখন চক্ষু থাকিতেও অন্ধ! অথচ

প্রকাশ্যে একজন আত্মোন্নতিলাভের চেষ্টা করুক—নৈতিক চরিত্রবল (Moral Courage) প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হউক, সমাজ অমনি তাহাকে অপদস্থ করিবার জন্য শতফণা বিস্তারপূর্ব্বক দংশন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। এই ত আমাদের হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা।

অন্তরে উৎকর্ষপ্রিয়তা কিংবা উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগরিত না হইলে কোন জাতিই মহত্বলাভে সক্ষম হয় না। প্রাচীন ভারতে তপঃপ্রভাবে, চরিত্রবলে, গুণানুসারে নিম্ন হইতে উচ্চস্তরে উঠিতে পারিত বলিয়া—সে সময়ে মহত্বলাভের জন্য প্রত্যেকেরই অন্তঃকরণে উচ্চবৃত্তিগুলি বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল—সুতরাং প্রতিভাশালী মহাপুরুষের দ্বারা সমাজও পরিপূর্ণ ছিল—দেশও তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল—এইজন্য সেই সময়কে সুবর্ণ-যুগ (Golden-age) বলা হয়। কিন্তু এখন আর সমাজের সেই উচ্চ উদারতাপরিপূর্ণ মহৎ ভাব নাই বলিয়া আদর্শপুরুষ অভাবে দেশও একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে। এবং কাহার মনে কোন প্রকার উচ্চ বাসনাও জাগিতে পারিতেছে না! একজন ইংরেজ কবি বলিয়াছেন ;—

"He, who aimeth at the sky, shoots higher
Than he, who simply marks at a tree."

তরুশিরোভাগে, শুধু লক্ষ্য রাখি,
প্রক্ষেপে যে জন তীর,
জানিবে নিশ্চয়, তার আগে ধায়,
লক্ষ্য যার নভে স্থির।

অর্থাৎ যে যত উচ্চ আদর্শ রাখিয়া যত্ন করে—সে তত বেশী মহত্বলাভে সক্ষম হয়। আর একজন বলিয়াছেন, "If you pluck at a gown, you will've a sleeve of it." যতদূর কৃতকার্য্য হও না কেন,—আকাঙ্ক্ষা খুব উচ্চ রাখিবে। যদি তুমি সন্তরণ দ্বারা সাগর পার হইতে চেষ্টা কর—ততদূর কৃতকার্য্য না হইলেও—অন্ততঃ নদীহ্রদ ত অনায়াসে পার হইতে পারিবে—এই ত জাগতিক স্বতঃসিদ্ধ। উচ্চাভিলাষ ও উদ্দীপনা সমাজের শক্তি, ইহাই সমাজকে এঞ্জিনের মত উন্নতি-পথে টানিয়া লইয়া যায়। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির যদি গুণানুসারে সমান অধিকার পাওয়ার দাবী না থাকে, তবে সমাজে কোথা হইতে উদ্দীপনা আসিবে—কোথা হইতে উহা উৎকর্ষপ্রিয়তা লাভ করিবে? সুতরাং সমাজের স্তরগুলি অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে—তাহাতে জাতির পতন অনিবার্য্য! এই কঠিন-নাগপাশ-মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, যতই আন্দোলন—যতই শক্তিক্ষয় করিনা কেন কিছুতেই সাফল্য লাভ করিতে পারিব না। সুইট্‌জার-ল্যাণ্ড-ভ্রমণকালে ট্রাম্‌বহনকারী একজন মুটে ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মহাশয়, ভারতবর্ষ এত বড় একটা দেশ, তাহা কেন ক্ষুদ্র বৃটনের অধীন?" † চাটুর্য্যা মহাশয় সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি একজন সামান্য মুটে, ইহাতে তোমার প্রয়োজনই বা কি?" তখন মুটে গম্ভীরস্বরে বলিল, "মহাশয়, আজ আমি মুটে; কাল হয়ত আমি সাধারণতন্ত্রের সভাপতি হইতে পারি—ইহাতে আমাদের কোন বাধা নাই!"—কত উচ্চাভিলাষ! কত উদ্দীপনা!! এমন না হইলে কি সামান্য জিলার তুল্য ক্ষুদ্র সুইট্‌জারল্যাণ্ড এতগুলি প্রবল ইউরোপীয় রাজ্যের

† চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উত্তর দিতে পারিতেন—ইহাই ক্ষুদ্র বৃটনের মহত্ত্ব! সম্পাদক।

মধ্যে আপন স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইত?

আর আমরা আছি একে অন্যকে নির্য্যাতন করিবার জন্য দলবদ্ধ। পক্ষপাতিত্বের জন্যই আমাদের যত দুঃখ দারিদ্র্য সমাজে যত বিশৃঙ্খলা। প্রকৃতি নিরপেক্ষ,—তিনি শক্তি সামর্থ্য অনুসারে ফল দিয়া থাকেন। তাই "আজকাল ব্রাহ্মণদিগের এত দুরবস্থা। লুপ্ত শক্তি উদ্ধারের আদৌ চেষ্টা নাই—অথচ আমি ব্রাহ্মণ—আমায় ভক্তি কর—এই বলিয়া সর্ব্বদা অযথা অভিমান। বলি, যার যে বিষয়ে অধিকার নাই, তাহাতে তাহার অযথা প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিবে কেন? ভক্তি ত আর টেক্স নয় যে, জোর করিয়া কিংবা আইন আদালত করিয়া পাওয়া যাইবে। এতে উচ্চগুণ, মহত্ত্ব, নিষ্ঠা, সচ্চরিত্রতা, শিষ্টাচার আবশ্যক। ভক্তি ও সম্মানের উপযুক্ত কাজ করিলে আপনা হইতেই পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়।

যখন সকলেই আত্মপ্রাধান্যসংস্থাপনে একান্ত যত্নবান্ তখন ব্রাহ্মণগণের কি নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা উচিত? আপনারা সমাজের শীর্ষ—সমাজ শক্তির কেন্দ্র স্থল। আপনাদের উন্নতি ও অবনতির উপর সমাজের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যেমন শারীরিক যন্ত্রের মূলাধার মস্তিষ্ক (Brain) তেমনি সমাজযন্ত্রের সর্ব্বনিয়ন্তা আপনারা;—আপনাদের শক্তিহীনতায়—আপনাদের সঙ্কীর্ণতায় সমাজের অন্যান্য স্তরগুলি অধঃপতিত হইয়াছে। সেই শক্তি সমাজ পুনর্ব্বার যাহাতে লাভ করিতে পারে তজ্জন্য আপনাদিগের অগ্রণী হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সম্যক্ পরিচালনে ও অনুশীলনে যেমন সর্ব্বাঙ্গের উৎকর্ষ সম্পাদিত হইয়া থাকে, সেইরূপ নিম্নস্তরগুলির উৎকর্ষে ও উত্থানে সমাজরূপ বিরাট-বিগ্রহের বরং শক্তি-বৃদ্ধি হইবে। যাহাতে পতিত সম্প্রদায়গুলি আপন আপন প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধার করিতে পারে ও যাহাতে গুণানুসারে সমাজের উচ্চস্তরে স্থান পায়, তজ্জন্য সঙ্কীর্ণতার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া বরং উদার পথ অবলম্বন করা উচিত। তদ্দ্বারা আপনাদের শক্তির হ্রাস না পাইয়া বরং আরো বৃদ্ধি হইবে।

আজকাল যে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়ত্ব ও কয়েকটী নবশাখা বৈশ্যত্বলাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে গুণানুসারে তুলিয়া স্থান দেওয়াকি আপনাদের মহত্ত্বের পরিচয় নহে? সঙ্গে সঙ্গে কি আপনাদের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে না? আপনারা কি পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় সগর্ব্বে বলিতে পারিবেন না—আমরা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যজাই—শূদ্র কখন যজাইব না! এখন যদি গতিশীল সমাজের শিরে চিরদিন বর্দ্ধমান কুসংস্কারের জমাট বোঝা চাপাইয়া দিয়া গতি-পথ অবরোধ করেন, তাহাতে কি আপনাদের সঙ্কীর্ণচিত্ততার পরিচয় হইবে না? ভাবুন দেখি, তদ্দ্বারা সমাজের কি ঘোরতর অনিষ্ট সংসাধিত হইবে। যে কায়স্থদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয়ার্হ প্রশস্ততা, উদারতা, চরিত্রবল বর্ত্তমান আছে, তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়নামে সম্মানিত করা কি আমাদের গৌরবের বিষয় নয়? তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন না করিলে কি আমাদিগকে পাপাশ্রয় করিবে না? আমার মতে তাঁহাদিগকে উচ্চস্থান দিলে—আরও দশ জন সম্মানিত হওয়ার জন্য মহত্বলাভে বদ্ধ

যত্নপর হইবে। তাহাতে সমাজ কত উচ্চগতি ও উপকার লাভ করিবে।

আমার কথাগুলি শুনিয়া কেহ কেহ হয়ত আমায় গালি দিবেন এবং কেহ কেহ মনে করিতে পারেন—আমি শূদ্রান্নপুষ্ট কিংবা অর্থ দ্বারা বশীভূত! কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি—আমি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত বটে, কিন্তু আমার যাজনিক কিংবা গুরুতা ব্যবসায় নাই অথবা কোন শূদ্রের অধীনে চাকরী বাকরীও করি না। তবে যাহা ন্যায়ানুমোদিত, সত্য, সমাজের কল্যাণকর বলিয়া বুঝি, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে বোধ হয় কোন বাধা নাই। এখন যাহা আপনাদের অভিমত তাহাই করিতে পারেন।

বিশেষতঃ চিরদিনই আধুনিক ব্রাহ্মণদিগের যত দোষ ইতিহাসে, সংবাদপত্রে দেখিতে পাইতেছি। আপনাদের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী যদি মহারাজ লক্ষ্মণসেনকে মুসলমানের মিথ্যাভয় না দেখাইত, তবে কি তিনি কাপুরুষের ন্যায় সপরিবারে পশ্চাদ্দ্বার দিয়া পলায়ন করিতেন? অথবা কি সপ্তদশ তুর্কি সৈন্য এত বড় বঙ্গদেশ জয় করিতে পারিত? বলুন দেখি,—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ তে।
বেদপাঠী ভবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥
যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

এই সব ন্যায়, সত্যবাক্য যে সব ব্রাহ্মণদিগের ঋষিকণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল—তাঁহারা কত উদার!—তাঁহাদের চিত্ত কত নিরপেক্ষ!! তাঁহারা কত মহত্ত্বপরিপূর্ণ!!! বলুন দেখি তাঁহাদের চরণে আপনা হইতে কে না ভক্তিভরে প্রণত হয়? তাঁহাদিগের সন্তান আপনারা তাঁহাদিগের কোন্ নীতি-বাক্য পালন করিতেছেন? তাঁহাদের অপক্ষপাত বিচারে আমরা কোথায় স্থান পাই? তাঁহারা বোধ হয় পূজ্যপাদ বিবেকানন্দ স্বামী মহোদয়কে উপনিষদের সত্যকামের ন্যায় "নসত্যাদগা" বলিয়া সাদরে উপনয়নসংস্কারপূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্বে উঠাইয়া লইতে কুণ্ঠিত হইতেন না! স্বামী মহোদয়ের নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেমিকতার জন্য দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ঋণী। যাহাতে সমাজের অকল্যাণ, সেরূপ সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। যাহাতে পূর্ব্বশক্তি লাভ করিতে পারেন তাহাতে যত্নপর হউন।

গত জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের নব্যভারতে "প্রকৃতি পরিশোধ" নামক কোন প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, মহোদয় এবিষয়ের অবতারণা পূর্ব্বক, ব্রাহ্মণের নীতিশাস্ত্রের সহিত শ্বেত-ব্রাহ্মণদিগের আইন কানুনের তুলনা করিয়া যাহা দেখাইয়াছেন, এবং মনু হইতে যে সকল কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ভক্তি না হইয়া বরং বিদ্বেষভাব প্রবল হইয়া উঠে। এবং ব্রাহ্মণের শাসনপ্রণালী অপেক্ষা। শ্বেত-ব্রাহ্মণদিগের আইন আদালত কত উদারতা ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ! সেই প্রবন্ধের দুই একটী কথা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।—

"বেদমুপশৃণ্বতস্ত্রপূজতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতিপূরণমুদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদঃ।"
(গৌতম ১২ অ।
"সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ।" (মনু ৮।২৮১॥

শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিতে চায় তবে তপ্ত লৌহ দ্বারা শরীর দাগিয়া দেশান্তরিত করিয়া দেও বা পশ্চাদ্দেশ কাটিয়া দেও, অবশ্য যেন না মরে! আহা, কি দয়া! যেন না মরে। এরূপ ব্যবস্থা সত্ত্বেও আমরা যে কেবল দুটী ঘুসি ও একটী অর্দ্ধচন্দ্র খাইয়াই মানে মানে (!) বাঁচিয়া যাই, সে পরম সৌভাগ্যই মনে করিতে হইবে। "ন যাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্ব্বপাপেষ্বপি স্থিতম্। রাষ্ট্রাদেনং বহিষ্কুর্য্যাৎ সমগ্রধনমক্ষতম্॥" (মনু ৮।৩৮০)। যে অপরাধে শূদ্রের প্রাণদণ্ড, তাহাতে ব্রাহ্মণের বড় জোর অর্থদণ্ড। * * * মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ শতদোষে দোষী হইলেও কখনও তাহার প্রাণদণ্ড হইতে পারিবে না। দণ্ড ত দূরের কথা, সে চিন্তাও রাজা মনে আনিবেন না, "তস্মাদস্য বধং রাজা মনসাপি ন চিন্তয়েৎ।" 'যদি ব্রাহ্মণ দোষই করে, তবে বড় জোর তাকে দেশান্তরিত করিতে পার, কিন্তু তাহার সর্ব্বস্ব তাহার সঙ্গে দিয়া দিতে হইবে।' এর চেয়ে জিতজেতা-ভেদ—স্বজাতীয়-বিজাতীয়-বৈষম্য বলুন দেখি আর কি হইতে পারে? এমন জাতির অধঃপতন ত হাতে হাতে!

ব্রাহ্মণগণ সমাজকে অনেক নির্য্যাতন করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের শক্তির অনেক লাঘব হইয়াছে। রজ্জু যত শক্ত করিয়া পাকান যায়, ততই ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা অধিক। আপনাদের বাঁধনগুলিও ক্রমে ২ ছিন্ন হইতেছে। সমাজকে আর কতদিন কৃত্রিম অন্ধ করিয়া রাখা যায়? এখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় সকলেরই চক্ষু ফুটিয়াছে। "বেদাক্ষরশ্রোরেণ শূদ্রস্য নরকং গমম্" বলিয়া কাহাকে বাধা দিয়া রাখিবার যো নাই। সে পথ বিবেকানন্দ স্বামী পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। এখনও যদি আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চান, তবে উদারতার আশ্রয় গ্রহণ করুন। নচেৎ সমাজকে অযথা উৎপীড়ন করিলে আরও অধোমুখে যাইতে হইবে। ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যে Pope ধর্ম্মযাজক এতদূর ক্ষমতাপন্ন ছিল যে, ইংলণ্ডের রাজা ১ম জন্‌কেও পদচ্যুত করিতে সাহস পাইয়াছিল, এমন কি ভয়ে জন্ পোপের পদতলে রাজমুকুট রাখিয়া রাজ্য ভিক্ষা করিয়াছিল, পোপের সেই ক্ষমতা ৮ম হেন্‌রীর রাজত্ব কালে কত খর্ব্ব হইয়াছিল। এখন পোপের সেই গৌরব কোথায়? নির্য্যাতনে, উৎপীড়নে ফরাসীদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কি ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়াছিল এবং কিরূপে রাজা প্রজা, প্রভু ভৃত্য সমূলে উৎপাটিত হইয়া লোকহিতকর সাম্য সংস্থাপিত হয়—তাহা ইতিহাসপাঠকগণ অবশ্য অবগত আছেন। ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যবহার করিতে গেলেই পতন হয়। এবং সমাজকে উৎপীড়ন করিতে গেলেই তাহা নিবারণের জন্য সমাজ শক্তি সঞ্চয় করে। সর্ব্বশেষে জনশক্তির নিকট সকল শক্তিই পরাজিত হইবে। ইহা ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, জাতিকে যত বেশী উন্নত করা যায়, ততই তাহা হইতে প্রতিভাশালী মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হন এবং তাঁহারা আবার সমাজকে উন্নতির চরমসীমায় লইয়া যান। মধ্য ইতালির উদ্ধারকর্ত্তা যোসেফ্ ম্যাটসিনীও এইরূপ বলেন, "Great men can only spring from a great people, just as an oak, however it

may tower above every other tree in the forest, depends on the soil whence it derives its nourishment. The soil must be enriched by countless decaying leaves." ব্যষ্টি সমষ্টি নিয়া সমাজ বা জাতি, সুতরাং প্রত্যেকের উন্নতি ও অবনতির উপর সমাজের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। (A nation is nothing, but an aggregate of individuals, if the individuals be industrious, strong and civilized, the nation must be industrious, strong and civilized). অতএব যাঁহারা দেশের উন্নতি কামনা করেন তাঁহারা অবশ্য জাতির প্রত্যেকের গৌরব আপন গৌরব বলিয়া মনে করিবেন। জনশক্তির সমবেত বলের উৎকর্ষসাধনই জাতীয় গৌরব। ম্যাটসিনী বলেন, "The only banner I recognise is the banner of nation, of unity". যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের প্রত্যেকে গুণানুসারে সমান অধিকার পাইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া এ পতিত জাতিটা টানিয়া তুলিতে পারে, তজ্জন্য পরম-করুণানিধান পরমেশ্বরের মঙ্গলময় চরণে একান্ত প্রার্থনা। ওঁ স্বস্তিঃ ওঁ স্বস্তিঃ ওঁ স্বস্তিঃ।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী।

একটু ভাবিয়া দেখুন।

(সত্যান্নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ)

সংসারে নরনারীর উদ্বাহমিলনে যে দাম্পত্য ধর্ম্মের বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ বিকাশ পাইয়া থাকে, ইহার ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, সকল সমাজই ঐ নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল ধর্ম্মের পবিত্র ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পতি-পত্নীর প্রণয়-বন্ধনে কি ধর্ম্মরাজ্যে, কি পারিবারিক ক্ষেত্রে কার্য্যকলাপের মধ্যে শান্তির প্রবল উচ্ছ্বাস উত্থিত হইতে থাকে। নিশ্চয়ই উহা স্রষ্টার সৃষ্টিতত্ত্বের বিধানে উজ্জ্বল আনন্দ। সাধ্বী সতী, পতির ছায়াস্বরূপিণী—তাঁহার নিকট হৃদয়-বিমোহনকারী "পতিপ্রেম" মধুর হইতেও মধুর। দাম্পত্য ধর্ম্মই পৃথিবীতে নরনারীর পরিত্রাণের প্রকৃষ্ট উপায়। এ কথায় বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

হায়! কালগর্ভে সকলই বিলীন হইয়া যায়। বর্ত্তমান সভ্যজগতের উন্নত অবস্থার স্থলেও যদি একটুক প্রেমের সাম্যদৃষ্টি পড়ে, তাহা হইলে বিশ্ব-বিধাতার সময়োচিত বিধান-মাহাত্ম্য কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। কিন্তু আমরা তৎপ্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শন পূর্ব্বক কুপ্রথার আসক্তির সহিত মিলিত থাকিতেই ভালবাসি। ঐ দেখুন, বাল্যবিবাহ কি ভয়ানক! যদ্দ্বারা অকালমৃত্যুজনিত কোটী কোটী বাল-বিধবার অশ্রুকল অশ্রুপাতে ভারত ধ্বস্ত হইতেছে। যাহাদের চিরদুঃখদলিত মলিনমুখ-দর্শনে হৃদয়গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হইয়া যায়। বাস্তবিক এই শোচনীয় অবস্থায় মহর্ষি পরাশরের ব্যবস্থা বর্ত্তমান যুগের মর্ম্মভেদ করিয়া প্রকাশ পাইবে, তাহা ভুলেও একবার স্মরণ করি না। ত্রিকালজ্ঞ ঋষি কলিযুগের শাসনে বিপদসংঘটন হইবে জানিয়াই ত বিধবা-বিবাহ প্রচলন অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন।

ঋষি-চিন্তা অব্যর্থ, ভাবিয়া দেখুন ত? ভারত অসংখ্য বালবিধবাকে বুকে লইয়া কতই না ক্লেশ ভোগ করিতেছে। হায়! ঐ বৈধব্য-যাতনার মহামন্ত্র সংযমসাধন ও পবিত্র যতিধর্ম্ম কোথায়? ব্রহ্মচর্য্য-মহাব্রত-পালনশীল অপত্নীক পুরুষসকলই বা কোথায়? আহা! সেই নারীমৌলিমুকুটস্বরূপা সাধ্বী রমণী পদ্মিনী এখন কোথায়? প্রজ্জ্বলিত অগ্নি মধ্যে জীবন সমর্পণ করিয়া সতীত্বের উজ্জ্বল শিক্ষা এবং পতিভক্তির বিশ্বমোহন পরীক্ষা আর কে দিবে? সেই ভারতের পূত বক্ষে হৃদয়হীনতার মলিন স্রোত ফল্গুনদীর ন্যায় অজস্র বহিয়া যাইতেছে; বড়ই আক্ষেপের কথা! আবার তাহার উপর বিচার-বিভ্রাট ভয়ঙ্কর! অতি বালিকা বিধবারা কঠোর নিয়মে চিরদিনের জন্য বদ্ধ রহিল। অপত্নীক পুরুষগণ অনায়াসে ধারাবাহিক বিবাহ করিয়া সংসারসুখে বঞ্চিত হইলেন না। এটি কি বিশুদ্ধ সমাজনৈতিকতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা! ইহাকে কি সমদৃষ্টির ব্যত্যয় বলা যায় না? ভারতের চারিদিকে উচ্চশ্রেণীর বালবিধবাগণের দুরবস্থার কথা শুনিয়া সকলে বধির। এবং তাহাদের সুবর্ণ-নিন্দিত দেহ-তরীখানি বিষাদ-সাগরে ভাসিয়া যাইতেছে, তথাপি যেন অন্ধ। একমাত্র একপক্ষ বিচারশক্তির দ্বারা ঐ বালিকা-বধের নিমিত্ত ব্যস্ত এবং বিরাট সভা-সমিতির আয়োজন।

হায়! একদেশদর্শী অনুদারনীতি কি ভয়ঙ্কর তাহা আমরা এখনও বুঝিব না, ঐ নিয়মেই কি বাধ্য রহিব? কখনই না! একবার উজ্জ্বলচক্ষে তাকাইলে অবশ্যই দেখিব, এই ভারতব্যাপী আন্দোলনের ভিতরে কার শক্তি কার্য্য করিতেছে। ওকি মানবীয় শক্তি?—এটী যদি মনে করি, নিশ্চয়ই জানিব—উহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। আমরা নিষ্প্রত্যূহচিত্তে বলিতে পারি যে সমাজকলঙ্ক নিবারণ নিবন্ধনই ইহাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা-শক্তি রহিয়াছে। বস্তুতই বিধান-কর্ত্তা বিধাতা জগতের অবস্থার অনুকূলে তাহারই যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কালচক্রের বিবর্ত্তনে নীতি, ধর্ম্ম, সমাজও পরিবর্ত্তিত হয়। পুরাকালে বিধবা নারীগণের সংযম-সাধনসংসাধনে সতীত্বের স্থায়িত্ব-কামনায় যতিধর্ম্মপালনপদ্ধতির অবতারণা হইয়াছিল। কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি পরাশর বুঝিয়াছিলেন যে, কলিযুগে বালবিধবারা ব্রহ্মচর্য্য-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে অক্ষম হইবে। ইহাই ভাবিয়া ধর্ম্ম ও কুলরক্ষার অনুকূলে পত্যন্তরগ্রহণ-ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। জগতের অবস্থার প্রতি বিশেষভাবে একটুকু চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, উপর্য্যুক্ত বাল্যবিবাহজনিত বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কার্য্যে পুংশক্তির হ্রাস হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কেন না অকালসংস্পর্শ-সংক্রামকদোষে অপক্ক ওজনহীনতা নিবন্ধন তরলমতি বালকগণ অসার হইয়া পড়ে। সুতরাং অল্পবয়ঃক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই কারণে ক্রমশই বালবিধবার সংখ্যা অত্যধিক হইয়া পড়িতেছে; তন্নিমিত্ত হিন্দুকুল নির্ম্মূল হইয়া যাইতেছে।

জগৎ যদি পরিবর্ত্তনশীল হয়, তবে তাহার কার্য্যপদ্ধতিরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সত্য, অসত্য, আলো, অন্ধকার অনন্ত কালের জন্যই রহিয়াছে। সময়ের বিবর্ত্তনে মানব-

প্রকৃতিরও উন্নতি অবনতি হয়। সুতরাং ইচ্ছা, রুচি, ধর্ম্মেরও পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। সংসার-ক্ষেত্রে নৈতিক তত্ত্বেরও স্থায়িত্ব সকল সময় স্থির থাকে না। কি রাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, কি সমাজনীতি ইহার ভিতরেও নীতিবিশারদ-গণ জনহিতৈষী শুভতত্ত্বের নিমিত্তই আগ্রহ প্রকাশ করেন। মানবগণের কোন অংশে নীতিবিগর্হিত কার্য্য হইলে রাজা বিশুদ্ধ নিয়ম দ্বারা রাজকার্য্য রক্ষা করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম-বিপ্লব সময়ে মহামতি শঙ্করাচার্য্য বা প্রেমোন্মত্ত চৈতন্যদেবের ন্যায় মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক সার-সত্যের অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। সমাজেও কোনরূপ দুর্নীতি অথবা মলিন ভাব প্রবিষ্ট হইলে, তাহা দূরীকরণ নিমিত্ত বিশিষ্ট উপায়-নির্দ্ধারণকল্পে বদ্ধপরিকর হওয়া বাঞ্ছ-নীয়। সূক্ষ্মদর্শী ঋষির বিধান বলে যখন ব্যভিচার-সঙ্কুল কলিযুগের অত্যাচার দলনের জন্য বাল-বিধবাগণের পুনর্ব্বার বিবাহবিধি নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তখন ইহার ভিতরের অসামঞ্জস্যপূর্ণ কথাটী ব্যক্ত করাও প্রযুক্ত। দেখুন বালবিধবাগণকে কেবলই শাসনে রাখিয়া অপত্নীক পুরুষদিগের অন্যূন শতাধিক বিবাহ করিতে নিষেধ নাই, ঈদৃশ অনুদার নীতি প্রবর্ত্তিত হওয়া কখনই ঈশ্বরের ইচ্ছার কার্য্য নহে।

তাই বলিতেছিলাম, যদি যতিধর্ম্ম ও ব্রহ্ম-চর্য্যকে উজ্জ্বল করাই শ্রেয়ঃ হয়, তবে বিপত্নীকগণের প্রতি এরূপ শাসনের ব্যবস্থা হউক না কেন? একটু উদারভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, যতিধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্যের পবিত্র আশ্রয়ে স্ত্রীচরিত্র, পুরুষ-চরিত্র তুল্য উপাদানে গঠিত হওয়া উচিত। যখন উভয়েরই স্পৃহাবল দুর্ব্বল নহে তখন পুরুষচরিত্র স্বেচ্ছাচারিত্বের ভীষণ কলঙ্কে কলঙ্কিত হইবে এটাও ত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না? একবার বুঝিয়াই কেন দেখুন না যে, আপনার সপ্তমবর্ষীয়া বিধবা কন্যাটী দুর্ব্বহ কষ্টভোগ করিতেছে, কিন্তু পুত্রটী আভিজাত্যগৌরবেই হউক বা প্রাণের প্রীতির নিমিত্তই হউক আজীবন বিবাহ করিতে থাকিবে, ইহাই কি বিচারশক্তির চরম-সিদ্ধান্ত? আবার ইহার উপরে ঐরূপ ব্যব-হার স্থায়িত্ব নিবন্ধন নীরদনিনাদনিন্দিত গভীর-স্বরে অত বক্তৃতার আড়ম্বর, একি বিড়ম্বনা নহে? আমরা বলিতে চাই যে, বিধবা-বিবাহ হউক আর নাই হউক কিন্তু অনুদার ভ্রান্তিমূলক বিচারবিভ্রাট চাহি না।

বড়ই দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, ভারতের সর্ব্বোচ্চ অট্টালিকার যে প্রাচীন গাঁথুনীসমূহ ক্রমে ক্রমে খসিয়া পড়িতেছে। প্রতীচ্য ভাবের ভীষণ তরঙ্গাঘাতে সমাজ-সৌধ-শোভা আর যে থাকে না। বস্তুতই ঐ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, দেবকল্প ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বোম্বাই হাই-কোর্টের জজ রাও মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে বাহাদুর, ইহারা এই হিন্দুসমাজ-সৌধকে পরাশর ঋষির ব্যবস্থাবলে, রক্ষা করিবার জন্য কতই না ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিয়া অনেক কৃতবিদ্য মহাত্মারাও আশ্বাস প্রদান করেন। উল্লিখিত মহামনস্বীগণ ভাবিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান যুগের ভীষণ বিপদসঙ্কুল হৃদয়হীনতার মলিন ভাবটী নিবারণের উপায়ই একমাত্র বাল-বিধবার বিবাহ। কিন্তু কেহ কেহ এখনও বুঝিতেছেন না যে উপর্য্যুক্ত মহাপুরুষ-গণের সাধু সংকল্প মধ্যে ভগবানের "কৃপা" নিহিত আছে। আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। এই মহা আন্দোলনের ভিতরে ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তির কার্য্য যে, ঐ চিরন্তন প্রথার আসক্তি নিবন্ধন প্রকাশ পাইতেছে না তজ্জন্যই অনেকের মতবিরুদ্ধ মতও কয়টী কথা বলিলাম। নিশ্চয়ই বলিতে পারা যায় যে বিশুদ্ধ আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করিলে, অনেক গূঢ় সত্যও জানা যায়। অতঃপর সমাজকলঙ্ক দূরীকরণ নিমিত্ত সহানুভূতি এবং সমপ্রাণতার পরিচয় দেওয়া একান্ত প্রার্থনীয়।

পরিশেষে বিনীত নিবেদন এই যে, আপনারা মনে করিবেন না যে, আমরা এই প্রবন্ধের আভাসসূত্রে আন্দোলনবিরোধী— কেবল সত্যের অনুরোধে কয়েকটী কথা বাধ্য হইয়া বলিতে হইল। যেসকল বিধবা রমণী স্বীয় সাধন দ্বারা যতিধর্ম্ম পালন করিবেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ত কোন কথাই নাই। কিন্তু ঐ যে ক্ষীণশক্তিসম্পন্না বিধবা বালিকাটী গ্রীষ্মোত্তাপে একাদশীর দিন ওষ্ঠাগত একবিন্দু জলের অভাবে মরিয়া গেল তার জন্যও কি ঐরূপ ব্যবস্থা। তাই বলিতেছিলাম ঈদৃশ "অজাতঋতু" বাল-বিধবা মধ্যে যাহারা যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া যতি-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে অশক্ত এবং চিত্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অবস্থিত তাহাদের পরিণাম পরিত্রাণের জন্য একটু চিন্তা করা কি উচিত নহে? এইরূপ স্থলেও কি ঐরূপ ব্যবস্থা? ঋষি-ব্যবস্থাটী অনাদর করিতেই হইবে? নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে পুরুষচরিত্র যে সমাজকে কলঙ্কিত করিতেছে, ইহারও প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। কেননা "যতিধর্ম্ম" ও "ব্রহ্মচর্য্য" ইহাও স্বভাবগত শক্তির সহিত তুল্যভাবে বিজড়িত, সুতরাং একমাত্র বালবিধবাগণের প্রতি অত কড়াকড়ি শাসন—একটু ভাবিবারই কথা। বিধাতা জগতের প্রত্যেক নরনারীকে ইচ্ছা, রুচি, বাসনা ও স্বাধীনতা প্রভৃতি স্বাভাবিকী বৃত্তি সমভাবে দিয়াছেন। ইহার উপর মানবের কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই, ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। আমাদের হৃদয়ের কথা এই যে শূদ্রকলঙ্ককলুষিত কায়স্থদিগের উদ্ধারপথ একটু উন্মুক্ত সময়ে নেতৃবর্গের একটুক স্থির ধীর ভাবে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। ইতি

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।
কাঞ্চনতলা।

উপনীত কায়স্থের পরিচয়।

বাঙ্গলার কায়স্থ-সমাজ মধ্যে উপনয়ন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই সংস্কার শ্রেণী-ভুক্ত কায়স্থগণ এক সময়ে গ্রহণ করিলে অনুপনীত বা উপনীতের মধ্যে পার্থক্য থাকিত না। এই সংস্কারগ্রহণ দ্বারা বাস্তবতঃ আমরা একগাছি পৈতা লাভ ও অশৌচের ১৮ দিন

পরিত্যাগ করিতেছি। সূক্ষ্মভাবে দেখিলে ঐ বাহ্য লাভালাভ হইতে বেদাধিকার দ্বারা ভবিষ্যদ্বংশীয়গণ সদাচারশীল থাকিয়া কায়স্থ-সমাজের ভাবী গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। যাহাই হউক, যে সকল কায়স্থ উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা আহারবিহারে শয়নে জাগরণে সকল সময়ে কায়স্থ থাকিলেও পৈতাধারণ ও অশৌচখর্ব্বতা করণ জন্য নূতন ধরণের কায়স্থ হইতেছেন। কাজেই উপনীত কায়স্থের একটা পরিচয় থাকা প্রয়োজনীয়।

বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন জাতি নাই বলিয়া কায়স্থগণ শূদ্রের অন্তর্গত হইয়া ক্রিয়া-কর্ম্মাদিতে নামান্তে বংশপরিচয়ের শেষে দাস শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। পৈতাধারণ ও অশৌচখর্ব্বকরণ দ্বারা এই দাস শব্দের লোপ হইতেছে। ইহার প্রমাণ জন্য মুখ্যতঃ অন্য শব্দের প্রয়োগ আবশ্যক। উপনীত কায়স্থগণ ক্রিয়াকর্ম্মে নামান্তে বংশপরিচয়ের শেষে দাস শব্দের স্থলে ক্ষত্রিয়াচারের পরিচায়ক দেববর্ম্মা শব্দ ব্যবহার করিবেন। সাবিত্রী-জন্ম মনের কথা। কিন্তু সাবিত্রীচিহ্ন পৈতাধারণ ও ক্রিয়াদিতে দেববর্ম্মণ শব্দ প্রয়োগ না করিলে সমস্তই পণ্ড হয়।

পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তদেবের বংশের দ্বাদশ শাখার নামের কোন পরিচয়ে বা দেশবিশেষে বসতিস্থানের নামভেদে তাঁহাদের পরিচয় আছে। তদঞ্চলে লালা বলিলে কেবল কায়স্থকেই বুঝায়। রাজদত্ত "লাল" (মাণিক্য) শব্দ হইতে নিষ্পন্ন লালা শব্দ পশ্চিমে যেমন কায়স্থকেই বুঝায়, বাঙ্গলার কায়স্থগণের নামে সেরূপ কোন রাজদত্ত উপাধি নাই। বাঙ্গলার রাজদত্ত উপাধি যাহা কিছু সমস্তই ন্যূনাতিরেক ভাবে সমস্ত জাতিতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গলার রায়শব্দ কতক ক্ষত্রিয়ত্ববোধক হইলেও রায়, চৌধুরী, মল্লিক, সরকার, মজুমদার প্রভৃতি কোন শব্দই কায়স্থজাতির নিজস্ব রাজদত্ত উপাধি নহে।

বাঙ্গলার কায়স্থগণের বংশগত যে সমস্ত উপাধি আছে তন্মধ্যে কতকগুলি অন্যজাতির মধ্যেও পরিদৃষ্ট হয়। দাস, নন্দী, ঘোষ, বসু, মিত্র প্রভৃতি অন্য জাতির নামান্তেও ব্যবহৃত হয়। শর্ম্মা বলিলে যেমন এদেশে ব্রাহ্মণ বুঝায়, দেববর্ম্মা বলিলে কায়স্থমাত্রেই বুঝায় না। দেববর্ম্মা শব্দ প্রয়োগে ক্ষত্রিয় ও তদনুগত কায়স্থ উভয়কেই বুঝা যায়। লিপিব্যবসায়ি-বিশেষণ হইতে বর্ণপরিচায়ক বিশেষণ গ্রহণ করা ভাল কথা।

আদিশূরানীত ব্রাহ্মণবংশধরগণ ছাপান্ন গ্রামের নামে ছাপান্ন গাঁইতে পরিচিত হইয়াছেন। বাসস্থানের নামানুসারে এদেশের অন্য জাতিই পরিচিত হয়েন। চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু উপাধির মূলে গ্রামের নাম আছে।

বাহাত্তর ঘরের কায়স্থগণ মধ্যে ঢোল, দত্ত, গুপ্ত প্রভৃতি উপাধি আছে। ঢোল ও দত্ত উপাধি ব্রাহ্মণজাতিতে থাকা দৃষ্ট হয়। ঢোল বলিয়া স্থানবাচক হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ঢোল গ্রামের নাম এখনও বিদ্যমান আছে। একদা বর্দ্ধন ও বর্ম্মা উপাধিধারী রাজগণ রাজত্ব করেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়-কায়স্থ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।" তৎসময়ের কায়স্থগণ বর্ম্মা প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিতেছেন। স্থানবাচক বা গ্রহনক্ষত্রাদির নামে পরিচিত শব্দ বংশের উপাধি হয়। সমস্ত বংশের উপাধি

মূল সম্বন্ধী প্রকৃত কথা কোন কুলগ্রন্থে বিচার করা হয় নাই।

বঙ্গজকারিকা মতে চিত্রগুপ্তদেবের বসু, ঘোষ, মিত্র, করণ, গুহ, দত্ত নামক পুত্র ও করণের পুত্র নাগ, নাথ, দাষ, ও মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র দেব, সেন, পালিত, সিংহ ইহাকে স্বীকার করিলে ঐ ঘোষাদি নামবাচক শব্দ। ইহাদের নামানুসারে বংশের পরিচয় জন্য ইহারা পদ্ধতি-কারক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। উপনিবেশী কায়স্থগণের ঘোষাদি পরিচয়ের অর্থ বংশকর্ত্তার নাম। বসু, ঘোষ, মিত্র, দাষ প্রভৃতির মূল অর্থ গ্রহনক্ষত্রাদি হইতেও নিষ্পন্ন, ইহাও কোন স্থলে বর্ণিত হইয়াছে। উত্তররাঢ়ীয় কুলানন্দের কারিকায় ঘোষ, সিংহ প্রভৃতি কর্ম্মের বিশেষণ স্বরূপ বর্ণিত। অনাদিবরের বীরত্ব জন্য 'সিংহ' উপাধি, সোমেশ্বরের বাক্‌পটুতা জন্য 'ঘোষ' উপাধি, পুরুষোত্তমের হরিভক্তি জন্য 'দাস' উপাধি ইত্যাদি। বাঙ্গলায় শূরবংশীয়, পাল-বংশীয় কায়স্থ রাজার পর সেনবংশীয়গণ রাজত্ব করেন। 'শূর' ও 'পাল' উপাধিযুক্ত কায়স্থ বর্ত্তমান আছেন। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে নামের পর যে উপাধি প্রয়োগ হইয়া আসিতেছে, তাহার অধিকাংশই বংশের পরিচায়ক হেতু বংশকর্ত্তার নামমূলক। আবার কোন কোনটী বংশকর্ত্তা যে গ্রামের নামে পরিচিত ছিলেন, উত্তরকালে সেই গ্রামের নামের পরিচয়টী পদ্ধতিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার কোন কোন স্থলে উহা কর্ম্মের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত।

ঐরূপ বিশেষণের মূল কারণ যাহাই হউক না কেন বংশ যাহা বলিয়া পরিচিত হইতেছে, তাহা রক্ষা করিতেই হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, বাঙ্গলার কায়স্থগণ যখন সংস্কার-গ্রহণ দ্বারা নূতন কলেবর ধারণ করিতেছেন, তখন ঐ সকল ঘোষ, মিত্র, দাষাদি শব্দ ব্যবহার না করিয়া সকলেই দেববর্ম্মা উপাধি ধারণ করিলে ক্ষতি কি?

পূর্ব্বাপর প্রচলিত বংশপরিচয় বৈবাহিক সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনীয়। অথচ পৃথক্ পৃথক্ বংশের লোক বহু পূর্ব্বে এক (চিত্রগুপ্ত-বংশজ) হইলেও পৃথক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট বংশে আদান প্রদান করা হয়। তারপর বংশ-বিশেষের মর্য্যাদা নিরূপিত আছে। আপাততঃ যে সংস্কার যে পরিবর্ত্তন সমাজ-শরীরে সহ্য হয়, তাহার আচরণ করাই মহাজনবাক্য।

পূর্ব্বে বংশপরিচয় বাল্যকাল হইতেই অভ্যাস করা হইত। এখন সে নিয়মের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অল্পবয়স্ক প্রসূতিগণের শিক্ষায় খোকা খুকীরা এখন তাহাদের বাবাকে "বাবু" বলিতে শিখিতেছে। অনেক দিন হইতে প্রাচীনগণের হস্ত হইতে বালকবালিকাদিগের শিক্ষার ভার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। নব্যদল এখন নিজেরাই বংশপরিচয় অবগত নহেন। কত দিনের কায়স্থ, কোন্ কায়স্থ, কাহার প্রকরণ, কাহার ধারা, কাহার বংশ, প্রপিতামহ প্রভৃতি সপিণ্ডগণের নাম কি এ কথা কেহ শিক্ষা করে না। ছেলেরা বাপের নাম বলিতেও যেন ইতস্ততঃ করে। নব্য যুবকসম্প্রদায়কে আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা যেমন দেববর্ম্মা বলিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিবেন, তেমনি স্ব স্ব বংশের পরিচয় নিজে শিক্ষা করিয়া পুত্র পৌত্রাদিগণকে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দান করেন।

বংশপরিচয়ের জন্য আমাদিগকে দাষ, নন্দী, ঘোষ, মিত্রাদি শব্দ রক্ষা করিয়া শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম্ম কালে ঐ সকল শব্দের পর দেববর্ম্মণ শব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে। লৌকিক পরিচয়কালে যাঁহারা বংশের পরিচয় দিয়া আসিতেছেন তাঁহারা তাহার পর বর্ম্মণ শব্দ ব্যবহার করিবেন যথা,—অমুক দাষ বর্ম্মণ, অমুক ঘোষ বর্ম্মণ ইত্যাদি, আর যাঁহারা রাজকীয় উপাধিতে পরিচিত তাঁহারা সেই উপাধির পর বর্ম্মণ যথা—চৌধুরী বর্ম্মণ ইত্যাদি। বংশগত পদ্ধতির নাম ও রাজকীয় কার্য্যের জন্য সাধারণে কথিত উপাধির পরিবর্ত্তে দেববর্ম্মণ শব্দ মাত্র ব্যবহার করিলে পরিণামে সাধারণ কার্য্যেও গোলযোগ হইবে। কেহ কেহ দেব শব্দ নামের পূর্ব্বে প্রয়োগ করিয়া বংশগত বা রাজকীয় উপাধির শেষে বর্ম্মণ শব্দ ব্যবহার করিতে বলিতেছেন। কিন্তু ঐরূপ ব্যবহার আড়ম্বরজনক। নামের পরিচয় সংক্ষিপ্ত ও সরল হওয়াই সঙ্গত বোধ হয়।

উপনীত কায়স্থের পরিচয়ের সঙ্গে তাঁহাদের স্ত্রীসমাজেরও দাস্নী শব্দ লোপ ও ইহার দেখাদেখি অনুপনীত কায়স্থপরিবারেও দেবী শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা অবশ্যই মঙ্গলের কথা। কালে নারীসমাজ অনুপনীতগণকে উপনয়নসংস্কারপথে আনিতে পারিবেন শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম্মে স্ত্রীলোকগণ দেবী শব্দ অবশ্যই ব্যবহার করিবেন। তদ্ভিন্ন স্থলে নারীসমাজে পুরুষগণের ন্যায় পরিচয়প্রথা প্রচলিত হওয়া মন্দ নহে। "বর্ম্মণ" শব্দস্থলে "বর্ম্মণী" না হইলে কোন ক্ষতি নাই। অবিবাহিতা কন্যা পিতৃকুলের বংশগত বৈষয়িক উপাধি ও বিবাহিতা স্ত্রীলোক ভর্তৃকুলের ঐরূপ উপাধিব্যবহার করিলে পিতৃকুল বা স্বামীকুলের সহজ পরিচয় হয়। উপাধির সহজ পরিচয় ভারতের সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণসমাজে পুরুষগণ দেবশর্ম্মা স্থলে সাধারণতঃ শর্ম্মাশব্দ এবং স্ত্রীলোকগণ দেবীশব্দ ব্যবহার করেন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জাতিতে বর্ণগত ও উপাধিগত পার্থক্য চিরকাল আছে ও থাকাও কর্ত্তব্য। তজ্জন্যই বলিতেছি, কায়স্থ স্ত্রীলোকগণ দেবী শব্দ ব্যবহার না করিয়া তাঁহাদিগের পিতৃকুল বা ভর্ত্তৃকুলের বংশের বা রাজকীয় উপাধি ধারণ করিলে ক্ষতি কি?

অধুনা বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই স্ব স্ব বর্ণোচিত মূল বিশেষণের পরিবর্ত্তে রাজকীয় উপাধি সাধারণ পরিচয় স্থলে অধিকতর ব্যবহার করেন। পূর্ব্বে নামজিজ্ঞাসার পর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে হইত না। এখন বাপের নাম, কোন্ জাতি ইত্যাদি জ্ঞাতব্য প্রশ্ন করিতে হয়। ঘোষ মিত্রাদির পর বর্ম্মণ শব্দ প্রয়োগ করিলে প্রশ্নের অন্তর্ধান হয় কিন্তু কেবল বর্ম্মণ বলিলে প্রশ্ন থাকে। কেন না কতকগুলি ক্ষত্রিয় মুসলমানগণের সময় হইতে এদেশে বাস করিতেছেন তাঁহারাও বর্ম্মণ উপাধিতে পরিচিত। যাহা হউক কায়স্থগণের যে বর্ম্মণ শব্দ ব্যবহার করা হইতেছে ও হইবে তাহা প্রধানতঃ উপনীত কায়স্থের বিশেষণ স্বরূপ মনে করিতে হইবে।

লোকসমাজের নিকট উপনীত কায়স্থের বর্ম্মণাদি বিশেষণ বাহ্য পরিচয়ের লক্ষণ। ধনহীন লোকে ধনী বলিয়া পরিচয় দিলে সে কথা কতক্ষণ লুক্কায়িত থাকে? ধনিগণ দাতা, বিনয়ী, পরোপকারী, ধার্ম্মিক প্রভৃতি বহু গুণশালী। পূর্ব্বপুরুষের ঐশ্বর্য্য, দানশৌণ্ডতার জনশ্রুতি শ্রবণ কীর্ত্তনে নিজের হৃদয় শান্ত হইতে পারে। কিন্তু অর্থী, প্রতিবাসী বা পোষ্যবর্গ তাহাতে তৃপ্ত হইবে না। কায়স্থগণ দশবিধ সংস্কারের পূর্ণাধিকার লাভ করিলে কি হইবে? জ্ঞানালোচনা ব্যতীত উন্নতিসাধন হয় না। জ্ঞানালোচনার দ্বারা সংসারে যে ভোগের স্পৃহা হয় তাহাই প্রশংসিত। অতি প্রাচীন কাল হইতেই কায়স্থজাতি একমাত্র মসিব্যবসায় দ্বারা বৈষয়িক উন্নতির চরম সীমায় উন্নত হইয়াছিলেন। ধনী মানী জ্ঞানী এই তিন শ্রেণীর লোকই কায়স্থসমাজে যথেষ্ট বিদ্যমান ছিলেন। মসিব্যবসায় নানা জাতিতে বিভক্ত হইয়া কায়স্থজাতির বৃত্তিসঙ্কীর্ণতা উপস্থিত হেতু কায়স্থগণ নানা বৃত্তিপথে ধাবিত হইতেছেন। কৌলিক অনভ্যস্থতা বশতঃ অন্য বৃত্তির যথার্থ অনুসরণ করা কঠিন হইতেছে। সুতরাং কায়স্থজাতিকে নিদারুণ নৈরাশ্যের জ্বালাযন্ত্রণা হইতে রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।

সদ্‌গুণবর্জ্জিত হইলে নৈরাশ্য কেবল দারিদ্র্যসৃষ্টির কারণ হয়। বর্ত্তমান ভয়াবহ অন্নচিন্তার দিনে কায়স্থজাতির গৌরবরক্ষা করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে চিত্তে বলসঞ্চয় ও সংযমশিক্ষা করিতে হইবে। চিত্তে বলসঞ্চয় না হইলে ও সংযম শিক্ষা না করিলে অভাব দূরীভূত হইবে না। চিত্তবলসঞ্চয় ও সংযমশিক্ষার জন্য জ্ঞানালোচনা, শাস্ত্রানুশীলন ও সন্ধ্যাবন্দনাদির অনুষ্ঠান করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই মহান্ প্রয়োজন সাধনের জন্য কায়স্থসমাজে উপনয়নসংস্কাররূপ পরিবর্ত্তনস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। উপনীত কায়স্থগণ চিত্তবল লাভ করিয়া ও সংযমাচারী হইয়া আর্য্যকায়স্থের যে প্রতিভার বিকাশ করিবেন, তাহাই উপনীত কায়স্থের প্রকৃত পরিচয়। তাহাই যুগধর্ম্মের আবর্ত্তনে বাঙ্গলার কায়স্থজাতির গৌরবের পরিচয়। ইতি।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা।

অবকাশে।

বিন্ধ্যাচল। পূর্ব্বানুবৃত্তি (৪)

২০শে অক্টোবর বুধবার।—খট্টা অভাবে ভূমিশয্যায় বিন্ধ্যাচলের শারদশৈত্য সম্ভোগ করিতে করিতে নিদ্রার কোলে শ্রান্তিবিনোদন করিতেছিলাম। শেষ রাত্রিতে হঠাৎ কলের গানের কাতরকণ্ঠ ধড়াস্ করিয়া বুকে আঘাত করিল। ঘুম হইতে চমকিয়া উঠিয়া দেখি, বাড়ীশুদ্ধ লোক জাগিয়া কণ্টকশয্যায় এ পাশ ও পাশ করিতেছেন। তখনও আকাশের আঁধার কাটে নাই। মোল্লার মোরগ ও ধোবীর রাসভ তখনও প্রভাত সূচনা করে নাই। ইন্দুবাবু ও বঙ্কিমবাবু পার্শ্বের ঘরে রজ্জুর খাটিয়ায় ঝুলিতেছিলেন। নিদ্রাভঙ্গে দত্ত মহাশয় মধুরকণ্ঠে প্রভাতী ধরিলেন,—"জাগো জাগো রে কানাই, জাগো জাগো রে বলাই, আর কত ঘুমাবে।" ইত্যাদি।

সমস্ত বাড়ীতে একটী পায়খানা। ভোর হইতে না হইতে পায়খানার জন্য উপর নীচে ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইল। ডাক্তারবাবুর

পরেই আমার পালা। নীচে দেখি দুনিয়ার যত ইতর লোক সিঁড়ির তলায় বারান্দায় ও ঘরে ভিড় জমাইয়া 'হা' করিয়া কলের গানের মওজ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ——বাবু ডুগি তবলায় তাল ঠুকিয়া বাহবা দিতেছেন। ত্রিগুণাত্মিকা মা বিন্ধ্যবাসিনীর এই এক মূর্ত্তি!

ধীরপ্রকৃতি বঙ্কিমবাবু পরিপক্কা গৃহিণীর ন্যায় স্বহস্তে চা প্রস্তুত করিলেন। আমরা সকলে জলযোগ করিয়া 'স্যায়ের' করিতে বাহির হইলাম। যান এক্কা। এক এক রথে যুগল আরোহী ও সারথি। শীতলার বাহনের ন্যায় এক একটী উচ্চৈঃশ্রবা আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল। বিন্ধ্যাচল নগরিকার পশ্চিমে বিন্ধ্যগিরির একপ্রান্ত মাথা বাড়াইয়া আছে। গঙ্গাতীরে নদীর নাসিকার উপর একটী সুন্দর বাংলাবাড়ী (Bungalow) উপরে আকাশ ও নীচে গঙ্গার ধারা এক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল এবং সুখের হাসি হাসিয়া পাদমূলে পশ্চিম কক্ষে পাহাড়ের গায় ঘন বৃক্ষরাজির উপর সে হাস্যচ্ছটা ছড়াইয়া দিতেছিল। আমরা নীচে এক্কা রাখিয়া পাহাড়ে চড়িলাম। আমাদের সিসিরোণি (Cicerone) ইন্দুবাবু একাধারে বীরবল ও তানসেন।

উপরে বিস্তীর্ণ সবুজ ময়দান, উত্তর প্রান্তে মির্জাপুরনিবাসী লালা জঙ্গিলালের সেই বাঙ্গলা। এই ইন্দ্রের অমরাপুরীর ন্যায় সুসজ্জিত গৃহ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত হইয়াছিল। বিশিষ্ট লোকদিগকে এখানে সাধারণতঃ ১ সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকিতে দেওয়া হয়। মির্জাপুরের কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে বাংলা ব্যবহারের অনুমতি লইতে হয়। বাংলা হইতে নদীর দৃশ্য অতি মনোহর। পাহাড়ের গায় আতা, কুল, বৈঁচ (ডুক্কুর) প্রভৃতি ছোট ছোট গাছ জন্মিয়াছে। নীচে মহুয়া, অশ্বত্থ, আম, নিম, যজ্ঞডুম্বুর প্রভৃতির গাছে মানুষের হাত টের পাওয়া যায়।

আমরা পর্ব্বতের সানুদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে পশ্চিমদিকে অষ্টভুজার মন্দিরে নামিবার পথে উপস্থিত হইলাম। পথে অষ্টভুজার জনৈক ভক্ত সেবাইতের সমাধিস্তম্ভ দেখিলাম। সেখানে ছায়ায় বসিয়া বিধাতার নাম স্মরণ করা হইল। ভৈরবকুণ্ডের ধারে নামিয়া আসিবার সময় একজন লোক পয়সা দিলে জঙ্গলে গাছের গায় 'রামনাম' লেখা দেখাইয়া দিবে বলিয়া তাহার সঙ্গে যাইতে বারবার অনুরোধ করিল। জেরা করিয়া বুঝিতে পারিলাম তাহারা চারা গাছে অক্ষর খুদিয়া রাখে। বড় হইলে গাছের সীতারাম নামকরণ করে এবং বাহিরে যাত্রিদিগের নিকট মিথ্যা রটনা করিয়া বেড়ায় যে 'জঙ্গলে একরকম গাছ আছে তাহার বাকল তুলিয়া দেখিলে দেখা যায় নীচে গাছের গায় শত শত রামনাম লেখা রহিয়াছে।' এইরূপ জুয়াচুরির অত্যাচারে গ্রীসে ভেল্কী প্রভৃতি দেবস্থানের প্রতি সাধারণের অশ্রদ্ধা হইয়াছিল এবং ভারতেও তীর্থের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ক্রমেই বিচলিত হইতেছে।

ভৈরবকুণ্ড একটী নির্ঝরিণী। পাহাড় হইতে জল চুয়াইয়া তির্ তির্ করিয়া বহিতেছিল। উন্মুক্ত পর্ব্বতগাত্রে থরে থরে পাথরে পরিবর্ত্তিত জলজ কর্দ্দম ও বালুকাস্তর (aquatic sedimentary sandstone and shale) দেখা যাইতেছিল। জাহ্নবীর জাতাভিমান

চূর্ণ করিয়া হিমালয়ের আর্য্য শোণিতধারার সহিত বিন্ধ্যগিরির গৌড়দ্রাবিড়ী শোণিতরেখা ভৈরবকুণ্ড বাহিয়া মিলিত হইয়াছে। এই আর্য্যানার্য্যের মহামিলনের মহাতীর্থে মা আদ্যাশক্তি অষ্টভুজা, বিন্ধ্যবাসিনী ও মহাকালী এই ত্রিমূর্ত্তিতে ত্রিকাল ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। ত্রিকোণ ক্ষেত্র বিন্ধ্যাচলধামে মা ভৈরবী সামরিকবেশে ত্রিকোণ রক্ষা করিতেছেন। ভৈরবকুণ্ডের তটে পর্ব্বতগুহায় মা যোগমায়া অষ্টভুজা। ক্রোশান্তরে পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে মা মহামায়া মহাকালী। তথা হইতে ক্রোশান্তরে ঈশানকোণে মা ঈশানী ভোগমায়া ভগবতী বিন্ধ্যবাসিনী। (১) এই ত্রিভুজাত্মক বৃত্তই * বিন্ধ্যাচলধাম। ইহার দক্ষিণে বিন্ধ্যশৈলমালা অবনততুণ্ডে অনন্তপথবিস্তৃত। উত্তরে পূর্ব্ববাহিনী চঞ্চলা গঙ্গা সপত্নী-চরণ ধৌত করিয়া হিংসাদ্বেষ মানদর্পে জলাঞ্জলি দিয়া কুলকুলনাদ নাদিয়া উল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে ছুটিয়াছে। †

স্থানটী অতি মনোরম। পর্ব্বত-কানন-নির্ঝরিণীর একত্র সমাবেশ। পার্শ্বেই জাহ্নবী। প্রকৃতির নির্জ্জন সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারিলে স্বভাবতঃ মনে উদয় হয় এই বুঝি তপস্যার স্থান। সাধুমুখে (১) শুনিয়াছি রাজা শিখরধ্বজ রাজ্যপাট ত্যাগ করিয়া কর-পাত্র এবং উদয়ঝুলি হইয়া এইখানে বিন্ধ্যপর্ব্বতে তপঃসাধনা করিয়াছিলেন। অরণ্যে সিংহ-ব্যাঘ্রভল্লুকাদি হিংস্র জন্তু তাঁহার অনিষ্ট করিত না। (২)

আমরা ভৈরবকুণ্ডের উপলখণ্ডে বসিয়া জগদম্বিকার ক্রোড়ে জননীর পুতস্পর্শ সম্ভোগ করিতে লাগিলাম। সঙ্গী গলা ছাড়িয়া দিয়া গাহিলেন,—

(১) নানকসাহী সাধু কৃপারাম বাবা।

(২) ব্যসনাসক্ত রাজা শিখরধ্বজ এক দিন মৃগয়া করিতে যাইয়া সারাদিন ব্যর্থমনোরথ হইয়া সন্ধ্যায় ক্ষুণ্ণমনে গৃহে ফিরিতেছিলেন। পথে একটী শিবা দেখিতে পাইয়া তাহাকেই বধ করিতে তীরসন্ধান করিলেন। রাজার উদ্যোগ দেখিয়া গিধর বিকট হাস্য করিল। শিখরধ্বজ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রে মূর্খ, কাল নিকট জানিয়াও তোর হাস্য করিবার কারণ কি?' শৃগাল উত্তর দিল, 'মহারাজ, তুমি আমাকে বিনাশ করিয়া বিশ্বসংসার ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছ দেখিয়া হাস্য করিয়াছি।' রাজা বলিলেন, 'তুই ক্ষুদ্র জীব, তোর মত শত শত বধ করিয়াছি, তাহাতে বিশ্বসংসারের কি আসে যায়?' শিবা হাসিয়া প্রত্যুত্তর করিল, 'মহারাজ! আমি আছি, তাই এ সংসার আছে। আমার প্রাণ যখন শেষ হইবে তখন এ সংসারেরও আর অস্তিত্ব থাকিবে না।' এই কথায় রাজার চৈতন্য হইল। তিনি বিরাগী হইয়া খানঅস্থ অবলম্বন করিলেন।

(১) এই তিন তীর্থ দর্শনে 'ত্রিকোণযাত্রা' পূর্ণা সঞ্চিত হয়।

* ত্রিত্রিকোণৈর্লিখেদ্‌যন্ত্রং তদ্বহির্বৃত্তমালিখেৎ।
মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ১৩, ৭৩

† দেবী ষট্‌কোণমধ্যস্থা যন্ত্ররাজোপরিস্থিতা।
দেবীভাগবত, ৩, ৩, ৪৬।

The Goddess was seated in a Yantraraj in the middle of a hexagon. P. 439. G. Oppert, O. I. I.

বারে বারে যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা,
সে কেবল দয়া তব জেনেছি মা দুঃখহরা!
ইত্যাদি।

নিকটেই সীতাকুণ্ড। ভৈরবকুণ্ড ও সীতাকুণ্ডের জল গঙ্গাজল অপেক্ষাও সুমিষ্ট এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারজনক। জল ও বায়ু স্বাস্থ্যনিবাসের দুইটী প্রধান উপাদান। উদর পূর্ণ করিয়া সহজপাচ্য পুষ্টিকর ভক্ষ্য-ভোজন, যথেষ্ট শৈলপর্য্যটন এবং খনিজ-দ্রব্যগুণবহুল ঝরণার জল পান নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধারের শ্রেষ্ঠ উপায়।

পর্ব্বতগুহার ন্যায় অন্ধকারময় ক্ষুদ্র মন্দিরে দেবী অষ্টভুজা বিরাজ করিয়া অনাদি অনন্ত পুরাতন শাশ্বতকালের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। সে অনেক দিনের কথা, যখন পাষাণনন্দিনী কাত্যয়নী মহাসমরে শুম্ভ নিশুম্ভ নিধন করিয়াছিলেন, এবং স্তবে তুষ্ট হইয়া দেবতাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন,—"বৎসগণ! আমি পুনরায় নন্দঘোষের গৃহে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাদের মহাশত্রু-কংসবধে সহায় হইব এবং ধরাতলে বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতে বাস করিব।" * দুরাচার মাতুল কংস যখন শুনিল তাহার ভগ্নীসুত শ্রীকৃষ্ণের হস্তে বিনাশ বিধিলিপি, পাপিষ্ঠা সহোদরা দেবকীকে কারারুদ্ধ করিয়া তাহার সদ্যোজাত শিশুদিগকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতে লাগিল। পূর্ণাবতার বাসুদেব জন্ম মাত্র পিতাকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া স্তম্ভিত করিলেন। এবং মহামায়া কৌশিকীরূপে পথ দেখাইয়া বসুদেবকে যমুনাপারে নন্দগৃহে লইয়া গেলেন। মায়ানিদ্রায় অচেতন যশোদার সদ্যোজাত কন্যার সহিত বসুদেবের কালামাণিক পরিবর্ত্তিত হইল। প্রতিহিংসাপরায়ণ কংস পাষাণে আছাড় মারিয়া মস্তক চূর্ণ করিবার উদ্দেশে শিশুকন্যার চরণ ধরিয়া তুলিতেই মহামায়া হাত হইতে ছুটিয়া আকাশে অষ্টভুজা মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইলেন। ত্রিশূল-ধনুক-ঢাল-কৃপাণ-গদা-পদ্ম-শঙ্খ-চক্রধারিণী জগন্মাতার দিব্য জ্যোতি দেখিয়া কংসের নয়ন ঝলসিয়া গেল। ক্রূরহৃদয় পাপীর মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত কম্পিত হইল। যোগমায়া কংসাসুরের পরিণাম জলদগম্ভীরস্বরে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে আসিয়াছিলেন। তদবধি মা এখানে অষ্টভুজা। এই আদ্যাশক্তি মহামায়াই কভু কালী, কভু দুর্গা, কভু ভবানী, কভু ভদ্রকালী নানা নামে নানা স্থানে সাধক সন্তানদিগের চিত্তরঞ্জন করিতেছেন। আভীর-দুহিতা অষ্টভুজার ভদ্রশক্তিকেন্দ্র পম্পাপুরে অধিষ্ঠান-কল্পনা অতি স্বাভাবিক এবং উপযুক্ত হইয়াছিল। (১) অষ্টভুজার উঠানে আমরা ভিক্ষুকবৃন্দ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলাম। 'কালীমাই তেরা ভাল হোবে' এরূপ বাঙ্গালার ফোড়ন দিয়া হাত পাতিলে ডাক্তারবাবু তাম্রখণ্ড বিতরণ করিয়া পকেট ভরিয়া বালকবালিকাদিগের আশীর্ব্বাদ

* নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
অতস্বাং নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী॥
(চণ্ডী)
নন্দনন্দনের প্রতি হইয়া সহায়।
নন্দের নন্দিনী হয়ে গেলা মথুরায়॥
(ভারতচন্দ্র)

(১) The Bhoyas and Bhathas of Agori and Singrauli who are generally classed as *Ahirs* may probably bear some relation to the *Bhars* (ভড়) etc.

বঞ্চন করিলেন। আমরা সাত্যকিকে সম্মুখে রাখিয়া খাটি বাঙ্গালীর ন্যায় পৃষ্ঠভঙ্গ দিলাম। নিম্নে একটা ঝিল, পুকুর ও বাগানবাড়ী। অধিবাসিদের সাদাসিদে মোটাচাল। এইখানে যোগদাদী সাইজের ঘুটে দেখিয়া আমাদের কৌতুক বোধ হইয়াছিল। একা ঘুরিয়া আসিয়া কাছেই অপেক্ষা করিতেছিল। আবার সেই পুরাতন স্বদেশী রথে আরোহণ করিয়া তাধিন্ তাধিন্ করিতে করিতে সুস্থ হইতে স্বাস্থ্যনিবাসে ছুটিলাম। উপরে সেই সৌধখানি উঁকি মারিয়া নিশান উড়াইতেছিল। নিম্নে বামে মকরবাহিনী গঙ্গা অবগাহন করিয়া শীতল হইতে আহ্বান করিতেছিলেন। স্থানে স্থানে বেলে পাথরের খনি। গ্রাম্য যুবতীরা বিহ্বলনেত্রে বাঙ্গালীবাবু দেখিতে লাগিল। ইহারা কোলদিগের অপেক্ষা ফর্সা। নাকে, মুখে ও চেহারায় যেন একটু মঙ্গোল ছিট। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে এদেশের নিম্নসোপানে মধ্যভারতের আদিম অধিবাসী গৌড়দ্রাবিড়ীদিগের বর্ণ ও অঙ্গশ্রী স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। * বিহারের সর্ব্বত্র সুন্দরীগণ আপামরসাধারণ সকলেই ঝুলা ব্যবহার করে। মারাঠী রমণীদিগের কাঁচুলী তাঁহাদের বরাঙ্গের গৌরববৃদ্ধি করে। এখানে স্ত্রীলোকেরা বাঙ্গালী মেয়ের ন্যায় একবস্ত্রা। বিহারী মেয়েরা ৬ গজী ও ৭ গজী সাড়ী সম্মুখে কুঁচী দিয়া পরে। এখানে ২০নং সুতায় জোলার তাঁতে বোনা আদৃত স্বদেশী বস্ত্রের ব্যবহার। পায়ে গোলখাড়ু ও পঞ্চমের মত মোটা গড়নের পিত্তল ও কাঁসার অলঙ্কার। হাতেও ঐরূপ মূল্যবান্ ধাতুর বালা। আমরা ছোটবেলায় বঙ্গের বালা দেখিয়াছি। এখন গিনি সোণায়ও গিন্নীদিগের মন উঠে না। বস্তুতঃ পরিচ্ছদেও ইহাদের বংশচিহ্ন বিদ্যমান। ফলতঃ বিন্ধ্যাচলবাসীর হিন্দুদিগের ধমনীতে আর্য্য, গৌড়দ্রাবিড়ী ও মঙ্গোলীয় শোণিতের অনুপাত নির্ণয় করা সুকঠিন।

পথের দুইধারে কেবল বেলে পাথরের কারবার। কেহ কেহ দোকানে বসিয়া পাথর কাটিয়া মূর্ত্তি (bas relief) তুলিতেছে। সিকি বা অর্দ্ধেক পরিমাণ খোদাই করিয়া নানা দেবদেবী ও লতাফুলের ছবি বাহির করিয়াছে। সাধারণতঃ পাথরের কাজ করা যাহাদের জাতীয় ব্যবসায় তাহাদিগকে 'কঙ্করাজ' বলে। আহীর প্রভৃতি অন্যান্য জাতিও খোদাইকারের কাজ করে। গয়ার কৃষ্ণপাথর এবং জয়পুরের শ্বেতপাথরের ন্যায় মির্জাপুরের বেলেপাথরের

* The Bhars are much fairer in complexion than any of the other races with which they were associated, and their type of countenance is decidedly Mongolian.

* * * *

Along the Vindhya range the principal seat of the Bhars is met in the ruins of Pampapur etc. It included within its limits the ancient town of Vyndiachal etc.

(P. 350, Calcutta Review 1879)

The grand ruins known as those of Pampapur in the neighbourhood of modern Mirzapur probably owed their origin to the Bhars.

Pp. 40—41. The Original Inhabitants of India, G. Oppert.

কারখানা ভারতবিখ্যাত। পর্ব্বতচর গৌড়-দ্রাবিড়ী হিন্দুগণ কত যুগযুগান্তর যাবৎ পাথর কাটিয়া গৃহ, তৈজস, দেব, দুর্গ ও মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছে তাহা কে বলিতে পারে ?(১) যাঁহারা মনে করেন গ্রীকগণ ভারতে আসিয়া হিন্দুদিগকে প্রস্তরদুর্গনির্ম্মাণ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহারা মানবচরিত্র ও মানবশক্তির ইতিহাসসম্বন্ধে বালকের ন্যায় অজ্ঞ ও চিন্তাহীন, একথা বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

বিন্ধ্যপাদমূলে উর্ব্বরা জমিতে জৈ (oats) প্রচুর উৎপন্ন হয়। দরিদ্র লোকেরা তাহার রুটী করিয়া খায়। ভুট্টা, অড়হর, বজরা, ধান প্রভৃতিও এখানে যথেষ্ট জন্মে।

বেলা ১০½টায় আমরা 'ডেরায়' ফিরিয়া আসিলাম। প্রত্যেক একোয়ালকে ছ গণ্ডা পয়সা দিয়া বিদায় করা হইল। তাহারা 'বহুত খুস্' হইয়া 'আদাব অর্জ' করিতে করিতে এক্কা হাঁকাইল। আমরা দলবদ্ধ হইয়া গঙ্গাস্নানে চলিলাম। সহর পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ। (২) সনাটোরিয়ম্ (Sanatoriam) সহরের দক্ষিণপ্রান্তে, গঙ্গা উত্তরসীমায়। অতএব আমাদিগকে নগরের বসতি পার হইয়া নদীর ঘাটে যাইতে হইল। পথে বাম পার্শ্বে আদ্যাশক্তি ভগবতী বিন্ধ্যবাসিনী বিন্ধ্যেশ্বরীর মন্দির।

গঙ্গার ঘাটে নরসুন্দর মহাশয়েরা স্বদেশজাত অস্ত্রে সজ্জিত এবং কেশ, গুম্ফ-শ্মশ্রু-বংশনিপাতচিকীর্ষু হইয়া উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমরা বাঁধা ঘাটে অবতরণ করিয়া স্রোতস্বিনী গঙ্গার পল্বলময় তলস্পর্শ করিলাম, এবং পতিতপাবনীর সুশীতল সলিলাবগাহনে শুদ্ধ হইয়া দেবীদর্শনে চলিলাম। পথের দুই ধারে ফুল ও সিন্দুর, বাতাসা প্রভৃতি নৈবেদ্যসামগ্রীর দোকান। ইন্দুবাবু মন্দিরে যাইতে নারাজ। তিনি বলেন 'যে দিন ভক্তি আসিবে এবং মা টানিবেন সেই দিন যাইব। সম্প্রতি যুগমাহাত্ম্য প্রচার করি। নচেৎ শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা হইবে। বৈরীভাবে শীঘ্র শীঘ্র ভগবৎকৃপা লাভ হয়, মিত্রভাবে বহু বিলম্বে। মনে ভক্তি না থাকিলে কেবল লোক দেখাইবার জন্য যাহা করা যায়, তাহা ভণ্ডামি ও কপটতা।' তিনি কপটী ও ভণ্ড হইতে চাহেন না। যাহা হউক যুক্তি এবং তর্কের দ্বারা কোন কথারই কখনও মীমাংসা হয় নাই, আজও হইবে না। আমরা মন্দিরে চলিলাম—তিনি চলিলেন তাঁহার প্রিয় স্বাস্থ্যনিবাসে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরসিকলাল রায়।

(১) Traces of the former supremacy of the Bhars are found scattered all over the country. Most of the *stone erections*, fortifications, as the embankments, and the subterranean caves in Gorakhpur, Azimgarh, Jaunpur, Benares, *Mirzapur* and Allahabad are ascribed to them.

P. 40, G. Oppert, O. I. I.

(২) বেণারস; বিন্ধ্যাচল, বাঢ়, বারবাঁকী প্রভৃতি সহর প্রাচীন অনার্য্য ভড়জাতি কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন। ভরদিগের জলাশয়াদি পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ।

কুন্দনন্দিনী।

এত দিনে আজি, স্মরিলে কি প্রিয়তম!
অভাগী দাসীরে; এত দিন পরে হায়
জনমদুখিনী ব'লে প'ড়েছে কি মনে।
এতদিনে কিরে বিদলিত আশালতা
হ'ল কুসুমিত, ছড়াইল পরিমল;
জুড়াইল হৃদয়ের সকল যাতনা।
এস নাথ! এস কাছে, জনমের মত
নিরখি ও মুখখানি; জনমের মত
লুটাই চরণতলে তাপিত হৃদয়।
ভেবেছিনু মনে, রাঙ্গা চরণ দুখানি
পাব না দেখিতে আর অন্তিম শয়নে,
নয়ন মধুপ বুঝি আর না চুমিবে
চরণ রাজীবরাজে; মুখ সুধাকর
আর না উদিবে চকোরীর হৃদাকাশে।
বড় দুখ ছিল মনে অন্তিমে না হেরে
মূর্ত্তি তব প্রিয়তম দেবের দুর্লভ,
হেরিলে যাহারে হ'য়েছি আপনাহারা।
অনিমিষ আঁখি, রূপ করিয়াছে পান।
আহা নাথ! কত দিন লুকায়ে আড়ালে
শুনিয়াছি কণ্ঠস্বর তব, লাজভয়ে
আনত আনন আঁখি; কুরঙ্গী যেমতি
বধীর শ্রবণে শোনে বেণুর বাদন।
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া, সদা ভয় মনে
পাছে কেহ ভেঙ্গে দেয় সুখের স্বপন,
অভাগীর সুখসাধে কেহ সাধে বাদ।
কত দিন পিপাসিতা বসি নিরজনে
নীরবে হেরেছে তব রূপের মাধুরী;
দেখিয়া দেখিয়া তবু না মিটেছে আশা।
জ্ঞান হয় বিধি মোরে গ'ড়েছে পাষাণে,
তাই বুঝি, তিলেক না হেরিলে যাহারে
কাঁদিত পরাণ, সেই প্রাণাধিক ধনে
না হেরিয়া এতদিন র'য়েছি বাঁচিয়া;
নাহি বিদরিল হিয়া, নাহি বাহিরিল
এ ছার জীবন; কিন্তু বল প্রাণেশ্বর!
কোন্ অপরাধে অপরাধী দাসী তব
শ্রীপদ কমলে; কিবা দোষে তুমি নাথ!
এত নিরদয়, পাষাণে বেঁধেছ হিয়া,
কোন্ অপরাধে বল ঠেলেছ চরণে!
দেবতা সমান জ্ঞান ক'রেছি তোমারে;
সদা সাধ হ'ত সেবিবারে পা দুখানি।
আশা কুহকিনী ছলিত বা কত ছলে
মধুর ছলনে; নিতান্ত অযোগ্যা আমি,
তাই বড় দুখে, হৃদয়ের সাধ হৃদে
রেখেছি লুকায়ে; অনিচ্ছায় বড় তাই
পরাণের প্রাণ বলি দিয়াছি আপনি।
হায় নাথ! আজি কেন পুন মনে হয়
সে দিনের কথা; সেই ঘোর অমানিশা
ভীমনাদে গর্জ্জে মেঘ গগনমণ্ডলে।
থাকি থাকি ঝলকে দামিনী; চমকিয়া
ওঠে ভয়ে পরাণ আমার; ক্ষুদ্র পাতা
কাঁপে যদি বায়ুভরে কভু, শিহরিয়া
শিহরিয়া উঠে ভয়ে কাতর হৃদয়।
নীরব নিশুতি সেই বিজন কুটীর
শ্মশান সমান; কালশয্যা 'পরে পিতা
চিরনিদ্রা-ক্রোড়ে আহা মুদিয়া নয়ন।
একাকিনী অভাগিনী শিয়রে বসিয়া
মৃত পিতা মুখ পানে চাহে বারে বারে,
তিতেছে মলিন বাস নয়নের নীরে।
মৃত্যুর করাল ছায়া অট্টহাস্য করি
নাচে যেন চারিদিকে ভীষণ উল্লাসে।
শৈশবে হারা'য়ে প্রিয় জননী রতনে
সেবিয়া জনকপদ ভুলেছিনু দুখ,
কিন্তু ভাগ্যদোষে, সে পিতাও গেলা ছাড়ি—
ভাসাইয়া দুখিনীরে অকূল পাথারে।
নিদারুণ শেল যেন বিঁধিল অন্তরে,
সুখরবি গেল অস্তাচলে; কিন্তু আহা!
কে জানিত নবশশী হইবে উদয়,
ঢালিতে সুধার ধারা হিয়ার মাঝারে,
পূরিতে হৃদয়খানি নবীন আলোকে।
কাল্পনিশা অবসানে কান্তি মনোহর
ভাতিল নয়নে; পুলকে পতঙ্গ সম
পুড়িয়া মরিনু অই রূপের অনলে।

নিরখি তোমারে, চাহে না মানস মম
ফিরাইতে আঁখি ; পলকে যাতনা বাড়ে,
অনিমিষে হেরি সাধ ও রূপমাধুরী।
প্রাণ বাঁধা পড়িল চরণে ; সদা সাধ
হৃদয় মন্দিরে নিত্য পূজিব যতনে।
নবীননীরদমুখী চাতকিনী সম
হেরিয়াছি অনুক্ষণ রূপের মাধুরী
নিরজনে ; কিন্তু হেরিলে তোমারে নাথ !
কিম্বা কভু যদি চাহিতে আমার পানে,
কেন যেন পোড়া আঁখি আসিত মুদিয়া,
নয়ন সাধিত বাদ নয়নের সাধে।
শান্তিময় গৃহে তব লভিনু আশ্রয়,
কে জানিত হরিবারে সকলের সুখ,
কে জানিত বিষবৃক্ষ করিতে রোপণ।
সংসার উদ্যান তব চিরবিকশিত,
সদা আমোদিত স্নেহ প্রেম পরিমলে
পতিপ্রাণা সূর্য্যমুখী চিরানন্দময়ী—
দাম্পত্যপ্রণয়-উৎস-পূরিত উরসে।
হোথায় সরসীজলে ফুল্ল কমলিনী
সদাই আপনাহারা আপনার ভাবে,
চালিত স্নেহের ধারা সোদর-হৃদয়ে।
এ সুখ-উদ্যান মাঝে আমি অভাগিনী
পশিলাম যেন কাল-ভুজঙ্গিনী বেশে
কিম্বা যেন বিষবল্লী চূতবৃক্ষ মূলে।
শুকাইল সূর্য্যমুখী সে বিষ-পরশে,
নিবিল অমল হাসি কমল-অধরে।
হায় নাথ ! কেমনে ভুলিব সে দিনের
কথা ; মনে হ'লে পুলকে শিহরে কায়,
অমৃতের ধারা বহে প্রতি ধমনীতে।
একদিন নিরজনে ডাকিয়া আমারে
বলিল কমল দিদি, ভালবাস তুমি
অধিনীরে ; সুমধুর বীণাধ্বনি সম
পশিল সে বাণী শ্রবণ-কুহরে মম ;
সে অবধি কুহুস্বরে শুনি নবগীতি ;
বিহগ-কূজনে। নবীন বসন্ত জাগে
জীবন কাননে। মল্লিকা মালতী জাতি
পারুল বকুল গন্ধরাজ শেফালিকা
চম্পক গোলাপে পাইনু নবীন বাস ;
নবশোভা বিকাশিয়া মোহিল আমারে।
অভিনব সুখস্রোত হ'ল প্রবাহিত
জীবনে আমার ; হেরিনু মাধুরীমাখা
সকল ব্রহ্মাণ্ডময় যা কিছু সকলি।
তারপর একদিন প্রদোষ সময়ে
বাপীতটে বসি আমি সোপান উপরে
একাকিনী ; বৃক্ষ লতা যত একে একে
ডুবে গেল সান্ধ্য অন্ধকারে ; নভস্তলে
উজ্জ্বল তারকারাজি হইল বিকাশ
কাঁপিল সুধীর বায়ে নবীনা বল্লরী।
একটী ভাবনা আসি আবরিল হিয়া।
ভালবাসে ? কিসে ভালবাসে ? রূপে ?
গুণে ?
ছি ছি গুণবতী আমি এ কথা তো কভু
সত্য নয় ; তবে কি সে রূপে ভালবাসে।
স্বচ্ছ সরোনীরে নেহারি আপন মুখ ;
পোড়ামুখী লাজে মরে সে মুখ নিরখি।
* * * *
আর না সরিছে মুখে বাণী ; রসনা যে
আসিছে জড়ায়ে ; অনিচ্ছায় আঁখি মম
সকাতরে ধীরে ধীরে আসিছে মুদিয়া
সন্ধ্যাগমে কাতরা নলিনী সম ; বুঝি
সকলি ফুরায়ে যায় নয়ন-নিমেষে।
করেছি যে অপরাধ, ক্ষম সে সকলি,
দেহ শিরে পা দুখানি, দেহ পদধূলি,
আমারে বিদায় দেহ জনমের মত।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার।

সমালোচনা।

ত্রিশূল—তিনি বলেন "হিন্দুসমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রথমেই সর্ব্বত্র নৈতিক অবনতি পরিদৃষ্ট হইবে।" বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ নৈতিক অবনতির গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত। সৎশিক্ষার অভাব ও শিক্ষিত ব্যক্তির স্বল্পতা ইহার প্রকৃত কারণ। যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিরীশ্বরবাদী না হইলেও ঈশ্বরোপাসনা, ভক্তি ও বৈদিক আচারের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন না। অশিক্ষিতগণ, এই সকল লোকের সংস্পর্শে, ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মভাব হারাইতেছে। কায়স্থসমাজে স্বজাতিপ্রীতি ও সমাজবন্ধন নাই। হিন্দুসমাজে কায়স্থ শূদ্রাচারী হইয়া কতদূর ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত হইতেছে, তৎপ্রতি প্রায় কাহারও দৃষ্টি নাই।

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বহুকাল বঙ্গে একত্র বাস করিতেছেন, কায়স্থের অন্নে ও অর্থে ব্রাহ্মণসমাজ লালিত ও পালিত, তাঁহারা একই সমাজে এক ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত। ব্রাহ্মণের ভোজ্যপাত্রের পার্শ্বে একটী "বিট্‌স্পৃষ্ট, অপরিষ্কার, জঘন্য বিড়ালশাবক" থাকিতে পারে, কিন্তু কায়স্থ যদি ব্রাহ্মণকে ভোজনকালে স্পর্শ করেন, তাঁহার ভোজনদ্রব্য অখাদ্য হইবে। কায়স্থের প্রতিষ্ঠিত তাঁহার সজাতি শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে তাঁহার প্রবেশ নিষেধ, শালগ্রাম শিলা তিনি স্পর্শ করিতে পারেন না, কোনও প্রকার পূজা কি বেদপাঠে কি বেদমন্ত্রোচ্চারণে কায়স্থের অধিকার নাই। এই প্রকারে উপেক্ষিত ও ঘৃণিত হইয়া কায়স্থগণ কতকাল বঙ্গে বাস করিবেন, আমরা জানি না। অথচ কায়স্থ দেবক্ষত্রিয়, মানুষের ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারক, ব্রহ্মতেজাঃ স্বয়ং নারায়ণ তুল্য ধর্ম্মরাজ যমের যমজ ভ্রাতা শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বংশধর। ত্রিশূলের উন্নতি ও দীর্ঘ জীবন আমরা ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি।

৩। কায়স্থ-তত্ত্ব বিচার।—বগুড়া হইতে কায়স্থসমাজের প্রকৃত হিতৈষী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা বি, এল, প্রণীত। পুস্তকখানি পাঠে আমরা নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি। ইহার মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র। এইরূপ স্বল্প মূল্যে কায়স্থজাতি সম্বন্ধে যত পুস্তক প্রকাশিত হইবে ততই সমাজের মঙ্গল। গ্রন্থকর্ত্তা কায়স্থবিদ্বেষীগণের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করিয়া বঙ্গীয় চারি শ্রেণীর কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত তাহার অভ্রান্ত অখণ্ডনীয় প্রমাণ ও ব্যবস্থাসমূহে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা সুমধুর ও প্রাঞ্জল। আমরা আশা করি, প্রত্যেক কায়স্থ ইহার এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া জঘন্য শূদ্রাচার পরিত্যাগে ক্ষত্রিয়ত্ব গ্রহণ করিবেন।

৪। সচিত্র গৃহস্থ, শ্রাবণ সংখ্যা; আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এপ্রকার স্বল্পমূল্য উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকা বঙ্গদেশেও অতি বিরল। পরমহংস স্বামী ভাস্করানন্দের পবিত্র চিত্র এই সংখ্যার প্রথম গাত্রাঙ্ক সুশোভিত করিতেছে। গার্হস্থ্যপ্রসঙ্গ, হরনাথের উপদেশ, জ্যোতিষপ্রসঙ্গ ইত্যাদি মৌলিক প্রবন্ধসকল পাঠে আমরা পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

৫। কায়স্থপত্রিকা—বর্ত্তমান বর্ষের শ্রাবণ মাসের কায়স্থপত্রিকা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এই সংখ্যায় শাস্ত্রীমহোদয় লিখিত কায়স্থসূত্র, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত মহোদয়ের সরসলেখনীনিঃসৃত গৃহস্থের ধর্ম্ম এবং ঢাকা মুন্সীগঞ্জের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার বি, এল মহাশয়ের "কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ" গীর্ষক প্রবন্ধ অতিশয় সুপাঠ্য ও উপাদেয় হইয়াছে। প্রত্যেক কায়স্থের উহা পাঠ করা কর্ত্তব্য।

৬। সচিত্র শান্তিকণা। বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের শান্তিকণা আমরা পাইয়াছি। ইহা বঙ্গীয় সাহা-বৈশ্যজাতির মুখপত্র। শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ও শান্তি-বারি বর্ষণ করিয়া এই পত্রিকাখানি স্বকীয় নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। লঙ্কাদ্বীপে কাণ্ডিনগরে বুদ্ধদেবের পুণ্যদন্ত মন্দিরের চিত্র ইহার প্রথম পত্রাঙ্ক। অবতারবাদ, দীনবন্ধুলিখিত অনাথকাহিনী, জর্ম্মণীযাত্রীর পত্র, গুপ্তিপাড়ার মঠ ও ভক্তি-চিন্তামণি প্রবন্ধ সকল অতীব উপাদেয় ও পাঠ্য। শ্রীভগবানের নিকট শান্তিকণার সুদীর্ঘ জীবন আমরা কামনা করি।

৭। তিলিবান্ধব। বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। এত বিলম্বে সংখ্যা-গুলি প্রকাশিত হইতেছে কেন? মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখ বঙ্গীয় তিলি সমৃদ্ধি-শালী সম্প্রদায়। আমরা আশা করি স্বদেশ-হিতৈষী শ্রদ্ধাস্পদ তিলিবান্ধব-কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাহিরদাস পাল মহাশয় অতি সত্বর এই পত্রিকাখানির উন্নতি বিধান করিবেন। এই সংখ্যায় 'জাতীয় উন্নতি' কবিতাটী অতি সুন্দর হইয়াছে। "নূতন ভারতভূমি, * * কি হেতু রহিবে তুমি চিরপুরাতন?" আবার "ঘৃণিত কুক্কুরবৃত্তি পরের দুয়ারে, যাব না যাব না আর, বাণিজ্যে পূরাব আশ, পরিপূর্ণ ধনাগার, বিবাহে নিব না পণ, কর পুণ্য এই পণ, তিলির উন্নতিকল্পে দিব প্রাণ বলি।" এই সমস্ত আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা (ideals and aspirations) প্রকৃত বৈশ্য-তিলিসম্প্রদায়ের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়া তাহাকে একটী মহতী জাতিতে পরিণত করুক। তিলি ভ্রাতৃগণ, বৈশ্যোচিত উপনয়ন গ্রহণ করিয়া অনন্তরত্নপ্রসূ ভারতমাতার ধনভাণ্ডারের সুবর্ণদ্বার উন্মুক্ত করুন। আমরা আশা করি, "নিবেদন" পাঠ করিয়া স্বদেশহিতৈষী মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী স্বজাতির উন্নতিকার্য্যে বদ্ধপরিকর হইবেন। তিলি ইতিহাসে তাঁহার নাম যেন সুবর্ণাক্ষরে খোদিত হয়। এবারকার প্রবন্ধগুলি অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমাদের জাতীয় কার্য্য সম্পাদিত হয় না, অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত কোন জাতিকে উদ্ধার করিতে হইলে বারংবার একটী কথা নানা ভাবে দীর্ঘকাল ধ্বনিত করিতে হইবে। "তিলিজাতি ও নগেন্দ্র বসু" প্রবন্ধে প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের বিরুদ্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা আমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না। নগেন্দ্র বাবুর সহিত আমরা দীর্ঘকাল পরিচিত। তাঁহার সত্যনিষ্ঠায় আমরা পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া থাকি। আমাদের বোধ হয় "অপ্রিয় সত্য কথা" বিশ্বকোষে লিখিয়া তিনি তিলি ভ্রাতৃগণের বিরাগভাজন হইয়াছেন। অজানিত যদি কোন ভ্রম হইয়া থাকে তিনি তাহা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া পরিশিষ্টে সংশোধন করিবেন। তিলি-বান্ধবের দীর্ঘ জীবন আমরা কামনা করি। এই মন্তব্য লিখিবার পরে আষাঢ় সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। (সম্পাদক)

বিবিধ প্রসঙ্গ।

মায়ের আগমনজনিত মহোৎসবের সময় আমরা আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার পক্ষ হইতে আমাদিগের প্রবন্ধলেখক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণকে বিজয়া উপলক্ষে দূর হইতেই প্রণাম, নমস্কার, অভিবাদনাদি করিতেছি; তাঁহারা আমাদিগের স্নেহালিঙ্গন গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন। কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! আজ একবার উন্মীলিতচক্ষে ও নিরপেক্ষভাবে বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করুন। বর্ত্তমান বর্ষের বৈশাখ হইতে আশ্বিন, এই ছয় মাসের মধ্যে সমাজের উন্নতিকল্পে আমরা কতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি? আমাদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় আছেন—তাঁহারা সংখ্যায় কম নহেন, তাঁহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, সমাজোন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা অনাবশ্যক। কারণ শিক্ষা ও দীক্ষার বলে কায়স্থসমাজ উন্নতির পথেই প্রধাবিত হইতেছে। ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

——মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥৪৭॥ ২য় অ•

অর্থাৎ—"তে অকর্ম্মণি সঙ্গঃ মা অস্তু" কর্ম্মত্যাগের প্রবৃত্তি যেন তোমার মনে উদয় না হয়। এই সম্প্রদায় বলেন, "শিক্ষার প্রভাবে জাতিভেদ ভারতে তিষ্ঠিবে না। যজ্ঞোপবীত লইয়া আন্দোলন বৃথা। কালক্রমে জাপানের ন্যায় ভারতীয় সমস্ত হিন্দু এক জাতিতে পরিণত হইবে।" দ্বিতীয় সম্প্রদায় বলেন—ইঁহাদিগের মধ্যে ইংরেজী-ভাষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অধিক—"যজ্ঞোপবীত প্রাচীন কালের পৌত্তলিকতার একটী চিহ্ন মাত্র, বাহ্যিক চিহ্ন ধারণের কোনও আবশ্যকতা নাই। যদি বাস্তবিক কায়স্থ ক্ষত্রিয় হয়, তবে গুণকর্ম্মে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিবে, চিহ্নে নহে।" উভয় সম্প্রদায় আরো বলিয়া থাকেন, কায়স্থসমাজ মধ্যে ক্ষত্রিয়ত্ব লইয়া যে বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, উপনয়নসম্প্রদায়ের নেতৃগণ তাহার জন্য দায়ী।

প্রতিভার পাঠকগণ কায়স্থসাহিত্যে যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন যে, উপর্য্যুক্ত আপত্তিগুলি সমস্ত নিতান্ত অসার। চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ ভারতে তিষ্ঠিবে না, সত্যযুগের ন্যায় "একবর্ণাঃ পুরা সর্ব্বে" হইবে, ইহা কি প্রলাপ নহে? কে ব্রাহ্মণজাতিকে নমঃশূদ্রজাতির সহিত মিশ্রিত করিবে? যদি কোনও যুগান্তরীয় অবতার এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হন, সে ত বহু যুগের কথা। আমরা যে শিক্ষা পাইতেছি তাহার বলে অনন্ত কালের স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া গেলেও যে স্থানে জাতি-ভেদ নাই সেই প্রেমময় অজ্ঞাত দেশে উপস্থিত হইতে পারিব না। তত দিন আমরা সমাজসংস্কার ব্রতে অগ্রসর হইব না, নিশ্চেষ্ট, নিরুদ্যম অবস্থায় সেই কালের অপেক্ষা করিব। ইহা উন্মত্তের প্রলাপ বৈ আর কি? যে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ বৌদ্ধবিপ্লব, মুসলমানগণের উৎপীড়ন উপেক্ষা করিয়া হিমাচলের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে, তাহা কোন্ প্রভুশক্তিবলে আমরা চূর্ণবিচূর্ণ করিতে পারিব? আর্য্য মনীষিগণ বলিয়াছেন—

অনন্ত শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো
বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীর-
মিবাম্বুমিশ্রম্॥

অর্থাৎ—আমাদিগের জীবনে স্বল্পকাল, তাহাতে বহু বিঘ্ন, যাহা কর্ত্তব্য তাহা অবধারণ করিয়া অধর্ম্মের পথ পরিত্যাগ করতঃ স্বধর্ম্মের পথে অগ্রসর হওয়া কি উচিত নহে? যদি আমরা হিন্দুনামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে চাই, তবে আমাদিগের আর্য্য-মনীষিগণের কৃত শাস্ত্র-যুক্তি অবলম্বনে অনুসরণ করা উচিত। স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দনের আদেশে "কলৌ ক্ষত্রিয়বৈশ্যৌ নস্তঃ" কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-জাতি নাই, সমস্তই ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। যখন ব্রাহ্মণগণ নিম্নে আসিবেন না তখন শূদ্রাচারী জাতিব্যূহ যাঁহারা পূর্ব্বকালে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছিলেন, তাঁহাদের পুনর্ব্বার স্বধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের দিকে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হওয়া কি কর্ত্তব্য নহে? তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ও নিম্নস্তরের জাতিব্যূহ মধ্যে যে দূরতা লক্ষিত হইতেছে তাহা ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইয়া এই ত্রিবর্ণের মিশ্রণ অবশ্যম্ভাবী হইবে। তাহা হইলে কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! উপনয়ন সংস্কার গ্রহণের যে আন্দোলন সমাজের নেতৃগণ উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা কি বর্ত্তমান অবস্থায় সমাজ-গঠনের একমাত্র উপাদান নহে? কায়স্থ-সমাজের কতিপয় চক্ষুহীন ভ্রান্ত মনুষ্য এই সার্ব্বজনীন মঙ্গলকর কার্য্যের উপযোগিতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। নিম্নস্তরের জাতিব্যূহকে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে দেখিয়া ব্রাহ্মণসমাজ মধ্যে বিদ্বেষানল জ্বলিয়া উঠিবে, তৎপ্রতি কোন সন্দেহ নাই। কায়স্থ ত প্রত্যক্ষ প্রমাণে ক্ষত্রিয়জাতি; শূদ্রধর্ম্ম কেন অবলম্বন করিবেন? বঙ্গীয় ত্রয়োদশ লক্ষ কায়স্থ ব্যতীত ভারতীয় প্রায় অর্দ্ধ কোটী কায়স্থ সকলেই ত দ্বিজাচারী। ভারতে যে চৈত্রগুপ্ত কায়স্থ আছেন আমরা কি তাহার অংশমাত্র নহে? যিনি চিত্রগুপ্তের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবেন তাঁহাকে দ্বিজত্ব গ্রহণ করিতেই হইবে, অন্যোপায় নাস্তি। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ" অর্থাৎ নিজ ধর্ম্ম অঙ্গহীন হইলেও তাহা অবশ্য পালননীয়। মনু বলিয়াছেন—"পরধর্ম্মেন জীবন হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ।" শ্রীভগবান্ আরো বলিয়াছেন,—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" যে সকল কায়স্থসন্তান সমাজের দোহাই দিয়া চুপ করিয়া নিদ্রাসুখানুভব করিতেছেন তাঁহারাও নিতান্ত ভ্রান্ত। আমরা জিজ্ঞাসা করি—নিজের বৈদিকী দীক্ষার সহিত অপরের কি সমাজের সংস্রব কি? আমরা যখন তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করি, তখন কি বলিয়া থাকি, চন্দ্রদ্বীপ কি টাকী সমাজের অমুক অমুক ব্যক্তি দীক্ষিত হন নাই, আমি কেন দীক্ষা গ্রহণ করিব? শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন——

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।

অর্থাৎ—যিনি শাস্ত্রবিধি অমান্য করিয়া যথেচ্ছাচারী হন, তিনি কখনই ইহকালে সিদ্ধি, সুখ ও পরকালে মুক্তি লাভ করেন না। গত বহরমপুর কায়স্থসভায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় বলিয়াছিলেন, "কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ

তাঁহার ইচ্ছানুগত (optional)." আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিয়াছিলাম যে তাহা কখনই ইচ্ছানুগত নহে, কায়স্থকে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতেই হইবে (compulsory). যিনি গ্রহণ না করিবেন, তিনি স্বধর্ম্মত্যাগী জঘন্য শূদ্র, কায়স্থপদবাচ্য নহেন। একটা তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত দেখিয়া অন্যান্য সকলে আমাদিগকে নিরস্ত করেন। তাঁহাকে যখন সভাপতিত্বে বরণ করা হয়, আমি আপত্তি করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় আমাকে বলিলেন যে কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় আগামী বৈশাখে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির হইয়া গিয়াছে। সেই বৈশাখ হইতে ৬ মাস অতীত হইতে চলিল, তিনি অদ্যাপি কায়স্থ নামের অধিকারী হন নাই। এক জন শূদ্রাচারী ব্যক্তিকে কায়স্থসভার সভাপতিত্বে বরণ করা কতদূর অন্যায় কার্য্য তাহা প্রতিভার পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। যাঁহারা বলেন বাহ্যিক চিহ্ন ধারণের আবশ্যকতা নাই, তাঁহাদিগের প্রবোধার্থে আমাদের নিবেদন এই যে যজ্ঞোপবীত আর্য্যজাতির চিহ্ন, যজ্ঞোপবীত দ্বারাই আর্য্য ও অনার্য্য বংশ পরিচিত হয়। বিশেষ উপনয়নসংস্কার গ্রহণের পর হইতে হিন্দুজাতির ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ হয়। ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য নাম মাত্র রক্ষিত হইতেছে, যাহাদের উপনয়ন সংস্কার নাই, তাহাদিগের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের নাম গন্ধ নাই। ব্রহ্মচর্য্য অভাবে হিন্দুজাতির মানসিক ও দৈহিক বলের নিতান্ত অভাব হইয়াছে ইহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। অনেকের ধারণা যে, ব্রহ্মচর্য্যের পুনঃ প্রবর্ত্তন নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে, উপনয়ন-সংস্কার ভিন্ন ব্রহ্মচর্য্যের পুনরুদ্দীপনা অসম্ভব। যাহা হউক বিগত ৬ মাসে কায়স্থসমাজে সংস্কারকার্য্য অতি অল্প মাত্রায় হইয়াছে। এই সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পর সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেক।

২। কায়স্থকন্যামহাবিদ্যালয়।—শিখকন্যাদিগকে সুশিক্ষা প্রদান মানসে শিখকন্যা-মহাবিদ্যালয় নামে একটী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। শিখবংশাবতংস নাভার মহারাজ উক্ত বিদ্যালয়ে ৫০০০৲ টাকা ও তাঁহার রাজ্যের কর্ম্মচারিবর্গের এক মাসের বেতন এককালীন দান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত উক্ত মহারাজ বাহাদুর মাসিক ৩০০৲ টাকা সাহায্য স্বীকার করিয়াছেন। এই মহাবিদ্যালয়ের অনুকরণে কলিকাতা, ঢাকা, পাইকপাড়া কি দিনাজপুরে কায়স্থ রাজন্যবর্গ ও ধনবান্ কায়স্থ মহোদয়গণের সাহায্যে আমরা কি একটী কায়স্থকন্যামহাবিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে পারি না? কায়স্থ মহাত্মাগণ! এই মহামঙ্গলকর কার্য্যে আপনারা ব্রতী হউন। যে সমাজের মহিলাগণ অধিকাংশই নিরক্ষরা তাহার উন্নতি সুদূরপরাহত। শুনিয়াছি জাপানে একশত স্ত্রীলোক মধ্যে ৯৯ জন সাক্ষরা, তাই জাপান অদ্য ধনে মানে ও বলে বসুন্ধরায় সুসভ্যজাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

৩। শিখ-সামাজিকসংস্কার।—বাহুবলসমন্বিত প্রবলপরাক্রমশালী শিখজাতি অদ্য তাঁহাদিগের সমাজসংস্কার ব্রতে বদ্ধপরিকর। হায়! হায়!! আমরা বঙ্গীয় কায়স্থগণ কি করিলাম। দশ বর্ষ কাল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও আমরা সমাজের কোনও

উন্নতি করিতে পারিলাম না। সমাজের নেতৃগণ আজিও ঘুমঘোরে অচেতন, শূদ্রত্বের গভীর নরকে নিমজ্জিত। এই জাতির সংস্কার কি সম্ভবে? যাহারা জাতীয় মান মর্য্যাদা বুঝিল না, যাহারা পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিল না, যাহারা ক্ষত্রিয়ের চিরভাস্বর মহিমায় অন্ধ, যাহারা ব্রাহ্মণের কৃতদাস, তাহাদিগকে উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করান আমাদিগের নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। আগামী মার্চ্চমাসে লোকগণনা হইবে, মধ্যে আর ছয়মাস ব্যবধান, তথাপি কায়স্থ-নামধেয় শূদ্রাচারী জাতির চেতনা নাই। অদ্য শিখজাতি কি উপায়ে জাতীয় সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন তাহা প্রতিভার পাঠকগণকে উপহার দিব। সম্প্রতি অষ্ট সহস্র শিখ-জাঠজাতীয় লোক জলন্ধর জিলার অন্তর্গত বুদ্ধিনানক গ্রামে সমবেত হইয়া একটী জাতীয় মহাসংস্কার ব্রতের আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথমতঃ স্বস্তিবাচন ও মঙ্গলাচরণ, শ্রীভগবানের নিকট সংস্কারগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি প্রার্থনা। প্রথম প্রস্তাব—রিবা নদীর অপর পারস্থিত জাঠগণ যে পর্য্যন্ত প্রস্তাবকারীদিগের সহিত আদান প্রদান না করিবেন, তাবৎ প্রস্তাবকারিগণ তাঁহাদিগের সহিত পরিণয় কার্য্যে আবদ্ধ হইবেন না। যিনি এই নিয়ম ভঙ্গ করিবেন, তাঁহাকে পঞ্চায়তগণের নিকট সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিতে হইবে এবং তিনি সমাজচ্যুত হইবেন। দ্বিতীয় প্রস্তাব—গুরুগণ সুরাপান নিষেধ করিয়াছেন, গুরু নানক গোবিন্দের এই আদেশ অমান্য করিয়া যিনি বিবাহ কি অন্য সময়ে মদ্যপান করিবেন, তাহাকে প্রত্যেক বারের অপরাধের জন্য বিংশতি মুদ্রা অর্থদণ্ড দিতে হইবে। তৃতীয় প্রস্তাব—বিবাহের অগ্রে "সাগাই" অর্থাৎ আয়ুর্ব্বর্দ্ধানের সময় কোন বস্ত্রালঙ্কার কোনও পক্ষই অপর পক্ষকে দিতে পারিবেন না। বিবাহের কোনও পক্ষই ৭০ জনের অধিক লোক সঙ্গে আনিতে পারিবেন না, বিবাহের পণ ১০১৲র অধিক কখনও হইবে না। যিনি এই সকল নিয়ম ভঙ্গ করিবেন তাঁহাকে প্রত্যেক বারের অপরাধের জন্য ২৫৲ অর্থদণ্ড দিতে হইবে। চতুর্থ প্রস্তাব—বিবাহোপলক্ষে কেহ "নাচ" দিতে পারিবে না, ১০৲ টাকার উর্দ্ধ বাজী পোড়াইতে পারিবেন না। বিবাহাদি উপলক্ষে কোনও অশ্লীল গান গীত হইবে না। যিনি এই সকল নিয়ম ভঙ্গ করিবেন তাঁহাকে পঞ্চায়তের বিবেচনা মত অর্থদণ্ড দিতে হইবে। জন্মমৃত্যু উপলক্ষে ব্যয়ের সংকীর্ণতা সম্বন্ধে শাখাসমিতি পৃথক্ মন্তব্য প্রকাশ করিবেন। আমরা এইপ্রকার সংস্কারের অনুকরণে বঙ্গীয় কায়স্থসভার অধীনে "কায়স্থ পঞ্চায়ত" নামক একটী ধর্ম্মাধিকরণ সংস্থাপিত করিতে চাহি। সামাজিক অপরাধ বিচারে ও তাহার শাস্তি প্রদানে তাঁহাদিগের ক্ষমতা থাকিবে। আমাদিগের প্রথম প্রস্তাব—বঙ্গীয় কায়স্থজাতি মসীজীবী ক্ষত্রিয় প্রমাণিত হইয়াছে, সকলেরই ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন গ্রহণ করিতে হইবে। অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে যেসকল কায়স্থ উপনীত না হইবেন, তাঁহাদিগকে অবস্থানুসারে ২৫৲ টাকা হইতে এক সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড দিতে হইবে। দ্বিতীয় প্রস্তাব—বঙ্গীয় ৪ শ্রেণীর কায়স্থ এক পিতার সন্তান প্রমাণিত হইয়াছে, চারি শ্রেণীর মধ্যে পূর্ণভাবে আদানপ্রদান হইবে, প্রত্যেক কায়স্থের প্রথম পুত্র ও প্রথমা কন্যা ব্যতীত অন্য পুত্র ও কন্যাদিগকে ভিন্ন সমাজে বিবাহ দিতে হইবে। এই নিয়ম ভঙ্গকারীকে পঞ্চায়তের মীমাংসানুসারে ২৫৲ টাকা হইতে এক সহস্র টাকা অর্থদণ্ড দিতে হইবেক। তৃতীয় প্রস্তাব—পুত্র কন্যার পণ বলিয়া কেহই ১০১৲ টাকার অধিক লইতে পারিবেন না, কন্যার অলঙ্কার, পুত্রের বরাভরণ ও দানসামগ্রী, কন্যা ও পুত্রের অভিভাবকদিগের ইচ্ছানুসারে প্রদত্ত হইবে। যিনি এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া পুত্র কন্যার বিবাহোপলক্ষে অধিক টাকা পণ, কিংবা কন্যার জন্য অতিরিক্ত অলঙ্কার ও পুত্রের জন্য অতিরিক্ত বরাভরণ ও দানসামগ্রী দাবী করিবেন কি গ্রহণ করিবেন তাঁহাকে এক শত টাকা হইতে এক সহস্র টাকা দণ্ড দিতে হইবেক। অন্যান্য নিয়মাবলী পরে বিধিবদ্ধ হইবে। আমাদিগের কায়স্থসভার সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় অবিলম্বে এই সমস্ত নিয়মানুসারে কার্য্য আরম্ভ করিয়া একটী পঞ্চায়ত-সমিতি নির্ম্মাণ করিবেন।

৪। দৈববাণী—বাগেরহাট কায়স্থসভার সহকারী সম্পাদক কায়স্থপ্রদীপের প্রণেতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা লিখিতেছেন—"গত জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে নিদাঘপ্রপীড়িত হইয়া রাত্রি একটা পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া কালহরণ করিতেছি, এমন সময়ে একটী অশরীরী দৈববাণী আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল;—

"ভয় কি সত্যমেব জয়তে।
ক্ষত্রিয়ই চিরকাল সমাজ রক্ষা করেন।
তোমরাও পারিবে। দেখ ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ক্ষত্রিয়ের পূজা এখনও করিতেছেন॥"

ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ের পূজা! শিহরিয়া উঠিলাম, ভয় আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে, অন্যায় কথা কেন বলিতেছ, ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ের পূজা করে। তখন আবারও শুনিলাম—

"দেখ যত দেবতার পূজা হয় সবই
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ দেবতার পূজা কৈ।"

তখন বিস্মিত হইয়া বলিলাম—রাম কৃষ্ণ কালী দুর্গা সরস্বতী ইত্যাদি দেবতারা অবতার, তাই পূজা করে। তখন আবার দৈববাণী শুনিলাম—

"হারে মূর্খ ব্রাহ্মণ অবতার নাই, বামন শ্রীচৈতন্য ইত্যাদিও অবতার তাঁহাদিগের পূজা কৈ? আর ভবিষ্যৎ পুরাণে দেখ কায়স্থ ভীষ্মের তর্পণও ব্রাহ্মণে করিয়া থাকেন। কায়স্থের আদিপুরুষ চিত্রগুপ্তদেবকেও ব্রাহ্মণে পূজা অর্চ্চনাদি করেন ও ভোজনকালে আহুতি দিয়া থাকেন।"

এই পর্য্যন্ত বলার পর আর কোনও কথার উত্তর পাইলাম না। সমস্ত রাত্রি নানাবিধ চিন্তাতে অতিবাহিত করিলাম। ঘুম হইল না। প্রাতে ক্রিয়াকর্ম্মশীল অনেককেই উক্ত ঘটনা বিবৃত করিলাম। কিন্তু অনেকেই কোন উত্তর না দিয়া নির্ব্বাক্ রহিলেন।

জয় জগদীশ হরে।
ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।
সত্যমেব জয়তে। ওঁ শান্তিঃ। ইতি
শ্রীমন্মথ বর্ম্মণঃ।

৫। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজাপদ্ধতি—ভবিষ্যপুরাণান্তর্গত পুলস্ত্যভীষ্ম-সংবাদে লিখিত আছে—এই পৃথিবীতে সৌদাস নামে এক দুরাচার সর্ব্বপাপে রত নৃপতি ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিয়া স্বর্গ লাভ করেন। পুলস্ত্য কহিলেন—

চিত্রগুপ্তস্য পূজায়া বিধানং কথয়াম্যহম্।
নৈবেদ্যৈর্ঘৃতপক্কৈশ্চ যথাকালোদ্ভবৈঃ ফলৈঃ॥
গন্ধপুষ্পাপহারৈশ্চ ধূপদীপৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
নানাপ্রকারৈর্নৈবেদ্যৈঃ পট্টবস্ত্রৈঃ সুশোভনৈঃ॥
বেণুশঙ্খমৃদঙ্গৈশ্চ পটুহৈশ্চৈব ডিণ্ডিমৈঃ।
চিত্রগুপ্তস্য পূজায়াং শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ॥
নবকুম্ভ সমানীয় পানীয়পরিপূরিতম্।
শর্করাপূরিতং কৃত্বা পাত্রং তস্যোপরি ন্যসেৎ॥
পূজান্তে চ প্রযত্নেন দাতব্যঞ্চ দ্বিজন্মনে।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ তত্র কায়স্থানপি মন্ত্রবিৎ॥
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু দ্বিতীয়ায়াঞ্চ ভারত।
যমঞ্চ চিত্রগুপ্তঞ্চ মমদূতাংশ্চ পূজয়েৎ॥

অতো যমদ্বিতীয়েতি সংজ্ঞা লোকে বভূব হ।
তেষৈব ভগিনীহস্তে ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্॥
নিত্যং যশস্যমায়ুষ্যং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদম্।
দানানি দাপয়েদ্‌যস্তু ভগিন্যৈ চ বিশেষতঃ॥
কালে তত্র চ সংপূজ্য চিত্রগুপ্তঞ্চ লেখকম্।
চিত্রৈশ্চ চিত্রপুষ্পৈশ্চ রক্তচন্দনমিশ্রিতৈঃ।
নৈবেদ্যং দীয়তে তস্মৈ মোদকং গুড়মিশ্রিতম্॥

পূজান্তে চিত্রগুপ্তদেবের ধ্যান,——

মসীভাজনসংযুক্তঃ সদা চরসি ভূতলে।
লেখনীচ্ছেদনীহস্ত চিত্রগুপ্ত নমোঽস্তু তে।
চিত্রগুপ্তং নমস্তভ্যং নমস্তে ধর্ম্মরূপিণে।
তেষাং ত্বং পালকো নিত্যং নমঃ শান্তিং
প্রযচ্ছ মে॥
উৎপত্তৌ প্রলয়ে চৈব ত্যাগে দানে কৃতাকৃতে।
লেখকস্ত্বং সদা শ্রীমাংশ্চিত্রগুপ্ত নমোঽস্তু তে॥
শ্রিয়া সহ সমুৎপন্ন সমুদ্রমথনোদ্ভব।
চিত্রগুপ্ত মহাবাহো! মমাদ্য বরদো ভব॥

আমরা আশা করি, আগামী কার্ত্তিকের সপ্তদশ দিবসে দেবগুরুবারে সমগ্র বঙ্গীয় কায়স্থ আমাদিগের আদিপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিবেন। পূজা-প্রণালী উপরে লিখিত হইল।

৬। কায়স্থমহিলাগণের "দাসী" উপাধি——পূর্ব্ব প্রথানুসারে ব্রাহ্মণেতর জাতির ললনাগণের নামান্তে "দাসী" আখ্যা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তদনুসারে কায়স্থমহিলাগণ চণ্ডালকন্যার সমোপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন। এই প্রকার উপাধি গ্রহণে আর্য্যা ও অনার্য্যা মধ্যে কোনও প্রকার ইতর বিশেষ ছিল না। ব্রাহ্মণরমণীগণ সমস্তই দেবী, আর কায়স্থ, বৈদ্য, নবশায়ক এমন কি মলমূত্রাদি পরিষ্কারকগণের স্ত্রীগণ সমস্তই "দাসী" আখ্যাত হইতেন। এই প্রকারে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ জাতিকে একাকারে পরিণত ও অধঃপাতিত করিতে চেষ্টা ব্রাহ্মণ সমাজের কতদূর প্রশংসনীয় তাহা প্রতিভার পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। বিগত চারি শত বৎসর মধ্যে, অর্থাৎ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজ, সমাজসংস্কারের কোন চেষ্টা করেন নাই। ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে বঙ্গীয় কায়স্থজাতি ধন ও জনবলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহারা যখন সমাজসংস্কারের চেষ্টা করেন, তখন ব্রাহ্মণগণ চীৎকার করিয়া উঠেন যে, সমাজ একাকার হইয়া গেল। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ অজ্ঞানতা নিবন্ধন একটা কাল্পনিক ব্রাহ্মণ-ভক্তিতে আবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের প্রশস্ত ললাটে 'দাস' শব্দ লিখিয়া ক্ষান্ত হন নাই, কায়স্থজাতির ললনাগণের সপ্তমীচন্দ্রবৎ ললাটদেশে 'দাসী' শব্দ লিখিয়া দিয়া আত্মসম্মানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে 'দাসী' শব্দের স্থলে পুরুষের উপাধি ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ইত্যাদি ব্যবহৃত হইতেছে। যথা শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ; কিন্তু ঘোষ, বসু ইত্যাদি পুংলিঙ্গ বাচক, স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সহিত পুংলিঙ্গ শব্দ সংযোজিত হইলে কোন্ লিঙ্গে শব্দ গৃহীত হইবে তাহা ব্যাকরণশাস্ত্রে লিখিত নাই। যেমন মহাত্মা মার্টিন লুথার খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণকে পোপের দাসত্ব হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ বর্ত্তমান যুগে বঙ্গীয় কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণের দাসত্ব হইতে প্রজাশক্তিকে উদ্ধার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এই মহামঙ্গলকর কার্য্যের অনুষ্ঠাতৃগণ প্রকৃতই ধন্য। কায়স্থগণ মধ্যে এইক্ষণে যাঁহারা ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারা এই দাস দাসী শব্দের স্থলে দেব দেবী শব্দ ব্যবহার করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থজাতির আত্মসম্মান কতক বজায় রাখিয়াছেন। যে সকল কায়স্থমহাত্মাগণ তাঁহাদিগের ললনাগণের দাসেয়ী অবস্থা মোচন করিয়াছেন তাঁহারা ধন্য। কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! আর কতকাল আপনাদিগের মহিলাগণ প্রকৃত আর্য্যা রমণী হইয়াও দাসী সেবিকা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া অনার্য্যের ন্যায় সমাজে বাস করিবেন? আপনারা জাতিগত আত্মসম্মানের দিকে একবারও লক্ষ্য করিবেন না! হে বঙ্গজ, উত্তররাঢ়ীয় কুলীনমহোদয়! আর কতকাল আপনারা ও আপনাদিগের রমণীগণ জঘন্য শূদ্রজাতির ন্যায় বঙ্গে বাস করিবেন? শুনিলাম আগামী লোকগণনা উপলক্ষে ব্রাহ্মণ, দ্বিজ, ও অদ্বিজ এই তিনভাগে হিন্দুজাতি বিভক্ত হইবেক। আপনারা কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইবেন উপনীত না হওয়াতে দ্বিজ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিলেন না, নিম্নস্তরের আচণ্ডাল সমস্ত জাতি যে অদ্বিজ তাহার মধ্যে আপনাদিগের মাথা গুঁজিবার কোন রকমে হিন্দুজাতির মধ্যে একটু স্থান পাইবেন হা বিক্!

সম্পাদকস্য।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

আগমনী।

১

মলিন মেঘের মালা লইয়া বরষা গত,
শুভ শুভ্র বেশে আজি শরৎ সমুপাগত;
নীলাকাশ সুনির্ম্মল,
শুভ্র জ্যোৎস্না সমুজ্জ্বল,
শুভ্র শুভ্র মেঘখণ্ড ভাসিয়া যাইছে কত,
মধ্যে মধ্যে শোভা পায় শুভ্র তারা শত শত।

২

নির্ম্মল নদীর জল সুশান্ত তরঙ্গ তার,
হংসগণ দলে দলে যেন শুভ্র ফুল-হার—
ভাসিছে আনন্দ মনে,
খেলিছে তরঙ্গ সনে,—
পুলিনে চাহিয়া দেখ কাশকুসুমের ভার,
যতদূর যায় আঁখি শুভ্রতার কি বাহার!

৩

সরোবরে দীর্ঘিকায় হ্রদে পল্বলের জলে,
কমল কুমুদ কত ফুটিয়াছে দলে দলে,
শুভ্র ফুল শত শত
তাহাতে সৌরভ কত!
লক্ষ লক্ষ মধুব্রত আসিয়াছে সেই স্থলে;
গুঞ্জরি গুঞ্জরি যেন কত চাটুকথা বলে!

৪

শেফালী অগস্ত্য বৃক্ষে শুভ্র শুভ্র অগণন,
ফুটেছে কুসুম-কলি মোহিয়া মানব-মন;
গ্রামসীমা বহির্ভাগে,
কেমন মনোজ্ঞ রাগে,
কেদারে হরিদ্‌বর্ণ শোভে ধান্য তৃণগণ!
কমলার লীলাক্ষেত্র দরিদ্রের মহাধন।

৫

বরষার ধারাজলে ধৌত করি কলেবর,
শরতে প্রকৃতি-রাণী ধরেছেন মনোহর
নব ভূষা, নব বাস,
বদনে নূতন হাস,
নূতন কুসুম-রাশি সুসজ্জিত থরে থর,
সৌরভ বহিছে অঙ্গে কেমন নূতনতর!

৬

এত বেশ, এত ভূষা, কার তরে প্রয়োজন?
কি হেতু প্রকৃতি আজি করে এত আয়োজন?
বিশ্বের ঐশ্বর্য্যরাশি,
বিশ্ব-সুষমার হাসি,—
লইয়া এসেছে আজি তুষিতে কাহার মন?
কার তরে হয় আজি এ বিপুল আয়োজন?

৭

প্রভাত-বায়ুর মুখে, নদীর তরঙ্গরবে,
পাখীর কাকলীগানে, প্রকৃতি বলিছে সবে—
"বিশ্বারাধ্যা বিশ্বেশ্বরী,
অহেতুক কৃপা করি,
দেখা দিতে জগজনে আসিছেন এই ভবে,—
সকলে প্রফুল্ল মনে কর আয়োজন তবে।"

৮

ধন্য এ ভারতভূমি, সুধন্য আশ্বিন মাস,
ধন্য মোরা, করি যারা, এই দিব্য দেশে বাস;
ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, আর
বীর্য্য, যশ, জ্ঞান যার
সেবা করে শ্রীচরণ চির আজ্ঞাবহ দাস;—
তাঁর দরশন পাব,—এ নহে সামান্য আশ!

৯

দরিদ্র অজ্ঞান ঘোরা কি করিব আয়োজন?
আনি না করিব তাঁর কেমনেতে আবাহন?
বিশ্বের ঐশ্বর্য্যে যাঁর
একমাত্র অধিকার,—
কি দিয়া তুষিব তাঁয়? বৃথা সেই আকিঞ্চন!
তাঁর দ্রব্য তাঁরে দিয়ে কেন বৃথা বিড়ম্বন!

১০

এস ভাই বঙ্গবাসি, শুন মোর নিবেদন,—
একত্র মিলিয়া সবে করি মার আবাহন;
হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি,
তাঁর পায় পুতাসক্তি,
একমনে একবাক্যে লয়ে এই দিব্য ধন—
করযোড়ে সবে মিলি করি মার আবাহন।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

শূদ্রতা ও ক্ষুদ্রতা।*

১

শূদ্রতা ক্ষুদ্রতা মাত্র, আর কিছু নয়,
কায়স্থ কি সেই শূদ্র? তাও কভু হয়!
সে সাহস আছে কার?
বল দেখি একবার
"কায়স্থ শূদ্রের জাতি"—মূর্খ সে নিশ্চয়;
ব্রহ্মশাস্ত্রে সে অধম,—সেই পাপাশয়!

২

খোল দেখি ধর্ম্মশাস্ত্র,—শ্রুতি স্মৃতি আর,
পুরাণ নাটক কাব্য—যা আছে তোমার;
শূদ্রের লক্ষণ বর্ম্ম,
পাপপুণ্য কর্ম্মাকর্ম্ম,
কিবা তার ব্যবসায় কিবা ব্যবহার,
কায়স্থের সহ কিছু আছে ঐক্য তার?

৩

শূদ্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ধরম তাহার
ত্রিবর্ণের সেবা মাত্র,—কিছু নাহি আর!
শূদ্র সে দ্বিজের ভৃত্য,
কুক্কুরের মত নিত্য
সেবিবে প্রভুরে সদা, স'বে অত্যাচার;
এই তার অধিকার,—এই পুরস্কার!

৪

সেবা তার কার্য্য কিন্তু না লবে বেতন,
পাতের উচ্ছিষ্ট অন্ন করিবে ভোজন,
ছিন্ন পরিচ্ছদ ল'য়ে—
গায়ে দিবে সুখী হ'য়ে,
খড় কুটা যতনেতে করি আহরণ
শয্যা করি তাহাতেই করিবে শয়ন।

৫

ধন-বিদ্যা-জ্ঞানার্জ্জন নিষেধ তাহার,
কোনরূপ ধর্ম্মে তার নাহি অধিকার;
ধর্ম্মশাস্ত্র স্পষ্টস্বরে,
দিয়াছে নিষেধ ক'রে,
শূদ্র তুমি, সাবধান করি বারবার,
করিবে না ধনার্জ্জন প্রাণান্তে তোমার।

৬

পুত্র কন্যা পত্নী যদি অনাহারে মরে
কি ক্ষতি তাহাতে? মৃত্যু তাহাদেরি তরে;
তবু যেন, সর্ব্বনাশ!
করো না গোসেবা চাষ,
বাণিজ্যাদি উচ্চবৃত্তি শূদ্র কভু করে?
সেবক সেবক শূদ্র বিধাতার বরে!

৭

"ওম্" এই বাক্য যদি করে উচ্চারণ,
শূদ্রের প্রাণান্ত দণ্ড—শাস্ত্রের লিখন;
খুলে দেখ রামায়ণ,
নিজে যিনি নারায়ণ
সমস্ত ভারতবর্ষ করি অন্বেষণ,
শূদ্র-তপস্বীর শির করিলা ছেদন! †

৮

শস্ত্র বল, শাস্ত্র বল, ধনধান্য আর,
বিদ্যা বল, জ্ঞান বল, যা ইচ্ছা তোমার—
শিল্প বা বাণিজ্য কত,
গৌরবের বস্তু যত,
ছিল কোনকালে এই ভারতমাতার;
শূদ্রের তাহাতে কভু নাহি অধিকার।

৯

শূদ্র সে অনার্য্য, দাস, পাপিষ্ঠ, পামর,
ঘোরতর নীচ দস্যু, ঘৃণিত তস্কর,
আর্য্যসন্তানের ঠাঁই,
শূদ্রের সম্মান নাই,
শূদ্র যে নিতান্ত ক্ষুদ্র, নিতান্ত ইতর;
ধরায় তেমন নাই পাষণ্ড বর্ব্বর।

১০

কুক্কুরের মত সেই শূদ্রের জীবন,—
করিবে প্রভুর সদা চরণ লেহন,
নাহি মান, অপমান,
নাহি ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান,
উচ্ছিষ্ট অন্নেতে করে উদর পূরণ!
শূদ্রের সমান নীচ কে আছে এমন?

১১

ধর্ম্মশাস্ত্র-বাক্য আমি করেছি উদ্ধার,
একটী নিজের কথা নাহিক আমার;
বিশ্বাস না যদি কর,
খোল মনু, পরাশর,
যাজ্ঞবল্ক্য আপস্তম্ব—যা আছে তোমার,
পড়ি দেখ, তবে কথা বলিও আবার।

১২

কায়স্থ কি এই শূদ্র? হে ভারতবাসি,
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, তোমারে জিজ্ঞাসি,
দেখেছ কি কোনদিন,
কায়স্থ এতই হীন—
উচ্ছিষ্ট আহার ক'রে দাসত্ববিলাসী?
দেখেছ কি কোন দেশে? বল না প্রকাশি।

১৩

অন্যবর্ণ দূরে থাক, বলহ ব্রাহ্মণ,—
দেখেছ কি কোনদিন কায়স্থ-নন্দন
তোমার দাসত্ব করে,
এঁটো খেয়ে কাপি প'রে
করিয়াছে নরাধম জীবন ধারণ?
বল না,—বদনে কেন না সরে বচন?

১৪

মিথ্যা কথা!—দেখ চেয়ে সকল সময়,
সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি যুগচতুষ্টয়,

---

* "ক্ষুদ্র" উচ্চারণ করিতে গেলে "কৃষুদ্র" এইরূপ উচ্চারিত হয়। "ষ" পরে "শ"-এ এবং হ্রস্ব উকার দীর্ঘ ঊ-এ পরিণত হইয়া "শূদ্র" হইয়া গিয়াছে, এইরূপ অনেকে অনুমান করেন। ভাষাতত্ত্ববিদ্ মহাশয়দিগের নিকট এরূপ পরিবর্ত্তন নিতান্ত পরিচিত ব্যাপার সন্দেহ নাই।

† শূদ্র তপস্বী শম্বুক-বধবৃত্তান্ত রামায়ণ ও ভবভূতি প্রণীত উত্তররামচরিত নাটকে দ্রষ্টব্য।

রাজ্যের সমস্ত ভার,
কায়স্থের অধিকার ;
সন্ধি বিগ্রহাদি আর জয় পরাজয়,
কায়স্থের করায়ত্ত রাজনীতিচয়।

১৫

মহাসান্ধিবিগ্রহিক, সচিবপ্রধান,
বিচারক আদি পদে কায়স্থ-সন্তান,
মোক্ষ কাম ধর্ম্ম ধন,
করিয়াছে উপার্জ্জন,
রাজার প্রজার কাছে আদর সমান,
হিন্দু ও অহিন্দু রাজা করেছে সম্মান।

১৬

এখনো চাহিয়া দেখ, যদিও সকলে,
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র দলে দলে,
কায়স্থের বৃত্তি তরে,
কত আকিঞ্চন করে,
তথাপি কায়স্থ দেখ প্রতিভার বলে,
বসিতেছে গিয়া তার নিজ উচ্চস্থলে।

১৭

দেশে বিদেশেতে দেখ অসংখ্য ব্রাহ্মণ,
কায়স্থের অন্নে নিত্য হ'য়েন পালন ;
সে কায়স্থ শূদ্র হ'লে,
কি যে তার ফল ফলে,
শাস্ত্র খুলে একবার দেখেছ কখন ?
কি দুর্দ্দশা ! হায় হায় কি অধঃপতন !

১৮

মিথ্যা কথা।—পৃথ্বী যদি প্রবেশে পাতাল,
তথাচ কদাপি সিংহ না হয় শৃগাল !
তেমনি কায়স্থ জাতি,
সকলে সিংহের জাতি,
থাকিবে সিংহের মত জেনো চিরকাল,
হবে না শূদ্রত্বে নত যত দাও "গাল"।

১৯

শুন ভাই, দেখ চেয়ে—রাজপুত্র সবে—
তোমরা,—এ হীন বেশে কেন আর র'বে ? (১)
এতদিন ছিল ভ্রান্তি,
হয়েছে তাহার শান্তি,
ধরহ নিজের বেশ জয় জয় রবে,
উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে বল ভাই তবে,—
"যাবন্মেরৌ স্থিতা দেবা যাবদ্গঙ্গা মহীতলে।
চন্দ্রার্কৌ গগনে যাবৎ তাবৎ ক্ষত্রকুলে বয়ং॥"

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

(১) সাংখ্যদর্শনে "রাজপুত্রবৎ" সূত্র আছে। তাহার ভাব এই যে, একটী রাজপুত্র নিজের অবস্থা ও কুলশীল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া কতকগুলি ইতর লোকের সহিত শৈশবকাল হইতে পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন এবং তদ্ধেতু নিজে যে রাজপুত্র তাহা ভুলিয়া ইতরজনোচিত ব্যবহার করিতেন। একদা প্রধান রাজামাত্যের সহিত রাজপুত্রের সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি রাজপুত্রের প্রকৃত অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্রের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানসঞ্চার হইল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ ইতর সংসর্গ পরিত্যাগ করতঃ রাজধানীতে গিয়া রাজপুত্রোচিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। জীবও সেইরূপ ভ্রান্ত হইয়া থাকে। কোন সদ্‌গুরুর প্রসাদাৎ তাহার প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইলে তাহার অবিদ্যাজনিত বন্ধ ক্ষয় হইয়া যায় এবং সে মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

প্রকৃতপক্ষে আমরা ক্ষত্রিয়,—রাজপুত্র; তবে এতকাল যে কারণেই হউক ভ্রান্তিবশে আমরা ইতরজনের সহিত ইতরের মত ছিলাম। এক্ষণে সমাজের শুভার্থী মহোদয়গণের কৃপায় আমাদের সেই ভ্রান্তি ঘুচিয়াছে ; তবে কেন আমরা রাজপুত্রোচিত আচার ব্যবহার গ্রহণ না করিব ? অবশ্যই করিব।

এই কবিতায় শূদ্রের হীনত্বব্যঞ্জক যাহা কিছু বলা হইয়াছে, সমস্তই ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে গৃহীত,—একটীও লেখকের স্বকপোলকল্পিত নহে। কায়স্থ পত্রিকা এবং প্রতিভায় এই সম্বন্ধে মূল শ্লোকগুলি অনেক বার উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়,—সুতরাং সেই সংস্কৃত বাক্যগুলি পুনরুদ্ধার করিবার আবশ্যকতা নাই। আমার ইচ্ছা আছে শূদ্রবর্ণের অধিকার সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব শীঘ্রই পত্রস্থ করিব। লেখক।

বিদুরনীতি।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৩)

অশ্রুতশ্চ সমুন্নদ্ধো দরিদ্রশ্চ মহামনাঃ।
অর্থাংশ্চাকর্মণাপ্রেপ্সুর্মূঢ় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥৩৫॥
করে নাই বিদ্যালাভ কখন জীবনে,
তথাচ পণ্ডিত বলি গর্ব করে মনে,
কর্ম না করিয়া অর্থ চাহে যেই জন,
মূর্খ সেই নরাধম, বলে জ্ঞানিগণ ॥৩৫॥
স্বমর্থং যঃ পরিত্যজ্য পরার্থমনুতিষ্ঠতি।
মিথ্যাচরতি মিত্রার্থে যশ্চ মূঢ় স উচ্যতে ॥৩৬॥
আপন কর্ত্তব্য কভু না করি পালন,
পরের কর্ত্তব্য হেতু ধায় যেই জন,
বন্ধুজন সহ করে মিথ্যা ব্যবহার,
মূর্খ তারে বলে সবে জগৎ মাঝার ॥৩৬॥
অকামান্ কাময়তি যঃ কাময়ানান্ পরিত্যজেৎ।
বলবন্তং চ যো দ্বেষ্টি তমাহুর্মূঢ় চেতসম্ ॥৩৭॥
অনুরক্ত জন প্রতি না করে যতন,
বিরক্ত জনের পাছে ধায় যার মন,
দ্বেষ করে অনর্থক বলবান্ জনে,
মূঢ়চিত্ত সেইজন সকলেই ভনে ॥৩৭॥
অমিত্রং কুরুতে মিত্রং মিত্রং দ্বেষ্টি হিনস্তি চ।
কর্ম্ম চারভতে দুষ্টং তমাহুর্মূঢ়চেতসম্ ॥৩৮॥
শত্রু প্রতি মিত্রভাব করে আচরণ,
দ্বেষ করে মিত্রজনে, করয়ে হনন,
অশুভ কর্ম্মেতে প্রীতি করে যেই জন ;
মূঢ়চিত্ত বলি তারে জানে জ্ঞানিগণ ॥৩৮॥
সংসারয়তি কৃত্যানি সর্বত্র বিচিকিৎসতে।
চিরং করোতি ক্ষিপ্রার্থে স মূঢ়ো ভরতর্ষভ ॥৩৯॥
করে যেই নানারূপ কার্য্যের বিস্তার,
অথচ সকল কার্য্যে শঙ্কা অনিবার,
শীঘ্রসাধ্য কার্য্যে করে বিলম্ব যেজন,
মূঢ়মতি সেইজন জানিও রাজন্ ॥৩৯॥
শ্রাদ্ধং পিতৃভ্যো ন দদাতি দৈবতানি ন চার্চতি।
সুহৃন্মিত্রং ন লভতে তমাহুর্মূঢ়চেতসম্ ॥৪০॥
জনক জননী প্রতি শ্রদ্ধা নাহি যার, *
অর্চ্চনা নাহিক করে কোন দেবতার,
আদর সম্মান নাহি করে বন্ধুজনে।
মূঢ়চিত্ত সেইজন এ ভব-ভবনে ॥৪০॥
অনাহূতঃ প্রবিশতি অপৃষ্টো বহুভাষতে।
অবিশ্বস্তে বিশ্বসিতি মূঢ়চেতা নরাধমঃ ॥৪১॥
বিনা আবাহনে যেই করে আগমন,
না পুছিতে বাক্য যেই বলে অগণন,
অবিশ্বাসী জনে করে বিশ্বাস স্থাপন,
মূঢ়চেতা নরাধম হয় সেই জন ॥৪১॥
পরং ক্ষিপতি দোষেণ বর্তমানঃ স্বয়ং তথা।
যশ্চক্রুধ্যতানীশানঃ স চ মূঢ়তমো নরঃ ॥৪২॥
যে দোষে আপনি লিপ্ত আছয় সদাই,
অপরের প্রতি দেয় অভিযোগ তাই,
শক্তি নাই কিন্তু ক্রোধ আছে বিলক্ষণ,
মূর্খতম নরাধম ধরায় সে জন ॥৪২॥ ক্রমশঃ

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

* অনেক বৈদিক পণ্ডিতের মত এই যে, মৃতক শ্রাদ্ধ অবৈদিক,—অর্থাৎ বেদের সংহিতা ভাগে মৃতক শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা নাই এবং এই মৃতক শ্রাদ্ধ পরে প্রচলিত হইয়াছে। সেইহেতু এইরূপ অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। নচেৎ প্রথম পংক্তিটীর

"শ্রাদ্ধ নাহি করে যেই পিতার মাতার"

এইরূপ অনুবাদ করিলে বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত হয়। লেখক।

বঙ্গে কায়স্থোপনয়ন।

বাঙ্গলার কায়স্থসমাজে উপনয়নসংস্কার-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইতেছে। বাঙ্গলার শ্রেণী-চতুষ্টয়ের কায়স্থসমাজের অতি সামান্য সংখ্যক ব্যক্তি উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রেণীচতুষ্টয়ের কায়স্থসমাজের জনসাধারণ কেন, প্রত্যেক সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তি-গণ ঐ সংস্কারগ্রহণের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন, কার্য্যতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। কতদিনে বাঙ্গালী কায়স্থগণ এই সনাতন প্রথা একান্ত গ্রহণীয় বলিয়া বুঝিতে পারিবেন তাহা ভগবান্ জানেন। আশা আছে কায়স্থগণের আর্য্যাভিমান থাকিলে, ভারতের বিশাল কায়স্থ-জাতি বাঙ্গালী কায়স্থগণের জ্ঞাতি, এ ধারণা হইলে এই সংস্কারগ্রহণের কোন বিঘ্ন হইবে না। বাঙ্গলার শ্রেণীচতুষ্টয়ের কায়স্থগণ মধ্যে বিদ্যা-বিভবসম্পন্ন লোকের অভাব নাই। এরূপ স্থলে তাঁহাদিগের মধ্যে উপনয়নসংস্কার গ্রহণের বিলম্ব দেখিলে মনে হয় যে, শ্রেণীচতুষ্টয়ের কায়স্থসমাজ মধ্যে সংস্কারগ্রহণ সম্বন্ধে যথোচিত আলোচনা এখনও হয় নাই। বাঙ্গলার কায়স্থসমাজে উপনয়নসংস্কার কেন প্রবর্ত্তিত হইতেছে ও এই সংস্কারগ্রহণ দ্বারা কায়স্থ-সমাজের লাভালাভ কি এরূপ প্রশ্নের মীমাংসা অনেকেই করিতে পারেন নাই। যাহা চলিতেছে তাহাই হউক, ইহাই বাঙ্গালীর স্বভাবের কথা। বাঙ্গলার কায়স্থসমাজ ইহার পূর্ণ বশবর্ত্তী।

বাঙ্গলার শ্রেণীচতুষ্টয়ের কায়স্থগণ কোন্ বর্ণের অন্তর্গত ও তাঁহাদের সমাজে উপনয়ন-সংস্কার কেন প্রবর্ত্তিত হইতেছে তদ্বিষয়ে কায়স্থ অকায়স্থ মধ্যে বাদানুবাদ হইয়া থাকে। এই প্রশ্নের মীমাংসা জন্য বহুবিধ পুস্তক পুস্তিকা প্রণীত ও প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। কায়স্থ মহোদয়গণ সেই সকল গ্রন্থাদি পাঠ করিলে জ্ঞাতব্য তত্ত্ব অবগত হইবেন। প্রতি-ভার নব্য পাঠকগণের জন্য বঙ্গে কায়স্থোপনয়ন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল।

ইহা স্থির সিদ্ধান্তের সার সত্য কথা যে ভারতীয় আর্য্যজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বর্ণত্রয় আর্য্য। চতুর্থ শূদ্র অনার্য্য জাতি। উক্ত আর্য্য বর্ণত্রয়ের দ্বারা একদল বর্ণসঙ্কর জন্মিয়াছে। তাহারা অনার্য্য নহে, বর্ণসঙ্কর, উক্ত বর্ণত্রয়ের দ্বারা ও শূদ্রবর্ণের মধ্যেও সঙ্কর উদ্ভব হইয়াছে। তাহারা আর্য্য অনার্য্য মিশ্রিত সঙ্কর। তবেই হইতেছে উক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও তৎসমবায়ে জাত বর্ণসঙ্কর

* কায়স্থগণের বর্ণ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা "কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়", শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা "কায়স্থ-তত্ত্ব", শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা "কায়স্থ-তত্ত্ব বিচার" ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় "কায়স্থ-কথা" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। কায়স্থপত্রিকা আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় বাঙ্গলার কায়স্থজাতির ইতিহাস ও ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ সম্বন্ধে বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার উদ্যোগে যে ব্যবস্থাপত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেও সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ আছে। লেখক।

আর্য্যজাতি, এবং শূদ্রে মিশ্রিত আর্য্য অনার্য্য বর্ণসঙ্কর ও শূদ্র।

আর্য্যঋষিগণ মধ্যে পরস্পরে কোন বিষয়ে মতভেদ থাকা দৃষ্ট হয়। তাহার সামঞ্জস্য-বিধান একরূপ করিয়া সমাধান হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ শব্দসাহায্যে যে সকল সিদ্ধান্ত করিতেছেন তাহার সমন্বয় করা অসাধ্য। কেহ কেহ বলেন যে, "স্কাইথিয়া" দেশ হইতে যে সকল লোক এদেশে উপনিবেশী হয়েন, তাঁহারাই "কায়স্থ" নামে পরিচিত হইয়াছেন। শব্দ-সাহায্যে প্রত্নতত্ত্ব নানাপ্রকারে আলোচিত হইতেছে ও হইবে তাহাতে আস্থাস্থাপন যুক্তি-সঙ্গত নহে। বাঙ্গলার কায়স্থগণ যে ঐ প্রকারের "স্কাইথিয়ান" কায়স্থ নহেন অথবা তাঁহারা শূদ্রবর্ণ বা বর্ণসঙ্করের মধ্যে গণনীয় নহেন তাহা বাহুল্যভাবেই গত কয়েক বৎসর হইতে আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গলার কায়স্থ-গণ যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসী কায়স্থ-গণের ন্যায় চিত্রগুপ্তবংশীয় ও তাঁহারা ক্ষত্রিয়-বর্ণের অন্তর্গত এবিষয় বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। যে দেশের যে সকল লোক শৈশব-কাল হইতেই পিতৃমাতৃকুলের নাম অভ্যাস করে যে সকল লোকের বংশপরিচয় কুলকথা নিত্য গানের বিষয়, যে দেশের লোক স্বজাতি ও স্ববংশের গৌরবকথা প্রকাশ করিয়া জাত্যভি-মান ও কুলাভিমানের পরিচয় দিয়া থাকে, যে সকল জাতির কুলকথা লেখন পঠন হয় তাহারা বংশের পরিচয়ে কখনই সন্দিহান হইতে পারে না।

ভারতবর্ষে আর্য্যগণ মধ্যে প্রথমে যে ধর্ম্মের প্রচলন ছিল তাহা বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়। তাহাই বৈদিক ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইতেছে। পরে পুরাণাদির দ্বারা যে মত সংবদ্ধ হইয়াছে তাহাকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। ঋষিগণ শাস্ত্রকারক ঋষিবংশীয় ব্রাহ্মণ-গণ তাহার রক্ষক। রামায়ণ মহাভারতের পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানালোচনা ও ঋষিবাক্যের প্রাধান্যরক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন। কাল-মাহাত্ম্যে ঋষিবংশের মধ্যে তপোবনবাসী মহা-পুরুষের অন্তর্ধান হইতেছিল। সেই সময়ে ভারতে বৌদ্ধমতের উদ্ভব হয়। বৌদ্ধমত দীর্ঘ-কাল ভারতে বিস্তারিত হইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে নিষ্প্রভ করিয়াছিল। ভারতের বৌদ্ধমত চীন জাপান ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অশোকের শাসনাবলী নানাস্থানে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

ভারতে বৌদ্ধমতের উদ্ভব ও একদা ভারতে ইহার পরিব্যাপ্তি থাকিলেও ভারতে তাহা বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। একদা ভারতের অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণের শাসন সময়ে বৌদ্ধমতের প্রাবল্যকালে ভারতের শিল্পবাণিজ্যাদির উৎকর্ষ হইয়াছিল। বৌদ্ধগণের জ্ঞানাতিশয্য লাভেরও পরিচয় আছে। অথচ সেই বৌদ্ধমত ভারতে স্থায়ী হইল না কেন, ইহা ভাবিবার বিষয় বটে।

বৌদ্ধমতের আবির্ভাব সময়ে ও তৎপরে যে কাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধমতাবলম্বীগণের মধ্যে প্রতিভাশালী মহাত্মাগণের জন্ম হইয়াছিল, সেকাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধমতের উন্নতির চরম সীমা। জ্ঞানবৃদ্ধতা হেতু কেহই উহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। ভারতে মহাপুরুষ শাক্যমুনির পুরোধান ও তন্মতাবলম্বীগণের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধ

পাণ্ডিত্যের অভাব হেতু ভারতে বৌদ্ধমত নিষ্প্রভ হইলেও চীন প্রভৃতি দেশে বুদ্ধদেবের কৃপায় ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতের জন্ম হইতেছিল। তাঁহারা বৌদ্ধমতের যে সকল ব্যাখ্যা করিতেন তাহাই ভারতীয় বৌদ্ধগণের গ্রহণীয় ছিল। কিন্তু ভারতীয় বৌদ্ধগণ ঐ সকল ব্যাপারে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ভারতীয় প্রতিভার পরিবর্ত্তে তাঁহারা বৈদেশিক প্রতিভার অনুকরণে নীরব ছিলেন। এই সময়েই হিন্দুসমাজে শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ পণ্ডিতগণের আবির্ভাব হয়। তাঁহারাই বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া শাস্ত্রের প্রাধান্য স্থাপন করেন। বৌদ্ধাবতারের লীলাভূমি ভারতের বৌদ্ধগণ বৈদেশিক বুদ্ধশিষ্যানুশিষ্য পণ্ডিতকে গুরুস্থানে পূজা করিতে সন্দিহান হয়েন। ইহার ফলে যে বৌদ্ধমতাবলম্বীগণ হিন্দুশাস্ত্রের প্রাধান্যের বশবর্ত্তী হইবেন তাহা বিচিত্র নহে।

আর্য্যঋষিগণ তপোবলে ভারতের ভবিষ্যদ্বংশীয় লোকদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যে সকল বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন তাহা সর্ব্বকালের উপযোগী ছিল। যে সময়ে কাল পরিবর্ত্তনে লোক চরিত্র পরিবর্ত্তন যেমন হইবে তদুপযোগী ব্যবস্থা শাস্ত্রে বিদ্যমান আছে। পরিবর্ত্তন জগতের যে বৈচিত্র তাহা পালনের উপায় ঋষিগণ করিয়াছেন। যে সময়ের যে প্রকার প্রকৃতিগত লোক হইয়াছে তদনুরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় ও সামাজিক বিধি ব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছে। কালের উপযোগী ব্যবস্থা হিন্দুশাস্ত্রে অভাব নাই। সাকার-নিরাকারবাদ, বৈষ্ণব শৈব শাক্ত, সম্প্রদায় ভেদ, মনু পরাশর প্রভৃতির বিধি ব্যবস্থাই তাহার পরিচয়।

বৌদ্ধমতকে পরাজয় করিলেও বুদ্ধাবতারকে হিন্দুগণ অবতার বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। ইহার দ্বারায় হিন্দুমতের সহিত বৌদ্ধমতের মিলন করা হইয়াছে। হিন্দুরা বুদ্ধদেবকে অবতার স্বরূপ মানিলেও তিব্বতের লামাকে বৌদ্ধাবতার স্বরূপ মান্য করেন নাই। অন্য দেশের বৌদ্ধমতাবলম্বী মহাপুরুষগণ ভারতবাসীর নিকট আদৃত ছিল এরূপ প্রমাণাভাব। বুদ্ধাবতার ভারতের ঋষি স্বরূপ ছিলেন। হিন্দুগণ ঋষি বাক্যের সমাদর করিতে জানিতেন। বুদ্ধদেবের শিষ্যানুশিষ্য বৈদেশিক মহাপুরুষের প্রতি ভারতবাসীর সেরূপ শ্রদ্ধা হয় নাই। বেদ স্মৃতি পুরাণাদির বিধিব্যবস্থা ভারতবাসীর জন্য যুগযুগান্তরের গ্রহণীয় বিষয়। শাস্ত্রের শাসনান্তর বাণী যাহাই হউক সকলকেই বেদ স্মৃতি পুরাণাদির শাসন-বাক্যের অধীন থাকিয়া চলিতে হইবেক। বেদ স্মৃতি পুরাণাদি মধ্যে পরস্পর বিরোধী মত থাকিলে তাহাতে অবহেলা করিবার কারণ নাই। ফল কথা যিনি শাস্ত্রের কোন না কোন শাসনবাক্য মানিয়া চলিবেন তিনিই হিন্দু। তবে উচ্চ জাতি ও অন্ত্যজ জাতি বলিয়া যে পার্থক্য।

পৌরাণিক যুগের পর এদেশে তান্ত্রিক মতের উদ্ভব হয়। তান্ত্রিক মতও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অন্তর্গত। বৌদ্ধমত নিরসন কালেই তান্ত্রিক মতের উৎপত্তি। এই তন্ত্র বেদাদি শাস্ত্রের ছায়া লইয়াই রচিত হইয়াছে। বৌদ্ধবিপ্লব যুগে বৌদ্ধ ও হিন্দুগণের হৃদয়ে সহজে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপন জন্যই, তন্ত্রমন্ত্রের সৃষ্টি। পরবর্ত্তী সময়ে আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে তন্ত্রাদি শাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট সামাজিক আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হয়।

সামাজিক আচারব্যবহার পরিবর্ত্তন গুরুতর নহে। আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে ভক্তিপথ প্রদর্শনের জন্য শ্রীচৈতন্যাবতার বঙ্গে আবির্ভূত হয়েন। তাঁহার ভক্তিপথের অনুগমন করিয়া কত পাষণ্ডহৃদয় সুশীতল হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবন্যায় দেশ উদ্বেলিত হইলেও সামাজিক শাস্ত্র শাসনে কতক পরিবর্ত্তন না হইয়াছে এমত নহে। আচণ্ডালে প্রেমবিতরণ তাহার দৃষ্টান্ত। আচণ্ডালে প্রেম বিতরিত হইলেও শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তি পরায়ণ ভক্তমণ্ডলী দশবিধ সংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

বৌদ্ধমতের প্রাধান্য কালে দ্বিজাতিগণের মধ্যেও উপবীতত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায়। পরিণামে বৌদ্ধধর্ম্মের অবসান কালে অনেক দ্বিজাতি প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করেন। * যুদ্ধবিগ্রহ ও বাণিজ্যাদি কার্য্যে প্রাচীন আর্য্যগণ ম্লেচ্ছদেশে থাকায় উপবীত হীন হইয়া পুনরায় এদেশে আগমন পূর্ব্বক উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিতেন। বেদের পর স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি শাস্ত্র ক্রমান্বয়ে প্রাধান্য লাভ করিত ও করিতেছে। ইহার মধ্যেই বিপ্লব বা পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে লঘু গুরু স্বপক্ষ বিপক্ষের জনবল অনুসারে তারতম্য করা হয়। শাস্ত্রের বাদানুবাদ মতদ্বৈধতা এদেশে বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে।

ব্রাহ্মণজাতি সমাজের শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু পরিবর্ত্তন এতই হইয়াছে সেই ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে অনেক সম্প্রদায়ের জল ব্রাহ্মণেতর জাতিও পান করেন না। কতক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণেতর জাতির জলপানে বিরত। কতক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণেতর জাতির জলপান করেন ও তাহার পৌরোহিত্যও করেন। কোন কোন ব্রাহ্মণ আপনার পরিণীতা স্ত্রীর হস্তেও আহারাদি করেন না। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের পৌরোহিত্য কার্য্য যে সকল ব্রাহ্মণ করিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে পতিত ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশী। মনুক্ত নিষিদ্ধ কর্ম্মের দ্বারায় অনেক ব্রাহ্মণ পতিত হইতেন। এখন কিন্তু অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছে। যাহাই হউক ব্রাহ্মণ পতিতই হউন বা অনাচারী হউন তাঁহারা কোন কোন জাতি অবলম্বন করতঃ পৌরোহিত্যাদি কার্য্যে আপনাদের ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিয়াছেন। ইহা ব্রাহ্মণজাতির গৌরবের বিষয়। ইহারাই হিন্দুজাতির ব্যষ্টি ও সমষ্টি রক্ষার সহায় হইতেছেন।

প্রাগুক্ত বর্ণনার দ্বারায় ভারতে যুগধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের প্রমাণ হয়। দেশের লোকের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সামাজিক তত্ত্ব, শিল্পবাণিজ্যাদি তত্ত্ব আলোচনা করিলে এই সকল বিষয়ের পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে অলক্ষিতভাবে অনুসৃত হইতেছে তাহা বিলক্ষণরূপে প্রমাণিত হয়। কালের পরিবর্ত্তনকে উপেক্ষা করা মানুষের অসাধ্য। শাস্ত্রের লিখিত শাসন দ্বারা পণ্ডিতগণ পরিবর্ত্তনস্রোত প্রবাহিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হইতে পারে ইহার মধ্যে অনেকের অভিলষিত পরিবর্ত্তনস্রোত প্রবাহিত হইবার সময় বা স্থান হইতেছে না। বাঙ্গলার কায়স্থজাতির উপনয়নসংস্কার রূপ পরিবর্ত্তনের যে ব্যবস্থা পণ্ডিতমণ্ডলী প্রদান করিয়াছেন তাহার সময় বা স্থানের অভাব নাই। পশ্চিমদেশীয় কায়স্থগণ যে সংস্কার

* শঙ্করদিগ্বিজয় পাঠে জানা যায় যে শঙ্করাচার্য্যের উপদেশে শতসহস্র নিরুপবীত ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছিলেন। সম্পাদক।

দীর্ঘকাল গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন বাঙ্গলার কায়স্থগণের পক্ষে তাহা অব্যবস্থাসূচক বলা কি সঙ্গত কার্য্য?

বাঙ্গলার চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থগণ বহু কাল হইতে বসতবাস করিতেছেন। সেনবংশীয় রাজগণের সময় সোপবীত কায়স্থগণ এদেশে আগমন করেন তাহা ঘটককারিকাদি দৃষ্টে বুঝা যায়। বাঙ্গলার কায়স্থগণ মধ্যে এই সংস্কার দীর্ঘকাল ছিল না বলিয়া কায়স্থজাতির উপনয়নসংস্কার ভিত্তিশূন্য নহে। দুঃখের বিষয় যে কতকগুলি অধ্যাপক পণ্ডিত ন্যায্য ব্যবস্থাদানে কৃপণতা করিতেছেন। ভারতের কায়স্থ ও বাঙ্গলার কায়স্থগণ যে ব্যবস্থা পণ্ডিতগণ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা অশাস্ত্রীয় হইয়াছে ইহা কোন পণ্ডিতই সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই।

বাঙ্গলার কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণের পরেই জনবলসম্পন্ন। কায়স্থগণের জ্ঞানবলও আছে। ধনবলেও কায়স্থগণ হীন নহেন। সুতরাং ব্রাহ্মণের পরেই কায়স্থজাতি অন্যান্য জাতির লোক শিক্ষার পথপ্রদর্শক ইহা বলা যাইতে পারে। কায়স্থগণ যদি বেদাধিকার লাভ, উপনয়ন সংস্কারাদি গ্রহণান্তর আধ্যাত্মিক বলে উন্নত হইতে না পারেন তবে কায়স্থজাতির দৃষ্টান্তে অন্য জাতির অভ্যুত্থান হইবার আশা কি?

অপৌরুষেয় বেদ, ইহার ধ্বংস নাই। বেদাধিকারলাভ দ্বারায় পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণ উন্নত হইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে লোকশিক্ষা ও সদাচার ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ইহা দ্বারা কায়স্থজাতি বেদাধিকারলাভে অধিকারী তাহাও বুঝা যাইতেছে। পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণ বেদাধিকারলাভ দ্বারা উন্নত হইতেছেন; আর বাঙ্গলার কায়স্থগণ শূদ্রজ্ঞানপঙ্কিলে নিমজ্জিত থাকিবেন।

বাঙ্গলার কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ বিষয়ে ভারতময় পণ্ডিতের বিধিব্যবস্থা সংগ্রহ করা অসম্ভব কথা। শাস্ত্রালোচনা দ্বারা যে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা যে অব্যবস্থা মূলক একথা শুনা যায় না। অর্থলোভে পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিয়াছেন ইহাও বাতুলের কথা। কয়েকজন পণ্ডিত রঙ্গপুর জেলার রাজবংশী ও দিনাজপুরের পলীয়াজাতির ক্ষত্রিয়ত্বের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহা অব্যবস্থা হইয়াছে কি না অপর পণ্ডিত তাহার বিচার করুন। ঐ সকল জাতি ক্ষত্রিয় হইলেও কায়স্থজাতির সহিত তাহাদের বহু পার্থক্য বিদূরিত হইবে না। কায়স্থজাতি কায়স্থই থাকিবেন।

কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা উপনয়নসংস্কার মাত্র। বঙ্গীয় কায়স্থগণের অন্য সংস্কারমাত্রেই ক্ষত্রোচিত ভাবে সম্পন্ন হয়। উপনয়নসংস্কার গ্রহণ দ্বারা কায়স্থজাতির মধ্যে একাচার ও একত্ব সম্পন্ন হইবে। বঙ্গদেশের বিভিন্ন জলবায়ুতে কায়স্থজাতির আর্য্যাভিমান দূরীভূত হইয়াছে। উপবীত ধারণ সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য ও শাস্ত্রালোচনা দ্বারা বাঙ্গলার কায়স্থজাতি অন্য যে কোন জাতি ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত হউক না কেন, তদপেক্ষা উচ্চাসনে উপবিষ্ট থাকিবেন।

সাধারণচক্ষে পৈতার বিষয় চিন্তা করিলে তাহাতে কিছু নাই বটে। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে পুরাকালে এই পবিত্র দ্বারা একটী অপূর্ব্বসভ্যতার গঠন হইয়াছিল। যাহার নাম আর্য্য-সভ্যতা। আর্য্যঋষিগণ

বলিয়া পারশিকেরা স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে উপবীত ধারণ করেন। ভারতে এখন যেসকল পৈতাধারী জাতি আছে তাহা উচ্চবর্ণের অন্তর্গত বলিয়াই পরিগণিত। কলিকাতায় পথে পথে পৈতাধারী মুটে দেখা যায়। বাঙ্গলায় যেসকল জাতির পৈতা নাই তাহারা মুটে হইলেও তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকে। কেবল পৈতা দৃষ্টে জাতিকুলের পরিচয় না লইয়া বাঙ্গলার অনেক লোকেই যাহাকে তাহাকে প্রণাম করিয়া শেষে অপ্রস্তুত হয়েন। সুতরাং যজ্ঞোপবীতের মাহাত্ম্য নাই ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? টিকিওয়ালা পৈতাধারী ভট্টাচার্য্য হোটেলে রসনার তৃপ্তি করিতেছেন, সর্ব্বজাতির বোতলের জল চল হইতেছে। সমস্ত জাতির পৈতা হইতে চলিল, পৈতা কেহ মানে না ইত্যাদি কথা বাতুলতার প্রলাপ নহে কি? পৈতা লইয়া কতবার কি হইতেছে ও হইবে। পৈতাধারীও কর্ম্মদোষে স্থানভ্রষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু যজ্ঞোপবীতের উৎকর্ষতা যে শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে তাহা কি ভারত হইতে সমূলে নষ্ট হইবে? বেদবিরোধী বেদনিন্দুক অনেক দিগ্‌গজ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু হিন্দুয়ানীর বিসর্জ্জন কোথায়? সহস্রাধিক বৎসর বৌদ্ধমত এদেশে বদ্ধমূল থাকিয়া অনেক দ্বিজাতিকে নিরুপবীত করিলেও পবিত্রের মূল কার্পাস বৃক্ষ উন্মূলিত হইতে পারে নাই; সেদেশে যজ্ঞোপবীতের প্রলোভন কি কম কথা? ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বেদালোচনা করিতেছেন বলিয়া এদেশের ঋষিবংশধরগণ বেদালোচনা দ্বারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতালাভে পশ্চাৎপদ হইবেন না। মেথরা ভুঁইমালীর পুত্র ডেগুটী হইল বলিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থের পুত্রগণ যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিবেন না। মুচিজাতি আপনাদিগকে ঋষিপুত্র বলিতেছে। হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় ঋষিবংশধর ব্রাহ্মণগণ তাই বলিয়া তাহাদের প্রাধান্য ও সম্মানলাভে বঞ্চিত হইবেন না।

অশৌচসমস্যা অনেকের মনে হইতে পারে। ত্রিশ দিন অশৌচ স্থলে ১২ দিন কেন হয়? অশৌচগ্রহণ, পালনকর্ত্তার মনের সংস্কার। মিতাক্ষরার অশৌচ সকল জাতির পক্ষেই সমান। গয়া অঞ্চলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই সমান অশৌচ পালন করে। যে সকল কায়স্থের কন্যা দৌহিত্র শ্রাদ্ধকর্ত্তা সেখানে মৃতের পূর্ণাশৌচ থাকিতে ত্রিরাত্রে শ্রাদ্ধ হইতেছে। কায়স্থগণ যে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন তাহার মন্ত্রের অর্থ এই যে, পুরুষপরম্পরাগত সাবিত্রীভ্রষ্ট থাকায় ব্রাত্য ছিলাম, সেই দোষ দূরীকরণ জন্য এই প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের যে বিধান আছে তদাচরণের সহিত ঋষিবাক্য উচ্চারণ করিলেই প্রায়শ্চিত্ত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব হরিনামোচ্চারণকে সর্ব্বপাপশান্তিকর প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন। সর্ব্বান্তঃকরণে গঙ্গাভক্তিপরায়ণ হইলেও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়; ইহাও মহাপ্রভু জগাইমাধাই-উদ্ধার দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ত্রিশ দিন স্থলে দ্বাদশ দিন হওয়ায় অপবিত্রকর কিছুই নহে।

মৃতব্যক্তির নামের শেষে বংশগত উপাধির পর দাস শব্দ ব্যবহার হইত। প্রায়শ্চিত্তে নিজে এবং ঊর্দ্ধতন পুরুষ সকলকেই পবিত্র করা হয়। উপনীত কায়স্থগণ পবিত্র হইয়া পূর্ব্বপুরুষগণকেও পবিত্র করিয়াছেন। তজ্জন্য দাস শব্দের পরিবর্ত্তে দেববর্ম্মা শর্ম্মা নামের শেষে

বংশগত উপাধির পর ব্যবহার করিলে প্রকৃত ব্যক্তির পরিচয়ের কোন গোল হয় না, ইহাই ব্যবস্থাপকগণ বলেন।

উপনয়নসংস্কারগ্রহণ আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্যতর সোপান। কেবল ফেশিয়ানের দায়ে কেহ পোষাকি পৈতা ধারণ ও প্রায়শ্চিত্ত না করিয়াই দেববর্ম্মা উপাধি গ্রহণ করিলে তাহা ঘৃণার বিষয় ও সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর নহে।

পুত্রকন্যার বিবাহ যখন উপনীত অনুপনীত কায়স্থে হইতেছে তখন আর উপনয়ন কেন? একদল কায়স্থ অনুপনীত থাকিলে ক্ষতি কি? রাজদ্বারে যে নজীর হইয়াছে তাহার অর্থ কায়স্থ সাবিত্রী ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়। তিন পুরুষ যাহাদের পৈতা নাই পরিণামে তিনি হীনাচারসম্পন্নরূপে গণ্য হইবেন। এখন কিছুকাল উপনীত ও অনুপনীত কায়স্থের মধ্যে আদানপ্রদান চলিতে পারে কিন্তু কিছুদিন পর সে ভাব নষ্ট হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যজ্ঞোপবীতের সম্মান নষ্ট হইবে না। মহাভারতেও ক্ষত্রিয়গণের উপবীত ও তদানুষঙ্গিক সদাচার লইয়া হীনাচারের তিরস্কার হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলের দ্বিজাতিগণের মধ্যে যাহারা নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থার লোক তাহাদের মধ্যে যে সদাচার বর্ত্তমান আছে, অন্যান্য ইতর জাতির ধনীদিগের মধ্যেও সেইরূপ সদাচারের অভাব দৃষ্ট হয়। এদেশের অন্ত্যজ জাতিগণের পুরোহিতগণ উপনয়ন ধারণ বলেই অন্ত্যজ জাতির সংস্রবে থাকিয়াও তাহাদের মত হয়েন নাই।

উপনয়নসংস্কারগ্রহণ আর্য্যত্বলাভের পথ প্রদর্শক হইবে। বাঙ্গলার কায়স্থভ্রাতৃগণের নিকট নিবেদন তাঁহারা উপনয়নসংস্কারগ্রহণ দ্বারা বাঙ্গলার কায়স্থজাতির গৌরব সাধন করুন ইতি।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা।

ঋষিযুগ।

ইদা হি তে বেবিষতঃ পুরাজাঃ প্রত্নাস আনু
পুরুকৃৎসখায়ঃ।
যে মধ্যমাস উত নূতনাস উতাবমস্য পুরুহূত
বোধি॥ ঋগ্বেদ ৬।২১।৫

পুরাজাত, পুরুহূত! — প্রাচীন ঋষিরা যত
আধুনিক মত যজ্ঞে ছিলা সখা তব।
মধ্যম নূতন যত সখা তব সেই মত
প্রবোধিত হও শুনি অর্ব্বাচীন স্তব॥

বেদসংহিতা ২য় ভাগ ৩০২পৃঃ

এই মন্ত্রের ঋষি ভরদ্বাজ। ইনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিখ্যাত কৌরবসেনাপতি দ্রোণাচার্য্যের পিতা। ইঁহার পিতার নাম বৃহস্পতি ও ভ্রাতার নাম শংযু। বৃহস্পতি ও শংযুও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। (১)

উপরোক্ত ঋকে ভরদ্বাজ ঋষি, ঋষিযুগকে তিনটি বিশিষ্ট অংশে বিভক্ত করিতেছেন। (১) প্রাচীন (২) মধ্যম (৩) নূতন বা ইদানীন্তন। কবির স্বাভাবিক কবিত্বে এই কালবিভাগ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলিতেছেন এই

(১) ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৭১।৭২ সূক্তের ঋষি বৃহস্পতি শংযুর নামে অনেক সূক্ত দেখা যায় যথা ৬ষ্ঠ মণ্ডল ৪৫।৪৬।৪৮ সূক্ত।

তিন কালের ঋষিরাই যজ্ঞে ইন্দ্রের সখা; তিনি নিজে অধম ও ইদানীন্তন হইলেও সংকৃত স্তব ইন্দ্রের শুনা উচিত। ঐ সূক্তের ৯ম ঋকও দেখুন।

এই তিন কালের ঋষির মধ্যে প্রাচীন কালের ঋষি কাহারা? সায়ণাচার্য্য টীকায় বলিয়াছেন অঙ্গিরারা প্রাচীন ঋষি। আমরাও দেখিতেছি যে বিশ্বামিত্র (৩।৩১।৫) অঙ্গিরাদিগের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে তাঁহারা ইন্দ্রের সাহায্যে বিলু-গুপ্ত গাভীদিগের উদ্ধার করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সমসাময়িক; তিনিও পণিদিগের হইতে উক্ত গাভী উদ্ধারের বৃত্তান্ত বারম্বার প্রকাশ করিয়াছেন। (২) জমদগ্নির মন্ত্রেও অঙ্গিরার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (৩) পরাশর ও গৌতমের মন্ত্রেও তাঁহার উল্লেখ আছে। (৪) ৯ম মণ্ডলের অধিকাংশ সূক্তের ঋষি অঙ্গিরারা; এই মন্ত্রগুলিও সকলই সোম-মন্ত্র। মোক্ষমূলারের স্থলাভিষিক্ত অক্সফোর্ডের বর্ত্তমান সংস্কৃতাধ্যাপক মেক্‌ডোনেল সাহেব বলেন (৫) যে, সোম-মন্ত্রগুলির কবিত্ব অনেকাংশে ইরাণীয় অবস্থাগ্রন্থের সদৃশ এবং আর্য্যজাতির ইণ্ডো-ইরানীয়ান্ সময়ের অর্চ্চনা পদ্ধতি সপ্রমাণ করে। সুতরাং অঙ্গিরা ও তদ্বংশীয় অনেকে যে অতি প্রাচীন ঋষি তদ্বিষয় সন্দেহ হইতে পারে না।

মনুও অতি প্রাচীন কালের লোক। মনু হইতে মানুষ হইয়াছে ইহা অনেক স্থানে বেদমন্ত্রে দেখা যায়। আর্য্য-জগতের সর্ব্বসাধারণ মানুষকে বিশ্ বলিত। (Weber) "যামথর্ব্বা মনুষ্পিতা দধ্যঙ্ ধিয়মত্নত।" রহুগণের পুত্র গোতমের এইরূপ উক্তি আছে। (১।৮০।১৬) রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন "অথর্ব্বা নামকঋষি ও সকল প্রজার পিতৃস্থানীয় মনু ও অথর্ব্বার পুত্র দধ্যঙ্ ঋষি যে যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন।" কণ্বও যেন গোতমোক্তি সমর্থন করিয়া বলিতেছেন "নি ত্বামগ্নেমনুর্দধে জ্যোতির্জনায় শশ্বতে।" ইহার অর্থ এই; হে অগ্নে তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ সকল লোকের জন্য মনু তোমাকে স্থাপন করিয়াছেন (১।৩৬।১৯.)। আর্য্য-জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিই সাগ্নিক ছিল, এই মন্ত্র দ্বারা তাহা উপলক্ষিত হইতেছে। আবার ভরদ্বাজ বলিতেছেন "যে মনুং চক্রুরুপরং দসায়। (৬) ইহার অর্থ এই যাহারা মনুকে

(২) ঋগ্বেদ ৭।৯।২; ৭।১০।৪; ৭।১৯।৯; ৭।৩২।১; ৭।৫২।৩।

(৩) ঋগ্বেদ ৯।৬২।৯।

(৪) ঋগ্বেদ ১।৭১।২-৩ ঋক্; ১।৮৩।৪।

(৫) On the contrary, though some of them (hymns of 9th mondal) may date from the time when the 10th mondal came into existence there is good reason to suppose that the poetry of the som-hymns which has many points in common with the Avesta and deals with a ritual going back to the Indo-Iranian period, reached its conclusion as a whole in early times among the vedic singers.

A history of Sanscrit Literature by Arthur A. Macdonell, M. A., Ph. D. oxford

(৬) সায়ণ টীকায় বলিতেছেন "মনুং রাজর্ষিং উপরং দস্যূনামুপরি ভবং চক্রুঃ কৃত-

দাসের উপর স্থাপন করিয়াছিলেন অর্থাৎ মনু দাসদিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি এক জীবনেই বিশ্ ক্ষত্রিয় ও ঋষি। যদি ইঁহাকে বর্ত্তমান কালের কোন ব্যক্তির সহিত তুলনা করা যায়, তবে ইঁহাকে প্রেসিডেন্সী বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার মন্‌রো সাহেবের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। মন্‌রো সাহেব ইংলিশ জনসাধারণেরই এক ব্যক্তি; শক্তিবলে মসীজীবী ক্ষত্রিয়ের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন; এবং শেষকালে ধর্ম্মযাজকতাও করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যযুগের মন্‌রোও অতি প্রাচীন ঋষি।

অঙ্গিরাবংশীয় কুৎস একজন "তরুণ" ঋষি। তিনিও একজন যোদ্ধা ইন্দ্র তাঁহাকে যুদ্ধে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত আছে। (৭) গোতমের পুত্র নোধা বা গৌতম তাঁহার যুদ্ধের এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন। (৮)

ত্বং শুষ্ণং বৃজনেপৃক্ষে অনৌযুগে কুৎসায় দ্যুমতে সচাহন্।

অর্থাৎ "হে ইন্দ্র তুমি সাংঘাতিক ও তুমুল যুদ্ধে দীপ্তিমান তরুণ কুৎসের সহায় হইয়া শুষ্ণনামক অসুরকে বধ করিয়াছিলে।" এই কুৎস রাজর্ষি ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১১২সূক্তে অন্যূন ৫০ জন ঋষি রাজর্ষি, ক্ষেত্রপতি, বণিক ও নৃপতির উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে মনু, অত্রি, কণ্ব, ভরদ্বাজ ও বসিষ্ঠের নাম পাওয়া যায়। দিবোদাস, ত্রসদস্যু, পৃথি, সুদাস, শর্য্যাত, শ্যামরশ্মি, পঠর্বা প্রভৃতি অনেক রাজর্ষির নাম আছে। ক্ষেত্রপতি মান্ধাতা ও বণিক্ দীর্ঘশ্রবার উল্লেখ দেখা যায়।

পক্ষান্তরে ভরদ্বাজ ও বসিষ্ঠের মন্ত্রে ও কুৎসের উল্লেখ আছে। (৯) এইরূপ পরস্পরের বিষয় অবগত, সমসাময়িক না হইলে হয় না। এজন্য বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, কুৎস এক সময়ের লোক। তবে সে সময়ে কুৎস যুবা হইতে পারেন, ভরদ্বাজ ও বসিষ্ঠ প্রাচীন হইতে পারেন কুৎস ঋষির শুষ্ণ পরাভবের খ্যাতি তাঁহারা অবগত ছিলেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে তাহাকে তিনি বলিপ্রদান করিবেন; তাহার রোহিতনামে পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহাকে তিনি বলি দিতে অনিচ্ছুক হইয়া অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করিয়া বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এইজন্য তিনি যে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন তাহাতে বিশ্বামিত্র হোতা, জমদগ্নি অধ্বর্য্যু, বসিষ্ঠ ব্রহ্মা এবং অযাস্য উদ্গাতা হইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি ও অযাস্য এক সময়ের লোক সুতরাং তাঁহারা ভরদ্বাজ ও কুৎসের ও সমসাময়িক।

বিশ্বামিত্রও স্তোম বা মন্ত্রগুলিকে তিন শ্রেণীর বলিয়া উল্লেখ করেন,—

যজ্ঞেনেং দ্রমবসা চক্রে অর্বাগনৈং সুম্নায় নব্যসে বধৃত্যাম্।
যঃ স্তোমেভির্বাবৃষে পূর্বেভির্যো মধ্যমেভিরুত নূতনেভিঃ॥

ঋগ্বেদ ৩।৩২।১৩

অর্থাৎ "পুরাতন, মধ্যতন, অধুনাতন স্তোম দ্বারা যে ইন্দ্র বর্দ্ধিত হন, (যজমান) রক্ষাকর যজ্ঞ দ্বারা সেই ইন্দ্রকে আপনার অভিমুখে আনিতেছে, নূতন ধনের জন্য তাহাকে আবর্ত্তিত করিতেছে।" রমেশ।

ভরদ্বাজ ঋষিগণকে যেমন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, বিশ্বামিত্র মন্ত্রগুলিকে তিন শ্রেণীর বলিয়া ব্যক্ত করাতে সেই কথাই বলা হইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে, যে সময়ে ভরদ্বাজ, ঋষিগণকে তিন কালের অন্তর্গত মনে করিয়াছেন, প্রায় সেই সময়ে বিশ্বামিত্রও তাঁহাদিগকে তিন কালের লোক বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন।

বেদপাঠক মাত্রেই জানেন যে, দেবযানপৌত্র পিজবন বা দিবোদাস রাজর্ষির পুত্র সুদাস রাজর্ষি অতি বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। "দশজন সংরহিত রাজা মিলিত হইয়াও সুদাস রাজাকে প্রহার করিতে শক্ত হইল না।" তিনি তৃৎশুগণের সাহায্যে তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন। (১০) এই সুদাসের যজ্ঞে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ উভয়েই ব্রতী ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে যে বৈরভাব ছিল তাহা কেবল পুরাণপ্রসিদ্ধ এমত নহে, বেদেও উহা উল্লিখিত হইয়াছে।

(৩।৫৩।২৪)

বিশ্বামিত্র সুদাসের যজ্ঞ করিয়া অনেক ধন লইয়া বিশ্বাস্ (Beas) এবং শুতুদ্রু (Sutlej) নদীর সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইয়া উক্ত নদীদ্বয়ের স্তবকরিলে নদীদ্বয় তাঁহাকে পার হইতে অনুমতি দিয়াছিলেন। ৩। ৩৩। ১-১৩

সুদাসের রাজবাটি এই দুই নদীর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ছিল।

বিশ্বামিত্রের মন্ত্রে ভোজদিগের উল্লেখ আছে। (১১) সায়ণেরমতে ভোজেরা "সৌদাসাঃ ক্ষত্রিয়াঃ। সুতরাং সুদাসবংশের লোক তখনই ভোজপুরে আসিয়া উপনিবেশিত হইয়াছিলেন। মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব ৭৮ অধ্যায়ে সৌদাস নামে ইক্ষাকুবংশীয় এক নরপতির উল্লেখ দেখা যায়। ইক্ষাকুরা ত অযোধ্যার প্রসিদ্ধ রাজা; মহাভারতের এই বৃত্তান্তানুসারে প্রায় এই সময়েই সুদাসবংশীয়দিগের দ্বারা অযোধ্যাপ্রদেশ অধ্যুষিত হইয়াছিল। কায়স্থসাহিত্যে শুনা যায় ভোজপুরের ক্ষত্রিয় হইতেই আদিশূর রাজার উৎপত্তি। অযোধ্যার ক্ষত্রিয় হইতে যদি উত্তররাঢ়ীয় সিংহ ও ঘোষ বংশের উদ্ভব হইয়া থাকে তবে তাঁহারাও সৌদাস ক্ষত্রিয়।

সিংহঘোষাধযোধ্যায়াং দাসস্তু মথুরাপুরে।
মায়াপুরীং পরিত্যজ্য মিত্রদত্তৌ তথা যযুঃ॥

কা০ প০ ৯ বর্ষ, ৩ সংখ্যা।

সে যাহা হউক, বিশ্বামিত্রের সময়েই দক্ষিণ বিহার (কীকট) পর্য্যন্ত আর্য্যজগতে সুবিদিত ছিল। তাঁহার সময়ে অর্থাৎ বিখ্যাত সুদাস রাজার সময়ে সাঙ্গ প্রদেশে উপনিবেশস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই সুদাসের সময়ই পাঞ্জাব আর্য্যগণের অতি গৌরবের সময়।

ভরদ্বাজও বৃহস্পতির পুত্র, শংযুও বৃহস্পতির পুত্র; উভয়ে ভ্রাতা। সায়ণ ও এই কথাই বলেন। শংযু কিন্তু একশত বৎসরের অধিককাল বাঁচিয়াছিলেন। তিনি

বস্তুঃ" এই মন্ত্রানুসারে মনু একজন 'রাজর্ষি'। ১।১১২।১৮ ঋকে মনুকে "শূর" শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। তাহাতেও তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্বই প্রমাণিত হইতেছে।

(৭) ঋগ্বেদ ১।৩৩।১৪। (৮) ১।৬৩।৩।

(৯) ঐ ৬।১৯।১৩; ৭।১৯।২।

(১০) ঋগ্বেদ ৭।৮৩।৬—৭।

(১১) ঐ ৩।৫৩।৭।

অগ্নিকে স্তব করিতে গিয়া বলিতেছেন ;—

সমস্ত মানুষীবিশ্ গৃহপতি তুমি।
করিতেছি তোমা ইন্ধ শত হিম আমি॥

বেদসংহিতা ২য় ঋগ্বেদ ৬।৪৮।৮

অর্থাৎ শত হেমন্ত আমি অগ্নিতে যজ্ঞ করিতেছি। শংযু যদি ২০ বৎসর বয়সে যজ্ঞকার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই মন্ত্র-রচনা কালে তিনি ১২০ বর্ষ বয়স্ক হইয়াছিলেন।

ভরদ্বাজের পরপুরুষে দ্রোণাচার্য্যের সময় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। কথিত আছে পরাশরপুত্র, যিনি মূলমহাভারতসংহিতা তিনি এই যুদ্ধের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে লিখিয়াছেন যে কৃষ্ণের ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দৌত্য সময়ে "নারদাদি দেবর্ষি এবং জমদগ্নি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি তথায় উপস্থিত হইলেন।" আমি কিন্তু কৃষ্ণের দৌত্য সময়ে উপস্থিতব্যক্তিগণের মধ্যে, জমদগ্নির নাম পাইলাম না। সে স্থানের শ্লোকটি এই ;

ততস্তানভিসম্প্রেক্ষ্য নারদ প্রমুখানৃষীন্।
অভ্যভাষ দাশার্হো ভীষ্মং শান্তনবং শনৈঃ॥

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ৯৩।৪২)

অর্থাৎ।—তৎপরে দাশার্হ কৃষ্ণ নারদাদি ঋষিগণকে দেখিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে ধীরে ধীরে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন। ইহাতে বুঝা গেল নারদই উপস্থিত; জমদগ্নি উপস্থিত ছিলেন এমন কথা নিশ্চয় বুঝাইতেছে না। বরং আমরা দেখিতেছি সেই সভায় জমদগ্নির পুত্র জামদগ্ন্য (পরশুরাম) উপস্থিত ছিলেন।

তথা তেষু সর্ব্বেষু তূষ্ণীম্ভূতেষু রাজসু।
জামদগ্ন্য ইদং বাক্যমব্রবীৎ কুরুসংসদি॥

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ৯৫।৬)

অর্থাৎ সকল রাজারা তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিলে, তথায় কুরুসভায় জামদগ্ন্য এই বাক্য বলিয়াছিলেন।

সুতরাং নারদ ও জমদগ্নির পরপুরুষ কুরুসভায় কৃষ্ণের দৌত্য সময়ে উপস্থিত ছিলেন। ইহাতে জমদগ্নি যে ভরদ্বাজ ও পরাশরের সমকালবর্ত্তী সুতরাং বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য ও কুৎসের সমসাময়িক তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

কণ্বকে আপাততঃ অতিপ্রাচীন ঋষি বলিয়াই বোধ হয়। যে ভরত রাজর্ষির নাম হইতে ভারত নাম হইয়াছে, তাঁহার বিখ্যাত পিতা দুষ্মন্ত কণ্বাশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। দুষ্মন্ত যে ভরতের পিতা একথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ দ্বারাও সমর্থিত হইতেছে (রমেশচন্দ্রের হিন্দুশাস্ত্র, ২য় ভাগ, ৩ পৃঃ), সুতরাং ভারত নাভি-সৃষ্টির প্রাক্কালে কণ্ব জীবিত ছিলেন। কিন্তু এই দুষ্মন্তের সময় কখন ?

পৌরাণিকমতে সমুদয় জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন অগ্নীধ্র; তাঁহার ৯ পুত্র। নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্য, হিরণ্বান, কুরু, ভদ্রাশ্ব, কেতুমান এই ৯ পুত্রকে পিতা সমুদয় জম্বুদ্বীপ ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নামানুসারে তত্তদ্ভাগের নাম হইয়াছে। সুতরাং নাভির অধিকৃত স্থানের নাম নাভিবর্ষ। এই নাভির পুত্র ঋষভ; তাঁহার শত পুত্র। তন্মধ্যে ভরত জ্যেষ্ঠ; ঋষভ বনে গমন কালে যে স্থান ভরতকে প্রদান করেন তাহাই ভারতবর্ষ ;—

"ততশ্চ ভারতবর্ষং এতল্লোকেষু গীয়তে।
ভরতায় যতঃ পিত্রা দত্তং প্রতিষ্ঠা
তাবনং॥" (১২)

(১২) হিন্দুপত্রিকা ১৫শ বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা। উক্ত পত্রিকা এই মত ভাগবতপুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারত ভীষ্মপর্ব্বে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন, "মহারাজ! উক্ত শ্বেত, হৈরণ্যক, অপর ইলাবৃতবর্ষ এবং পূর্ব্বোক্ত হরিবর্ষ ও হৈমবতবর্ষ এই পাঁচ বর্ষ মধ্যস্থলবর্ত্তী ; পরন্তু ইলাবৃতবর্ষ সর্ব্ববর্ষের মধ্যস্থলে বিদ্যমান। এই ভারতবর্ষ প্রভৃতি সপ্তবর্ষে উত্তরোত্তরক্রমে ধর্ম্ম, কাম, অর্থ, আরোগ্য ও পরমায়ু পরিমাণে আধিক্য আছে।" এ স্থলে ৯ বর্ষ স্থলে ৭ বর্ষের কথা আছে; নাভিবর্ষ অত্র-উল্লিখিত ইলাবৃতবর্ষের একাংশ মাত্র। "বর্ষপর্ব্বত ও সপ্তবর্ষ" নামে আমি "অনুসন্ধান" পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহা দ্রষ্টব্য।

এই মতানুসারে দুষ্মন্ত ও ঋষভ এক ব্যক্তি হন। সে যাহাহউক আমরা নাভির তৃতীয় পুরুষে ভরতকে পাইতেছি। নাভির অধিকৃত স্থানকে যদি Central Asia বলিয়া মনে করা যায় তবে তথা হইতে তিন পুরুষে প্রায় ১০০ বৎসরের মধ্যে অগ্নি-উপাসক এই আর্য্যজাতি ভারতসীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা জানি, বোগদাদের খলিফারা ২০০ বৎসর অতীত না হইতে স্পেন হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন ; তদ্দৃষ্টান্তে শত বৎসরের মধ্যে মধ্য-এসিয়া হইতে ভারতপ্রান্তে আর্য্যাভিযান কোন মতেই অসম্ভব নহে। এজন্য আমরা মনে করিতে পারি কণ্ব ঋষি ভারতপ্রবেশের প্রাক্কালে বিদ্যমান ছিলেন।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কণ্ব নিজেই ১।৪৩।৪ ঋকে বলিতেছেন, "তচ্ছং যোঃ সুমমীমহে।" শংযুর ন্যায় সুখ যাচ্ঞা করি। সুতরাং তিনি শংযুর বিষয় অবগত ছিলেন। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ১।৪৭।৬ ঋকে সুদাসের ধনপ্রাপ্তির উল্লেখ করেন ; অতএব তিনি বিশ্বামিত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন না। কণ্ব ও তৎকারণে শংযু এবং তাঁহার ভ্রাতা ভরদ্বাজের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন না। এজন্য কণ্বকে অগত্যা বিশ্বামিত্র, বসিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, শংযু, কুৎস, পরাশর জমদগ্নির সমকালবর্ত্তী মনে করিতে হয়।

কণ্বের মন্ত্রে তুর্ব্বসু ও যদুর উল্লেখ আছে (১।৩৬।১০) কাণ্ব-মেধাতিথির মন্ত্রে পুরুরাজপুত্রের উল্লেখ আছে (৮।৩।১২) কণ্ব দেবাতিথি অনুপুত্রের ও তুর্ব্বসুর উল্লেখ করেন (৮।৪।১) পুরু ও যদু এক সময়ের লোক ইহা বিশ্বাস করিবার জন্য কেবল পৌরাণিক কেন, বৈদিক কারণও বর্ত্তমান আছে। (১৩) মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৯৩ অধ্যায়ে যযাতি বলিতেছেন "আমি নহুষের, পুত্র ও পুরুর পিতা।" ঐ পর্ব্বে ৯৪ অধ্যায় দৃষ্টে জানা যায় পুরু হইতে ৮ম পুরুষে দুষ্মন্ত জন্মগ্রহণ করেন। (১৪) "দুষ্মন্ত হইতে শকুন্তলা গর্ভে বিদ্বান্ ভরত জন্মিলেন।" ভরতের তিন মহিষীতে নয় পুত্র জন্মেন ; তাঁহারা কেহই রাজার অনুরূপ না হওয়াতে পুত্রগণের জননীরা তাঁহাদিগকে মারিয়া ফেলেন ; তৎপরে যজ্ঞ করিয়া ভরত ভরদ্বাজ হইতে ভূমন্যু নামক পুত্র লাভ করেন। এই বৃত্তান্ত হইতে বুঝা যায় যে, ভরত ভরদ্বাজের সমকালবর্ত্তী সুতরাং বিশ্বামিত্রাদি পূর্ব্বোল্লিখিত সাতজন

(১৩) Vide History of Sanscrit Literature by A. A. Macdonell, M. A., Ph. D. Page 153.

(১৪) পুরু, রৌদ্রাশ্ব, অন্বগ, ভানু, ঋচেয়ু, মতিনার, তংসু, দিলীপ, দুষ্মন্ত। আদিপর্ব্ব ৯৪ অধ্যায়।

ঋষির সমকালবর্ত্তী এবং কণ্বেরও সমকালবর্ত্তী, কেন না ভরতের সময় পর্য্যন্ত কণ্ব জীবিত ছিলেন। তবে ইহা ঠিক ভারত প্রবেশের সময় নহে। ভারত হইতে উর্দ্ধে ১০ম পুরুষে যযাতিকে পাওয়া যাইতেছে। যযাতিও এক জন ঋষি, নহুষও একজন ঋষি; ইহাদিগকে ভারতপ্রবেশের সমসাময়িক মনে করিলে সুদাস হইতে একাদশ পুরুষে নহুষকে পাওয়া যায়, অর্থাৎ সুদাসের সময় হইতে নহুষ, ৩০ বৎসরে এক পুরুষ ধরিলে, ৩৩০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং আমরা যদি বলি মধ্য এসিয়া হইতে পাঞ্জাবসীমা বা কাবুল নদী পর্য্যন্ত ১০০ এবং তথা হইতে সরস্বতী পর্য্যন্ত ৩০০ এই ৪০০ বৎসরে আর্য্যজাতি ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া পরে ব্রহ্মাবর্ত্ত বা গাঙ্গ্য প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে বোধ হয় সত্য হইতে বড় দূরবর্ত্তী হই না।

৯ম মণ্ডল ৪৭।৪৮।৪৯ সূক্তানুসারে ভৃগুর পুত্র কবি এবং ১।১২১।১২ ঋগনুসারে কবির পুত্র উশনা (শুক্র)। পৌরাণিক মতে উশনা দৈত্যকুলগুরু। কিন্তু তৈত্তিরীয়সংহিতায় তাঁহাকে অসুরদিগের দূত বলা হইয়াছে। "অগ্নির্দেবানাম্ দূত আসীৎ উশনা কাব্যোঽসুরাণাম্।" যখন আর্য্যগণ ভারতপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন তখন তাঁহাদের যে শাখা ইরাণ বা পারস্যে থাকিয়া যায়, তাঁহারা অহুর মজ্‌দের উপাসক হন, অবস্থা-গ্রন্থে এরূপ দেখা যায়। কিন্তু ভারতপ্রবিষ্টগণ দেবোপাসক হন। এজন্য দেবাসুরের দ্বন্দ্বের কথা পৌরাণিক গ্রন্থে শুনা যায়। উশনা বোধ হয় এই সময়ের একজন ঋষি; ইরাণে তাঁহাকে "হব উশ" বলিয়া থাকে; সুতরাং ভৃগু, কবি, উশনা অতি প্রাচীন ঋষি।

অত্রিকে দাসেরা শতদ্বার-যন্ত্রগৃহে আবদ্ধ করিয়া চারিদিকে তুষানল প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছিল (১।১১৭।৩)। তিনি অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিলে জলবর্ষণ দ্বারা সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় এবং তিনি সসন্তান বাহির হইয়া আইসেন। অশ্বিদ্বয়ের এই করুণা অনেক ঋষির মন্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে; আঙ্গিরস, কুৎস ও সব্য, মমতাপুত্র দীর্ঘতমার তনয় কক্ষীবান্, বসিষ্ঠ, প্রস্কণ্ব প্রভৃতি অনেকে এই ঘটনার উল্লেখ করেন। (১৫) কিন্তু অত্রির কি তাঁহার অব্যবহিত কোন পরপুরুষের মন্ত্রে উপরোক্ত ঋষিগণের উল্লেখ দেখা যায় না। এজন্য অত্রিকে অন্ততঃ মধ্যম কালের ঋষি বলিতে হইবে।

প্রবন্ধবাহুল্যভয়ে আমরা আর এই অনুসন্ধান দীর্ঘায়িত করিতেছি না। আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য ইহা বলিলেই যথেষ্ট যে সুপরিচিত ঋষিগণকে ভরদ্বাজ ও বিশ্বামিত্র কথিত নিম্নলিখিত তিনকালে বিভক্ত মনে করা যাইতে পারে।

১। সপ্তসংখ্যক অঙ্গিরাগণ মনু, ভৃগু, কবি, উশনা, নহুষ, যযাতি, প্রজাপতি, অথর্ব্বা ইত্যাদি।

২। অত্রি, কণ্বের পিতা ঘোর, কণ্ব, দীর্ঘতমা, গোতম, দধ্যঙ (দধীচি), বৃহস্পতি ইত্যাদি।

৩। ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, বসিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, কুৎস, জমদগ্নি, সব্য, গৌতম (নোধা), অগস্ত্য, কণ্ব, অথর্ব্বা, প্রস্কণ্ব, মেধাতিথি, দেবাতিথি ইত্যাদি।

(১৫) ঋগ্বেদ ১।১১৭।৩; ১।১১৮।৫; ৭।৭১।৫; ১০।৩৯।৮।

মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব, ৯৩ অধ্যায়। একদা প্রভাসতীর্থে সমাগত অনেক "রাজর্ষি-ব্রহ্মর্ষির" নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা প্রভাস হইতে মাঘী পূর্ণিমায় কৌশিকীতীর্থে উপস্থিত হইবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। শুক্র, বৃহস্পতি, বিদ্বান কবি, অগস্ত্য, নারদ, পর্ব্বত, গৃৎস, বসিষ্ঠ কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, গালব, অষ্টক, ভরদ্বাজ, অরুন্ধতী, বালখিল্য মুনিগণ, শিবিরাজা, দিলীপ, নহুষ, অম্বরীষ মান্ধাতা, যুযুধান এবং পুরু নৃপতি। পথিমধ্যে অগস্ত্যের পুষ্কর অপহৃত হইয়াছিল এবং তিনি সঙ্গীয় ঋষিগণকে সন্দেহ করাতে তাঁহারা সকলে অগস্ত্যের কাছে শপথ করিয়া বলিতেছেন আমি পুষ্কর নেই নাই যে পুষ্কর নিয়াছে সে "কপট ব্রাহ্মণ হউক," "মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করুক" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল উক্তি যে এক সময়ে এক স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন না, তাহা বোধ হয় আমাদের পাঠকবৃন্দকে বলিতে হইবে না। কুরুসভায় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত নারদ যে কুরুদের পূর্ব্বপুরুষ পুরু ও যযাতির সমকালবর্ত্তী নহে, এ কথা বলাই বাহুল্য। বঙ্কিমবাবু অনুশাসনপর্ব্বকে ঐতিহাসিক মূল্যশূন্য বলিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাসও তাহাই। এজন্য অনুশাসন পর্ব্বের এই বর্ণনা দ্বারা আমাদের উক্ত কালবিভাগ ব্যাহত হইতে পারে না।

এক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্রের মত এই যে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ খ্রীঃ পূঃ ১৪৩০ অব্দে ঘটিয়াছিল। তিনি ইউরোপীয় মতের উপর নির্ভর না করিয়া পুরাণাদি হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা পূর্ব্বক এই মতে উপনীত হইয়াছেন (কৃষ্ণচরিত্র ৪র্থ অধ্যায়) রামায়ণানুসারে জামদগ্ন্য পরশুরাম বিশ্বামিত্র ও বসিষ্ঠের সমসাময়িক। কেন না তাঁহাদের সহচর রঘুবীর রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। জামদগ্ন্য সুতরাং রামরাবণযুদ্ধ ও কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ উভয়ই দেখিয়াছেন। রামরাবণযুদ্ধের সময় তাঁহার বয়স ২০ বৎসর হইলে এবং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ উক্ত যুদ্ধের ১০০ বৎসর পরে হইয়া থাকিলে তিনি কুরুসভায় উপস্থিত থাকিবার সময় তাঁহার ১২০ বৎসর বয়স হইয়াছিল; ইহা মনুষ্যজীবনের উচ্চতম আয়ুঃ। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময় তাঁহার বয়স এতদপেক্ষা অল্প হইলে সম্ভবতঃ তিনি এক পক্ষে অস্ত্রধারণ করিতেন।

আবার ভরদ্বাজের পরপুরুষ দ্রোণাচার্য্যের সময়ে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ হইয়াছিল, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এসময়ে দ্রোণাচার্য্যের বয়ঃক্রম কত?

ভরদ্বাজের শিষ্য অগ্নিবেশ; তিনি ভরদ্বাজ হইতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিলেন। পৃষতরাজপুত্র দ্রুপদ ও ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণাচার্য্য উভয়ে অগ্নিবেশের নিকটে অস্ত্রশিক্ষা করেন। "সেই ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ পৃষতপুত্র প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া দ্রোণের সহিত ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। অনন্তর পৃষতরাজার পরলোকপ্রাপ্তি হইলে মহাবাহু দ্রুপদ উত্তর পাঞ্চাল দেশের রাজা হইলেন। সেই সময় ভগবান্ ভরদ্বাজ ঋষি স্বর্গারোহণ করিলেন * এবং মহাতপা দ্রোণও সেই স্থানেই

* কিন্তু অনুশাসনপর্ব্বের ২৫ অধ্যায়ে আছে;—বৈশম্পায়ন কহিলেন বৃষ্ণিতে বৃহস্পতি

অবস্থিত করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বেদবেদাঙ্গ বিষয়ে বিদ্বান্ ও তপোবলে নিষ্পাপ সেই মহাযশা দ্রোণ, পিতার পূর্ব্বনিয়োগানুসারে পুত্রলাভ হেতু, শরস্তম্ব কন্যা কৃপীকে ভার্য্যা লাভ করিলেন। তদনন্তর অগ্নিহোত্র বাকু প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের দমনে ও ধর্ম্মকর্ম্মে অনুরাগিণী সেই গৌতমকন্যা কৃপী অশ্বত্থামা নামক পুত্র লাভ করিলেন।" মহাভারত, আদিপর্ব্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩১ অধ্যায়।

ইহা দ্বারা দেখা যায় দ্রুপদের অস্ত্রশিক্ষা শেষ হইলে অনতিবিলম্বে পিতার মৃত্যু বশতঃ তাঁহাকে উত্তর পাঞ্চালের সিংহাসনে আরোহণ করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর ধরিলে দ্রোণের বয়সও তাহাই ধরিতে হইবে, কেন না তাঁহারা একত্র শিক্ষার্থী ও ক্রীড়াশীল ছিলেন। দ্রোণের এই ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম সময়েই তাঁহার পিতা ভরদ্বাজের মৃত্যু হয়।† ইহার পরে তিনি বেদবেদাঙ্গ শিক্ষা করেন, তপস্যা করেন, কৃপীকে বিবাহ করেন ও অশ্বত্থামা নামে পুত্র লাভ করেন। ইহাতে কি তাঁহার ৫ বৎসর সময় অতীত হয় নাই? সুতরাং অশ্বত্থামা জন্মিবার কালে দ্রোণের বয়ঃক্রম ন্যূনকল্পে ৩০ বৎসর।

দ্রোণাচার্য্য এমন দরিদ্র ছিলেন যে অশ্বত্থামাকে পিষ্টজল (পিঠালী) খাওয়াইয়া বাঁচাইতে হইত। এজন্য তিনি ধনার্থী হইয়া প্রথমতঃ জামদগ্ন্য পরশুরামের নিকটে গমন করেন; তিনি তখন বৃদ্ধ বয়সে যোগাভ্যাস অর্থরাশি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ দ্রোণ পঁহুছিবার পূর্ব্বেই সমস্ত ধন বিতরিত হইয়া গিয়াছে। সেখানে তাঁহার লাভ হইল কতকগুলি অস্ত্র প্রাপ্তি। তৎপরে তিনি দ্রুপদের কাছে গেলেন এবং তাঁহাকে সখা বলিয়া সম্বোধন করিলেন, ইহাতে দ্রুপদ তাঁহাকে ধন দেওয়া দূরে থাকুক বাক্য দ্বারা অবমানিত করিলেন। অতঃপরে তিনি কৌরবনগর হস্তিনাপুরে গমন করিলেন।

দ্বিজসত্তম ভরদ্বাজপুত্র হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া কৃপাচার্য্যের গৃহে প্রচ্ছন্নরূপে বাস করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার পুত্র প্রভাবসম্পন্ন অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্যের অধ্যাপনান্তে কুন্তীপুত্রগণকে অস্ত্রশিক্ষা করাইতে

সম, ক্ষমাগুণে ব্রহ্মার সদৃশ, পরাক্রমে শক্র সমান, আদিত্যসম তেজস্বী, ভূরিতেজা গাঙ্গেয় সমরক্ষেত্রে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক আহত হইয়া শরশয্যায় শয়ান থাকিলে যৎকালে যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য ব্যক্তির সহিত তাঁহাকে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন তৎকালে সেই কালাকাঙ্ক্ষী অচ্যুত ভরতশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিতে কামনাযুক্ত মহর্ষি অত্রি, বসিষ্ঠ, ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, সুযতাত্মবান্ সুমতি, বিশ্বামিত্র, সুলশিরা, সম্বর্ত্ত, প্রমতি, দম, বৃহস্পতি, উশনা, ব্যাস, চ্যবন, কাশ্যপ, ধ্রুব, দুর্ব্বাসা, জমদগ্নি, মার্কণ্ডেয়, গালব, ভরদ্বাজ, রৈভ্য, যবক্রীত, ত্রিত, সুলাক্ষ, শালাক্ষ, কণ্ব, মেধাতিথি, কৃশ, নারদ, পর্ব্বত, সুধন্বা, একত, দ্বিত, নিতম্বু, ভুবন, ধৌম্য, শতানন্দ, অকৃতব্রণ, জামদগ্ন্য রাম এবং কচ প্রভৃতি মহাত্মা মহর্ষিগণ ভীষ্মকে দর্শন করিবার জন্য তথায় সমাগত হইলেন।"

† এই স্থলে দেখা যাইতেছে যে, যে ভরদ্বাজ ঋষি দ্রুপদপিতা পৃষতরাজার মৃত্যু সময়ের সমকালে এবং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন তিনিই সেই যুদ্ধের পরে সশরীরে ভীষ্মকে শরশয্যায় দেখিতে গিয়াছিলেন। অনুশাসনপর্ব্বের এতাদৃশ বৃত্তান্তগুলি যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য তাহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে নাই। এইরূপে ভারদ্বাজ দ্রোণ কৃপাচার্য্যের গৃহে কিছুকাল প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিলেন।"

আদিপর্ব্ব, ১৩৩ অধ্যায়।

এতদ্দৃষ্টে জানা যায় যে অশ্বত্থামা মাতুলালয়ে গুপ্তিতপ্রতিপালিত হইয়া এমন অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছিলেন যে তিনি কুন্তীপুত্রগণকে তাহা শিক্ষা দিতেছিলেন। এসময় কি অশ্বত্থামার বয়স ১৫ বৎসরের কম মনে করা যাইতে পারে? সুতরাং এসময়ে দ্রোণের বয়স ৪৫।

তৎপরে দ্রোণাচার্য্যের প্রকাশবৃত্তান্ত।

অনন্তর একদা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বীরবালকগণ মিলিত হইয়া হস্তিনানগর হইতে "নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক বীটা (গুলিকা) দ্বারা ক্রীড়াপ্রহৃষ্টচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহাদিগের সেই গুলিকা কূপে পতিত হইল। অনন্তর বালকগণ মনোযোগপূর্ব্বক সেই গুলিকা উত্তোলন করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাহাতে তাঁহারা লজ্জাভরে নতবদন হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন এবং এবং তাহা উত্তোলন করার উপায় না পাইয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন। এমত সময়ে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, শ্যামবর্ণ, বৃদ্ধভাবাপন্ন, কৃশ, অগ্নিহোত্রপুরস্কৃত, কৃতাহ্নিক এক ব্রাহ্মণ সমীপস্থ রহিয়াছেন।

আদিপর্ব্ব, ১৩৩ অধ্যায়।

বলা বাহুল্য এই শ্যামবর্ণ, বৃদ্ধভাবাপন্ন ব্রাহ্মণই আমাদের দ্রোণাচার্য্য। ইনি যুধিষ্ঠিরাদি বালকগণকে সেই বীটা উঠাইয়া দেন এবং তাঁহারা তাঁহার অস্ত্রশিক্ষার কৌশল দেখিয়া ভীষ্মের নিকটে অনুরোধ করাতে তিনি শেষে অস্ত্রশিক্ষায় নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে দ্রোণ বৃদ্ধ হন নাই কিন্তু তাঁহাকে 'বৃদ্ধভাবাপন্ন' দেখাইতেছিল। সুতরাং তখন তাঁহার ৪৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল বলিয়া যে অনুমান করা গেল, তাহা কি অসঙ্গত বোধ হয়? ঐ অধ্যায়েই দ্রোণ ভীষ্মের নিকট বলিতেছেন "(আমি) তথায় (অগ্নিবেশ্যের) নিকটে ব্রহ্মচারী, বিনয়ী, জটাধারী ও গুরুশুশ্রূষায় তৎপর হইয়া বহু সম্বৎসর বাস করিলাম; তৎকালে পাঞ্চালদেশীয় রাজকুমার মহাবল প্রভাবসম্পন্ন যজ্ঞসেন (দ্রুপদ) সেই গুরুর নিকট অস্ত্রবিদ্যা ও ধনুর্ব্বিদ্যা শিখিবার জন্য বাস করিতেন।" ইহা দ্বারা বোধ হয় দ্রোণ ও দ্রুপদ "বহু সম্বৎসর" শিক্ষালয়ে ছিলেন; এজন্য দ্রুপদের সিংহাসনারোহণ তাঁহার ২৫ বৎসর বয়সের অগ্রে হয় নাই এবং তৎকালে যখন ভরদ্বাজের মৃত্যু হইয়াছিল তখন দ্রোণাচার্য্যের বয়ঃক্রম ২৫ বৎসরের কম হওয়া সম্ভবপর বোধ হয় না।

অতএব ৪৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দ্রোণ সেই শ্যামবর্ণ বৃদ্ধাভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ, কুরুবালকগণের অস্ত্রশিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। এই অস্ত্রশিক্ষা কত বর্ষ ব্যাপক হইয়াছিল? আমরা দেখিয়াছি যে দ্রুপদ ও দ্রোণ 'বহু সম্বৎসর' অগ্নিবেশের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছিলেন। কুরুরাজকুমারগণের শিক্ষাকাল কি তদপেক্ষা কম মনে করা যাইতে পারে? এই শিক্ষা কাল ও শিক্ষাপ্রদর্শনকাল একত্র ১০ বৎসর ধরিলে, তখন দ্রোণের বয়স ৫৫ বৎসর।

ইহার অনতিবিলম্বেই কর্ণ অঙ্গরাজ্যের ভার প্রাপ্ত হন; তৎপর 'এক সম্বৎসর' পরে যুধিষ্ঠির যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। তাঁহার ভ্রাতৃত্রয় ভীমার্জ্জুন দক্ষিণ ও পূর্ব্বদেশে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করেন, তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধনের ঈর্ষা প্রজ্বলিত হওয়ায় বারণাবতে পুরোচনের তত্ত্বাবধানে জতুগৃহ নির্ম্মিত হয়। ইহাতে কি এক বৎসর সময় অতীত হয় নাই? জতুগৃহে এক বৎসর বাসের কথা লিখিত আছে; তৎপরে একচক্রা নগরে 'বহু দিবস' যাঁদের কথা কুন্তী উল্লেখ করেন, ফলতঃ এখানে থাকিয়াই হিড়িম্ববধ, ভীমকর্ত্তৃক তাহার ভগিনীর বিবাহ, বকবধ প্রভৃতি ঘটনা ঘটে; ইহা কি ৬ মাসের পূর্ব্বে সম্পন্ন হইয়াছিল? তৎপরে দ্রুপদনগরে গমন, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, হস্তিনায় প্রত্যাগমন, অর্দ্ধরাজ্যলাভ, খাণ্ডবপ্রস্থে সুন্দর নগর নির্ম্মাণ, (তাহার অন্যতর নাম ইন্দ্রপ্রস্থ) ইত্যাদি ঘটনা কি ছয় মাস কাল অতীত হয় নাই? সুতরাং অতি ন্যূনকল্পে শিক্ষা শেষ হওয়ার সময় হইতে ইন্দ্রপ্রস্থ নির্ম্মাণ পর্য্যন্ত আমরা ৪ বৎসর ধরিলাম। তখন দ্রোণের বয়স ৫৯ বৎসর।

ইহার পর অর্জ্জুনের "দ্বাদশ বর্ষ" ব্রহ্মচর্য্য। এই ব্রহ্মচর্য্য জন্য অর্জ্জুনকে বনে বাস করিতে হইয়াছিল; এই সময়ের মধ্যে নাগরাজনন্দিনী উলূপী তাঁহাকে গঙ্গাতীরে পাইয়া পতিবরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে "অর্জ্জুন বলিলেন ভদ্রে জলচারিণি! আমি ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে দ্বাদশবার্ষিক ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়াছি; সুতরাং আমি আত্মবশ নহি।" উলূপীর অভিলাষ ও তর্ক প্রতিকূল হওয়াতে অর্জ্জুন তাঁহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই দ্বাদশ বর্ষ শেষ হইবার কিছুকাল পূর্ব্বে রৈবতকে সুভদ্রার সহিত সাক্ষাৎ হয়, এবং অবিলম্বে সুভদ্রাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। বিবাহান্তে সেখানে একবৎসর বাসের কথা লিখিত আছে। আমরা এই একবৎসরও সেই দ্বাদশবর্ষের মধ্যে ধরিলাম। এ সময়ে দ্রোণের বয়স ৭১ বৎসর।

অতঃপর অর্জ্জুন কৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিলেন। তখন তাঁহার তনয় অভিমন্যু জন্মগ্রহণ করিলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের জন্মবিবরণও এই সময়ে লিখিত হইয়াছে; এই সকল পুত্রেরা এক এক বর্ষ অন্তর এক একজন জন্মিয়াছিলেন, * তাহা হইলে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ পর্য্যন্ত ৬ বৎসর সময় ধরিতে হইবে, কেন না যে সময়ে এই গর্হিত কার্য্য আচরিত হয়, তখন তিনি রজস্বলা। † সুতরাং ৫ম সন্তানের অন্ততঃ এক বৎসর পরে এরূপ ঘটনা হওয়া সম্ভব। কিন্তু অর্জ্জুনের প্রত্যাবর্ত্তন হওয়ার পরে এই সন্তানগুলি জন্মিয়াছে কিনা সন্দেহ। কেন না তাহা হইলে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময়ে অভিমন্যুর বয়ঃক্রম ১৩+৬=১৯ বৎসর হয়। কিন্তু কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ সময়ে অভিমন্যু ১৬ বৎসর বয়স্ক ছিলেন, তিনি তখন কেবল মাত্র যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন; কবি নবীনচন্দ্র

* "হে রাজেন্দ্র! দ্রৌপদীকুমারেরা প্রত্যেকে এক বৎসর অন্তর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" আদিপর্ব্ব, ২২২ অধ্যায়।

† সা কৃষ্যমানা নমিতাঙ্গযষ্টিঃ
শনৈরুবাচাথ রজস্বলাহস্মি।
একঞ্চ বাসো মম মন্দবুদ্ধে
সভাং নেতুং নার্হসি মামনার্য্যা॥
সভাপর্ব্ব, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

অভিমন্যুর বয়স সম্বন্ধে এই কথা বলেন,—

এই বীরত্বের মহারঙ্গভূমে
কিশোর যৌবন করিছে কি রণ!
কহিছে কিশোর—"এখনো কিশোর!"
"মিথ্যা কথা"—গর্ব্বে কহিছে যৌবন!

কুরুক্ষেত্র, ১৪ পৃ০।

আবার সুভদ্রা শ্রীকৃষ্ণের কাছে বলিতেছেন;—

"ধরাময়! নাহি শোক, সাধিল তোমার কর্ম্ম
পুত্র যার, তার শোক নাহি ধরাতলে।"

ক্ষত্রিয়ের গুরু দ্রোণ, ভুজবলে তাঁর পণ
ষোল বৎসরের শিশু জন্মিল যাহার
সেই বীরজননীর শোক কি আবার?
ক্ষত্রিয়ের শিরোমণি সপ্তরথী এক রথে
ষোল বৎসরের শিশু জিনিল যাহার,
সেই বীরজননীর শোক কি আবার?

কুরুক্ষেত্র, ১০৯ পৃ০।

এজন্য আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, অর্জ্জুনের প্রত্যাবর্ত্তনের পর ১৩ বৎসরের জন্য বনবাস যাওয়ার পূর্ব্বে দ্রৌপদীর মাত্র ২টি সন্তান হওয়া সম্ভব, তাহার একটী অবশ্য অর্জ্জুনের ঔরসে। আর অর্জ্জুনের ব্রহ্মচর্য্যান্তে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ও বনে গমনের পূর্ব্বে খাণ্ডবদাহ, ময় দানব কর্ত্তৃক ইন্দ্রপ্রস্থনির্ম্মাণ, রাজসূয়যজ্ঞ, দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি কার্য্যগুলি তিন বৎসর মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছিল। সে যাহা হউক এই হিসাব অনুসারে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময় দ্রোণের বয়ঃক্রম ৮৭ বৎসর হয়। কুরুবালকগণের অস্ত্রশিক্ষাকাল আমরা ১০ বৎসর ধরিয়াছি, তাহা হইতে আমরা ২ বৎসর বাদ দিলাম; এজন্য কুরুক্ষেত্রসময়ে দ্রোণের বয়স ৮৫ বৎসরের কম ধরিলে ভারতোক্ত এতাবৎকালের ঘটনাগুলির সামঞ্জস্য করা যায় না।

আমার স্মরণ হয়, রুষ-তুরস্ক যুদ্ধের সময়ে তুরস্কের প্রথম সেনাপতি রেডিক্ পাসা যিনি ডেনিয়ুব নদী রক্ষা করিতেছিলেন তাঁহার বয়স ৭০ বৎসরের কম ছিল না। বুয়ার-সেনাপতি জুবার্ট এবং রুষ-জাপান যুদ্ধে রুষ-সেনাপতি কুরপাটকীনও এতদপেক্ষা বড় কম বয়সের লোক ছিলেন না। সুতরাং সেই প্রাচীনকালে দ্রোণাচার্য্য ৮৫ বৎসর বয়সে যুদ্ধ করিবেন, বিচিত্র কি? ভীষ্মের বয়স সম্ভবতঃ এ সময়ে ১০০ বৎসর। শত বর্ষের লোক তখন কার্য্যক্ষম থাকিত শংযুর মন্ত্রের দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

দ্রোণাচার্য্য ভরদ্বাজের কত বৎসর বয়সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? ভরদ্বাজের আরও সন্তান ছিল; দ্রোণ যদি তাঁহার ৪০ বৎসর বয়সে জন্মিয়া থাকেন তবে ভরদ্বাজের মৃত্যুকালে ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। তাঁহার বন্ধু পৃষত রাজাও বোধ হয় এতাদৃশ বয়সেই মারা যাইয়া থাকিবেন। কেন না দ্রুপদের শিক্ষা সম্পূর্ণ শেষ না হইতেই তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। সে যাহা হউক রামরাবণযুদ্ধের সময়ে ভরদ্বাজের বয়ঃ ৪০+৮৫—১০০=২৫ বৎসর। এই যুদ্ধের সময়ে বিশ্বামিত্র ও বসিষ্ঠ বর্ত্তমান। বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠ অপেক্ষা কিছু বেশী বয়স্ক, আবার বসিষ্ঠ ভরদ্বাজ অপেক্ষা কিছু বেশী বয়স্ক। এই সকল ঋষির ঋক্‌গুলি আলোচনা করিলে এ মত অসঙ্গত বোধ হয় না।

মহাভারতানুসারে গঙ্গাদ্বারে ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল। কিন্তু বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র বিপাশ ও শুতুদ্রুনদীর নিকটবর্ত্তী কোনস্থানে বাস করিতেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সুদাসের

সময়ে গঙ্গা দেশ কেন, অযোধ্যা ও ভোজপুর পর্য্যন্ত আর্য্যগণ দ্বারা উপনিবেশিত হইয়াছিল। সুতরাং ভরদ্বাজের গঙ্গাদ্বারে আশ্রমের কথা অবিশ্বাসযোগ্য নহে।

বিশ্বামিত্র ভরতবংশীয়। এই ভরতবংশীয়েরা সুদাস ও তৎসুগণের দ্বারা এক সময়ে পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভরতের পুত্র দেবশ্রবা ও দেববান্ত সম্ভবতঃ সুদাসের পরবর্ত্তী সময়ে স্বাধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহারা অগ্নিকে বলিতেছেন; "হে অগ্নি! সুদিন লাভের জন্য ইলারূপ পৃথিবীর উৎকৃষ্ট স্থানে তোমাকে স্থাপন করিতেছি। তুমি দৃষদ্বতী, অপয়া ও সরস্বতীর তীরস্থিত মনুষ্যের গৃহে ধনবিশিষ্ট হইয়া দীপ্ত হও।" ঋগ্বেদ ৩।২৩।৪। এই ঋক্ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইতেছে যে, সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর অধিষ্ঠিত আর্য্যাবর্ত্ত নামক ভূভাগে ভরতসন্তানেরা দৃঢ়ভাবে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। উহারা ভরদ্বাজের সমকালবর্ত্তী, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ভরতের পুত্রেরা এই সময় হইতেই ভারতবর্ষ নাম ঘোষণা করিয়া থাকিবেন। যে স্থানে দরবার করিয়া লর্ড লিটন মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে ভারতসাম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করেন, এস্থানও তাহারই নিকটবর্ত্তী।

এক্ষণে যদি ভরদ্বাজের উপরোক্ত আলোচ্য ঋক্ (৬।২১।৫) তাঁহার ৫০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে উহা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। এই সময়ে ভরদ্বাজ বলিতেছেন ঋষিগণ তিনকালের অন্তর্গত। ইহারা এক এক কাল (Period)কে কত সময় ব্যাপক ধরা যাইতে পারে? ইংলণ্ডীয় সাহিত্যের অনেক ঐতিহাসলেখক বলিয়াছেন যে প্রত্যেক দুইশত বৎসর অন্তে লোকের আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; সুতরাং এতাদৃশ একটী কালকে দুইশত বৎসর ব্যাপক মনে করা অসঙ্গত নহে। ইহা একশত বৎসরের কম হইতেই পারে না; কেন না একশত বৎসর ত বক্তার জীবনকালেরই অন্তর্গত, ইহাকে আর তিনি অধুনাতনের বহির্গত মনে করিবেন কি প্রকারে? এই দুই মতের সামঞ্জস্য করিয়া আমরা ১৫০ বৎসর উক্ত এক এক কালের সময় নির্দ্দিষ্ট করিলাম। তাহা হইলে ভরদ্বাজের উক্ত ঋক্ রচনার পূর্ব্বে ৪৫০ বৎসর অতীত হইয়াছিল; ভরদ্বাজ অপেক্ষা বিশ্বামিত্র অন্যূন ৩০ বৎসর অধিক বয়স্ক হইবেন; যদি তাঁহার সময় হইতে ধরা যায় তাহা হইলে উহার উপর আর ৩০ বৎসর যোগ দিতে হয়।

সুতরাং গাঙ্গ্য প্রদেশে ভরদ্বাজ যখন উপরোক্ত ঋক্ প্রকাশ করেন, অন্ততঃ তাহার ৪৮০ বৎসর পূর্ব্বে ঋষিযুগের সূত্রপাত হইয়াছে। ইহার পরে ৭৫ বৎসর ব্যবধানে কুরুক্ষেত্র হইয়াছে (১৪৩০ খৃঃ পূঃ)। অতএব ৪৮০+৭৫+১৪৩০=১৯৮৫ খ্রীঃ পূঃ ঋষিযুগের আদ্য এবং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অল্প পরেই এই যুগের শেষ। রমেশ বাবু এই যুগকে খ্রীঃ পূঃ ২০০০—খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ ধরিয়াছেন। ইহা অসঙ্গত বোধ হয় না।

এই ঋষিযুগে যে সকল ব্যক্তিরা বেদমন্ত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারাই সর্ব্বসাধারণ হিন্দুদিগের পিতৃপুরুষ এবং তাঁহাদের প্রকাশিত মন্ত্রই হিন্দুর মহাশাস্ত্র। তাঁহাদের দ্বারা যাহা প্রকাশিত নহে, তাহা উপেক্ষা করিলে হিন্দুদের কোন ক্ষতি হয় এরূপ আমরা বিশ্বাস করিনা।

এক্ষণে হিন্দুমাত্রেই পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন; ইহা হিন্দুর অতি পবিত্র কর্ম্ম। জগতের কোন জাতিই হিন্দুর ন্যায় পূর্ব্বপুরুষের প্রতি ভক্তি করে না। হিন্দু পিতৃগণকে দেবতাশ্রেণীতে তুলিয়া লইয়াছেন; পিতৃগণ আমোদিত হইলে হিন্দুর সকল পুণ্য সম্পন্ন হয়। এই জন্য বিবাহের প্রাক্কালে, তীর্থে দেবাদি দর্শনের পূর্ব্বে পার্ব্বণের শ্রাদ্ধ বিধি দেখা যায়।

এতাদৃশ পবিত্র কার্য্যের মন্ত্রের মধ্যে আছে;—

"ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সংপূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্॥
বর্ণাশ্রমেতরাণাম্নো ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ॥১
মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী॥২॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ॥৩॥
ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেনোক্তশ্লোকত্রয় ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদমিত্যাদি।" ইহা আমাদিগের শ্রাদ্ধকালে পঠিত হইয়া থাকে। এবং শূদ্রের পক্ষে গঠনকালে নমো নমঃ শব্দ করিতে হয়।

সর্ব্বসৎকর্ম্মপদ্ধতি ৪৪৯ পৃঃ।

এক্ষণে আমাদের প্রশ্ন এই যে, যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত বলিয়া উপরোক্ত শ্লোকত্রয় মধ্যে যে বিংশ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকের নাম করা হইয়াছে, তাঁহারা কি এই ঋষিযুগের লোক? ইঁহাদিগের গ্রন্থের ভাষা যে বৈদিক ভাষা নহে, ইহা ত বালককেও বুঝাইতে হয় না; অথচ এই সকল ব্যক্তিগণের মধ্যে ত অনেকের নাম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে, যাঁহাদের নাম ঋগ্বেদে দৃষ্ট হইতেছে না, তাঁহারাও ব্রাহ্মণোপনিষদের সমকালীন লোক। অঙ্গিরা, মনু, অত্রি, উশনা (শুক্র), গোতম, যম, সম্বর্ত্ত, বৃহস্পতি, শঙ্খ, বশিষ্ঠ, পরাশর, এই ১১ জন সকলেই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ইঁহাদের প্রত্যেকের নামেই ঋগ্বেদে মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে।

বিদেহাধিপতি জনক রাজা বহু-দক্ষিণা-বিশিষ্ট যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তথায় কুরুপাঞ্চাল-নিবাসী ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কে অধিক বেদজ্ঞ? বিদেহাধিপতি জনক রাজা তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইলেন। অতএব তিনি গোসহস্র অবরুদ্ধ করিলেন, এবং প্রত্যেক গাভীর শৃঙ্গদ্বয়ে দশ দশ পাদে সুবর্ণ আবদ্ধ করিলেন।১

জনক রাজা তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে ভগবন্ ব্রাহ্মণগণ! আপনাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞ, তিনিই এই গোসমূহ লইয়া যাইবেন। সেই ব্রাহ্মণগণ তাহাতে প্রগল্‌ভভাব-প্রকাশে সাহস করিলেন না। কিছুক্ষণ পরে যাজ্ঞবল্ক্য নিজের অন্তেবাসী ব্রহ্মচারীকে কহিলেন,—হে সৌম্য সামশ্রবঃ! এই গোসমূহ আমার গৃহে লইয়া যাও। শিষ্য যথাদেশে সেগুলি লইয়া গেল। * * *।" ২

শুক্লবেদীয়া বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩য় অধ্যায়, ১ম ব্রাহ্মণ।—হিন্দুশাস্ত্র।

এতদ্দৃষ্টে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য সমকালীন। জনক রামের শ্বশুর; রাম কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অন্ততঃ ১০০ বৎসর পূর্ব্বের লোক। জনকও তাহা হইলে সেই সময়ের লোক। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাজ্ঞবল্ক্য নামে ঋগ্বেদের কোন মন্ত্র দেখা যায় না; যাজ্ঞবল্ক্য উপনিষদেরই ঋষি। জনকাদেশে তিনি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ হইতে শুক্লযজুর্ব্বেদ সংগ্রহ করেন, সুতরাং তিনি পরাশরসুত বেদবিভাগকর্ত্তার পরবর্ত্তী বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন। মহাভারতের ন্যায় রামায়ণও সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত ও পরি-

বর্দ্ধিত হইয়াছে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা ইহার মূল বৃত্তান্ত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করেন; পরবর্ত্তী কালে যখন ইহাতে সংযোগ-বিয়োগ ঘটিয়াছে তখনই সম্ভবতঃ জনক যাজ্ঞবল্ক্যের কথা ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।* সে যাহা হউক, যাজ্ঞবল্ক্য যদি পরাশরপুত্রের পরবর্ত্তীও হন, তাহা হইলেও তিনি অধিক পরবর্ত্তী নহেন, কেন না ব্রাহ্মণসাহিত্যে তাঁহার উল্লেখ দেখা যাইতেছে।

বিশ্বামিত্রস্য চ সুতা দেবরাতাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
প্রখ্যাতাস্ত্রিষু লোকেষু তেষাং নামান্যতঃপরম্॥
দেবরাতঃ কতিশ্চৈব যস্মাৎ কাত্যায়নাঃ স্মৃতাঃ।
কচ্ছেপো হারীতশ্চৈব বিশ্বামিত্রস্য তে সুতাঃ॥

ব্রহ্মপুরাণ, চন্দ্রবংশবর্ণন, ৫৩।৫৪।৫৫ শ্লোক।

ঋগ্বেদ ৩য় মণ্ডল ১৭।১৮ সূক্তের ঋষি বিশ্বামিত্রের পুত্র 'কত'। তাঁহাকেই ব্রহ্মপুরাণে 'কতি' বলা হইয়াছে। কতিই হউক আর কতই হউক, তাঁহার পুত্র যে কাত্যায়ন তিনি বিশ্বামিত্রের পৌত্র সন্দেহ নাই। বিশ্বামিত্র কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের শতাব্দিক বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী সুতরাং তাঁহার পৌত্র কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের বড় বেশী পরবর্ত্তী নহেন। বিশেষতঃ কাত্যায়ন সেই নৈমিষারণ্যের বিখ্যাত যাজ্ঞিক শৌনকের শিষ্য; "য আঙ্গিরস শৌন হোত্র ভূত্বাভার্গবঃ শৌনকোঽভবৎ স গৃৎসমদো দ্বিতীয়ং মণ্ডলং অপস্বৎ" অর্থাৎ যে অঙ্গিরাবংশীয় শৌন হোত্র হইয়া ভৃগুবংশীয় শৌনক হইয়াছিলেন সেই গৃৎসমদ দ্বিতীয় মণ্ডল দেখিয়াছিলেন। সুতরাং গৃৎসমদ ও শৌনক এক ব্যক্তি, কাত্যায়ন ইঁহারই শিষ্য; তিনি সর্ব্বানুক্রমণি ও বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্য লেখক; ইনিও কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অনেক পরবর্ত্তী হইতে পারেন না। কাত্যায়নের পিতৃব্য হারীত, ইনিই বা আধুনিক হইবেন কি প্রকারে?

শঙ্খ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি; তাঁহার নাম হইতেই শাঙ্খায়ণ ব্রাহ্মণের নাম হইয়াছে। লিখিত তাঁহার ভ্রাতা। পরাশরপুত্র ব্যাস স্বয়ং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন। আপস্তম্ব একজন কল্পসূত্ররচয়িতা। তিনিও বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। মহাভারত অনুশাসনপর্ব্বের ৪ অধ্যায়ে দক্ষের উল্লেখ আছে। বিষ্ণু ত স্বয়ং সেই প্রাচীন পুরুষ; বিষ্ণুসংহিতায়ই আছে। তিনি বরাহকল্পে ধরিত্রীকে উক্ত সংহিতা বলিয়াছিলেন। অতএব মন্ত্রদ্রষ্টা ১১ জন ভিন্ন অপর ৮ জন সংহিতাকারের নাম বুদ্ধপূর্ব্ব সাহিত্যে উল্লিখিত দেখা যায়। কেবল এক শাতাতপ সম্বন্ধে কিছু নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে না।

যেরূপ অনুষ্টুভে এই বিংশসংহিতা লিখিত সেইরূপ অনুষ্টুভ বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। পাণিনি দ্বারাই পরবর্ত্তী সংস্কৃত শাসিত। পাণিনির সময় ৬০০ খ্রীঃ পূঃ, অর্থাৎ সেই শাক্যসিংহের জন্মের শতাব্দী। বিংশসংহিতা মধ্যে মনুসংহিতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কিন্তু ইহার সমস্তও খ্রীষ্টশতাব্দী আরম্ভের পূর্ব্বে নহে। তবে কাহারা উপরোক্ত প্রাচীন ঋষিগণের নামে এই গ্রন্থগুলি লিখিয়া আমাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপর রাজত্ব করিতেছেন? বঙ্কিমচন্দ্র একস্থলে বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণগণ এমন নিঃস্বার্থ ছিলেন যে আপনাদের যশোগৌরব ডুবাইয়া লোকের হিতার্থে অন্যের নামে স্বস্বরচিত প্রবন্ধ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পুরাণকার ও সংহিতাকারগণকে লক্ষ্য করিয়াই যে এই উক্তি করা হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমরা ইহার মধ্যে এত নিঃস্বার্থতা দেখিতে পাইতেছি না। বৈদিক ঋষিগণের প্রতি এবং পরবর্ত্তী বেদাঙ্গের ঋষিগণের প্রতি লোকের অবিচলিত বিশ্বাস ছিল; বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধানের প্রাক্কালে তাঁহাদের নামে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথা প্রকাশ না করিলে কে তাঁহাদের কথা শুনিত? এজন্য তাঁহারা ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে মন্ত্রদায়গুলিকে জাতিভেদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার জন্য মহনীয় ঋষিগণের নামে এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। উহা দুরভিসন্ধিপ্রণোদিত, উহাতে নিঃস্বার্থতা নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, যেসকল ঋষিগণ ঘৃণাক্ষরে জাতিভেদের উল্লেখ করেন নাই, তাঁহাদের মুখ দিয়াই জাতিভেদ, ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলির নিন্দা অন্যান্য ভাষায় প্রচারিত করিয়াছেন। আরও দুঃখের কারণ এই যে, এই নিন্দুকগণকে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজক বলিয়া পবিত্র কার্য্যে আমাদিগকে স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছেন। বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা যখন এই সংহিতাগুলি টীকাটীপ্পনীসহ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন এই প্রবন্ধগুলির সময়, ভাষা, উদ্দেশ্য ইত্যাদি প্রকট করিয়া, ইহা দ্বারা আমাদের কি উপকার বা অপকার হইতে পারে, তাহা দেখাইয়া দিলে সর্ব্বসাধারণের হিত হইতে পারে। সর্ব্বসাধারণের হিতই ক্ষত্রধর্ম্মের লক্ষ্য।

শ্রীমধুসূদন সরকার বর্ম্মা।

* "The original part of the Ramayana appears to have been completed at a time when the Epic Kernel of the Mahabharata has not as yet assumed definite shape."

History of Sanscrit Literature by A. A. Macdonell.

শৌনকীয়া সন্ধ্যোপাসনাপদ্ধতি।

ওঁ নমো দারিদ্র্যায়। ভাল গ্রন্থারম্ভে এ ভাবে দারিদ্র্যকে গ্রহণ করিতে ত কখন শুনিতে পাওয়া যায় নাই; বাগযোগবিদ্‌গণ কি শব্দমাত্রেই উপনিষদ উপলব্ধি করেন? হাঁ সত্য উহা অথর্ব্ববেদের উচ্ছ্রয়কর্ম্মের শব্দপ্রকরণের অন্তর্ভুক্ত। (১) ঐ শব্দের বিচ্ছেদ 'দার্-ইদ্-রায়' এই ত্রৈপাদিক এবং "বিদ্ধৈশ্বর্য্যসত্ত্বায়" এই একবাক্যজ্ঞান। অর্থাৎ যিনি অণিমা-লঘিমাদি-ঐশ্বর্য্য অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদা নিজরসে চিদাকাশে অবস্থান করিতেছেন সেই নিত্য চৈতন্য অদ্বৈত পরমপুরুষকে নমস্কার করি।

১। "অথর্ব্ববেদস্য সংহিতাবিধিং বক্ষ্যামঃ। ত্রিবিধানি কর্ম্মাণি বিধিকর্ম্মাণি, অবিধিকর্ম্মাণি, উচ্ছ্রয়কর্ম্মাণি। ত্রি প্রমাণকো বিধি প্রত্যক্ষং অনুমানং শব্দং চেতি।" অর্থাৎ—অথর্ব্ববেদের সংহিতাবিধি বলা যাইতেছে, উহাতে ত্রিবিধ বিধান আছে,—কর্ম্মবিধি, অবিধি এবং উচ্ছ্রয়, কৌশিক গৃহ্যসূত্রের পরিভাষা এই বিধিসমূহ প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ দ্বারা প্রমাণিত।

অথবা যিনি পরমৈশ্বর্য্যের পথ রক্ষা করেন, সেই পুরুষকেই নমস্কার করি। অতএব দারিদ্র্যকে নমস্কার দ্বারা গ্রহণ করা ব্রহ্মবিদের পক্ষে উপযুক্তই হইয়াছে। অথর্ব্ববেদমন্ত্রসমূহ মঙ্গলযুক্ত এই জন্য আমাদের সকলেরই তাহার পদ্ধতি প্রকরণাদির বিষয় সম্যক্‌রূপে জানিয়া রাখা ভাল। বেদের প্রশংসা শাস্ত্রে কিরূপ ভাবে রহিয়াছে একবার দেখুন।

"বহ্বৃচো হন্তি বৈ রাষ্ট্রং অধ্বর্য্যুর্নাশয়েৎ সুতান্।
ছন্দোগো ধনং নাশয়েৎ তস্মাচ্চাথ র্বণোগুরু॥"

অথর্ব্বপরিশিষ্ট।

অর্থাৎ ঋগ্বেদ রাজ্যনষ্ট করে, অধ্বর্য্যু পুত্রকে নাশ করে, সামবেদ ধনের অপলাপ করে। কিন্তু শুক্লযজু ও অথর্ব্ববেদ সেই স্থলে গুরুর ন্যায় মঙ্গলকর হয়।

অথর্ব্ববেদের নববিধ শাখা ও পঞ্চবিধ কল্প আছে, এক ব্রাহ্মণ শতবিধ উপনিষদ এবং শৌনকের প্রাতিশাখ্য আছে। সর্ব্ববেদবিদ্ শৌনকধৃত বচনে শাখার বিভাগ সম্বন্ধে এইরূপ জানিতে পারা যায় যথা—

অথর্ব্ববেদস্য নবভেদা ভবন্তি। পিপ্পলা, শৌনকা, দামোদাত্তোত্তায়না জাবালা ব্রহ্মপলাশা কুনখীদেবদর্শীচারণবিদ্যাশ্চেতি॥"

চরণব্যূহপরিশিষ্ট সূত্র ৪ খণ্ড।

অর্থাৎ অথর্ব্ববেদের পিপ্পলাদ, শৌনক, দামোদাত্ত, উত্তায়ন, জাবালা, ব্রহ্মপলাশা, কুনখী, দেবদর্শী এবং চরণবিদ্যা এই নয় শাখা হয়।

কল্পভেদ সম্বন্ধে কৌশিকগৃহ্য পদ্ধতিতে কেশবধৃত উপবর্ষাচার্য্যের বচনে এইরূপ পাওয়া যায়, "মীমাংসায়াং স্মৃতিপাদে কল্পসূত্রাধিকরণে নক্ষত্রকল্পো বিতানকল্পস্তৃতীয়সংহিতাকল্পশ্চতুর্থো অঙ্গিরসাং কল্পঃ শান্তিকল্পস্তু পঞ্চমঃ এতে কল্পাঃ বেদতুল্যা হি ইতি ভগবানুপবর্ষাচার্য্যেণ প্রতিপাদিতং। অন্যকল্পাঃ স্মৃতিতুল্যাঃ" অর্থাৎ মীমাংসার স্মৃতিবিষয়ক কল্পসূত্র প্রকরণে নক্ষত্রকল্প আভিচারিকসূত্র বিতানকল্প (২) (বৈজ্ঞানশ্রৌতসূত্র) সংহিতাকল্প (৩) (কৌশিকগৃহ্যসূত্র) অঙ্গিরস কল্প (ধর্ম্মসূত্র) শান্তিকল্প (৪) (পরিশিষ্টসূত্র) এই পাঁচটী বেদের তুল্য (৫) অন্য কল্প স্মৃতির ন্যায় ইহাই ভগবান্ উপবর্ষাচার্য্য প্রতিপাদন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণের মধ্যে গোপথ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু উহা পিপ্পলাদশাখীর বলিয়া মনে হয়। ইহার প্রথম প্রপাঠকে ১৭।১৮।১৯।২০ মন্ত্রে ক্রমে উক্ত হইয়াছে স্বাধ্যায়ের শেষে "অগ্নিমীলে" ঋক্ "ইধেত্বোর্জেত্বা হইতে কর্ম্মণে" পর্য্যন্ত যজুঃ "অগ্নআ অহি" সাম এবং "শন্নোদেবী" অথর্ব্বণ মন্ত্র। অথর্ব্ববেদের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য ১।৩।৬ বলিয়াছেন যে, বেদের প্রারম্ভে "যে ত্রিষপ্তা" মন্ত্র সেই বেদ শৌনকশাখীর এবং যাহার অগ্রে "শন্নোদেবী" মন্ত্র তাহা পিপ্পলাদশাখীয়। এই জন্যই শৌনকশাখীর ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যে সমস্ত উপনিষদ আছে তন্মধ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য মাত্র চারিখানার ভাষ্য লিখিয়াছেন, এই জন্য অধুনা বিদ্বৎসমাজে মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, প্রশ্ন ও নৃসিংহতাপনী উপনিষদ্ব্যতীত অন্যগুলি আধুনিক বলিয়া পরিত্যাগ ও অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। প্রাতিশাখ্য ইহা শব্দাঙ্কের মধ্যে অতি প্রাচীন।

ঋগ্বেদ, শুক্ল ও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ এবং সামবেদের কল্পসূত্র সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম্ম তিন বিভাগের কথা লিখিত হইয়াছে; ইহার সেরূপ নহে, পূর্ব্বোক্ত পাঁচ কল্পে বিভক্ত। অন্যান্য বেদের যেমন পাঁচটী মহাযজ্ঞ অথর্ব্ববেদে তেমন নহে, কিন্তু সাতটী মহাযজ্ঞ আছে (৮।১০।২৩।৫।১৮), এ সম্বন্ধে কেশব, কৌশিকপদ্ধতির ১।১২।১ বলিয়াছেন, "সপ্ত ব্রহ্মযজ্ঞানম্" এইজন্য এবং শৌনকগৃহ্য সূত্রের অভাবে সন্ধ্যার অন্তে ব্রহ্মযজ্ঞের পদ্ধতি লিখিতে বিরত থাকিব। তবে ইহার আনুষঙ্গিক যে সমস্ত রহস্য পাইব তাহা যথাযথ প্রকাশ করিব। পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি যে, ঋক্, কৃষ্ণযজু এবং সামবেদের ব্যবহারে ক্ষত্রিয়ের রাষ্ট্র, বল ও ধন বিনাশ পায় কিন্তু শুক্লযজুর্ব্বেদ-অথর্ব্ববেদাধ্যয়নে সর্ব্বতোভাবে কল্যাণলাভ হয় এই জন্য অগ্রে মাধ্যন্দিনী পদ্ধতি প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিয়া শৌনকশাখাসম্মত শৌনকীয়া পদ্ধতি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইব তাহা সহৃদয় পাঠকগণের প্রতি নির্ভর করিতেছে; কেন না একদিকে নবশিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায় অথর্ব্ববেদকে আধুনিকাদি অপবাদে উড়াইয়া দিতেছেন, অপরদিকে দারিদ্রের কঠোর দংশনে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, এমতাবস্থায় সত্যের প্রকাশ ব্যতীত প্রতিষ্ঠালাভের উপায় নাই; এই জন্য অগ্র অথর্ব্ববেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া পদ্ধতি প্রয়োগ করিব।

২। Dr. Richard Garbe বৈতানসূত্রের ভূমিকায় বলিয়াছেন এই গ্রন্থ পিপ্পলাদশাখীর শ্রৌতসূত্র।

৩। কেশব কৌশিক গৃহ্যের পদ্ধতি পারিভাষায় লিখিয়াছেন, "তত্র চতসৃষু শাখাসু শৌনকাদিষু কৌশিকোঽয়ং সংহিতাবিধেঃ গোপথব্রাহ্মণার্থবাদাদি পরিত্যজ্য বিধিমাত্রং কল্পয়িত্বা বিধেঃ কৃতসূত্র যথোপযোগং টীকা ক্রিয়তে॥" অর্থাৎ সেই সংহিতাবিধি শৌনকাদি চারি শাখার এই কৌশিক গৃহ্যসূত্র এবং গোপথব্রাহ্মণের অর্থবাদ পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিধি কল্পনা করতঃ কৃত সূত্রেরই যথোপযুক্ত টীকা করা হইল। কিন্তু এই কৌশিক গৃহ্য যে গোপথানুবর্ত্তী তাহা কতকটা অর্থবাদ পরিত্যাগ করিয়া। এই কথায় আপত্তি উত্থাপন করিলে অনুমান করা যায়। বিশেষতঃ পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য দয়ানন্দ সরস্বতী অনেক স্থলে শৌনক গৃহ্যসূত্র হইতে প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব এমতাবস্থায় কৌশিকসূত্র শৌনকসূত্র বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

৪। আথর্ব্বণ পরিশিষ্টের অনেক সায়ণাচার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন, এখানে সায়ণ-

Library ও Asiatic Society of Bengal এই উভয় স্থানে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও পাই নাই কিন্তু American Oriental Society হইতে প্রকাশিত কৌশিকসূত্রের ভূমিকায় Maurice Bloomfield বলিয়াছেন অথর্ব্বপরিশিষ্ট Royal Library at Berlin edited by Weber আমি দেখিয়াছি।" আমি যে প্রমাণ প্রয়োগ করিলাম তাহা সায়ণভাষ্যধৃত।

৫। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অনুষঙ্গপাদের পূর্ব্বভাগে ৬।৫৭ এবং বিষ্ণুপুরাণের ৩।৬।১৪—১৫ শ্লোকে পঞ্চকল্পের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে "শ্রেয়স্কথর্ব্বণো হ্যেতে সংহিতানাং বিকল্পাঃ॥" অতএব ঐসকল গ্রন্থ সর্ব্ববাদীসম্মত ও প্রমাণ্য।

সত্যবাদী ঋষিগণ অথর্ব্ববেদকে সর্ব্ব-বিদ্যার আকর ব্রহ্মবাক্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মুণ্ডক শ্রুতির ১।১ শ্লোকে যে অথর্ব্ববেদ সম্বন্ধে "স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায়।" অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা অথর্ব্ববেদে ব্রহ্মবিদ্যাকে নিহিত করিলেন, বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছেন, সেই অপৌরুষেয় শাস্ত্রকে যিনি জেন্দাবস্তার সংস্কার বলিয়া উপেক্ষা করেন, তাঁহাকে নিশ্চয় ইহা বলা যাইতে পারে যে তিনি পল্লবগ্রাহী, তিনি যথার্থরূপে বেদ এবং বেদাঙ্গোপাঙ্গ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ অধ্যয়ন করেন নাই। অতএব তাঁহাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করা যাইতেছে।

অথর্ব্ববেদ যদি লৌকিক শাস্ত্রই হইবে তাহা হইলে উহার মন্ত্রসমূহে কেন স্বরের নির্দ্দেশ রহিয়াছে? পাণিনিদর্শনের ১।১।১ আছে যে, বেদের মধ্যে যদি মিথ্যা শব্দ অর্থাৎ লোকরচিত কিছু থাকে, তবে সেই গেয় স্থল গায়মানগণ বুঝিতে পারিয়া পরিত্যাগ করিবেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে লৌকিক স্বর ও বৈদিক স্বর এক নহে। এ সম্বন্ধে সর্ব্ববেদবিদ্ কাত্যায়ন বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্যের প্রথম অধ্যায়ে দুইটী সূত্রে বলিয়াছেন যে, "স্বরসংস্কারয়ো ছন্দসি নিয়ম ॥১॥ লৌকিকানামর্থপূর্ব্বকত্বাৎ ॥২॥ ভাষ্যকার উব্বটাচার্য্য বলিয়াছেন "উদাত্তাদি স্বরের লোপাগম বিকারই বেদের নিয়ম। কিন্তু লৌকিক শব্দোচ্চারণে তাহার কোন প্রয়োজন হয় না শুধু অর্থানুসারে অধ্যয়ন করিতে হয়।" অতএব যদি অনৃত লৌকিক শাস্ত্রই হইবে তবে মন্ত্রে উদাত্তাদি ও ষড়জাদি স্বরের কেন নির্দ্দেশ রহিয়াছে। (১)

১। অনেকে বলিতে পারেন ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদেও ত স্বরনির্দ্দেশ আছে, ইহা কিরূপ? হাঁ সত্য, ঐ সকল গ্রন্থে যে নির্দ্দেশ আছে তাহা উদাত্তাদি কি ষড়জাদি স্বরের নহে অর্থনির্দ্দেশক চিহ্ন মাত্র।

২। শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বেও স্থৌলষ্ঠ্যি, ঔর্ণনাভ, শাকপূণি নামে আরও তিন নিরুক্তকার ছিলেন। যাস্ক উঁহাদের অনেক স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন "ত্রয়ীর পরে যে ছন্দাংসি সন্নিবেশিত আছে। ঐ মন্ত্রের ঋক্ স্পষ্টে যেমন পরস্পরের উল্লেখ আছে, অথর্ব্ব স্তব, সামার্থে গান, ছন্দাংসি অর্থে বেদের কথা তেমন ত্রয়ীর কোন মন্ত্রে নাই। ঋক্ এবং যজু অর্থে যাজনই বুঝিতে হইবে। অথচ অথর্ব্ববেদ মধ্যে ত্রয়ীর উল্লেখ রহিয়াছে। ছন্দাংসি' সম্বন্ধে যস্কাচার্য্য নিরুক্তির দৈবতকাণ্ডের ১।১২।৩।৫ সংখ্যায় বলিয়াছেন সাহায্য কিম্বা নিরুক্তসমূহের (২) ন্যায় মন্ত্রসমূহ ছন্দাংসি ছাদনাৎ" অর্থাৎ আচ্ছাদনার্থে ছাদন হইয়াছে। অতএব দেখিতে হইবে ছিন্নত্ব সম্পাদন করিতে না পারিলে যাহা যথার্থ তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া বেদের নাম অভ্রান্ত সত্য তাহা কি ভ্রান্ত মানবগণের ভাষায় ছন্দাংসি' হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শতপথ ব্রাহ্মণে উপলব্ধি হইতে পারে? অতএব ত্রয়ী মধ্যে আছে। †

অথর্ব্ববেদ আছে কিনা পাঠকগণ দেখুন।

"ছন্দাংসি বৈ দেবা বয়োনাধাশ্ছন্দোভির্হীদং সর্ব্বং বুয়নং নদ্ধম্ ॥" ৮

তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুঃ তস্মাদজায়তে॥

মাধ্যঃ ৮ কাং ১ প্রপাঃ ২ অঃ ৬ ব্রাঃ

অন্বয়ার্থ :—ইদং (এই) সর্ব্বং (সকল শুক্লযজুঃ ৩১ অধ্যায়) নদ্ধং (বদ্ধ) বুয়নং (প্রজ্ঞান) ছন্দোভি (বেদসমূহের দ্বারা) বয়োনাধা (সর্ব্বতোভাবে গ্রথিত) দেবা (অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য) বৈ (অথবা) ছন্দাংসি (মন্ত্রবেদত্রয়ই উপলব্ধি করিয়া থাকে; অথবা) ছন্দাবলী অথবা বেদত্রয় (১) যেরূপ বেদের কোন সন্ধান পায় না। কিন্তু সামগান জগত গ্রথিত আছে। বেদোত্তম (২) পরে যে ছন্দাংসি শব্দ রহিয়াছে, ঋক্সংহিতার দ্বারাও সেইরূপ যথার্থ জ্ঞান অথর্ব্ব বেদেরই পরিবর্ত্তে প্রয়োগ আছে। ব্রহ্মবিদ্যা সংবন্ধ।" এইপ্রকার তিন যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে যাহাকে আচ্ছাদন করিয়া ছন্দ হইয়াছে সাম, যজু যিনি ছন্দবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন ছন্দাংসি সেইপ্রকার অথর্ব্ববেদের স্থল গ্রহণ তিনি কি 'ছন্দাংসি' না লিখিয়া 'অথর্ব্ব করিয়াছে।

লিখিতে পারিতেন না? হাঁ সত্য, পারিতেন। কিন্তু ঐ স্থলে ছন্দাংসি প্রয়োগেরই প্রয়োজন

† শ্রীভগবান্ ও "ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি" এই অর্থে গীতায় ব্যবহার করিয়াছেন। সম্পাদক।

১। কাত্যায়নের ঋগ্বেদের শাকল সর্ব্বানুক্রমণি পরিভাষায় নিম্নোদ্ধৃত প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছে। যথা—ত্রিস্রো এব দেবতা ইত্যং-পরিকল্প্যস্থানা অগ্নি বায়ুঃ সূর্য্য ইতি ॥"৮

পরিভাষা ২ খং

২। ছন্দোভি এই শব্দ গুরুত্বে বহুবচন দিয়া পরিশিষ্টোক্ত বেদশ্রেষ্ঠ অথর্ব্ববেদই নির্দ্দেশ করিয়াছে। এইরূপ তদর্থবোধক শব্দ মাত্রই গুরুত্বে বহুবচন আছে।

শংসীর উল্লেখ আছে তখন উহা ইতিহাস, পুরাণাদির পরবর্ত্তী বলিয়া ধরিয়া লওয়াই সুযুক্তি।"

এইরূপ আপত্তি নিতান্ত স্থূলদর্শীর ন্যায়। ইতিহাস সম্বন্ধে গোতমাচার্য্য স্বীয় রচিত ন্যায়সূত্রের ২।২।১ সংখ্যায় বলিয়াছেন "ন চ তুষ্টঙ্মৈতিহ্যার্থাপত্তিসম্ভবা ভাবা প্রমাণ্যাৎ।" অর্থাৎ অভাবকে যাহাতে সম্ভব করে তাহাই প্রমাণ্য ঐতিহ্য এবং উহার অর্থাপত্তি সন্তোষজনক নহে। অতএব যে অতীত বিষয় বেদে বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাই ইতিহাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ উহাতে পুরাণপুরুষের বিবরণ আছে বলিয়া তথায় পুরাণের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। যেস্থলে লোকশিক্ষার জন্য উপমা, অলঙ্কার কোন ঘটনা লইয়া গ্রথিত হইয়াছে সেই স্থলে গাথা নামে গ্রথিত রহিয়াছে। নারাশংসীর কথাও এইরূপ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ যেস্থলে অগ্নির প্রশংসা আছে সেই মন্ত্রই নারাশংসী-নামে প্রকাশ করা হইয়াছে। এসম্বন্ধে যাস্কাচার্য্য স্বীয় নিরুক্তিয় দৈবতকাণ্ডের ২।৬।২।৩ সংখ্যায় শাকপূণির মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন 'অগ্নিরিতি শাকপূণির্ণৈর প্রশস্ত ভবতি॥" এখন বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে ইতিহাস, পুরাণ, গাথা ও নারাশংসী অথর্ববেদের কোন কোন বেদের নাম, ঐ সকল নাম লোকরচিত গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করা হয় নাই, শুধু ঐ সমস্ত কাহাকে বলে তাহাই লোকশিক্ষার জন্য দেখান হইয়াছে। অতএব পূর্ব্ব পক্ষের দ্বিতীয় আপত্তি এই স্থলে ছেদন করিয়া অথর্ব্ববেদের অপৌরষেয়ত্ব প্রতিপাদিত হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মণঃ।

উপদেশাবলী।

পূর্ব্বানুবৃত্তি। (২)

শারীরিক ধর্ম্ম।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থূল শরীর মানবের পরম প্রিয় পদার্থ। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গই শরীর দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। সুস্থ শরীর সকল সুখের নিদান। প্রাকৃতিক নিয়মাবলী যথারীতিরূপে পালন করিয়া এই শরীর রক্ষা করিতে হয় এবং এই স্বাস্থ্যরক্ষাকেই শারীরিক ধর্ম্ম বলে। শারীরিক ধর্ম্মরক্ষা প্রকৃতপক্ষে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অন্তর্গত; সুতরাং এরূপ বিশাল বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ দেওয়া দূরে থাকুক, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবেও এই বিষয়ের অনুশীলন করা অসম্ভব। তবে কেবল মাত্র দিগ্‌দর্শনস্বরূপ কতিপয় স্থূল স্থূল স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম কথিত হইয়াছে।

স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখিতে হইলে প্রথমতঃ শরীরের গঠন ও প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। যিনি স্থিরধীরচিত্তে মানবদেহের সৃষ্টিতত্ত্ব, অস্থিতত্ত্ব এবং শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়াছেন তিনি সেই বিশ্বারাধ্য বিশ্বশিল্পী পরমাত্মার সৃষ্টি-নৈপুণ্য ও অপার মহিমা অবগত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। আমাদের অনুরোধ, প্রত্যেক বিদ্বান্ ব্যক্তিই যেন এই অলৌকিক অত্যাশ্চর্য্যময় জীবতত্ত্ব ও শারীর-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও অনুশীলন করেন। তাহাতে শিক্ষা, উপকার, আধ্যাত্মিক উন্নতি, ভক্তি, বিশ্বাস প্রভৃতি বহু মূল্যবান রত্ন লাভ হইবে।

সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে মানবদেহের নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত সমুদয় অবয়ব ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই সুনিপুণ শিল্পীবরের সুন্দর শিল্প-নৈপুণ্যের ও অনন্তজ্ঞানবানের অশেষ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কোমল মস্তিষ্কের জন্য সুদৃঢ় অস্থ্যাবরণ, তদুপরি কেশের আচ্ছাদন, চক্ষুর্দ্বয় রক্ষার নিমিত্ত ভ্রূ ও পক্ষ্মদ্বয়, কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ করার নিমিত্ত কঠিন দন্তপংক্তি এবং অঙ্গুলীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নখ প্রভৃতি যুগপৎ শোভা ও নিতান্ত আবশ্যক কার্য্যের প্রতিপাদন করিতেছে। খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক প্রণালী, রক্তসঞ্চালনপ্রথা, দেহ হইতে নানাবিধ মলনিঃসরণের কি অত্যাশ্চর্য্য কৌশলই ব্যক্ত করিতেছে! দেহের কোনও স্থলে অতি ক্ষুদ্র একটী পিপীলিকা দংশন করিলে অথবা একটী কণ্টক প্রবিষ্ট হইলে আমরা তত্তৎসময়েই ঐ ঐ বিপদের কথা জানিতে পারি, এবং তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে পারি। আমাদের প্রকৃতির প্রতিকূল কোন দ্রব্য পাকস্থলীতে প্রবিষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ বমনের প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়া উঠে এবং সেই হানিকর পদার্থকে পাকস্থলী হইতে বাহির না করিয়া দিয়া নিরস্ত হয় না। হাঁচি ও কাসি যথাক্রমে নাসিকা নালী ও ফুস্‌ফুস্ যন্ত্র হইতে অপকারক আবর্জ্জনা বাহির করিয়া দিবার পক্ষে সর্ব্বদা সতর্ক প্রহরীর কার্য্য করিতেছে। এই প্রকার দেহস্থ যন্ত্রসমূহ নিজ নিজ কার্য্য এমন সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিয়া দেয় যে, প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর পুনঃ পুনঃ অবমাননা না করিলে দৈহিক স্বাস্থ্য-ভঙ্গের উপায় নাই। স্থূলভাবে সেই নিয়মগুলির কথা ক্রমশঃ বলা যাইতেছে।

শারীরিক স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখার নিমিত্ত আমাদিগের (১) খাদ্য, জল, বায়ু, পরিধেয় ও ব্যায়াম এই কয়টী বিষয়ের নিতান্ত প্রয়োজন। যথাসম্ভব সংক্ষেপভাবে ক্রমশঃ এইগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে;—

১। খাদ্য।—খাদ্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে গেলে প্রথমতঃ

(১) কোন সময়ে খাওয়া উচিত;
(২) কেমন করিয়া খাওয়া উচিত;
(৩) কি খাওয়া উচিত;

দেখিতে হয়। "কোন সময়ে খাওয়া উচিত?" এই প্রশ্নের বিচারই বড় আবশ্যক। অনেকে এই প্রশ্নটীই অনাবশ্যক মনে করেন। আধুনিক সময়ে বেলা ১০টার সময়ে প্রথম আহার, অপরাহ্ণ ৪টা কি ৫টার সময়ে জলযোগ এবং রাত্রি ৮টা কি ৯টার সময়ে রাত্রি-ভোজন,—এই সময় ত পড়িয়াই আছে। দুঃখের বিষয়, এই সময় নৈসর্গিক নিয়মানুসারে নির্দ্ধারিত হয় নাই—প্রত্যুত অভ্যাস বা কদভ্যাস বশতই ঐ নিয়ম স্থির হইয়া গিয়াছে। আমরা এখন আর প্রাকৃতিক নিয়মানুসারী নহি,—আমরা অভ্যাসের ক্রীতদাস। এই যে অধুনা শত সহস্র ব্যক্তি অজীর্ণ ও অম্ল প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য পীড়ায় জীবন্মৃতবৎ রহিয়াছেন, অসময়ে ভোজনই তাহার প্রধান কারণ। "ক্ষুধা না হইলে কদাপি খাদ্য স্পর্শ করিব না"—এই প্রতিজ্ঞা করতঃ আমরণ তাহা প্রতিপালন করিতে পারিলে অনেক পীড়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই। অভ্যাস-বশতঃ নিরূপিত সময়ে আমাদের এক প্রকার কৃত্রিম বুভুক্ষা উপস্থিত হয় এবং আমরা সেই বুভুক্ষারই সেবা করিয়া থাকি। প্রকৃত ক্ষুধার লক্ষণ কেমন করিয়া বুঝাইব? যিনি কোন কারণ বশতঃ দীর্ঘকাল উপবাস করিয়াছেন,—তিনিই প্রকৃত ক্ষুধা চিনিতে পারেন। প্রকৃত ক্ষুধায় খাদ্যদ্রব্য অমৃতবৎ সুস্বাদ বোধ হয় এবং মশলা চাটনী প্রভৃতি দ্বারা তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হয় না। রাত্রিতে ৯।১০টার সময় উদর পূরণ করিয়া আহার করিলে সাধারণ পরিশ্রমশীল যুবকযুবতীর পক্ষে পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে প্রকৃত ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। অজীর্ণের উপর ভোজন যেন কেহ কখনও না করেন, তৎসম্বন্ধে সকলেরই সতর্ক হওয়া উচিত।

২। "কেমন করিয়া খাইতে হয়?" ইহাই দ্বিতীয় প্রশ্ন। অনেকে শ্রীযুত কমলাকান্ত শর্ম্মার ন্যায় উত্তর করিবেন, "ডালের সহিত ভাত মাখিয়া ইত্যাদি।" কিন্তু ইহা জীবন-মরণের কথা, উপহাসের বিষয় নহে। অজীর্ণে ভোজনের ন্যায় অতিভোজনও নানাবিধ রোগের নিদান। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদ অতিভোজনের ভূয়োভূয়ঃ নিন্দা করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রমতে, অতিভোজন "অধর্ম্ম"। প্রকৃতই অতিভোজন শারীরিক মহা-অধর্ম্ম। যাহাতে শরীররক্ষা হয়, শরীরকে ধারণ করিয়া রাখে, তাহাই ত শারীরিক ধর্ম্ম। অতিভোজনে

শরীর নাশ করে,—সুতরাং উহা অধর্ম্ম। খাদ্য দ্রব্য কঠিন হইলে উহাকে উত্তমরূপে চিবাইয়া খাইতে হয়, ইহা সকলেই জানেন। "উত্তমরূপে চিবান" কাহাকে বলে? যে পর্য্যন্ত খাদ্য দ্রব্যের আস্বাদন পাওয়া যায়,—যে পর্য্যন্ত চিবাইতে চিবাইতে কঠিন পদার্থ তরল পদার্থে পরিণত না হয় অথবা তাহার আবর্জ্জনা-অংশ সম্পূর্ণরূপে পৃথক না হইয়া যায়, তদবধি চিবানকে উত্তমরূপে চিবান বলে। আমরা যে যন্ত্রকে পাকস্থলী বলি, কেবল একা উহা দ্বারাই আমাদের খাদ্য দ্রব্য পরিপক্ক হয় না। ভাত রুটি প্রভৃতি খাদ্য, যাহা আমাদিগের প্রধান খাদ্য,—তাহা উত্তমরূপে চিবাইতে চিবাইতে মিষ্ট না লাগিলে সে খাওয়ায় কোন ফল হয় না। পাকস্থলী সেরূপ ভাত বা রুটি হজম করিতে পারে না। কেন পারে না,—আমরা ভাত রুটি চিবাইতে চিবাইতে কেন মিষ্ট লাগে, তাহার বিচার করিবার স্থল ইহা নহে,—যে কোন তত্ত্বজ্ঞ চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিলেই ইহার সদুত্তর পাওয়া যাইবে। কঠিন পদার্থ চিবাইতে হইবে বলিয়াছি। দুগ্ধ তরল পদার্থ,—উহা চিবান যায় না কিন্তু দুগ্ধ অল্পে অল্পে উত্তমরূপে লালামিশ্রিত করিয়া পান করা উচিত। একেবারে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ গিলিয়া খাইলে ঐ দুগ্ধ পাকস্থলীতে পৌঁছিয়াই তত্রস্থ অম্লরসের সহিত মিশ্রিত হয় ও তদ্দণ্ডেই বৃহৎ বৃহৎ ছানার খণ্ডে পরিণত হয়। বৃহৎ ছানার খণ্ড পরিপাক করা আর অচর্ব্বিত বৃহৎ মাংসখণ্ড পরিপাক করা প্রায় একই কথা। অপর পক্ষে লালার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে দুগ্ধের ঐরূপ বড় বড় ছানার খণ্ড জন্মে না; সুতরাং সহজেই পরিপাক করা যায়। এই জন্যই চিকিৎসকেরা শিশুদিগের জন্য গোদুগ্ধে জল, চুণের জল, বার্লি প্রভৃতির জল মিশাইতে বলেন। প্রথম অবস্থায় উত্তমরূপে চর্ব্বণ অভ্যাস করা কিছু বিরক্তিজনক হইতে পারে কিন্তু উহার উপযোগিতার বিষয় স্মরণ করতঃ ঐ ক্ষুদ্র বিরক্তি পরিত্যাগ করাই উচিত এবং অভ্যস্ত হইয়া গেলে ঐরূপ চর্ব্বণ করা বিরক্তিজনক না হইয়া সুখকরই বোধ হইবে।

চর্ব্বণ করার সহিত অতিভোজনের সম্পর্ক কি? একবার অভ্যাস করিয়া দেখিলেই পাঠক নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইবেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া সুচারুরূপে চর্ব্বণ করিতে করিতে ভোজন করিলে অল্প খাদ্যেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোজন করিয়া শরীরকে প্রপীড়িত করিতে হয় না। তবে যাহারা রসনাকামুক—তাহাদের কথা স্বতন্ত্র;—আয়ুর্ব্বেদ তাহাদিগকে বিসূচিকা উদরাময় প্রভৃতির লক্ষ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

তৃতীয় বা শেষ প্রশ্ন "কি খাওয়া উচিত?" আমাদের দেহরক্ষার জন্য মূলতঃ কয়েকপ্রকার খাদ্যের প্রয়োজন। অবস্থা, প্রকৃতি, ঋতু, রুচি প্রভৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যক্তির পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার খাদ্যের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। আমিষ বা নিরামিষ উভয় প্রকার খাদ্যের মধ্যে এক প্রকার বা উভয় প্রকার খাদ্য ভোজন দ্বারা দেহরক্ষা হইতে পারে। এ বিষয়ে পক্ষপাতপ্রিয় ব্যক্তিগণ যাহাই বলুক না কেন,—প্রকৃতপক্ষে কোন বিবাদ নাই। মাংসে যে পুষ্টিকর পদার্থ আছে, সর্ব্বপ্রকার ডাইলে তাহা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। ভাত বা রুটীর সহিত মাছমাংস অথবা ডাইল খাইলে শরীরপোষণের কোনই হানি হয়না। প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি খাদ্যনির্ব্বাচনের সহায় হইয়া থাকে। এমন লোক অনেক আছেন, যাঁহারা মৎস্যমাংসের গন্ধ সহ্য করিতে পারেন না, পক্ষান্তরে ঘৃতের গন্ধে বমি করেন এরূপ লোকেরও অসদ্ভাব নাই। প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিবেচনায় আমিষ অথবা নিরামিষ উভয় প্রকার খাদ্যের মধ্যে যাহার যেরূপ ইচ্ছা বাছিয়া লইতে হয়। (১)

আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার খাদ্য দ্বারাই শরীরপোষণ হইতে পারে বটে কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতিপ্রার্থী হইলে আমিষ পরিত্যাগ করাই উচিত। শাস্ত্রানুসারে মনুষ্যের মন জড় পদার্থ এবং খাদ্যদ্রব্য হইতেই মন গঠিত হয়, সুতরাং মনকে উচ্চভাবাপন্ন করিতে হইলে জীবের বধ-বন্ধন-জনিত পদার্থ পরিত্যাগ করাই উচিত। মৎস্য মাংস তুল্যরূপ দোষযুক্ত—অথবা মৎস্য মাংস অপেক্ষাও হেয়। বাঙ্গালীর পক্ষে মাছ এতদূর প্রিয় পদার্থ যে এক জন অতিশয় সুশিক্ষিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ মৎস্যভোজদোষ আদৌ লক্ষ্য করিতেই পারেন নাই। (২) মহর্ষি মনু বলিয়াছেন যে মৎস্য সর্ব্বপ্রকার অমেধ্য পদার্থই খায়, সুতরাং যিনি মাছ খাইয়াছেন, তাঁহার সকলই খাওয়া হইয়াছে। আর জেলে মাছ মারিয়াছে, বিশেষ করিয়া আমার জন্য ত মারে নাই, আমি খাইব, তাহাতে দোষ কি? হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র

(১) শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর M.B., I. C. S. প্রণীত "খাদ্য" পুস্তক হইতে এ সম্বন্ধে অনেক সাহায্য পাওয়া যাইবে।

(২) "জ্ঞান ও কর্ম্ম", শ্রীযুক্ত রায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় M. A., D. L. প্রণীত।

এরূপ মিথ্যা হেতুবাদেরও প্রশ্রয় দেন নাই। কারণ তাঁহারা আজ্ঞাপ্রদানকারী, প্রকৃত ঘাতক, মৃতদেহখণ্ডবিখণ্ডকর্ত্তা, ক্রেতা, বিক্রেতা, পাচক, পরিবেশক ও ভোজনকর্ত্তা সকলকেই "ঘাতক" আখ্যায় বিভূষিত করিয়াছেন। আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রে মাংস শব্দের এই ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে যে, আমি ইহলোকে যাহাকে খাইলাম পরলোকে আমাকে (মাং) সে (সঃ) খাইবে। মাংসভোজনের বিরুদ্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ নিষেধের ঘটা দেখা যায়, তাহাতে আমিষভোজন ধর্ম্মার্থী ব্যক্তিদিগের পক্ষে অপকারক বলিয়াই ঋষিগণের বিশ্বাস ছিল বলিয়া বোধ হয়। আর ইদানীং আমাদের দেশে না হউক য়ুরোপ এবং আমেরিকায় যেরূপ দিন দিন নিরামিষভোজনের পক্ষপাতী লোকদিগের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে আবার জগতে নিরামিষভোজনের প্রাধান্য স্থাপিত হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহা হউক এসম্বন্ধে অধিক বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন।

বৃক্ষের সুপক্ক সুস্বাদ রসযুক্ত ফলই মানবের নৈসর্গিক খাদ্য বলিয়া অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি অনুমান করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এরূপ ফলাহারে শরীরের সত্ত্বগুণ যে সুন্দররূপে স্ফূর্ত্তি পায়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শারীরিক বল, বয়স এবং ব্যায়াম অথবা পরিশ্রমের তারতম্য অনুসারে ভোজনের পরিমাণ ঠিক করা উচিত। অপক্ক, দুর্গন্ধ, শঠিত, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট অথবা অতুষ্ণ কি অতি শীতল খাদ্য ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। একই প্রকার আহারদ্রব্য প্রত্যহ ভোজন করা অহিতজনক।

প্রফুল্লমনে, ধীরে ধীরে শান্তি ও সুখের সহিত ভোজন করার পর কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য। ভোজনের অব্যবহিত পরেই গমন, উল্লম্ফন, ব্যায়াম, পরিশ্রম, স্ত্রীসঙ্গ অথবা নিদ্রা নিষিদ্ধ।

শরীর অসুস্থ হইলে প্রথমতঃ লঙ্ঘন বা উপবাসই সুপথ্য। লঙ্ঘনের সময় তৃষ্ণার অনুরূপ যথেষ্ট শীতল বা উষ্ণ জল ও স্বচ্ছ বায়ু সেবন কর্ত্তব্য। ভোজনের অনিয়মে যেমন বহুরোগের উৎপত্তি হয়, উপবাস দ্বারাই তদ্রূপ অনেক রোগের শান্তি হইয়া থাকে। যাঁহাদের মধ্যে মধ্যে নিয়মিত উপবাস করা অভ্যাস আছে,—তাঁহাদের শরীর প্রায়ই নীরোগ থাকে। নানাপ্রকার বাতব্যাধি, অতিশ্লৌল্য, উদরগত অনেক ব্যাধি কেবলমাত্র উপবাস দ্বারাই দূরীভূত হইতে পারে। যদি প্রচুর অর্থাৎ আবশ্যকমত নির্ম্মল জল ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে খাদ্যাভাবে এই সকল রোগীর বিশেষ কোন অপকারই হয় না। দুর্ভিক্ষে যে শত শত মানব মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার প্রধান কারণ মানসিক উদ্বেগ, ভয় ইত্যাদি এবং দ্বিতীয় কারণ অত্যুপবাসের পর অতি-ভোজন বা কদর্য্য ভোজন। হিন্দুর নিকট উপবাসের কথা নূতন নহে। বাইবেলেও কথিত আছে যে যীশুখ্রীষ্ট চল্লিশ দিন উপবাসী ছিলেন। অনেকেই এই কথায় অবিশ্বাস করেন। ভক্ত খ্রীষ্টান মনে করেন, প্রভু যীশুখ্রীষ্ট ভগবানের সাক্ষাৎ পুত্র,—তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব। এখন আর সে দিন নাই। আমেরিকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার ডিউই তদপেক্ষা অধিকতর প্রসিদ্ধ ডাক্তার ট্যানারের বৃদ্ধাবস্থায় হৃদ্রোগে ৭০ পঁচাত্তর দিন তাঁহাকে উপবাস করাইয়া নীরোগ করিয়াছিলেন। ৪০।৪৫ দিন উপবাস ত যে সে করিতেছে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের দ্বারা নিরামিষভোজনের ন্যায় উপবাসের উপাদেয়তাও আধুনিক জগতে প্রচারিত হইতেছে। আরও কত পুরাতন তত্ত্ব নূতন পরিচ্ছদে পৃথিবীতে অবতরণ করিবে, কে বলিতে পারে?

"ঔষধ ভিন্ন সুপথ্যযোগেও বরং রোগ দূর হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু পথ্যবিহীন রোগীর রক্ষা করে এমন ঔষধই নাই"—হিন্দু আয়ুর্ব্বেদের ইহাই সিদ্ধান্ত। সুতরাং রোগীর পক্ষে খাদ্যনির্ব্বাচন যে এক অতি গুরু বিষয়, তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। সুবিবেচক ও বিজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থা অনুসারে পথ্য ব্যবস্থা করাই উচিত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

বরিশালজিলায় কায়স্থধর্ম্মপ্রচার।

বঙ্গের অনেক জেলায় কায়স্থোপনয়ন হইতেছে কিন্তু বরিশাল নীরব। বরিশালে কায়স্থ ধর্ম্ম ও কার্য্যের আলোচনাও অতি অল্প হইয়াছে। আমি এক সময়ে জলীপুর হইতে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়কে বরিশালে একটী কায়স্থসভা প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম কিন্তু তখন তিনি স্বদেশীকার্য্যে ব্যস্ত থাকাতে সেরূপ কোন সভার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। এক্ষণে তিনি ইচ্ছা করিলে যথেষ্ট কায়স্থ-কার্য্য করিতে পারেন। ফলে কায়স্থ-কার্য্যের জন্য এ জিলায় তিনি খুব উপযুক্ত ব্যক্তি।

রামচন্দ্রপুরের কৃতবিদ্য ও খ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন গুহ মহাশয়ের সঙ্গেও আমি বরিশালে কায়স্থসভা প্রতিষ্ঠার জন্য কথোপকথন করিয়াছি। তিনি কায়স্থ-কার্য্যের প্রতিকূল নহেন, তবে তিনি অগ্রবর্ত্তী স্থান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু সকল দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে, তাঁহার ন্যায় বীর এবং বিবেচক সমাজসংস্কারকেরই বরিশালে কায়স্থ-কার্য্যের একতম কর্ণধার হওয়া উচিত।

বরিশালের অন্যতম প্রধান উকীল বাবু হরনাথ ঘোষ মহাশয়কেও আমি কায়স্থ-কার্য্যের জন্য একাধিকবার অনুরোধ করিয়াছি; আমার বোধ হইল তিনি উপনয়নের বিরোধী। বাল্যকাল হইতে হরনাথ ঘোষ মহাশয়ের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, উৎসাহ, উদ্যম ও সরলহৃদয়তার কথা আমি জানি। কায়স্থ বিষয় তিনি কিছু আলোচনা করিলেই, কায়স্থের উৎপত্তিতত্ত্ব কিছু অবগত হইলেই, উপনয়নসংস্কার যে আমাদের এক্ষণ অতীব কর্ত্তব্য হইয়াছে তাহা তিনি বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বরিশালের নব্য উকীল বাবু তারকনাথ চন্দ্রের সহিতও এ বিষয়ে আমি আলাপ করিয়াছি ও পত্রাদি লিখিয়াছি। তিনি অত্যন্ত উৎসাহী ও উদ্যমশীল, বরিশালে কায়স্থসভার প্রতিষ্ঠা হইলে তিনি অনেক কার্য্যের ভারগ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। আর্য্য-কায়স্থ সম্মিলিত সভাপতি বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার মহাশয়ও বরিশালে সভা-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সভা তাহাপি হইল না।

আমার বাল্যসখা বাবু কালীপ্রসন্ন দাস পিরোজপুরসবডিবিসনে একজন খ্যাত উকীল; উকীল বাবু উগ্রকণ্ঠ রায় মহাশয়ের সুখ্যাতিও অত্যন্ত বিস্তৃত। পিরোজপুরে এই দুই ব্যক্তির সহিত, প্রকাশচন্দ্র ঘোষ ও হরিমোহন বিশ্বাস মহাশয়দের সহিত আমি কায়স্থ-কার্য্যের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম, উগ্রবাবুকে এক সময়ে কতক অগ্রসর বোধ হইয়াছিল। ফলে তিনিই পিরোজপুরে প্রধান নেতা হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি। কায়স্থ-সাহিত্যেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি মন্দ নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার দ্বারা আমি পিরোজপুরে আজ পর্য্যন্তও একটী সভা ঘটাইয়া উঠাইতে পারিলাম না।

বরিশালের অন্যতম কায়স্থ জমিদার হইয়াছেন জলাবাড়ীর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী, কায়স্থ-কার্য্যের উদ্দেশে আমি তাঁহার সহিতও দেখা করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন বরিশালেই কায়স্থসভা প্রথম হওয়া উচিত, এবং তাহার উন্নতিকল্পে তিনি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবেন। তবে তিনি প্রকাশ করিলেন উপনয়ন-গ্রহণ তিনি অনুমোদন করিতে পারিবেন না।

গাভাতে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয়ের সহিত আমি কায়স্থ বিষয় আলোচনা করিয়াছিলাম; তিনি কায়স্থসভা প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। তিনি চেষ্টা করিলে যথেষ্ট কায়স্থ-কার্য্য করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে সেরূপ উদ্যোগী দেখা যাইতেছে না।

এতদ্ভিন্ন সার্সিনা, স্বরূপকাঠী, সোহাগদল, বাইশারী প্রভৃতি কয়েকখানি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে কায়স্থ বিষয় আলোচনা করিয়াছি। বিশেষতঃ সার্সিনাগ্রামে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণকালে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বসাধারণ হিন্দুর মধ্যে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের বিষয় যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। এই প্রকারে শ্রাদ্ধের, বিবাহের ও অন্নপ্রাশনের সময় কায়স্থগৃহে নিমন্ত্রণ হয় এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য শ্রেণীর হিন্দুরা উপস্থিত থাকেন, তখন কায়স্থালোচনার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়। আমি আশা করি সকল প্রচারক ও কায়স্থোৎসাহী ব্যক্তিই এতাদৃশ সুযোগ পরিত্যাগ করিবেন না। কিন্তু দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে এতাদৃশ লোকসংগ্রহগুলি বিফলে যাইতেছে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে সভাসমিতি বড় বেশী ছিল না। কিন্তু সামাজিক কার্য্যোপলক্ষে যে সকল লোকসংগ্রহ হইত, তাহাতেই ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হইয়া, লোকের মতদ্বৈধতার নিরসন করিয়া দিত। এক্ষণ আর সেরূপ কিছু হয় না। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আসিয়া, খাইয়া ভোজনদক্ষিণা ও বিদায় লইয়া চলিয়া যান; কায়স্থগণও আসিয়া যার যে যেখানে বসিয়া খাইয়া চলিয়া যান। আমি কয়েকটি গ্রাম্য নিমন্ত্রণ কালে ত এরূপ ব্যবহার দেখিয়াছি। ইহা যে বিপুল অর্থের অপচয় তাহা বলাই বাহুল্য। বঙ্গে বোধহয় কোন জাতিই কায়স্থের ন্যায় সমপ্রভাবে সামাজিক কার্য্যে অর্থব্যয় করে না। এইরূপ অর্থব্যয় দ্বারা সমাজের কোনই উন্নতি হইতেছে না বরঞ্চ সামাজিক জীবন ধ্বংসের পথে যাইতেছে। এই স্রোত ফিরাইবার জন্য কায়স্থসভার চেষ্টা আবশ্যক হইয়াছে। এই সকল কার্য্যের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষত্রিয়ত্ব আছে। কার্য্যানুসন্ধানই ক্ষত্র জীবনের অন্যতম লক্ষ্য।

আমি যে দুটি শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ কালে কায়স্থ বিষয় আলোচনা করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে ব্রাহ্মণগণ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের বিরোধী নহেন বলিয়া আমার বোধ হইল। তবে তাঁহারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন গ্রহণের খুব অনুকূল এরূপও আমার বোধ হইল না।

বরিশালে কায়স্থ-কার্য্যের জন্য কলিকাতার সভায়ও আমি চিঠি লিখিয়াছিলাম। বামাপদ বাবুকে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম কিন্তু উত্তর পাইয়া যুগপৎ হর্ষ ও দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। কায়স্থ ধর্ম্মপ্রচারের জন্য উক্ত সভা পূজার পরে প্রচারক পাঠাইবেন ইহা সুখের বিষয় কিন্তু সম্প্রতি বামাপদ বাবু পীড়িত। বামাপদ বাবু আমাদের কার্য্যের প্রধান সারথি। তাঁহার অভাবে প্রচার কার্য্যের জীবনাভাব হইবে। বিধাতার কাছে প্রার্থনা করি তিনি সত্বর নিরাময় হইয়া দীর্ঘজীবন কায়স্থগণ মধ্যে উপনয়ন বিস্তার করুন।

বরিশালে যে যে স্থানে কায়স্থ বিষয়ে আমি আলোচনা করিয়াছি, তাহার প্রত্যেক স্থানেই নিম্নলিখিত কঠিন দুটী প্রশ্ন আমার কাছে উপস্থিত হইয়াছে;—

১। কায়স্থ যদি ক্ষত্রিয়, তবে শূদ্র কাহারা? শূদ্রেরা কি বঙ্গদেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে?

২। যদি কায়স্থ ক্ষত্রিয়ই সাব্যস্ত হয়, তবে কুলীন ও অকুলীন সকলেই কি ক্ষত্রিয় এবং সকলেই কি উপনয়নগ্রহণের যোগ্য?

আমি অনেক সময়ে মুরসিদাবাদে কায়স্থধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলাম। সে জিলার বিশেষ প্রকৃতি এই যে সেখান বঙ্গজ, উত্তররাঢ়ী দক্ষিণরাঢ়ী ও বারেন্দ্র সকল শ্রেণীর কায়স্থই আছেন। এক বঙ্গজ ভিন্ন অন্য তিন শ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে উক্ত দ্বিতীয় প্রকারের প্রশ্ন কখন উঠে নাই। কোন কোন বঙ্গজ কায়স্থই অকুলীন সম্প্রদায়কে উপনয়নের অযোগ্য মনে করিতেছেন। এই সব কথার সবিশেষ সমালোচনায় আমরা এক্ষণ প্রবৃত্ত হইব না। তবে এরূপ চিন্তা কাহার কাহার মনে উদয় হইলে, তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। তাঁহার ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম হইলেও, উহা যে ভ্রম তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। বরিশালে যে সকল প্রচারক আসিবেন, তাঁহারা যেন এতাদৃশ প্রশ্নগুলির জন্য প্রস্তুত হইয়া আইসেন।

পূর্ব্ববঙ্গজিলাগুলিতে কায়স্থ ও শূদ্রের অনুপাত পূর্ব্ব-সেন্‌সাস অনুসারে ২:১।

	কায়স্থ	শূদ্র
(১)	বরিশাল ৭৮১৬৮	৩৫,৭২৭
(২)	ঢাকা ৮৫৯৬৩	৩৭,১৬৭
(৩)	মৈমনসিংহ ১১০৬৮০	১৮,৬৬০
(৪)	ফরিদপুর ৮৪৬২৪	১,১৯০
(৫)	ত্রিপুরা ৭০৪১৩	২১,২৭১
(৬)	নোয়াখালী ৩৪০১৮	১২,৮২৭
(৭)	চট্টগ্রাম ৭১৪২১	৫৭৫৯৩
মোট	৫৩৪৭৮৭	১৮৪৪৬৪

এই অনুপাতে যে প্রকৃত অবস্থার জ্ঞাপন এরূপ বিশ্বাস করা কঠিন। কেন না, ১৯০১ সনের সেন্‌সাস কালে অনেক কায়স্থ আপনাদিগকে শূদ্র আখ্যা দিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণও যখন অনেক শূদ্রবাদী কায়স্থ আছেন, তখন কায়স্থান্দোলনের পূর্ব্বে এ সংখ্যা যে অত্যন্ত অধিক ছিল, তাহা আর বলিতে হইবে কেন? পক্ষান্তরে অনেক শূদ্রও আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া সেন্‌সাস কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়াছে। সুতরাং এ অঞ্চলে কায়স্থ শূদ্রের প্রকৃত অনুপাত কি, তাহা এক্ষণও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। আগামী সেন্‌সাসেও বোধ হয় নির্দ্দিষ্ট হইবে না। কেন না, তখন সকল শূদ্রই কায়স্থ বলিয়া লিপিবদ্ধ হইতে চেষ্টা করিবে এবং এই চেষ্টার বিরুদ্ধেও কোন উপায় অবলম্বন করা যাইবে এমন মনে লয় না।

কুলীন, অকুলীন সর্ব্ববিধ কায়স্থের সঙ্গেই শূদ্রের ২।৪টি বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থানে স্থানে না ঘটিয়াছে এমত নহে। কিন্তু এতাদৃশ ব্যক্তিগণকে এক্ষণও চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে। গত ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যেই এইরূপ ঘটনা হইয়াছে; ইহা দেশে সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের ফল। কায়স্থজাতি পূর্ব্ব হইতে গৃহীতোপবীত থাকিলে আর এতাদৃশ ঘটনা হইত না।

আমি "সাবঞ্চচিত্র ও গাঙ্গায়ণি চিত্র" প্রবন্ধে * বলিয়াছি যে অতি প্রাচীনকালে সরস্বতী-তীর হইতে গৌড়, কান্যকুব্জ, মথুরা, মিথিলা ও উৎকলে ক্ষত্রিয়জাতির উপনিবেশ হইয়াছিল। সুতরাং গৌড়ীয় ও কান্যকুব্জীয় কায়স্থের মর্য্যাদা ঠিক একই প্রকার। উভয়েই উপনয়নযোগ্য। তাহার পরেও বিভিন্ন স্থান হইতে এমন কি অযোধ্যা, ভোজপুর ও দাক্ষিণাত্য হইতেও কায়স্থাখ্য ক্ষত্রিয়জাতি বঙ্গে

* কায়স্থপত্রিকায় মুদ্রণ জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

আসিয়া সময় সময় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন এবং এক্ষণেও করিতেছেন। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত অজগরপাড়া, বালিয়াঘাটা, মালদহের অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর ও বীরভূমে সিউড়ীতে এতাদৃশ আধুনিক কায়স্থোপনিবেশের বিষয় আমি অবগত আছি। ইহারা এক্ষণও বঙ্গীয় কায়স্থের সঙ্গে মিশেন নাই এবং অনেকে উপবীতধারী আছেন। এই প্রকারেই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে এদেশে ক্ষত্রিয়-কায়স্থজাতির উপনিবেশ হইয়া আসিতেছে। সুতরাং এতাদৃশ সকল কায়স্থই ক্ষত্রিয় ও উপনয়নযোগ্য। ইহা লইয়া বরিশালের কোন কোন কায়স্থের মাথাব্যথা হইতেছে কেন? তাঁহারা কায়স্থসাহিত্য ভালমত অধ্যয়ন করুন, শাস্ত্রাদি পাঠ করুন; দেখিবেন আদিশূরের সভায় আগত কায়স্থ বিবরণ গল্প (myth) ভিন্ন আর কিছুই নয়।* তা অবশ্য কায়স্থবংশগুলির মধ্যে কতকগুলি কতক মর্য্যাদা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলে কেহ হরণ করিতে পারিবে না। ইহা লইয়া কায়স্থের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করা বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের কার্য্য হইবে না। উপনয়ন বিধবাবিবাহ লইয়া কায়স্থগণের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিয়াছে, আবার কুলীন অকুলীনে এই বিরোধের প্রশ্ন হইলে কায়স্থসভা দ্বারা কার্য্য হইবে কি?

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

* সে বিবরণ সত্য হইলে, তাহার অধিকাংশ প্রমাণানুসারে কায়স্থের গৌরবের কিছু নাই।

জয়সিয়া বা জয়সিংহ।

সহস্রাধিক বৎসর অতীত হইল যখন সদ্য-জাগরিত একত্বমন্ত্রদীক্ষিত আরবের জাতীয় পতাকা ভারতের উত্তরপশ্চিমসীমান্তে উড্ডীন হইয়া ভবিষ্যৎ বিপ্লবের সূচনা করিতেছিল, যখন গিরিগহ্বরমুক্তা সাগরগামিনীস্রোতস্বিনীর ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ আরবসৈন্যবাহিনীর গতিরোধ করিতে সুলেমান ও খিরথরের উন্নত প্রাকৃতিক দুর্গও অসমর্থ হইয়াছিল, যখন সিন্ধু ও পঞ্চনদ ভূমির সীমান্ত প্রদেশে প্রেরিত আরব সৈন্য পুনঃ পুনঃ পরাস্ত, বিধ্বস্ত, লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হইলেও ইস্‌লামনেতা খলিফা* উমর, উস্‌মান, আলি, মুয়াবিয়া, মুতাসিম ও ওয়াথিক

* He (Haras) and those who were with him, saving a few, were slain in the land of Kikan (in Sind) in the year 42H."

"The enemy opposed him (Muhallab) and killed him and his followers." (44H)

"He (Rashid) was slain fighting against the Meds." &c. Al Biladuri

নিমুখানের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করিতেছিলেন তখন ভারতে একছত্রসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু তখন ভারতীয় খণ্ডরাজ্যের আর্য্য অধিপতিগণ বজ্রমুষ্টিতে রাজদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। তখনও ভারতে শৌর্য্য, বীর্য্য, বিক্রম ও সাহসের অভাব হয় নাই। তখনও ভারতে ধর্ম্মনীতি, চরিত্র ও সংযমের বন্ধন শিথিল হয় নাই। তখনও ভারতে বিলাসিতা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা, স্বার্থপরতা, ভোগসুখপরায়নতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার অবাধস্রোত প্রবাহিত হয় নাই। তখনও ধর্ম্ম, সতীত্ব ও স্বাধীনতার জন্য গুরুকন্যা-পরিজন-পরিবৃতা আর্য্যরমণী অনলে জীবনাহুতি দিতে কুণ্ঠিতা হইতেন না। তখনও দেশের জন্য, স্বধর্ম্মের জন্য, স্বজাতির জন্য আত্মীয়পরিবারের জন্য, কর্ত্তব্য ও প্রভুর কার্য্যের জন্য, বাল-বৃদ্ধ-অবলার রক্ষার জন্য ভারতীয় ক্ষত্রবীর আত্মত্যাগ ও জীবনবিসর্জ্জন করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাই প্রেরিত দূত সাধু মহম্মদের আবির্ভাবে আরবমরুতে যে বিপ্লববাত্যা উত্থিত হইয়াছিল, যে বন্যা-প্লাবনের উত্তালতরঙ্গ সমগ্র 'ইউরেশিয়া' ভূখণ্ড পরিপ্লাবিত করিয়া পূর্ব্বে ও পশ্চিমে প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের বেলাভূমিতে আঘাত করিয়াছিল, তাহা দুর্গমপথে প্রতিকূলশক্তির সহিত সংগ্রামে জয়ী হইয়া অর্দ্ধ সহস্র বৎসরেও (১) ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু আবার যখন ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থপরতায়, চরিত্রহীনতায়, স্বজাতিদ্রোহিতায়, বিশ্বাসঘাতকতায়, প্রতারণা ও চতুরতায় ভারতীয় হিন্দুসমাজ নষ্টভ্রষ্ট, জরাজীর্ণ ও শ্রীহীন হইয়াছিল, ক্ষত্রবীর্য্য নিষ্প্রভ মলিন ও আত্মবিচ্ছেদপরায়ণ হইয়াছিল, তখনই জয়শ্রী ও রাজশ্রী হিন্দুরাজকিরীটে পদাঘাত করিয়া আক্রমণকারী যবনবীরদিগের অঙ্কশায়িনী হইয়াছিল। সেসকল অতীত কথা আমাদের জানিবার বুঝিবার ও বিচার করিবার সুযোগ হইত না, যদি ঐ বিজেতা-যবনগণের লেখনী পক্ষপাতদোষশূন্য না হইলেও কেবল আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানে স্থানে অরাতিপক্ষের পরাক্রমের আভাস না দিত।

চীন, গ্রীক ও সীরীয়দিগের লিখিত বিবরণের ন্যায় আরব ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকদিগ কর্ত্তৃক লিখিত এবং সংগৃহীত বিবরণও ভারতেতিহাসের এক অধ্যায়ের উপকরণ সরবরাহ করে। (১) বহু কারণে এই সকল বিবরণেও অনেক অপ্রামাণ্য অলীকোক্তি দোষ প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু ইহার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ইতিহাস গঠন করা সহজসাধ্য সন্দেহ নাই। হিন্দুগণ তাঁহাদের ইতিহাস লিখিতে আদৌ চেষ্টা করিতেন না, এ কথা বলা কতদূর সঙ্গত বুঝিতে পারা যায় না। যে দেশে রাজতরঙ্গিণী ও পৃথ্বীরাজরাসৌর ন্যায় ঐতিহাসিক গ্রন্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে, সে দেশে আর কেহ কখনও রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পান নাই কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? 'তারিখি তাহিরি'র গ্রন্থকার স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি যে সময়ের ইতিহাস লিখিয়াছেন ঐ সময়ের হিন্দি ভাষায় লিখিত বিবরণ হয় ত

(১) ৬৫৯—১১৯৩ খ্রীঃ

(১) নব্যভারত, ১৩১৭, ১৪৩।পৃ। মার্কোপোলো দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ব হইতেই ছিল। * আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকালয়ে যেসকল অমূল্য গ্রন্থ রক্ষিত ছিল, তাহাদের পরিণাম ইতিহাসজ্ঞ মাত্রই অবগত আছেন। ভূর্জ্জপত্রে ও তালপত্রে অলক্তক ও কুঙ্কুম লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ যে বহুবিপ্লবেও অগ্নিসাৎ, জলসাৎ, বা ভূমিসাৎ হয় নাই তাহা কে বলিবে? বৈদিক, পৌরাণিক ও স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের কণ্ঠ এবং অরণ্য ও গিরিগুহাবাসী জাতিদিগের স্মৃতি আশ্রয় করিয়া হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ কথঞ্চিৎ জীবিত রহিয়াছে। কিন্তু রাজপ্রাসাদ ও সৌধশোভিত নগরে রক্ষিত ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি রাষ্ট্রবিপ্লবে আক্রমণকারীদিগের নির্দ্দয় হস্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

যাহা হউক ইবন্ খুর্দাদ্‌বা, আল্‌ মুদি, আল্‌ ইস্তখ্রী, আল্‌ ইদ্রিসি, আল্‌ বিরুণী প্রভৃতি ভৌগোলিকগণের বৃত্তান্ত হইতে এবং মুজ্‌মলুৎ তওয়ারিখ্‌, আল্‌ বিলাদুরী, কচ্‌নামা, † তারিখুস্‌সিন্দ, তারিখি তাহিরি, বেগলারনামা, তরখানুনাম, তুহ্‌তুল্‌ফিরাম প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও তাহাদের পারসী অনুবাদ সংগ্রহ করিয়া ইলিয়ট সাহেব ‡ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলন করিতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র পরমায়ু এই বৃহৎ কার্য্যের পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মনষ্টুয়ার্ট এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ ফেরিস্তা, তারিখি হিন্দ্‌ ও সিন্দ্‌, আইন আকবরী প্রভৃতি পারসী পুস্তক ও তাহাদের ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে তাঁহার ইতিহাসে ভারতে মুসলমান বিজয় অধ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল উপাদান হইতে যে রাজকুমার-চরিত্র এই প্রবন্ধে লিখিত হইবে তাহা মূষিকের বক্ষে সিংহের চিত্র। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় ক্ষত্রবীর-চরিত্রগাথা প্রতিপক্ষের মসীস্তর ভেদ করিয়া স্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

আল বিলাদুরীতে উল্লিখিতহইয়াছে যে আল হাজ্জাজ ইরাকের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন এবং মকরাণের সীমান্ত প্রদেশের শাসনভার মহম্মদের হস্তে ন্যস্ত ছিল, (১) সেই সময় সিংহলাধিপতি তাঁহার রাজ্যে যেসকল মুসলমান পরলোক গমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের স্ত্রীপুত্র ও তাক্ত সম্পত্তি কিছু উপঢৌকন সহ হাজ্জাজের নিকট অর্ণবপোতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। * কিন্তু সিন্ধুমুখে দেবল প্রদেশে মেদজাতীয় জলদস্যু কর্ত্তৃক এই জাহাজ পথিমধ্যে আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইয়াছিল। জনৈক মুসলমানী আক্রান্ত হইয়া ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়াছিল—"ও হাজ্জাজ!" কথিত আছে এই সংবাদ হাজ্জাজের কর্ণগোচর হইলে তিনিও চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন "এই যে আমি এখানে।" †

এই সময়ে সিন্ধুরাজ কচ্চপুত্র দাহির আলোরে রাজত্ব করিতেছেন। তিনি সম্ভবতঃ জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। হাজ্জাজ বন্দিগণের মুক্তি প্রার্থনা করিয়া দাহিরের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দাহির দম্ভের সহিত উত্তর করিলেন, "জলদস্যুরা স্ত্রীলোকদিগকে বন্দী করিয়াছে, তাহাদের উপর আমার কোনও অধিকার নাই।" তৎপর হাজ্জাজ উবয়দুল্লাকে দেবলের দস্যুদিগকে দমন করিতে প্রেরণ করিলেন। উবয়দুল্লা নিহত হইলে বুদৈল প্রেরিত হইলেন। বুদৈলও শত্রুহস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন। তৎপর হাজ্জাজ কাশিমপুত্র মহম্মদকে যুদ্ধযাত্রার নেতৃত্বপদে বরণ করিলেন। (১) তরুণবয়স্ক বীর মহম্মদ কাশিম হাজ্জাজের নিকট-আত্মীয় ছিলেন। তিনি ৬০০০ সুশিক্ষিত সীরীয় সৈন্য ও অন্যান্য বিপুল সৈন্য সহ ভারত আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। (২) মহম্মদ বহুকষ্টে দেবল (৩) অবরোধ ও অধিকার করিয়া অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে তিনি এক এক করিয়া নিরুণ, সিবিস্থান প্রভৃতি নগরগুলি অধিকার করিয়া সিন্ধু (মিহ্‌রন) তীরে উপনীত হইলেন। (৪) মহম্মদ নৌসেতু সাহায্যে নদী পার হইলেন। মহম্মদ কর্ত্তৃক বৈতের রাণাপদে নিযুক্ত ঠাকুর মোকা-বিসয় নৌকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (১) দাহির এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র রাসিলকে বৈতের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিয়া মহম্মদের গতিরোধ করিতে আদেশ দিলেন। রাসিলের ক্ষুদ্র শক্তি আরবী অনীকিনীকে বাধা প্রদানে ব্যর্থচেষ্ট

---

* "There might, perhaps, have been something written in the Hindu character, but on that point he was ignorant." Elliots' History, Vol. I. P. 254.

† Chach Nama or Tarikhi Hind O Sind.

‡ Sir H. M. Elliot, K. C. B and Prof. J. Dowson.

(১) Al Biladuri, Elliot's History, P. 118.

* Under the Government of Muhammad (son of Harun), the King of the Isle of Rubies sent as a present to Hajjaj, certain Muhammadan girls who had been born in his country, the orphan daughters of merchants who had died there. Al Biladuri.

† মীর মসুম বলেন খলিফা আবদুলমালিক হিন্দুস্থান হইতে দাসী ও অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা সীরীয় বণিকদিগের সহিত একত্র জলপথে ফিরিয়া আসিবার কালে দেবলে দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইয়াছিল। তারিখি সিন্ধ দ্রষ্টব্য।

‡ Chach.

(১) Imaduddin Muhammad Kasim bin Abi Akil Sakifi. Chach-Nama.

(২) Hajjaj ordered 6000 Syrian warriors to attend Muhammad, and others besides.

(৩) Dewal was probably somewhere near Karachi. Elphinstone, footnote P. 260.

(৪) Nirun, Nairun, Nerun, or Birun Bairun, Byrun সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ উহাকে বর্ত্তমান Hydarabad বলেন। কেহ—

"I am disposed to place Nirun at Helai or Helaya, a little below Jarak, on the high road from Thalta to Haidarabad." Appendix. P. 400 Elliot's History, Vol. I.

(১) "Dahir hears that, Moka-Bisa'ya had collected boats." Chach-Nama, P. 167.

"When Benana brought him (Moka bin Bishaya) before Muhammad, he was treated with kindness and respect, and the country

হইল। (২) সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানদিগকে তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ নিবারণকল্পে দাহির বিশেষ কোন উপায়ই অবলম্বন করেন নাই। তিনি আশার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন যবনি কখনই এতদূর বিপক্ষরাজ্যে অগ্রসর হইতে সাহসী হইবে না। (৩) অনন্তর দাহির তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়সিয়াকে বিপক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে প্রেরণ করিলেন। (৪) কাশিম নদী পার হইয়া তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া দাহির ক্রোধে অন্ধ হইয়া বার্ত্তাবহের শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন। (৫) সমর ব্যবহারে বন্দীভূত হইয়া রাসিল ও মহম্মদ কাশিমের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। পথিমধ্যে জয়সিয়ার সহিত কাসিমের ভীষণ যুদ্ধ হইল। (১) কাশিম বহু কষ্টে জেরুয়া বা জয়পুরের নিকটবর্ত্তী হইলেন। (২) ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম দিন দাহিরের সহিত মহম্মদের দারুণ সংগ্রাম হইল। অবশেষে ৭১২ খ্রীঃ জুন মাসে (১০ রমজান) রাজা দুর্গে ভীষণ যুদ্ধে দাহির নিহত হইলেন। বিপক্ষের সৈন্যবল ও সমরায়োজন দেখিয়া কাশিম চিন্তিত হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইয়া দৃঢ়ভূমিতে শত্রুর আক্রমণ অপেক্ষা করিয়াছিলেন। (৩) দাহিরের সহিত সম্মুখ যুদ্ধের পরিণাম চিন্তা করিয়া কাশিম রাজ্যের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন এবং কাতরপ্রাণে বিধাতার নিকট বিজয় প্রার্থনা করিতে

ছিলেন। (৪) আবুল হাসান দাহিরের শেষ যুদ্ধ কাহিনী এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন,—দাহির যুদ্ধ করিতে করিতে বামদিকে কলরব শুনিতে পাইয়া মনে করিলেন, স্বপক্ষীয় সৈন্যগণ তাঁহার সাহায্যার্থ আসিতেছে। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এদিকে এস, আমি এখানে।" স্ত্রীলোকেরা গোলমাল করিয়া বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, আমরা আপনার পৌরজন, শত্রুহস্তে বন্দি হইয়াছি।" দাহির আরক্তলোচনে বলিলেন, "আমি জীবিত থাকিতে কে তোমাদিগকে বন্দী করিয়াছে?" এই বলিয়া তিনি যবনদিগের প্রতি হস্তী চালনা করিয়া ধাবিত হইলেন। কাশিম তীরন্দাজদিগকে 'নাপথা' নামক দাহ্যপদার্থযুক্ত তীর বর্ষণ করিতে আদেশ করিলেন। (১) জনৈক বলিষ্ঠ তীরন্দাজ দাহিরের হাওদা লক্ষ্য করিয়া অগ্নির শর সন্ধান করিল। হাওদা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। দাহির হস্তীকে ফিরাইয়া অন্যদিকে মাহুতকে আদেশ দিলেন। পিলার্ত্ত করী মাহুতের অঙ্কুশতাড়না অগ্রাহ্য করিয়া নিকটবর্ত্তী নদীজলে অবগাহন করিল। দাহির জলতাড়িত হইয়া নিমগ্নপ্রায় হইলেন। (২) নদী জলপান করিয়া শান্ত হইলে এবং হাওদার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে দুর্গে ফিরিয়া আসিতে উদ্যত হইল। মুসলমান ধানুকীগণ অজস্র তীর বর্ষণ করিতে লাগিল। একটী বাণ দাহিরের বক্ষঃস্থল আহত করিল। দাহির ব্যথায় আতুর হইয়া সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পতিত হইলেন। রাজকরী সলিল হইতে উত্থিত হইয়া ভীমপরাক্রমে আক্রমণ করিল এবং বহু স্বপক্ষীয় সেনাগণকে পদতলে মর্দ্দিত ও নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিল; দাহির হস্তীপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া তুরঙ্গপৃষ্ঠে আততায়ীর সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। একজন সাহসী আরবসেনানী অগ্রসর হইয়া তরবারির আঘাতে দাহিরের মস্তক দ্বিখণ্ড করিল। দাহিরের শ্বেত হস্তী স্বশিবির উদ্দেশে ধাবিত হইল। প্রভু নিধনপ্রাপ্ত হইলে রাজসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। (১)

এইরূপে সিন্ধুদেশ সর্ব্বপ্রথম যবন-করতল গত হইল। এইরূপে সর্ব্বপ্রথম ভারতে মুসলমানাধিকারের সূত্রপাত হইল। এইরূপে বহু শতাব্দীর পরাধীনতার বীজ সর্ব্বপ্রথম ভারতক্ষেত্রে উপ্ত হইল। সেই বীজ হইতে যে কণ্টকবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে ফলিয়াছিল ত্রিবিধ ফল—কায়িক, মানসিক, নৈতিক—ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন অবনতি।

দাহির নিহত হইলে তাঁহার পুত্র জয়সিয়া ও রাণীবাঈ সৈন্যসামন্ত সহ রাওয়ার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সাহসে, বিক্রমে, আত্মমর্য্যাদায় জয়সিয়া অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি

---

ofBait was made over to him etc. All his Takurs (ঠাকুর) were favoured with robes and saddled horses." Chach-Nama, P. 165.

(২) ব্যাসিলও পরে মহম্মদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। বুদিয়ার শাসনকর্ত্তা কোকা কোটাল জ্যোতিষীব্রাহ্মণদিগকর্ত্তৃক প্রতারিত ইহারা মহম্মদের শরণাগত হইয়াছিলেন।—"In the books of the Budhs it is predicted, upon astrological calculations, that Hindustan shall be taken by the Muhammadans."

Ibid, P. 161.

(৩) Dahir had neglected every precaution, not believing that the Musalmans would dare to advance so far. Al Biladuri, P. 121.

(৪) Vide Pp. 166 and 399, Elliot's History.

(৫) P. 167. Cach-Nama.

(১) "He" (Kasim) was now confronted by a powerful army under the command of the Rai's (Dahir's) eldest son; and his carriage cattle failing about the same time, he was constrained to take post, and to wait for reinforcements and a renewal of equipments. He was joined in time by 2000 horse from Parsia etc."

Elphinstone, P. 259.

(২) কাশিম 'জয়পুর' পৌঁছিলে জ্যোতিষী শিশাকর বলিয়াছিলেন, "শত্রু যখন জয়পুরে পৌঁছিয়াছে তখন আর আমাদের জয়ের আশা নাই।" ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীরাও বলিয়াছিল যে আরবদিগের পশ্চাতে শুক্রগ্রহের অবস্থিতি; অতএব তাহারাই জয়ী হইবে। কিন্তু দাহির তাহাদের অন্ধ সংস্কারে কর্ণপাত করেন নাই।

(৩) Vide P. 259, Elphinstone.

(৪) Vide Pp. 168 and 169, Cach-Nama.

(১) Muhammad Kasim told the naphtha throwers that the opportunity was theirs; etc. Cach Nama, P. 170.

(২) রাজগজের উচ্ছৃঙ্খলতায় বহুবার ভারতবাসীদিগকে বিপন্ন ও পরাস্ত হইতে হইয়াছিল।

মার্কোপোলো দ্রষ্টব্য।

(১) Vide P. 170, Cach-Nama. "A dreadful conflict ensued such as had never been heard of."

Al Biladuri, P. 121.

যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। (২) পিতার নিধন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া জয়সিয়া তাঁহার নাম ও গৌরবরক্ষার্থ শত্রুর সম্মুখীন হইয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে কৃতসংকল্প হইলেন। (১) কিন্তু মন্ত্রী শিশাকর তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, এরূপ সৈন্যগণ নিরুৎসাহ ও ছত্রভঙ্গ, নিহত এরূপ অবস্থায় যুদ্ধ করিতে যাওয়া নিতান্ত অবিমৃষ্যকারিতা। অতএব আপনি ব্রাহ্মণাবাদে যাইয়া যুদ্ধের আয়োজন করুন। সেখানে প্রজাগণ আপনাদের অনুগত, ধনাগারেও প্রচুর অর্থ সঞ্চিত রহিয়াছে। সকলে একবাক্যে তাঁহাকে এইরূপ যুক্তিযুক্ত-ভাবে উপদেশ প্রদান করিলে জয়সিয়া অনুচরগণ সহ ব্রাহ্মণাবাদে প্রস্থান করিলেন। (২)

দাহিরের ভগ্নী ও স্ত্রী কয়জন সেনাপতির আত্মরক্ষার্থ যথাসাধ্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। তখনও দুর্গে ১৫০০০ সৈন্য অবস্থিতি ছিল। তাহারা সকলে মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপাতন করিতে বদ্ধপরিকর হইল। (৩) দাহিরের পতনসংবাদ রাষ্ট্র হইলে রাণী অনুগত সেনাপতি ও সামন্তরাজগণ দুর্গপ্রকোষ্ঠে পূর্ব্বক যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিলেন। (১) কাশিম প্রাচীরের পুরোভাগে শিবির স্থাপন করিয়া সৈন্যগণকে দ্বিধা করিলেন। একদল দিবাভাগে বর্ষা ও তীর ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিবে, অপর দল রাত্রিতে জাগিয়া পাথর প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিবে। তিনি খননকারীদিগকে প্রাচীরের অধোদেশ খনন করিয়া প্রাচীর ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতে আদেশ করিলেন। রাণী সৈন্যদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়া দুর্গের উপরিভাগ হইতে তীর, বর্ষা ও প্রস্তরবৃষ্টি করিতে আদেশ দিলেন। (২) কিন্তু কাশিমের কৌশলে প্রাচীর ভগ্ন হইল। দেখা গেল দুর্গ আর রক্ষা হয় না, দাহিরের ভগ্নী বাই (মাই) স্ত্রীলোকদিগকে সমবেত করিয়া বলিলেন,— "জয়সিয়া এখানে নাই, কাশিম উপস্থিত। বিধাতা

(২) Jaisiya, who was proud of his courage, power and dignity, prepared to fight.

P. 171. Chach-Nama.

(১) Jaisiya, son of Dahir said that he would go to oppose the enemy, and strike a blow to save his honour and name, for it would be no loss if he were to be slain.

Chach Nama, P. 171.

(২) So Jaisiya assented etc.

Ibid.

"The site of Brahmanabad is generally supposed to be marked by the ruins close to the modern town Jatta." Footnote, P. 260, Elphinstone.

(৩) They had all resolved to die. P. 272, Chach Nama.

(১) She reviewed the army in the fort. P. 172, Cach Nama.

(২) The garrison began to beat drums and sound clarions, and threw down from the ramparts and bastions stones from mangonels and balistas as well as arrows and javelins.

Ibid.

করুন যেন ধর্ম্মকর্ম্মহীন গোখাদকদিগের অনুগ্রহে আমাদিগের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হয়। তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্মরক্ষা হইবে না। আমাদিগের শান্তির দিন অস্তগত হইয়াছে। আর আশা নাই। অতএব ভগ্নিগণ, চল আমরা ইন্ধন, তুলা ও তৈল সংগ্রহ করি। যেহেতু আমার মতে চিতানলে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া স্বামীর সহিত পরলোকে মিলিত হওয়াই আমাদের এখন একমাত্র কর্ত্তব্য। যদি কাহারও বাঁচিয়া থাকিবার সাধ থাকে, সে থাকিতে পারে।' মর্ম্মভেদী ভাষায় প্রাণের আবেগে এইরূপ উক্তি করিয়া তিনি রমণীমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। গৃহে অগ্নি-সংযোগ হইয়া তাহা ভস্মীভূত হইল। (১) হিন্দুবীরাঙ্গনা স্বাধীনতার জন্য, ধর্ম্মের জন্য, সতীত্বরত্নসংরক্ষণের জন্য, কুলগৌরবপ্রতিষ্ঠার জন্য অকাতরে অনলে জীবনবিসর্জ্জন দিয়া ভস্মীভূত হইলেন। আর ভস্মীভূতা হইলেন চিরন্তনকালরক্ষিতা ভারতের রাজশ্রী ও সৌভাগ্যলক্ষ্মী।

ব্রাহ্মণাবাদ দুর্গ হইতে জয়সিয়া সমরায়োজন করিয়া চারিদিকে পত্র প্রেরণ করিলেন। আলোর দুর্গে তাঁহার ভ্রাতা ফুফি, বাতিয়া দুর্গে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কচ, এবং বুধিয়ারে তাঁহার জ্ঞাতি ভাই ধবল অবস্থান করিতেছিলেন। সকলেই সাহায্যার্থ আহূত হইলেন। ইতিমধ্যে মহম্মদ রেওয়া হইতে ব্রাহ্মণাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি পথিমধ্যে আরো দুইটী দুর্গ (১) অধিকার করিলেন এবং চতু-

(১) *Vide* P. 172, Chach Nama and Elliot's History.

Muhammad took the village of Rawar by assault, in which City there was a wife of Dahir, who afraid of being captured, burned herself along with her handmaids and all that she possessed.

Al Biladuri, P. 122.

(১) Bahrur and Dhalila.

দিক রাজন্যবর্গের নিকট ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার বশ্যতাস্বীকার করিতে আমন্ত্রণ করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। দাহিররাজমন্ত্রী শিশাকর এই সংবাদ অবগত হইয়া গোপনে যবনশিবিরে দূত প্রেরণ করিলেন। তিনি কয়েক জন মুসলমান রমণী কাশিমের চরণে সমর্পণ করিয়া নিবেদন করিলেন, 'ইহারাই সেই অর্ণবপোতস্থ সিংহল হইতে প্রেরিত যবনসুন্দরী।' কাশিম তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান ও সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া স্বীয় উজীরের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তদবধি তিনিই মহম্মদ কাশিমের প্রধান পরামর্শদাতা হইলেন। (২) গৃহভেদী বিভীষণের পরামর্শ না পাইলে দশরথসুত লঙ্কাজয় করিতে সমর্থ হইতেন না, স্বদেশদ্রোহী টষ্টির সাহায্য না পাইলে উইলিয়ম অব ফ্যালে ইংলণ্ড বিজয় করিতে কৃতকার্য্য হইতেন না। (৩) জয়চন্দ্র পৃষ্ঠপোষণ না করিলে মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারিতেন না; বিশ্বাসঘাতক পশুপতির সহায়তা ভিন্ন বক্তিয়ারখিলিজির বঙ্গবিজয় সম্ভব হইত না, কুচক্রী শিশাকরের মন্ত্রণা ব্যতীত কাশিমের সিন্ধুবিজয় সম্পূর্ণ হইত কিনা কে বলিবে? (ক্রমশঃ)

শ্রীরসিকলাল রায়।

(২) He paid him great honour, and treated him with much kindness, and conferred upon him the office of Wazir. Cach Nama, Pp. 175-176.

(৩) The Duke, that he might increase the number of Harold's enemies, excited the inveterate rancour of Tosti, and encouraged him, in concert with Harold Halsagar, King of Norwag, to infest the Coasts of England.

Hume's History of England, Vol. I. P. 187.

Faction and intrigue were doing his work for him as he advanced.

Green, 115.

সমস্যাশতক।

পূর্ব্বানুবৃত্তি। (২)

চতুর্থ সমস্যা।

মহেশপুরের রাজবাটীতে কোনও বিদ্বান রাজপারিষদের প্রশ্নে ৪র্থ সমস্যা পূরণ হইয়াছিল।

প্রশ্ন—উচ্চপুচ্ছ হয়ে মৎস্য নাচয়ে পর্ব্বতে।

উত্তর—ভগীরথ গঙ্গা লয়ে যান হরষিতে,
ঠেকিলেন আসি গঙ্গা গোমুখীপর্ব্বতে।
দেখিয়া তরঙ্গ রঙ্গ বড় হ'লো মোদেতে,
"উচ্চপুচ্ছ হয়ে মৎস্য নাচয়ে পর্ব্বতে॥"

পঞ্চম সমস্যা।

ত্রিবেণীরাজসভায় এই প্রশ্ন পূরণ হইয়াছিল—

প্রশ্ন—চল্ চল্ চল্।

উত্তর—বাঁশরী কিশোরী ব'লে বার বার বাজে,
ব্যাকুল মন, না আর যায় গৃহকাযে।
জল আনিতে যমুনাতে যাব করে ছল,
বিলম্ব সহে না সখি—"চল্ চল্ চল্॥"

ষষ্ঠ সমস্যা।

নলডাঙ্গার কোন রাজকর্ম্মচারীর প্রশ্নে—

প্রশ্ন—বলিতে দিয়াছে বিধি বল্ বল্ বল্।

উত্তর—দুষ্মন্তের কথা শুনি সতী শকুন্তলা,
গর্ভবতী লজ্জাবতী আলুলকুন্তলা।
বলে হায় ধরি পায় আঁখি ছল্ ছল্,
বলিতে দিয়াছে বিধি বল্ বল্ বল্॥

সপ্তম সমস্যা।

নলডাঙ্গার রাজসভায় এই সমস্যা পূরণ হইয়াছিল—

প্রশ্ন———— ঐ ঐ ঐ।

উত্তর—জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সহিত,
দেখিলে পাইবে মুক্তি বেদেতে বিহিত।
তাই বলি কৃতাঞ্জলি হ'য়ে আজি সই,
তিন রত্নে হের যত্নে ঐ ঐ ঐ॥

অষ্টম সমস্যা।

ত্রিবেণীরাজসভায় এই প্রশ্ন পূরণ হয়।

প্রশ্ন———— ঠন্ ঠন্ ঠন্।

উত্তর—রাম রাজা হবে শুনি হর্ষে সখিগণ।
কুম্ভ-কক্ষে সোপানেতে ক'রে আরোহণ।
সর্ব্বনাশ বনবাস শুনিয়া তখন,
হলো স্তম্ভ পড়লো কুম্ভ ঠন্ ঠন্ ঠন্।

নবম সমস্যা।

ত্রিবেণীরাজসভায় পূরণ হয়।

প্রশ্ন—"পাঁচজনে সম্ভোগ করে তবু তিনি সতী"

উত্তর—দ্রুপদরাজার কন্যা মান্যা মহীতলে,
দ্রৌপদী তাঁহার নাম সর্ব্বলোকে বলে।
কি বলিব বিধাতার কি যে সূক্ষ্মগতি,
পাঁচজনে সম্ভোগ করে তবু তিনি সতী।

দশম সমস্যা।

ত্রিবেণীসভায় পূরণ হয়।

প্রশ্ন—"এই দশা প্রায় যার দুটী সীমন্তিনী"

উত্তর—কালীকে আসিতে দেখি গঙ্গারে মহেশ
লুকালেন শিরে করি জটাযুক্ত কেশ।
কালী হ'য়ে বুকে চড়ে ক্রোধেতে অমনি
এই দশা প্রায় যার দুটী সিমন্তিনী॥

একাদশ সমস্যা।

প্রশ্ন—"———হায় হায় হায়"

উত্তর—বাল্যেতে বালক সঙ্গে করিয়াছি খেলা,
যৌবনেতে উপদেশে ছিল অবহেলা।
বৃদ্ধকাল এলো কাল না দেখি উপায়,
জনম বিফলে গেল, "হায় হায় হায়"॥

দ্বাদশ সমস্যা।

উত্তরপাড়ার রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রশ্নে এই সমস্যা পূরণ হয়।

প্রশ্ন—"নারিকেলগাছেতে ভাই তালফল ফলে"

উত্তর—কতমত বিধাতার সৃষ্টি অভিনব,
মৃগীর গর্ভেতে জন্মে ধার্ম্মিক মানব।
আছে শৃঙ্গ ঋষ্যশৃঙ্গ তাই সবে বলে,
"নারিকেলগাছেতে ভাই তালফল ফলে"॥

সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখিলাম, একটী তাল-বৃক্ষে ক্ষুদ্র এক কাঁদী রম্ভা হইয়াছিল।

সম্পাদক।

ত্রয়োদশ সমস্যা।

নলডাঙ্গার রাজসভায় এই সমস্যা পূরণ হয়।

প্রশ্ন——— "আঃ আ রে বসন্ত।"

উত্তর—বনেতে ফুটেছে ফুল, প্রমোদিত অলিকুল,
তুমি ত সুখের মূল, হ'য়েছ সবার।
পরিয়ে নূতন সাজ, বনেতে করি বিরাজ,
দেখ দেখ ঋতুরাজ তুল্য কে তোমার।
দেখে তব আগমন, সুখ-সাগরে মগন,
যুবকযুবতীগণ, হ'লো দুঃখ অন্ত।
সংযোগীর তুমি ভাল, জানি চিরকাল,
বিয়োগীর তুমি কাল আঃ আ রে বসন্ত॥

চতুর্দ্দশ সমস্যা।

ত্রিবেণীররাজসভায় এই প্রশ্ন পূরণ হয়।

প্রশ্ন—মনুষ্যকে বলি দিয়া কে ক'রেছে যজ্ঞ।

উত্তর—সর্পযোনি হ'য়েছিল নহুষ নৃপতি,
নরমেধ যজ্ঞ তেই করিল যযাতি।
তবে কেন হেন প্রশ্ন কর হয়ে অজ্ঞ,
মনুষ্যকে বলি দিয়া কে করেছে যজ্ঞ।

পঞ্চদশ সমস্যা।

যদুনাথ বসুর প্রশ্নে এই সমস্যা পূরণ হয়।

প্রশ্ন—"মাথা আছে মুখ নাই মূলে করে পান।"

উত্তর—যে জন করেছে বহু শাস্ত্র আলোচনা,
সে কভু করে না হেন প্রশ্নের সূচনা।
"পাদপ" বৃক্ষের নাম শাস্ত্রের প্রমাণ,
মাথা আছে মুখ নাই মূলে করে পান।

ষোড়শ সমস্যা।

নলডাঙ্গার রাজসভায় এই সমস্যা পূরণ হয়।

প্রশ্ন—"অগ্নিতে শরীর মোর শীতল করি লো"

উত্তর—বেঁচে র'লে কত লোকে কত যে বলিত,
পতির বিরহে দেহ সতত জ্বলিত।
তাই পতি সনে যাই অসতী নহি লো,
অগ্নিতে শরীর মোর শীতল করি লো॥

সপ্তদশ সমস্যা।

পূর্ব্বে নলডাঙ্গার মহারাজা সুরাপান করিয়া অনেক অত্যাচার করিতেন। সেই সময় হইতেই কবি তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। অবশেষে সমস্ত মাদক দ্রব্য ত্যাগ করিয়া একজন বৈষ্ণবের ন্যায় তিলকধারণ ও হরিনাম-কীর্ত্তন করিতেন। একদিন বৈকালে মহারাজা তিলক ধারণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে কবি তথায় উপস্থিত হইলে মহারাজা বাহাদুর কবির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—

"———আহা মরি মরি"

কবি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—

সুরায় সুরায় যার ছিল বারমাস,
অত্যাচারে অত্যাচার হইত বিনাশ।
এখন কণ্ঠেতে কণ্ঠী, মুখে হরি হরি,
তিলক কেটেছ যাদু "আহা মরি মরি"॥

পূরণ শুনিয়া মহারাজা তাঁহার গাত্র হইতে শালের জোড়া খুলিয়া পুরস্কার দিলেন।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদক।

বিজয়সেনপ্রশস্তি।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)।

তস্মিন্ সেনাম্বয়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদন-
ব্রহ্মবাদী,
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়ানামজনি কুলশিরোদামসামন্ত-
সেনঃ।
উদ্গীয়ন্তে যদীয়া স্খলদুদধিজলোল্লোলশীতেষু
সেতোঃ,
কচ্ছান্তেষ্বপ্সরোভির্দ্দশরথতনয়-স্পর্দ্ধয়া যুদ্ধ-
গাথাঃ ॥৫॥

অন্বয়ঃ।

তস্মিন্ সেনাম্বয়ে ব্রহ্মক্ষত্রিয়ানাং কুল-শিরোদাম, প্রতিসুভটশতোৎসাদন, ব্রহ্মবাদী সঃ সামন্তসেন অজনি। স্খলৎ উধতি জলোল্লোলশীতেষু সেতোঃ কচ্ছান্তেষু দশরথ-তনয়স্পর্দ্ধয়া যদীয়া যুদ্ধগাথাঃ অপ্সরোভিঃ উদ্গীয়ন্তে ॥৫॥ (৭)

বঙ্গার্থ।

সেই সেনবংশে ব্রহ্মক্ষত্রিয় (কায়স্থ)-কুলের শিরোভূষা, প্রতিপক্ষীয় সুশিক্ষিত শত-শতসৈন্যবিনাশে সিদ্ধহস্ত, ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন, সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সঞ্চালিত-বারিধি-উচ্ছ্বাস দ্বারা সুশীতল সেতুর নিকটবর্ত্তী স্থানে অপ্সরাগণ তদীয় যুদ্ধগাথা শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তিকলাপ উপেক্ষা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়াছিলেন।৫।

যস্মিন্ সঙ্গরচত্বরে পটুরটত্তূর্য্যোপহূতদ্বি-
ষদ্বর্গে যেন কৃপাণকালভুজগঃ খেলায়িত
পাণিনা।
দ্বৈধীভূতবিপক্ষকুঞ্জরঘটাবিশ্লিষ্টকুম্ভস্থলী-
মুক্তাস্থূলবরাটিকাপরিকরৈর্ব্যাপ্তং তদদ্যাপা-
ভূৎ ॥৬॥

অন্বয়ঃ।

যস্মিন্ সঙ্গরচত্বরে পটুরটৎ তূর্য্যোপহূত-দ্বিষৎবর্গ (মধ্যে) যেন (সামন্তসেনেন) পাণিনা কৃপাণকালভুজগঃ খেলায়িতঃ।

এদেশে বৈদ্য বলিয়াই বিখ্যাত ছিলেন।" এই বিখ্যাতির প্রধান কারণ "সেন" উপাধিটী সাধারণভাবে বৈদ্যজাতিজ্ঞাপক। অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে, কায়স্থদিগের মধ্যে সেন উপাধি একটী প্রধান বংশের পরিচায়ক। প্রতিসুভটশতোৎসাদন—প্রতি+সু+ভট+শত+উৎসাদন। অর্থাৎ প্রতিপক্ষীয়, সুশিক্ষিত, শত শত সৈন্য বিনাশে তৎপর। অপ্সরাদিগের গীত সম্বন্ধে কবি তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়ে অবাস্তবিক বা কাল্পনিক বাচ্য বা ক্রিয়া আরোপিত করিয়া নিদর্শনা অলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছেন। কালিদাস অনেক সময়ে এই অলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছেন। কচ্ছঃ—সিন্ধুনাং সরসাঞ্চ প্রান্তভাগঃ, সমুদ্র কি জলাশয়ের প্রান্তভাগ। সুন্দরী রমণীগণ এই সকল রম্য স্থানে জলক্রীড়া করিবার সময় মহারাজ সামন্তসেনের অপূর্ব্ব যুদ্ধগাথা তানলয়বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে গাইয়া থাকেন। স্রক্‌ধারা ছন্দ।

(৭) সেনবংশীয় নৃপতিগণ যে ব্রহ্মক্ষত্রিয় অর্থাৎ কায়স্থ ছিলেন, তাহা এই শ্লোকটী দ্বারা অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় তাঁহার ফরিদপুরের ইতিহাসের ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"পূর্ব্বে সেনরাজগণ

(যস্ত যুদ্ধক্ষেত্রং) দ্বৈধীভূতবিপক্ষকুঞ্জরঘটা-বিশ্লিষ্টকুম্ভস্থলীমুক্তা স্থূলবরাটিকাপরিকরৈঃ অদ্যাপি ব্যাপ্তং অভূৎ ॥৬॥ (৮)

বঙ্গার্থ।

যাঁহার রণস্থলে ভ্রমণশীল শঙ্খসমান তূর্য্য-ধ্বনি দ্বারা আহূত শত্রুসেনা মধ্যে যে রাজার হস্তস্থিত কালভুজঙ্গমের ন্যায় তরবারি আন্দোলিত হইয়া বিপক্ষহস্তীসেনা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইলে, হস্তিগণের কুম্ভস্থিত মুক্তার ন্যায় স্থূল কপর্দ্দিকা (কড়ি) বিশ্লিষ্ট হইয়া অদ্যাপি সমরক্ষেত্র পরিব্যপ্ত হইয়া রহিয়াছে।৬

গৃহাদ্গৃহমুপাগতং ব্রজতি পত্তনং পত্তনা-
দ্বনাদ্বনমনুদ্রুতং ভ্রমতি পাদপং পাদপাৎ।
গিরের্গিরিমধিশ্রিতস্তরতি তোয়ধিস্তোয়ধে-
র্যদীয়মরিসুন্দরীসরকপৃষ্ঠলগ্নং যশঃ ॥৭॥

অন্বয়ঃ।

যদীয়ং যশঃ অরিসুন্দরীসরকপৃষ্ঠলগ্নং (সৎ) অনুদ্রুতং-গৃহাৎ গৃহং উপাগতং (ভবতি), পত্তনাৎ পত্তনং ব্রজতি, বনাৎ বনং ভ্রমতি, পাদপাৎ পাদপং (ভ্রমতি), গিরেঃ গিরিং অধিশ্রিতং (ভবতি), তোয়ধেঃ তোয়ধিং তরতি ॥৭॥ (৯)

বঙ্গার্থ।

যাঁহার যশ শত্রুপক্ষীয় পলায়নপর রমণীগণের পৃষ্ঠদেশ আশ্রয় করিয়া গৃহ হইতে গৃহে, নগর হইতে নগরান্তরে, বন হইতে বনান্তরে, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে, এবং এক সমুদ্র হইতে অপর সমুদ্রপারে দ্রুত-গতি ভ্রমণ করিত ॥৭॥

দুর্ব্বৃত্তানাময়মরিকুলাকীর্ণকর্ণাটলক্ষ্মী-
লুণ্ঠকানাং কদনমতনোত্তাদৃগেকাঙ্গবীরঃ।
যস্মাদদ্যাপ্যবিহত-বসামাংসমেদঃ সুভিক্ষাম্
হৃষৎ পৌরস্তনুতে ন দিশং দক্ষিণাং
প্রেতভর্ত্তা ॥৮॥

অন্বয়ঃ।

অয়ং (রাজা) অরিকুলাকীর্ণ-কর্ণাটলক্ষ্মী লুণ্ঠকানাং দুর্ব্বৃত্তানাং তাদৃক্ একাঙ্গবীরঃ কদনং অতনোৎ। যস্মাৎ (যুদ্ধাৎ) হৃষৎ পৌরঃ প্রেতভর্ত্তা অবিহতবসামাংসমেদ-

(৯) অর্থাৎ যাঁহার যশ ও সামরিকশক্তি এতই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল যে, মিত্রপক্ষের কথা দূরে থাকুক, তদীয় অরাতিবর্গ সর্ব্বস্থলে তাহা প্রচার করিত। অরিসুন্দরী শব্দ ব্যবহার করিয়া কবি প্রতিপন্ন করিতেছেন যে সামন্তসেনর রণবিক্রমে একজন সৈনিকপুরুষও জীবিতাবস্থায় রণস্থল ত্যাগ করিতে পারিত না। তদ্ধেতু তদীয় বিজয়বার্ত্তা অবধ্য শত্রুপক্ষীয় রমণীগণ বিহ্বলচিত্তে, আলুলায়িত কেশে নানাস্থানে পলায়ন করিয়া দিগ্দিগন্তে প্রচার করিত। সরকপৃষ্ঠ—পলায়নপর পৃষ্ঠদেশ। ছন্দ মন্দাক্রান্তা।

(৮) কবি রৌদ্ররসের অবতারণা করিতেছেন। সামন্তসেন নিজ বাহুবলে অরাতির কুঞ্জরগণকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেন, তাহার নিদর্শন হস্তীর মস্তকস্থিত কড়ি রণস্থলে দেখা যায়। পটুরটৎ—ভীম শঙ্খনাদ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে শুনা যাইত। অথবা পটুরটৎ শব্দটী তূর্য্য শব্দের বিশেষণ অর্থাৎ ভীমশব্দায়মান। কুঞ্জরঘটা—ঘটা শব্দের অর্থ রণস্থলে হস্তিদিগের একত্রে মিলন, গজসৈন্য, কুঞ্জরঘটা অনুপ্রাসে ব্যবহৃত হইয়াছে। কুম্ভস্থলী—করিকুম্ভ অর্থাৎ হস্তিমস্তক। বরাটিকা—কপর্দ্দক, কড়ি। মুক্তার ন্যায় বড় বড় কড়ি। ছন্দ শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

সুভিক্ষাং, অদ্যাপি দক্ষিণাং দিশং ন ত্যজতি ॥ ৮॥ (১০)

বঙ্গার্থ।

এই রাজা নিজবাহুবলেই (single-handed) অরাতিবেষ্টিত-কর্ণাটলক্ষ্মী-লুণ্ঠনকারী দুশ্চরিত্র শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে এতাধিক যোদ্ধার প্রাণসংহার হইয়াছিল যে, তাহাদিগের বসা, মাংস ও মেদ দক্ষিণদিক্‌স্থ যম অযাচিতরূপে প্রাপ্ত হইয়া, সেই রণস্থল অদ্যাপি ত্যাগ করিতেছেন না ॥৮॥

(১০) আমরা অগ্রেই বলিয়াছি (৫০০ পৃষ্ঠা) যে, মহারাজ সামন্তসেন তাঁহার যৌবনকাল দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কর্ণাটদেশে যুদ্ধকার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কবি এই বিষয়টী বর্ণনা করিতেছেন। তাদৃক্ একাঙ্গবীরঃ—সেই বীর একাকী, অন্যের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া। কদনং অতনোৎ—বিনাশসাধন করিয়াছিলেন। কদনং মারণং, মর্দ্দনং, অর্থাৎ বিনাশ করা। অতনোৎ তন্ ধাতু লঙ্, পরস্মৈপদী, প্রথমপুরুষ, একবচন। তন্ ধাতুর অর্থ বিস্তার করা। অতীতকাল তিনভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে লঙ্‌থী অনদ্যতনী, অর্থাৎ যে সমস্ত কার্য্য বহুকাল সম্পন্ন হইয়াছে তথায় বৈয়াকরণেরা অনদ্যতনী প্রয়োগ করেন। কবি এই স্থানে অনদ্যতনী প্রয়োগে ইহাই প্রকাশ করিতেছেন যে কর্ণাটদেশীয় যুদ্ধের বিষয় তিনি অবগত ছিলেন। ধাতুর বিভক্তিবিচ্ছেদ এই প্রকারে করিতে হইলে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া যায় এবং সাধারণ পাঠকের নিকট অতীব নীরস ও বিরক্তিকর হইয়া উঠে, সেই কারণে আমরা তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত রহিলাম। যস্মাৎ—যে যুদ্ধ হইতে;

উদ্‌গন্ধীভাজ্যধূমৈর্মৃগশিশুরসিতাখিন্ন-
বৈখানসস্ত্রী-
স্তন্যক্ষীরাণি কীরপ্রকরপরিচিতব্রহ্মপারায়ণানি।
যেনাসেব্যান্ত শেষে বয়সি ভবভয়স্কন্দভির্মস্করীন্দ্রৈঃ
পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিনপরিসরারণ্যপুণ্যা-
শ্রমাণি ॥৯॥

অন্বয়ঃ।

যেন (রাজ্ঞা) শেষে বয়সি ভবভয়স্কন্দিভিঃ মস্করীন্দ্রৈঃ সহ পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিনপরিসরারণ্যপুণ্যাশ্রমাণি অসেব্যন্ত। (পুণ্যাশ্রমাণি কীদৃশানি তান্যেবাহ)—উদ্‌গন্ধীনি আজ্যধূমৈঃ, মৃগশিশুরসিতঃ অখিন্নঃ, বৈখানসস্ত্রীস্তন্যক্ষীরাণি কীরপ্রকরপরিচিতব্রহ্মপারায়ণানি ॥৯॥ (১১)

হৃষৎ পৌরঃ প্রেতভর্ত্তা,—পর্য্যাপ্তাহারে সন্তুষ্ট যম, মহাকাল। অবিহত—নিত্যপ্রাপ্ত। সুবিক্ষাং—অযাচিত। দক্ষিণাং দিশং—যমের দক্ষিণ দিক্ অথবা দাক্ষিণাত্য। সেই দাক্ষিণাত্যের ভীষণযুদ্ধে যখন সকল শত্রুসেনা চিরনিদ্রায় অভিভূত হইত, মহাকাল শত শত মৃত সৈনিকের রক্ত, বসা ও মাংস পর্য্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে তথায় বিরাজ করিতেন এবং অদ্যাপি তাহা ত্যাগ করেন নাই। অর্থাৎ নরকঙ্কালময় যুদ্ধক্ষেত্র অদ্যাপি সেই যুদ্ধকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ছন্দ মন্দাক্রান্তা।

(১১) ভবভয়স্কন্দিভিঃ—ভবভয়+আস্কন্দিভিঃ—ভবভয়ে আক্রামিত। মস্করীন্দ্রৈঃ সহ—প্রধান প্রধান পরিব্রাজকের সহিত। অসেব্যন্ত—আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃগশিশুঃ অসিতঃ অখিন্নঃ—কৃষ্ণবর্ণ খেদরহিত মৃগশাবক। ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণা বৈখানসরমণীগণের স্তনযুগল হইতে সতত ক্ষীরধারা নিঃসৃত হইত।

বঙ্গার্থ।

যে রাজা শেষ বয়সে ভবভয় দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, চতুর্থাশ্রমী পরিব্রাজকাচার্য্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, গঙ্গাপুলিনমধ্যস্থিত বিস্তৃতারণ্য মধ্যে পুণ্যাশ্রমের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। (সেই পুণ্যাশ্রম কীদৃশ তাহা কবি কীর্ত্তন করিতেছেন)—যজ্ঞীয় ঘৃতের ঘনায়ত ধূমসৌরভে আমোদিত, প্রফুল্লকৃষ্ণসারমৃগশাবকদ্বারা পরিব্যাপ্ত, যেখানে আশ্রমবাসী-রমণীগণস্তনজনায়াসলভ্য, যাহা শুকপক্ষিদিগের মনোরম আবাসভূমি, এবং যে স্থানে নিয়ত ব্রহ্মবিষয়ক গ্রন্থাদি পঠিত হইত ॥৯॥

অচরমপরমাত্মজ্ঞানভীষ্মাদমুষ্মা-
দ্নিজভুজমদমত্তারাতিমারাঙ্কবীরঃ।
অভবদনবসানোদ্ভিন্ননির্ণিক্ততত্তদ্-
গুণনিবহমহিম্নাং বেশ্ম হেমন্তসেনঃ ॥
১০॥

অন্বয়ঃ।

হেমন্তসেনঃ (নাম) অনবসান, উদ্ভিন্ন, নির্ণিক্ত তৎ তৎ গুণনিবহ মহিম্নাং বেশ্ম অভবৎ। (স হেমন্তসেনঃ) অচরম, পরমাত্মজ্ঞান ভীষ্মাৎ অমুষ্মাৎ, নিজভুজমদমত্তঃ অরাতিমারাঙ্কবীরঃ ॥ ১০॥ (১২)

এইটী আশ্রমমাহাত্ম্য। ব্রহ্মপারায়ণানি—পারায়ণম্, সাকল্যবচনম্, সম্পূর্ণ পাঠ, অর্থাৎ সাত দিন কি একমাস নিয়মে ভাগবতাদি হরিকথা পাঠ সমাপ্ত হইত। ছন্দ শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

(১২) অনবসান—আবিলতাশূন্য। উদ্ভিন্ন—পিতা হইতে প্রাপ্ত, বিকশিত, নির্ণিক্ত—সংলগ্ন তত্তদ্ গুণনিবহ- সামন্তসেনের সেই সেই গুণরাশি। অমুষ্মাৎ ভীষ্মাৎ—প্রসিদ্ধ শান্তনুকুমার

বঙ্গার্থ।

হেমন্তসেন তদীয় পিতা সামন্তসেনের অনাবিল বিকশিত গুণসমূহের আধারস্বরূপ ছিলেন। অদ্বিতীয় পরমাত্মজ্ঞানসম্পন্ন প্রসিদ্ধ ভীষ্ম হইতেও হেমন্তসেন শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই মারাঙ্কবীর নিজবাহুবলে অরাতিকুলবিনাশে সিদ্ধহস্ত ছিলেন ॥১০॥

মূর্দ্ধন্যর্দ্ধেন্দু-চূড়ামণিচরণরজঃ সত্যবাক্ কণ্ঠ-
ভিত্তৌ
শাস্ত্রং শ্রোত্রেঽরিকেশাঃ পদভুবি ভুজয়োঃ ক্রূর-
মৌর্ব্বীকিণাঙ্কঃ।
নেপথ্যং যস্য জজ্ঞে সততমিয়দিদং রত্নপুষ্পাণি
হারা-
স্তাড়ঙ্কং নূপুরস্রক্কনকবলয়মপ্যস্য ভৃত্যাঙ্গনানাম্ ॥
১১॥

অন্বয়ঃ।

(যস্য) মূর্দ্ধন্, অর্দ্ধেন্দু-চূড়ামণিচরণরজঃ (আসীৎ), কণ্ঠভিত্তৌ সত্যবাক্ (আসীৎ), শ্রোত্রে শাস্ত্রং (আসীৎ), পদভুবি অরিকেশাঃ (আসন্), ভুজয়োঃ ক্রূরমৌর্ব্বীকিণাঙ্কঃ (আসীৎ)। অস্য ভৃত্যাঙ্গনানাং রত্নপুষ্পাণি হারাঃ (সন্তি), তাড়ঙ্কং (অস্তি), নূপুরস্রক্ (অস্তি), কনকবলয়ং অপি (অস্তি), ইদং নেপথ্যং যস্য সততং জজ্ঞে ॥১১॥ (১৩)

ভীষ্ম হইতেও। মারঙ্কবীরঃ—অরাতিকুলধ্বংস বিদ্যা যিনি সাদরে নিজ অঙ্কদেশ ধারণ করিয়াছিলেন। ছন্দ মালিনী। এই শ্লোকটী পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকসকল হইতে কিঞ্চিৎ প্রাঞ্জল।

(১৩) কণ্ঠভিত্তৌ সত্যবাক্—সত্যবাক্য দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ বিদ্ধ হইয়াছিল, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বদা সত্যকথা বলিতেন। পদভুবি। অরিকেশাঃ— ধূলাবলুণ্ঠিত অরাতিমস্তকে

বঙ্গার্থ।

যাঁহার মস্তকে চন্দ্রশেখরের চরণরজঃ অর্থাৎ আশীর্ব্বাদ সংস্থাপিত হইয়াছিল। সত্যকথা যাঁহার কণ্ঠদেশ আশ্রয় করিয়াছিল। কর্ণে শাস্ত্র, পদতলে শত্রুমস্তক, বাহুদ্বয় কঠিন ধনুর্গুণের চিহ্নাঙ্কিত ছিল। এই রাজার অধীন ভৃত্যগণের বনিতাগণ সর্ব্বদা সুবেশা ও সালঙ্কৃতা ছিল, অর্থাৎ রত্নবিজড়িত পুষ্পহার যাহাদিগের কণ্ঠে, বাহুদ্বয়ে সুবর্ণতাড়, নূপুর হার পদদ্বয়ে, প্রকোষ্ঠে সুবর্ণবলয় শোভা পাইত। তাঁহার রঙ্গমঞ্চ সর্ব্বদা গীতামোদে রঙ্গ করিতেছিল।১১। (ক্রমশঃ)

সম্পাদকস্য।

যাঁহার পদদ্বয় স্থাপিত ছিল। ক্রূর মৌর্ব্বীকিণাঙ্কঃ—ধনুকের কঠিন ছিলা দ্বারা তাঁহার বাহুদ্বয়ে কড়া পড়িয়াছিল। তাঁহার ভৃত্যগণের রমণীবৃন্দ রত্নালঙ্কারবিভূষিতা—ছিল, তাঁহার রাজপ্রাসাদস্থ সুন্দরীগণের অলঙ্কারাদি কিপ্রকার মহার্ঘ্য ছিল তাহা বর্ণনাতীত। নেপথ্যং সততং জজ্ঞে—যাঁহার রঙ্গমঞ্চ সর্ব্বদা বর্ত্তমান ছিল। জজ্ঞে—জন্ ধাতু প্রথম পুরুষ লিট্, অতীতকাল, পরোক্ষা, অনদ্যতনে—পরোক্ষেঽতীতেঽঠী কবিহ্লিট্ বিভক্তি ব্যবহার করিয়া ইহাই প্রকাশ করিতেছেন যে, এই সকল অভিনয়মঞ্চ অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। ছন্দ স্রক্‌ধারা।

কাকসংবাদ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি। (২)

নমস্কার, সম্পাদক মহাশয়! কেমন আছেন? গত বৎসর আপনার সঙ্গে একবার দেখা করিবার সুবিধা হইয়াছিল; তখন আপনি আমার প্রতি বড় সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন; তাই সময় সময় আপনার দর্শনলাভে ইচ্ছা হয়। আপনি মানুষ—আমি পাখী হইলে কি হয়, 'যে যাহারে ভালবাসে, সে যায় তাহার পাশে।' আপনার প্রতি, কেন জানি না, আমার পক্ষীহৃদয়ের একটা প্রবল আকর্ষণ জন্মিয়াছে। অবসর পাইলেই ছুটিয়া আপনার কাছে যাইবার বাসনা হয়—আপনার পঙ্কজবদনের অমৃতনিস্যন্দিনীবাণী শ্রবণ করিয়া শ্রবণ তৃপ্ত করিতে সাধ জন্মে। আর আমার [illegible] স্তাপন করিয়া আপনার কিছু হিতসাধন করিতে প্রবৃত্তি হয়। অনেক কষ্টে খুঁজিয়া খুঁজিয়া একটু অবসর পাইয়া আসিয়াছি—অনেকদিন পরে আসিয়াছি। পেটের দায়ে দেশত্যাগী হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়—আপনার দেশে কাকের একমুঠা অন্নের যোগাড়ও হয় না! কি করি, ইচ্ছাকে প্রায় অনেক সময় বেদনাদান ব্যতীত উপায়ান্তর দেখি না। সুহৃদসম্মিলন কাজেই দরিদ্র বায়সের পক্ষে দুর্ল্লভ। যা'ক কাকের দগ্ধ জীবনের বিষাদকাহিনী গান করিয়া কর্ণের ব্যস্ত জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করিতে চাহি না। দুএকটা কাজের কথা বলিয়া তাড়াতাড়ি বিদায় গ্রহণ করাই ভাল। জানেনই ত [illegible] দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াই—নানা জনের নানা কথা শুনিতে পাই। সে সব কথা শুনিয়া কখন আনন্দানুভব করি, কখন রোদন করি, কখন বা রাগিয়া আকুল হই, আবার কখন বা ক্রোধে পক্ষপুট বিতাড়ন করিয়া হৃদয়ের দুঃসহ বেদনা জ্ঞাপন করি। সত্য বলিতে কি, সম্প্রতি আমার মনে একটু ক্রোধ ও ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। সে কেবল আপনার জন্য। আপনার নিন্দা যেন কেন সহিতে পারি না। লোকে যখন আপনার গুণগান করে, প্রাণে তখন আনন্দের ফোয়ারা ছোটে! কিন্তু যখন নিন্দা শুনি, তখন ক্রোধে ও ক্ষোভে প্রাণ অধীর হইয়া উঠে। মানুষ অভ্রান্ত নহে—আমাদের মত, আপনার ন্যায় মনীষী ব্যক্তিরও ভুল হইতে পারে এমন নহে! আপনি মধ্যে মধ্যে যখন অন্যের আকস্মিক ভাবস্রোতে ভাসিয়া যান, ভাসিয়া যান—স্বীয় জীবনের সঞ্চিত মহান্ উদ্দেশ্যনিচয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করেন; তখন মানবসমাজ আপনার কার্য্যকে সন্দেহের চক্ষে দর্শন করিলে ও অপযশ দিলে তাহাদের প্রতি ক্রোধের সঞ্চার না হইয়া আপনার প্রতি ক্রোধ হওয়াই কি সম্ভব নহে? আপনার প্রতি আমার বড় রোষের সঞ্চার হইয়াছে। সেই রোষহেতু আপনাকে আমার জন্যই দুর্ব্বল পক্ষ দুটাকে শ্রান্ত করিয়া আজ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি। আজকাল আপনার প্রতিভার গ্রাহক ও পাঠকবর্গের মধ্যে বড় আন্দোলন চলিতেছে। ঐ আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে 'নিরঞ্জনবালা' গল্পে। বিধবাবিবাহ সমর্থক এই অকিঞ্চিৎকর গল্পটী প্রকাশ করিলে কি ক্ষতি হইত? বরং প্রকাশিত হওয়ায় অনেক কায়স্থসন্তানের চক্ষু অপ্রীতিকর হইয়াছে। অনেকে বলিতেছে বিধবাবিবাহ প্রচলনের যাহারা প্রয়াস পাইতেছে, সেই অহিন্দুদের সহিত আমাদের সংস্রব রাখা কর্ত্তব্য নহে—ইহাদের কোন সংস্কারের প্রতিই আমাদের কর্ণপাত করা বাঞ্ছনীয় নহে।' বিধবাবিবাহ হিন্দু সমাজে প্রচলনের, বা অকর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন তর্ক উত্থাপনে

আমার অভিপ্রায় নাই—কাকের অনধিকারচর্চ্চাও ভাল নহে। তবে কি জানেন, মহাশয়ের সামাজিক প্রতিপত্তির হ্রাস আশঙ্কায় হৃদয় শঙ্কিত, তাই সতর্কতা দান করিতে প্রাণ ব্যাকুল। আপনার প্রতি কায়স্থসমাজের শ্রদ্ধা ও ভক্তির ন্যূনতা হইলে সমাজের অকল্যাণ নিশ্চিত। আপনি কায়স্থসমাজের অন্যতম নেতা—কায়স্থজাতির উন্নতির জন্য প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছেন। আপনার লেখনীসঞ্চালনসময়ে ইতস্ততঃ একটু দেখিয়া শুনিয়া লওয়া সমীচীন। অপর শত জনের শত কথায় সমাজের যে উন্নতি বা অবনতি অসম্ভব, আপনার ন্যায় ব্যক্তির একটি মাত্র কথায় তদপেক্ষা অধিক হওয়া খুবই সম্ভব—আপনি ইহা না বুঝেন এমন নহে। আপনি যদি বলেন 'নিরঞ্জনবালা' গল্পের জন্য আপনাকে দোষী করা হইতেছে কেন? লেখক তজ্জন্য দায়ী। সে কথা সত্য—কিন্তু আপনার একটু দোষ হইয়াছে। পাদমন্তব্যে আপনি যদি শুধু 'সম্পাদকের মতের বিরুদ্ধ প্রবন্ধও প্রতিভায় প্রকাশিত হয়' এইটুকু লিখিতেন, তবে কায়স্থসমাজে সামান্য পরিমাণ তরঙ্গেরও সৃষ্টি হইত না। আপনি একরূপ লেখকের সমর্থনই করিয়া ফেলিয়াছেন। আপনি যদি 'নিরঞ্জনবালা' গল্পের আপত্তিজনক পাদমন্তব্যটুকু প্রত্যাহার করিতে আত্মমর্য্যাদায় আঘাত অনুভব না করেন, তবে উহা প্রত্যাহার করিলেই যেন ভাল হয়। আর এক কথা, পতিতজাতির মধ্যে নমঃশূদ্রের জল চল জন্য আপনি 'প্রতিভার' কোন সংখ্যায় মন্তব্য প্রকাশ করায় কায়স্থসমাজের কিয়দংশ যে আপনার কার্য্যের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়াছে, বোধ হয় আপনি তাহা অবগত নহেন, এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটীর জন্য কায়স্থসমাজে ক্ষত্রাচারগ্রহণপ্রবৃত্তি শিথিলভাব ধারণ করিয়াছে। আপনার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, কি কি উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য আপনার আবির্ভাব। বিধবাবিবাহপ্রচারের জন্য এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা তাঁহাদের কাজ করিবেন। পতিত জাতির জল চলের জন্য

সুভিক্ষাং, অদ্যাপি দক্ষিণাং দিশং ন ত্যজতি ॥ ৮॥ (১০)

বঙ্গার্থ।

এই রাজা নিজবাহুবলেই (single-handed) অরাতিবেষ্টিত-কর্ণাটলক্ষ্মী-লুণ্ঠনকারী দুশ্চরিত্র শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে এতাধিক যোদ্ধার প্রাণসংহার হইয়াছিল যে, তাহাদিগের বসা, মাংস ও মেদ দক্ষিণদিকস্থ যম অযাচিতরূপে প্রাপ্ত হইয়া, সেই রণস্থল অদ্যাপি ত্যাগ করিতেছেন না ॥৮।

(১০) আমরা অগ্রেই বলিয়াছি (৫০০ পৃষ্ঠা) যে, মহারাজ সামন্তসেন তাঁহার যৌবনকাল দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কর্ণাটদেশে যুদ্ধকার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কবি এই বিষয়টী বর্ণনা করিতেছেন। তাদৃক্ একাঙ্গবীরঃ—সেই বীর একাকী, অন্যের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া। কদনং অতনোৎ—বিনাশসাধন করিয়াছিলেন। কদনং মারণং, মর্দ্দনং, অর্থাৎ বিনাশ করা। অতনোৎ তন্ ধাতু লঙ্ পরস্মৈপদী, প্রথমপুরুষ, একবচন। তন্ ধাতুর অর্থ বিস্তার করা। অতীতকাল তিনভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে লঙ্-থী অনদ্যতনী, অর্থাৎ যে সমস্ত কার্য্য বহুকাল সম্পন্ন হইয়াছে তথায় বৈয়াকরণেরা অনদ্যতনী প্রয়োগ করেন। কবি এই স্থানে অনদ্যতনী প্রয়োগে ইহাই প্রকাশ করিতেছেন যে কর্ণাটদেশীয় যুদ্ধের বিষয় তিনি অবগত ছিলেন। ধাতুর বিভক্তিবিচ্ছেদ এই প্রকারে করিতে হইলে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া যায় এবং সাধারণ পাঠকের নিকট অতীব নীরস ও বিরক্তিকর হইয়া উঠে, সেই কারণে আমরা তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত রহিলাম। যুম্মাৎ—যে যুদ্ধ হইতে।

উদ্গন্ধীন্যাজ্যধূমৈর্মৃগশিশুরসিতাখিন্ন-
বৈখানসস্ত্রী-
স্তন্যক্ষীরাণি কীরপ্রকরপরিচিতব্রহ্মপারায়ণানি।
যেনাসেব্যান্ত শেষে বয়সি ভবভয়স্কন্দিভির্মস্করীন্দ্রৈঃ
পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিনপরিসরারণ্যপুণ্যা-
শ্রমাণি ॥৯॥

অন্বয়ঃ।

যেন (রাজ্ঞা) শেষে বয়সি ভবভয়স্কন্দিভিঃ মস্করীন্দ্রৈঃ সহ পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিনপরিসরারণ্যপুণ্যাশ্রমাণি অসেব্যন্ত। (পুণ্যাশ্রমাণি কীদৃশানি তান্যেবাহ)—উদ্গন্ধীনি আজ্যধূমৈঃ মৃগশিশুরসিতঃ অখিন্নঃ, বৈখানসস্ত্রীস্তন্যক্ষীরাণি কীরপ্রকরপরিচিতব্রহ্মপারায়ণানি ॥৯॥ (১১)

হৃষৎ পৌরঃ প্রেতভর্ত্তা,—পর্য্যাপ্তাহারে সন্তুষ্ট যম, মহাকাল। অবিহত—নিত্যপ্রাপ্ত। সুবিক্ষাং—অযাচিত। দক্ষিণাং দিশং—যমের দক্ষিণ দিক্ অথবা দাক্ষিণাত্য। সেই দাক্ষিণাত্যের ভীষণযুদ্ধে যখন সকল শত্রুসেনা চিরনিদ্রায় অভিভূত হইত, মহাকাল শত শত মৃত সৈনিকের রক্ত, বসা ও মাংস পর্য্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে তথায় বিরাজ করিতেন এবং অদ্যাপি তাহা ত্যাগ করেন নাই। অর্থাৎ নরকঙ্কালময় যুদ্ধক্ষেত্র অদ্যাপি সেই যুদ্ধকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ছন্দ মন্দাক্রান্তা।

(১১) ভবভয়স্কন্দিভিঃ—ভবভয়+আস্কন্দিভিঃ—ভবভয়ে আক্রামিত। মস্করীন্দ্রৈঃ সহ—প্রধান প্রধান পরিব্রাজকের সহিত। অসেব্যান্ত—আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃগশিশুঃ অসিতঃ অখিন্নঃ—কৃষ্ণবর্ণ খেদরহিত মৃগশাবক। ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণা বৈখানসরমণীগণের স্তনযুগল হইতে সতত ক্ষীরধারা নিঃসৃত হইত।

বঙ্গার্থ।

যে রাজা শেষ বয়সে ভবভয় দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, চতুর্থাশ্রমী পরিব্রাজকাচার্য্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, গঙ্গাপুলিনমধ্যস্থিত বিস্তৃতারণ্য মধ্যে পুণ্যাশ্রমের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। (সেই পুণ্যাশ্রম কীদৃশ তাহা কবি কীর্ত্তন করিতেছেন)—যজ্ঞীয় ঘৃতের ঘনায়ত ধূমসৌরভে আমোদিত,—প্রফুল্লকৃষ্ণসারমৃগশাবক দ্বারা পরিব্যাপ্ত, যেখানে আশ্রমবাসী-রমণীগণ-স্তনায়াসলভ্য, যাহা শুকপক্ষিদিগের মনোরম আবাসভূমি, এবং যে স্থানে নিয়ত ব্রহ্মবিষয়ক গ্রন্থাদি পঠিত হইত ॥৯।

অচরমপরমাত্মজ্ঞানভীষ্মাদমুষ্মা-
ন্নিজভুজমদমত্তারাতিমারাঙ্কবীরঃ।
অভবদনবসানোদ্ভিন্ননির্ণিক্তত্তদ্-
গুণনিবহমহিষ্ণাং বেশ্ম হেমন্তসেনঃ ॥
১০॥

অন্বয়ঃ।

হেমন্তসেনঃ (নাম) অনবসান, উদ্ভিন্ন, নির্ণিক্ত তৎ তৎ গুণনিবহ মহিষ্ণাং বেশ্ম অভবৎ। (স হেমন্তসেনঃ) অচরম, পরমাত্মজ্ঞান ভীষ্মাৎ অমুষ্মাৎ, নিজভুজমদমত্তঃ অরাতিমারাঙ্কবীরঃ ॥ ১০॥ (১২)

বঙ্গার্থ।

হেমন্তসেন তদীয় পিতা সামন্তসেনের অনাবিল বিকশিত গুণসমূহের আধারস্বরূপ ছিলেন। অদ্বিতীয় পরমাত্মজ্ঞানসম্পন্ন প্রসিদ্ধ ভীষ্ম হইতেও হেমন্তসেন শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই মারাঙ্কবীর নিজবাহুবলে অরাতিকুলবিনাশে সিদ্ধহস্ত ছিলেন ॥১০॥

মূর্দ্ধন্যর্দ্ধেন্দু-চূড়ামণিচরণরজঃ সত্যবাক্ কণ্ঠ-
ভিত্তৌ
শাস্ত্রং শ্রোত্রেঽরিকেশাঃ পদভুবি ভুজয়োঃ ক্রূর-
মৌর্ব্বীকিণাঙ্কঃ।
নেপথ্যং যস্য জজ্ঞে সততমিয়দিদং রত্নপুষ্পাণি
হারা-
স্তাড়ঙ্কং নূপুরস্রক্কনকবলয়মপ্যস্য ভৃত্যাঙ্গনানাম্ ॥
১১॥

অন্বয়ঃ।

(যস্য) মূর্দ্ধন, অর্দ্ধেন্দু-চূড়ামণিচরণরজঃ (আসীৎ), কণ্ঠভিত্তৌ সত্যবাক্ (আসীৎ), শ্রোত্রে শাস্ত্রং (আসীৎ), পদভুবি অরিকেশাঃ (আসন্), ভুজয়োঃ ক্রূরমৌর্ব্বীকিণাঙ্কঃ (আসীৎ)। অস্য ভৃত্যাঙ্গনানাং রত্নপুষ্পাণি হারাঃ (সন্তি), তাড়ঙ্কং (অস্তি), নূপুরস্রক্ (অস্তি), কনকবলয়ং অপি (অস্তি), ইদং নেপথ্যং যস্য সততং জজ্ঞে ॥১১॥ (১৩)

এইটী আশ্রমমাহাত্ম্য। ব্রহ্মপারায়ণানি—পারায়ণম্, সাকল্যবচনম্, সম্পূর্ণ পাঠ, অর্থাৎ যত দিন কি একমাস নিয়মে ভাগবতাদি হরিকথা পাঠ সমাপ্ত হইত। ছন্দ শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

(১২) অনবসান—আবিলতাশূন্য। উদ্ভিন্ন—পিতা হইতে প্রাপ্ত, বিকশিত, নির্ণিক্ত—সংলগ্ন তত্ তৎ গুণনিবহ- সামন্তসেনের সেই সেই গুণরাশি। অমুষ্মাৎ ভীষ্মাৎ—প্রসিদ্ধ শান্তনুকুমার ভীষ্ম হইতেও। মারঙ্কবীরঃ—অরাতিকুলধ্বংস বিদ্যা যিনি সাদরে নিজ অঙ্কদেশে ধারণ করিয়াছিলেন। ছন্দ মালিনী। এই শ্লোকটী পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকসকল হইতে কিঞ্চিৎ প্রাঞ্জল।

(১৩) কণ্ঠভিত্তৌ সত্যবাক্—সত্যবাক্য দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ বিদ্ধ হইয়াছিল, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বদা সত্যকথা বলিতেন। পদভুবি। অরিকেশাঃ— ধূল্যবলুণ্ঠিত অরাতিমস্তকে

বঙ্গার্থ।

যাঁহার মস্তকে চন্দ্রশেখরের চরণরজঃ অর্থাৎ আশীর্ব্বাদ সংস্থাপিত হইয়াছিল। সত্যকথা যাঁহার কণ্ঠদেশ আশ্রয় করিয়াছিল। কর্ণে শাস্ত্র, পদতলে শত্রুমস্তক, বাহুদ্বয় কঠিন ধনুর্গুণের চিহ্নাঙ্কিত ছিল। এই রাজার অধীন ভৃত্যগণের বনিতাগণ সর্ব্বদা সুবেশা ও সালঙ্কৃতা ছিল, অর্থাৎ রত্নবিজড়িত পুষ্পহার যাহাদিগের কণ্ঠে, বাহুদ্বয়ে সুবর্ণতাড়, নূপুরের হার পদদ্বয়ে, প্রকোষ্ঠে সুবর্ণবলয় শোভা পাইত। তাঁহার রঙ্গমঞ্চ সর্ব্বদা গীতামোদে রঙ্গ করিতেছিল।১১।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকস্য।

যাঁহার পদদ্বয় স্থাপিত ছিল। ক্রূর মৌর্ব্বীকিণাঙ্কঃ—ধনুকের কঠিন ছিলা দ্বারা তাঁহার বাহুদ্বয়ে কড়া পড়িয়াছিল। তাঁহার ভৃত্যগণের রমণীবৃন্দ রত্নালঙ্কারবিভূষিতা—ছিল, তাঁহার রাজপ্রাসাদস্থ সুন্দরীগণের অলঙ্কারাদি কিপ্রকার মহার্ঘ্য ছিল তাহা বর্ণনাতীত। যস্য নেপথ্যং সততং জজ্ঞে—যাঁহার রঙ্গমঞ্চ সর্ব্বদা বর্ত্তমান ছিল। জজ্ঞে—জন্ ধাতু প্রথম পুরুষ লিট্, অতীতকাল, পরোক্ষা, অনদ্যতনে—পরোক্ষেঽতীতেঠী কবি লিট্ বিভক্তি ব্যবহার করিয়া ইহাই প্রকাশ করিতেছেন যে, এই সকল অভিনয়মঞ্চ অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। ছন্দ স্রক্‌ধারা।

কাকসংবাদ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি। (২)

নমস্কার, সম্পাদক মহাশয়! কেমন আছেন? গত বৎসর আপনার সঙ্গে একবার দেখা করিবার সুবিধা হইয়াছিল; তখন আপনি আমার প্রতি বড় সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন; তাই সময় সময় আপনার দর্শনলাভে ইচ্ছা হয়। আপনি মানুষ—আমি পাখী হইলে কি হয়, 'যে যাহারে ভালবাসে, সে যায় তাহার পাশে।' আপনার প্রতি, কেন জানি না, আমার পক্ষীহৃদয়ের একটা প্রবল আকর্ষণ জন্মিয়াছে। অবসর পাইলেই ছুটিয়া আপনার কাছে যাইবার বাসনা হয়—আপনার পঙ্কজবদনের অমৃতনিস্যন্দিনীবাণী শ্রবণ করিয়া শ্রবণ তৃপ্ত করিতে সাধ জন্মে। আর আমার স্বভাবকর্কশ স্বরে মানবীয় হিতকর অপ্রিয় সত্য জ্ঞাপন করিয়া আপনার কিছু হিতসাধন করিতে প্রবৃত্তি হয়। অনেক কষ্টে খুঁজিয়া খুঁজিয়া একটু অবসর পাইয়া আজ আসিয়াছি—অনেকদিন পরে আসিয়াছি। পেটের দায়ে দেশত্যাগী হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়—আপনার দেশে কাকের একমুঠা অন্নের যোগাড়ও হয় না! কি করি, ইচ্ছাকে প্রায় অনেক সময় বেদনাদান ব্যতীত উপায়ান্তর দেখি না। সুহৃদসম্মিলন কাজেই দরিদ্র বায়সের পক্ষে দুর্ল্লভ। যা'ক কাকের দগ্ধ জীবনের বিষাদকাহিনী গান করিয়া কর্ম্মব্যস্ত জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করিতে চাহি না। দুএকটা কাজের কথা বলিয়া তাড়াতাড়ি বিদায় গ্রহণ করাই ভাল। জানেনই ত আমি দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াই—নানা জনের নানা কথা শুনিতে পাই। সে সব কথা শুনিয়া কখন আনন্দানুভব করি, কখন রোদন করি, কখন বা হাসিয়া আকুল হই, আবার কখন বা ক্রোধে পক্ষপুট বিতাড়ন করিয়া হৃদয়ের দুঃসহ বেদনা অপনয়ন করি। সত্য বলিতে কি, সম্প্রতি আমার মনে একটু ক্রোধ ও ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। সে কেবল আপনার জন্য। আপনার নিন্দা যেন কেন সহিতে পারি না। লোকে যখন আপনার গুণগান করে, প্রাণে তখন আনন্দের ফোয়ারা ছোটে! কিন্তু যখন নিন্দা করে, তখন ক্রোধে ও ক্ষোভে প্রাণ অধীর হইয়া উঠে। মানুষ অভ্রান্ত নহে—আমাদের ন্যায়, আপনার ন্যায় মনীষী ব্যক্তিরও ভুল হইতে পারে এমন নহে। আপনি মধ্যে মধ্যে যখন অন্যের আকস্মিক ভাবস্রোতে ভাসিয়া যান, ভাসিয়া যান—স্বীয় জীবনের সুষ্ঠিত মহান্ উদ্দেশ্যনিচয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করেন; তখন মানবসমাজ আপনার কার্য্যাদিকে সন্দেহের চক্ষে দর্শন করিলে ও অপযশ করিলে তাহাদের প্রতি ক্রোধের সঞ্চার না হইয়া আপনার প্রতি ক্রোধ হওয়াই কি সম্ভব নহে? আপনার প্রতি আমার বড় রোষের সঞ্চার হইয়াছে। সেই রোষহেতু আপনাকে বলিবার জন্যই দুর্ব্বল পক্ষ দুটাকে শ্রান্ত করিয়া আজ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি। আজকাল আপনার প্রতিভার গ্রাহক ও পাঠকদিগের মধ্যে বড় আন্দোলন চলিতেছে। ঐ আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে 'নিরঞ্জনবালা' গল্পে। বিধবাবিবাহ সমর্থক এই অকিঞ্চিৎকর গল্পটী প্রকাশ করিলে কি ক্ষতি হইত? বরং প্রকাশিত হওয়ায় অনেক কায়স্থসন্তানের অপ্রীতিকর হইয়াছে। অনেকে বলিতেছে বিধবাবিবাহ প্রচলনের যাহারা প্রয়াস পাইতেছে, সেই অহিন্দুদের সহিত আমাদের সংস্রব কর্ত্তব্য নহে—ইহাদের কোন সংস্কারের প্রভাবেই আমাদের কর্ণপাত করা বাঞ্ছনীয় নহে।' বিধবাবিবাহ হিন্দু সমাজে প্রচলনের কার্য্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন তর্ক উত্থাপনে আমার অভিপ্রায় নাই—কাকের অনধিকারচর্চ্চাও ভাল নহে। তবে কি জানেন, মহাশয়ের সামাজিক প্রতিপত্তির হ্রাস আশঙ্কায় হৃদয় শঙ্কিত, তাই সতর্কতা দান করিতে প্রাণ ব্যাকুল। আপনার প্রতি কায়স্থসমাজের শ্রদ্ধা ও ভক্তির ন্যূনতা হইলে সমাজের অকল্যাণ নিশ্চিত। আপনি কায়স্থসমাজের অন্যতম নেতা—কায়স্থজাতির উন্নতির জন্য প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছেন। আপনার লেখনীসঞ্চালনসময়ে ইতস্ততঃ একটু দেখিয়া শুনিয়া লওয়া সমীচীন। অপর শত জনের শত কথায় সমাজের যে উন্নতি বা অবনতি অসম্ভব, আপনার ন্যায় ব্যক্তির একটী মাত্র কথায় তদপেক্ষা অধিক হওয়া খুবই সম্ভব—আপনি ইহা না বুঝেন এমন নহে। আপনি যদি বলেন 'নিরঞ্জনবালা' গল্পের জন্য আপনাকে দোষী করা হইতেছে কেন? লেখক তজ্জন্য দায়ী। সে কথা সত্য—কিন্তু আপনার একটু দোষ হইয়াছে। পাদমন্তব্যে আপনি যদি শুধু 'সম্পাদকের মতের বিরুদ্ধ প্রবন্ধও প্রতিভায় প্রকাশিত হয়' এইটুকু লিখিতেন, তবে কায়স্থসমাজে সামান্য পরিমাণ তরঙ্গেরও সৃষ্টি হইত না। আপনি একরূপ লেখকের সমর্থনই করিয়া ফেলিয়াছেন। আপনি যদি 'নিরঞ্জনবালা' গল্পের আপত্তিজনক পাদমন্তব্যটুকু প্রত্যাহার করিতে আত্মমর্য্যাদায় আঘাত অনুভব না করেন, তবে উহা প্রত্যাহার করিলেই যেন ভাল হয়। আর এক কথা, পতিতজাতির মধ্যে নমঃশূদ্রের জল চল জন্য আপনি 'প্রতিভার' কোন সংখ্যায় মন্তব্য প্রকাশ করায় কায়স্থসমাজের কিয়দংশ যে আপনার কার্য্যের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়াছে, বোধ হয় আপনি তাহা অবগত নহেন, এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটীর জন্য কায়স্থসমাজে ক্ষত্রাচারগ্রহণপ্রবৃত্তি শিথিলভাব ধারণ করিয়াছে। আপনার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, কি কি উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য আপনার আবির্ভাব। বিধবাবিবাহপ্রচারের জন্য এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা তাঁহাদের কাজ করিবেন। পতিত জাতির জল চলের জন্য

বৈদ্যকুল-তিলক অম্বিকাচরণ প্রভৃতি আছেন, তাহারা স্বসংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। আর আপনি কায়স্থ-সমাজে ক্ষত্রাচার প্রচলন, আন্তর্গণিক বিবাহ-প্রথা প্রসারণ, জাতীয় একতা সংস্থাপন, জাতীয় দারিদ্র্য দূরীকরণ জন্য অবশিষ্ট জীবন দান করিবেন। ইহাই বিধাতার ইচ্ছা। বিধাতার ইঙ্গিত ভুলিয়া মন ও কর্ম্মশক্তিকে বহুদিকে ছড়াইয়া ফেলিলে সকল চেষ্টাই বিফল হয়। আশা করি, অতঃপর আপনার আবির্ভাবের হেতু—না ভুলিয়া অতি সাবধানে স্বশিরে ন্যস্ত উদ্দেশ্যসমূহ সংসাধনের বিন্দুমাত্র প্রতিকূল কোন মত প্রকাশ না করিয়া স্বজাতির সন্তোষ বিধান করিবেন। আপনার স্বজাতির কতকাংশের মনে যে 'বিধবাবিবাহ' ও নমঃশূদ্রের জল চল সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করায় ক্ষত্রাচারগ্রহণের প্রতিও শ্রদ্ধাহীনতা ও সংশয়াকুলতার উদয় হইয়াছে, তৎসম্পর্কে একটু সন্তোষজনক মন্তব্য প্রকটন করিয়া তাঁহাদের মনোমালিন্য বিদূরিত করিয়া ফেলিবেন। কাক হইয়াও অতি স্পর্দ্ধার সহিত আপনাকে কিছু কটু কহিলাম—ক্ষমা করিবেন। মনে রাখিবেন, আমি পাখী হইলেও আপনার অনুগৃহীত। তবে আজ চলিলাম, ইতি।

শ্রীকাক। *

* শ্রীকাক মহোদয়ের প্রবন্ধটী যথাযথ মুদ্রিত হইল। যে সমস্ত প্রবন্ধ উচ্চভাবে প্রণোদিত, ও যাহাদের ভাষা সরল তৎসমুদায় আমরা বিনাবিচারে মুদ্রিত করিয়া থাকি। আমরা সম্পাদক, সকলের মতামত নিরপেক্ষভাবে প্রতিভার পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। সম্পাদকের নিজের মত কোন কোন স্থলে প্রকাশ হইয়া পড়িলেও তাহার সহিত আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার কোন সংস্রব নাই। প্রতিভা সার্ব্বজনীন পত্রিকা, সাম্প্রদায়িকভাবে পরিচালিত হয় না। তবে কায়স্থের বিষয় অধিক থাকে, কারণ বঙ্গীয় কায়স্থ যে সমাজসংস্কার-আন্দোলন উত্থিত করিয়াছেন তাহার সহিত বঙ্গের ভাবী সম্পদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শ্রীভগবানের আদেশে বঙ্গীয় কায়স্থজাতি বঙ্গের, এমন কি সমগ্র ভারতের, সমাজ-সংস্কার পথের পথপ্রদর্শক হইয়াছেন। জাতিস্মর কাক মহাশয় তদীয় জন্মান্তরীণ স্মৃতি হৃদয়ে পরিপোষণ করিয়া কায়স্থসমাজের হিতার্থে আমাদিগের নিকট সময় সময় উপস্থিত হন। তাঁহার সহৃদয়তা ও পরিশ্রমশীলতার জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। প্রতিভার ন্যায় একটী বর্দ্ধিষ্ণু সাময়িক সমালোচনা সমাজের একদেশদর্শী হইলে চলে না। কায়স্থজাতির প্রতিভা যদি বসুধা-আবেষ্টনকারী না হয় তবে সে কি প্রকারে সকলের পথপ্রদর্শক (Pioneer) হইবে। ভগবদিচ্ছায় বিধবা-বিবাহ, নিম্নস্তরের জাতিবৃন্দের শোচনীয় অবস্থার সমস্যা সকল ধীরে ধীরে সমাজের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। ইহার নিয়ামক সেই পরমপুরুষের সদিচ্ছা। আমরা সামান্য মানুষ, সেই অনন্ত বারিধি মধ্যে বিন্দুবৎ কোথায় বিলীন হইয়া যাইতেছি। অপৌরুষেয় সনাতন বেদ ভারতে আবার জাগিয়া উঠিতেছে। বৈদিক সময়ের সদাচার তাৎকালিক মহিলাগণের ও নিম্নস্তরের জাতির অধিকার জোয়ারের পূর্ণ জলে বঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া আসিতেছে, এ কালস্রোত কে নিবারণ করিবে? সম্পাদকের অনেক ত্রুটী, কাক মহাশয় ও প্রতিভার পাঠকগণ তাহা নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন। কায়স্থ-প্রতিভার কেবল বিকাশ হইতেছে মাত্র; পাঠকগণ অপেক্ষা করিবেন, এই প্রতিভা স্বীয় শক্তিবলে দিগন্তব্যাপিনী হইবেক। সম্পাদক।

আর্য্যা।

যে জন জানে না সখি! প্রণয়যাতনা,
সে যেন রে কভু নাহি ভ্রমে প্রেমপথে,
ভ্রমেও পশে না যেন প্রণয়কাননে।
পরিপূর্ণ এ কানন সুতীক্ষ্ণ কণ্টকে,
পায়ে বেঁধে, যাতনায় জ্বলে যায় প্রাণ।
দারুণ তাচ্ছিল্য কালানশাচরীরূপে
করয়ে ভ্রুকুটী, রক্ত আঁখি উন্মীলিয়া—
মরমেতে উপহাসে হানে বিষবাণ॥
বিষম বিরহ আসি ভুজঙ্গিনীবেশে
উগীরয়ে কালানল, দংশয়ে সতত,
জর জর দেহ যেন সে বিষ-পরশে।
বালিকা কালকা সম ছিলাম যখন
উষার আলেকে কভু হ'ত না চেতনা,
প্রণয়ের রসাস্বাদ কভু নাহি জানি
প্রণয় কি নিধি কভু জানিনি স্বপনে।
সহচরী সঙ্গে রঙ্গে করিয়াছি খেলা
ময়ূর ময়ূরী সনে; সুবর্ণ-পিঞ্জরে
রাখি কাকাতুয়া পাখী, সখা সনে বসি,
সখীভাবে রসালাপ করি তার সাথে।
কভু পশি কুসুমিত উপবন মাঝে
নেহারি অপূর্ব্ব শোভা, চূতমুকুলেরে
করি ঘ্রাণ; আত্মহারা সুবাস বিভোরে।
কভু বা নূপুরপায়ে করি পদাঘাত
অশোকতরুরে; কুসুমিত তাহে তরু,
নীরবে চরণে করে পুষ্প বরিষণ।
কভু সহচরী সনে সরোবরজলে
করি কেলি; তুলি সাধে পদ্মের মৃণাল
হরিণীশাবকমুখে করি সমর্পণ
স্নেহভরে; মানসে না ভাবি একবার
বিকচ কমলে অলি ভ্রমে কি কারণ।
কৌমারের দিনগুলি কাটিল হরষে
এইরূপে; ভেবেছিনু এইভাবে বুঝি
কাটিবে রে জীবনের অবশিষ্ট কাল।
দেখিতে দেখিতে মম জীবন-উদ্যানে
যৌবনবিকাশ; কৈশোরের ক্রীড়া যত
তুচ্ছ জ্ঞান হ'ল পুতুলের ক্রীড়া প্রায়;
চপলতা পলাইল দূরে; বিনিময়ে
অব্যক্ত গাম্ভীর্য্য আসি আবরিল মোরে।
বুঝিবারে নারি, কিসের কারণে মন
সতত চঞ্চল; কি কারণে হা হুতাশ;
বিষাদবিকল চিত কিসের লাগিয়া।
আচম্বিতে একি হ'ল, পিতৃকারাগারে
আহত ক্ষত্রিয়বীর হইল আনীত,
বীরোচিতকান্তি হেরি বদনমণ্ডলে।
উন্নত ললাটদেশ, আয়ত লোচন,
আজানুলম্বিত বাহু, উরস বিশাল,
শালপ্রাংশু, স্বর্ণকান্তি, বৃষস্কন্ধ বীর,
জ্যোতির্ম্ময় মুখ যেন মধ্যাহ্নতপন।
লৌহবর্ম্মে আচ্ছাদিত হেরি বরবপু,
মহাবল দৃঢ় যেন বজ্র-বিনির্ম্মিত।
নিরখিয়ে রতিপতি সম রূপভাতি
অলক্ষিতে প্রেমপাশে পড়িলাম বাঁধা,
প্রেমনিধি দিলা বিধি প্রেমের নিলয়।
চোখের নিমেষে যেন, আসি ফুলধনু
ফুলশর হানিল রে হৃদয়ে আমার।
যে অবধি নিরখিনু রাজপুতবীরে
নবীন বসন্ত জাগে জীবন-গহনে,
শুনিনু নবীন তান মধুপঝঙ্কারে,
শুনিনু নবীন গীতি কোকিলকূজনে।
কুঞ্জবনে বিকসিত ফুলদল মাঝে

পাইনু নবীন বাস; সরসী-সলিলে
বিকচ কমলে হেরি নব নব দলে।
বন্দীবেশে এল বীর লৌহ-কারাগারে;
কিন্তু জ্ঞান হ'ল মনে, প্রণয়ীরতনে
রাখিয়াছি সযতনে হৃদি কারাগারে।
পিপাসিত দুনয়ন স্থিরদৃষ্টি করি
প্রহরীর বেশে কেন রয়েছে দুদিকে,
কি সাধ্য পলায় বন্দী, যাইবে কেমনে
ছিঁড়িয়া কঠিন বেড়ী প্রেমের নিগড়।
রোগের যাতনা তার হেরিয়ে বিরলে
ঝরে আঁখিবারি মম নির্ব্বরিণী প্রায়;
থাকি থাকি আঁখি মেলি সম্ভাষে আমারে
"নবাবনন্দিনী" বলি, সুমধুর স্বরে,
সেই স্বর পশে মম শ্রবণ-কুহরে
পীযূষ-পূরিত যেন শরদ-ঝঙ্কার।

মিছে আশা, ভালবাসা, মিছে রে সকলি,
মিছে তার আকিঞ্চন, মিছে প্রেমাঞ্জলি।
যবনী হইয়ে সাধ লভি পতিরূপে
হিন্দুবীরে, এ দুরাশা হ'ল কি কারণে?
বায়সী হইয়ে সাধ বরিতে ময়ূরে!
খদ্যোতিকা হ'য়ে সাধ চাঁদে ধরিবারে!
না ভাবিয়ে পরিণাম বারেক মানসে
হিন্দুবীরে করিলাম আত্মসমর্পণ
অবোধ অনলমুখী পতঙ্গিনী প্রায়।
কেন বা জ্বালানু হৃদে দারুণ অনল,
আজীবন সে অনলে হইতে দহন,
কেন রে বাসিনু ভাল আপনা ভুলিয়া।
ভালবেসে হ'ল ভাল, আঁখিজল শুকা'লনা!
ওরে বিধি নিরদয়! প্রেমনিধি তো দিলেনা!

শ্রীঅম্বদাপ্রসাদ মজুমদার।

অবকাশে।

বিন্ধ্যাচল। পূর্ব্বানুবৃত্তি (৫)।

মন্দিরের দক্ষিণে প্রশস্ত চত্বরে ব্রাহ্মণেরা নিষ্ঠার সহিত তারস্বরে বেদ ও চণ্ডী পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহাদের পার্শ্বে হোমাগ্নিশিখা হোমগন্ধ গন্ধবহকে বিতরণ করিয়া বায়ুতে বিলীন হইতেছিল। পশ্চিমে বলিদান-প্রাঙ্গণ। সেখানে কামসংহারিণী ছিন্নমস্তার শোণিত-তর্পণ ও কালভৈরবী ভীমাচণ্ডীকার সংহার-মূর্ত্তিতে অরাতিকুলদলন। পূর্ব্বদ্বার পথে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ভিতরে দক্ষিণাংশ কাঠের গরাদে ঘেরা। তাহার মধ্যে সিংহ-বাহিনী সিংহধ্বজা বিন্ধ্যেশ্বরী পাষাণী মা লম্বিতমুখে দণ্ডায়মানা। কষ্টিপাথরে খোদিত শ্যামার তরুণী কিশোরী মূর্ত্তিতে ভীষণভাবের সহিত কারুণ্য দাক্ষিণ্য ও বরাভয়ের অপূর্ব্ব সমাবেশ। বৃদ্ধ মহেশ্বরের ঘরণী, মূলাপ্রকৃতি, আদ্যাশক্তি (১) বিশ্বজননী চিরযৌবনময়ী, চিরতরুণী। সময়ের কোন্ প্রান্ত হইতে কত যুগযুগান্তর ধরিয়া মা কাত্যায়নী এমনি-ভাবে এইখানে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের সন্ধিস্থলে সনাতনী ও শাশ্বতীরূপে অবস্থান করিতেছেন তাহা কে জানে? যেদিন ভারতের অনার্য্য ভড় ও চেরো বাহুবল বাবিলন

(১) যামাহুঃ সর্ব্বভূতপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, প্রস্তাবনা।

ও সীরিয়ায় ঘোষিত হইত, যেদিন পঞ্চনদ-ভূমে আর্য্য ধনুষ্টঙ্কারে অরাতিহৃদস্তে ভীতির-সঞ্চার করে নাই, যেদিন ভারতে হোতার রত্নধাতম-দেবঋত্বিক্-হোমাগ্নিশিখা (২) দেখিয়া বিভূগণ উদাত্তানুদাত্তস্বরভেদে গীত সাম-সঙ্গীতে ব্যোমমার্গ পূর্ণ করেন নাই, যেদিন আর্য্যা-নার্য্যের বিরুদ্ধ ধর্ম্মমত মহাসমন্বয়ে হিন্দুত্বে পরিণত হয় নাই। সেদিনও মা তুমি অম্মা, অম্বিকা, অম্বারূপে বিন্ধ্যাচলে বিরাজমানা। যখন দেবতাদিগের বিপদ ভঞ্জন করিতে, ব্রহ্মার গলে জয়মালা দিতে দেবেন্দ্রের পুরোভাগে মা পরাশক্তি হৈমবতী উমা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়াছিলে (১), যখন তুমি অনার্য্যপ্রিয়া, অগ্নিসুতা, অগ্নিবর্ণা দুর্গা দ্বিজব্রাহ্মণকে অভয়দান করিয়া মহালক্ষ্মী ও মহাদেবীরূপে ত্রাতা হইয়াছিলে (২), যখন নারায়ণ তোমায় নিদ্রাকালরূপিণী মূর্ত্তিত কংসবধে সহায়তা করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন, ইন্দ্র তোমাকে মহাদেবী বলিয়া আদর করিয়াছিলেন, নগ-শ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যপর্ব্বতে তোমার স্থান নির্দ্দেশ হইয়া-ছিল ও শুম্ভনিশুম্ভবধের ভবিষ্যদ্বাণী হইয়া-ছিল, তখনও মা তুমি যোগমায়া ও যোগমায়ারূপে বিন্ধ্যপর্ব্বতে অধিষ্ঠিতা

(২) অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমং। ঋক্ ১,১।

(১) তলবকার বা কেনোপনিষদ্, ৩,২—
স তস্মিন্নেব আকাশে স্ত্রিয়ম্ আজগাম বহু শোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্, তাম্ হ উবাচ কিম্ এতদ্ যক্ষম্ ইতি।

(২) স্তোষ্যামি প্রযতো দেবীম্ শরণ্যাম্ বহ্বৃচপ্রিয়াম্ ইত্যাদি।
ঋগ্বেদপরিশিষ্টানি। ১০ম মণ্ডল, দুর্গাস্তব।
মহালক্ষ্মী চ বিদ্মহী সর্ব্বসিদ্ধি চ ধীমহি,
তন্নো দেবীঃ প্রচোদয়াৎ।
দেব্যুপনিষদ্।

ছিলে। (৩) যখন তুমি ত্রিভুবনেশ্বরী নারায়ণী আর্য্যা বলিয়া স্তুত হইয়াছিলে (৪) ও পুলিন্দ, শাবর ও বর্ব্বরদিগকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইতে, তখনও তুমি কুক্কুট-ছাগল-মেষ-সিংহ-ব্যাঘ্রসমাকুলা ঘণ্টানিনাদবহুলা বিন্ধ্যবাসিনী। (১) যখন বাণপুরে কারারুদ্ধ অনিরুদ্ধ সনাতনী বেদমাতা বলিয়া তোমায় শরণাগত হইয়াছিল, তখনও তুমি কিরাতী, চীরবসনা, বিন্ধ্যকৈলাস-বাসিনী। (২) যখন মা তুমি যোগনিদ্রারূপে ব্রহ্মাস্তবে তুষ্ট হইয়া তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা, কোটী-সূর্য্যসমপ্রভা, সহস্রভুজসংযুতা, ত্রিভুবনেশ্বরীরূপে প্রকাশিতা হইয়া মধুকৈটভভয়ভীত দেবতা-দিগকে অভয়দান করিয়াছিলে, তখনও তুমি এই বিন্ধ্যপর্ব্বতের মহাশক্তি। (৩) যখন তুমি গিরিজা দেবশত্রু দুর্গাসুরকে সংহার করিয়া ধরাতলের দুর্গতি হরণ করিয়াছিলে, তখনও

(৩) স তে বিন্ধ্যে নগশ্রেষ্ঠে স্থানম্ দাস্যতি শাশ্বতম্।
ইত্যাদি হরিবংশ, ৫৭,৪৯

(৪) মহাভারত, অর্জ্জুনস্তোত্র।
নারায়ণ্যুপনিষদে কাত্যায়ন এবং দুর্গি এই উভয় আখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। লিঙ্গ-পুরাণে কাত্যায়নৈঃ, অথর্ব্বশিরোপনিষদে কাত্যায়নায়ৈ।

(১) হরিবংশ, ৫৮,৭—৮।
শাবরৈর্ব্বর্ব্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা।
ইত্যাদি।
কুক্কুটৈশ্ছাগলৈর্মেষৈঃ সিংহৈর্ব্যাঘ্রৈঃ সমাকুলা।
ঘণ্টানিনাদবহুলা বিন্ধ্যবাসিন্যভিশ্রুতা॥

(২) দারুণীম্ মদিরাবাসাম্ বিন্ধ্যকৈলাস-বাসিনীম্। ইত্যাদি
হরিবংশ ১৭৫,১৭

(৩) তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা কোটিসূর্য্যসমপ্রভা
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যা সহস্রভুজসংযুতা॥
ইত্যাদি।
দেবীভাগবত, ৯,২,৬৭

তুমি এই বিন্ধ্যবাসিনী। (৪) যখন মা তুমি দনুজদলনী, দশভুজা, দুর্গারূপে মহিষাসুর বধ করিয়া দেবতাগণকে অভয়দান করিয়াছিলে (১) এবং কোলক্লিষ্ট চৈত্ররাজ সুরথকর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলে (২) যখন তুমি কুমারীরূপে চামুণ্ডা ও নবদুর্গাসহ রক্তাসুরকে নাশ করিয়াছিলে, যখন তুমি কাত্যায়নী চণ্ডীরূপে চণ্ডমুণ্ড শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করিয়া ভূভার হরণ করিয়াছিলে, যখন তুমি রণরঙ্গিনী লোলরসনা, কালদশনা, ভীমনয়না কালিকারূপে রক্তবীজবংশ ধ্বংস করিয়া অসুরশোণিত পান করিয়াছিলে, তখনও মা এই বিন্ধ্যগিরিতে তোমার স্থিতি। (৩) যখন তুমি দক্ষসুতা সতী কালী তারা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যারূপে বিভীষিকা দেখাইয়া পিতৃগৃহে যাইতে মহেশ্বর অনুমতি লাভ করিয়াছিলে (৪) এবং পতিনিন্দা শুনিয়া গঙ্গাতীরে কঙ্খালে দেহত্যাগ করিয়াছিলে (৫) যখন তুমি মেনকা-দুহিতা শিবপতি কামনায় যৌবনে যোগিনী সাজিয়া কঠোর তপঃসাধনা করিয়া অপর্ণা নাম গ্রহণ করিয়াছিলে (১) তখনও তুমি শঙ্করী বিন্ধ্যবাসিনী। যখন তুমি বাঘা খর্পর ছাড়িয়া বংশী করে লইয়া বনফুলের মালা গলে দোলাইয়া বিকট আস্যে মধুর হাস্য হাসিয়া শ্যাম সেজেছিলে, তখনও মা তুমি বিন্ধ্যগিরি-নিবাসিনী। তুমি মা পরব্রহ্ম পরমপুরুষের বামার্দ্ধ পরা প্রকৃতি। (২) তুমি রাধা, তুমি লক্ষ্মী, তুমি সরস্বতী। তুমি ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, গণেশজননী, সতী, বসুন্ধরা। তুমি গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, জয়াবিজয়া, দেবসেনা, স্বধা স্বাহা, শান্তিঃপুষ্টির্ধৃতিঃক্ষমা। (৩) গায়ত্রীপ্রণব তুমি, হ্রীং কালী শ্রীং করালীর ক্রীং কল্যাণী কলাবতী। অনাদিঅজরঅমরঅবাঙ্মনসগোচর স্থূলসূক্ষ্মরূপ তুমি—

মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাম্বরবিভ্রতীং
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিকসদ্‌রক্তারবিন্দস্থিতাম্।
নৃত্যন্তং পুরতো নিপীয় মধুরং মাধ্বীকমুন্মত্তকং
মহাকালমবেক্ষ্য বিকসিতাননবরামাদ্যাং ভজে কালিকাম্ (১)

কালী কালভয়বারিণী, কুলকুণ্ডলিনী, কপালিনী, কুল্লা কুরুকুল্লাবিরোধিনী। (২) সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় তুমি, সত্ত্বরজস্তমোময়ী! স্বর্গমর্ত্ত্য-

(৪) স্কন্দপুরাণ,—Wilkins' Hindu Mythology Pp. 247-249.

(১) মার্কণ্ডেয়পুরাণ।

(২) ঐ, ৭৬,

বামনপুরাণ, ও Kennedy's Hindu Mythology P. 335.

(৩) সপ্তশতী চণ্ডী (মার্কণ্ডেয়পুরাণ) and Wilkins' Hindu Mythology, Pp. 252-255.

(৪) লুকাইয়া দশমূর্ত্তি সতী হইলা সতী।
গৌরবর্ণ ছাড়ি হৈলা কালীর মূরতি॥
ভারতচন্দ্র।

(৫) এতেক কহিয়া, শরীর ছাড়িয়া,
উত্তরিলা হিমাচল। ঐ

(১) স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা, পরাহি-
কাষ্ঠাতপসস্ত্বয়া পুনঃ।
তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং বদন্ত্য-
পর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ।
কুমার, ৫ম, ৪

(২) যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গো বামার্দ্ধা প্রকৃতিঃ স্মৃতা।
দেবীভাগবত

(৩) মহানির্ব্বাণতন্ত্র, নবমোল্লাস, ৮৮

(১) মহানির্ব্বাণতন্ত্র, পঞ্চমোল্লাস, ১৪১

(২) ঐ, দশমোল্লাস, ১৬৮

পাতাল তুমি, দশাবতারদশমহাবিদ্যা। বাস্তু-দেবতা, কুলদেবতা তুমি (৩) সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি। তুমি ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্‌ব্যোম, সপ্তজিহ্বা অষ্টনায়িকা। (৪) দেশ তুমি বিদেশ তুমি, দেহ আত্মা প্রাণ মন। অন্ন জল বাতাস তুমি, নিদ্রা জাগরণ ক্রিয়া রোগ তুমি ভোগ তুমি, সুখ দুঃখ স্বচ্ছন্দতা। পাপ তুমি, পুণ্য তুমি, যশঃ নিন্দা কৃতার্থতা।

ত্বং জগজ্জননী দুর্গা জন্মসংসারমোচনী।
ত্বমাদ্যা জগতাংধাত্রী পালয়িত্রী পরাৎপরা।
ত্বয়ৈব ধার্য্যতে দেবি বিশ্বমেতচ্চরাচরম্।
ত্বমেব পৃথ্বী ত্বং বারি ত্বং বায়ুস্ত্বং হুতাশনঃ।
ত্বং বিষ্ণুস্ত্বমহঙ্কারস্ত্বং মহত্তত্ত্বরূপিণী।
ত্বমেব জীবো লোকেঽস্মিংস্ত্বং বিদ্যা পরদেবতা।
ইন্দ্রিয়ানি মনোবুদ্ধির্ব্বিশ্বেষাং ত্বং গতিঃ স্থিতিঃ।
ত্বমেব বেদাঃ প্রণবঃ স্মৃতয়স্ত্বং হি সংহিতাঃ।
নিগমাগমতন্ত্রাণি সর্ব্বশাস্ত্রময়ী শিবা।
মহাকালী মহালক্ষ্মীর্ম্মহানীলসরস্বতী।
মহোদেরী মহামায়া মহারৌদ্রী মহেশ্বরী। (১)
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ।

(৩) দেবীভাগবত ও মৎস্যপুরাণ দ্রষ্টব্য।
বিন্ধ্যাচলনিবসিন্যাঃ স্থানং স্বর্গোত্তমোত্তমম্
ইত্যাদি। শ্রীদেবীভাগত।
চিত্রকূটে তথা সীতা বিন্ধ্যে বিন্ধ্যনিবাসিনী।
ইত্যাদি। মৎস্যপুরাণ।

(৪) কালী কপালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা চৈব সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরূপিণী চ
লেলায়মানেতি চ সপ্তজিহ্বাঃ॥

(১) মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, একাদশোল্লাস, ৫—১০

আদ্যায়ৈ বিদ্মহে পরমেশ্বর্য্যৈধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াৎ। (২)

অনন্ত মস্তকে বিশ্বপ্রসবয়িত্রী মহাশক্তির চরণে প্রণাম করিয়া মন্দির হইতে বাহিরে আসিলাম। মন্দিরে লোকে লোকারণ্য, মহাষ্টমীতে কালীঘাটে এবং শিবচতুর্দ্দশীতে কাশীবিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যেমন ভিড় হয়, আজ বিন্ধ্যাচলেও সেই রূপ ভিড়। বিন্ধ্যবাসিনী মধ্যভারতে শক্তিপূজার কেন্দ্রতীর্থ, এ অঞ্চলে অবস্থাপন্ন এবং বিশ্বাসী শাক্তগণের দশক্রিয়া বিন্ধ্যাচলে দেবীপূজা না হইলে সিদ্ধ হয় না। এই গঙ্গাতীরবর্ত্তী বিজন পার্ব্বত্যস্থানে সম্ভবতঃ অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ঠগ ও দস্যুদিগের পীঠস্থান ছিল। এখন যে প্রাঙ্গণ ছাগশোণিতে রঞ্জিত হইতেছে, পূর্ব্বে হয় ত তাহা নরশোণিতাক্ত হইয়া বীভৎস শ্রী ধারণ করিত। যখন আর্য্য-গণ বাহুবলে ভারতে উপনিবেশস্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহাদের সঙ্গে স্ত্রীসংখ্যা বাহুল্য ছিল না। অতএব বেদে স্ত্রীদেবতাদিগের প্রাধান্য দৃষ্টিগোচর হয় না। ইন্দ্রাণী, অগ্নায়ী, বারুণী পুরুষ দেবতাদিগের নামে পরিচিতা। দ্যৌ এবং পৃথ্বী পুরুষ এবং স্ত্রীদেবতারূপে স্বতন্ত্রভাবে পূজিত হইলেও মাতা

(২) ঐ, পঞ্চমোল্লাস, ৬২-৬৩
মহালক্ষ্মী চ বিদ্মহে সর্ব্বসিদ্ধি চ ধীমহি,
দেবী প্রচোদয়াৎ। দেব্যুপনিষদ্।
কৌষিকি কালিকে, চণ্ডিকে অম্বিকে,
প্রসীদ নগনন্দিনি।
চণ্ডবিনাশিনি, মুণ্ডনিপাতিনি, শুম্ভনিশুম্ভ-
ঘাতিনি, শঙ্করি সিংহবাহিনি॥
মহিষমর্দ্দিনি, দুর্গবিঘাতিনি, রক্তবীজ-
নিকৃন্তনি॥
ইত্যাদি। ভারতচন্দ্র।

বসুন্ধরার প্রতি কৈদক সাহিত্য বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত। দেবমাতা বলিয়া অদিতি কিঞ্চিৎ মর্য্যাদা লাভ করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। (1) গ্রীক আর্য্যগণও এথিনি (Athene) ও হীরা(Hira কে জিউসের (Zeus) ইচ্ছানুগত করিয়া দিয়াছিলেন। (১) তলবকার উপনিষদে হৈমবতী উমা সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য স্ত্রীদেবতা দেবগণের বিবাদভঞ্জন করিতে শক্তিরূপে অবির্ভূতা। (২) কিন্তু উমা নাম মেনকার 'উ'—'মা' শব্দের সংযোগে উৎপন্ন না হইয়া গৌড়দ্রাবিড়ী অম্ম, অম্বা, অম্মন, উম্মন বা উম্মার অপভ্রংশ হইতে জাত বলিয়া পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন। (৩) কপিলমুনি সর্ব্বপ্রথম সাংখ্যদর্শনে মূলপ্রকৃতির জয় ঘোষণা করিয়া প্রমাণাভাবে ঈশ্বরাসিদ্ধ করিয়াছিলেন। (৪) যোগদর্শনে পতঞ্জলিও পুরুষকে নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প বলিয়া প্রকৃতিকেই প্রধান পদ প্রদান করিয়াছেন। (১) দেবীভাগবত বস্তুতঃ কপিলের ছায়া লইয়া শক্তির বিজয় গান গাহিয়াছেন। (২) শাক্যসিংহ গৌতমবুদ্ধ কপিলের প্রধান শিষ্য। তিনি মায়াসুত। কপিল ও বুদ্ধ উভয়কেই অনার্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন। (৩) অনার্য্য গৌড়দ্রাবিড়ীদিগের প্রধান দেবতা মাতা বসুধা স্ত্রীরূপিণী। ভড় ও চেরোগণ সকলেই শক্তিপূজক ছিল। প্রাচীন ব্যাবিলনে তুরাণজাতীয়েরাও ভূদেবতা 'দবকিন'(Davkina)কে জগৎ সৃষ্টিকারিণী সর্ব্বপ্রধান দেবী বলিয়া পূজা করিত। (৪)

(1) Aditi has the honour of being almost the only Goddess mentioned by name in the Rig-Veda, etc. Hindu Mythology, Wilkins, P. 14.

(১) Pallas Athene the daughter, and Hira the wife of Zeus were dependent on the will of the Chief of the Gods, etc. G. Oppert, O. I. I., P. 398.

(২) Hindu Mythology—W. I. Wilkins, Pp. 238-239, and P. 418, G. Oppert, O. I. I.

(৩) * * * it is, to my mind, only a slight variation of the ancient Gour-Dravidian word *Amma*, mother, which has been admitted into the Sanskrit language as *amba* (Ambica). Strangely enough the form umma or *Uma* is still in actual use. G. Oppert, O. I. I., P 421

(৪) ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ, সাংখ্যসূত্র ১,৯২
See also Sankhyasutra 1, 61, 54, 69. 67.

(১) The Philosophy of Pa'tanjali is called Sesvara Sankhya.
P. 409, Dr. Oppert.

(২) The Devibhagabat which has for its object the glorification of Devi, Prakriti or Sakti, reproduces and adopts on the whole the thesis of the Sa'nkhya Philosophy.
Dr. Oppert, O. I. I., P. 407.

(৩) However, the meaning of the word Kapila * * suggests a nickname, perhaps even alludes to a (foriegn) extraction. Ibid.

(৪) Davkina, the lady of the earth, was revered in ancient Babytonia as respectfully as was Ea and

ভারতে গৌড়দ্রাবিড়ীদিগের মধ্যে মাতৃশক্তিকেই দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করা হইয়াছিল। দ্রাবিড়ী জাতি পূর্ব্বকালে ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ছিল। নানারূপে নানা নামে মাতৃশক্তি ভারতের সর্ব্বত্র অদ্যাপি পূজিতা হইতেছেন। আর্য্য মূলপ্রকৃতি, পরাশক্তি, অম্বা, অম্বিকা, উমা, পার্ব্বতী, দুর্গা, কাত্যায়নী প্রভৃতি অনার্য্য গৌড়দ্রাবিড়ী আদি মাতৃশক্তি অম্ম (মা) নামের রূপান্তর মাত্র, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ যখন আর্য্যগণ ভারতে উপনিবেশস্থাপন করিয়া বিজিত অনার্য্যদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতাসূত্রে মিলিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা আদিম অধিবাসীদিগের 'শক্তিপূজা' আপনাদের ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিলেন। (১) প্রাচীন পুরণাদিতেও এই ধর্ম্মসমন্বয়ের আভাস পাওয়া যায়। তন্ত্র যে বেদ অপেক্ষাও প্রাচীন, তাহা পণ্ডিতগণেরও মত। এই জন্য তন্ত্রকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। (১) তন্ত্রে শক্তিপূজার বিধি বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন অনার্য্যদিগের ধর্ম্মমত ও শক্তিপূজাবিধি সংশোধিতভাবে হিন্দুসমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছে। তন্ত্র সেই ব্রাহ্মণলিখিত অনার্য্য ধর্ম্মগ্রন্থ। শক্তিপূজার নরবলিপ্রথা ও পঞ্চমকারসাধন পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিতভাবে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (২) অতএব নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, শক্তিপূজা ও মাতৃভাবে সাধন আর্য্যগণ অনার্য্যদিগের নিকট হইতে ঋণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মসংগঠনের মূল উপাদানে পরিণত করিয়াছিলেন। মহাশক্তি মূলপ্রকৃতিকে দ্রাবিড়ীগণ বোধ হয় প্রধানতঃ শ্যামারূপেই উপাসনা করিতেন। পরবর্ত্তী আর্য্যহিন্দুগণ আপনাদের রুচি ও শ্রদ্ধানুযায়ী জননীর রূপকল্পনা করিতে যাইয়া তাঁহাকে শ্বেত, পীত, লোহিতবর্ণে সাজাইয়াছিলেন। মৎস্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে, গিরিজা কালীরূপা ছিলেন। তিনি শিবের পরিহাস সহ্য করিতে না পারিয়া ব্রহ্মার বরে গৌরবর্ণা হইয়াছিলেন। তাঁহার

(১) As soon as intercourse between the opposing camps had been established, and had led to an interchange of ideas between the two alien races etc. In this way, I suppose did the principles of the Female Energy and the Worship of Sakti became known to the Aryans and enter into their philosophical theories naturally in a considerably modified form. P. 402, Dr.

(১) শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।
মনুটীকা, কুল্লুকভট্ট।

she was also worshipped as the Creator of the World. Ibid. P. 398.

(২) The blood of a tiger pleases the Goddess for a hundred years, the blood of a lion, a reindeer or a man a thousand, but by the sacrifice of three men Her favour is gained for 1000,000 years.
কালিকাপুরাণ।
Dr. Oppert, P. 515.

মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মৈথুনমেব চ।
মকারপঞ্চকঞ্চৈব সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥
শ্যামারহস্য।

কিন্তু—

শুদ্ধিং বিনা মদ্যপানং কেবলং বিষভক্ষণম্।
চিররোগী ভবেন্মন্ত্রী স্বল্পায়ুর্ম্রিয়তেঽচিরাৎ ॥
নগ্ননির্ম্মাণতন্ত্র, ষড়ৈশ্বর্য্য, ৩য়

নীল কোষ (ত্বক) পৃথক্ হইয়া রাত্রিস্বরূপিণী সিংহবাহিনীমূর্ত্তিতে বিন্ধ্যাচলে বাস করিতে লাগিলেন। তদবধি দেবী এখানে কৌশিকী। (১) বামণপুরাণ এবং পদ্মপুরাণও এই কথা সমর্থন করিয়াছেন। (২) অতএব দেখা যাইতেছে অনার্য্য দেবতা-কালীই গৌরী হইয়া আর্য্যহিন্দু-সমাজে মহাশক্তিরূপে অর্চ্চিতা হইয়াছেন। অনার্য্যদিগের উপাস্য কুলদেবতা, বাস্তুদেবতা, গ্রামদেবতা, বনদেবতা, মাতৃকা প্রভৃতি সকলেই এখন হিন্দুধর্ম্মে পরিগৃহীত হইয়া আর্য্যদিগের উপাস্য হইয়াছেন এবং মহামায়া আদ্যাশক্তির অংশ ও রূপান্তর বলিয়া গণ্য হইতেছেন। (১) এইরূপে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় বিন্ধ্যবাসিনী ভগবতী গৌড়দ্রাবিড়ী অনার্য্যদিগের প্রধান দেবতা আদ্যাশক্তি। কালক্রমে আর্য্য-বিজয়ের পর দেবী হিন্দুর উপাস্য মহাশক্তিরূপে আরাধিতা হইতেছেন।

বিন্ধ্যগিরির সানুদেশ অবলোকন করিলে আফ্রিকার সিংহবহুল পার্ব্বত্যভূমির কথা মনে পড়ে। বিন্ধ্যপর্ব্বতও যে কোন সময়ে সিংহের আবাসভূমি ছিলনা, তাহা বলা যায় না। এক্ষণ ভারতের পশ্চিমপ্রান্ত গুজরাট, বিরল হইলেও, সিংহের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। রঘু দিগ্বিজয়ে যাইয়া হিমাচলে সিংহ দেখিয়াছিলেন। সুতরাং বিন্ধ্যগিরির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সিংহবাহন ও সিংহধ্বজা অসঙ্গত হয় নাই।

সিংহবাহিনী বিন্ধ্যেশ্বরী কত সহস্র বৎসর যাবৎ এই বিন্ধ্যাচলে অবস্থিতি করিয়া ভারতীয় রাজশক্তির উত্থান ও পতন-লহরী গণনা করিতেছেন তাহা চিন্তা করিতেও কল্পনা পরাস্ত হয়। মা প্রলয়ঙ্করী বোধ হয় এখন কেবল মহাপ্রলয়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন!

বাসায় আসিয়া উদরকে সান্ত্বনা দিয়া একটু বিশ্রাম করিতে আমাদের সেই সৌধশিখরে নাট্যগৃহে প্রবেশ করিলাম। কিছু পরেই দুই জন অভ্যাগত আমাদের দলপুষ্ট করিতে আসিলেন। একজন মতিহারীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ভা—বাবু, অপর বিহারী পুলীসইন্‌স্পেক্টার—বাবু। ইহারা ই—বাবুর বন্ধু। উভয়ে আমাদের গৃহে স্থান পাইলেন। সুতরাং রঘু ভৃত্যকে লইয়া আমরা পঞ্চপাণ্ডব এক কামরায় সুখে বাস করিতে লাগিলাম। বেলা প্রায় তিনটার সময় বরভোজনের থালা সাজাইয়া আমাদের জলখাবার আসিল। ই—বাবুরাও বঞ্চিত হইলেন না। কিন্তু তাঁহাদের নাকি জলযোগের ব্যবস্থা এত দিন পরে এই প্রথম!

অপরাহ্ণে আমরা সদলবল সান্ধ্যভ্রমনে বহির্গত হইলাম। সেই গম্ভীর বাবুটীকেও টানিয়া আমাদের সলিলস্রোতে মিশাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তিনি স্নেহের ন্যায় একটু স্বতন্ত্র রহিলেন। যাহা হউক, ফল এই হইল যে

(১) মৎস্যপুরাণ, ১৫৪—১৫৬ অধ্যায়। ও হিন্দী ভারতভ্রমণ, ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(২) ৫৪—৫৬ অধ্যায়, বামনপুরাণ; ১৪ অ০ দ্রষ্টব্য। ভারতভ্রমণ ঐ, ১২৫ পৃ০।

(১) This non-Aryan worship has to such an extent been accepted by the Aryan population of India, that almost all important sacred places, to which pilgrims resort from the Himalaya mountains in the North to Cape Comorin in the South are under the guardianship of the principles of female energy, etc. P. 398, O. I. I., Dr. Oppert,

আমার বন্ধুগণ এতদিন তাঁহার ভিতরে যে সকল বিভীষিকার কারণ দেখিতে পাইতেন, আজ হইতে তাহা তিরোহিত হইল। আমরা কাশীনরেশের গঙ্গাতীরবর্ত্তিনী মনোরম উদ্যানবাটিকায় বেড়াইয়া সুখী হইলাম। (১) উত্তরের অট্টালিকার ছাদে উঠিবার সিঁড়ি বাহির হইতে খোলা। আমরা উপরে উঠিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে মনপ্রাণ মোহিত হইল। মালিনী গঙ্গা বালুকাকণা ছড়াইতে ছড়াইতে বহিয়া চলিতেছেন। ওপারে বিস্তীর্ণ বালুকাক্ষেত্র ধূ ধূ করিতেছে। এপারে তরঙ্গায়িত বিন্ধ্যশৈল দিঙ্মণ্ডল ভেদ করিয়া অনন্তে বিলুপ্ত হইয়াছে। আকাশের কিনারায় রাঙ্গা-মেঘগুলি থরে থরে হাসিতেছে। দুরন্ত বাতাস তাহার ধরিয়া টানিয়া কৌতুক করিতে লাগিল, তার গালভরা হাসি হাসিয়া কাণে কাণে কি জানি কি কহিয়া ধরা না দিয়া ছুটিয়া যাইতেছিল। ইন্দুবাবুর সঙ্গীতলহরী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—

দিবা অবসান হলো কি কর বসিয়া মন।
ইত্যাদি।

আমার মনে আর একটা গান উঁকি দিতেছিল—

সম্মুখে রাঙ্গামেঘ করে খেলা,
ওগো তরুণি! বেয়ে চল তরণী নাই বেলা॥
নাচে পিছনে নিশি কালোজলে,
ওই হের ধীরে ধীরে, বিহগ চলেছে নীরে,
সবে মিলি কুতূহলে, তিমিরে এসেছে ঘিরে,
করো না ছলা।

(১) নরহনের এবং আমেটীর বাবুদের জমীদারবাড়ী এবং ষ্টেশনের নিকট ধর্ম্মশালা আছে। যোগাড় করিলে তাহাতে থাকা করিবার অনুমতি পাওয়া যায়।

২

কোথা আপনা ভুলে এসেছি কোথায়,
মনোমাঝে যেন তাঁর ডাক শুনা যায়।
কোন্ সুদূরদেশে, না জানি এসেছি ভেসে,
ধূ ধূ করে দুই পাশে বিজন বেলা॥
আধ আধ দেখা যায় কনকভূমি,
হেথা কি তরী বেয়ে যাবে তুমি॥
তব চঞ্চল আঁখিধারে, নিমেষে ভুলায়ে মোরে
নিয়ে যেতে ঐ পারে, এনেছ ভেলা॥

হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, গ্রামোফোণের বিরাম নাই, পাড়ার একহাট লোক বারান্দায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পান্থনিবাস আরো গুলজার—নেপালের মন্ত্রীর জনৈকআত্মীয় বিন্ধ্যাচলে পূজা দিতে আসিয়াছেন। রঘুবাবুর পাণ্ডা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমরা কোনমতে সিঁড়ি ঠেলিয়া উপরে উঠিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। স্বাস্থ্যনিবাসের মূল গায়িনী—বাবু আজ আমাদের উপর খুব সদয়! তাঁহার জঘন্য রসিকতা স্থানকালপাত্র-অবসরের অপেক্ষা করিতেছিল না। আজ রাত্রিতে আমাদের ভোজনের বিশেষ পারিপাট্য দেখা গেল, যেহেতু আমরা তাঁহার কনিষ্ঠের শ্বশুরের দেশের লোক। আমিও ডাক্তার বাবু শিমলাযাত্রার পরামর্শ আঁটিতে লাগিলাম। দু—বাবু বলিলেন, পাইওনিয়রে প্রকাশ, সেখানে প্রত্যেক আগন্তুককে ১০৲ হিসাবে টেক্স (Poll-tax) দিতে হইবে। শুনিয়াই আক্কল গুড়ুম। স্থির করা হইল, কেশব রায়ের নিকট এই সংবাদ সত্য কি না জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লেখা হইবে। ১) তাঁহাকে হরিদ্বার, কন্খালের ঠিকানায় উত্তর

(১) পরে জানা গিয়াছিল, দু—বাবুর সংবাদ অলীক গুজব মাত্র।

লিখিতে বলিয়া। আমরা পরদিন হরিদ্বার যাত্রা করিব।

২১শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার—পূর্ব্বগগনে অরুণচ্ছটা তখনও ভাসিয়াছিল কিনা জানি না নীচে কলের গান হু হু শব্দে ডাকিয়া উঠিল। বাড়ীশুদ্ধ লোক আনন্দে অধীর (!) হইয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল। ইন্দুবাবু থাকিতে না পারিয়া গলা ছাড়িয়া দিয়া গাহিলেন,—

"যামিনী থাকিতে জাগালে না কেন"

ইত্যাদি।

জ্ঞা—বাবু হাসিয়া মন্তব্য করিলেন, 'ডাক্তার বাবু! এ ত দেখছি ঠিক্ সেই কল্‌কাতার ম্যেস্!' পিছনের দিকে উপর তালার ঘরে শ্বশুর জামাই সস্ত্রীক বাসা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিরহ-সঙ্গীত সহ্য করিতে না পারিয়া উষাস্নান করিতে গঙ্গার ঘাটে গেলেন।

চায়ের সঙ্গে মিষ্টান্ন যোগ করিয়া আজ বিন্ধ্যাচলের শৈব ভ্রমণ বেড়াইতে চলিলাম। আমি ইন্দুবাবু ও জ্ঞা—বাবুর সঙ্গে একখানা ডবলসাহিজের এক্কায় ঢক্কর ঢক্কর করিতে করিতে চলিলাম। আবার সেই শৈলপাদ, সেই বাঙ্গলা বাড়ী, সেই উচ্চ সমতলভূমি। আজ দলবল লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে দক্ষিণমুখে চলিলাম। দীর্ঘপথ দেখিয়া ক্ষান্ত হইলাম না। পাহাড়ের পৃষ্ঠের উপর একটী পুকুরের ধারে পান্থনিবাসে ভস্ম মাখিয়া এক সাধু বসিয়া আছেন, দূরে মহাকালীর মন্দির শিখর উন্নত করিয়া ত্রিকোণযন্ত্রের দক্ষিণসীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। ঐ স্থানের নাম কালীখোঃ।

কালীঠাকুরাণীর মুখমণ্ডলের অনুপাত দেহ অপেক্ষা অনেক বড়। মন্দিরের নিকট পাহাড়ে উঠিবার ১০৮ ধাপের সিঁড়ি আছে। যখন কৌশিকী হুঙ্কার করিয়া চণ্ডমুণ্ডের সহিত তাঁহা যুদ্ধ করিতেছিলেন, আর রণোন্মাদে মত্ত হইয়া শ্যামা অট্টহাস্য হাসিয়া রুধির-তরঙ্গে খেই খেই নৃত্য করিতেছিলেন, তখন দেবীর ললাট হইতে ক্রোধভীষণা, বিকটদশনা, করালবদনা চামুণ্ডা কালীর উদ্ভব হইয়াছিল। (১) অত্যাচার, উৎপীড়ন ও অন্যায়ের হস্ত হইতে জগতকে রক্ষা করিতে, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও ধর্ম্মরক্ষণ ক্ষণহেতু মা কভু নরসিংহ, কভু দাশরথি, কভু বাসুদেব, কভু দুর্গা, কভু কৌশিকী। মেধা মুনি-কথিত সেই মহাসমরকাহিনী চক্ষের সম্মুখে ভাসিল। পাপপুণ্যের ন্যায়ান্যায়ের বিষম সংগ্রামে আর্য্যদিগের অনুকূল ও প্রতিকূলপক্ষীয় অনার্য্যশক্তির মহাসমর-তরঙ্গে সমগ্র আর্য্যা এত দীর্ঘকাল আলোড়িত হইয়াছিল কেবল তাহার বাহুযুদ্ধ চলিয়াছিল পূর্ণ সহস্র বৎসর।

এই মহাকালীর মন্দিরে এখনও কুক্কুট উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেয়। পূর্ব্বের দিনের ন্যায় সীতাকুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড ও অষ্টভুজার মন্দিরের পথে ঘুরিয়া বাসায় আসা হইল। বেনারসের মহারাজের বাগানবাড়ীর দ্বারবান্ হোটেলে মাষ্টারবাবুকে খুঁজিতেছিল মাহ্‌তো বলিল রাজসরকার ও গভীরারেরবাবু নিকট হইতে সে তিন চারিখানা হুকুমনা

(১) মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তুরা।
শবারূঢ় করকাঞ্চী শবকর্ণপূরা॥
গলিতরুধিরময়া মুণ্ডমালা গলে।
গলিতরুধির মুণ্ড বামকরতলে॥
আর বামকরেতে কৃপাণ খরশাণ।
দুইভুজে দক্ষিণে অভয়বরদান॥
ইত্যাদি—ভারতচন্দ্র।

হইয়াছে এবং আমাদের অপেক্ষায় নেপালের রাজাকেও বাঙ্গলা দেয় নাই। আমরা বলিলাম, যাহাকে ইচ্ছা বাঙ্গলা দিতে পার। আমাদের এযাত্রায় বিন্ধ্যাচলে অধিক দিন থাকা হইবে না। যে দুই এক দিন থাকা, তাহা হোটেলেই চলিবে। দ্বারবান জাতিতে আহীর (গোয়ালা) এবং বয়সে বৃদ্ধ। এক সময় বিন্ধ্যাচল দস্যু তস্কর ও ঠগদিগের প্রধান আড্ডা ছিল। বঙ্গদেশের কাহারদিগের ন্যায় এ অঞ্চলে আহীর ও রাজপুতগণ লাঠিয়ালীতে খুব মজবুত। শুনিলাম এই দরওয়ানের পূর্ব্বপুরুষ জঙ্গী দস্যুদিগের সর্দ্দার ছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরসিকলাল রায়।

ইতিহচর্চ্চা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে, ১০৪ হইতে ১৩৭৪ শাক পর্য্যন্ত উৎকলের রাজলক্ষ্মী গঙ্গাবংশীয় নৃপতি শঙ্কের অঙ্কশায়িনী ছিলেন। মাদলাপঞ্জীতে লিখিত আছে, এই কাল মধ্যে চোরগঙ্গা, গঙ্গেশ্বর, একজটা কামদেব, মদনমহাদেব, অনঙ্গভীম, রাজরাজেশ্বর, নরসিংহদেব, নৃসিংহ, কেশরীনৃসিংহ, প্রতাপনৃসিংহ, অতিকান্ত, কপিলনৃসিংহ, শঙ্খভাসুরনৃসিংহ, শঙ্খবাসুদেব, বলিবাসুদেব, বীরবাসুদেব, কলিবাসুদেব, নেঙ্গটাআটাবাসুদেব ও নেত্রবাসুদেব-নামক অষ্টাদশ জন নরপতি ক্রমান্বয়ে উৎকলের রাজসিংহাসনে রাজদণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। অতএব যাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে পণ্ডিতকুলপতি মিত্রমিশ্র কর্ত্তৃক বীরমিত্রোদয়নামক অত্যুপাদেয় নিবন্ধখানি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল; সেই বীরসিংহ যে তাঁহার পিতামহ প্রতাপরুদ্র গঙ্গাবংশ রূপ স্বচ্ছ সরোবরের রাজহংস কি না তাহা পাঠক-পাঠিকাগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারেন।

সত্য বটে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে সময় শ্রীপাদধূলিদানে উৎকলদেশ পবিত্র করিয়াছিলেন, সেই সময়ে উড়িষ্যার রাজসিংহাসনে প্রতাপরুদ্রনামক অনৈক ভূপতির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত না হয় এমত নহে। (১) কিন্তু গঙ্গাবংশের সহিত তাঁহার কোনই সম্বন্ধ নাই, অথবা তিনি চোরগঙ্গপ্রমুখ গঙ্গাবংশীয় নৃপতিবৃন্দের নৈদিষ্ট সগন্ধ নহেন। মাদলাপঞ্জীতে লিখিত আছে, তিনি সূর্য্যবংশভূষণমণি ক্ষত্রিয়-রাজ কপিলেন্দ্রদেবেরই অধস্তন বংশধর। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের টীকামুখে প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত মদনগোপাল গোস্বামী মহোদয় এই প্রতাপরুদ্রকেও গঙ্গাবংশীয় রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু মাদলাপঞ্জীতে লিখিত আছে, ইহার পুত্রের নাম কানুয়াদেব ও পৌত্রের নাম কথারুয়াদেব। বলা বাহুল্য, প্রিয়তম শাস্ত্রী

(১) আর দিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভু স্থানে।
অভয়দান দেহ যদি করি নিবেদনে॥
প্রভু কহে কহ তুমি নাহি কিছু ভয়।
যোগ্য হৈলে করিব অযোগ্য হৈলে নয়॥
সার্ব্বভৌম কহে এই প্রতাপরুদ্ররায়।
উৎকণ্ঠা হয়েছে তোমা মিলিবারে চায়॥
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ড, ১১ অ০)।

মহাশয়ও এ কথা অপলাপ করিতে পারেন নাই। অতএব এই প্রতাপরুদ্র যে, বীরমিত্রোদয়ের নিকট-সম্পর্কিত বীরসিংহের পিতামহ বা মধুকরের পিতা প্রতাপরুদ্র নহেন, তাহা বালকেও বুঝিতে পারেন। কাজে কাজেই আজ বড়ই পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এইরূপ ইতিহাসরসিকতার পরিচয়দানে, কেন যে, সোদরপ্রতিম শাস্ত্রী মহাশয়ের সুপবিত্র লেখনী স্তম্ভিত হয় নাই, তাহা সত্য সত্যই ভাবিবার বিষয়।

পক্ষান্তরে গোপাচলস্থ-ধরণী-সুর-পদ্মসূর্য্য (২) মহামহোপাধ্যায় মিত্রমিশ্র স্বরচিত আহ্নিক-প্রকাশের মুখবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন প্রথিত, কাশীরাজবংশে মেদিনীমল্লনামক জনৈক রাজা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; এই মেদিনীমল্লের বংশধর অর্জ্জুননামক জনৈক মহাপুরুষ স্বীয়-ভুজবলে বুন্দেলখণ্ড অধিকার করিয়া তথায় অর্চ্ছা (Orchha) নামক নগরীতে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। এই অর্জ্জুনের পুত্র মলখান, তৎপুত্র প্রতাপরুদ্র, তৎপুত্র মধুকর, তৎপুত্র বীরসিংহ; যে বীরসিংহের আদেশে পণ্ডিতকেশরী মিত্রমিশ্র বীরমিত্রোদয়নামক নিবন্ধখানি রচনা করিয়াছিলেন। (৩)

(২) বীরমিত্রোদয়রচয়িতা মিত্রমিশ্রও যে উৎকলবাসী নহেন, তাহা তাঁহার স্বরচিত সংস্কারপ্রকাশের মুখবন্ধে লিখিত "গোপাচলস্থ-ধরণীসুরবংশপদ্মচণ্ডাংশুরারিরভবদ্দ্বিজজাতিবন্ধঃ" এই কবিতাংশ পাঠে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। বলা বাহুল্য, উড়িষ্যায় এমন কোন পর্ব্বত নাই, যাহা গোপাচল নামে পরিচিত। পক্ষান্তরে এই গোপগিরি যে, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত চিত্রকূট (বর্ত্তমান নাম কামতা) পর্ব্বতের অদূরে অবস্থিত, দেবীপুরাণের "গোপগিরৌ মহাপুণ্যে চিত্রকূটেঽথবা ঘুনে" এই পদ্যাংশই তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ।

(৩) শ্রীকাশী রাজবংশ প্রবলজলনিধের্মেদিনীমল্ল-নাম্না
পূর্ণঃ পীযূষরশ্মিঃ সমজনি জনতানন্দসন্দোহসিন্ধুঃ।
বন্ধুর্দীনদ্বিজালীং তদনু চ সমভূদ্ভূর্জ্জিতৈরর্জ্জুনাখ্যে
গর্জ্জৎপ্রত্যর্থিসৈন্যপ্রমথননিপুণৈরর্জ্জুনো ভূমিপালঃ ॥৬

বুন্দেলক্ষিতিপালবংশবিলসদ্রত্নং প্রযত্নং বিনা
যঃ পৃথ্বীং নিখিলাং বিধায় বশগাং রাজ্যং
চকারাদ্ভুতম্।
শৌর্য্যৌদার্য্যগুণৈরগণ্যমহিমাদাতাবদাতাশয়ঃ
শ্রীমান্ কীর্ত্তিসুধাসমুদ্রলহরীনির্ধৌতদিঙ্মণ্ডলঃ ॥৭

তস্মাদভূদ্বিমলবিষ্ণুপদাবলম্বো
লম্বোদরাঙ্ঘ্রিকমলার্চ্চনদীক্ষিতাত্মা।
নিঘ্নন্ রণে প্রতিভটান্ প্রকটোগ্রদর্পঃ
ভূপালভালতিলকো মলখাননামা ॥৮

সদা সদারাধানতুষ্টরুদ্রঃ
প্রতাপরুদ্রস্তনয়স্তদীয়ঃ।
কৃপাসমুদ্রঃ শরণাগতানাম্
বভূব রাজা বসুধাধিপানাম্ ॥৯

ততোঽভূদ্ভূত প্রচুরগুণগাম্ভীর্য্যমহিমা
হিমাদ্রিস্থৈর্য্যো মধুকরনৃপঃ শূরধিকৃপঃ।
যমালিঙ্গ্যালিঙ্গ্য প্রণয়রসিকং প্রেমতরলা
ন পূর্ব্বেষ্যুঃ সেষা স্মরতি বিরহং হন্ত কমলা ॥১০

* * *

দণ্ডেন ক্ষোণিচক্রং ভ্রময়তি নিভৃতং যৎপ্রতাপঃ কুলালো
যেনাকৃষ্টাসি বল্লী দিশি দিশি তনুতে হন্ত হল্লীসকানি।
উল্লঙ্ঘ্যাব্ধীন্ যদীয়া ব্রজতি দশদিশঃ কীর্ত্তি-বল্লীমতল্লী
তাদৃক্ পুত্রস্তদীয় সমজনি জগতীমণ্ডলে বীর-সিংহঃ ॥১১

* * *

পুত্রস্তস্য বিভাতি সদ্গুণনিধির্দ্দানাম্বুসৃষ্টাম্বুধি-
র্বীরশ্রীযুতমিত্রমিশ্রঃ সুকৃতী কল্যাণকল্পদ্রুমঃ।
কীর্ত্তির্দিক্ষু বিদিক্ষু যস্য রজনীজানি প্রভাভাস্বরা
গায়ন্তি দ্বিজদারকা হিমহরক্ষীরাব্ধিশুভ্রা ভুবি ॥১২

* * *

তেনানেকানবদ্ধাসঙ্কুমানশং নির্মম্থ্য বুদ্ধ্যা পুন-
র্বেদান্ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদান্ শ্রুত্বাবধার্য্যাপি চ।
ধর্ম্মার্থাদিপুমর্থনির্ণয়পরঃ শ্রীবীরসিংহাজ্ঞয়া
গ্রন্থোঽয়ং রচিতঃ পরোপকৃতয়ে শ্রীবীরমিত্রোদয়ঃ ॥১৩

(আহ্নিকপ্রকাশ)

(৪) যাঁহারা প্রতাপরুদ্রের পৌত্র বীরসিংহের বিস্তৃত ইতিবৃত্ত জানিতে বাসনা করেন, আমরা তাঁহাদিগকে ব্লকম্যানের আইন-ই-আকবরি (Blochman's Ain-i-Akbari) এবং বুন্দেলখণ্ডের ইতিবৃত্ত বা ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণাল (Journal of Asiatic Society of Bengal of 1903) পাঠ করিতে সনুরোধ করি।

অপিচ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ বলেন, মোগলসম্রাট্ আকবরের পুত্র সেলিম কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই অর্চ্ছা(Orchha)রাজ বীরসিংহ ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট তারিখে স্বহস্তে আবুল ফাজলের শিরশ্ছেদন করেন। (৪) অতএব বীরমিত্রোদয়নামক নিবন্ধখানি যে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই সত্য কিন্তু নব্যাপবাদকলুষিত হইলেও উহা এক-পক্ষে যেমন রচয়িতার ভূয়োদর্শনের পরিচায়ক, অপরপক্ষে যে আবার সেইরূপ বিশেষ সুবিবেচনার সহিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, একথা কি সুপণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় অপলাপ করিতে পারিবেন? যদি না পারেন, তাহা হইলে বীরমিত্রোদয়ের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা যে, তাঁহার পক্ষে গৌরবের বিষয় কি না তাহা বারেক ভাবিয়া দেখা উচিত।

ফলতঃ কেবল মদনপাল বা মিত্রমিশ্রই যে, ক্ষত্রিয়গণকে ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোবদ্ধা সাবিত্রী গ্রহণের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহর্ষি পারস্কর বা কাত্যায়নেরও উহাই অভিপ্রায়। পূজ্যপাদ মহর্ষিদ্বয় কি আর্য্যজাতিভুক্ত স্বাধীন যুগের গ্রন্থকার নহেন? অথবা পারস্করগৃহ্যসূত্র বা কাত্যায়নধর্ম্মসূত্র কি বৌদ্ধাদি-অধ্যুষিত পরবর্ত্তী পরাধীন যুগের গ্রন্থ? যদি না হয়, তাহা হইলে, শাস্ত্রী মহাশয়ের বৈদিক উপদেশ সজ্জনমণ্ডলীর কর্ণবিবরের আশ্রয় পাইবার উপযুক্ত কি না, তাহা বিবেচ্য সন্দেহ নাই।

প্রিয় পাঠক! আমরা জানি না যাহাতে মহর্ষি পারস্কর বা কাত্যায়নের কণ্ঠরোধ হইতে পারে, এমন কোন বৈদিক প্রমাণ প্রদর্শনে শাস্ত্রী মহাশয় আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারিয়াছেন কি না। যখন আজ পর্য্যন্তও তাহা পারেন নাই বা পারিবেন বলিয়া আশা করিতে পারি না; তখন পুনঃ পুনঃ কেন যে স্বীয় সুপবিত্রা লেখনীর অপব্যবহার করিতে লজ্জিত হইতেছেন না, তাহা তিনিই জানেন। যাহা হউক, মহর্ষি কৌষীতকীও যখন স্বরচিত গৃহ্যসূত্রে ভগবান্ কাত্যায়ন বা পারস্করের কথাই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন; (৫) অপিচ যখন শাঙ্খ্যায়নগৃহ্যসংগ্রহেও লিখিত আছে,—

(৫) সংবৎসরে সাবিত্রী মন্বাহ ত্রিরাত্রে অনক্ষং বা, গায়ত্রীং ব্রাহ্মণায়ানুব্রূয়াৎ ত্রিষ্টুভং ক্ষত্রিয়ায়, জগতীং বৈশ্যায় সাবিত্রীস্তেবোত্তরেণাগ্নিমুপবিশতঃ প্রাঙ্মুখ আচার্য্যঃ প্রত্যঙ্মুখঃ ইতরঃ। ইতি। (কৌষিতকিগৃহ্যসূত্র, ২।৫)

"ক্ষত্রিয়স্য বিশিষ্টস্য মানবকস্যোপনয়নে বিশেষমাহ। মাঞ্জিষ্ঠং ক্ষৌমং বাসঃ অহতং বা, রৌরবচর্ম্ম উত্তরীয়ং, ধনুর্গুণো মেখলা, নৈয়গ্রোধোললাটসম্মিতো দণ্ডঃ। দেবস্য ত্বেতি জপিত্বা আগন্তামারিষণ্যেতি জপেৎ। সাবিত্র্যনুবচনে ত্রিষ্টুভং ক্ষত্রিয়ায়েত্যুক্তং। ততঃ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞমিত্যেতামৃচমনুব্রুয়াৎ। বিদ্যমানে গ্রামে গ্রামো দক্ষিণা দাতব্যা। অবিদ্যমানে গ্রামে গৌর্দেয়া। ভিক্ষাং ভবতি দেহীতি ভক্ষ্য যাচনাভিধানং। শেষং সমানমিতি।"

অর্থাৎ ক্ষত্রিয় মানবকের উপনয়ন সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলা যাইতেছে। রক্তবর্ণ ক্ষৌম বস্ত্র বা নূতন বস্ত্র, রৌরব অর্থাৎ চিত্রমৃগের চর্ম্ম উত্তরীয়, ধনুকের জ্যা বা ছিলা মেখলা অর্থাৎ কটিবন্ধ, ললাট সম্মিত বটদণ্ড। "দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে নার্য্যসি" এই মন্ত্র জপ করিয়া "আগন্তামারিষা" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। সাঙ্খ্যায়ন-গৃহ্যসূত্রে "সাবিত্র্যনুবচনে ত্রিষ্টুভং ক্ষত্রিয়ায়" এই কথা উক্ত আছে বলিয়া, ক্ষত্রিয় মানবককে "দেব সবিতঃ" ইত্যাদি ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোবদ্ধা ঋকটী উপদেশ করিবে। ভূম্যধিকারী অর্থাৎ যে ক্ষত্রিয় মানবকের ভূসম্পত্তি আছে, সে দক্ষিণা-স্বরূপ আচার্য্যগুরুকে গ্রাম বা ভূখণ্ড দান করিবে। তদিতর সাধারণ ক্ষত্রিয় মানবক আচার্য্যকে দক্ষিণাস্বরূপ গোদান করিবে। "ভিক্ষাং ভবতি দেহি" এই কথা বলিয়া ভক্ষ্য যাচ্ঞা করিবে। অপর সমস্ত বিষয় ব্রাহ্মণ মানবকের ন্যায় জানিবে।

তখন পুরাকালে বা আর্য্যজাতির স্বাধীন যুগে ক্ষত্রিয়গণ যে, ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোবদ্ধা সাবিত্রী গ্রহণ করিত, এ কথা অপলাপ করিতে যাওয়া কেবল বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কি হইতে পারে!!

সত্য বটে মনুস্মৃতির ব্যাখ্যাকারগণ মধ্যে কেহ কেহ "এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতি-পূর্ব্বিকাং। সন্ধ্যয়োর্ব্বেদবিদ্বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে।" এই বচনের ব্যাখ্যামুখে বিপ্র শব্দটী উপলক্ষণ মাত্র, বস্তুতস্তু সমস্ত দ্বিজই উহার লক্ষ্য। (৬) এ কথা না বলিয়াছেন এমত নহে। কিন্তু উহা যে তাঁহাদের অদূরদর্শিতার পরিচায়ক বা প্রজ্ঞাব্যামোহ বিপ্রলাপ মাত্র, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। ফলতঃ তাহাদের কথার প্রতি নির্ভর করিয়া মনু মহারাজের সহিত কাত্যায়ন, পারস্কর, কৌষিতকী বা সাঙ্খ্যায়ন প্রভৃতি মহর্ষিগণের বিরোধ উপস্থিত করাই ভাল; কি উহা না করিয়া মিত্রমিশ্রের অনুসরণ পূর্ব্বক "এতয়র্চ্চা বিসংযুক্তঃ কালে চ ক্রিয়য়া স্বয়া। ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিড়্-যোনির্গর্হনাং যাতি সাধুষু।" এই মনুবচনের ব্যাখ্যানাবসরে "তৎ সবিতুরিতিত্রয়োরপ্যুপলক্ষণং। সাবিত্রীত্বাবিশেষাৎ" এই কথা বলিয়া প্রাগুক্ত পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের সহিত মনু মহারাজের বিরোধ পরিহারের চেষ্টা করাই সুবিবেচনার পরিচায়ক, তাহা বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী বিবেচনা করিবেন। বলা বাহুল্য—স্মরণ রাখিবেন, যেখানে স্মৃতিদ্বৈধ উপস্থিত হয়, সেস্থানে বিষয়ান্তর কল্পনা করিতেই শাস্ত্রকারগণ উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

(৬) "বিপ্রগ্রহণঞ্চ তদা প্রদর্শনার্থমিতি" মনুভাষ্যে মেধাতিথিঃ কুল্লুকভট্টস্ত্বাহ—"বিপ্রাদি বেদত্রয়াধ্যয়নপুণ্যেন যুক্তো ভবতি। অতঃ সন্ধ্যাকালে প্রণবব্যাহৃতিত্রয়োপেতাং সাবিত্রীং জপেদিতি বিধিঃ কল্প্যত ইতি।"

স্মৃতিদ্বৈধস্তু যত্র স্যাৎ বিষয়ঃ কল্প্যতাং পৃথক্।"
(দেবীভাগবত ১১।১ অ০)

অথবা "এতদি"ত্যাদি ৭৮সংখ্যক মনুবচনের বিপ্র পদটী দ্বারা দ্বিজাতিমাত্রই উপলক্ষিত হইয়াছে, একথা তেমন দোষের বিষয় না হইলেও "সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন চেষ্যতে" ইহাই যখন শাস্ত্রের অভিপ্রায়; তখন "এতয়র্চ্চা" ইত্যাদি ৮০সংখ্যক মনুবচনে "তৎ সবিতুঃ" ইত্যাদি গায়ত্রীছন্দোবদ্ধা ঋকটীর যে গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ ও জগতীছন্দোবদ্ধা যথাক্রমে "তৎ সবিতুঃ", "দেব সবিতঃ" ও "বিশ্বরূপানি" এই ঋক্ তিনই লক্ষ্য; তাহা বালকেও সাহস করিয়া না বলিতে পারে এমত নহে। ফলতঃ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ত্রিপদা সাবিত্রী গ্রহণ বিশেষ অবৈধ না হইলেও ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোবদ্ধা সাবিত্রী গ্রহণই যে, তাহাদের পক্ষে মুখ্য কল্প, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

প্রিয় পাঠক! আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গায়ত্রী শব্দটী যৌগরূঢ় নহে। আজ আবার প্রয়োজনানুরোধে বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে যে, যাঁহারা "গায়ত্রী ৮।৮।৮ অক্ষরযুক্ত ত্রিপদা বৈদিক ছন্দোবিশেষের নাম; সুতরাং গায়ত্রী বলিতে অন্য ছন্দের মন্ত্র (ত্রিষ্টুপ্ অথবা জগতী) বুঝায় না", এই কথা ভাবিয়া আকুল; আমরা তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত শ্রুতিটীর প্রতি সকরুণ দৃষ্টিলাভ করিতে অনুরোধ করি। শ্রুতিটী এই,—

"সা বৈষা গয়াংস্তত্রে প্রাণা বৈ গয়াস্তৎ প্রাণাংস্তত্রে তৎ যৎ গয়াংস্তত্রে তস্মাৎ গায়ত্রী-নামেতি।" (বৃহদারণ্যক শ্রুতি)

উপসংহারকালে আমরা স্বীকার করি, আজকাল দ্বিজাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই "তৎ সবিতু"রিত্যাদি গায়ত্রীছন্দোবদ্ধা সাবিত্রী গ্রহণ করিতেছেন সত্য; কিন্তু এই প্রথা যে বৌদ্ধাদিবিপ্লবের পূর্ব্বে অর্থাৎ বৈদিকযুগে সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, একথা অনুমোদন করিতে পারি না। সম্ভবতঃ শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে হৃতসর্ব্বস্ব দ্বিজত্রিতয় গত্যন্তরাভাবে সকলেই এক কাশ্যপগোত্রে ঢুকিয়াছেন। অন্যথা বৈদিক-যুগের বা অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময়ের শাস্ত্রকার কাত্যায়ন, পারস্কর, কৌষীতকী, সাঙ্খ্যায়ন ও শাতাতপ প্রভৃতি মহর্ষিগণ কখনই এক-বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণকে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোবদ্ধা সাবিত্রী গ্রহণ করিতে উপদেশ করিতেন না।

অপিচ সুপণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় সাবিত্রী-সমালোচন প্রবন্ধে আমাদিগের মুখে "মনুমহারাজ চ, বৈ, তু, হি, র ব্যাপারী নহেন," এই কথা শুনিয়া অবজ্ঞার কুটিল কটাক্ষপাত করিয়াছেন; কিন্তু জানি না, বিষ্ণুপুরাণোক্ত "মৃতাহনি চ কর্ত্তব্যাঃ স্ত্রীণামপ্যুত্তরাঃ ক্রিয়াঃ। প্রতিসংবৎসরং রাজন্ একোদ্দিষ্টবিধানতঃ" এই বচনের ব্যাখ্যানাবসরে পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী "মৃতাহনি চেতি চকারাদষ্টকাদিষু পার্ব্বণ-বিধিনা চেত্যর্থঃ"। এই কথা বলিয়াছেন বলিয়া, তিনি বিদ্বৎসমাজে অবজ্ঞার পাত্র মধ্যে গণ্য হইয়াছেন কি না। যদি না হইয়া থাকেন; তাহা হইলে, আমরা এইখানেই নীরব।

সত্য বটে মহর্ষি পারস্করের মুখে "সর্ব্বেষাং বা গায়ত্রীং" এক কথা শুনিয়া দ্বিজাতি-নির্ব্বিশেষে সকল বর্ণের পক্ষেই গায়ত্রীছন্দোবদ্ধা সাবিত্রী গ্রহণ বৈদিক যুগেও প্রচলিত

ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিতে না পারেন এমত নহে। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি স্বরচিত শ্রাদ্ধবিবেকে "পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রপৌত্রো বা তদ্বদ্বা ভ্রাতৃসন্ততিঃ। সপিণ্ড সন্ততির্ব্বাপি ক্রিয়ার্হা নৃপ জায়তে" এই বচনের ব্যাখ্যামুখে যেমন "বা শব্দঃ পুত্রাভাবে পৌত্রস্য তদভাবে প্রপৌত্রস্যাধিকারার্থঃ" এই কথা লিখিয়াছেন; এখানেও সেইরূপ মুখ্যের অভাব পক্ষেই বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য, মহর্ষি পারস্কর "সর্ব্বেষাং বা গব্যমসতি প্রধানত্বাৎ" এই সূত্রে যেমন প্রধান বলিয়া দ্বিজাতি নির্ব্বিশেষে সকলকেই অভাব পক্ষে গব্য উত্তরীয় ধারণের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, প্রস্তাবিত স্থলে সেরূপ নহে। হইলে এখানেও অবশ্যই "সর্ব্বেষাং বা গায়ত্রীমসতিপ্রধানত্বাৎ" একথা লিখিতে অবহেলা করিতেন না। ফলতঃ "তে বস্ত্রায় পুরুষং গব্যে তাং ত্বচ মদধুঃ" এই কথা বলিয়া শ্রুতি যেমন গব্য উত্তরীয়ের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন; গায়ত্রী-ছন্দোবদ্ধা সাবিত্রী সম্বন্ধে কোথায়ও সেরূপ প্রাধান্য ঘোষণা করেন নাই। অতএব মুখ্য কল্প পরিত্যাগ করিয়া গৌণ কল্পের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি না, তাহা বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী বিবেচনা করিবেন। কিমধিকং নিবেদন মিতি। *

শ্রীমধুসূদন রায়।

* সাবিত্রী-সমালোচনা সম্বন্ধে বিশারদ ও শাস্ত্রী মহোদয়দ্বয়ের তর্ক বিতর্কপরিপূর্ণ প্রবন্ধ অদ্য শেষ হইল। দেখা যায় যে, আর্য্য মনীষিগণ তিনবর্ণের দ্বিজাতিগণের সম্বন্ধে কোন স্থলে পৃথক্ পৃথক্ তিনটী গায়ত্রী এবং কোন স্থলে তৎসবিতুরিত্যাদি সাবিত্রীমন্ত্র ধার্য্য করিয়াছেন। বিগত ১৪ই চৈত্র ১৩১৬ সোমবার প্রাতঃকালে বঙ্গীয় বিরাট কায়স্থসভায় যোগদান করিতে শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ মহাশয়কে বহরমপুরে প্রতিনিধিগণের আবাসস্থলে উপস্থিত দেখিয়া আমি সাবিত্রী-সম্বন্ধীয় তর্ক উপস্থিত করিলে, আমার যতদূর মনে আছে, স্মৃতিভূষণ মহাশয় বলিলেন, "আমি নিবন্ধকারদিগের গ্রন্থে বর্ণত্রয়ের জন্য একটী পৃথক্ গায়ত্রী নির্দ্দিষ্ট আছে দেখিয়াছি।" তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "নিবন্ধে কেন, পারস্করগৃহ্যসূত্রেও ঐ প্রকার বিধান আছে, কিন্তু ছান্দোগ্যোপনিষদে ঐ ত্রিবিধ গায়ত্রী তিনটী সকলের জন্যই প্রয়োগ করিতে উপদেশ আছে।" তাহাতে স্মৃতিভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, "আমি তাহা দেখি নাই, কলিকাতা যাইয়া দেখিব।" এই কথোপকথন এই পর্য্যন্ত হইয়াই শেষ হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহোদয় প্রমাণ দেখাইতে চাহিলে স্মৃতিভূষণ নিজেই দেখিয়া লইবেন বলিয়াছিলেন। ইতি— সম্পাদক।

শ্যামবর্ণ।

ভবিষ্যপুরাণে চিত্রগুপ্তদেব "শ্যামঃ কমলনোচনঃ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আমি "চিত্রগুপ্তদেবমূর্ত্তি" প্রবন্ধে এই শ্যাম শব্দ, কৃষ্ণ বা কৃষ্ণাপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছাপ্ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি এবং এই বর্ণ যে আর্য্যানার্য্যমিশ্রোৎপত্তির ফল তাহাও বলিয়াছি। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার যোগ্য সম্পাদক মহাশয় আমার এই দুটী কথাই ভ্রমপূর্ণ বলিয়া নোট করিয়াছেন। তিনি বলেন, শ্যামবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ নহে, হেমবর্ণ। তিনি আরও বলেন, বৈদ্য, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের গাত্রবর্ণ এক্ষণে গৌরবর্ণ না হইলেও উহা মিশ্রোৎপত্তিব্যঞ্জক নহে; উহা জলবায়ুর দোষে হইয়াছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার বাক্যে আমার বিশ্বাস দূর হয় নাই। আমি প্রকৃতিবাদ অভিধান খুলিয়া দেখিলাম যে, শ্যাম শব্দের বর্ণাত্মক দুটী অর্থ আছে তাহা হইয়াছে 'কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট' ও 'হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট'। এ দেশের লোকে ঐ দুটী অর্থে শ্যাম শব্দ বুঝেন তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

(১) না হেরিয়া শ্যামচাঁদে
তোর কি পরাণ কাঁদে,
তুইও দুঃখিনী ?
আহা! কে না ভালবাসে শ্রীমধুসূদনে!
মধু কহে যা কহিলে সত্য বিনোদিনী!
(ব্রজাঙ্গনা কাব্য)

এই স্থলে কবিকুলশ্রেষ্ঠ ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত কৃষ্ণকে "শ্যামচাঁদ" বলিয়াছেন। কৃষ্ণের বর্ণ কি কৃষ্ণ নয়? এই স্থলে শ্যামশব্দ কি কৃষ্ণবর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই?

(২) শ্যামাঙ্গিনী রজনীর কবরীভূষণ,
কনকের ফুলরাশি তাই কি তোমরা?
(পদ্যপাঠ, ৩য় ভাগ)

৺ যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পদ্যপাঠগুলি বহু বৎসর স্কুল-সাহিত্যে রাজত্ব করিয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার 'নক্ষত্র' নামক কবিতায় রজনীকে "শ্যামাঙ্গিনী" বলিয়াছেন। ইহা কি কৃষ্ণার্থে ব্যবহৃত হয় নাই?

(৩) রজতকৌমুদীময় অবনী অম্বর,
ঢালিছেন সুধারাশি সুধার আকর।
শ্যামাঙ্গী রজনী চারু বিশদ বদনে,
সুশোভিত কেশোপরি নক্ষত্ররতনে।
(বিনয়কুমারী বসু)

আমাদের স্ত্রী-কবিগণের মধ্যে বিনয়কুমারী বসু অপ্রসিদ্ধা নহেন। তিনিও ত শ্যাম শব্দে কৃষ্ণ বুঝিয়াছেন।

"বঙ্গদেশের আরাধনা কাব্যে অন্যতমা ক্ষত্রিয়ানী কালী; কালী যে কৃষ্ণবর্ণা মূর্ত্তি ইহা বোধ হয় কাহাকেও বলিতে হইবে না। কালীর ধ্যানে ইঁহাকে "ঘোরা", "অঞ্জনাদ্রিনিভা" ও "মেঘাঙ্গী" বলা হইয়াছে। *

* করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং॥
সদ্যছিন্নশিরঃখড্গবামাদুর্দ্ধকরাম্বুজাং।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণার্দ্ধাধঃপাণিকাং॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথাচৈব দিগম্বরীং।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডানি গলদ্রুধিরচর্চ্চিতাং॥
ইত্যাদি। (দক্ষিণাকালীর ধ্যান)

এই সকল শব্দ কি কৃষ্ণার্থে ব্যবহৃত হয় নাই? কিন্তু কালীর ত অতিপ্রচলিত নাম শ্যামা। বঙ্গে বরং দুর্গাপূজা অপেক্ষা শ্যামা-পূজার বিস্তৃতি অধিক। লোকে কি এই শ্যামা শব্দে কৃষ্ণবর্ণা দেবী বুঝে না?

'ঘনশ্যাম' বলিয়া একটি বর্ণবাচক শব্দ আছে। তাহাতে কি মেঘের বর্ণ শ্যামবর্ণ বুঝায় না? শ্যামা-যখন মেঘাঙ্গী, তখন শ্যাম অর্থে কৃষ্ণ বুঝাইবে না কেন?

(৪) "আজানুলম্বিতবাহু দুর্ব্বাদলশ্যাম।"

কীর্ত্তিবাস রামচন্দ্রকে "দুর্ব্বাদলশ্যাম" বলিয়াছেন। এ স্থলে রামের বর্ণ অল্পশ্যাম (green) ইহা বলা হইয়াছে। অভিধানকার শ্যামের "হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট" এই একটী অর্থও করিয়াছেন। শ্যাম এখানে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৫) তাঁহার (রামের) বাহুযুগল আজানুলম্বিত, স্কন্ধ অতি উন্নত, গ্রীবাদেশ রেখাত্রয়ে অঙ্কিত, বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, হনু বিলক্ষণ স্থূল, মস্তক সুগঠিত, ললাট অতি সুন্দর, জত্রুদ্বয় গূঢ়, নেত্র আকর্ণবিস্তৃত ও বর্ণ শ্যামল।
(রামায়ণ, আদিকাণ্ড, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের অনুবাদ)

এ স্থলেও রামের বর্ণ দুর্ব্বাদলের ন্যায় শ্যাম ইহাই বলা হইতেছে। এস্থলে শ্যামল হরিৎ (green) নয় কি?

এই হরিৎ অর্থেও মাইকেল মধুসূদন শ্যাম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

(৬) "শ্যামা বরদে!"

তিনি বঙ্গভূমিকে বলিয়াছেন, হে মাতঃ শ্যামা বরদে! আমি যেন তোমার স্মৃতিজলে প্রস্ফুটিত হই।

বঙ্কিমচন্দ্রের যে বাক্য আজ জগদ্ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তন্মধ্যে শ্যামল শব্দ হরিৎ (green) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৭) সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং বন্দে মাতরং।

এই 'শস্যশ্যামলা' শব্দ কি হরিদর্থে ব্যবহৃত হয় নাই?

আর আমরা কত উদ্ধৃত করিব? এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই 'শ্যাম' শব্দে কৃষ্ণ বা হরিদর্থে বুঝিয়া থাকে। আমি ভবিষ্যপুরাণের ঐ শ্যাম শব্দ এরূপ অর্থেই বুঝিয়াছি। শ্যামশব্দের তপ্তকাঞ্চনবর্ণ বলিয়া যে একটী অর্থ আছে, তাহা আমরা এই নূতন শুনিলাম। থাকিলেও তাহা প্রচলিত অর্থ নহে। ভবিষ্যপুরাণকার যে 'শ্যাম' শব্দ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহার প্রমাণ কি?

তবে চিত্রের বর্ণ যে শ্যাম হইতে পারে না, তাহা আমি বলিয়াছি। বেদে সূর্য্য, অগ্নি, উষা, মরুৎ, বায়ু প্রভৃতি অনেক দেবতার রূপ চিত্র শব্দ দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে। এইরূপ রূপ অবশ্য উজ্জ্বল বর্ণ। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ক্ষত্রিয়কে "আরক্তাঙ্গ" বলা হইয়াছে। তেজোদীপ্ত ক্ষত্রিয়জাতির বর্ণ আরক্তিম বলা যত সঙ্গত, হেম অর্থাৎ হরিদ্রাভ বলা তত সঙ্গত নহে। ভবিষ্যপুরাণকার চিত্রদেবকে যে "শ্যাম" বলিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ কায়স্থের বর্ণের সাধারণ অবস্থা দৃষ্টেই বলিয়াছেন। তবে তিনি ব্রাহ্মণের বর্ণ দেখিয়া তাঁহাদের বীজপুরুষের বর্ণের কথা লিখিতে গেলেও ঐরূপ বলিতেন সন্দেহ নাই।

সম্পাদক মহাশয়ের দ্বিতীয় কথা এই যে, ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির গাত্রবর্ণের শ্যামলত্ব জলবায়ুর দোষে ঘটিয়াছে। আমরা 'আর্য্যযুগ' অংশে দেখাইব যে মধ্যএশিয়া হইতে আর্য্যজাতি প্রথমতঃ পাঞ্জাবসীমায়, পরে পাঞ্জাবে ও আর্য্যাবর্ত্ত প্রদেশে আসিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাদের ৫০০।৬০০ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। সেই স্থান হইতে এই জাতির শাখাপ্রশাখা ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও গিয়াছে। তন্মধ্যে অনেক স্থানের জলবায়ুর অবস্থা ভারতের বিভিন্ন স্থানের জলবায়ুর তুল্য। যথা ইতালীর জলবায়ু অনেকটা বঙ্গদেশের তুল্য, অনেক ইউরোপীয় পার্ব্বত্যপ্রদেশের জলবায়ু, ভারতের পার্ব্বত্যপ্রদেশের জলবায়ুর তুল্য। ইতালীয় ইত্যাদি ইউরোপীয় আর্য্যজাতি ত কৃষ্ণ বা শ্যামলবর্ণ হয় নাই।

সময়ের দূরত্বেও বর্ণের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না। তাহা যদি হইত ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের মধ্যে এক্ষণে একটীও গৌর বা ছাপ্ বর্ণের লোক দেখা যাইত না। এক গৃহে ক ও খ বাস করে ক গৌরবর্ণ আছে, খ শ্যামবর্ণ হইয়াছে। জলবায়ুর প্রভাব কি কেবল খ এর উপরই কার্য্য করিল, ক এর উপর করিল না? এরূপ ত সহস্র উদাহরণ প্রতিনিয়তই চক্ষের উপর ভাসিতেছে।

আবার কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া তাঁহার সন্তানাদিকে গৌরবর্ণা করিয়া তুলিতে পারেন। তিনি যদি গৌরবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করেন, তবে তাঁহার সন্তানের মধ্যে কেহ কেহ গৌরবর্ণ হইবে, শ্যামল বর্ণও হইবেই। তাঁহার পরপুরুষ এইরূপ গৌরবর্ণ সংযোগে অপেক্ষাকৃত ছাপ্ হইবে; এরূপে ৫ পুরুষ অতীত হইতে না হইতেই তাঁহার বংশ পরিষ্কার বর্ণের হইয়া উঠিবে। অতি গরীবের গৃহেও স্বামী স্ত্রী উভয়ে পরিষ্কার বর্ণের লোক থাকিলে, তাঁহাদের সন্তান কৃষ্ণবর্ণ হয় না। * তবে আর জলবায়ুর প্রভাব থাকিল কোথা?

স্বামী স্ত্রী দুই বর্ণের হইলে, একটি সন্তান ছাপ্ ও অন্য একটী সন্তান কাল হয়। এরূপ ঘটনা কি সম্পাদক মহাশয়ের নেত্রগোচর হয় নাই?

ভারত নাম সৃষ্ট হইবার প্রাক্কালে কণ্ব ঋষি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি কৃষ্ণ অর্থাৎ 'শ্যাম' বর্ণের লোক ছিলেন। তিনি কি অনার্য্য ছিলেন? যদি অনার্য্য বলা যায়, তাহা হইলে ত অনেক ব্রাহ্মণ বৈদ্য যাঁহারা কণ্বগোত্রীয় তাঁহারা ত অনার্য্য হইতে উৎপন্ন। কণ্ব ঋষির উপর ত আর জলবায়ুর দোষ দেওয়া যাইতে পারে না।

সেইরূপ দ্রোণও "শ্যামবর্ণ" লোক ছিলেন তাঁহার পিতার আশ্রম ছিল "গঙ্গাদ্বারে"। আর্য্য-

---

অঞ্জনাদ্রিনিভাং শ্যামাং শ্মশানালয়বাসিনীং।
রক্তনেত্রাং মুক্তকেশীং শুষ্কমাংসাতিভীষণাং॥
ইত্যাদি। (শ্মশানকালীর ধ্যান)

মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং রক্তাম্বরবিভ্রতীং।
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ রক্তারবিন্দস্থিতাং॥
নৃত্যন্তং নিপীয় মধুরং মাধ্বীকমদ্যং
মহাকালং।
বীক্ষ্য বিকসিতবরাননামাদ্যাং ভজে
কালিকাং॥
(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

* এদেশের জোলাজাতি যাহারা তন্তুবায় নামক বৈশ্যজাতি হইতে বাহির হইয়াছে তাহারা অন্যান্য মুসলমান অপেক্ষা সাধারণতঃ ছাপ্ আছে।

যুগ প্রবন্ধে দ্রোণের কথা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পাঞ্জাব হইতে আসিয়া গঙ্গার উৎপত্তিস্থানে বাস করিলে, তাঁহার (ভরদ্বাজের) সন্তান কৃষ্ণবর্ণ হইল কেন? ইহা কি জলবায়ুর কথা? কুন্তীর এক সন্তান (ভীম) শ্বেতবর্ণ, অর্জ্জুন কৃষ্ণবর্ণ বা মেঘবর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণবর্ণ। এই সকল কি জলবায়ুর দোষে ঘটিয়াছে? এই সকল ব্যক্তিরা ত পাঞ্জাব আর্য্যগণের এক পুরুষ পরবর্ত্তী লোক। সেইরূপ রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভাই দুই বর্ণের। তাঁহারা ত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক।

যেরূপ অতি প্রাচীনকালে বিভিন্ন বর্ণের লোক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে দেখা গিয়াছে আজও সেইরূপই দেখা যাইতেছে। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ বহুকাল এদেশে প্রচলিত ছিল, তাহাতেও বর্ণ ব্যতিক্রমের সূক্ষ্ম কারণ বেশ অনুভব করা যায়। তবে সম্পাদক মহাশয় এই সকল জাতির মধ্যে আর্য্যানার্য্যমিশ্রণের ভাব শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন কেন?

তবে একথা নিশ্চয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির সম্প্রদায়গুলির উৎপত্তি একবিধ, ইহাদের গতি ও পরিণতিও একরূপ হইয়াছে। এক্ষণে বঙ্গের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নবশাখ জাতিবৃন্দের বর্ণত্বে একচতুর্থাংশের অধিক আর্য্যত্বের ভাব দৃষ্ট হয় না। ইহা জলবায়ুর খেলা বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না, ইহা আর্য্যানার্য্যমিশ্রণের বৈজিক লীলা।

প্রবন্ধবাহুল্যভয়ে নাসিকার অগ্রপশ্চাত্ত্ব ও উচ্চতাবলম্বনে আর্য্যত্বনিরূপণের কথা তুলিলাম না; তাহাতেও ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির বিশুদ্ধ আর্য্যত্ব প্রমাণিত হইবে না।

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

সখিলালের বিপদুদ্ধার। *

সখিলাল জাতিতে কায়স্থ—উপবীতী। পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক ভদ্রপল্লীতে তাঁহার পৈতৃক বাসভবন। তাঁহার বয়স অন্যূন পঞ্চবিংশতি বর্ষ। আকৃতি সুগঠিত—প্রকৃতিও নানা গুণে সুশোভিত। সখিলাল বর্ত্তমানে কোন বিষয়কর্ম্ম করেন না—কখনও করিয়াছেন কিনা, তাহা আমরা জানি না—তবে তাঁহার ঊর্দ্ধতন পুরুষেরা যে রাজকীয় পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, তাহা অনেকেই জানেন। সখিলাল ঊর্দ্ধতন পুরুষগণের পদানুসরণ করেন নাই—তিনি অন্য পন্থাশ্রয় করিয়াছেন। সখিলাল সংসারের ভাবনা ভাবেন না। তিনি যুবক, যৌবনের উৎসাহ তাঁহাতে যথেষ্ট আছে—শ্রমশক্তিরও অভাব দেখা যায় না—লোকানুরাগ লাভেরও তাঁহার শক্তির ন্যূনতা নাই। কিন্তু সাধারণ মানুষের মত তাঁহার উৎসাহ, শ্রমশীলতা প্রভৃতি সাংসারিক উন্নতির জন্য বিন্দুমাত্র ব্যয়িত না হইয়া সমস্তই স্বজাতির উন্নতিকল্পে সাগ্রহে অর্পিত হইতেছে। এমন সময় দেখি নাই যখন সখিলালের মুখে কায়স্থ জাতির উন্নতি অবনতির কথা ভিন্ন অন্য কথা

* ঘটনা সত্য—নাম কল্পিত।

বিনির্গত হইয়াছে। সখিলালের মুখে কায়স্থ-কথা, হৃদয়ে কায়স্থচিন্তা, হস্তে কায়স্থের জাতীয় কার্য্য যেন সর্ব্বদা লাগিয়াই রহিয়াছে। সখিলাল জাতীয়তায় বিভোর—সখিলাল কায়স্থজাতির একটী ক্ষুদ্র আলো। এরূপ হইলেও সখিলাল বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই; বরং জাতীয় কার্য্যে তৎপর হওয়ায় কায়স্থবিদ্বেষীদিগের কুটিল নেত্র তাঁহার প্রতি নিয়তই খর দৃষ্টি রাখিতেছে।

কিয়দ্দিবস গত হয়, একদা প্রভাতে সখিলাল স্বজাতিসেবক জনৈক কায়স্থের কলিকাতাস্থ ভবনে উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য, সখিলালকে পাইয়া উক্ত কায়স্থমহোদয় অতিশয় আনন্দলাভ করেন। নানা কথোপকথনের পর সখিলাল তাঁহার এক বিপদকাহিনী 'সেবক' মহাশয়ের গোচর করেন এবং বিপদুদ্ধারের উপায়ান্তরাভাবের আরোপ করিয়া নৈরাশ্য প্রকাশ করেন। তাঁহার বিপদটী অচিন্তিতপূর্ব্ব, অপ্রত্যাশিত; বিদ্বেষ্টৃবর্গের বিদ্বেষ-হলাহলে সমুৎপন্ন। স্বদেশে বিদেশে সমভাবে কায়স্থোন্নতিকাতর নীচাত্মাগণ সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ কার্য্যে বিঘ্নোৎপাদনের প্রয়াস পায়। সখিলালের এই বিপদটী তাঁহার একটী জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

'সখিলাল, তাঁহার ভগ্নীর বিবাহ দিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ঢাকা জেলার কোন অজ্ঞাতনামা পল্লীর একটী যুবকের সঙ্গে বিবাহ স্থিরীকৃত হইয়াছিল। বিবাহের পূর্ব্ব দিবস ঐ যুবকের পুরোহিত সখিলালকে উপবীতী দর্শনে বিবাহে পৌরহিত্য করিতে স্বীকার না করায় বিবাহার্থী যুবক বিবাহ করিতে সাহসী হয় না কাজেই পুরোহিতের অনুগ্রহে (?) সখিলাল বিপন্ন। বিবাহ না দিয়া দেশে গেলে দেশীয় মহাপুরুষেরা আনন্দানুভব করিবে! লোকে বলিবে উপবীতী হওয়াতেই সখিলালের ভগ্নীর স্থিরীকৃত বিবাহও নিষ্পন্ন হইল না। এ লজ্জা রাখিবার স্থান নাই। 'স্বজাতি-সেবক' মহাশয় তাঁহাকে নানারূপ আশ্বাসিত করিলেন, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিতে বলিলেন এবং নিজেও সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার চিত্তে এক চিন্তালহরী খেলা করিতে লাগিল। 'সেবক' মহাশয় ভাবিতে লাগিলেন, 'যদি সখিলালের ভগ্নীর বিবাহ এখন কলিকাতায় দিতে না পারা যায়, তবে শুধু তাঁহার লজ্জার কথা নহে উন্নতিশীল কায়স্থজাতির অপমানের কথা। এই ঘটনায় কায়স্থজাতির উন্নতি অনেক পিছাইয়া পড়িবে। অনেক কায়স্থ ভয়ে সংস্কারের পথে পদার্পণও করিবে না। এখন কর্ত্তব্য যায় কি?'

মানুষ যখন বিপদে পড়ে, তখন তাহার বলও বৃদ্ধি হয়, চেষ্টাও বাড়ে। সখিলাল যে একটী পাত্রের অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিল, ইহা সহজেই অনুমেয়। 'সেবক' মহাশয়ের সঙ্গে যে দিন সখিলালের কথাবার্ত্তা হয়, তাহার দিনকয়েক পরে সখিলাল সেবক মহাশয়কে জানান যে, ফুলবাগানের সচ্চিদানন্দ দেবের একটী অবিবাহিত ভাগিনেয় আছে—ভাগিনেয়টী ঘোষবংশীয়। মাতুলই ঐ ছেলের অভিভাবক। মাতুলের অভিমত হইলেই পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। সচ্চিদানন্দের সহিত 'সেবক' মহাশয়ের আলাপপরিচয়

ছিল। সেবক মহাশয় শ্রবণ মাত্রে সচ্চিদানন্দের আলয়ে উপস্থিত হইয়া সখিলালের বিপদ-কাহিনী বিশদরূপে তাঁহাকে বলিলেন। সচ্চিদানন্দ স্বজাতির উপস্থিত বিপদে সহানুভূতিবিশিষ্ট হইলেন। তিনি বিপন্ন স্বজাতির অপমানকে নিজ অপমানরূপে অনুভব করিয়া লইলেন। তিনি পুরোহিতঠাকুরের হিংসা-প্রবৃত্তির শত নিন্দা ও দুর্ব্বলচেতা কায়স্থ যুবককে স্বজাতির কলঙ্ক বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তিনি মর্ম্মান্তিক যাতনায় পীড়িত হইয়া ক্রোধভরে বলিলেন—কায়স্থসমাজের অধিকাংশই জাতীয়-কর্ত্তব্য-জ্ঞানবিরহিত। আমি শুনিয়াছি অনেক গ্রামে উপবীতী কায়স্থেরা ব্রাহ্মণ, নাপিত, ধোপা প্রভৃতির সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। অনুপবীত কায়স্থেরা তাঁহাদের সহায়তা করা দূরে থাকুক, বিরোধীদিগকে গোপনে তাঁহাদের লাঞ্ছনার জন্য উত্তেজিত করিতেছে। ইহা স্মরণ করিতেও ঘৃণার উদ্রেক হয়। চিরসম্মানিত কায়স্থজাতি যে এত নীচাত্মা হইতে পারে, আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিতে পারে ইহা ভাবিতেও কষ্ট হয়। সর্ব্বতোভাবে স্বজাতিকে আনুকূল্য করাই মনুষ্যত্ব। যে তাহা ভুলিয়া যাইয়া শত্রুতাচরণ করে, তাহার প্রকৃতি পশুপ্রকৃতি হইতে বিভিন্ন নহে।' সচ্চিদানন্দ এইরূপে তাহার বক্তব্য শেষ করিলে পর আশ্বাসিত হইয়া সখিলালের অবস্থা ভাল নহে, অর্থ ব্যয় করিয়া বিবাহ দিতে তিনি অশক্ত, সেবক মহাশয় সচ্চিদানন্দকে জ্ঞাপন করিলেন। তিনি প্রকৃত আর্য্যের ন্যায় ক্রূরপ্রকৃতি ব্রাহ্মণের প্রতিকূল চেষ্টাকে প্রতিহত করিবার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই যেন কপর্দ্দক মাত্রও গ্রহণ করিলেন না প্রতিশ্রুতিতে ভাগিনেয়ের বিবাহ বিপন্ন সখিলালের ভগ্নীর সহ নিষ্পন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বিবাহের শুভদিনাবধারিত হইয়া যথাকালে শুভপরিণয় কার্য্য নিষ্পাদিত হইয়া সখিলালের বিপদুদ্ধার হইয়াছে। কায়স্থজাতিতে সচ্চিদানন্দের জাতীয়-দায়ীত্ববোধ কি প্রশংসনীয় নহে? সচ্চিদানন্দের আনুকূল্য না পাইলে আজ স্বদেশে সখিলালের মুখ দেখান ভার হইত। সচ্চিদানন্দই সখিলালের তথা কায়স্থজাতির মুখ উজ্জ্বল করিলেন। আমরা আশা করি, প্রতি কায়স্থগৃহে এইরূপ সচ্চিদানন্দপ্রকৃতির আবির্ভাব হইবে। কায়স্থজাতির বিপদ-আপদ তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

অঙ্গচ্ছেদ করিলে বেদনা বাড়িবে।

অধুনা বঙ্গীয় কায়স্থসমাজে পুরাতন কোন কোন বিধি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আরব্ধ হইয়াছে। এরূপ পরিবর্ত্তন নূতন নহে—সকল সমাজেই

আবশ্যক হইলেই পরিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা মানব-হৃদয়ে জাগিয়া উঠে—ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়া সমাজে নূতন শক্তি ও নূতন প্রাণ আনয়ন করে। কায়স্থজাতিও প্রকৃতির নিয়মে পরিচালিত হইয়া নবজীবন লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে—শ্রেণীগত অবস্থাতে পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া বিচ্ছিন্ন কায়স্থজাতিকে এক বিরাট জাতিতে পরিণত করিবার উচ্চ সঙ্কল্পে মাতিয়া উঠিয়াছে। আন্তর্গণিকবিবাহপ্রচলন, উপনয়নসংস্কারগ্রহণ পরস্পর প্রীতিসংস্থাপন, শিক্ষা, সভ্যতা ও জীবিকায় পরস্পরের সাহায্যকরণ প্রভৃতি যেসকল নিয়ম প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটীরই উদ্দেশ্য বিরাট জাতিসংগঠন। বুদ্ধিমান্ কায়স্থবৃন্দ সুবিধানুসারে কার্য্য, বাক্য ও লেখনী দ্বারা এই মহাজাতিসৃষ্টির আনুকূল্য করিতেছেন। যাহারা কোনরূপে এই মহতী ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন, তাহারা কায়স্থজাতির পরম শত্রু ও সমাজের নিকট ঘোরতর অপরাধী নহে কি? কায়স্থেতর কোন কোন ব্যক্তি কায়স্থসমাজে আত্মবিরোধ জন্মাইয়া একতাসংঘটনে ও সদুদ্দেশ্যনিচয় পূর্ণকরণে বাধা উৎপাদনে প্রয়াস পাইতেছে, ইহা আমরা জানি। তাহাদের নীচতা ঘৃণার্হ হইলেও সহনীয়। কিন্তু স্বজাতীয় কেহ যদি হিতৈষীর ছদ্মবেশে জাতীয় একতা ও উন্নতির বিরুদ্ধাচরণ করে, শতছিন্ন সমাজকে আরো ছিন্ন ভিন্ন করিতে চাহে, তবে সে দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? অনভিজ্ঞ লোকের মতামতের জন্য বড় কিছু আসিয়া যায় না—তাহা নীরবে শুনিয়া যাইলেও অপচয়ের সম্ভাবনা অল্প। পরন্তু যাহারা সমাজতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া কথঞ্চিৎ পরিচিত; তাহারা যদি সময়োপযোগী মতের অবতারণা না করিয়া প্রাচীন জীর্ণ শীর্ণ রীতিনীতি ও অনুশাসনকে বলবতী রাখিয়া সমাজ-সংস্কারের নিষ্ফল আশা পোষণ করেন এবং তদর্থে শাস্ত্রীয় ও কল্পিত নানাবিধ যুক্তির সমাবেশ করতঃ লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়া পাণ্ডিত্যের গৌরব লাভ করিতে চাহেন, তাহাদের বুদ্ধির কি প্রশংসা করা যায়? যখন কায়স্থজাতির কত গুলি উচ্চহৃদয় সম্মিলিত হইয়া ক্ষুদ্রের সমবায়ে বিরাট গড়িবার প্রয়াস প্রদর্শন করিতেছেন, তখন যদি কেহ কায়স্থজাতির কতকাংশ কাটিয়া ছাটিয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে চাহেন, তবে তাহাকে সেই অনুদার অভিপ্রায়ের জন্য কে না কলঙ্কী বলিবে? পরিতাপের বিষয়, কায়স্থজাতির মধ্যে সঙ্কীর্ণ মত লইয়া কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছেন। আরো পরিতাপের বিষয় তন্মধ্যে আমাদের এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু অন্যতম। তিনি শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত—পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে তাঁহার বড় আনন্দ—নূতন কিছু করিবার তাঁহার বড় সাধ! তাই সময় সময় তাঁহার মুখে ও লেখনীতে অভিনব অভিমত প্রকাশিত হইয়া, তাঁহার অভিপ্রায় না থাকিলেও অজ্ঞাতসারে সমাজের অল্পবিস্তর অপকার সংসাধিত করে। সম্প্রতি তিনি ঘোষাদি সাতাশ ঘরকে মাত্র আর্য্য-কায়স্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়া বাহাত্তর ঘরকে অনার্য্য বলিয়া কায়স্থসমাজ হইতে বাদ দিতে চাহিতেছেন। ইহাতে যে কি লাভ হইবে, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি বুঝিতে অক্ষম।

সত্য বটে, বল্লাল যখন সমাজবন্ধন করেন, তখন সাতাশ ঘরকেই সম্মানিত করিয়াছিলেন বাহাত্তর ঘর কায়স্থকে আচার ব্যবহার ও শিক্ষায় অনুন্নত বিধায়, নীচপর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বল্লালের পরবর্ত্তীকালে

ঐ বাহাত্তর ঘরের অনেকে বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয়-সমাজভুক্ত হইয়াছেন। এবং কয়েক ঘর বারেন্দ্র ও উত্তররাঢ়ীয় শ্রেণীতে বিশেষ উচ্চ-স্থানও লাভ করিয়াছেন। বল্লাল যাহাদের সমাজের বাহিরে রাখিলেন, তাহারাই যে অনার্য্য হইল, ইহা যুক্তিহীন বাক্য। বাহা-ত্তর ঘর যে অনার্য্য নহে,—কায়স্থ তাহার প্রমাণ তাহাদের উপাধি বাণ, গুণ, ধনু, শূর, আদিত্য, বর্ম্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি উপাধি অনার্য্যের নহে—ক্ষত্রিয়ের। তবে সাতাশ ঘরের সহিত বাহাত্তর ঘরের বল্লালের সময় পার্থক্য এই মাত্র ছিল; সাতাশ ঘর উন্নত ছিলেন, বাহাত্তর ঘর অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ছিলেন। তাই সাতাশ ঘর গৌরবের উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন—বাহাত্তর ঘর অবজ্ঞাত হইয়াছিলেন। বল্লালের সময় যে পার্থক্য ছিল এখন তাহা নাই—কুলীন মৌলিক ও বাহাত্তর ঘর এখন প্রায় এক অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন পূর্ব্ববৎ বাহাত্তর ঘর কায়স্থের প্রতি ঘৃণার ভাব রাখা অবিচার বলিতে হইবে। তাহাদিগকে কায়স্থ বলিয়া স্বীকার না করিয়া কায়স্থজাতির অঙ্গ হইতে তাহাদিগকে কর্ত্তন করিবার যে ইচ্ছা তাহা কি একটা অনাবৃত নির্লজ্জতা নহে? কোন্ সমাজের কায়স্থ বলিতে পারেন, বাহাত্তর ঘরের কোন ঘরই তাহাদের সমাজে প্রবেশ-লাভ করে নাই? বাহাত্তর ঘরের রক্ত যখন কায়স্থসমাজে অল্লাধিক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, তখন বাহাদুরীর প্রলোভনে তাহাদিগকে অনার্য্য বলিতে যাওয়া প্রকারান্তরে সমগ্র কায়স্থজাতিকে অনার্য্য বলা ব্যতীত কিছুই নহে। আর যদি সত্য সত্যই কায়স্থ-জাতির কিয়দংশ আভিজাত্যাভিমানে অন্ধ হইয়া, উহাদিগকে জাতীয় অঙ্গ হইতে ছেদন করিতে চাহেন, তাহা হইলে সেই অবিমৃষ্য-কারিতার ফলে কায়স্থসমাজে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, তাহাতে জাতীয় উন্নতি ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। বিরাটের কল্পনা ক্ষুদ্রত্বে পরিণত হইয়া 'শিব গড়িতে বানর গড়িবার' দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইবে। আশায় নিরাশা—আনন্দে নিরানন্দ—স্বাস্থ্যে অসুস্থতা আনিবে। ইহা কি স্বজাতি-হিতৈষী কাহারও ইচ্ছা হইতে পারে? অঙ্গচ্ছেদ করিলে যে বেদনা বাড়িবে—শক্তি বিহত হইবে—দৌর্ব্বল্য গ্রাস করিবে, ইহা কি চিন্তার বিষয় নহে? তবে এস ভাই, অনুদার মত দূরে রাখিয়া স্বজাতির হিতাকাঙ্ক্ষায় হৃদয় ভরিয়া এস, ভ্রাতৃভাবে উহাদিগকে (বাহাত্তর ঘরকে) কোলে টানিয়া লও—শিক্ষায় সভ্যতায় ও জীবিকায় উহাদিগকে উন্নত কর। জাতির মসীলেপিত বদন উজ্জ্বল হইবে। উহাদিগকে ছেদন করিয়া তোমরা উন্নত ও পবিত্র থাকিতে পার স্বীকার করি, পরন্তু যতদিন উহারা কায়স্থ নামে পরিচিত ও অনুন্নত থাকিবে, ততদিন তোমাদের মুখের মসী কখনই লোকলোচনের অদৃশ্য হইবে না। ইহা স্মরণ রাখিয়া বাক্যালাপে বা লেখনীর মুখে জাতির অঙ্গ বিশেষকে অযথা আক্রমণ করিও না। উত্তমাঙ্গ সমগ্র অঙ্গের উন্নতির পন্থা আবিষ্কার করিয়া শক্তিশালী জাতি হও—আত্মদ্রোহী হইয়া অভিশপ্ত হইও না—বিনীত নিবেদন ইহাই মাত্র।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

১। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ তালুকদার মহাশয়ের প্রণীত বৈশ্যজাতিতত্ত্ব নামক গ্রন্থের সমালোচনা করিবার সময়ে উক্ত পুস্তকের ২০৫ পৃষ্ঠায় নিম্ন-লিখিত মন্তব্যে আমরা আকৃষ্ট হই। গ্রন্থকার বলিতেছেন—

"আদমসুমারী সমাগতপ্রায়। গভর্ণ-মেণ্টের নিকট বৈশ্যত্ব দাবী করিয়া আমরা (সাহা-বৈশ্যজাতি) আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছি। তাহা প্রতিপাদন করিতে হইলে উপনয়নগ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। কেবল মাত্র শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা গভর্ণমেণ্টের নিকট বৈশ্যত্ব প্রতিপন্ন করা সুকঠিন, বঙ্গীয় কায়স্থ মহোদয়গণের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ১৯০১ সালের আদম-সুমারীর সময় তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু মাননীয় সেন্সাস কমিশনর মহাশয় বিশেষ শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও দ্বিজত্বের অভ্রান্ত পরিচায়ক একমাত্র উপবীত অভাবে তাঁহাদিগের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থজাতিকে শূদ্রবর্ণের অন্তর্ভূত করিয়া-ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা সে সময়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন নাই। পরে বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের কয়েকজন স্বনামধন্য স্বজাতিপ্রেমিক কর্ম্মবীরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অদম্য উৎসাহে বঙ্গীয় কায়স্থজাতি ব্রাত্যত্ব পরিহার পূর্ব্বক দ্বিজাচার গ্রহণ করায়, আগামী আদমসুমারীর পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর তাঁহাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব গ্রাহ্য করিয়া ইণ্ডিয়ান গেজেটিয়ারে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা প্রকৃত বৈশ্যাচার (উপবীত) গ্রহণ না করিয়া কেবল আবেদন নিবেদন করিলে যুগযুগান্তেও কৃতকার্য্য হইতে পারিব, বলিয়া বোধ হয় না।"

উপরোক্ত সুসমাচারটী কায়স্থসমাজের পক্ষে অতীব আনন্দপ্রদ। বঙ্গীয় কায়স্থজাতি যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে চিত্রগুপ্তদেবের সন্তান তাঁহারা ক্ষত্রিয়, তৎপ্রতি কোন সন্দেহ নাই। বঙ্গীয় ঔদারনৈতিক ব্রাহ্মণসমাজ যাঁহারা কায়স্থ-জাতির যুগান্তরীয় গুরু পুরোহিত তাঁহারা অনেক স্থলে তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন, ২।১ স্থলে যাঁহারা আজিও কায়স্থপক্ষ সমর্থন করিতে পারেন নাই তাঁহারাও আশা করি, শীঘ্রই কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিবেন। এই প্রকার সময়ে আমাদিগের পিতৃস্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া যে স্বীকার করিয়াছেন, ইহা কম আনন্দের বিষয় নহে। আজ বিজয়াবসানে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব-বিজয়-নিশান বঙ্গের এক প্রান্তদেশ হইতে অপর প্রান্তে উড্ডীন দেখিয়া কোন সহৃদয় ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থের মন আনন্দে পরিপ্লুত না হইতেছে। ধন্য সেই মহাবাক্য যাহা অনন্তকাল ভারতসমাজশিরে অঙ্কিত রহিয়াছে—

"যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ"

বৈদিক ধর্ম্ম, সমাজে পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা আজ কায়স্থের কতকটা সফল হইল।

২। বিগত ২০শে আশ্বিন দৈত্যগুরু-বারে ফরিদপুরের অন্তর্গত দোলকুণ্ডী গ্রামে কায়স্থধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর দেব-

বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে একটী কায়স্থোপনয়নকেন্দ্রে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহাত্মাগণ ক্ষত্রিয়োপনয়ন গ্রহণ করিয়া সমাজকে ধন্য করিয়াছেন। দোলকুণ্ডানিবাসী শ্রীযুক্ত হরলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা, নবীন চন্দ্র ঘোষ, অক্ষয়কুমার মিত্র, অবিনাশচন্দ্র মিত্র, নিবারণচন্দ্র বসু, নিশিকান্ত বসু, দুর্গাচরণ রাহুত এবং বরদাকান্ত দত্ত।

৩। দত্তপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত ধর্ম্মনারায়ণ ঘোষ দেববর্ম্মা মহোদয় লিখিতেছেন—"ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বর্ণি গ্রামে নিম্নলিখিত সম্ভ্রান্ত কায়স্থ মহাত্মাগণ বিগত ১২ই কার্ত্তিক শনিবারে ক্ষত্রোপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, সতীশচন্দ্র ঘোষ রায়, কামিনীকুমার দাষ, অক্ষয়কুমার দাষ, অবিনাশ চন্দ্র দাষ।

৪। ভ্রমসংশোধন।—আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার ১১৬ পৃষ্ঠায় নিরঞ্জনবালা উপন্যাসে দ্বিতীয় স্তম্ভে "হয়ে পত্নী তার কর কর্ত্তব্য সাধন" হইবে। ১২৪ পৃষ্ঠায় চিত্রগুপ্তদেবমূর্ত্তি প্রবন্ধে প্রথম স্তম্ভে 'ঘোষা ব্রহ্মবাদিনীর স্বামী কাক্ষীবান্ কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন" এই স্থলে 'কাক্ষীবান্' শব্দটী থাকিবে না। বর্ত্তমান সংখ্যার ২৬৮ পৃষ্ঠায় লঙ্ঘী হইবেক। ২৮৮ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় স্তম্ভে সম্পাদকীয় পাদ মন্তব্যের ১৯ পংক্তির ১ম শব্দ "সকলের" স্থানে "সবনের" হইবে।

৫। চারিদিক হইতে বঙ্গীয় কায়স্থের উপনয়নসংবাদ আমাদের কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে। "বঙ্গীয় কায়স্থ অধম শূদ্র নহে, লোকশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত" বঙ্গের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে, শ্রীভগবান্ তদীয় পাঞ্চজন্যশঙ্খনিনাদে এই শুভসংবাদ বঙ্গের গৃহে গৃহে ধ্বনিত করিতেছেন। এদিকে লোকগণনা প্রত্যাসন্ন। বঙ্গীয় কায়স্থ মহোদয়গণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন যে তাঁহারা আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া ক্ষত্রিয়ত্বজ্ঞাপক শুভ্র যজ্ঞোপবীত হৃদয়ে ধারণ করিয়া ক্ষত্রিয়ের সৎসাহস, শৌর্য্য ও বীর্য্যের পরিচয় প্রদান করুন। ফরিদপুর জিলান্তর্গত নিম্নলিখিত স্থানে কেন্দ্র হইয়া শারদীয়পূজার অব্যবহিত পরে যে সকল কায়স্থমহাত্মা যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে ভূষিত হইয়াছেন তাঁহাদিগের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) বিগত ১৩ই কার্ত্তিক রবিবার দিগ্‌নগর গ্রামে শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র গুহ মহাশয়ের বাটীতে শ্রীযুক্ত হরলাল ভট্টাচার্য্য এবং শশধর বিদ্যারত্ন মহাশয়দ্বয় দ্বারা, বাজোত্তন সহকারে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ উপনীত হইয়াছেন।—

১। শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা
২। ,, ব্রজেন্দ্রমোহন বসু ঐ
৩। ,, গিরীন্দ্রমোহন বসু ঐ
৪। ,, যোগেন্দ্রমোহন মিত্র ঐ
৫। ,, লালমোহন মিত্র ঐ
৬। ,, গোবিন্দচন্দ্র মিত্র ঐ
৭। ,, সুরেন্দ্রকুমার মিত্র ঐ
৮। ,, রজনীকান্ত বসু ঐ
৯। ,, বাণীকান্ত নন্দী ঐ
১০। ,, হেমকান্ত নন্দী ঐ
১১। ,, মনোমোহন বিশ্বাস ঐ
১২। ,, যতীন্দ্রমোহন বিশ্বাস ঐ

১৩। ,, নিবারণচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা
১৪। ,, মোহিনীমোহন মিত্র ঐ
১৫। ,, মন্মথনাথ দাষ ঐ

(খ) গ্রাম দোলকুণ্ডা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত হরলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়। বিগত শুভ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে কায়স্থধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত রাখলাল ধর দেববর্ম্মা মহাশয়ের আলয়ে কায়স্থের আদিপিতা ভগবান্ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের যথাবিহিত পূজান্তে নিম্নলিখিত ছয় জন কায়স্থ মহাত্মা উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ মিত্র দেববর্ম্মা
২। ,, ব্রজেন্দ্রকুমার মজুমদার ঐ
৩। ,, যামিনীকান্ত দাষ ঐ
৪। ,, রেবতীমোহন দেববর্ম্মা
৫। ,, সুরেন্দ্রমোহন দেববর্ম্মা
৬। ,, লোকনাথ দেববর্ম্মা

(গ) গ্রাম ১৭ রসী। আচার্য্য শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয়। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দেব মহাশয়ের আলয়ে উক্ত ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে ২৯ জন কায়স্থ মহাত্মা উপনীত হইয়াছেন, স্থানাভাবে তাঁহাদিগের নাম দেওয়া গেল না।

(ঘ) গ্রাম তুগুলদীয়া। ১৩ই কার্ত্তিক রবিবার, শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে কেন্দ্র হইয়া, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয়ের আচার্য্যত্বে ১১ জন কায়স্থসন্তান উপনীত হইয়াছেন। স্থানাভাবে তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল না। উপনীত কায়স্থ মহাত্মাগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

৬। অত্রিসংহিতা।—আজকাল অত্রিসংহিতা নামে যে সংহিতা বাজারে বিক্রীত হইতেছে, ও যাহা অবলম্বনে বঙ্গবাসী মোট ৩৯০ শ্লোকে অত্রিসংহিতা শেষ করিয়াছেন তাহা অপূর্ণ সংগ্রহ। পণ্ডিতপ্রবর স্মার্ত্তশিরোমণি মধুসূদন রায় বিদ্যারদ মহাশয়ের অনুকম্পায় মাধবাচার্য্যনিবন্ধকারগণধৃত কতকগুলি শ্লোক আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। আমাদিগের ইচ্ছা, সংহিতাগুলিকে সম্পূর্ণ ও সংশোধিত অবস্থায় প্রতিভার পাঠকগণের অধ্যয়নার্থে উপস্থিত করি।

৭। কলিকাতায় যুক্তবঙ্গের প্রাদেশিক সমিতি। বিগত ৩২শে ভাদ্র ও ১লা আশ্বিন শনিবার ও রবিবারে কলিকাতা মহানগরীতে উক্ত সমিতির একটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সাম্রাজ্যনীতিকুশল মহামনা শ্রীযুত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কতিপয় স্বনামধন্য রাজনীতিবিদ্যায় পারদর্শী হিন্দু ও মুসলমান মহাত্মা দেশের উন্নতিকল্পে নানাবিধ প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। আমরা রাজনৈতিক প্রস্তাবগুলি বর্জ্জন করিয়া সামাজিক প্রস্তাবগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। সভাপতিমহাশয়ের অভিভাষণ এতই সারগর্ভ হইয়াছিল যে, তাহা অধ্যয়নকালে আমাদিগের বোধ হইল যে, তিনি আর্য্যমনীষিগণের সতর্কতা যেন বর্ণে বর্ণে পরিপালন করিয়া গিয়াছেন। "যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং" যেন তাঁহার মহামন্ত্র ছিল। প্রথমতঃ পল্লীগ্রামের উন্নতি। সকলেই অবগত আছেন, আমাদিগের পল্লীগ্রামের অবস্থা ক্রমে ক্রমে অতীব শোচনীয় হইতেছে। ইহার প্রধান কারণ সংক্রামক ম্যালেরিয়ার বিষ, রাস্তাঘাট ও পানীয় জলের অভাব। পল্লীগ্রামস্থ ধনী ধীর ব্যক্তিগণ নগরে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতেছেন। প্রকৃতিদেবীর মনোহর উদ্যানগুলি—আমাদিগের

শৈশবের লীলাস্থলী পল্লী যেন শ্মশানে পরিণত হইতেছে। প্রত্যেক জেলায় এক একটী সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার অধীনে প্রধান প্রধান পল্লীগ্রামে এক একটী শাখা-সমিতি স্থাপন করিয়া তাহার উন্নতি বিধান করা আবশ্যক। আমি ভরসা করি ফরিদপুরের জেলাসমিতির অধিনায়কগণ এই প্রকার শাখা-সমিতি গঠন করিবেন। এই সকল শাখা-সমিতি পল্লীগ্রামের উন্নতিকল্পে অর্থসংগ্রহাদি অন্যান্য কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন। নিম্ন-স্তরের জাতিবৃন্দ বিশেষতঃ নমঃশূদ্রজাতির উন্নতিসাধন একটী অতি গুরুতর সমস্যা। এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজে তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। নমঃশূদ্র জাতির নেতৃগণ বলেন যে, পৌরাণিক ব্রাহ্মণীর গর্ভে ও শূদ্রের ঔরষে প্রতিলোমজাত যে চণ্ডালজাতি, তাহা হইতে নমঃশূদ্রগণ পৃথক্। বর্ত্তমান সময়ে এই জাতির দশদিন মাত্র অশৌচ, ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে এই জাতি অনুলোমজাত। শাস্ত্রে আছে—রজস্বলা স্ত্রীর ঋতুর প্রথম দিবসে সহবাসজনিত যে সন্তান উৎপন্ন হইবে তাহা চণ্ডাল হইবে। "প্রথমেঽহনি চণ্ডালী"। আমাদের বোধ হয়, এই প্রকারে সমুৎপন্ন সন্তানগণ চণ্ডাল নামে অভিহিত হইয়াছে। নচেৎ তাহাদিগের দশদিন অশৌচ কোথা হইতে আসিল? অধুনা এই নমঃশূদ্র যদি ব্রাহ্মণাদির গৃহমধ্যে প্রবেশ করে তবে গৃহ ও তন্মধ্যস্থিত পানীয় অশুদ্ধ হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইহা আর্য্যগণের কোন্ শাস্ত্রানুমোদিত? অধ্যাপক মহাশয়গণ একটী বচন উপস্থিত করেন—

"অন্ত্যজাতিরবিজ্ঞাতো নিবসেদ্ যস্য বেশ্মনি"
ইত্যাদি। (স্মৃতিঃ)

অর্থাৎ—অন্ত্যজাতি যদি অবিজ্ঞাতভাবে দীর্ঘ কাল গৃহে বাস করে তবে উক্ত গৃহের শুদ্ধি করিতে হইবে। এত দীর্ঘনিবাসের কথা, প্রবেশমাত্র অশুদ্ধ হইবার কথা নহে। আর কোনও স্মৃতির বিধান যদি অধ্যাপক মহাশয়েরা দেখাইতে পারেন তবে আমরা নিরস্ত হইব নচেৎ আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, নমঃশূদ্রজাতি আমাদের গৃহে প্রবেশ করিলে কোন ক্ষতি হয় না। তাহারা আমাদিগকে বারি-পূর্ণ হুকাও দিতে পারে। আমরা আশা করি, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজ অচিরে এই জাতির প্রতি উদার ভাব অবলম্বন করিবেন।

৮। "অধুনা অস্মদ্দেশীয় ব্রাহ্মণসমাজ প্রত্যক্ষ ও শাব্দপ্রমাণে বঙ্গীয় চারি শ্রেণীর কায়স্থজাতি যে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের সন্তান ও বিশুদ্ধ-ক্ষত্রিয়-বর্ণান্তর্গত স্বীকার করিয়া, আমরা আমাদিগের ব্রাত্যতা দোষ ক্ষালনের জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি তাহা শাস্ত্রসিদ্ধ হইতেছে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইতেছেন। বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্মার্ত্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ মহাশয় এই সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ভরসা করি, অধ্যাপক মহাশয়-গণের সন্দেহ দূরীভূত হইবেক।

"নৈমিত্তিকোপনয়নং দক্ষিণায়নে শুক্রাস্তাদ্যকালেঽপি ভবতুমর্হতীতি"—অর্থাৎ দক্ষিণায়নে শুক্রাস্তাদি অকালেও নৈমিত্তিক উপনয়ন হইতে পারে। আমাদিগের উপনয়ন প্রায়শ্চিত্তাত্মক সুতরাং নৈমিত্তিক। শ্রাবণ হইতে আরম্ভ হইয়া পৌষমাস পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ন অর্থাৎ দেবতাদিগের রাত্রি। বর্ত্তমান বর্ষে ১লা আশ্বিন হইতে ২৯শে পৌষ অকাল। এই দক্ষিণায়ন ও অকালে কায়স্থগণের প্রায়শ্চিত্তাত্মক উপনয়ন হইবার কোনও বাধা নাই।

"বিপ্রস্য ক্ষত্রিয়স্যাপি মৌঞ্জী স্যাদুত্তরায়ণে
দক্ষিণে চ বিশাং কার্য্যং নানধ্যায়েন সংক্রমে।
অনধ্যায়েঽপি কুর্ব্বীত যস্য নৈমিত্তিকং
ভবেৎ॥"
(মলমাসতত্ত্বধৃত গর্গবচন)

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন উত্তরায়ণে এবং বৈশ্যদিগের উপনয়ন দক্ষিণায়নে হইবে, কিন্তু অনধ্যায়কালে অথবা সংক্রান্তিতে হইবে না। অনধ্যায়কাল যথা—প্রতিপদ, অষ্টমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা এই ৬টি তিথিতে বেদাধ্যয়ন নিষেধ। ইহা ব্যতীত পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ও সমস্ত বৎসরে মধ্যকালে মেঘগর্জ্জন, এবং মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখে অকালবৃষ্টি সময়ে বেদাধ্যয়ন ও উপনয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু যাঁহাদিগের প্রায়শ্চিত্তাত্মক নৈমিত্তিক উপনয়ন তাঁহারা অনধ্যায় দিবসেও উপনীত হইতে পারিবেন। উক্ত গর্গ বচনের ভাষ্যে পারস্কর বলিতেছেন—

"অপিনা দক্ষিণায়নকৃষ্ণপক্ষয়োঃ সমুচ্চয়ঃ নৈমিত্তিকং প্রায়শ্চিত্তরূপং" অর্থাৎ গর্গের "অপি" শব্দটীকে পারস্কর কিঞ্চিৎ সম্প্রসারিত করিয়া বলিতেছেন যে, প্রায়শ্চিত্তাত্মক নৈমিত্তিক উপনয়ন দক্ষিণায়নে ও কৃষ্ণপক্ষেও (পিতৃগণের দিন) ও হইতে পারে।

নৈমিত্তিকানি কাম্যানি নিপতন্তি যথা তথা।
তথা তথৈব কার্য্যানি ন কালস্তু বিধীয়তে॥"
(মলমাসতত্ত্বীয় দক্ষবচনম্)

অর্থাৎ—গ্রহযোগতত্ত্বে দক্ষ বলেন যে, নিমিত্তজনিত কার্য্য যখনই উপস্থিত হইবে তখনই তাহা সম্পন্ন করিবে। এই সকল শাস্ত্রবচনে বঙ্গীয় কায়স্থগণ তাঁহাদিগের নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তাত্মক উপনয়ন কোনও একটী শুভদিনে সম্পন্ন করিতে পারিবেন, অকাল, অশুদ্ধকাল, দক্ষিণায়ন এই সকল বিচার নিষ্প্রয়োজন। কেহ কেহ মনে করেন যে, কায়স্থদিগের উপনয়ন দাবী তামাদি দোষে বারিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের প্রবোধার্থে নিম্নলিখিত আপস্তম্বসূত্রটী দিলাম।

"যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তস্য দ্বাদশবার্ষিকং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং॥"
অর্থাৎ—যাঁহাদিগের প্রপিতামহ প্রভৃতির ঊর্দ্ধতন পুরুষের উপনয়ন স্মরণপথে আসে না, তাঁহারা দ্বাদশবার্ষিক ব্রত এবং ত্রিবেদোক্ত ব্রহ্মচর্য্য করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিবেন। আপস্তম্ব বেদের একটী শাখা বিশেষ, তাহারা প্রমাণ অভ্রান্ত বলিয়া সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। কলিযুগে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রহ্মচর্য্য অসম্ভব তজ্জন্য কাশীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় অনুকল্পের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাহা পাঠক মহাশয়গণ মৎপ্রণীত কায়স্থতত্ত্বের ১২৬ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। তদনুসারে প্রায়শ্চিত্তমান তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে যথা ধনী ধীর গোর মূল্যের পরিবর্ত্তে ৩৬০৲ টাকা ও দরিদ্র ৩৬০ পয়সা ও অতি দরিদ্র ৩৬০ কড়ি অর্থাৎ রজত, তাম্র কপর্দ্দিকা মান দিতে হইবেক। এই অনুকল্প ব্যবস্থানুসারে বঙ্গীয় কায়স্থগণ যাঁহারা প্রায় অনেকেই দরিদ্র ৩৬০ পয়সা অর্থাৎ ৫৷৷৵০ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন।

৯। অগ্রহায়ণমাসে মায়ের আগমনী পাঠ করিয়া প্রতিভার পাঠকগণ আমাদিগের প্রতি ভ্রুকুটী প্রদর্শন করিবেন না। কবির দোষ নাই। আশ্বিন মাসে স্থানাভাব বশতঃ পূণ্যাহ

মার্গশীর্ষে মাসের অভ্যর্থনা করিলাম। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্" অর্থাৎ মাসমধ্যে আমি অগ্রহায়ণ মাস, কেন না মৃগশীর্ষেণ যুক্তাপৌর্ণমাস্যস্মিন্ 'অভিনব-শালিবাস্তুকশাকাদিশালীশীততাপশূন্যত্বেন চ সুখহেতুঃ। অর্থাৎ মৃগশিরাযুক্তে পৌর্ণমাসী অগ্রহায়ণমাস নূতন সুপক্কশালিধান্য ও বাতুয়া আদি সুখসেব্য শাকাদিবিশিষ্ট শীততাপপরিশূন্য পরম সুখকর অগ্রহায়ণমাস। এ প্রকার রমণীয় মাসে ভগবতীর আরাধনার উত্তম সময়। তাই অগ্রহায়ণে আগমনী।

১০। বঙ্গে নব-বৃন্দাবন। বিগত ১৬ই কার্ত্তিক একটী কায়স্থসভায় যোগদান করিতে ফরিদপুরের আর্য্য-কায়স্থ-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় পাবনাজেলান্তর্গত সাগরকান্দী গ্রামে উপস্থিত হন। তথাকার প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত অনাদিকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের বাটীতে তিনি দিবস-দ্বয় পরমসুখে অতিবাহিত করিয়া দত্ত মহাশয়ের আতিথ্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রচুর নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দত্ত মহাশয় তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষদিগের সংস্থাপিত শ্রীশ্রীরাধারমণবিগ্রহের যে প্রকার সেবা, ভোগ, কীর্ত্তন এবং ভজনাদি প্রত্যহ করিয়া থাকেন তদ্দৃষ্টে দর্শকের শ্রীবৃন্দাবনের কথা মনে পড়ে। ফলতঃ দত্ত মহাশয় প্রকৃতপক্ষে শ্রীবৃন্দাবনের পূজা-প্রণালীর আদর্শানুকরণে তদীয় দিব্য বিগ্রহের আরাধনা করিয়া ধন্য হইতেছেন। এই নববৃন্দাবন মধ্যে বাস করিয়া লোকে কৃতার্থ হইতেছেন। ১৭ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা-কাল হইতে রাত্রি প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত সভার অধিবেশন হয়। শতাধিক কায়স্থ ও ৫।৬ জন ব্রাহ্মণ মহোদয় উপস্থিত থাকিয়া শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই একবাক্যে বঙ্গীয় কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। আমরা আশা করি, সাগরকান্দীর কায়স্থ মহোদয়গণ অতি সত্বর উপনীত হইবেন।

১১। যশোহর জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর হইতে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বিগত কার্ত্তিকমাসে বারুইপাড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মৈত্রেয় মহাশয়ের আচার্য্যত্বে ১৪২ জন ও রাউতাড়া গ্রামে ২১ জন কায়স্থসন্তান ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। ৯৩ বৎসরের একজন বৃদ্ধ কায়স্থ উপনীত হইয়া তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের অনুশাসন পালন করিয়া বৃদ্ধ কায়স্থগণের অনুকরণীয় পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। কতকগুলি শাস্ত্রানভিজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠ কায়স্থ বলিয়া থাকেন, "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এইক্ষণ কিপ্রকারে উপনয়ন গ্রহণ করিব?" এই প্রকার উক্তি যে নিতান্ত অসার ও অশাস্ত্রীয় তাহা প্রতিভার পাঠকগণ অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

১২। আমাদের বঙ্গীয় কায়স্থসভার প্রধান নেতা স্বনামধন্য মহামনা শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্ম মহোদয় বিগত পূজার অবকাশে উত্তর-ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। "সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ে এক ভাষা, এক লিপি দ্বারা হিন্দুজাতির একত্ববিধান" সারদাবাবুর জীবনের আকাঙ্ক্ষা উদ্দেশ্য। এই কার্য্য সাধন জন্য তিনি পাটনা ও দিল্লীতে ২টী মহতী সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ সরোবরে প্রস্ফুটিত শতদল কমলের ন্যায় সমাজনাম্নী সাপ্তাহিক পত্রিকা পাঠে আমরা জানিতে পারিলাম যে, মিত্র মহাশয় তাঁহার সারগর্ভ অতীব উপাদেয় বক্তৃতা কালে বলিয়াছিলেন বর্ত্তমান সার্ব্বভৌম একেশ্বর সম্রাটের রাজত্বে অপূর্ব্ব শান্তিসুখ সম্ভোগ করিতে করিতে আমরা যদি এক ধর্ম্মের আশ্রয়ে এক দেবভাষা প্রভাবে একজাতিত্বে পরিণত হইতে পারি তবে আমরা নিতান্ত হীনবল সন্দেহ নাই। আমরা ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া তাঁহার অভীপ্সিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হউন।

১৩। আগামী মার্চ্চমাসে লোকগণনায় হিন্দু কে, ইহ নির্দ্ধারণ জন্য হিন্দুসমাজের কোন মান কর্ত্তা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যে সকল জাতি পতিত, যাহাদিগের জল চলে না, ও যাহারা দেবদেবীর মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, তাহাদিগকে হিন্দুজাতি হইতে খারিজ করা উচিত। আমরা আশা করি, এইপ্রকার প্রলাপবাক্য কর্ত্তৃপক্ষগণ কখনও অনুমোদন করিবেন না। বঙ্গীয় কয়েকটী প্রধান প্রধান জাতির জল আজিও সমাজে চলে নাই, তাই বলিয়া তাঁহারা যে অহিন্দু একথা যে মুখে উচ্চারণ করিতে পারে সে উন্মত্ত তাহাকে সমাজের শান্তি গৃহে শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা উচিত। দশম অধ্যায়ে রাজর্ষি মনু বলিয়াছেন।—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি, ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্॥

কালনেমির আবর্ত্তনে যে সমাজে শূদ্র ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ শূদ্র হইতেছেন তাহাতে নিম্নস্তরের জাতিব্যূহকে অহিন্দু বলা উন্মত্তের প্রলাপ।

১৪। বঙ্গীয় কায়স্থের প্রতি শালগ্রামের আদেশ।—আমরা নববঙ্গ পত্রিকা পাঠে অবগত হইলাম যে, প্রেসিডেন্সী কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত সাহিত্যপরিষদের জন্য ২টী অদ্ভুত শালগ্রাম সংগ্রহ করিয়াছেন। এই শালগ্রামদ্বয় অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন। প্রথমটী তাম্রধাতু সংস্পর্শে ও দ্বিতীয়টী কোন শুদ্ধাচারী দ্বিজের স্পর্শে ঘুরিয়া থাকে। পরীক্ষা জন্য সম্প্রতি শালগ্রাম ২টী শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এটর্ণী মহাশয়ের কলিকাতাস্থ ভবনে আনা হয়। প্রথম শালগ্রামটী যে তাম্রস্পর্শে ঘুরিতে থাকে তাহা পরীক্ষা মাত্রেই সাব্যস্ত হয়। গৃহকর্ত্তা খগেন্দ্রবাবু অপর শালগ্রামটী স্পর্শ করিলে তাহা অল্প অল্প ঘুরিয়াছিল। খগেন্দ্রবাবুর নবোপনীত ভ্রাতুষ্পুত্র হস্তার্পণ করা মাত্রেই শালগ্রামটী দ্রুতবেগে ঘুরিতে থাকে। তৎপরে ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় স্পর্শ করিলে তাহার ঘোরা বন্ধ হয়। তাহার পর হাইকোর্টের অরিজিনাল সাইডের কর্ম্মচারী উপনীত কায়স্থ অমৃতগোপাল বসু দেববর্ম্মা মহাশয় শালগ্রাম স্পর্শ করিবামাত্র তাহা দ্রুতবেগে ঘূর্ণিত হইয়াছিল। ব্যোম-কেশ মহাশয় ধরিবা মাত্র শালগ্রাম আর ঘুরিল না, তখন অমৃতবাবু পুনর্ব্বার স্পর্শ করিলে উহা আবার ঘুরিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে উপস্থিত অন্যান্য অনেকে শালগ্রাম স্পর্শ করিয়াছিলেন। কিন্তু শালগ্রাম কাহারও

স্পর্শে সজীবতা প্রকাশ করে নাই। আমরা সকলেই জানি যে, শালগ্রামশিলা অখণ্ডমণ্ডলাকার পরব্রহ্মের প্রতিমূর্ত্তি, এই শিলাই আমাদিগের দেবতা, তাঁহার আবির্ভাব ভিন্ন কোন আনন্দময় বিগ্রহের সজীবতা আমরা উপলব্ধি করি না। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের সর্ব্বত্র শ্রীভগবানের সত্তা নিহিত, আমরা যোগবলে, ভক্তিবলে, উপাসনা বলে সেই সত্তাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া থাকি, তাহারই অভিব্যক্তি শালগ্রামশিলা। এই পাপতাপময় সংসারে ইনিই আমাদিগকে নিরন্তর স্বর্গের পথ দেখাইতেছেন, ইনিই আমাদিগের স্বর্গের পুরোহিত। উপনীত কায়স্থ যে সদাচারী তাহা প্রমাণ করিবার জন্যই যেন এই শালগ্রাম আজ আমাদের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন। আশা করি এই শালগ্রামের সঙ্কেতাত্মক উপদেশ বঙ্গীয় কায়স্থগণ শিরোধার্য্য করিয়া আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের বৈদিকাচার অতি সত্বর গ্রহণ করিবেন। বঙ্গীয় কায়স্থগণের ন্যায় মহাভারতপ্রসিদ্ধ বৃষ্ণিবংশও একসময়ে বহুশতাব্দীকাল ব্রাত্য ছিল, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে উপনয়ন গ্রহণ করিয়া উক্ত বংশের ব্রাত্যতা ক্ষালন করেন। মহাজনদিগের পথ যদি আমাদিগের গন্তব্য হয়, তবে শ্রীভগবানের প্রদর্শিত পথ কায়স্থগণের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

১৫। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা।

বঙ্গীয় কায়স্থজাতির আদিপুরুষ পুরাণপ্রথিত ভগবান্ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজার বিবরণ গৌড়বঙ্গের নানাস্থান হইতে আমরা শ্রবণ করিতেছি। বঙ্গের নব-ক্ষত্রিয় সমাজে শ্রীভগবানের পূজা অতিশয় মনোমদ! শ্রীযুক্ত কায়স্থাচার্য্য রামাপদ পালচৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন—শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধনেন্দ্রনাথ মিত্র দেববর্ম্মার কলিকাতাস্থ ২০নং গ্রেষ্ট্রীট ভবনে কায়স্থোপনয়নকেন্দ্রে বিগত ১৭ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবারে শুক্লা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীভগবানের পূজা, হোম, যজ্ঞ ও তৎপরে কায়স্থোপনয়ন হইয়াছিল। হুগলী জিলান্তর্গত বাতানল গ্রামে সরকার বাটীতে এবং ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত দোলকুণ্ডীগ্রামে শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর দেববর্ম্মার বাটীতে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা হোমাদি ও কায়স্থোপনয়ন হইয়াছে। দিনাজপুর হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ সিংহ মহাশয় লিখিতেছেন যে, তথাকার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের বাটীতে পশ্চিমদেশীয় গোরখপুরনিবাসী জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত রামলক্ষ্মণ শর্ম্মা পাণ্ডে মহাশয়ের পৌরোহিত্যে ভগবানের পূজা, হোমাদি হইয়াছিল। তৎকালে কায়স্থ মহাশয়গণ চিত্রগুপ্তাখ্যান শ্রবণ ও তাঁহার পবিত্র চরণে ভক্তিভাবে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে নিম্নলিখিত স্থানে পূজা হোমাদি হইয়াছিল—প্রয়াগস্থ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব-মন্দিরে, লাহোর, মিরাট, কানপুর, অযোধ্যা, আলিগড় ইত্যাদি স্থানে।

১৬। ভারতসম্রাটের রাজ্যাভিষেক।—সমগ্র ভারতবাসী বিশেষতঃ রাজভক্ত বঙ্গীয় কায়স্থগণ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে, আমাদের প্রজাবৎসল, ভারতসাম্রাজ্যের অধীশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ আগামী ১লা জানুয়ারি রবিবারে প্রাচীন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দিল্লীনগরীতে ভারতসম্রাটপদে অভিষিক্ত হইবেন। হিন্দুর পক্ষে সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তীর সন্দর্শন পরম পবিত্রকর। যে জাতির মধ্যে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" একটী অনুত্তম বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ৫ম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক যে পরম প্রীতিকর হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ভারতসম্রাটদর্শনসুখ অনেক দিন আমাদিগের অদৃষ্টে ঘটে নাই, আশা করি এবার ভারতবাসিগণ সেই সুখ সম্ভোগ করিয়া তাঁহাদিগের জীবন সার্থক করিবেন। সম্রাটও নিজচক্ষে দেখিবেন যে ভারতবাসিগণ তাঁহাকে কতদূর ভালবাসে। শ্রীভগবানের নিকট আমরা ৫ম জর্জ্জের দীর্ঘ জীবন ও শান্তিসুখে ভারতে তাঁহার সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজত্ব কামনা করি।

কায়স্থের কর্ত্তব্য।

কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে অসংখ্য প্রমাণ, কায়স্থের উৎপত্তি, বিস্তৃতি, স্থানভেদে ও বংশভেদে নামের এবং আচারের বিভিন্নতা প্রাচীনকালে কায়স্থের অধিকার সমাজে ও রাজসভায় স্থান, রাজকার্য্যে নিয়োগ, পারদর্শিতা, বঙ্গে আগমন, উপবীত ত্যাগের কারণ, শূদ্রের অধিকার, রাজসভায় ও উচ্চকার্য্যে অনধিকার, সমাজে স্থান, কায়স্থ ক্ষত্রিয়াচার এবং কোন জাতি নিজ বর্ণোচিত আচারভ্রষ্ট হইলে বহুকাল পরে তাহাদের বংশধরগণের ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা, নবদ্বীপ, কলিকাতা, পুড়ো, কলসকাঠী, কৃষ্ণনগর, ফরিদপুর, বর্দ্ধমান, অগ্রদ্বীপ, হুগলী, বীরভূম, বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলের বহুতর প্রধান প্রধান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মহোদয়গণের প্রায়শ্চিত্ত বিধানান্তর উপবীত গ্রহণের এবং অশৌচাদি বিষয়ে ক্ষত্রিয়াচার পালনের ব্যবস্থা পণ্ডিত মহাশয়দিগের নাম, বিরুদ্ধবাদীরা এপর্য্যন্ত যত তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন তৎসমুদায় খণ্ডন ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের আবশ্যকতা প্রভৃতি বিষয় নিম্নলিখিত পুস্তক এবং মাসিক পত্রিকাগুলিতে বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, মনুসংহিতা, অত্রিসংহিতা, পরাশরস্মৃতি, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, নারদসূত্র, রাজতরঙ্গিণী, মিশ্রকারিকা, কায়স্থকৌস্তুভ প্রভৃতি প্রাচীনগ্রন্থ সংস্কৃতকাব্য ও নাটক; কাশ্মীর, কর্ণাট, সৌরাষ্ট্র, রাজপুতনা, মধ্যদেশ প্রভৃতি দেশের ইতিহাস মুসলমান আমলের কোন কোন পারসি ইতিহাস, হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া উক্ত পুস্তক ও পত্রিকানিচয়ে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। কায়স্থ মাত্রেরই এই সব বিষয়ে অর্থাৎ কায়স্থতত্ত্ব বা ইতিহাস জানা কর্ত্তব্য।

কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে যদি কোন কায়স্থের কিম্বা অপর কাহারও সন্দেহ থাকে অথবা পুনঃসংস্কার অনাবশ্যক বলিয়া বোধ থাকে তাহা হইলে তাঁহার এই সমস্ত পুস্তক পাঠ করিয়া মত স্থির করা কর্ত্তব্য। কেবল যাহা আমরা দেখিয়া আসিতেছি কিম্বা জানি তদতিরিক্ত জ্ঞান আর নাই অথবা তাহার অন্যথা করা দোষাবহ এইরূপ ধারণা ভ্রান্তি বই

আর কিছুই নয়। কায়স্থের উপনয়ন গ্রহণ ও ক্ষত্রিয়াচার পালন সম্বন্ধে পুনঃব্যবস্থা গ্রহণ অনাবশ্যক। যথেষ্ট ব্যবস্থা সংগৃহীত হইয়াছে। এই আন্দোলন আজ নূতন নহে। হাবড়া জিলাস্থিত আন্দুলের রাজা মহাত্মা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর ১২৫৩ সালে এই আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন তদবধি ক্রমে বিস্তারলাভ করিয়াছে। বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে তর্ক করা কেবল সময় নষ্ট এবং জিহ্বার ও মস্তিকের নিষ্ফল ব্যায়াম মাত্র। কায়স্থদিগকে এই সব বিষয়ে প্রবুদ্ধ করা বর্ত্তমান সময়ে অতীব প্রয়োজন। বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে কেহ কেহ বুঝিলেও কিম্বা চক্ষুলজ্জার খাতিরে, কিম্বা বাধ্যবাধকতায় হাঁ হাঁ করিলেও কোন ফল নাই। তাহারা নিশ্চিত বলিবে সমাজের মত না হইলে আমি একা কি করিতে পারি? প্রকৃতপক্ষে একা কিছু করিতে পারে না। এ অবস্থায় তাহাদিগকে এক এক করিয়া এমনকি সমবেত করিয়াও বুঝাইবার চেষ্টা সময়ক্ষেপ মাত্র। অবান্তর কথা, কিম্বা মূল বিষয় অপ্রাসঙ্গিকভাবে ব্যক্তিবিশেষের বিদ্রূপাত্মক বিদ্বেষমূলক কথা সম্বন্ধে কাহারও সহিত বিবাদ ও তর্ক করা নিষ্প্রয়োজন। আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুরিত করা প্রত্যেক কায়স্থের কর্ত্তব্য। মনের অন্ধকার দূর না হইলে আত্ম-মর্য্যাদাবোধ অসম্ভব। উক্ত পুস্তক ও প্রবন্ধ-গুলি অন্ধকারনাশের প্রধান উপায়। দুই এক দিনের বক্তৃতায় কিম্বা উত্তেজনাপূর্ণ ভাব-ময় বাক্যবিন্যাসে কখনও স্থায়ী ফল হয় না। স্থায়ী ফলের জন্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনদ্বারা জ্ঞানলাভ প্রয়োজন। ২।৪ দিনে কেহ জ্ঞানী হইতে পারে না। উপরোক্ত কথাগুলি সর্ব্বদা মনে জাগরূক রাখা সময়োচিত কর্ত্তব্য বিশে-ষতঃ যাঁহারা এই বিষয়ে অগ্রবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে:—

পুস্তক।

১। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা প্রণীত "কায়স্থের বর্ণনির্ণয়" মূল্য ১৲ ঠিকানা ২০নং কাটাপুকুরের লেন, কলিকাতা।

২। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ, প্রণীত "কায়স্থতত্ত্ব" মূল্য ।৵০ ঠিকানা ফরিদপুর আর্য্য-কায়স্থ সভা।

৩। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা বি, এল প্রণীত "কায়স্থতত্ত্ববিচার" মূল্য ॥০ ঠিকানা বগুড়া।

পত্রিকা।

৪। "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা" (মাসিক) বার্ষিক মূল্য ১॥০ ঠিকানা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা সম্পাদক আর্য্যকায়স্থ আফিস ফরিদপুর।

৫। "কায়স্থপত্রিকা" (মাসিক) বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকার মধ্যে। ঠিকানা ৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট কলিকাতা।

গ্রন্থকার এবং সম্পাদকদিগের নামে চিঠি লিখিলেই ভিঃ পিঃ ডাকে পুস্তক ও পত্রিকা পাঠাইবেন।

প্রতিমাসে যত জন কায়স্থ উপবীত নিতে-ছেন এই সব পত্রিকায় ও আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁহাদের নাম ধাম পাওয়া যাইবে।

জনৈক কায়স্থহিতৈষী।

সমালোচনা।

১। কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ (সামাজিক চিত্র) নাটক। শ্রীযুক্ত অন্নদা-প্রসাদ মজুমদার বি, এল, মুন্সেফ মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা প্রণীত মূল্য ।৵০ মাত্র। গ্রন্থকর্ত্তার নিকট ভিঃ পিতে ।৶০ ব্যয়ে পাওয়া যায়। আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। গ্রন্থখানি সাময়িক ও অতীব উপাদেয়। গ্রন্থকর্ত্তা যে প্রকৃত প্রস্তাবে একজন সরস কবি তৎপ্রতি সন্দেহ নাই। তিনি কাব্যাদি লিখিলে কালে একজন বঙ্গের প্রধান কবি হইবেন। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের প্রধান প্রধান রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার যোগ্য। ইহাতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব উত্তমরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে কবি সুন্দর সুন্দর গান সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। নমুনাস্বরূপ একটী উদ্ধৃত করিলাম।

বেহাগ মিশ্র।

(আজি) বিহগকূজনে সখি, কার স্মৃতি হৃদে জাগি,
পরাণ উদাস এত হইল।
কার ছায়া বাতায়নে, পশিয়া সমীর সনে,
মরমে আকুল করি তুলিল॥
(সখি) কে আসি পাশিল হৃদিকাননে,
কেবা পরশিল হাসি আননে,
কার অনুরাগে মিশি, উছলি সোণার শশী,
সুবিমল সুধারাশি ঢালিল।
(সখি) কেবা হেসে দেখা দিল স্বপনে,
(কেবা) আঁখিবারি মুছাইল যতনে,
আকুলি শিখিনীগণে, মোহিয়ে নিকুঞ্জবনে
কাহার মোহন বাঁশী বাজিল॥

এইরূপ সুন্দর সুন্দর গান অনেক আছে। দেবসভায় ও মানুষের সভায় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণিত হওয়াতে এই চিত্রখানি দ্বারা কায়স্থসমাজের উপকার হইবে আমরা আশা করি। প্রফুল্লকুমার উপনীত কায়স্থ, ও তাঁহার কনিষ্ঠ মোহিতকুমার, পাশ্চাত্য-বিদ্যাভিমানী উপনয়নসংস্কারের বিরুদ্ধবাদী, কনকলতা প্রফুল্লকুমারের স্ত্রী এই তিনটী চিত্র স্বভাবসুন্দর হইয়াছে। দেবগুরু বৃহস্পতির শেষ মীমাংসা সন্দিগ্ধচিত্ত কায়স্থগণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া এই সময়ে কার্য্য করিলে সমাজের গৌরব হয়। কায়স্থের কন্যাদায়ী নীলমাধবের চিত্রে সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকের ভাগ্যে Derby-sweepএ অর্থলাভ হয় না, কন্যার বিবাহে তাঁহারা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন। চারি শ্রেণীর মিলন ও পণপ্রথার উচ্ছেদন যে ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন গ্রহণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে তাহা কবি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা মনে করি দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে পানওয়ালী ও সিগারেটওয়ালার গান-গুলি বাদ দিলে ক্ষতি ছিল না। কবি শৃঙ্গাররসের এতদূর বিস্তৃতি করিয়াছেন যে, কোন কায়স্থসভার প্রারম্ভে কি শেষে গীত হইবার উপযুক্ত একটী গীতও আমরা পাইলাম না। ক্ষত্রিয়ত্ব গ্রহণের সহিত রুদ্ররসের অবতারণা করিলে ভাল হইত। আমরা আশা করি প্রত্যেক কায়স্থ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমোদচ্ছলে অনেক উপদেশ লাভ করিবেন।

২। বৈশ্যজাতিতত্ত্ব।—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ তালুকদার প্রণীত এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও শ্রীহট্ট বৈশ্যসমিতি হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান

২০৮।২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মূল্য ॥০ আনা মাত্র। গ্রন্থখানি সুবৃহৎ ২৩৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহাতে বৈশ্যজাতি ও সাহা সম্প্রদায় সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্তার গবেষণা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। ইহাতে অনেক কথা আছে যাহা কেবল সাহাজাতির নহে সকল হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক সম্পত্তি। ঋগ্বেদে বিশ্ বিট্ শব্দ প্রয়োগে সভ্য ব্যক্তি মাত্রকেই বুঝাইত, তৎপরে বিশতে, ভুঙ্‌ক্তে ভোগ করা অর্থে বণিগাবিশ বৈশ্য শব্দ ব্যবহার হইত। গ্রন্থকর্ত্তা বলেন পরশুরামসংহিতায় বণিক্‌জাতিকে ৫ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে তন্মধ্যে খন্দ বা শস্য বণিক্, সাহাজাতির আদিবংশ। উক্ত সংহিতার মূল শ্লোকটী উদ্ধৃত করা উচিত ছিল। বঙ্গীয় কায়স্থদিগের ন্যায় সাহাজাতিও বঙ্গে পতিত। এই সকল জাতি ভারতের অন্যান্য স্থানে তাঁহাদিগের নিজ নিজ অধিকার হইতে বিচ্যুত হন নাই। বঙ্গে জলবায়ুর গুণেই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক সমস্ত জাতিগুলি অধঃপতিত। ইহার একটী প্রধান কারণ রঘুনন্দনের অন্যায় আদেশ বঙ্গে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় নাই সকলেই জঘন্য শূদ্র। তাহার পর ব্রাহ্মণদিগের তাড়না ও অনুশাসনে, সমস্ত জাতিগুলি জ্ঞান ও আচারের বহির্ভাগে আসিয়া অজ্ঞানতিমিরান্ধকারে নিমজ্জিত হইতেছিল, এমন সময়ে এশিয়া খণ্ডের গৌরবসূর্য্য সমুদিত হইয়া প্রাচ্যাকাশ লৌহিত রাগে রঞ্জিত করিল। জাপানের জয় জয় শব্দ ঘনঘন তূর্য্যধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিল। এসিয়ার সহস্র২ হিন্দু ও মুসলমানজাতি সেই জয়নিনাদে আকৃষ্ট হইয়া স্বাধিকার গ্রহণে বদ্ধপরিকর হইল। বঙ্গের জাগরণ যুগ আরম্ভ হইল। গ্রন্থকার সপ্তত্রিংশ প্রমাণ যে ভাবে সজ্জিত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে সকলেরই ধারণা বদ্ধমূল হইবে যে বঙ্গীয় সাহা-বণিক জাতি বৈশ্যবর্ণান্তর্গত। ইহারা শৌণ্ডিক (শুঁড়ি) জাতি হইতে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক্। সাহার সহিত শৌণ্ডিকের কোন আদানপ্রদান আহারাদি হয় না। অজ্ঞ লোকেরা যেমন কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া গালি দেন তদ্রূপ বৈশ্য সাহা জাতিকে শূদ্র-শৌণ্ডিক বলিয়া অপবাদ দেন। পৌরাণিক যুগের পর যেমন কায়স্থদিগের ইতিহাস কারিকায় নিবদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ সাহাদিগের ইতিহাস তাঁহাদিগের "সাহাকুলপরিচয়" গ্রন্থে লিখিত হইয়াছিল। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে এই ধনধান্যসমন্বিত প্রাচীন বৈশ্য-সাহা জাতি মগধরাজ্য হইতে বঙ্গে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। কায়স্থদিগের কান্যকুব্জের ন্যায় সাহাদিগের মগধরাজ্য পিতৃস্থান। মগধে সাধুপুরী নাম্নী একটী সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরী ছিল, তথায় চারি ক্রোশ বিস্তৃত স্থানে অগণ্য বণিকগণ বাস করিতেন। প্রাচীনকালে উক্ত নগরী হইতে সাহু সাধু নামে এক ধনজনসম্পন্ন বণিক্ বঙ্গদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। ইনি সাহা জাতির আদিপুরুষ। সাহু সাধু সাগর বন্দরে থাকিয়া সুবাহু ব্যাপারীকে স্বদেশ হইতে পরিবারাদি আনিতে পাঠাইলেন। এই সময়ের ইতিহাস সাহাকুলপরিচয়ে এইরূপ লেখা আছে—

সেকারণে সুবাহু আসিয়া বাসস্থানে,
সকলের দারাসুত অন্তরঙ্গগণে।
লইয়া করিল যাত্রা পুনঃ বঙ্গদেশে,
দেশের মায়াতে সবে কান্দিল যে শেষে।

নঙ্গর তুলিয়া মাঝি শিকল তুলিল,
জয় গঙ্গা জয় বলি বাহিতে লাগিল।
এইরূপে শতদিন ডিঙ্গা চালাইল।
গঙ্গাতে আসিয়া অনুকুল বায়ু পেল।
গঙ্গার তরঙ্গরঙ্গ দেখিয়া সকলেই ভীত হইল, কতদিন পরে পদ্মায় আসিল।
বেগবতী পদ্মানদী অতি ভয়ঙ্কর,
দেখিয়া শরীর অঙ্গ কাঁপে থরথর।
তিন মাস পরে গেল সাগর বন্দর,
সাহুর সঙ্গেতে দেখা হ'ল সবাকার।

অতঃপর সাহু গৌড়নগরে যাইয়া নৃপতির কৃপায় ইংরেজদিগের ন্যায় বাণিজ্য করিতে অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। সাহু সাগর বন্দরে রহিলেন, সুবাহু গৌড়নগরে, বলদেব সাহা ঢাকায় ও শিবদাস কৃষ্ণদাস আদি পঞ্চদশ জন শ্রীহট্টে বাণিজ্য আরম্ভ করিল। এই প্রকারে সেই প্রাচীন সময়ে সাহাজাতির আদিপুরুষগণ বঙ্গের প্রধান প্রধান স্থানে তাঁহাদিগের উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধবিপ্লবে কায়স্থের ন্যায় বৈশ্যজাতির পতন হয়। গ্রন্থকর্ত্তা লিখিতেছেন—"পালরাজগণের সুদীর্ঘ আধিপত্যকালে গৌড়বঙ্গে প্রজাসাধারণ বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। কেবল বৌদ্ধ-তান্ত্রিক বলিয়া নহে, পূর্ব্বতন হিন্দু তান্ত্রিকগণও বেদবিদ্বেষী ছিলেন। গৌড়বঙ্গে তান্ত্রিকের যেরূপ প্রভাব হইয়াছিল বোধ হয় ভারতের কোথায় এরূপ হয় নাই। যজ্ঞসূত্র বৈদিক আচার ও বৈদিক যজ্ঞের জন্যই আবশ্যক হইত। সুতরাং সর্ব্বত্র তান্ত্রিকাচার আদৃত ও বৈদিকাচার অনাদৃত হওয়াতে সাধারণ দ্বিজসমাজ হইতে যজ্ঞসূত্র ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছিল। এইপ্রকারে গৌড়বঙ্গে যজ্ঞোপবীতের তিরোধান, ইহা ঐতিহাসিক তত্ত্ব। মহারাজ বল্লালসেনের সময় বণিক্‌সমাজ যে উপনয়নবর্জ্জিত হন ইহাও ঐতিহাসিক তত্ত্ব। বল্লাল শেষ জীবনে হিন্দু তান্ত্রিকতার প্রভাবে উপনয়নবিদ্বেষী হইয়াছিলেন। তাঁহার সময় তাঁহার পক্ষাবলম্বী ব্রাহ্মণগণ মধ্যেও উপনয়নপ্রথার অনাদর হইতেছিল। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের সময় যজ্ঞগম্ভীর শব্দে মহামহোপাধ্যায় হলায়ুধ ঘোষণা করিয়া দিলেন, "বেদার্থজ্ঞানপরাঙ্মুখব্রাহ্মণস্য শূদ্রত্বং প্রতিপাদিতম্" মহামতি হলায়ুধের প্রভাবে গৌড়বঙ্গে ব্রাহ্মণসমাজ যেন জাগরিত হইয়া উঠিলেন। লক্ষ্মণসেনের রাজাজ্ঞায় উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ভিন্ন যাজনকার্য্যে অধিকার ছিল না। এই নিয়মভঙ্গকারীদিগের রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হইত। এই জাগরণ ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে প্রবেশ করিবার অগ্রেই ম্লেচ্ছজাতির শাসনে বঙ্গ পুনঃ তিমিরাচ্ছন্ন হইল। তাহার পর ইংরেজাধিকার। পাশ্চাত্যবিদ্যার বলে বৈদিকাচার কুসংস্কারে পরিণত হইল, আজিও সেই আবিলতায় গৌড়বঙ্গ পরিপূর্ণ। বি, এ, এম, এ, বি, এল মহাশয়গণ হিন্দুদিগের দশবিধ সংস্কারগুলিকে নিরর্থক মনে করেন, পরলোকে অনেকের বিশ্বাস নাই, ব্রহ্মবিষয়ক চিন্তা মনোমধ্যে কদাপি জাগরিত হয়, বৈদিক মন্ত্রগুলির মধ্যে কি অপূর্ব্ব ব্রহ্মবিষয়ক চিন্তা নিহিত রহিয়াছে তাহা একবারও চিন্তা করিবার অবকাশ পান না, সজনে কি নির্জ্জনে ব্রহ্মোপাসনা তাঁহাদিগের মধ্যে স্থান পায় না, কেবল রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন (Homerule) বলিয়া আকাশভেদী চিৎকার

করিতেছেন। কিন্তু যে সকল জাতি গৃহ-শাসনে অধিকারী হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই ত ধর্ম্মবলে এক, আমরা হিন্দুধর্ম্মে বিচ্ছিন্ন, আমাদের ভাগ্যে গৃহশাসন কোথা হইতে আসিবে, যে সমাজে বিবাহে পণপ্রথা রাক্ষসের বৃত্তি আজিও পূর্ণভাবে চলিত, যাহাদিগের মধ্যে নিম্নস্তরের জাতিগুলি শৃগাল কুক্কুর হইতেও অধম, সে সমাজে নরনারীগণ ১৫আনা নিরক্ষর, যে সমাজে স্বায়ত্তশাসন প্রলাপ বাক্য নহে কি? দশবিধ সংস্কার সম্বন্ধে মনু মহারাজ বলিয়াছেন :—

"কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ ॥"
(২৬।২য় অ০)

এই সমস্ত কার্য্য ইহলোকে ও পরলোকে শরীরকে পবিত্র করে। এই স্থলে চকার সমুচ্চয়ার্থে অর্থাৎ দেহ, মন, আত্মা ও ইন্দ্রিয়-গণকে পবিত্র করে। এই সংস্কারগুলির মধ্যে উপনয়নসংস্কার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ একাদশ বর্ষে কায়স্থ উপনীত হইয়া আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করেন। বেদমাতা গায়ত্রী সে প্রবেশের প্রধান উপদেশক ও সহায়। সমালোচনা অতি দীর্ঘ হইয়া গেল। মনের দুঃখে কতক-গুলি অবান্তর কথা বলিয়া ফেলিলাম। পাঠক-বর্গ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। সমাজের অবস্থা অতীব শোচনীয়। বোধ হয় শ্রীভগবানের কৃপায় এমন দিন আসিবে, যখন বঙ্গীয় কায়স্থ-গণ স্বধর্ম্ম পালন করিতে শিক্ষা করিবেন, তখন আমাদিগের বাক্য সার্থক হইবে। উপসংহারে আমাদিগের প্রার্থনা সকলেই যেন এই উপাদেয় গ্রন্থখানি পাঠ করেন ও সাহা-বৈশ্য জাতির উদ্ধারকল্পে নিজ নিজ শক্তি-নিয়োগ করেন। এই মহতী জাতির সাহায্যে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ বর্ত্তমান-সময়ে কতদূর উপকৃত হইতেছেন তাহা চিন্তার বিষয় সন্দেহ নাই। পল্লীগ্রামের নর-নারীগণকে আত্মীয় যোগাইয়া, সময়ে অসময়ে নানাভাবে সাহায্য করিয়া সমাজের মঙ্গলার্থে কত কার্য্য করিতেছেন, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহাদিগের মধ্যে মার্জ্জিত সভ্যতা দ্রুতবেগে প্রবেশ করিতেছে, তাঁহাদের আচার ব্যবহার সর্ব্বপ্রকারেই উচ্চস্থানীয় হিন্দু-দিগের ন্যায়। গ্রন্থকর্ত্তার শেষ বাক্যগুলি ঘোরান্ধকারে নিমজ্জিত নিশীথিনীতে সুদূরাগত বেদমন্ত্রের ন্যায় আমার কর্ণে ঝঙ্কারিত হইতেছে

"উদারতা, সমতা ও একতা বৈশ্যসাধ্য সমাজের মহামন্ত্র; সামাজিক সর্ব্বাঙ্গীন হিত-সাধনই ইহার একমাত্র দীক্ষা"। বণিক্ মহোদয়-গণ! এখন চিরাভ্যস্ত জড়তা পরিহার পূর্ব্বক পবিত্র জাতীয় প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া, সেই একতা মহামন্ত্রে সজ্জিত হইয়া আপনাদের পূর্ব্ব-গৌরবরক্ষণে প্রবৃত্ত হউন। ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায় আপনাদের আদর্শ, তাঁহাদিগের প্রতি উপযুক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে সঙ্কল্পিত ব্রত উদ্-যাপন করিতে এবং স্বজাতিবর্গের দরিদ্রতা ও জাতীয় অবনতির অপনোদন করিতে কৃতসঙ্কল্প হউন। শ্রীভগবান্ আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইবেন। তাঁহার কৃপায় সামাজিক কুসংস্কার-গুলি দূরীভূত হইয়া জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত ও বদ্ধ-মূল হইবে, ইহাই আপনাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন।" বঙ্গীয়কায়স্থসমাজের নিকটও আমার এই বিনীত নিবেদন ইতি।

৩। আমরা প্রতিভার বিনিময়ে ধন্য-বাদের সহিত নিম্নলিখিত মাসিক পত্রিকা ও সংবাদপত্রগুলির প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি।

১।	কায়স্থপত্রিকা	আশ্বিন ১৩১৭
২।	হিন্দুপত্রিকা	ঐ
৩।	কৃষিসমাচার	শ্রাবণ
৪।	প্রজাপতি	আশ্বিন
৫।	গৃহস্থ	শ্রাবণ
৬।	শান্তিকণা	শ্রাবণ
৭।	সমাজ	সাপ্তাহিক পত্রিকা
৮।	আনন্দবাজার	ঐ
৯।	নববঙ্গ	ঐ
১০।	মহামায়া	ঐ
১১।	তিলিবান্ধব (আজ কয়েক মাস পাই নাই।)	

সম্পাদকস্য।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার মূল্যপ্রাপ্তিস্বীকার।

৪৫৭।	শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র ঘোষ, চাঁদপুর, ত্রিপুরা	১৩১৭	১॥০
৪৫৯।	,, ভূপেন্দ্রকুমার সরকার, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ	১৩১৬	১॥০
৬৬০।	,, ভূপেন্দ্রচন্দ্র দাষ, দাসেরগ্রাম, ঢাকা	১৩১৭	১॥০
৬৬৫।	,, ভোলানাথ সিকদার বর্ণি, ফরিদপুর	ঐ	১॥০
৬৭৭।	,, মধুসূদন গুহ, আঠারিখাট দরং, আসাম	ঐ	১॥০
৬৮৩।	,, মনোমোহন গুহ, গয়লা, পাবনা	ঐ	১॥০
৬৯৪।	,, মতীলাল গুহ, বাবুখালী, যশোহর	ঐ	১॥০
৭১৫।	,, মাখনলাল মিত্র দেববর্ম্মা, সোমসপুর, নদীয়া	ঐ	১॥০
৭১৬।	,, মোহিনীমোহন মাহা বিশ্বাস দেববর্ম্মা, নারায়ণগঞ্জ ঢাকা	ঐ	১॥০
৭১৭।	,, মতিলাল ছোড় দেববর্ম্মা, ভাঙ্গা, ফরিদপুর	ঐ	১॥০
৭২১।	,, মণীন্দ্রপ্রসাদ সিংহ, কাটোয়া, বর্দ্ধমান	ঐ	১॥০
৭২৪।	,, মহিমচন্দ্র রক্ষিত, গাইবান্ধা, রংপুর	ঐ	১॥০
৭২৫।	,, মহেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা কবিরাজ, শ্যামবাজার, কলিকাতা	ঐ	১॥০
৭৪৪।	,, যাদবচন্দ্র গুহ সিমুরিয়া, ভাগলপুর	ঐ	১॥০
৭৪৮।	,, যোগেন্দ্রকুমার বসু, রাজবাড়ী, ফরিদপুর	ঐ	১॥০
৭৫৩।	,, যদুনাথ সিংহ, নরুন্দী, ময়মনসিংহ	ঐ	১॥০
৭৫৪।	,, যতীন্দ্রমোহন বিশ্বাস, নিমতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা	ঐ	১॥০
৭৫৬।	,, যোগেশচন্দ্র দাষ, বৈদ্যেরবাজার, ঢাকা	ঐ	১॥০
৭৬৪।	,, যোগেন্দ্র কুমার বসু, পাবনা	১৩১৬	১॥০
৭৬৫।	,, কবিরাজ যতীন্দ্রনারায়ণ মুন্সী কবিরঞ্জন	১৩১৭	১॥০
৭৬৭।	,, যোগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা জামটীবিটল	ঐ	১॥০
৭৬৮।	,, ষষ্ঠীন্দ্রনাথ দত্ত কুমারগঞ্জ দিনাজপুর	ঐ	১॥০
৭৭১।	,, যতীন্দ্রনাথ রায় যুবকসম্প্রদায় জলপাইগুড়ি	ঐ	১॥০
৭৭৭।	,, জগদ্বন্ধু মজুমদার চাঁদপুর ত্রিপুরা	ঐ	১॥০
৭৮৭।	,, রামরূপ ঘোষ বি, এ, দেববর্ম্মা এলাহাবাদ	ঐ	১॥০
৮১০।	,, রামরতন দাষ বগুড়া	ঐ	১॥০
৮১৫।	,, রায় রাধাগোবিন্দ রাও সাহেব	ঐ	১॥০
৮২৮।	,, রাধাবল্লভ রায় মহাশয় ঘোড়ামারা রাজসাহী	১৩১৬	১॥০
৮৩৮।	,, রজনীকান্ত চৌধুরী ডামকাচকা কামরূপ	১৩১৭	১॥০
৮৩৯।	,, রণীধর চৌধুরী ধরমপুর কামরূপ	ঐ	১॥০
৮৪০।	,, কবিরাজ রাধাকান্ত সরকার কবিরঞ্জন জয়পুর বগুড়া	ঐ	১॥০
৮৪৩।	,, রাধাসুন্দর মিত্র কাটোয়া বর্দ্ধমান	ঐ	১॥০
৮৪৪।	,, রজনীকান্ত বসু দিনাজপুর রাজবাড়ী	ঐ	১॥০
৮৪৫।	,, রামচরণ সিকদার দীঘলহাট ফরিদপুর	ঐ	১॥০
৮৪৬।	,, রণধীর মুন্সী দেববর্ম্মা কাদিরপুর যশোহর	ঐ	১॥০
৮৫০।	,, রাধাবিনোদ সরকার আচলাই বগুড়া	ঐ	১॥০
৮৫২।	,, রাইমোহন সরবার কড়াইল ময়মনসিংহ	ঐ	১॥০

বিজ্ঞাপন।

শান্তিকণা।

ধর্ম্ম, সাহিত্য, কৃষি, বাণিজ্য, স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক সুলভ সচিত্র উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা। বার্ষিক মূল্য পোষ্টেজ সহিত ১৷৷০ মাত্র। ছাত্র, মহিলা ও অসমর্থ পক্ষে, ১৲ মাত্র। কেবল মুদ্রণের ব্যয় গ্রহণ করিয়া বহুবিধ সদ্‌গ্রন্থ উপহার দেওয়া হয়। ইহা বিবিধ শান্তিময় সুন্দর চিত্রে সুশোভিত। প্রাপ্তিঠিকানা—ম্যানেজার, শান্তিকণা ঢাকা।

বেদসংহিতা।

প্রথমভাগ ৸০, দ্বিতীয়ভাগ ১৸০। "কোনও কায়স্থ একত্র লইলে আমার নিকট হইতে উভয় গ্রন্থ দুইটাকা মূল্যে পাইতে পারিবেন। এই গ্রন্থদ্বয় সর্ব্বত্র প্রশংসিত। দ্বিতীয় ভাগ পাঠ করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থসভার নেতা শ্রীল সারদাচরণ মিত্র মহাশয় যে পত্রখানি আমার নিকট লিখিয়াছেন তাহা এইস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

"বেদসংহিতা ২য় ভাগ প্রাপ্ত হইয়া অনুগৃহীত বোধ করিতেছি। গ্রন্থখানি পড়িয়া প্রীতিলাভ করিলাম। এবং আমার কএকটী বন্ধুও ইহার স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমাদের জাতি দ্বারা বেদের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ বিশেষ মূল্যবান। ব্রাহ্মণেরা আমাদিগকে এতদিন অমন্ত্রক করিয়া রাখিয়াছিলেন, অথচ আমাদিগের বেদে অধিকার পুরাতনকাল হইতেই আছে। আপনার অনুবাদ অতি সুন্দর হইয়াছে। টীকাও বেশ ভাল। আপনার গ্রন্থখানি সযত্নে রাখিব। ইতি ১৯শে ভাদ্র, ১৩১৭।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা

পোষ্ট ইলুহার, জিলা বরিশাল।

কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ।

(সামাজিক নাটক)

এই নাটকখানা বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব্ব সৃষ্টি। শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার বি, এ, বি, এল, প্রণীত। "কায়স্থজাতির উপনয়নরহস্য" এই নাটকে সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। করুণ, হাস্য ও প্রণয়রসে পরিপূর্ণ। কোনও জাতির প্রতি বিদ্বেষ নাই। সকল জাতিই পাঠ করিয়া আমোদিত হইবেন। আকার ১৬ পেজী ফরমার ৭ ফরমা। সুদৃশ্য এন্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য অত্যন্ত সুলভ, পাঁচ আনা মাত্র। ঢাকা মুন্সিগঞ্জ গ্রন্থকারকে পত্র লিখিলে ভিঃ পিতে পাইবেন।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

ঐতিহাসিক চিত্র। (ক)

(১)

কে ঐ সম্মুখে ভাই, চেন কি উহারে?
সমুজ্জল আস্য, পড়িছে প্রশস্ত ভাষ্য,
নিবিষ্ট অন্তরে;
ভক্তিভরে নমি গুরু আচার্য্য শ্রীধরে।

(২)

দ্বিজেন্দ্র পালক দীনে দয়ার সাগর।
লক্ষ্মী আর বাগীশ্বরী, পরস্পর স্পর্দ্ধাকরি,
ভজে নিরন্তর,
প্রতিভাবে যাঁর পাদপদ্ম মনোহর।

(৩)

নির্ম্মম নির্দ্দয় অতি দুষ্টের দলনে,
চোরপ্রায় "চোর" কথা, অভিধানে ঢাকি মাথা,
আছে সঙ্গোপনে;
অধিক কি কব আর যাঁর সুশাসনে।

(৪)

দ্বিরেফনিবহ প্রায় বুধ কত শত,
গাহি সুমধুর স্বরে, সামগান ভক্তিভরে,
করে মুখরিত,
নবরত্ন তুল্য সভা যাঁর অবিরত।

(৫)

যাঁর যজ্ঞ ধূমে জন্ম লভি নিরন্তর,
করিছে এ ধরাতল, জলদানে সুশীতল,
জলদনিকর।
জীবের আজীব শস্য ফলিছে সুন্দর।

(৬)

ধন ধান্যে যাঁর রাজ্য পূর্ণ অতিশয়;
কোথায় অভাব তথা (খ), ভূরি শ্রেষ্ঠী আছে যথা,
তাঁই সদা রয়,
দরিদ্রতা শ্রুতিমাত্র করিয়া আশ্রয়।

(ক) "সুবর্ণময়সংস্থানরম্যা সর্ব্বোত্তরস্থিতিঃ।
মেরোঃ শৃঙ্গবীথীব টীকেয়ং ন্যায়কন্দলী।
ক্ষীণ নিজপক্ষেষু খাপয়ন্তী গুণানসৌ।
প্রসিদ্ধসিদ্ধান্তান্ দলতি ন্যায় কন্দলী॥
দীদক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
মহতিরিতিগ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠি জনাশ্রয়ঃ॥
তারাশেরিবৈতস্মাৎ বভুব ক্ষিতিচন্দ্রমাঃ।
দানানন্দকৃদ্বন্দ্যো বৃহস্পতিরিব দ্বিজঃ॥
তস্মাদ্বিশুদ্ধগুণরত্নমহাসমুদ্রো
বিদ্যালতাসমবলম্বনভূরুহোঽভূৎ।
স্বচ্ছাশয়ো বিবিধকীর্ত্তিনদী প্রবাহ
প্রস্পন্দনোত্তমবলো বলদেবনামা॥
তাভূৎ ভূরিযশসো বিশুদ্ধকুলসম্ভবা।
শ্লোকেতার্চ্চিতগুণা গুণিনো গৃহমেধিনী॥
তয়ঃ সুলফলদো বহুশাখো দ্বিজাশ্রয়ঃ।
তাৎ শ্রীধর ইত্যুচ্চৈরর্থি কল্পদ্রুমাদভূৎ॥
সৌ বিদ্যাবিদগ্ধানামসূতশ্রবণোচিতাম্।
পদার্থ হিতামেতাং রুচিরাং ন্যায়কন্দলী।
ধিকদশোত্তরনবশতশকাব্দে ন্যায়কন্দলী রচিতা॥
পাণ্ডুদাসযাচিতভট্টশ্রীশ্রীধরেণেয়ম্। ইতি"
ন্যাসকন্দল্যাং শ্রীশ্রীধরাচার্য্যঃ।

(খ) মহর্ষি কণাদ অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে

(৭)

আজানুলম্বিত বাহু দৃঢ় অতিশয় ;
শাণধৌত চন্দ্রহাস, কটীতটে সুপ্রকাশ,
রজতছটায় ।
ধরণী বেষ্টিত যার কীর্ত্তিমেখলায়।

(৮)

ব্যূঢ়োরস্কাবৃষস্কন্ধ প্রশস্ত ললাটে,
যেন দিব্যজ্যোতিষ্মান, ক্ষাত্রতেজ মূর্ত্তিমান্
উথলিয়া উঠে ;
আরক্ত নয়নে দীপ্ত হুতাশন ফুটে ।

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টী মাত্রই পদার্থ। টীকাকার মহামতি উদয়নাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"অত্র কে পদার্থা ইত্যপেক্ষায়াং পদার্থা দ্রব্যাদয়ঃ ষট্। * * *। অভাবস্তু স্বরূপা বানপি নোদ্দিষ্টঃ। প্রতিযোগি নিরূপণাধীন-নিরূপণত্বাৎ। নতু তুচ্ছত্বাৎ। উৎপত্তিবিনাশ-চিন্তায়াং প্রাগভাবপ্রধ্বংসাভাবয়ো বৈধর্ম্ম্যে চেতরেতরাভাবাত্যন্তাভাবয়োস্তত্রতত্র দর্শয়িষ্য-মানত্বাদিতি।"

কিরণাবল্যামুদয়নাচার্য্যঃ।

(৯)

যথা ধরাধর-অঙ্গ করি আলিঙ্গন,
পারদ মাখিয়া গায়, স্রোতস্বতী বহি যায়,
নয়নরঞ্জন।
কণ্ঠে শোভে যজ্ঞসূত্র তেমতি চিক্কণ।

(১০)

কায়স্থকুলের চূড়া পাণ্ডুদাস নাম,
ভূরিসৃষ্টি-(গ)-অধিপতি, বিপ্রপদে দৃঢ়মতি,
সর্ব্বগুণধাম,
দিব্যকমনীয়কান্তি নয়নাভিরাম।

শ্রীমধুসূদন রায়।

(গ) "গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী
ভূরিশ্রেষ্ঠিকনাম ধাম পরমং তত্রোত্তমোনঃপিতা
তৎপুত্রাশ্চ মহাকুলান্ বিদিতাঃ কস্যাত্র তেষামপি
প্রজ্ঞাশীলবিবেকধৈর্য্যবিনয়াচারৈরহং চোত্তমঃ।
(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক)

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

(মূলম্)

চতুর্থঃ স্কন্ধঃ—পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুরঞ্জনোপাখ্যানম্।

মৈত্রেয় উবাচ।

প্রাচীনবর্হিষং ক্ষত্তঃ কর্ম্মস্বাসক্তমানসম্।
নারদোঽধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞঃ কৃপালুঃ প্রত্যবোধয়ৎ ॥৩॥

শ্রেয়স্ত্বং কথমদ্রাজন্ কর্ম্মণাত্মন ঈহসে।
দুঃখহানিঃ সুখাবাপ্তিঃ শ্রেয়স্তন্নেহ চেষ্যতে ॥৪॥

(৩) শ্রীধরস্বামী।— অতঃ প্রচেতসাং কথামসমাপ্যৈব তৎপিতুর্বৃত্তমাহ প্রাচীন-বর্হিষমিতি।

(৪) শ্রেয়ঃ—ফলম্, ঈহসে—ইচ্ছসি ইহ—কর্ম্মণি তদুভয়ং, নেষ্যতে বিচারকৈঃ।

শ্রীরাজোবাচ।

ন জানামি মহাভাগ পরং কর্ম্মাপবিদ্ধধীঃ।
ব্রূহি মে বিমলং জ্ঞানং যেন মুচ্যেয় কর্ম্মভিঃ ॥৫॥
গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু পুত্রদারধনার্থধীঃ।
ন পরং বিন্দতে মূঢ়ো ভ্রাম্যন্ সংসারবর্ত্মসু ॥৬॥

শ্রীনারদ উবাচ।

ভো ভো প্রজাপতে রাজন্ পশূন্ পশ্যতয়াধ্বরে।
সংজ্ঞাপিতান্ জীবসঙ্ঘান্ নির্ঘৃণেন সহস্রশঃ ॥৭॥
এতে ত্বাং সংপ্রতীক্ষন্তে স্মরন্তো বৈশসং তব।
সংপরেতময়ঃকূটৈশ্ছিন্দন্ত্যুত্থিতমন্যবঃ ॥৮॥
অত্র তে কথয়িষ্যেঽমুমিতিহাসং পুরাতনম্।
পুরঞ্জনস্য চরিতং নিবোধ গদতো মম ॥৯॥
আসীৎ পুরঞ্জনো নাম রাজা রাজংবৃহচ্ছ্রবা।
তস্যাবিজ্ঞাতনামাসীৎ সখাবিজ্ঞাতচেষ্টিতঃ ॥১০॥

সোঽন্বেষণমানঃ শরণং বভ্রাম পৃথিবীং প্রভুঃ।
নানুরূপং যদাবিন্দদভূৎ স বিমনা ইব ॥১১॥
ন সাধু মেনে তাঃ সর্ব্বা ভূতলে যাবতীঃ পুরঃ।
কামান্ কাময়মানোঽসৌ তস্য তস্যোপপত্তয়ে ॥১২
স একদা হিমবতো দক্ষিণেষ্বথ সানুষু।
দদর্শ নবভির্দ্বারভিঃ পুরং লক্ষিতলক্ষণাম্ ॥১৩॥
প্রাকারোপবনাট্টালপরিখৈ রক্ষতোরণৈঃ।
স্বর্ণরৌপ্যায়সৈঃ শৃঙ্গৈঃ সঙ্কুলাং সর্ব্বতো গৃহৈঃ ১৪
নীলস্ফটিকবৈদূর্য্যমুক্তামরকতারুণৈঃ।
কলপ্তহর্ম্ম্যস্থলীং দীপ্তাং শ্রিয়া ভোগবতীমিব ॥১৫

(৫) পরং—শ্রেয়ো মোক্ষং, কর্ম্মভিরপ-বিদ্ধা—বিক্ষিপ্তা, ধীর্যস্য।

(৬) কিঞ্চ গৃহেষু স্থিতঃ পুত্রাদিষ্বেব প্রকৃষ্টার্থধীর্যস্য।

(৭) কর্ম্মফলেষু বৈরাগ্যমুৎপাদ্য ব্রহ্ম-বিদ্যামুপদেষ্টুং যোগানুভাবেন যজ্ঞপশূন্ প্রত্যক্ষং প্রদর্শ্যাহ ভো ভো ইতি। সংজ্ঞাপিতান্—মারিতান্।

(৮) এতে ত্বাং সংপরেতং—মৃতং, সংপ্রতীক্ষন্তে বৈশসং—তৎকৃতাং পীড়াং স্মরন্তঃ, ততশ্চ অয়ঃকূটৈঃ—লৌহময়ৈঃ শৃঙ্গৈ-শ্ছিন্দন্তি ছেৎস্যন্তি।

(৯) অত্র—অস্মিন্ সঙ্কটে, নিস্তারক-মমুমিতিহাসং কথয়িষ্যামি।

(১০) তত্র জীবস্য বিষয়াসক্ত্যা সংসারঃ স চ ঈশ্বরানুগ্রহান্নিবর্ত্তত ইতি বক্তুং বিপর্য্যয়-গৃহীতস্য সাক্ষাদ্বোধয়িতুমশক্তেঃ রাজবৃত্তান্তমিবাহ আসীদিতি। পুরঞ্জনাদীন্ স্বয়মেব ইতঃ পঞ্চমে-ঽধ্যায়ে ব্যাখ্যাস্যতি, তথাপি সুখগ্রহণায় যথোপযোগং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যাস্যাম। তত্র স্বকর্ম্মভিঃ, পুরং শরীরং, জনয়তীতি পুরঞ্জনো—জীবঃ, ন বিজ্ঞাতং নাম যস্য, ন চ বিজ্ঞাতং চেষ্টিতং যস্য স ঈশ্বরঃ তস্য সখা যদ্বাবিজ্ঞাতং চেষ্টিতং—জীবপ্রেরণাদিলক্ষণং, যস্য জীবপার-তন্ত্র্যস্যানুভবসিদ্ধত্বাৎ।

(১১) শরণং—ভোগায়তনং দেহম্।

(১২) পৃথিবীং তদুপলক্ষিতং ব্রহ্মাণ্ডং যাবত্য পুরঃ তাস্তস্য তস্য কামস্যোপপত্তয়ে প্রাপ্ত্যৈ অসৌ সাধু ন মেনে। গবাদিদেহানা-মৈহিকপারলৌকিকভোগযোগ্যত্বাভাবাৎ। তথা-চ শ্রুতিঃ। তাভ্যো গামানয়ৎ তা অব্রুবন্ন বৈ নোঽয়মলমিতি তাভ্যোঽশ্বমানয় ত্বা অব্রুবন্ন বৈ নোঽয়মলমিতীতি।

(১৩) হিমবতো দক্ষিণেষু সানুষু কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে পুরং—মনুষ্যশরীরং, লক্ষি-তানি—দৃষ্টানি, সর্ব্বাণি লক্ষণানি যস্যাং অন্ধ-পঙ্গুত্বাদিদোষরহিতামিত্যর্থঃ।

(১৪) তামনুবর্ণয়তি ত্রিভিঃ। অত্র কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যমবলম্ব্য কথাসৌন্দর্য্যায় প্রাকারাদীনি বর্ণ্যন্তে পরিখৈরিতি পুংস্ত্বার্ষং অক্ষাণি ইন্দ্রিয়াণি গবাক্ষাঃ ত্বগাদয়াঃ শরীরা-বয়বাঃ প্রাকারাদিপুরাবয়বত্বেন নিরূপ্যন্তে। স্বর্ণাদিময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ শিখরৈ যুক্তা যে গৃহাস্তৈঃ সঙ্কুলামিতি। আধারাদিচক্রাণি গৃহাঃ শৃঙ্গাণি চ রাজসাদিস্বভাবা বিবক্ষিতাঃ।

(১৫) নীলাদিভিঃ কলহ প্তর্ম্ম্যস্থালী যস্যাং অরুণং—মাণিক্যং, স্থলী—হৃদয়ং, নাড্যো নীলাদিভাবেন নিরূপ্যন্তি। তত্তদ্বিষয়বাসনা বা, ভোগবতীং— নাগানাং পুরীমিব।

সভাচত্বররথ্যাভিরাক্রীড়ায়তনাপণৈঃ।
চৈত্যধ্বজপতাকাভির্যুক্তাং বিক্রমবেদিভিঃ ॥১৬॥
পূর্ব্বস্যাস্তু বাহ্যোপবনে দিব্যদ্রুমলতাকুলে।
নদদ্বিহঙ্গাদিকুলকোলাহলজলাশয়ে ॥১৭॥
হিমনির্ঝরবিপ্রুষ্মৎকুসুমাকরবায়ুনা।
চলৎপ্রবালবিটপনলিনিতটসম্পদি ॥১৮॥

(১৬) সভা—সমাজস্থানং, চত্বরং—চতুষ্পথঃ, রথ্যাঃ—রাজমার্গঃ, আক্রীড়ায়তনং—দ্যূতাদিস্থানং, আপণো—হট্টঃ, তৈঃ চৈত্যং—জনানাং বিশ্রামস্থানং, ধ্বজেষু যাঃ পতাকাঃ তাভিশ্চ যুক্তাম্।

(১৭) অথচ বিষয়নিষ্ঠবুদ্ধিযোগেন জীবস্য দেহসম্বন্ধ ইতি বিবক্ষয়া বিষয়বর্গং বাহ্যোপবনত্বেন রূপয়তি। তদ্বিশেষাং স্রক্চন্দনাদীন্ দিব্যদ্রুমলতাদি ভাবেন, শেষকথালঙ্কারঃ। বাহ্যোপবনে প্রমদোত্তমাং দদর্শেতি চতুর্থে নাধ্বয়ঃ। নদতাং বিহঙ্গাদিকুলানাং কোলাহলো যেষু তে জলাশয়া যস্মিন্।

(১৮) হিমনির্ঝরাণাং বিপ্রুষো—বিন্দবঃ, তদ্বতা কুসুমাকরসম্বন্ধিনা বায়ুনা চলন্তঃ প্রবালাঃ বিটপাঃ শাখাশ্চ যেষাং তৈঃ বৃক্ষৈঃ নলিনীনাং সরসীনাং তটেষু সম্পৎ—সমৃদ্ধিঃ, যস্মিন্।

নানারণ্যমৃগব্রাতৈরানাবাধে মুনিব্রতৈঃ।
আহূতং মন্যতে পান্থো যত্র কোকিলকূজিতৈঃ ॥১৯॥
যদৃচ্ছয়াগতাং তত্র দদর্শ প্রমদোত্তমাম্।
ভৃত্যৈর্দশভিরায়ান্তীমেকৈকশতনায়কৈঃ ॥২০॥

(১৯) অনাবাধে—তৎকৃতবাধারহিতে, মুনিব্রতৈঃ—অহিংস্রৈঃ, আত্মানমাহূতং মন্যতে যত্র।

(২০) তত্র প্রমদোত্তমাং—বিষয়বিবেকবতীং বুদ্ধিং, দদর্শ। যদৃচ্ছয়াগতামিতি তয়োঃ সম্বন্ধস্য দুর্নিরূপত্বং দর্শয়তি, তামনুবর্ণয়তি সার্দ্ধৈঃচতুর্ভিঃ দশভির্ভৃত্যৈকর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ। একৈকং—প্রত্যেকং, শতং—অনন্তাবৃত্তয়ঃ, তাসাং নায়কৈঃ—পতিভিঃ সহ। একৈকশতনায়িকৈরিতি পাঠে নায়িকাঃ—স্ত্রিয়ো, যেষাং তৈঃ। (ক্রমশঃ)

সম্পাদকস্য।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

পুরঞ্জনোপাখ্যান।

(বঙ্গানুবাদ)

মৈত্রেয় বলিলেন।

প্রাচীনবর্হিকে দেখি কর্ম্মাসক্তমন,
অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞ কৃপাবান তপোধন
দেবর্ষি নারদ আসি সুধাইলা তাঁরে;—৩
"হে রাজন্, এই কর্ম্ম দ্বারা কিপ্রকারে
আশা করিতেছ তুমি আত্মার কুশল?
দুঃখহানি, সুখপ্রাপ্তি, এ দুই মঙ্গল,
এই কর্ম্ম দ্বারা কভু লাভ নাহি হয়।" ৪

৩। প্রাচীনবর্হি—বা বর্হিষদ। প্রচেতাগণের পিতা। মৃত্যুকালেও কর্ম্মাসক্ত দেখিয়া নহর্ষি নারদ উপদেশ দিতেছেন।

রাজা বলিলেন।

অতি কর্ম্মাসক্ত বুদ্ধি মম; মহাশয়,
না জানি পরম শ্রেয়ঃ পাইব কি হেতে,
বিমল জ্ঞানের কথা বলুন, যাহাতে
কর্ম্মবন্ধনের মম হবে অবসান। ৫
কপট গৃহস্থাশ্রমে করি অবস্থান
পুত্রকলত্রাদি ধন বিত্ত এই সবে,
মূর্খ জীব, শ্রেয়ঃ পরমার্থ বলি ভাবে,
ভ্রমিয়া সংসারে পরমার্থ নাহি পায়। ৬

নারদ বলিলেন।

হে রাজন্ প্রাজাপত্য, দেখহ হেথায়

কঠিন হৃদয়ে যাহা করেছ নিধন
যজ্ঞে তব সহস্র সহস্র পশুগণ; ।৭
স্মরণ করিয়া তব কঠোর আচার
করিছে প্রতীক্ষা এরা মরণ তোমার
ক্রুদ্ধচিতে—যবে তব ঘটিবে মরণ
তব দেহ লৌহশৃঙ্গে করিবে ছেদন। ৮
এ সঙ্কটকালে তব কহি রাজন্
এক ইতিহাস কথা অতি পুরাতন—
পুরঞ্জনচরিত—শুনহ সাবধানে: ।৯
পুরাকালে এক রাজা আছিলা ভুবনে
পুরঞ্জন নামে মহাপরাক্রমযুত,
এক সখা তার—নাম, কর্ম্ম অবজ্ঞাত। ১০
রাজা পুরঞ্জন, ভোগস্থান অন্বেষণে
ভ্রমণ করিয়া এই সমস্ত ভুবনে
না পাইয়া স্থান তাঁর অভিলাষ মত
মনে মনে অতিশয় হইলা দুঃখিত। ১১
বাসনা পরিপূরণে সদা ব্যস্ত মন,
পৃথিবীতে যত স্থান করিলা দর্শন
কোনটি না হৈল তাঁর মনের মতন। ১২
একদিন দেখিতে পাইলা পুরঞ্জন,
হিমালয়ের দাক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত
সুলক্ষণা পুরী এক নবদ্বারযুত। ১৩
সুশোভিতা তাহা উপবনে ও প্রাচীরে,
অট্টালিকা, পরিখা, বিবিধ বহির্দ্বারে,
স্বর্ণরৌপ্যলৌহময়শিখরসংযুত
বিবিধপ্রাকারগৃহরাজিসংকুলিত; ১৪

৭। দেবর্ষি নারদ যোগবলে নিধনপ্রাপ্ত পশুগণকে জীবিত করিয়া দেখাইতেছেন।

১০। পুরঞ্জন—যে পুর (শরীর) জন্মায় অর্থাৎ জীব।

অবিজ্ঞাতনামকর্ম্ম সখা—ঈশ্বর।

১১। ভোগস্থান—দেহ।

১৪। প্রাচীর উপবন—ত্বক্ প্রভৃতি। দ্বারের—নেত্রাদি। স্বর্ণ, রৌপ্য লৌহময় শিখর—পিত্ত, বাত, কফ।

নীলকান্ত, স্ফটিক, বৈদূর্য্য মরকত
মণি দ্বারা তার হর্ম্ম্যস্থল বিরচিত;
শোভায় উজ্জ্বল ভোগবতীর সমান। ১৫
রাজমার্গ, চতুষ্পথ, সভা, ক্রীড়াস্থান,
হট্ট, ধ্বজ, পতাকা ও বিশ্রাম-আলয়
বিক্রমবেদী এ সবে অতি শোভাময়। ১৬
পুরীর বাহিরে মনোহর উপবনে
সুশোভিত রমণীয় তরুলতাগণে
ছিল এক সরোবর যাতে অনুক্ষণ
নানা জলচর পাখী করিত কূজন। ১৭
হিমকণবাহী-পুষ্পগন্ধ-আমোদিত
পবন-হিল্লোল দ্বারা সদা সঞ্চালিত
তীরস্থ তরুগণের শাখা ও পল্লব
বর্দ্ধন করিতেছিল শোভার বৈভব। ১৮
হিংসাহীন নানাবিধ বন্যজন্তুগণ
কোন বাধা কাহাকে না করত কখন;
কোকিলকূজন, পান্থ, শুনিয়া শ্রবণে
আপনাকে আহূত ভাবিত মনে মনে। ১৯
সেই উপবনে একদিন পুরঞ্জন,
উত্তমা প্রমদা এক করিলা দর্শন,
যদৃচ্ছা আগতা, দশ ভৃত্যের সংহতি,
এক এক ভৃত্য শত রমণীর পতি। ২০

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিহারীলাল রায় বর্ম্মণঃ।

১৫। নীলকান্ত, স্ফটিক—নাড়ী প্রভৃতি। ভোগবতী—পাতালপুরী।

১৬। সভা হৃদয়। চতুষ্পথ—মুখ, নাসা, কর্ণ, নয়ন। রাজমার্গ—ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ী। ক্রীড়াস্থান—ইন্দ্রিয়গণ। হট্ট—মন। বিশ্রাম-আলয়—চিত্ত। ধ্বজ—ভগবদ্-বিমুখতা। পতাকা—পঞ্চক্লেশ। বিক্রমবেদী—ঢক্কাধার।

২০। প্রমদা—বিষয়বিবেকবতী বুদ্ধি। দশ ভৃত্য—জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়। শত রমণী—অসংখ্য বৃত্তি।

চর্পটপঞ্জরিকাস্তোত্র। *

(১)

দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ,
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি নামুঞ্চত্যাশা-বায়ুঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে॥

প্রদোষ প্রত্যূষ আর দিবস রজনী,
শিশির বসন্ত দুই ঘুরিছে অবনী.
খেলিছে অনন্ত কাল, আয়ু অন্ত যায়
তথাপি আশার ঝড় বিরতি না পায়;
ভজ রে গোবিন্দপদ ওরে মূঢ়মতি!
নিকটে শমন তব হবে কিবা গতি?
কার সাধ্য রক্ষে তোরে এ হেন সময়
ব্যাকরণ পাঠ নারে নিবারিতে ভয়।

(২)

অগ্রে বহ্নিঃ পৃষ্ঠে ভানু-রাত্রৌ চিবুকসমর্পিত-জানুঃ।
করতলভিক্ষাতরুতলবাসস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা-পাশঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে॥

সম্মুখে পাবকশিখা পৃষ্ঠে ভানুকর,
চিবুক স্থাপিয়া রাত্রি জানুর উপর,
দুরন্ত শীতের কাল করিছ যাপন,
নাহি তব শীতকালে শীতের বসন।
করতল ভিক্ষাপাত্র তরুমূলে বাস,
তথাপি প্রবল তব হৃদয়ের আশ;
গোবিন্দপদারবিন্দ ভজ অনুক্ষণ,
কি করিবে মৃত্যুকালে "ডুকৃঞ্করণ"!

(৩)

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ,
পশ্চাদ্ধাবতি জর্জ্জরদেহে, বার্ত্তাং পৃচ্ছতি কোঽপি ন গেহে।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিত মরণে, নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে॥

যাবৎ সক্ষম তুমি অর্থ উপার্জ্জনে,
তাবৎ আসক্ত রবে তব পরিজনে,
পশ্চাতে যাপিবে যবে জর্জ্জরিত দেহে,
কেহ না সুধাবে বাণী, যেয়ে তব গেহে;
ভজ নিত্য একমনে গোবিন্দচরণ,
ব্যাকরণে না রক্ষিবে, নিকটে শমন।

(৪)

ইন্দ্রিয়গ্রামবিমোহিতচেতাঃ, সংসারাড়ম্বর-মোহিতবোধঃ,
ঘটিলমুণ্ডীলুঞ্চিতকেশঃ, কষায়াম্বরবহুকৃত-বেশঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে॥

ইন্দ্রিয়-জলদ-জালে আবরিত চিত্ত,
সংসার-ব্যাপারে মুগ্ধ আছ তুমি নিত্য,
কভু শিরে জটাভার, কভু বা মুণ্ডিত,
কভু বা কাষায়বস্ত্রে হ'তেছ পিহিত;
ভজ রে গোবিন্দপদ হ'য়ে একমন,
শব্দশাস্ত্রে কি করিবে? পশ্চাতে শমন॥

(৫)

ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা, গঙ্গাজলনবকণিকা পীতা।
সকৃদপি যস্য মুরারি সমর্চা, তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চ্চাঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিত মরণে, নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে॥

যে ক'রেছে গীতাশাস্ত্র কিছু অধ্যয়ন,
যে ক'রেছে গঙ্গাজল-কণিকা সেবন,
যে ক'রেছে মুরারির চরণপূজন,
কি করিবে তারে ভাই ভীষণ শমন?
দিবানিশি ভজ ভবে কেশবের পদ,
শব্দশাস্ত্রে না পারিবে হরিতে বিপদ॥

(৬)

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
বৃদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং, তদপি ন মুঞ্চ্যত্যাশা-পিণ্ডম্।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে॥

গলিতশরীর বৃদ্ধ শুক্ল কেশদাম,
দন্তহীন দণ্ড হস্তে চলে অবিরাম,
তথাপি আশার ঝড় বহে অনুক্ষণ,
ভজ নিত্য একমনে মুরারিচরণ;
শব্দার্থমন্থনে তব কি করিবে ভাই,
সম্মুখে ভীষণ কাল অন্য পথ নাই॥

(৭)

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ,
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে॥

বালকসকল ভবে ক্রীড়াতে আসক্ত,
যুবক যুবতী প্রতি সদা অনুরক্ত;
বৃদ্ধগণ চিন্তাকূপে আছে নিত্য মগ্ন,
শাস্ত্রিধাম-পরব্রহ্মে নাহি কেহ লগ্ন!

* এই স্তোত্র শঙ্করাচার্য্যরচিত কিনা তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। শঙ্করাচার্য্যের নাম দিয়া সংস্কৃতভাষায় বহুল গ্রন্থ ও বহুল স্তোত্র বিরচিত হইয়াছে। এই স্তোত্রটীও শঙ্করের নামেই পরিচিত। এমন কি মান্দ্রাজগবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি "সর্ব্বদর্শনসিদ্ধান্ত" নামে শঙ্করাচার্য্যরচিত বলিয়া যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার ভূমিকায় এই স্তোত্রটী শঙ্করাচার্য্যের বলিয়াই লিখিত হইয়াছে। যদিও উক্ত গ্রন্থখানি ব্রহ্মসূত্রভাষ্যরচয়িতা শঙ্করাচার্য্যের রচনা বলিয়াই সম্পাদক সুপণ্ডিত রঙ্গাচারিয়া বহুল যুক্ত্যাভাসের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু বিচারপ্রাজ্ঞ নিরপেক্ষ সুপণ্ডিত পাঠকগণে উক্ত গ্রন্থখানিকে সুবিখ্যাত শঙ্করাচার্য্যের রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন। চর্পটপঞ্জরিকা-স্তোত্র সম্বন্ধেও আমাদের এই ধারণা যে, উহা সুবিখ্যাত শঙ্করের রচিত নহে; তবে অপর কোন শঙ্করাচার্য্যের রচিত হইতে পারে। এদেশের সংস্কৃতভাষার গ্রন্থকারগণের মধ্যে শঙ্করাচার্য্যনামধেয় অনেক ব্যক্তি ছিলেন। এতদ্ব্যতীত সুবিখ্যাত শঙ্করাচার্য্যের গদীর মহান্তপরম্পরা "শঙ্করাচার্য্য" নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন। এরূপস্থলে উক্ত স্তোত্রটী যে সুবিখ্যাত শঙ্করাচার্য্যের বিরচিত ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। সম্পাদক।

মানস-তুলসীদলে ভজ রে কেশব,
ব্যাকরণজ্ঞানে এবে হইবে কি তব ?

(৮)

পুনরপি জননং পুনরপি মরণং, পুনরপি জননীজঠরে শয়নং,
ইহ সংসারে খলু দুস্তারে, কৃপাপারাবারে পাহি মুরারে !
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে !
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥

রাশি চক্র সম ঘুরে জনন মরণ,
পুনঃপুনঃ জননীর জঠরে শয়ন ;
প্রপাহি মুরারে মধুকৈটভঘাতন,
দুস্তর সংসার সিন্ধু মাঝে নিমগন ;
ভজ রে গোবিন্দপদ ওরে মূঢ়মতি !
সম্মুখে শমন তব কি হইবে গতি ?

(৯)

পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ, পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ,
পুনরপ্যয়নং পুনরপি বর্ষং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম্ ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে !
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥

দিবাশেষে যামিনীর হ'তেছে উদয়,
পক্ষ মাস ঋতু বর্ষ খেলিছে ধরায় ;
তথাপি আশার নদী বহিছে সমান,
শব্দার্থ ত্যজিয়া কর পদামৃত পান ।

(১০)

বয়সি গতে কঃ কামবিকারঃ, শুষ্কে নীরে কঃ কাসারঃ,
নষ্টে দ্রব্যে কঃ পরিবারো, জ্ঞাতে তত্ত্বে ক্ব সংসারঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে !
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে।

বার্দ্ধক্যে রহে না যথা কামের বিকার,
বারি বিনা জলাশয় হয় যে প্রকার,
দ্রব্যাভাবে কোথা থাকে গৃহ পরিবার,
ব্রহ্মজ্ঞানবিকাশেতে তেমতি সংসার ;
কেমনে রাখিবে তোরে শব্দপ্রকরণ,
ভজ রে গোবিন্দপদ, সম্মুখে শমন ॥

(১১)

নারীস্তনভবনাভিনিবেশং, মিথ্যামায়ামোহাবেশম্,
এতন্মাংসবসাদিবিকারং, মনসি বিচারয় বারংবারম্।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে !
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে।

মায়ায় ভুলিয়া ভাবে পুরুষনিকর,
যুবতীর স্তনযুগ্ম পীযূষ আকর ;
মাংসবসা বিনির্ম্মিত যে স্তনযুগল,
তাহাতে আসক্ত নিত্য পুরুষসকল ;
পূঁয রক্তে পূর্ণ স্তন ভাব অনুক্ষণ,
ভজ রে কংসারি হরি, সম্মুখে শমন ;
শব্দ-অধ্যয়নে তোরে নারিবে রক্ষিতে,
ভজ রে নিয়ত ভাই গোবিন্দপদেতে।

(১২)

কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ, কা মে জননী কো মে তাতঃ,
ইতি পরিভাবয় সর্ব্বমসারং, বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিচারম্ ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে !
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥

তুমি কে, আমি কে, কোথা হ'তে আগমন,
কে মোর জননী, পিতা, সংসার স্বপন,
অসার সকল ভবে চিন্ত অনুক্ষণ,
গোবিন্দের পাদপদ্ম করহ চিন্তন ;
মহিষের গলঘণ্টা কর রে শ্রবণ,
রক্ষিতে নারিবে তোরে শব্দপ্রকরণ ॥

(১৩)

গেয়ং গীতানাম সহস্রং, ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজস্রং,
নেয়ং সজ্জন সঙ্গেচিত্তং, দেয়ং দীনজনায় চ বিত্তম্
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে !
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥

হরির সহস্র নাম কর সদা গান,
শ্রীপতির রূপরাশি কর সদা ধ্যান,
সজ্জনসঙ্গেতে বান্ধ দৃঢ় করি চিত্ত,
বিতর কাঙ্গালে সদা স্বোপার্জ্জিত বিত্ত ;
ভজ রে হরির পদ নিত্য কায়মনে,
মৃত্যুকালে কি করিবে শব্দ-অধ্যয়নে ।

(১৪)

যাবজ্জীবো নিবসতি দেহে, কুশলং তাবৎ পৃচ্ছতি গেহে,
গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে, ভার্য্যা বিভ্যতি তস্মিন্ কায়ে ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে !
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥

যতক্ষণ পঞ্চপ্রাণ রহিবে এ দেহে,
তাবৎ কুশল সবে জিজ্ঞাসিবে গেহে ;
পলাবে পরাণপাখী ছাড়িয়া যখন,
এ দেহপিঞ্জরখানি অতি সুশোভন ।
প্রাণের প্রেয়সী ভয়ে কাঁপিবে তখন,
গতাসু স্বামীর দেহ করি নিরীক্ষণ ;
বাজিছে কালের ভেরী শুন রে শ্রবণে,
ভজ হরি ; কি করিবে শব্দ-অধ্যয়নে ।

(১৫)

সুখতঃ ক্রিয়তে রামাভোগঃ, পশ্চাদন্ত শরীরে রোগঃ,
যদ্যপি লোকে মরণং শরণং, তদপি ন মুঞ্চতি পাপাচরণম্ ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে !
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥

অপার সুখের তরে পুরুষনিকর,
করিছে রমণীভোগ—রোগের আকর ;
সকল হরিবে ভবে ভীষণ শমন,
তবু মোরা নাহি ছাড়ি পাপ-আচরণ ।
গোবিন্দের পদধ্যানে হও নিমগন,
ব্যাকরণে হবে কিবা ; সম্মুখে শমন ।

(১৬)

রথ্যাচর্পটবিরচিতকন্থঃ, পুণ্যাপুণ্যবিবর্জ্জিত পন্থঃ,
নাহং ন ত্বং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে !

প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥৯

গাত্রে দিয়া জীর্ণবাসবিরচিত কন্থা,
ধর ভাই পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত পন্থা,
তুমি আমি ভবে সব অলীক স্বপন,
তবে কেন শোক-কূপে হতেছ মগন,
পিতৃপতি সম্মুখেতে ভীষণদর্শন,
ভজ কৃষ্ণ ; কি করিবে শব্দপ্রকরণ।

(১৭)

কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং, ব্রতপরিপালনমথবা দানং,
জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমনেন, মুক্তির্ন ভবতি জন্মশতেন।

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥

সাগরসঙ্গমতীর্থ কর পর্য্যটন,
ব্রত দানে সদা মন করহ অর্পণ,
তথাপি হবে না মুক্তি জানিও নিশ্চয়,
জ্ঞান বিনা শত জন্মে, কহিনু তোমায় ;
কর মন নিত্য কৃষ্ণ-পদ-মধু পান,
নিকটে শমন, ছাড় ব্যাকরণজ্ঞান।

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং
চপটপঞ্জরিকাস্তোত্রম্।

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার।

ভক্তিতত্ত্ব।

অতিপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে তিনের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ স্থলেই যেখানে বহু লইয়া আলোচনা সেই স্থলেই তিনের প্রাধান্য। হিন্দুর দেবতা তেত্রিশকোটী, তন্মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রধান। ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক নদী, তন্মধ্যে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী প্রধানা। ষট্‌চক্রবেত্তা যোগিগণ মানবশরীরস্থ লক্ষাধিক নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নাকে প্রধান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে সাংখ্যদর্শনকার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে প্রধান বলিয়াছেন। সপ্তলোকের মধ্যে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল প্রধান। চিকিৎসাশাস্ত্রেও বায়ু, পিত্ত ও কফের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ দেখাযায়। এইরূপে প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই তিনের প্রাধান্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। উপাসনারাজ্যেও তদ্রূপ। যদিও জীবের পক্ষে পরমপুরুষার্থলাভের বহুবিধ উপায় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, তথাপি সেই সমুদায়ের মধ্যে, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিই প্রধান। কি বেদ, কি পুরাণ, কি সংহিতা, কি তন্ত্র যাহাই আলোচনা করা যাউক না কেন তাহাতেই কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। বহুর তুলনায় তিন প্রধান হইলেও শাস্ত্রকারগণ ঐ তিনের মধ্যে উত্তমাদি ভেদ করিয়া একটীকে শ্রেষ্ঠতম বলিয়াছেন। যেমন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ, ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মধ্যে সুষুম্না ; স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের মধ্যে স্বর্গ শ্রেষ্ঠ। কলনাদিনী গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে যেমন স্বচ্ছ ও অন্তঃসলিলা সরস্বতী প্রবাহমানা, কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে তদ্রূপ ভক্তিস্রোত প্রবাহিতা। উপনিষদাদি, জ্ঞানকাণ্ডের প্রশংসাবাদে পরিপূর্ণ—বেদের কর্ম্মকাণ্ড, কর্ম্মমার্গের আলোচনায় ব্যাপৃত। কিন্তু বেদের ঐ জ্ঞান এবং কর্ম্মকাণ্ড বিশেষভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যেন, তাহাদের মধ্যে কিসের একটী অন্তঃস্রোত প্রবাহিতা। শুষ্ক জ্ঞান ও কর্ম্মকে কিসে যেন সরস রাখিয়াছে, উহাই ভক্তি। অনেক বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিলে মনে হয়, যেন সেই অন্তঃপ্রবাহিতা ভক্তিস্রোতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভাসিয়া চলিয়াছে।

অনেকেরই সংস্কার এই যে, কর্ম্ম ও জ্ঞানবাদ অতিপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতে প্রচলিত, ভক্তিবাদ সেদিন সমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছে। তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকেই ভক্তিবাদপ্রতিষ্ঠাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বস্তুত সে সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। কেননা শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তিমার্গের সংস্কারক ও প্রদর্শক —তিনি ইহার নির্ম্মাতা নহেন। ভক্তি অনাদিসিদ্ধা। তবে সমাজে পূর্ব্বে প্রচারিত ভক্তিমার্গ ও শ্রীগৌরাঙ্গসংস্কৃত ভক্তিমার্গ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পূর্ব্বে সকলেই মনে করিত, শুষ্ক জ্ঞান দ্বারা সহজে মুক্তিলাভ হয় না, এইজন্য উপাসকসকল সর্ব্বপ্রথম মুমুক্ষু হইয়া ভক্তিভাবে সগুণব্রহ্মের উপাসনা করিবে। ক্রমে সেই সগুণব্রহ্মের প্রসাদে উপাসকের আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইলে, চরমে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিবে। এই ভক্তির অঙ্গ মুমুক্ষুত্ব। বিখ্যাত শারীরিকভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যে এই মত বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অদ্যাপি সম্প্রদায়বিশেষে এই মত দৃষ্ট হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ এতাদৃশ ভক্তিমার্গের পক্ষপাতী ছিলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রবর্ত্তিত ভক্তিমার্গের প্রচারক গোস্বামিগণ ঐরূপ প্রাচীন মতের সমূলোৎপাটন অসম্ভব বিবেচনায় ভক্তিকে দ্বিবিধরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"একা অষ্টাঙ্গযোগাদিসম্বলিতা, তত্র মুমুক্ষুত্বমঙ্গং। অপরা চ যোগাদিনিরপেক্ষা কেবলা ভক্তিঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা, তত্র মুমুক্ষুত্বাদ্যভাবঃ ॥"

ইতি তর্কশাস্ত্রটীকাকৃৎ গোস্বামীভট্টাচার্য্যঃ।

এ কথায় অনেকেই বলিতে পারেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গাবির্ভাবের পূর্ব্বে সমাজে কি একেবারেই বিশুদ্ধা ভক্তির প্রচলন ছিল না?—ছিল, কিন্তু অত্যল্প। তৎকালে সাধারণতঃ কেহ বিশুদ্ধা ভক্তির অনুসন্ধান করিত না—কিংবা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ভিন্ন জীবের যে অন্য কোন পুরুষার্থ আছে তাহাও জানিত না। মোক্ষই তাহাদের চরম পুরুষার্থ ছিল। বিশুদ্ধা ভক্তি যে পূর্ব্বে বিরল ছিল, শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলে তাহা বেশ অবগত হওয়া যায়। শ্রুতিগণ বলিয়াছেন :—

"দুরগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনোশ্চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণাঃ।
ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে
চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

'হে ঈশ্বর! দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় আত্ততনোঃ তব চরিতামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তনপরিশ্রমণাঃ চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ সন্তঃ তে ত্বত্তঃ কেচিৎ অপবর্গম্ অপি ন পরিলষন্তি প্রার্থয়ন্তে ॥' এই শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী 'কেচিৎ' শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন :—

"অপবর্গমপি কেচিন্ন পরিলষন্তি নেচ্ছন্তি কুতোঽন্যদিন্দ্রপদাদি। কেচিদিতি এবম্ভূতা ভক্তের সকা বিরলা ইতি দর্শয়ন্তি॥" স্বামী।

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি অন্যান্য টীকাকারগণও স্বামীর অনুগমনে 'কেচিৎ' শব্দের ঐরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পূর্ব্বে বিশুদ্ধা ভক্তির সাধক অতি অল্পই ছিল। বিশুদ্ধা ভক্তিতে যে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের আকাঙ্ক্ষা নাই—ভক্তিই যে পরম পুরুষার্থ শ্রীগৌরাঙ্গদেবই তাহা সর্ব্বপ্রথমে সমাজে প্রচার করেন। এইজন্য অনেকেরই বিশ্বাস যে, শ্রীগৌরাঙ্গই ভক্তিমার্গের প্রতিষ্ঠাতা।

এক্ষণে প্রথমতই জিজ্ঞাস্য এই যে, ভক্তি কাহাকে বলে? ভক্তি শব্দের ধাতুগত অর্থ দেখিলে ভক্তির লক্ষণ অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

"ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিশব্দেন ভূয়সী॥"
গড়ুরপুরাণম্।

'ভজনাৎ ভক্তিরুচ্যতে।' ভজ্ ধাতু হইতে ভক্তি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভজ্ ধাতুর অর্থ সেবা করা, অতএব 'ভক্তি সেবা ভগবতঃ।' ভগবানের সেবাই ভক্তি। পরাশরনন্দন বেদব্যাস ভক্তির লক্ষণে বলিয়াছেন;—

'পূজাদিষ্বনুরাগঃ।'

ভগবৎপূজাদিতে অনুরাগই ভক্তি। গর্গাচার্য্য বলিয়াছেন;—

'কথাদিষ্বনুরাগঃ।'

ভগবৎকথাদিতে অনুরাগই ভক্তি। ভক্তির পূর্ণাবতার নারদ বলিয়াছেন:—

'সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা।' নারদভক্তিসূত্রম্।

কাহারও প্রতি পরম প্রেমভাবই ভক্তি। এস্থলে 'কাহারও' শব্দে ভগবানকে বুঝাইতেছে। কেন না সায়নাচার্য্য ঋক্‌বেদভাষ্যে 'ক' শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 'পরমসুখস্বরূপ ভগবান্।' তবে ভক্তিসিদ্ধান্তশিরোমণি শাণ্ডিল্য স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন:—

'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।' শাণ্ডিল্যসূত্রম্।

ঈশ্বরে পরমানুরক্তিই ভক্তি। ভক্তির বিশেষ লক্ষণে দেখিতে পাই:—

"অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥"
নারদপঞ্চরাত্রম্।

বিষ্ণুর প্রতি প্রেমপরিপ্লুতা অনন্যমমতাই ভক্তি। 'মমতা' বলিলে আমরা 'আমিত্বজ্ঞানবিশিষ্টা মায়া' বুঝিয়া থাকি। আবার মায়াই সংসারে জীবের বন্ধনের কারণ, কেননা:—

'মহামায়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ।'
দেবীমাহাত্ম্যে।

এস্থলে অনেকেই সন্দেহ করিতে পারেন যে, যে মমতা জীবের বন্ধনের কারণ, তাহা মোক্ষসাধিকা কিরূপে হইতে পারে? কেননা তন্ত্রস্পষ্টই বলিয়াছেন:—

"মমেতি বধ্যতে জন্তুর্নির্ম্মমেতি বিমুচ্যতে।"
কুলার্ণবতন্ত্রে।

এতাদৃশ সন্দেহ অমূলক। কেননা সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন:—

"মম এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
তস্মাত্তদেব সংযোজ্য পরাত্মনি সুখীভবেৎ॥"
বৃহন্নারদীয়ে।

মমতা, বন্ধ ও মোক্ষ এই দুয়েরই কারণ। বিষয়ে মমতা জন্মিলেই জীব আবদ্ধ হইয়া পড়ে

—আর সেই মমতা ভগবানে হইলেই মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে। পরিশেষে গোস্বামিগণ ভক্তির লক্ষণে বলিয়াছেন:—

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

শাস্ত্রকারগণের ঐ সকল লক্ষণ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, হৃদয়ক্ষেত্রে যাহা উপস্থিত হইলে, আর অন্য কোন সাধনার প্রয়োজন থাকে না, যাহা প্রাপ্ত হইলে জীব পরমানন্দপূর্ণাব্ধির অমৃতকণা পান করতঃ ভগবৎপ্রেমে আত্মহারা হইয়া, ছার বিষয়সুখ তুচ্ছবোধে পরিত্যাগ করিয়া থাকে—যাহা লাভ করিলে জীব, বাঞ্ছাকল্পতরু ভবভয়হারী শ্রীহরির অপার করুণাকণা লাভ করিয়া, অনায়াসে ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, তাহাই ভক্তি।

ভক্তি এক হইলেও পূজ্যপাদ ভক্তিশাস্ত্রকারগণ তাহাকে ত্রিবিধরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

"সাধনং ভাবঃ প্রেমাচেতি ত্রিধোদিতা।"
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। তন্মধ্যে:—

"কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥"
তত্রৈব।

ইন্দ্রিয় দ্বারা সাধারণতঃ যে ভক্তি সাধিত হয় তাহার নাম সাধনভক্তি। সাধনভক্তির অনুশীলনে হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে ভাবের উদ্ভব হইয়া থাকে। এই সাধনভক্তি দ্বিবিধা—বৈধী ও রাগাত্মিকা। বৈধীকে কেহ হৈতুকী বা গৌণী বলিয়া থাকেন ও রাগাত্মিকাকে অহৈতুকী বা মুখ্যা বলিয়া উল্লেখ করেন। রাগাত্মিকা ভক্তির অনুষ্ঠান ব্রজগোপী ভিন্ন অন্যের পক্ষে অসম্ভব। সাধারণের পক্ষে ব্রজগোপীর অনুগা ভজন করাই বিধেয়। সেইজন্যই দ্বিবিধা সাধনভক্তি স্থলে বলিয়াছেন:—

"বৈধী রাগানুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা।"
তত্রৈব।

অর্থাৎ সাধনভক্তি দ্বিবিধা,—বৈধী ও রাগানুগা। তন্মধ্যে:—

"যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে॥"
তত্রৈব।

যে ভক্তিতে আন্তরিক অনুরাগ নাই, কেবল শাস্ত্রের অনুশাসনে ভজনে প্রবৃত্তি জন্মায়, তাহার নাম বৈধীভক্তি। বৈধীভক্তি শ্রেণী, গুণ ও কর্ম্মভেদে ত্রিবিধা। শ্রেণীভেদে যথা—উত্তমা, মধ্যমা ও অধমা। গুণভেদে যথা—সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসিকী। কর্ম্মভেদে যথা—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী। কেহ কেহ জ্ঞানীকেও এই শ্রেণীভুক্ত করেন।

"বিরাজন্তিমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥"
তত্রৈব।

যাহাতে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা থাকে না, যাহা ব্রজবাসিগণের অনুগত, তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি। রাগানুগা ভক্তি দ্বিবিধা:— কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা। কামানুগা পুনরায় দ্বিবিধা:— সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও ভোগেচ্ছাময়ী। কেহ কেহ রাগানুগাকে চারিরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যথা:— ঐশ্বর্য্যাত্মক, মাধুর্য্যাত্মক, একাঙ্গা ও বহু-অঙ্গা।

"প্রেমস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে।
সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুরত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥"
তত্রৈব।

প্রেমের প্রথম অর্থাৎ অঙ্কুরিত অবস্থার নাম ভাব। ভাব উপস্থিত হইলে অশ্রুপুলকাদি অষ্ট-সাত্ত্বিকভাবের অল্প অল্প বিকাশ পাইতে থাকে। ভাবভক্তি ত্রিবিধ:— সাধনাভিনিবেশজ, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদজ ও তদ্ভক্তপ্রসাদজ। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদজ ভাব ত্রিবিধ:— বাচিক-প্রসাদজ, আলোকদানজ ও হার্দ্দ:।

"যস্যাঙ্কস্থণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

ভাবের গাঢ়তা হইলে মন আর্দ্র ও অতিশয় মমতাযুক্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থাকে পণ্ডিতগণ প্রেম বলিয়া থাকেন। প্রেম দ্বিবিধ:— ভাবোত্থ ও প্রসাদোত্থ। ভাবোত্থ প্রেম আবার দ্বিবিধ:— বৈধভাবোত্থ ও রাগানুগীয়ভাবোত্থ। প্রসাদোত্থ প্রেমও তদ্রূপ দ্বিবিধ:— মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত ও কেবল।*

জগৎসারে কেহই সমুদয় বিষয় সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার ক্ষমতাশালী বা অধিকারী নহে। প্রতি বিষয়ই অধিকারীভেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যখন প্রত্যেক ব্যক্তিরই রুচি, প্রকৃতি, আচারব্যবহার অপরাপেক্ষা ভিন্ন, তখন সাধন-মার্গের অধিকারীগণের মধ্যেও কিছু না কিছু প্রভেদ আছে। এক্ষণে কথা হইতেছে, ভক্তি-মার্গের অধিকারী কে? শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন:—

"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণ নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥"
শ্রীমদ্ভাগবতম্।

শ্রীরূপ গোস্বামীও বলিয়াছেন:—

"যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে।
নাতিসক্তো ন বৈরাগ্যভাগস্যাধিকার্য্যসৌ॥"
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

যে জীব অতিভাগ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণসেবায় শ্রদ্ধান্বিত হয়, যে ব্যক্তি সংসারে অধিক আসক্ত, বা একেবারে বিষয়বৈরাগী নহে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে ভক্তিযোগের অধিকারী। ফলতঃ হৃদয়ক্ষেত্র সরস না হইলে, কখনও ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইবার আশা নাই।

সংসার দুঃখময়। সাংসারিক দুঃখবাদই দর্শনের মূলভিত্তি। এ সংসারে সকলেই দুঃখের আত্যন্তিক নাশ ও পরমসুখ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। শাস্ত্রকারগণ সে দুঃখপরিহারের ভিন্ন ভিন্ন উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। দার্শনিকগণের মধ্যে মীমাংসাদর্শনকর্ত্তা জৈমিনি বলেন,—'বেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক পরিহার বা পরমসুখপ্রাপ্তি হয়। তাহার একমাত্র যথাবিহিত অনুষ্ঠান করিতে করিতে জীবের শুভাদৃষ্ট জন্মে। তাহাতেই জীবের দুঃখহানি ও পরমসুখস্বরূপ স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মই স্বর্গমোক্ষহেতু—বিদ্যা তাহার দ্বারা আবার অনেকে জৈমিনির এই মত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, জ্ঞান দ্বারা আত্যন্তিকদুঃখনাশ ও পরমসুখলাভ সিদ্ধ হয়, অতএব কর্ম্মাদি দ্বারা হয় না। যেহেতু শ্রুতিতেও উক্ত আছে:—

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

সেই পরেশকে জানিলে অতিমৃত্যু অর্থাৎ মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়, তদ্ভিন্ন মোক্ষলাভের আর অন্য উপায় নাই। মণ্ডুকশ্রুতিতেও দেখা যায়:—

'প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ।'

সংসারতরণে যজ্ঞাদিরূপ সেতু অদৃঢ় অর্থাৎ জীর্ণ, তদ্দ্বারা সংসারসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। ঐ শ্রুতিতে আরও আছে:—

"নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।"

অর্থাৎ যে কর্ম্ম তদ্দ্বারা অকৃত ভগবল্লোক সিদ্ধ হয়। কেননা তাহাতে সাধ্য ও সাধনের বৈরূপ্য আছে, কিন্তু জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধ হয়। সেই নিমিত্ত তৈত্তিরীয়শ্রুতি বলিয়াছেন:—

"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকেন ইত্যাদি।"

অতএব জ্ঞানই আত্যন্তিক দুঃখনাশ ও পরমসুখপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। উত্তর-মীমাংসার ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির এই মত।

আবার অনেকে বলেন যে কেবল, জ্ঞান বা ভক্তি। দার্শনিকগণের মধ্যে কর্ম্মের দ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক পরিহার বা পরমসুখপ্রাপ্তি হয় না। তাহার একমাত্র উপায় ভক্তি। ভক্তিই পরমপুরুষার্থ। কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি ভক্তির অঙ্গ নহে। কেননা অবিচারাত্মকজ্ঞান ও ক্লেশসহনাত্মক বৈরাগ্য কঠোরস্বভাববিশিষ্ট।—আর মাধুর্য্যানুভবাত্মিকা ভক্তি অতিশয় বিক্ষেপকং তস্যা বৈরাগ্যং রসশোষকম্। হানিকরং তত্তচ্ছোধিতং ত্বনুযাতি তাম্॥"

শুদ্ধবিচারসাপেক্ষ কর্ম্ম চিত্তের বিক্ষেপক, আর বৈরাগ্য সরস হৃদয়কে নীরস করে; উপাস্য-উপাসক ভাবের হানিকর, সুতরাং উহার কোনটীই ভক্তির অনুগত নহে। জ্ঞান দ্বারা জানা যায় বটে, কিন্তু সম্যকরূপে জানা যায় না। পতিপরিত্যক্তা পত্নীর যেমন পতিজ্ঞান—দারুণাতপতাপিত তৃষাতুর, অথচ বার্য্যোত্তোলনের উপকরণবিহীন ব্যক্তির যেমন কূপস্থ-জলজ্ঞান, ভক্তিশূন্য জনের ঈশ্বরজ্ঞানও তদ্রূপ। আমরা অনেক জিনিষ প্রত্যক্ষ করিতেছি—বহু বিষয় জানিতেছি, কিন্তু তাহা পাইতেছি না। জানা ও পাওয়া দুইটী স্বতন্ত্র বিষয়। সুতরাং জানা ও পাওয়া এই দুয়ের মধ্যে এমন একটী বিষয় আছে, যাহা ঐ উভয় বিষয় একযোগ করে। সেই যোগকারিণীই ভক্তি—এইস্থল হইতেই ভক্তিযোগের উৎপত্তি। ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে যে, গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন:—

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কর্হিচিৎ॥"

সুতরাং কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটীই মুক্তির হেতু। কেবল ভক্তিকে মুক্তির হেতু বলিলে ভগবদাজ্ঞার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। এই সন্দেহ অমূলক। কেননা কর্ম্ম ও জ্ঞান পরম্পরাসম্বন্ধে মোক্ষসাধক। বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ দেহে আত্মাভিমান ও তদভিনিবেশের অপগম হয়। চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানোদয়ের পথ পরিষ্কৃত হয়। "জ্ঞানান্মুক্তি" অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয়। সুতরাং কর্ম্মযোগ পরম্পরাসম্বন্ধে মোক্ষসাধক। এই মোক্ষসাধককর্ম্ম দ্বিবিধ:—এক শ্রীভগবদাজ্ঞাবোধে তৎপ্রীতিসম্পাদনার্থ কর্ম্ম;

* যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীরূপগোস্বামীকৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থ দেখিবেন। লেখক।

করণ—অপর কৃতকর্ম্মের যাবতীয় ফল ভগবানে অর্পণ। উভয়ই নিষ্কাম, তবে শেষোক্তটীতে ফলের প্রতি দৃষ্টি না থাকায় তাহাই উৎকৃষ্টতর। এই দ্বিবিধ কর্ম্মযোগের নাম আরোপসিদ্ধা ভক্তি। কেননা ইহারা ভক্তি না হইলেও, ফলগত সাদৃশ্যের দ্বারা ইহাতে ভক্তিত্বের আরোপ হয়।

জ্ঞান মোক্ষসাধক হইলেও, কেবল জ্ঞান সাক্ষাৎসম্বন্ধে মোক্ষ প্রদান করিতে পারে না। কেননা :—

"নৈষ্কর্ম্মমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।"

শ্রীভাগবতম্।

ব্রহ্ম শুভাশুভকর্ম্ম রহিত অর্থাৎ নির্লেপ। জ্ঞান ও ব্রহ্ম একাকার, কেননা শ্রুতি ব্রহ্মকে বিজ্ঞানঘন বলিয়াছেন। সুতরাং নির্লেপ ব্রহ্মের সহিত একাকার বলিয়া জ্ঞানের একটী নাম নৈষ্কর্ম্ম। অবিদ্যা রূপ অঞ্জন দূর করে বলিয়া তাহার আর একটী নাম নিরঞ্জন। এতাদৃশ জ্ঞানও ভগবদ্ভক্তিবর্জ্জিত হইলে শোভনীয় অর্থাৎ জীবের স্পৃহনীয় নহে। জ্ঞানের চরমাবস্থা হইতেই পরাভক্তির আরম্ভ। শ্রুতি বলিয়াছেন :—'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।' সুতরাং জ্ঞানের শেষ 'ব্রহ্মভূত' পর্য্যন্ত। সেই স্থল হইতেই পরাভক্তির আরম্ভ। সেই নিমিত্তই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥"

গীতা

অতএব জ্ঞানের চরমোৎকর্ষই পরাভক্তি। কেবল জ্ঞান সাক্ষাৎসম্বন্ধে মোক্ষ সাধক না হইলেও, ভক্তির সঙ্গে থাকিয়া উহা মোক্ষফল প্রদান করে বলিয়া উহার নাম সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি। জ্ঞানবিশেষরূপা শুদ্ধা ভক্তিই একমাত্র মোক্ষোপায়। উহা সাক্ষাৎ মোক্ষজনিকা। উহা জ্ঞান ও কর্ম্মনিরপেক্ষভাবেই মোক্ষফল প্রদান করে। সুতরাং ঐ শুদ্ধা ভক্তিকে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বলে। কর্ম্ম, অর্থ ও আয়াসসাপেক্ষ, জ্ঞান শিক্ষাসাপেক্ষ। লোকে চেষ্টা করিলে জ্ঞান ও কর্ম্মযোগের অধিকারী হইতে পারে, কিন্তু সহস্র চেষ্টা করিলেও বিশুদ্ধা ভক্তি লাভ করিতে পারে না। সুতরাং বিশুদ্ধা ভক্তি অনন্যাপেক্ষী ও স্বতঃসিদ্ধা। এইজন্যই ভক্তিমার্গের পক্ষপাতী গোস্বামিগণ ভক্তিকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ভক্তি নির্গুণা নহে। ইহাতে বহুবিধ গুণ থাকিলেও শাস্ত্রকারেরা কয়েকটী গুণকে প্রধান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন :—

"ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষা লঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সান্দ্রানন্দা বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা॥"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

ভক্তির শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণের ক্ষমতা আছে বলিয়াই :—

'ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি।'

গোপালতাপনী

স্থূলদৃষ্টিতে ভগবানকে পক্ষপাতী বলিয়া বোধ হয়, কেননা তিনি ভক্তকে কৃপা করেন, অভক্তকে দয়া করেন না। বস্তুতঃ এ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। যেমন বহুপদার্থ দ্বারা বেষ্টিত থাকিলেও লৌহ চুম্বকের দিকে ধাবিত হয়, এক্ষেত্রেও তদ্রূপ। সূর্য্য সর্ব্বোপরি সমভাবে কিরণ দিতেছেন, দর্পণ পরিষ্কৃত ও স্বচ্ছ হইলে তাহাতে সূর্য্যবিম্ব প্রতিফলিত হয়, মৃত্তিকা

দিতে তাহা হয় না। ভক্তির আকর্ষণেই ভগবান্ ভক্তের প্রতি আকৃষ্ট ও ভক্তিশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। এইজন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন :—

"ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥"

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী।
উথলি।

"সংহিতাসংগ্রহ।"

ফরিদপুরের আর্য্যকায়স্থসমিতির সুযোগ্য সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা মহাশয় মনু ভিন্ন অন্য ঊনবিংশসংহিতাসংগ্রহে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। চৈত্রসংখ্যা আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় অত্রির ৫টী শ্লোকের সান্বয় ব্যাখ্যা নোট সহ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ঐভাষিকী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রকাশ করিয়া যেরূপ যশস্বী হইয়াছেন, আশা করি, সংহিতা-সংগ্রহেও তিনি সেরূপ যশঃ উপার্জ্জন করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শাসনযন্ত্র এই সংহিতাগুলি। মহাভারত, মনুসংহিতা ও ভগবদ্গীতা যেমন একশ্রেণীর পুস্তক ও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের দুর্গ, এই ঊনবিংশসংহিতাও তেমন সেই দুর্গের প্রহরীস্বরূপ। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের পুনর্গঠনসময়ে এইসকল গ্রন্থের বহুল প্রচার অবিমিশ্র সুখের বিষয় নহে। জাতীয়-জীবনের উন্মেষসময়ে লোক-শক্তিকে পুরো-হিতশক্তির পদানত করিয়া দেওয়া পরিণাম-দর্শিতার কার্য্য হইবে না। পুরোহিতশ্রেণী জগতের সর্ব্বত্রই এক অপরিহার্য্য সম্প্রদায় বটে, কিন্তু ভারত ভিন্ন আর কুত্রাপি এই পুরোহিত্য, লোকশক্তির বিনাশভূপের উপর নৃত্য করিতেছে না। সুতরাং ভারতকে যদি জগতের অন্যান্য স্থানের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়, তবে এতাদৃশী বিরুদ্ধনীতির আশ্রয়ে ফলের আশা কি দুরাশা নহে?

অথচ যখন এই গ্রন্থগুলি জনসমাজের উপর আধিপত্য করিতেছে, তখন ইহাদের প্রকাশ ভিন্নও সমাজের পুনঃসংগঠন কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। গত ৮ বৎসরের কায়স্থকার্য্যের বহুদর্শিতা দ্বারা আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, দূরে থাকুক অন্য জাতির কথা, কায়স্থগণের মধ্যেও বহুসংখ্যক লোকে কায়স্থকার্য্যের উপর সন্দিহান আছেন। দেশের সাধারণ রাজনীতি ও সর্ব্বজাতির জাতীয়ভাবের উন্নতির পরিপন্থী হইয়া পাছে বা আমরা গত শতাধিক বর্ষের শিক্ষাদীক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত করি, জনসমাজের এরূপ আশঙ্কা অন্যায় আশঙ্কা নহে। এজন্য আমাদের কায়স্থতরীকে এই বিপ্লবের সময়ে অতি সাবধানে চালাইতে হইবে। আমাদের তরী নোহের (Noah) জাহাজ; ইহাতে সর্ব্বজাতিকে তুলিয়া লইতে হইবে, সকলকেই রক্ষা করিতে হইবে, সকলেরই জীবনদান প্রয়োজনীয়। এজন্য জন-শক্তির উন্মেষই আমাদের লক্ষ্য, কেননা কায়স্থ বা অন্যের জন-শক্তির সারাংশ মাত্র।

গীতাভূষণ বর্ম্মা মহাশয় যখন আপনা

হইতেই বলিতেছেন, "স্বার্থান্বেষী পণ্ডিতগণ সংহিতা মধ্যে যথেচ্ছাভাবে শ্লোক সকল প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন" তখন আর তাঁহাকে আমাদের অধিক সাবধান করিবার প্রয়োজন নাই। এতাদৃশ প্রক্ষিপ্ত, দুরভিসন্ধিপ্রণোদিত ও কদর্য্যভাবের শ্লোকগুলি যে পরিত্যাজ্য একথা বোধ হয় তাঁহাকে বলিতে হইবে না। তবে এ কথাগুলি বাদ দিলে সংহিতাগ্রন্থসকলের যে কি অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাও আমরা বুঝি না। সে যাহা হউক, আমরা এইরূপ কতকগুলি পরিত্যাগযোগ্য স্থান নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এবচ।
কৈবর্ত্ত মেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥
এষাং গত্বাস্ত্রিয়ো মোহাদ্ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ।
কৃচ্ছ্রাব্দমাচরেজ্জ্ঞানাদজ্ঞানাদ্দ্বন্দ্বয়ম্॥

অত্রি ১৯৫, ১৯৬।

চাণ্ডালেন তু সংস্পৃষ্টং যত্তোয়ং পিবতি দ্বিজঃ।
কৃচ্ছ্রপাদেন শুদ্ধ্যেত আপস্তম্বোঽব্রবীন্মুনিঃ॥

অত্রি, ২০২।

প্রথম দুটী শ্লোকে বলা হইতেছে যে রজক, চর্ম্মকার, নট, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্ল এই সাতটী জাতি অন্ত্যজ; জ্ঞানতঃ ইহাদের স্ত্রীগমন, অন্নভোজন ও প্রতিগ্রহ করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কৃচ্ছ্রাব্দ অর্থাৎ এক বৎসর একাদিক্রমে প্রাজাপত্যব্রত ৩০ প্রাজাপত্য; আর অজ্ঞানতঃ করিলে দুই চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। ২০৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে, চণ্ডালস্পৃষ্ট জল পান করিলে দ্বিজের "কৃচ্ছ্রপাদ" প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

অঙ্গিরায় ৩ হইতে ১০ শ্লোক পর্য্যন্ত এইরূপ বাক্যেরই সন্নিবেশ দেখা যায়।

রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্ত মেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥৩
অন্ত্যজানাং গৃহে তোয়ং ভাণ্ডে পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
প্রায়শ্চিত্তং যদা পীতং তদৈব হি সমাচরেৎ॥৪
চণ্ডালকূপভাণ্ডেষু ত্বজ্ঞানাৎ পিবতে যদি।
প্রায়শ্চিত্তং কথং তেষাং বর্ণে বর্ণে বিধীয়তে॥৫

তারপর এতাদৃশ জলপানে যে সর্ব্বনাশ ঘটে তাহার বর্ণানুযায়ী বর্ণনা ও প্রায়শ্চিত্তের কথা আছে।

সে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা এই:— ব্রাহ্মণ সান্তপন করিবে, ক্ষত্রিয় প্রাজাপত্য করিবে, বৈশ্য অর্দ্ধ প্রাজাপত্য করিবে এবং শূদ্রের প্রতি কৃচ্ছ্রপাদ ব্যবস্থা দিবে। ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ রজকাদি অন্ত্যজ জাতির জল পান করিলে অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া পরদিন পঞ্চগব্য পান করতঃ শুদ্ধ হইতে পারিবে। ব্রাহ্মণ কদাচিৎ উচ্ছিষ্ট ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে স্নান, জপ এবং দিনার্দ্ধ উপবাসে শুদ্ধ হইবে। দ্বিজ উচ্ছিষ্ট বৈশ্য, কুকুর বা উচ্ছিষ্ট শূদ্র কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইবে।"

এস্থলে কেবল জ্ঞান ও অজ্ঞানবশতঃ অন্ত্যজবর্ণের জলপানের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইয়াছে এমত নহে, উচ্ছিষ্ট বৈশ্য ও শূদ্রকে কুকুরের তুল্য মনে করা হইয়াছে।

যমসংহিতায়ও "রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ এবং ভিল্ল" জাতিকে অন্ত্যজ বলা হইয়াছে এবং ইহাদিগকে "আলিঙ্গনাদিরূপ সামান্য উপভোগে"ও তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত নামক প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে।

চণ্ডালং পতিতং স্পৃষ্ট্বা শবমন্ত্যজমেব চ।
উচ্ছিষ্টায়াং স্ত্রিয়াং নারীং সবাসাঃ স্নানমাচরেৎ॥

চণ্ডালাদ্যৈস্তু সংস্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টশ্চ দ্বিজোত্তমঃ।
গোমূত্রযাবকাহারঃ ষড়্রাত্রেণ বিশুধ্যতি॥
চণ্ডালভাণ্ডসংস্পৃষ্টং পীত্বা কূপগতং জলম্।
গোমূত্রযাবকাহারস্ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি॥
অন্ত্যজৈঃ স্পৃষ্টকে তীর্থে তড়াগেষু নদীষু চ।
স্নাতে পঞ্চগব্যেন পীত্বা তোয়মকামতঃ॥

সংবর্ত্ত, ১৭৮, ১৮০, ১৮২, ১৮৩।

সকল শ্লোকের বঙ্গার্থ দেওয়া আবশ্যক মনে করি না; একটুকু চেষ্টা করিলে সকল পাঠকই তাহা বুঝিয়া লইতে পারিবেন। তবে এইস্থলে শেষ শ্লোকটীর ব্যাখ্যা দিতেছি।

"অন্ত্যজ জাতি কর্ত্তৃক অপবিত্রীকৃত যে সকল তীর্থ, পুষ্করিণী ও নদী তাহার জল অজ্ঞানপূর্ব্বক পান করিয়া পঞ্চগব্য ভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে।"

আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে নদীর জল, তীর্থের জল এবং পুষ্করিণীর জল অন্ত্যজেরা অর্থাৎ কৈবর্ত্তাদি জাতিরা স্পর্শ করিয়াছে, তাহার জল পান করিয়া এক্ষণে দ্বিজমহাশয়েরা পঞ্চগব্য ভোজন পূর্ব্বক শুদ্ধ হয়েন কি? কায়স্থজাতি কি এতাদৃশ দ্বিজত্বের প্রয়াসী? আজকাল গবর্ণমেণ্ট নানাস্থানে কূপ, তড়াগ ও নদী খনিত করিয়া লোকের জলকষ্ট দূর করিতেছেন; এইসকল জলাশয়ের জল কি অস্পৃশ্য জাতিসকলে পান করে না? তাহাদিগকে এ বিষয়ে নিষেধ করা কি সঙ্গত হইবে? এরূপ নিষেধ কি সাধ্য? তবে এতাদৃশ রত্ন দ্বারা গীতাভূষণ মহাশয়ের সংহিতাসকল অলঙ্কৃত করিয়া কি ফল হইবে? শাস্ত্রোক্তি কি কেবল পাঠের জন্য—না ব্যবহারের জন্যও?

এ ত গেল অন্ত্যজের কথা, এক্ষণ শূদ্রের কথাটা শুনুন;—

শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণ তু সহাসনম্।
শূদ্রাজ্জ্ঞানাগমশ্চাপি জলন্তমপি পাতয়েৎ॥৩২
মৃতস্থূতকপুষ্টাঙ্গো দ্বিজঃ শূদ্রান্নভোজনে।
অহং তাং ন বিজানামি কাং কাং যোনিং
গমিষ্যতি॥৩৩
গৃধ্রো দ্বাদশজন্মানি দশজন্মানি শূকরঃ।
শ্বযোনৌ সপ্তজন্মানি স্যাদিত্যেবং মনুরব্রবীৎ॥৩৪

পরাশর ১২ অ০ ৩২—৩৪

এই স্থলে বলা হইতেছে, যে দ্বিজ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত তিনিও যদি শূদ্রান্ন ভোজন করেন, শূদ্রের সহিত সম্পর্ক রাখেন, শূদ্রের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হন এবং শূদ্র হইতে জ্ঞানলাভ করেন, তাঁহার পাতিত্য অনিবার্য্য। আর যে দ্বিজ মৃত বা জাতাশৌচযুক্ত শূদ্রের অন্ন ভোজন করেন, তাঁহার যে কোন্ কোন্ যোনি পরিভ্রমণ করিতে হইবে তাহা নাকি পরাশর ঋষি জানিতেন না। তবে তিনি মনুর দোহাই দিয়া বলিতেছেন যে, তাহাকে ১২ জন্ম শকুন, ১০ জন্ম শূকর ও ৭ জন্ম কুকুর হইতে হইবে। এই উপাদেয় শাস্ত্রাংশ দেখিয়া আমরা বড় ভীত হইয়াছি। আমাদের বঙ্গদেশীয় ১৩লক্ষ কায়স্থের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোক ভিন্ন সকলেই শূদ্রাচারী এবং তাঁহাদের অনেকে আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া বিশ্বাস করেন। সাবিত্রীগ্রহণপূর্ব্বক যাঁহারা বেদোপনীত হইয়া দ্বিজত্বগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ত শূদ্রান্ন, শূদ্রসম্পর্ক ও শূদ্রসহবাস পরিত্যাগ করা অসম্ভব। গীতাভূষণ মহাশয় আমাদের একজন বিখ্যাত দ্বিজ, সেইরূপ মাননীয় মিত্র এবং আর কত বিখ্যাত কায়স্থ মহাশয় দ্বিজত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল দ্বিজের ত ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল নহে।

ইহাদের অনেকে এই শাস্ত্রানুসারে ১২ জন্ম শকুন, ১০ জন্ম শূকর ও ৭ জন্ম কুকুর হইবার পাপে যে লিপ্ত হইয়াছেন একথা বলিলে কি সত্যের অপলাপ হইবে?

গীতাভূষণ মহাশয় কি এসকল স্থানকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন? ইহা যদি প্রক্ষিপ্ত না হয়, তবে তাঁহার সংগ্রহের অঙ্গ কি ইহা দ্বারা বিভূষিত হইবে? শূদ্রবাদী কায়স্থগণ ত এতাদৃশ কৌস্তুভ পরিত্যাগ করিতে চাহিবেন না।

তারপরে বৈশ্যের কথা ধর্ম্মশাস্ত্রে—এই সংহিতাগুলিতে—কিরূপ আছে, তাহাও দেখা কর্ত্তব্য।

কদর্য্যবদ্ধচৌরাণাং ক্লীবরঙ্গাবতারিণাম্।
বৈণাভিশস্তবার্দ্ধুষিগণিকাগণদীক্ষিণাম্ ॥১৬১
চিকিৎসুর্ম্মৃতুরক্রুদ্ধপুংশ্চলীমত্তবিদ্বিষাম্।
ক্রূরোগ্রপতিতব্রাত্যদাম্ভিকোচ্ছিষ্টভোজিনাম্॥১৬২
অবীরাস্ত্রীস্বর্ণকারস্ত্রীজিতগ্রামযাজিনাম্।
শস্ত্রবিক্রয়িকর্ম্মার তুন্নবায়শ্বজীবিনাম্ ॥১৬৩
চৈলধাবসুরাজীবিসহোপপতিবেশ্মনাম্ ॥১৬৪
পিশুনানৃতিনোশ্চৈব তথা চাক্রিকবন্দিনাম্।
এষামন্নং ন ভোক্তব্যং সোমবিক্রয়িণস্তথা ॥১৬৫

যাজ্ঞবল্ক্য ১৬১—১৬৫

এ স্থলে দেখা যাইতেছে চিকিৎসক, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, তঙ্কা, তন্তুবায় প্রভৃতি বৈশ্যজাতিগুলির অন্ন নিষিদ্ধ হইতেছে। গ্রামযাজী ব্রাহ্মণ ও ব্রাত্যসকলও সেইরূপ হীন পদবীতে আরূঢ় হইয়াছেন। ইহাদিগকে চৌর, বেশ্যা ও ব্যভিচারিণী স্ত্রীদিগের সহিত একশ্রেণীস্থ করা হইয়াছে। এতাদৃশ স্থান কি কালীপ্রসন্ন বর্ম্মার নব সংগ্রহে স্থান পাইবার যোগ্য মনে করা হইবে? এতদ্ভিন্ন উশনার ৪র্থ অধ্যায় ২২ হইতে ৩৫ শ্লোক পর্য্যন্ত কতিপয় জাতি ও ব্যবসায়ীকে নিন্দাভাজন করা হইয়াছে, তন্মধ্যে বেদবিক্রয়ী, বিধবাবিবাহকারী ও সমুদ্রযাত্রাকারীর উল্লেখ আছে। সাংখ্য ১৭ অধ্যায় ৩৬ হইতে ৩৯ শ্লোকে কর্ম্মকার, স্বর্ণকার ও সূত্রধরের নিন্দা আছে।

তারপর কায়স্থের কথাটা শুনুন। যাঁহারা কায়স্থকে ক্ষত্রিয় মনে করেন না অথচ আপনাদিগকে শূদ্রও ভাবেন না, 'কায়স্থ' 'কায়স্থ' এই অহঙ্কারের উপরই, যাঁহারা দণ্ডায়মান আছেন, ধর্ম্মশাস্ত্রের নিম্নোদ্ধৃত স্থানগুলি কি তাঁহাদের নিকট সুস্বাদু বোধ হইবে না?

চাটুতস্করদুর্ব্বৃত্তমহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্য, ১ অ০ ৩৩৬

বণিক্‌কিরাতকায়স্থমালাকারকুটুম্বিনঃ।
বরটো মেদচণ্ডালদাসশ্বপচকোলকাঃ ॥১১
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ।
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্কবীক্ষণম্ ॥১২

ব্যাস, ১ অ০ ১১।১২

(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন সরকার বর্ম্মা।

জয়সিয়া বা জয়সিংহ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি। (২)

মহম্মদ কাশিম ব্রাহ্মণাবাদে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই জয়সিয়া দুর্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন দুর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে পরাভব অবশ্যম্ভাবী। এজন্য দুর্গের অভ্যন্তরস্থ সৈন্যগণের আত্মরক্ষার নিমিত্ত উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাজন্যবর্গের সাহায্য সংগ্রহার্থ তিনি বহির্গত হইয়াছিলেন। যবনেরা শিবিরের চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করিয়া ও মৃৎপ্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। হিন্দুবীরগণ দুর্গ হইতে বাহিরে আসিয়া প্রত্যহ প্রত্যূষ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অরিপক্ষের সহিত ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। ছয় মাস অতীত হইয়া গেল, কাশিম কিছুতেই হিন্দুবীর্য্য খর্ব্ব করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি হতাশ ও চিন্তাকুল হইলেন।(১) জয়সিয়া বতিয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া (৭১২ খৃঃ রবিবার) সমস্ত পথ অবরোধ করিয়া মুসলমানদিগের নির্য্যাতনের একশেষ করিলেন। (২) কাশিম বিপন্ন হইয়া মোকার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন। তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন;—

জয়সিয়া ক্রমাগত নির্য্যাতন ও ত্যক্ত করিতেছে। খাদ্যসামগ্রী ও পশুদিগের আহার্য্য পাওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমি বিষম বিপদে পতিত হইয়াছি।

হিন্দুকুলকলঙ্ক মোকা বিপুল সৈন্য সহ কাশিমের সাহায্যার্থ উপনীত হইলে জয়সিয়াও উপায়ান্তর অভাবে সপরিবারে জয়পুরে প্রস্থান করিলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের মতে ইহাই জয়সিয়ার কাপুরুষতা! (৩)

তথা হইতে জয়সিয়া কাশ্মীরাধিপতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।(৪) তিনি জয়সিয়াকে অভয় দান করিয়া শফেনাতে রাজ্য প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। জয়সিয়ার সহিত কাশ্মীররাজের সাক্ষাৎ উল্লেখযোগ্য ঘট না। সেদিন কাশ্মীরপতি জয়সিয়াকে ৫০টী সুসজ্জিত ঘোটক এবং তাঁহার পারিষদগণকে ২০০ বহুমূল্য পরিচ্ছদ উপহার দিয়াছিলেন। তিনি ২য় বার কাশ্মীরাধীশের সহিত দেখা করিতে গেলে ছত্র, সিংহাসন ও অন্যান্য উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জয়পুর হইতে জয়সিয়া আলোরে তাঁহার ভ্রাতা ফুকিকে উৎসাহিত করিয়া একপত্র লিখিয়াছিলেন।

(১) From the dawn of day till sunset the battle was fought with great fury on both sides. * * * Six months passed in this manner. Kasim despaired of taking the fort and became very pensive.

P. 177, Chach Nama.

(২) Jaisiya * * infested the roads, and distressed the Muhammadan army. Chach Nama, P. 177.

(৩) The pusillanimity of the Raja's son, who fled to Brahmanabad etc. P. 260, Elphinstone.

(৪) ঐতিহাসিকেরা বলেন, কাশ্মীর দাহিরের করদ ও মিত্ররাজ্য ছিল।

ব্রাহ্মণাবাদ দুর্গ অবরোধকালে রাণী লাদী সৈন্যগণকে প্রোৎসাহিত করিয়া স্বয়ং যুদ্ধায়োজন পরিদর্শন করিতেন। তিনি বহুমূল্য ভূষণাদি যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়া তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন এবং একান্তপক্ষে দুর্গ শত্রুকরকবলিত হইলে সন্তানসন্ততি ও আত্মীয়া পরিজন সহ অনলে জীবনাহুতি দিতে প্রস্তুত হইলেন। আরব ঐতিহাসিকদিগের কেহ কেহ বলেন অকস্মাৎ দুর্গ অধিকৃত হইলে রাণী কুমারী কন্যাদ্বয় সহ যবনহস্তে বন্দী হইয়াছিলেন (১)। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, কাসিম রাণী লাদীকে জনৈক স্ত্রীলোকের নিকট হইতে মূল্যবিনিময়ে ক্রয় করিয়া পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন (২)। রাণীর দুই কুমারী কন্যা ধৃতা হইয়া খলিফার নিকট প্রেরিতা হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা সূর্য্যাদেবীর (বা জানকী দেবী) চতুরতায় কিরূপে কাশিম প্রাণ হারাইয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপাঠকমাত্রই অবগত আছেন (৩)। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, জয়সিয়া সপরিবারে দুর্গ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং রাজমহিষী শত্রুকরকবলিতা হইয়াছিলেন কিনা ঘোরতর সন্দেহের বিষয়। দেখা যাইতেছে, এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে বহু মত বর্ত্তমান। আমাদের বিশ্বাস, যবনেরা রাজমহিষীর সন্ধান করিতে পারে নাই। তিনি অনলরথে অমরলোকে মহাপ্রয়াণ করিয়া তাঁহার কোন সহচরী বা পরিচারিকাকে হস্তান্তর করিয়াই যবনেরা উল্লাসে উন্মত্ত হইয়াছিল। আরববিজেতার রাণী লাদী সম্ভবতঃ মালবিকাগ্নিমিত্রের ইরাবতী। এরূপ কল্পনা প্রচারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, তাহা পরে আলোর দুর্গ বিজয়কালে বুঝিতে পারা যাইবে।

কাশিম তাঁহার সৈন্যগণকে বণিক, শিল্পজীবী ও নিরীহ সাধারণ লোকদিগের কেশস্পর্শ করিতেও দেন নাই। তাহারা সকলেই বিনা-ক্লেশে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। কেবল বিপক্ষসৈন্যগণ তরবারিমুখে সমর্পিত হইয়াছিল। এইখানে প্রায় সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ পীত পরিচ্ছদে পরিহিত হইয়া কেশশ্মশ্রুগুম্ফ মুণ্ডিত করিয়া কাশিমের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা বলিল, বিধাতা আপনাকে আমাদের দেশের জগদীশ্বর নিযুক্ত করিয়াছেন। এজন্য আমরা আপনার আদেশ গ্রহণ করিতে আপনার দ্বারে উপস্থিত। কাশিম তাহাদিগকে দাহিরের আত্মীয়স্বজন ও পরিবারবর্গকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা রাণী 'লাদী' (?) ও অন্যান্য রাজপরিজনকে কাশিমের শিবিরে আনয়ন করিয়া যবনরাজের অনুগ্রহ লাভ করিয়া ধন্য হইল। যাহারা মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অসম্মত হইল, কাশিম তাহাদের উপর আয়ানুযায়ী অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিয়া দিলেন। রাজরাজেশ্বরী বীররমণী লাদী সিংহিনীর ন্যায় অরাতিসৈন্য ধ্বংস করিয়া অবশেষে মেষশাবকের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগের পদাঙ্ক অনুবর্ত্তন করিয়া যবনশিবিরে সতীত্বমেধযজ্ঞ করিতে যাইবেন ইহা বিশ্বাস করা বাতুলের কার্য্য। কিন্তু প্রতারণাপটু ব্রাহ্মণগণ কিরূপ বুজেতার যবনগণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া স্বার্থসাধন করিয়াছিল, তাহা উল্লিখিত ঘটনা হইতে সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় (১)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরসিকলাল রায়।

(১) Kasim, though well-provided with catapults and other engines of war, made little impression on the place, but a scarcity of provision rendered the defenders desperate and in a hopeless sally against the Muhammadans, the Hindoo queen and a body-guard of Rajputs perished.

M. Taylor, P. 71.

আল্‌বিলাদুরীতে রাণী লাদীর কথা বিন্দু বিসর্গও উল্লেখ নাই।

এল্‌ফিনষ্টোন্‌ও চচ্‌নামার বৃত্তান্ত সমর্থন করিতে পারেন নাই। তিনি দাহিরের বিধবা মহিষীর যুদ্ধ, বিক্রম (the masculine spirit of his widow.) ও অনলে জীবনত্যাগ বর্ণনা করিয়াছেন। P. 260, Elphinstone.

(২) Vide P. 192, Chach Nama in Elliot's History.

(৩) সূর্য্য দেবী ও প্রমীলাদেবী। Vide P. 209, Ibid.

The address of Janaki, daughter of Dahir; to Khalifa Abdul Malik, son of Marwan.

খলিফা ওয়ালিদের সময় অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। তাহা হইলে তাঁহার পিতা আবদুল মালিকের সহিত দাহিররাজকন্যাদ্বয়ের বার্ত্তালাপ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? চচ্‌নামার উল্লিখিত উভয় বিবরণের সহিত আল্‌বিলাদুরীর ঐক্য নাই, বিলাদুরীর মতে খলিফা সুলেমানের আদেশে কাসেম পদচ্যুতও হইয়াছিলেন। তাহাতে রাজকুমারীদিগের কোন উল্লেখ নাই।

Vide P. 124, Al Biladuri.

Vide P. 181, Chach Nama and P. 261, Elphinstone.

অবকাশে।

পূর্ব্বানুবৃত্তি। (শেষ)

আজও গঙ্গাস্নান। বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির অষ্টমীর দিন বন্ধ থাকে। গৌড় দ্রাবিড়ী মাতৃকা দেবতাদিগের পক্ষে অষ্টমী এক মহাতিথি। আজ অষ্টমী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে নেপালের বাবু ১০৮ অষ্টোত্তরশত ছাগ বলি দিবেন। রঘুবাবু একটী ছাগ উৎসর্গ করিয়া দেবীর পূজা দিতে পাণ্ডার প্রতি ভারার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি মন্দিরে রহিলেন,

আমরা বাসায় আসিলাম। আজ আর আমাদের ভোজনের পর বিশ্রাম করা হইল না। আমাদিগের ২টার গাড়ীতে বিন্ধ্যাচল ত্যাগ করিবার কথা। ডাক্তারবাবু বিল (bill of fare) চুকাইয়া দিতে বলিলেন। ইন্দুবাবু প্রভৃতি অষ্টাজ্ঞ হোটেলের মেনু (Menu) ও চার্জ্জ সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন। হোটেলের ম্যানেজার আসিলেন, মালিকরূপী শ্রীমান্ —— আসিলে এবং আমাদের প্রাচীন বন্ধু 'কেহ না হইলেও' ইঁহাদের পশ্চাতে আসিলেন। ডাক্তার বাবুকে ভোজনের জন্য ১ম শ্রেণীর চার্জ্জ করা হইয়াছে। ১ম শ্রেণীতে রোজ ১৷৷০ ভোজন দণ্ড। আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে দিন ৸০ হিসাবে দিতে হইবে। জৈয়ের রুটী খাইয়া রঘু খানসামার পেটে অসুখ হইয়াছিল। তাহার ভক্ষণী খরচ রোজ ।৵০ হিসাবে ধরা হইয়াছিল। ডাক্তারবাবুর অনুরোধে তাহা দৈনিক ।০ আনাতে পরিণত হইল। ঘরভাড়া উপরতালায় সকলকেই চৌকী বা বিছানা প্রতি রোজ ৸০ বার আনা দিতে হয়। ১ম শ্রেণীতে চা, জলখাবার, একবেলা মাছ এবং একবেলা রোজ মাংস দিবার কথা। ২য় শ্রেণীতে সপ্তাহে ২ দিন মাংস, ডাল, ভাত, মাছ, তরকারী ও দুধ। জলখাবার ও চা নাই। প্রথম শ্রেণীতে রাত্রিতে লুচি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে রুটীর ব্যবস্থা। যাঁহারা পিছন দিকের ঘরে সপরিবার বাস করেন, তাঁহাদিগকে কেবল ঘরভাড়া মাসিক বা সাপ্তাহিক হিসাবে দিতে হয়। প্রথম শ্রেণীর চাউল মিহি বালাম। রসুইয়াদার বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ।

যাঁহাদের কাজকর্ম্ম নাই, কেবল পরের কথা লইয়া থাকেন, এরূপ কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, ডাক্তারবাবু ও আমি একত্র ভোজন করিয়া একযাত্রায় পৃথক ফল পাইলাম কেন? আমি তাঁহাদের কথা হাসিয়া উড়াইয়া না দিয়া কপালে হাত দিয়া দেখাইয়া দিলাম। আমাদের বৈঠকে যত লোক ছিলেন, সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, 'মহাশয়, তবে আমরা সকলেই সেকেণ্ড ক্লাস।' স্বাস্থ্যনিবাস এখনও শৈশবে। বাঙ্গালীর বন্দোবস্ত কদাচিৎ ভাগ্যবলে সুচারুসম্পন্ন হয়। সহস্র দোষ থাকিলেও ক্ষুদ্র স্বাস্থ্যনিবাস মধ্যশ্রেণীর নূতন পর্য্যটকদিগের বিন্ধ্যাচলধামে একটী বিশেষ অভাব দূর করিয়াছে।

আমাদের প্রাচীনবন্ধু ——বাবু সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেষণ অবধি আসিয়া ডাক্তারবাবুকে পরম আপ্যায়িত করিলেন। পথে পথে তিনি তাঁহার কয়েকজন বাধ্য লোককে ডাক্তারবাবুকে দেখাইয়া প্রেসক্রিপ্‌সন করাইয়া লইলেন। আর যতক্ষণ সঙ্গে ছিলেন ঢকানিনাদে ধ্বনিত করিলেন, এ দুনিয়ায় সাহেব, বাঙ্গালী, যে যেখানে যত বড়লোক আছেন, সকলেই হয় তাঁহার বন্ধু, নয় ত এয়ার।

আমি আমাদের পরম প্রিয় অতি প্রাচীন পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র নগরী পম্পাপুরের (বিন্ধ্যাচল) দিকে চাহিয়া একবার শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম এবং ১৩টা ৪৫ মিনিটে শব্দায়মান শকটে (B. Down Express) মোগলসরাই মুখে ফিরিয়া চলিলাম। বিন্ধ্যাচল সমাপ্ত।

শ্রীরসিকলাল রায়।

বিজয়সেন প্রশস্তি।

পূর্ব্বানুবৃত্তি। (৩)

দোর্ব্বল্লিবিলাসলব্ধগতিভিঃ শৈলৈর্বিদীর্ণৌরসাম্
বীরাণাং রণতীর্থবৈভব-বশাদ্দিব্যং বপুর্বিভ্রতাম্।
সংসক্তামরকামিনীস্তনতটীকাশ্মীরপত্রাঙ্কিতম্,
বক্ষঃ প্রাগিব মুগ্ধসিদ্ধমিথুনৈঃ সাতঙ্কমালোকিতম্ ॥১২॥

অন্বয়ঃ।

যৎ (যস্য) দোর্ব্বল্লিবিলাসলব্ধগতিভিঃ শৈলৈঃ বিদীর্ণোরসাং, রণতীর্থবৈভববশাৎ দিব্যং বপুঃ বিভ্রতাং বীরাণাং, সংসক্তা অমরকামিনীস্তনতটী কাশ্মীরপত্রাঙ্কিতং বক্ষঃ মুগ্ধসিদ্ধমিথুনৈঃ ইব প্রাক্ সাতঙ্কং (যথা স্যাৎ তথা) আলোকিতং ॥১২॥ (১৪)

বঙ্গার্থ।

সমরকুশল ঐশ্বর্য্যশালী পূর্ণায়তদেহধারী বীরদিগের বক্ষঃস্থল, যাঁহার বাহুলতাবিক্ষিপ্ত শৈলাগ্রে বিদীর্ণ হইত, প্রেমাসক্তা সুন্দরী রমণীগণের কাশ্মীরদেশীয় সুগন্ধি পত্র দ্বারা বিলেপিত স্তনযুগল যেমন রতিবিদ্যায় পারদর্শী আসক্ত পুরুষদিগকে দর্শন করিয়া কম্পিত হয়, উক্ত রাজা ঐ সকল বীরের বক্ষঃস্থল তেমন ভয়কম্পিত দর্শন করিতেন।১২।

প্রত্যর্থিব্যয়-কেলিকর্ম্মণি পুরঃ স্মেরং মুখং বিভ্রতো-
রেতস্যৈতদসেশ্চ কৌশলমভূদ্দানে দ্বয়োরদ্ভুতম্।
শস্ত্রোঃ কোঽপি দধেঽবসাদমপরঃ সখ্যুঃ প্রসাদং ব্যধা-
দেকো হারমুপজহার সুহৃদামন্যঃ প্রহারং দ্বিষাম্
॥১৩॥

অন্বয়ঃ।

এতস্য (নৃপস্য) এতৎ অসে চ প্রত্যর্থিব্যয় কেলিকর্ম্মণি পুরঃ স্মেরং মুখং বিভ্রতোঃ, দ্বয়োঃ দানে অদ্ভুতং কৌশলং অভূৎ। (দ্বয়োর্মধ্যে) কোঽপি অর্থাৎ অসি শস্ত্রো অবসাদ দধে, অপরং (নৃপতিঃ) সখ্যুঃ প্রসাদং ব্যধাৎ, একঃ (রাজা) সুহৃদাং হারং উপজহার, অন্য (অসি) দ্বিষাং প্রহারং উপজহার ॥১৩॥ (১৫)

(১৪) এই শ্লোকের রূপকটী অতিশয় কুৎসিত। আমাদিগের বোধ হয় তাৎকালিক লোকের রুচি হইতে বর্ত্তমান সময়ের রুচি বহুগুণে মার্জ্জিত হইয়াছে। কবি রৌদ্ররসের সহিত আদিরসের সংমিশ্রণে যে মিশ্ররসের অবতারণা করিয়াছেন, আমরা কোনওমতে তাহার প্রশংসা করিতে পারিতেছি না। শ্লোকটীর সংক্ষিপ্তার্থ এই যে, হেমন্তসেনের শেলাগ্রে এতাধিক বীরের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল যে, তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্রেই ক্ষত্রিয়বীরদিগের হৃদয় কম্পিত হইত, রতিবিদ্যায় পারদর্শী পুরুষদিগকে দর্শন করিলে আসক্তা রমণীদিগের বক্ষঃস্থল যেমন কম্পিত হয় তদ্রূপ। দোর্ব্বল্লিবিলাসলব্ধগতিভিঃ—তাঁহার উভয় হস্তের লীলার বিকাশ। দিব্যং বপুঃ বিভ্রতাং বীরাণাং—যে সকল বীর দিব্য তনু ধারণ করিতেন। স্তনতটী—পয়োধরের আবেষ্টন। কাশ্মীরপত্রাঙ্কিতং বক্ষঃ—কবি এই স্থলে কাশ্মীরদেশীয় একপ্রকার সুগন্ধি বিলেপনের কথা উল্লেখ করিতেছেন,—আসক্তা রমণীগণ কুঙ্কুমাদির ন্যায় এই আবরণ দ্বারা স্তনযুগলের কাঠিন্য ও লাবণ্য বর্দ্ধন করিতেন। আলোকিতং—দর্শন করিতেন। ছন্দ শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

(১৫) কবি এই শ্লোকে শ্লেষালঙ্কার ব্যবহার করিয়া নিজ কবিত্বশক্তি ও হেমন্ত-

বঙ্গার্থ।

হেমন্তসেন এবং তদীয় সুতীক্ষ্ণ তরবারি প্রার্থীগণের সৎকারে ও যুদ্ধব্যবসায়ে হাস্যোজ্জ্বল রূপ ধারণ করিত, অর্থাৎ—তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা সাধনকালে—তাঁহার মুখ হাস্যযুক্ত হইত ও যুদ্ধ কালে তাঁহার তরবারি উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিত, কিন্তু দানকালে ইহারা উভয়েই আশ্চর্য্য কৌশল বিস্তার করিত। কেননা একদিকে তাঁহার অসি শত্রুর অবসাদ জন্মাইত, এবং অপরদিকে রাজা তাঁহার মিত্রকে প্রসাদ বিতরণ করিতেন। একদিকে যেমন রাজা তাঁহার সুহৃদ্‌গণ মধ্যে হার উপহার দিতেন, তেমন অপরদিকে তাঁহার অসি শত্রুদিগকে প্রহার উপহার দিত।১৩।

সেনের দয়াদাক্ষিণ্যাদির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, প্রার্থীগণের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে তদীয় মুখ যেমন হাস্যে সমুজ্জ্বল হইত সমরক্রিয়ায় তাঁহার তরবারি তেমনি উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিত। তিনি "স্মেরং মুখং" শব্দদ্বয়ে শ্লেষালঙ্কার উপচিত করিয়াছেন। অসি ও নৃপতির মুখ বর্ণনা করিয়া কবি উভয়ের দানকার্য্যে উক্তবিধ অলঙ্কারের সহিত অনুপ্রাস সমাবেশ করিয়াছেন। তদীয় অসি শত্রুকে 'অবসাদ' এবং রাজা তদীয় মিত্রকে 'প্রসাদ', রাজা সুহৃদকে 'হার' এবং তদীয় অসি দ্বিষদ্বর্গকে 'প্রহার' প্রদান করিত। এইরূপ দানকার্য্যকে কবি "অদ্ভুতং কৌশলং" বলিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে ইহা অদ্ভুত কৌশল নহে। কারণ সকল বীরেই এইপ্রকার কার্য্য করিয়া থাকেন। কবি এস্থলে একটী সাধারণ নিয়ম দ্বারা একটী বিশেষ বিষয়ের দৃঢ়তা সমর্থন করিতেছেন। ইহাকে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার ও বলে। ছন্দ শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

মহারাজ্ঞী যস্য স্বপরনিখিলান্তঃপুরবধূ-
শিরোরত্নশ্রেণীকিরণসরণিস্মেরচরণা।
নিধিঃ কান্তে সাধ্বীব্রতবিততনিতো।জ্জ্বলযশা,
যশোদেবী নাম ত্রিভুবনমনোজ্ঞাকৃতিরভূৎ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ।

যস্য (হেমন্তসেনস্য) স্বপরনিখিলান্তঃপুরবধূশিরোরত্নশ্রেণীকিরণসরণিস্মেরচরণা, কান্তেনির্নিধিঃ, সাধ্বীব্রতবিততনিতো।জ্জ্বলযশা, ত্রিভুবনমনোজ্ঞাকৃতি যশোদেবী নাম মহারাজ্ঞী অভূৎ॥১৪॥ (১৬)

বঙ্গার্থ।

সেই হেমন্তসেন নৃপতির যশোদেবীনাম্নী মহারাজ্ঞী ছিলেন, অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের শিরোরত্নশ্রেণীর কিরণে সমুজ্জ্বল পথে তদীয় চরণযুগল প্রতিভাসিত হইত। অর্থাৎ মণিমুক্তায় মণ্ডিত রমণীগণের মস্তক যাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইত, যিনি সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা, পতিব্রতাধর্ম্মবিস্তারে যাঁহার যশোরাশি সতত উজ্জ্বলরূপ ধারণ করিত এবং যাঁহার লাবণ্যে সকলের মন মুগ্ধ করিত।১৪।

(১৬) কবি মহারাজ্ঞীর রূপবর্ণনাকালে প্রথমেই তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। ফলতঃ মাতৃরূপা স্ত্রীদিগের রূপবর্ণনা সময়ে সর্ব্বপ্রথমেই চরণকান্তি চিত্রিত করা সুরুচি-পরিচায়ক। স্বপরনিখিলান্তঃপুরবধূ—নিজের ও অপরের অন্তঃপুরবাসিনী কুলবধূগণের। শিরোরত্নশ্রেণীকিরণসরণিস্মেরচরণা—রমণীগণের শিরোভূষার কিরণে প্রদীপ্ত পথে মহিষীর চরণযুগল শোভিত হইত। অর্থাৎ যে পথে মহারাজ্ঞী গমন করিতেন তথায় শত শত রমণী অবনতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিত। নিধিঃ কান্তে—কান্তের্নিধিঃ, শ্রেষ্ঠলাবণ্য। ছন্দ মন্দাক্রান্তা।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকস্য।

প্রজ্ঞাসুন্দরীর পত্র।

এক ভগবানই পুরুষ ও নারী উভয়ের স্রষ্টা। তোমরা কোন্ সুকৃতিবলে পুরুষ আর আমরা কোন্ দুষ্কৃতিফলে নারী; তদ্ধেতু দুর্জ্ঞেয়। তবে এইমাত্র জানি—সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত, তোমরা আমাদের আশ্রয় ও নিয়ন্তা—সুখ দুঃখের বিধাতা; আমরা তোমাদের আশ্রিতা, অনুগতা, তোমাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিতা—তোমাদের স্বেচ্ছানুরূপ সুখ-দুঃখ-ভোগরতা। এ কথায় বলিতে হইলে বলিতে হয়, তোমরা আমাদের সর্ব্বময় প্রভু, পার্থিব ঈশ্বর।* তোমরা রাখিলে রাখিতে পার—মারিলে মারিতে পার। তোমরা ইচ্ছামাত্রে আমাদিগকে সুখের সিন্ধুনীরে নিমজ্জিত করিতেও পার; আবার দুঃখের তীব্রানলে দহন করিবার অধিকারও তোমাদের আছে। তোমাদের মতির গতিরোধ করিবার শক্তি স্ত্রীজাতির নাই। সুতরাং একথা বলিলে অতিশয়োক্তি হয় না যে, তোমরা আমাদের জীবনতরণীর কর্ণধার। জীবনরাজ্যের একছত্রী রাজা। নারীজাতির সুখদুঃখ, উন্নতি অবনতি সম্পর্কে চিন্তা করিবার অধিকার ও গুরুতর দায়িত্ব তোমাদের আছে; ইহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিধান ও অবনতিনিবারণ যেমন নৃপতির চিন্তনীয় বিষয়; তোমাদেরও তেমনি নারীজাতির সুখশান্তিবর্দ্ধন ও দুরবস্থা অপনোদনার্থ চিন্তাশক্তি কর্ম্মশক্তি নিয়োগ করা আবশ্যক। তাহা আমরা বুঝি না এমন মনে করিও না। বুঝি বলিয়াই সর্ব্বদা তোমাদের গতিবিধি, কার্য্যপ্রণালী ও কার্য্যাবলী, স্থির নয়নে, নীরব বদনে চাহিয়া দেখি; নিতান্ত অসহ্য না হইলে কখনও বুক ফাটিলেও মুখ ফুটাইয়া কিছু বলি না। ইহা স্ত্রীজাতির সাধারণ প্রকৃতি। আমিও নারী হইয়া নারীজাতির এই সাধারণ প্রকৃতিপরতন্ত্রতা অতিক্রম করিতে পারি নাই। বর্ত্তমান সময়, বঙ্গীয় হিন্দু-রমণীগণ, নানাবিধ শোচনীয় অবস্থার পঙ্কিল স্রোত-বেগে ভাসিয়া যে তমসাচ্ছন্ন অজ্ঞাত কোন্ বিপদসঙ্কুল প্রদেশে দ্রুত গমন করিতেছে; তাহা নির্দ্ধারণ ও নিরাকরণ সুধী পুরুষমাত্রেরই কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হওয়া সমীচীন। আমরা নানা শোচ্য-অবস্থা-বিড়ম্বিতা—তোমরা ইচ্ছা করিলে আমাদের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিতে পার; তোমাদের সে শক্তির ন্যূনতা নাই। কিন্তু তোমাদের সে সুমতি আমাদের ভাগ্যগুণে হৃদয়ক্ষেত্রে উদয় হইবে কেন? তোমরা হিতৈষী সাজিয়া পথভ্রান্ত হইয়া বিপথে গমন করিতেছ; আমাদের ইষ্ট করিবার ছলে অনিষ্ট করিয়া বসিতেছ। বাড়াবাড়িতে আমাদিগকে উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছ। ইদানীং তোমরা আমাদের সর্ব্বপ্রকার হিতচিন্তা হইতে অবসৃত হইয়া

* আমাদের কোন শ্রদ্ধেয় পুরুষ লেখক গত বর্ষের চৈত্র সংখ্যা প্রতিভায় 'নারীর প্রতি পুরুষ' শীর্ষক প্রবন্ধের অবতারণা করিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন—পুরুষই নারীর অধীন!

দেখিতেছি, বিধবা-বিবাহ-আন্দোলনে সমস্ত বঙ্গদেশ আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছ। বিধবাবিবাহের সপক্ষে বিপক্ষে তোমরা পুরুষেরা দুই পক্ষ হইয়া ভগীরথের গঙ্গার ন্যায়, যুক্তিতর্ক-বাদানুবাদের সুরধুনীপ্রবাহে বঙ্গদেশ যে পবিত্র করিতেছ; তাহা অনেক দিন হইতে আমি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। এতদিন নিঃশব্দে কালযাপন করিতেছিলাম। আর পারিতেছি না। তোমাদের অযাচিত হিতৈষণার জ্বালায় রমণীকুল আকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদেরই কতিপয় নারীর প্ররোচনায় বাধ্য হইয়া তোমাদিগকে কিছু হিতোপদেশ উপহার দিতে আসিয়াছি। আশা করি, আমার হিতোপদেশে তোমরা মনোনিবেশ করিবে। সম্প্রতি তোমরা বিধবা রমণীগণের দুঃখে অতিমাত্র দুঃখিত—সহানুভূতিতে তোমাদের করুণার আঁখি অশ্রুপূর্ণ; তাহাদিগকে পুরুষান্তরে ন্যস্ত করিতে না পারিলে তোমাদের নয়নে নিদ্রা ও হৃদয়ে শান্তি যুটিতেছে না! ইহা জানিয়া আমরা সুখী! আবার তোমাদেরই একদল (তোমাদের নিকট যাহারা অনুদ্ধর নামে অভিহিত) আমাদের, তোমাদের কল্পিত-নবসুখ লাভের বিধবাজীবনসাফল্যের (?) কণ্টক স্বরূপ হইয়া তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়াইয়াছেন—তোমাদের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতেছেন ইহা জানিয়াও আমরা সুখী। আমরা বিরোধী উভয় পক্ষের প্রতি সমান প্রীতি কেমনে রাখিতে পারি; ইহা ভাবিয়া হয়তঃ তোমরা বিস্মিত হইতে পার। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বিস্ময়ের কারণ নাই, বৈধতা বা অবৈধতা যাহাই প্রমাণ কর না কেন, তাহাতে নারীসমাজের কিছু আসিয়া যায় না। বিবাহে পিতা-ভ্রাতা প্রভৃতি অভিভাবকবর্গের কর্তৃত্ব আছে বটে পরন্তু পুরুষান্তর গ্রহণ নারীমাত্রেরই ইচ্ছাধীন। এখনও যেসকল রমণীকুলের কালিমা ইন্দ্রিয়লালসার বশবর্ত্তিনী হইয়া পুরুষান্তরের তৃপ্তিসাধন করিতেছে; তাহাদিগকে শাস্ত্রাদেশের প্রতীক্ষা করিতে হইতেছে না। তোমরা বলপূর্ব্বক আমাদিগকে পুরুষান্তরের অঙ্কশায়িনী করিতে পারিবেনা—আর তোমাদের শাস্ত্রীয় শ্মশানে, অদ্ভুত যুক্তিতে মুগ্ধ হইয়া যে আমরা দলে দলে অস্থিমজ্জাগত সংস্কার পরিহার করতঃ পুরুষান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিব, তাহা তোমরা মনেও স্থান দিও না। তাহা হইলেই, তোমাদের বড় সাধের বিধবাবিবাহবিধি (যাহা তোমরা শক্তিধেনু দোহন করিয়া পাইয়াছ!) সহবাসসম্মতি-আইনের ন্যায় অপ্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করিবে। নারীকুলের দুদশ জন চরিত্রহীনা যেমন চিরকালই নারীজাতির দেবীচরিত্রের অবমাননা করিয়া আসিতেছে; তোমাদের সহানুভূতি-মূলক ব্যবস্থার বলেও তদ্রূপই হইবে—অধিক প্রত্যাশা করিও না। এখন তাহারা সমাজ বাহিরে অবস্থান করিয়া তোমাদের তুষ্টি বিধান করিতেছে—সমাজের ঘৃণাসঞ্জাত নাসিকাকুঞ্চন ও তীব্র কটাক্ষ সহিতেছে; বিধবাবিবাহ তোমাদের চেষ্টায় বৈধ বলিয়া গণ্য হইলে, তখন তাহারা না হয় সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া থাকিয়া তোমাদের প্রীতিসম্পাদনে সমর্থ হইবে—তাহাদের এই যা লাভ। কিন্তু ভুলিও না রমণীসমাজ তাহাদের জন্য সম্মান, শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাণ্ডার খুলিয়া দিবেনা। তোমরা যেমন চরিত্রকে সামান্য ক্রীড়নক সদৃশ মনে কর,

নারীজাতি তেমন করে না। তাহারা প্রাণাপেক্ষা চরিত্রকে প্রিয়তম মনে করিয়া থাকে। তোমরা নারীচরিত্র ভাল বুঝিতে পার না, বিশেষতঃ হিন্দুরমণী-চরিত্রের বৈচিত্র্য উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা তোমরা বিকৃত-শিক্ষা ও নীচ সংসর্গে ক্রমশই হারাইতেছে। তাই আমাদের জাতির মতামত না লইয়া (আমাদের মঙ্গলের জন্যই যে প্রথা প্রবর্ত্তন করিতেছ বলিয়া তোমরা মনে কর) অবিবেচকের মত উদ্দামভাবে বিধবাবিবাহ-আন্দোলন সজোরে চালাইতেছ! সকলেই দেখিতে পাইতেছে অধুনা তোমরা বড় শাস্ত্রভক্ত হইয়া উঠিয়াছ! ইহাতে সুখী হওয়া উচিত বটে কিন্তু তোমাদের কার্য্যপ্রণালী দর্শনে আমাদের ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে।

শাস্ত্র অসংখ্য—বিধিব্যবস্থা অনন্ত। যে যাহা চায় তাহাই পায়। এক সময়ে যে ব্যবস্থা সমাজের কল্যাণপ্রদ ছিল ক্রমে তাহা সমাজের পক্ষে হিতকর না হওয়ায় শাস্ত্রকর্ত্তাগণ তাহা রহিত করিয়া দিয়াছেন; আবার সময়োপযোগী নববিধিরও সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপেই সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রবিধিরও বহুল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। তোমরা সে কথা ভুলিয়া যদি শুধু শাস্ত্রের দোহাই দিয়া অঘটন ঘটাইতে চাহ—অচলন চালাইতে চাহ; তবে সমাজ কিরূপ বিরূপ অবস্থায় পরিণত হইবে, তাহা ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে! মনে কর, তোমরা যেমন বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া হিন্দুসমাজকে তাহা গ্রহণ করিতে বলিতেছ, তেমনি যদি অন্য একজন শাস্ত্রদর্শী বলেন,—বাঙ্গালী হিন্দুরা দিন দিন যেরূপ ক্ষীণকায়, রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে; এরূপ অধিক দিন চলিলে নির্ব্বংশ হওয়াই সম্ভব। অতএব জাতিকে জীবিত রাখিবার সঙ্কল্প থাকিলে পুষ্টিকর তেজস্কর গোমাংস ও কুক্কুটমাংস ভোজন ব্যবস্থা সমাজে প্রবর্ত্তিত হওয়া সমীচীন। আবার উদারচরিত্র কোন শাস্ত্রজ্ঞ যদি বলেন, কেবলমাত্র ঔরস ও দত্তক বৈধ পুত্ররূপে গণ্য না হইয়া পুরাকালের দ্বাদশ প্রকার পুত্রই বৈধরূপে সমাজে পরিগৃহীত হইলে সামাজিক মনঃপীড়ার আন্তত্ব বহু পরিমাণে হ্রাস পাইতে পারে। আর একজন সাম্যবাদী শাস্ত্রবিশারদ যদি আরো একটু অগ্রসর হইয়া বলেন যে, পুরুষজাতির এ বড় নিকৃষ্ট স্বার্থপরতা যে তাঁহারা বহুপত্নীপরিবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইবেন; আর নারীগণ একপতিলাভেই আপনাদিগকে ধন্যা মনে করিবেন। এ বড় বিসদৃশ পদ্ধতি! পুরুষের বহুপত্নীত্বের অনুরূপ স্ত্রীসমাজেও বহুপতিত্বপ্রথা প্রচলিত করিলে সমদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হয়। বলত শাস্ত্রের দোহাই দিয়া তাহারা উপরোক্ত প্রস্তাবনিচয় উত্থাপন করিলে কেহ কি ইহার প্রতিবাদ করিবার শক্তি রাখ? পুরাকালের হিন্দুদের মধ্যে গোমাংস পবিত্র ও সুখাদ্যরূপে গণনা করা হইত—এমন কি পিতৃলোকের তৃপ্তির নিমিত্ত শ্রাদ্ধাদিতে ও নৃযজ্ঞে যে গোমাংস প্রদত্ত হইত শাস্ত্রাদিতে তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্ষেত্রজ, গোলক, কানীনাদি নিন্দিত ও সমাজবহির্ভূত পুত্রগণ পৌরাণিক যুগে সমাজভুক্ত ও পিণ্ডদরূপে নির্ব্বাচিত ছিল—রমণীর বহুপতিত্ব দোষাবহ বিবেচিত হইত না—তাহারও প্রমাণাভাব নাই। বেশী দিনের কথা নহে মহাভারতের সময়েও ঐ সকল প্রথার অস্তিত্ব একেবারে লোপ পায় নাই। জিজ্ঞাস্য

করি, ঐ সব পৌরাণিক প্রথা (বর্ত্তমানে যে সকল প্রথাকে তোমরা ঘৃণার চক্ষে দর্শন কর —যেসব প্রথা প্রবর্ত্তনা দূরের কথা স্মরণ করিতেও হয়তঃ সংস্কারবশে তোমাদের দুঃসহ দুঃখোদ্রেক হয়) প্রবর্ত্তন করিতে যদি কেহ যত্নবান্ হন; তখন তোমরা কি শাস্ত্রানুসারে তাহার মতানুসরণ করিবে, না সমাজের অনুপযোগী প্রথা জ্ঞানে তাহার মতকে প্রত্যাখ্যান করিবে? নিশ্চয়ই তোমরা সমাজের পবিত্রতা ও স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে পৌরাণিক শাস্ত্রাদেশকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় দিবে! বিধবাবিবাহ হিন্দুসমাজে একদা প্রচলিত ছিল অনুমান করিয়া লইতে পার—যে কারণেই হউক ঐ প্রথা রহিত করা সমাজের পক্ষে হিতকর ও স্বাস্থ্যকর বিবেচিত হওয়াতেই রহিত হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি সেই পুরাতন অপ্রচলিত প্রথার পুনঃপ্রচলনের কি উপযোগিতা সমাজশরীরে দেখা দিয়াছে; তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। বিধবাবিবাহ চলিত হইলে কোন্ স্বর্গের দ্বার যে মুক্ত হইয়া যাইবে, তাহা তোমরাই জান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

ঘোষবর্ম্মার বাটী, ইলিদপুর।

কবিতাগুচ্ছ।

ব্রাহ্মণ-কায়স্থের প্রতি।

অতীতের কথা যদি দেখ ভেবে মনে মনে,
হইবে স্মরণ;
এ বঙ্গের ভাগ্যগুণে, এসেছিলে একদিনে
কায়স্থ-ব্রাহ্মণ।
সেই দিন হতে বঙ্গাকাশে উজ্জ্বল তারকা
তোমরা উভয়;
উভের প্রভায় সারা বঙ্গভূমি আলোকিত,
গৌরব-নিলয়।
সেই দিন হতে উন্নতির স্রোত তোমাদেরি
করতলগত;
সেই দিন হতে শিক্ষা-সভ্যতায় তোমরাই
আদর্শ মণ্ডিত।
অতীত ও বর্ত্তমান নিরখিলে জ্ঞানচোখে
হইবে প্রত্যয়;
উন্নতির পথে পাশাপাশি মিশামিশি হ'য়ে;
চলেছ উভয়।
বঙ্গের উন্নতি যত ভেবে দেখ উভয়ের
সৌহৃদ্যের ফল;
যথায় বিরোধ উভে, সংঘর্ষের ফলে শুধু
উঠেছে গরল।
ইতিহাস সাক্ষীরূপে কহে ইহা; বর্ত্তমানে
কহে মুক্তপ্রাণে;
কি কব মর্ম্মের ব্যথা, ভুলিলে কি আজ তাহা
কায়স্থ-ব্রাহ্মণে!
একের উন্নতিপথে, কণ্টক হইলে অন্যে
জ্বালিয়া অনল;
পোড়াবে যে সারা বঙ্গভূমি ভেবেছ কি কভু
আত্মহারা দল!

স্বদেশ সমাজ তরে আপনার কর্ত্তব্য যে
আঁখিয়া স্মরণ
বিদ্বেষ মুছিয়া ফেলি মিত্রতায় ভরি হিয়া
কর আলিঙ্গন।
প্রতি অনুষ্ঠানে শুভ, একে অন্যে হৃষ্টচিত্তে
কর সহায়তা;
যাহাযোর প্রতিদানে পাবে ভক্তি, পাবে শ্রদ্ধা
পাবে কৃতজ্ঞতা।
দেশের কল্যাণ হবে, হিন্দু হবে সমাজের
হবে বলীয়ান;
বিদ্বেষমলিন বক্ষ ধৌত করি আনি সখ্য
হও ভাগ্যবান।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

পূর্ব্বস্মৃতি।

এমনি সময়ে সখি!
অমিয় মধুর ভাষে
আদরে ধরিয়া করে
বলেছিল ভালবাসে।১।
সুনীল আকাশে শশী
হেসেছিলে সুধা-হাসি
নিশীথ ধরণী কোলে
ছড়ায়ে জ্যোছনারাশি।২।
নীরবে নক্ষত্ররাজি
চাহিল আমার পানে
নীরবে ঢালিল সুধা
সুধাকর তার সনে।৩।
এমনি সময়ে সখি!
বসিয়া বকুলতলে
ফুল প্রকৃতির পানে
হেরিয়াছি কুতূহলে।৪।
সরসী সোপানে ফুল
পড়েছিল কত শত
সযতনে তুলি তাহে
গাঁথি মালা মনোমত।৫।
যদি বা গাঁথিনু মালা
ছি ছি একি হল দায়
লাজে অবনত আঁখি
নারিনু দিতে গলায়।৬।
হেরিয়া আমার দশা
সে অধরে মৃদু হাসি
ফুটিয়া উঠিল যেন
চম্পকে কৌমুদীরাশি।৭।
কত কথা ছিল মনে
বলিব কতই-সাধ
স্বরমে বাধিল বাণী
সাধিল বিষম বাদ।৮।
সেই তো চাঁদিমা শোভা
সকলি তো সেই আছে
বাড়াতে যাতনা হায়
সেই শুধু চলে গেছে।৯।
একাসনে তার সনে
দেখেছি যে শোভা চাঁদে
আজিকে হেরিতে তারে
কেন রে পরাণ কাঁদে।১০।

যদি সে যাইবে ফেলে
কেন তবে দেখা হ'ল
নিদয় বিরহানল
কেন হৃদে জ্বেলে দিল।১১।
কি চোখে দেখেছি তারে
বলিতে পারি না সখি!
সে যেন অমূল্য নিধি
নিতুই নূতন দেখি।১২।
প্রণয়-মাধুরী-মাখা
পীযুষ বচন তার
তাপিত হিয়ার মাঝে
ঢালিত সুধার ধার।১৩।
আপনা ভুলিয়া তাই
বেসেছি তাহারে ভাল
হেন জ্ঞান হয় এবে
না দেখা যে ছিল ভাল।১৪।
নবীন বসন্ত সম
হেরিয়াছি বুঝি তারে
অতৃপ্ত প্রণয় তাপে
আজীবন দহিবারে।১৫।
মরমে যাতনা পেয়ে
সে বুঝি বা চ'লে গেছে
মধুস্মৃতি স্মৃতিটুকু
প্রাণে শুধু প'ড়ে আছে।১৬।
কিগো আশে অভাগিনী
রাখিবে জীবন বল
আর কি আসিবে সখা
মুছাতে নয়নজল।১৭।
আর কি হেরিব চোখে
অনুপম রূপরাশি
আর কি আসিবে কালা
বাজিবে বিজনে বাঁশী।১৮।
আর কি সরসীনীরে
ভাসিবে সে মুখছবি
আর কি লতিকা ফুলে
হাসিবে তরুণ রবি।১৯।
আর কি পাপিয়া শ্যামা
গাহিবে মধুর গান
পঞ্চমে বসন্ত সখা
আর কি জুড়াবে প্রাণ।২০।
বরষি অমৃত ধারা
আর কি মলয়া ব'বে
ফুলরেণু গায়ে মাখি
সুধাবাস বিতরিবে।২১।
জীবনের সাধ যত
সকলি তো ফুরায়েছে
তবু কেন দুনয়ন
আশাপথ চেয়ে আছে।২২।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার।

পাপিয়া।

ইংরেজ কবি কীট্‌সের অনুকরণে।

সহসা ব্যথিত হিয়া কেন বা হইল,
পাখী রে! তোমার অই সুস্বর পরশে।
নিদ্রালস অবসাদে কেন বা দহিল,
কাতর পরাণ মোর আঁখির নিমেষে॥১॥
যেন বা করেছি পান ধুতুরা মদকে,
অথবা নিঃশেষে বুঝি, পূর্ব্বে কতক্ষণ।
অহিফেন বিষ পান করেছি পুলকে,
হইয়াছি বৈতরণী সলিলে মগন॥২॥
নাহি কিছু ঈর্ষা মনে সুখ ভাগে তব,
রে বিহঙ্গ! লঘুপুচ্ছ দেব অটবীর।
কিন্তু তুমি সদা সুখী আপনার সুখে,
জানি আমি মদগর্ব্বে নহ তো অধীর।
অগণিত তরুছায় শ্যামল বিপিনে
নিদাঘ সঙ্গীত গাও সুস্বর নিঃস্বনে॥৩॥
অমৃত মদিরা এ যে! আহা কোথা ছিল?
ধরণী নিভৃত কক্ষ হইল শীতল।
বুঝি বা সুগন্ধ ফুলরাজ্যের হরিল,
বঞ্চিয়া মন্দার পুষ্পে নিল পরিমল।
সুশোভন নৃত্য আর প্রদেশ শ্যামল,
গুর্জ্জরি সঙ্গীত শুনি উল্লাসে মগন,
পানপাত্র পরিপূর্ণ, উষ্ণ সমতল
মন্দাকিনী সুধা ধারা কুঙ্কুম বরণ।
সুশোভিত বারিবিম্ব পানপাত্র মুখে,
রক্তিম রঞ্জিত আহা সুবর্ণ বরণে।
আকণ্ঠ পিপাসা, পান করিয়া পুলকে
ত্যজিয়া সংসারগেহ যাই তব সনে।
তোমারে ভাসায়ে পাখী হৃদি পারাবারে
মিশে যাই অটবীর বিজন আঁধারে॥৪॥
মিশিব অনন্ত সনে, হব বিস্মরণ
কভু না জেনেছ যাহা শ্যামপর্ণ দলে,
অবসাদ, নৈরাশ্যের তামস ভীষণ
নিয়ত বেষ্টিত নর যাহে ধরাতলে।
দুঃখে ভরা বসুন্ধরা, যেথা রাত্রিদিন
উঠিতেছে মানবের কাতর ক্রন্দন,
অবিরল দীর্ঘশ্বাস, রোগে তনু ক্ষীণ,
অবিরল হা হুতাশ দুশ্চিন্তা দহন॥৫॥
জীবন-সায়াহ্নে যেথা নাহিকো বিরাম
যৌবন-মধ্যাহ্নে রবি কাল রাহু গ্রাসে,
প্রণয়যাতনামাখা, জীবনসংগ্রাম
পলে পলে আক্রমণ, চাহে প্রাণনাশে।
সুন্দরী রাখিতে নারে চঞ্চল লোচন
নবীন প্রণয়-পুষ্পে কীটের দংশন॥৬॥
কোথা যাবে প্রাণসখা! বেও না ফেলিয়া,
আমিও অচিরে তব হব সহচর,
কবিতা অদৃশ্যে তার পক্ষ বিস্তারিয়া,
বহিবে আমারে শূন্যে দিগ্‌দিগন্তর।
একি হেরি! হাসিতেছে মধুরা যামিনী,
ইন্দুরাণী বসেছেন স্বর্ণসিংহাসনে,
ঘিরিয়াছে চারিদিকে হীরকশোভিনী
অযুত নক্ষত্রবালা সহচরীগণে।
আলোক আসিছে ধীরে স্বরগ হইতে
ক্ষুদ্র বাতায়ন পথে পল্লব নিভৃতে॥৭॥
জন্ম তব মৃত্যু লাগি নহে কদাচন
অমর বিহগ তুমি, অমরনিবাসী,
সুধাকণ্ঠে ভরিয়াছ নন্দন-কানন,
কালিন্দীর কাম্যবনে এবে অভিলাষী।
ব্রজাঙ্গনা-চরণের নূপুর-নিক্কণ,
পূতধারা কলস্বনা যমুনা তটিনী,
চকিতা হরিণী, বংশীবট বৃন্দাবন,
উঠিবে গগনে সেথা তব জয়ধ্বনি।
ব্রজেশ্বর বংশী সনে গাহিবে বিপিনে
রাধালতা জড়াইবে রাধিকারমণে॥৮॥

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার।

কোন শিশু দেখিয়া।

(১)

আমি বড় ভালবাসি তোরে যাদুমণি,
দুঃখের সংসারে যেন মরকতমণি।
ওষ্ঠার যে কত নাম,
ফাণ, মণি, সুধারাম;
গোপাল, মাধব, গোপা, খোকা, খুকী ননী,
আমি বড় ভালবাসি তোরে যাদুমণি।

(২)

আমি বড় ভালবাসি তোরে যাদুমণি,
শিশু নয় ওটী যেন আনন্দের খনি;
অধরে মধুর হাসি,
বর্ষে যেন সুধারাশি;
যে দেখে তাহারে পায় আনন্দ তখনি,
আমি বড় ভালবাসি তোরে যাদুমণি।

(৩)

আমি বড় ভালবাসি তোরে যাদুমণি,
শিশু নয় ওটী—স্নেহ মমতার খনি;
কেহ পর নাহি তার,
সকলেই আপনার;
বিশ্ব-প্রেম ওর চিতে, এ শিশু এমনি,
আমি তাই ভালবাসি তোরে যাদুমণি।

(৪)

আমি বড় ভালবাসি তোরে যাদুমণি,
স্বভাব সুন্দর এত যেন দেবযোনি;
নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ,
পাপের কালিমা-লেশ—
নাহি পায় স্থান হেথা, পবিত্র এমনি,
আমি তাই ভালবাসি তোরে যাদুমণি।

(৫)

আমি বড় ভালবাসি তোরে যাদুমণি,
শিশু নয় ওটী যেন বিধাতা আপনি;
তাইতো যখনি কাঁদে,
ওরে লয়ে নানা ছাঁদে;
খেলা করে' কোলে নিয়ে ভুলাই অমনি,
আমি বড় ভালবাসি তোরে যাদুমণি।

(৬)

আমি বড় ভালবাসি তোরে যাদুমণি,
শিশু নয় মর্ত্তে যেন দেবতা আপনি;
আনিয়া স্বর্গীয় শোভা,
যত কিছু মনোলোভা;
ভুলায় মানব-প্রাণ, চতুর এমনি,
আমি বড় ভালবাসি তোরে যাদুমণি।

(৭)

আমি বড় ভালবাসি তোরে যাদুমণি,
মনে হয় ওটী যে কি কিছুই না জানি;
ভুলিয়া কান্নার তান,
ঝালাপালা করে কাণ;
তবু ওরে ভালবাসি মোহিত এমনি,
আমি বড় ভালবাসি তোরে যাদুমণি।

(৮)

কেন ভালবাসি তার কিছুই না জানি,
বিশ্বস্রষ্টা বিধাতার কৌশল এমনি;
জনমিনু যেই দিন,
অসহায় বলহীন;
মরমের স্থলে মায়া পশিল অমনি,
কেন ভালবাসি তার কিছুই না জানি।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু।

সংহিতাসংগ্রহ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি। (৫)

সদ্যঃ পততি মাংসেন লাক্ষয়া লবণেন চ।
ব্রাহ্মেণ শূদ্রো ভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ ॥২১॥

অন্বয়ঃ।

ব্রাহ্মণঃ (৩২) মাংসেন, লাক্ষয়া, লবণেন চ সদ্যঃ পততি। ক্ষীরবিক্রয়াৎ ব্রাহ্মেণ শূদ্রো ভবতি ॥২১॥

বঙ্গার্থ।

ব্রাহ্মণ মাংস, গালা এবং লবণ বিক্রয় করিলে তৎক্ষণাৎ পতিত হয়, এবং ক্ষীর বিক্রয় করিলে তিন দিনে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।২১।

অব্রতাশ্চানধীয়ানা যত্র ভৈক্ষচরা দ্বিজাঃ।
তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদং বধৈঃ ॥২২॥

অন্বয়ঃ।

যত্র ভৈক্ষচরা দ্বিজাঃ অব্রতাঃ (৩৩) অনধীয়ানাঃ চ (ভবন্তি) চৌরভক্তপ্রদং তং গ্রামং রাজা বধৈর্দণ্ডয়েৎ ॥২২॥

বঙ্গার্থ।

যে স্থানে ভিক্ষারত দ্বিজগণ ব্রতহীন এবং বেদাধ্যয়নপরাঙ্মুখ হন, সেই পরস্বাপহারীর অন্নদাতা গ্রামবাসিগণকে, রাজা বধের ন্যায় কোনও গুরুতর শাস্তিবিধান করিবেন।২২।

বিদ্বদ্ভোজ্যমবিদ্বাংসো যেষু রাষ্ট্রেষু ভুঞ্জতে।
তেঽপ্যনাবৃষ্টিমিচ্ছন্তি মহদ্বা জায়তে ভয়ম্ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ।

যেষু রাষ্ট্রেষু অবিদ্বাংসঃ বিদ্বদ্ভোজ্যং ভুঞ্জতে, তেঽপি অনাবৃষ্টিং ইচ্ছন্তি মহদ্ ভয়ং বা জায়তে (৩৪) ॥২৩॥

---

(৩২) ব্রাহ্মণ—ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ, যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তিনিই ব্রাহ্মণ, যম নিয়ম, আসনাদি অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা যিনি ব্রহ্মকে অবগত হইয়াছেন তিনিই বাস্তবিকপক্ষে ব্রাহ্মণ।

কর্ম্মণা ব্রহ্মণো জাতঃ করোতি ব্রহ্মভাবনাম্।
স্বধর্ম্মনিরতঃ শুদ্ধস্তস্মাদ্ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, গণেশখণ্ড।

শূদ্রাণাং সূপকারী চ শূদ্রযাজী চ যো দ্বিজঃ।
অসিজীবী মসীজীবী বিষহীনো যথোরগঃ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, প্রকৃতিখণ্ড।

বঙ্গীয় কায়স্থজাতি যদি শূদ্র হয় তবে বঙ্গের সকল ব্রাহ্মণ ধোঁড়া সাপের ন্যায় হইয়াছেন অর্থাৎ ব্রহ্মত্ববিহীন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণজাতিকে স্বধর্ম্মে নিরত রাখাই এই প্রকার শ্লোকের উদ্দেশ্য। যজনযাজনাদি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ যদি নীচ ব্যবসায়েলিপ্ত হয় তবে সে পতিত হইবে ইহাই শাস্ত্রের বিধান।

(৩৩) অব্রতা—ব্রতহীন। ব্রতম্—পুণ্যজনকোপবাসাদি।

ব্রহ্মচর্য্যং তথা শৌচং সত্যমামিষ বর্জ্জনম্।
ব্রতেষ্বেতানি চত্বারি স্মরিতা নীতি নিশ্চয়ঃ ॥

বরাহপুরাণ।

এই চতুর্ব্বিধ ব্রতপালনে অসক্ত এবং বেদাধ্যয়নে পরাঙ্মুখ দ্বিজগণ তস্করের ন্যায় যে গ্রামবাসিগণের প্রদত্ত ভিক্ষা আহরণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, রাজা তাহাদিগকে গুরুতর শাস্তি দিবেন। চৌরভক্তপ্রদং গ্রামং—ভক্তম্ (ক্লী) অন্নম্, দস্যুদিগের আহারপ্রদানকারী গ্রাম।

(৩৪) এই শ্লোকটী পূর্ব্ব শ্লোকের হেত্বাদ্যমাত্র। ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়নে তৎপর দ্বিজগণ যে ভিক্ষা দ্বারা জীবনধারণ করিবেন, যদি সেই ভিক্ষা অব্রতী অবিদ্বান্ লোকে অপহরণ করে, তবে রাজা সেই ভিক্ষাদাতাকে শাস্তি দিবেন, কারণ এইপ্রকার অপাত্রে ভিক্ষা-

বঙ্গার্থ।

যে রাজ্যে মূর্খলোক. বিদ্বানসকলের ভক্ষ্য আহার করে, তাহারা অনাবৃষ্টি আনয়ন করে, এবং সেই রাজ্যে মহৎ ভয়সকল উৎপন্ন হয় ।২৩।

ব্রাহ্মণান্ বেদবিদুষঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদান্।
তত্র বর্ষতি পর্জ্জন্যো যত্রৈতান্ পূজয়েন্নৃপঃ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ।

যত্র সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদান্ বেদবিদুষঃ এতান্ ব্রাহ্মণান্ নৃপঃ পূজয়েৎ তত্র পর্জন্যো বর্ষতি (৩৫) ॥২৪॥

বঙ্গার্থ।

যে রাজ্যে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, রাজা কর্ত্তৃক সংপূজিত হন, তথায় সুসময়ে জলধর বারিবর্ষণ করে ।২৪।

ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়ো বেদা আশ্রমাশ্চ ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
এতেষাং রক্ষণার্থায় সংসৃষ্টা ব্রাহ্মণাঃ পুরা ॥২৬॥

অন্বয়ঃ।

পুরা ব্রাহ্মণাঃ ত্রয়ো লোকাঃ ত্রয়ো বেদাঃ আশ্রমাঃ ত্রয়ো অগ্নয়ঃ চ এতেষাং রক্ষণার্থায় সংসৃষ্টা ॥২৬॥ (৩৬)

বঙ্গার্থ।

পূর্ব্বকালে তিনটী লোক, তিনটী বেদ, তিনটী আশ্রম ও অগ্নি সংরক্ষণ জন্য ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইয়াছিলেন ।২৬।

দান নিবারিত না হইলে রাজ্য মধ্যে অনাবৃষ্টি ও অন্যান্য অশান্তি উৎপন্ন হইবেক।

(৩৫) যে রাজ্যে বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের সম্মান রক্ষিত হয় তথায় সুখ ও শান্তি বিরাজ করে। যদি অত্রি ঋষির এই বাক্য সত্য হয়—তবে বঙ্গদেশে যে অনাবৃষ্টি ও অকালবৃষ্টি নিবন্ধন প্রকৃতিপুঞ্জের নানাবিধ উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয় তাহার মূল কারণ আমাদের দেশে বেদজ্ঞ পণ্ডিতের একান্তাভাব। আমরা হিন্দু আমাদিগের মূল শাস্ত্র বেদ, কিন্তু এমনি আমাদিগের দুর্ভাগ্য যে বেদ আমাদিগের দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। আমাদিগের ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণ স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্যাভিমানী হন, এবং ২।৪টী সন্ধ্যা গায়ত্রীমন্ত্র পাঠ করিয়া বেদের মাহাত্ম্য রক্ষা করিতেছেন। বেদের সহিত উদারনৈতিক চরিত্র আমাদিগের দেশ হইতে প্রস্থান করিয়াছে। ঈর্ষা, দ্বেষ, আত্মকলহ দেশের মধ্যে ভীষণ অধর্ম্মের আতনয় করিতেছে।

(৩৬) স্মরণাতীতকালে চারিটী উদ্দেশ্য সংসাধিত করিবার জন্য ব্রহ্মা আপনার মুখ হইতে ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ভুবনত্রয়, সাম, ঋক্, যজুঃ বেদত্রয়, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ আশ্রমত্রয় ও অগ্নি এই সমস্ত রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বর নিজের শ্রেষ্ঠাঙ্গ অর্থাৎ মুখ হইতে ব্রাহ্মণজাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় আজ বঙ্গে ব্রাহ্মণগণ ইহার কোনটীই রক্ষা করিতেছেন না। "কালস্য কুটিলা গতিঃ" কালনেমির ঘোর আবর্ত্তনে আজ বঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থের চিহ্নমাত্র নাই। একখানি বেদগ্রন্থ লোকলোচনের বিষয়ীভূত হয় না। কোনও ব্রাহ্মণের গৃহে অগ্নি সংরক্ষিত হইতেছে না। স্বর্গলোকে অবস্থিত দেবগণ ও পিতৃগণ যে ভাবে পূজা ও জলপিণ্ডাদি দ্বারা লোকে ও ব্রাহ্মণগণ রক্ষা করিতেছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। পাতালবাসী অর্থাৎ অধোভুবনে অবস্থিত নিম্নস্থ জাতিবৃন্দকে ব্রাহ্মণগণ যেভাবে রক্ষা করিতেছেন তাহাও সকলের অবিদিত নাই। বানপ্রস্থ দেশ হইতে তিরোহিত হইয়াছে একথা বলিতে পারি না, কারণ পানীয় জলের অভাবে আপন্ন ও সংক্রামক ম্যালেরিয়া বিষে জর্জ্জরিত পল্লীবাসিগণ জঙ্গলে সমাবৃত গ্রামে অবস্থান করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্মের মহিমা রক্ষা করিতেছেন। গৃহমধ্যে হব্যবাহন সংরক্ষিত না হইলেও মহাশ্মশানে অকালে মৃত নরনারীগণের শত সহস্র শবদেহের উপর ধূ ধূ করিয়া কালানল প্রজ্বলিত হইতেছে। এই প্রকারে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য পালন করিয়া বঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিজয়কেতন উড্ডীয়মান করিতেছেন। (ক্রমশঃ)—সম্পাদকস্য।

সমস্যাশতক।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৩)

অষ্টাদশ সমস্যা।

যখন এই সমস্যা পূরণ হয় তখন নলডাঙ্গার রাজা স্বর্গীয় ইন্দুভূষণ দেব রায় মহাশয় তদীয় ত্রিবেণীভবনে বাস করিতেছিলেন। একদা সন্ধ্যাকালে জলযোগের সময় রাজা রাণীর নিকট "সর্ সর্" বলিয়া দুগ্ধের সর চাহিলে, রাণী উক্ত শব্দ অন্য ভাবে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আমি কি "সর্ব্বো", রাজা স্মিতবিকশিতাননে কহিলেন, এ ত দেখি একটী সমস্যায় পরিণত হইল; ভাল, ন্যায়রত্নমহাশয় এখানে আছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি। রাণী বলিলেন, অন্তঃপুর মধ্যে ঘটনা তিনি কেমন করিয়া উত্তর দিবেন। রাজা কহিলেন, তুমি ন্যায়রত্নের ক্ষমতা জান না। এই বলিয়া বাহিরে আসিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই সমস্যাটী পূরণ করুন—"সর্ সর্ সর্।" পণ্ডিত মহাশয় তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—

আমি বলি "সর্ সর্" সে বলে কি "সর্ব্বো"।
এ বিপদ হ'তে আমি কত দিনে তর্ব্বো।
মনে করি ফণি ধরে বিষ খেয়ে মর্ব্বো.
এক বল্‌তে আর বুঝ উপায় কি কর্ব্বো॥

রাণী চিকের অন্তরালে থাকিয়া সমস্যাপূরণে সন্তুষ্ট হইয়া ন্যায়রত্নকে একটি স্বর্ণাঙ্গুরী পুরস্কার দিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ সমস্যা।

নাড়াজোলের রাজসভায় কোন রাজসভ্যের উত্তরে,—

"যার ধন্ তার ধন্ নয়, নেপো মারে দই।"
আয়ান করিল বিয়ে সাধ করে রাধারে,
সাঙ্গোপনে কুঞ্জবনে কানু নেয় তারে।
কপালের কিবা কাম্মে কত প্রাণসই,
যার ধন্ তার ধন্ নয়, নেপো মারে দই॥

বিংশ সমস্যা।

নাড়াজোলের রাজসভায় পূরণ।

"ভাত্ দেবার ভাতার নয় কিল্ মার্‌বার আঁদি।"
নেকড়া পরে থাকি ঘরে মনের দুঃখে কাঁদি,
মধ্যে মধ্যে বোন্-ছুড়ী তায়, বলে এসে খাঁদি।
এত করে মন যোগাই তবু বলে বাঁদি,
ভাত্ দেবার ভাতার নয় কিল্‌মারবার আঁদি॥

একবিংশ সমস্যা।

নৈহাটীর ষ্টেশনমাষ্টারের প্রশ্নে পূরণ।

"জমাদারণি জমাদারের গলা ধরে কাঁদ্‌ছে!"
প্রেমের ঢেঁকীতে সদা সুখে ধান ভান্‌ছে,
উভয়ে বিচ্ছেদ হবে উভয়েতে জান্‌ছে।
পঞ্চবাণ-পঞ্চবাণ দুজনাকে হান্‌ছে,
জমাদারণি জমাদারের গলা ধরে কাঁদ্‌ছে।

দ্বাবিংশ সমস্যা।

মহেশপুর রাজসভায় এই প্রশ্ন পূরণ হয়।

"ছাই ছিল মানুষ হলো এ কেমন জল।"
কপিলের ক্রোধানলে সগরসন্তান,
ভস্মরাশি হয়েছিল শাস্ত্রেতে প্রমাণ।
ভগীরথ গঙ্গাজলে উদ্ধারে সকল,
ছাই ছিল মানুষ হলো এ কেমন জল॥

ত্রয়োবিংশ সমস্যা।

ত্রিবেণীরাজসভায় এই প্রশ্নের পূরণ হয়।

———————"সন্ সন্ সন্।"

বোধ হয় বুঝি লোপ হবে আজি সৃষ্টি,
মুষলধারেতে এবে পড়িতেছে বৃষ্টি।
কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তাহে ঘোর-ঘন,
বেগেতে বহিছে বায়ু সন্ সন্ সন্॥

চতুর্ব্বিংশ সমস্যা।

জলাবাড়ীর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বিদ্যাল মহাশয়ের বাটীতে এই প্রশ্ন পূরণ হয়।

"ভট্টাচার্য্য আশ্চর্য্য করুন দরশন।"

বিষয়বাসনা যার আছে বিলক্ষণ,
বিবেকীর নাহি হেরি কোনই লক্ষণ।
ইনি যাবেন কাশীধাম ত্যজিএ শাসন,
ভট্টাচার্য্য আশ্চর্য্য করুন দরশন॥

পঞ্চবিংশ সমস্যা।

ত্রিবেণীরাজসভায় এই প্রশ্ন পূরণ হয়।

"নীর ক্ষীর রুধির বহিছে একধার।"

অট্টহাসি দৈত্য নাশি নাচিছে সমরে,
নানা উপহারে পূজা করেছে অমরে।
হইল আশ্চর্য্য ভাব ভবন ঈশার,
নীর ক্ষীর রুধির বহিছে একধার॥

(ক্রমশঃ)

সম্পাদক।

সমালোচনা।

মহামায়া। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি চুঁচুড়া হইতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হেমশশী সোম মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়। বিগত ২১শে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ভট্টপল্লীনিবাসী শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থমহাশয়, "শূদ্র ও কায়স্থ" শীর্ষক একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় "শূদ্রতা ও ক্ষুদ্রতা" শীর্ষক কবিতাটীর সমালোচনা করিয়াছেন। এই সমালোচনায় মুদ্রাকরের ভ্রম, ব্যাকরণ ও ভাষার আবিলতা, শাস্ত্র ও ইতিহাসে অনভিজ্ঞতা তাণ্ডব নৃত্যে বিরাজ করিতেছে। আমরা কোন্‌টী উপেক্ষা করিয়া এই সমালোচনার সমালোচনা করিব স্থির করিতে পারিতেছি না। তবে শাস্ত্রজ্ঞ পাণ্ডত কবিবর শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত মহাশয়কে নিরর্থক আক্রান্ত দেখিয়া তাঁহার সম্মান-রক্ষার্থে ২। ৪টী কথা না বলিলে সম্পাদকের একমাত্র ধর্ম্ম, ব্রতোপবাসাদি করিলে ত্রুটী হয়। আবার ইহাও মনে হয়, গৌব্রাহ্মণ নিষ্ফল, দাসত্ব জন্যই বিধি তাহাকে রক্ষা ত ক্ষত্রিয়ের কার্য্য। লেখক যে ব্রাহ্মণ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ, শূদ্রের ধন আত্মসাৎ তাহার সন্দেহ নাই, কারণ ব্রাহ্মণবিদ্বেষবশতঃ কোনও পাপ হয় না, কারণ ধন-এই সমালোচনার প্রতিছত্রে ধূমাবৃত রহিয়াছে— শূদ্রের অধিকার নাই। উচ্ছিষ্টান্ন 'যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্' যে ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ তাহার আহার, জীর্ণ বসন তাহার পরিধান, ত ব্রাহ্মণের সহিত নহে। কায়স্থের তীর্থবাদ বিচালি তাহার শয্যা। কাক, মণ্ডূক, যে ভট্টপল্লী হইতে ১২৫৩ বঙ্গাব্দে সমগ্র গৌ-হারাদি বধ করিলে যে প্রায়শ্চিত্ত, শূদ্র-দেশের গুরু মহামহোপাধ্যায় হলধর তর্কচূড়ামণি ও তাহাই। মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ এই-গুরুগম্ভীর শব্দ প্রচার করিয়াছিলেন, "দক্ষিণকারে শূদ্রকে আর্য্যসমাজের বাহিরে স্থাপিত রাঢ়ীয়োত্তররাঢ়ীয়বারেন্দ্রবঙ্গজাখ্যা এতে ক্ষত্রিয় করিয়াছেন। এই কথাগুলি কবি ছন্দে বর্ণাঃ। এতে ব্রহ্ম-কায়স্থাঃ ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়াং ত করিয়াছেন মাত্র, তাঁহার একটী কথাও জাতাঃ।" আজ সেই পবিত্র স্থান হইতে এক নীয় নহে। "কলৌ সাধ্বিতি" কাব্যতীর্থ জন কাব্যতীর্থ চতুঃষষ্টিতম বর্ষ পরে বঙ্গীয় কায়স্থ ব্যাসের কোন্ গ্রন্থে পাইয়াছেন? শূদ্র কি ক্ষত্রিয় মীমাংসা করিতে পারিতেছেন যুগে স্বল্পায়াসেই মুক্তি হয় একথা স্তোভ-

তিনি কবিকে শাস্ত্রাবমাননা দোষে দূষিত দণ্ডের প্রার্থনা করিয়াছেন। কবির প্রকারান্তরে সংসাধিত হইয়াছে; কেননা কেষু রহস্যনিবেদনং শিরসি মা লিখ মা।" ইহাপেক্ষা অধিক শাস্তি আর কি পারে। এই কবিতাটী আমরা আবার পাঠ করিলাম, কোন স্থানে কবি শাস্ত্রকারের প্রতি শ্লেষোক্তি প্রয়োগ করেন কাব্যতীর্থমহাশয় দয়া করিয়া আমা-দেখাইলে উপকৃত বোধ করিব। কবিতাটীর মূল লক্ষ্য স্থান শূদ্রাচারী বঙ্গীয় সমাজ। ব্রাহ্মণসমাজের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। শূদ্রত্ব যে অতি জঘন্য ই প্রমাণ করিয়া কবি তারস্বরে তাঁহার জাতীয় মহাত্মাগণকে ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন করিতে বলিতেছেন। শূদ্রের জীবন ন্যায় হীন, অপবিত্র, ত্রিবর্ণের সেবা একমাত্র ধর্ম্ম, ব্রতোপবাসাদি করিলে ত্রুটী হয়। আবার ইহাও মনে হয়, গৌব্রাহ্মণ নিষ্ফল, দাসত্ব জন্যই বিধি তাহাকে রক্ষা ত ক্ষত্রিয়ের কার্য্য। লেখক যে ব্রাহ্মণ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ, শূদ্রের ধন আত্মসাৎ তাহার সন্দেহ নাই, কারণ ব্রাহ্মণবিদ্বেষবশতঃ কোনও পাপ হয় না, কারণ ধন-এই সমালোচনার প্রতিছত্রে ধূমাবৃত রহিয়াছে— শূদ্রের অধিকার নাই। উচ্ছিষ্টান্ন 'যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্' যে ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ তাহার আহার, জীর্ণ বসন তাহার পরিধান, ত ব্রাহ্মণের সহিত নহে। কায়স্থের তীর্থবাদ বিচালি তাহার শয্যা। কাক, মণ্ডূক, যে ভট্টপল্লী হইতে ১২৫৩ বঙ্গাব্দে সমগ্র গৌ-হারাদি বধ করিলে যে প্রায়শ্চিত্ত, শূদ্র-দেশের গুরু মহামহোপাধ্যায় হলধর তর্কচূড়ামণি ও তাহাই। মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ এই-গুরুগম্ভীর শব্দ প্রচার করিয়াছিলেন, "দক্ষিণকারে শূদ্রকে আর্য্যসমাজের বাহিরে স্থাপিত রাঢ়ীয়োত্তররাঢ়ীয়বারেন্দ্রবঙ্গজাখ্যা এতে ক্ষত্রিয় করিয়াছেন। এই কথাগুলি কবি ছন্দে বর্ণাঃ। এতে ব্রহ্ম-কায়স্থাঃ ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়াং ত করিয়াছেন মাত্র, তাঁহার একটী কথাও জাতাঃ।" আজ সেই পবিত্র স্থান হইতে এক নীয় নহে। "কলৌ সাধ্বিতি" কাব্যতীর্থ জন কাব্যতীর্থ চতুঃষষ্টিতম বর্ষ পরে বঙ্গীয় কায়স্থ ব্যাসের কোন্ গ্রন্থে পাইয়াছেন? শূদ্র কি ক্ষত্রিয় মীমাংসা করিতে পারিতেছেন যুগে স্বল্পায়াসেই মুক্তি হয় একথা স্তোভ-বাক্য, ব্যাসের দোহাই দিলে চলিবে কেন? তীর্থ মহাশয় বলিতেছেন, "শূদ্রের উপর যাহা বিহিত স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহাই বিহিত।" এই কথাটী কেবল বেদশ্রবণ সম্বন্ধে। দ্বিজাতি-দের মহিলাগণ অন্যান্য বিষয়ে পুরুষদিগের ন্যায় সমানাধিকারসম্পন্না। পৌরাণিক সময়ে শূদ্রজাতি বণিকবৃত্তি কখনও পায় নাই, তাহারা কৃষিবাণিজ্য করিত এ কথা তিনি কোথায় পাইলেন? তিনি শূদ্রকে-বড় করিতে চান, কিন্তু শাস্ত্র তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। দণ্ড সম্বন্ধে শূদ্রদিগের প্রতি কি নৃশংস, লোমহর্ষণ দণ্ডসমূহ মনু-স্মৃতিতে বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহা এইক্ষণ চিন্তা করিতেও আমাদের অন্তরাত্মা গভীর অবসাদে পরিপ্লুত হয়। জিজ্ঞাসা করি, মনুস্মৃতি কি কাব্যতীর্থ আদৌ পাঠ করেন নাই? শূদ্র সম্বন্ধে লঘুদণ্ড তিনি কোন্ শাস্ত্রে দেখিয়াছেন? তীর্থ মহাশয় বলিতেছেন—"দ্বিজাতিগণ যে শূদ্রদিগকে অবনত করিয়া রাখিয়াছিল ইহা বলা যাইতে পারে না। আজকাল যখন শিক্ষালাভের কোনও ব্যাঘাতই নাই, কয়জন কোল ভিল সেখর মুর্দ্দফরাস লেখাপড়া শিখি-তেছে" দ্বিজাতিগণ শূদ্রগণকে অবনত করেন নাই, করিয়াছেন ব্রাহ্মণগণ, সংহিতাকারগণ মধ্যে মনু ব্যতীত আর সকলই ব্রাহ্মণ। কেবল মনু ক্ষত্রিয় ছিলেন। লেখাপড়ার উদ্দেশ্য সমাজে প্রতিপত্তিলাভ, লেখাপড়া শিখা সত্ত্বেও যখন অস্পৃষ্ট জাতিকে অস্পৃষ্ট থাকিতেই হইবে তখন কি লাভের প্রত্যাশায় তাহারা অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া বিদ্যালাভ করিবে। বর্ত্তমান-সভ্যতার লীলাস্থলী ইউরোপ ও আমেরিকায় আজ যে চর্ম্মকার, কল্য অধ্য-

বসায় ও শিক্ষাবলে সে রাজার পদ অধিকার করিতেছে। যে সমাজে গুণ ও শিক্ষার পুরস্কার নাই, অধর্ম্ম ও পাপের দণ্ড নাই তাহাতে নিম্নস্থ জাতিবৃন্দের উন্নতি অসম্ভব। তীর্থ মহাশয় বলিয়াছেন যে "শূদ্রের যে শোচনীয় অবস্থা দেখান হইয়াছে আমি যদি স্বরূপ না জানিতাম শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশূন্য হইতাম" আমরা জিজ্ঞাসা করি শূদ্রের যে অধঃপতিত অবস্থা দেখান হইয়াছে তাহার কোন্‌টা অসত্য। মনু তারস্বরে বলিতেছেন যে—

ন শূদ্রায় মতিং দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্।
ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ ।৪।৮০।

এই শ্লোকের টীকায় রামচন্দ্র লিখিয়াছে :—
'শূদ্রের নীতি শাস্ত্রাদি বিষয়াং ন দদ্যাৎ'

এই সমস্ত কঠোর নিয়মানুসারে কার্য্যও সমাজে চলিতেছে কোলভীল নমঃশূদ্রাদিজাতির নিকট কে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতগ্রন্থ পাঠ করিবে ও শিক্ষাদান করিবে। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজে এ প্রকার কার্য্য হইতে পারে না। "কলৌ পরাশর।" তিনি বলেন—

"অনুচ্ছিষ্টেন শূদ্রেন স্পর্শে স্নানং বিধীয়তে।"

ফলতঃ একটী কুক্কুর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে জলপাত্র অপবিত্র হয় না কিন্তু একজন নমঃশূদ্র প্রবেশ করিলেই সমস্ত অপবিত্র হয় ও ফেলিয়া দিতে হয়। এখন ত নমঃশূদ্রজাতির প্রতি অনেকেই কৃপাকটাক্ষ করিতেছেন কিন্তু ব্রাহ্মণ-সমাজ অচল। তীর্থ মহাশয় বলিতেছেন—"শূদ্র কাহারা? তাহার পরীক্ষার উপায় ১ম—আকৃতি, বর্ণ ও গঠনের বিভিন্নতা, ২য়—বুদ্ধিগত স্থূলতা ও মস্তিষ্কের জড়তা, ৩য়—স্বভাব, আচার, ব্যবহার ও ভাষার নিকৃষ্টতা। প্রথমটী ধরিয়া বিচার করিলে কায়স্থ যে শূদ্র নহে তাহা নিশ্চয়। দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মণকায়স্থমধ্যে বুদ্ধি ও মস্তিষ্কগত বিভিন্নতা কিছুই পরিলক্ষিত হয় না তবে আত্মজ্ঞানোপযোগী শাস্ত্রে কায়স্থ বা ব্রাহ্মণের ন্যায় শক্তি লাভ করেন নাই।" তীর্থ মহাশয়ের এই উক্তি আমরা সমর্থন করিতে পারিলাম না। রঘুনন্দনমহাশয় ঘোষণা করিয়াছিলেন, "যুগে যুগে যে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব" তিনি এবং তাঁহার পরবর্ত্তী বঙ্গীয় স্মার্ত্ত মহাশয়গণ সমগ্র ভারত শূদ্রময় দেখিতেছিলেন, কার্য্যেও কায়স্থ জাতিকে অমন্ত্রক করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই অধঃ অমন্ত্রক অবস্থায় আপতিত হইয়াও কায়স্থজাতি নিজ আধ্যাত্মিকপ্রতিভাবলে বিগত চারিশত বর্ষের বঙ্গীয় ইতিহাসে তাঁহাদিগের শক্তি জলন্তাক্ষরে খোদিত করিয়া গিয়াছেন। তীর্থ মহাশয় যে কয়েকটী নাম করিয়াছেন তাহা ব্যতীত ধর্ম্মজগতে অনেক কায়স্থের নাম কীর্ত্তন করা যায়, তাঁহারা সংখ্যায় অসংখ্য! সেই কায়স্থপ্রতিভার অসীম বারিধি মন্থন করিবার শক্তি আমার নাই, তবু কতিপয় নাম মাত্র উল্লেখ করিলাম, ইহারা জগদ্বিখ্যাত। কায়স্থ দেবীবরের গুণগাথা কামরূপের ঘরে ঘরে আজিও গীত হইতেছে! তাঁহার প্রপৌত্র শঙ্করদেব বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সম্পূজিত হইতেছেন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ লালাবাবুর ন্যায় স্বার্থ ত্যাগ ধর্ম্মজগতে আর কেহ করিয়াছেন কি না জানি না। দত্তবংশজ প্রভুপাদ নরোত্তম দাস গোস্বামী, ঘোষবংশদীপক বাসুদেব ঠাকুর, রামানন্দ বসু ঠাকুর, আচার্য্য গোবিন্দদাস মাধব ঘোষ ঠাকুর, জগৎ ঘোষ ঠাকুর, ইঁহারা সকলেই ভারতীয় ধর্ম্মাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বর্ত্তমান সময়ে বিবেকানন্দ, শিশিরকুমার ঘোষ, কবিকুলশিরোমণি মধুসূদন দত্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, গোবিন্দ দাস, রমেশচন্দ্র দত্ত, কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, লালমোহন ঘোষ—আর কত নাম করিব, সাহিত্য ও ধর্ম্মজগতে ইঁহারা অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেদীপ্যমান সাক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া কে বলিতে পারে যে, আধ্যাত্মিক জগতে কায়স্থজাতির শক্তি ব্রাহ্মণ হইতে কম। তীর্থ মহাশয় আরো বলেন, "আচার ও স্বভাবে কায়স্থগণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন, যে কারণেই হউক কায়স্থগণ শূদ্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন।" তীর্থমহাশয়ের এই উক্তি প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ব্রাহ্মণের কৌশলে কায়স্থগণ ব্রাত্যক্ষত্রিয়, কখনই শূদ্র নহে। তাঁহারা যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে শূদ্র হন, তবে শূদ্রযাজী সমগ্র ব্রাহ্মণগণ বঙ্গে পতিত। সংস্কার গ্রহণ সম্বন্ধে তীর্থ মহাশয়ের উক্তি অতিশয় কৌতুকাবহ। তিনি বলিতেছেন—"যাহা কত সহস্র যুগ ধরিয়া বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হইয়াছে * * * কএকটী মাত্র মন্ত্র পাঠ করিলেই যদি সেই মহীয়ান্ কুলে উপনীত হওয়া যায় ইত্যাদি।" কায়স্থগণের যজ্ঞোপবীতহীনতা আজ প্রায় ৭০০ বৎসরেরও কম, কারণ মকরন্দ ঘোষাদি ৯৯৪ শকে আদিশূরের সভায় ক্ষত্রিয়চারে ভূষিত থাকিয়া আগমন করেন। তাহার প্রায় ২০০ শত বৎসর পরে বল্লাল যখন গুণকর্ম্মে কুলবন্ধন করেন, তখনও কায়স্থদিগের যজ্ঞোপবীত ছিল। এই স্বল্পসময়কে তীর্থ মহাশয় "সহস্রযুগ" বলিয়া অতিরঞ্জিত করিয়াছেন। মহারাজ যযাতি হইতে শ্রীকৃষ্ণের সময় কত সহস্র বৎসর তাহা অবধারণ করা অসম্ভব। যযাতিপুত্র যদু পিতাকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া মথুরার নিকটস্থ প্রদেশে বৃষ্ণি ও অন্ধক ২টী ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বংশের আদিপুরুষ হন, বহুকাল ব্রাত্যক্ষত্রিয় থাকিয়া তাঁহারা শূদ্র বলিয়া কখনও গৃহীত হন নাই, অবশেষে সেই বংশে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া বংশগত ব্রাত্যতা ক্ষালন করেন। মাধবাচার্য্যকৃত শঙ্করবিজয় গ্রন্থের ষোড়শ সর্গের টীকায়—আমরা পাঠ করি—"তস্মাদ্বিমূঢ়ত্বাৎ ত্যক্ত্বা" ভ্রষ্টব্রাহ্মণজাতিতঃ প্রায়শ্চিত্তমনুষ্ঠেয়মিত্যুক্ত্বান্তে পরং গুরুং নত্বা প্রায়শ্চিত্তমেবাশু কৃত্বা শুদ্ধাদ্বৈতসম্মতা সাধুবৃত্তাঃ সৎকর্ম্মস্থা।"

বৌদ্ধবিপ্লবে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞোপবীত হারাইয়া ব্রাত্য-ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, বহুকাল পরে শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধমত নিরসন করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃস্থাপিত করিলে ব্রাত্য-ব্রাহ্মণগণ পরমগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে এক প্রণাম করিয়া অদ্বৈত মত গ্রহণ করতঃ পুনঃ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মণগণ কোনও প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই। আমরা শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্তান্তে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেছি। আমাদিগের সমালোচনা অতি দীর্ঘাকার ধারণ করিল, কাব্যতীর্থ মহাশয় নিজেই উপসংহারে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, কায়স্থ ক্ষত্রিয় কিনা তাহা মীমাংসা করিবার শক্তি তাঁহার নাই। যে ব্যক্তি সন্তরণবিদ্যায় অপারক সে গভীর জলে প্রবেশ করিলেই তাহার মৃত্যু অপরিহার্য্য। কাব্যতীর্থ মহাশয় কায়স্থেতিহাস যখন জানেন না, এই বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে তিনি বিপদগ্রস্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। বঙ্গীয় কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষানল তাঁহারা অবলীলাক্রমে উপেক্ষা

করিয়া স্বধর্ম্ম পালনে দৃঢ় ব্রত গ্রহণ করিবেন। কাব্যতীর্থ মহাশয় যেন স্মরণ রাখেন যে বঙ্গের কায়স্থ প্রতিপালক, ও ব্রাহ্মণসমাজ প্রতিপাল্য।

২। অশৌচসমালোচনা— রাজসাহী ঘোড়ামারা হইতে প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত রাধিকা-প্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয় প্রণীত, মূল্য এক আনা মাত্র। বহরমপুরে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার অষ্টমবার্ষিকাধিবেশনে উক্ত গ্রন্থ-কার কর্ত্তৃক পঠিত। গ্রন্থকর্ত্তা বলিতেছেন, অশৌচ দ্বারা জাতিনির্ণয় হইতে পারে না, মূলকথা এই যে, আর্য্যঋষিগণ অশৌচে হোম, দান, স্বাধ্যায় ইত্যাদি নিষেধ করিয়াছেন, যাহারা এই সকল ক্রিয়া করে না তাহাদিগের অশৌচকাল বৃদ্ধি করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের একদিন মাত্র অশৌচ, কারণ তাঁহার বাটীতে চিররক্ষিত অগ্নিতে ত্রিসন্ধ্যা হোম হইতেছে, ঘনায়ত যজ্ঞীয় হবির্গন্ধপ্রপূরিত ধূমে তাঁহার বাটী সতত পূর্ণ, "ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ, শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ" ইত্যাদি সামগানে উচ্চারিত, এই প্রকার ব্যক্তির একদিন মাত্র জনন ও মরণাশৌচ, যাঁহার গৃহে অগ্নি সুরক্ষিত হয় নাই, অথচ বেদ পঠিত হয় তাঁহার তিন দিন, বেদ ও অগ্নিশূন্য ব্রাহ্মণের দশ দিন অশৌচ। এই নিয়মে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ দশ দিন অশৌচ পালন করিতেছেন। অত্রি মহাশয় বলেন, ব্যাধিগ্রস্ত, ধর্ম্মকার্য্যবিব-র্জ্জিত, মূর্খ, পরাধীন, স্বাধ্যায়হীন ব্যক্তিগণ যে জাতি হউক না কেন সর্ব্বদাই অশৌচসম্পন্ন, তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধাদি কোন কার্য্যে অধিকার নাই। পরাশর বলেন, শিল্পী, কারুকর, বৈদ্য, দাসী, দাস, নাপিত, শ্রোত্রিয় ও রাজা ইহাদের সদ্যই অশৌচান্ত হইবে। কারণ তাহারা ব্যব-সায়ী, তাহাদিগের ব্যবসায় বন্ধ থাকিলে সমা-জের অনিষ্ট হয়। শূদ্রগণ স্বয়ং মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া দ্বাদশ দিনেই সপিণ্ডীকরণ করিবে। জাতি ও বর্ণধর্ম্মানুসারে যাঁহারা অশৌচ পালন করিতে চান তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ দশ, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ, বৈশ্য পঞ্চদশ এবং শূদ্র ৩০ দিন অশৌচ পালন করিবে। আর্য্য মনীষিগণ সমস্বরে বলিয়াছেন যে, বেদজ্ঞানহীন, অগ্নিভ্রষ্ট, সন্ধ্যোপাসনাবর্জ্জিত ব্রাহ্মণগণ বৃষল অর্থাৎ শূদ্র। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "দক্ষিণাপথভ্রমণ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, পুণা ও বোম্বাই প্রদেশে অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণসারমৃগও দেখিতে পাওয়া যায়। যে দেশের মহিলাগণ বেদ ও ভাগবত গ্রন্থ আবৃত্তি করিতে পারেন, তাহা যে বাস্তবিক ব্রাহ্মণের দেশ তৎপ্রতি সন্দেহ কি। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং যজ্ঞান্তে তিনি অগ্নিহোত্রী বাজ-পেয়ী নাম ধারণ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রমাণ ও ঋষিবাক্য অবহেলা করিয়া রঘুনন্দন সাগ্নিক, বেদজ্ঞ, মূর্খ, অনাচারী সমস্ত ব্রাহ্মণেরই সমানাশৌচ পালনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের অধঃপতনের মূল কারণ সঙ্কীর্ণচেতা রঘুনন্দন। এই রঘুনন্দন স্মার্ত্ত বঙ্গদেশের কত অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন তাহা আমার লেখনী বর্ণনা করিতে অসমর্থা। তিনি বেদকে অমান্য করিয়া চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া সমগ্র ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি-গুলিকে শূদ্রত্বের জঘন্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া-ছিলেন। স্বল্পচেতা সদসদ্বিবেচনাহীন মানুষই এক জাতির বিনাশসাধনের উপর অপর জাতির

অভ্যুত্থানের মন্দির নির্ম্মাণ করে। স্মার্ত্ত রঘু-নন্দন তাহাই করিয়াছিলেন। ভবিষ্যদ্দৃষ্ট রঘু-নন্দন বুঝিতে পারেন নাই যে, যে ব্রাহ্মণসমাজের উন্নতিকল্পে তিনি বেদকে অমান্য, নিজের দেশকে ম্লেচ্ছদেশে পরিণত করিয়াছিলেন, সেই সমাজের অধঃপতন তাঁহার দ্বারাই সংসা-ধিত হইয়াছিল। স্মার্ত্তশিরোমণির শিষ্যগণ তাঁহার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া বঙ্গদেশ হইতে ১২ ও ১৫ দিন অশৌচ তুলিয়া তৎপরিবর্ত্তে মাসা-শৌচের বন্দোবস্ত করিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন কায়স্থ ও বৈদ্য ও অন্যান্য সমস্ত জাতিগুলা তাঁহাদের পদলেহন করিয়া শূদ্রত্ব মাথায় পাতিয়া লইবে। ফলে হইল তাহাই, যাবনিক পাশববলে বিধ্বস্ত বঙ্গীয় কায়স্থ জমিদারগণ মাসাশৌচ পালন করিতে লাগিলেন। যজ্ঞো-পবীতত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থগণ যে মাসা-শৌচ পালন করেন তৎপ্রতি কোনও সন্দেহ নাই। এইক্ষণ যাঁহারা উপবীতী হইতেছেন, তাঁহাদিগের ১২ দিন মাত্র অশৌচ পালন করা উচিত, যদি নিজের পুরোহিতগণ তাহাতে অসম্মতি প্রদান করেন তবে অন্য স্থান হইতে পুরোহিত আনাইয়া শাস্ত্রমত কার্য্য করা কর্ত্তব্য। গ্রন্থকার বৃহন্নারদীয়পুরাণ বলিয়া যে শ্লোকটী দিয়াছেন তাহা উক্ত পুরাণে নাই, হয়গ্রীবে আছে। তাহা এই—

"উপবীতী ক্ষত্রিয়শ্চ দ্বাদশাহেন শুধ্যতে।
মাসেনানুপবীতশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ শুধ্যতে তথা॥

এই হয়গ্রীব একটী প্রমাণিক গ্রন্থ, ইহার উপদেশানুসারে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় অবস্থায় মাসাশৌচ পালন করিয়া-ছিলেন। এবং এইক্ষণে যাঁহারা উপবীতী তাঁহাদের ১২ দিন অশৌচ পালন করা আব-শ্যক। যে সকল মহাত্মা কায়স্থকে মাসা-শৌচ পালন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া থাকেন তাঁহারা গণ্ডমূর্খ সন্দেহ নাই। গ্রন্থকর্ত্তা উপসংহারে সমগ্র বঙ্গীয় কায়স্থগণকে উপবীতী হইয়া ১২ দিন অশৌচ পালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আমরা আশা করি, গ্রন্থ-কর্ত্তার উপদেশ সত্বর কায়স্থসমাজ পালন করিবেন। পুস্তিকাখানি ক্ষুদ্র হইলেও অতি উপাদেয়, আমরা আশা করি, প্রত্যেক কায়স্থ-সন্তান এক এক খণ্ড সামান্য মূল্যে ক্রয় করিয়া পাঠ করিবেন।

৩। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। অষ্টমাধিবেশন বহরমপুরে হয়। এই অধিবেশনের বিবরণ প্রতিভার পাঠকগণ ১৩১৬ সনের চৈত্র সংখ্যার ৩৭৯ পৃষ্ঠায় এবং বর্ত্তমান সনের বৈশাখ সংখ্যার ২০ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন। তৎকালে মুদ্রিত বক্তৃতা আমাদের সম্মুখে ছিল না। গোলমালে কোন্ বক্তা কি বলিয়াছেন তাহাও স্মরণ করিতে পারি নাই। এক্ষণে সকল বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হইবে। কোন কোন বক্তার বক্তৃতা পাঠকালে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। এবার স্থানাভাব বশতঃ এই কার্য্যবিবরণীর সম্যক্ আলোচনা করিতে পারি-লাম না। আগামী মাঘমাসের প্রতিভায় ইহার বিশেষ সমালোচনা করিব। এই বিবরণীর ৯০ পৃষ্ঠায় দেখিলাম, সভাপতি মহা-শয়ের আহ্বানে কলিকাতা শ্যামপুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন দে মহাশয় বলিলেন যে, "উপবীতগ্রহণ অবশ্যপ্রতিপাল্য (Compul-sory) না হইয়া (Optional) থাকাই ভাল"

ইনি কিন্তু লাঙ্গূলহীন শৃগাল, কারণ উহার ক্ষত্রিয়ত্বপ্রতিপাদক দেবাখ্যার "ব" অক্ষরটী কোনও কৌশলে কর্ত্তিত হইয়া এইক্ষণ যজ্ঞোপবীত "দে দে দে" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছেন। উপবীতনাশে ইহার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, ইনি সিংহ কি শৃগাল কিছুই ঠিক করা যায় না। এপ্রকার অবস্থায় পতিত ব্যক্তি সেই উপাদেয় পৈতা গ্রহণ ইচ্ছাধীন করিতে চান দেখিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। যদি কোন ব্রাহ্মণকুমার একটী স্বজাতিমিলনে মূর্খের ন্যায় প্রস্তাব করিতেন যে, ব্রাহ্মণজাতির উপবীত গ্রহণ অবশ্যকর্ত্তব্য না করিয়া ইচ্ছাধীন করা হউক তাহা হইলে তখন সেই ব্রাহ্মণকুমার অক্ষত শরীরে গৃহে আসিতে পারিতেন কিনা আমরা সন্দেহ করি। শৌরীন্দ্র বাবুর প্রতি কোন বলপ্রয়োগ করা হয় নাই। আমাদের বোধ হয় তাঁহার মূর্খতা ও কাপুরুষতা দেখিয়া সমবেত ক্ষত্রিয়গণ কেবল স্মিতাননে মস্তক অবনত করিয়াছিলেন।

সম্পাদকস্য।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

কায়স্থোপনয়ন। বিগত ৫ই অগ্রহায়ণ সোমবারে পাবনাজেলান্তর্গত সাগরকান্দী গ্রামে তত্রত্য জমিদার শ্রীযুক্ত অনাদিকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত ১৭ জন কায়স্থ মহোদয় যথারীতি ক্ষত্রিয়োপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। তত্রত্য আর্য্য-কায়স্থসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দত্ত মহাশয়ের অধ্যবসায় ও যত্নে এবং শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এই মহামঙ্গলকর সামাজিক অভ্যুত্থান সংসাধিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত অনাদিকৃষ্ণ দত্ত দেববর্ম্মা।
,, প্রসন্নকুমার দত্ত ঐ
,, ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত ঐ
,, যোগেশচন্দ্র ঘোষ ঐ
,, সতীশচন্দ্র দেব ঐ
,, প্রাণেশকুমার বসু ঐ
,, রামচরণ সিকদার ঐ
,, বঙ্কবিহারী দেব ঐ
,, যোগেন্দ্রনাথ সরকার ঐ
,, ত্রৈলোক্যনাথ সরকার ঐ
,, রমণীমোহন দত্ত ঐ
,, কুঞ্জবিহারী দাষ ঐ
,, হেমচন্দ্র দাষ ঐ
,, অশ্বিনীকুমার দত্ত ঐ
,, অন্নদাচরণ মিত্র ঐ
,, নরেন্দ্রনাথ পাল ঐ
,, দীননাথ কুণ্ডু ঐ

ইহার পরে বিগত ১১ই অগ্রহায়ণ রবিবারে এবং তদনন্তর ক্রমে২ দিবসত্রয়ে উক্ত শ্রীযুক্ত অনাদিকৃষ্ণ দত্ত দেববর্ম্মা জমিদার মহাশয়ের বাটীতে ৩টী কেন্দ্র হইয়া বঙ্গদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ আনুষ্ঠানিক কায়স্থ-সভার আচার্য্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয়ের আচার্য্যত্বে ৬৯ জন

বঙ্গসন্তান যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদিগের নাম বঙ্গবাজারপত্রিকায় দেখিতে পাইবেন। কাশীর মিতাক্ষরা প্রতিভায় সন্নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না, উপনীত কায়স্থগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। সর্ব্বশুদ্ধ অদ্যাবধি সাগরকান্দী ৬৯ জন কায়স্থ উপনীত হইয়াছেন।

আমরা এইক্ষণে আশা করি, শ্রীযুক্ত অনাদিকৃষ্ণ দত্ত দেববর্ম্মা মহাশয়ের এই শুভানুষ্ঠান তদীয় শ্বশুর কাইচাইলনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বসু মজুমদার ও তাঁহার পরিপার্শ্বদ শ্রীযুক্ত কেশবলাল ঘোষ দস্তিদার মহাশয় এবং কায়স্থ মহাত্মাগণ তাঁহাদিগের চিরাভ্যস্ত হীনতা ও উপনীত কায়স্থ বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া অঘন্য "শূদ্রত্ব কালিমা" প্রক্ষালন করিবেন।

২। তত্ত্বাম্বুধিঃ কায়স্থতত্ত্বম্ পুস্তক প্রণেতা শ্রীযুক্ত রতিকান্ত কবিভূষণ মহাশয় যথারীতি উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

৩। বিগত ৪ঠা অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্ণে ফরিদপুরজিলান্তর্গত রাজবাটীর শ্রীযুক্ত কুমার কৃপানাথ মজুমদার মহাশয়ের ভবনে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার বসু ও তারকচন্দ্র গুহ মহাশয়দিগের অক্লান্ত যত্নে একটী মহতী কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় প্রায় ৩০০ শত কায়স্থ ও ২০।২৫ জন ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত মধুসূদন দেবশর্ম্মা কাব্যরত্ন, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় বক্তৃতাদি করিয়া সমবেত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সমস্ত শাস্ত্রোক্তি খণ্ডন পুরঃসর বঙ্গীয় ৪ শ্রেণীর কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। প্রায় ৫।৬ ঘণ্টা কাল এই সভায় নানাবিধ তর্ক বিতর্কের পর সজ্জনকান্দানিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রমুখ সমবেত ব্রাহ্মণগণ কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত ও উপনয়নার্হ তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দেববর্ম্মা মহাশয়ের বক্তৃতান্তে জ্ঞানবৃদ্ধ উদারনৈতিক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় গাত্রোত্থান করিয়া তারস্বরে কহিলেন যে, "আমি শতমুখে স্বীকার করিতেছি যে, কায়স্থ ক্ষত্রিয়" এইপ্রকার উক্তিতে সমবেত কায়স্থমহোদয়গণ সন্তুষ্ট-চিত্তে সভার কার্য্য উপসংহার করেন। আমরা আশা করি, রাজবাটীর নিকটস্থ গ্রাম সমূহের কায়স্থমহোদয়গণ অচিরে ক্ষত্রিয়োপনয়ন গ্রহণ করিয়া জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

৪। ঢাকা জিলান্তর্গত নারায়ণগঞ্জ হইতে কায়স্থসমাজের পরম হিতৈষী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ চন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন "বিগত ১৮ই অগ্রহায়ণ রবিবার নিকটস্থ পাইকপাড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গুহ মহাশয়ের বাটীতে একটী উপনয়ন কেন্দ্র, বৈদিক শ্রেণীর উচ্চ কুলীন শ্রীযুক্ত নবকুমার ভট্টাচার্য্য বশিষ্ঠ মহাশয়ের আচার্য্যত্বে ও বঙ্গজ কায়স্থকুলাচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘটক ঠাকুর মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহাত্মাগণ যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচার উপনয়নে দীক্ষিত হইয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত রজনীশঙ্কর মিত্র দেববর্ম্মা।
২। ,, মনোমোহন দাষ ঐ
৩। ,, নগেন্দ্রনাথ মজুমদার ঐ
৪। ,, চন্দ্রকুমার মজুমদার ঐ
৫। ,, উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ঐ

৬। „ খগেন্দ্রনাথ মজুমদার ঐ

৭। „ মনোমোহন দেব ঐ

ইহাঁর অগ্রে বিগত ৩০শে কার্ত্তিক উক্ত ক্ষেত্রে ও উক্ত বশিষ্ঠ মহাশয়ের আচার্য্যত্বে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ চন্দ্র মহাশয় প্রমুখ দ্বাদশ জন কায়স্থসন্তান ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়োপনয়ন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম স্থানাভাবে সন্নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না, আনন্দবাজার-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে।

৫। সেন্সশ্ কমিশনার শ্রীযুক্ত গেট সাহেব মহোদয় কর্ত্তৃক "হিন্দু কে ?" প্রচারিতা বিজ্ঞাপনী পাঠে সমগ্র ভারতীয় হিন্দুজাতি মধ্যে হলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। বিরাট হিন্দুসমাজে শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন শমদমতিতিক্ষাগুণ-গরিমা-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ হইতে অরণ্যবিহারী অস্পৃষ্ট কোল, ভীল, সাঁওতাল, ডোম ইত্যাদি শূদ্রজাতি পর্য্যন্ত একটী প্রকাণ্ড আন্দোলনতরঙ্গে যোগদান করিয়াছেন। আমরা নানাস্থান হইতে ইহাঁর প্রতিবাদ প্রত্যহ পাইতেছি। সেই সমস্ত প্রতিবাদ পত্রস্থ করিবার স্থান আমাদিগের নাই। আমাদিগের ~~নিকট~~ বোধ হয়, এই প্রতিবাদে যেন হিন্দুসমাজের বিরাট শরীরজ একটী মহতী শক্তির সমুত্থান হইয়াছে। সমাজদেহে এই প্রকার আঘাতে যে একটী বিরাট শক্তির আবির্ভাব হইবে, আশ্চর্য্য কি? এই মহাশক্তিকে আমরা অবনত মস্তকে নমস্কার করি। ইনি হিন্দুসমাজকে অনেক বিপ্লবে রক্ষা করিয়াছেন, আজিও করিবেন। সাম্রাজ্যনীতিকুশল প্রজাবৎসল ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের মীমাংসায় অজ্ঞানতাবিজৃম্ভিত গেট সাহেবের জাতীয় বিজ্ঞান যে শশবিষাণে পরিণত হইবে তাহা আমরা নিশ্চয়াক্ষরে খোদিত করিতে পারি। প্রতিভার পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন [illegible] দ্বিজাতিগণের মধ্যে যজ্ঞোপবীত ও বিগত ১৮ই অগ্রহায়ণ রবিবার সন্ধ্যা[illegible] জাতি মধ্যে মস্তকে শিখা ব্যবহৃত হয়, কাশীনগরে এই বিষয় অর্থাৎ "হিন্দু [illegible] যাহাদিগের দেহ অগ্নিতে সৎকার করা মীমাংসার জন্য একটী মহতী সভার [illegible] তাহারাই হিন্দু। ভরসা করি আমাদিগের বেশন হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত [illegible] রাজপুরুষগণ এই মীমাংসা সমীচীন কুমার শাস্ত্রী মহোদয় সভাপতির [illegible] গ্রহণ করিবেন। এই পর্য্যন্ত লিখিত গ্রহণ করেন। কাশীস্থ অনেক পণ্ডিত [illegible] আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, উক্ত গেট চাতুর্ব্বর্ণ্য অনেক লোক তথায় উপ[illegible] মহোদয় সম্প্রতি আর একটী বিজ্ঞাপন ছিলেন। ডোম, চর্ম্মকার ইত্যাদি [illegible] করিয়া প্রকারান্তরে প্রাগুক্ত প্রথম অস্পৃশ্যজাতিও সভায় যোগদান করিয়াছেন [illegible] প্রত্যাহার করিয়াছেন। তিনি সভাপতি মহাশয় মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ [illegible] গত ১৯০০ সনের লোকগণনায় মত উল্লেখ করিয়া বলিতে ছলেন যে স্মরণাতীত কাল অবলম্বিত হইয়াছিল এইবার তাহাই কাল হইতে হিন্দুসমাজ ৪টী মূল ভি[illegible] অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে জাতির অন্ত-উপর সুদৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত। ইহা [illegible] হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাকে তদনুসারে সহিত কালের সংহারশক্তিকে [illegible] হইবে অর্থাৎ যে ব্যক্তি হিন্দু জাতিমধ্যে করিয়া হিমালয়ের ন্যায় সমভাবে [illegible] হইতে ইচ্ছা করে তাহাকে তদনুসারে করিতেছে। কালস্রোতে পরিবর্ত্তন-ত[illegible] বলিয়াই গৃহীত হইবে। আমাদিগের আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও হিন্দুসমাজের ধর্ম্ম[illegible] প্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া অনুমিত বাহুবল, ধনবল ও জনবল অক্ষুণ্ণ অবস্থা ইহাই যদি মীমাংসা হইল তবে নিরর্থক দণ্ডায়মান। এই ৪টী শক্তি অপৌরুষেয় নি[illegible] গুলি গোলমাল করায় কি প্রয়োজন ও সনাতন বেদাক্ষরে অনুপ্রাণিত।

৪টী শক্তি মধ্যে ধর্ম্মবলে সুরক্ষিত জন[illegible] অনেকেই আমাদিগকে জিজ্ঞাসা সর্ব্বপ্রধান। জনবল না থাকিলে অন্য[illegible] করিতেছেন "উপনীত কায়স্থগণ সেন্সসে কোন্ সমস্ত শক্তিই হীনবল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। "হিন্দু কে" ইহার মীমাংসা আর্য্যঋষিগণ স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। [illegible] জাতির মধ্যে মন্বাদি ঋষিগণের অনুশাসনে চারিটী পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহারাই হিন্দু।

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য শূদ্রশ্চেতি পৃথক্ পৃথক্।" গুণকর্ম্মে স্থাপিত হইলেও বর্ত্তমান সময়ে বংশানুক্রমে ব্যবস্থিত। এই জাতি

আখ্যায় পরিচিত হইবেন?" মৎপ্রণীত কায়স্থতত্ত্বের ৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে— "ব্রহ্মা আমাদিগের আদিপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

'কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ঃ খ্যাতো ভবান্ ভুবি বিরাজতে'

কমলাকরভট্টধৃত বৃহৎ ব্রহ্মখণ্ড।"

এই সিদ্ধান্তানুসারে বঙ্গীয় উপনীত কায়স্থ মহোদয়গণ আগামী লোকগণনায় "কায়স্থ ক্ষত্রিয়" বলিয়া পরিচয় দিবেন। তবে "ক্ষত্রিয়" এবং "চিত্রগুপ্তজ ক্ষত্রিয়" বলিয়াও লেখাইতে পারেন। কোন কোন স্থান হইতে সংবাদ আসিতেছে যে, লোকগণনাকারিগণ ক্ষত্রিয় শব্দ লিখিতে আপত্তি করিতেছেন। গণকগণ (enumerators) মনে রাখিবেন যে, সেন্সস কমিশনার শ্রীযুক্ত গেট সাহেব মহোদয়ের বিধানানুসারে যে ব্যক্তি যে আখ্যায় পরিচিত হইতে চাহে তাঁহারা তাহাই লিখিবেন। উপনীত কায়স্থগণ "কায়স্থ-ক্ষত্রিয়" বলিয়া লেখাইতে চাহিলে গণকের আপত্তির কোন কারণ নাই। যে গণক মূর্খের ন্যায় আপত্তি করিয়া এই কার্য্যের ব্যাঘাত করিবেন তিনি দণ্ডার্হ হইবেন, সন্দেহ নাই।

সম্পাদকস্য।

ভ্রমসংশোধন।

ভ্রমসংশোধন— 'ঋষিযুগ' প্রবন্ধে লেখক নিম্নলিখিত ভ্রমসংশোধন করিতে আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন।

স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১ম	১৯	যুগের	যুনে
২য়	২৮	বধূতাম্	বধূতাম

ঐ	ঐ	২৯	বাবৃষে	বাবৃধে
২৩১	১ম	১৮	তৃৎসুগণের	প্রসুগণের
ঐ	ঐ	২৬	বিশ্বাস	বিপাস
ঐ	২য়	১৭	ধয়োধ্যায়াং	বযোধ্যায়াং
ঐ	ঐ	২৩	সাঙ্গ	গাঙ্গ্য
২৩২	১ম	২০	অভ্যভাষ	অভ্যভাষত
২৩৪	১ম	৪	ভারত	ভরত
২৩৮	১ম	১৯	ঘটনা	ঘটনায়
২৩৯	২য়	২	বেডিফ্	বেভিক্
২৪১	২য়	৯	পাদে	পাদ
ঐ	ঐ	২০	শুক্রবেদীয়	শুক্লযজুর্ব্বেদীয়
২৪২	১ম	২৬	অপশ্চৎ	অপশ্যৎ
ঐ	২য়	২৯	সমস্ত	সময়
২৪৩	২য়	৪	অন্যান্য	অপ্রাচ্য

'বরিশাল জেলায় কায়স্থধর্ম্ম প্রচার' প্রবন্ধের অশুদ্ধিশোধন।

২৫৩	১ম	১৩	বীর	ধীর
২৫৫	২য়	২২	সাবঞ্চ চিত্র	সারস্বত চিত্র

সম্পাদকস্য।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

(১৩১৭ সন হইতে গ্রাহকগণের নূতন রোল নম্বর আরম্ভ হইয়াছে।)

৮৫৩।	শ্রীযুক্ত	রামলাল চন্দ্র, যোগীবরাট যশোহর	১৩১৭	১৷৹
৯৪২।	...	রাইমোহন মিত্র, চট্টগ্রাম	ঐ	১৷৹
৯৪৩।	...	রামশঙ্কর রায়, বি, এল, কটক	ঐ	১৷৹
৯৪৪।	...	রসিকলাল নন্দী, রাজবাড়ী ফরিদপুর	ঐ	১৷৹
৯৪৫।	...	রেবতীমোহন গুহ, এম, এ, বি, এল, ময়মনসিং	ঐ	১৷৹
৮৫৪।	...	ললিতমোহন চন্দ্র, কলিকাতা	ঐ	১৷৹
৮৬২।	...	লালগোপাল দত্ত মজুমদার দেববর্ম্মা, কবিরঞ্জন	ঐ	১৷৹
৮৬৪।	...	ললিতমোহন মহলানবিশ, পাঁচুড়িয়া ফরিদপুর	ঐ	১৷৹
৮৬৬।	...	ললিতমোহন ঘোষ, এগরা মেদিনীপুর	ঐ	১৷৹
৮৯২।	...	শ্রীকৃষ্ণ নন্দী দেববর্ম্মা, ঝিনা রাজসাহী	ঐ	১৷৹
৯১৯।	...	শরচ্চন্দ্র পাল, মালবাজার জলপাইগুড়ি	ঐ	১৷৹
৯২১।	...	শরচ্চন্দ্র শিকদার, মালিয়াট যশোহর	ঐ	১৷৹
৯২৩।	...	শরচ্চন্দ্র দত্ত, মাধবপুর ফরিদপুর	ঐ	১৷৹
৯২৪।	...	শরচ্চন্দ্র বসু, মোরেলগঞ্জ খুলনা	১৩১৬	১৷৹

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

অভিবাদন।

বর্ণধর্ম্মই হিন্দুসমাজের মূলভিত্তি। ভগবৎ-[illegible]য় এই বর্ণধর্ম্মের মাহাত্ম্য আজ আবার [illegible]দিন পরে বঙ্গীয় শিক্ষিতসম্প্রদায় অনুভব [illegible]তে পারিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন,—[illegible] যেমন স্থাণুচতুষ্টয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত, [illegible]রূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই [illegible]টি বর্ণই এই বিরাট হিন্দুসমাজকে ধারণ [illegible]য়া আছে। স্থাণুচতুষ্টয়ের একটী বা [illegible]টীর অভাব হইলে, গৃহখানি যেমন অচিরেই [illegible]সাৎ হইয়া যায়, সেইরূপ দুটী বা তিনটী [illegible] বর্ণে এই বিশাল হিন্দুসমাজকে ধ্বংসের [illegible] কবল হইতে শত চেষ্টাতেও জীবিত [illegible]তে পারে না। পারে না বলিয়াই বর্ত্তমানে [illegible]সমাজে দুর্দ্দশার একশেষ ঘটিয়াছে। ইহা [illegible]বাঞ্ছনীয়? বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়াই আজ [illegible]র নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় কায়মনোবাক্যে [illegible] সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত!!

সমাজসংস্কার করিতে হইলে সর্ব্বাদৌ [illegible] ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। [illegible] বিজাতীয়-শিক্ষা-সহবাসে আমাদের [illegible] ব্যবহার ম্লেচ্ছানুরূপ হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] কি, আমাদিগের আচার ব্যবহার এতই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, পুরাকালের কোন ব্যক্তি যদি এখন আবার ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে তিনি কিছুতেই এখন আর আমাদিগকে সজাতি বা হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করিতে সাহসী হইবেন না। কাজেই, সমাজসংস্কার করিতে হইলে—কোন্ বর্ণের সহিত কোন্ বর্ণের কিরূপ সম্বন্ধ অথবা কোন্ বর্ণের আচার কিরূপ, সমাজে কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ইত্যাদি প্রাক্তন-রীতিনীতিবিষয়ক অবশ্যজ্ঞাতব্য দু'চার কথা জানিয়া রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। ভগবান্ মনু বলেন,—

"ঊর্দ্ধং প্রাণাহ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবির আগতে।
প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে॥
অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি সংপ্রবর্দ্ধন্তে আয়ুর্ব্বিদ্যা যশো বলম্॥"

(মনুসংহিতা)

ইহার ভাবার্থ এই,—জ্ঞানবৃদ্ধ বা বয়োবৃদ্ধ মহাপুরুষগণ নিকটে উপস্থিত হইলে, হৃদয়ে যেন কেমন একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হয়—তাঁহাদের উপযুক্ত সৎকারের জন্য মন যেন স্বভাবত-ই আনন্দে

অধীর হইয়া উঠে—প্রাণ যেন ঊর্দ্ধদিক্ দিয়া বহির্গত হইবার চেষ্টা করে, প্রাণের এই ব্যাকুলতা প্রত্যুত্থান ও অভিবাদনে প্রশমিত হয়। অপিচ—অভিবাদনশীল জনের আয়ুঃ, বিদ্যা, যশঃ ও বল নিত্যই উপচিত হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এক কথায় লিখিয়াছেন,—

"অভীতি ভগবান্ বিষ্ণুর্ব্বাদয়ামীতি শঙ্করঃ।
দ্বাবেতৌ পূজিতৌ তেন যঃ করোত্যভিবাদনম্॥"
(ভবিষ্যপুরাণ)

"অভি" শব্দে বিষ্ণু এবং "বাদয়ামি" পদে শঙ্করকে বুঝায়। অতএব যিনি সর্ব্বদা বৃদ্ধগণকে অভিবাদন করেন, প্রকারান্তরে তিনি বিষ্ণু ও শিবকে পূজনেরই ফল লাভ করিয়া থাকেন। অতএব মহর্ষি সাংখ্যায়ন স্বরচিত গৃহ্যসূত্রে তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—

"অহরহরাচার্য্যায়াভিবাদয়েৎ, গুরুভ্যশ্চ সমেত্য শ্রোত্রিয়স্য প্রোষ্য প্রত্যেত্যাশ্রোত্রিয়স্য সমেত্য দৈববশাৎ সমাগমে ইতি।"

অর্থাৎ প্রত্যহ আচার্য্য ও গুরুজনকে অভিবাদন করিবে। শ্রোত্রিয় যদি দৈববশাৎ সমাগত হন, তাহা হইলে তাঁহাকেও অভিবাদন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু পাষণ্ড, পতিত, ব্রাত্য, মহাপাতকী, শঠ, সোপানৎক, কৃতঘ্ন, ধাবন্ত, প্রমত্ত, আচমনার্হ, নাস্তিক, রতিক্রিয়াসক্ত, জৃম্ভমান, অভ্যক্তশিরা ও স্নাত জনকে এবং যে ব্যক্তি ভোজন, দন্তধাবন ও মূত্রাদি ত্যাগ করিতেছে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিবে না। (১) অপিচ,—

"জপযজ্ঞজলস্থঞ্চ সমিৎপুষ্পকুশানলান্।
উদকুম্ভঞ্চ ভৈক্ষ্যঞ্চ বহন্তং নাভিবাদয়েৎ॥"
(লঘুহারীত)

জপাসক্ত, যজ্ঞরত, জলস্থ এবং সমিৎ, পুষ্প, কুশ, অনল, জলপাত্র ও অন্নবাহী জনকে অভিবাদন করিবে না। এইরূপ আবার সমিৎ, জলপাত্র, পুষ্প ও অন্ন হস্তে থাকিলে কাহাকেও অভিবাদন করিবে না। (২) বলা বাহুল্য এখানে কেহ কেহ "সমিদ্ধারী", আবার কেহ কেহ বা "সমিদ্ভরী" পাঠ কল্পনা করেন। যথা,—

"সমিদ্ধারী" সমিধো বহন ইতি কল্পতরুঃ। পারিজাতে তু সমিদ্ভারীতি পঠিত্বা সমিদ্ভারবান্ ইতি ব্যাখ্যাতমিতি।

অপিচ অশুচি অবস্থায়, জপ করিতে করিতে, দেবপিতৃকার্য্যে রত এবং শয্যাশায়ী থাকিয়া অভিবাদন করিবে না। (৩) মহর্ষি আপস্তম্ব বলেন,—

"অপ্রযতেন নাভিবাদ্যং। তথা প্রযতায়। অপ্রযতশ্চ ন প্রত্যভিবাদয়েৎ। প্রতিবয়সঃ স্ত্রিয়শ্চ। তথা সোপানদ্বেষ্টিতশিরা অবহিতপাণির্নাভিবাদয়েদিতি।"
(আপস্তম্বগৃহ্যসূত্র)

ধাবন্তঞ্চ প্রমত্তঞ্চ মূত্রোচ্চারকৃতং তথা।
ভুঞ্জানমাচমনার্হঞ্চ নাস্তিকং নাভিবাদয়েৎ॥
রমন্তং জৃম্ভমানঞ্চ কুর্ব্বন্তং দন্তধাবনম্।
অভ্যক্তশিরসঞ্চৈব স্নাতং নৈবাভিবাদয়েৎ॥"
(শাতাতপস্মৃতি)

(২) "সমিদ্ধার্য্যুদকুম্ভপুষ্পান্নহস্তো নাভিবাদয়েদিতি।"
(বৌধায়নধর্ম্মসূত্র)

(৩) "নোদকুম্ভহস্তোঽভিবাদয়েৎ ন ভৈক্ষ্যং চরন্ন পুষ্পান্নহস্তো নাশুচির্ন জপন্ ন দেবপিতৃকার্য্যং কুর্ব্বন্ ন শয়ান ইতি।"
(শঙ্খলিখিতস্মৃতি)

(১) "পাষণ্ডং পতিতং ব্রাত্যং মহাপাতকিনং শঠম্।
সোপানৎকং কৃতঘ্নঞ্চ নাভিবাদেৎ কদাচন॥

অর্থাৎ অপ্রযত গুরুজনকে অভিবাদন করিবে না। এইরূপ অপ্রযত অবস্থায় অভিবাদন এবং প্রত্যভিবাদন করিতে নাই। স্ত্রীলোক এবং বয়ঃকনিষ্ঠকেও অভিবাদন করিবে না। আবার বস্ত্রাদি দ্বারা মস্তক আবৃত থাকিলে, পায়ে পাদুকা থাকিলে এবং কোন বস্তুতে হস্ত আবদ্ধ থাকিলে অভিবাদন করিতে নাই। অপিচ মনুমহারাজ বলেন,—

"যো ন বেত্ত্যভিবাদস্য বিপ্রঃ প্রত্যভিবাদনম্।
নাভিবাদ্যঃ স বিদুষা যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ॥"
(মনুসংহিতা ২ অধ্যায়)

যে ব্রাহ্মণ প্রত্যভিবাদন করিতে জানেন না, বিদ্বানগণ তাহাকে অভিবাদন করিবেন না। এক কথায় তাহাকে শূদ্র বলাও অত্যুক্তির বিষয় নহে। ফলতঃ অভিবাদন করিলে প্রত্যভিবাদন বা আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করা অবশ্যকর্ত্তব্য; অন্যথা নিরয়গামী হইতে হয়। (৪) অতএব ভগবান্ আপস্তম্ব বলেন,—

"দক্ষিণং বাহুং শ্রোত্রসমং প্রসার্য্য ব্রাহ্মণোঽভিবাদয়েৎ। উরঃসমং রাজন্যঃ। মধ্যসমং বৈশ্যঃ। নীচৈঃ শূদ্রঃ। প্রাঞ্জলিঃ সর্ব্বত্রেতি।"
(আপস্তম্বগৃহ্যসূত্র)

ব্রাহ্মণ অভিবাদক অভিবাদ্যের কর্ণ সমান, ক্ষত্রিয় অভিবাদক অভিবাদ্যের বক্ষঃ সমান, বৈশ্য অভিবাদক অভিবাদ্যের কটি সমান এবং শূদ্র অভিবাদক অভিবাদ্যের মধ্যদেশ অপেক্ষা নীচ স্থানের সমান স্বীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া পরে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিবে।

ফলকথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র অভিবাদকের পক্ষে অভিবাদনের সময়ে যথাক্রমে অভিবাদ্যের কর্ণ, বক্ষঃ, কটি এবং তদপেক্ষা নিম্ন স্থান পর্য্যন্ত স্বীয় মস্তক অবনত করা কর্ত্তব্য। অতএব যাঁহারা স্বাপকৃষ্ট বর্ণের প্রত্যভিবাদনজনিত প্রত্যবায়ের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া চিরানুগৃহীত একতর ক্ষত্রিয়-কায়স্থজাতিকে সাবিত্রী উপদেশ করিতে কৃপণতা করেন, তাঁহাদের সে আশঙ্কা একেবারেই অমূলক কি না, তাহা বালকেও বুঝিতে না পারে এমত নহে। সত্য বটে,—

"অভিবাদ্যো নমস্কার্য্যঃ শিরসা বন্দ্য এব চ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়াদ্যৈস্তু শ্রীকামৈঃ সাদরং সদা॥
নাভিবাদ্যাস্তু বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াদ্যাঃ কথঞ্চন।
জ্ঞানকর্ম্মগুণোপেতা যদ্যপ্যেতে বহুশ্রুতাঃ॥"
(উশনঃসংহিতা)

অর্থাৎ শ্রীকামী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রগণ সর্ব্বদা ব্রাহ্মণদিগকে সাদরে অভিবাদন করিবে; পক্ষান্তরে জ্ঞানী, ক্রিয়াবান্, গুণবান্ বা বহুশাস্ত্রবেত্তা হইলেও ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণগণের অভিবাদ্য নহে, ইহাই মহর্ষি উশনার অভিপ্রায়। কিন্তু গলদেশে যজ্ঞসূত্র থাকিলেই যে, অপরিচিতকেও অভিবাদন করিতে হইবে, শাস্ত্রকারগণ এমন কথা কুত্রাপি বলেন নাই। বরং শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে,—

স্রুক্পাণিকমবিজ্ঞাতমশক্তং রিপুমাতুরম্।
যোগিনঞ্চ তপঃসক্তং কনিষ্ঠং নাভিবাদয়েৎ॥"
(পরাশরভাষ্যধৃত বচন)

যাঁহার হস্তে স্রুক্নামক কাষ্ঠনির্ম্মিত যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ আছে তাঁহাকে, অপরিচিতকে, প্রত্যভিবাদনে অশক্ত ব্যক্তিকে, রিপু, আতুর, যোগী, তপস্যাসক্ত এবং বয়ঃ-

(৪) "অভিবাদে কৃতে যস্তু ন করোত্যভিবাদনম্।
আশীষং বা কুরুশ্রেষ্ঠ স যাতি নরকান্ বহূন্॥"
(বিষ্ণুপুরাণ)

কনিষ্ঠকে অভিবাদন করিবে না। অথবা পরিচিত ভ্রমে যদি কেহ দৈবাধীন হীনবর্ণকে অভিবাদন করেন, তাহা হইলে, তিনি স্নান ও ঘৃতভোজন করিলেই শুদ্ধ হইবেন। (৫) কোষকার অমরসিংহ বলেন,—

"সমে তু পাদগ্রহণমভিবাদনমিত্যুভে।"

(ব্রহ্মবর্গঃ)

অর্থাৎ পাদগ্রহণ ও অভিবাদন এই দুইটী এক পর্য্যায় শব্দ। কিন্তু নিবন্ধকারগণ মধ্যে যখন অনেকেই তাঁহার কথায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, (৬) তখন প্রসঙ্গাধীন আমরা অতঃপর পাদগ্রহণ বিষয়ক অবশ্যজ্ঞাতব্য দু'একটী কথা বলিয়া আরব্ধ প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। মহর্ষি বশিষ্ঠ লিখিয়াছেন,—

"গুরোঃ পাদোপসংগ্রহং কার্য্যমিতি।"

অর্থাৎ গুরুজনের পাদগ্রহণ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। কিন্তু গুরু যদি তোমা হইতে উচ্চ বা নীচ স্থানে অবস্থান করেন, তাহা হইলে তাঁহার পাদগ্রহণ করিবে না। এরূপ অবস্থায় উচ্চে উঠিয়া বা নীচে অবতরণ করিয়া পাদ-সংগ্রহণই বিহিত। (৭) অপিচ,—

"তস্য চ ব্যত্যস্তকরঃ পাদাবুপস্পৃশেৎ।"

(বিষ্ণুস্মৃতি)

ব্যত্যস্তকর অর্থাৎ পরস্পর আড়াআড়ি-ভাবে হস্তদ্বয় রাখিয়া গুরুজনের পদদ্বয় স্পর্শ করিবে। বলা বাহুল্য, শাস্ত্রকারগণ পাণি-ব্যত্যাসের সময়ে হস্তদ্বয় উত্তানভাবেই রাখিতে উপদেশ করিয়াছেন। (৮) অপিচ,—

"দক্ষিণং দক্ষিণেন সব্যং সব্যেন চোপ-সংগ্রহণং দীর্ঘমায়ুঃ স্বর্গং চেপ্সতঃ কাসমন্তরে সাধুবৃত্তায় গুরুণানুজ্ঞাতোঽসাবহং ভো ইতি শ্রোত্রে সংস্পৃশ্য মনঃ সমাধানার্থমধস্তাজ্জানুনো-রাপদ্যামিতি।"

(বৌধায়নধর্ম্মসূত্র)

দক্ষিণ হস্তে গুরুর দক্ষিণ পদ এবং বাম হস্তে বাম পদ স্পর্শ করাই কর্ত্তব্য। অতএব গুরু যদি ব্যত্যস্তপাদে অবস্থান করেন, তাহা হইলে অভিবাদকের পক্ষে পাণিব্যত্যাসের কোনই আবশ্যকতা নাই। (৯) বলা বাহুল্য, হস্তব্যত্যাসের সময়ে বাম করের উপর দক্ষিণ কর স্থাপন করাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। যথা,—

"বামোপরি করং কৃত্বা দক্ষিণং নাম চোচ্চরেৎ।
জানুপ্রভৃতিপাদান্তমারভ্য পাদয়োর্নমেৎ॥"

(আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র)

অপিচ মহর্ষি আপস্তম্ব বলেন, কেবল সূর্য্য উদিত হইলে, অর্থাৎ প্রাতঃকালেই, গুরুর পাদ-গ্রহণ করিবে। অন্য সময়ে অভিবাদনমাত্রই বিহিত। কাহার কাহার মতে আচার্য্য সর্ব্বদাই উপসংগ্রাহ্য। (১০) অপিচ শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে,—

"জন্মপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিচ্চেতসা ধর্ম্মমাচরেৎ।
সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং যাতিহ্যেকহস্তাভিবাদনাৎ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ)

এক হস্তে অভিবাদন অর্থাৎ পাদগ্রহণ করিলে, তাহার পূর্ব্বকৃত সমস্ত পুণ্যই বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু,—

"অজাকর্ণেন বিদ্বাংসং যতিং সম্পুটপাণিনা।
মূর্খঞ্চৈবৈকহস্তেন কনিষ্ঠং নাভিবাদয়েৎ॥"

(বিদ্যাকরবাজপেয়ীধৃত বচন)

অর্থাৎ অজাকর্ণবৎ হস্তে বিদ্বানকে, সম্পুট হস্তে যতিদিগকে, এক হস্তে এবং মূর্খদিগকে অভিবাদন করিবে; ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। বলা বাহুল্য, সভায়, যজ্ঞস্থলীতে এবং রাজ-গৃহে কাহাকেও অভিবাদন বা কাহারও পাদ-গ্রহণ করিবে না। কথিত স্থলে নমস্কারমাত্রই বিহিত। (১১) সত্য বটে, মহর্ষি দেবল বলিয়াছেন,—

"উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চৈব মহীপতিঃ।
মাতুলঃ শ্বশুরস্ত্রাতা মাতামহপিতামহৌ।
বর্ণজ্যেষ্ঠঃ পিতৃব্যশ্চ পুংস্যেতে গুরবঃ স্মৃতাঃ॥
মাতা মাতামহী গুর্ব্বী পিতুর্মাতুশ্চ সোদরাঃ।
শ্বশ্রূঃ পিতামহী জ্যেষ্ঠা ধাত্রী চ গুরবঃ স্ত্রিয়াম্॥"

(দেবলস্মৃতিঃ)

অর্থাৎ পুরুষের মধ্যে উপাধ্যায়, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, মহীপতি, মাতুল, শ্বশুর, ত্রাতা, মাতামহ, পিতামহ, বর্ণজ্যেষ্ঠ ও পিতৃব্য এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে মাতা, মাতামহী, গুরুপত্নী, পিতৃষ্বসা, মাতৃষ্বসা, শ্বশ্রূ, পিতামহী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও ধাত্রী ইহারা গুরুবৎ পূজনীয়। কিন্তু বয়ঃকনিষ্ঠ ঋত্বিক্, শ্বশুর, পিতৃব্য ও মাতুলকে প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক অভিভাষণমাত্রই করিবে, অভিবাদন করিবে না। (১২) মহর্ষি বশিষ্ঠ "ঋত্বিক্শ্বশুরপিতৃব্যমাতুলানবরবয়সঃ প্রত্যুত্থায়াভিবাদয়েৎ" এই কথা বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু অভিবাদন পদে এখানে অভি-ভাষণমাত্রই বুঝিতে হইবে। যেহেতু মহর্ষি গৌতম প্রাগুক্ত বয়ঃকনিষ্ঠ ঋত্বিগাদিকে অনভি-বাদ্য বলিয়াই স্পষ্টাক্ষরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা,—

"ঋত্বিক্শ্বশুরপিতৃব্যমাতুলানান্তু যবীয়সাং প্রত্যুত্থানমনভিবাদ্যা ইতি।"

(গৌতমধর্ম্মসূত্র)

অর্থাৎ বয়ঃকনিষ্ঠ ঋত্বিগাদিকে প্রত্যুত্থান-পূর্ব্বক সংবর্দ্ধনা করিবে, অভিবাদন করিবে না। বলা বাহুল্য, ভগবান্ মনুও এই কথাই অনুমোদন করিয়াছেন। যথা,—

"মাতুলাংশ্চ পিতৃব্যাংশ্চ শ্বশুরানৃত্বিজো গুরূন্।
অসাবহমিতি ব্রূয়াৎ প্রত্যুত্থায় যবীয়সঃ॥"

(মনুস্মৃতি ২ অ০)

---

(৫) "হীনবর্ণে চ যঃ কুর্য্যাদজ্ঞানাদভিবাদনম্।
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি॥"

(অত্রিস্মৃতি)

(৬) "পাদসংগ্রহণঞ্চাভিবাদনাদ্ভিন্নমিত্যুক্তং মিত্রমিশ্রেণ। কল্পতরাবপি 'অথাভি-বাদনোপসংগ্রহণে' ইতি দ্বিবচনেন প্রকরণ-মুপক্রান্তং।" হরিহরস্তু পারস্করভাষ্যে গুরুষু পাদোপসংগ্রহণং বৃদ্ধতরেষু অভিবাদনং বৃদ্ধেষু চ নমস্কারং কুর্য্যাদিতি ভেদমাহ।

(৭) "বিষমগতায় গুরবে নাভিবাদ্যং। অন্বারুহ্যাভিবাদয়েদিতি।"

(আপস্তম্বগৃহ্যসূত্র)

(৮) "উত্তানাভ্যাং হস্তাভ্যাং দক্ষিণেন দক্ষিণং সব্যং সব্যেন পাদাবভিবাদয়েদিতি।"

(পৈঠিনসিসূত্র)

(৯) "অত্র গুরোর্ব্যত্যস্তপাদত্বে পাণি-ব্যত্যাসো ন কার্য্যঃ শিষ্টসমাচারাদিতি।"

(মিত্রমিশ্রঃ)

(১০) "উদিতে আদিত্যে আচার্য্যেণ সমেত্যোপসংগ্রহণং সদৈবাভিবাদনং। উপ-সংগ্রাহ্য আচার্য্য ইত্যেকে ইতি।"

(আপস্তম্বসূত্র)

(১১) "সভাসু চৈব সর্ব্বাসু যজ্ঞে রাজ-গৃহেষু চ।
নমস্কারং প্রকুর্ব্বীত ব্রাহ্মণান্ নাভি-বাদয়েৎ॥"

(বীরমিত্রোদয়ধৃত বচন)

(১২) "ঋত্বিক্শ্বশুরপিতৃব্যমাতুলানান্তু যবীয়সাং প্রত্যুত্থানাভিভাষণমিতি।"

(বৌধায়নধর্ম্মসূত্র)

মাতুল, পিতৃব্য, শ্বশুর, পুরোহিত বা অপর কোন গুরুজন বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে, তাঁহাদের আগমনে গাত্রোত্থান করিয়া 'আমি অমুক' এই কথা মাত্রই বলিবে, পাদগ্রহণ করিবে না। (১৩) অপিচ,—

"গুরুপত্নী তু যুবতীর্নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ।
পূর্ণবিংশতিবর্ষেণ গুণদোষবিজানতা॥"

(মনুস্মৃতি ২ অ০)

"গুরুপত্নী যুবতী হইলে তাঁহারও পাদগ্রহণ করিবে না। এইরূপ অসবর্ণা গুরুপত্নী বয়োজ্যেষ্ঠা হইলেও কেবল প্রত্যুত্থান ও সম্ভাষণ দ্বারাই তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিবে, কদাপি পাদগ্রহণ করিবে না। (১৪) এখানে বলা আবশ্যক, ভাষ্যকার মেধাতিথি ও কুল্লুকভট্ট আলোচ্য মনুবচনে "অসবর্ণাস্তু সংপূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ" এইরূপ পাঠ কল্পনা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু যখন শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে,—

"হীনবর্ণানাং গুরুপত্নীনাং দূরাদভিবাদনং ন পাদোপসংস্পর্শনমিতি।৫।"

(বিষ্ণুস্মৃতি ৩২ অ০)

অর্থাৎ হীনবর্ণা গুরুপত্নীগণের অভিবাদন দূর হইতে করিবে, পাদস্পর্শ করিবে না। তখন "অসবর্ণাস্তু সংপূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ" এইরূপ পাঠই যে যুক্তিযুক্ত তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। অপিচ শাস্ত্রান্তরে আছে,—

"উদক্যাং সূতিকাং নারীং ভর্তৃঘ্নীং গর্ভঘাতিনীম্।
অভিবাদ্য দ্বিজো মোহাদহোরাত্রেণ শুধ্যতি॥"

(বৃহস্পতিস্মৃতিঃ)

ভ্রমক্রমে রজস্বলা, সূতিকা, স্বামিহন্ত্রী ও গর্ভঘাতিনীর পাদগ্রহণ করিলে অহোরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে।

অপিচ মহর্ষি গৌতম ভ্রাতৃভার্য্যা ও শ্বশ্রূর পাদগ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন (১৫) সত্য, কিন্তু তাঁহার এই নিষেধবাক্য যুবতী ও অসবর্ণার প্রতিই বুঝিতে হইবে। অন্যথা মনুক্ত উপসংগ্রহণবিধায়ক বক্ষ্যমাণ বচনদ্বয়ের সহিত বিষম বিরোধ উপস্থিত হয়। যথা,—

"মাতৃষ্বসা মাতুলানী শ্বশ্রূরথ পিতৃষ্বসা।
সংপূজ্যা গুরুপত্নীবৎ সমাস্তা গুরুভার্য্যায়াঃ॥
ভ্রাতুর্ভার্য্যোপসংগ্রাহ্যা সবর্ণাহন্যোহন্যোহপি।
বিপ্রোষ্য তূপসংগ্রাহ্যা জ্ঞাতিসম্বন্ধিযোষিতঃ॥"

(মনুস্মৃতি ২ অ০)

মাতৃষ্বসা, মাতুলানী, শ্বশ্রূ, পিতৃষ্বসা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়া গুরুপত্নীবৎ সংপূজ্যা অর্থাৎ পাদোপসংগ্রহণযোগ্যা। ফলতঃ ইঁহাদিগকে গুরুপত্নীর সমান বলিয়াই জানিবে, অর্থাৎ যুবতী ও অসবর্ণাদিভেদে গুরুপত্নী সম্বন্ধে যেরূপ বিধান আছে, ইঁহাদিগের পক্ষেও সেইরূপ নিয়ম। অপিচ প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া পিতৃব্যপত্নী প্রভৃতিরও পাদগ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইত্যলং পল্লবিতেন।

শ্রীমধুসূদন রায়।

(১৩) "মাতুলাদীন্ আগতান্ কনিষ্ঠান্ আসনাদুত্থায় অসাবহমিতি ব্রূয়াৎ নাভিবাদয়েদিতি।" কুল্লুকভট্টঃ।

(১৪) গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাঃ স্যুঃ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সংপূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ॥"

(কল্পতরুধৃত মনু)

(১৫) "নোপসংগ্রহণং ভ্রাতৃভার্য্যায়াঃ শ্বশ্রূশ্চেতি।"

(গৌতমধর্ম্মসূত্র ৩)

কায়স্থ ও বিবেকানন্দ।

এই প্রবন্ধের শীর্ষভাগে যে মহাপুরুষের পবিত্র নাম কীর্ত্তিত হইল, তিনি একজন কায়স্থসন্তান ছিলেন। তাঁহার জন্ম, আজও কায়স্থসমাজকে মহাগৌরবান্বিত করিতেছে। আজ সেই মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত একটী বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া কায়স্থজাতির সম্যক্ পরিচয় দিতে উপস্থিত হইলাম।

বর্ত্তমানে গুটিকতক ব্রাহ্মণ কায়স্থসমাজকে শূদ্র আখ্যায় ভূষিত করিতে পারিলেই যেন কৃতার্থ মনে করেন। তাঁহারা একটুকু তলাইয়া দেখেন না যে, কায়স্থ "শূদ্র" কি ক্ষত্রিয়। বড়ই পরিতাপের বিষয়, বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রালোচনাপূর্ব্বক কায়স্থ যে "শূদ্র নহে ক্ষত্রিয়" ইহার অকাট্য প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াও কায়স্থসমাজকে অনার্য্যজাতিত্ব পরিচায়ক শূদ্র "পদবী" প্রদান করেন; এটা তাঁহাদের শাস্ত্রালোচনা ও সংস্কৃতে অগাধ বিদ্যার ফল এবং বাহাদুরীই বটে!

সত্য বটে, বাঙ্গলার সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রাগুক্ত মতাবলম্বী নহেন; যাঁহারা পুরাণ শাস্ত্রাদি অভ্রান্ত মনে করেন, এবং যাঁহারা জোর করিয়া বড় হইবার আশা রাখেন না তাঁহারা নির্ভীকচিত্তে কায়স্থের "ক্ষত্রিয়ত্ব" অনুমোদন করেন।

সে সকল "পণ্ডিত (?)" মহাশয়দের কথা অনুসারেই যদি স্বীকার করিয়া লই, কায়স্থ—"শূদ্র"; তবে তাঁহাদের কর্ত্তব্য, অবিলম্বে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন। বাসিলী একস্থলে বলিয়াছেন,—"যদি বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বলিয়া দুইটী 'বর্ণ' না থাকে, তবে ব্রাহ্মণমহাত্মাদের অন্যত্র গমন করা কর্ত্তব্য; কারণ "শূদ্র"-পরিপূর্ণ এবং "ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-বিবর্ণ"-বর্জ্জিত দেশে থাকা বেদবিধিগর্হিত।" তবে এখন শুনিতে চাই,—সেই সকল ব্রাহ্মণমহাত্মারা কি বলেন।

বলিতে বড় হাসি পায়, সেদিন এক "কাব্যতীর্থ"-উপাধিভূষিত ব্রাহ্মণমহাশয়ের সহিত আলাপ হওয়ায় তিনি বলিলেন,—"যদি একান্তই কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী করেন; তবে শুধু কুলীন কায়স্থগণই "যজ্ঞোপবীত" ধারণে অধিকারী। বড়ই সমস্যায় পড়িলাম। এখন পণ্ডিতমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি,—একমাত্র ব্রাহ্মণসমাজেই "মুখার্জ্জী, বানার্জ্জী, গাঙ্গুলী, ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী" উপাধিধারী অনেকেই আছেন; ইঁহাদের মধ্যে কে যজ্ঞোপবীত গ্রহণে অধিকারী, "ভট্টাচার্য্য" মহাশয় তাহার বিচার করিয়া দিতে পারেন কি?

যাক্ সে সব কথা, উঁহাদের মতামতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। একবার সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী, প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা "বিবেকানন্দস্বামিজী"র কথাই আলোচনা করি। আশা করি, তাঁহার মুখনিঃসৃত বাক্যে কাহারও অসন্তোষ ঘটিবে না। কারণ তিনি কায়স্থসমাজের উন্নতিকল্পে জীবন পণ করেন নাই। মান্দ্রাজে বক্তৃতাকালে তিনি একস্থলে বলিয়াছেন;—

"আর এক কথা। আমি সমাজসংস্কারকগণের মুখপত্রে পড়িলাম যে, তাঁহারা বলিতেছেন—আমি শূদ্র; আর জিজ্ঞাসা করিতেছেন—শূদ্রের সন্ন্যাসী হইবার কি অধিকার আছে? ইহাতে আমার উত্তর এই, আমি সেই মহাপুরুষের বংশধর, যাঁহার পদে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ 'যমায় ধর্ম্মরাজায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন, আর যাঁহার বংশধরগণ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। যদি তোমরা তোমাদের পুরাণ বিশ্বাস কর, তবে এই বাঙ্গালী সংস্কারকগণ জানিয়া রাখুন,—আমার জাতি অন্যান্য কার্য্য ব্যতীত শত শত শতাব্দী ধরিয়া ভারতের অর্দ্ধাংশ শাসন করিয়াছিল। যদি আমার জাতিকে বাদ দেওয়া যায়, তবে ভারতের আধুনিক সভ্যতার আর কতটুকু অবশিষ্ট থাকে? কেবল বাঙ্গলাদেশেই আমার জাতি হইতে তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারকসকলের অভ্যুদয় হইয়াছে। আমার জাতি হইতেই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের অভ্যুদয় হইয়াছে। উক্ত সম্পাদকের—আমাদের ইতিহাস কতকটা জানা উচিত ছিল, তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিন বর্ণেরই সন্ন্যাসী হইবার সমান অধিকার। আমার এ কথাগুলি বলিবার আর কোন উদ্দেশ্য নাই, কেবল এইটুকু দেখান যে, আমার পক্ষে যথেষ্ট বলিবার আছে। আমাকে শূদ্র বলিলে আমার কোন দুঃখ নাই। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ যে দরিদ্রের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই কিঞ্চিৎ প্রতিশোধ স্বরূপ হইবে। ("ভারতে বিবেকানন্দ", ১১৭ পৃষ্ঠা)

অদ্যাপি ভারতের অধিকাংশ হিন্দু যাঁহার পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিয়া থাকেন, তিনি যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সমাজ কি কখন শূদ্র? পাঠক তাহার বিচার করুন। স্বামিজী আজীবন দেশের জন্য খাটিয়াছিলেন। তিনি কায়স্থের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য ছিল, সকল সমাজে "জননী জন্মভূমিরূপ বিরাট দেবতার উপাসনা" শিক্ষা দেওয়া। তাঁহার একটী কথা হইতেই কায়স্থজাতি যে কত উন্নত, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু হায়, যদি তিনি কায়স্থের জন্য খাটিতেন, তবে আজ কায়স্থের কতই উন্নতি হইত!

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সরকার।

কায়স্থ-কবি শ্রীমধুসূদন দত্ত। *

বহু রণক্ষেত্রে বহু রণনৈপুণ্য ও বীরত্বপ্রকাশ করিয়া, বারাণসী হইতে শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশে বিজয়পতাকা সমুড্ডীন ও বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়া, মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেবের রাজত্বের শেষভাগে শ্রান্ত-ক্লান্ত-নিশ্চিন্ত বঙ্গবাসী অবশেষে বিলাসিতার আপাতসুখকর স্রোতে নিঃশঙ্কচিত্তে অঙ্গ ঢালিয়া দিল। মহাকবি জয়দেব এই সময়ে তাহাদের বিলাসতরঙ্গের তালের সহিত তাল মিলাইয়া তাঁহার মধুর—অতিমধুর বীণায় ঝঙ্কার দিয়া গাহিলেন,—"দেহি পদপল্লবমুদারং"। সমগ্র বঙ্গবাসী অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় সে ললিতকান্ত পদাবলী শ্রবণ করিল—শ্রবণ করিয়া বিভোর, বিমোহিত হইল, তাঁহার "ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীর" পরিসেবনে মুগ্ধ হইয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। এই অবসরে যবনের পর দিন পরাক্রান্ত পাঠানগণ দুর্দ্দমনীয় বেগে শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিকে ক্রমশঃ হস্তগত করিয়া ফেলিল; আত্মহারা বঙ্গবাসী তাহা দেখিল না, অথবা দেখিয়াও দেখিল না। ইহার কত দিন পর বঙ্গবাসী (পুনরায় যখন নয়ন নিমীলন করিল, তখন) বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া দেখিল—দেখিয়া বুঝিল—তাহাদের স্বাধীনতা, তাহাদের আধিপত্য, তাহাদের জন্মভূমি পরহস্তগত হইয়াছে, তাহাদের গৌরবসূর্য্য অস্তাচলগামী হইয়াছে; তাহার আর শীঘ্র প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বঙ্গবাসীগণের মধ্যে ভগবান্ যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রদান করিয়াছেন, তাহা বহুদিন অপ্রকাশিত থাকিবার নহে, তাহা পতিত বিধ্বস্ত অবস্থাতেও অন্য আকারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। একদিন যে বঙ্গবাসী বীরত্বের মহিমায় সমগ্র ভারত-ভূমি মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, এক্ষণে তাহাদের প্রেমের, তাহাদের ভক্তির, তাহাদের ধর্ম্মের প্রভাবে সমগ্র জগৎ আবার স্তম্ভিত বিস্মিত হইল। সেই প্রেমের বন্যায় পড়িয়া কত হিন্দু মুসলমান ভাসমান হইলেন, কত মুসলমান-কবি সুন্দর সুন্দর পদাবলীতে হৃদয়ের গভীরতম উচ্ছ্বাস পরিব্যক্ত করিলেন, সহস্র সহস্র নরনারী বৈষ্ণবধর্ম্মের সেই উজ্জ্বল গরিষ্ঠ মহিমায় বিমোহিত হইলেন। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া শত শত সহস্র সহস্র বৈষ্ণব-কবি সেই সুরে সুর মিলাইয়া মধুরকণ্ঠে সমগ্র বঙ্গকানন মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

তারপর কালক্রমে সে ভাবেরও ব্যত্যয় ঘটিল। বিশ্বপ্রেমিক বৈষ্ণব-কবিগণ যে নিষ্কাম প্রেমগীতি গাহিয়া প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে এক স্বর্গীয়া রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরাধীন বাঙ্গালী জাতি তাহা বহুদিন পর্য্যন্ত স্থিরভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। ক্রমে সে পবিত্র প্রেমভাব ও উচ্চ আদর্শের মধ্যে আবিলতা দেখা দিল। আবদ্ধ সলিলরাশির ন্যায় তাহা ক্রমশঃ পূতিগন্ধময় ও দূষিত-বাষ্পসঙ্কুল হইয়া উঠিল। কীর্ত্তিবাস ও কাশীরাম,

* বগুড়া সাহিত্যসভায় কবির জন্মদিনে পঠিত। মধুসূদন দত্তের ন্যায় কবি অমর, তাই এ প্রয়োগ করা হইল। সম্পাদক।

মুকুন্দরাম ও রামপ্রসাদের শত চেষ্টায়ও তাহা পরিশুদ্ধ ও নির্ম্মল থাকিতে পারিল না। যে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবগণ একদিন মেঘ-দর্শনে কৃষ্ণ ভ্রম করিয়া মহাভাবাবেশে আত্মহারা হইতেন, সেই বঙ্গদেশে ভারতচন্দ্র ও তাঁহার শিষ্যগণের কুরুচি-কলুষিত জঘন্য-আদর্শ-সঞ্জাত অশ্লীল কাব্যগুলি বঙ্গীয় সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিল। যে দেশে এক সময়ে "সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভালমন্দ নাহি জানি। কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম, তোমার চরণখানি।" প্রভৃতি অতি উচ্চভাবের প্রেম-সঙ্গীতে মনের গভীর আবেগ পরিব্যক্ত হইত, সেই দেশে "বলে মুহুর্মুহু, মুখে উহু উহু। যেন কোকিলকুজিত কুহু কুহু।" প্রভৃতি তোটকছন্দের হীনরুচিপূর্ণ কবিতা সমাদর লাভ করিল।

এইরূপে পরাধীন বঙ্গবাসী যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাইয়া চিন্তায় ও ভাবে সর্ব্বপ্রকারে অধোগতির নিম্ন হইতে নিম্নতর নিম্নতমসোপানে ক্রমাগত অবনমিত হইতেছিল সেই সময়ে তাঁহারা সহসা পাশ্চাত্যদেশীয় এক নবীন পরমোৎসাহী উদ্যমশীল জাতির সম্মুখীন হইলেন। তাঁহাদের নবভাব, নবচিন্তা, নবকল্পনায় সমগ্র বঙ্গদেশে এক অভূতপূর্ব্ব অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। জড়, নিশ্চেষ্ট, তন্দ্রা-গত বঙ্গবাসীর নিস্পন্দ দেহে চেতনার সঞ্চার হইল; অচৈতন্য শরীরে শিক্ষায় দীক্ষায় ভাবে চিন্তায় এক নব জাগরণের সূত্রপাত হইল। এই নব জাগরণের অপরিস্ফুট প্রভাতে আলো অন্ধকারের দ্বিধার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া এক মহাকবি আপন স্বাভাবিক মধুরকণ্ঠে সমগ্র বঙ্গদেশের কাণে সুধাবর্ষণ করিয়া বহুদিন বিস্মৃত এক নূতন রাগিণীতে উচ্চকণ্ঠে গাহিলেন,—

"উর তবে উর দয়াময়ি
বিশ্বমনে। গাইব মা, বীররসে ভাসি
মহাগীত, উরি দাসে দেহ পদছায়া।
তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির-চিত্ত ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র; গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

বঙ্গবাসী সে নবভাবময়, নবভাষাময়, বীর-করুণরসাত্মক অদ্ভুত গাথা শ্রবণ করিয়া প্রথমে বিস্মিত স্তব্ধ ভীত সঙ্কুচিত হইল। কিন্তু পর-ক্ষণেই তাহার স্বর্গীয় মূর্চ্ছনা, স্বর্গীয় উচ্ছ্বাসে আকৃষ্ট, বিমুগ্ধ হইল। এই অসাধারণ পুরু-ষের পরিচয় কি বঙ্গবাসীকে বিশেষ করিয়া প্রদান করিতে হইবে? ইনি বঙ্গীয় কবিকুল-চূড়ামণি শ্রীমধুসূদন দত্ত।

মহাবীর প্রতাপাদিত্যের জন্মভূমি ও লীলা-স্থল যশোহর প্রদেশ বঙ্গবাসী নরনারীর অপরি-চিত নহে। কিন্তু বর্ত্তমানে সেই যশোহর প্রদে-শের সীমারেখার অনেক ব্যতিক্রম সং-সাধিত হইয়াছে। এই বর্ত্তমান যশোহর প্রদে-শের অন্তর্গত কপোতাক্ষবিধৌতপদ প্রকৃতির লীলাস্থল সাগরদাঁড়ীগ্রাম মধুসূদনের জন্মভূমি ও শৈশবজীবনের ক্রীড়াস্থল। এই সাগরদাঁড়ী গ্রামে ১৮২৪খ্রীষ্টাব্দে সম্ভ্রান্ত দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলে রাজনারায়ণ দত্তের ঔরসে ও জাহ্নবী দেবীর গর্ভে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। মধুসূদনের সৌন্দর্য্যময়ী জন্ম-ভূমি সম্বন্ধে তাঁহার জীবনচরিতরচয়িতা যে সমুজ্জ্বল বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, অতি উপা-

দেয় বোধে এস্থলে আমরা তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"প্রকৃতির অতি বিলাসময় নিকেতনে মধুসূদনের শৈশব অতীত হইয়াছিল। তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাঁড়া অতি সুকোমল গ্রাম্য শোভায় পূর্ণ। নদী, প্রান্তর এবং বৃক্ষলতা প্রভৃতি যে সকল উপাদান লইয়া বঙ্গের পল্লী-গ্রামের সৌন্দর্য্য, তাহার কোনটীরই সেখানে অভাব নাই। নির্ম্মলসলিলা কপোতাক্ষনদী তাহার তিন দিক্ বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী শাখায় শাখায় সংবদ্ধ হইয়া, স্থানে স্থানে তাহার উপর অবনত হইয়া পড়িয়াছে। শ্যামলতৃণা-চ্ছাদিত ভূমি, নদীর তট হইতে জলের রেখা পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। নগরের কৃত্রিম-তার সহিত সেখানকার কোন সম্বন্ধ নাই। প্রকৃতি অতি সরল গ্রাম্য মূর্ত্তিতে সেখানে বিরাজিতা। নদীজলে কুল-ললনাগণ স্নানাব-গাহন করিতেছেন। ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাপ্রকার তরণী নদীবক্ষে গমনাগমন করিতেছে; গ্রাম-বনিতাগণ কলসীকক্ষে নদীতটে দণ্ডায়-মান হইয়া একদৃষ্টে তাহাদিগের পানে চাহিয়া রহিয়াছে; রাখালবালকগণ পশুপাল ছাড়িয়া ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতেছে। দেখিলে নগরের কোলাহল বিস্মৃত হইয়া সেই সরল গ্রাম্য সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া যাইতে হয়। কপোতা-ক্ষীর পশ্চিম তীরে দূরপ্রসারিত শ্যামল প্রান্তর। নদীর উভয় তটে বৃক্ষলতার অন্তরালে স্থানে স্থানে কৃষকদিগের কুটীর; মধ্যে মধ্যে দুই একটী প্রাচীন বট বা অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ। উদ্যানজ তরুসমূহের ঘন সন্নিবেশে গ্রামটী দিবালোকেও ছায়াপূর্ণ। মধুসূদনের কণ্ঠ নীরব হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার জন্মভূমির বিহগ-গণের সঙ্গীতের এখনও বিরাম হয় নাই। পাপিয়ার গগনভেদী কণ্ঠস্বরে এখনও তাহা পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কত অযত্নসম্ভূত তরুলতা উদ্যানজ বৃক্ষরাজীর সহিত সম্মিলিত হইয়া গ্রামটীকে আরণ্য শোভায় অলঙ্কৃত করিতেছে। মধুসূদনের পৈতৃক বাস-গৃহের অদূরবর্ত্তী নদীতটে দণ্ডায়মান হইয়া একবার জ্যোৎস্নালোকে পাপিয়ার দিগন্তপ্লাবী সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে নিস্তব্ধ গ্রামটীর এবং ধীরবাহিনী কপোতাক্ষীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে অতি নীরস হৃদয়ও ভাবে পরিপূর্ণ হয়; এবং গ্রামটীকে কীটসের ভাষায় "Meet nurse for a poetic child" বলিতে ইচ্ছা করে।"

মেঘনাদবধরচয়িতার জীবনীলেখক কবি-বরের জন্মভূমির যে অত্যুজ্জ্বল বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয় না। যোগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, "স্বদেশের এই মনোহারিনী মূর্ত্তি তাঁহার (মধুসূদনের) হৃদয়ে চিরদিন জাগরূক ছিল। বাল্যকালে কোথায় তিনি ক্রীড়া করিতেন, কোথায় বেড়াইতে ভালবাসিতেন ইত্যাদি বিষয় স্পষ্ট-রূপে তাঁহার স্মরণ ছিল। সাগরদাড়ীর রাস্তা-গুলি পাকা করিয়া বাঁধাইবেন, কপোতাক্ষে একটী অবতরণিকা প্রস্তুত করাইয়া দিবেন এবং কপোতাক্ষকূলে "মাইকেলোদ্যান" নামক একটী উদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়া সেখানে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবেন, এই তাঁহার বাসনা ছিল। কিন্তু তাঁহার জীবনের সহস্র অভিলাষের ন্যায় ইহার কোনটীই পূর্ণ হয় নাই। বহুকাল প্রবাসের পর একবার সাগরদাঁড়ীতে আসিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "এ মধুমাখা স্থানে

আসিলে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোন স্থানে গেলে সেরূপ পাওয়া যায় না।" আর একদিন কপোতাক্ষের কূলে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিয়াছিলেন, "কপোতাক্ষ, যে তোমার তীরে পাতার কুটীরে বাস করিতে পায়, সেও পরম সুখী।" সুদূর ফরাসীরাজ্যে অবস্থানকালেও তিনি জন্মভূমির মোহিনীমূর্ত্তির কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। সেই সুদূর প্রদেশ হইতেও কপোতাক্ষকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

"সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে,
সতত (যেমতি লোকে নিশার স্বপনে
শোনে মায়াযন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কাণ আমি ভ্রান্তির ছলনে।
বহুদেশে দেখিয়াছি বহু নদদলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধস্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমিস্তনে।"

জন্মভূমি প্রতি তাঁহার যে কি গভীর অনুরাগ ছিল তাহা ইহাতেই পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। মধুসূদনের পিতা ৺ রাজনারায়ণ দত্ত কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের একজন প্রথিতনামা উকীল এবং তাঁহার মাতা জেলা যশোহরের অন্তর্গত কাটিপাড়ার জমিদার ৺ গৌরীচরণ ঘোষের দুহিতা ছিলেন। মধুসূদনের জন্মের চারি বৎসরের মধ্যে তাঁহার আরও দুইটী ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অতি অল্প দিন মধ্যেই তাহারা কালগ্রাসে নিপতিত হয়। তৎপর মধুসূদনের আর কোন ভ্রাতা বা ভগ্নী জন্মগ্রহণ করে নাই। সমৃদ্ধিশালী পিতা ও স্নেহময়ী জননীর একমাত্র পুত্র বলিয়া তাঁহার শৈশব জীবন নানাপ্রকার সুখ সম্ভোগের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল, এবং সকল কার্য্যেই তিনি তাঁহার গুরুজনদিগের দ্বারা প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইতেন। যৌবনে মধুসূদন যে অমিতব্যয়িতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়া স্বকীয় জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহার বাল্যকালের সেই সুখসম্ভোগ ও বিলাস-সেবাই যে তজ্জন্য অধিকতররূপে দায়ী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মধুসূদন তাঁহার শৈশব জীবনের কয়েক বৎসর স্বগ্রামস্থ পাঠশালায় অতিবাহিত করতঃ কালকাতায় আসিয়া উপযুক্ত সময়ে তৎকালের মহাবিদ্যালয় হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই মহাবিদ্যালয় বঙ্গবাসীর জাতীয় জীবনে আচারব্যবহারে, পরিচ্ছদে, শিক্ষায় দীক্ষায়, ধর্ম্মে কর্ম্মে, যে এক মহাযুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল, তাহা বঙ্গবাসীমাত্রেই অবগত আছেন। প্রথিতযশা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্গসাহিত্যে যশস্বী অক্ষয়কুমার দত্ত এবং মহাত্মা রামমোহন রায় ব্যতীত বিগত শতাব্দীতে যে সমস্ত প্রতিভাশালী পুরুষে আবির্ভাবে বঙ্গভূমি সমলঙ্কৃত হইয়াছে এবং যাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতায় বঙ্গভূমিতে এক অভিনব উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাঁহাদের অধিকাংশই এ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, কেশবচন্দ্র সেন, দ্বারকানাথ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামতনু লাহিড়ী, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি সকলেই হিন্দুকলেজ সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

ইহাদের মধ্যে আবার অনেকেই প্রথিতনামা শিক্ষক ডিরোজিওর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার নাম এক্ষণে বঙ্গবাসীর স্মৃতিপট হইতে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে,—কিন্তু এমন একদিন ছিল যেদিন নবাবঙ্গের দল তাঁহার অসামান্য প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত বিষয়ে তাঁহার অনুকরণ করিতেছিলেন, এবং আহারে, পরিচ্ছদে, ভাষায়, ধর্ম্মে এমন কি সর্ব্ব বিষয়ে পাশ্চাত্যজাতির পথানুবর্ত্তী হওয়াই জীবনের একমাত্র ব্রত করিয়া তুলিতেছিলেন। ইহার শিক্ষার ফলে কত প্রতিভাশালী বঙ্গসন্তান হিন্দুধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, এবং অনেকে তাঁহাদের ভ্রাতৃভাষায় কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বলাও ঘোর অসভ্যতা বলিয়া অনুভব করিতেন। কিন্তু এরূপ হইলেও ডিরোজিওর শিষ্যগণের একটী গুণ এই ছিল যে, তাঁহারা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহার অনুসরণ করিতে কিছুমাত্র ভীত হইতেন না। কোন প্রকার সামাজিক লাঞ্ছনা, অত্যাচার, উৎপীড়নে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের গন্তব্য পথ হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হইত না।

মধুসূদন যে সময় হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন, যদিও তখন ডিরোজিও বর্ত্তমান ছিলেন না, তথাপি তাঁহার প্রভাব তখনও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই, তখনও কবিবর কাপ্তেন রিচার্ডসন্, মিঃ রিজ ও ডিরোজিওর বঙ্গীয় শিষ্যগণের অনেকে হিন্দুকলেজের শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হইয়া ডিরোজিওর প্রভাব অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। মধুসূদনের স্বাভাবিক উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত এই সমুদায় সাময়িক অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহার জীবনের পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর কার্য্যকারণ সম্বন্ধে আমাদিগকে অনেকটা আলোক প্রদান করে সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা বি, এল।

প্রজ্ঞাসুন্দরীর পত্র।

পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ।

বাঙ্গালীর এমন অবস্থা হয় নাই যে, নারী জাতির অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা আশাতিরিক্ত হইয়া পড়িতেছে; শুধু কুমারী সম্প্রদায় বরবৃন্দের পত্নী সরবরাহ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না—অনেক পুরুষ অর্দ্ধাঙ্গিনী অভাবে বংশলোপ ও পিণ্ডলোপের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছে! তা হলেও না হয় বাঙ্গালীর বংশ ধ্বংস হওয়ার চেয়ে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সমর্থন করা যাইত। সকলেই অবলোকন করিতেছেন, অনূঢ়া কন্যার পরিণয় ব্যাপারও বঙ্গদেশে কি ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—পঞ্চদশী ষোড়শীরও পতি জুটিতেছে না! বিধবাবিবাহসমর্থন কালে তোমাদের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—"কি অন্যায় অত্যাচার, পুরুষ অশীতি বর্ষেও কিশোরীর পাণিপীড়ন করিবে; কিশোরী পতিহীনা হইলে যাবজ্জীবন বৈধব্য-নির্য্যাতিত জীবনের দীর্ঘ ও উষ্ণ শ্বাসে মৃত্তিকা দগ্ধ করিবে! সুন্দর!

ব্যভিচারী হইয়া সমাজে হাস্যমুখে পরিভ্রমণ করিবে; নারী তদনুরূপ দোষদুষ্টা হইলে সমাজ বাহিরে বিতাড়িত হইবে।' ইহা শুনিতে বড় মধুর, ন্যায়পরতাদ্যোতক মনে হয়। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাতে চিন্তা শক্তির প্রখরতার পরিচয় পাওয়া যায় না। দক্ষিণ হস্তে ক্ষতোৎপত্তি হইলে কোন্ নির্ব্বোধ উভয় হস্তের সামঞ্জস্য রক্ষা জন্য বাম হস্তেও ক্ষতোৎপাদন করিয়া লয়? তখন কি কেহ বলিয়া থাকে, যখন দক্ষিণ হস্তে ক্ষত হইয়াছে, তখন বাম হস্তকে অক্ষত রাখা অসঙ্গত?' কেহই বলে না। একবাক্যে সকলেই ক্ষত স্থানের আরোগ্যোপদেশই দিয়া থাকে। তোমাদের এ সহজ ভ্রান্তিটাও কি ধরা পড়িতেছে না? তোমাদের আর এক দল কহিয়া থাকেন,—'বিধবাবিবাহ প্রচলন না করিলে হিন্দুসমাজে পাপের স্রোত উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতে থাকিবে—সমাজের পবিত্রতা রক্ষিত হইবার উপায়ান্তরাভাব। এই যে বারাঙ্গনা-রাক্ষসীদের সংখ্যাধিক্যে পারিবারিক শান্তি-নিকেতন বহুস্থলে শ্মশানের ন্যায় অশান্তির আগাররূপে পরিণত হইয়াছে; গুপ্তপ্রেম-সঞ্জাত ভ্রূণহত্যা-নরহত্যার পাপানলে বসুমতী দগ্ধীভূতা হইতেছেন; সমাজের অঙ্গে যে শঠতা, কপটতা ও নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি নীচতা আশ্রয়লাভ করিতেছে; এক বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন করিলে ইহার অনেকটা উপশম হইতে পারে।' নারীজাতির লজ্জার কথা হইলেও আমি মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিব, আমাদের চরিত্রহীনাদের মধ্যে গুপ্তপ্রেমপ্রভাবে গুপ্তহত্যা ভ্রূণহত্যার অস্তিত্ব আছে,—তাহারা অনেকে প্রণয়ের প্রবল বন্যায় গৃহে থাকিতে না পারিয়া কুল ছাড়িয়া অকূলে ভাসিয়া সমাজের মুখে কালি ও অন্তরে অগ্নি নিক্ষেপ করিতেছে;—শঠতা, কপটতা ও নির্দ্দয়তায় তাহারা রাক্ষসী প্রকৃতি পরিগ্রহ করিয়া সমাজের ভীতির কারণ হইয়াছে। এসব সত্য কথা তর্কের খাতিরে গোপন করিবার নীচ প্রবৃত্তি আমার নাই। আমি ভয়ে ভয়ে তোমাদিগকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই—বিধবাবিবাহ প্রচলন ব্যতীত কি সমাজের পবিত্রতা ও নারীজাতির অধোগতি নিবারণের অন্য কোন উপায় নাই?

বিধবাবিবাহের সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় পক্ষকে আমি অনুরোধ করি, তোমরা শুধু এক পক্ষ বিধবাবিবাহের সমর্থন ও অন্য পক্ষ প্রতিকূলাচরণ করিয়া সমাজের শান্তি ও পবিত্রতা অব্যাহত রাখিতে চাহিও না; তাহাতে কোন পক্ষই পূর্ণমনস্কাম হইতে পারিবে না। আত্মকলহের ফলে তোমাদের ঐকান্তিকী চেষ্টা বিফল হইয়া যাইবে। তোমাদের উভয় পক্ষেরই অভিপ্রায় যদি সমাজের পাপতাপ নিরাকরণ, শান্তি ও পবিত্রতা সংস্থাপন হয়; তবে বিধবাবিবাহ আন্দোলন কিছুকালের জন্য বিস্মৃতি-কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া আত্মদর্শনে মনোনিবেশ কর। তোমরা স্বকীয় পুরুষসমাজের সর্ব্বাঙ্গ খুঁটিনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ কর। প্রকৃতিস্থ হইয়া দর্শন করিলে দেখিতে পাইবে, তোমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কতরূপ পাপের ক্ষত ও হৃদয়ে পাপের সজীবমূর্ত্তি অবস্থান করিতেছে। তোমরা আত্মদেহের ক্ষত অচিকিৎসায় বাড়াইয়া তুলিতেছ—পাপের মূর্ত্তিকে স্পৃহানুরূপ ভোগ প্রদানে পুষ্টাঙ্গ ও সবল করিয়া রাখিতেছ। সভ্যজগৎ নয়নগোচর করতঃ বেদনানুভব

করিতেছে। তোমাদের অনুভূতি কোথায়? তোমরা সমাজ-ব্যাধির লক্ষণ যে টের পাও নাই, এমন বলি না; পরন্তু ব্যাধির মূল কারণ যে কি, তৎসম্বন্ধে তোমরা যেসব অভিমত প্রকাশ করিতেছ; এবং সেই অভিমতের পোষক যে সমুদয় বিধিব্যবস্থা সংস্থাপন করিতে চাহিতেছ; তাহা সমাজের স্বাস্থ্যলাভের পক্ষে উপযোগী হইতে পারিবে, এমন বোধ হয় না। 'সামাজিক সর্ব্ববিধ পাপের আকর তোমাদের পুরুষ হৃদয়—কখনই নারী-হৃদয় নহে।' ইহা স্মরণ রাখিয়া তোমরা যদি সমাজে পবিত্রতা প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হও, তবে অচিরেই সমাজ পবিত্রতা লাভে শান্তির কারণ হইতে পারে। তোমরা কতকাল আর কেবলই আমাদের কলঙ্ককাহিনী গাহিবে, নিজেদের পানে কি তাকাইবে না? আত্মদেহের দর্পণাভাবে যে তোমাদের গাত্রক্ষত গভীরতা লাভ করিয়া দুর্গন্ধে অন্যের বিরক্তি উৎপাদন করিতেছে—তোমাদের পুরুষত্বের জীবনীশক্তি হ্রাস করিতেছে, তাহা কি একবার ভাবিবে না? নারীজাতির যত কলঙ্ক, তাহার অগ্রপশ্চাতে কি তোমাদের পাপ হৃদয় কার্য্য করিতেছে না? চটিও না পুরুষ, নারীজাতি তোমাদের ভয়ে ব্যাঘ্রভীতা কুরঙ্গিনীর ন্যায় হইলেও আমি আজ সত্য বাক্য বলিবার সময় তোমাদিগকে ভয় করিয়া কথা কহিব না। তোমরা আমাদের জীবনের কি অপচয়ই না করিয়াছ? আমাদের বামাকুলের কিয়দংশ যে গৃহের বাহির হইয়া তোমাদের বার জনের মনোরঞ্জন করিতেছে—পাপের নদীর পরিসর বর্দ্ধন করিতেছে—ইহকাল পরকাল হারাইয়াছে; বল ত তাহাদিগকে গৃহবহিষ্কৃত করিল কে? তোমাদের প্রলোভনে ভুলি। সহায়তা পাইয়াই কি তাহারা ঐ ঘৃণিত জীবন লাভ করে নাই? সমাজে কুলকলঙ্কিনী নামে অভিহিত হয় নাই? গুপ্তহত্যা ও ভ্রূণহত্যা পাপে যে সকল রমণী লিপ্ত হয় তাহারা কি তোমাদেরই হীনচরিত্রগণের ইন্দ্রিয়পরায়ণতার সাহায্য করিতে যাইয়াই ঐরূপ লোমহর্ষণ পাপের হ্রদে আত্মনিমজ্জন করে না? তোমরা যদি চরিত্রবান্ হইতে, নারীজাতি কখনই কলঙ্কসাগরে ডুবিতে সুবিধা পাইত না—যাইত না। এমন কোন রমণীর নাম শ্রুত হই নাই, যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন পুরুষকে পাপের পথে টানিয়া আনিয়াছে—সর্ব্বত্রই পাপপথের পথপ্রদর্শক পুরুষ। বস্তুতঃ তোমরা যদি সমাজের হিতকামনা মনে স্থান দিয়া থাক, তবে সর্ব্বাগ্রে তোমাদের পুরুষজাতির চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস পাও—তাহাদিগকে ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা, পানদোষ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ দুর্নীতি হইতে ফিরাইয়া আনিবার উপায় নির্দ্দেশ কর। তোমাদের মধ্যে স্ত্রীজাতির ন্যায় একাধিক বিবাহ রহিত কর—ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা কর; (মনের বল ও শরীরের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলে) সমাজ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া তোমাদের শান্তিপ্রদ হইবে। সমাজের পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত আর ভাবিতে হইবে না। অশীতিপর বৃদ্ধের বিবাহ গল্পের বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। বিধবাবিবাহ প্রস্তাব উত্থাপনে লজ্জার উদ্রেক হইবে। তোমরা বর্ত্তমানে প্রবৃত্তির হুতাশনে ইন্ধন যোগাইয়া তাহাকে প্রবলতর করিয়া তুলিতেছ, তাই প্রবৃত্তি-রুচিকর ভোগবিলাসের প্রসার বর্দ্ধনেই তোমাদের স্পৃহা না জন্মিবে কেন? চরিত্রবান্ হইলে নিবৃত্তি তোমাদের সহায়া

হইবে, তোমরা প্রকৃত শান্তির পন্থা বিশদরূপে দেখিতে পাইবে। নিবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ কর—নিজেরা পবিত্র থাকিয়া আমাদের নারী-সম্প্রদায়ের পবিত্রতা সংরক্ষণেরও সহায়তা করিতে পারিবে। তোমরা হীনচরিত্র থাকিয়া আমাদিগকে পবিত্র রাখিতে পারিবে না—সে চেষ্টা পণ্ড শ্রম মাত্র। তাই বলি, সমাজের কল্যাণার্থে তোমরা মানুষ হও। নিবৃত্তিমার্গের অনুসরণ করতঃ প্রকৃত হিন্দুর গৌরব রক্ষা কর। আমরাও তোমাদের আদর্শে মানবী হইয়া হিন্দুরমণীর বিশেষত্ব জগতকে প্রদর্শন পূর্ব্বক হিন্দুর মহিমা দিগ্দিগন্তে প্রসারিত করি। তোমরা পিশাচ সাজিয়াছ, তাহাতেই আজ আমরা পিশাচী। ভুলিও না, অত্যুচ্চ মঞ্চ হইতে দেবীমূর্ত্তিগুলকে তোমরাই ভূতলে অবতরণ করাইয়া বিশ্বের চক্ষে হীনরূপে প্রতিভাত করিতেছ। তোমাদের দায়িত্ব স্মৃতিপথে আনয়ন করিয়া নরকের পথ হইতে এক্ষণেও ফিরিয়া এস—হিন্দুসমাজের স্বর্ণ-অট্টালিকা মাঝে চরিত্রের রত্ননিচয়ের দ্বারা পুরুষ ও নারী উভয়ে স্বর্গরথ সংঠন করি। মানবজীবনের—হিন্দুজীবনের—সাধ পূর্ণ হউক। উচ্ছৃঙ্খলতা পরিহার কর—চিত্তসংযমের পরিচয় প্রদান করিয়া পুরুষত্ব প্রকট কর। শিক্ষা ও সংসর্গে তোমাদের মানসিক ভাবের যে অপ্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে; ভগবৎসন্নিধানে প্রার্থনা করি, তাহা হিন্দুভাবের প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া হিন্দুজাতির ও সমাজের হিতসাধন করুক। ইতি।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।
ঘোষবর্ম্মার বাটী, ইশিবপুর।

জয়সিয়া বা জয়সিংহ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ।

ব্রাহ্মণাবাদ হইতে নানাস্থান (১) অতিক্রম করিয়া মহম্মদ আলোরে (২) উপস্থিত হইলেন। রাজকুমার ফুকি আলোরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কেহই তাঁহাকে এ পর্য্যন্ত দাহিরের মৃত্যুসংবাদ দিতে সাহসী হয় নাই। যখন কাশিম দেখিলেন যে, আলোরের অধিবাসিগণ কিছুতেই আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত হইল না, তাহারা দাহিরের সাহায্যের আশায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত, তখন তিনি তাঁহার সঙ্গীয় 'রাণী লাদী'কে মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া দুর্গবাসিগণের সম্মুখে প্রকাশ্য স্থানে স্থাপন করিলেন। কিন্তু কেহই রাণী লাদীর কথায় কর্ণপাত করিল না। দুর্গবাসীরা সেই কৃত্রিম রাণীকে মিথ্যাবাদিনী বলিয়া তিরস্কার করিল। (১) যাহা হউক অবশেষে দাহিরের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইলে রাজকুমার ফুকি দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। যবনগণ ভীম-বিক্রমে আক্রমণ করিয়াও আলোর দুর্গ অধিকার করিতে অকৃতকার্য্য হইল। কিন্তু বণিক ও শিল্পজীবী প্রভৃতি শান্তিপ্রিয় অধিবাসিগণ মহম্মদের নিকট হইতে আশ্বাস ও অভয় পাইয়া আত্মসমর্পণ করিল। (২)

এদিকে জয়সিয়া কুরাজ (৩) দুর্গে উপনীত হইলে দুর্গস্বামী মহাসমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং যবনদিগের বিরুদ্ধে তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। দুর্গপতি দুহার (দরোহর) রায়ের এক যাণ্মাষিক উৎসব ছিল। সেদিন তিনি নৃত্যগীত, পান-ভোজনে মত্ত হইয়া সময়াতিবাহন করিতেন। এই উৎসব দিনেই জয়সিয়া কুরাজদুর্গে পৌঁছিয়াছিলেন। রাজা বলিলেন, "আমি উৎসবদিনে কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ করি না। কিন্তু তোমাকে আমি পুত্রবৎ বিবেচনা করি। তুমি আসিয়া উৎসবে যোগ-দান কর।" জয়সিয়া অবনত মস্তকে তাঁহার অনুগ্রহ স্বীকার করিলেন। কিন্তু উৎসবস্থলে তিনি স্ত্রীলোকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। মৃত্তিকাতে রেখাপাত করিয়া তাহাতেই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিলেন। রাজা অনুরোধ করিয়া বলিলেন, 'উহাদিগকে তুমি জননী ও ভগিনীর ন্যায় মনে করিয়া মুখ তুলিয়া দেখিতে পার।' জয়সিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, "আমি প্রথম হইতেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছি, অতএব অপরিচিত রমণীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি না।" (১)

উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত যুবতীদিগের মধ্যে দরোহররাজভগ্নী জানকীনাম্নী এক পরম-রূপসী ষোড়শী বালা ছিলেন। মর্ত্ত্যধামে তাঁহার সৌন্দর্য্যের উপমা দুর্ঘট ছিল। তিনি জয়সিয়াকে দেখিয়া কন্দর্পপীড়িতা হইলেন এবং মনে মনে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিলেন। জয়সিয়া বিশ্রাম করিতে প্রস্থান করিলে রাজকুমারী শিবিকারোহণে তাঁহার আবাসস্থলে গমন করিলেন এবং বাহিরে অপেক্ষা না করিয়া সুনীতির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া জয়সিয়ার শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। জয়সিয়া নিদ্রাভিভূত ছিলেন, কিন্তু রাজকুমারীর বদনারবিন্দবিনিঃসৃত মদগন্ধে জাগরিত হইয়া

(১) Mandal, Sawandi, Lohana, Sihta,

(২) The ruins of Alor (universally recognized as the ancient capital of Sind) were vizited by Captain Burnes, close to Bakkar on the Indus. Elphinstone, p. 261, Foot-note.

(১) "You are false etc." Vide pp. 192—193, Chach Na'ma.

(২) They said that if he would act according to his promise, and would treat them generously, they would submit to him and serve him, without any excuse.

Vide p. 195, Chachnama.

(৩) Kuraj or Kiraj or Kaj. এই খানে কাশ্মিমের ভারতবিজয় সমাপ্ত হইয়াছিল। Vide Al Biladuri p. 124.

It was probably situato in, if not named from, Kachh, though the exact site of the town cannot now be established.

Elliot's History, Appendix, p. 391.

(১) 'I am originally a monk, and I do not look at any woman who is a stranger.'

Chach Na'ma, pp. 197—8.

উত্থিত হইলেন ও সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাজনন্দিনি! আপনি এখানে কেন? এসময়ে কি আপনার এখানে আসা সঙ্গত হইয়াছে?' (১) কামান্ধা যুবতী তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া জয়সিয়ার সহিত পরিহাস-বাক্যের অবতারণা করিলেন। জয়সিয়া বাধা দিয়া বলিলেন, "রাজকুমারি! আমি আমার বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী ভিন্ন অপর কামিনীর সহবাস করিতে অক্ষম। (২) বিশেষতঃ আমি দ্বিজ, মিতাচারী এবং যতিধর্ম্মাবলম্বী। এরূপ হেয় কার্য্য সাধু, মহৎ ও শিক্ষিত লোকের কর্ত্তব্য নহে। আপনি আমাকে এতাদৃশ মহাপাতকে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিবেন না।" কি চরিত্রবল! কি বজ্রাদপি কঠিন অথচ কুসুমাদপি কোমল প্রকৃতি!! জয়সিয়া বীরচূড়ামণি বীরাগ্রগণ্য অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। এই ভারতভূমে আর একবার পদানত সৌন্দর্য্য প্রত্যাখ্যান করিয়া বীরপুঙ্গব অর্জ্জুনকে বৃহন্নলা সাজিতে হইয়াছিল। আর একবার সাধুকশ্রেষ্ঠ দেবাধিদেবের তপোবিঘ্ন করিতে যাইয়া কন্দর্প ভস্মাবশেষ হইয়াছিলেন। (৩) ইহারই নাম সাধনবল; তপস্যার ফল—যোগবিভূতি। যে দেশে যে পরিমাণে এই যোগবিভূতির শক্তিসঞ্চয় হইবে, সেই দেশ সেই পরিমাণে উন্নত ও সমৃদ্ধ।

"প্রত্যাখ্যাতা হইয়া জানকীবাঈ পদাহতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "জয়সিয়া, তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ হইতে দিলে না—আমাকে বাঞ্ছিত সুখ হইতে বঞ্চিত করিলে। এক্ষণে আমার কোপানলে তোমাকে ভস্মীভূত হইতে হইবে।" এই বলিয়া রাজকুমারী গৃহে প্রত্যাগতা হইলেন এবং শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমি তোমার রূপমোহে আত্মহারা হইয়াছি। হয় আমাকে ন্যায়বিচারে গ্রহণ কর, নচেৎ চির-জীবন কেবল আমাকে রোদন করিতে হইবে। কিন্তু আমার প্রতিহিংসানলে আমি নিজেও জলিয়া মরিব, আর সেই সঙ্গে তোমাকে এবং এই সমস্ত নগরীকেও দগ্ধ করিয়া ভস্মে পরিণত করিব।" (১)

পরদিন সূর্য্যোদয়ের বহুক্ষণ পরেও জানকী শয্যাত্যাগ করিলেন না। রাজা তাঁহার প্রিয়তমা ভগ্নী উপস্থিত না হইলে অন্নজল গ্রহণ করিবেন না। তিনি স্বয়ং জানকীর গৃহে যাইয়া দেখিলেন, তাঁহার ভগ্নী দুঃখে ও বিষাদে অভিভূতা হইয়া শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। রাজা সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমারি! ভগ্নি! তোমার কি হইয়াছে? তোমার

(১) "Princess, what has brought you here? What time is this for you to come here?"
Elliot's History, p. 198.

(২) "Princess, I cannot consort with any other woman than my own lawful and wedded wife; nor aught such a thing to be done by me etc."
Ibid.

(৩) ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি
যাবদ্গিরঃ খেমরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনং চকার॥
কুমার, ৩য় সর্গ, ৭২।

(১) "I will burn myself, you, and the City togetiner."
Chach Nama, p. 199.

লোলাপবিনিন্দিত চারু মুখমণ্ডলই বা কেন বিশুষ্ক হইয়াছে?" জানকী খেদ করিয়া উত্তর দিলেন, 'মহারাজ! আমার দুঃখের কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? গতকল্য রজনীতে সেই সিন্ধুদেশীয় নরাধম বোধ হয় আমাকে সভাস্থলে দেখিতে পাইয়াছিল। দুরাত্মা নিশীথে আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া আমার ধর্ম্মনাশে উদ্যত হইয়াছিল—আমার অমলধবল নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্কলেপন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। যাহাতে ভবিষ্যতে কোনও পাষণ্ড এরূপ অত্যাচার কল্পনা করিতেও সাহসী না হয় তজ্জন্য আমার এ অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ লওয়া হউক। আমি ন্যায়বিচার প্রার্থনা করি।" জয়সিয়াকে কালনাগিনী দংশন করিল। মায়াবিনীর কুহকে দারোহর ভুলিলেন! তাঁহার ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি আত্ম-সংবরণ করিয়া কহিলেন "জয়সিয়া আমাদের গৃহে অতিথি। বিশেষতঃ সে যতি এবং আমার সম্পর্কীয় আত্মীয়। (১) সে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আমার শরণাগত হইয়াছে। তাহার সঙ্গে সহস্র সহস্র যোদ্ধা বর্ত্তমান। এরূপ অবস্থায় তাহাকে প্রকাশ্যভাবে বলপ্রয়োগে বিনাশ করিতে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু আমি কৌশলে তাহার প্রাণ লইব। তুমি কোনও চিন্তা করিও না। অতএব ভগ্নি! এখন গাত্রোত্থান কর। তোমার ভোজ্যদ্রব্য অপেক্ষা করিতেছে। পান ভোজন করিয়া সুস্থ হও। সে বস্তুতঃ তোমার কোনও অনিষ্ট সাধন করে নাই; সুতরাং প্রকাশ্যে তাহাকে তিরস্কার বা ভয় প্রদর্শন করা যুক্তিযুক্ত হইবে না।"

দারোহর স্বস্থানে ফিরিয়া যাইয়া কবিরভদ্র এবং ভৈরব (Bhaill) নামক দুইজন কৃষ্ণকায় সশস্ত্র যোদ্ধাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মন্ত্রণা হইল, রাজা জয়সিয়াকে মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইবেন। আহারের পর যখন তাঁহারা উভয়ে বিশ্রামাগারে দাবা-খেলায় মত্ত হইবেন, তখন 'রাজা মাৎ' এই ইঙ্গিত মাত্র ঘাতকদ্বয় জয়সিয়াকে আক্রমণ ও নিধন করিবে। কিন্তু সিন্ধুদেশীয় এক ব্যক্তির সহিত দারোহরের জনৈক পরিচারকের বন্ধুত্ব ছিল। সে এই ষড়যন্ত্রের রহস্য অবগত হইয়া জয়সিয়াকে সাবধান করিয়া দিল। ভোজনকালে দারোহরের নিকট হইতে জয়সিয়াকে আমন্ত্রণ করিতে জনৈক রাজ-কর্ম্মচারী প্রেরিত হইল। জয়সিয়া তাঁহার সঙ্গীয় ঠাকুর (সর্দ্দার)দিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "দেখ, আমি দারোহরের প্রাসাদে নিমন্ত্রণে যাইতেছি, তোমরাও দুই জন (১) অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আমার সঙ্গে চল এবং আমি যখন ক্রীড়ায় নিযুক্ত রহিব, তোমরা আমার পশ্চাতে উভয়পার্শ্বে অত্যন্ত সতর্ক হইয়া থাকিও। দেখিও, যেন কোন বিশ্বাস-ঘাতক আমার অনিষ্ট করিতে না পারে।"

অনন্তর তাঁহারা তিনজনেই রাজসভায় গমন করিলেন। জয়সিয়ার সঙ্গে কোন দেহ-রক্ষী আসিতে নিষেধ করা হয় নাই। অতএব

(১) জয়সিয়া বা জয়সিংহকে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ বা ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব বলিয়াছেন। সিন্ধু-রাজ ক্ষত্রিয় ছিলেন। বোধ হয়, আরব-ঐতিহাসিকগণের এ'-ও একটা মস্ত ভুল।

(১) Gursia and Sursia—গুরুসিংহ ও সুরসিংহ।

তাহারাও সঙ্গে-সঙ্গে ক্রীড়াস্থানে প্রবেশ করিয়া যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান হইল। দারোহর সুযোগাভাবে বিফলমনোরথ হইয়া বলিলেন, "কিস্তী মাৎ হইল না, মেষহিংসা করিয়া কাজ নাই।" জয়সিয়া বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি শিবিরে আসিয়া অশ্বগণকে সজ্জিত করিয়া রাখিতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং স্নানান্তে যোদ্ধৃগণকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। রাজা জয়সিয়ার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে প্রত্যাগত হইয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ! জয়সিয়া ধন্য। সে ধীর এবং শান্তপ্রকৃতি, তাহার অভিপ্রায় ও কার্য্য কখনই দূষণীয় হইতে পারে না। সে ধর্ম্মভীরু এবং সর্ব্বদাই সাধুতা ও পবিত্রতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করে।" (১) এদিকে জয়সিয়া দ্রব্যজাত ও দলবল সহ উষ্ট্র ও ঘোটকারোহণে দারোহরপুরী ত্যাগ করিয়া চলিলেন। তিনি রাজার নিকট লোক প্রেরণ করিয়া তাঁহার প্রস্থানসংবাদ দিতে ত্রুটী করিলেন না। কিন্তু রাজপ্রাসাদের সম্মুখ দিয়া গমনকালে রাজাকে অভিবাদন করিতে বা তাঁহার নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিতে স্থগিত হওয়া তিনি আবশ্যক মনে করেন নাই। জয়সিয়া দারোহর-রাজ্য হইতে জলন্ধরের সীমান্তস্থলে কম্মদ্দেশে বল্‌হরা-রাজাধিকারে গমন করিলেন। এই দেশে তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। (১)

জয়সিয়ার জন্ম ও নামকরণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ এইরূপ কিংবদন্তী সংগ্রহ করিয়াছিলেন ;—

একদা দাহির রায় পূর্ণসজ্জা করিয়া সদলবল শিকারে বহির্গত হইয়াছিলেন। মৃগের সন্ধানে শিকারী কুকুর, চিতা এবং বাজপক্ষী ছাড়িয়া দেওয়া হইলে অরণ্য আলোড়িত হইল। তখন জঙ্গল হইতে একটী ভীষণ সিংহ গর্জ্জন করিতে করিতে নির্গত হইল। শিকারিগণ ভয়ার্ত্ত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। দাহির অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে সিংহের প্রতি ধাবমান হইলেন। সিংহও দাহিরকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিল। দাহির বাম বাহুতে একখানা স্থূল বসন কয়েকবার বেষ্টন করিয়া সিংহের মুখগহ্বরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন এবং অপর হস্তে তরবারীর এক আঘাতেই সিংহের সম্মুখের উভয় পদ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপর তিনি কৌশলে সিংহের মুখ হইতে হাত ছাড়াইয়া লইয়া তাহার উদরে অসি বিদ্ধ করিয়া দিলেন। উদর ভিন্ন হইলে সিংহ মুহূর্ত্তের মধ্যে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।

(১) "His nature is adorned with the ornaments of temperance. He is of noble extraction, and his works are not evil. He always strives to preserve his purity and holiness in the fear of God."
P. 200, Chach-Nama.

(১) আল্‌বিলাদুরী জয়সিয়ার শেষ জীবন বিস্তৃতভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে প্রমাণান্তর অভাবে সেই অংশ পরিত্যক্ত হইল।

The Balhara would seem to represent the Ballabh Rais of Ballabhipura etc. Their territories included the ports etc. on the Gulf of Cambay. Elliot, Appendix, p. 357.

দিকে রাণী সংবাদ পাইলেন যে, রাজা রাণী সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। তিনি সসত্ত্বা ছিলেন। প্রিয়তম পতির বিপদাশঙ্কা করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া ধরাতলে পতিতা হইলেন। সিংহ বধ করিয়া বিজয়ী সিন্ধুরাজ শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, রাণীর প্রাণহীন দেহ ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, রাজমহিষীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। রাণীর গর্ভস্থ শিশু এখনও জীবিত রহিয়াছে বুঝিতে পারিয়া তাঁহার উদর ছিন্ন করিয়া সন্তান নিষ্কাশন করিতে আদেশ দিলেন। এই সন্তানের নাম জয়সিয়া (১) বা সিংহবিজয়ী রাখা হইল।

জয়সিয়ার জীবনী আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা কাশিমের ভারতবিজয় দেখিয়াছি। কাশিমের ধৈর্য্য, সাহস, ন্যায়পরতা, উদারতা, প্রভুবর্ত্তিতা ও প্রভুভক্তি অদ্ভুত। বিংশতিবর্ষীয় যুবকের এরূপ রাজনীতিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অতি বিরল। (২) কাশিম ধর্ম্মোন্মত্ত খলিফাদিগের ন্যায় ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচার করিতে ভারতে আসেন নাই, গজনীর সুলতান মাহ্‌মুদের ন্যায় তিনি মণিমুক্তা লুণ্ঠন করিতেও ভারতে আসেন নাই, মহম্মদ ঘোরী বা বাবরের ন্যায় তিনি পলায়নপর আততায়ীর অনুসরণ করিয়া কিংবা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে এদেশে সৈন্য পরিচালনা করেন নাই, গ্রীক্ দিগ্বিজয়ী সেকেন্দরের ন্যায় যশের প্রত্যাশা বা নূতন দেশ আবিষ্কার করাও কাশিমের ভারতাক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিতে সমরাভিযানের নেতা হইয়া ভারতে আসিয়াছিলেন। বাণিজ্যপ্রাণ আরবজাতির বাণিজ্য-বিঘ্ন উচ্ছেদ করিতে, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার ও পরপীড়া বন্ধ করিতে, নষ্ট সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে, হৃত সম্পত্তির উদ্ধার করিতে, দুর্ব্বল জলপথযাত্রীদিগকে প্রবল-দস্যু-হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে, বীরযুবক কাশিম শিরোপা লইয়া অজ্ঞাত দেশে বাহুবল প্রকাশ করিতে ভারতে আসিয়াছিলেন। অবস্থা, ঘটনা ও সৌভাগ্য তাঁহার আনুকূল্য করিয়াছিল। (১) যে আরবীর্য্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ করিয়া সমগ্র জাতির বিশেষত্ব লোপ করিয়াছিল, ভারতের সিন্ধুতীরে তাহা বালুকারাশিতে নিঃশেষিত হইয়া গেল। (২) ক্ষত্রবীর্য্য

(১) Vide page 201, Elliot's History.

জয়সিয়ার প্রকৃত নাম জয়সিংহ। কুদামা চচ্‌নামায় জয়সিয়া লিখিত হইয়াছে। আল্‌বিলাদুরীতেও তাহাই উল্লিখিত আছে। ফরাসী ঐতিহাসিক Reinaud "Hullysah" লিখিয়াছেন। Vide foot-note, p. 201, Elliot's History.

(২) Verily, courage, and generosity and liberality, belonged to Muhammad, son of Kasim, son of Muhammad, who led armies at the age of seventeen years.
He seemed destined for command from the day of his birth.
(Hamza, Tran. Elliot.)

(১) His prudence was seconded by a piece of good fortune.
Elphinstone.

(২) The advance of the Mahometan arms ceased with the life of Casim. * * the Musalmans were expelled by the Rajput tribe of

কাশিমকে বিস্মিত করিয়াছিল। (১) দাহির ও জয়সিয়ার বিক্রম ও সমরকৌশল দেখিয়া, হিন্দুরমণীর সতীত্ব, পরাক্রম ও আত্মত্যাগ দেখিয়া, রাজপুত যোদ্ধার শৌর্য্য, বীর্য্য ও বাহুবল দেখিয়া, ভারতবাসীর ধর্ম্মবল দেখিয়া, আরব-সেনাপতি স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিলেন, আরব পারস্য নহে; (২) তিনি জানিলেন, তখনও ভারতে যবন-বিজয়ের সময় হয় নাই। সত্য বটে, তখন ভারতে কোনও একচ্ছত্র সম্রাট্ ছিলেন না; সত্য বটে, ভারত আত্মকলহে জীর্ণ হইতেছিল; সত্যবটে, হিন্দুসমাজের শীর্ষস্তর কপটতা ও স্বার্থপরতার পূতিগন্ধে কলুষিত হইতেছিল; সত্য বটে, তখন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাজ্যসমূহের ও জনসাধারণের মধ্যে একপ্রাণতা ও স্বদেশপ্রিয়তার অভাব হইয়াছিল; কিন্তু তখনও ভারতে দাহিরের ন্যায় বীর ছিল, জয়সিয়ার ন্যায় সংযমী তপস্বী ছিল এবং রাণীবাঈর ন্যায় সতী বীরনারী ছিল। তখনও ভারতবাসী কাপুরুষ ও কর্ত্তব্যবিমুখ হয় নাই। তখনও ভারত নীতিচরিত্রহীন ও বিলাসপঙ্কে আকণ্ঠনিমগ্ন হয় নাই। তাই কাশিম কঠোর নীতি পরিত্যাগ করিয়া উদার নীতি অবলম্বন করিলেন, ভারতবিজয়-কল্পনা পরিহার করিলেন, হিন্দু রাজমন্ত্রীকে রাজসম্মানে সম্মানিত করিয়া প্রধান পরামর্শদাতার (উজীরের) পদে নিযুক্ত করিলেন। (১) তিনি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিলেন না, হিন্দু রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন না; হিন্দু প্রজার স্বত্ব রক্ষা করিলেন, হিন্দু দেবমন্দিরের প্রতি মস্‌জিদের ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন,—"হিন্দু ও মুসলমানে প্রভেদ নাই, হিন্দু আপনার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম পূর্ব্ববৎ আচরণ করিতে থাকুক, হিন্দুর পূর্ব্বস্বত্ব অক্ষুণ্ণ রহিবে, পূর্ব্ব অধিকার অটুট রহিবে, হিন্দুজাতি বর্ণনির্ব্বিশেষে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবে।" † কাশিম বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে বিশ্বাস পাইলেন, দয়া বিনিময়ে শ্রদ্ধা পাইলেন, প্রেম বিনিময়ে ভক্তি পাইলেন, হৃদয় ও

Sumera, and all their Indian conquests restored to the Hindus etc.

Ibid.

(১) The despairing valour of the Hindus struck the invaders with wonder. Hunter's Indian Empire, p. 213.

(২) The condition of the two countries was not the same.

Elphinstone, p. 263.

(১) He seems to have been satisfied with his conquests and set himself diligently to conciliate the people, and confirm them in their rights of property etc.

A students' Manual of the History of India. M. Taylor, p. 71.

* We cannot in any way stretch out our hands upon their lives or property. Permission is given them to worship their gods. Nobody must be forbidden or prevented from following his own religion. Chach-Na'ma.

† "The temples", he said, "shall be unto us, like as the churches of the Christians, the synagogues of the Jews, and the fire-temples of the Magians."

Al Biladuri.

সহানুভূতি বিনিময়ে প্রাণ ও সেবা পাইলেন। ভারতবাসী চিরকৃতজ্ঞ, চিররাজভক্ত, প্রণয়গ্রাহী ও বিশ্বাসী। কঠোরতা ও আরক্তচক্ষে যাহা সিদ্ধ হয় নাই, তীর-তরবারী-বন্দুক-কামানের অস্ত্রে যাহা সফল হয় নাই; কোমলতা, সরলতা, দয়া ও বিশ্বাসনীতিতে তাহা সিদ্ধ হইল, সিন্ধুতে আরব রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল, কাশিমের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল। দাহির প্রাণহারা হইলেও, জয়সিয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইলেও, আরব-ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের স্তুতিবাদ ও প্রশংসা উদ্গিরণ করিয়াছে। (১) মুসলমানের শাণিতাস্ত্র ক্ষত্রিয়-বীরের শোণিত পান করিলেও সিন্ধুদেশের জনসাধারণের হৃদয়ে এবং কিরাজনগরে কাশিমের অক্ষয়-মূর্ত্তি স্থাপিত হইল। (২)

জয়সিংহ নাই—আছে জয়সিয়ার পূতজীবন-কাহিনী; আছে তাঁহার রণকৌশল, আত্মসংযম, সাধুতা ও চরিত্রবলের অমর কীর্ত্তি।

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং জলজ্জীবনযৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি॥

(১) চচ্‌নামা দেখ।

(২) The people of Hind wept for Muhammad, and preserved his likeness at Kiraj. Al Biladuri, Elliot's History, Vol. I., p. 124.

শ্রীরসিকলাল রায়।

সংহিতাসংগ্রহ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ।

এই সকল শ্লোক কায়স্থ-সাহিত্যে পুনঃ পুনঃ বিচারিত হইতেছে। ইহাদের বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিলাম না। তবে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিদিগকে চাটুকার, চৌর ও দুর্বৃত্তের অন্যতম মনে করিয়া রাজাকে উপদেশ দিতেছেন; কায়স্থকে অন্ত্যজ বলিয়া তাহার সহিত আলাপ পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন; আর যে বাক্যালাপ করিবে, তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 'অহং কায়স্থঃ' বলিতে গর্ব্বোন্মত্তগণের নিকট এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্র কেমন বোধ হইতেছে?

অনেক কায়স্থতত্ত্বজ্ঞ মহাশয় এই সকল শ্লোক প্রসিদ্ধ মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ-লাভ করিয়াছেন, জানি। কালীপ্রসন্ন বাবুও বোধ হয় এই স্থানগুলি প্রক্ষিপ্ত জ্ঞান মনে করিয়াই সংগ্রহকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, এ সব প্রক্ষিপ্ত নহে। ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলির প্রতি গালিবর্ষণই সংহিতানামক পরম উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃতি। এই সকল স্থান বাদ দিলে এই প্রবন্ধগুলির আত্মা নিষ্কাশিত করিয়া ফেলিতে হইবে, ইহাতে যে কীদৃশ সংশোধনের প্রয়োজন হইবে, তাহা এইক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের ধারণায় আসে নাই। একটী বিশেষ কথা এই যে, কায়স্থ যদি যাজ্ঞবল্ক্য ও ব্যাস উল্লিখিত উপরোক্ত অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিতে চাহেন, তাহা হইলে ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ জাতিগুলির কে-ই বা সংহিতাগ্রন্থগুলিকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহিবে

না? আমরা যে যে স্থান উদ্ধৃত করিয়াছি, সেগুলি নমুনা মাত্র; এরূপ জাতিনিন্দার অভাব নাই।

তবে এক ব্রাহ্মণের পক্ষে এগুলি অতি আদরণীয় গ্রন্থ। সকল জাতির হীনতা প্রদর্শন করিয়া কেবল মাত্র ব্রাহ্মণের উচ্চত্ব ও পূজনীয়ত্ব স্থাপন করাই এই পুস্তকগুলির উদ্দেশ্য।

মন্যুপ্রহরণা বিপ্রা রাজানঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥৪৮
শস্ত্রমেকাকিনং হন্তি বিপ্রমন্যুঃ কুলক্ষয়ং।
মন্যুপ্রহরণা বিপ্রাশ্চক্রপ্রহরণো হরিঃ ॥৪৯
চক্রাৎ তীব্রতরো মন্যুস্তস্মাদ্বিপ্রং ন কোপয়েৎ ॥৫০
বৃহস্পতি, ৪৮, ৪৯, ৫০।

অর্থাৎ রাজা অস্ত্র দ্বারা শাস্তি দেন, ব্রাহ্মণ ক্রোধ দ্বারা শাস্তি দেন। শস্ত্রে এক ব্যক্তিকে হনন করে, কিন্তু বিপ্রক্রোধে কুলক্ষয় করে। ব্রাহ্মণের ক্রোধই অস্ত্র, হরির অস্ত্র চক্র। চক্র হইতেও এই ক্রোধাস্ত্র ভয়াবহ ও তীব্র; অতএব ব্রাহ্মণের ক্রোধ উৎপাদন করিও না।

পাদোদকং পাদধৃতং দীপমন্নং প্রতিশ্রয়ম্।
যো দদাতি ব্রাহ্মণেভ্যো নোপসর্পতি তং যমঃ ॥৮
বিপ্রপাদোদকক্লিন্না যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী।
তাবৎ পুষ্করপাত্রেষু পিবন্তি পিতরোঽমৃতং ॥৯
যৎফলং কপিলাদানে কার্ত্তিক্যাং জ্যেষ্ঠপুষ্করে।
তৎফলং ঋষয়ঃ শ্রেষ্ঠা বিপ্রানাং পাদশৌচনে ॥১০
স্বাগতেনাগ্নয়ঃ প্রীতা আসনেন শতক্রতুঃ।
পিতরঃ পাদশৌচেন অন্নাদ্যেন প্রজাপতিঃ ॥১১
মাতাপিত্রোঃ পরতীর্থং গঙ্গানাবো বিশেষতঃ।
ব্রাহ্মণাৎ পরমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥১২
ব্যাস, ৪র্থ অধ্যায়, ৮—১২।

এই রসাল অংশের অনুবাদ উদ্ধৃত করিবার লোভ আমি পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। যে সকল কায়স্থ ব্রাহ্মণের স্তাবকতাই ক্ষাত্রিয়ত্ব উদ্ধারের উপায় বলিয়া মনে করেন, তাহাদের এই স্থানটি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা আবশ্যক। অনুবাদ এই;—

"যে গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণকে পাদপ্রক্ষালনার্থ জল, পাদধৃত পাদুকা, দীপ, অন্ন ও আশ্রয় দান করেন, যমরাজ তাঁহার নিকট আসিতে পারেন না। যে গৃহস্থের গৃহে ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনের জল দ্বারা পৃথিবী যাবৎকাল আর্দ্র হন, তাঁহার পিতৃলোক তাবৎকাল পুষ্করপাত্রে অমৃত পান করিয়া থাকেন। হে ঋষিসত্তমগণ! কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে কপিলা গাভী প্রদান করিলে যে ফল, ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালন করিলে সেই ফল লাভ হয়। ব্রাহ্মণগণকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলে অগ্নিদেব প্রীত হন, আসন দান করিলে ইন্দ্র প্রীত হন, তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালন করাইলে পিতৃগণ প্রীত হন, অন্নাদি দান করিলে প্রজাপতি প্রীত হন। মাতা ও পিতা হইতে প্রধান তীর্থ গঙ্গা, বিশেষতঃ গো সকল বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণ হইতে উৎকৃষ্ট তীর্থ আর নাই এবং হইবে না।"

যেমন অন্যান্য জাতিগুলির হেয়তা প্রতিপাদন এই গ্রন্থগুলির উদ্দেশ্য, তেমন ব্রাহ্মণের উচ্চত্ব ও পূজনীয়ত্ব প্রতিপাদন ইহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। ইহার মধ্যে বিস্তর ব্যবসায়দারী রহিয়াছে। যে সময়ে এই গ্রন্থগুলি প্রকৃতিপুঞ্জের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সে সময়ে ভারতের বড় দুর্দ্দিন; কেন না, সেই সময়েই এ দেশের হিন্দুরাজত্ব ক্রমশঃ বিলোপের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। এই গ্রন্থগুলির সহিত কুলগ্রন্থগুলির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। একশ্রেণীর কায়স্থ লেখকেরা

আত্মাভিমান প্রবলতর করিবার জন্য শনৈঃ শনৈঃ কুলবিদ্বেষ বা বংশবিদ্বেষ প্রধূমিত করিতেছেন। আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, সংহিতাগ্রন্থগুলিকে সমধিক প্রচলিত করিয়া পাছে বা জাতিবিদ্বেষ প্রবলতর করা হয়। তবে যদি কেহ এই সংহিতাগুলিকে ছাটিয়া কাটিয়া দেশকালপাত্রের উপযোগী করিতে পারেন, তাহা হইলে কিছু উপকার হইলেও হইতে পারে। বর্ম্মা কালী-প্রসন্ন কি তদ্রূপ কৃতসংকল্প হইয়াছেন?

শ্রীমধুসূদন সরকার।

নিবেদন।

বহুদিন বিস্মৃতিসাগরে নিমজ্জিত থাকিয়া, পথভ্রষ্ট কায়স্থ-সমাজ ধীরে-ধীরে আপনার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নিয়তির কঠিন বিধানে নিষ্পেষিত করিবার জন্য কতিপয় ভ্রান্ত, অদূরদর্শী, স্বার্থান্ধ কায়স্থবিদ্বেষী খ্যাতনামা পরশুরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থসঙ্ঘকে ছিন্নভিন্ন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহারা উপবীতী কায়স্থজনসাধারণকে কঠিন সমাজশাসনে নিপীড়িত করিবার জন্য নানা-কৌশলজাল বিস্তার করিতেছেন। তাঁহাদের মুষ্টিমেয় সংখ্যার কুঠারাঘাতে বিরাট্ কায়স্থজাতির জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত না হইলেও বঙ্গীয় লাঞ্ছিত ও পতিত কায়স্থ-সমাজের উদ্দীপনার ক্ষীণজ্যোতি বুঝি বা সে প্রহারে অনন্ত অন্ধকারে মিশিয়া যায়। মহামনা রিজলী সাহেবের বাক্যবাণে সংবিদ্ধ মৃতপ্রায় বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের জাতীয় জীবন উদ্দীপনার বলে জাগরিত হইয়া আবার বুঝি মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতার বিচিত্র লীলা বুঝিবার শক্তি অন্য কাহারও নাই; শুভ হইতে অশুভ, এবং অশুভ হইতেও শুভ ফল দেখা যায়। কত বিদ্যুদ্দীপ্তির ন্যায় সমুজ্জ্বল নবজীবন পরিণত সময়ে ধূম্রের ন্যায়, এবং কত ধূম্রের ন্যায় প্রথম জীবন উত্তরকালে অত্যুজ্জ্বল আলোকরশ্মিতে উদ্ভাসিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি ছাড়া এক অপূর্ব্ব জিনিস। উপেক্ষা, উদাসীনতা, আত্মকলহ এই জাতির জাতীয় জীবনের অস্থিতে অস্থিতে প্রকটিত। সুতরাং অন্যত্র যাহা অসম্ভব, এখানে তাহা সম্ভবপর, অন্যত্র যাহা অঘটনীয় এখানে তাহা অবশ্যম্ভাবী। অশুভ-সংঘটন এই সমাজের চিরসহচর। স্বচ্ছ সলিলের বীচিবিক্ষোভময় জলধি এখানে জনপ্রাণীহীন ভয়াবহ মরুর সাগরে পরিগণিত হয়; মন্দারপারিজাতপূর্ণ স্বর্গীয় নন্দনকানন এখানে ফলপুষ্পহীন বিজন কান্তারে পরিণত হয়; এখানে করতলস্থিত মহামূল্য রত্ন হস্তচ্যুত হয়, বিশাল জলধি শুকাইয়া যায়। তাই ভয় হয়, মুষ্টিমেয় কায়স্থদ্বেষীর চেষ্টায় বুঝি বা স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের দেশের সমগ্র কায়স্থজাতির জাতীয় জীবনের অবসান হয়।

সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতে সমুদায় সুসভ্য দেশের আর্য্যজাতির সংক্ষিপ্ত সমালোচনায়

ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, কোন নূতন বিষয়ের প্রবর্ত্তনায়, নূতন ভাব সমাবেশে, চিরন্তন প্রথার পরিবর্ত্তে কোন নূতন প্রথা সংস্থাপনে জনসাধারণের উপহাস (ridicule), বিরুদ্ধভাব (opposition) এবং আত্মসমর্পণ (surrender) পরম্পরাক্রমে বিদ্যমান থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপে মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের ইতিহাস জলন্ত অক্ষরে মানবসমাজের চক্ষুর উপরে অনন্তকাল উপস্থিত থাকিবে, এবং দেখাইয়া দিবে যে, জনসাধারণের উপহাস ও বিরুদ্ধভাব কত শক্তিশালী হইতে পারে; এবং সেই শক্তির অপব্যবহারেই প্রতীচ্যের ধর্ম্মগুরু এহেন মহাপুরুষের জীবন-নাটকের শেষাঙ্কের অভিনয় করিতে হইয়াছিল, এবং তদ্দ্বারা আত্মসমর্পণের পর্য্যায়ে কত দ্রুতগতিতে সুসভ্য পাশ্চাত্যজগতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সুদৃঢ় ভিত্তিতে আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। মহাপ্রাণ লুথারের অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জনও এই কারণে বিক্রমকেশরী ইংরেজজাতির জাতীয় জীবনে এক অত্যাশ্চর্য্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্জ্বলিত করিয়া রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রাধান্য ভস্মীভূত করিয়াছিল। কায়স্থসমাজের এই জাগরণেও উপহাস, বিরুদ্ধভাব, আত্মসমর্পণ এই ত্রিবিধ বিধান বিদ্যমান থাকিবে। এ পর্য্যন্ত বহু বিদ্রূপ-বাণ প্রয়োগ করা হইয়াছে। সমাজদেহ তাহাতে সংবিদ্ধ হইলেও, মর্ম্মস্থলে দারুণ ব্যথা পাইলেও, ক্ষতবিক্ষত হইলেও, অচল অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহার অদৃষ্টচক্রের দ্বিতীয় বিধানের অর্থাৎ বিরুদ্ধভাবের সম্মুখীন হইতেছে। আত্মসমর্পণের ক্রম এখনও বহুদূরে রহিয়াছে। বর্ত্তমান সমস্যায় স্বজাতির স্বার্থ সংরক্ষণ জন্য বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের চারি শ্রেণী হইতে যে কতিপয় মহাত্মা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জাতীয়-উন্নতিকল্পে মহামূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ ও অশেষ কষ্টস্বীকার মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টের তুলনায় এবং মহাপ্রাণ লুথারের সমালোচনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইলেও, বহুকালের পাদদলিত, কর্ত্তব্যবিমুখ, একতাবিহীন, অসাড়জড়পিণ্ডবৎ বঙ্গীয় কায়স্থজাতির তমসাচ্ছন্ন ইতিহাসের প্রথমাঙ্ক বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং ভবিষ্যদ্বংশধরগণ তাঁহাদের কৃতকার্য্যের ফলভোগ করিয়া চিরকাল কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু কর্ম্মশীল এইরূপ পুরুষসিংহের সংখ্যা বিরাট্ কায়স্থসমাজের তুলনায় নিতান্ত অল্প, বিশেষতঃ তাঁহারাও বার্দ্ধক্যভারে প্রপীড়িত, জীবনসন্ধ্যায় সমাগত; এবং তাঁহাদের জলন্ত দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত সহযাত্রীর সংখ্যাও অত্যল্প। তাই, যখন দেখিতে পাই এ সংসারে বিপদের সময়েই বিপদ, দুঃখের সময়েই অধিকতর দুঃখ, আহতপদেই পুনরাঘাত; তখনই মনে ভয় হয়, হয় ত বিপন্ন কায়স্থসমাজ অধিকতর বিপদে পতিত হইবে। কায়স্থের জাতীয় ইতিহাসও এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দেয়। ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারা জাতীয় জীবনে সময়ে সময়ে যে ক্ষীণালোক দেখা গিয়াছে, তাহা জলবিম্বের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হইয়া, বিদ্যুদ্দীপ্তির ন্যায় অতি অল্প সময়ের জন্য সুতীক্ষ্ণ আলোকরশ্মি দেখাইয়া, হঠাৎ অন্ধকারে বিলীন হইয়াছে। যখন প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ মুসলমানপদানত, সেই সময়ে চন্দ্রদ্বীপে কায়স্থরাজবংশাবলী বিভিন্ন সময়ে স্বাধীনভাবে আপন-আপন শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া সুসভ্য জগতের নিকট কায়স্থজাতির বুদ্ধিমত্তা ও তেজোবীর্য্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রাখিয়া

ছিলেন এবং তদ্বংশীয় মহারাজ দনুজমর্দ্দন প্রভৃতি রাজশাসনোপযোগী নিয়মপ্রণালী দ্বারা কায়স্থজাতির জাতীয় জীবনে এক অভিনব শক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের নশ্বর জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিকূল সংগ্রামের শেষে বল একতাবিহীন কায়স্থজাতির জাতীয় জীবনের আশা-ভরসা একবারে অন্তর্হিত হইয়া পড়ে। তৎপরে অদূরে যশোহরনগরে গুহবংশীয় বীরবর প্রতাপাদিত্যের অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে বঙ্গদেশে স্বাধীন কায়স্থসাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়া জাতীয় গগনে ক্ষণকালতরে ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারা অত্যাশ্চর্য্য সুতীক্ষ্ণ বিদ্যুদ্দীপ্তির ন্যায় এক সমুজ্জ্বল রশ্মি উদ্ভূত হয়, এবং প্রতাপাদিত্যের সঙ্গেসঙ্গেই সেই অত্যুজ্জ্বল আভা একবারে নিবিয়া যায়। জাতীয় জীবন ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারা অত্যল্প কালের জন্য সজীব রাখিয়া একতাবিহীন কায়স্থসমাজ পুনরায় ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। এই পরিণতির অল্পকাল পরে শ্যামপুর অথবা শ্যামবপুরে (মামুদপুরে) বীরকেশরী সীতারাম কিছুদিনের জন্য সুবুপ্ত কায়স্থজাতির জাতীয় জীবন তাঁহার অল্পকালস্থায়ী কর্ম্মশীল জীবনের উদ্দীপনা দ্বারা একবার জাগরিত করিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহার মহানিদ্রার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনও মহানিদ্রায় অভিভূত। তদবধি এই অধঃপতিত জাতিতে আর তেমন বীর্য্যের আবির্ভাব হয় নাই। কায়স্থসমাজ অন্ধকারের মহাকুহকে সমাচ্ছন্ন হইয়া ঘৃণা ও অন্য জাতিরও ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র হইয়াছে। প্রকৃতির নিয়ম এই যে, কিছুই চিরকাল একভাবে থাকিতে পারে না; হয় উন্নতি, না হয় পতনের দিকে ধাবিত হইবে। একমাত্র একতার অভাবেই কায়স্থসমাজ ক্রমে অধঃপতনের দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে এবং সুযোগ বুঝিয়া অবনতিও অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় অলক্ষ্যে সমাজদেহে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাহার অধঃপতনের পথই উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। একতার আধিপত্য সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বিশ্বসংসার যেন একতার রাজ্য। একগাছি তৃণ এই জগতে বিশেষ কিছুই করিতে না পারিলেও তৃণগুচ্ছের সম্মিলনে মত্ত মাতঙ্গও সংরুদ্ধ হইতে পারে। একবিন্দু জল কাহারও কখনও কিছুমাত্র ভয়ের কারণ হইতে পারে না; কিন্তু বিন্দুসমষ্টির আধার মহান্ বারিধি অনেকেরই ভীতির সঞ্চার করে। একগাছি যষ্টি সহজে ভঙ্গ করা যায়, কিন্তু একত্রীভূত কতিপয় যষ্টির সমষ্টি ভঙ্গ করা দুঃসাধ্য। তজ্জন্যই বিভিন্ন কায়স্থসমাজ আত্মকলহ বিস্মৃত হইয়া, একতাসূত্রে গ্রথিত হইলে এবং সকলে একপ্রাণ একমন হইয়া এই মহা জাতীয় সম্মিলনে অন্তরের সহিত যোগদান করিলে, এই অধঃপতিত শ্রীভ্রষ্ট কায়স্থজাতি অপহৃত আসন পুনরায় লাভ করিতে সমর্থ হইবে, এবং প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধারে কৃতার্থ হইয়া শত্রুহৃদয়ে বিষাদশঙ্কু নিপাতিত করিতে সক্ষম হইবে।

এক আচারব্যবহার, এক ধর্ম্ম ও ভাষা, এবং এক রক্ত, একতাসংস্থাপনের মূলমন্ত্র; এবং জাতীয় জীবনের পঞ্চভূতও ইহারাই। ভারতবাসী সমুদায় কায়স্থসন্তানে একই আর্য্যশোণিত প্রবাহিত, এবং সকলেই এক সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অধীন। সকলেরই মাতৃভাষা মূল সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। বিশেষতঃ বর্ত্তমান ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে প্রায় সকলেই রাজভাষায় অভ্যস্থ, এ

সকলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সুশীতলছায়াতলে উপবিষ্ট; এবং অদ্যাপি সমাজশীর্ষে ঋষিপ্রতিম বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদ্যমান রহিয়াছেন; এমতাবস্থায় কায়স্থসমাজে এক আচারব্যবহার প্রচলিত হইলে, ভিন্নভিন্ন কায়স্থসমাজ একতাসূত্রে গ্রথিত হইয়া, এক মহাজাতিতে পরিণত হইতে পারে; এবং তাহা হইলেই এই জাগরণের চরম উৎকর্ষ লব্ধ এবং একতার মহদুদ্দেশ্য সংসাধিত হয়। তাই বলিতেছি, কায়স্থমহোদয়গণ, ধনী কি নির্ধন, আবালবৃদ্ধবনিতা, যাঁহার যেরূপ শক্তিসামর্থ্য আছে, তাহাই লইয়া, এই মহা জাতীয় সম্মিলনে, অন্তরের সহিত যোগদান করুন। সুখদুঃখ চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান। উত্থান-পতনও জগতের ধর্ম্ম! যখন দেখিতেছি,—ক্ষুদ্রক্ষুদ্র মধুমক্ষিকার সংরক্ষিত সামান্য মধুকণা দ্বারা প্রকাণ্ড মধুচক্রের সংগঠন; অতি ক্ষুদ্র বল্মীকের যৎসামান্য ধূলিকণা দ্বারা বল্মীকস্তূপের উৎপত্তি; বিন্দুবিন্দু-বারি-সংযোগে বিশাল বারিধির সৃষ্টি; অতি ক্ষুদ্র অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি দ্বারা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব; অতি তুচ্ছ—তুচ্ছতম দ্রব্যসম্ভারের একত্র সমাবেশে বিচিত্র ব্যাপারের সংঘটনা; তখন কি বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের সমবেত চেষ্টায় জাতীয় জীবন উজ্জীবিত হইবে না? অধোগতির রোধ হইবে না? সুসভ্য ইংরেজের শাসনে এই জাতীয় জীবনে জীবনীশক্তির সঞ্চার হইবে না? তাই বলি, কায়স্থমহোদয়গণ, নিজের ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া জাতীয়চন্দ্রাতপ-তলে সমাসীন হউন; মহদুদ্দেশ্য অবশ্যই সংসিদ্ধ হইবে—এই জাগরণের ফল অবশ্যই ফলিবে।

বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ন এই সংসারে কিছুই অসম্ভব বলিয়া মানিতেন না। ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র আমরাও প্রভাতের বালার্ক দেখিয়া মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড তপনের আশা করিয়া থাকি; শুক্ল প্রতিপদের চন্দ্রমা দেখিয়া পূর্ণিমার পূর্ণ-চন্দ্রের প্রত্যাশা রাখিয়া থাকি; দুই-দশ মুদ্রা সংগৃহীত হইলেই সহস্র মুদ্রার কুহকে অভিভূত হইয়া থাকি; পর্ণকুটীরে বাস করিয়াও অট্টালিকাবাসের দুরাশা পোষণ করিয়া থাকি। মানুষমাত্রেই আশার দাস, এবং আমরা আশাতেই বাঁচিয়া রহিয়াছি; এমতাবস্থায় বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের এই জাগরণেই বা আশা ছাড়িব কেন? কায়স্থসমাজ একতার মহামন্ত্রে অভি-মন্ত্রিত হইবে; এবং উদ্দীপনার নূতন খরতর তেজে উদ্দীপিত হইয়া, ক্ষত্রোচিত আচার-ব্যবহারে, সংস্কার-সদাচারে, শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-গরিমায় অলঙ্কৃত হইবে;— এই আশাই সকলে পোষণ করুন এবং ইহাই প্রত্যেক কায়স্থ সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া, সেই দিকে ধাবিত হইলেই, আশা পূর্ণ হইবে—উদ্দেশ্য সফল হইবে—এবং এই আন্দোলনের সুফল ফলিবে; এবং তাহা হইলেই বিধাতার আশীর্ব্বাদে জাতীয় অমানিশার অবসান হইবে, দুঃখময় কালনিশার অবসানে সুখরবি আবার সমুদিত হইবে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু।

রাজবাড়ী।

ভক্তিতত্ত্ব।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এতাদৃশ ভগবদ্বশীকারিণী ভক্তির স্বরূপ কি? ইহা কি প্রাকৃত সত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট জ্ঞানানন্দরূপা, —না ভগবৎ জ্ঞানানন্দরূপা—না জীবজ্ঞানানন্দ-রূপা—না হ্লাদিনীশক্তিসারসমন্বিতাসম্বিৎ-শক্তি-সারস্বরূপা? ভক্তি প্রাকৃত সত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট জ্ঞানানন্দরূপা নহে, কেন না তাহা হইলে ভগবানের মায়াধীনত্ব হয়, কিন্তু প্রকৃতিই তাঁহার বশীভূতা, তিনি প্রকৃতির অধীন নহেন। ভক্তি ভগবৎ জ্ঞানানন্দারূপা নহে, কেন না ভক্তি দ্বারা আনন্দময় ভগবান্ আনন্দাতিশায়ী হইয়া থাকেন। ভক্তি জীবজ্ঞানানন্দারূপা নহে, কেন না জীবানন্দের ধ্বংশ আছে। সুতরাং অর্থাপত্তিন্যায় দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, ভক্তি হ্লাদিনীসম্বিৎ-সাররূপা, তাহা না হইলে উহা ভগবদ্বশীকারিণী হইতে পারে না। এই ভক্তি নিষ্কামা। কেহ বলিতে পারেন যে, ভক্তের নিষ্কামত্ব সম্ভবপর নহে। যদ্রূপ কামিনী হাবভাবাদি দ্বারা প্রসাদিত কান্তকর্ত্তৃক অর্পিত রতিসুখ কামনা করিয়া থাকেন, ভক্তও তদ্রূপ ভক্তি-প্রসাদিত শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক দীয়-মান আনন্দের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। এস্থলে এ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। কেন না কান্ত কর্ত্তৃক অর্পিত সুখ কান্ত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেইরূপ যদি সেব্য ভগবান্ হইতে সেবার ফল স্বতন্ত্র হইত, তাহা হইলে ভক্তি সকামা হইত। এস্থলে তাহা নহে। 'আনন্দো-ব্রহ্মেতি।' শ্রুতিতে ভগবান্‌কে আনন্দাত্মক বলিয়াছেন। সুতরাং এস্থলে ভগবান্ আনন্দ-রূপ হওয়ায় ভক্তিই ফলরূপা। অতএব পরাভক্তি সকামা নহে—নিষ্কামা, এবং ভক্তিই আত্যন্তিক দুঃখনাশ ও পরমসুখের উপায়।

এক্ষণে কথা এই যে, অর্থ-প্রযত্ন-শিক্ষা-উপদেশাদি অনপেক্ষা সুদুর্ল্লভা ভক্তিপ্রাপ্তির উপায় কি? ইহার দুইটী উপায় দৃষ্ট হয়। একটী সাধুসঙ্গ অপরটী ভগবদ্কৃপা।

'ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।'

নারদীয়পুরাণ।

ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ সাধুগণের সহবাসে ভক্তি জন্মে। কপিলদেব তাঁহার মাতাকে উপদেশ দিতে বলিয়াছেন;—

"সতাং প্রসঙ্গান্ মমবীর্য্যসম্বিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥২৫॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ২৫শঃ অঃ
(২৫শঃ শ্লোক)।

কপিলদেব বলিলেন, মা! সাধুগণের সহিত প্রকৃষ্টরূপে সম্মিলন হইলে, হৃদয় ও কর্ণের আনন্দজনক আমার প্রভাবপূর্ণ কথার আলো-চনা হয়। সেই সকল কথা শ্রবণ করিলে অপবর্গ-পথস্বরূপ অর্থাৎ অবিদ্যানিবারক আমাতে, অতি শীঘ্রই শ্রদ্ধারতি ও ভক্তি জন্মে।

শ্রীকৃষ্ণ পরমভক্ত উদ্ধবকে বলিয়াছেন;—

"তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ।
সম্ভবন্তি হিতা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্ ॥২৭॥

তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তিহ্নুমোদন্তিচাদৃতাঃ।
মৎ পরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি॥
২৮॥"

ভাগবতে ১১শ ২৬শঃ অ০।

হে মহাভাগ উদ্ধব! ভগবদ্ভক্ত সাধুজনের নিকটে শিষ্টজনের হিতজনক মদীয় কথন উপস্থিত হয়। তাহা শ্রোতাভক্তগণের হিতকারী হইয়া পাপমোচন করে। যে সকল ব্যক্তি আমার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই সকল কথা শ্রবণ বা গান করে, কিংবা তাহাতে অনুমোদন করে, তাহারা আমাতে ভক্তিলাভ করে। ফলতঃ বৈধধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে নিষ্ঠা,—নিষ্ঠা হইতে শ্রদ্ধা। 'শ্রদ্ধাঃগুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ।' গুরু বেদান্ত বাক্যাদিতে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা দ্বারা ভগবদুপাসনায় রতি। ভগবদুপসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান; জ্ঞানের পরিপাকাবস্থায় ভগবৎ সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার হইলে, সাধকের প্রতি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি—কৃপাদৃষ্টি হইতেই পরাভক্তির উদয় হইয়া থাকে। এইজন্যই শাস্ত্রকারগণ ভক্তিকে সুদুর্ল্লভা বলিয়াছেন। শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তির ক্রম সম্বন্ধে বলিয়াছেন;—

"আদৌ শ্রদ্ধাততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থ নিবৃত্তিস্যাত্ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাব ভবেৎ ক্রমঃ॥"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। পূর্ব্ববিভাগঃ।

প্রথমতঃ শ্রদ্ধা, তৎপর সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে শ্রবণাদিসাধন, ঐরূপ সাধন দ্বারা অনর্থ নাশ, অনর্থের নিবৃত্তিতে শ্রবণাদি সাধনে রুচি, তৎপর আসক্তি, তৎপর শ্রীকৃষ্ণে রতি, পরে প্রেমের অঙ্কুর—ভাবাদি নানান্তর ভাব। এই ভাব বৈধভক্ত্যুত্থিত ও রাগভক্ত্যুত্থিত ভেদে দ্বিবিধ। প্রথমটী ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা—দ্বিতীয়টী শুদ্ধা। ভাবের পরিপাকাবস্থার নাম প্রেম। প্রেমে চিত্ত সম্যক মসৃণ ও অতিশয় মমতাযুক্ত হয়। প্রেমের উত্তরোত্তর গাঢ়তায় স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব এই কয়েকটী আখ্যায় ভুক্ত হইয়া থাকে।* সুতরাং সাধুসঙ্গই ভক্তিমার্গের প্রথম সোপান। সেই জন্যই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন;—

"কৃষ্ণ-ভক্তি জন্ম-মূল হয়-সাধুসঙ্গ।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ভক্তি অহৈতুকী। কেহ কেহ ইহার দ্বিবিধ অর্থ করেন। কেহ বলেন, 'অহৈতুকী' অর্থ যাহা কোন হেতুর জন্য উৎপন্ন নহে। যেমন সাধকের ধনের প্রয়োজন, তজ্জন্য দেবতার নিকট ভক্তিপূর্ব্বক ধন প্রার্থনা করিতেছেন। এস্থলে ভক্তির হেতু ধনাকাঙ্ক্ষা। অহৈতুকী ভক্তি সেরূপ নহে। ইহাতে সাধকের কিছুই আকাঙ্ক্ষা নাই। আবার কেহ বলেন অহৈতুকী অর্থ যাহা কোন হেতু কর্ত্তৃক উৎপন্ন নহে। যেমন কর্ম্ম, লৌকিক প্রযত্ন ও অর্থ কর্ত্তৃক উৎপন্ন—জ্ঞান, শিক্ষা ও উপদেশাদি দ্বারা উদ্ভব; ভক্তি সেরূপ নহে। বিশুদ্ধাভক্তি ভগবদনুগ্রহ ভিন্ন হৃদয়ক্ষেত্রে উপনীত হয় না। উহা সাধকের বহু সাধনার ফল। সেইজন্যই ভক্তি-শাস্ত্রকারগণ ভক্তিকে স্বতঃসিদ্ধা বলিয়াছেন।

* প্রতিভাবেরই বিভাব, অনুভাব, আলম্বন, উদ্দীপন, স্থান ও আশ্রয় পৃথক পৃথক। প্রবন্ধ বিস্তার ভয়ে লিখিলাম না। যাঁহারা এই সম্বন্ধে আরও অগ্রসর হইতে চাহেন, তাঁহারা সদ্গুরুর আশ্রয় লইবেন। লেখক।

যোগ মাত্রেরই কতকগুলি অঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন অষ্টাঙ্গ যোগের অঙ্গ—আসন, প্রাণায়ামাদি। জ্ঞান যোগের অঙ্গ—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি। কর্ম্ম যোগের অঙ্গ—শাস্ত্রবিহিত বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও কর্ম্মফল শ্রীভগবানে সমর্পণাদি। ভক্তি যোগেরও তদ্রূপ কতকগুলি অঙ্গের বিষয় শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—

"তদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াঞ্চানুমোদনম্।
মননা অর্চ্চয়েন্নিত্যং তদর্থেদম্ভবর্জ্জনম্॥
তৎকথা শ্রবণেরাগস্তদর্থে চাঙ্গবিক্রিয়া।
তদনুস্মরণং নিত্যং যত্তন্নাম্নোপজীবতি॥
ভক্তিরষ্টবিধা।" ইতি গৌতমীয় তন্ত্রে।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥২৪॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে ৭মঃ স্কন্ধে ৫মঃ অ০।

শ্রবণং কীর্ত্তনং পূজা সর্ব্বকর্ম্মার্পনং স্মৃতি॥
পরিচর্য্যা নমস্কারঃ প্রেমসাত্মার্পনং হরৌ॥

পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে।

উপরোক্ত বচনাদিতে ভক্তি অষ্টবিধা, নববিধা, কেহ বা ষোড়শবিধা বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভেদে ভক্তি স্বতন্ত্রা। বাস্তবিকপক্ষে ভক্তি পৃথগ্ভূতা নহে—একা অব্যভিচারিণী। যেমন কর-চরণাদিমত্ত্ব পুরুষের কর চরণ পুরুষ হইতে ভিন্ন নহে, কেবল নাম মাত্র এস্থলেও তদ্রূপ। শাস্ত্রকারগণ সাধন ও সাধ্যভেদে ভক্তির দুইরূপ উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপা সাধনভক্তি এবং পরা, বিশুদ্ধা বা কেবলাই সাধ্যভক্তি। গোস্বামীগণ সাধনভক্তি চতুঃষষ্টি অঙ্গবিশিষ্টা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

জ্ঞানী আত্মপ্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন। কর্ম্মীলোক চক্ষুর অন্তরালে স্বীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, কিন্তু হৃদয়ে বিশুদ্ধা প্রেমভক্তির উদয় হইলে সেই ভক্ত আত্মপ্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। অতুলনীয় প্রেমসম্পত্তির এমন কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে, যাহা দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই ব্যক্তি প্রেমিকভক্ত;

"এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগোদ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতিগায়-
ত্যুন্মাদবন্ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥৪০॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ২য় অ০॥

"হে রাজন্! এইরূপে তিনি (ভক্ত) নিজের প্রিয় হরির নামকীর্ত্তন দ্বারা জাতপ্রেম ও দ্রবহৃদয় হইয়া অবশ উন্মত্তের ন্যায়, উচ্চহাস্য করেন, কখনও রোদন, কখনও চীৎকার, কখনও গান, এবং কখনও বা নৃত্য করিয়া থাকেন।" যিনি ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, যাঁহার হৃদয় বিভুপ্রেমে বিভোর, তাঁহার বাহ্যিকাচরণে বহির্ম্মুখজীব পাগল বলিয়াই মনে করে। সেই নিমিত্তই শ্রীগৌরাঙ্গ যখন 'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিতেন, তখন অনেকেই তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিতে ত্রুটী করে নাই। বিশুদ্ধা ভক্তিপথের পথিক পাগলই বটে!!!

শ্রুতি ভগবান্‌কে রসস্বরূপ বলিয়াছেন;—'রসো বৈ সঃ।' ইতি। ভক্তি দ্বারা সেই রসস্বরূপ ভগবানের রসবৃদ্ধি অর্থাৎ আনন্দময় ভগবান্ আনন্দাতিশয় প্রাপ্ত হন। এইজন্যই ভক্তিশাস্ত্রকারগণ ভক্তিকেও রসস্বরূপ বলিয়াছেন। নির্ম্মলাগ্নিপূর্ণ ভগবান্-বিষয়িনী রতি,

যখন শ্রবণাদি দ্বারা উপস্থাপিত এবং বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিতভাব দ্বারা প্রকাশিত হয়; অর্থাৎ উপাসকের আস্বাদ যোগ্যতালাভ করিয়া থাকে, তৎকালে ঐ বিচিত্রময় বা সেই রতিকে ভাক্তরস বলা যায়। অনেকেই অবগত আছেন যে, সাহিত্যকার-পণ্ডিতগণ, রসকে বীরকরুণাদি ভেদে সাতটী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভক্তিরস সর্ব্বসমেত দ্বাদশটী। তন্মধ্যে বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, রৌদ্র ও বিভৎস এই সাতটী গৌণ ও শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী মুখ্য। উপরোক্ত ঐ দ্বাদশটী রসের প্রত্যেকটীর এক একটী স্থায়ী ভাব আছে। যেমন বীররসের স্থায়ী ভাব উৎসাহ, করুণ—শোক, অদ্ভুত—বিস্ময়, হাস্য—হাস, ভয়ানক—ভয়, রৌদ্রে—ক্রোধ, বিভৎস—জুগুপ্সা; শান্ততে—শান্তি, দাস্য—দাসভাব, সখ্য—সখাভাব, বাৎসল্যে—স্নেহ ও মধুরে—প্রিয়তা। ঐ সমুদয় স্থায়ীভাব শ্রবণকীর্ত্তনাদি দ্বারা উপস্থাপিত ও বিভবাদি দ্বারা ব্যক্ত হইলে পরিশেষে রসরূপে পরিণত হইয়া থাকে। তাহাকেই ভক্তিশাস্ত্রকারগণ ভক্তিরস বলিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ভক্তি পরমানন্দময়ী। এই কথায় হয়ত কেহ সন্দিহান হইয়া বলিতে পারেন যে, তাহা কিরূপে সম্ভবপর? ভক্তিকে দ্বিবিধা নির্দ্দেশ করিয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদিকে সাধন-ভক্তি বলা হইয়াছে। আনন্দ—গুণ, এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদি—ক্রিয়া। অতএব শ্রবণাদি ক্রিয়ারূপা ভক্তির কিরূপে আনন্দাদিরূপত্ব সিদ্ধ হইতে পারে? এতাদৃশ সন্দেহ অমূলক। কেননা আনন্দময়ী ভক্তি, ভক্ত দেহেন্দ্রিয় সম্বন্ধ দ্বারা শ্রবণাদিরূপে প্রাদুর্ভূতা হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ক্রিয়ারূপা হইলেও আনন্দরূপতার হানি হয় না। শাস্ত্রকারগণ যেমন চিন্ময় ভগবানের নখরকুন্তলাদিও চিন্ময় বলিয়াছেন, ইহাও তদ্রূপ। তবে কথা হইতেছে যে, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির আনন্দময়তা প্রতীত হয় না কেন? কাষ্ঠদণ্ডাভ্যন্তরে অগ্নি থাকিলেও তাহা যেমন ঘর্ষণ না করিলে পাওয়া যায় না, কিংবা পিত্ত দ্বারা দূষিত রসনায় সর্করা প্রদান করিলে, যেমন মিষ্টতার পরিবর্ত্তে তিক্তাস্বাদ পাওয়া যায়, বিষয়-বিষ-দুষ্ট মলিন মনেও তদ্রূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা আনন্দলাভ করা যায় না। অজীর্ণগ্রস্ত শূলরোগী যেমন মিষ্টান্নকে বিষবৎ মনে করিয়া দূরে পরিত্যাগ করে, ত্রিতাপ-জর্জ্জরিত-বিষয়াক্লিষ্ট ব্যক্তিও তদ্রূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনকে বিষবৎ দূরে পরিহার করিয়া থাকে। যখন শ্রবণকীর্ত্তনাদির নিরন্তর সাধনা দ্বারা মলিমস চিত্ত বিমল হয়, তখন জীব স্বতঃই পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকে।

ভক্তির গুণ—ভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে পারে কাহার সাধ্য? ভক্তচূড়ামণি নারদ স্পষ্টই বলিয়াছেন;—

"ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী।"

অপিচ—"অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ।"

ভগবানারাধনার যতরূপ প্রণালী আছে, তন্মধ্যে ভক্তি দ্বারাই সহজরূপে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"ভক্তৈব পূজ্যতে বিষ্ণুর্বাঞ্ছিতার্থ ফলপ্রদঃ।
তস্মাৎ সমস্ত লোকানাং ভক্তির্মাতেতিগীয়তে॥"

বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ কেবল ভক্তি দ্বারাই আরাধিত হইয়া থাকেন। সেইজন্যই ভক্তিকে পৌরাণিকগণ মাতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন;—

'ভক্ত্যাহমেকয়াগ্রাহ্যঃ।'

আরও দেখা যায়;—

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকং॥২৩॥"*

শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ৩২শঃ অঃ।

কপিলদেব বলিলেন, মা! ভগবান্ বাসুদেবে কেবলাভক্তি প্রযুজ্য হইলে তৎক্ষণাৎ অভিমানের দ্বাররোধ হইয়া, অনুরাগের উদ্ভব ও অনুষঙ্গত জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। শুষ্ক তর্কাদি কখনও এই জ্ঞানকে অভিভূত করিতে পারে না।

"ভক্তির্জগিত্রী জ্ঞানস্য ভক্তির্মোক্ষপ্রদায়িনী।"

ভক্তি হইতে জ্ঞান জন্মে এবং ভক্তি দ্বারাই জীব পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভক্ত ও ভগবান্ চিরদিনই প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ। ভক্ত ও ভগবানে যে প্রীতি—যে ভাব, তাহা প্রেমিক ভক্ত ভিন্ন কাহারও উপলব্ধি করিবার সাধ্য নাই। সেই অপূর্ব্ব প্রীতিবিজড়িত ভাব জানেন শুধু ভক্ত—আর জানেন সেই ভক্তের হৃদয়ের ধন ভগবান্। সম্পূর্ণ নিবেদাত্মক ভক্ত পরমপ্রেমভরে গাইল—'দেখা দাও হে দয়াল হরি!' অমনি তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইবার জন্য ভগবান্ লোলুপ হইলেন। তাঁহার আসন টলিল। ভক্তচূড়ামণি নারদ ভাব দেখিয়া বলিলেন, সে কি হরি! তুমি যোগীর আরাধ্য ধন, বিজন বিপিনে কত যোগী শত সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া তোমার দর্শন পাইতেছে না, আজ কিনা একজন যে সে লোকের একটী মুখের কথায় অস্থির হইয়া উঠিলে? ভগবান্ বিশ্ব-বিমোহিনী হাসি হাসিয়া বলিলেন:—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

বৃহন্নারদীয়ে।

নারদ! তুমি কি জান না? আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না, যোগিগণের হৃদয়েও থাকি না, আমার পরম ভক্তগণ তন্ময় চিত্তে যথায় আমার নাম কীর্ত্তন করে,—যথায় যে ভাবে আমাকে আকাঙ্ক্ষা করে, আমি সেই ভাবেই তথায় উপস্থিত থাকি। এই ত ভগবানের ভাব। এদিকে আবার ভক্ত-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—'বৎস! বর গ্রহণ কর।' ভক্তের আর সে কথায় কাণ নাই—তাহার নয়ন-চকোর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ভগবানের রূপসুধা পানে বিভোর। ভগবানের পুনঃ পুনঃ আহ্বানে চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন;— হৃদয়ের ধন! বর দিবে? কি বর চাইব হরি? আর ত কিছুরই অভাব দেখি না? যদি একান্তই বর দিতে চাও তবে আমার অভিলাষ শ্রবণ কর;—

"নাস্থাধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে।
যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্! পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্॥
এতৎ প্রার্থ্যং মমবহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি।
তৎপাদাম্ভোরুহগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥"

বিশুদ্ধা ভক্তিপথের পথিকের ভগবান্ চরণে বিশুদ্ধা ভক্তি ভিন্ন অন্য কিছুরই আকাঙ্ক্ষা নাই। সালোক্যসামিপ্যাদি তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। সেইজন্য সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন গাহিয়াছেন;—

"সকলের মূল ভক্তি মুক্তি তাঁর দাসী।"

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী।
উথলী, ঢাকা।

* 'জ্ঞানং যদব্রহ্মদর্শনম্।' পাঠান্তরং।

বসন্তের আবাহন।

সহসা শীতের গৃহে কে আজি গাহিল গান,
সে রব শ্রবণে পশি হরষে মাতিল প্রাণ।
মেলিনু অলস আঁখি, চমকি চাহিয়া দেখি,
কে যেন নবীন সাজে, ধ'রেছে নবীন তান;
সহসা শীতের গৃহে কে আজি গাহিল গান ॥১॥
অগণিত তরুরাজি, নব কিশলয়ে সাজি,
জাগিয়া উঠেছে যেন ধরিয়া করে নিশান;
সুধীরে মলয় বায়,
বহিয়া বহিয়া যায়,
সুরভি-রতন কত, ধরারে করিল দান।
সহসা শীতের গৃহে কে আজি গাহিল গান ॥২॥
মরণ শয়ান হ'তে জাগিল বিহগকুল,
বরষিল কুলকণ্ঠে সুধাধারা সমতুল।
যেন রে নন্দন বনে,
মিশিয়া সমীর সনে,
স্বপনে জড়িত কত, কোকিলের কুহুতান।
সহসা শীতের গৃহে কে আজি গাহিল গান ॥৩॥
নিকুঞ্জকানন হ'তে শোনা যায় কার বাঁশী,
উজলিয়া বনস্থলী ফোটে ফুল রাশি রাশি।
সৌরভে মাতিল অলি,
ফুলে ফুলে পড়ে ঢলি,
বলিতে মরম কথা, সরমে বিঁধিল বাণ,
সহসা শীতের গৃহে কে আজি গাহিল গান ॥৪॥
নবীন তৃণের বনে কুরঙ্গ কুরঙ্গী ধায়,
নলিনী জানত মুখী, তরুণ তপনে চায়।
বিমল তটিনীনীরে,
কৌমুদী পশিল ধীরে,
খেলিছে লহরী কত, উছলি কোমল প্রাণ।
সহসা শীতের গৃহে কে আজি গাহিল গান ॥৫॥
দুদিনের তরে দেখা, মিলনে কে ভালবাসে,
বিরহ জাগাতে সুধু, মিলন নিকটে আসে।
বসন্তে নবীন রবি,
এহেন নবীন ছবি,
অচিরে ডুবিবে জলে, স্মরিতে বিদরে প্রাণ,
সহসা শীতের গৃহে কে আজি গাহিল গান ॥৬॥

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার।

জীবনচতুর্দ্দশক।

আমি নাহি চাহি আর মানব জীবন,
সদা রোগ শোক ভরা দুঃখার্ত্ত মরণ।
দশ মাস দশ দিন,
তেজো-বীর্য্য-বল হীন,
ছিনু যবে মাতৃগর্ভে না হয় স্মরণ
কি যে প্রহেলিকা উহা নিশার স্বপন ॥১॥
আমি নাহি চাহি হেন ব্যথিত পরাণ,
মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ যার বিষাদের বাণ।
বিধাতার সুকৌশলে,
অবতীর্ণ মহীতলে,
অতুলিত মাতৃস্নেহে, পিতার যতনে
পরাধীন শিশু এক বাড়ে দিনে দিনে ॥২॥
পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে রহিছে শয়নে,
জড়পিণ্ডবৎ সদা কি সুখ জীবনে?
অবশ অচল ক্ষীণ,
পর-প্রতিপাল্য দীন,
ক্ষুধা তৃষ্ণা দুঃখ আদি যা ঘটে জীবনে
অহর্নিশা রিক্তাপিছে কেবল ক্রন্দনে ॥৩॥
আমি নাহি চাহি হেন অভাগা জীবন,
আশঙ্কার বাত্যা যাহে বহে অনুক্ষণ।
শৈশব কৈশোর গত,
দীনতায় প্রবাহিত,
চিন্তার অনল ক্রমে করিছে দাহন,
বিগত-জীবন-চিত্র করি প্রদর্শন ॥৪॥
আমি নাহি চাহি আর বিষাদিত মন,
পাপের পঙ্কিল স্রোতে যার নিমজ্জন।
প্রবল ইন্দ্রিয়গণ,
নাহি শুনে নিবারণ,
যৌবন-তরঙ্গে-রঙ্গে সদা নিমগন;
নিরঙ্কুশ-মদ-মত্ত-মাতঙ্গ যেমন ॥৫॥
ক্রমে জরা বুদ্ধিভ্রম শিথিল মনন,
দুরাশার ঢেউ সদা করে আলোড়ন।
ক্রমে ধন মান হীন,
দিন দিন তনু ক্ষীণ,
নিরাশার তাড়নায় শঙ্কিত পরাণ,
প্রতিকুল অবস্থায় সদা ম্রিয়মাণ ॥৬॥
আমি না দেখিতে চাই মানব সৃজন,
পদ্মপত্রে জলসম অস্থির জীবন।
কত শত নিরাশ্রয়,
কত দীন অসহায়,
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস সদা ভাসে অশ্রুনীরে,
দেহ-তরী ভাসে যবে সংসার সাগরে ॥৭॥
আমি নাহি চাহি আর নিরাশ জীবন,
স্মৃতির জ্বলন্ত শিখা নির্দ্দয় এমন—
তুলিতেছে তীব্রানল,
দহিতেছে হৃদিস্থল;
কে জানে সেকথা হায় কত দিন আর—
দহিবে এভাবে দুঃখ অনন্ত অপার ?৮॥
আমি না দেখিতে চাই মানব সৃজন,
কুরুক্ষেত্র—মহারণ সদা হয় সংঘটন।
উথলিছে অভাগার,
শোক-সিন্ধু অনিবার,
মরমেরস্থলে যবে করিছে অঙ্কন,—
অন্তর্হিত পিতা মাতা পুত্র কন্যাগণ ॥৯॥
মানবজীবনে সদা কত রূপান্তর,
তরল অন্তর ক্রমে কঠিন প্রস্তর।
এক স্রোত প্রবাহিনী,
সে জীবন নির্ঝরিণী,
একবার গেলে দিন ফিরে নাকো আর,
ঊর্ম্মিময় সদা, উজান বহে না তার।১০॥
জীব-তারা অস্তমুখ হায়রে যখন,
শমনের তীব্র ধ্বনি করিছে শ্রবণ।
তরঙ্গে তরঙ্গে আসি,
বিচ্ছেদ যাতনা রাশি,
ঢালিছে জীবন-নদে দুঃখ অগণন,
মায়াবদ্ধ জীব তাহে সদা উচাটন ॥১১॥
চাহি নাকো আমি হেন মানব জীবন,
অদৃষ্টের তাড়নায় নিরাশ এখন।
জলের যে শীতলতা,
চন্দ্রমার মধুরতা,
সৃজন যাঁহার ভবে কোন্ প্রাণে হায়;
সৃজিলা সে বিভু এই দেহ লতিকায়? ॥১২॥
বিশ্বস্রষ্টা-হে বিধাতঃ সর্ব্বশক্তিমান,
দয়াল নামের কিহে এই পরিণাম?
শ্রাবণের চিতা প্রায়,
দহিয়া মানবে হায়,

কি ফল লভিলা দেব, দয়ার নিদান,
জগতের কিযে হিত করিছ বিধান ? ॥১৩॥
ক্রমে আয়ু-সূর্য্য মম ঢলিছে পশ্চিমে,
নহে সন্ধ্যা বহুদূর—ডুবিব অন্তিমে।
একটী সুখের গান,
আশার একটী তান,
নাহি শুনি কোন দিন এ পাপ জীবনে,
কে দেখে সে ভবিষ্যৎ কি হয় মরণে ॥১৪॥

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু।

রূপতৃষ্ণা।

চারুশীলা পিতামাতার আদরের মেয়ে, চতুর্দ্দশ বৎসর অতিক্রম করিয়া পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেও তাহার বিবাহ হইয়াছিল না। সচরাচর বাঙ্গালী ঘরের মেয়ের একাদশ বৎসর কি দ্বাদশ বৎসর বয়স হইলেই বিবাহ হইয়া থাকে, কিন্তু চারুশীলার বিবাহ সম্বন্ধে উক্ত নিয়ম রক্ষিত হয় নাই। ইহার কারণ তাহার পিতা তাহাকে অল্প বয়সে নিজের নিকট হইতে বিদায় দিয়া শ্বশুর বাড়ী পাঠাইতে ইচ্ছা করিতেন না বিশেষতঃ মনের মত বরও পাওয়া গিয়াছিল না। যদিও তাহার মাতা সময় সময় কন্যার বিবাহের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাহার পিতা বলিতেন এত অল্প বয়সে মেয়ের বিবাহ দিলে তাহার সন্তানাদি কখনও সুস্থকায় ও বলিষ্ঠ হইবে না। এই যুক্তিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া তিনি আর কন্যার বিবাহের কথা উত্থাপন করিতেন না।

অনেক দেখিয়া শুনিয়া এবং বাছিয়া গুছিয়া চারুশীলার পিতা তাহার সম্বন্ধ স্থির করিলেন। বর বড় মানুষের ছেলে তাহাতে আবার এম, এ পাশ করিয়াছে, এ হেন বর বাঙ্গালীর গৃহে দৈব-দুর্লভ, সুতরাং চারুশীলার পিতামাতার আর আনন্দের সীমা রহিল না। অনেক জাঁক জামক করিয়া বর নরেন্দ্রনাথ বন্ধুবান্ধব সঙ্গে লইয়া বিবাহ করিতে আসিলেন। বরের পিতা ও কন্যার পিতা উভয়েই বড় মানুষ সুতরাং আমোদ-প্রমোদের যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছিল। অনেক ঘটা করিয়া চারুশীলার বিবাহ হইয়া গেল, বাটীস্থ সকলেই আনন্দে মগ্ন, সৎপাত্রে চারুশীলাকে অর্পণ করিয়াছেন বলিয়া তাহার পিতার আর আনন্দ ধরে না; তাহার মাতাও আজমহা আহ্লাদিতা। স্বভাবতই তিনি প্রফুল্লময়ী, তাহাতে আবার কন্যার আশানুরূপ বর জুটিয়াছে ইহাতে যেন সেই আনন্দময়ীর দেহ হইতে আনন্দ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। কিন্তু যাহারা বিবাহ সময় উপস্থিত ছিলেন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বরের যেন একটু বিমর্ষভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শুভদৃষ্টির পর হইতেই যেন বর নরেন্দ্রনাথ একটু বিমর্ষভাব ধারণ করিয়াছিলেন। ইহার কারণ কেহই নির্ণয় করিতে পারিতেছিলেন না। কেহ কেহ মনে করিতে লাগিলেন হয়তঃ নরেন্দ্রনাথের চারুশীলাকে মনের মত হয় নাই। কিন্তু তাহা না হইবার

কারণ কেহ অনুসন্ধান করিয়া পাইলেন না। চারুশীলা নিখুঁত সুন্দরী না হইলেও তাহার দেহের কোন অংশ কুৎসিৎ বলা যাইতে পারে না। তাহার ডাগর চক্ষু দুটী ও ভ্রূযুগল অত্যন্ত সুন্দর বিশেষতঃ যৌবন সমাগমে তাহার দেহে এক অসাধারণ সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়াছে। তাহার নিবিড় কৃষ্ণ কেশদাম তাহার সৌন্দর্য্য যেন অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছে। যদিও তাহার রং খাঁটি গৌরবর্ণ নহে তথাপি তাহাকে কাল বলা যাইতে পারে না, বরং তাহা অত্যন্ত কমনীয়। এরূপ মাধুর্য্যময়ী স্ত্রী যে নরেন্দ্রনাথের মনে ধরিবে না তাহা কেহ ধারণাই করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ চারুশীলা সর্ব্ব-গুণ-সম্পন্না বলিয়া সকলেই অবগত ছিলেন। বিবাহ-বাসর ঘরে যে সকল রসিকারা উপস্থিত ছিলেন তাহারা অনেকেই নরেন্দ্রনাথকে অল্পভাষী মনে করিলেন কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহ তাহার বিমর্ষ হওয়ার প্রকৃত কারণ জানিতে পারিলেন না। বিবাহের পর দিন নরেন্দ্রনাথ তাহার কোন বন্ধুর নিকট ব্যক্ত করিলেন যে তাহার স্ত্রী তাহার মনোমত হয় নাই। কোন কথাই প্রায় প্রচ্ছন্ন থাকে না তেমনি একথাটীও চারুশীলার পিতামাতার কর্ণগোচর হইল। তাঁহারা এই আকস্মিক অভাবনীয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। এত সাধ করিয়া এত অর্থ ব্যয় করিয়া কন্যার বিবাহ দিলেন এখন সেই কন্যা বিবাহিতা হইয়া সুখী হইবে না ইহা ভাবিয়া তাঁহারা আকুল হইলেন। এত যত্ন করিয়া যে কন্যাকে লালন-পালন করিয়াছেন অন্য সে স্বামী সোহাগে বঞ্চিতা হইয়া তাহার গৃহে যাইবে, এসকল বিষয় তাহাদের মানসপটে উদয় হওয়াতে তাঁহারা অত্যন্ত মানসিক কষ্ট অনুভব করিলেন। ইহার কোন প্রতিকার নাই জানিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিলেন। যথাসময় চারুশীলা অশ্রুজলে ভাসিয়া পিতামাতার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করিয়া শ্বশুরবাড়ী আসিল। শ্বাশুড়ী বধু দেখিয়া অত্যন্ত প্রফুল্লিতা হইলেন যদিও প্রতিবেশীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বধু অধিক বয়স্থা বলিয়া একটু ব্যঙ্গ করিয়াছিল কিন্তু গৃহিণী সে সকল কোন কথাই কাণে তুলিলেন না। নরেন্দ্রনাথ বাড়ী আসিয়াই তাহার পাঠ্যস্থান কলিকাতা যাইবার জন্য ব্যগ্রতা জানাইয়া পিতামাতার অনুমতি চাহিলেন। তাহার মাতা তাহার মনোগত ভাব অবগত হইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। এমন শ্রীসম্পন্না স্ত্রীও যে তাহার পুত্রের মনোমত হয় নাই ইহাতে একেবারে অবাক হইলেন। পুত্রকে অনেক প্রকারে বুঝাইলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই প্রবোধ প্রদান করিতে পারিলেন না। অনেক বলিয়া কহিয়া তাহাকে কিছুদিন বাড়ীতে রাখিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। চারুশীলা শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর স্নেহে দশদিন অতিবাহিত করিয়া স্বামীকর্ত্তৃক অনাদৃতা হইয়া পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। প্রায় একবৎসর কাল আবার পিতামাতার নিকট রহিলেন। এই এক বৎসরের মধ্যে তাহার রূপরাশি যেন দ্বিগুণতর বৃদ্ধি পাইল, তাহার সেই কমনীয় প্রকৃতি, যাহারা পূর্ব্বে একবার দেখিয়াছে তাহারা এখন তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। নরেন্দ্রনাথ বিবাহের পরই কলিকাতা চলিয়া গিয়াছিলেন এবং একবৎসর মধ্যে আর বাড়ী

ফিরিয়া আসেন নাই। পিতা বারংবার অনুরোধ করিয়া বাড়ী আসিতে লিখিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার সে অনুরোধে কর্ণপাত করিলেন না। আশানুরূপ স্ত্রী হয় নাই বলিয়া বিবাহের পর হইতেই তাহার পিতামাতার প্রতি একটু বীতশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তাহার ধারণা হইয়াছিল যে, অর্থলোভে তাঁহারা তাহাকে এক অরূপা রমণীর নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল, নরেন্দ্রনাথ একবার রেলে তাহার কোন এক বন্ধুর বাড়ীতে যাইতেছিলেন। তিনি যে ষ্টেসনে নামিবেন সেখান হইতে তাঁহার বন্ধুর বাড়ী প্রায় দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বেই তাঁহার বন্ধুর নিকট চিঠি লিখিয়াছিলেন। তিনি ষ্টেসনে পাল্কীর বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ গাড়ী হইতে নামিবামাত্র তাঁহার বন্ধুর লোকজন তাঁহাকে সম্ভাষণ করিল, তিনি যখন ষ্টেসনের প্ল্যাট্‌ফরমে দাঁড়াইয়া তাঁহার জিনিষপত্র দেখিতেছিলেন তখন হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি স্ত্রীলোকের গাড়ীতে পড়িল, তিনি দেখিলেন যে এক অসামান্যা রূপলাবণ্যসম্পন্না যুবতী সেই গাড়ীর জানালা দিয়া তাঁহার দিকে একধ্যানে চাহিয়া রহিয়াছে। তাঁহার দৃষ্টি সেইদিকে পতিত হইবা মাত্র যুবতী লজ্জায় গাড়ীর জানালা হইতে মুখ ফিরাইলেন। ইতিমধ্যে গাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল; নরেন্দ্রনাথ স্তব্ধের মতন দাঁড়াইয়া সেই যুবতীর রূপরাশির কথা ভাবিতে লাগিলেন, তিনি মনে করিলেন যে, চারুশীলার সঙ্গে বিবাহ না হইয়া যদি এইরূপ কোন রমণীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইত, তাহা হইলে এই দীর্ঘকাল তাঁহার মানসিক কষ্টে যাপন করিতে হইত না। মনের কষ্ট মনেই চাপিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধুর বাটীতে আসিলেন, তাঁহার বন্ধু তাঁহার পূর্ব্বাপর সকল অবস্থাই জানিতেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, হয়ত কিছুদিন পরে তাঁহার এই প্রকার রূপতৃষ্ণা থাকিবে না, কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া অধিকতর বিস্ময় প্রকাশ করিলেন, তিনি তাঁহাকে অনেক প্রবোধ দিয়া নিজের স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু 'চোর না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।' তিন চারি দিন অন্যমনস্ক ভাবে বন্ধু-আলয়ে সময় অতিবাহিত করিয়া গাড়ীস্থিতা যুবতীর রূপরাশি ধ্যান করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলেন। কলিকাতা আসিয়া নরেন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক খারাপ হইল। তিনি সর্ব্বদাই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে কি কুক্ষণেই চারুশীলার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। এদিকে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বাড়ী যাইবার জন্য অত্যন্ত পিড়াপিড়ী করিয়া চিঠি লিখিলেন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ এবারও পূর্ব্বের ন্যায় পিতৃ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে একটুও ইতস্ততঃ করিলেন না। এইরূপ চিন্তাস্রোতে গা ছাড়িয়া দিয়া সর্ব্বদা হা হুতাশ করিয়া তিনি কিছুদিন পরে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তাহার রোগের অবস্থা ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়া বলিল যে অত্যধিক দুর্ভাবনায় এই রোগের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার পিতা পুত্রের এইরূপ আকস্মিক ব্যারামের কথা শুনিয়া তাহার মাতাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতা আসিলেন। তাহার শ্বশুর মহাশয়ও স্বীয় কন্যা সহ জামাতাকে দেখিতে আসিলেন। তাহার শ্বশুর আসিয়া জামাতার রোগের অবস্থা

পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল হইয়াছে জানিতে পারিলেন, তাহারা যেদিন সকাল বেলায় কলিকাতায় পঁহুছিলেন সেইদিন মধ্যাহ্নকালে নরেন্দ্রনাথ যখন নিদ্রা যাইতেছিলেন তখন এক যুবতী তাহার শয্যাপরি বসিয়া তালবৃন্ত দ্বারা তাহাকে ব্যাজন করিতেছিল, যুবতীর চক্ষু দুটী জলে পরিপূর্ণ। নিদ্রাভঙ্গ হইলে নরেন্দ্রনাথ চক্ষু উন্মীলন করিয়া সেইদিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। পরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তুমিই কি তবে চারুশীলা।' চারুশীলার মুখ হইতে একটী বাক্যও নির্গত হইল না, সে কেবল নিঃশব্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। অনুসন্ধানে নরেন্দ্রনাথ জানিলেন তিনি যে দিন বন্ধুর বাড়ীতে গিয়াছিলেন, ঘটনাক্রমে সেইদিন একই ট্রেণে চারুশীলাও তাহার মাতার সঙ্গে মাতুলালয়ে গিয়াছিল। পথি মধ্যে নরেন্দ্রনাথ যখন গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি চারুশীলাকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু চারুশীলা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিল।

শ্রীকরুণামোহন ঘোষ।
ময়মনসিংহ।

বিধবাবিবাহ।

"প্রজ্ঞাসুন্দরীর পত্রের" প্রত্যুত্তরে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান শঙ্কট সময়ে বিধবাবিবাহের ন্যায্যান্যায্য বিষয়ের আলোচনায় আমাদের সমাজকে চঞ্চল করিয়া আত্মদ্রোহীতায় প্রবৃত্ত হইতে আদৌ আমাদের ইচ্ছা নাই। কেন না, উহা আমাদের বর্ত্তমান মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, এবং গৌণ উদ্দেশ্যও ইহা নহে যে, বিধবাবিবাহ যদি ন্যায়ানুমোদিত না হয়, তথাপিও জোর করিয়া উহা প্রচলন করিতেই হইবে। তবে এখন এই কথাটাও বলিয়া রাখা ভাল যে, যদি এই বিধবাবিবাহ প্রকৃতপক্ষে ন্যায়ানুমোদিত হয় তবে সমাজ কেনই বা উহা অন্যথা উপেক্ষা করিবে। কিন্তু আমি অধুনা বর্ত্তমান কায়স্থসমাজকে এই বিষয়ের আন্দোলন হইতে বিরত থাকিতেই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, যেহেতু এ বিষয়ের বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইলে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্যও পণ্ড হইয়া যাইতে পারে।

মানুষের যেমন প্রাণ আছে, আহার নিদ্রা, জাগরণ আছে, সেইরূপ সমাজদেহেরও প্রাণ, শয়ন, জাগরণ প্রভৃতি আছে। আমাদের প্রাণ স্পন্দহীন বৃদ্ধ-সমাজ-বপু জাগিবে কিনা তাহা বলিতে পারি না। যদিও এই দেহে ঈষৎ প্রাণ সঞ্চারের ভাব পরিলক্ষিত হয়, তথাপিও যেন ভয় হয়, পাছে না জানি এই জরাজীর্ণ বিরাট দেহখানি সহসা একবার চোক মেলিয়া পাশ ফিরিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়। নবীনদেহে নবীন উদ্যম, নবীন উৎসাহ, নবীন চিন্তা ও নবীন আকাঙ্ক্ষা। আর প্রাচীনদেহ সমস্তই তাহার বিপরীত। চলন নহে, বলন নহে,

কর্ম্মে নাই স্পৃহা, জীবনে ভীতি, এমন কি প্রতি পদবিক্ষেপেই ভীতি—এদিকে ভাবনা, এইটা খাবনা, রোদে বেড়াবনা এইরূপ সব বিষয়েই বৃদ্ধের জুজুর ভয়, প্রতিনিয়ত তার মুখে নানা শব্দের বিকট ভীতিজনক ধ্বনি লেগেই আছে। আর এদিকে নবীন বলিতেছেন কেন যাব না, কেন খাব না, কেন বেড়াব না ?—তুমি ত বলেছিলে—কাঁচা পেয়ারা খেলে মানুষ মরে যায় ? কই, এই ত আমি পনথানেক খেয়ে পার করলুম—মরলুম ত না ? এই ত দেখি কাষা-গুলা রৌদ্রে দিন রাত ঘুরছে ফির্‌ছে কিন্তু মর্‌তে ত কাউকে দেখছি না। এদিকে বৃদ্ধ কিন্তু নবীনের এই সব উক্তিতে ভারি চটে যাচ্ছে, আর মনে মনে নিজকে বিশেষ অপ-মানিতও মনে করছে, আর বল্‌ছে, তোরা শাস্ত্র মানিবিনা, হিতোপদেশ মানিবিনা, সংসার যে উচ্ছিন্ন যাবার যোগাড় হল! কালে কালে এ সব হল কি! আমাদের সমাজদেহ এখন জরাবিষ্ট সুতরাং শাস্ত্রের দোহাই, ধর্ম্মের দোহাই, এইরূপ লক্ষ লক্ষ দোহাই যে সে দিতেছে; ইহা স্বাভাবিক। তবে ইহাতে একটী প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্যপালন করিতে হইবে যে, এই জীর্ণ সমাজ-দেহখানিকে সহজে যাহা পরিপাক হয়, এমন লঘু আহার দিয়া কিছু-দিনের জন্য বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে, সম্মুখে যদিও অনিবার্য্য মৃত্যু তথাপিও যতদিন বাঁচাইয়া রাখিতে পারি।

তুমি রুষ্ট হইও না বোন্, এইটা যে বড় মিছে কথা বলিতেছি তাও নয়। নবীন রক্তে সব সয়—রোদবৃষ্টি শীতোষ্ণাদি সাময়িক পরি-বর্ত্তন সবই তাদের সহ্য হয়, কিন্তু বৃদ্ধের কি তা সয়! নবীনের এই সব গুণকে বৃদ্ধেরা মনে করেন যেন ইহা ব্যাভিচার, আর নবীনেরা মনে করে ইহাই আচার বা আচরণীয়। আমাদের সমাজ আজ বৃদ্ধ সুতরাং সে যে নবীনের মত কাজ করিতে পারিবে, সে আশা দুরাশা। যদি ইহার মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম হয়, তবেই সে আশা করা যাইতে পারে। শূদ্রত্বপূর্ণ বর্ত্তমান কায়স্থ-সমাজের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ক্ষত্রিয়ত্বপূর্ণ নবীন-দেহ অদূরে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। আবার সমাজ নবীন হউক, তখন সবই সহিবে।

দিদি, তুমি প্রজ্ঞাবুদ্ধিবশে কতকগুলি অপ্রীতিকর সত্যের অবতারণা করিয়াছ—দোষ দিতে পারি না। তুমি বলিয়াছ—"বিবাহে পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি অভিভাবকবর্গের কর্ত্তৃত্ব আছে বটে, পরন্তু পুরুষান্তর গ্রহণ নারী মাত্রেরই ইচ্ছাধীন।" এইটা বাস্তবিকই ঠিক কথা, প্রতিবাদ করিবার যো নাই। এত বড় বিষম ব্যাপারটা তোমাদের স্বেচ্ছাধীন আছে বলিয়াইত আমরা বিধবাবিবাহের অনুকূলে কখনও কখনও যে কিছু বলিয়া থাকি তাহাও ঐ অনুরোধে। কেন না, আমরা তোমাদের মধ্যে চৌর্য্য বৃত্তির প্রশ্রয় দিতে পারিতেছি না। এই ব্যাপারটা প্রকাশ্যভাবে সমাজানুমোদিত হইলে পরে ইহাতে কলঙ্ক কি? দোষের আরোপ করা যাইতে পারিবে না। কিন্তু প্রচ্ছন্ন ভাবে হইতে গেলেই বড় কলঙ্ক হয় ও নারী-সমাজে পাপ তাপ প্রবেশ করে। তোমরা যদি সংযমী হইতে পারিতে, তবে আর দুঃখ ছিল কি? একটা কথা এস্থলে ভাবিয়া দেখা উচিত বোধ হইতেছে যে, ঈশ্বর বা ঈশনশীলা প্রকৃতির প্রতিকূলে কেহই চলিতে পারে না। আবর্জ্জনা দিয়া শক্তি বা বহ্নি ঢাকিয়া রাখিলেও সেই শক্তি বা বহ্নি অন্তঃসলিলার মত

ভিতরে ভিতরে ক্রিয়া করে—ইহা অভ্রান্ত সত্য। চক্ষুর অগোচরে কাজ হইতে গেলেই তার ফল বিষময় হইয়া পড়ে—অজানা রোগের কি যথা-যথ চিকিৎসা চলে? কাজেই মৃত্যু অনিবার্য্য।

তোমরা আমাকে ও আমার মতাবলম্বী-দিগকে যতই কেন স্বার্থপর ও দূরভিসন্ধিপরায়ণ ভাব কিন্তু আমরা উক্ত মতের পোষণ করিয়া ধর্ম্মের কাছে সাফ আছি। "নির্দ্দয় বিধাতা ইত্যাদি" "কেন রে আমারে ভারতে ইত্যাদি" গাইয়া এখন আর কি আমাদের দোষারোপ করিতে পার? আমি নিজে যাহা ভালবাসি আমাদেরও জোর করিয়া সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিতে আদৌ আমাদের ইচ্ছা নাই। যাহা আমি করিব, তুমিও তাই করিবে—যাহা আমি করিব না, তাহা তুমিও করিবে না—এই আমাদের নীতিবাণী। তোমার কথার ভাবে বুঝা যায় যে, ইহার অনুকূলে যাহা যাহা আমরা করিয়াছি বা করিতেছি যেন ইহার মূলে আমাদের স্বার্থের একটা ছলনা লুকান রহিয়াছে। কিন্তু বোন্, আমি আমার মনের খাটি কথাই বলিতেছি, এমন কি শপথ ক'রে বল্‌তে পারি যে এতে অন্ততঃ আমার নিজ স্বার্থসিদ্ধির ছলনা নাই—যাহা করিতেছি তাহা কেবল তোমাদের হিতের দিকে চাহিয়া করিতেছি। কেন না এখন সমাজ যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হই-য়াছে, সেই অবস্থার জীবনে যতবার প্রয়োজন হইবে এবং যতগুলির প্রয়োজন হইবে, তত-গুলিকে একে একে অথবা যুগপৎ বিবাহ করিতে পারিব। সমাজ অম্লানবদনে আমার এই কার্য্যের সহায়তা করিবে, তাহা আমি বিশেষ অবগত আছি। এই দুই কুড়ি পাঁচ বছরের বয়সে না, না, তাই বা কেন তিন কুড়ি সাড়ে তিন কুড়ি বৎসর পার হইলেও ভাবনার বিষয় কিছু নাই; সেই বয়সেও বহুমূল্য যৌতু-কাদিসহ অপ্সরাবিনিন্দিত তরুণরূপসীকে বা রূপসীদিগকে সংযমশিক্ষা দিবার জন্য রাখিয়া যাইতে পারিব। কাজেই বলি বোন্! এ ক্ষেত্রে আমাদের স্বার্থের ছলনা তুমি কি দেখিলে?

"শাস্ত্রের যে এত দোহাই দিচ্ছ বল ত বোন্, কোন কালেই বা এই শাস্ত্র অলঙ্ঘনীয় ছিল? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের কথা বাদ দিলেও এই সে দিনকার কথা বলিতেছি,—যখন বল্লালসেন কৌলীন্যপ্রথা প্রচলন করিয়াছিলেন, সেই দিনকার কথা। বল ত দিদি, কোন্ পূর্ব্ব-যুগের শাস্ত্র বা প্রথার মর্য্যাদা রক্ষা পাইয়াছে? সমাজের ঘরে ঘরে ঠান্‌দিদির মত কত শত কুমারী ও অকুমারী এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে এতে তোমার সেই অক্ষত যোনির কোনও প্রসঙ্গইত শুনিতে পাই না, বঙ্গসমাজ নীরবে এই সব অবনতমস্তকে ধারণ করিয়াছে, কোনও বিকারবোধ নাই। দিদি আরও বল্‌ব? না থাক, কাজ নাই। সমাজের কলঙ্ক ও ব্যাভি-চারের অভিনয় করিয়া কেবল নিজকে অপদার্থ প্রমাণ করিতেছি। অপ্রীতিকর সত্যের অব-তারণা করিয়া ক্ষুণ্ণ ও মর্ম্মাহত হইতেছি এই মাত্র। মনে করিয়াছিলাম এইখানেই এই চিত্রের উপসংহার করিব, কিন্তু আমার বোধ-হয় তুমি আমাকে তাহা করিতে দিবে না, কেন না তোমায় পত্রান্তে একটা "ক্রমশঃ" এইরূপ একটা কথা লিখা আছে, তাতেই মনে হয় যেন আবারও এই দুঃখের কাহিনী আমাকে গাইতে হইবে। এইসব দুঃখের কাহিনী, বিদ্রূপের বিষয় নয়, সুতরাং ইহার আলোচনাতেই দুঃখ হয়।

সহমরণ ও সাগরে সন্তান নিক্ষেপ এই প্রথাগুলিকে বর্ত্তমানসমাজ এখন কি ভাবে নিরীক্ষণ করেন তাহা জানি না। আমার বোধ হয় কোন জননীই আর এখন গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ প্রথার পক্ষপাতিনী নন। কিন্তু এক সময়ে এর বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ হইয়াছিল। এই সব প্রতিবাদের মূলে এক নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে—এই সব কু-প্রথা সমাজ-শরীরে ব্যাধি বা জখমস্বরূপ। চিকিৎসক দেখিলে অস্ত্রাঘাতের ভয়ে বিষম কলরব তুলিয়া দেয়, কিন্তু সুখময় ফল দেখিলেই নির্ব্বাক হইয়া যায়—ইহাই আমাদের সমাজের চিরন্তনপ্রথা।

যে সমাজে কোন আদর্শ নাই, সেই সমাজ যখন নবজীবনে উদ্দীপ্ত হয় তখন সেই সমাজের পথের কণ্টকস্বরূপ কোন প্রতিবন্ধক যথা—আইন, নজীর, শাস্ত্র, প্রথা ইত্যাদি না থাকাতে সমাজ নিজেই নিজ প্রতিভাবলে আপন গন্তব্য-পথ নির্দ্ধারণ করিয়া সমাজদেহকে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর করিয়া তোলে—ইহার দৃষ্টান্ত ইংরাজ, ফরাসী ও জাপান। কিন্তু যে প্রাচীন সমাজে ঐরূপ প্রতিবন্ধকের অভাব নাই—আদর্শ রহিয়াছে, পূর্ব্বস্মৃতি রহিয়াছে, শাস্ত্র আছে, প্রথা আছে, সেই সমাজ কি কোন দিন এই সব আবর্জ্জনার বোঝা ঠেলিয়া উপরে উঠিতে পারিবে? উক্ত ভারপ্রপীড়নে উত্তরোত্তর পাতালের নিম্নতর সোপানে যাইবে। ইহার দৃষ্টান্ত গ্রীস, মিসর, বাবিলোনিয়া ও আমরা। এরা আর উঠিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় কি? অপরের পদাঙ্ক উপর পা ফেলিয়া চলা বড় শক্ত কথা, এমন কি তাহা পারাই যায় না—তাহা করিতে গেলে গতি-শক্তিটা বড়ই মন্থর হইয়া পড়ে, কখন কখনও বা শরীরের ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া মুখথুবড়িয়া পড়িয়া যাইতে হয়। আমাদের সমাজ কিন্তু এইটাকে অভ্রান্ত সুপথ মনে করিয়া পদাঙ্ক অনুসরণেরই অনুবর্ত্তী হইয়াছে। 'বলং বলং বাহু বলম্'—নিজের প্রতিভার প্রসারণ না করিয়া কেবল পর-পদ-গ্রাহী হইতে গেলে নিজের প্রতিভাশক্তির কিছুই বিকাশ হয় না—আমি এই নীতির পোষণ করিয়া থাকি। বক্ষ্যমান বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিতে চাই না একটী অতি প্রয়োজনীয় কথা বলিতেছি—প্রকৃতি যখন নিজ নিয়মবশে তোমাদের উপরে তাহার প্রভাবের বিকাশ করিবে, তখন ঠিক থাকিতে পারিলেই হ'ল। কিন্তু তাও কি কখন কেউ থাকতে পারে? না তা থাকা উচিত? আমি জানি এই স্বভাবের প্রভাব-শক্তির অনুকূলে আপন বুদ্ধির কৌশল পরিচালনা করিয়া, উক্ত শক্তির উৎকর্ষতর প্রভাবের ক্রমের বিকাশ করতঃ কোন কোন জাতি জগতকে সুখ ও সাম্যের আবাসভূমি করিয়া তুলিয়াছে; পরন্তু উক্ত শক্তির প্রতিকূলে বাঁধ বাঁধিতে যাইয়া কোন কোন সমাজ-শক্তির অযথা অপচয় হেতু অদূরকালের মধ্যে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমি নিজে নিবৃত্তির অনুগামী নহি, পরন্তু প্রবৃত্তির সুপরিচালনের পক্ষপাতী।

তুমি নিবৃত্তিমার্গের অনুসারিণী। তোমার যে ভাব ভাল লাগিবে তুমি সেইভাবেই থাক, আমার যে ভাব ভাল লাগিবে আমাকে সেইভাবে থাকিতে দাও। কিন্তু বিশ্বকর্ত্তা নিজে অগ্নিকর্ত্তা (fireman) ইঞ্জিনে অনবরত আগুন ও কয়লা যোগান দিতেছেন। ইঞ্জিন এখন বাষ্পপূর্ণ। বল ত দেখি এখন এই

যন্ত্রের দশা কি হইবে? হয় যন্ত্র চলিতে থাকিবে, না হয় সেফ্‌টি ভাল্‌ব (safety valve) দিয়া অনবরত ধূমরাশি বাহির হইতে থাকিবে, না হয় বয়লার (boiler) ফাঁটিয়া ইঞ্জিনখানা চূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু যন্ত্র যদি চলিতে থাকে, তবে আর কোন ভয় নাই; পরন্তু উহা দ্বারা যদৃচ্ছা কার্য্য সংসাধিত হইবে। তোমার ইচ্ছা বুঝি আগুন জল ফেলিয়া দিয়া ইঞ্জিনখানা রানিং সেডে (running shed) বন্ধ করিয়া রাখা? তা হইলে দিদি! এই অনুপম যন্ত্রখানা নির্ম্মাণের কি প্রয়োজন ছিল? দৈব ঘটনা বশে (ড্রাইভার) চালকের অভাব হইলে অন্য ড্রাইভারে চালাইবে, ইঞ্জিনকে বসিয়া রাখা ত মালিকের অভিপ্রেত নয়। দিদি, বিধাতা সৃষ্টিবাহুল্য চান "একোঽহম বহুস্যাম্ প্রজায়েত" আর এইজন্যই জীবের মধ্যে বৃত্তিগুলির এত উৎকট প্রভাব দিয়াছেন, এবং এই জন্যই সংযমী মুনিগণও ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই—তুমি আমি কোন্ ছার। একটু ভেবে দেখ দিদি, শাস্ত্রও নয়, মন্ত্রও নয়, মানুষের বিবেকই তাহার গুরু। জ্ঞানের একটু বিকাশ করিতে হইবে, আর দেখিতে হইবে, ভাবিতে হইবে, বুঝিতেও হইবে, বিধাতার ইচ্ছাটা কি।

শ্রীরাইমোহন মিত্র,
চট্টগ্রাম।

বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গ।

বর্ত্তমান বর্ষের আশ্বিন মাসের আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভাতে "একটু ভাবিয়া দেখুন।" শীর্ষক প্রবন্ধপাঠে সুখী হইলাম। আমি যখন চারি বৎসর পূর্ব্বে পাবনার কোন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, তখন অনেক বার বিধবাবিবাহ বিষয়ে পাবনা হিতৈষীতে লিখালিখি করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছিলাম। এখন পুনরায় এই বিষয়ের আলোচনা হইতেছে দেখিয়া প্রীত হইলাম।

হিন্দু বাল-বিধবাদের পত্যন্তর গ্রহণ প্রথা প্রচলিত না থাকাতে হিন্দু-সমাজের যে কত অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। প্রতিনিয়ত সকলই ইহার তীব্র বিষ-যাতনা অনুভব করিয়া থাকেন, আর মনে মনে চিন্তা করেন যে বিধবাবিবাহটা সমাজে প্রচলিত হইলে কি মহৎ কার্য্যই না সম্পাদিত হইত! কিন্তু কেহই কাজের বেলা অগ্রসর হইতে চাহেন না। কাজেই কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের সেই কথাটী "প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, কার্য্যকালে খোঁজে সব নিজ নিজ পথ" মনে উদিত হওয়া স্বভাবসিদ্ধ।

সমাজে অনেক মহোদয় আছেন তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, আবাহমান কাল হইতে যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহার লঙ্ঘন করা যাইতে পারে না। এই শ্রেণীর লোকের নিকট আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, পুরাকালে সতীর সহমরণপ্রথা প্রচলিত ছিল, তখন কোন স্ত্রীই বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিবার অবসর পাইতেন না। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে

সঙ্গে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাসত্ত্বে স্বামীর চিতানলে তাঁহাদেরও ভস্মীভূত হইতে হইত। মাথা থাকিলে ত মাথার যন্ত্রণা অনুভূত করা যায়। আদৌ মাথাই ছিল না, তাহার আবার ব্যথা কি? সুতরাং তখন বিধবাবিবাহপ্রথা প্রচলনের কোন প্রয়োজনই ছিল না।

তার পর যখন সহমরণপ্রথা রহিত হইয়া গেল, তখন হইতেই যেমন বিধবার দল পরিপুষ্ট হইতে লাগিল তেমন তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নানাবিধ অশান্তির কারণও বিধবাদিগের মর্ম্মান্তিক যাতনাবহ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। এমন কি সেই যাতনানল ক্রমে সমাজকে একেবারে ভস্মীভূত করিতে উদ্যত হইয়াছে। বস্তুতঃ কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত এবং হইতেছে। তবে কোন বিষয় বা প্রত্যক্ষভাবে আবার কোন বিষয় বা পরোক্ষভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আরও একটী কথা আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, সেই পৃথিবীই যখন পরিবর্ত্তনশীল, তখন সেই পৃথিবীজাত সমস্তই যে পরিবর্ত্তনশীল হওয়া স্বভাবসিদ্ধ তাহাতে বোধ হয় কাহারও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের যে শৌর্য্য-বীর্য্য ছিল, মনের বল ছিল, দেহে সামর্থ ছিল, চিত্তবৃত্তিসমূহের সংযত করিবার ক্ষমতা ছিল, এখন আমাদের সেই সব কোথায়? অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, কালের প্রভাবে তৎসমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তবে আর বিধবাবিবাহটা প্রচলনে এত আপত্তি কেন? পুরাকালে লোকে ধর্ম্মকে বড় ভয় করিয়া চলিত, কেহই ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইত না। আজ সমাজের সে দিন কোথায়? স্বর্গে আর নরকে যতটা প্রভেদ, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সঙ্গে আমাদের তদপেক্ষা অধিক প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে।

ব্রাহ্মণই বলুন (যাঁহারা বিধবা বিবাহের অধিক বিরোধী,) কায়স্থই বলুন আর অন্যান্য সমস্ত হিন্দুই বলুন সকলের মধ্যেই অচিরে এই বিধবাবিবাহপ্রথা প্রচলিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের ব্যবস্থাপক পণ্ডিত মহাশয়দের ত একেবারেই এবিষয়ে দৃষ্টি নাই। তাঁহারা বাহ্যজ্ঞান বিবর্জ্জিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা তাঁহাদের শাস্ত্র লইয়াই ব্যস্ত, কিন্তু দেশ কাল পাত্রভেদে যে সমস্তেরই পরিবর্ত্তন অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাতে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। বলি তাঁহারা যে শাস্ত্র শাস্ত্র বলিয়া এত চীৎকার করেন, তাহাদের নিজের যে কতদূর অধঃপতন হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে সমাজের যে অবনতি হইয়াছে, তৎপ্রতি কি তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য যত ইচ্ছা (কামজ) দারপরিগ্রহ করিতে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? পূর্ব্বপুরুষেরা পারেন, তখন স্ত্রীজাতিই বা কি দোষ করিল? বেদাধ্যয়ন, যোগসাধন প্রভৃতি তত্ত্বে নিযুক্ত তাহাদের প্রতি এরূপ ব্যবস্থা কেন হইতে থাকিয়া নিষ্কাম ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন! কই আজকালকার প্রভুদের তাহা কোথায়?

এই পৃথিবীতে হিন্দুজাতির ভিতরেই এমন বংশ বা ঘর অতি বিরল যে বংশের বা ঘরের অধিকাংশ বিধবারা পরোক্ষভাবে গান্ধর্ব্বমতে পত্যন্তর গ্রহণ না করিয়া থাকেন। যদি কেহ আমার এই মতের বিরুদ্ধে বলিতে চাহেন তবে তিনি যে দৈনন্দিন ব্যাপারে একেবারে অনভিজ্ঞ তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না। একেত স্ত্রীচরিত্র বুঝা যায়, তার পর কন্দর্পদেবের কৃপা ও বিরহ যন্ত্রণা। মহাভারতেও স্ত্রীচরিত্রে বিশ্বাস স্থাপন নিষিদ্ধ। আমরা পুরুষ, অতএব স্ত্রীচরিত্রের সম্যক সমাধান করা আমাদের পক্ষে সম্ভবে না। কবিবর ভারতচন্দ্র রায় স্ত্রীচরিত্রে কামদেবের কৃপা পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা অধিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এখন পুরুষমাত্রেই নিজ নিজ চরিত্র সমালোচনা করিয়া দেখিলে অবশ্য বুঝিতে পারিবেন যখন তাঁহারাই কামশরে বিদ্ধ হইয়া হিতাহিত জ্ঞানভ্রষ্ট হইয়া থাকেন, তখন স্ত্রীজাতির দোষ কি? তবে এ কথাও স্বীকার্য্য যে যেমন স্ত্রীজাতির প্রতি কামদেবের অনুগ্রহ বেশী, তেমন তাহাদের বৃত্তিসমূহ সংযম করিবার ক্ষমতাও সেই অনুপাতে অধিক। তাহা না হইলে, স্ত্রীজাতির ক্রিয়া কলাপ দেখিয়া দিনকে রাত্রি বলিয়া ভ্রম হইত।

আবার পুরুষ যখন কামান্ধ হইয়া যতবার বীভৎস ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া যদি দোষাবহ না এবং তাহা যদি জানিয়া শুনিয়া সমাজ তদরূপে প্রত্যক্ষভাবে বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ করার এত আপত্তি কেন? মহানুভব এবং ত্রিকালজ্ঞ পরাষর ঋষি সবিশেষ জানিয়া শুনিয়াই বিধবাবিবাহের বিধি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তবে আর আমাদের ভ্রম-

সঙ্কুলপথে বিচরণ করিবার প্রয়োজন কি?

আমরা কায়স্থ জাতি অতএব ক্ষত্রতেজ সম্পন্ন। সুতরাং আমাদের ধর্ম্মানুসারেই এবিষয়ে আমাদের অগ্রণী হইয়া কার্য্য করা উচিত। অতএব আমাদের বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গটার স্থান দিয়া যাহাতে অচিরে এই প্রথাটী সমাজে প্রচলিত হইয়া সমাজের এবং দেশের মহৎ উপকার সাধিত হয় তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী হইলে আমরা নিজকে কৃতার্থ মনে করিব।

বিধবাদের পত্যন্তর গ্রহণ সমাজে প্রচলিত হইলেই যে যিনি সাত ছেলের মা, তিনিও পত্যন্তর গ্রহণে অভিলাষিণী হইবেন তাহাও হওয়া বিধিসঙ্গত নহে। এরূপক্ষেত্রে অজাত ঋতু এবং অজাত সন্তান অথবা যাঁহারা জীবনে কখনও দাম্পত্যসুখ অনুভব করিতে সুযোগ পায় নাই এরূপ বাল-বিধবাদিগেরই পত্যন্তর গ্রহণপ্রথা সমাজে প্রচলিত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ। সত্য বটে যে এই প্রথা সমাজে প্রচলিত হইলে স্ত্রীজাতির স্বামী ভক্তির হ্রাস হইবে, তবে যাহার স্বামীভক্তি জন্মিবার কোন কারণ নাই তাহার পক্ষে সবই সমান। কুলটার পক্ষেই এরূপ সন্তরপর, অন্যের পক্ষে নহে।

আরও একটী অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যখন কুমারী বালিকার বিবাহ দেওয়াই সমাজের ঘৃণিত নিয়মানুসারে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি একটী কন্যার বিবাহ দিতে পিতামাতার সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, তখন যদি বিধবাবিবাহপ্রথা প্রচলিত হয়, তবে কুমারীদের বিবাহ দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

কথাটী বড় মন্দ নয়। তবে এ বিষয়েও সমাজের সমান দৃষ্টি থাকিলেই এই মহৎ অনিষ্ট-পাতের কোন সম্ভাবনা থাকিবে না।

যে যৌবনপ্রাপ্তা বিধবাদের সন্তান আছে, তাহাদের পত্যন্তরগ্রহণ করা অসম্ভব, কারণ তখন যে সন্তান থাকিল তাহার পিতা নির্দ্দিষ্ট করা বড়ই বিপজ্জনক হইতে পারে। কথাটী শুনিয়া পাঠকেরা হয় ত হাসিবেন যে, জন্মদাত্রী ভিন্ন জন্মদাতার নির্দ্দেশ করা কঠিন, তথাপি একটা কিছু নিয়ম থাকা ভাল। যদি সত্যের অপলাপ না করিয়া মনে মনে স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখেন তবে আমার উপরিলিখিত মন্তব্যটী যে অসঙ্গত এমত বিবেচিত হইবে না তাই বলিতেছিলাম যে, বিধবাদের পত্যন্তর গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদের বয়সের অথবা অবস্থা বিশেষের একটী সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকাও উচিত।

ব্যক্তিগত চেষ্টাতে এরূপ একটী মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। দেবকল্প বিদ্যাসাগর মহাশয় এ বিষয়ে অনেক চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আরও কয়েক জন মহাত্মা চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছেন। অতএব যাহাতে সমস্ত হিন্দুসমাজ এ বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয়েন, তৎপ্রতি বিশেষ চেষ্টা করা আমাদের সভার অবশ্য কর্ত্তব্য।

সমাজের এবং সভার অনুমত্যানুসারে যেমন আমরা সকলেই উপবীত ধারণে সচেষ্ট এবং উৎসুক হইতেছি, সেইরূপ যদিও কামজ দার-পরিগ্রহ বিধিসঙ্গত নহে, কিন্তু ন্যায়সঙ্গত বিবেচনায় এবং যদিও আমরা গৃহীতদার যুবক তথাপি সমাজের পতনাবস্থা হইতে তুলিবার নিমিত্ত অনেকেই এ বিষয়ে সচেষ্ট এবং সমুৎসুক হইয়াছি।

আশা করি ভগবৎকৃপায় অচিরেই সমাজের এবং সভার চেষ্টায় সমাজের এই মহতী উন্নতি সাধিত হইবে।

শ্রীললিতমোহন পাল।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দেবমর্ম্মা, সরকার মহাশয় তীর্থদর্শন জন্য প্রয়াগ, মথুরা, শ্রীবৃন্দাবনধাম, গিরি-গোবর্দ্ধন, কাশী, গয়া ইত্যাদি স্থানে প্রায় এক-মাসকাল পরিভ্রমণ করায় মাঘ মাসের প্রতিভা বিলম্বে প্রকাশিত হইল, এতন্নিবন্ধ লেখকগণ ও গ্রাহকগণ মার্জ্জনা করিবেন। সম্পাদক মহাশয়ের অনুপস্থিতিকালে কার্য্যের কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলা হওয়া অসম্ভব নহে। তজ্জন্য লিখিতেছি যদি কোন মহাত্মা তাহার পত্রের উত্তর কি পত্রিকাদি না পাইয়া থাকেন তবে দয়া করিয়া জানাইবেন। বিগত পৌষ মাসের প্রতিভা প্রায় একশত গ্রাহকের নিকট ভিঃ পিঃ করা হয় তন্মধ্যে ৬০ জন গ্রাহক দয়া করিয়া তাঁহাদিগের দেয় চাঁদা প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে অচ্ছেদ্য

বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ৪০ জন গ্রাহক ভিঃ পিঃ নিষ্কারণে ফেরত দিয়া আমাদিগকে মর্ম্মাহত ও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন। আমরা বার্ষিক ১৷৷০ মূল্যে রয়েল আকারে ৬ফর্ম্মায় অর্থাৎ ৪৮ পৃষ্ঠায় একখানি মাসিক পত্রিকা কায়স্থতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক সন্দর্ভপূর্ণ পত্রিকা মাস মাস তাঁহাদিগের করকমলে প্রদান করিতেছি! এই ১৷৷০ টাকার মধ্যে তিন আনা আমাদিগের ডাকখরচ বাদে প্রত্যেক গ্রাহকের নিকট ১৷৵০ আনা আমরা প্রাপ্ত হই। এত অমূল্যে এ প্রকার মাসিক পত্রিকা আর কেহ কখনও দিয়াছেন, আমরা জানি না। কায়স্থ-সমাজকে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষে প্রবুদ্ধ করিতে আমার এই শেষ জীবনে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি। আমাদিগের বিজ্ঞাপন নাই, কেবল কায়স্থমহোদয়গণের এই সামান্য দান গ্রহণ করিয়া এই গুরুভার নিজের আর্থিক ক্ষতি স্বীকারে বহন করিতেছি। আমাদিগের কি অপরাধ দৃষ্টে গ্রাহক মহাশয়গণ ভিঃ পিঃ গুলি ফেরত দিলেন জানি না। ভিঃ পিঃ দিবার ৭ দিন আগে আমরা পোষ্টকার্ড দ্বারা কাহারও কোনও প্রকার আপত্তি আছে কিনা, জানিতে ইচ্ছা করি। যদি কোনও গ্রাহকের কোনও আপত্তি থাকে, তিনি ৫ ব্যয় করিয়া আমাদিগকে জানাইলেই আমরা ক্ষান্ত থাকিব। এতাধিক পরিমাণ গ্রাহক যদি ভিঃ পিঃ অস্বীকার করিয়া পত্রিকাখানি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, তবে আমাদিগের উপায় কি? প্রবন্ধলেখকগণ কপর্দ্দক গ্রহণ না করিয়া কেবল ধর্ম্মবুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া পতিত, ঘৃণিত, পরপদদলিত কায়স্থসমাজকে উন্নতির পথে উত্থিত করিবার বাসনায় দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া কত শত ২ প্রবন্ধ দয়া করিয়া আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিতেছেন। তাঁহাদিগের নিঃস্বার্থ কার্য্য অবলোকন করিয়া মনে হয় যে, কায়স্থসমাজে জীবন আছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় গ্রাহকগণ তাঁহাদিগের পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যে সাহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন না। যদি এতাধিক গ্রাহকগণ বৎসরের শেষভাগে ভিঃ পিঃ ফেরত দেন, তবে প্রতিভার জীবনলীলা কালের গভীরান্ধকারে চিরদিনের জন্য বিলীন হইয়া যাইবে। দেখিলাম কায়স্থসমাজকে চৈতন্য করিবার শক্তি আমাদের নাই। শ্রীভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। এমন কোনও গ্রাহক আমাদের নাই, যিনি প্রতিবর্ষে কায়স্থসমাজের উন্নতিকল্পে ১৷৷০ দান করিতে পারেন না। কত টাকা কত দিকে ব্যয় হইতেছে। অপ্রত্যাসিত ভাবে কতকগুলি ভিঃ পিঃ ফেরত আসায় মনের আবেগে কতক-গুলি আবান্তর কথা লিখিয়া গ্রাহকগণকে বিরক্ত করিলাম, তাঁহারা নিজগুণে আমা-দিগকে মার্জ্জনা করিবেন।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে কায়স্থ-কুসুমাঞ্জলির দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ মুদ্রিত হইয়াছে কি না। তাঁহাদিগের অবগতির জন্য লিখিতেছি যে, উক্ত ২টী ভাগ আজিও মুদ্রিত হয় নাই। দেশের অবস্থানুসারে উহা যে কখনও হইতে পারে বোধ হয় না।

আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রতিভার পাঠকগণকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, কায়স্থাকাশ হইতে একটী সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অনন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ, বৈষ্ণবজগতের অমূল্য রত্ন, অনিয় নিমাইচরিত প্রণেতা শিশিরকুমার ঘোষ

মহাশয় ইহজগত হইতে প্রস্থান করিয়া, বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিয়াছেন। বিগত অর্দ্ধ-শতাব্দিকাল দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া, ধর্ম্ম-জগতে, রাজনৈতিক বিভাগে ও সামাজিক মন্দিরে, যে অপূর্ব্ব তিনটী মধুচক্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে জগতের সমস্ত নরনারীগণ নিরবধি সুধাপান করিতে পারিবেন। তাঁহার সংস্থাপিত অমৃতবাজার ও আনন্দবাজার পত্রিকাদ্বয় ভারতের কত প্রকার পারলৌকিক ও পার্থিব উৎকর্ষ-সাধন করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা আমাদের দীনা লেখনী কীর্ত্তন করিতে অসমর্থ। তদীয় কীর্ত্তিগাঁথা স্বল্পাক্ষরে বা স্বল্পায়তনে বিবৃত করা মানুষের অসাধ্য। যিনি গৌরাঙ্গধর্ম্মকে নূতন বেশে সুসজ্জিত করিয়া, সমগ্র জগতকে তদীয় প্রেমধর্ম্মে গ্রথিত করিতে প্রথমে অগ্রসর হইয়াছিলেন, যাঁহার অমানুষী অদম্য চেষ্টায় ধ্বান্তরাশি বিনষ্ট হইয়া পাশ্চাত্যজগতের সুনীলাকাশে আজ গৌরচন্দ্র সমুদিত হইয়াছেন, যাঁহার গ্রথিত গৌরমালা আজ শ্বেতকায় নরনারীগণের কণ্ঠে সুশোভিত হইয়াছে, যাঁহার প্রদর্শিত চৈতন্যধর্ম্ম তাঁহাদিগের প্রেমধর্ম্মে চৈতন্যসম্পাদন করিয়াছে, এই প্রকার অদ্বিতীয় মহাত্মাকে হারাইয়া আজ আমাদিগের বঙ্গমাতা শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে-ছেন। এই মহাত্মা তদীয় শেষ জীবনে কালভৈরবের করাল ফবাট উন্মোচন করিয়া যে আনন্দকাননের অপরূপ দৃশ্যাবলী নরনারী-গণের সম্মুখে বিকাশ করিতেছিলেন, তাহা কেহই ভুলিতে পারিবেন না। তিনি জীর্ণ জরাদেহ পরিত্যাগ করিয়া অমর দেহে বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহাই আমা-দিগের এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনের সান্ত্বনার একমাত্র উপায়।

বর্ত্তমান মাঘ মাসে নানাস্থান হইতে কায়স্থোপনয়নের সংবাদ আসিতেছে। এই সমস্ত সংবাদ আগামী ফাল্গুন চৈত্র সংখ্যায় প্রতিভার পাঠকগণ জানিতে পারিবেন।

আগামী লোকগণনায় উপনীত কায়স্থ-গণ "কায়স্থ-ক্ষত্রিয়" বলিয়া তাঁহাদিগের জাতির পরিচয় দিবেন। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ দ্বিধাকৃত হইয়াছেন, কতক ক্ষত্রিয় আচার সমন্বিত, আর কতকগুলি শূদ্রাচারী। যাহারা আজিও "একজাতি" হইয়া রহিয়া-ছেন, "দ্বিজাতি" হইতে পারেন নাই, তাঁহা-দিগকে শূদ্রের স্থান অধিকার করিতেই হইবে; ইহাই মনুর অনুশাসন। আমরা আশা করি আমাদিগের শূদ্রাচারী কুলীন কায়স্থমহোদয়গণ অগৌণে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিবেন।

সম্পাদকস্য।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

কায়স্থকবি শ্রীমধুসূদন দত্ত।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)।

মধুসূদন হিন্দুকলেজে একজন প্রতিভাবান্ ছাত্র বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার একজন সহাধ্যায়ী এক সময় মধুসূদন সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন "I was a very dull boy at the commencement, but by diligence and exertion became one of the stars of the College of which Madhu was the Jupiter." অর্থাৎ মধু-সূদন "তারকামণ্ডলীর মধ্যে বৃহস্পতির ন্যায় ছিলেন।" বাস্তবিক তাঁহার প্রতিভাশালী সহাধ্যায়ীগণের মধ্যে প্রতিভা, মেধা এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে কেহই মধুসূদনের সমকক্ষ ছিলেন না। তিনি ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ৬ বৎসরের মধ্যে "সিনিয়ার বিভাগের" শেষ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া কলেজ ত্যাগ করেন, ইহা তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে।

হিন্দুকলেজে পাঠাভ্যাসকালে তদীয় শিক্ষক কবিবর রিচার্ডসন কর্ত্তৃক উৎসাহপ্রাপ্ত হইয়া তিনি ইংরাজীভাষায় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা দ্বারা তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ব্বাভাস প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে বঙ্গভাষায় একজন শ্রেষ্ঠ কবি হইবেন, তখনও তাহা সাধারণের মনে উদয় হয় নাই। হিন্দুকলেজ হইতে বহির্গত হইবার পর তাঁহার জীবনস্রোতে এমন কয়েকটী গুরুতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল যে, তাঁহার একজন জীবনচরিত লেখকের মতে তাহাতে তাঁহাকে "সমুদ্রপার-বর্ত্তী জনগণের ন্যায় আমাদিগের নিকট হইতে বহুদূরে নিক্ষেপ করিল।" এবং নিজের জীবন-কেও নিরবচ্ছিন্ন অসচ্ছন্দতাময় করিয়া তুলিল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন অকস্মাৎ তাঁহার পিতামাতা-বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়-স্বজনের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া মধুসূদন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার ধর্ম্মমত

পরিবর্ত্তনের পর চারি বৎসরকাল শিবপুরস্থ বিসপ্স কলেজে গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করিলেন। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁহার পিতা স্নেহবশতঃ এই সময় তাঁহাকে আর্থিক সাহায্যদান করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। কিন্তু মধুসূদনের ক্রমাগত উশৃঙ্খল ব্যবহারে তিনি এরূপ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন যে, অবশেষে সমস্ত সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার জীবনীলেখক বলেন, "এই সময় হইতে মধুসূদনের হৃদয়ের অশান্তি দিন দিনই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যে সকল আশায় তিনি খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—মনোনীত পত্নীলাভ, ইংলণ্ড গমন প্রভৃতি তাঁহার আশার কোন সামগ্রীই তিনি প্রাপ্ত হইলেন না। যে সকল খ্রীষ্টান ধর্ম্মপ্রচারক তাঁহাকে পূর্ব্বে আশ্বাস দান করিয়াছিলেন, প্রয়োজনের সময় তাঁহারা কে কোথায় চলিয়া গেলেন। যাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসিতেন এবং তিনিও যাঁহাদিগকে ভাল বাসিতেন, ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহার সেই শৈশব সুহৃদগণও তাঁহার নিকট হইতে ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছিলেন। মধুসূদনের মনে হইতেছিল যে, তাঁহার অবস্থার সহানুভূতি করিতে জগতে কেহ নাই। স্বদেশ তাঁহার নিকট প্রবাস এবং পিতৃগৃহ তাঁহার নিকট অরণ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। এইরূপ অবস্থায় স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া একদিন অকস্মাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া মধুসূদন মাদ্রাজ গমন করিলেন।

মাদ্রাজ প্রবাসকালে উদরান্ন সংস্থানের জন্য মধুসূদনকে সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। এবং তাঁহার ইংরেজী লিখিত প্রবন্ধ এবং কবিতাগুলি ইংরেজী সংবাদপত্রসমূহে বহির্গত হইয়া শীঘ্রই তাঁহার সুখ্যাতি মাদ্রাজের কৃতবিদ্য সমাজে প্রচারিত হইল। এই সময় তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির একজন নীলকর সাহেবের দুহিতার পাণিগ্রহণকরতঃ সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু তাঁহার এই বিবাহিত জীবন সুখময় না হওয়ায় কয়েক বৎসর পরেই পত্নীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। ইহার অত্যল্পকাল পরে মাদ্রাজ প্রসিডেন্সী কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষের দুহিতা মধুসূদনের আন্তরিক গুণে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন;—বলা বাহুল্য তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল সুখে দুঃখে এই পত্নীর সহিতই অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু মধুসূদন জীবনে কোন দিন যে শান্তিসুখ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না—বরং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুতাপানল ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তিনি "আত্মবিলাপ"শীর্ষক যে কবিতাটী লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার হৃদয়ের ভাব অনেকাংশে অবগত হইতে পারা যায়। তিনি তাঁহার তাৎকালীন হৃদয়ের নিদারুণ মর্ম্মবেদনা এবং অশান্তি ও অনুতাপ প্রকাশ করিবার নিমিত্তই যেন লিখিয়াছিলেন—

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে।
জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়
ফিরাব কেমনে।
দিন দিন আয়ুঃহীন হীন বল দিন দিন,
তবুও আশার নেশা ছুটিল না এ কি দায়।
প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে
কি ফল লভিলি?

জ্বলন্ত পাবকশিখা লোভে তুই কাল ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি।
পঙ্গ যে রঙ্গে ধায় ধাইলি অবোধ হায়
না দেখিলি না শুনিলি এবেরে পরাণ কাঁদে।"
ইত্যাদি।

মাদ্রাজ প্রবাসকালে মধুসূদন ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অংশবিশেষ অবলম্বন করিয়া মিত্রাক্ষরছন্দে "Captive Lady" নামক একখানি উপাখ্যান কাব্য এবং অমিত্রাক্ষরছন্দে "The visions of the past"নামক একখানি খণ্ড কাব্য ইংরেজী ভাষায় রচনা করিয়া তথাকার কৃতবিদ্যসমাজে যথেষ্ট সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এমন কি অনেকে তাঁহার লিখিত কাব্য গ্রন্থদ্বয়কে বায়রন অথবা স্কটের লেখার সহিত তুলনা করিয়াছেন; ইহা একজন বঙ্গবাসী যুবকের পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে। এরূপ হইলেও কলিকাতায় তাঁহার গ্রন্থদ্বয়ের সবিশেষ আদর হইল না। বিশেষতঃ মহাত্মা বেথুন এবং তাঁহার প্রিয়সুহৃদ গৌরদাস বাবু প্রভৃতি অনেকেই তাঁহাকে বিদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষাতে তাঁহার প্রতিভা প্রদর্শনের নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। শুভক্ষণে মধুসূদন তাঁহাদের বান্ধবোচিত উপদেশে কর্ণপাত করিলেন, এবং ক্রমশঃ নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া মাতৃভাষার অনুশীলনে চেষ্টিত হইলেন। মাতৃভাষার সেবা না করিয়া বিদেশীয় ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিয়া যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবেন না, ইহা যে তিনি ক্রমশঃ অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার কবিতা হইতেই সপ্রমাণিত হইতে পারে। তিনি তাঁহার "বঙ্গভাষা"শীর্ষক কবিতায় পরিষ্কার প্রকাশ করিয়াছেন;—

'হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি,
অনিদ্রায় অনাহারে সঁপি কায়মন,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি,—
কেলিনু শৈবালে ভুলি কমল কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে—
"ওরে বাছা! মাতৃকোলে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তোর কেন তবে আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই যারে ফিরি ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপে খনি, পূর্ণ-মণিজালে।"

মধুসূদন কিছুদিন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা এবং "এথিনিয়ম"নামক একখানি ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদকতা অতি দক্ষতার সহিত নিষ্পন্ন করিয়া অবশেষে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সস্ত্রীক বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিলেন; এবং কলিকাতার তদানীন্তন পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের অধীনে কেরাণী নিযুক্ত হইয়া অল্পদিন পরে তত্রত্য ইণ্টারপ্রিণ্টারের পদে উন্নীত হইলেন। এই সময় হইতে বঙ্গভাষানুশীলনের প্রতি মধুসূদনের অনুরাগ ক্রমশঃ প্রগাঢ় হইতে আরম্ভ করিল; এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়দ্বয়ের অনুরোধে তিনি রত্নাবলী নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিলেন। ইহার ন্যূনাধিক তিন বৎসরের

মধ্যে যে, মধুসূদন "পৃথিবী" লিখিতে "প্রথিবী" লিখিতেন—তিনি সমগ্র বঙ্গবাসীর বিস্ময় উৎপাদন করতঃ যথাক্রমে শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, পদ্মাবতী নাটক, তিলত্তমাসম্ভব কাব্য, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক এবং বীরাঙ্গনা কাব্য এই নয়খানি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশিত করিয়া একেবারে বঙ্গভূমির শ্রেষ্ঠ কবির আসনগ্রহণ করিলেন। মধুসূদন যে কিরূপ অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, এবং তাঁহার সেই প্রতিভা যে কিরূপ সর্ব্বতোমুখী ছিল তাহা ইহাতেই পরিষ্কার উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অর্থ সাহায্যে মধুসূদন আইন শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে গমন করেন। এই উপলক্ষে বঙ্গভূমিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি যে একটী সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার জন্মভূমির প্রতি অপরিসীম অনুরাগের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় এই সময় লিখিয়াছিলেন—

"রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন ক'রো না গো তব মন কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে
জীবতারা যদি খসে
এ দেহ আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে।
জনমিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা কবে
চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন হ্রদে!
কিন্তু যদি রাখ মনে
নাহি মা ডরি সমনে
মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত হ্রদে।
সেই ধন্য নরকুলে
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।
কিন্তু কোন্ গুণ আছে
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি কহ গো শ্যামা জন্মদে!
তবে যদি দয়া কর
ভুল দোষ গুণ ধর
অমর করিয়া বর দেহ দাসে সুবরদে।
ফুটি যেন স্মৃতিজলে
মানসে মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্তে, কি শরদে।

সুদূর ইউরোপখণ্ডে থাকিয়াও তিনি মাতৃভাষার অনুশীলনে ক্ষান্ত ছিলেন না। এই সময় তিনি সর্ব্বপ্রথম যে চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা চিরদিন বঙ্গভাষার অলঙ্কারস্বরূপ পরিগণিত হইবে।

পাঁচ বৎসরকাল ইউরোপ প্রবাসের পর ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে মধুসূদন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকরতঃ কলিকাতা হাইকোর্টে বারিষ্টারী আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সুফললাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। বারিষ্টার হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পর তিনি ছয় বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। জীবনের শেষভাগে তিনি শারীরিক, মানসিক ও বৈষয়িক নানাপ্রকার নিদারুণ দুঃখকষ্টে জীবন অতিবাহিত করিলেও অবসর ক্রমে "হেক্টর বধ" ও "মায়াকানন" নামক গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইংরেজী ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন রবিবারে বঙ্গের অদ্বিতীয় কবি মধুসূদন দত্ত আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে নিতান্ত অনাথের ন্যায় মানবলীলা সংবরণ করেন। ইহাই মধুসূদনের সংক্ষিপ্ত অথচ মর্ম্মস্পর্শী জীবনের সকরুণ কাহিনী।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মণঃ।

কায়স্থসমাজে দারিদ্র্য।

দারিদ্র্য, মানবজীবনের প্রায় সর্ব্ববিধ উন্নতির অন্তরায়। দারিদ্র্য যাহাকে আলিঙ্গন করে, তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা, উচ্চবৃত্তিসমূহ, আত্মমর্য্যাদা-বংশমর্য্যাদাবোধ প্রভৃতি বিধবারমণীর সৌন্দর্য্যের ন্যায় বিড়ম্বনার বিষয় হইয়া উঠে। দারিদ্র্য, সুরপতির কঠোর কুলিশ হইতেও দুঃসহ—মরুভূমির উষ্ণ বায়ুতরঙ্গ হইতেও তপ্ত ও অতৃপ্তিকর—তীব্রাগ্নির দাহিকাশক্তি অপেক্ষাও দারিদ্র্যের দগ্ধকারিণী শক্তি অধিক। দারিদ্র্য প্রভাবে মানবজগতে কতই না অনর্থপাত হইতেছে! দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে মানবীয় প্রতিভা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইতেছে—পল্লবিত হইয়া শোভা সম্পদ দেখাইতে পারিতেছে না। বিদ্বানের বিদ্যা অবিদ্যার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া লোকলোচনে ঘৃণিতরূপে প্রতিভাত হইতেছে। জ্ঞানীর জ্ঞান মসীলেপিত দর্পণের আকার ধারণ করিয়া মানবসমাজে ক্ষোভের সঞ্চার করিতেছে। বিদ্যার্থীর বিদ্যালাভের বাসনা শুধু হৃদয়ে উত্থিত হইয়া হৃদয়েই লয় পাইতেছে, এক কথায় বলিতে গেলে, দারিদ্র্যের সংসর্গে মানবজীবনের প্রার্থনীয় জ্ঞান, মান, যশ-প্রতিপত্তি প্রভৃতি সমস্তই রবি-শশীর ন্যায় দূরবর্ত্তী রহিয়া যায়। দারিদ্র্য মানবজীবনের ঘোরতর শত্রু। এ হেন ভীষণ প্রকৃতি দারিদ্র্য-রাহু, কায়স্থ-চন্দ্রমাকে প্রায় ত্রিপাদ গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। কায়স্থ-চন্দ্রমার আর সে শক্তিসামর্থ নাই, গৌরব-সৌরভ নাই আর সে নয়নবিমোহন জ্যোতির্ম্ময়তা নাই যেন বিশ্বরঙ্গ হইতে অন্তর্হিত হইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। হাহাকারে গগণ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, নয়নজলে ধরা প্লাবিত হইতেছে। কে, দারিদ্র্যগ্রস্ত কায়স্থের আর্ত্তনাদ দূরীকরণ ও নেত্রজল সংবরণের জন্য অগ্রসর? কাহাকেও ত দেখিতেছি না। যাঁহারা সুখৈশ্বর্য্যের গভীর হ্রদে সন্তরণ করিতেছেন, প্রতি তরঙ্গাঘাতে মানবজীবনকে ক্ষণিক বিলাস-সুখে ধন্য মনে করিতেছেন, তাঁহারা বিপন্ন নিরন্ন স্বজাতির জন্য ভাবিতে সময় পাইবেন কেন? ঐশ্বর্য্যের প্রখর রশ্মিতে তাঁহাদিগকে চিন্তাহীন ও দৃষ্টিবিহীন করিয়াছে; তাঁহাদের দ্বারা স্বজাতির কোন কল্যাণের আশা করিতে পারা যায়না। দুঃখানুভূতি না হইলে দুঃখ দূরীকরণে কাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে? কায়স্থজাতির যে সকল মহাত্মা সমাজচিন্তা করেন—স্বজাতির ভাবনা ভাবেন সহানুভূতিতে হৃদয় পূর্ণ, কর্ম্মবাহুল্যে জীবন ধন্য করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারাই দারিদ্র্য-প্রপীড়িত স্বজাতিবৃন্দের একমাত্র ভরসাস্থল ও সহায়। তাঁহাদের কৃপাকটাক্ষ

পাতেই দারিদ্র্যদগ্ধ-জীবন্মৃত স্বজাতিগণের মুক্তির উপায় নির্দ্ধারিত হইতে পারে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, বর্ত্তমানে তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালী সন্দর্শনে মনে হয়, তাঁহারা যেন স্ব স্বসমাজে দরিদ্রের অস্তিত্বের বিষয়ই অবগত নহেন। দরিদ্র ও তাঁহাদের দারিদ্র্যসম্পর্কে নেতৃগণ একেবারে নীরব।

ইদানী নেতৃগণ সমাজসংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাঁহারা কায়স্থসমাজে ক্ষত্রাচার প্রবর্ত্তনে ব্যস্ত, আন্তর্গণিকবিবাহ প্রচলনে ব্যগ্র, চিত্রগুপ্তমন্দির প্রতিষ্ঠায় উদ্‌গ্রীব; জাতীয় একতা ও প্রীতি সংস্থাপনের উচ্চাকাঙ্ক্ষাও তাঁহাদের আছে। আবার কেহ কেহ কায়স্থ-সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলন করিয়া পূজনীয় বিদ্যাসাগরের কীর্ত্তির অংশভাগী হইবার জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন! সমাজ-সংস্কারের আবশ্যকতা ও উদ্দেশ্যের উচ্চতা সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে না সত্য, পরন্তু প্রত্যেক সংস্কারের নিমিত্তই যে অজস্র অর্থ-ব্যয়ের দরকার, ইহাও চিন্তাশীল ব্যক্তির অজ্ঞাত নহে। যে কোন সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে গেলেই অর্থহীনের বিপদ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, এ সত্য কুত্রাপি গুপ্ত নহে। অর্থে কে না বশ হয়? অর্থশালীর সামাজিক বিপন্নাবস্থা ক্ষণ-মাত্রে সূর্য্যোদয়ে মেঘের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া যায়; ইহা কে না প্রত্যক্ষ করিতেছেন? সুতরাং সমাজসংস্কারের অভিলাষ মনে উদিত হইলেই জাতীয় আর্থিক অবস্থার বিষয় চিন্তা করা নিতান্ত প্রয়োজন। কায়স্থ-নেতৃবৃন্দ, যেমন সমাজসংস্কারে উদ্যমশীল, তেমনি ভাবে বা ততোধিক উৎসাহ উদ্যমের সহিত দারিদ্র্য বিলোপের জন্য অধ্যবসায় প্রদর্শন করিলে সুশোভন হয়। দরিদ্রজাতির সমাজসংস্কার কার্য্য সর্ব্বদেহে দ্রুতগতিতে প্রসারিত হয় না। যাহারা অহর্নিশি উদরান্নের জ্বালায় জ্বালাতন, তাহাদের সামাজিক লাভ লোকসান ভাবিবার অবকাশ কথন? বস্তুতঃ দারিদ্র্য বিমোচন ব্যতীত সামাজিকসংস্কারবিধান একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। শিক্ষাবিস্তার ভিন্ন যেমন সংস্কারের অনুকূল ইচ্ছা সমাজের সর্ব্বাঙ্গে জন্মিতেই পারে না; তেমনি আবার শিক্ষাবিস্তার করিতে হইলে অর্থের সহায়তা গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। তবেই সর্ব্বাগ্রে সেই অর্থ-চিন্তা ভিন্ন, অন্য চিন্তার স্থান নাই। যিনি অর্থের শক্তি স্বীকার করিতে চাহেন না, হয় তিনি দেবতা, না হয় তিনি বাতুল! আমরা অর্থের একটা অসাধারণ শক্তির পরিচয় সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাহাতেই আমাদের বিশ্বাস, কায়স্থহিতৈষিগণ, কায়স্থসমাজের দারিদ্র্য সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা ও কার্য্য না করিলে জাতীয় কল্যাণ সুদূরপরাহত। কায়স্থজাতি বুঝি বা অভিশপ্তজাতি! বড়ই দুর্ভাগ্য জাতি! যাঁহারা এককালে ধনে, জনে, যশে, মানে, বিদ্যা, বুদ্ধি ও সামাজিক প্রতিপত্তিতে বঙ্গের গৌরব ছিলেন—আজ তাঁহারা দীনতায় জর্জ্জরিত, শিক্ষায় বঞ্চিত বা বিড়ম্বিত, জঠর জ্বালায় নীচের সেবারত—ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত; আজ তাঁহাদের প্রভুশক্তি হস্তস্খলিত, নীচতায় বিরাটদেহ কলুষিত, শৈলশৃঙ্গের সদৃশ উচ্চমন অত্যন্ত অবনত। ভাবিতে কষ্ট হয়, মহতী-জাতির গৌরবের আসন আজ হস্তচ্যুত হইতে বসিয়াছে। এইরূপ যন্ত্রণাদায়ক শোচনীয় অবস্থার অন্যতম কারণ কি দারিদ্র্য নহে? দারিদ্র্যই কি ক্রমশঃ কায়স্থজাতিকে অবনতির

গভীরকূপে টানিয়া লইয়া যাইতেছে না? দারিদ্র্যই কি কায়স্থসন্তানকে বংশের উচ্চতা বিস্মৃত হইতে বাধ্য করিতেছে না? আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, একমাত্র দারিদ্র্যই কায়স্থজাতির উন্নতির পরিপন্থী, অবনতির সহায়। কোন কোন মহাশয়, হয়ত দু'দশজন ধনী, জমিদার, রাজা, মহারাজা, প্রতিভাশালী, বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমানের নামোল্লেখ করিয়া আমাদের উক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসী হইতে পারেন। সত্য বটে, বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায়ও কায়স্থজাতিতে অন্য জাতি অপেক্ষা কতিপয় ক্ষণজন্মা প্রতিভাশালী ব্যক্তি ও বিখ্যাত রাজা মহারাজার অস্তিত্ব আছে—কিন্তু তাহা হইলে কি হয়—যে জাতির জনসংখ্যা অন্যূন ত্রয়োদশ লক্ষ, তাহার একলক্ষ পরিমিত লোকের অবস্থা উন্নত হইলেও সমগ্রজাতির অনুন্নত অবস্থাই গণনা করিতে হইবে। জাতি যেমন উন্নত ব্যক্তির গৌরবে গৌরববান্—তেমনই অবনত ব্যক্তির উপেক্ষা ও উপেক্ষিত। সামাজিক হিসাবে যে গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী, রিজলি, গেট্ প্রভৃতি কায়স্থজাতিকে ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী আসন হইতে বিচ্যুত করিয়া নিম্নাসনে স্থান দান করিতে চাহেন; তাহা কি কায়স্থজাতির অন্তর্গত অবনত-কুব্যবসায়ী জনগণের সংখ্যাধিক্য দর্শনে নহে? তাঁহারা যদি রাজা, মহারাজা, ধনী, জমিদার, প্রতিভাবান্ ব্যক্তি ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারিদিগের তুলনায় কায়স্থের স্থান নির্দ্দেশ করিতেন, তবে কি সর্ব্বোচ্চ আসন কায়স্থেরা লাভ করিত না? যে জাতির জনসংখ্যার অনুপাতে অধিক সংখ্যক ব্যক্তি শিক্ষায় সভ্যতায় উন্নত তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ জাতি। ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা যে, এক সময় হিন্দুসমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, (যে অধিকার ও উচ্চস্থান এক্ষণ সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই) তাহাও কতিপয় ব্যক্তির ব্যক্তিগত উন্নতির ফল নহে—সমগ্র জাতির শিক্ষায়, সভ্যতায়, হৃদয়বত্তায় অন্য জাতি হইতে উচ্চ-স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাই অবিরোধে ব্রাহ্মণকায়স্থের জাতির সম্মান শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়াছিল। কায়স্থজাতির বিদ্যা বুদ্ধি সম্বন্ধে এখনও গ্রামে গ্রামে প্রবাদ প্রচলিত আছে, যে 'ঘটাতন্ত্র বাত্ত—কায়স্থতন্ত্র বুদ্ধি' 'কায়স্থের ঘরের বিড়ালটাও আধ আঁখর জেনে' জাতির সর্ব্বাঙ্গে শিক্ষাস্রোত অল্পাধিক পরিমাণে প্রসারিত হইয়াছিল—বাহুবল, ধনবলও সমস্ত জাতিতে সঞ্চারিত ছিল। সম্মানলাভ, প্রতি-পত্তিলাভ ব্যক্তিগতভাবেও যেমন, গুণকর্ম্মের ইতর বিশেষে ন্যূনাধিক হয়; জাতিগত-ভাবেও তেমনি জাতীয় গুণকর্ম্মের তারতম্যা-নুসারে সম্মান প্রতিপত্তির হ্রাস বৃদ্ধি হয়। জাতি ব্যক্তির সমষ্টি। বহুব্যক্তির গুণকর্ম্মজনিত প্রভাব, গৌরব ও অধিকারই জাতীয় সম্পদ। কায়স্থজাতি যে অধুনা জাতীয় গুণকর্ম্মের হ্রাসতায় অনেক নিম্নে পতিত, বোধ হয় ইহা এখন আর তর্কের বিষয় নহে। যদি কায়স্থ-জাতিকে আবার পূর্ব্বস্থানে উন্নীত করিতে সাধ থাকে, তবে কায়স্থসমাজের উন্নতি-কণ্টকের অন্যতম দারিদ্র্যের বিলোপসাধন ব্যতীত তাহা সংসাধিত হইবে না। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কায়স্থসমাজের দারিদ্র্যের কারণ কি? এবং কি উপায়াবলম্বন করিলেই বা দারিদ্র্য-বিনাশ সম্ভব হইতে পারে? যদিও আমাদের চিন্তাশক্তি ক্ষীণা, ভূয়োদর্শনেরও অভাব তথাপি আমরা যে কয়েকটী কারণের বিষয় অবগত

আছি এবং সেই কারণ বিনষ্ট করণের যে উপায় আমাদের মনে উদয় হইয়াছে; আমরা অকপটে তাহা ব্যক্ত করিব। আমরা আশা করি, বিশেষজ্ঞগণ অতঃপর দারিদ্র্য সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধাদি দ্বারা জাতিকে উপকৃত করিবেন। তাঁহাদের উদ্বোধনের জন্যই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

আমাদের বিবেচনায় নিম্নলিখিত কারণে কায়স্থসমাজে দারিদ্র্যের প্রকোপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। (১) শিক্ষাবিস্তারের অভাব, (২) স্বজাতি-প্রীতিহীনতা, (৩) জাতীয়বৃত্তির প্রতি অত্যাসক্তি, (৪) নৈতিক অবনতি। কায়স্থসমাজে শিক্ষাবিস্তারের অভাবে যে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের বহু ব্যক্তি বংশগত সম্মান রক্ষা করিয়া জীবিকার্জ্জনের সুবিধা করিতে না পারিয়া অলসভাবে চিরজীবন কর্ত্তন ও দরিদ্রের সংখ্যা বর্দ্ধন করিতেছেন; ইহা কে না জানেন? আবার নিম্নস্তরের বহু অশিক্ষিত নিরক্ষর ব্যক্তি যে উদরের জ্বালায় 'যা—তা' করিয়া দারিদ্র্যমুক্তও হইতে পারিতেছে না অথচ কায়স্থ সমাজদেহে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিতেছে; তাহাই বা কে না জানেন? শিক্ষাবিস্তারে ঐ উভয় শ্রেণীর কায়স্থের মনে নূতন আশার আলোক স্থানলাভ করিত—তাহারা জাতীয় গৌরবস্মৃতি চিত্ত-ক্ষেত্রে জাগ্রত রাখিয়া অলসতা ও নীচতা পরিহার করতঃ কর্ম্মজীবন লাভ করিবার প্রয়াসী হইত। শিক্ষার অভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাহাদের মানসে অঙ্কুরিতই হইতেছে না; অবস্থার উন্নতি কিরূপে হইবে? শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত কায়স্থগণের মধ্যেও দারিদ্র্য-বিজড়িত জনসংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ইহাদের দারিদ্র্য, স্বজাতিপ্রীতির অভাবে জাতীয়বৃত্তির প্রতি অত্যাসক্তির ফলে সর্ব্বোপরি নৈতিক অবনতির জন্য স্থায়ীত্ব লাভ করিতেছে। বঙ্গীয় অনেক জাতির নাম করা যায়, যাহারা একমাত্র স্বজাতিপ্রীতির গুণে উন্নতাবস্থা লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে কায়স্থ-জাতির সে স্বজাতিপ্রীতির বড়ই অভাব—যদি স্বজাতিপ্রীতি প্রবল হইত, তবে কায়স্থজাতির দরিদ্রের সংখ্যা দর্শনে ব্যথিত ও নিরাশ হইতে হইত না। কায়স্থ জমিদার, কায়স্থ ব্যবসায়ী—কায়স্থ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ যদি নিরুপায় স্বজাতির অন্ন সংস্থানের সহায় হয়েন; তবে কি কায়স্থসমাজের হাহাকার কর্ণকুহরের এত বেদনা উৎপাদন করিতে পারে? একদা কায়স্থজাতির মধ্যে এই স্বজাতিপ্রিয়তা ছিল। আর সেই প্রীতির প্রভাবেই সমগ্র জাতিটা উন্নতির উচ্চসোপানে আরূঢ় হইয়াছিল। জনশ্রুতি সেই পবিত্র দিনের গৌরবময় প্রীতি-কাহিনী আজও দেশময় ঘোষণা করিতেছে—'এক কায়স্থের ভাত হইলে দশ কায়স্থের ভাত হয়।' ইহা হইতে স্বজাতিপ্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? কায়স্থমাত্রেরই ইচ্ছা, তাহার স্ববৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে—তাহাতে জীবিকানির্ব্বাহ হউক আর না হউক সম্মান ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ব্যবসায় বা কৃষি করিতে একান্ত নারাজ, কিন্তু ব্যবসায়ী ও কৃষকের মুহুরীগিরি করিতে আপত্তিহীন! সংস্কারের প্রতিপত্তি ও মোহিনীশক্তি এমনি বিস্ময়কর! বাণিজ্য ও কৃষি করিয়া কত জাতি যে নয়ন-সমক্ষে শোচনীয় অবস্থা হইতে দেখিতে দেখিতে ধনসম্পদে শোভিত হইল, ইহা তাহাদের চিন্তার বিষয়ই হয় না। স্ববৃত্তির প্রতি আসক্তির এরূপ উদাহরণ কি বিরল নহে!

কেহ কেহ হয় ত বলিতে পারেন, অর্থের অভাবে প্রবৃত্তিসত্ত্বেও কৃষি ও বাণিজ্যে কায়স্থ-সন্তান লিপ্ত হইতে পারে না। আমরা স্বীকার করি, অর্থের অসদ্ভাবে কৃষিবাণিজ্য হইতে পারে না পরন্তু স্বজাতিপ্রীতি থাকিলে কি অর্থের অভাব হয়? বঙ্গের তিলি, তাম্বুলী, গোপ, কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, পোদ প্রভৃতি কতিপয় জাতির বাণিজ্য ও কৃষি যে প্রায় এক চেটিয়া হইয়া পড়িয়াছে; তাহা কি স্বজাতিপ্রীতির ফল নহে? সকলেরই কিছু অবস্থা ভাল নহে—একে অন্যের সাহায্য করিতেছে—একে অন্যের সাহায্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে—জাতি উন্নতিমঞ্চে আরোহণ করিতেছে। কায়স্থ তোমরা কেহ কাহাকে সাহায্য করিতেও চাহ না—আর সাহায্য করিলেও মর্য্যাদা রক্ষা করিবার শিক্ষা তোমাদের নাই। তোমরা দরিদ্র হইবে না ত কে হইবে? এই যে স্বজাতি-প্রীতির অভাব, ইহার মূলেও তোমাদের নৈতিক অবনতির বহু দৃষ্টান্ত নিহিত আছে। তোমরা কৃতঘ্নতা প্রকাশ করিয়া স্বজাতি-প্রীতির মস্তক ভক্ষণ করিতেছ—অনুগ্রহকারীকে নিগ্রহ করিতেছ—উপকারের প্রতিদান অপকার দ্বারা তোমাদের তৃপ্তি হইতেছে না; তোমরা স্বজাতিপ্রীতির সুখময় ফলের প্রত্যাশা করিবে কিরূপে? সকলেই যে নীতিহীন হইয়াছে, তাহা বলিতেছি না—আর সকলেই যে স্বজাতি-প্রিয়তা প্রদর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহাও নহে। তবে সত্যের অনুরোধে ইহা বলিতে বাধ্য যে, কায়স্থসমাজে নীতিহীনতা স্থান অধিকার করিয়াছে। নীতিমান না হইলে সাংসারিক জীবনও ইহাদের নিরাপদ হইতে পারিবে না। নীতিহীনতা কায়স্থ-জাতিকে স্বজাতিপ্রীতি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে—নীতিহীনতা উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট করিয়াছে—নীতিহীনতায় অর্জ্জিত অর্থ, উপার্জ্জিত অর্থ পাপের পথে বিক্ষিপ্ত হইতেছে—নীতিহীনতায় পারিবারিক জীবন অশান্তির অনলরূপে প্রতীয়মান হইতেছে—সূক্ষ্মরূপে দৃষ্টি করিলে এক নীতিভ্রষ্টতাই কায়স্থজাতির দারিদ্র্যের প্রধান কারণরূপে অনুমিত হইবে। মানবজীবনের নৈতিক অবনতিই সকল সময়ে পৃথিবীর সকল জাতির দুঃখদারিদ্র্যও অধোপাতের হেতু স্বরূপ হইয়াছে পুরাতত্ত্ব ইহার সাক্ষী। কায়স্থজাতিও সে শাশ্বত বিধির প্রভাব অতিক্রম করিয়া শক্তিমান হইতে পারে না। বিধির বিধানে বিধি-লঙ্ঘনকারী কায়স্থ বর্ত্তমানে দরিদ্র। এ দরিদ্র জাতির দারিদ্র্য কিরূপে তিরোহিত হইতে পারে তাহাই চিন্তার বিষয়। দারিদ্র্যহেতু যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা যদি যথার্থ হয়, তবে তৎকারণ বিনষ্ট হইলেই দারিদ্র্য তিরোধানের সম্ভাবনা। আমরা উল্লিখিত হেতু বিনাশের সম্বন্ধেই কিছু বলিব। কায়স্থজাতির দারিদ্র্য বিনষ্ট করিতে হইলে প্রথমতঃ সমগ্রজাতিকে (উচ্চনিম্ন-স্তর ভেদে) সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ও নীতিমান করা প্রয়োজন। নেতৃ-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া কায়স্থ-সন্তানকে উচ্চজ্ঞানদানের ইচ্ছুক হইয়াছেন; ইহাদের ইচ্ছার জয় হউক। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার বন্দোবস্ত না করিলে যে জাতীয় উত্থান হইবে না, ইহা বিস্মৃত হইলে বুদ্ধিমত্তায় সন্দেহ হইতে পারে, তাহা তাঁহাদের মানসক্ষেত্রে উদিত হওয়া কর্ত্তব্য। সাধারণ শিক্ষা জাতির বিরাটদেহে সংক্রামিত না করিতে

পরিলেও শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নীতির ভিত্তিতে জীবন প্রতিষ্ঠিত না হইলে জাতীয় দরিদ্রতা নিরসনের আশা দুরাশা মাত্র। শিক্ষালাভ করিলে নীতিমান হইলে এবং জাতীয়-প্রীতির আনুকূল্য পাইলে দেখিবে, কায়স্থসমাজের প্রায় অর্দ্ধেক দরিদ্রের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিবে। দ্বিতীয়তঃ জাতীয় বৃত্তির মমতা একটু হ্রাস করিয়া বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্মে অনুরাগ প্রদর্শন করা চাই। শুধু স্ববৃত্তিতে লিপ্ত থাকিয়া আর অর্থাগমের ভরসা নাই—সানাজাতির সংঘর্ষে কায়স্থের স্ববৃত্তি একরূপ অনধিকৃত হইয়া পড়িতেছে—আরও ক্রমেই কুয়াশাচ্ছন্ন হইবার সম্ভাবনা। বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে হইলে অর্থ-সংগ্রহের প্রয়োজন। ধনবান কায়স্থবৃন্দ, যদি নীতিমান্ কর্ম্মপটু স্বজাতীয় ব্যক্তিগণের হস্তে কৃষিবাণিজ্যকল্পে অর্থপ্রদান করেন, তবে তাঁহারাও লাভবান হইতে পারেন; দুঃস্থ স্ব-জাতীয়গণেরও অন্নসংস্থান হয়। ধনীসম্প্রদায়ের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়াও যে কৃষিবাণিজ্যাদি করা যায় না এমন নহে। তাহাতে কেবলমাত্র সাহস, অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা, ন্যায়পরতা ও পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন আবশ্যক। দশজন কি বিশজন মিলিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগঠন করিতে হয়। প্রত্যেকে ১০০৲ কি ততোধিক টাকা দিয়া সম্মিলিত ভাবে ব্যবসায় বা কৃষি করিলে লাভজনক বহু ব্যবসায় ও নানাবিধ কৃষিক্ষেত্র সংগঠিত হইতে পারে। যাহারা বাণিজ্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা অর্থের পরিমাণ বুঝিয়া উপযুক্ত ব্যবসায় বঙ্গের সর্ব্বত্র অবলম্বন করিতে পারেন। যাহারা কৃষিকর্ম্মে আগ্রহবান, তাহারা অভিজ্ঞতানুসারে মালদহ, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি প্রদেশের উচ্চভূমিতে ও ফরিদপুর, যশোহর, ২৪ পরগণা, বরিশাল প্রভৃতি জেলার নিম্ন-ভূমিতে অন্যূন ২০০৲ বিঘা জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া কৃষিকার্য্য করিলে জীবিকা-নির্ব্বাহের যোগ্য অর্থাগম হইতে পারে। শুধু চাকরীর মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকিলে যে আর কায়স্থজাতির মানসম্ভ্রম সুখস্বাচ্ছন্দ্য অব্যাহত থাকিবে না ইহা নিশ্চয়। তবে কৃষিবাণিজ্যাদি করিতে অর্থসংগ্রহ হইলেই হয় না—ঐ সকল কার্য্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হয়। তদর্থে তত্তৎ ব্যবসায়ীদিগের কার্য্যপ্রণালী দর্শন করিয়া তদনুকরণে অভ্যস্ত হইতে হইবে। নিরক্ষর সম্প্রদায়ের কার্য্যপ্রণালী বুদ্ধিমান কায়স্থসন্তান অনায়াসেই আয়ত্ত করিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা অন্যায় নহে। তাহাদের সংযমশক্তি, তাহাদের হিসাবপটুতা, শ্রমশীলতা, তাহাদের লাভ লোকসানে বিকারশূন্যতা অঙ্গের ভূষণ করিতে না পারিলে সুব্যবসায়ী ও সুকৃষক হওয়া যায় না। সর্ব্বপ্রযত্নে কায়স্থসন্তানের ঐ সকল গুণ শিক্ষনীয়। উপসংহারে, কায়স্থ-মাত্রকেই আমাদের অনুরোধ, তাহারা যেন স্মরণ রাখেন,—কায়স্থজাতিকে দারিদ্র্যরাহুর গ্রাসমুক্ত করিতে হইলে উপরোক্ত (১) সাধারণ শিক্ষার বিস্তার (২) স্বজাতির প্রতি প্রীতিসঞ্চার (৩) স্ববৃত্তির প্রতি মমতা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস ও বাণিজ্য কৃষ্যাদিতে অনুরাগ প্রদর্শন; সর্ব্বোপরি (৪) নৈতিক জীবনের উৎকর্ষসাধন ব্যতীত অন্য উপায় নয়নগোচর হয় না।

কায়স্থজাতিকে রক্ষা করিতে হইলে—উন্নত করিতে চাহিলে ধনী নির্ধন প্রত্যেক কায়স্থকেই উক্ত দারিদ্র্যবিনাশক উপায় কয়টী

পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যিনি দারিদ্র্যপীড়িত কায়স্থসমাজের দারিদ্র্যসমস্যার প্রতিকার চিন্তা না করিয়া সমাজসংস্কারের বা অন্যবিধ হিতসাধনের আশা রাখেন; আমরা তাঁহাকে হৃদয়হীনসংস্কারক বা ভণ্ডহিতৈষীসামে অভিহিত করিব। তিনি যত বড় লোকই হউন না কেন, তাঁহার মৃতকে জীবিত ভ্রমে ঊর্দ্ধে উঠিবার উপদেশ প্রদান হাস্যকরই বিবেচিত হইবে। অগ্রে মৃতকে সঞ্জীবিত কর, পরে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবার উপদেশ সফলতা লাভ করিবে। অগ্রে দারিদ্র্যে মৃত স্বজাতিকে গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব মুক্ত করিয়া জীবন দান কর, সমাজসংস্কার ও অন্যবিধ হিত-কর কার্য্য তড়িতের ন্যায় দ্রুত সম্পাদিত হইবে। মনে রাখিও দারিদ্র্যই তোমাদের জাতীয় পতনের মূল—আর দারিদ্র্য মুক্তিই তোমাদের সকল উন্নতির সহায়। দারিদ্র্য মুক্তির উপায় চিন্তা কি তোমরা করিবে না? শুধুই কি হিতৈষী সাজিয়া হিতৈষী নামে কলঙ্ক আনিবে? দারিদ্র্যপ্রপীড়িত কায়স্থসন্তান-দিগকেও কিছু না বলিয়া আমরা নিরস্ত হইতে পারিতেছি না। তোমাদের দারিদ্র্যের মূল হেতু যে নীতিহীনতা তাহা কি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ—কেহ যে তোমাদের বিপন্না-বস্থায় সহানুভূতি প্রদর্শনেও অভিলাষী নহে—নিরাশ্রয় অবস্থায় আশ্রয় দিতেও ভীত এ অনিচ্ছুক—সামান্যরূপ বিশ্বাস স্থাপনেও কুণ্ঠিত—ইহা কি তোমাদের চরিত্রের দুর্ব্বলতায় নিমিত্ত নহে? তোমরা নীতিমান না হইলে কেহই তোমাদের দারিদ্র্য বিমুক্তির সহায় হইবে না—সে প্রত্যাশাও তোমরা করিতে পার না। শক্তিশালী কায়স্থের যেমন স্বজাতি-প্রীতি প্রদর্শন আবশ্যক—তোমাদেরও তেমনি কৃতজ্ঞভাবে সেই অনুগ্রহ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। উভয়ে উভয়ের প্রতি স্বজনের ন্যায় ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হও—দারিদ্র্যমুক্ত হইয়া তোমরাও জাতিকে উন্নত কর—তাঁহারাও তোমাদিগকে আনুকূল্য করিয়া উচ্চাত্মার কর্ত্তব্য সম্পাদন করুন—ধন্য হউন। আবার পূর্ব্বাক্রান্ত ধনসম্পদ-বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন কায়স্থ-জাতির অভ্যুদয়ে বঙ্গদেশ মহিমাময় হইয়া উঠুক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

সিনহাজুল মুতাখরীন।

ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু বংশীধর চাঁচনিয়ার অনুগ্রহে উল্লিখিত ফারসী ঐতি-হাসিক পুস্তকের হস্তলিখিত তিনখণ্ড আমি পাইয়াছি। এই তিনখণ্ড পুস্তক ভাগলপুরের অন্যতম ভদ্রলোক বাবু সাগরমল খেমকার নিকট ছিল, এবং তাঁহার নিকট হইতে এই পুস্তকখানি ৮০০৲ আটশত মুদ্রায় কোন এক ইতিহাস-প্রেমিক সজ্জন কিনিয়াছিলেন। পরে দৈবচক্রে তাঁহার অবস্থা মন্দ হওয়ায় তিনি নাম-মাত্র মূল্যে ঐ পুস্তকখানি বিক্রয় করিতে বাধ্য হন; এবং উহা ক্রমশঃ আমার নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে।

প্রথমেই বলিয়াছি পুস্তকখানি তিনখণ্ডে সমাপ্ত। প্রথমখণ্ডে কুরু-পাণ্ডব হইতে ঔরঙ্গজেব বাদশাহের সময় পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়খণ্ডে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব হইতে বাঙ্গালার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরবর্ত্তী সময় পর্য্যন্তের ইতিহাস বিস্তৃতরূপ লিখিত হইয়াছে। পুস্তকের প্রথমখণ্ডে ৩২৭, দ্বিতীয়খণ্ডে ৩৯০ এবং তৃতীয়খণ্ডে ৯৫ পৃষ্ঠা আছে। প্রতি পৃষ্ঠার আকার ১২×৯ ইঞ্চ।

"বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটী" এই গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ডখানি অনেকদিন পূর্ব্বে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদিত করাইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন, এবং উহার দ্বিতীয় সংস্করণও বাহির হইয়াছে। "সৈর-মুতাখরীন"-নামে সোসাইটী এই ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরন্তু অনুবাদক মহোদয় এই গ্রন্থের অন্য কোন খণ্ড সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই, এমন কি উহাদের অস্তিত্ব স্বীকার পর্য্যন্ত করেন নাই। পরে সোসাইটী নিজ "কেটলগে" মুতাখরীন শীর্ষকের নিম্নে স্বীকার করিয়াছেন, "No other volume is known to have been published" (অর্থাৎ এই পুস্তকের আর কোন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে কি না জানা নাই।)

যাহা হউক, পুস্তকের প্রথমখণ্ডস্থ ভূমিকা প্রভৃতি হইতে ফারসীভাষাবিদ্ লালা শ্রীযুক্ত রাধামোহন গোকুল মহাশয় পুস্তকের যে পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন,—তাহা হইতে এই প্রবন্ধ-পাঠক মহাশয়দিগকে উপহার দিতেছি। আশা হয় যে, ইতিহাস-রসিক মহাশয়গণ এই প্রবন্ধ-পাঠে আহ্লাদিত হইবেন, এবং এই গ্রন্থ হইতে অনেক নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া ঐতিহাসিক জগতের মহদুপকার সাধন করিবে।

গ্রন্থকার প্রথমে ঈশ্বর এবং তদনন্তর বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের প্রশংসা ফারসী আদব-কায়দামত বড় বড় সুন্দর বিশেষণযুক্ত শব্দাবলী দ্বারা প্রকাশকরতঃ নিজের বংশপরিচয় এই প্রকার দিয়াছেন,—নাম, গুলাম হোসেন; পিতা, হিদায়ত খাঁ; পিতামহ, সৈয়দ এলিমা উল্লাহ; প্রপিতামহ, সৈয়দ ফৈজুল্লাহ; বংশ,—মুহম্মদের দৌহিত্র হসন হইতে চলিয়াছে। পরে পুস্তকের বিবরণ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে, যথা;—

দ্বাপরযুগের শেষভাগে কৌরব-পাণ্ডবদিগের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই সময় হইতে বাদশাহ মুহম্মদ আলমগীর ঔরঙ্গজেবের সময় হিজরী ১১০৫ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০০০ পাঁচ হাজার বৎসর মধ্যে যে সকল বড় বড় শক্তিশালী হিন্দু রাজা হইয়াছেন, তাঁহাদিগের ও তাঁহাদিগের অধীন রাজ্যসমূহের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, চতুঃসীমা প্রভৃতির বিবরণ এই "সৈয়রূল মুতাখরীন" পুস্তকে * প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহের ব্যর্থ বিষয়গুলি পরিত্যাগকরতঃ উহাদিগকে ভিত্তি করিয়াই এই পুস্তক রচিত হইয়াছে,—তবে আবশ্যকমত বিষয়ের সংক্ষেপ করা হইয়াছে।

* এই ভূমিকা অনুসারে ইংরাজী অনুবাদ পুস্তকের নাম "সৈয়র মুতাখরীন" রাখা ঠিক হইয়াছে, কিন্তু আমার প্রাপ্ত তিনখণ্ড পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় "মিনহাজুল মুতাখরীন" লেখা আছে। এই দুই নামের অর্থগত কোন বৈলক্ষণ্য নাই। "সৈয়রূল মুতাখরীন" অর্থে বিগত সময়ের পরিভ্রমণ (সৈয়র=দৌড়া, ভ্রমণ) এবং "মিনহাজুল মুতাখরীন" অর্থে গত সময়ের রাস্তা, পথ বা রীতি।

(১) "রজম-নামা",— বা মহাভারতের ফারসী অনুবাদ। বাদশাহ অকবরের আদেশ-সূত্রে সেখ অবদুল কাদর বদায়ুনী ও সেখ মুহম্মদ সুলতান থানেশ্বরী কর্ত্তৃক অনুবাদিত এবং প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ সেখ অবুল ফজল কর্ত্তৃক অতি যোগ্যতার সহিত ভূমিকা লিখিত।

(২) "গুলকশাঁ",— সম্রাট্ বিক্রমাজিতেয় (বিক্রমাদিত্য) সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত সংস্কৃত "বত্রিশ-সিংহাসন" গ্রন্থের ফারসী অনুবাদ।

(৩) "পদমাবত",— যাহাতে চিত্তৌড়ের রাণা রায় রতনের কাহিনী লিখিত আছে।

(৪) "রাজাবলী",— মিশ্র বিদ্যাধর স্বামী বিরচিত এবং বিনাহুরাম কর্ত্তৃক ফারসী ভাষায় অনুবাদিত। ইহাতে ভারতের অনেক রাজার বর্ণনা আছে।

(৫) "রাজতরঙ্গিনী",— অকবর বাদশাহের আদেশসূত্রে ফারসী ভাষায় অনুবাদিত।

উল্লিখিত পুস্তকসমূহে লিখিত বিবরণ ব্যতীত মুহম্মদ গজনবী, নাসুরউদ্দীন, সুবুক্তগীন, শাহবুদ্দীন গৌরী, সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী, আফ্গান বাদসাহগণ এবং অমীর তৈমুর গোরগানী ও তৈমুরের বংশধর বাদশাহ বাবর হইতে শাহজহাঁ আলমগীর পর্য্যন্ত সম্রাটদিগের, উঁহাদিগের রাজত্বকাল ও গুজরাত, সিন্ধু, মুলতান, মালবা, দৌলতাবাদ, দক্ষিণ, জৌনপুর, বিহার, বাঙ্গালা এবং ওড়িশার রাজগণের বৃত্তান্তসমূহ এবং "সৈয়র মুল্ক" প্রভৃতি পুস্তক হইতে যে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে তৎসমুদয় এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কল্যব্দ ৪৭৯৭, আলমগীর ঔরঙ্গজেবের সাল ৪০, হিজরী ১১০৭, খকম ১৭৫৩, শালিবাহন ১৬১৮ অব্দে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে।

ভূমিকা লিখিত উল্লিখিত বিবরণ ব্যতীত পুস্তকের ১৪শ ও ১৫শ পৃষ্ঠায় বঙ্গদেশীয় নৃপতিদিগের যে নামাবলী পাওয়া গিয়াছে তাহা সহৃদয় পাঠক মহাশয়দিগকে উপহার প্রদত্ত হইতেছে। ইতোপূর্ব্বে এই সকল নাম কোন ইতিহাস পুস্তকে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। এই নূতন নামাবলী হইতেও পুস্তকখানির উপযোগিতার বিষয় উত্তমরূপে প্রকাশ পাইবে।

ক্রমিক সংখ্যা,	রাজার নাম,	রাজ্যবর্ষ।
১।	সুখদত্ত	২১৮
২।	অনঙ্গভীম	১৭৫
৩।	রণভীম	১০৮
৪।	কুঞ্জভীম	৮২
৫।	দেবদত্ত	৯৫
৬।	জগসিংহ	১০৬
৭।	বৃধসিংহ	৯৭
৮।	মোহন দত্ত	১০২
৯।	বিনোদ সিংহ	৯৭
১০।	শঙ্কর সেন	৯৬
১১।	মিত্রজিত	১০১
১২।	ভূপত	৯০
১৩।	সিধ্রক	৯১
১৪।	জয়ধ্রক	২১০
১৫।	উদয়সিংহ	৮৫
১৬।	বিশ্বসিংহ	৮৮
১৭।	নেহনাথ	৭১
১৮।	রিখদেব	৮৩
১৯।	রঘুবল্লভ	৭৯
২০।	[illegible]	[illegible]

ক্রমিক সংখ্যা,	রাজার নাম,	রাজ্যবর্ষ।
২১।	কালদণ্ড	৮৫
২২।	কালদেব	৯০
২৩।	বিজয়করণ	৭১
২৪।	শিবসিংহ	৮৯

এই ২৪ চব্বিশজন ক্ষত্রিয় রাজা ২৪০৯ বৎসর রাজ্য করিয়াছেন। *

ক্রমিক সংখ্যা,	রাজার নাম,	রাজ্যবর্ষ।
১।	ভোজকুরিয়া	৭১
২।	লালসেন	৭০
৩।	মাধো	৬৭
৪।	সম্বন্ধভোজ	৪৮
৫।	জয়পত	৫৪
৬।	প্রভু	৪৬
৭।	করণ	৪৯
৮।	লখন	৪৩
৯।	ভোজ	৪৯

এই ৯ নয়জন কায়স্থ রাজা ৪৭০ বৎসর † রাজ্য করিয়াছিলেন। পুনশ্চ দ্বিতীয় কায়স্থ নৃপতিবংশের অধিকার হয়। যথা—

১।	আদসোদ	৬৯
২।	যামিনীভাহ	৬৬
৩।	অনরুধ	৭১
৪।	প্রতাপরুদ্র	৫৮
৫।	ভূদত্ত	৬১
৬।	রিখদেব	৫২
৭।	গিরধর	৭১
৮।	পৃথ্বীধর	৬০
৯।	সৃষ্টিধর	৫১

ক্রমিক সংখ্যা,	রাজার নাম,	রাজ্যবর্ষ।
১০।	প্রভাকর	৫৮
১১।	জয়ধর	২০

এই ১১ এগারজন কায়স্থনৃপতি পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ৬৩৭ বৎসর † বঙ্গরাজ্য ভোগ করিবার পর রাজসিংহাসন "কলনা বোস" নামক কায়স্থবংশের হস্তগত হয়, এবং তাঁহারা

১।	ভূপাল	৫৫
২।	দিতর পাল	৯৫
৩।	দেব পাল	৮৩
৪।	ভবন পাল	৭০
৫।	ধনপত পাল	৪৫
৬।	মোক্ষ পাল	৭৫
৭।	জয় পাল	৯৮
৮।	রাজ পাল	৯৮
৯।	ভোগ পাল (রাজ পালের ভ্রাতা)	৫
১০।	জখ পাল	৭৪

ক্রমশঃ ১০ দশজনে ৬৯৮ বৎসর ‡ রাজ্যশাসন করিলেন; পরে নূতন এক কায়স্থবংশের হস্তে সিংহাসন গেল—

১।	সুখ সেন	৩
২।	বলাবল সেন (বল্লাল সেন)	৫০
৩।	লক্ষণ	৭
৪।	মাধব সেন	১০
৫।	কেশব সেন	৫৫
৬।	সদা সেন	১৮
৭।	স্বচ্	৩

* যে অঙ্কপাত করা হইয়াছে তাহার সমষ্টি ২৫১৩ হয়। অনুবাদক।

† প্রদত্ত অঙ্কের সমষ্টি ঠিক ৬৩৭ বৎসর।

‡ প্রদত্ত অঙ্কের সমষ্টি ৪৯৭ বৎসর।

‡ প্রদত্ত অঙ্কের সমষ্টি ঠিক ৬৯৮ বৎসর।

এই বংশের ৭ সাতজন রাজা ১০৬ বৎসর ¶ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ক্ষত্রিয়বংশীয় সুখদত্ত হইতে কায়স্থবংশীয় স্বচ্ পর্য্যন্ত ৬১ জন হিন্দু রাজা হইয়াছিলেন। ইঁহারা মুসলমানদিগের প্রথমে ৪৩৩০ বৎসর § বঙ্গদেশে রাজ্য করিয়াছিলেন। দিল্লীর বাদশাহ সুলতান কুতুবুদ্দীন আয়বকের সময়ে বঙ্গদেশ মুসলমান রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। (৫৯৮ হিজরী)। তদবধি সুলতান মহম্মদ তুগলক পর্য্যন্ত সপ্তদশজন দিল্লীর বাদশাহ মোট ১৫৬ বৎসর বঙ্গদেশে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। ৭৭১ হিজরীতে সেনানায়ক মলিক ফকরুদ্দীন বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনরাজ্য স্থাপন করেন, এবং তদবধি দাউদ খাঁর সময় পর্য্যন্ত ২২৪ বৎসর বঙ্গদেশে স্বাধীন মুসলমানরাজ্য বর্ত্তমান থাকে। পরে ৯৯৫ হিজরীতে সম্রাট আকবরের সেনানায়কগণ দাউদখাঁকে পরাস্ত ও হত্যা করতঃ বঙ্গদেশ মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন, এবং তদবধি ১৭৯ বৎসর এই দেশ পুনশ্চ দিল্লীর অধীন ছিল। ১১৭৪ হিজরী হইতে আজ ১১৯৭ হিজরী পর্য্যন্ত এই দেশ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারে আছে।

স্বাধীন পাঠান রাজগণের নাম রাজত্ব বৎসর

১। মলিক ফকরুদ্দীন সিলাহদার, ২ বৎসর কয় মাস।

২। সুলতান আলাউদ্দীন, ১ বৎসর কয় মাস।

স্বাধীন পাঠানরাজগণের নাম, রাজত্ব-বৎসর।

৩। শম্‌সুদ্দীন, বিস্কর, ১২ বৎসর।

৪। সিকন্দর, শম্‌সুদ্দীনের পুত্র ৯ বৎসর।

৫। গয়াসুদ্দীন, সিকন্দরের পুত্র ৭ বৎসর।

৬। সুলতান সলাতীন, গয়াসুদ্দীনের পুত্র ১০ বৎসর।

৭। শম্‌সুদ্দীন, ৩ বৎসর।

৮। কাশী বুগী ৭ বৎসর।

স্বাধীন পাঠান রাজগণের নাম রাজত্ব বৎসর

৯। সুলতান জলালুদ্দীন, ৭ বৎসর।

১০। সুলতান অহমদ, জলালুদ্দীনের পুত্র ১৭ বৎসর।

১১। নাসির, সুলতান অহমদের ক্রীতদাস ৭ দিন।

১২। নাসির, শম্‌সুদ্দীনের বংশজ ২ বৎসর।

১৩। বারবক শাহ, ১৭ বৎসর।

১৪। সুলতান যুসক, ৭ বৎসর।

১৫। সিকন্দর শাহ, ½ দিন।

১৬। ফতহ শাহ, ৭ বৎসর ৫ মাস।

১৭। বারবক শাহ, ২½ দিন।

১৮। ফীরোজ শাহ, ৩ বৎসর।

১৯। মুহম্মদ শাহ, ফীরোজ শাহের পুত্র ১ বৎসর।

২০। মুজঃফর হাবশী, ৩ বৎসর ৫ মাস।

২১। সুলতান আলাউদ্দীন, ২৫ বৎসর কয় মাস।

২২। নসীব শাহ, আলাউদ্দীনের পুত্র ১১ বৎসর।

২৩। শের শাহ, সময় ঠিক নাই।

২৪। হিমায়ুঁ ঐ

২৫। শের শাহ, দ্বিতীয়বার ঐ

২৬। মুহম্মদ খাঁ, ঐ

¶ প্রদত্ত অঙ্কের সমষ্টি ঠিক ১০৬ বৎসর।

§ যেরূপ অঙ্কপাত করা হইয়াছে তাহার সমষ্টি ৪৪৫৫ হয়। লেখক যেরূপ সমষ্টি পূর্ব্বে দিয়াছেন, তাহার যোগফল ৪৩২০ হয়।

অনুবাদক।

স্বাধীন পাঠানরাজগণের নাম,	রাজত্ব বৎসর।
২৭। বাহাদুর শাহ, মুহম্মদ খাঁর পুত্র	ঐ
২৮। জলালুদ্দীন, মুহম্মদ খাঁর দ্বিতীয় পুত্র	ঐ
২৯। গয়াসুদ্দীন,	ঐ
৩০। তাজ শাহ,	ঐ
৩১। সুলেমান,	ঐ
৩২। শামসোদ,	ঐ
৩৩। দাউদ,	ঐ

কুতুবুদ্দীন অয়বকের সময় হইতে দাউদ খাঁর সময় পর্য্যন্ত ৫০ পঞ্চাশজন নরপতি বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে ১৭ সতরজন রাজা ১৫৬ বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরের অধীন ছিলেন। ফকরুদ্দীন হইতে দাউদ খাঁ পর্য্যন্ত ৩৩ তেত্রিশজন ২২৪ বৎসর স্বাধীনভাবে বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছেন। অনন্তর আকবর বাদশাহের সেনাপতি দাউদ খাঁকে হিন্যা করতঃ বঙ্গদেশে মোগল আধিপত্য স্থাপন করেন।

প্রবন্ধলিখিত নামসমূহ অতি শীঘ্রই পুস্তক আকারে পরিণত হইবে, সংগ্রহ করা হইয়াছে। এজন্য কোন কোন স্থানে ভ্রমপ্রমাদ থাকিতে পারে। যে পর্য্যন্ত সমুদয় পুস্তক উত্তমরূপে অধ্যয়ন করা না যায়, সে পর্য্যন্ত পুস্তকলিখিত বিষয় ও ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায় না। আশা আছে সহৃদয় পাঠকবর্গ এই ত্রুটী ক্ষমা করিবেন। ইতিহাস-প্রেমিক সজ্জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে এই প্রবন্ধ অতিশয় শীঘ্রতার সহিত পত্রস্থ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর অভিমত পাইলে লেখক কৃতার্থ হইবেন। যদি এই পুস্তক অপর কোন ব্যক্তির নিকট থাকে, কিংবা কাহারও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তাহার সংবাদ পাইতে অভিলাষ করি। এইরূপ পরস্পর সাহায্য দ্বারা ইতিহাসসংগ্রহের অনেক সুবিধা হইবে, সন্দেহ নাই। *

রামকুমার গোয়েলকা।

* "এক লিপিচিত্তার পরিষদের" মুখপত্র প্রসিদ্ধ "দেবনাগর"পত্রে (কল্যাব্দ ৫০১১, ধনু—৩য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা) প্রকাশিত হিন্দী প্রবন্ধ হইতে অনুবাদিত। এই প্রবন্ধে কয়েকজন স্বাধীন কায়স্থ-নরপতির নাম ও রাজত্বকাল প্রদত্ত হইয়াছে। ফারসী ভাষাভিজ্ঞ স্বজাতিপ্রেমিক মহাশয়গণ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করতঃ আমাদের মুখোজ্জ্বল করিবেন। এই আশায় আমরা এই অনুবাদ "প্রতিভায়" প্রকাশ করিলাম।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

বরিশালে কায়স্থধর্ম্মপ্রচার।

হবিবপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সরকার বি, এ, বি, এল, উকিল মহাশয়ের বাটিতে গত শ্যামাপূজার সময়ে আমি নিমন্ত্রিত হইয়া নিমাহিদান। আমি ৫০ জন ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীপুরুষে প্রায় ৩০০ কায়স্থ তথায় উপস্থিত ছিলেন। গান উপলক্ষে অন্যান্য জাতিরও অনেকে উপস্থিত ছিল। এতাদৃশ লোকসংগ্রহকালে কায়স্থপ্রসঙ্গ উপস্থিত করা কায়স্থ-

মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এই লোকসংগ্রহেও কায়স্থ-ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে আমাকে ব্রাহ্মণগণের সহিত কতক তর্ক বিতর্ক করিতে হইয়াছিল।

তৎপর দিবস শ্রীযুক্ত হরনাথ সরকার মহাশয়ের টিনের আট্‌চালাগৃহে একটী কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। তাহাতে কায়স্থের সংখ্যা তত বেশী হয় নাই; মাত্র ৪।৫ জন ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে একজন অধ্যাপক ও একজন মোক্তার।

সভায় প্রথমতঃ একজন ভুঁইমালী তাহাদের জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধীয় এক মুদ্রিত লিপিপত্র আমাদিগের নিকট উপস্থিত করে। ফরিদপুর জেলার আমশট্টগ্রামনিবাসী ভুঁইমালীগণের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র সরকার উক্ত পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। উদ্দেশ্য শ্রোত্রীয় নাপিত ও রজকেরা যথাক্রমে তাহাদের ক্ষৌরকার্য্য বস্ত্রধৌতকার্য্য বর্ত্তমান সময়ে করিতেছে এখন হইতে তাহারা ঐরূপ কার্য্য করিতে পারে না হয়। কায়স্থ-কার্য্যবশতঃ সমাজের সকল লোকই চেষ্টাবান্ হইয়াছে—রাজা নড়িলে কেহই স্থির থাকিতে পারে না। সমাজে রাজস্থানীয় কায়স্থের চঞ্চলতাবশতঃ সকল জাতিই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ভুঁইমালীদিগের এতাদৃশ আবেদন তাহারই এক নিদর্শন মাত্র। ক্ষত্রিয়ত্বলাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এতাদৃশ কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে এ আবেদন তদ্দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিতেছে। সভা হইতে ভুঁইমালীকে বলিয়া দেওয়া হইল শ্রোত্রীয় নাপিত ও ধোপা তাহাদের কার্য্য করিতে পক্ষে কায়স্থ ব্রাহ্মণের কোন আপত্তি নাই।

অতঃপর একজন নাপিত তাহাদের হেয়তার বিষয় নিবেদন করিল। সে বলিল নাপিত দেখিলেই সকল লোকের যাত্রা ভঙ্গ হয়; তাহারা মুখ বিকৃতি করিয়া পশ্চাতে সরিয়া যায়। এই ঘৃণিত ব্যবহার আর নাপীতেরা সহ্য করিতে পারে না। অনেক ভদ্র লোকের চাকর নাপিত আছে, তাহকে দেখিয়া তাঁহারা এরূপ করেন না, কিন্তু ব্যবসায়ী নাপিত দেখিলে তাঁহাদের উপরোক্ত ও অন্যান্য নানাপ্রকারের ঘৃণার উদয় হয়। এজন্য তাহার প্রস্তাব এই যে, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থসন্তানগণ যদি ক্ষৌরকার্য্যে ঘৃণা প্রকাশ না করেন তবে তাহাদের ব্যবসায়ে ঘৃণা থাকে না। আমি তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, কোন শ্রমই নিন্দনীয় নহে; সকল শ্রমেরই সম্মান অর্থাৎ (dignity of labour) আছে। কিন্তু আমাদের দেশে শ্রম ও শিল্পকে ঘৃণার বিষয় বলিয়া শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হওয়াতে সমগ্র হিন্দুজাতিরই ক্ষতি হইয়াছে। এই যে সর্ব্বদিক হইতে জাতীয় আন্দোলনের তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে, ইহা কেবল শ্রমশিল্পের অর্থাৎ শূদ্র বৈশ্যের সম্মানের পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা মাত্র। ভারত যখন উচ্চ ভবিষ্যতের দিকে চাহিতেছে, শূদ্রবৈশ্যের উন্নতি ব্যতীত এ উদ্দেশ্য কখনই সফল হইবে না; শ্রমশিল্পের পুনরুদ্ধার ভিন্ন ভারত দারিদ্র্যমুক্ত হইয়া কখনই জীবনসংগ্রামে সক্ষম হইবে না—সুতরাং বৈশ্যশূদ্রের পুনঃ সম্মান অবধারিত। নাপিত অস্পৃশ্য জাতি নহে, তবে তাহাদিগকে দেখিলে যে যাত্রাভঙ্গ হয় তজ্জন্য তাহাদের উচিত যে তাহারা পঞ্জিকাকারদিগকে বলে যেন তাঁহারা নিম্নলিখিত বচনটী পঞ্জিকায় আর না রাখেন।

আগে ধোপা পাছে নাই।
এমন কার্য্যে যেও না ভাই॥
এও বাধা পায় ঠেলি।
যদি না দেখি সম্মুখে তেলি॥

যাত্রাকালে বেশ্যা দর্শনে যাত্রা মঙ্গলপ্রদ হয়। কিন্তু এইসকল সৎশ্রমী জাতীয় কেহকে দেখিলে সর্ব্বনাশ ঘটে! ইহা আমাদের অপূর্ব্ব ব্যবহারিক শাস্ত্র। শ্রমের উপর এইরূপ সঞ্চিত ঘৃণা কতকালে দূর হইবে? আমার কথাগুলি শুনিয়া সকলেই ন্যূপিতের দুরবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তাঁহাকে বলিয়া দেওয়া হইল সম্প্রতি সে পঞ্জিকাকারদিগকে পত্র লিখিয়া উপরোক্ত বচন উঠাইবার চেষ্টা করে।

অতঃপরে কায়স্থকার্য্য আরম্ভ হইল। এ স্থলে আমার বলা আবশ্যক যে হবিবপুর ও ওটুরা-নিবাসী কায়স্থ-যুবকেরা অতি উৎসাহী ও সাহসী। তাঁহারা কায়স্থ-সভা সৃষ্টির অত্যল্পকাল পরেই প্রায় ৫০ জন একত্র হইয়া সাবিত্রীগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শুনিলাম কেহ কেহ এক্ষণে সাবিত্রী-সূত্র ধারণ করিতে পারিতেছেন না। কেহ কেহ বা তাহাদের উপবীত কটিদেশে ধারণ করিয়া থাকেন। আমি কোন কোন কায়স্থ-যুবকের কটিতে এরূপ পৈতা দেখিয়াছি। তাঁহারা বলিলেন বয়োবৃদ্ধ কায়স্থগণ ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পৈতা দৃষ্টে রুষ্ট হন বলিয়া তাঁহারা এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। রাজা কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, শাস্ত্রে ও ব্যবহারে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে; ইহা নিশ্চয়ই বড় পরিতাপের বিষয় যে আমাদের যুবকেরা পুরোহিত সম্প্রদায় ও আমাদের প্রাচীনগণের দ্বারা তাঁহাদের স্বধর্ম্মপালনে এতাদৃশ বাধাপ্রাপ্ত হইতেছেন। আমরা আশা করি, হবিবপুর-নিবাসী যুবকেরা অতঃপর স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে আর পশ্চাদপদ হইবেন না। প্রকাশ্যভাবে উপবীত ধারণ কায়স্থের স্বধর্ম্ম।

কায়স্থকার্য্য আরম্ভ হইলে আমি ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম, এবং শ্রীমান্ শিশুকুমার বিশ্বাস অতি সুন্দরভাবে আমার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। কিন্তু উক্ত বিদ্যালঙ্কার ও মোক্তার মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিলেন। মোক্তার মহাশয়ের কথার উত্তর নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ব্যাস-সংহিতার কায়স্থ ও বণিক নিন্দসূচক বচন প্রদর্শন করিয়া বিলক্ষণ বাগাড়ম্বর করিয়াছিলেন। এটি শাস্ত্রীয় কথা, ইহার একটী উত্তর আমি স্থানান্তরে প্রকাশ জন্য সত্বর পাঠাইব।

এই বিষয়ের তর্ক বিতর্ক কিছু প্রখরভাব ধারণ করাতে বিদ্যালঙ্কার ও মোক্তার মহাশয় উভয়েই সভা ত্যাগ করিলেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের বিরোধী নহেন, কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহার এরূপ পার্শ্বপরিবর্ত্তন দেখিয়া আমরা সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলাম। সুতরাং তাঁহার সভা ত্যাগে কাহারও ক্ষোভ হয় নাই। মোক্তার মহাশয়ের সভা ত্যাগে কোন ক্ষোভের ত কারণই নাই।

কায়স্থগণ একবাক্যে শেষে ক্ষত্রিয়াচার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, এবং প্রিয়নাথ চৌধুরী ও পঞ্চানন সরকার মহাশয়দ্বয়ের প্রস্তাব অনুসারে বরিশালের সহরস্থ কায়স্থগণকে একত্র মহতী কায়স্থসভা স্থাপনের জন্য অনুরোধ করার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে ও প্রিয়নাথ চৌধুরী ও শিশুকুমার বিশ্বাস মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদকত্বে হবিবপুরে একটী স্থায়ী কায়স্থসভার প্রতিষ্ঠা করা হইল। এই সভায় আরও ২৭ জন কায়স্থ মেম্বর হইয়াছেন। অন্য কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সময় হয় নাই।

এই সভার ঠিকানা—হবিবপুর, কেশবকাঠি পোঃ বরিশাল।

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

শৌনকীয়া সন্ধ্যোপাসনা পদ্ধতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি) ২৪৭ পৃষ্ঠা হইতে।

পূর্ব্বপক্ষের তৃতীয় আপত্তি অথর্ব্ববেদ নিরাকার বাদীর গ্রন্থ। যখন ঋগ্বেদের "কাসীৎপ্রমা প্রতিমা কিং" এই মন্ত্রাংশ গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণকার অর্থ করিয়া দেখাইতেছেন "প্রমা অন্তরীক্ষলোকোহস্মাল্লোকাৎ প্রমিত ইব প্রতিমা ইত্য সৌ বৈ লোকঃ প্রতিমৈষ হ্যন্তরিলোকে প্রতিমিত।" তথা যজুর্ব্বেদে "ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ॥" বাক্য রহিয়াছে, "তখন মূর্ত্তিবাদী (১) আথর্ব্বন বাক্য ও অপৌরষেয় ইহা কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না।" একথা কিরূপে স্বীকার করিব, অথর্ব্ববেদে মূর্ত্তির উল্লেখ নাই, কিন্তু তাহা কি অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে; ইহা দেখা উচিৎ। অথর্ব্ববেদে যে যে স্থলে সবিতা-ব্রহ্মের রূপ বর্ণনা আছে সেই স্থলে রয়ি অথবা সূর্য্য, বায়ু এবং সূর্য্য চন্দ্রের একত্বে কল্পিত হইয়াছে; উহাতে নিরাকার হইতে কিরূপে সাকার অন্ন হইল তাহাই দেখান হইয়াছে। এইজন্য প্রশ্নোপনিষদের ৫ শ্রুতিতে বলিয়াছেন,—"আদিত্যোহ বৈ প্রাণোরয়িরেব চন্দ্রমা রয়ি বা এতৎ সর্ব্বং মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ তস্মাদ্মূর্ত্তিরেব রয়ি॥" অর্থাৎ যিনি আদিত্য মিত্র তিনি প্রাণ এই প্রকার যিনি রয়ি অর্থাৎ অন্ন তিনি চন্দ্রমা ইনিই এই জগতের মূর্ত্তি ও অমূর্ত্তি তাহা হইতেই স্বপ্রকাশ অন্ন। ব্রহ্ম যদি সাকারই হইতেন, তাহা হইলে ঐ বেদমধ্যে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য এইরূপ মন্ত্র প্রয়োগ হইত না। যথা—

"যো বিদ্যাদ্ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষং পরুংষি যস্য।
সং ভারা ঋচ যস্যানুক্যম্॥১"
অথর্ব্ববেদ ৯কাং ৫বর্গ ২অনু।

অস্যার্থ যঃ (যিনি) বিদ্যাৎ (জানিবেন) প্রত্যক্ষং ("ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যাবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষং।" ন্যায় সূত্র ১।১।৪ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের নৈকট্য ভাবার্থের বিবেকমার্জ্জিত জ্ঞান ও ব্যাবসায়াত্মক কর্ম্মে যাহা অনুভূত হয় তাহাই প্রত্যক্ষ) পরুংষি (পুরুষের বিকাশভাব) যস্য (যাঁহাকে) (২) সং ভারা (যথার্থ সত্য) ঋচ (মন্ত্র)

(১) অথর্ব্ববেদের ৩য় ৮ম ১৩শ এবং ১৮শ কাণ্ডে ঈশ্বরের স্বাকারতা দেখা যায়।

(২) বেদের মন্ত্রে অনেকস্থলে ষষ্ঠী স্থলে চতুর্থী হয়। এবং বিকল্প হয়। ইহা পাণিনি বলিয়াছেন।

যস্ত (যাঁহার) অনুক্যম্ (অদর্শনীয়) ব্রহ্ম (সর্ব্বব্যাপক পুরুষ) অর্থাৎ যিনি সেই সর্ব্বব্যাপক অদর্শনীয় পুরুষের বিকাশ প্রত্যক্ষ করিবেন; (তিনি) তাঁহার যথার্থ সত্য মন্ত্র অর্থাৎ ঋকাদিবেদ জানিবেন। এখন পূর্ব্বপক্ষের তৃতীয় আপত্তিও ভিত্তিহীন হইয়া পড়িল।

পূর্ব্বপক্ষের চতুর্থ আপত্তি "অথর্ব্ববেদে অনেক লৌকিক দেবতার নাম দৃষ্ট হয়। এমতাবস্থায় আঙ্গিরসসংহিতার ও লৌকিক শাস্ত্রের পার্থক্য কোথায় থাকে?" এ সম্বন্ধে শৌনকীয় সর্ব্বানুক্রমনি পরিভাষার দ্বিতীয় খণ্ডে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যথা—"কর্ম্ম পৃথাত্বাদ্ধি পৃথগভিধান স্তুতয়ো ভবংতি ॥১৩॥ একৈব বা মহানাত্মা দেবতা ॥১৪" অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্মের পার্থক্য জন্যই সেই এক মহান্ পরমাত্মা পৃথক্ পৃথক্ নামে স্তুত হইয়া থাকেন। অনন্তর এই অন্য বেদীয় প্রমান বলিয়া যদি আথর্ব্বণসংহিতার সংশয় নষ্ট না হয়, তবে ঐ বেদের নিজ গর্ভস্থ মন্ত্রদ্বারা প্রমাণ করা যাইতেছে।

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্য সঃ
সুপর্ণোগরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধাবদন্ত্যগ্নিং যমং
মাতরিশ্বান্ মাহুঃ ॥২৮"

অথর্ব্ববেদ ৯কাং ১০বর্গ ৫অনু ২৮প্রপা।

"সেই সর্ব্বজনপ্রভু পরমেশ্বর মেধাবিদিগের দ্বারা বহুবিধ নামে কথিত হইয়া থাকেন। কেহ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নিকে তদ্বোধে উপাসনা করে। কেননা তিনি নিত্য জ্যোতির্ম্ময়, আবরণে ওঁ এই প্রণবে প্রতিষ্ঠিত। এবং কেহ কেহ অগ্নি-যম-মাতরিশ্বাকেও কহিয়া থাকে।" অতএব বহু ঈশ্বরের অস্তিত্ব এই প্রমাণে খণ্ডিত হইল।

পূর্ব্বপক্ষের পঞ্চম আপত্তি এই যে, ভাল অথর্ব্ববেদ না হয় অপৌরষেয় বলিয়াই গ্রহণ করিলাম কিন্তু উহাতে বিভিন্ন স্থলে যে সকল বিভিন্ন প্রকার অনুজ্ঞা আছে এবং ঘৃণিত আভিচারিক বিধান সম্বন্ধে কিরূপ মীমাংসা হইতে পারে?" একই বেদের বিভিন্ন প্রকার অনুজ্ঞা সম্বন্ধে মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে ২।১৪ আছে যে, "যদি শ্রুতির মধ্যে দুই মত থাকে মনিষিগণ সেই উভয় শ্রুতিই ধর্ম্মজনক, অধিকারী ভেদে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" যে সকল আভিচারিক মন্ত্র আছে তাহাও ধর্ম্মজনক; ঐ সকল সংগ্রামাদি কর্ম্মে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে নতুবা বেদমন্ত্র কুত্রাপিও ঘৃণার যোগ্য নহে। উহার সর্ব্বত্রই ধর্ম্মভাবপূর্ণ এতদ্বিষয়ে পূর্ব্ব মীমাংসায় জৈমিনী বলিয়াছেন।

"ধর্ম্মস্য শব্দ মূলত্বাৎ অশব্দ মনপেক্ষং স্যাৎ ॥১
অপি বা কর্তৃ সামান্যাৎ প্রমাণ মনুমানং স্যাৎ ॥২"

জৈমিনীসূত্র ১।৩ পাদ।

অস্যার্থ—ধর্ম্মের মূল শব্দ অর্থাৎ বেদের (১) নিমিত্ত তথাপি অশব্দ (লৌকিক বিধির) জন্য অপেক্ষা করিবে না। কিন্তু তাহাতে যদি সামান্য বিশেষত্ব কিংবা প্রমাণ স্বরূপ থাকে, তবে সেস্থলে অনুমান বলে (২) প্রকৃত মন্ত্র কি

(১) বেদ যে ধর্ম্মের মূল এ কথা সামবেদীয় ধর্ম্মসূত্রেও আছে। "বেদোধর্ম্ম মূলম্ ॥" গৌতম ধর্ম্মসূত্র ১।১।

(২) গৌতম ধর্ম্মসূত্রে ক্ষত্রিয়দিগকে বেদও আনিকিক্ষি অর্থাৎ অনুমান শাস্ত্রের সাহায্যে সন্দেহের মীমাংসা করিতে বলিয়াছেন।
"ত্রাৰ্য্যামাণীক্ষিক্যাং চাভি বিনীতঃ ॥"
গৌতমধর্ম্মসূত্র ১১।৩।

তাহা বুঝিয়া লইবে। একমাত্র বেদদ্বারা তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে, বেদাঙ্গাদি আর্ষ-শাস্ত্রের অভিপ্রায় লইয়া কার্য্য করিতে হইবে। এজন্যও জৈমিনীদর্শনে এই সকল সূত্র আছে।

"প্রয়োগ শাস্ত্রমিতি চেৎ ॥১১
অসন্নিয়মাৎ ॥১২
অবাক্য শেষাচ্চ ॥১৩
সর্ব্বত্র চ প্রয়োগাৎ সন্নিধান শাপ্রাচ্চ ॥১৪"

পূর্ব্ব মীং ১।৩ পাদ।

অস্যার্থ—প্রয়োগ শাস্ত্র (কল্পসূত্র) অনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠানে বেদমন্ত্র প্রয়োগ করিবে। কিন্তু তাহাতেও ত অবৈদিক অষ্টকাদির বিধান আছে; সত্য বটে, উহাতে যে সকল অবৈদিক অসদ্বিধান আছে, তাহা সর্ব্বত্রই যে পরিত্যাজ্য তাহা নহে; যেমন "গুরুননুগন্তব্য" ইত্যাদি অবৈদিক বিধান হইলেও উহা গ্রহণীয় কেননা গুরুর অনুগমন অর্থাৎ পরিচর্য্যাদিতে গ্রন্থ গ্রন্থী (দুর্ব্বোধ শব্দ) ছিন্ন হয়। (১) এই জন্য সত্যবাদী বিদ্বান্ ঋষিদিগের অবৈদিক বিধানে মার্জ্জিত জ্ঞানের দ্বারা বুঝিয়া লইবে, সর্ব্বত্র গ্রহণ করিবে না; যাহার বেদের সহিত নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, সেই বিধান গ্রহণ করিবে। এখন পূর্ব্বপক্ষের পঞ্চম প্রশ্নও মীমাংসা করা গেল, অতএব অথর্ব্ববেদানুমোদিত সন্ধ্যোপাসনা অবশ্যই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়সমাজে আদৃত হইবে। পূর্ব্বে পরিশিষ্টের শ্লোকদ্বারা মাত্র অথর্ব্ববেদের গুরুত্ব দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে; এখন পাঠকগণ দেখুন উহা ক্ষত্রিয়-(কায়স্থ)-গণের কিরূপ উপকারী শাস্ত্র।

(১) মীমাংসার ভাষ্যকার শবরস্বামী, বার্ত্তিককার কুমারিল ভট্ট ও প্রভাকর ভট্ট অষ্টকাদি অবৈদিক প্রয়োগ বলিয়া লিখিয়াছেন।

"যস্ত রাজ্ঞো জনপদে অথর্বা শান্তি পারগাঃ।
নিবসত্যপি তদ্রাষ্ট্রং বর্দ্ধতে নিরুপদ্রবম্ ॥
তস্মাদ্রাজা বিশেষেণ অথর্বাণং জিতেন্দ্রিয়ম্।
দান্ সংমান সৎকারৈর্নিত্যং সমভিপূজয়েৎ ॥"

অথর্ব্বণ পরিশিষ্ট।

অর্থাৎ যে রাজার রাজ্যে অশান্তি প্রভৃতি আছে, অথর্ব্ববেদোক্ত কর্ম্মই তথায় শান্তি স্থাপন করিতে পারে। তাহাতে রাজ্যে বৃদ্ধি এবং নিরুপদ্রবে বাস করা যায়। তাহা হইতে রাজা জিতেন্দ্রিয়, দানাদি সৎকার দ্বারা নিত্য সমাক্-রূপে পূজিত ও সম্মান প্রাপ্ত হন। বিশেষেণ শব্দ কায়স্থাদি ক্ষত্রিয়ত্ব বোধক। শব্দার্থে ভাবে তৃতীয়া হইয়া ক্ষত্রকায়স্থগণেরও অথর্ব্ববেদ আদৃত হইয়াছে। অতএব সেই রাজন্যজাতির জন্য এখন অথর্ব্ববেদের শৌনক শাখার সন্ধ্যার মন্ত্র প্রয়োগ করা যাউক।

সন্ধ্যার কাল মাধ্যন্দিনপদ্ধতিতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু সন্ধ্যার সময় আচমনের পূর্ব্বে অনেকদিন হইতে শিখা বন্ধন করিতে দেখা যায়, ইহার কোন গুরুত্ব আছে কিনা; স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন, উপাসনাকালে কেশের কম্পন নিবারণের জন্য শিখা বন্ধনের আবশ্যক, পৌরাণিকগণ বলিয়াছেন, শিখা বন্ধন না করিলে অশুচিত্ব দূর হয় না। অশ্বালায়ন বলিয়াছেন, চূড়াকালে সমস্ত মস্তক মুণ্ডন কিংবা শিখা মাত্র শেষ রাখিবে। (১) দার্শনিক শবরস্বামী এই বাক্যে তর্ক উপস্থিত

(১) ন সমাবৃত্তা বপেয় বল্যত্র বীহারাদিতোকে।
তথাপি ব্রাহ্মণ এষরিক্ত বা পিহিতস্তস্যেব
তদেবপিধানং যচ্ছিখা ॥
আপস্তম্ব।

করিয়া মীমাংসার ভাষ্যে বলিয়াছেন, যাহা না রাখিলে কোন অপকার নাই, রাখিলে যে তাহার মুক্তকণ্ঠে অপকার হইবে তাহার প্রমাণ কি? প্রাচীনকালে ঋষিগণ একশিখ, ত্রিশিখ ও পঞ্চশিখ ছিলেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। (১) সেই সত্যবাদীগণ ইহাও বলিতেন, "গোত্রচিহ্নং শিখাকর্ম্ম" 'ইহা দ্বারা বুঝা যায় তাঁহারা অতীত কুলের স্মরণার্থ, ঐরূপ শিখা ধারণ করিতেন, তাহাই এখন সর্ব্বত্র একটী মাত্র ধৃত হইয়া থাকে।" এমতাবস্থায় আমার শিখা সম্বন্ধে এই বক্তব্য যে, পক্ষ তর অনুষ্ঠান-কারীগণ শিখাকর্ম্ম আপনার মার্জ্জিত জ্ঞানানু-যায়ী সম্পাদন করিবেন।

সন্ধ্যার প্রারম্ভে আচমন অর্থাৎ স্থিরতা সম্পাদনের জন্য তিনবার ওঁকার উচ্চারণপূর্ব্বক করপুস্করে মাসকলাই প্রমাণ জল লইয়া পান করিবে, এবং নিম্নোদ্ধৃত চতুর্ব্যাহৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ কিঞ্চিৎ জল হৃদয় চক্ষুদ্বয় শীর্ষ ও নাভিতে প্রক্ষেপ করিবে। তদ্যথা—

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্জনদোমিত্যেঞ্জলিবুদিকমা
সিঞ্চতি ॥১৩"

কৌশিকগৃহ্যসূত্র ১৭অ০ ৬কণ্ডিকা।

ইহার ভাব এই ওঁ ভূরোঁ আমার হৃদয় সুস্থ করুন। ওঁ ভুবরোঁ আমার চক্ষুদ্বয় সুশীতল করুন। ওঁ স্বরোঁ আমার শিরোদেশ স্থির করুন। ওঁ জনম্ আমার উদ্বেগ রহিত

(১) দক্ষিণ কপর্দা বশিষ্ঠা আত্রেয়াস্ত্রি-
কপর্দিনঃ।
অজিরস পঞ্চচূড়া মুণ্ডা ভৃগবঃ শিখিনোঽন্তে ॥
ত্রাহ্মায়ান পং।

করুন। (১) ইহার পর পুনরায় কিঞ্চিৎ জল হাতে লইয়া বেদমন্ত্রে আচমন করিবে।

"ওঁ দেবস্য সবিতুঃ সবে কর্ম্ম কৃণ্বন্ত মানুষাঃ।
শং নো ভবন্তপ ওষধী শিবাঃ ॥৩"

অথর্ব্ববেদ ৬কাং ২৩বর্গ ৩অনু০।

দেবস্য (দ্যোতমানের) সবিতুঃ (প্রেরকের) সবে (প্রেরণে) মানুষাঃ (মননশীলগণ, বিজ্ঞান-বিদ্গণ) কর্ম্ম কৃণ্বন্ত (বৈদিক অনুষ্ঠান করে) শিবাঃ (মঙ্গলদায়ক) ওষধী (যোগ উপসম পদার্থ) অপ (জল) নঃ (আমাদিগে) শং (মঙ্গলযুক্ত) ভবন্তু (হউক)।

ইহার ভাবার্থ এই যে, বিজ্ঞানবিদ্গণ দ্যোত-মান প্রেরকের প্রেরণায় স্বাধ্যায় করিয়া থাকেন। তাঁহার এই মঙ্গলময় জল আমাদের কল্যাণ-দায়ক হউক। ইহার পর বস্ত্র পরিশোধন জন্য এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

"ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্ন স্নাত্বা মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণে বাজ্যং বিশ্বে শুভন্ত মৈনসঃ ॥৩"

অথর্ব্ববেদ ৬কাং ১১৫বর্গ ৩অনু০

দ্রু (বৃক্ষ) পদাৎ (নিম্নস্থান হইতে) ইব (যেমন) মুমুচান (মুক্ত) স্বিন্ন (ঘর্ম্মাক্ত) স্নাত্বা (স্নান করিয়া) মলাৎ (মল হইতে) ইব (তেমন) পূতং (পবিত্র) পবিত্রেণে (সংস্কার দ্বারা) ইব (যেমন) আজ্যং (ঘৃত)

(১) মূল বেদে, ভূভুবঃ, স্বঃ, প্রহ্যা, অন্তো, অমো, মহ, সহ এই প্রকার ১০ ও ১৩ কাণ্ডের নানাস্থানে আছে। কিন্তু গোপথ ব্রাহ্মণে ও বৈতাল শ্রৌতসূত্রে ২।৩।১৫ আছে "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বজনাদোমিত্যাচয়িতি ॥" ইহা দ্বারা বুঝা যাই-তেছে যে, অপর বেদে যে ব্যাহৃতি গ্রহণ করিয়াছে ইহাতে তাহা হইতে একটী অধিক। এই হইতে সমস্ত প্রাব পূর্ব্বমন্ত্র জপ।

বিশ্ব (দিক্সমূহ) শুম্ভন্তু (মঙ্গল হউক) মা (আমাকে) এনসঃ (পাপ হইতে)।

ইহার ভাবার্থ— "যেমন ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তি পাদপ-ছায়ায় ঘর্ম্মমুক্ত হয়, স্নান দ্বারা যেমন বিমল হইতে হয়, সংস্কার দ্বারা যেমন ঘৃত পবিত্র হয়, দিকসমূহ সেইরূপ আমাকে পাপ হইতে পবিত্র করুন।" ইহার পর এই মন্ত্রাচমনটী সম্পাদন করিতে হইবে।

"ওঁ মুঞ্চন্তু মা শপথ্যা দথো বরুণাদুত।
অথো যমস্য পড্বীশাদ্বিশ্বস্মাদ্দেবকিল্বিষাৎ ॥২"

অথর্ব্ববেদ ৭কাং, ১১২বর্গ, ১০অনু০।

মুঞ্চন্তু (মোচন কর) মা (আমাকে) শপথ্যাৎ (অবৈধ প্রতিজ্ঞা হইতে) উত (অথবা) বরুণ্যাৎ (বরুণ পাশ হইতে) অথ (অথচ) যমস্য (অণ্ডকের) পড্বীশাৎ (পদবন্ধন পাশ হইতে) বিশ্বস্মাৎ (সর্ব্বস্মাৎ সকল হইতে) দেবকিল্বিষাৎ (দৈব পাপ হইতে)।

ইহার ভাবার্থ—হে ঈশ্বর! আমি অবৈধ প্রতিজ্ঞাজনিত পাপে সংলিপ্ত হইয়া বরুণপাশ হইতে আবদ্ধ হইতেছি, সেই অণ্ডকের পদবন্ধন নাশ করিয়া অতঃপর দৈব পাপ হইতে আমাকে মুক্ত করুন।" অনন্তর নিম্নোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে মার্জ্জন সম্পাদন করিতে হইবে।

ওঁ ঈশানা বার্য্যানাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাম্।
অপো যাচামি ভেষজম্ ॥৪"

অথর্ব্ববেদ ১কাং, ৫বর্গ, ১অনু০।

ঈশানা (প্রধান পুরুষ) বার্য্যানাং (বরণীয়-দিগের) ক্ষয়ন্তীঃ (জীবন রক্ষক) চর্ষণীনাম্ (দৃশ্যসমূহের সার) অপঃ (ব্যাপক) যাচামি (প্রার্থনা করি) ভেষজম্ (ওষধিকে)।

ভাবার্থ—হে পুরুষ প্রধান ঈশ্বর! আপ-নার নিকট আমারা এই প্রার্থনা করি যে, 'বর-ণীয় ও দৃশ্য পদার্থসমূহের সার জীবনরক্ষক জল আমাদের ঔষধস্বরূপ হউক।' অপর মন্ত্র—

"ওঁ ইদমাপঃ প্র বহত যত্কিং চ মলং চ যৎ।
যচ্চাভি দুদ্রোহানৃতং যচ্চ শেপে অভীরুণম্ ॥৩"

অথর্ব্ববেদ ৭কাং, ৮৯বর্গ, ৮অনু০।

ইদং (এই সমস্ত) আপঃ (জল) প্রবহত (অপনয়ত) যত্কিং চ মলং চ যৎ (নিন্দারূপ যে মল আমাতে অবস্থিত আছে তাহা দূর কর) যচ্চাভি দুদ্রোহ (পিত্রাদি গুরুজনের তিরস্কার) অনৃতং (অসত্য) যচ্চ শেপে (বস্তুর অপলাপ করিয়া মিথ্যা শপথ করা) অভীরুণম্ (ঋণ শোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাহা না করা)।

ভাবার্থ—হে জল! যে নিন্দাকর মল আমাতে আছে, গুরুজনের প্রতি যে তিরস্কার করিয়াছি, যে অসত্য ব্যবহার করিয়াছি, চৌর্য্যাদি অন্যায় করিয়া শপথ করিয়াছি, ঋণ শোধ করার ক্ষমতা থাকাতেও তাহা করি নাই, এই সমস্ত আপনি অপনয়ন করুন।' ইহার পর মন্ত্রন্যাস অর্থাৎ ব্রহ্ম উপনিষদ জপ করিতে হইবে।

"ওঁ মূর্দ্ধানমস্য সংসীব্যাথর্বা হৃদয়ং চ যৎ।
মস্তিষ্কাদূর্দ্ধঃ প্রৈরয়ৎ পরমানোধিশীর্ষতঃ ॥২৬
তৎ বা অথর্বণঃ শিরোদেবকোশঃ সমুজ্জিতঃ।
তৎ প্রাণো অভিরক্ষিত শিরো অন্ন-
মথোমনঃ ॥২৭"

অথর্ব্ববেদ ১৩কাং, ২বর্গ, ১অনু০।

মূর্দ্ধানং (মূর্দ্ধমান শিরবিশিষ্ট) অস্য (পুরুষের) সংসীব্য (সংরক্ষ) অথর্ব্বা (ব্রহ্মণ) হৃদয়ং (অন্তঃকরণ) চ (এবং) যৎ (যে) মস্তিষ্কাৎ (মস্তিষ্ক হইতে) ঊর্দ্ধঃ (ঊর্দ্ধদেশে) প্রৈরয়ৎ (প্রেরণ করিয়াছিলেন) পরমানঃ (বহমান)

অধিশীর্ষতঃ (শির পর্য্যন্ত) তৎ (তাঁহারা) বা (অথবা) অথর্ব্বণঃ (পুরুষের) শিরোদেবকোশঃ (দেবতার নিবাস স্থান) সমুজ্জিতঃ (সম্যক্ ঋজুভাবে) তৎ (তাহা হইতে) প্রাণঃ (প্রাণবায়ু) অভিরক্ষিত (সংরক্ষিত) শিরঃ (শিরোদেশ) অন্ন (শুক্র) অথ (এবং) মনঃ (মননস্থান)।"

ভাবার্থ—'ব্রহ্ম, মূর্দ্ধামান পুরুষের হৃদয়কে সমাক্‌রূপে রক্ষা করেন। যিনি প্রবহমান বায়ুকে প্রাণরূপে মস্তিষ্কের উর্দ্ধ শিরের শেষস্থান পর্য্যন্ত প্রেরণ করেন। শিরঃ সেই ব্রহ্মের সূক্ষ্মজ্যোতির্ম্ময়পুরী তাহা হইতে প্রাণ, শিরঃ ওজ ও মন সংরক্ষিত আছে।' (ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মণঃ।

কায়স্থসমাজে বরপণপ্রথা।

বহুদিন পূর্ব্বে শিরোনামোক্ত প্রস্তাবের আরম্ভ করিয়াছি; কিন্তু আজ পর্য্যন্তও তাহার খতেমা দিতে পারিলাম না। আজ আবার পাঠকগণের নিকট সেই চর্ব্বিত প্রস্তাবের চর্ব্বণ করিতে উপস্থিত হইলাম। আশা করি পাঠকগণ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া লেখককে তীব্র সমালোচনায় দগ্ধ করিবেন না।

আমার লেখায় নিদ্রিত কায়স্থ-কুলাবতংসগণকে জাগ্রত না করিতে পারে, কিন্তু অনেক কাগজের সম্পাদকেরা বরপণ প্রথা লইয়া আজকাল গভীর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন দেখিয়া আমার একটুকু আশার সঞ্চার হইতেছে বলিয়াই পুনরায় লেখার আসরে নামিলাম। যতই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সমাজের কলেবর দর্শন করিতেছি ততই আমার হৃদয়গ্রন্থি শিথিল হইতেছে—আশার প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার উপক্রম হইতেছে তবু যেন কে আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে বলিতেছে—অগ্রসর হও, ভয় নাই। একদিন, না একদিন লেখার সুফল অবশ্যই ফলিবে। সেই ভরসায় বুক বাঁধিয়া লেখনী ধারণ করিলাম।

আজকাল অনেকে বিবেকের প্ররোচনায় কৃতী পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে নগদ টাকা লইতে হস্ত সঙ্কুচিত করিতেছেন বটে, কিন্তু যৌতুক গহনার তালিকার 'আয়তন বৃদ্ধি' করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে একটী ঘটনা বিবৃত করা গেল। পাঠকগণ একটু মনোযোগ দিয়া পাঠ করুন। একদিন পুত্রের পিতা রামলোচন বসু কন্যার পিতা নিত্যানন্দ গুহকে সম্বোধন করিয়া জীমূতমন্দ্রে কহিতেছেন, "আমি পুত্রকে বি, এ পর্য্যন্ত পড়াইয়াছি, আমি তাহার শুভবিবাহে একক্রান্তিও চাই না। পণ লওয়া আমি হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করি। বর্ত্তমান সময়ে সমাজের যেরূপ অধোগতি হইতেছে তাহাতে হৃদয়বান্ ব্যক্তিমাত্রেরই তনয়ের বিবাহে টাকাকড়ি লওয়া অবৈধ মনে করা উচিত। বিশেষতঃ আমি লোভের ক্রীতদাস নহি। ভগবান্ যাহা দিয়াছেন তাহাতেই আমার ঘরে অন্নবস্ত্রের কষ্ট নাই। তবে কিনা জানেন আপনার মুখ উজ্জ্বল করিবার জন্য উপযুক্ত 'বাবিয়ানা' আপনাকে দিতে হইবে।" গুহজা মহাশয় কন্যার

বরপ্রার্থী হইয়া বসুজ মহাশয়ের দ্বারস্থ হইয়াছেন। বসুজ মহাশয়ের অনুক্রমণিকা শুনিয়া আনন্দে বিভোর হইলেন; মনে মনে ভাবিলেন এবার বুঝি প্রজাপতির কৃপায় মেয়েটীকে পাত্রস্থ করিতে পারিব। পুলকিত হইয়া গুহজ মহাশয় ভীতি-মুক্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—তা হইবে না কেন? যেরূপ উদার বসুবংশে জন্ম, তদুচিত বাক্যই বলিয়াছেন, কায়স্থসমাজে বসুবংশ মহাবংশ। বিশেষতঃ আপনার গৃহে কমলা চঞ্চলা-বিশেষণ পরিত্যাগ করিয়া অচঞ্চলা হইয়া রহিয়াছেন। যে কুলে আপনার জন্ম সেই কুলে এইরূপ কথাই শোভা পায় ইত্যাদি নানাপ্রকার বসন ভূষণ দিয়া ভারতীকে সাজাইয়া বসুমহাশয়ের মনস্তুষ্টি করিতে করিতে ২ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তবু বসুমহাশয়ের বাবিয়ানা সমষ্টি গুহজ জানিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, বাবিয়ানা আর কতই হইবে—কুললক্ষ্মী বোধ হয় আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহাতেই বসু মহাশয়ের মুখ দিয়া ঐরূপ স্বার্থত্যাগের কথা বাহির হইয়াছে। গুহজ কন্যা সম্প্রদান করিবেন কিনা—বাজারে পাশ করা ছেলে অগ্নিমূল্যে বিক্রীত হইতেছে দেখিয়া দুরদুরবুকে বসুমহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এক্ষণ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবিয়া আশায় তাহার বুক তিনহাত উঁচু হইয়া উঠিল। গুহমহাশয়ের চোখে সমস্ত সংসার পৌর্ণমাসীয় কৌমুদিরাশিতে ভাসিতেছে প্রতীয়মান হইল। ইতিমধ্যে ভৃত্য আসিয়া উভয়কে আহারার্থ সাদরে আহ্বান করিল। গুহ মহাশয় বসু মহাশয়ের অনুসরণ করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দরদালানে উভয়ে কার্পেট আসনে বসিয়া শেত প্রস্তরের বাটিবেষ্টিত শুভ্র রজতময়ী থালায় বরিশালের উৎকৃষ্ট তণ্ডুলান্ন জনার্দ্দন স্মরণ করিতে করিতে উদরনামক মহাগর্ভে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আহারান্তে বসু মহাশয় গুহ মহাশয়কে উপযুক্ত শয্যায় শুইতে বলিয়া নিজে বাটীর মধ্যে পদ্মনাভ স্মরণ করিতে গেলেন।

প্রত্যূষে গুহমহাশয়কে বলিলেন আপনি বাটীতে যান, দুই একদিন মধ্যে যাহা না হইলে নয় সেইরূপ ধরিয়া বাবিয়ানার ফর্দ্দ পাঠাইয়া আপনাকে জানাইব। ফল কথা এ সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ মত তবে মূল প্রজাপতি। গুহ মহাশয় স্বীয় ভৃত্যসহ বসু মহাশয়ের শতমুখে প্রশংসা করিতে করিতে বাটীতে পৌঁছিয়াই অন্দরে গৃহিণীর নিকট হাজির হইলেন। গৃহিণী বল্লভের শান্তি বিধানার্থ স্বকরে বীজন ব্যজন করিয়া স্বেদসিক্ত কপালের সঞ্চিত মুক্তাফলকের অপলাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রভুভক্ত ভৃত্য হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া পরিশ্রান্ত প্রভুর নিকট গড়্‌গড়া পেশ করিয়া নলটি তাঁহার হস্তে দিয়া চলিয়া গেল। কিঞ্চিৎকাল পরে গৃহিণী সমস্ত কথা মধুমাখা স্বরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। গুহমহাশয় তাহার যথাযথ উত্তর করিলেন। কথার শেষে গৃহিণী মূল ভবিতব্য বলিয়া বসুজার পত্র আসার প্রতীক্ষায় রহিলেন।

একদিন দুইদিন করিয়া এক সপ্তাহ উড়িয়া গেল। 'বসুজার কোন পত্র আসিল না দেখিয়া দম্পতিযুগল চিন্তারসাগরে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। কন্যাও বয়স্থা হইয়া উঠিয়াছে। বসুমহাশয়েরও কোন পত্র আসিতেছে

না ইত্যাদি বিবিধ চিন্তায় তাঁহারা উভয়ে ক্রমশঃই অধিকতর চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। এমন সময় একদিন ডাকপিয়ন বাহির বাটীতে বাবু,—বাবু বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক ছাড়িল, গুহমহাশয় সাংসারিক কোন কার্য্যে বাড়ীর মধ্যে ব্যস্ত ছিলেন। ডাকপিয়নের শব্দ শুনিয়া হারানিধি পাইলেন, মনে করিয়া সবেগে বাহির বাটীতে পৌঁছছিয়া পিয়নকে দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্লনেত্রে পত্রখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং সাদরে পত্রখানি হাতে লইয়া গৃহিণীর নিকট বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণীকে আশ্বাস করিয়া বসুমহাশয়ের পত্র আসিয়াছে বলিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত করিলেন। গৃহিণী নিকটে আসিলে গুহমহাশয়ের পত্রখানি খুলিয়া দেখিলেন, পত্রের সঙ্গে ১২৮ পদী পাচনের ফর্দ্দের ন্যায় একটী সুদীর্ঘ ফর্দ্দ। গুহ মহাশয় বড় বড় করিয়া পত্রখানি পড়িবার জন্য ভার্য্যা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পত্রখানি এই,—

মহাশয়! আমি কায়স্থসমাজের সংস্কার-কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছি। কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত অনেকস্থলে প্রকাশ্য বৃহতী সভায় বক্তৃতা করিতেছি। কায়স্থের বরপণপ্রথা রহিত করিবার জন্য নিজে অগ্রণী হইয়াছি। এমতাবস্থায় আমি কখনও পুত্রের পণগ্রহণ করিব না। বাবিয়ানা ও দানসামগ্রী ও গহণার ফর্দ্দ পাঠাইলাম। আমার কিছুই স্বার্থ নাই। গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া ফর্দ্দ প্রেরিত হইল। আপনার মতামতের অপেক্ষায় রহিলাম। গুহ মহাশয় সংক্ষিপ্ত পত্রখানি শেষ করিয়া ফর্দ্দখানি পড়িতে লাগিলেন। will, অপেক্ষা codicil বড়। রাজস্ব অপেক্ষা সেস্ বেশী। ফর্দ্দের শেষে মূল্যের সমষ্টি করা নাই। কাজেই গুহ মহাশয় নির্ভীকভাবে পড়িতে লাগিলেন। প্রত্যেক জিনিষের মূল্য ধরিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার শিবচক্ষু হইল। তিনি সমস্ত সংসার অমার গভীরান্ধকারে আবৃত দেখিলেন। আড়ষ্ট হইয়া পড়িলেন, ফর্দ্দখানি তাঁহার হাত হইতে তাঁহার অজ্ঞাতে পড়িয়া গেল। গৃহিণী স্বামীর অবস্থা দেখিয়া তথায় তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন। গুহমহাশয়ের আর সংজ্ঞা নাই। গৃহিণী তাড়াতাড়ি তাঁহার উত্তপ্ত মস্তকে শীতল জল দিতে লাগিলেন। কি হইল কি হইল বলিয়া গুহ-পত্নী কাঁদিয়া উঠিলেন। কতক্ষণ পরে, চৈতন্যলাভ করিয়া হা ঈশ্বর! এই বুঝি সমাজসংস্কার !!! বসুমহাশয়ের এই বুঝি উদারতা। বাক্যবিশারদ বসু মহাশয় প্রকৃত-পক্ষেই বিষকুম্ভ পয়োমুখ। এতদিনে জানিলাম সংস্কার পরের বেলায়—নিজের বেলায় দুইটী চক্ষুই অন্ধ। সমাজসংস্কারের কপালে আগুন। এমন সংস্কারের আবির্ভাব সমাজের কলঙ্ক। গৃহিণী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যাপার কি? গুহমহাশয় রোষ-কম্পিতস্বরে বলিলেন আর জিজ্ঞাসা কর কি? ব্যাপারটী অতি ভয়ানক। তিনি এক পয়সাও পণস্বরূপে লইবেন না—তিনি যে বাবিয়ানা ও দানসামগ্রী এবং অলঙ্কারের ফর্দ্দ দিয়াছেন, তাহার সমষ্টি ন্যূনকল্পেও ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা। তিনি ৫০ ভরি সেগা ও এক ছড়া মুক্তাহার চাহিয়াছেন। অবশ্য অনুগ্রহ করিয়া গাজমুক্তার হার চা'ন্ নাই। বরাভরণের মধ্যে একটী হীরক অঙ্গুরী চাহিয়াছেন। অবশ্য তিনি হীরার আংটী চাহেন নাই। তাঁহার শ্রীমানের ইচ্ছা মাত্র বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। দানসামগ্রী মধ্যে মেহগ্নী কাষ্ঠের চেয়ার, টেবেল, ও খাট দিতে হইবে। বাসনের তালিকায় রূপার থালা, বাটী ও গ্লাস। কাপড়ের মধ্যে জরীর কাশ্মীরী শাল পর্য্যন্ত আছে। গুহমহাশয়ের সহ-ধর্ম্মিণী স্বামীমুখে ফর্দ্দের কথা শুনিয়া হতভম্ব হইয়া রহিলেন। প্রণামীর কাপড়ের সংখ্যা প্রায় একশতখানা তন্মধ্যে সবগুলিই ঢাকাইয়া কিংবা শান্তিপুরে নহে। গুহমহাশয় চিন্তা করিতে করিতে পত্র ও ফর্দ্দখানি জনৈক প্রতি-বেশী বন্ধুকে দেখাইবার জন্য সযত্নে বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। গৃহিণী টেঁকশালে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। হায় হায়! সমাজ ক্রমে সংস্কৃত হইতেছে না আবিলতাপূর্ণ পঙ্কিল জলধি মধ্যে নিমজ্জিত হইতেছে তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। ভারি বংশধরগণ! তোমরা যদি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বদ্ধপরিকর না হও তবে আর রক্ষা নাই। ক্রমেই নিরাশার কুজ্ঝটিকায় সমস্ত সমাজ সমাচ্ছন্ন হইতেছে। এই দুর্গতির পরিণতি কোথায় পৌঁছছিবে কে বলিতে পারে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার।

পাবনায় কায়স্থধর্ম্মপ্রচার।

যদিও কায়স্থধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা বঙ্গদেশে প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আরব্ধ হইয়াছিল, তথাপি বিগত আদমসুমারীর সময় হইতেই যে ইহা পূর্ণ উদ্যমে আরম্ভ হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। ফরিদপুরের স্বর্গীয় মহাত্মা শশিভূষণ নন্দী ও আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণই এ বিষয়ে বিশিষ্ট উদ্যোগী ছিলেন। তদানীন্তন বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের কয়েকজন অনুদার ও অদূরদর্শী মহাশয়ের প্রতিবন্ধকতায় তখন ইহা বহুলরূপে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের পূর্ণ ১০ বৎসরের আন্দোলনে ও আলোচনায় বঙ্গের চারিশ্রেণীস্থ কায়স্থমণ্ডলীর অনেকেই ক্ষাত্রিয় আচার গ্রহণ করিতেছেন; ইহা বড়ই আনন্দের কথা। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে সংবাদ এই যে, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে অতি অল্পসংখ্যক উপনীত হইয়াছেন, বারেন্দ্রসমাজের প্রায় ছয় আনা কি সূত্রিক পরিমাণ। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজসমাজের সিকি পরিমাণও এ পর্য্যন্ত গৃহীতোপবীত হয়েন নাই। এই চারি সমাজের মধ্যে বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজই বহু বিস্তৃত। জনসংখ্যায় বারেন্দ্রসমাজ বোধ হয় তৃতীয় এবং উত্তররাঢ়ীয় সমাজ চতুর্থ হইবেন। বারেন্দ্রসমাজের কেহ কেহ জঙ্গীপুরে সর্ব্বাগ্রে ও রাজসাহী জেলায় তৎপরে উপনীত হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আড়ানীর শ্রীযুত রামকান্ত চকী প্রমুখ কয়েক-জন, বাণেশ্বরের শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ সরকার মহাশয় এবং বগুড়ার শ্রীযুত কানাইলাল গুহ মহাশয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য। ইঁহারা ধন্যবাদার্হ। তৎপর পাবনা মালঞ্চীর কয়েক মহাত্মা সাবিত্রী গ্রহণ করেন। পাবনা সহরে একমাত্র বঙ্গজ শ্রীযুত প্রিয়নাথ গুহবর্ম্মা মহাশয় সাবিত্রী গ্রহণ করতঃ বসিয়া আছেন। পাবনা জেলার আর কোন বঙ্গজকায়স্থ মহাশয় তাঁহার সঙ্গী না হওয়ায় তিনি অগত্যা বারেন্দ্রকায়স্থসমাজের

সহানুভূতি আকর্ষণে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রিয়নাথ বাবু ঢাকাবাসী, পাবনাবাসী নহেন। পাবনা জেলার বঙ্গজকায়স্থসমাজের মধ্যে এই প্রবন্ধলেখক গত চৈত্র মাসে দিনাজপুরে গৃহীতোপবীত হয়েন। পাবনার বহুসংখ্যক পদস্থ, সম্ভ্রান্ত ও অবস্থাপন্ন বঙ্গজকায়স্থ রহিয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণেও অনুপনীত! সাগরকান্দী, শোলাকুড়া, হাসামপুর, খলিলপুর, বাখুলপুর প্রভৃতি স্থানের সম্ভ্রান্ত ও অবস্থাপন্ন বঙ্গজকায়স্থমহোদয়গণের চেষ্টায় অচিরাৎ পাবনা জেলার সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু বড়ই সুখের বিষয় যে, গত কার্ত্তিক মাসে ফরিদপুরের আর্য্য-কায়স্থসভার সভাপতি ও "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার" স্বজাতিবৎসল, ক্ষত্রিয়কুলরত্ন শ্রীযুত কালী-প্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ, মহোদয়, পাবনার অন্তর্গত সাগরকান্দী দত্তবাবুদের বাটীতে শুভাগমন করতঃ তথায় কায়স্থান্দোলন করেন। তাহার ফলে ৫ই অগ্রহায়ণে তথায় সাগরকান্দী ও তন্নিকটবর্ত্তী কয়েক গ্রামের ৭ জন বঙ্গজকায়স্থসন্তান উপনীত হইয়াছেন। তৎপর ১৭ই ও ১৮ই অগ্রহায়ণে শোলাকুড়া গ্রামের স্বজাতিবৎসল, উৎসাহী মহাত্মা শ্রীযুত উমানাথ ঘোষ মহাশয় নিজ বাটীতে দুইটী কেন্দ্র করিয়া নিকটবর্ত্তী কয়েক গ্রামের ২২ জন বঙ্গজকায়স্থসন্তানকে সংস্কার গ্রহণ করাইয়াছেন। শোলাকুড়া ও সাগরকান্দী পাবনা জেলার বঙ্গজকায়স্থদের দুইটী অভেদ্য দুর্গস্বরূপ। সাগরকান্দীর অনাদিবাবু ও শোলাকুড়ার শ্রীযুত উমানাথ ঘোষ মহাশয়ের সমাজে বিশেষ প্রাধান্য আছে। তাঁহারা স্বজাতির উন্নতি করিতে বিশেষ সমর্থ। সাগরকান্দী অঞ্চলেই পাবনা জেলার বঙ্গজকায়স্থগণের সংখ্যাধিক্য, আমরা আশা করি, শ্রীযুত অনাদিবাবু ও উমানাথ ঘোষ মহাশয় সাগরকান্দী ও শোলাকুড়ার দুইটী স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করিয়া পাবনা জেলার সকল বঙ্গজকায়স্থকে সংস্কার গ্রহণার্থ আহ্বান করিতে কাল বিলম্ব করিবেন না। অনাদি বাবু ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজন অনেকে যখন ঐ প্রদেশে ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ করিয়াছেন, তখন আর পুরোহিতের জন্য চিন্তা নাই। পাবনা জেলার বঙ্গজকায়স্থগণ অধিকাংশই দুঃস্থ, আমি তাঁহাদের সঙ্গে বহুবার এ বিষয়ে আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি যে, কেবল সাগরকান্দীর অনাদি বাবুর দিকেই তাঁহারা সকলে তাকাইয়া আছেন। ধর্ম্মপ্রাণ অনাদি বাবু ও শ্রীযুত উমানাথ ঘোষ মহাশয় মনে করিলে পাবনা জেলায় স্বজাতির এই কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিতে পারেন। বঙ্গের কায়স্থসমাজের ইতিহাসে তাঁহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইতে পারে। অদূর ভবিষ্যতেই সেই সামাজিক ইতিহাস লিখিত হইবে, ইহা নিশ্চিত।

গোলোকগত আমার সর্ব্বাগ্রজ শ্রীল নীলকান্ত দেববর্ম্মা মহাশয় প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে সাগরকান্দী অঞ্চলে উপনয়ন গ্রহণার্থ সভা করিয়া আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তখন তাঁহার কথায় ঐ অঞ্চলের কায়স্থ-মহোদয়গণ সংস্কার গ্রহণে উৎসাহী হয়েন নাই; এক্ষণে সেই অঞ্চলের অনেকে সংস্কার গ্রহণ করিতেছেন, ইহা আমার পক্ষে বড়ই আনন্দের সংবাদ। আজ তিনি ইহলোকে থাকিলে কত না সুখী হইতেন! পাবনা জেলার পদ্মাতীর হইতে

সিরাজগঞ্জ পর্য্যন্ত ভূভাগে আমার অগ্রজ মহাশয়ই প্রথম কায়স্থান্দোলন উপস্থিত করেন। স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে যে প্রথম কায়স্থ-কন্‌ফারেন্স হয়, তাহাতে "চাকগা পাঁচুড়িয়া কায়স্থ-সম্মিলনী" সভা হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া তিনি কলিকাতা গিয়াছিলেন। হায়! এমন স্বজাতিহিতৈষী মহাত্মা আর এখন ইহলোকে নাই। আর সেন্সাসের বেশী বিলম্ব নাই, ইহারই মধ্যে যদি অনাদি বাবু ও উমানাথ ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে পাবনা জেলার বঙ্গজকায়স্থসন্তানগণ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া স্বজাতির মুখোজ্জ্বল ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন, শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের শুভ-আশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে অজস্র বর্ষিত হইবে।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপুরাণে ভক্তপ্রবর শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় সতীর্থদিগকে বলিয়াছিলেন;—

"এতাবজ্জন্ম সাফল্যং দেহিনামিহদেহেষু।
প্রিয়ৈরথৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয়ো আচরণং সদা॥"

মানুষের জীবন কেবল পরোপকারের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধি, বাক্য, ও অর্থদ্বারা সতত জীবের মঙ্গল সাধনই মানবের পরম ধর্ম্ম। আবার যাহাতে ইহকালেও মঙ্গল এবং পরকালেও মঙ্গল, সেরূপ কার্য্য যে বুদ্ধিমানগণের আগ্রহান্বিত হইয়াই করা কর্ত্তব্য।

পাবনা জেলার বারেন্দ্রকায়স্থমহাশয়গণ সংস্কার গ্রহণ বিষয়ে যে সৎসাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাবনার বঙ্গজকায়স্থমহোদয়গণের অনুকরণ যোগ্য। পাবনা জেলা বরেন্দ্রভূমির অংশ বিশেষ, এখানে বহু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ তালুকদার ও জমিদার আছেন। তাঁহাদের কায়স্থসংস্কার সম্বন্ধে অনুচিত বাধা প্রদানই পাবনার বঙ্গজকায়স্থগণের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে যে বিলম্বের এক প্রধান কারণ বলিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? পাবনার বঙ্গজকায়স্থগণের ভাবা উচিত যে,—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ।"

নিজ নিজ বর্ণোচিত ধর্ম্ম পালন না করিলে আর্য্য-হিন্দুগণকে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে যে পতিত হইতে হয়। কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইয়া কেন, জ্ঞানতঃ শূদ্রধর্ম্ম যাজন করিবেন? বেদ, উপনিষদ বলিতেছেন যে, "শূদ্রত্বে সপ্তজন্মেও মুক্তি নাই।" শাস্ত্রে ঋষিগণ শূদ্র ও কুক্কুরকে তুল্যরূপ অশুচি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এখন বলুন দেখি, কোন্ কায়স্থসন্তান শূদ্র থাকিয়া ঘৃণিতভাবে জীবনযাপন করিতে ইচ্ছা করেন? নিশ্চয়, কেহই না। তবে ভয় কি?

"কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা,
নির্ভয়ে করিব তাহা,
যায় যাক্ থাকে থাক্ ধন, প্রাণ, মানরে।"

হে ভ্রাতৃগণ! আপনারা কি দেখিতেছেন না, কায়স্থজাতির বীজপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব এবং স্বয়ং শ্রীহরি তাঁহার সন্তানগণের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন? মানুষের চেষ্টায় কি কখনও ধর্ম্মপ্রচার হইতে পারে? সেই সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি আমাদের সহায়। তাঁহার কৃপায় সকল পাপ, তাপ, সকল বাধাবিঘ্ন দূরে যাইতেছে, সকল অসম্ভব সম্ভব হইতেছে। আমারা দেখিতেছি, দিন দিন কায়স্থগণের উপনয়নবিরোধী শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণগণ শ্রীভগবানের প্রেরণায় নিজ হইতেই আসিয়া অনেক স্থানেই স্বপক্ষতা করিতেছেন।

ইহাতে আমরা শ্রীভগবানের মঙ্গলহস্ত দেখিয়া আহ্লাদিত হইতেছি। যেহেতু, মনুও মনুসংহিতার টীকাকার শ্রীল কুল্লুকভট্টও বলিয়াছেন যে,—

"না ব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি,
না ক্ষত্রং ব্রহ্মবর্দ্ধতে।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের (কায়স্থের) উন্নতি নাই, আবার ক্ষত্রিয় না হইলেও ব্রাহ্মণের চলিতে পারে না। উভয় বর্ণের মিলনেই যখন বঙ্গসমাজের উন্নতি, তখন কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ ইহার বিরুদ্ধ পথে চলিতে ইচ্ছা করেন? চলিতেছেন কেবল কতকগুলি শাস্ত্রজ্ঞানহীন, ঈর্ষাপরায়ণ ব্রাহ্মণমন্য; তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিবার, তাঁহাদের বিরুদ্ধাচার গ্রাহ্য করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না।

পাবনা জেলার স্থানে স্থানে এমন তালুকদার, জমিদার ব্রাহ্মণও আছেন যে, তাঁহারা তত্তৎ প্রদেশের উপনীত কায়স্থের নাপিত, পুরোহিত বন্ধ করিতে যথাসাধ্য সচেষ্ট, ঐ সকল নির্য্যাতিত, গৃহীতসংস্কার কায়স্থসন্তানগণ যাহাতে সাগরকান্দীর অনাদিবাবু ও শোলাকুড়ার উমানাথ ঘোষ মহাশয়দের ন্যায় স্বজাতিবৎসল কায়স্থ জমিদারের সাহায্য হইতে বঞ্চিত না হয়েন, তাহা দেখা উচিত।

পাবনা জেলার বেড়া, মথুরা ও তুনাই অঞ্চলে যে সকল বঙ্গজকায়স্থ আছেন, তাঁহারা বারেন্দ্রব্রাহ্মণ জমিদারগণের প্রধান্য মধ্যে বাস করেন জন্য সেই সেই অঞ্চলে কায়স্থকেন্দ্র স্থাপিত করিয়া উপনীত হইবার পক্ষে অনেক বাধা উপস্থিত হইয়াছে। যদি সাগরকান্দী ও শোলাকুড়া কেন্দ্রে তাঁহাদিগকে উপনয়ন গ্রহণ জন্য আহ্বান করা হয়, আমার মনে হয়, সংস্কারগ্রহণ খুব সহজে ও নিরুদ্বেগে সাধিত হইতে পারে। অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত ও আচার্য্যের দক্ষিণা প্রত্যেক কায়স্থসন্তানই নিজে বহন করিবেন, নচেৎ ক্রিয়ার ফল হয় না। তবে সাধারণভাবে যে হোম হইবে, তাহার ব্যয় কেন্দ্রপতি কায়স্থমহোদয়গণের নিজের। বঙ্গের অনেকস্থানেই এইরূপে সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। আর দুঃস্থকায়স্থগণের পক্ষে ৺কাশীধামের শ্রীরাম শাস্ত্রী মহোদয় শাস্ত্রদৃষ্টে যে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন, সেই ৩৬০ কপর্দ্দক মূল্যই আচার্য্য পুরোহিতের গ্রহণ করা উচিত। মধ্যবিত্তের পক্ষে ৩৬০ পয়সা প্রায়শ্চিত্তেই চলিতে পারে। এরূপ না করিলে দরিদ্র কায়স্থসন্তানের উপবীত গ্রহণ অনেকস্থলেই অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

পাবনা জেলার প্রধান কায়স্থ ভূস্বামী তাড়াল বা বনোয়ারিনগরের রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায় বাহাদুর গত বৎসর ৺পুরীধামে উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহার উপর যেরূপ আশা স্থাপন করিয়াছিলাম, সংস্কারকার্য্য প্রচলন করিতে তিনি বোধ হয় সেরূপ অবকাশ প্রাপ্ত হয়েন নাই। গত চৈত্র মাসে কায়স্থধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুত বামাপদ বাবুর সঙ্গে আমার দিনাজপুরে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলিলেন যে, "রাজর্ষি আমাকে পাবনা জেলার কায়স্থসংস্কার কার্য্যের জন্য পাঁচশত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত আছেন। তদ্দ্বারা পাবনা জেলার স্থানে স্থানে কেন্দ্র করিয়া দুঃস্থকায়স্থগণের উপনয়ন সংস্কারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে।" ফলকথা, ঐ কার্য্য এপর্য্যন্তও আমরা

বনোয়ারীনগর অঞ্চলে আরব্ধ হইতে দেখিলাম না। কুমার ক্ষিতীশভূষণ চেষ্টা করিলে একার্য্য অতি সহজেই অল্পদিনে সম্পন্ন হইয়া যাইতে পারে। ভরসা করি, তিনি অবিলম্বে এই জাতীয় মহৎকার্য্যসাধনে ব্রতী হইবেন। পোতাজিয়া অষ্টমনিশা প্রভৃতি স্থানের শ্রেষ্ঠ বারেন্দ্রকায়স্থগণের মধ্যেও এ পর্য্যন্ত অনেকে উপনীত আছেন জানিতে পারিয়াছি। কায়স্থধর্ম্ম এই দশ বৎসরে যতদূর প্রচার হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে শূদ্র নহেন, পরন্তু ক্ষত্রিয়বর্ণ, তাহা শাস্ত্রবাক্য দ্বারা রীতিমত প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতের বহুস্থানের শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত "বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভাকে" তন্মর্ম্মে স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন। এ ব্যবস্থাপত্র বা পাঁতিও বঙ্গের কায়স্থগণ মধ্যে এই কয় বৎসর ধরিয়া আলোচিত ও দৃষ্ট হইয়াছে। তবে আর ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের কালবিলম্বে প্রয়োজন কি? আমাদের উপনয়নসংস্কার ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, সুতরাং নৈমিত্তিক। ইহার কালাকাল নাই, যে কোন দিনেই হইতে পারে। ইহারও ব্যবস্থা শাস্ত্র হইতে পাওয়া গিয়াছে। আর অশৌচকাল বলিয়াই বা ইতস্ততঃ করিবার কি আছে? পশ্চিমদেশে শূদ্রাদিও ১৫দিন অশৌচ পালন করে। কায়স্থ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিলে, ক্ষত্রিয়ের অশৌচ ১২দিন পালন করিবে, তাহাতে কোন পাপ স্পর্শ করিবে না। ১২দিনের পর যে ত্রয়োদশ দিনে পিতৃমাতৃ পিণ্ড দানেও কায়স্থের শ্রাদ্ধ পণ্ড হইবে না। পিতৃগণ নিশ্চয়ই তাহা পাইবেন, কেন না আমরা ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক শূদ্রত্ব পরিহার করিয়া ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়াছি। পূর্ব্বে শূদ্রাচারী থাকিয়া ৩০দিনে অশৌচ পালনান্তে যে পিতৃমাতৃ পিণ্ডদান করিয়াছি, তাহাও সিদ্ধ হইয়াছে। এখনও সিদ্ধ হইবে। যেহেতু সকল দৈব ও পৈত্রকার্য্যের শেষেই শ্রীহরি স্মরণপূর্ব্বক ক্রিয়ার ফল শ্রীভগবানে অর্পণ করা হইয়া থাকে। পূর্ব্বের দাস, দাসী উল্লেখে ক্রিয়া ও এক্ষণে দেবী ও বর্ম্মা উল্লেখে ক্রিয়াদিও এই জন্যই সিদ্ধ হইয়াছে ও হইবে। যেহেতু, শাস্ত্র বলিতেছেন যে, শ্রীহরির স্মরণ সর্ব্বপাপ বিনাশক।

শ্রীরামচন্দ্র দেববর্ম্মা।

কবিতাগুচ্ছ। ১।

বিলাপ।*

প্রণিপাত করে মাতঃ! তব পদাম্বুজে
ভক্তিভরে—এই দাস। প্রাণ ভ'রে যারে
সতত বাসিতে ভাল; স্নেহাধিক্য বশে
পুত্র নির্ব্বিশেষে যারে ক'রেছ পালন
দুর্ব্বিষহ কষ্ট সহি; বিপদ-সাগরে
নিরাশ্রয়, ভাসমান, অর্দ্ধ-নিমজ্জিত,
ভীষণ তরঙ্গাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন-কায়
যে ক্ষুদ্র পুত্তলি তুলি, স্নেহমাখা কোলে
রেখেছিলে সযতনে; পুত্রাধিক স্নেহে

* প্রপিতামহীর মৃত্যুতে লিখিত।

আপন পীযুষ-দানে, বাঁচালে জীবন
যার—সেই দাস মাতঃ! প্রণমে সাষ্টাঙ্গে
আজ। কর আশীর্ব্বাদ,—জীবনে মরণে
যেন মহিমা তাঁহার, প্রচারি জগত
ভরি, অনুগ্রহে যাঁর পাইনু আশ্রয়
মাগো! তব অঙ্ক মাঝে সে ঘোর সঙ্কটে।
স্নেহ-প্রস্রবিনি মাগো! হৃদয় তোমার
নিস্বার্থ—পবিত্রতম স্নেহরসে ভরা।
না জানি এ হেন স্নেহ কি অমিয়ে গড়া!
স্মরিলে ক্ষণেক আহা! বিন্দুমাত্র তার
হই যেন আত্মহারা! তব স্নেহ পাশে
নিরমল মাতৃস্নেহ মানে পরাজয়;
স্নেহ স্বরূপিণি মাতঃ! স্নেহ অবতার!
এ সংসারে কি আছে মা! তব উপমান?
মনে হয়, স্নেহ যেন মূর্ত্তি-পরিগ্রহি
অবতীর্ণ মর্ত্ত্যধামে, দেখা'তে জগতে
প্রকৃত নিস্বার্থ স্নেহ কেমন মধুর!
কিংবা যেন জগদম্বা—জগৎ-পালিনী
শিক্ষা দিতে জগজ্জনে—স্নেহ, ভালবাসা,
প্রকাশিতে ধরাধামে নিস্বার্থ স্নেহের
সুমধুর লীলা-খেলা, করিলা প্রেরণ
তোমারে মা! অলৌকিক স্নেহে, আত্মবোধে,
পরের সন্তান হায়! করিতে পালন!
বাস্তবিক স্নেহ তব আদর্শ স্থানীয়,
রোগে, শোকে, অবসাদে—শান্তিবিধায়ক!
"পরভৃৎ" যে বায়সী বিখ্যাত ভুবনে
মাতৃস্নেহে, পরভৃত কোকিল-শাবক
লালন পালন ক'রে, স্বগর্ভ-প্রসূত-
ডিম্ব-জাত-ছানা-ভ্রমে; সেও পরাভূত
তোমার নিকটে মাতঃ! অন্য বিহঙ্গম
যদ্যপি অপত্য-স্নেহ-অক্ষয়-ভাণ্ডার,
তথাপি—তোমার কভু নহে সমতুল।

হায়রে মা! শুনিয়াছি লোক-প্রমুখাৎ,
তুমিও ব'লেছ কত সে দুঃখ কাহিনী,—
বাল্যকালে;—আট মাসে সবে যবে হায়!
করিনুরে পদার্পণ,—বিচূর্ণ সৌভাগ্য
বিঘূর্ণিত-কালরূপ-নেমি-আবর্ত্তনে।
দৈব-বিড়ম্বনা কিংবা বিধির বিধানে—
অথবা প্রাক্তন-জন্ম-কৃত-কর্ম্ম-ফলে—
শৈশবে জননী মম,—(হায় রে কপাল!
মনে নাই সে মূরতি, স্বপ্নেও জীবনে
হেরি নাই কভু তায়, চির নিমজ্জিত
বিস্মৃতি-সলিলে যেন;)—পতিত অকালে—
কালের করাল গ্রাসে। জনমের মত
মিশিলা অনন্ত-গর্ভে, জলবিম্ব যথা
উথলি সাগর-গর্ভে হয় রে বিলীন।
হায়রে মা! কত ক'ব সে স্নেহ-বারতা?
বলিতে বিদরে বক্ষ। বর্ণিতে তোমার
অনুপম গুণ-গ্রাম শকতি কোথায়?
ইচ্ছা শুধু,—অপার্থিব কোন ইতিহাসে
"মা" থে'কে মধুর কোন থাকিত রে ডাক!
তাই ধ'রে ডাকিতাম, মিটা'তাম হায়!
চির-আকাঙ্ক্ষিত-আশা; পূরিত বাসনা।
এত ভালবাসা মা গো! তোমায় আমায়,
দুর্ল্লভ দুষ্প্রাপ্য তাহা এ মরজগতে,
স্বর্গেও বিরল হায়! তবে কেন বল,
পরিহরি অভাগায়, ত্রয়োদশ শত
চতুরব্দে, উহু মরি! কার্ত্তিক মাসের
সপ্তবিংশ দিনে হায়! অপরাহ্ণ কালে,
ভৃগু-সুত বারে মা গো! কৃষ্ণা তৃতীয়ায়—
(বিজয়া দশমী মম)—করিলে প্রস্থান?
জ্বালা'লে শোকের বহ্নি? অন্তর আমার
রাবণের চিতা প্রায় দিবস যামিনী
জ্বলিল ভীষণ-বেগে। সেই শোকানল

হোম-হুতাশন-বৎ স্নেহ-হবি-যোগে
দুরন্ত জ্বলন্ত শিখা দহিলা আমার
অবশিষ্ট জীবনের সুখের ইন্ধন।
মরমের অন্তঃস্থল হ'লো ভস্মীভূত!
করিনু সঙ্কল্প মনে;—পশি চিতানলে,
জীবনে জীবন কিংবা দি'য়ে বিসর্জ্জন,
মাতৃ-শোকানল মা গো! করিব নির্ব্বাণ;
চ'লে যা'ব তব সনে দেবতার দেশে।
যেখানে বিরহ-গীতি হয় না ধ্বনিত
যেখানে অশান্তি কভু পারে না পশিতে,
যথায় পশিলে হায়! তোমায় আমায়
হ'বে না বিচ্ছেদ আর—যা'ব সেই দেশে,
বিরাজিত চির-শান্তি অহর্নিশ যথা।
কিন্তু কি দুশ্ছেদ্য মা গো! সংসার বন্ধন!
কোন মতে মায়া-পাশ নারিনু ছেঁদিতে।
রহিনু সংসারে—তব স্নেহ-নিদর্শন,
সহিতে কেবল হায়! যাতনা অশেষ,
রোগ-শোক-চিন্তা-ক্লেশ-বৃশ্চিকদংশন;
অনন্ত দুঃখের গীত গাইতে ভুবনে।
পলে-পলে, দিনে-দিনে, দ্বাদশ বৎসর
মিশিলা অনন্তকালে। তবু যেন আহা!
ভাসিছে মূরতি তব, নয়নের কোণে
সময়ের গাঢ়তম কুহেলিকা ভেদী।
এখনও যেন তব পবিত্র মূরতি
চিত্রিত মানস-চিত্রে বিচিত্র চিত্রণে।
যখনি মানস নেত্রে হয় সমুদিত
যুগপৎ—স্নেহ তব অটল, অচল,
অত্যাচার অগ্রজের বালক-সুলভ।
এইরূপে হেরি তোমা, স্মৃতির আলোক
জ্বালি, হৃদয়-মন্দিরে। কিন্তু কোন দিন
দেখা নাহি দিলে মা গো! প্রত্যক্ষে আবার
মধুর বচনে তুষি এই অভাগায়,
শৈশবে, কৈশোরে, বাল্যে তুষিতে যেমতি;
বড় দুঃখ মনে মা গো! স্নেহ-রাজ্যে তব
বিরহ-অরাতি পশি দলি পদভরে
স্থাপিলা একাধিপত্য দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে।

জনৈক যুবক।

কবির দুঃখ। ২।

বহু সাধনায়, হৃদয় নিকুঞ্জে
কল্পনার মহীরুহে;
দুর্ব্বোধ্য ভাবের অস্ফুট কলিকা,
ধরে যদি; হিয়া দহে!
প্রস্ফুট করিতে, সে ভাব কলিকা,
ভাষা না খুঁজিয়া পায়;
ভাষায় ডাকিলে, শুনিয়া না শুনে
স্বেচ্ছাচারিণীর প্রায়!

অনুগতা নহে, আপন খেয়ালে
নাচিয়া নাচিয়া চলে;
অযাচিতভাবে, আসে কভু কভু
ডাকিলে লুকায় ছলে!
ভাষা-সোহাগিনী, হইলে সদয়া
ভাব-কলি ফোটে সুখে;
বিকসিত ভাব, নেহারি কবির
আনন্দ ধরে না বুকে!

সতত নিদয়া ভাষা বিনোদিনী,
কি কব দুঃখের কথা ;
ভাব শিরে ধরি, ফুটাইতে তায়,
প্রকাশে সে অক্ষমতা।
তাই হৃদে কত, ভাবের প্রসূন
না ফুটে ঝরিয়া পড়ে ;

অব্যক্ত বেদনা, আগুণের মত
হৃদয় দগধ করে !
ভাব-সহযোগী, ভাষা যদি হত,
জন্মিত যে সুখ ছবি ;
ধরায় স্বরগ, আনিত নিশ্চয়
ধন্য হত যত কবি !

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

দুঃখে সুখ।৩।

একে একে দুঃখ আ'সে, আ'সে অপমান,
আমি তাই চাই।
কত জনে কটু বলে, করে গালি দান,—
কাণে শুনে যাই॥
দুঃখে আমি সুখ পাই ; তীব্র অপমানে—
শান্ত হয় চিত ;
সম্পদ সুখের ক্রোড় দিও না এ দীনে,
তা'হে হই ভীত॥
তোমার স্নেহের যদি আস্বাদন পাই
শোকে অপমানে।
জননী গো ! জননী গো ! তাই শুধু চাই
এক মন প্রাণে॥

দুঃখ-প্রভঞ্জন বাহি, গর্ব্বোন্নত শিরে
ক'রে দিও চুর ;
শ্রান্ত হৃদে ক'রে দিও পূত অশ্রুনীরে
মলিনতা দূর॥
মানসের চঞ্চলতা তা'য়,—সব যা'বে—
সব যাবে উড়ে।
পুরাণ হৃদয়খানি ভেঙ্গে চুরে তবে,
নিও নিও গড়ে॥
দুঃখ নহে, শোক নহে, নহে অশ্রুনীর
সে যে শান্তিকণা।
আমি জানি, আমি জানি বিশ্ব-জননীর
অপার করুণা॥

শ্রীভূপালচন্দ্র দেববর্ম্মণঃ।

কমল।৪।

১
সরোবর সুশোভিনী নলিনী সুন্দরি !
মর্ত্ত্যে পারিজাত সমা,
রূপে তুমি অনুপমা,
নিরখি তোমায়,—যাই সশান্তি পাসরি।

২
ফুটিয়া হ্রদের জলে রূপের প্রভায়।
দশদিক উজলিয়া,
রূপ গন্ধ বিতরিয়া,
ভূতল নন্দন তুল্য মোহিছ শোভায়।

৩
সুরাগে রঞ্জিত দেহ কোমল-হৃদয়,
সরল সৌন্দর্য্য তব,
এক মুখে কি বর্ণিব,
শোক-তাপ দূরে যায় হেরিলে তোমায়।

৪
কি ছার গোলাপ, বেলী, চামেলী, টগর,
গরবিনী অভিমানী,
একান্তই তারা ধনি !
উপেক্ষায় হাসে না কো—নিত্য অনুচর,

৫
কত যত্নে রাজোদ্যানে রাজ-সেবা তরে,
মালী নিত্য সেবে সবে,
বিতরে সুবাস তবে;
তবে হাসে তবে চায় প্রেমপ্রীতি ভরে।

৬
তুমি তো স্বভাবে ফোটো হাস নিজমনে।
বঙ্গের কামিনী যত,
নহ তো তোমার মত,
বিলাস তরঙ্গে ভাসে বাবু আচরণে।—

৭
সরঃ অন্তঃপুরে থাক শৈবালের সনে,
অঙ্গ দেখাইতে নাই,
সতত রেখেছ তাই,
ঢাকিয়া মৃণাল দেহ সলিল বসনে।

৮
কমনীয় দেহ তব অতীব শীতল,
রূপ, গন্ধ, অঙ্গজ্যোতি,
যত হেরি স্নিগ্ধ অতি,
মনমুগ্ধ হয় হেরি তব শতদল।

৯
মলয় সমীরে হায় প্রফুল্ল নলিনি !
হাসি হাসি প্রীতিভরে,
গায়ে পড়ি পরস্পরে,
ভুলাও ভানুর মন,—স্বামি সোহাগিনি !

১০
রঞ্জিত অধর মরি প্রেম ভরা বুক,
না চাহ অন্যের পানে,
কেবল তপনসনে,
সোহাগে, আদরে কর কতই কৌতুক।

১১
থাক লো দিনের বেলা সদা হাসি খুসি,
কিন্তু দিবা অবসানে,
ব্যথিতা হবে লো প্রাণে,
বিদায় মাগিবে যবে দিবানাথ আসি।

১২
সতী পতিব্রতা তুমি নলিনী সুন্দরি !
তোমার তুলনা ভবে,
অন্য ফুলে কি সম্ভবে ?
থাকে লো ফুটিয়া তারা দিবস শর্ব্বরী।

১৩
নিলাজ কুসুম যত যেন ভ্রষ্টা নারী—
হাসায় জগতে তারা,
রূপে হয়ে আত্মহারা,
ভানু শশী উভয়ের মন করে—চুরি।

১৪
দোষে তোমা কেহ কেহ দুষ্ট অলি-তরে,
কিন্তু ছি ! এমন কথা,
শুনিলে বড়ই ব্যথা !
সামান্য কীটের যোগ্য তুমি কি সংসারে ?

১৫
বলুক যাহাই ইচ্ছা কে তাহা নিবারে ?
জানি আমি কীট জাতি,
অতিশয় দুষ্টমতি,
দংশনে বিচ্ছিন্ন করি তব শোভা হরে।

১৬

মাছি-মশা সম সেও কীট ভিন্ন নয়,
বিনা রস পানে যার,
জীবিকা নির্ব্বাহ ভার!
তাহারে নায়ক বলি—কে করে প্রত্যয়!

১৭

দেখেছি নিশিতে তব মলিন বদন,
লজ্জা ভয়ে হয়ে নত,
বঙ্গ রমণীর মত,
ঢেকেছিলে ঘোমটায় চারু ফুল্লানন।

১৮

বুঝেছি সুন্দর মুখ হেরিলে তখন,
কি জানি লম্পট শশী,
প্রেম ভিক্ষা মাগে আসি,
তাইতে রূপের শোভা কর সম্বরণ।

১৯

নহিলে মানব মন মোহিত করিয়া,
যে প্রফুল্ল পূর্ণশশী,
বিমল গগনে বসি,
বিকাশে কৌমুদী রাশি ভূলোক ভরিয়া;

২০

নিরখি যাহারে হয় সকলেই সুখী,
হেন পূর্ণ-শশধর,
তোমার না প্রীতিকর,
দেখেছি সে কালে তব নিমীলিত আঁখি।

২১

থাক্ শতগুণ তার—হোক্ রূপবান্,
পতিব্রতা যেই নারী,
রূপ গুণ তুচ্ছ করি,
চাহে না অন্যের পানে—যায় যদি প্রাণ।

২২

রূপহীন গুণহীন নিজ পতি-ধনে,
আপনা ভুলিয়া মনে,
ভালবাসে প্রাণে প্রাণে,
না হেরে সুন্দর তার—তুল্য এ ভুবনে।

২৩

জানি আমি তুমি সতী-সাবিত্রী সমান,
রমা আর বীণাপাণি,
পার্ব্বতী পরমেশানী,
তাঁদের চরণে তুমি পেয়েছ যে স্থান!

২৪

আদর্শ ভারতে তুমি সরোজ প্রসূন!
কুলবতী বধূগণে,
শিখাইতে সযতনে,
প্রেম, ধর্ম্ম, পতিভক্তি—নানা সদ্‌গুণ।

২৫

বিধির সুন্দর সৃষ্টি তুমি লো কমল,
কুসুমের শিরোমণি,
আদরে তোমায় ধনি,—
দেবতা গন্ধর্ব্ব তাই মানব সকল।

শ্রীরাধাবিনোদ সরকার।

বসন্ত।৫।

বসন্ত আগমে জাগিল প্রকৃতি,
হাসিল আকাশে শশী।
শীতের কোলেতে আছিল শায়িত
পরিধানে ছিল মসী।১।

ঘুমের ঘোরেতে বিভোর হইয়া,
শুইয়া আছিল ধরা।
জীবিত কি মৃত কার সাধ্য বুঝে
জীয়ন্তেই ছিল মরা।২।
কাহার ইঙ্গিতে সহসা জাগিল
প্রভাত হইল নিশা।
বুঝিতে অক্ষম নিরক্ষর কবি
নাহি পায় কোন দিশা।৩।
কাননে বিটপী মেলিল নয়ন,
ত্যাজিল পিহিত বাস।
রজক-বিধৌত বসন পরিয়া,
ফেলিল আনন্দে শ্বাস।৪।
নূতন মুকুলে বিটপী নিচয়,
সাজিল মোহন সাজে।
চলিছে পবন বহিয়া সৌরভ
দিতে ভেট্ ঋতুরাজে।৫।
বিয়োগ-বিধুরা দক্ষিণাসুন্দরী,
মরমে পাইয়া ব্যথা।
ছাড়িল নিশ্বাস, বিরহিণী হৃদে
পশিল সায়ক যথা।৬।
সহকার পরে সহসা কোকিল,
তুলিল মধুর স্বর।
ললিত পঞ্চমে গাইয়া সঙ্গীত
মাতাইল চরাচর।৭।
উঠিল আকাশে পুলকে পাপিয়া,
গাইতে বেহাগে গীতি।
শ্যামা সোহাগিনী গাইয়া মধুরে
বর্ষিল জগতে প্রীতি।৮।
শীতের আজ্ঞায় ছিল কারাবাসে,
দিনেশ প্রতেক দিন।
কায়াগার-শ্রমে বিকল মার্ত্তণ্ড
হ'য়েছিল ক্রমে ক্ষীণ।৯।
বসন্ত আদেশে কারামুক্ত হ'য়ে
কমল-বল্লভ এবে।
পাইল বিরাম, ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস
জ্ঞাপিল বেদনা ভবে।১০।
সমগ্র ধরণী নূতন জীবন,
পাইল বিভুর বরে।
আনন্দের স্রোত বহিল উজান
কার সাধ্য রোধে তারে।১১।
বসন্তে জাগিল বিশ্ব-চরাচর;
হেরি জুড়াল নয়ন।
না জাগিল বঙ্গে কায়স্থ কেবল
লভিতে নবজীবন।১২।
ঋতুরাজ গলে কুসুমের হার,
দোলাতে প্রকৃতি রাণী।
রচিল পুলকে যতন করিয়া
হাসিমাখা মুখখানি।১৩।
বসন্ত-বিধাতা ধরা যার প্রজা
না জানি কেমন তিনি,
দেও হে নয়ন হেরিতে তাঁহায়
ভূপের ভূপতি যিনি।১৪।

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার।

বিহঙ্গ।৬।

লহরে লহরে তুলি সুমধুর তান,
অরুণ উদয়কালে, সান্ধ্যসমীরণে।
বিহগ বিহগী সদা হরষিত প্রাণ,
বরষি সঙ্গীত-সুধা তুষিছে শ্রবণ।১।

কভু কুঞ্জবনে কভু পর্ব্বত-শিখরে,
কখন উড়িছে দূর গগনের গায়,
ধৌতকরি দেহ কভু তটিনীর নীরে ;
সঙ্গীত-লহরী যেন তরঙ্গে মিশায় ।২।
স্বাধীন বিহগবর সুখী জীব অতি,
উড়ে বসে চলে ফেরে নিজ ইচ্ছা মত।
ভাবনা বিশেষ তার নাহি এক রতি,
দাম্পত্য-প্রণয় সুখে সুখী অবিরত ।৩।
দলবদ্ধ থাকে সদা মনের হরষে,
বাঁধে নীড় উচ্চতর বৃক্ষশাখা'পরে।
মৃদুমন্দ দোলে তাহা অনিল পরশে,
শান্তি, সুখ, ভালবাসা বহিছে অন্তরে ।৪।
চক্ষু, চঞ্চু, নাসা তার সুঠাম সুন্দর,
বিচিত্র বসন গায় ইন্দ্রধনু শোভা।
কিবা পদ্ম, পক্ষ, নখ, স্নিগ্ধ-কলেবর,
বিহঙ্গের রূপছটা অতি মনোলোভা ।৫।
কে বা সে যে চিত্রকর করিলা অঙ্কন,
নর শিল্পিকর দম্ভ কৌশলে নাশিতে।
নিঁখুত তুলির ভাঁজে চিত্রিতে এমন,
ঢালিতে সৌন্দর্য্যরাশি তাহে নানা মতে ।৬।
বিহঙ্গের মত যদি পাখা সুকুমার,
সুস্বর তেমন বিধি দিতেন আমায়।
ভ্রমিতাম নন্দনদী ভূধর সাগর,
তুষিতাম দুঃখীজনে সঙ্গীত সুধায় ।৭।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

উপাসনা ও সোঽহংতত্ত্ব।

উপাসনার সহিত সোঽহং বাক্য দেখিয়া অনেকে হয়ত চমকিয়া উঠিবেন এবং বলিবেন যে, বেদান্তের অদ্বৈতবাদ প্রকাশক সোঽহং শব্দ, উপাসকের সঙ্গে কেন ? কেননা উপাসক বলিলেই দ্বৈতভাব ও সঙ্গে সঙ্গে মনে ভক্তিতত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে। আর সোঽহং বাক্য শ্রবণ করিলেই, অন্তরে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভাবের উদয় হয়। যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহারা বেদান্ত বলিতে কেবল শঙ্কর-ভাষ্যকেই বুঝিয়া থাকেন। সুতরাং সোঽহং কথা শুনিলেই, তাঁহারা সেই শারিরীক ভাষ্যোল্লিখিত পরাভক্তি বিরোধী, সোঽহংতত্ত্বের ব্যাখ্যা মনে করিয়া শিহরিয়া উঠেন। সোঽহং শব্দটী মায়াবাদীর নিজস্ব নহে। উহা একটী শ্রুতিবাক্য। সুতরাং শ্রুতিপ্রতিপাদক উপাসনাতত্ত্বের সহিত কোন শ্রুতির বিরোধ থাকিতে পারে না। শারিরীক ভাষ্যকার শ্রুতির মুখ্যার্থ গ্রহণ না করিয়া গৌণার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব মুখ্যতত্ত্ব গ্রহণে উপাসনাতত্ত্বের সহিত সোঽহংতত্ত্বের অসামঞ্জস্য হয় বলিলে শ্রুতির অবমাননা করা হয়। সুতরাং সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে উপাস্য উপাসকের সহিত সোঽহংতত্ত্বের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে বলিয়াই অনুমান করা যায়।

আমরা উপাস্য উপাসক কথাটী বলিতেই দুইটী ভাব বুঝিতে পারি। আমাদের সহজ জ্ঞান—আমরা সাংসারিক সাধারণ জ্ঞানে বুঝিতে পারি যে, বড় ও ছোট জ্ঞানই উপাস্য উপাসকের মূলতত্ত্ব। যেমন গুরু উপাস্য—শিষ্য উপাসক। পিতা উপাস্য—পুত্র উপাসক। পতি উপাস্য—পত্নী উপাসক। রাজা উপাস্য—প্রজা উপাসক। এতাদৃশ উদাহরণগুলি বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উপাসক, উপাস্যের সহিত কোন না কোনপ্রকার সম্বন্ধ পাতিয়া উপাসনার প্রকৃত রস উপভোগ করিয়া থাকেন। ভগবদিচ্ছায় এই সংসারে মানবগণের মধ্যে বহুতর সম্বন্ধ স্থাপিত আছে। এ সংসারে কেহ পিতা, কেহ পুত্র, কেহ ভ্রাতা, কেহ ভগ্নী, কেহ গুরু—কেহ শিষ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আবদ্ধ। সম্+বন্ধ্ ধাতু, যাহা সম্যক্‌রূপে আবদ্ধ করে, তাহার নাম সম্বন্ধ। পরস্পর স্থাপিত সম্বন্ধগুলির মধ্যে, আমরা কতকগুলিকে নৈকট্য—আর কতকগুলিকে দূর বলিয়া মনে করি। যেস্থলে যত নৈকট্য সম্বন্ধ—সেস্থলে যোগ ততই প্রবল।—ভালবাসাও তত প্রগাঢ়। এই সাংসারিক অভ্যস্থ সম্বন্ধের সংস্কারবশতঃ আমরা শ্রীভগবানের সহিতও সম্বন্ধ পাতিয়া থাকি। এতাদৃশ সম্বন্ধ পাতান নূতন নহে। শ্রীভগবান্ অনাদি—জীবও অনাদি। সুতরাং জীবের সহিত ভগবানের এ সম্বন্ধেও নিত্য সম্বন্ধ। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন ;—

'জীবের সম্বন্ধ হয় নিত্যকৃষ্ণ দাস।'

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এ কথায় হয়ত অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, 'কৃষ্ণদাস' এ কথা দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন যে, কেবল দাস্যভাবের উপাসনাই নিত্য—তাহাই চরম সম্বন্ধ। বাৎসল্যাদি ভাবের কথা তাঁহার অভিপ্রেত নহে, অর্থাৎ তিনি ঐশ্বর্য্যাত্মক ভাবেরই অধিক পক্ষপাতী। কেননা দাসজ্ঞান থাকিলেই প্রভুকে ঐশ্বর্য্যান্বিত মনে করা সতঃসিদ্ধ। বস্তুতপক্ষে তাহা নহে। উপাসনাঙ্গীয় যাবতীয় ভাবের মধ্যেই দাসভাব ওতপ্রোতভাবে থাকায় তিনি দাসভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ ইহা দ্বারা তিনি বলিয়াছেন, শ্রীভগবানে ও জীবে নিত্য উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ।

প্রচলিত প্রায় সমুদায় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই ঈশ্বরের সহিত জীবের অর্থাৎ উপাস্য-উপাসকের মধ্য কোন না কোনপ্রকার সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। শাক্তগণ মাতৃভাবে, শৈবগণ পিতৃভাবে, বৈষ্ণবগণ অধিকারীর তারতম্যানুসারে পিতা-মাতা, সখা, প্রভু, প্রধানতঃ পতিভাবে, সৌর ও গাণপত্যগণ প্রভুভাবে ঈশ্বরকে ভজনা করিয়া থাকেন। শুধু আর্য্যধর্ম্মেই যে জীবেশ্বরে এতাদৃশ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় তাহা নহে—আর্য্যেতর ধর্ম্মসম্প্রদায়েও তাদৃশ সম্বন্ধভাব অস্বীকৃত নহে। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তক যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বাইবেলে বর্ণিত। যদিও পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহার ধর্ম্মযাজকগণ পরমেশ্বরে পিতৃভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রভুভাব স্থাপনা করিয়াছেন, তাহাতে কিছু ক্ষতি হয় নাই। কেননা পিতৃভাব ও প্রভুভাবে পরস্পর নৈকট্য সম্বন্ধ। সম্ভ্রম ও ভয় উভয়ের মধ্যেই আছে—অধিকন্তু পিতৃভাবে ভক্তি ও আবদারের ভাব অধিক প্রবল। আবার মুসলমানধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা হজরত মহম্মদ কোরাণে 'খোদার দোস্ত' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সুতরাং ঈশ্বরের সহিত তাঁহার সখ্য বা সখ্যমিশ্রিত দাস্যভাব ছিল বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান সময়ে তন্মতের উপাসকগণের মধ্যে ঈশ্বরের সহিত উপাসকের প্রভুভাবেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধধর্ম্মযাজকগণ ভগবানকে গুরুভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন। এমন কি যাঁহারা ঈশ্বরকে

নির্ব্বিশেষ, নির্লেপ ও 'অবাঙ্‌মনোসোগোচর' বলিয়া থাকেন, এতাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞানিগণও ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে সমুৎসক। আদি ব্রহ্মসমাজে 'পরমপিতা' প্রভৃতি পিতৃ সম্বোধন দ্বারা ঈশ্বরে পিতৃভাব দেখান হয়। তবে নববিধান সমাজে পিতৃ সম্বোধনের পরিবর্ত্তে 'প্রাণপতি' 'প্রিয়সখা' প্রভৃতি সম্বোধন শ্রবণ করা যায়। ফলতঃ সম্বন্ধ ব্যতীত কোন উপাসনার ভাব দাঁড়াইতে পারে না। তজ্জন্যই জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সাংসারিক সম্বন্ধের ন্যায় ঈশ্বরের সহিত কোন না কোন সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া, উপাসক সাধনারাজ্যে অগ্রসর হইতে থাকেন।

পরতত্ত্ব এক হইয়াও উপাসকের সাধন-ভজনানুরূপ যোগ্যতানুসারে, শাস্ত্রে ব্রহ্ম, পরমাত্মাও ভগবান্ বলিয়া কথিত হ'ন। সেই জন্য বরুণদেব শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে করিতে বলিয়াছেন ;—

'ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানেতি শব্দতে'

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০মঃ।

সুতরাং তিনি জ্ঞানিযোগীর নিকট নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, কর্ম্মও অষ্টাঙ্গযোগীর নিকট পরমাত্মা-রূপে এবং ভক্তের নিকট সর্ব্বপরিপূর্ণ সচ্চিদা-নন্দ শ্রীভগবান্‌রূপে উপাসিত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে জ্ঞান ও কর্ম্ম উপাসকের পক্ষে পরম-পুরুষার্থ নহে; কেননা ভক্তি ব্যতিরেকে তাহাদের ফল অসম্পূর্ণ। ভক্তিকে অঙ্গী বলিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মকে তাহার অঙ্গ বলা যাইতে পারে। পণ্ডিতগণ কর্ম্ম ও জ্ঞানকে আরোপ-সিদ্ধা ও সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলিয়া থাকেন। সুতরাং উপাসকের পক্ষে শ্রীভগবান্‌ই যেমন একমাত্র সাধ্যভক্তিমার্গই তদ্রূপ একমাত্র সাধন। (১)

ভক্তির লক্ষণে মহাত্মা প্রহ্লাদ বলিয়াছেন ;—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে ৭মে ৫ম অ০।

উপরোক্ত ঐ নববিধা ভক্তির চরমোৎকর্ষ আত্ম-নিবেদন। যে উপাসকচূড়ামণি শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়াছেন, তিনিই পূর্ণ-ভক্ত। তিনিই শ্রীভগবানের নিকট এমন ভাবে বসিয়া গিয়াছেন যে, আর তাঁহার উঠিতে হইবে না। উপ সমীপে আসনা, বসা। উপাসনার অর্থ উপাস্যের সমীপে বসা। বসিতে জানিলে আর উঠিতে হয় না। এমন ভাবে উপাস্যের নিকট বসিতে হইবে যে, আর উঠিতে না হয়। প্রকৃত উপাসক যিনি তিনি কিছুতেই উপাস্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। সেই জন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন ;—

"পুচ্ছানুপুচ্ছ বিষয়ানুপসেবমানো
ধীরো ন মুঞ্চতি মুকুন্দচরণারবিন্দম্।
সঙ্গীত কতিতানলয় বশং গতাপি
মৌলিস্থ কুম্ভ পরিরক্ষণধীর্ণটীব॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন ;—

"পরবাসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গ রসায়ণম্॥"

যিনি শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ নিবেদাত্মক, তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট থাকিয়া, তাঁহার সেবা করিতে অভিলাষুক। সে অভিলাষ মুহূর্ত্তকের নিমিত্তও পরিত্যাগ করিতে পারেন না। নিবেদাত্মকের এতাদৃশ পরিণত অবস্থাই 'সোঽহং' ভাবাত্মক।

(১) এ বিষয় আমার ভক্তিতত্ত্বে বিস্তার করিয়াছি। লেখক।

সোঽহংতত্ত্ব দ্বৈত বা বিশুদ্ধা পরাভক্তি বিরোধী অদ্বৈতভাব নহে। উহা সূক্ষ্মভাবে দ্বৈতভাব পরিস্ফুটক ও পরাভক্তির চরমভাব। সঃ+অহং, তিনি ও আমি। ইহা স্পষ্ট ছাড়া। যেস্থলে যোগ সেইস্থলেই মিলন। যেস্থলে এই যোগ নাই, সেইস্থলেই জীব ভগবান্ হইতে দূরে—সেইখানেই বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদ দূর করিবার নিমিত্তই উপাসনার প্রয়োজন। সঃ+অহং এর যোগে, যদিও সন্ধিতে অকারের লোপ হইয়াছে, তথাপি অহং একেবারে লোপ পাইয়া কেবল সঃ পদ অবশিষ্ট নাই। সঃ এর সহিত অহং বিরাজিতই আছে। এই অহং-জ্ঞান অবিদ্যা-মোহিত, প্রাকৃত বিষয়ে নহে। এ অহং-জ্ঞান, অনন্ত ও নিত্য। সুতরাং এ দ্বৈতভাবও নিত্য। এই সঃ+অহং তত্ত্বান্তর্গত যে দুইটী ভাব ইহা হইতেই উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ। উভয়ের নিত্যত্ব নিবন্ধন এ সম্বন্ধও নিত্য। তাই জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস।

অন্বয়বাদিগণের মতে সোঽহংতত্ত্বে উপস্থিত হইলে আর উপাস্য-উপাসকভাব থাকে না। কেননা তাঁহাদের মতে তখন জ্ঞাতাজ্ঞেয় কিছুই থাকে না, সব একাকার। বস্তুতঃ-পক্ষে সে সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। কেননা ফুলচন্দনাদি দ্বারা বাহ্য উপাসনা না থাকিলেও তৎকালে আভ্যন্তরিক বা অন্তরঙ্গ উপাসনা থাকিয়া যায়। উপাসনা বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ ভেদে দ্বিবিধ। যেমন অজাতদন্ত বালকের পক্ষে কেবল দুগ্ধ সেবনীয় ও জাতদন্ত সবল বালকের পক্ষে অন্নমিষ্টান্নাদি খাদ্যের ব্যবস্থা, তদ্রূপ উপাসনারাজ্যে প্রবর্ত্তক ব্যক্তির পক্ষে বহিরঙ্গ ও সিদ্ধের পক্ষে অন্তরঙ্গ উপাসনা অনুষ্ঠেয়। শ্রীভগবানে সম্পূর্ণরূপ আত্মনিবেদন করিলে, তখন আর বাহিরের অপেক্ষা থাকে না। সেই অবস্থায় উপাসক শ্রীভগবানের নিকট বসিয়া তাঁহার সেবা করিতে করিতে সেবানন্দে বিভোর হইয়া, এতাদৃশ তন্ময় হইয়া পড়েন যে, তৎকালে আর উপাস্য-উপাসকে কোন প্রভেদ থাকে না। দুই তত্ত্ব যেন এক। এইজন্য কোন কোন গোপী রাসমণ্ডলে রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিয়া কৃষ্ণবিভ্রম উপস্থিত হওয়ায় বলিয়াছিলেন ;—

"কস্যাঞ্চিৎ স্বভুজং ন্যস্য চলন্ত্যাহাপরা নহু।
কৃষ্ণোঽহং পশ্যতগতিং ললিতামিতিতন্মনাঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০মঃ স্কন্ধে ৩০শঃ অ০।

এই ভাবই পরাভক্তির পরাকাষ্ঠা সোঽহং-ভাব। ইহা ভক্তিবিরোধী অদ্বৈতজ্ঞান নহে। —ইহা সম্পূর্ণ দ্বৈতভাব। সঃ+অহং যতই যোগ হউক না কেন, কিছুতেই অহং লোপ হইয়া সঃ হয় না, তাই আমরা কেবল 'সঃ'এর পরিবর্ত্তে দেখিতে পাই 'সোঽহং'।

এ স্থলে নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন যে, 'সোঽহং' উপাসনা নির্গুণব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হউক—তাহাতেই বা দোষ কি? তাহা অসম্ভব—কেননা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের উপাসনা সম্ভবপর নহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, উপ+আসনা অর্থাৎ ভগবান্ সমীপে থাকিয়া, তাঁহার মধুর সেবা করাই উপাসনা। বেদান্ত-সূত্রকার স্পষ্টই বলিয়াছেন—'উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়মানসব্যাপারাণি।' সুতরাং উপাসনা নির্গুণ-ব্রহ্মবিষয়ে প্রযুজ্য নহে।

উপাসনা কেবল মন্ত্রপাঠ বা প্রার্থনা প্রকরণেই পর্য্যবসিত নহে। ঈশ্বরের নিকট কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা সর্ব্বজ্ঞ, দয়াময় ইত্যাদি বিশেষণে স্তুতি করাও উপাসনা নহে। প্রকৃত উপাসক শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়া মাধুর্য্যরসময় শ্রীভগবান্ সন্নিহিতে থাকিয়া, নিরবচ্ছিন্ন তাঁহার সেবা করিতে অভিলাষ করেন। যে যেমন অধিকারী, তাহার আদর্শও তদ্রূপ। যাঁহার কিছুই মর্ম্মগ্রহণ বা রসাস্বাদন করা যায় না, এতাদৃশ নির্লেপ নির্গুণব্রহ্মের ভজনে মজিয়া যাওয়া অসম্ভব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, উপাসনা বাহ্য ও মানসভেদে দ্বিবিধ। তাহাতে অনেকে বলিতে পারেন যে, মানসপূজা নির্গুণব্রহ্মে প্রযোজ্য। বস্তুতঃ-পক্ষে তাহা নহে। মানসপূজা নিরাকার-উপাসনা নহে। মনোজগতের উপকরণ দ্বারা শ্রীভগবদ্ সেবাই মানস-উপাসনা। ঐ ভাব অপ্রাকৃত। বিশেষতঃ সীমাবিশিষ্টজ্ঞানে অসীমের আয়ত্তও অসম্ভব। উপাস্য-উপাসকের দ্বৈত-ভাব স্বাভাবিক। যেখানে উপাসনা সেই-খানেই উপাস্য উপাসকরূপ দ্বৈতভাব। সম্মুখে কোন ভৌতিকমূর্ত্তি সংস্থাপিত না থাকিলেও আদর্শের সুসীমত্বজনিত মনোময় বা ভাবময়মূর্ত্তি কোথায় যাইবে? তাহা অস্বীকার করিলে তিনি শূণ্যোপাসক। কিন্তু বায়ুভক্ষণে কখনও উদর পূর্ত্তি হয় না। সুতরাং কোনরূপ উপাসনার কথা বলিলে তাহা সগুণব্রহ্ম বিষয়েই বুঝিতে হইবে।

এক্ষণে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য দ্বৈতভাব প্রতিপাদনকালে 'সোঽহং'তত্ত্বের নিষেধ করিয়াছেন কেন? তিনি সোঽহংতত্ত্বে বিরোধীজন্য স্পষ্টই বলিয়াছেন;—

"লক্ষ্মীকান্তঃ প্রকটপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধিঃ
সেব্যো রুদ্রপ্রভৃতিবিবুধৈর্যস্য পাদাম্বু গঙ্গা।
সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং সৃজতি নিখিলং ভ্রূবিভঙ্গেন সদ্যঃ।
সোঽহং বাক্যং বদসি বতরে জীব রক্ষো ন
রাজা॥"
শতদূষণী।

যিনি লক্ষ্মীকান্ত, পরিপূর্ণ, পরমানন্দসাগর, রুদ্রাদি দেবগণের সেব্য, যাঁহার পাদোদক ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা, এবং যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে কটাক্ষে নিখিল-প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিতেছেন, সেই পরমেশ্বর আমি তাহা তুমি জীব হইয়া কেমন করিয়া বলিতে সাহস কর? তুমি তমগুণবিশিষ্ট রাক্ষস—না মহা অহঙ্কারী রাজা? শ্রীমৎ আচার্য্য আরও বলিয়াছেন;—

"কস্য ত্বং কুত আগতঃ কথমরে সংসারবন্ধক্রম
স্তত্ত্বং তৎপরিচিন্তয় স্বহৃদয়ে ভ্রান্তস্যমার্গং ত্যজ।
সোঽহং মাবদ সেব্য সেবকতয়া নিত্যংভজ
শ্রীহরিং
তেনস্যাত্তব সদ্গতিধ্রুবমধঃ পাতোভবেদন্যথা॥"
তত্রৈব।

হে জীব তুমি কাহার? কোথা হইতে আসি-য়াছ? কেনই বা সংসারবন্ধন ক্লেশ পাইতেছ? ভ্রান্তদিগের পথ পরিত্যাগ করিয়া আপন হৃদয়ে তাহার তত্ত্ব চিন্তা কর। 'সেই আমি' এ কথা আর বলিও না। সেব্য-সেবকভাবে নিয়ত শ্রীহরির ভজনা কর। তাহা হইলেই তুমি সদ্গতিলাভ করিতে পারিবে। ইহার অন্যথাচরণ করিলে নিশ্চয়ই অধঃপাতে যাইবে। আচার্য্যের এতাদৃশ নিষেধে বোধ হয় 'সোঽহং' শ্রুতি অদ্বৈতবাদ, সেইজন্যই আচার্য্য সোঽহং বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। তদুত্তর এই যে, আচার্য্য 'সোঽহং' বাক্য 'তিনিই আমি'

এইভাবে ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন মাত্র—'তিনিও আমি' বা তাঁহার আমি এ ভাবে ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন নাই। বস্তুতঃ সোঽহংতত্ত্বে জীবেশ্বরে অভেদ দর্শনই তিনি নিষেধ করিয়াছেন।

অনেকের সন্দেহ হইতে পারে যে, সোঽহং-তত্ত্বে উপস্থিত হইলে 'সঃ' এর প্রতি 'অহং' এর ভক্তি থাকে কি না? তাহা থাকে, কেননা ভক্তির লক্ষণে দেখিতে পাই—'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।' অর্থাৎ ঈশ্বরে পরমানুরক্তিই ভক্তি। অনুরক্তির চরমাবস্থা সোঽহং-ভাব। সুতরাং পরমানুরক্তি বা অনুরক্তির চরমাবস্থা সোঽহংভাবেই প্রকৃতভক্তি প্রতিষ্ঠিতা। সোঽহংলীলা বুঝা ও বুঝান উভয়ই কঠিন। কেননা উপাসনা মার্গে মোটেই অগ্রসর হই নাই —অগ্রসর হওয়া দূরে যাক্—'সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো।' অর্থাৎ প্রমুখে শ্রীভগবানের লীলা প্রসঙ্গাদি শ্রবণ করিয়া যে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা হয়, সেই শ্রদ্ধার মূল কারণ সাধুসঙ্গ-লাভেই মন ধাবিত হয় নাই—এমতাবস্থায় সোঽহং-লীলাতাৎপর্য্য বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে একান্ত বিড়ম্বনার বিষয়। তবে সর্ব্বদর্শী-শাস্ত্রকারগণ ঐ অপূর্ব্বলীলা বুঝাইতে ত্রুটী করেন নাই। তাই প্রভাসে শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গে রাধার অপূর্ব্ব মিলন—অপূর্ব্ব যুগলমূর্ত্তি—তাই পতিপ্রাণা সতীশিরোমণি গৌরী রজতগিরিনিভ হরশরীরে মিশিয়া অপূর্ব্ব হরগৌরীমূর্ত্তি—তাই রাসমণ্ডলে আত্মবিস্মৃত গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণলীলা দেখিতে পাই। এ মিলন অদ্বৈত নহে—দ্বৈত। তাই মিলিতমূর্ত্তি কেবল কৃষ্ণ না হইয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণ—কেবল হর না হইয়া হরগৌরী। তাই মিলিতরূপ একরূপ না হইয়া অপূর্ব্ব যুগল-রূপ!! এই অবস্থাতেই 'সঃ+অহং' এর অকার লোপ পাইয়া অধিকতম ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সোঽহং হইয়াছে। এই অভূতপূর্ব্ব ভাব উপস্থিত হইলেই নিরবচ্ছিন্ন শ্রীভগবদ্-প্রেম-সুধা পান করা যায়। এ মিলনের বিচ্ছেদ নাই—এ সুধার শেষ নাই—এ সুধাপানেরও বিরাম নাই!!!

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী।

বিজয়সেন প্রশস্তি।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৪)।

ততস্ত্রি জগদীশ্বরাৎ সমজনিষ্ট দেব্যাস্ততো
অরাতি বলশাতনোজ্জ্বল কুমার কেলিক্রমঃ।
চতুর্জ্জলধি মেখলবলয়সীম বিশ্বম্ভরা
বিশিষ্ট জয়সান্বয়ো বিজয়সেন পৃথ্বীপতিঃ॥১৫॥

অন্বয়ঃ।

ততঃ দেব্যা ত্রিজগদীশ্বরাৎ, অরাতিবল-শাতন, উজ্জ্বল কুমার কেলিক্রমঃ, চতুর্জ্জলধি মেখলবলয়সীম বিশ্বম্ভরা বিশিষ্ট, জয় সান্বয়ো বিজয় সেন পৃথ্বীপতিঃ সমজনিষ্ট॥১৫॥ (১৭)

(১৭) ত্রিজগদীশ্বরাৎ— ত্রিজগতের ঈশ্বর প্রসাদে, অর্থাৎ বিধাতার অনুগ্রহে। দেব্যা— পঞ্চমী বিভক্তি, দেবীর শরীর হইতে। অরাতিবলশাতন উজ্জ্বল কুমার কেলিক্রমঃ— শত্রুবলবিনাশন যাঁহার কৌমার কেলিস্বরূপ

বঙ্গার্থ।

তদনন্তর ঈশ্বর প্রসাদাৎ, অরাতিবলনিসূদন, উজ্জ্বল কৌমারবিক্রমসম্পন্ন, চারিটী সমুদ্রবেষ্টিত বসুন্ধরার অধিপতি, জয়যুক্ত মহাবংশে পৃথিবীপতি বিজয় সেন উক্ত মহারাজ্ঞীর গর্ভে জন্মধারণ করিয়াছিলেন।১৫।

গণয়তু গণ শঃ কো ভূপতিং স্তাননেন
প্রতিদিন রণভাজা যে জিতা বা হতা বা।
ইহ জগতি বিসেহে স্বস্ত বংশস্ত পূর্ব্বঃ
পুরুষ ইতি সুধাংশৌ কেবলং রাজশব্দঃ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ।

প্রতিদিন রণভাজা অনেন (বিজয় সেনেন) যে (নৃপাঃ) জিতা হতা বা (তান্) ভূপতীন্ কো (জনঃ) গণ শঃ গণয়তু। ইহ জগতি স্বস্ত বংশস্ত পূর্ব্বপুরুষঃ (কঃ) রাজ শব্দঃ কেবলং সুধাংশৌ ইতি বিসেহে ॥১৬॥ (১৮)

বঙ্গার্থ।

রণসাধক এই বিজয় সেন দ্বারা প্রতিদিন কত নৃপতি হত বা জিত হইত তাহা কে গণনা করিতে পারে? এই জগতে নিজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ মধ্যে কে 'রাজ শব্দটী কেবল চন্দ্রমাতেই আরোপিত হইবে জানিয়া' সহ্য করিতে পারে?১৬।

সংখ্যাতীত কপীন্দ্র সৈন্য বিভুনা তস্যারি জেতুস্তলাম্,
কিং রামেন বদাম পাণ্ডবচমূনাথেন পার্থেন বা।
হেতো খড়্গলতাবতংসিত ভুজামাত্রস্ত যেনাজ্জিতম্,
সপ্তাম্বোধি তটীপিনদ্ধ বসুধা চক্রৈক রাজ্যং ফলম্ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ।

সংখ্যাতীত কপীন্দ্র সৈন্য বিভুনা রামেণ, বা পাণ্ডবচমূনাথেন পার্থেন অরি জেতুঃ তস্য (বিজয় সেনস্য) তুলং কিং বদাম। খড়্গলতাবতংসিত ভূজা মাত্রস্য হেতোঃ যেন (বিজয় সেনেন) সপ্তাম্বোধি তটীপিনদ্ধ বসুধা চক্রৈক রাজ্যং ফলং অর্জ্জিতং ॥১৭॥ (১৯)

বঙ্গার্থ।

সংখ্যাতীত বানররাজসৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত শ্রীরামচন্দ্র, অথবা মহতী পাণ্ডবচমূ পৃষ্ঠপোষিত অর্জ্জুনের সহিত সেই অরিজেতা বিজয় সেনের তুলনা কি প্রকারে হইতে পারে? কেননা অরিজেতা মহারাজ বিজয় সেন সুতীক্ষ্ণ কৃপাণধৃত একমাত্র নিজ বাহুর সাহায্যে (single handed) সপ্তসিন্দুবিধৌত বিশাল বসুধা একচক্রে শাসন করিয়াছিলেন।১৭।

একৈকেন গুণেন যৈঃ পরিণতং তেষাং বিবেকাদৃতে,
কশ্চিদ্ধন্তা পরশ্চ রক্ষতি সৃজত্যন্যশ্চ কৃৎস্নং জগৎ,
দেবোঽয়ং তু গুণৈঃ কৃতো বহুতিথৈর্ধীমান জঘান দ্বিষো,
বৃত্তস্থান পুষচ্চকার চ রিপুচ্ছেদেন দিব্যাঃ প্রজাঃ ॥১৮॥

অন্বয়ঃ।

যৈঃ (রাজভিঃ) একৈকেন গুণেন কৃৎস্নং জগৎ কশ্চিৎ হন্তি, অপরশ্চ রক্ষতি, অন্যশ্চ সৃজতি তেষাং বিবেকাৎ ঋতে গুণৈঃ কৃতঃ অয়ং ধীমান্ দেবঃ তু বহুতিথৈঃ দ্বিষো জঘান, রিপুচ্ছেদেন, বৃত্তস্থান পুষৎ (সন্) দিব্যাঃ প্রজা চকার ॥১৮॥ (২০)

বঙ্গার্থ।

যে সকল নৃপতি একটী মাত্র গুণাবলম্বে সমগ্র জগতে প্রজা সকল কেহ বা বিনাশ, অন্যে পুষ্টিসাধন, কেহ বা সৃজন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কার্য্যপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়া এই ধীমান্ রাজা নিজগুণদ্বারা অরাতিদলের বিনাশসাধন ও মূলোৎপাটন করতঃ প্রধান প্রধান নগরের পুষ্টিসাধন করিয়া ধনশালী প্রজাবৃন্দকে সংস্থাপন করিয়াছিলেন।১৮।

হইয়াছিল, অর্থাৎ বাল্যকালেই যিনি অনায়াসে শত্রু বিনাশ করিতে পারিতেন। চতুর্জ্জলধি মেখল বলয়সীম বিশ্বম্ভরা বিশিষ্ট পৃথ্বীপতিঃ—দাক্ষিণাত্যে যাঁহার বিশাল রাজ্যের মেখলা (নিম্নে) ও বলয় (ঊর্দ্ধে) ৪টী সমুদ্র বিরাজিত ছিল, অর্থাৎ ৪টী সমুদ্র দ্বারা যাঁহার রাজ্যের ঊর্দ্ধ ও অধঃসীমা নির্দ্দিষ্ট হইত। জয়সান্বয়ো বিজয় সেন—জয়যুক্ত বংশে বিজয় সেন, এই স্থলে জয় শব্দটী বিজয় শব্দের অনুপ্রাসে ব্যবহৃত হইয়াছে। সমজনিষ্ট সম্ পূর্ব্ব জন্ ধাতু হন্তনী লুঙ। ছন্দ পৃথ্বী।

(১৮) রণভাজা—সমরবিদ্যায় সুশিক্ষিত। বিজয় সেন এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ চন্দ্রবংশ হইতে উৎপন্ন, চন্দ্রবংশীয়েরাই কেবল "রাজা" শব্দটী ব্যবহার করিতে পারিবেন ইহা কে সহ্য করিতে পারে? এই রাজ উপাধি বিজয় সেনের বংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার মানসে, অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের রাজসিংহাসন অন্যান্য নৃপতিগণ অধিকার করিবার মানসে বিজয় সেনের সহিত অনেক রাজার যুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সকলকেই তিনি নিহত বা পরাজিত করিয়াছিলেন। এই শ্লোকে কবি প্রশ্নদ্বয়ের অবতারণা করিয়া তিনিই উত্তর দিয়াছেন যে, কেহই জিত বা হত ব্যক্তির সংখ্যা গণনা করিতে পারে না। এবং রাজশব্দটী কেবল চন্দ্রবংশ মধ্যেই নিহিত থাকিবে তাহাও কেহ সহ্য করিতে পারে না। অন্যার্থে সুধাংশুর একটী নাম বিজরাজ। এই 'রাজা'শব্দটী কেবল চন্দ্রে থাকিবে ইহা বিজয় সেনের পূর্ব্বপুরুষগণ সহ্য করিতে পারে নাই। জগতি ও সুধাংশৌ শব্দদ্বয়ে সপ্তমী বিভক্তি প্রয়োগ হইয়াছে। বিসেহে—সহ ধাতুর উত্তর এ পরোক্ষা লিট্। কে সহ্য করিতে পারে।

ছন্দমালিনী।

(১৯) এই শ্লোকে "যেন" শব্দ বিজয় সেনে প্রয়োগ করিয়া কবি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার ব্যবহার করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ও পার্থ উভয়েই বীর কেশরীদিগের সাহায্যে রাজালাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহারাজ বিজয় সেন কাহারও সাহায্য গ্রহণ না করিয়া কেবল নিজ বাহুবলে দাক্ষিণাত্যে একটী প্রকাণ্ড রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। অতএব এই সকল বীরের সহিত বিজয় সেন তুলিত হইলে, বিজয় সেনকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিতে হইবে। সপ্তাম্বোধি তটীপিনদ্ধ বসুধা—সপ্তসিন্ধুতটদ্বারা সীমাবচ্ছিন্ন বসুন্ধরা অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী।

(২০) কোনও রাজা ব্রহ্মার ন্যায় প্রজাসৃজন, কেহ বা বিষ্ণুর ন্যায় প্রজাপালন, কেহ বা মহাদেবের ন্যায় প্রজাবিনাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিজয় সেন একাই শত্রু বিনাশ করিয়া, প্রজাসৃজন ও পালন করিয়াছিলেন। কৃতস্নং—সমগ্রং। হন্তি—হন ধাতু তিপ্। বিবেকাৎঋতে—তাঁহাদিগের বিবেক অর্থাৎ কার্য্যপ্রণালীর ব্যতিরেকে। বহুতিথৈঃ—বারংবার। দ্বিষো জঘান—দ্বিষ ধাতুর দ্বিতীয়ার বহুবচন, শত্রুন্—শত্রুগণকে বিনাশ। জঘান—হন ধাতুর পরোক্ষা লং। পুষৎ—পুষ ধাতু কিপ্ বৃদ্ধি করিত।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকস্য।

সংহিতাসংগ্রহ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৬)।

উভে সন্ধ্যে সমাধায় মৌনং কুর্ব্বন্তি তে দ্বিজাঃ।
দিব্য বর্ষ সহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥২৬॥

অন্বয়ঃ।

তে দ্বিজাঃ উভে সন্ধ্যে সমাধায় মৌনং কুর্ব্বন্তি, দিব্যবর্ষ সহস্রাণি (ব্যাপ্য) স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥২৬॥ (৩৭)

বঙ্গার্থ।

দিবারাত্রির ২টী সন্ধিকালে যে সকল দ্বিজ মৌনব্রতাবলম্বী হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহারা সহস্র দেববর্ষ স্বর্গলোকে অবস্থান করেন।২৬।

য এবং কুরুতে রাজা গুণদোষ পরীক্ষণম্।
যশঃ স্বর্গং নৃপত্বঞ্চ পুনঃ কোষং সমৃদ্ধয়েৎ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ।

যঃ রাজা এবং গুণ দোষং পরীক্ষাং কুরুতে সঃ যশঃ স্বর্গং নৃপত্বং চ পুনঃ কোষং সমৃদ্ধয়েৎ ॥২৭॥ (৩৮)

বঙ্গার্থ।

যে রাজা এইপ্রকারে দ্বিজগণের গুণ দোষ পরীক্ষা করেন, তাঁহার যশ, উত্তমগতি, রাজকীয় সম্মান ও কোষাগার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।২৭।

দুষ্টস্য দণ্ডঃ সুজনস্য পূজা,
ন্যায়েন কোষস্য চ সংপ্রবৃদ্ধিঃ।
অপক্ষপাতোঽর্থিষু রাষ্ট্র রক্ষাঃ,
পঞ্চৈব যজ্ঞাঃ কথিতা নৃপাণাম্ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ।

দুষ্টস্য দণ্ডঃ, সুজনস্য পূজা, ন্যায়েন কোষস্য সংপ্রবৃদ্ধিঃ, অর্থিষু অপক্ষপাতঃ, রাষ্ট্ররক্ষা, চ (এতে) পঞ্চএব, নৃপাণাং যজ্ঞা, কথিতাঃ ॥২৮॥ (৩৯)

বঙ্গার্থ।

দুষ্টের দণ্ড, সাধুর পূজা, ন্যায্যোপায়ে আয় বৃদ্ধি, প্রার্থিগণের প্রতি গণতাশূন্য, রাজ্যরক্ষা, রাজাদিগের এই ৫টী যজ্ঞ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।২৮।

---

(৩৭) সন্ধ্যা—দিবারাত্রি সম্বন্ধী দণ্ডদ্বয়-স্বরূপঃ। দিবারাত্রি সংযোগকালে ২দণ্ড সময়। সমাধায়—সংযতভাবে। মৌনং—শব্দ প্রয়োগ-রাহিত্যম্। দিব্যবর্ষ—সাধারণতঃ তিনভাগে বর্ষ গণনা হয়, যথা—দৈব, পৈত্র ও মানব। একোদয় হইতে অন্যোদয় ৬০ দণ্ডকাল মানুষের দিন ইহার ৩০ দিনে ১ মাস ও ১২ মাসে ১ বর্ষ। কৃষ্ণপক্ষ পিতৃগণের দিন ও শুক্লপক্ষ তাঁহাদিগের রাত্রি উভয় পক্ষে পৈত্রদিন, উত্তরায়ণ দেবতাদিগের দিন, ও দক্ষিণায়ন তাঁহাদিগের রাত্রি। ঐ প্রকার হিসাবে মাস ও বর্ষ গণনা করিতে হইবে।

(৩৮) সমাধায়ী, বেদজ্ঞ, বিদ্বান দ্বিজকে রক্ষা ও পুরস্কৃত করা ও অবিদ্বান, বেদজ্ঞানশূন্য দ্বিজগণকে তিরস্কৃত করা রাজার কর্ত্তব্য তাহা না হইলে গুণের সম্মান রক্ষা হয় না।

(৩৯) শাস্ত্রে দ্বিজগণের পঞ্চযজ্ঞ কথিত হইয়াছে যথা—ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ। কিন্তু রাজার পক্ষে এই পঞ্চযজ্ঞ ব্যতীত আরও পাঁচটী যজ্ঞের বিধান আছে তাহাই এই শ্লোকে বর্ণিত হইল। এই পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে প্রার্থীগণের প্রতি সুবিচার ও অপক্ষপাত যজ্ঞই নৈতিকভাবে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দুঃখের বিষয় সর্ব্বস্থলে ও সর্ব্বকালে এই রাজ-যজ্ঞের পূর্ণানুষ্ঠান হয় নাই, তজ্জনিত সেই সেই সময়ে রাজ্যমধ্যে অশান্তি প্রবেশ করিয়াছিল। ১ম হইতে ২৭ শ্লোক অনুষ্টুপ ছন্দ। ২৮ শ্লোক ইন্দ্রবজ্রা। (ক্রমশঃ)

সম্পাদকস্য।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজের নিকট বর্ত্তমান সময়ে নিবেদন।

যখন প্রায় সমগ্র পৃথিবী অতীতের তমসাচ্ছন্ন ক্রোড়ে শায়িত ছিল, এবং গ্রীস, রোম, মিশর প্রভৃতি দেশের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোকচক্ষুর অগোচরে ছিল, তখন কেবল এই ভারতভূমিই জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়াছিল, এবং সভ্যতার বিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত প্রভৃতি বিদ্যা ও ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব এই দেশেই সর্ব্বাগ্রে আবিষ্কৃত হয়। সে সময়ে এ দেশে জাতিভেদ ছিল না, এত তন্ত্র, মন্ত্র ও পুরাণাদি ছিল না; স্মৃতিশাস্ত্র লইয়া এত বাদানুবাদ, এত পূজাপ্রণালী এত শাস্ত্রীয় অনুশাসন ছিল না, এত ইতিহাস ও ইতিবৃত্তের ছড়াছড়ি ছিল না। সে সত্যযুগে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম স্বাধীন ও উদারভাবে, সরল ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সুসভ্য আর্য্যজাতির উপরে আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া, এ ভারতভূমিকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিয়াছিল, এবং এতদ্দেশীয় আর্য্যজাতির শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞান-গরিমার আলোকরশ্মি নানাদেশে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুসমাজ ক্রমে সংখ্যায় বহুল হওয়ায় এবং ভিন্ন ভিন্ন কাজে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হওয়ায় এ দেশে জাতিভেদপ্রথার সৃষ্টি হয় এবং যাঁহারা কেবল ধর্ম্মকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন তাঁহারা একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেন, এবং সমাজশীর্ষে থাকিয়া সমগ্র হিন্দুজাতিকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। রোম বড় হইয়াছিল আধিপত্য লক্ষ্য করিয়া, মহম্মদীয়গণ বড় হইয়াছিল ধর্ম্মপ্রচার লক্ষ্য করিয়া, ইংলণ্ড বড় হইয়াছে অর্থ লক্ষ্য করিয়া, ভারতবর্ষ বড় হইয়াছিল ধর্ম্ম ও জ্ঞান লক্ষ্য করিয়া। এই জ্ঞান ও ধর্ম্মবলেই ব্রাহ্মণসমাজ অন্যের নিরাপত্তিতে, বিনা রক্তপাতে এবং বিনা অর্থব্যয়ে সমগ্র হিন্দুজাতির উপরে আধিপত্য সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং সে আধিপত্য এ যাবৎ ব্রাহ্মণহস্তেই রহিয়াছে। ইতিমধ্যে কত মহানগরী বিজন অটবীতে ও কত জনপদ বিজন প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে এবং কত রাজার রাজত্ব, কত সম্রাটের সাম্রাজ্য সৃষ্ট হইয়াছে এবং পরিশেষে বিনষ্ট হইয়াছে, কত দেশ জাগিয়াছে এবং পরে মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ বুদ্ধিবলে ও সহিষ্ণুতাগুণে হিন্দুজাতির উপর যে রাজত্ব অলক্ষ্যে সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা এ পর্য্যন্ত সমভাবেই চলিতেছে, তাহা কখনও গ্রীকবীর আলেকজণ্ডারের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় নাই, মহম্মদ-ঘোরির লুণ্ঠনে অপহৃত হয় নাই, আলাউদ্দিনের সমরানলে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া ভস্মীভূত হয় নাই, পলাশীপ্রাঙ্গণেও মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় তাহার ধ্বংস হয় নাই। ধ্বংস কেন? তাহার কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। সে রাজত্বে কুরুক্ষেত্র নাই, পাণিপথ নাই, চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধক্ষেত্র নাই এবং তাহাতে শোণিত কৃপাণ ও বিজ্ঞানসম্মত

বহুল আগ্নেয় অস্ত্রের আবশ্যক হয় নাই। মসিবিন্দু ও তালপত্রই সে রাজত্ব সংস্থাপনে ও রক্ষাকার্য্যে যথেষ্ট হইয়াছিল। এই ভাবে রাজত্ব সংস্থাপন মানববুদ্ধির উৎকর্ষতার পরিণাম মাত্র এবং কুশাগ্রবুদ্ধি ব্রাহ্মণজাতির বুদ্ধিমত্তার এক অশ্রুতপূর্ব্ব ও অভূতপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ। এ সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া বসুন্ধরা কলঙ্কিতা করিতে হয় নাই। তবে সময় সময় সে সাম্রাজ্যে যে আঘাত লাগিয়াছে তাহাতে সে সিংহাসন একবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয় নাই, কখনই একবারে নষ্ট হয় নাই। পবনোত্থিত ঊর্ম্মিমালার ন্যায় সমুদ্রবক্ষে ক্ষণকালতরে আলোড়ন করিয়াছে মাত্র; এবং অত্যল্পকাল পরেই মৃদুমন্দ মলয়ানিল প্রবাহে আবার ধীর ও প্রশান্তমূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়াছে এবং সে মূর্ত্তির প্রশান্তভাব কখনই বিনষ্ট হয় নাই। যে রাজত্বের সৃষ্টি ও স্থিতির কথা উল্লেখ করিলাম সে রাজত্বের রাজা ব্রাহ্মণসম্প্রদায় এবং প্রজা সমগ্র হিন্দুসমাজ। প্রতাপপূর্ণ অক্ষুণ্ণ জ্ঞান—কেবল তাহাই এ রাজত্বের সৈন্যসেনানী, শাণিত কৃপাণ এবং বিজ্ঞানসম্মত আগ্নেয় অস্ত্র।

এ জগতে কোথাও নির্দ্দোষ কিছু দেখিতে পাই না, সকলই ভাল মন্দ মিশ্রিত! সকল বিষয়েরই দুই দিক আছে, ভালও আছে, মন্দও আছে। কুসুমে সৌরভ আছে, কণ্টকও আছে, রমণীহৃদয়ে ভালবাসা আছে প্রতারণাও আছে, বন্ধুত্বে প্রণয় আছে কলহও আছে, বায়ুহিল্লোলে প্রফুল্লতা আছে, সংক্রামতাও আছে। এই যে জ্ঞান-বৃত্তিটাকে ব্রাহ্মণসম্প্রদায় তাঁহাদের নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণেতর জাতিকে জ্ঞান-বৃত্তিটাকে লক্ষ্য করিতে দেন নাই, তাহারও বিষময় ফল ফলিয়াছে। তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণেতর জাতি চিরকাল ব্রাহ্মণদিগের পদানত হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহারই বিষময় ফলে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই এবং কখনও স্ফূরণের অবকাশও পায় নাই এবং তজ্জন্যেই ব্রাহ্মণেতর জাতি কুসংস্কারের মহাকুহকে সমাচ্ছন্ন এবং অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত থাকিয়া জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই সুযোগে যদিও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তাঁহাদের আধিপত্য বজায় রাখিতে পারিয়াছেন, কিন্তু সমগ্র হিন্দুজাতি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া স্পন্দহীন, অসাড় ও মৃতকল্পাবস্থায় পরিণত হইয়াছে। এ ভাবে আর এ জাতির অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। ধ্বংসের মুখে নিশ্চয়ই পতিত হইবে। সুতরাং এই অধঃপতনের মূল কারণ জ্ঞান ও চর্চ্চার অভাব।

শরীরের উপর অত্যাচার অধর্ম্ম, ইন্দ্রিয় বিশেষের উপর অত্যাচার ততোঽধিক অধর্ম্ম কিন্তু হৃদয়রাজ্যের উপর, মনোবৃত্তির উপর অত্যাচারের ন্যায় অধর্ম্ম জগতে আর নাই। ব্যক্তিগত লোকের উপর অত্যাচার অধর্ম্ম কিন্তু সমগ্র জাতির উপর অত্যাচার অত্যধিক অধর্ম্ম। কতিপয় ব্রাহ্মণ নিজেদের তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাবে আপন আধিপত্য অচল ও অটল রাখিতে যাইয়া সমগ্র হিন্দুজাতির শারীরিক ও মানসিক শক্তির উপর বিশেষ অত্যাচার করিয়াছেন। তাহারই ফলে হিন্দুজাতির বর্ত্তমান দুর্দ্দশা।

চির-প্রবাহমান কালস্রোত দিনে দিনে যুগে যুগে কল্পে কল্পে সমুদায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়া পরিবর্ত্তন-গর্ভে ফেলিতেছে এবং প্রত্যেক

জীবের শরীরের উপর ও মনের উপর তুল্যভাবে কার্য্য করিতেছে। তাই শৈশবের দেহ, যৌবনের দেহ, কৈশোরের দেহ এক নহে; শৈশবের মন, যৌবনের মন, বৃদ্ধের মনও এক নহে। ব্যক্তিগত হিসাবে যেমন পরিবর্ত্তন জাতিগত হিসাবেও তেমনি পরিবর্ত্তন। একটা জাতি চিরকাল একভাবে থাকিতে চাহে না এবং থাকিতেও পারে না। বৃক্ষলতাদিও একক্ষেত্রে দীর্ঘকাল থাকিলে তাহারও বিকাশশক্তি ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। মনুষ্যের জাতীয়জীবনেও এ তরঙ্গ খেলা করে এবং এই প্রাকৃতিক নিয়মের বিপর্য্যয়ে তাহারও জাতীয়জীবনের অবসান হয়। তজ্জন্যেই ইংরেজ কবি টেনিসন তারস্বরে বলিয়াছেন;—

Old order changeth yielding place to new
And God fulfils himself in many ways
Lest one custom should corrupt the world.

এবং এরূপ প্রমাণ অনেক পাওয়া গিয়াছে যে, এ কাল পর্য্যন্ত অনেক প্রাচীন জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে এবং অনেক নূতন জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। বঙ্গীয়-কায়স্থসমাজ অবনতি-স্রোতে ভাসমান এবং বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ অধঃপতিত শ্রীভ্রষ্ট এবং একতাবিহীন জাতি ভারতীয় উচ্চবর্ণের মধ্যে আর একটীও নাই। যে কায়স্থজাতি মর্য্যাদায়, খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে বহু উচ্চাসন অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন—এক সময়ে প্রাতঃস্মরণীয় দেবপ্রতিম ভীষ্মদেব যে জাতিকে সম্মান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, সেই চির-সম্মানিত জাতি ভাগ্যদোষে, কর্ম্মবশে এবং গ্রহবৈগুণ্যে কিরূপ উপেক্ষিত ও বিড়ম্বিত,—সেই আর্য্য-কায়স্থজাতির এ দেশে যে কি বিষম পরিণাম তাহা সকলেই দেখিতেছেন। যে জাতি একদিন এ ভারতে গণক ও লেখক প্রভৃতি শাস্ত্রসম্মত অতি উচ্চপদলাভে সমর্থ হইয়া, সর্ব্বজনসম্মানিত থাকিয়া, ক্ষত্রোচিত আচার-ব্যবহারে, প্রথা-পদ্ধতিতে, সংস্কার-সদাচারে, শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-গরিমায় অলঙ্কৃত ছিলেন, আজ সেই কায়স্থজাতির এই বঙ্গদেশে কি অসম্ভব অধঃপতন। সে জ্ঞান-গরিমা, সে শিক্ষা-দীক্ষা সে ক্ষত্রোচিত আচার-ব্যবহার, তেজবীর্য্য চিরতরে অন্তর্হিত হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ ভাবে থাকিলে এ জাতির জাতীয়জীবনের অনতিবিলম্বেই অবসান হইবে।

ধর্ম্মশূন্য হইয়া কদাচারসম্পন্ন বঙ্গীয়-কায়স্থসমাজ আর তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। তাই করুণাময় বিধাতা এ জাতির প্রতি দয়ার্দ্র হইয়াছেন এবং কতিপয় মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণপণ্ডিত এ জাতির ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া, এ জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, অধিকাংশ ব্রাহ্মণসন্তান কায়স্থের এ উন্নতিতে খড়্গহস্ত এবং হিংসা ও অসূয়ানলে দাবানল সৃষ্টি করিয়া সমগ্র বঙ্গীয়-কায়স্থজাতিকে ভস্মীভূত করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। শীতকালে সন্ন্যাসী যেমন যে বৃক্ষতলে আশ্রয়-গ্রহণ করেন, তাহারই ডাল ভাঙ্গিয়া আগুণ জ্বালেন; সার্থান্ধ ঐরূপ ব্রাহ্মণগণও কায়স্থজাতির উপর তদনুরূপ বিচার করিতেছেন। ভ্রমান্ধ বুঝিতেছেন না যে, কায়স্থজাতির এ

জাগরণে ব্রাহ্মণসমাজকেও জাগিতে হইবে; নিম্নতর জাতির উন্নতিতে উচ্চতর জাতির আরও উন্নতি হয়, যজমান ক্রিয়ান্বিত হইলে পুরোহিতেরও নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের জন্য শিক্ষাদীক্ষায় আরও সতর্ক হইতে হয়, শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইলে গুরুরও তৎ সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরাত্মা আধ্যাত্মিক-মার্গে অগ্রসর হইতে থাকে। ব্রাহ্মণ-কায়স্থে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ, পুরোহিত-যজমান সম্পর্ক, বলিতে গেলে তাঁহারাই প্রায় সমগ্র হিন্দু-সমাজের দক্ষিণ ও বামাঙ্গ, উত্তম ও অধমাঙ্গ। এক অঙ্গের অবনতি হইলে অন্যটীরও অবনতি অবশ্যম্ভাবী। একটীর উন্নতি হইলে ইহা নিশ্চয় যে অন্যটীরও উন্নতি হইবে। এমতাবস্থায় ইহাই সমীচীন যে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বিদ্বেষ-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, কায়স্থজাতির এ জাগরণে অন্তরের সহিত যোগদান করুন এবং তাহা হইলে সমগ্র হিন্দুজাতি আবার জাগিবে এবং পূর্ব্ব মান-সম্মান খ্যাতি-প্রতি-পত্তিতে বিভূষিত হইয়া আর্য্যজাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে এবং সমগ্র ব্রাহ্মণ-সমাজ উন্নতিশীল এবং কর্ম্মশীল এক মহাজাতির শীর্ষস্থানে থাকিয়া সদ্‌গুণরাশি দ্বারা এ জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইবেন। মেষপালের রাজা না হইয়া সিংহশাবকের রাজা হইবেন। পশুর বাসভূমির আধিপত্য-গ্রহণ অপেক্ষা মনুষ্য-অধ্যুষিত জনপদে রাজত্ব করাই বাঞ্ছনীয় এবং তাহাই শ্লাঘার বিষয়। বোধ হয় এ বিষয়ে কাহারই মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন যে, কায়স্থগণ উপনয়ন গ্রহণ করিলে যজনযাজন প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত কাজে কায়স্থগণ হস্তার্পণ করিবেন। ইহা তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত ধারণা এবং সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। যেহেতু ভারতের অন্যান্য স্থানেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি দ্বিজাতির সকলেরই উপবীত আছে কিন্তু ব্রাহ্মণের ব্যবসায়ে এ পর্য্যন্ত কেহই হস্তক্ষেপ করেন নাই। এ বঙ্গদেশেও কিছু পূর্ব্বে বৈদ্যসমাজ ও গত কয়েক বৎসরে বহু কায়স্থ উপবীত ধারণ করিয়াছেন কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই সুতরাং ব্রাহ্মণসমাজের সে অনুমান নিতান্ত অমূলক ও ভিত্তিহীন।

অনেকে বলেন কায়স্থগণ উপবীতী হইলে ব্রাহ্মণের প্রতি তাহাদের আস্থা ও ভক্তি কমিয়া যাইবে। ইহার প্রত্যুত্তরে আমি এই বলিতে চাহি যে, ভক্তি ও আস্থা কাহারও থরিদা সম্পত্তি নহে। ভক্তি করিতে কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না, এবং তজ্জন্য বলপ্রয়োগ করিতেও হয় না বিশেষতঃ বলপ্রয়োগের জিনিষও উহা নহে। এ ভারতে এক সময়ে বীরশ্রেষ্ঠ মহানুভব ক্ষত্রিয়কুলতিলক রাজন্যবর্গ জীর্ণ-শীর্ণ দীন-দরিদ্র ঋষির পাদ্য ও অর্ঘ্য পাইলে জীবন কৃতার্থ বোধ করিতেন। ঋষিগণ বল-প্রয়োগে তাঁহাদিগের নিকট হইতে ভক্তি আদায় করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেন না, এবং "ভক্তি কর' ভক্তি কর" বলিয়া কখনও তাঁহাদিগের নিকট চীৎকার করিতেন না। ভক্তিস্রোত স্বভাবতঃই বহিয়া যাইত। বস্তুতঃ-পক্ষে উপযুক্ত আধারের দিকে ভক্তিপ্রবাহ আপনা আপনি ছুটিয়া যায় এবং তখন সে প্রবাহ রুদ্ধ করিবার শক্তি কাহারও থাকে না।

নিতান্ত দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, বর্ত্তমান ব্রাহ্মণসমাজে অনেকের হৃদয়ে

অহঙ্কার ও স্বার্থপরতা অলক্ষ্যে তাঁহাদের মন-মন্দিরে আধিপত্য করিতেছে। তাঁহারা দেখিতেছেন না—এ অনন্তবিশ্বে তাঁহারা কে, তাঁহারা কতটুকু, তাঁহারা কি? মাটির পুতুলে অহঙ্কার শোভা পায় না। অহঙ্কার মানুষের একটা ভয়ানক রিপু। ঋষিবংশে কখনও অহঙ্কার থাকিতে পারে না। আজি যেন অহঙ্কারে মাতিয়া তাঁহাদের অনুগ্রহপ্রার্থী স্বদেশবাসী নির্ব্বোধ ভ্রাতাকে চরণে দলিত করিলেন কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভার অহঙ্কার, ক্ষমতার অহঙ্কার, প্রভুত্বের অহঙ্কার, ঋষিত্বের অহঙ্কার পাশ্চাত্য-জাতির বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা, ক্ষমতা, প্রভুত্বের তুলনায় কতটুকু দাবি করিতে সক্ষম? একবার নিবিষ্ট-চিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখিবেন। যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া যবন বলিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছিলেন, আজ তাঁহাদিগের নিকটেই বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভার জন্য, ক্ষমতার জন্য, মনুষ্যত্বের জন্য সতৃষ্ণনয়নে দ্বারস্থ। যে জাতি জগতের আদিম জ্ঞানদাতা ও শিক্ষাগুরু, সে জাতি আজ প্রতিপদে অন্য জাতির নিকট জ্ঞান-প্রার্থী ও শিক্ষাপ্রার্থী। এমতাবস্থায় আর অহঙ্কার করিবার আবশ্যক কি? সে অহঙ্কারকে বঙ্গীয় সাগরের অগাধ সলিলে নিক্ষেপ করা কি কর্ত্তব্য নহে? আর স্বার্থপরতা তাহাকেই বা কি বলিব? সম্মুখে অসীম জলরাশি অনন্ত-স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে, পদতলে বিপুলা-ধরণী পড়িয়া রহিয়াছে, মস্তকোপরি অসীম নীলাকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে। নভোমণ্ডলে অসংখ্য সৌরজগৎ অগণনীয় নক্ষত্রাবলী সংখ্যা-তীত ধূমকেতু ইতস্ততঃ ছুটিতেছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই অনন্ত বিশ্বরাজ্য। সে তুলনায় নিজে কত ক্ষুদ্র কত সামান্য? এই সামান্যের, এই ক্ষুদ্রের, এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের স্বার্থ সংরক্ষণ জন্য এত আয়াস, এত যত্ন, এত উদ্যম, এত পাপ, বড় লজ্জার কথা। বিশেষতঃ যে জাতির পূর্ব্বপুরুষ শ্বাপদসঙ্কুল বিজনকাননে, জগতের হিত চিন্তায় অনাহারে অনিদ্রায় মহা-মূল্য জীবনপাত করিয়া সুখানুভব করিতেন, সেই মহানুভব বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বার্থপর-তায় প্রণোদিত হইয়া নিজত্বকে কেন্দ্র করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবার যে প্রয়াস পাইয়া-ছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে নিন্দার্হ এবং কলঙ্ক কালিমায় কলুষিত। এ কথা অপ্রীতিকর হইলেও শতবার বলিতে বাধ্য হইব। যেহেতু ঐরূপ স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষদিগের বংশধর বলিয়া ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় গর্ব্বিত হইতেছেন, এবং তদ্দ-রুণ সম্মানের দাবি দাওয়া সম্পূর্ণ মাত্রাতেই করিতেছেন।

আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কিন্তু কায়স্থজাতি ক্ষুদ্র নহে। জাতিমাত্রেই মহৎ এবং মহৎ-কার্য্যে আত্মসমর্পণ করায় মহত্ত্ব আছে, সুনাম আছে ও ধর্ম্ম আছে। এ সংসারে কালস্রোতে সবই ভাসিয়া যায়, থাকে কেবল কীর্ত্তি, কীর্ত্তি অক্ষয় ও অমর। কালিদাস গিয়াছেন শকুন্তলা আছে; সেক্সপীয়র গিয়াছেন হ্যামলেট আছে। রুসো কালের কুক্ষিগত কিন্তু সাম্যের দুন্দুভি-নাদ আজও পৃথিবী ভরিয়া ঘোষিত হইতেছে। স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক মহাত্মা ম্যাটসিনি পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছেন, ইটালীর স্বাধীনতা ধ্বজা আজও উড়িতেছে; ওয়াশিংটনের নশ্বর দেহ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্ত আমেরিকার যশসৌরভ দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতেছে; ক্লাইবের পঞ্চভূতাত্মক দেহ পঞ্চ-

জাগরণে ব্রাহ্মণসমাজকেও জাগিতে হইবে; নিম্নতর জাতির উন্নতিতে উচ্চতর জাতির আরও উন্নতি হয়, যজমান ক্রিয়ান্বিত হইলে পুরোহিতেরও নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের জন্য শিক্ষাদীক্ষায় আরও সতর্ক হইতে হয়, শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইলে গুরুরও তৎ সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরাত্মা আধ্যাত্মিক-মার্গে অগ্রসর হইতে থাকে। ব্রাহ্মণ-কায়স্থে, গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ, পুরোহিত-যজমান সম্পর্ক, বলিতে গেলে তাঁহারাই প্রায় সমগ্র হিন্দু-সমাজের দক্ষিণ ও বামাঙ্গ, উত্তম ও অধমাঙ্গ। এক অঙ্গের অবনতি হইলে অন্যটারও অবনতি অবশ্যম্ভাবী। একটীর উন্নতি হইলে ইহা নিশ্চয় যে অন্যটারও উন্নতি হইবে। এমতাবস্থায় ইহাই সমীচীন যে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বিদ্বেষ-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, কায়স্থজাতির এ জাগরণে অন্তরের সহিত যোগদান করুন এবং তাহা হইলে সমগ্র হিন্দুজাতি আবার জাগিবে এবং পূর্ব্ব মান-সম্মান খ্যাতি-প্রতি-পত্তিতে বিভূষিত হইয়া আর্য্যজাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে এবং সমগ্র ব্রাহ্মণ-সমাজ উন্নতিশীল এবং কর্ম্মশীল এক মহাজাতির শীর্ষস্থানে থাকিয়া সদগুণরাশি দ্বারা এ জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইবেন। মেষপালের রাজা না হইয়া সিংহশাবকের রাজা হইবেন। পশুর বাসভূমির আধিপত্য-গ্রহণ অপেক্ষা মনুষ্য-অধ্যুষিত জনপদে রাজত্ব করাই বাঞ্ছনীয় এবং তাহাই শ্লাঘার বিষয়। বোধ হয় এ বিষয়ে কাহারই মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন যে, কায়স্থগণ উপনয়ন গ্রহণ করিলে যজনযাজন প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত কাজে কায়স্থগণ হস্তার্পণ করিবেন। ইহা তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত ধারণা এবং সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। যেহেতু ভারতের অন্যান্য স্থানেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি দ্বিজাতির সকলেরই উপবীত আছে কিন্তু ব্রাহ্মণের ব্যবসায়ে এ পর্য্যন্ত কেহই হস্তক্ষেপ করেন নাই। এ বঙ্গদেশেও কিছু পূর্ব্বে বৈদ্যসমাজ ও গত কয়েক বৎসরে বহু কায়স্থ উপবীত ধারণ করিয়াছেন কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই সুতরাং ব্রাহ্মণসমাজের সে অনুমান নিতান্ত অমূলক ও ভিত্তিহীন।

অনেকে বলেন কায়স্থগণ উপবীতী হইলে ব্রাহ্মণের প্রতি তাহাদের আস্থা ও ভক্তি কমিয়া যাইবে। ইহার প্রত্যুত্তরে আমি এই বলিতে চাহি যে, ভক্তি ও আস্থা কাহারও খরিদা সম্পত্তি নহে। ভক্তি করিতে কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না, এবং তজ্জন্য বলপ্রয়োগ করিতেও হয় না বিশেষতঃ বলপ্রয়োগের জিনিষও উহা নহে। এ ভারতে এক সময়ে বীরশ্রেষ্ঠ মহানুভব ক্ষত্রিয়কুলতিলক রাজন্যবর্গ জীর্ণ-শীর্ণ দীন-দরিদ্র ঋষির পাদ্য ও অর্ঘ্য পাইলে জীবন কৃতার্থ বোধ করিতেন। ঋষিগণ বল-প্রয়োগে তাঁহাদিগের নিকট হইতে ভক্তি আদায় করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেন না, এবং "ভক্তি কর' ভক্তি কর" বলিয়া কখনও তাঁহাদিগের নিকট চীৎকার করিতেন না। ভক্তিস্রোত স্বভাবতঃই বহিয়া যাইত। বস্তুতঃ-পক্ষে উপযুক্ত আধারের দিকে ভক্তিপ্রবাহ আপনা আপনি ছুটিয়া যায় এবং তখন সে প্রবাহ রুদ্ধ করিবার শক্তি কাহারও থাকে না।

নিতান্ত দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, বর্ত্তমান ব্রাহ্মণসমাজে অনেকের হৃদয়ে

অহঙ্কার ও স্বার্থপরতা অলক্ষ্যে তাঁহাদের মন-মন্দিরে আধিপত্য করিতেছে। তাঁহারা দেখিতেছেন না—এ অনন্তবিশ্বে তাঁহারা কে, তাঁহারা কতটুকু, তাঁহারা কি? মাটির পুতুলে অহঙ্কার শোভা পায় না। অহঙ্কার মানুষের একটা ভয়ানক রিপু। ঋষিবংশে কখনও অহঙ্কার থাকিতে পারে না। আজি যেন অহঙ্কারে মাতিয়া তাঁহাদের অনুগ্রহপ্রার্থী স্বদেশবাসী নির্ব্বোধ ভ্রাতাকে চরণে দলিত করিলেন কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভার অহঙ্কার, ক্ষমতার অহঙ্কার, প্রভুত্বের অহঙ্কার, ঋষিত্বের অহঙ্কার পাশ্চাত্য-জাতির বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা, ক্ষমতা, প্রভুত্বের তুলনায় কতটুকু দাবি করিতে সক্ষম? একবার নিবিষ্ট-চিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখিবেন। যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া যবন বলিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছিলেন, আজ তাঁহাদিগের নিকটেই বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভার জন্য, ক্ষমতার জন্য, মনুষ্যত্বের জন্য সতৃষ্ণনয়নে দ্বারস্থ! যে জাতি জগতের আদিম জ্ঞানদাতা ও শিক্ষাগুরু, সে জাতি আজ প্রতিপদে অন্য জাতির নিকট জ্ঞান-প্রার্থী ও শিক্ষাপ্রার্থী। এমতাবস্থায় আর অহঙ্কার করিবার আবশ্যক কি? সে অহঙ্কারকে বঙ্গীয় সাগরের অগাধ সলিলে নিক্ষেপ করা কি কর্ত্তব্য নহে? আর স্বার্থপরতা তাহাকেই বা কি বলিব? সম্মুখে অসীম জলরাশি অনন্ত-স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে, পদতলে বিপুলা-ধরণী পড়িয়া রহিয়াছে, মস্তকোপরি অসীম নীলাকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে। নভোমণ্ডলে অসংখ্য সৌরজগৎ অগণনীয় নক্ষত্রাবলী সংখ্যা-তীত ধূমকেতু ইতস্ততঃ ছুটিতেছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই অনন্ত বিশ্বরাজ্য। সে তুলনায় নিজে কত ক্ষুদ্র কত সামান্য? এই সামান্যের, এই ক্ষুদ্রের, এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের স্বার্থ সংরক্ষণ জন্য এত আয়াস, এত যত্ন, এত উদ্যম, এত পাপ, বড় লজ্জার কথা। বিশেষতঃ যে জাতির পূর্ব্বপুরুষ শ্বাপদসঙ্কুল বিজনকাননে, জগতের হিত চিন্তায় অনাহারে অনিদ্রায় মহা-মূল্য জীবনপাত করিয়া সুখানুভব করিতেন, সেই মহানুভব বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বার্থপর-তায় প্রণোদিত হইয়া নিজত্বকে কেন্দ্র করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবার যে প্রয়াস পাইয়া-ছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে নিন্দার্হ এবং কলঙ্ক কালিমায় কলুষিত। এ কথা অপ্রীতিকর হইলেও শতবার বলিতে বাধ্য হইব। যেহেতু ঐরূপ স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষদিগের বংশধর বলিয়া ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় গর্ব্বিত হইতেছেন, এবং তদ্রূপ সম্মানের দাবি দাওয়া সম্পূর্ণ মাত্রাতেই করিতেছেন।

আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কিন্তু কায়স্থজাতি ক্ষুদ্র নহে। জাতিমাত্রেই মহৎ এবং মহৎ-কার্য্যে আত্মসমর্পণ করায় মহত্ত্ব আছে, সুনাম আছে ও ধর্ম্ম আছে। এ সংসারে কালস্রোতে সবই ভাসিয়া যায়, থাকে কেবল কীর্ত্তি, কীর্ত্তি অক্ষয় ও অমর। কালিদাস গিয়াছেন শকুন্তলা আছে; সেক্সপীয়র গিয়াছেন হ্যামলেট আছে। রুসো কালের কুক্ষিগত কিন্তু সাম্যের দুন্দুভি-নাদ আজও পৃথিবী ভরিয়া ঘোষিত হইতেছে। স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক মহাত্মা ম্যাটসিনি পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছেন, ইটালীর স্বাধীনতা ধ্বজা আজও উড়িতেছে; ওয়াশিংটনের নশ্বর দেহ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্ত আমেরিকার যশসৌরভ দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতেছে; ক্লাইবের পঞ্চভূতাত্মক দেহ পঞ্চ-

CORRECTION

ভূতে মিশিয়াছে কিন্তু তাঁহার সংস্থাপিত ইংরেজ রাজত্ব অদ্যাপি ভারতে অচল ও অটলভাবে চলিতেছে। তাই বলি ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ, এ নশ্বর শরীরে অমর ও অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জনে সচেষ্ট হউন; মহৎকার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবন সার্থক করুন; কায়স্থজাতির ন্যায়সঙ্গত ও শাস্ত্রানুমোদিত অধিকার প্রদানে বদ্ধপরিকর হউন। তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সমগ্র হিন্দু-সমাজে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিবে, এ অধঃপতিত ও ঈশ্বরপরিত্যক্ত ভারতভূমিতে পবিত্রতার স্রোত প্রবাহিত হইবে, আবার সত্যযুগ আসিবে, আর্য্যজাতির যশনিনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইবে, এ হিন্দুজাতি আবার জাগিবে, অস্তমিত সৌভাগ্য-সূর্য্য আবার উঠিবে এবং জাতীয়জীবনে জীবনীশক্তির পুনরায় সঞ্চার হইবে। ইতি

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মণঃ।

সমালোচনার সমালোচনা।*

বিগত ৮ই পৌষ তারিখের রাজসাহী ধর্ম্ম-সভার মুখপত্র হিন্দুরঞ্জিকায় মল্লিখিত "অশৌচ-সমালোচনার" সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন,—"এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লেখক অশৌচপালনকাল দ্বারা জাতি নির্ণীত হয় না, এই কথা প্রমাণ করিতে গিয়া সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণাদির অশৌচবিধির নিরর্থক ও বহুল সন্নিবেশ করিয়াছেন। যে ব্রাহ্মণের এক-দিন কি তিনদিন অশৌচপালন করা উচিত; তিনি যদি দশদিন অশৌচপালন করেন, তবে এমন কি দোষ হয়? লেখকই ত বলিতেছেন যে দ্বাদশ দিবসে অশৌচান্ত ক্ষত্রিয় পাণ্ডবগণ একমাস অশৌচপালন করিয়াছিলেন। বেশী দিন পালনে তত দোষ হয় না, যত অল্পদিন পালনে হয়। দশদিন অশৌচপালনবিধি দ্বারাই যেমন নমঃশূদ্র ব্রাহ্মণ হয় না, তখন মাসাশৌচ পালনে কায়স্থও শূদ্র না হইতে পারেন। কিন্তু সংস্কার নাই জন্য নমঃশূদ্র কেবলমাত্র অশৌচ-বিধিতে দ্বিজ হয় নাই। আজ কায়স্থ যে দ্বিজ হইতে চাহেন, তাঁহার কি সংস্কার আছে? ব্রাহ্মণ না হয় বেদ না পড়ায় শূদ্র হইয়াছে; কায়স্থ কোন্ বেদে অধিকারবশতঃ ক্ষত্রিয় হইতে চাহেন? পূর্ব্বপুরুষে ঘিভাত খাইলেই পরবর্ত্তী পুরুষের হাতে ঘিএর গন্ধ থাকে না এবং অন্যের গায়ে কাদা দিলে কখনও নিজের শরীর পরিষ্কার হয় না। কেবল পরছিদ্র পরিদর্শন করাইতে যাইয়া এই গ্রন্থকারদের মত ব্যক্তিদের দ্বারাই সমাজে হিংসা দ্বেষ উপস্থিত হইয়া কায়স্থসমাজের উন্নতিতে বাধা জন্মিবে।"

সমালোচনা ব্যপদেশে সমালোচক মহাশয় তাঁহার ইচ্ছামত লেখনী চালনা করিতে পারেন তাহাতে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। কিন্তু তিনি সমালোচনা উপলক্ষ্যে যে সকল অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন এবং যে সকল প্রশ্ন করিয়াছেন তৎসমুদায়ের

* প্রবন্ধটী হিন্দুরঞ্জিকায় প্রকাশার্থ প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু সম্পাদক মহাশয় প্রকাশ করেন নাই।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদানার্থে আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি। আশা করি সমালোচক ও ব্রাহ্মণমহোদয়গণ ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না। সমালোচক মহাশয় বলিয়াছেন যে, "ব্রাহ্মণের একদিন বা তিনদিন অশৌচপালন করা উচিত, তিনি যদি দশদিন অশৌচপালন করেন * * * যত অল্পদিন পালনে হয়।" ইহাতে আমাদের বক্তব্য যে, ভগবান্ বেদ, অগ্নি ও আশ্রম রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছেন, ঐ উদ্দেশ্যে ক্ষত্রিয় বৈশ্য সৃষ্টি করেন নাই; সুতরাং ব্রাহ্মণকেই বেদ শ্রুবং অগ্নি রক্ষা করিতে হইবে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সে দায়ীত্ব নাই। এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পক্ষে বেদ-অগ্নি রক্ষা করাও সুকঠিন। যুদ্ধক্ষেত্রে, রাজ-কার্য্যে ও বাণিজ্য উপলক্ষে দেশে বিদেশে —জাহাজে নৌকায় যাঁহাদের জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে, তাঁহারা বেদ ও অগ্নিএবং আশ্রম রক্ষা করিবেন কেমন করিয়া?

ত্রয়োলোকা স্ত্রয়োবেদা আশ্রমাশ্চ ত্রয়োঽগ্নয়ঃ
এতেষাং রক্ষণার্থায় সংসৃষ্টা ব্রাহ্মণাঃ পুরা। ২৫
অত্রি।

এই জন্যই মনু বলিয়াছেন, বেদাভ্যাস ব্রাহ্মণের বিশিষ্টকর্ম্ম এবং প্রতিদিন গৃহ অগ্নিতে হোম করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য।

বেদাভ্যাসো ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য চ রক্ষণম্।
বার্ত্তাকর্ম্মৈব বৈশ্যস্য বিশিষ্টানি স্ব কর্ম্মসু ॥ ৮০
১০ অ০ মনু।

ব্রাহ্মণের বেদ অধ্যয়ন, ক্ষত্রিয়ের প্রজারক্ষা সাধন, এবং বৈশ্যের বাণিজ্য ও পশুপালন বিশিষ্টরূপ নিজকর্ম্ম।

বৈশ্বদেবস্য সিদ্ধস্য গৃহেঽগ্নৌ বিধিপূর্ব্বকম্।
আভ্যঃ কুর্য্যাদ্দেবতাভ্যো ব্রাহ্মণো হোমমন্বহম্ ॥
৮৪। ৩ মনু।

ব্রাহ্মণ প্রতিদিন গৃহ্যঅগ্নিতে বিধিপূর্ব্বক বৈশ্বদেবতার হোম করিবে। শাস্ত্রকর্ত্তা মনু ও অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের এই বেদাধ্যয়ন এবং অগ্নিরক্ষা বিশিষ্টকর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তবে দ্বিজ মাত্রেরই বেদাধ্যয়ন করা উচিত শাস্ত্র ইহা বলিয়াছেন। মহাভারতে, ব্রাহ্মণ্য কিসে জন্মে, যক্ষের এই প্রশ্নের উত্তরে বেদবিভাগকর্ত্তা মহামুনি ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরের মুখে বলাইয়াছেন যে, যিনি অগ্নি-হোত্রপরায়ণ ও দান্ত তিনিই ব্রাহ্মণ। যথা:—

যক্ষ উবাচ—

রাজন্ কুলেন বৃত্তেন স্বাধ্যায়েন শ্রুতেন বা।
ব্রাহ্মণ্যং কেন ভবতি প্রব্রূহ্যেতৎ সুনিশ্চিতম্ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ—

শৃণু যক্ষ কুলং তাত স্বাধ্যায়োন ন চ শ্রুতম্।
কারণং হি দ্বিজত্বে চ বৃত্তমেব ন সংশয় ॥
বৃত্তং যত্নেন সংরক্ষ ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।
অক্ষীণো বৃত্তো ন ক্ষীণো বৃত্ততস্তু হতোহতঃ ॥
পঠকা পাঠকাশ্চৈব যে চান্যে শাস্ত্রচিন্তকাঃ।
সর্ব্বে ব্যসনিনো মূর্খা যঃ ক্রিয়াবান্ সঃ পণ্ডিতঃ
চতুর্ব্বেদোঽপি দুর্বৃত্তঃ সঃ শূদ্রাদতিরিচ্যতে।
যোঽগ্নিহোত্র পরোদান্তঃ সঃ ব্রাহ্মণ ইতিস্মৃতঃ ॥
১০৭—১১০।৩১২ অ০ মহাভারত। বঙ্গবাসী।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাজন্! কুল, বৃত্তি, বেদাধ্যয়ন এবং শ্রুতির জ্ঞান ইহার কোন্‌টীর দ্বারা ব্রাহ্মণ্য জন্মে। যুধিষ্ঠির কহি-লেন, শ্রুতি, স্বাধ্যায় বা কুল ইহার কিছুতেই ব্রাহ্মণ্য জন্মে না। কেবল একমাত্র বৃত্তই ব্রাহ্মণত্বের কারণ, অতএব ব্রাহ্মণ যত্নপূর্ব্বক বিশেষরূপে বৃত্ত রক্ষা করিবেন। অক্ষীণ বৃত্ত

হইলে ব্রাহ্মণ কদাচ হীন হয় না, কিন্তু ক্ষীণবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণকে নিশ্চয়ই হীন হইতে হয়। যাঁহারা কেবল অধ্যয়ন, অধ্যাপন বা শাস্ত্রচিন্তা করেন তাঁহারা সকলেই মূর্খ; যিনি ক্রিয়াবান্ তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। চতুর্ব্বেদবেত্তা ও দুর্ব্বৃত্ত হইলে শূদ্রাপেক্ষা অধম হয়, কিন্তু যিনি অগ্নিহোত্রপরায়ণ ও দান্ত তিনিই ব্রাহ্মণ। মহামুনি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—

অশ্রোত্রিয়া অনমুবাক্যা অনগ্নয়োবা শূদ্র সধর্ম্মানো ভবন্তি।

নানৃগ্ ব্রাহ্মণো ভবতি॥ ১—২।৩ বশিষ্ঠ।

বেদ অনধ্যায়ী নিরগ্নি ব্যক্তি শূদ্রতুল্য। বেদাধ্যয়ন না করিলে ব্রাহ্মণ হয় না। সুতরাং এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, ব্রাহ্মণ বেদপাঠ ও অগ্নিরক্ষা না করিলে আদৌ ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হইতে পারেন না। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ অগ্নিবেদসমন্বিত শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণের জন্য অশৌচের পৃথক বিধান করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের বেদ-অধ্যয়ন বা অগ্নিরক্ষার জন্য অশৌচকালের পৃথক্ কোন ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখা যায় না। কোন সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট অশৌচকালাপেক্ষা অধিকদিন অশৌচপালন করিয়াছেন, এরূপ কোনই প্রমাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। পরন্তু ক্ষত্রিয় যে দ্বাদশদিন এবং একমাস উভয় প্রকারের অশৌচপালন করিয়াছেন শাস্ত্রে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

মনু বলেন অগ্নি ও বেদসমন্বিত ব্রাহ্মণ কদাচ অশৌচকালের বৃদ্ধি করিয়া বেদপাঠ ও হোমাদির ব্যাঘাত করিতে পারেন না। যথা—

ন বর্দ্ধয়েদ যাহানি প্রত্যূহেন্নাগ্নিষু ক্রিয়াঃ।
ন চ তৎকর্ম্মকুর্ব্বাণঃ সূনাভ্যোঽপ্যশুচির্ভবেৎ॥

৮৪।৫ মনু।

এই শ্লোকের টীকায় কুল্লুকভট্ট বলিয়াছেন,—

যস্তু বৃত্তসাধ্যায়াপেক্ষয়া পূর্ব্বম্ অর্ব্বাক্ সঞ্চয়ননাদস্থামিত্যাদ্যাশৌচ সঙ্কোচ উক্তঃ স নিষ্কর্ম্মা সুখমাসিস্তে ইতি বুদ্ধা না শৌচ দিনানি দশাহাদিরূপ তথা বর্দ্ধয়েৎ" ভাটপাড়ানিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পূজনীয় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় এই শ্লোকের এইরূপ বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন,—

"অশৌচের দিনসংখ্যা বর্দ্ধিত করা উচিত নহে। সাগ্নিকত্বাদিবশতঃ যাহার পূর্ণ অশৌচ-কাল একদিন বা তিনদিন সে ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইবে মনে করিয়া দশদিন অশৌচ লইবে না। শ্রৌতস্মার্ত্ত অগ্নিক্রিয়ার ব্যাঘাত করিবে না ইত্যাদি।" সাগ্নিক ও বেদজ্ঞ না হইলে যখন ব্রাহ্মণ হয় না, তখন অবশ্য স্বীকার্য্য যে, প্রকৃত ব্রাহ্মণমাত্রেই একদিন বা তিনদিন অশৌচের পরিবর্ত্তে দশদিন বা তদূর্দ্ধ-কাল অশৌচপালন করিতে পারেন না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের পক্ষে এ নিয়ম অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কালাপেক্ষা অধিকদিন অশৌচগ্রহণ করিলে যে পাতিত্যগ্রস্ত হইবেন এ নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই। তজ্জন্যই ক্ষত্রিয়ের উপবীতী অনুপবীতীভেদে অশৌচপালনের কালের হ্রাসবৃদ্ধি হইলেও জাতিত্বের কোন ব্যাঘাত জন্মিতে পারে না।

সমালোচক মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন, "কায়স্থের কি সংস্কার আছে?" তাঁহার এই প্রশ্নে আমরা স্তম্ভিত ও লজ্জিত হইয়াছি। আজকালকার দিনে যে, প্রতিবেশী ভিন্ন জাতির

আচার-ব্যবহার ও সংস্কার বিষয়ে সমালোচক মহাশয়ের ন্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকিতে পারে ইহা আমাদের ধারণার বাহির্ভূত। যাহা হউক সমালোচক মহাশয় সংস্কার অর্থে কি বুঝিয়াছেন জানি না, এবং তিনি নিজে সংস্কৃত কি না তাহাও আমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়। তিনি হিন্দু হইলে তাঁহার নিশ্চয়ই কোন না কোন সংস্কার হইয়াছে। তিনি যে সকল সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছেন, সেই সকল সংস্কারের সহিত, কোন প্রতিবেশী কায়স্থ বা কায়স্থের বাড়ী ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ খাইয়া থাকেন, এরূপ ব্রাহ্মণের নিকট অথবা কায়স্থযাজী পুরোহিতের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই সমালোচক মহাশয় জানিতে পারিতেন যে, কায়স্থের সংস্কার আছে কি না। তাহা না করিয়া "কায়স্থের কি সংস্কার আছে" এই প্রশ্ন করাতে তিনি বস্তুতঃই স্বকীয় মূর্খতা প্রকাশিত করিয়াছেন ও উপহসিত হইয়াছেন। কায়স্থের সংস্কার আছে কি না তাহা আমরা সংস্কারবিষয়ক জ্ঞানানভিজ্ঞ সমালোচক মহাশয়কে দেখাইয়া দিতেছি।

গৃহ্যসূত্রে ৪০টী সংস্কারের উল্লেখ থাকিলেও বেদবর্জ্জিত বঙ্গদেশে, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ, উপনয়ন ও বিবাহ এই দশটী সংস্কার প্রচলিত দেখা যায়। এবং সাধারণতঃ ইহাও দেখা যায় যে, এ দেশের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে সকল সংস্কার প্রচলিত আছে উপনয়ন সংস্কার ভিন্ন অন্যান্য সংস্কারে এ দেশীয় কায়স্থগণও সংস্কৃত হইতেছিলেন এবং বর্ত্তমানে অন্যান্য প্রদেশীয় কায়স্থগণের ন্যায় উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিতেছেন। যদি শাস্ত্রানভিজ্ঞতা ও কায়স্থ বিদ্বেষ বশতঃ উপনয়ন সংস্কারটীকে গ্রহণ করিতে না চাহেন তত্রাচ অন্য নয়টী সংস্কার যে কায়স্থের আছে ও বহুকাল যাবত পুরোহিত মহোদয়গণ সংস্কার করাইতেছেন এবং তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহোদয়গণ বিদায় গ্রহণ করিতেছেন ইহা কি সমালোচক মহাশয় অস্বীকার করিতে পারেন! সুতরাং আমাদের বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে, এই শ্রেণীর সমালোচকগণের সামাজিক আচারানভিজ্ঞতা শাস্ত্রজ্ঞানহীনতা ও কায়স্থবিদ্বেষই যে ব্রাহ্মণ কায়স্থের মধ্যে মনোমালিন্য আনয়নকরতঃ কায়স্থের উন্নতির অন্তরায় উপস্থিত করিতেছে ইহা বলাই বাহুল্য।

কায়স্থসমাজ আজ নূতন করিয়া দ্বিজ হইতে চাহেন নাই; বরাবর দ্বিজই আছেন; তবে বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ বৌদ্ধবিপ্লবের সময় হইতে উপবীতহীনতা নিবন্ধন ব্রাত্যতা প্রযুক্ত, বেদ-অগ্নি পরিত্যাগী ব্রাহ্মণের ন্যায় শূদ্র সমাচারী হইয়াছিলেন। সমালোচক মহাশয়ের জানা উচিত ছিল যে, বঙ্গের বাহিরের যাবতীয় স্থানের কায়স্থই আবহমানকাল উপবীতধারী আছেন। সমাজে স্বীকৃত হউক বা না হউক শ্রুতি কিন্তু তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে, যে সকল ব্রাহ্মণ অনধ্যাপ্য, অনধ্যাপক, ভৃতকাধ্যাপক ও অযাজ্যযাজক তাহারা নিন্দিত, ব্রাত্য এবং যাঁহার পিতা বা পিতামহ সোমপান করেন নাই, তিনি ব্রাত্য।

যস্য পিতা পিতামহো বা সোমং ন পিবেৎ স ব্রাত্যঃ।

(আচারমাধবধৃতশ্রুতি)

সমালোচক মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন কায়স্থের কোন্ বেদে অধিকারবশতঃ ক্ষত্রিয়

হইতে চাহেন? উত্তরে বক্তব্য যে, বেদের অধিকারীত্ব ক্ষত্রিয়ত্বের কারণ নহে। বেদে অধিকার থাকিলেই যদি ক্ষত্রিয় হয়, তবে বেদাধিকারীর নিম্নস্থ বৈশ্যও ক্ষত্রিয় হইতে পারে। কোন জাতির বেদে অধিকার আছে কি না জানিতে হইলে অগ্রে নির্ণয় করিতে হইবে জাতিটী কোন্ বর্ণের অন্তর্গত। কায়স্থ যখন আবহমানকাল শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও আর্য্যাবর্ত্তের ব্যবহারানুসারে ক্ষত্রিয় বলিয়া আর্য্যাবর্ত্তসমাজে পরিচিত (অবশ্য চাতুর্ব্বর্ণ-বিহীন ম্লেচ্ছ বঙ্গদেশের কথা স্বতন্ত্র) তখন শাস্ত্রানুসারে কায়স্থের সকল বেদেই অধিকার আছে। বর্ত্তমান সময়ে বেদের নামে বেদ-অনধ্যায়ী বৃত্তিবৃন্দের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইতে পারে কিন্তু প্রাচীনকালে গৃহীতোপনয়ন মানবককে ৩৬ বৎসরকাল অশক্ত পক্ষে এক-বেদ পড়িতে যে সময় লাগে সেই সময় পর্য্যন্ত গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিতে হইত। সুতরাং প্রাচীনকালে কোন নির্দ্দিষ্ট বেদে অধিকারী বলিয়া কোন কথা ছিল না। শাস্ত্রেও এরূপ কোন কথা নাই। গৃহীতোপবীত সকলেই তিনবেদ পড়িত। সুতরাং সকলেই ত্রিবেদে অধিকারিত্ব নিবন্ধন ত্রিবেদী ছিলেন। সুতরাং ক্ষত্রিয়ও শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসারে ঋক, যজুঃ, সাম এই তিনবেদেই অধিকারী। বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থের পুরোহিতগণ অনুপনীত কায়স্থেরও ক্রিয়াকর্ম্ম যজুর্ব্বেদমতে সম্পন্ন করাইতেছেন। সুতরাং সমালোচক মহাশয় এক্ষণে বুঝিয়া লউন কায়স্থের কোন্ বেদে অধিকার আছে।

পূর্ব্বপুরুষ ঘিভাভ খাইলে পরবর্ত্তীপুরুষের হাতে ঘির গন্ধ থাকে না সত্য; কিন্তু ইহা সমালোচক মহাশয় ব্রাহ্মণের বেলায় প্রয়োগ না করিয়া কেবল কায়স্থের উপর প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? শাস্ত্রমতে বঙ্গের ব্রাহ্মণমাত্রেই বেদ, অগ্নি পরিত্যাগ করায় এবং বহুকালাবধি সোমপান না করায়, ব্রাহ্মণগণও পুরুষপরম্পরা কায়স্থের ন্যায় শূদ্রসমাচারী হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহাদিগকেও শূদ্র না বলিয়া, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রবর্ণ আছে, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য নাই বলা হয় কেন? ম্লেচ্ছবঙ্গে কেবলমাত্র শূদ্রজাতি আছে ইহা বলিতে আপত্তি কেন? পূর্ব্বপুরুষের গুণ এবং কর্ম্মে অধিকারী না হইয়া ব্রাহ্মণসন্তান যদি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন, তবে ক্ষত্রিয়-কায়স্থ-পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় গুণ ও কর্ম্ম সম্পন্ন না হইয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হইবে না কোন্ শাস্ত্রের কোন্ বিধান বলে? আত্মছিদ্র না দেখিয়া পরকে গালি দিলে, সেও তাহার উত্তর দিবে ইহা সমালোচক মহাশয়ের জানা উচিত ছিল।

পরছিদ্র প্রদর্শন জন্য সমালোচক মহাশয় রুষ্ট হইয়াছেন। দুইটী দোষ পাশাপাশিভাবে তুলনা করিয়া দেখাইলে মানুষ কোন্‌টী ভাল কোন্‌টী মন্দ এবং দুইটীর গুণাগুণ একত্রে সমালোচনা করিবার সুবিধাপ্রাপ্ত হয়। এই জন্যই নিজছিদ্র সঙ্গে পরছিদ্র প্রদর্শন দোষাবহ নহে।

সমালোচক মহাশয় আর একটী দোষের বোঝা এই দুর্ব্বল লেখকের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "এই গ্রন্থকারদের মত ব্যক্তিদের দ্বারাই সমাজে হিংসাদ্বেষ উপস্থিত হইয়া কায়স্থসমাজের উন্নতিতে বাধা জন্মিবে।" ইহার উত্তরে আমাদের কয়েকটী অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করিতে

হইতেছে। আশা করি সমালোচক এবং ব্রাহ্মণমহোদয়গণ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না। আমরা সমালোচক মহাশয়ের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছি যে, "অশৌচ সমালোচনা"র গ্রন্থকারদিগের ন্যায় ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্ব হইতেই সমালোচকদিগের ন্যায় ব্যক্তিবর্গের দ্বারাই সমাজে হিংসাদ্বেষ উপস্থিত হইয়া কায়স্থসমাজের উন্নতিতে বাধা জন্মিতেছে। কায়স্থবিদ্বেষবশেই কি, বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার প্রতিষ্ঠার ৬৫ বৎসর পরে ব্রাহ্মণসভার প্রতিষ্ঠা নহে? কলিকাতার ও অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মণ সভায় কি প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে কায়স্থদিগের জাতীয় উন্নতির অন্তরায় উপস্থিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে না? ব্রাহ্মণসভা কি কায়স্থগণকে বিদ্রূপিত, লাঞ্ছিত, অবমানিত করিবার জন্য প্রকাশ্য সভায় মন্তব্য নির্দ্ধারিত করিতেছেন না? "অশৌচসমালোচনা" প্রকাশিত হইবার বহুপূর্ব্বে কি ব্রাহ্মণসভা কর্ত্তৃক এই মর্ম্মে মন্তব্য নির্দ্ধারিত হয় নাই যে, কায়স্থ প্রণীত পুস্তক ব্রাহ্মণের পাঠ করা কর্ত্তব্য নহে? সমালোচক মহাশয় কি জানেন না যে, কায়স্থের উন্নতিতে বাধা দিবার জন্যই কায়স্থযাজী পুরোহিতগণের নিকট বিভিন্নস্থান হইতে নিষেধসূচক পত্র লেখা হইয়াছে? কায়স্থগণের সংস্কার গ্রহণে বাধা দিবার জন্যই কি কোন ব্রাহ্মণসভা, কায়স্থদিগকে শূদ্র বলিয়া বহুতর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নামসম্বলিত প্রমাণহীন পাঁতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন? অশৌচসমালোচনা প্রকাশের বহুপূর্ব্বে কি, কায়স্থগণ শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী—উপনয়ন গ্রহণের অযোগ্য ইত্যাদি মত, ও বিভিন্নস্থানের বহুতর পণ্ডিতের অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের নামমুদ্রিত এক প্রসঙ্গ "বঙ্গবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই? কায়স্থকে শূদ্র ও উপনয়ন সংস্কারে অনধিকারী উল্লেখ করিয়া কি কত কত পণ্ডিত রত্ন "অশৌচসমালোচনা" প্রকাশের বহুপূর্ব্বে পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত করেন নাই? বর্ত্তমান কায়স্থ-আন্দোলনের পূর্ব্বেও কি "সম্বন্ধ নির্ণয়"কার তাঁহার পুস্তকে কায়স্থকে শূদ্র বলিবার লোভসম্বরণ করিতে পারিয়াছেন? গতপূর্ব্ব বৎসর এই সহরের নিকটবর্ত্তী বাণেশ্বর গ্রামের শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাড়ীর শ্রাদ্ধে, তত্রত্য গোপগণকে তাঁহার বাড়ী দধিদুগ্ধ দিতে, নাপিতকে ক্ষৌর করিতে, কায়স্থেতর জাতীয়গণকে শ্রাদ্ধবাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিতে কে নিষেধ করিয়াছিল? সমালোচক মহাশয় সে সংবাদ রাখেন কি? গত বৎসর স্থানীয় বৈদিক ব্রাহ্মণসভার সভ্যগণ,—"কায়স্থ শূদ্র ধর্ম্মাবলম্বী—উপনয়নগ্রহণ করিতে পারেন না যাহারা উপনয়নগ্রহণ করিয়াছে তাহারা প্রায়শ্চিত্তার্হ" ইত্যাদি মর্ম্মে মন্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন কেন? তখনও "অশৌচসমালোচনার" গ্রন্থকারদিগের ন্যায় ব্যক্তিবর্গ এ সহরে আবির্ভূত হন নাই বা সে সময়ে ব্রাহ্মণ-কায়স্থে এ স্থানে কোন মনোমালিন্য সংঘটিত হয় নাই সম্পাদক মহাশয় মনে রাখিবেন মনোমালিন্যের সৃষ্টি বৈদিক সভার সেই মন্তব্য প্রকাশের পর হইতে। সুতরাং আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে যে, সমালোচকদিগের ন্যায় ব্যক্তিবর্গের দ্বারাই কায়স্থ-ব্রাহ্মণে মনোমালিন্য সংঘটিত ও সমাজে হিংসাদ্বেষ উপস্থিত হইয়া কায়স্থসমাজের উন্নতিতে বাধা

জন্মিতেছে এবং তাঁহারাই হিংসাপরতন্ত্রতা-নিবন্ধন কায়স্থের জাতীয় উন্নতিতে অন্তরায় উপস্থিত করিতেছেন।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা।

এ কোন্‌দেশী বিচার ?

উপবীতী কায়স্থের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়ায় কায়স্থ-বিরোধী-সম্প্রদায় কি করিবেন ভাবিয়া অস্থির হইয়াছেন। কায়স্থপক্ষে; "দেশের গণ্যমান্য ও সুশিক্ষিত অনেক ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন; তাঁহারা দলাদলিপ্রিয় ব্রাহ্মণ-গণের সহিত মিশিতে চাহেন না এবং কেহ কেহ উচিৎবক্তাও আছেন যাঁহারা সমাজের মধ্যে ন্যায্য দুকথা বলিতে সঙ্কুচিত হয়েন না কারণ "সত্যে নাস্তি ভয়ং ক্বচিৎ।" উপবীতী কায়স্থগণের মধ্যেও শিক্ষিত এবং ধনাঢ্য লোকের অভাব নাই। কি বিষম বিজাতীয় ক্রোধ! উপবীতী কায়স্থগণকে নির্য্যাতন করিবার উপায় নাই তথাপি চেষ্টার ত্রুটি হইতেছে না! এরূপ প্রবৃত্তি কি আর্য্যোচিত? কোথায় শম, দম, তপ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী প্রাপ্তির জন্য সাধনা; আর কোথায় দুর্দ্দমনীয় হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, লোভ, কাম প্রভৃতি দুর্ব্বৃত্তিসমূহের ভীষণ উত্তেজনা। অহো! কি পরিবর্ত্তন! হায়! কলিকালে কি এইরূপ হওয়াই ভগবানের অভিপ্রায়? সত্‌গুণ কি এই মরজগতে নাই? আর্য্যসন্তানগণ কি একেবারে ব্রহ্মতেজ হারাইয়াছেন? না—না—ঐযে অসংখ্য আর্য্য নর নারী আজি ভারতমাতার ক্রোড়ে বসিয়া মায়ের নিকট অতীতগৌরবের কাহিনী শুনিতেছেন; ভয় নাই—আর্য্যসমাজের পুনঃ পুনঃ সংস্কার হইতেছে। কায়স্থগণ উপবীত গ্রহণ করিয়া কেবলমাত্র স্ববর্ণোচিত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন; কাহারও যাজকত্ব কাড়িয়া লইবেন না; অকারণ সমাজবিপ্লব সৃষ্টি করিবেন না।

আর্য্য-কীর্ত্তি "ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম" এখন আর নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তাই কত আর্য্যসন্তান ইন্দ্রিয়চরিতার্থলালসায় তরুণ বয়সে স্থবির হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইতেছে; মদ্যপায়ী বেশ্যাসক্ত ব্যক্তির সংখ্যা কত বৃদ্ধি হইতেছে; সত্যধর্ম্ম অন্তর্হিতপ্রায়। কিন্তু এ সকল কার্য্যে কয়জন বাধা দিতে প্রস্তুত হইয়া, কায়স্থ-বিরোধী-সম্প্রদায়ের মত, সভা-সমিতি করিয়া দেশের, সমাজের এবং স্বীয় বংশের উন্নতিপ্রয়াসী হইয়াছেন?

সদনুষ্ঠান না করিয়া কুকর্ম্মে রত হইলে আজিকালি বুঝি সমাজের সহানুভূতি পাওয়া যায়? তাই কত প্রবীন, যুবকদের আত্মোন্নতির বাধা উপস্থিত করিয়া দিতেছেন। সন্তান,—ধর্ম্মপথে গমনোদ্যত; পিতা,—পশ্চাৎ হইতে আকর্ষণ করিতেছেন। পুত্র,—ভোগবিলাসরত, বারাঙ্গনাভিলাষী অথবা মদ্যপায়ী হইলে পিতা বলিবেন, "যা খুসি হয় করুক, আমি কিছুই বলিব না।" পুত্রকর্ত্তৃক কোন শুভ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, জোরজুলুম করিয়া বাধা দেওয়া অপেক্ষা, "যা খুসি হয় করুক, আমি কিছুই

বলিব না" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বিরক্তিপ্রকাশ করিলেও মন্দ হয় না। একালে দেখি সৎকর্ম্মে বাধা দিতে পিতা, মাতা, অগ্রজ, আচার্য্য, শুক্ল-কেশধারী প্রবীন প্রভৃতি অনেক গুরুজনেই প্রস্তুতঃ; কিন্তু কুকর্ম্মে বাধা দিতে কেহ নাই। ধরণী এ পাপভার আর কতদিন বহন করিবেন!! ভগবন্! তোমার "ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়" এই সত্য বাক্যের কি সার্থকতা হইবে না?

কায়স্থবিদ্বেষীগণ কায়স্থসমাজের শূদ্রাপবাদ করিয়া থাকেন; কিন্তু মনে রাখেন না যে, শূদ্রযাজী ও শূদ্রভোজী হইলে তাঁহাদের অবস্থা কি হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে,—যিনি সন্ধ্যা জানেন না, বা উপাসনা করেন না, তিনি শূদ্র; যিনি বেদাদি শাস্ত্রের অনুশীলন না করিয়া অন্য কর্ম্মে রত থাকেন, তিনি শূদ্র; মৎস্য-মাংসভোজী "বিপ্র", "নিষাদ" বলিয়া অভিহিত। এই সকল শাস্ত্রশাসনে কেহ কি বাধা হয়েন? শুধু আর্য্য-কায়স্থগণকে উপবীতাভাবে শূদ্র বলিতে হইবে; অন্যান্য আর্য্যসন্তানগণের শত দোষ মার্জ্জনীয়, এই কি বিচার? শাস্ত্র-বিধি অনুযায়ী, হীনাচারসম্পন্ন দ্বিজগণ কি কাষ্ঠময় হস্তী বা চর্ম্মময় মৃগের মত দ্বিজবেশ-ধারী শূদ্র নহেন? ঋষিগণ এমন কোন বিধান করেন নাই, যদ্দ্বারা কোন জাতিবিশেষকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে মুক্তি দিয়া অন্য জাতির প্রতি দণ্ড বিধির আদেশ দিয়াছেন। সমপাপে সমদণ্ডবিধান না করিলে অবিচার হইল. কে না বলিবে? দোষ করিলেই উহা মোচনের জন্য প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হইবে; কোন পাপের জন্য কেহই প্রায়শ্চিত্ত করে না কিন্তু আজিকালি দেখি কেবল কায়স্থগণই প্রায়শ্চিত্তভাগী। সকল আর্য্যশাস্ত্রেই গুণের প্রাধান্য লক্ষিত হয়, বর্ণবিভাগও গুণগত, কিন্তু অধুনা বংশগত হইয়া গিয়াছে। এমন একদিন ছিল, যখন "ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনম্" বলা হইত; যিনি যে বৃত্তি অবলম্বন করিতেন তিনি সেইরূপ উচ্চনীচ সামাজিক সম্মানের অধিকারী হইতেন। এখন পর্য্যন্তও শবদাহ ঘাট জমা লওয়া এবং অন্যান্য বহুবিধ উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করা; প্রকাশ্যভাবে অভক্ষ্য ভোজন প্রভৃতি হীনাচারগুলি সমাজে চলিত হইতেছে, কিন্তু কায়স্থের আসন কায়স্থকে দিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন।*

সত্ত্বগুণবিশিষ্ট আচারবান্ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, কায়স্থের আসন কায়স্থকে দিতে যত্নবান হইয়াছেন; ইহাই কায়স্থের উন্নতি-সোপান। সেইসকল, বিপ্রকুলচূড়ামণির আশীর্ব্বাদে, (ক্ষত্রিয়বর্ণ) কায়স্থগণ স্বধর্ম্ম পালনে পরাঙ্মুখ হইবেন না, ইহা সুনিশ্চিত। আশাকরি, বিদ্বেষী-গণের চাটুবাক্যে মোহিত হইয়া কায়স্থমহোদয়-গণ সমাজ ও ধর্ম্মোন্নতির পথ অপ্রশস্ত করিবেন না। কায়স্থদ্বেষী সামাজিকগণের প্রতি সানুনয় নিবেদন এই যে, সমাজের বন্ধনরজ্জু যেরূপ জীর্ণ হইয়াছে, এমতাবস্থায় অগ্রে নূতন সূত্র দ্বারা বন্ধন না করিয়া, টানাটানি করিতে গেলে জীর্ণরজ্জু ছিন্ন করিয়া সমাজপুরুষ অন্তর্হিত হইবেন। চির-সহচর কায়স্থভ্রাতৃগণের প্রতি বিদ্বেষবান বর্ষণ করা ও বিদ্বেষভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া

* হিন্দুনেতাগণ আজিকালি যে সকল কার্য্য করেন, সবিশেষ বলিতে গেলে, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট হিন্দুসমাজ হাস্যাস্পদ হইবেন, তজ্জন্য লিখিতে ক্ষান্ত হইলাম। লেখক

রাখায় কোন লাভ হইবে না বরং ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদে উভয়েরই ক্ষতি। "আর্য্যজাতির সকল শ্রেণীই একটি মূল সমাজরূপ কাণ্ডের শাখাপ্রশাখা" এই সত্যে কেহ যেন সন্দিগ্ধ না হয়েন। একের অভাবে অন্যের ক্ষতি। "সমাজ" বলিতে শুধু একটী শ্রেণীকে বুঝায় না। মহামহিমান্বিত প্রবলপ্রতাপ ভারত-সম্রাটের ন্যায় ও দক্ষতায় পরিচালিত সামাজ-শাসনে কেহ কাহারও মানহানি করিয়া অব্যাহতি পাইবেন না।

শাস্ত্রশাসনে, অন্যান্য গুরুপাপকর্ম্মিগণ শাস্তি গ্রহণ না করিলে লঘু পাপকারী † কায়স্থগণ কেন দণ্ডনীয় হইবেন? তাঁহারা কেন "শূদ্র" বলিয়া অভিহিত হইবেন? একজনের লঘুপাপে গুরুদণ্ড, আর একজনের গুরুপাপে বেকসুর খালাস; এ কোন্‌দেশী বিচার?

অগ্নিহোত্রী শ্রীহরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা।

† দশবিধসংস্কারের মধ্যে উপনয়নের পরিবর্ত্তে দীক্ষা এবং অন্যান্য সমস্তগুলিই বঙ্গীয়-কায়স্থগণকর্ত্তৃক যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইত। উপনয়ন এবং দীক্ষার উদ্দেশ্যও এক। এরূপ স্থলে কায়স্থগণকে সংস্কারবর্জ্জিত বলা যাইতে পারে না। অনেক ব্রাহ্মণও উপনয়নে প্রাপ্ত বৈদিক ব্রহ্মগায়ত্রী অপেক্ষা তান্ত্রিকদীক্ষায় প্রাপ্ত স্বীয় উপাস্য দেবতার ধ্যান ও মূল মন্ত্রাদির এবং তান্ত্রিকগায়ত্রীর সমধিক আদর করিয়া থাকেন; তাঁহারা দীক্ষার স্থান উপনয়নের উপরেই দিয়া থাকেন, এরূপ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে অধিকাংশ। অতএব কায়স্থগণ ব্রত্যাদি কোন উপপাতকেও দায়ী নহেন। তবে কেন প্রায়শ্চিত্ত করিবেন?

লেখক।

চাই হজমীগুলি?

(প্রহসন) *

চাই হজমীগুলি? আমি একজন ফেরী-ওয়ালা—বহুদূর হইতে সংসার-প্রদেশে ব্যবসায় করিতে আসিয়াছি। আমি কেবল হজমীগুলি বেচিয়া থাকি। চাই হজমীগুলি? আমার হজমীগুলি সাপমার্কা মারা—ইহাতে কোন প্রকার ভেল নাই। খরিদ্দারগণ সাবধান হউন। অনেকে আমার সাপমার্কা ট্রেড্ মার্ক জাল করিয়া তাহাদের প্রস্তুতী বদ্ হজমীগুলি চালাইতেছেন—বাজারে সস্তাদরে ভেল মাল চালাইতেছেন। আমার নামটী দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন জিনিষ খাঁটি কিনা? আসুন খরিদ্দারগণ! আমার হজমীগুলি একবার সেবন করিয়া দেখুন! "ফলেন পরিচীয়তে।" আমি বিজ্ঞাপনের ধার ধারি না। আমার মাল-ই বিজ্ঞাপন। সংসারে খাঁটি মালের বড় আদর দেখি না, তাই মনে ভয় হচ্ছে—পাছে আমার মাল না চলে। আপনাদের জন্য এত দূরদেশ হইতে বিশুদ্ধ মাল আমদানী করিয়া দ্বারস্থ হইতেছি—একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন। এই গুলি সেবনে সমস্ত বদ্ হজমী কাটিয়া যায়। ভুবন বাজারে বহু দোকান্দার বিজ্ঞাপনের বলে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া

* এই ছদ্মবেশী যুগে এই প্রহসনের মূল্য আছে।

সম্পাদক।

দোতালা তেতালা বাড়ী ছাঁদিয়া বসিয়াছে। আমি খাঁটি মালের কারবার করি বলিয়া, দুবেলা সমানে পেটভরা অন্নের সংস্থানও এ যাবৎ করিতে পারি নাই। আমার এই হজমীগুলি সেবনে কেবল ব্যাধির আরোগ্য হইবে এরূপ নহে, ইহা জয়শ্রীলাভের অমোঘ ও মুখ্য ঔষধ। নির্ধন ধনী হয়, মূর্খ বিদ্বান্ হয়, অপুত্রক পুত্রলাভ করে; প্রজা রাজা হয়; শ্মশানবাসী দিগম্বর কমলার বরপুত্র হয়। সংক্ষেপে বলিতে ইহাতে সব হয়। ইহা দ্বারা ইহকালে ও পরকালে চতুর্ব্বর্গ ফললাভ হয়। আমার হজমীগুলি এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অতএব আপনারা আর বিলম্ব করিবেন না। শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হউন। চাই হজমীগুলি?

তুমি শাক্ত হও—আইস আমি তোমার কপালে একটী রক্তচন্দনের কিম্বা সিঁদুরের ফোঁটা দিয়া দিব। এই ফোঁটার বড় গুণ। কাপড়খানি থুনথরাপে ছোপ দিয়া লও। তবেই—দেখিবে ভবের বাজারে বহুলোকের চোখ্ তোমার উপর পড়িবে। শুধু ঐ ফোঁটা ও কষায়িত বস্ত্রের গুণে তোমার সব হজম হইয়া যাইবে। গভীর নিশীথে তুমি যে ব্যভিচার পাপে কলুষিত হইয়াছিলে, সে সমস্তই বাহ্যিক জগতের পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে যদি তুমি আমার প্রদত্ত এই হজমীগুলিস্বরূপ এই সিঁদুরের ফোঁটা একবার পর। যত কেন পাপকার্য্য স্বকরে সম্পন্ন কর না—যত কেন ব্রহ্মহত্যা—গোহত্যা—স্ত্রীহত্যা কর না কেবল একবার ফোঁটাটী পরিয়া রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া চল—দেখিবে জগতের লোক তোমাকে প্রীতির সহিত অভ্যর্থনা করিয়া ধার্ম্মিক শিরোমণি—উপাধি শিরোপায় মণ্ডিত করিয়া ধন্য ধন্য হইবে। তুমি বৈষ্ণব হও—আইস তিলক পরাইয়া দেই। সর্ব্বশরীর বিচিত্র তিলকের ছাপে চিত্রিত করিয়া নামাবলী পরাইয়া দেই। সর্ব্বপাপহর আমার হজমীগুলির প্রভাবে হাটিয়া যাইতে যাইতে কত নমস্কার, প্রণাম চতুর্দ্দিক হইতে অযাচিতভাবে তোমার চরণযুগলে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহার সংখ্যা নাই। বাহিরের লোকের কথা দুরাস্তাং স্বয়ং ধর্ম্মাবতার আমার হজমীগুলির অতুলপ্রভাবে জল হইয়া যাইবেন। তুমি সাক্ষীস্থলে যাহা বলিবে তাহা বেদবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তোমারই কথারপ্রতি নির্ভর করিয়া বিচারপতি বিচারবিভ্রাটের অভিনয় করিবেন, এমন হজমীগুলি আর কেহ কখন বিক্রয় করে নাই ও করিতেও পারবে না, আমার এই অমোঘ ঔষধ সদ্য প্রস্তুতীকৃত। ইহার ফলে ভবেরহাটে না হইতে পারে এমন কি আছে? মিথ্যা নিয়ত তোমার রসনাগ্রে বিরাজ করুক না কেন—পরস্ব হরণে অবিরত তোমার কর প্রসারিত হউক না কেন—পরমাসুন্দরী লাবণ্যের লীলাভূমি পর নিতম্বি লাভ করিবার জন্য স্বীয় আজ্ঞাবহ নয়ন-তস্করকে অবিরাম নিযুক্ত কর না কেন—প্রকৃতপক্ষে তুমি একটী নরকের কীট হও না কেন—কোন ভয় নাই। আমার Prescription মত হজমীগুলি ব্যবহার কর—তোমার ইচ্ছা যেদিকে তোমাকে চালায় সেইদিকেই ধাবমান হও না কেন? মাভৈ আমার এই সর্ব্বৌষধিতে সমস্ত ঢাকিয়া যাইবে। পূর্ব্বোক্ত ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে (বৈষ্ণব হইলে) মুখে কেবল বার বার হরি হরি ও (শাক্ত হইলে) পুনঃ পুনঃ মা গো

ব্রহ্মময়ি বলিতে হইবে মাত্র। দেখিবে কত লোক তোমাকে সাধু বলিয়া ঐকান্তিকী ভক্তি-সহকারে গড় করিবে। অতএব এস—বিজ্ঞাপন প্রচারের কাজ কি? চাই হজমীগুলি—এমন হজমীগুলি আর পাইবে না। সন্ধ্যা হইলে আর কিনিতে পাইবে না। কেহ বলিতে পারেন এই মহৌষধের গুণে পরকাল খোওয়ান মাত্র। তাহাতে তোমার আমার কি? তুমি যখন দর্শনশাস্ত্র পড়িয়াছ, তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত কেন চক্ষুর অগোচর বিষয় গ্রাহ্য করিবে? পরকাল আছে কি না? তাহাই যখন গভীর সন্দেহের অন্ধকারে বিজড়িত ও সমাচ্ছন্ন তখন কেন আমার এই হজমীগুলি ব্যবহার করিবে না। ইহাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে—অপার্থিব সম্মান-কুসুমবৃষ্টি অমরালয় হইতে সুরঙ্গনা কর্ত্তৃক বর্ষিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

দরবেশ ফকীর।

আমার শিকারকাহিনী।

(ইংরেজী গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত)

ভাদ্রমাস যায় যায়। গ্রীষ্মের তেজ আস্তে আস্তে কমিয়া যাইতেছে। রজনী শিশিরে ভিজিয়া শরৎকালের আগমনবার্ত্তা প্রচার করিয়াছে। আজ সন্ধ্যা বেশ পরিষ্কার ও মনোরম। দিনের বেলা কিছু বেশী গরম পড়িয়াছিল। অতএব বুজা (Boudjah)* হইতে হাবুস্‌লুকিয়ার (Havoosloukia)* দিকে জল্‌পাই ও আঙ্গুর ক্ষেতের ভিতর দিয়া যে ধূলিময় ধূসর রাস্তাটী তিনচার মাইল পর্য্যন্ত একিয়া বেকিয়া গিয়াছে, তাহাতে বেড়াইতেও বেশ আরাম ও স্ফূর্ত্তি বোধ হইতেছিল।

আমার সঙ্গী একজন বন্ধু—তিনি সবে ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছিলেন—একটী গ্রীক-ভৃত্য, এবং অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য একজন হাতিয়ারবন্দ তুর্কী সিপাহী।

পথ চলিতে চলিতে আমরা থামিয়া চারিদিকের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছিলাম। দিবাকর দূরের উচু নীচু পাহাড়গুলির উপর লাল রং ছড়াইয়া দিয়া একটা আগুণের গোলার ন্যায় পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িতেছিল। আমাদের পিছনদিকে স্মর্ণা নগরী হইতে প্রায় ৫ মাইল দক্ষিণে ক্ষুদ্র সহর বুজা দেবদারু ও সাইপ্রাসগাছের জঙ্গল মুড়ি দিয়া সেগুণগাছে ঘেরা পাহাড়ের কোলে সোণালী রৌদ্রে স্নান করিয়া হাসিতেছিল। আমাদের পথ বুজা হইতে দক্ষিণদিকে নীচু নীচু পাহাড়ের দিকে নামিয়া গিয়াছে। সম্মুখের ও পিছনের পাহাড়গুলি একটী ক্ষুদ্র সুন্দর মাঠের তিনদিক ঘিরিয়া রহিয়াছে। এই ময়দানের ভিতর দিয়া সাহিত্য-প্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র মিলিস্ নদী দীর্ঘ গ্রীষ্মের খরতাপে বিশুষ্ক হইয়া শীর্ণদেহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহিয়া যাইতেছিল।

দিনকত আগে কয়েকজন ভেড়াওয়ালা আমাকে বলিয়াছিল যে পাহাড়ে একটা 'হায়না' বাঘ আসিয়াছে। জানোয়ার সংগ্রহ করিতে আমার বেজায় বাতিক। কাজেই শুনিবা মাত্র আমি হায়নার সন্ধানে বাহির হইলাম। উপর্য্যুপরি তিনরাত্রি খুজিয়াও কোন সন্ধান পাইলাম না। কিন্তু আজ রাত্রিতে সেটাকে হাত করিবার খুব আশা হইয়াছে। একটা মরা ছাগল যোগাড় করা গিয়াছিল। সকাল বেলা সেটাকে পাহাড়ের গায় গড়ানের আধা-আধি উঠিয়া কতকগুলি জলপাই গাছের জঙ্গলের পিছনে একটা উচু চট্টানের উপর কায়দামত জায়গায় রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই উচু ময়দানটা আগেকার বছর চাষ করা হইয়াছিল। সুতরাং পাহাড়ের উপর জঙ্গলের ভিতর প্রায় তিনশতগজ লম্বা ও তার অর্দ্ধেকটা চওড়া একটা পরিষ্কার খালি জায়গা পড়িয়া আছে। তার মাঝে মাঝে দু'একটা গাছ এখনও দাঁড়াইয়া আছে। উহার চারিদিকে খুব ঘন ঝোপ। পাহাড়ের উপরেও এই রকম জঙ্গল। এইখানে আমাদের সাম্‌নে পাহাড়ের চূড়া যেন দক্ষিণদিকে মুখ করিয়া খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের বাদিকে অল্পদূরেই একটা গভীর পাহাড়তলীর খাই পাহাড়ের ভিতর অনেকদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।

অমরা যেই এই খোলা জায়গায় পৌঁছিলাম, অমনি সূর্য্যদেব পাহাড়ের আড়ালে ডুব মারিলেন। কিন্তু সূর্য্যাস্তের বাহার দেখিবার আমাদের অবসর হইল না। আমরা সেখানে যাইয়াই তাড়াতাড়ি সাবধানে লুকাইয়া থাকিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। পাহাড়ের গায় এক জায়গায় কতকগুলি দেবদারুগাছ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার তলায় আঁধার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। সিপাহীকে বলিলাম সেইখানে যাইয়া দাঁড়াইতে। কিন্তু তার অভিপ্রায় টের পাওয়া গেল যে, আমি যাইয়া সেইখানে থাকি; আর সে ময়দানের মাঝখানটায় দাঁড়ায়। সে আমাকে বুঝাইতে লাগিল যে, আমি যেখানে থাকিব ঠিক করিয়াছিলাম; সেখানকার চেয়ে তাহার জন্য যে জায়গা ঠিক করিয়া দেওয়া হইল, সেখানেই শিকার আসা বেশী সম্ভব। আমি তাকে বিনা বাক্যব্যয়ে নিজের জায়গায় যাইতে বলিয়া মন্তব্য করিলাম যে, 'হায়না' এদিক ওদিক না যাইয়া সোজা 'মড়ির' কাছে আসিবে, এটুকু বুঝিতে বেশী আক্কেলের দরকার করে না।

বন্ধু আমার ডানদিকে প্রায় ১০০ হাত দূরে বসিলেন। তাঁহার কাছ থেকে সিপাহীর দেবদারু ঝাড় প্রায় দুইশ কদম। আমার বাদিকে য়ুনানী অনুচরকে দাঁড় করাইয়া ভাল করিয়া পাহারা দিতে বলিলাম। তাহাকে হুসিয়ার করিয়া দিলাম যে, কেবল চার পেয়ের খবর লইলেই চলিবে না; দোপেয়ে দেখিলেও সতর্ক হইতে হইবে। কারণ আমরা পর পর কয়েকরাত্রি এদিকে আসিয়াছি। তাহাতে আমার মনে একটু সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, বন্দুক ও সোণার ঘড়ীর লোভে আমাদিগের উপর গুণ্ডার নজর পড়িতে পারে।

আমার কাছে ৩০৩নং রাইফল বন্দুক ছিল। কিন্তু আর সকলের কাছে ১২নং টোটাওয়ালা বন্দুক ছিল। আমি ছোট ছোট গাছ কাটিয়া সমান ভূমির উপর একটা বড় গাছের চারিদিক ঘিরিয়া তাহার আড়ালে চুপ করিয়া বসিলাম।

ক্রমে আঁধার ঘন হইয়া আসিল। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া বন্ধ হইয়াছিল। গাছের

* In Turkey in Asia.

পাতাটী পর্য্যন্ত নড়িল না। চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ, সাড়াশব্দ হীন। কেবল থাকিয়া থাকিয়া নীচু জমির জলপাইগাছ হইতে নিশাচর পাখী চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল। এবং উপরে চারিদিকের ঝোপের ভিতর ঝিল্লীরব শুনা যাইতে ছিল। আমার নিকট হইতে প্রায় ৪০ গজ দূরে সেই মরা ছাগলটা পড়িয়া রহিয়াছে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। আমার চক্ষু সেই দিকেই ঘুরিতেছিল। কিন্তু আমি ও পাশে দূরের অস্পষ্ট ঝোপের দিকও এক একবার দৃষ্টি করিতেছিলাম। কারণ যাহাতে হঠাৎ কোন বিপদ না আসিতে পারে সেজন্য আজ আমি খুব সতর্ক। কি জানি কেন আমার মনে আশঙ্কা হইতেছিল যে, আজ একটা না একটা অনর্থ ঘটিবে। যতই আঁধার ঘন হইতে লাগিল, আমার সাম্‌নের উঁচু পাহাড়ের চূড়াটা যেন ততই কাছে সরিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু কিছুকাল পরেই চাঁদ উঠিল। পর্ব্বতমালার উপর দিয়া ধীরে ধীরে জাক করিয়া ফুটফুটে জোছ্‌না ছড়াইতে ছড়াইতে চাঁদ উঠিল। আমাদের ছোট উচ্চ মাঠটী চাঁদের সাদা মিষ্টি আলোকে ভরিয়া গেল। জোছ্‌নামাখা মরা ছাগলটাও কেমন ধারা অপূর্ব্ব, অদ্ভুত দেখাইতে লাগিল। আমি বন্দুকটী কোলে করিয়া গাছের দীর্ঘ ছায়াতে আরো জড়সড় হইয়া বসিলাম। চাঁদের কিরণমাখা নীরব নিশার বিজন শোভা দেখিয়া না জানি কেন আমার প্রাণমন শত উৎকণ্ঠার ভিতরেও আকুল বিহ্বল হইয়া গেল।

কিন্তু হঠাৎ মানুষের পায়ের তাড়া শুনিয়া আমার চমক ভাঙ্গিল। বোধ হইল যেন আমার পিছনদিক হইতে শব্দ আসিতেছিল। আমি খুব সাবধানে নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়া গাছের পাশ দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া জোছনার ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিলাম যেন দুইজন লোক—অথবা কেবল দুইটী মাথা—প্রায় ১০০ হাত নীচে পাহাড়ের গায় ঝোপের উপর উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। ভাবিলাম "আহা, বুজ্‌রুসহরের গরীববেচারারা এত রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছে!" আমি আবার চুপচাপ আপন জায়গায় ফিরিয়া যাইয়া ঠিক হইয়া বসিলাম। কিন্তু আমার মনের উদ্বেগ দূর হইল না। ভাবিতে লাগিলাম "আমার অনুমান কি ঠিক? এরা কি সত্যসত্যই নিরীহ গ্রামবাসী?" রাত্রি অনেক হইয়াছিল। বুজা গ্রামের আশেপাশে ডাকাতের দৌরাত্ম্যের কথা ও পুলিশের সহিত তাহাদের দুই এক জায়গায় হাতাহাতির কথা আমার শোনা ছিল। বলিতে পারি না কেন বারংবার সেই কথা মনে তোলপাড় হইতে লাগিল। ভাবিলাম 'এরা যেই হউক, আমাকে একটু বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে।' অতএব আমি চুপ করিয়া আগের চেয়েও বেশী মন দিয়া পাহারা দিতে লাগিলাম। পায়ের শব্দ আর শুনা গেল না। লোক দুইজন কোন্ দিকে গেল তাহাও বুঝিতে পারিলাম না।

এই ভাবে সময় কাটিতে লাগিল। চাঁদ যতই উপরে চড়িতে লাগিল, ততই সাম্‌নের পাহাড়ের পার্শ্বে আঁধার জমাট বাঁধিতে লাগিল। ক্রমে রজনীর নিস্তব্ধতা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। ঝিঁঝিপোকারা পর্য্যন্ত চুপ করিয়া গেল। যেন চুপেরই রাজত্ব! এর মধ্যে একবার আমার যেন মনে হল যে, খোলা মাঠটুকুর ওধারের ঝোপের মধ্য দিয়া

শিয়াল অস্তভাবে দৌড়িয়া গেলে যেমন খচমচ শব্দ হয় সেইরূপ শব্দ হ'ল। কিন্তু তারপরই আবার সব চুপচাপ। একভাবে ব'সে ব'সে আমার হাতপা আড়ষ্ট হয়ে গেল। সেই একটু ন'ড়েচ'ড়ে সুবিধা করে বসতে যাব অমনি আমার সম্মুখে পাহাড়ের গায় আঁধার ঢাকা ঢালু হইতে একটী দীর্ঘ শীশ্ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ আর একটী শীষের আওয়াজ আমার বাদিকের পাহাড়তলীথাই হইতে উঠিল। আমি ত শুনিয়া একেবারে অবাক্।

রাত্রি প্রায় ১১টা। এত রাত্রিতে এখানে শীষের ধ্বনি চিন্তার কথা। গ্রামের লোক এত রাত্রে [illegible] সম্ভব নিতান্ত কম। [illegible] আমার [illegible] ধরিতে [illegible] কেহ এই পাহাড়ে ও মাঠে আসিবে এরূপ অনুমান করা বৃথা। কারণ এদিয়ার লোকদিগের এরূপ খেয়াল নাই। বিলাতের কোন লোক আশেপাশে কোন গ্রামে আসিলে আমি তাহা নিশ্চয়ই জানিতে পারিতাম।

এত রাত্রিতে এখানে শিকারী আসার সম্ভবও খুব কম। অতএব আমি বন্দুকটা খুব শক্ত করিয়া ধরিয়া হুঁটুগাড়িয়া বসিলাম। হঠাৎ কেহ আক্রমণ করিলে এইভাবে কায়দার সঙ্গে লড়িতে পারিব। বন্দুকে সঙ্কেত করিয়া ডাকিবার নিমিত্ত বাঁশী (Whistle)টী মুখের কাছে আনিয়া মাত্র পেঁচার ডাকের মত নকল ডাক শুনিতে পাইলাম। ইহাই বন্ধুর বিপদসঙ্কেত। তিনি যেখানে বসিয়া চৌকী দিতে ছিলেন, সেইদিকে চাহিয়া দেখি, যাহাতে কেহ দেখিতে না পায় এমনভাবে গুড়ি মারিয়া-চুপি চুপি তিনি আমার দিকে চলিয়া আসিতেছেন।

কাছে আসিয়া আমার পাশে বসিলে, দেখিলাম তিনি অত্যন্ত ভয় পাইয়াছেন। আমি চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলাম 'কি, কোন খারাপ খবর নাকি?'

তিনি বলিলেন 'হাঁ, বোধ হয় আমরা বিপন্ন।'

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সে কেমন? মিনিট দুই আগে যে শীশ শোনা গেল, আপনি কি সেই কথা বল্‌ছেন? তাতে আমার একটু ভয় হয়েছিল বটে—'

"কেবল শীশ নয়, আরো কিছু আছে। দুটা একত্র হ'লে বিলক্ষণ ভয়ের কথা। চাঁদ উঠ্‌বার একটু পরেই প্রায় পৌনে নটার সময় যেখানে সিপাহীর থাক্‌বার কথা ছিল, সেইখানে দেবদারু গাছের ভেতর থেকে দুজন লোক্‌কে বেরিয়ে আস্‌তে দেখ্‌লাম। তারা যখন প্রায় ১০০ হাত দূরে, তখন আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে বন্দুক তুলে লক্ষ্য কর্‌ল। কিন্তু পরেই আবার বন্দুক নামিয়ে দু'জনে কি ফিস্ ফিস্ ক'রে বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌ল। এবং আপনার এদিকটা আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে লাগ্‌ল। তারপর তারা একপাশে সরে পড়্‌ল এবং আপনার পিছনদিক দিয়া ঐ গহ্বরের দিকে সটান চলে গেল। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ হয়ে থাক্‌লাম।" এই বলিয়া তিনি হাত দিয়া আমার বাদিকের গভীর খাইটা দেখাইয়া দিলেন।

"আমিও তাদিকে দেখেছিলাম। কিন্তু আমি তাদিকে চোরা মনে করেছিলাম। কে

তারা? এমন ধারা শীশেরই বা মানে কি? আমরা কি তবে ডাকাতের ফান্দে আটকা পড়লেম নাকি?" এই কথা আমার মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতে আমরা দুইজনেই চম্‌কে দাঁড়াইলাম। পর্ব্বতের উপর হইতে আবার শীশ। সঙ্গে সঙ্গে যেন তাহার প্রত্যুত্তরে, যেখানে তুর্কীসিপাহী খাদ্যরায় ছিল, সেইখানে দেবদারু গাছের জঙ্গল হইতে আর একটা শীশ ও বন্দুকের আওয়াজ। আমরা চিন্তা, উদ্বেগ ও বিস্ময়ে অবাক হইলাম। আমাদের সিপাহীই কি গুলি করিল, না তাহাকেই কেহ গুলি করিল? যাহা হউক বিচার ও ধীরবুদ্ধিই প্রকৃত সাহস বিবেচনা করিয়া চারিদিকে ঘেরাও হইবার পূর্ব্বেই সরিয়া পড়িবার ফিকির দেখিতেছিলাম। এমন সময় দেখি আমাদের গ্রীক্‌ভৃত্যটী ছুটিয়া আসিতেছে।

"জলদি আও 'কিরি'।"

সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"চলুন, চলুন, শীগ্‌গীর পালাই। আমাদের চারিদিকেই ডাকাত। আমি এইমাত্র পাহাড়ের মাথার উপর তিনজন দেখেছি। আরো আছে। কারণ তাদের শীশ শুনে ঐ দেবদারুগাছের ভেতর থেকেও শীশ উঠেছিল।"

"কিন্তু সলীম কোথায়? তাকে সঙ্গে করে নেওয়া উচিত।"

যথাসাধ্য জোরে জোরে দুইবার তাহকে ডাকিয়াও উত্তর না পাইয়া বন্দুক ছুড়িলাম।

বন্দুকের সাফ্‌-কড়া আওয়াজ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া চারিদিকের পাহাড়ে লাগিয়া উল্টে পাল্টে আস্তে ২ হাওয়ায় মিশিয়া গেল।

আঁধারের ভীষণ গম্ভীরতা এবার যেন আরো দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল। কোন সাড়া না পাইয়া আমি রাগে গড়্‌গড় করিতে করিতে বলিলাম, "সে বেটার ছেলের হল কি? সে কি গুলি খাইয়া মরেছে, না ভেগে পালিয়েছে?"

আমার কথার উত্তরেই যেন পাহাড়ের শিখর হইতে ভীষণ চীৎকার হইল "তসলীম্" (শরণ লও)।

আমি বন্ধুকে বলিলাম, "একটু স্থির হয়ে থাকুন। ও বেটাদিগকে একবার ঝালটা টের পাইয়ে দেওয়া যাক্।" আমার বিশ্বাস ছিল, দস্যুরা 'আত্মসমর্পণ কর' বলিয়া যে চীৎকার করিয়াছে, সে কেবল আমাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য চালাকী। বস্তুতঃ আমরা তখনও সম্পূর্ণ ঘেরাও হই নাই। আর যদি হইয়াই থাক, রাত্রিকালে জোছ্‌নার আলোতে একবার পালাবার চেষ্টা করে দেখলে হানি কি?

আমরা তিনজনেই বন্দুক তুলিয়া যে দিক হইতে চীৎকার আসিয়াছিল, সেই দিক লক্ষ্য করিয়া একসঙ্গে 'ফায়ার' করিলাম। এবং তাড়াতাড়ি বন্দুকে টোটা ভরিয়া পিছন দিকে চম্পট দিলাম। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পাহাড়ের নীচে নামিয়া আসিতে লাগিলাম—সোজা পথে নহে—বন্ধুর, পাথরে ভরা, ঝোপ জঙ্গলের ভিতর দিয়া আড়াআড়ি পাহাড়ের গোড়ায় জলপাই বনের দিকে ছুটিয়া চলিলাম। একবার তাহাদের অন্ধকার ছায়ার আড়ালে পৌঁছিতে পারিলেই আমরা নিরাপদ। সেখান হইতে আঙ্গুর ক্ষেতের ভিতর দিয়া আমরা নির্ব্বিঘ্নে সহরে যাইতে পারিব, কারো সাধ্য নাই যে টের পায় আমরা কোথায়।

প্রাণপণে ছুটিলাম—মস্ত মস্ত পাথরের চাকা ও ঝোপের উপর দিয়া লাফাইতে

লাফাইতে ছুটিলাম। পিছন হইতে 'তস্‌লীম তস্‌লীম' চীৎকারে আমাদের সাহস ও বল যেন আরো বৃদ্ধি পাইল। শাঁ করিয়া একটা বন্দুকের গুলি আমাদের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। আমরা প্রায় পাহাড়ের গোড়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আর ১০০ গজ খোলা মাঠ পার হইলেই জলপাই বাগান। কিন্তু এইখানেই মুস্কিল। জঙ্গল হইতে বাহির হইলেই দস্যুরা আমাদিগকে চাঁদের আলোকে দেখিতে পাইয়া গুলি চালাইবার সুবিধা পাইবে। গুণ্ডারা যেই দেখিল শিকার পালাইয়াছে, আমরা হাত ছাড়া হইয়াছি, অমনি মনের ক্ষোভে দোহাতা গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। একটা গুলি আমার পাশেই মাটিতে আসিয়া লাগিল। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আমরা জলপাই ক্ষেত ধরিলাম। জলপাই গাছের ছায়ায় আসিলেই আমরা শত্রুর বন্দুকের পাল্লার বাহিরে।

এখানে দুই এক মিনিট থামিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আর পিছন দিকে ফিরিয়া দেখিলাম ডাকাতেরা পিছু লইয়াছে কি না। কিন্তু তাহাদের কোনই চিহ্ন দেখা গেল না। পাহাড় ও ময়দান যেন জোছ্‌না মুড়ি দিয়া নীরবে শান্তির কোলে ঘুমাইতেছে। তাহা দেখিয়া কে বলিবে কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে ঐখানে আমরা প্রাণভয়ে দৌড়াইতেছিলাম, আর আমাদের চারিদিক দিয়া গুলি বৃষ্টি হইতেছিল।

প্রকৃতির হাসির এমনি অপূর্ব্ব মোহিনী-শক্তি! পৈতৃক প্রাণ লইয়া সহরে নিরাপদে পৌঁছিতে পারাই এখন আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং একটু থামিয়াই আবার তোঁ দৌড়। এবং যতক্ষণ না বাড়ীর ঘর দেখা গেল ততক্ষণ সে দৌড়ের বিরাম নাই। বনজঙ্গল, আঙ্গুর ক্ষেত ভাঙ্গিয়া কেবল সটান দৌড়। গ্রামে পৌঁছিয়াই আমরা থানায় (konak) গেলাম এবং পুলিসের সর্দ্দারকে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। একদল সশস্ত্র পুলিস (zaptich) তৎক্ষণাৎ ডাকাত গ্রেপ্তার করিতে প্রেরিত হইল। কিন্তু তাহারা কোথায়? যখন দেখিল আমাদিগকে আর ধরিবার আশা নাই, তখনই দস্যুরা অদৃশ্য হইয়াছে—আর সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হইয়াছে আমাদের দেহরক্ষক তুর্কী সিপাহী।

শ্রীরসিকলাল রায়।

উদ্বাহে উদ্বন্ধন।

কামতাপুরের মুন্‌সীবাবুদের বিরাটভবনের ত্রিতলের কোন একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল ও শুভ্র শয্যায় নলিনীবাবু শায়িত। তাঁহার বক্ষদেশে বক্ষের প্রিয়তম ধন ননীর পুতুল সোণার চাঁপা দুই বৎসরের একটী পুত্রসন্তান নিদ্রিত। নলিনীবাবুর পদতলে মধুর হাসিনী মধুর ভাষিনী পতিপ্রাণগতা মৃণালিনী উপবিষ্টা; অর্দ্ধবর্ষ পরে পতিসেবা করিতেছেন। বৈশাখী পূর্ণিমাতিথি, রজনী-সুন্দরী জ্যোৎস্না-বসন পরিধান করিয়া আপন

ঐশ্বর্য্যগরবে আনন্দে ভাসিতেছে—তাহার আনন্দলহরী নাচিয়া নাচিয়া যেন জগন্ময় হাসিয়া বেড়াইতেছে! জ্যোৎস্না তিমিরের চির অরি—জ্যোৎস্নার ভয়ে তিমির আজি যে কোথায় লুকাইয়াছে, তাহা সেই জানে। উন্মুক্ত গবাক্ষপথে যামিনীর শ্বেত উজ্জ্বল বসনের স্নিগ্ধ প্রাণারাম দ্যুতি নলিনীবাবুর কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া সুশোভন প্রকোষ্ঠের শোভা শতগুণে বর্দ্ধন করিয়াছে। দর্শকরূপে কেহ দেখিবার সৌভাগ্যলাভ করিলে তিনি ভাবিতেন—'অমরাবতী পরিত্যাগ করিয়া কামতাপুরের মুন্সীবাবুদের আলয়ে আজ দেবরাজ ইন্দ্র—দেবরাণী শচী ও দেবরাজকুমার জয়ন্তের আবির্ভাব হইয়াছে! পদপ্রান্তে উপবেশন করতঃ পদসেবা করিতে করিতে স্ত্রী কহিলেন,—'আজ কোথা হতে শ্যামরায়ের আগমন?' স্বামী সহাস্যমুখে উত্তর করিলেন,—"কুব্জাসুন্দরীর কুঞ্জ হতে!" স্ত্রী। "অভাগিনীকে যে মনে পড়েছে, সৌভাগ্য বলতে হবে।" স্বামী। "তুমি যে কেমন করে অভাগিনী তা তুমিই জান।" স্ত্রী। "স্বামী যাহাকে ভালবাসেন না, সেই অভাগিনী। পতি যে স্ত্রীতে সুখ পান না সেই অভাগিনী, পত্নীসন্নিধানে আনন্দাভাবে যাহার স্বামী দেশ বিদেশে সুখান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ান সেই অভাগিনী, ঐশ্বর্য্য দাসদাসী থাকিলেই স্ত্রীজাতি নিজকে সৌভাগ্যবতী মনে করে না, স্ত্রীজাতির পতিপ্রেমই স্বর্গ, পতিই আরাধ্য দেবতা; যে নারী পতিপ্রেম বঞ্চিতা, সেই আপনাকে অভাগিনী মনে করিতে পারে। আমি সেই হিসাবে অভাগিনী।" নলিনীবাবু একটু হাসিলেন, মৃণালিনীর মুখপানে চাহিলেন; দেখিলেন, তাহার নেত্রযুগলে অশ্রুর সঞ্চার হইয়াছে। নলিনীবাবু ভাবিলেন, 'সঞ্চার যখন হইয়াছে, অচিরে পতনও হইতে পারে; সুখ-বিভাবরী অসুখে যাপন ঠিক নহে।' মৃণালিনীকে সন্তোষ করিবার জন্য যত্নবান্ হইলেন। বক্ষস্থিত শিশুটীকে ধীরে ধীরে শয্যায় নামাইয়া উঠিয়া বসিলেন, হাস্যমুখে মৃণালিনীর চিবুক ধরিয়া বলিলেন,—"মৃণাল! সত্য সত্যই কি তোমার ধারণা আমি তোমাকে ভালবাসি না?" মৃণালিনী বলিবেন, 'ভালবাসেন বুঝি, কেমন করে—ভালবাসিলে আমাকে ভুলিয়া এরূপ দীর্ঘকাল বিদেশে থাকেন কিরূপে?' ন। "তবে কি তুমি আমাকে আঁচলে বাঁধিয়া রাখিতে চাও?" মৃ। 'ঐ আপনার কেমন [illegible] তাহা বলিতেছি। আমি [illegible] বাধা দিতে চাই [illegible] ভুলিয়া যান, সেই [illegible] পত্রও কি আমি [illegible] না।' ন। 'সে কথা তুমি বলিতে পার, সেটা আমার অন্যায়। নানা ঝঞ্ঝাটে থাকিতে হয়—আজ এলাহাবাদ, কাল কাণপুর, পরশ্ব হয়ত কোন পর্ব্বতে তার পর হয় ত কোন পুণ্যতোয়া নদীতটে সন্ন্যাসী আশ্রমে; নানা চঞ্চলতার মধ্যে পত্র লেখা প্রায় ঘটিয়া উঠে না। তা বলিয়া আমার ভালবাসা সম্বন্ধে তোমার অন্যায় ধারণা হওয়া উচিত নয়। তুমি বিশ্বাস কর আর না কর, যেমন পার্ব্বতী হরের, রাধা কৃষ্ণের, শচী ইন্দ্রের, তেমনি মৃণালিনী নলিনীরঞ্জনের একমাত্র প্রণয়িনী; নলিনীবাবু প্রেমভরে মৃণালিনীর কপোলদেশে মুখারবিন্দ সংযোগ করিলেন; মৃণালিনীর ক্ষোভ, অভিমান, সংশয় নিমিষে উড়িয়া গেল! দম্পতী জ্যোৎস্নালোকে পুলকে

প্লাবন পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। কিছুক্ষণ প্রেমালাপ চলিল, তাহার নানাবিধ আলাপে রজনী সুখময়ী হইয়া উঠিল। নলিনীবাবু কোথায় কি দেখিয়াছেন, কোন দেশের কিরূপ আচার ব্যবহার—কোথায় কি ভাবে সময় কাটাইতেছেন, তীর্থস্থানের পাণ্ডারা কিরূপ ষণ্ডার ন্যায় যাত্রীদের প্রতি ব্যবহার করে, কোথায় কখন অসুখ হইয়াছিল—কে সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিল—নানা—অভিনব দৃশ্য দর্শনে চিত্তে কিরূপ হর্ষোদ্রেক হইত, ইত্যাদি দেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত নানা জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণনা পূর্ব্বক প্রেয়সীর প্রীতিসম্পাদন করিলেন। মৃণালিনী ও নলিনীবাবু অনুপস্থিতিতে দেশে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে—নিজে যে ভাবে সময় কাটাইতেন—পত্রাভাবে চিন্তাকুলা হইয়া কিরূপ কৌশলে দেওয়ানজীর নিকট হইতে খবর আনাইয়া সুস্থ হইতেন তাহা বিশদরূপে কহিলেন। পরিশেষে কিরণের বিবাহের কথা উঠাইলেন। মৃণালিনী বলিলেন—"মেজদাদা কিরণের একটা সম্বন্ধের প্রস্তাব করিয়াছেন। আপনার মত হইলেই হইতে পারে। মেজদাদাকে বলিয়া দিয়াছি, আপনি বাড়ী আসিলেই আপনার মত জানিয়া তাহাকে পত্র দিব।" নলিনী বাবু বলিলেন,—'কোথায়—কাঁহার ছেলে? মৃ। "রামনগরের দীনদয়াল মজুমদারের ছেলে। ছেলেটি বি-এ পড়ে। দেখিতে সুন্দর চেহারা—অবস্থাও খুব ভাল।" নলিনীবাবু ধীরভাবে শুনিলেন বটে কিন্তু মনে একটু আভিজাত্যাভিমান জাগরিত হওয়ায় তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিলেন। নলিনীবাবু মনে মনে ভাবিলেন—'কামতাপুরের জমিদারবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দীন মজুমদারের মনে উদিত হইয়াছে ইহা খুব স্পর্দ্ধার কথাই বলিতে হইবে। বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার দুরাশা ক্ষমার যোগ্য নহে। কি বলত যদি মৃণালিনী এ কথা না বলতেন, অন্য কেহ হইত, তবে দুটী শক্ত কথা শুনে যেত। মেয়ে জলে ফেলে দিলেও ঐরূপ বংশে কখনও বিবাহ দিব না। টাকাই না হয় কিছু করেছে—ভদ্র হতে এখনও বহু বিলম্ব। মৃণালিনী বলিলেন, 'কি কিছুই যে বলছেন্ না। হা, না, একটা শুনতে চাই।'

"কিরণবালার বিবাহের জন্য তুমি ব্যস্ত হয়েছ কেন? উহার বয়স ত সবে ৯ বছর। এত অল্প বয়সে বিবাহ দিতে আমার মত নাই।" প্রকৃত মনের ভাব গোপন করিয়া নলিনীবাবু এইরূপ উত্তর করিলেন। মৃ। "আগে ত ৮ বছরেও বিবাহ হইত।" ন। "সেদিন হ'ত, সেদিন হ'ত; আজকাল ওরূপ করলে শিক্ষিতসমাজ নিন্দা করে।" মৃ। "আজ কাল মেয়ের বিয়ে দেওয়া যেরূপ কষ্ট তা'তে পূর্ব্ব হ'তে চেষ্টা করলেও ১৪। ১৫ বছরের কমে অনেক মেয়ের বিয়ে হয় না। চেষ্টা ত চাই।" ন। "আমার মেয়ের বিয়ে দিতে চিন্তার কোন হেতু দেখি না, টাকার বাধ্য জগৎ—যখন ইচ্ছা ভাল ঘরে ভাল বরে কন্যাদান করতে পারব। পাঁচ হাজার সাত হাজার দিলে কে বাধ্য না হবে? বিশেষ কামতাপুরের মুন্সীবংশে বিবাহের স্পৃহা কার না আছে? মেয়ের বিয়ের জন্য তুমি ভাবিও না—আমি সে বিষয় সুব্যবস্থা করব।" মৃণালিনীর মদিও দীনদয়াল মজুমদারের পুত্রের সহিত কিরণের বিবাহ দিতে ইচ্ছা ছিল কিন্তু স্বামীর ইচ্ছার উপর নিজের ইচ্ছার

প্রাধান্য দিতে তাহার কখনি প্রবৃত্তি ছিল না। তাই তিনি ঐ সম্বন্ধে আর কোন কিছু বলিলেন না। কথায় কথায় রাত যে ৩টা বাজিয়াছে, ইহা তাঁহারা অনুভবই করিতে পারেন নাই। ঘড়ির শব্দে তাঁহাদের চমক ভাঙ্গিল—দম্পতী নিদ্রার চেষ্টায় নীরব হইলেন—দেখিতে দেখিতে গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইলেন।

(২)

কামতাপুরের মুন্সীবাবুদের জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা কালীকিঙ্কর মিত্র। তিনি নবাব সরকারে মুন্সীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় মুন্সি নামেই প্রখ্যাত ছিলেন। অধস্তন পুরুষেরাও মুন্সি উপাধিতেই পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। কালীকিঙ্কর তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন—ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান একটু কম ছিল। মান, প্রতিপত্তি ও অর্থসংগ্রহে প্রতারণা বা বল প্রয়োগ করা তিনি অবৈধ মনে করিতেন না। তাঁহাকে তখনকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণ ও প্রজাবৃন্দ বাঘের ন্যায় ভয় করিত। মুখখানা গম্ভীরভাব-ব্যঞ্জক ও চোখ দুটী প্রতিভাদ্যোতক ছিল—যে তাহাকে দেখিত সেই সম্মান প্রদর্শনে বাধ্য হইত। কালীকিঙ্কর বাবু ছলে-বলে-কৌশলে পৈতৃক সামান্য সম্পত্তিকে বিশাল জমিদারীতে পরিণত করেন। তাঁহার মান-প্রতিপত্তির অত্যধিক পিপাসার জ্বালায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ভূস্বামী পৈত্রিক-সম্পত্তি বিহীন হইয়া ভিখারী সাজেন! পক্ষান্তরে বহু ক্ষুদ্র সম্পত্তি কালীকিঙ্করের হস্তগত হইয়া বিরাট জমিদারী সৃষ্টি করে। তিনি যে শুধু অন্যায়রূপে সম্পত্তিই অর্জ্জন করিতেন; সৎকার্য্য কিছুই করিতেন না, এমন নহে; করিলে কি হয় অসৎকার্য্যের পরিমাণাধিক্যে ভদ্র, ইতর সকলেই এমন বিরক্ত ছিল যে, তাঁহার সদনুষ্ঠানকেও দুষ্টাভিপ্রায় সংসাধনের উপায় স্বরূপ মনে করিত। কালী-কিঙ্করের দেহান্তরের পর পুত্র শিবকিঙ্কর জমিদারী পরিচালনা করেন। তাঁহার সময় জমিদারীর বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে মুন্সীবাবুদের দেশ বিখ্যাত নাম, যশ, প্রভাব, প্রতিপত্তির সৃষ্টি-কর্ত্তা শিবকিঙ্করের কৃতীপুত্র গৌরীদাস। তাঁহার ন্যায় উদারচেতা ও বিবেচক লোক প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। তিনি বিস্তীর্ণ জমিদারীর ভার-প্রাপ্ত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদিগের প্রতি মিত্রবৎ ও স্বীয় প্রজাদের প্রতি অপত্য-বৎ ব্যবহার করিতে থাকেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীগণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া দেশহিতকর কার্য্যে অধিকতর মনোযোগ প্রদান করেন। তিনি শিক্ষা বিস্তারে অগ্রগণ্য ছিলেন—তাঁহার এলেকাস্থিত নানাস্থানে সংস্কৃত, ফার্শি ও বাঙ্গালা শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পঞ্চায়েতপ্রথা সৃষ্টি করতঃ নিজের ও অপরের এলেকার প্রজাবর্গের বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা করিতেন। রাজদ্বারে তখন প্রায় কেহই উপস্থিত হইত না। জোর জবরদস্তী করিয়া প্রজা-দিগকে তিনি ত্যক্ত বিরক্ত করিতেন না। দুর্ভিক্ষে অন্নদান করিতেন—রাজস্ব রেহাই দিতেন—রোগে ঔষধ পথ্য যোগাইতেন—শোকে সান্ত্বনা দিতেন—প্রজারা তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত। প্রতিবেশী জমিদারেরা তাঁহার উচ্চহৃদয়ের আদর্শে আপনাদিগকে পরি-চালিত করিতেন; তাঁহার প্রতি কাহারও

দ্বেষ ছিল না—কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধায় সকলেরই চিত্ত পূর্ণ ছিল। তাঁহার সদনুষ্ঠানের পরিচয় অধিক কি বলিব, যাহারা কামতাপুরের ও অঞ্চলে কখনও গিয়াছেন, তাহারা তাহা বিশেষরূপে অবগত আছেন। কামতাপুরাঞ্চলে সুদৃশ্য দেবমন্দির ও সুবৃহৎ জলাশয় যাহা নয়নগোচর হইয়া দর্শকের চিত্তে অপূর্ব্ব আনন্দ প্রদান করে, তাহার অধিকাংশই গৌরীদাসের কীর্ত্তির পরিচয় দেয়। গৌরীদাসের দানশক্তি অদ্ভুত। কামতাপুর ও সন্নিহিত গ্রামসমূহে এমন ব্রাহ্মণ পরিবার নাই, যাহারা গৌরীদাসের প্রদত্ত ব্রহ্মো-ত্তর জমি ভোগ করিতেছেন না। গুরু-পুরোহিতের কথা নিষ্প্রয়োজন; তাঁহারা এত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, কোন পুরুষেও অন্নবস্ত্রের অভাব অনুভব করিতে হইবে না। নাপিত, ধোবা, মালাকর, পাটনী, ভুঁইমালী প্রভৃতিকে স্ব স্ব কার্য্যের পারিশ্রমিকের পরিবর্ত্তে পুরুষানু-ক্রমিক ভোগের জন্য নিষ্কর ভূমি প্রদত্ত হই-য়াছে। মুন্সীবাবুদের সেবা কার্য্যের জন্য ৩।৪ ঘর খানসামা ও পাল্কী বহিবার জন্য কয়েক ঘর বেহারা স্বীয় ভবনের নিকটেই রাখা হইয়াছে। তাহাদের পারিবারিক সমস্ত ব্যয়ভার মুন্সী-বাবুরাই বহন করিতে বাধ্য রহিয়াছেন। কামতাপুরে পাচক ব্রাহ্মণের বড়ই অভাব—গৌরীদাস বাবু বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর হইতে ২ ঘর পাচক ব্রাহ্মণ আনাইয়া গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের কাজ বাবুদের বাড়ী কোন বৃহৎ ভোজ হইলে আদেশানুসারে নানাবিধ সুখাদ্য রন্ধন করিয়া দিবে এবং বাবুরা কেহ কোথায় গেলে সঙ্গে যাইতে হইবে। স্ব এলেকায় বহু বৈদ্য থাকি-লেও ১ ঘর বৈদ্যকে প্রচুর নিষ্কর ভূমি দেওয়া হইয়াছে—উদ্দেশ্য, প্রতিদিন বাবুদের বাড়ীর স্বাস্থ্যদর্শন করিবে ও কেহ কোন স্থানে গেলে সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া স্বাস্থ্যরক্ষার সুবন্দোবস্ত করিবে। আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে কেহ এমন কথা বলিতে পারিবেন না যে, 'আমি গৌরীদাসের দেওয়া মহাত্রাণ ভূমি ভোগ করিতেছি না।' অতিথি অভ্যাগতের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁহার খুব খরদৃষ্টি ছিল—তিনি অতিথি-সৎকারের যে সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন মুন্সী-বংশে তাহার অন্যথাচরণ কেহ করে নাই। গৌরীদাস বাবুর দানশীলতা—উদারতা ও সর্ব্বশ্রেণীর প্রতি সহানুভূতির গুণে তাঁহার যশোসৌরভে দিগ্দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি স্বকীয় কর্ম্মপ্রভাবে পিতামহের দুর্নাম ঢাকিয়া ফেলিয়াছিলেন। গৌরীদাসের নাম ঐ অঞ্চলে আজও প্রাতঃস্মরণীয় নামের সহিত উচ্চারিত হয়। নলিনীরঞ্জন সেই পুণ্যবান গৌরীদাসের অধস্তন সপ্তম পুরুষ। নলিনীরঞ্জন এইরূপ মহাপুরুষের বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। রামগোপাল বাবু নলিনী-বাবুর পিতা। তাঁহার লোকান্তর হওয়ায় আজ ৪ বৎসর যাবৎ জমিদারীর সম্পূর্ণ ভার নলিনীবাবুর উপর ন্যস্ত হইয়াছে। গোপী-কান্ত দেওয়ানজী তাঁহার আদেশানুবর্ত্তী হইয়া জমিদারী শাসন সমরক্ষণ করিতেছেন। নলিনীবাবু দেশভ্রমণে কিছু বেশী মাত্রায় অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ছয়মাস পরে বাড়ী ফিরিয়াছেন। তাহা বোধ হয় স্বামীস্ত্রীর কথোপকথন হইতেই উপলব্ধি হইয়াছে।

(৩)

পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিয়া নলিনী বাবু দীর্ঘকাল দেশেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

নানাশ্রেণীর লোক তাঁহার বৈঠকখানায় আসিয়া বসিত—প্রত্যেকেই বাবুর নিকট হইতে স্বার্থ-সিদ্ধির প্রয়াস পাইত। কেহ বাবুর অযথা গুণকীর্ত্তন করিত—কেহ বাবুর কৃশকায়ের উল্লেখ করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিত—কেহ বাবুকে নূতন সম্পত্তি খরিদ করিতে উপদেশ দিত—কেহ কেহ বা সুন্দরী যুবতীনারীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া নলিনীরঞ্জনের মনোরঞ্জনের বৃথা চেষ্টা করিত—কেহ পুরুষ পরম্পরাগত সৎ-কার্য্যানুষ্ঠানের অনুসরণে প্রবৃত্তি দিত—কেহ বা সঙ্গীতচর্চ্চায় উৎসাহ দিতে অনুরোধ করিত। প্রথম প্রথম দিনকত নলিনীবাবু সকলের সকল কথাই নীরবে শুনিলেন। যখন সকলের স্বভাব ও অভিপ্রায় তিনি ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিলেন; তখন অসৎ প্রকৃতি লোকদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। দেওয়ানজীকে বলিয়া দিলেন, "ঐ সব কুচরিত্র লোক যেন বৈঠকখানায় না আসে, সাবধান করিয়া দিবেন।" তদবধি নলিনীবাবুর বৈঠক-খানায় পূর্ণ রায়, অরুণ ভট্টাচার্য্য, নিধু দত্ত, ডাক্তারবাবু ও স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ভিন্ন বড় অন্য কেহ আসিত না। পূর্ণরায় উৎসাহী ব্যক্তি, হৃদয় উন্নত ও মার্জ্জিত—দেশের নানা-বিধ উন্নতিবিধানের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার মানস পূর্ণ। নিজের অবস্থা চলনসই—কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। কোন সৎকার্য্য করিতে হইলে শুধু উৎসাহ ও ইচ্ছা থাকিলেই যথেষ্ট হয় না; পদে পদে অর্থের দরকার। পূর্ণ রায় অনেক ধনীর দ্বারস্থ হইয়াছেন, কেহ তাঁহার কথা কাণেই তুলে নাই। কোন কোন স্থানে বিদ্রূপ-বাণে হৃদয় বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে—জ্বালাময় হৃদয় লইয়া নিরাশ হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পূর্ণ রায়ের উৎসাহ উদ্যম নানা অবহেলার মধ্য দিয়াও পঞ্চত্ব না পাইয়া এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস, সদিচ্ছা থাকিলে ভগবান্ তাহা পূরণ করিবার জন্য অবলম্বন ও শক্তিদান করি-বেনই। নলিনীবাবুর নিকট নানাদেশ হিতকর প্রস্তাব উত্থাপন করায় তাঁহার আগ্রহ ও সহানুভূতি দর্শনে পূর্ণ রায়ের উৎ-সাহ উদ্যম চতুর্গুণ হইল। তিনি সুযোগ ঘটিলেই নানা সদনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার জন্য নলিনীবাবুকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নলিনীবাবুও অকাতরে অর্থসাহায্য করতঃ দেশের নানারূপ অভাব দূরীকরণ ও শ্রীসম্পদ-বর্দ্ধনার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার কার্য্য-স্রোত শুধু একদিকে প্রবাহিত হয় নাই—নানাদিকে প্রবল গতিতে সমস্ত প্রদেশ ভাসা-ইয়া দিয়াছিল। তিনি স্বজেলায় নিম্নপ্রাথ-মিক শিক্ষা বিস্তারের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া বহু পাঠশালা স্থাপন করিলেন—যাতা-য়াতের সুবিধা ও বাণিজ্য সৌকার্য্যার্থ স্থানে স্থানে প্রশস্ত রাস্তা ও খাল প্রস্তুত করিয়া দিলেন। সংস্কৃতালোচনা প্রায় লোপ হইতে বসিয়াছে মনে হওয়ায় বহু টোল স্থাপন করিলেন। এবং ইহা স্থায়ীভাবে রক্ষার জন্য কিছু সম্পত্তি স্বত্বত্যাগ করিয়া পূর্ণ রায় প্রভৃতি কতিপয় ন্যাসীর হস্তে অর্পণ করিলেন। ইহা ব্যতীত পৈতৃক জীর্ণ দেবালয় সংস্কার করিলেন—জলাশয়সমূহের পঙ্কোদ্ধার করিলেন—নূতন দেবালয় গঠন ও স্থানে স্থানে বৃহৎ জলাশয় খনন করিতে লাগিলেন। নূতন নূতন বাগান—ফুলের বাগান, ফলের বাগান, শাকসব্জীর বাগান প্রস্তুত করাইলেন।

পিতামহের প্রতিষ্ঠিত দাতব্যচিকিৎসালয়ের আয়তন বৃদ্ধি করিলেন। অতিথি-সৎকারের পূর্ব্ব নিয়মের পরিবর্ত্তে ব্যয় বহুল নবপদ্ধতি সংস্থাপন করিলেন। জমিদারীর আয়ের কোনরূপ উন্নতি না হইয়া থাকিলেও কর্ম্মচারীর সংখ্যা বাড়াইয়া সাহেবী কায়দায় জমিদারীর কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে লাগিলেন। নলিনী-বাবুর উন্নত হৃদয়ের গুণে কেহ অত্যাচারিত না হইয়া সুবিচারলাভে শান্তিতে কাল যাপন করিতে লাগিল। দেশে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সকলেই শতমুখে নলিনীবাবুর যশগাথা গান করিতে লাগিল। প্রাচীনেরা নলিনীবাবুকে গৌরীদাসের অবতার বলিয়া গণ্য করিলেন। নলিনীবাবু কিছুকাল বারি-রাশির ন্যায় অজস্র অর্থব্যয় করিয়া অপূর্ব্ব উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় দিয়া যশোলাভ করিলেন বটে—তাঁহার নামে দেশের সর্ব্বত্র ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি বর্ষিত হইত সত্য পরন্তু এই অপরিমিত ধনক্ষয়ের ফলে তাঁহার যে লক্ষাধিক টাকা ঋণী হইতে হইল, ইহা সাধারণে জানিতে পারিল না—জানাইবার প্রয়োজনও ছিল না। দেওয়ানজী, পূর্ণ রায় ও বাবু ব্যতীত ইহা কেহই জানিল না। জেলার লোন আফিস হইতে যে দিন টাকা আনিতে যান, দেওয়ানজী নিষেধ করিয়া-ছিলেন—'বাবু, অত টাকা অকারণ ঋণ করিবেন না।' বাবু দেওয়ানজীর কথায় উপেক্ষা দেখান—বলেন, 'সৎকার্য্যে ব্যয়ের জন্য টাকা আনিতেছি, ইহা ভগবান্‌ই শোধ করিয়া দিবেন।' পূর্ণ রায়ও বাবুর কথায় সমর্থন করিলেন—দেওয়ানজী চুপ করিয়া রহিলেন—মনে মনে ভবিষ্যৎ অনন্ধন আশঙ্কায় কথা চিন্তা করতঃ তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। পূর্ণ রায়ই এমন ধর্ম্মের সংসারটাকে নষ্ট করিয়া ফেলিল; ইহা ভাবিয়া দেওয়ানজীর পূর্ণরায়ের প্রতি ক্রোধ ও দ্বেষ জন্মিল। সেইদিন হইতে পূর্ণ রায়ের সহিত দেওয়ানজী আর ভালরূপ কথা কহেন নাই। নলিনীবাবু মনে ভাবিয়াছিলেন, 'জমিদারীর আয় যেরূপ, তাহাতে বকেয়া খাজানা আদায় হইলেই ঋণের টাকা পরিশোধিত হইয়া বহু টাকা তহবিলে উদ্বৃত্ত থাকিবে। কর্জ্জ করিতে ভাবনা কি? কিন্তু মানুষ ভাবে একরূপ হয় আর একরূপ। লোন আফিসের টাকা কর্জ্জ করার পর উপর্জ্জুপরি দুই বৎসর অজন্মা হওয়ায় প্রজাদিগের নিকট রাজস্ব কিছুমাত্র আদায় হয় নাই—দুবছরে লোন আফিসের চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ভাদ্রের গঙ্গার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। বাবুর তখন একটু চিন্তার উদ্রেক হইল। হাতে কতগুলি অসম্পূর্ণ কর্ম্ম ছিল, তাহা সম্পন্ন না করিলে, লোকে কি বলিবে এ ভাবনায়ও বাবুকে অস্থির করিয়া তুলিল। বাবু উপায়ান্তর অভাবে ক্রমেই ঋণ-সাগরে ডুবিতে লাগিলেন। সম্পত্তি রক্ষার চেয়ে মান রক্ষার দিকে তাঁহার লক্ষ্য হইল। সম্পত্তি নষ্ট হইবে, ইহা যেন তাঁহার মনেই উদয় হইল না। আশা তাঁহাকে প্রতারিত করিল, তাই ঋণগ্রস্থ হইয়াও সদনুষ্ঠান করিতে করিতে অদৃষ্ট প্রবাহে অপ্রত্যাশিত অবস্থায় তীরাভি-মুখে ভাসিয়া চলিলেন। কেহই গতিরোধ করিতে পারিল না।

(৪)

প্রহ্লাদ, কমলা চঞ্চলা—স্থির হইয়া কোথাও থাকেন না। বস্তুতঃপক্ষে কমলার

অর্চ্চনার ত্রুটী হইলে—উপাসনা না জানিলে, উপাসনা না করিলে, অনাদর অপমানে চঞ্চল-গমনে তিনি স্থান ত্যাগ করেন। প্রকৃত উপাসকের গৃহ কখনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে দেখা যায় নাই—ভক্ত ও ভক্তির অধীনতাপাশ ছেদন করিবার সাধ্য কমলা কেন বুঝি বা কাহারও নাই। নলিনীবাবু পূর্ব্বপুরুষের পূজিত সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে ভাগ্য-গুণে পাইয়াছিলেন বটে কিন্তু তিনি তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। কমলা-র্চ্চনার পুরুষানুক্রমিক পদ্ধতিসমূহ তিনি সাধ্যা-তিরিক্ত অসংখ্য সদনুষ্ঠানের সূচনা করিয়া পদ-দলিত করিয়াছেন—কমলার মুখপানে একবার ফিরিয়াও চাহেন নাই; কমলাকে নিপীড়ন করিয়া জলের মত অর্থব্যয় করিয়াছেন। কমলা চঞ্চলা না হইবেন কেন? নলিনী-রঞ্জনের কর্ম্মদোষে এতকালের মুন্সীবংশের ভবন কমলা বিষণ্ণ বদনে ছাড়িয়া গিয়াছেন। নলিনীবাবুর ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। লোন আফিসের দেনা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেনার জন্য তাঁহার জমিদারী নীলাম হইয়া গিয়াছে। কামতাপুরের প্রসিদ্ধনামা জমিদার নলিনীবাবু, সামান্য গৃহস্থের অবস্থালাভ করিয়াছেন। নলিনীবাবুর এখন আর কিছুই নাই—আছে শুধু বিরাট বাসভবন। আর আছে তিন-শত টাকা লাভের একটা ক্ষুদ্র সম্পত্তি। আবাল্য যে নলিনীবাবু সুখৈশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত-পালিত, কথিত শোচনীয় অবস্থায় পতিত হওয়া তাঁহার পক্ষে যে, কিরূপ মর্ম্মদাহকর তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার হৃদয়ে নিয়ত যে অশান্তির ঝটিকা বহিতেছে, তাহা তাঁহার বদনমণ্ডলে প্রতিভাত, সদা সহাস্যবদন কালিমায় সমাচ্ছন্ন। চিন্তাক্লিষ্ট সেই বিরস আনন পাষাণ মনেও করুণার সঞ্চার করে। মানব জীবনের এই শোচ্য পরিবর্ত্তন নিত্য হইলেও নলিনীবাবুর ন্যায় সদাশয় মহাত্মার অবস্থা বিপর্য্যয়ে আপামর সকলেই বিশেষ ক্ষুব্ধ। বর্ত্তমানে একে নলিনীবাবু দারিদ্র্য-পীড়নে পীড়িত, তাহাতে আবার বড় সাধের দুহিতা কিরণবালার বিবাহ চিন্তায় বিব্রত। দরিদ্র কায়স্থের কন্যাদায় যে কিপ্রকার ক্লেশ-কর ব্যাপার, তাহা কে না জানেন? নলিনী-রঞ্জনের অবস্থা হীন হইয়া থাকিলেও এত শীঘ্র প্রবৃত্তি হীনা হয় নাই। যেখানে সেখানে যার তার ঘরে মেয়ে বিয়ে দিবার সঙ্কল্প তিনি মনে স্থান দিতেও পারিতেছেন না। এদিকে টাকা পয়সার অভাব—প্রচুর পরিমাণ অর্থ-প্রদান করিতে না পারিলে ভাল ঘরে ভাল বরে বিবাহ দেওয়ার আশা অনর্থক। ভাবিয়া নলিনীবাবু কিছুই স্থির করিতে পারিতে-ছেন না। নানাস্থানে ঘটক পাঠাইয়া মতামত সংগ্রহ করিতেছেন। বরপক্ষের প্রার্থিত টাকার সংখ্যা শ্রবণে মস্তকে হাত দিতেছেন—দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতেছেন! নানারূপ ভাবিয়া অবশেষে নলিনী-বাবু স্থির করিয়াছেন— যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াও কিরণকে অবস্থাপন্ন উচ্চবংশের সুপাত্রের করে অর্পণ করিবেন। কিরণ তাঁহার বড় সাধের মেয়ে—ভাগ্যবিপর্য্যয়ের জন্য কিরণের অপরাধ কি? মৃণালিনীর কথায় ৯ বছরের সময় যদি কিরণের বিবাহ দিতেন, তবে ত কিরণ তাঁহার অসুখের বিষয় হইত না। যত দোষ তাঁহার নিজের বুদ্ধির ও ভাগ্যের। তিনি পিতা হইয়া কিরণের অসুখের কারণ

হইবেন না। কিরণের সুখের জন্য অবশিষ্ট যাহা কিছু আছে, বিসর্জ্জন করিবেন। উল্লি-খিত সংঙ্কল্প প্রথম তাঁহার মনে উদিত হইয়া দেওয়ানজীর কর্ণগোচর হইয়াছে। দেওয়ানজী পুরাতন কর্ম্মচারী—জমিদার বংশের চির হিতৈষী। অবস্থাবৈগুণ্য ঘটিলেও দেওয়ানজী পূর্ব্বের ন্যায় নলিনীবাবুর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন। সর্ব্বদা সকল বিষয়েই দেওয়ানজী পরামর্শদাতা। নলিনীবাবুর বৃহৎ বৈঠকখানায় একটী ক্ষুদ্র প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে—নলিনীবাবুর পার্শ্বদেশে দেওয়ানজী নীরবে উপবিষ্ট। অন্ধকার রাত্রি—অন্ধকারে সমস্ত জগৎ সমাবৃত করিয়া বৈঠকখানাস্থিত মানবযুগলের হৃদয় দুখানিও যেন ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব ছিলেন, পরে নলিনী-বাবু বলিলেন;—দেওয়ানজী, আমার কোন্ পাপে এমন হ'ল? আমি ত কখনও কাহারও অনিষ্ট করেছি ব'লে মনে হয় না। তবে এমন হ'ল কেন? দেওয়ানজী বলিলেন বাবু, যখন যা হবার তা হবেই মানুষের তাতে হাত নাই—শুনেছি মানব কর্ম্মফল ভোগ করে—প্রত্যেকেই কর্ম্মফলের অধীন।

ন। আমি ত অসৎকর্ম্ম করি নাই, তবে এমন অশুভ ফললাভ হল কেন?

দে। সদসৎ কর্ম্মের নির্দ্ধারণ বড়ই কঠিন ব্যাপার; যাহাকে আমরা সৎ বলি, অবস্থা বিশেষে তাহা অসৎ বলিয়াও গণ্য হইতে পারে।

ন। আমি যে সব সদনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহা কি কেহ অসৎ কার্য্যরূপে অভিহিত করে?

দে। অন্য কেহ না করিলেও, আমি ঐ সব কার্য্যকে আত্মঘাতী বলে উল্লেখ করিব। যদি সৎকার্য্য হইত, মনে অনুতাপ আসিত না—সোণার সংসার ছারখার হইয়া যাইত না। আত্মরক্ষা করিয়া যে সৎকার্য্য করা যায়, তাহাই সৎকার্য্যাখ্যা পাইবার যোগ্য। আপনার ঊর্দ্ধতন মহাত্মারা সেইরূপ সদনুষ্ঠানই বরাবর করিয়া আসিয়াছেন।

ন। আমি মাত্রা অতিক্রম করায় আমার এই দুর্দ্দশা উপস্থিত?

দে। আমি আর কি বলিব—আপনি সবই বুঝতে পারেন।

ন। দেওয়ানজী মহাশয়! জীব কর্ম্মজনিত দুরদৃষ্টের ফলভোগ করিতে বাধ্য। আমিও জীব; তাই আমার বিবেচনাশক্তি আপনার হিতোপদেশকে অগ্রাহ্য করিয়া বর্ত্তমান অব-স্থার সংঘটন করিয়াছে। অনুতাপ করিয়াও লাভ নাই। যা'ক ও সব কথা; এখন বলুন দেখি কিরণের বিবাহের কি করি। আমার যাহা এখন আছে, তাহা আপনার অবিদিত নহে। বিষ্ণুপুর বসুদের বাড়ী একটী ছেলে আছে—ছেলেটী ভাল—চায় পাঁচ হাজার। ধর্ম্মদীর গুহেরা হাজার টাকা চায়—ছেলেটী তত ভাল নহে। আমার বিষ্ণুপুর করার মত হয় কিন্তু টাকা পাই কোথায়। সম্পত্তিটুকু বিক্রী করিলে একরূপ বিবাহব্যয় সঙ্কুলন হইতে পারে।

দে। ও-সম্পত্তি বিক্রয় করিলে সংসার চলিবে কিরূপে? ঐত সম্বল।

ন। তা ত বটে; মেয়ের বিয়ে না দিলেও ত নয়।

দে। অবস্থানুসারে ব্যবস্থা—হাজার বারশ টাকার মধ্যে হয় এমন একটা সম্বন্ধ দেখা

যাউক। অত ব্যয় বাহুল্য করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হওয়া আমার অপরামর্শ।

ন। তাই বা সেরূপ সম্বন্ধ কোথায়?

দে। নিধিনগরের স্বরূপদত্তের একটী ছেলে আছে—রেজেষ্টরী আফিসে কর্ম্ম করে—ত্রিশ টাকা পায়। বোধ হয় সামান্য কিছু দিলেই এটা হতে পারে। নলিনীবাবুর অভিপ্রায় না হইলেও বলিলেন, আচ্ছা ক্ষতি কি—চেষ্টা দেখুন। আজকাল আমার আর ভালমন্দের বিচার কি। যত তাড়াতাড়ি হয় আমাকে একটা করতেই হবে। মেয়ে আর রাখা যায় না। কিরণের বয়স আজ পনর বছর—লজ্জায় মেয়ে আমার সাম্‌নেও আসে না। ভাবনায় আমার নিদ্রা হয় না। দেওয়ানজী বলিলেন—'তা ত হতেই পারে। এ কথার পরে নলিনীবাবু দেওয়ানজীকে বিদায় দিয়া চিন্তাভারাবনত হৃদয় লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা।

(দোল)

দোলায়াং দোল-গোবিন্দম্
মঞ্চেস্থং মধুসূদনম্।
রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা
পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ, পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয়, পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥
১৬।৮ অ০ গীতা।

ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে, অনাবৃত্তিঃশব্দাৎ। শ্রুতিঃ।

রাধা রাধা বলি, বাজিল বাঁশরী,
উঠিল গগনে মধুর স্বর।
ধন জন পতি, সকলি পাসরি,
ধাইল রাধিকা ত্যজিয়া ঘর॥১॥
ধায় অষ্ট সখি, চিত্রা চম্পকলি,
ললিতা বিশাখা ইন্দুরেখা।
ধায় অঙ্গ যেন, গুঞ্জরিত অলি,
সুদেবী-তুঙ্গ বিদ্যুতের লেখা॥২॥
যমুনার তীরে, বটবংশীতলে,
রাধাকৃষ্ণ সনে প্রেমের খেলা।
হেন অপরূপ, নাহি ধরাতলে।
প্রেম মহোৎসবে প্রেমের লীলা॥৩॥
দোল বেদিকায়, দূর্ব্বায় মণ্ডিত,
দাঁড়াইলা রাধা, শ্যামের বামে।
যুগল মূরতি, আবীরে চর্চ্চিত,
লক্ষ্মীনারায়ণ গোলোকধামে॥৪॥
অথবা চঞ্চলা, স্থিররূপ ধরি,
তরল কাঞ্চনে উজলি বন।
নাচিল হাসিয়া, নবঘনোপরি,
রাধা সৌদামিনী কেশবঘন॥৫॥
চন্দ্রমা কিরণে, রঞ্জিত রাধায়,
ভাতিল অপূর্ব্ব লাবণ্যরাশি।
রক্তিম অধর, অলকা সম্ভার,
চুম্বিল সাদরে কৌমুদী হাসি॥৬॥

শত সখীগণ, আনন্দে মিলিয়া,
ধরাধরি করি কোমলকর।
ডারি পিচকারী, কেশবে বেষ্টিয়া,
বাজিল সঘনে বাঁশরীশ্বর॥৭॥
অপূর্ব্ব শোভিল, চন্দ্রমা কিরণে,
নর্ত্তনে তরঙ্গিত দেহলতা।
বরষি চঞ্চল, কটাক্ষ সঘনে,
নাচিল সখীরা রমনে রতা॥৮॥
সঘনে তাড়িত, নূপুর চরণে,
সঙ্গীত সুতানে বাজিল মৃদু।
যত সখী মিলি, গাইল যতনে,
জয় গো কিশোরী ব্রজের বঁধু॥৯॥
"জয় রাধাশ্যাম," ধ্বনিল আকাশে,
কোকিল কূজিল রমিত বনে।
সুরঙ্গে যমুনা, তরঙ্গ বিকাশে,
বহিল মধুর সমীরস্বনে॥১০॥
গাহিল চম্পকা, চন্দ্রমাকিরণে,
কোকিল যেমতি পঞ্চম স্বরে।
আইস সখিরে, আজি বৃন্দাবনে,
প্রেমলীলা করি প্রেমের তরে॥১১॥
কভু নাহি হেরি, এ হেন মূরতি,
বটবংশীতলে নন্দ-নন্দন।
পূজিব সকলে, বিনোদিনী সতী,
ছেদিবে কালা সংসারবন্ধন॥১২॥
কিবা অপরূপ, নেহারি সখিরে,
কদম্বের তলে নন্দ-নন্দন।
রাধা রাধা বলি অধরে ফুকরে,
মুরলীধর বংশী অনুপম॥১৩॥
যতনে স্থাপিত, হৃদয় মন্দিরে,
যমুনাপুলিনে নন্দ-নন্দন।
অধরে মুরলী, শিখিপুচ্ছ শিরে,
চরণে রাজিত রক্তচন্দন॥১৪॥
গাহিল রাধিকা, শ্যাম বিনোদিনী,
বীণা বিনিন্দিত মধুর স্বরে।
ধ্বনিল গগনে, শ্রীরাগ রাগিনী,
বাজিল ত্রিতন্ত্রী নারদ করে॥১৫॥
কি মোহনরূপ ধরি, করিল হৃদয় চুরি,
শ্যাম মোর কামনার ধন।
নেহারি কালার মুখ, লভিয়াছি শান্তিসুখ,
শ্যাম মোর পতিত-পাবন॥১৬॥
শক্তিমন্ত্র হৃদে ধরি, কেশবে বিহার করি,
এই মোর যুগান্ত বাসনা।
প্রেমমন্ত্রে প্রণোদিত, প্রেমে বিশ্ব বিনির্ম্মিত,
প্রেম মূর্ত্তি করি উপাসনা॥১৭॥
ধন জন গৃহদ্বার, পিতামাতা পরিবার
সব কৃষ্ণে করেছি অর্পণ।
নাশিতে পাপের ভার, ব্রজে ব্রহ্ম-অবতার,
শ্যাম মোর পতি-পুত্র-ধন॥১৮॥
নাহি চাহি ধন জন, পিতামাতা প্রিয়জন,
চাহি সখি শ্যামের প্রণয়।
প্রেম বিনা এ সংসার, মায়াপূর্ণ কারাগার,
শ্যামপ্রেমে পূর্ণ এ হৃদয়॥১৯॥
ধন্য বৃন্দাবন সখি, যথায় কমল-আঁখি,
প্রেম-লীলা করিলা প্রচার।
ধন্য কুঞ্জ বৃক্ষগণ, যার তলে অনুক্ষণ,
ব্রজধন করিলা বিহার॥২০॥
ধন্য লো যমুনে সতি, তোর তলে প্রাণপতি,
সদা করে স্নান-সন্তরণ।
প্রক্ষালি শ্রীঅঙ্গমলা, নাম তোর পূর্ণজলা,
জল তোর সুনীল বরণ॥২১॥
ধন্য কদম্ব সুন্দরি, তোর তলে অবতরি,
প্রাণনাথ বাজায় বাঁশরী।
মুগ্ধ করি মনপ্রাণ, ধ্বনিছে গগনে তান,
তরঙ্গিত সঙ্গীত-লহরী॥২২॥

ধন্য রে সৈকতদেশ, যথা প্রভু হৃষিকেশ,
গাভীবৎস করেন চারণ।
অপরূপ অভিরাম, নীলাম্বু-চুম্বিত স্থান,
হৃদে করে পদাঙ্ক ধারণ ॥২৩॥
ধন্য রে বিশাল বট, শোভিত কালিন্দীতট,
তোর মূলে সুখে গুণধাম।
প্রিয়-বংশী মুখে ধরি, প্রেমগুণ গান হরি,
তাই তোর বটবংশী নাম ॥২৪॥
ধন্য বংশ নিধুবনে, যার খণ্ডে সুযতনে,
নিরমিলা বংশী যদুপ্রাণ।
যেঁ অধর রসামৃত, গোপীর চির-বাঞ্ছিত,
সেই সুধা নিত্য কর পান ॥২৫॥
ধন্য রে তমাল শ্রেণী, যেন যমুনার বেণী,
তোর তলে নিত্য ভগবান্।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ধরি, ধ্বনিয়া বাঁশরী হরি,
নৃত্য করে আনন্দিত প্রাণ ॥২৬॥
ধন্য গিরি গোবর্দ্ধন, তোর দেহে অগণন,
শোভে কত বিচিত্র প্রস্তর।
রাধা-লতা বিজড়িত, তমালের শ্রেণী কত,
লুক্কায়িত যাহে প্রাণেশ্বর ॥২৭॥
এত বলি যত সখী, পূজিলা কমল-আঁখি,
আঁকিলা আবীরে শ্রীচরণ।
চন্দন-তুলসীদলে, পবিত্র যমুনা জলে,
প্রণমিলা দেব নারায়ণ ॥২৮॥
অতঃপর যত সখী, পুরোভাগে রাধা রাখি,
স্তবিলা সেই জগত কারণ।
তুমি নিত্য ভগবান্, প্রেমরূপে মূর্ত্তিমান্,
নমো নমঃ প্রভু নারায়ণ ॥২৯॥
যুগে যুগে অবতরি, নাশিলা অমর-অরি,
তুমি দেব সংহার-কারণ।
গুপ্ত তব বিশ্ব কায়া, কে বুঝিবে তব মায়া,
নমো নমঃ প্রভু নারায়ণ ॥৩০॥

বিস্তারি বিবিধ দৃশ্য, নিরমিলা এই বিশ্ব,
তুমি দেব সৃষ্টির কারণ।
আঁধারে আলোক মিশি, সৃজিলা এ দিবানিশি,
নমো নমঃ প্রভু নারায়ণ ॥৩১॥
তুমি শক্তি-প্রবর্ত্তক, তুমি বিশ্ব-নিয়ামক,
স্থিতিরূপে নিত্যনিরঞ্জন।
চন্দ্র সূর্য্য বিশ্বকূপ, সকলি তোমারি রূপ,
নমো নমঃ প্রভু নারায়ণ ॥৩২॥
লীলার তরঙ্গে হরি, ব্রজধামে অবতরি,
প্রেমমূর্ত্তি করিলা ধারণ।
আমরা চরণদাসী, প্রেমভাবে ভালবাসি,
নমো নমঃ প্রভু নারায়ণ ॥৩৩॥
নিষ্কলঙ্ক প্রেমলীলা, ব্রজধামে প্রকটিলা,
ব্রহ্মচারী তুমি অনুপম।
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধরি, তোমাতে বিহার করি,
নমো নমঃ প্রভু নারায়ণ ॥৩৪॥
ব্রহ্মস্পর্শ অনুপম, ব্রহ্মে রতি আলিঙ্গন,
আজীবন ব্রহ্মে নিমগন।
অপূর্ব্ব এ ব্রহ্মসুখ, লভি চুম্বি তব মুখ,
নমো নমঃ প্রভু নারায়ণ ॥৩৫॥
তব মূর্ত্তি নিরঞ্জন, সর্ব্বভূতে সর্ব্বক্ষণ,
হেরি মোরা ব্রজাঙ্গনাগণ।
কালিন্দী তরঙ্গোপরি, যশোদা-দুলাল হরি,
নমো নমঃ প্রভু নারায়ণ ॥৩৬॥
জলেস্থলে প্রেমভরা, তব মূর্ত্তি হেরি মোরা,
তুমি বিভো অনন্ত মহান্।
তুমি বিশ্বে মহাব্যোম, শব্দের আধার ওম্,
নমো নমঃ প্রভু ভগবান্ ॥৩৭॥
সর্ব্বজীব প্রাণিগণ, তব প্রেমে সন্তরণ,
করিতেছে সুখে অবিরাম।
তুমি জ্ঞান তুমি ধর্ম্ম, তুমি কার্য্য তুমি কর্ম্ম,
নমো নমঃ প্রভু ভগবান্ ॥৩৮॥

তুমি ক্ষিতি রসাতল, অনিল অনল জল,
তুমি দেব ক্ষেত্রজ্ঞ মহান্।
পুণ্যগন্ধ অবিকার, সর্ব্বভূতে নির্ব্বিকার,
নমো নমঃ প্রভু ভগবান্ ॥৩৯॥
তুমি মুক্তি নিরবাণ, বেদ ধর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞান,
তুমি বিভো! জ্ঞানের নিদান।
অনন্ত তব মহিমা, কেহ নাহি জানে সীমা,
নমো নমঃ প্রভু ভগবান্ ॥৪০॥
মোরা ব্রজাঙ্গনাগণ, তব প্রেমে নিমগণ,
তুমি প্রভু রাধার পরাণ।
হৃদি পরে শ্রীচরণ, কর প্রভু সমর্পণ,
নমো নমঃ প্রভু ভগবান্ ॥৪১॥
এইরূপে স্তব করি ব্রজাঙ্গনাগণ,
শ্রীরাধার সহ গৃহে করিলা গমন।
ভক্তিরসামৃতসিক্ত পূজা অনুপম,
মহাদরে শ্রীনিবাস করিলা গ্রহণ।
ধ্বনিয়া মধুর স্বরে মোহন মুরলী,
নিজ ধামে চলি গেলা ত্রিবিক্রম-বলী ॥

সম্পাদক।

সমালোচনা।

খ্রীষ্টপুরাণ—মথি, যোহন, লুক ও মার্ক, নববিধানের (New Testament) এই চারিটী অংশ ইংরেজী ভাষা হইতে বাঙ্গালা পদ্যে শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত। বাইবেলের অংশবিশেষকে "পুরাণ" আখ্যা দেওয়া নিতান্ত ভ্রমসংকুল। পুরাণ হিন্দুদিগের সম্পত্তি, উহা অন্য কোনও জাতি অপহরণ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণবাইবেল বলিলে যেমন হাস্যাস্পদ হইতে হয়, খ্রীষ্ট পুরাণও তদ্রূপ। যে সে গ্রন্থ পুরাণ আখ্যায় অভিহিত হইতে পারে না।

স্বর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং বিপ্র পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥

পুরাণের পাঁচটী লক্ষণ, যথা—ঈশ্বর সৃষ্টি, অন্য সৃষ্টি, বংশকথা, মন্বন্তরের বিবরণ এবং বিপ্রদিগের বংশ ও চরিত্রকাহিনী। এই পঞ্চ লক্ষণের মধ্যে বংশকথা ব্যতীত অন্য কোনও লক্ষণ উক্ত চারিখানি খ্রীষ্টপুরাণে নাই। এমতাবস্থায় উহাদিগকে পুরাণ আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত। সরকার মহাশয় মথির উৎসর্গপত্রে লিখিতেছেন—

হে বঙ্গবাসিন্, যদি উদাসীন জীবনলাভেতে না
হও আর।
একতা বিধাতা খ্রীষ্ট সর্ব্বত্রাতা পড় গিয়া দ্রুত
চরণে তাঁর ॥
বটে যীশুখ্রীষ্ট, বটে ঈশকৃষ্ণ, নামতঃ অনেকে
অভিন্ন বলে।
উদ্দেশ্য একের, মানবধর্ম্মের ঐশিক বিকাশ
নৈতিক বলে ॥
কিন্তু অন্যে চায়, দাসত্ব প্রথায়, নৈতিক শক্তির
ক্রমিক হ্রাস।
মানবের সত্ব, যাহা ঈশদত্ত উদ্দেশ্য তাহা সমূলে
নাশ ॥

শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের হৃদয় মধ্যে এই ত্রিপুরার অনার্য্য, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ ভাব নিহিত থাকিতে

পারে—আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই। কারণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন, শ্রীকৃষ্ণের গীতাধর্ম্মের ন্যায় ঔদারনৈতিক সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম (universal religion) জগতে আর কুত্রাপি নাই। স্মরণাতীতকালে যখন হিন্দু-আর্য্যগণ অনন্ত সাগর বেষ্টিত, তুষার-মণ্ডিত, উত্তরমেরু দেশে (The arctic polar region) বাস করিতেন, তখন পর্ব্বতমালা প্রতিধ্বনিত করিয়া একটী মহান্ শব্দ উত্থিত হইয়াছিল। "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" ঈশ্বর এক, কিন্তু বিদ্বানগণ তাঁহাকে বহু আখ্যায় ডাকিয়া থাকেন। যিনি যে নামে শ্রীভগবান্‌কে পূজা করিবেন, নানাদিক হইতে ভক্তের প্রেমাঞ্জলি একই বিভুর চরণতলে অর্পিত হইবে। তাই শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তেতাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।"

মধুবাবুর জীবনদাতা খ্রীষ্ট বলিতেছেন "পবিত্র জলে সিঞ্চিত (Baptised) হইয়া আমার ধর্ম্মগ্রহণ না করিলে তোমার অনন্ত নরক" মহম্মদ বলিতেছেন,—"ইশলামধর্ম্ম যাহারা গ্রহণ না করে তাহারা কাফের তাহাদের অনন্ত নরকের ব্যবস্থা হইয়াছে" কিন্তু সর্ব্বলোকত্রাতা শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—যিনি যে ভাবে আমাকে ডাকিবেন সেই ভাবে আমি তাঁহাকে ফল দিব, খ্রীষ্টের ধর্ম্ম, মহম্মদের ধর্ম্ম বা আমার ধর্ম্ম যে ধর্ম্ম তুমি অবলম্বন কর না কেন, সকল ধর্ম্মেই তোমার মুক্তি হইতে পারে।" যীশু, খ্রীষ্টানদিগের পরিত্রাতা, কিন্তু শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বলোকত্রাতা। যীশুর ধর্ম্ম, হিদেনদিগের জন্য, অনন্তনরকের বিধান করিয়াছে, এই অযৌক্তিক সংকীর্ণ, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সহিত সনাতন হিন্দুধর্ম্মের তুলনা করিয়া মধুবাবু সুধীগণ সমাজে হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। সরকার মহাশয় উৎসর্গ পত্রের পাদমন্তব্যে চাতুর্ব্বর্ণ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ। "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" এই শ্লোকার্দ্ধের অর্থ তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই দেখিয়া, আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। "ঋষিযুগ" প্রবন্ধ প্রণেতার অগাধ গবেষণা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া অনেকেই মোহিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই শ্লোকার্দ্ধের একটী সংকীর্ণ অর্থ তিনি কোথায় পাইলেন। তিনি বলিতেছেন "এই স্থলে ও অন্যান্য স্থলে কৃষ্ণ বর্ণভেদ সম্বন্ধে যাহা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, তাহাতেই তিনি বর্ত্তমান জাতিভেদ (Castes) সমর্থন করিতেছেন।" বর্ত্তমান বংশগত জাতিভেদ সমর্থন না করিয়া উক্ত শ্লোকার্দ্ধে তাহার বিপরীত মতের অবতারণা করিয়াছে। উক্ত শ্লোকার্দ্ধে যে গূঢ় সত্য নিহিত আছে তাহা শাশ্বত, অক্ষয় ও সনাতন। পঞ্চমহাভূত চারিটী বিরাট-ভাগে বিভক্ত হইয়া সময় ও সীমা (Time and space) আবৃত করিয়া রহিয়াছে। আকাশ, পাতাল ও সমগ্র বিশ্বে, সাত্বিক, সাত্বিক-রাজসিক, রাজসিক-তামসিক ও তামসিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই ৪টী গুণকর্ম্ম বিভাগ বর্ত্তমান রহিয়াছে। "সুরাসুর, নরাপক্ষী, পশুদ্রুমলতাদয় এবং চতুর্ব্বিধা সর্ব্বে প্রজাবর্গ চতুষ্টয়ী" উক্ত শ্লোকার্দ্ধে ভারত সম্বন্ধে, কি কোন শ্বেত, কৃষ্ণ ও পীতজাতি সম্বন্ধে কোনও কথাই নাই। সমগ্র বিশ্বের জন্য এই শ্লোকার্দ্ধ কথিত হইয়াছে। নিজ কর্ম্মফলে কি প্রকারে মুক্তি হয় তাহা শ্রীভগবান্ বলিতেছেন;—

"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥
গীতা ৪৬।১৮অ০।

অর্থাৎ যাহা হইতে জীবগণের প্রবৃত্তিসঞ্জাত, যৎকর্ত্তৃক বিশ্ব পরিব্যাপ্ত, নিজকর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া মানুষ সিদ্ধিলাভ করে। মধুবাবুকে আমি অনুরোধ করি, এই প্রকার সনাতন সার্ব্বজনীন কোনও সত্য তিনি সমগ্র বাইবেলে দেখাইতে পারেন কি? শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ সমস্ত মানুষকে অনন্ত জীবনের পথে লইয়া যাইতেছেন। মানুষের ঈশদত্ত সত্ব অপহরণ করিয়া জীবন নাশের পথে তিনি লইয়াছেন এই প্রকার উক্তি আদ্যন্ত মিথ্যা। মধুবাবুর তারস্বর অনুকরণ করিয়া আমি সমগ্র বিশ্ব প্রতিধ্বনিত করিয়া কহিতেছি—হে বিশ্ববাসি নরনারীগণ! যদি প্রকৃত মুক্তিপথের অধিকারী হইতে চাও, দ্রুত আসিয়া মানবরূপী স্বয়ং ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে লুণ্ঠিত হও। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, এই ৪ খানি গ্রন্থের অনুবাদ অতি সুন্দর হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ সাধারণতঃ অতি কদর্য্য, কিন্তু যে পুস্তক মধ্যে হিন্দুর গ্রাহ্যযোগ্য প্রায় কোনও কথা নাই, তাহাকে হিন্দুর গ্রহণীয় করা মধুবাবুর সাধ্যাতীত।

২। আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সমালোচনার জন্য পাইয়াছি।

(১) স্বধর্ম্ম।
(২) দুর্গাপূজায় বলি।
(৩) সাহা বা শঙ্খবণিকজাতি।

অনবকাশ হেতু আমরা পুস্তকগুলি পাঠ করিতে পরি নাই। ১৩১৮ সনের বৈশাখ সংখ্যায় আমরা ইহাদিগের সমালোচনা করিব।

৩। নববঙ্গ। জাতিতত্ত্বপ্রণেতা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের সম্পাদনে বিচিত্র দক্ষতার সহিত পরিচালিত। ইহা সাপ্তাহিক পত্রিকা। আমাদিগের মাসিক পত্রিকার সহিত বিনিময় হয়, তজ্জন্য আমরা ধন্যবাদ দিতেছি। মধ্যে মধ্যে কায়স্থ সম্বন্ধে ও অন্যান্য সামাজিক বিষয়ে সারবান্ প্রবন্ধাদি থাকে। কায়স্থোপনয়নাদি সংবাদ ও নানা ভাবের কথা সন্নিবিষ্ট হয়, প্রত্যেক কায়স্থের এই পত্রিকাখানি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

৪। মহামায়া। সাপ্তাহিক পত্রিকা, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হেমশশী সোম মহাশয় সম্পাদক। আমাদের প্রতিভার সাহিত্য বিনিময় হইতেছে। ইহাতে অনেক সংবাদ থাকে ও ইহার ভাষাও প্রাঞ্জল। আমরা ইহার ক্রমোন্নতি কামনা করি।

৫। সমাজ। একটী অপূর্ব্ব সাপ্তাহিক পত্রিকা। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় বি, এ, কবিরত্ন মহাশয়ের সম্পাদনে প্রকাশিত হইতেছে। বহু দিনের লব্ধপ্রতিষ্ঠ যে সমস্ত বৃহদাকার সাপ্তাহিক পত্রিকা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে, প্রায় সকলেই সাম্প্রদায়িক ভাবে পরিচালিত হইতেছে, কিন্তু সমাজ নিরপেক্ষ, তাহার মীমাংসা সর্ব্বদা সমীচীন। ভাষা জলদগম্ভীর ও সময় সময় উত্তেজনময়ী। সমাজ শৈশবে যেন পূর্ণাঙ্গ, যৌবনলাবণ্যে প্রদীপ্ত। বঙ্গে এইপ্রকার একটী সার্ব্বজনীন পত্রিকার অভাব আমরা অনেক দিন হইতে অনুভব করিতেছিলাম, সমাজের দীর্ঘজীবন আমরা কামনা করি।

৬। আনন্দবাজার পত্রিকা। কায়স্থসমাজে সুপরিচিত বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত।

৭। ত্রিশূল। পুণ্যতীর্থ কাশীধাম হইতে প্রকাশিত, সাপ্তাহিক পত্রিকা। ত্রিশূলের উদার নীতি সর্ব্বজন প্রশংসিত। হিন্দুসমাজের প্রকৃত হিতকামী ব্রাহ্মণ মহাত্মাগণ লিখিত প্রবন্ধাদি আমাদিগের বিশেষ আদরনীয়। আমাদিগের মূল ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৪১ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন ;—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈ॥

অর্থাৎ—হে শত্রুতাপন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের স্বভাবজাত গুণানুসারে তাহাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সকল বিভক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজ গুণকর্ম্মানুসারে বিভক্ত হইতেছে। ব্রাহ্মণদিগের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে অতি মন্দক্ষণে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন প্রমুখ বঙ্গীয় স্মৃতিশাস্ত্রবেত্তাগণ সমস্বরে চীৎকার করিয়াছিলেন, "যুগে জঘন্যে দ্বেষ্যৌ ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব চ" ব্রাহ্মণেতর সমুদায় হিন্দুজাতি শূদ্র, তাহাদিগের বেদে, ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকার নাই। "কলৌ ক্ষত্রিয় বৈশ্যৌ নস্ত" ইত্যাদি ফাঁকী সিদ্ধান্তে এখন আর চলিবে না। এখন সমগ্র নিম্নজাতি জাগরিত। ত্রিশূল যদি কাশীস্থ ব্রাহ্মণ অধ্যাপকসমাজের মুখপত্র হয়, এবং ত্রিশূল যদি ভগ্ন হিন্দুসমাজ স্তূপের উপর গুণকর্ম্মানুসারে সমাজগৃহ নির্ম্মানের সাহায্য করেন তবে সামাজিক বহুবিধ মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন। আমরা ত্রিশূলের ন্যায় সংবাদপত্রের দীর্ঘজীবন ও বহুল বিস্তার আশা করি।

৮। জাগরণ। বাগেরহাট হইতে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি অতিশয় দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। প্রকৃত বঙ্গীয় জাগরণ-যুগের প্রারম্ভে কৃতবিদ্য স্বদেশার্থে ত্যক্তসর্ব্বস্ব মহামনা কায়স্থ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় দেববর্ম্মা বি-এ কবিরত্ন মহাশয়ের উদ্যোগে জাগরণ উত্থিত হইয়া দেশের বহুল মঙ্গলসাধন করিয়াছে। ইহার উন্নতি ও দীর্ঘজীবন আমরা সর্ব্বান্তকরণে শ্রীভগবান্‌সমীপে প্রার্থনা করি।

৯। আধুনিক মাসিক পত্রিকাগুলি মধ্যে 'সচিত্র গৃহস্থ' অতি সুন্দররূপে পরিচালিত। ইহাতে অনেক ধর্ম্মকথা ও সারবান প্রবন্ধাদি প্রাঞ্জল ভাষায় মাসে মাসে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহিত একটাকা মাত্র। ইহার দীর্ঘজীবন আমরা কামনা করি।

১০। শান্তিকণা। অতি উপাদেয় মাসিক পত্রিকা কিন্তু ঠিকমত আমাদিগের হস্তগত হইতেছে না। ইহার দীর্ঘজীবন ও উন্নতি আমরা প্রার্থনা করি।

১১। তিলিবান্ধব। ক্ষুদ্রাকারে চালিত হইলেও সাহা সমাজের অনেক উপকার সংসাধিত করিতেছে আমরা ইহার উন্নতি কামনা করি।

১২। কায়স্থ পত্রিকা। কায়স্থসমাজের মঙ্গলার্থে এই পত্রিকাখানি উৎসৃষ্ট। অতিশয় দক্ষতার সহিত অনেকদিন হইতে পরিচালিত হইতেছে। অনেক কায়স্থভ্রাতৃবৃন্দ ইহা আনন্দের সহিত মাসে মাসে পাঠ করিতেছেন। ইহার উন্নতি ও মঙ্গলের সহিত কায়স্থসমাজের মঙ্গল বিজড়িত। মঙ্গলময়ী রাধালতা যেন শ্যামতমালে জড়িত। ইহার সুদীর্ঘজীবন ও উন্নতি আমরা সর্ব্বান্তকরণে শ্রীভগবান্‌সমীপে কামনা করি।

১৩। হিন্দুপত্রিকা। স্বনামধন্য মহাপুরুষ শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার এম, এ, বি-এল বাহাদুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত। হিন্দুসমাজের গৌরবপূর্ণ এই পত্রিকাখানি হিন্দুসমাজের মহদুপকার সংসাধন করিতেছে। ইহার দীর্ঘজীবন আমরা কামনা করি।

১৪। উপাসনা—কাশিমবাজারস্থ শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখকগণ দ্বারা লিখিত মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকাখানি স্বীয় নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। ইহার ক্রমোন্নতি আমরা প্রার্থনা করি।

১৫। কৃষিসমাচার। মাসিক সচিত্র পত্রিকা ঢাকা ২০৮নং পোড়ামহল্লা হইতে শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। জাপান, আমেরিকা, ইউরোপ হইতে প্রত্যাগত কৃষিতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মাগণ দ্বারা লিখিত প্রত্যেক কায়স্থের গৃহে পঠিত হওয়া কর্ত্তব্য আমরা বিবেচনা করি। কারণ কৃষি ভারতের মূলধন, উহার উন্নতির সহিত ভারতের উন্নতি বিজড়িত। ইহার দীর্ঘজীবন আমরা প্রার্থনা করিতেছি।

১৬। ধর্ম্মসমাজপ্রসঙ্গ এবং কবিতাভাষ, এই দুইখানি গদ্য ও পদ্য পুস্তিকা শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মিত্র অথবা ইন্দুব্রহ্মস্বামী কর্ত্তৃক বিরচিত। পুস্তিকা দুইখানি ক্ষুদ্র হইলেও বালক ও বালিকাগণের সুপাঠ্য।

সম্পাদকস্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

১। ১৩১৭ বঙ্গাব্দ শেষে আমরা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার গ্রাহকগণ, প্রবন্ধলেখকগণ ও পৃষ্ঠপোষক মহাত্মাগণকে শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। প্রতিভার প্রতি তাঁহাদিগের আন্তরিক সমবেদনা ও অর্থ সাহায্য আমাদিগকে অচ্ছেদ্য ঋণজালে আবদ্ধ করিয়াছে। আর প্রবন্ধলেখকগণ, এক বৎসর কাল আপনারা কোনও প্রকার অর্থসাহায্য গ্রহণ না করিয়া, কায়স্থসমাজের অধঃপতিত অবস্থা নিরীক্ষণে করুণায় প্রণোদিত হইয়া, সমাজকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ পথে উন্নীত করিতে যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার প্রতিদান স্বরূপ আমরা কি দিতে পারি? জগতে এমন কোনও রত্ন নাই যদ্দ্বারা সমাজ আপনাদিগের এই ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। আমরা শ্রীভগবানের নিকট যুক্তকরে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আপনাদিগের মস্তকে সকল সম্পদ অজস্র বর্ষণ করেন। প্রায় বর্ষদ্বয় হইতে চলিল ফরিদপুরের হিতৈষী প্রেসে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা মুদ্রিত হইতেছে। আমরা সর্ব্বান্তকরণে ইহার তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র দেব এবং তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত কর্ম্মচারিদিগকে আমাদিগের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই মুদ্রাযন্ত্রের ক্রমোন্নতি শ্রীভগবানের নিকট আমরা প্রার্থনা করি। গতবর্ষে নিম্নলিখিত ব্রাহ্মণ মহাত্মাগণ প্রতিভায় প্রবন্ধ দিয়াছেন—

১। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী
২। " গোলেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

নিম্নলিখিত কায়স্থ মহাত্মাগণ প্রবন্ধ দিয়াছেন—

১। শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।
২। ,, হিরণ্ময়লাল রায় কবিরত্ন দেববর্ম্মা বি-এ
৩। ,, রসিকলাল রায়
৪। ,, উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী দেববর্ম্মা
৫। ,, শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা
৬। ,, উমেশচন্দ্র বসু মজুমদার
৭। ,, রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর বি-এ সি এল
৮। ,, অখিলচন্দ্র পালিত
৯। ,, অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী
১০। ,, অম্বদাপ্রসাদ মজুমদার বি-এ বি-এল
১১। ,, রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ রায় চৌধুরী
১২। ,, যোগেন্দ্রকুমার বসু
১৩। ,, কৈলাশচন্দ্র ঘোষ ডাক্তার
১৪। ,, মধুসূদন রায় বিশারদ
১৫। ,, প্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা বি-এ বি-এল
১৬। ,, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা
১৭। ,, নীরদমোহন সরকার
১৮। ,, করুণামোহন ঘোষ
১৯। ,, রাইমোহন মিত্র
২০। ,, ললিতমোহন পাল
২১। ,, রামচন্দ্র দেববর্ম্মা
২২। ,, ভূপালচন্দ্র দেববর্ম্মা
২৩। ,, রাধাবিনোদ সরকার
২৪। শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী

২। কায়স্থসমাজের হিতৈষী মহাত্মাগণ কায়স্থোপনয়নপাঠে অতীব আনন্দলাভ করিবেন। এইরূপ মনে, হয় কায়স্থসমাজে আজিও জীবনী আছে। আমরা যে ভাবে, যে উদ্যমসহকারে কার্য্য করিতেছি, তাহাতে বোধ হয় ২। ৩ বৎসরের মধ্যে সমগ্র বঙ্গদেশের চারি শ্রেণীর কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়াচারে বিভূষিত হইবেন। তাহার পর শ্রেণীচতুষ্টয়ের মিলন ও আন্তর্গণিক বিবাহে আমরা প্রাণপণ করিতে পারিব।

৩। ১৩১৭ সনে, বঙ্গদেশের নানাস্থানে কায়স্থসভা সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে ১৩। ১৪ চৈত্র ১৩১৬ বহরমপুরে বিরাট বঙ্গীয় কায়স্থসভার অধিবেশন। ইহাতে সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা কিছু হইয়াছিল আমাদিগের বোধ হয় না কিন্তু শ্রেণীচতুষ্টয়ের মিলন, একত্রে ভোজন, প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ এবং হৃদয়ের বিনিময় ও প্রেমালিঙ্গন হইয়াছিল। ইহাই আমাদিগের যথেষ্ট লাভ। বহরমপুরের খ্যাতনামা উদার-নৈতিক জমিদার শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ সেন মহাশয়ের প্রাসাদে কায়স্থ-প্রতিনিধিগণের সাম্যভোজ ও মিলন একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য। আমরা সকলেই এই প্রকার মিলন দেখিতে চাই। ইহাতে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি সত্বরেই কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে। সেন মহাশয়ের অর্থ ব্যয় সার্থক হইয়াছে তাহার দীর্ঘজীবন আমরা কামনা করি। তাহার পর পূর্ণিমার বৈশাখের ৪র্থ দিবসে অন্নপূর্ণার পূজার দিবসে প্রাচীন বংশোহরে আমাদিগের কায়স্থসভার (Conference) অধিবেশন। হায়! হায়! কায়স্থ-সমাজের দরিদ্রতা দেখিয়া প্রাণ সর্ব্বদা কাঁদে, এমন দিনে কায়স্থ মহোদয়গণ সমাজে অন্ন-সংস্থানব্যবস্থা ত কিছুই করিলেন না। এই অধিবেশনে বিশেষ কিছু কার্য্য হয় নাই, দৈব-দুর্যোগে প্রায় সমস্ত আয়োজন পণ্ড হইয়াছিল। চাঁচড়ার রাজকুমার শ্রীযুক্ত সন্তোষকণ্ঠ সিংহ রায় বাহাদুরের প্রাসাদে প্রতিনিধিগণের অবস্থান ও ভোজনের ব্যবস্থা অতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। কুমার বাহাদুর আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র তাঁহার দীর্ঘজীবন আমরা কামনা করি। তাহার পর বৈশাখের চতুর্বিংশতি দিবসে আমাদিগের প্রজাবৎসল সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড পরলোকে গমন করেন। তাঁহার হঠাৎ মৃত্যুতে সমগ্র ভারত বিষাদসাগরে নিমজ্জিত হয়। ২৩শে আষাঢ় ফরিদপুর জিলান্তর্গত কাছারিদিয়াতে কায়স্থোপনয়ন ও কায়স্থসভা এবং ২৬শে আষাঢ় গোকলার একটী বিরাট ব্রাহ্মণ-কায়স্থের সম্মিলন এবং কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন। ১০ই শ্রাবণ শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে চেউখালিতে একটী কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। তাহার পর বিগত ৪ঠা অগ্রহায়ণ ফরিদপুর জেলান্তর্গত রাজবাড়ীতে শ্রীযুক্ত ডাক্তার কৃপানাথ মজুমদার মহাশয়ের ভবনে ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা এবং তারকচন্দ্র গুহ মহাশয়ের প্রমুখ রাজবাড়ীর কায়স্থ মহাত্মাগণের উদ্যোগে একটী মহতী কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। বিগত মাঘ মাসের প্রথম দিবসে গুপ্তভীর্থ প্রয়াগে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দেব এম-এ ও রামরূপ ঘোষ দেববর্ম্মা বি-এ মহাশয়দিগের প্রযত্নে একটী ক্ষুদ্র কায়স্থসভার অধিবেশন হয় এবং ৪ঠা মাঘ আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী-চরণ ঘোষ মহাশয়ের প্রযত্নে কাশপুরের আর্য্য-সমাজগৃহে একটী ভদ্রস্থ কায়স্থসভার অধি-বেশন হয়। এই উভয় সভায় শ্রীযুক্ত কালী-প্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় ও উক্ত ঘোষ মহাশয় কায়স্থের বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বিগত ৫ই ফাল্গুন বোমাপুরের শুভ্রসভা ও ১৬ই ফাল্গুন শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে সাওরাইলে একটী কায়স্থসভা হয়। তদ্বিবরণ পরে লিখিত হইতেছে।

৪। আমরা অদ্যাবধি যে সমস্ত প্রবন্ধ ও পত্রাদি পাইতেছি। যাঁহারা এই প্রকার প্রবন্ধাদি পাঠান তাঁহাদিগের জানা কর্ত্তব্য যে, বিনামী কোন প্রবন্ধাদি আমরা গ্রহণ করি না, অনর্থক তাঁহারা কষ্টস্বীকার করেন, যাঁহারা নাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা সম্পাদকের নিকট নাম ধাম প্রকাশ করিবেন না।

৫। আগামী ৩০শে চৈত্র ও ১লা বৈশাখ ১৩১৮ বঙ্গাব্দ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে ২৪৩। ১নং আমার সারকুলার রোড বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্‌গৃহে বঙ্গীয়-কায়স্থসভার জীবন অধিবেশন হইবে। আশা করি শ্রেণীচতুষ্টয়ের কায়স্থ মহোদয়গণ উক্ত সভায় আগমন করিবেন।

৬। বিবাহাদি সম্বন্ধে পূর্ণ কি গুপ্ত প্রবন্ধাদি আমরা আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় আর প্রকাশ করিতে পারিব না, প্রবন্ধলেখকগণ সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা নিরীক্ষণ করতঃ উক্ত বিষয়ে প্রবন্ধাদি আর প্রেরণ করিবেন না, করিলে উপেক্ষিত হইবে। আমাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

৭। উক্ত বিষয়ের যে আলোচনা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট। প্রতিভার অধিকাংশ গ্রাহকগণের বিরক্তিকর জানিয়া ও আমরা কি উদ্দেশ্য সাধন জন্য আলোচনা করিয়াছিলাম, তদ্বিষয় সম্পাদকের কৈফিয়ত দেওয়া আবশ্যক,

তাহা সন্তোষজনক হইবে কি না প্রতিভার পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে সমাজের এতাধিক মতভেদ আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। অক্ষতা অর্থাৎ পুরুষসংসর্গ-রহিতা বালবিধবা যাহাদিগের বিবাহ অর্থাৎ দারপরিগ্রহের মুখ্য উদ্দেশ্য "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনম্" (Consummation of marriage) সংসাধিত হয় নাই, তাহাদিগের বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত ও বর্ত্তমান সময়ে সামাজিক অভাব মনে করিয়া, এবং বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি সেই সেই বালবিধবাদিগের দীর্ঘ-নিশ্বাস-বায়ু-বিক্ষুব্ধ-দুঃখ-সাগরতরঙ্গে কায়স্থসমাজের তীরভূমি ভগ্ন হইতেছে দেখিয়া আমরা এই রহস্যের মীমাংসা করিতে অগ্রসর হই। বিগত আষাঢ় মাসের প্রতিভায় "নিরঞ্জনবালা" এই বিষয়ের প্রথম প্রবন্ধ। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণের প্রতিভায় "কাক সংবাদ" ইহার প্রতিবাদ। তৎকালে প্রতিবাদের তীব্রভাব অবলোকনে আমরা এই বিষয়ে ক্ষান্ত হই। কিন্তু বিগত পৌষ মাসে "প্রজ্ঞাসুন্দরীর পত্র" আমাদের হস্তগত হয়। আমরা প্রথমে মনে করিলাম এই পত্র মুদ্রিত করিব না, কেন না এই বিষয়ের আলোচনায় কোন লাভ নাই। কিন্তু পত্রখানি আনুপূর্ব্বিক মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, উহা উচ্চগুণগ্রামে বিভূষিতা কোনও বিদুষী রমণীর লেখনীনিঃসৃত অপূর্ব্ব পত্র। বিরুদ্ধপক্ষের সমস্ত যুক্তি যেন মিতাক্ষরে লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা কাক সংবাদের ক্রোড়লিপি মনে করিয়া পত্রস্থ করিতে বাধ্য হইলাম। তখন অপরপক্ষ হইতে কতকগুলি প্রবন্ধ আমাদের করতলগত হইল। মনে করিলাম সমর্থনকারীদিগের দুই একটী প্রবন্ধ না দিলে সম্পাদকের নিরপেক্ষতার বিশেষ বাধা উপস্থিত হয়, তাই দুইটী প্রবন্ধ বাছিয়া দিয়াছিলাম। এই আমাদিগের কৈফিয়ত।

৮। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে কায়স্থসমাজ ত্রিধাকৃত হইয়াছে। প্রথমপক্ষ বলেন বিধবাদিগের বিবাহে সমাজে ঘোর অনিষ্ট হইবে। দ্বিতীয়পক্ষ বলেন বিধবাদিগের বিবাহ ত সমাজে চলিতেছে প্রকাশ্যে ব্রাহ্ম না হইয়া গোপনে গান্ধর্ব্যমতে। গুপ্ত সমাজশত্রুকে নিহত করা প্রয়োজন। তৃতীয়পক্ষ বলেন হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য আমরা ভুলিয়াছি। হিন্দুর বিবাহ নিত্য, যে পঞ্চকোষে এই দেহ বিনির্ম্মিত তাহার একটী মাত্র অন্নময় কোষবিনাশে সেই বিবাহের চিরন্তন বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে না, তাহার নিদর্শন "পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ" পুরুষের আদর্শ মহামঙ্গলময় শিব ও রমণীর আদর্শ নারীকুল-শিরোমণি শিবানী। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহ নিধন হইলে মহাদেব অন্য দারপরিগ্রহ করেন নাই, তিনি মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া হিমালয়গৃহে সতীর পুনর্জ্জন্ম হইলে তাঁহাকেই বিবাহ করিয়াছিলেন। হিন্দুরমণী বিধবা হইলে যেমন ব্রহ্মচারিণী হইয়া পরজন্ম অপেক্ষা করিবেন, তদ্রূপ পুরুষেরও কর্ত্তব্য ধর্ম্মপত্নীর অভাবে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাবলম্বন করিয়া পরজন্মে সেই স্ত্রীর সহিত মিলন অপেক্ষা করিবেন। নরনারী মধ্যে শ্রীভগবানের আদেশ সমান; একভাবাপন্ন। ব্রহ্ম কি? "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম" ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সমভাবাপন্ন। সঃ সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি। নরনারীর পক্ষে বিবাহ তিনি সমান বিধান করিয়াছেন। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীর বিশেষ প্রয়োজন। আমাদিগের শেষ কথা এই যে, বর্ত্তমান

সময়ে ক্ষত্রিয়সমাজ যখন বঙ্গে নির্ম্মিত হইতেছে, বিধবাবিবাহরূপ অবান্তর বিষয় লইয়া গণ্ডগোল করিলে আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্যের বিঘ্ন হইবে।

৯। লোকগণনা (Census) কার্য্য শেষ হইয়াছে। উপনীত কায়স্থগণকে দেববর্ম্মা ও দেবী শব্দ ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ক্ষত্রিয় শব্দটী জাতির ঘরে লিখিতে দেওয়া হয় নাই। আমাদিগের শত চেষ্টায় আমরা সুফল করিতে পারিলাম না। কিন্তু উপনীত কায়স্থমহোদয়গণ ইহাতে মর্ম্মাহত হইবেন না, কারণ সমাজসংস্কার কার্য্য শনৈঃ শনৈঃ অভিষ্টপথে অগ্রসর হয়। গত লোকগণনায় কায়স্থগণ শূদ্র বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছিলেন, এবার তাহা হইবার উপায় নাই। "দেববর্ম্মা ও দেবী" শব্দদ্বয় কখনও শূদ্রত্ব-জ্ঞাপক হইতে পারে না, বিশেষতঃ "কায়স্থ" শব্দটী ক্ষত্রিয়-জাতিবাচক যথা—

ক্ষত্রশব্দেন কায়ং স্যাদিয়েতি স্থিতিবাচকঃ।
ততঃ ক্ষত্রিয়শব্দেন "কায়স্থ" ইত বোধ্যতে॥
তত্ত্বাম্বুধি।

ক্ষত্রিয় প্রধানতঃ অসিজীবী এবং কায়স্থ প্রধানতঃ মসীজীবী তদ্ধেতু চিত্রগুপ্তবংশজাতগণের "কায়স্থ" শব্দ ব্যবহার করাই উচিত। আমরা অসিজীবী ক্ষত্রিয় নহি। বিশেষ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের সন্তানগণ "কায়স্থ" নামে অভিহিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগের সহিত মিলন প্রয়াসী। এমতাবস্থায় "কায়স্থ"নাম ঠিক রাখাই আমাদিগের কর্ত্তব্য।

যাজ্ঞবল্ক্যাদি সংহিতাকারগণও আমাদিগকে "কায়স্থ" আখ্যাই দিয়াছেন। কায়স্থ নামেই আমরা গৌরবান্বিত। কায়স্থ নৃপতি বহুকাল কাশ্মীরে, দাক্ষিণাত্যে ও বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। শূর সেন ও পালবংশের নৃপতিগণ সমস্তই কায়স্থ ছিলেন। তাহারা ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় আখ্যা ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজতরঙ্গিনীতে অশ্বঘোষবংশীয় মহারাজ প্রজ্ঞাদিত্যকে কায়স্থই বলা হইয়াছে। আমাদিগের জাতীয় মহিমা কায়স্থ শব্দের সহিত বিজড়িত। কায়স্থ শব্দের মহিমা আমাদের অক্ষুণ্ণ রাখাই কর্ত্তব্য। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

অনেক ব্যবহারস্থাঃ ক্ষত্রিয়া সন্তি তত্রবৈ।
তেষা মুত্তমতাং যাযাৎ কায়স্থোঽক্ষর জীবকঃ॥

অর্থাৎ—অনেকে প্রকার ক্ষত্রিয় আছে কিন্তু তন্মধ্যে অক্ষয়-জীবক-কায়স্থই শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্ব আমরা কেন পরিহার করিব?

১০। সোমসপুরে শ্রাদ্ধসভা। আমাদিগের সংবাদদাতা লিখিতেছেন—বিগত ৫ই ফাল্গুন শুক্রবারে সোমসপুরে পরমশ্রদ্ধাস্পদ, কায়স্থকুল-গৌরব শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ দেববর্ম্মার পিতৃ-শ্রাদ্ধ মহাসমারোহের সহিত ক্ষত্রিয়-রীত্যানুসারে তাহার বাটীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই শ্রাদ্ধে বহুদূর দুরান্তরের লোক সমবেত হইয়াছিল। উপর্য্যুপরি ৪।৫ দিনে প্রায় দশ সহস্র লোক ভোজন করিয়াছিল। নবদ্বীপ, বাকলা, মধ্যদেশ, বরেন্দ্রভূমি ও কলিকাতার অধ্যাপকবৃন্দ শ্রাদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। উপবীতী ও নিরুপবীতী কায়স্থগণ দলে দলে উপস্থিত থাকিয়া একত্রে আহারাদি করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রণয় সম্ভাষণ ও আত্মীয়তা সকলের মনোহরণ করিয়াছিল। একটী বিস্তীর্ণ স্থান লোকারণ্যে পরিণত হইয়াছিল। স্তূপে স্তূপে মিষ্টান্ন, ক্ষীর, দধি ইত্যাদি

ভোজ্যদ্রব্য অগণিত লোককে অকাতরে দেওয়া হইয়াছিল। ৬ই তারিখে সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে ১৲ এক টাকা দক্ষিণা ও দূরাগত ব্রাহ্মণগণ পাথেয় পাইয়াছিলেন। ৭ই ফাল্গুন প্রায় দুই সহস্র লোক আহার করে। পরদিন মুসলমান ও নমঃশূদ্রগণ এবং ১০ই তারিখে অন্যান্য জাতি আহার করে। শ্রাদ্ধে দশটী ষোড়শ হয় তন্মধ্যে একটী রজতনির্ম্মিত। শ্রাদ্ধদিবসে প্রায় ৫০০ পাঁচশত ভিক্ষুককে এক একখানি নূতন বস্ত্র, এক একটী পিত্তলের জলপাত্র ও ৵০ দুই আনা করিয়া পয়সা দেওয়া হয়। শ্রাদ্ধদিবসে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের সভাপতিত্বে—নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়, কলসকাটীর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ, কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি, মধুসূদন কাব্যরত্ন, রজনী বিদ্যাকল্পতরু, বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী, ললিতমোহন বিদ্যারত্ন, হৃষীকেশ বিদ্যাবিনোদ ব্রাহ্মণগণ ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী দেববর্ম্মা ও কায়স্থ-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। সভার বৃত্তান্ত আনন্দবাজারে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে, উপনীত কায়স্থের কোনও কার্য্যে তাঁহার উপস্থিত হইতে কোনও আপত্তি নাই। অনেক গণ্যমান্য কায়স্থ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ৮ই ফাল্গুন তারিখে আর একটী কায়স্থসভা হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় প্রমুখ অনেক কায়স্থ বক্তা ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় অভ্রান্ত প্রমাণ দ্বারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করেন। উপনয়ন বিরোধী দীননাথ নন্দী ও কানাইলাল ঘোষ মহোদয়দ্বয় উপনয়নের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এই প্রকারে মহাসমারোহে এই শ্রাদ্ধকার্য্যটী শেষ হয়।

১১। বিগত ১৬ই ফাল্গুন মঙ্গলবারে ফরিদপুর জিলান্তর্গত সাওরাইলগ্রামে তত্রত্য জমিদার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে স্থানীয় বিদ্যালয়গৃহে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। প্রায় ২০০ দুইশত কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী দেববর্ম্মা মহোদয়দ্বয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব বিশদরূপে প্রমাণ করিলে আগামী চৈত্র মাসে কোন শুভদিনে সেই স্থানের কায়স্থগণ উপনয়নগ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

১২। কায়স্থোপনয়ন। বিগত ১১ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবারে ঢাকার খ্যাতনামা সরকারী উকীল রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর প্রমুখ ৫৪ জন প্রধান প্রধান কায়স্থমহাত্মাগণ যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার বসু ঠাকুর মহাশয়ের ঢাকা বাটীতে উপবীতগ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন, বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী ও সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়গণের আচার্য্যত্বে এই মহামঙ্গলকর কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। এই উপনয়ন ক্ষেত্রে ২৯ জন কুলীন ছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার বসু ঠাকুর বি-এল প্রমুখ ৪ জন নালখানগরের প্রসিদ্ধ বসুবংশ, এবং ৮ জন রামনরীপাড়ানিবাসী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পরম

গৌরবান্বিত গুহ ঠাকুরতাবংশ। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন ;—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

এই আজ্ঞাই যেন হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রাচীন জ্ঞানবৃদ্ধ দ্বিসপ্ততিতম বর্ষ বয়স্ক অবসরপ্রাপ্ত খ্যাতনামা ডিপুটী মাজীষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত রায় চন্দ্রকুমার দত্ত বাহাদুর ও প্রাগুক্ত রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ যাঁহার বয়স ৬২ বৎসর ও শ্রীযুক্ত হরিমোহন বসু মহাশয় যাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। দিনাজপুরাধিপ প্রমুখ অনেক প্রধান প্রধান কায়স্থ নেতৃবর্গ উপনয়নে উপস্থিত হইতে না পারিয়া সহানুভূতিব্যঞ্জক পত্রাদি লিখিয়াছিলেন। ঢাকার প্রধান প্রধান কায়স্থমহাত্মাগণ প্রায় সকলেই উপনয়নস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

১৩। বিগত ২৬শে পৌষ রবিবারে ফরিদপুর জিলান্তর্গত বেড়াদিগ্রামে শ্রীযুক্ত দীননাথ বসু প্রমুখ ১৭ জন কায়স্থ, পোড়াবাড়ীহ গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন অধিকারী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন। উক্ত বসু মহাশয়ের প্রযত্নে ও শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চন্দ্র মহাশয়ের উদ্যোগে এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

১৪। বিগত ১৪ই পৌষ বিক্রমপুরান্তর্গত পাইকপাড়াগ্রামে নিম্নলিখিত ৩ জন কায়স্থ উপনীত হইয়াছেন।

১। শ্রীশচন্দ্র চন্দ্র।
২। সতীশচন্দ্র মজুমদার।
৩। দক্ষিণারঞ্জন চন্দ্র।

১৫। বিগত ১৯।২০ মাঘ ফরিদপুরের অন্তর্গত লক্ষণদীয়াগ্রামে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রমুখ ৩২ জন কায়স্থ সন্তান যথারীতি ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

১৬। বিগত ১৯শে মাঘ ফরিদপুরান্তর্গত বিল্লভরাগ্রামে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মজুমদার মহাশয়ের আচার্য্যত্বে শ্রীযুক্ত মনমোহন বসু মহাশয়ের প্রমুখ ৭ জন কায়স্থ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

১৭। বিগত ২৩শে মাঘ সোমবারে যশোহর জেলান্তর্গত যোগীবরাটগ্রামে শ্রীযুক্ত রামলাল চন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে উক্ত চন্দ্র মহাশয়ের প্রমুখ দ্বাদশ জন কায়স্থ মহাত্মা যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বামনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য ছিলেন।

১৮। বিগত ১৯শে ও ২১শে ফাল্গুন তারিখে ফরিদপুর জিলান্তর্গত ঘটমাঝিগ্রামে আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন ঘোষ রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে ও অক্লান্ত যত্নে তাহার ও তৎপরে শ্রীযুক্ত পরেশনাথ দাষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে দুটী কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সমদ্দার ও অক্ষয়কুমার সিদ্ধান্ত মহাশয়দ্বয়ের আচার্য্যত্বে ৪৫ জন কায়স্থসন্তান যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। এই মহৎ কার্য্যের মূল উদ্যোক্তা উক্ত শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন ঘোষ রায় দেববর্ম্মা মহোদয় আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই ৪৫ জন মধ্যে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্রকুল মহাত্মাগণ আছেন।

১৯। বিগত ২৫শে মাঘ আমাদিগের

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ গুহ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটী ফরিদপুর জেলান্তর্গত বনগ্রামে একটী উপনয়নকেন্দ্র হইয়া শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত চৈতন্যকৃষ্ণ বাগচী মহাশয়-দ্বয়ের আচার্য্যত্বে উক্ত গুহ দেববর্ম্মা মহাশয়ের প্রমুখ দ্বাদশ জন কায়স্থসন্তান যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচার উপনয়নগ্রহণ করিয়াছেন।

২০। বিগত ১৯শে ফাল্গুন শুক্রবারে যশোহর জেলার অন্তর্গত গাদগাছি গ্রামে শ্রীযুক্ত কবিরাজ লালগোপাল দত্ত মজুমদার দেববর্ম্মা কবিরঞ্জন মহাশয়ের বাটীতে একটী উপনয়নকেন্দ্র হইয়া উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর রায় দেববর্ম্মা মহাশয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-নারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আচার্য্যত্বে প্রায়শ্চিত্তান্তে যথারীতি যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। রায় মহাশয় কবিরাজ মহাশয়ের গভীর শাস্ত্রার্থপূর্ণ বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। কবিরঞ্জন মহাশয় আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

২১। ১৯ এবং ২১ ফাল্গুন তারিখে বগুড়া জিলান্তর্গত হিলির জমিদার শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ ধর রায় দেববর্ম্মার উৎসাহে তৎপ্রমুখ শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র চাকী দেববর্ম্মা, পঞ্চানন চাকী দেববর্ম্মা ও শ্যামাচরণ গুহ মজুমদার দেববর্ম্মা মহোদয়গণ যথারীতি উপনীত হইয়াছেন।

২২। বিগত ১৯শে ফাল্গুন বরিশালের সান্নিধ্য কাশীপুরগ্রামে আমাদিগের সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া উক্ত ঘোষ দেববর্ম্মা মহোদয়ের প্রমুখ ৫ জন কায়স্থসন্তান শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

২৩। বিগত ১৯শে মাঘ ও ২১শে ফাল্গুন রবিবারে পাবনা জিলান্তর্গত দিঘা গ্রামে শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে শ্রীযুক্ত মনোমোহন জোয়ারদার দেববর্ম্মা মহাশয়ের অক্লান্ত যত্নে এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের আচার্য্যত্বে উক্ত শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের প্রমুখ ৯ জন কায়স্থসন্তান যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে ভূষিত হইয়াছেন।

২৪। গত ১১ই ও ১৯শে ফাল্গুন বজ্রযোগিনীগ্রামে দুইটী কেন্দ্র হইয়া প্রথম কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী মহাশয়দিগের আচার্য্যত্বে ও দ্বিতীয় কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত নবকুমার বশিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আচার্য্যত্বে শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু বসু মহাশয়ের প্রমুখ ১৬ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। এই কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটক মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রামকিশোর বিদ্যারত্ন অধ্যাপক মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

২৫। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থহিতকরী সভার পক্ষ হইতে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-মহাত্মাগণের গণনাকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। যদি কোনও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-মহোদয়গণের নাম উক্ত গণনাকার্য্যে ভুক্ত না হইয়া থাকে তিনি দয়া করিয়া উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থহিতকরী সভার সম্পাদক দিনাজপুর রাজবাটী ঠিকানায় তদ্বিষয় জানাইবেন।

২৬। খুলনা জিলান্তর্গত বাগেরহাট হইতে আমাদের পরমশ্রদ্ধাস্পদ কায়স্থধর্ম্মপ্রচারক

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় নিম্নলিখিত ভৌতিক ব্যাপার লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। উক্ত বাগেরহাট অন্তর্গত বিছটগ্রামে জনৈক মুসলমানবাটীতে ভূতের উৎপাৎ আরম্ভ হইয়াছে। দিবারাত্রি গৃহমধ্যে ও প্রাঙ্গণে ঢিল পড়িতে থাকে। গৃহস্বামী ব্যতীত তাহার বৃদ্ধা মাতা, যুবতী স্ত্রী ও একটী পুত্র উক্ত বাটীতে বাস করে। একদা ৩০। ৪০ জনে কোনও গুণ্ডার কার্য্য মনে করিয়া উক্ত বাটীর চতুর্দ্দিক প্রহরায় নিযুক্ত ছিল, তৎকালে দর্শক সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়াছিল, এমন সময়ে এতাধিক সংখ্যক ঢিল প্রাঙ্গণে ও গৃহমধ্যে নিপতিত হইয়াছিল যে, তাহা অপসারিত করিতে একজন লোককে একবেলা পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। দিবারাত্রি সকল সময় লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইতেছে, যাহার ইচ্ছা দেখিতে পারেন।

২৭। আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ কাঞ্চনতলার প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন যে, আমার জনৈক বঙ্গজ আত্মীয়ের একটী বিবাহযোগ্যা সুন্দরী কন্যা আছে, উপবীতধারী কোনও অবস্থাপন্ন সুশিক্ষিত বরের আবশ্যক। বরপক্ষগণ উক্ত জমিদার মহাশয়ের সহিত নিম্নঠিকানায় পত্রাদি লিখিবেন—গ্রাম কাঞ্চনতলা, পোষ্ট আরঙ্গাবাদ জেলা মুর্শিদাবাদ।

২৮। আমার পরমশ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রামরূপ ঘোষ মহাশয়ের একটী সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, সর্ব্বগুণসম্পন্না কন্যা আছে। বন্ধুবর সপরিবারে কর্ণেলগঞ্জ এলাহাবাদ বাস করিতেছেন। আমি নিজে এই কন্যারত্নকে দেখিয়াছি, যিনি ইহাকে পত্নীরূপে লাভ করিবেন তিনি নিতান্ত ভাগ্যবান্। আমার নিকট কি উক্ত বন্ধুবরের নিকট পত্রাদি লিখিতে পারেন।

২৯। আমাদিগের সুপরিচিত জিয়াগঞ্জ মুর্শিদাবাদনিবাসী তথাকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস দেববর্ম্মা মহাশয়ের একটী সুশিক্ষিতা, গৃহকার্য্যনিপুণা সুন্দরী কন্যা আছে। পাত্রী বঙ্গজ ভরদ্বাজ গোত্রীয়া, ভিন্ন শ্রেণীতে বিবাহ দিতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু উপবীতধারী কি বিবাহের পূর্ব্বে উপনীত হওয়া আবশ্যক। আমার নিকট কিংবা উক্ত ডাক্তার মহোদয়ের নিকট বরপক্ষগণ পত্রাদি লিখিতে পারেন।

৩০। কলিকাতার প্রসিদ্ধ আনুষ্ঠানিক কায়স্থকুলের অন্যতম কায়স্থাচার্য্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতা রাজকুমার ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সমস্যাপূরণগুলি সমস্যাশতকনামে ক্রমে ক্রমে পঞ্চবিংশ পর্য্যন্ত আমরা প্রকাশ করিয়াছি। আর যে হস্তলিপি আমাদিগের নিকট আছে তাহাতে কল্পিশক্তি-পরিচায়ক কোন সমস্যা আমরা দেখিতাম না। উক্ত পুস্তকের হস্তলিপি আমরা কাব্যরত্ন মহাশয়ের নিকট ফেরত দিয়াছি। তিনি যে সমস্যাগুলি মুদ্রিত করিতে আমাদিগকে অনুমতি দিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি। ইতি

সম্পাদকস্য।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার মূল্যপ্রাপ্তিস্বীকার।

৯৮৯।	শ্রীযুক্ত	সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা,	পদমজানী খোকশা	১৩১৭ ১৷৷০
৯৯৩।	...	সতীশচন্দ্র বিশ্বাস,	ফরিদপুর লোন-আফিস	ঐ ১৷৷০
৯৯৪।	...	সুরেন্দ্রমোহন সিকদার দেববর্ম্মা,		ঐ ১৷৷০
৯৯৫।	...	সতীশচন্দ্র বসু বি-এ, বি-এল,	কিশোরগঞ্জ মাইমনসিংহ	ঐ ১৷৷০
৯৯৬।	...	সীতানাথ ঘোষ,	টাবনী যশোহর	ঐ ১৷৷০
৯৯৮।	...	ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এল, এম, এস,	শিলং	ঐ ১৷৷০
১০০৬।	...	হরকুমার সরকার,	মাণিকগঞ্জ ঢাকা	ঐ ১৷৷০
১০০৮।	...	হরিলাল বিশ্বাস,	ঘটমাঝি ফরিদপুর	ঐ ১৷৷০
১০১৯।	...	হরমোহন দত্ত চৌধুরী,	গণ্ককুচি বড়পেটা কামরূপ	ঐ ১৷৷০
১০২৯।	...	হেমচন্দ্র রায় সম্পাদক,	বাগজুলী কায়স্থ-সমিতি পাংসা পাবনা	ঐ ১৷৷০
১০৩০।	...	হরিচরণ দেববর্ম্মা সম্পাদক,	রাহুতভোগ কায়স্থসভা	ঐ ১৷৷০
১০৩১।	...	হেমলাল সরকার দেববর্ম্মা,	কাদিরপুর খোকশা নদীয়া	ঐ ১৷৷০
১০৩২।	...	হরলোচন কর,	গিদাড়ী গাইবান্ধা রংপুর	ঐ ১৷৷০
১০৩৩।	...	হরেন্দ্রকুমার বসু,	সিবিলকোর্ট আসীন ফরিদপুর	ঐ ১৷৷০
১০৩৪।	...	হরিপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা,	ব্রাহ্মণদী ফরিদপুর	ঐ ১৷৷০
১০৩৬।	...	হেমেন্দ্রনাথ বসু বি-এ,	সেটেলমেণ্ট আফিস ঢাকা	ঐ ১৷৷০
১০৪১।	...	হেরম্বনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা,	১৯নং বাবুরাম শীলের গলি কলিকাতা	ঐ ১৷৷০
১০৪২।	...	হরচন্দ্র পাল,	গাইবান্ধা রংপুর	ঐ ১৷৷০
১০৪৩।	...	হরিকান্ত দেব অধিকারী,	নাওকাটা সত্র গোয়ালনন্দ	ঐ ১৷৷০
১০৪৭।	...	ক্ষিরোদচন্দ্র বিশ্বাস,	কুড়ালিয়া বাগ শ্রীরামপুর যশোহর	ঐ ১৷৷০
১০৪৯।	...	অরুণচন্দ্র রায় চৌধুরী,	দিরুয়া কামরূপ আসাম	ঐ ১৷৷০
১০৫৩।	...	গদাধর দত্ত,	ব্রাহ্মণকান্দা ফরিদপুর	ঐ ১৷৷০
১০৫৪।	...	হৃদয়নাথ মজুমদার,	পাঁচুড়িয়া নদীয়ারচাঁদ ঘাট যশোহর	ঐ ১৷৷০
১০৫৫।	...	হেমন্তকুমার ঘোষ,	ধূলট দেওয়ানবাটী বগুড়া	ঐ ১৷৷০
১০৫৭।	...	হেমচন্দ্র বসু,	রেজনীসার গোঁসাইরহাট ফরিদপুর	ঐ ১৷৷০
১০৫৯।	...	হরেন্দ্রনারায়ণ দত্ত,	পাকাবা নলবাড়ী আসাম	ঐ ১৷৷০
১০৬০।	...	বসন্তকুমার মিত্র,	জানীপুর কাপীমোহা নদীয়া	ঐ ১৷৷০
১০৬১।	...	বিহারীলাল সরকার বি-এ, বি-এল,	বাগেরহাট খুলনা	ঐ ১৷৷০
১০৬৯।	...	বনমালী গুহ দেববর্ম্মা,	বড়ুরিয়া সাগরকান্দী পাবনা	ঐ ১৷৷০
১০৭০।	...	বসন্তকুমার রায় দেববর্ম্মা,	ঘাশীয়াড়া নাকোল যশোহর	ঐ ১৷৷০
১০৭১।	...	ধরণীমাধব বিশ্বাস,	চন্দনী খাগঞ্জ ফরিদপুর	ঐ ১৷৷০
১০৭২।	...	বিমলাচরণ রায়,	কাণপুর	ঐ ১৷৷০

১০৭৩।	...	বরদাকান্ত নাহা বিশ্বাস,	ধনপতিখোলা ত্রিপুরা	১৩১৭ ১৷৷০
১০৭৪।	...	বিধুভূষণ মিত্র,	বাগুটীয়া নাগিরাট যশোহর	ঐ ১৷৷০
১০৭৬।	...	বরদাগোবিন্দ চাকী বি-এল,	গাইবান্ধা রংপুর	ঐ ১৷৷০
১০৭৮।	...	বসন্তকুমার দেব,	পাণ্ডুগড় ত্রিপুরা	ঐ ১৷৷০
১০৭৯।	...	বৃন্দাবন ভৌমিক,	মদনগঞ্জ ঢাকা	ঐ ১৷৷০
১০৮০।	...	বিনোদবিহারী চাকী,	নলদিয়া রাইগঞ্জ পাবনা	ঐ ১৷৷০
১০৮১।	...	বেনওয়ারিলাল ঘোষ,	কলনপুর বর্দ্ধমান	ঐ ১৷৷০
১০৮২।	...	বেনওয়ারিলাল দত্ত দেববর্ম্মা,	কুমারডুবী বরাকর	ঐ ১৷৷০
১০৮৩।	...	বসন্তকুমার ভৌমিক,	কালীপুর সৌরীপুর মাইমনসিংহ	ঐ ১৷৷০
১০৮৫।	...	বিশ্বেশ্বর সরকার উকীল,	বরিশাল	ঐ ১৷৷০
১০৮৬।	...	বিনোদবিহারী পাল,	মাণিকদহ ফরিদপুর	ঐ ১৷৷০
১০৮৯।	...	বিপিনবিহারী সিকদার,	বড়ুরিয়া সাগরকান্দী	ঐ ১৷৷০
১০৯০।	...	সারদাচরণ বসু চৌধুরী,	খাজুরতলা কালকিনী ফরিদপুর	ঐ ১৷৷০
১০৯১।	...	সুরেশচন্দ্র নন্দী উকীল,	গাইবান্ধা রংপুর	ঐ ১৷৷০
১০৯২।	...	সীতানাথ চন্দ্র দেববর্ম্মা,	দিলালপুর কাছারী রংপুর	ঐ ১৷৷০
১০৯৩।	...	সতীশচন্দ্র দত্ত,	খানখানাপুর ফরিদপুর	ঐ ১৷৷০
১০৯৬।	...	বিশ্বম্ভর দেব,	আমলসার যশোহর	ঐ ১৷৷০
১০৯৭।	...	সীতানাথ বসু দেববর্ম্মা,	কচুয়া কাচেরখোল নদীয়া	ঐ ১৷৷০
১০৯৮।	...	হরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র,	৫৫নং চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা	ঐ ১৷৷০
১০৯৯।	...	হরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা অগ্নিহোত্রী,	দাঁইহাট বর্দ্ধমান	ঐ ১৷৷০
১১০১।	...	হৃদয়নাথ বসু,	লক্ষ্মীকোল পাংসা ফরিদপুর	ঐ ১৷৷০
১১০৩।	...	হেমচন্দ্র জোয়ারদার,	বারইপাড়া শ্রীপুর যশোহর	ঐ ১৷৷০
১১০৬।	...	উপেন্দ্রচন্দ্র দেব,	ক্ষাতারা মাইমনসিংহ	ঐ ১৷৷০
১১০৭।	...	উমেশচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা,	হাজারীয়া দীঘাপতিয়া রাজসাহী	ঐ ১৷৷০
১১০৮।	...	উমাকান্ত সরকার,	কুঠি আশুতিয়া মাইমনসিংহ	ঐ ১৷৷০
১১০৯।	...	বসন্তকুমার দাষ,	রাজধরিদী পাবনা	ঐ ১৷৷০
১১১২।	...	রজনীকান্ত দেব সরকার,	আগরাবাড়ী বালাজাল ধুবড়ী	ঐ ১৷৷০
১১১৩।	...	ক্ষীরোদাপ্রসাদ দেববর্ম্মা,	ধনকোল কালিয়াগঞ্জ দিনাজিপুর	ঐ ১৷৷০
১১১৫।	...	ডাক্তার অমরচাঁদ মিত্র,	হলদীয়া ঢাকা	ঐ ১৷৷০
১১১৬।	...	আশুতোষ সরকার,	দিঘা পাবনা	ঐ ১৷৷০
১১১৮।	...	বঙ্কিমচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা,	পাংসা থানা ফরিদপুর	ঐ ১৷৷০
১১১৯।	...	অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়,	মনহরদী ঢাকা	ঐ ৸০

চতুর্থ বর্ষের (১৩১৮ সালের)

সূচীপত্র।

	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১।	নববর্ষ—(বঙ্গাব্দ ১৩১৮)	১
২।	কবিতাগুচ্ছ ... ৪, ৪৯, ৯৯, ১৫২, ২০১, ২৪৭, ২৯৬, ৩৪৪, ৩৯২, ৪৩৯, ৪৮৭, ৫৩৯	
৩।	শ্রীসুমঙ্গল প্রশস্তি	১০
৪।	করণ ও অম্বষ্ঠ	১৬, ৫৯
৫।	শ্যামবর্ণ	১৮, ২৫৯
৬।	উদ্বাহে উদ্বন্ধন (গল্প)	২০, ৬২
৭।	কায়স্থকবি শ্রীমধুসূদন	২৪, ৬৭
৮।	গৌনকীয়া সন্ধ্যোপাসনা পদ্ধতি (পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)	২৯
৯।	লঙ্কায় বিদ্যোদয় বিহার	৩৩
১০।	মদালসা (উপখ্যান).	৩৪, ১৬২
১১।	সমালোচনা ... ..., ৪২, ৯১, ১৪১, ১৯৪, ২৮২, ৩৩২, ৪৩০, ৪৭৭, ৫২৪	
১২।	বিবিধপ্রসঙ্গ ৪৫, ৯২, ১৪২, ১৯৫, ২৪০, ২৮৪, ৩৩৬, ৩৮৪, ৪৩৫, ৪৮১, ৫২৬, ৫৭১	
১৩।	হিন্দু ও পৌত্তলিকতা	৫৪, ১০৯
১৪।	ঐতিহাসিক এক পৃষ্ঠা	৭৬
১৫।	লক্ষ্ণৌনগরে বঙ্গীয় কায়স্থসভা	৭৮
১৬।	কাক সংবাদ	৮০, ১৮৮, ৩৭৬
১৭।	তীর্থদর্শন ... (এলাহাবাদ, মথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, কাশীধাম ও গয়া)	৮৪, ১২৩, ২২৫
১৮।	বসুমতী ও কায়স্থবিদ্বেষ	৮৯
১৯।	শ্রীশ্রীরাসগীতা	৯৭, ১৪৯
২০।	সেকাল ও একাল	১০৪
২১।	দেববর্ম্মা	১০৭
২২।	বঙ্গীয় হিন্দুর নিকট বর্ত্তমান সময়ে নিবেদন	১১৫
২৩।	ভক্তজীবনের প্রভাব	১৩৩
২৪।	অভিষেক গীতি	১৪৮
২৫।	সংহিতাসংগ্রহ	১৫৬
২৬।	কায়স্থ ও বৈদ্য	১৫৮

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
২৭। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরলোকদর্শন	
২৮। নিবেদন	
২৯। বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের বরপণ সম্বন্ধে দুটী কথা	
৩০। প্রাবৃড়ালেখ্যম্ (বর্ষাচিত্র)...	
৩১। মিশ্রকারিকা	১৮৩, ২৭৯, ৩৭১,
৩২। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার নবম বার্ষিক অধিবেশন	
৩৩। শিক্ষাষ্টকং	১৯৭, ২৯৩, ৩৪১, ৩৮৯, ৪৩৭,
৩৪। আর্য্যজাতির বঙ্গে আগমন	
৩৫। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ	
৩৬। জন্মাষ্টমী	
৩৭। ধার্ম্মিক চন্দ্রকুমার নাগ	
৩৮। মায়ের আগমন	
৩৯। আগমনী	
৪০। সমাজসংস্কার	
৪১। আশ্বিনে আগমনী	
৪২। শ্রীমদ্ভাগবত (পুরঞ্জন উপখ্যান)	
৪৩। সত্যনারায়ণের পুঁথী	
৪৪। দুর্গোৎসব	
৪৫। পণপ্রথায় সর্ব্বনাশ	
৪৬। স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটী কথা	
৪৭। ব্রাহ্মসমাজে আন্তর্গণিকবিবাহ	
৪৮। বরিশালে কায়স্থধর্ম্ম প্রচার	
৪৯। কায়স্থ উপনয়নে ব্রাহ্মণ	
৫০। আর্য্যসমাজে বর্ণবিভাগ	২৯৯,
৫১। তীর্থেরপথে (দেবঘর ও তপোবন)	৩০৪,
৫২। ললাট লিখন (গল্প)	
৫৩। বেলা যে যায়	
৫৪। মোল্লাশাহ্	
৫৫। বিজয়সেন প্রশস্তি (পূর্ব্বানুবৃত্তি)	
৫৬। চিত্রগুপ্ত পূজা (কান্নগরে)	

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
৫৭। ভারতেশ্বরাভিনন্দনম্	৩৪২, ৪২২
৫৮। শ্যাম ও শ্যামা	৩৫২, ৩৯৬
৫৯। মনস্বী হরিনাথ দেব	৩৫৭
৬০। প্রাচ্যে প্রতীচ্য প্রভাব	৩৬০, ৪১৬
৬১। ছোট বৌ (গল্প)	৩৬৫, ৪১১
৬২। সমালোচনা (তীর্থদর্শন সম্বন্ধে)	৩৮০, ৪১৯
৬৩। অভিষেক	৩৮২
৬৪। ফাহিয়ান	৩৯৮, ৪৬২, ৫৪৩
৬৫। নিষ্কলঙ্ক শব্দের মূল কোথায়	৪০৬
৬৬। কিসে কায়স্থসমাজ উন্নত হইবে	৪২৩, ৫২২
৬৭। সমালোচনা (বৈষ্ণবী-উপখ্যান)	৪২৬
৬৮। পরলোকগত চৈতন্যকৃষ্ণ নাগ দেববর্ম্মা	৪৫১
৬৯। অভিষেক ও ভাবীফল	৪৫৪
৭০। শিক্ষা (গল্প)	৪৬৭, ৪৯৫
৭১। স্বপ্নদর্শন (মুক্তিবিষয়ক)	৪৭৩, ৫০৮
৭২। আত্মপূজা	৪৯১
৭৩। নামকরণ	৪৯৩, ৫৪৯
৭৪। বরিশালে কায়স্থসভা	৫০২
৭৫। কায়স্থ কিঙ্কর সেন	৫১৩
৭৬। নিবেদন	৫১৬
৭৭। আদর্শ বিবাহপ্রথা	৫২০
৭৮। গুরুতত্ত্ব	৫৩৩
৭৯। কায়স্থসম্মিলন	৫৫২
৮০। ভীমের কলঙ্ক (প্রতিবাদ)	৫৫৬
৮১। মহাত্মা চৈতন্যকৃষ্ণ নাগের তিরোধানে	৫৫৯
৮২। জেনারেল কালীচরণ ঘোষ	৫৬৩
৮৩। আন্তর্গণিকবিবাহ	৫৬৬

৮২৬৫

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

নববর্ষ।

সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরির কৃপায় য্য-কায়স্থ-প্রতিভা তাহার জীবনের চতুর্থ-পদার্পণ করিল। আজ নববর্ষ সমাগমে মহিমময়ী প্রকৃতিদেবীর হাস্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি করণে, বঙ্গীয় বিরাট আর্য্য-কায়স্থজাতির র-প্রতিভা নবীন উদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্র-হইতেছে। শ্রীভগবানের নির্ম্মাল্য, ণের আশীর্ব্বাদ, কায়স্থ-ভ্রাতৃবৃন্দের উৎ- ও সহানুভূতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া আর্য্য-স্থ-প্রতিভা সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া র ধীরে তাহার গন্তব্যপথে অগ্রসর তেছে। জীর্ণশীর্ণ-মলিন গতবর্ষ মহাকালের ন্তোৎসঙ্গে বিলীন হইয়াছে, নূতন বৎসর ন বেশে, নবীন লাবণ্যে, আশা-মল্লিকাদাম ধারণ করিয়া আমাদিগকে আহ্বান তেছে। তাহার ঘন ঘন তূর্য্যধ্বনি মাদিগের হৃদয়ে ও বাহুতে নবীন বল সঞ্চা-রিত করিতেছে, আসুন কায়স্থ-ভ্রাতৃগণ! কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার আগে এই রমণীয় সন্ধিস্থানে দাঁড়াইয়া গতবর্ষের কার্য্যফল একবার চিন্তা করি। গতবর্ষের কার্য্যকলাপ হইতে আমরা কি কি উপদেশ লাভ করিতে পারি। সামান্য কীটানু হইতে সম্রাট পর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেকের দায়িত্ব যেন ২টী ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, প্রথম আত্মরক্ষা ও দ্বিতীয় সমাজরক্ষা, যেমন আত্মরক্ষা ভিন্ন জীব পৃথিবীতে তিষ্ঠিতে পারে না, তেমনি সমাজ, অর্থাৎ দলবদ্ধ অবস্থায় সমাজশক্তির উৎকর্ষ ভিন্ন বিচ্ছিন্ন জীব একে একে মরণের পথে, বিনাশের পথে অগ্রসর হয়। যে জাতির সমাজশক্তি যত বেশী সেই জাতি সেই পরিমাণে সমাজে আধিপত্য করে। কায়স্থজাতির মধ্যে সামাজিকচিন্তা অনেকের মনে উদয় হয় নাই, আমরা আত্মরক্ষায় তৎপর, সূর্য্যোদয় হইতে

সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত আমরা নিজ নিজ জীবন-সংগ্রামে নিযুক্ত, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সমাজের চিন্তা আমাদিগের মধ্যে কতজন করিয়া থাকেন। সমাজ কি প্রকারে উন্নত হইবে, কি প্রকারে কায়স্থ-সমাজ ক্ষত্রিয়ের নব-উদ্দীপনায় প্রণোদিত হইবে, কি উপায়ে সমাজের প্রত্যেকের জন্য অন্নসংস্থান করিতে হইবে, দারিদ্র্যশত্রু-নিহত, নূতন শিক্ষায়, নূতন দীক্ষায় সমাজকে গৌরবান্বিত করিতে হইবে, বিচ্ছিন্ন সমাজকে একসূত্রে একপ্রাণতায় গ্রথিত করিতে হইবে। এই সকল চিন্তা কতজনের মনে উদয় হইয়াছিল? গতবর্ষের সামাজিক অভিযান হইতে বর্ত্তমানবর্ষের আন্দোলন যে গুরুতর হইবে তাহা সুনিশ্চিত। আমাদিগের প্রধান ও সর্ব্বপ্রথম উদ্দেশ্য ব্যষ্টিভাবে ক্ষত্রিয়াচার-গ্রহণ করিয়া সমষ্টিভাবে ক্ষত্রিয়সমাজ নির্ম্মাণ করা। আমরা বিপ্লববাদী নহি, যাহা কালের আবর্ত্তনে হারাইয়াছি তাহাই মাত্র পুনর্গ্রহণ করিতেছি। ক্ষত্রিয়ের চিরন্তন কর্ত্তব্য গোব্রাহ্মণ-রক্ষা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই, ব্রাহ্মণ বিদ্বেষানল শান্তিজলে নির্ব্বাণ করিব, তাহাতে ঘৃতাহুতি দিব না। সংরক্ষণশীল ব্রাহ্মণকে ঔদারনৈতিকপথে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগেরই সাহায্যে ভগ্ন সমাজস্তূপের উপরে নূতন সমাজাট্টালিকা নির্ম্মাণ করিব। ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মবলে, ক্ষত্রিয়কে বাহুবলে, বৈশ্যকে ধনবলে, ও শূদ্রকে জনবলে নিযুক্ত করিয়া বৈদিক প্রণালী অবলম্বনে পুনর্ব্বার বর্ণচতুষ্টয়ের সমীকরণ করিব, চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজ নির্ম্মাণ করিব। বেদ অবজ্ঞাত অবস্থায় দুর্দ্দশার সীমা অতিক্রম করিয়া, বঙ্গে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতেছে, ধূলিধূসরিত বেদকে সমাজের মধ্যস্থলে সুবর্ণ-সিংহাসনে স্থাপিত করিতে হইবে। রঘুনন্দনের সময় হইতেই বেদবিধ্বস্ত ও প্রাধান্য বঙ্গে স্থাপিত হইয়াছে, "যুগে দ্বেজাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এবচ ও কলৌ বৈশ্যৌ নস্ত" ইত্যাদি মিথ্যা প্রলাপবাক্যে জনসাধারণ প্রতারিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা বেদব্যাসের বাক্য কার্য্যে প করিতে হইবে—

চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে
স ম্লেচ্ছদেশো বিজ্ঞেয়রার্য্যাবর্ত্তস্তদন্তরম্॥

বিষ্ণুপু

গুণকর্ম্মদ্বারা চারিবর্ণ শনৈঃ শনৈঃ বঙ্গে স্থাপিত করিতে হইবে। আভিজাত্যের মানের স্থলে পুরুষকারের শক্তি স্থাপিত হইবে।

আর কায়স্থ-ভ্রাতৃগণ! আপনাদিগের সমাজমধ্যে যে আত্মপরিবাদ, আত্মকলহ, শ্রীকাতরতা, আভিজাত্যের অহ বিচ্ছের্ত্তব্য বুদ্ধি পূর্ণভাবে বিরাজিত তাহা উচ্ছেদনের একমাত্র উপায় সকলে ক্ষত্রি গ্রহণ। যজ্ঞসূত্রদ্বারা কায়স্থসমাজে এ ব্যবস্থা করিতে চাই। শিক্ষাদ্বারা সম্পাদিত হইবে না, একত্ব সাধনের মন্ত্র ও উপকরণ দীক্ষা, সেই দীক্ষা দীক্ষা অর্থাৎ উপনয়ন। জাতীয় একটী একটী আকাঙ্ক্ষা সম্মুখে চিরবিরাজি থাকিলে আমরা পথহারা হইয়া পড়িব। আদর্শ সেই আকাঙ্ক্ষা ক্ষত্রিয়ের—

"সর্ব্বধর্ম্ম পরং ক্ষাত্রং লোক শ্রেষ্ঠং সনাত শান্তি

সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লোকশ্রেষ্ঠ ক্ষ আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ আমাদিগের হৃদয়ে াজিত থাকা চাই। বেদব্যাস আমাদিগের ব্যকর্ম্ম এইভাবে সংস্থাপিত করিয়াছেন—

ত্রিয়াণাং হি সংস্কারো অধ্যয়নং যজ্ঞকর্ম্ম যৎ।
করিষ্যসি স্তেপুত্রা প্রজাপালন কর্ম্মণি।
তশ্চিত্রগুপ্তস্য স্বধর্ম্মোঽস্য করিষ্যসি॥

ৎ চিত্রগুপ্তদেবের বংশধরেরা ক্ষত্রিয়ের ার—উপনয়নাদি, বেদাধ্যয়ন, যজন ও াপালন করিবে শ্রীভগবান্ পরিমার্জ্জিত ায় ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া অর্জ্জুনকে য়াছেন—

র্য্যং তেজোধৃতির্দ্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্য পলায়নম্।
মীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥

গীতা ৪৩।১৮অ০।

য়স্থ-ভ্রাতৃগণ! শূদ্রের ন্যায় অতি দীনভাবে াজে থাকা অপেক্ষা আপনাদিগের মরণই ল কেন না—

ম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে"

গীতা ৩৪।২ অ০।

নিত জাতির অকীর্ত্তি (দীনতা) মরণা-কাও অধিক। শূদ্রের জঘন্যাচার পদা-ত সুদূরে নিক্ষেপ করিয়া ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ত হও। এবং সমগ্র হিন্দুসমাজের রাই ঈশ্বর এই ভাবে অনুপ্রাণিত। ভ্রাতৃগণ! মোহনিদ্রা পরিত্যাগ রিয়া জাতীয় মহাসংস্কারকার্য্যে ব্রতী হও, র প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক নগরে— ত্যক গৃহে কায়স্থ-ক্ষত্রিয়ের বিজয় বৈজয়ন্তী ত হউক। আবার নববর্ষারম্ভে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিম বরেন্দ্রভূমিনিবাসী কায়স্থ-ক্ষত্রিয়গণ সমস্বরে, মুখ ভরিয়া প্রাণ ভরিয়া সেই প্রাচীন সামগান গাও, গাও—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো-মনাংসি জানতাম্।
দেবাভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥২॥
সমানো মং ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃসহ চিত্ত মেষাম্।
সমানং মংত্রমভি মংত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা-জুহোমি॥৩॥
সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানিবঃ।
সমানমস্তু বোমনো যথা বঃ সুসহাসতি॥৪॥

(শ্রীযুক্ত পণ্ডিতপ্রবর মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা দ্বারা অনূদিত)

তোমরা একত্র হও বল এক কথা।
এক মন কর সবে ভজহ একতা॥১॥
প্রাচীন দেবতাগণ সবে এক হ'য়ে।
পরিতুষ্ট হন এই যজ্ঞভাগ ল'য়ে॥২॥
এক হ'ক মন্ত্র আর একই সমিতি।
এক হ'ক মন আর একরূপ চিত্তি॥৩॥
আমি তোমাদিগে এক মন্ত্রেতে মন্ত্রিত করিতেছি। কর যজ্ঞ হবিতে সাধিত॥৪॥
এক হ'ক তোমাদের যত অভিপ্রায়।
এক হউক মন আর একই হৃদয়॥৫॥
সর্ব্বাংশে তোমরা সবে ভজহ একতা।
লাভ কর তোমরা সে পরম একতা॥৬॥

॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

সম্পাদকস্য।

কবিতাগুচ্ছ।

নববর্ষ (১)।

অনন্ত অবাধ গতি
কালার্ণব কি প্রকৃতি
বহে সমভাবে অবিরত!
কার পানে নাহি চায়
কারে কিছু না সুধায়
বুঝি না তাহার কি যে ব্রত ॥১॥
কত দিন কত বর্ষ
কত দুঃখ কত হর্ষ
কত প্রেম, কত অভিনয়।
পশ্চাতে পড়িয়া থাকে
কাল নাহি ফিরে দেখে,
চলে যায় জানি না কোথায় ॥২॥
দিনে দিনে মাস লয়,
মাসে মাসে বর্ষ যায়
এক যায় আর উঠে ফুটে।
পুরাণে বিদায় দিয়ে
মানব নবীন নিয়ে
কর্ম্ম-মত্ত উৎসাহ না টুটে ॥৩॥
পুরাণ ডুবিয়া গেছে
মরি, কালসিন্ধু-মাঝে,
নবীন তরঙ্গ আজ তুমি;
এস এস নববর্ষ,
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া হর্ষ,
যুক্তকরে ভক্তিভরে নমি ॥৪॥
বিগত বর্ষের বাণী
স্মরিলে হৃদয়খানি
দগ্ধ হয় উগ্র অনুতাপে।
কত আশা চুরমার
ব্যর্থ কত অঙ্গীকার,
কোথা গেল জড়তা প্রতাপে ॥৫॥
ভীরুতা দ্বিতীয় অরি,
মনুষ্যত্ব খর্ব্বকারী,
বাঁধা দেয় কত অনুষ্ঠানে;
উৎসাহে চলেছি ধেয়ে,
ভীরুতা সমুখে যেয়ে,
ফিরাইয়া এনেছে ভবনে ॥৬॥
কত যে মরমগাথা,
কত যে মরমব্যথা,
গতবর্ষ বুকে আছে আঁকা।
যখন নেহারি চোখে,
বক্ষ মম উঠে কেঁপে
আত্মগ্লানি টানে স্থূলরেখা ॥৭॥
গতানুশোচনা করি
কোন ফল নাহি হেরি,
জীবনের সে মুহূর্ত্ত আরি;
আসিবে না হস্তে ফিরে,
তবে কেন তার তরে
বৃথা মোরা হইব কাতর ॥৮॥
হে বর্ষ হে নববর্ষ,
নব সাজে নবোৎকর্ষ
এলে যদি নব ভাবময়।
প্রতি হৃদে নবশক্তি,
নবত্বের অনুভূতি
ভরে দাও করিয়া অক্ষয় ॥৯॥
জড়তা ভীরুতাচয়,
উদ্যমের তীব্রতায়
উড়ে যাক্ তৃণের মতন।
সাহস—পাদুকা পরি,
গন্তব্য পথের অরি,
দলি যেন করি গো গমন ॥১০॥
তুলিকায় করমের,
ছবি যেন গৌরবের,
তব বক্ষে করি গো অঙ্কন।
জীবনের যে সময়,
তব সহ হবে লয়,
স্মৃতিযোগ্য হয় আজীবন ॥১১॥
এস এস নববর্ষ
চৌদিকে ছড়ায়ে হর্ষ
এস হর্ষ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া;
যত্নে করি আবাহন,
আমাদের দেহমন,
হর্ষে কর্ম্মে যাউক মাতিয়া ॥১২॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

চিত্রগুপ্ত ও তাঁহার স্ত্রী ইরাবতী।

[স্থান—স্বর্গের মন্দাকিনীতট, কাল—সায়াহ্ন।] (২)

চিত্রগুপ্ত।
শ্রান্ত তুমি প্রিয়তমে! প্রদোষ ভ্রমণে।
কোমল চরণ দুটী হ'য়েছে কাতর
ব্যথা পায় পরশিতে নব দূর্ব্বাদলে।
নবনীত দেহখানি পড়িছে এলায়ে
বাতাহতা বনলতা যেন তরুমূলে।
পথশ্রান্ত পথিকের নিত্য সহচর
স্বেদবিন্দু, বিকশিত কপোলে অধরে
শোভিতেছে দ্রবীভূত মুক্তাফল সম।
এস দোঁহে বসি এই মনঃশিলা তলে
মন্দাকিনী বারিসিক্ত সমীর পরশে
সায়াহ্ন গগন ছায়ে লভিবে বিরাম।

ইরাবতী। (মন্দাকিনীতটে উপবেশন করিয়া)
হের নাথ! ধরিয়াছে কি অপূর্ব্ব শোভা
মন্দাকিনী। পারিজাত, মন্দারকুসুম
অগণিত চলিয়াছে স্রোতে ভাসি ভাসি
পূজিয়া শঙ্করগৌরী অরুণ চরণে।
সুরতরঙ্গিনী যেন প'রেছেন গলে
বিচিত্র কুসুমদাম চারুফুলহার।
শোভিতেছে ঊর্দ্ধদেশে সুনীল অম্বর।
খচিত তারকাপুঞ্জে মণিময় যেন।
ত্রিদিবের স্বর্ণশশী চলিছে ভাসিয়া
নির্ম্মল শরদানিলে। দীপ্ত সুষমায়
অমেঘ কৌমুদীরাশি পূর্ণ-চন্দ্রমার
ঢলিয়া ঢলিয়া যেন পড়িছে অলসে।
যেন বা প্রকৃতিরাণী অতি স্নেহভরে
তুলিয়াছে মণিময় চারুচন্দ্রাতপ,
রাখিবারে সযতনে সুপ্ত সুরস্মরণে।
নন্দনকানন হ'তে আসিতেছে ধীরে
কলকণ্ঠী বিহঙ্গিনী কাকলিলহরী
শব্দময়ী সুধাসম। বনবালাগণ
মধুর সঙ্গীত গায় বনবীণা করে,
নিকুঞ্জ বিহগীসনে কণ্ঠ মিশাইয়া।

চিত্রগুপ্ত।
স্বরগের শোভা যত কহিলে কল্যাণি
তুচ্ছ সব, নহে তব মুখ সমতুল;

ত্রিদিব সৌন্দর্য্যরাশি ক্ষরিত সুষমা
সকলি মিলিত তব অধরপল্লবে।
ধীর সমীরণে তব অলক কুন্তল
দুলিতেছে, জাগাইছে মরমের তলে
মরমের ব্যথা মম; সৌন্দর্য্যলহরী
উছলি উছলি পড়ি কৌমুদী সলিলে
অধীর করিল চিত; বাড়াইল সুধু
ফুল্লাধর সুধাপানে দারুণ পিয়াশা।
কুসুমপরাগে হরি দুষ্ট সমীরণ
চাহে আলিঙ্গিতে তব সুগন্ধি নিশ্বাসে।
উছলিত রূপরাশি লাবণ্যসলিলে
ডুবিয়া মরিব প্রিয়ে! হেন সাধ মনে,
আকণ্ঠ পিপাশা বহি হিয়ার মাঝারে।

ইরাবতী। (সলজ্জভাবে)

প্রীতিসম্ভাষণে নাথ! প্রণয়বচনে
শ্রবণে ঢেলেছ তুমি অমিয়ের রাশি,
রঞ্জিয়াছ হৃদিপট নব-প্রেমরাগে।
কিন্তু হায়! থেকে থেকে জেগে ওঠে মনে
কুসুমকোরকে কীটদংশনের সম
বঙ্গদেশ অধিবাসী সন্তানের কথা
স্মরিয়া তাদের দুঃখ জ্বলি মনাগুনে।
ক্ষত্রবংশ অবতংশ তুমি মহাবল
ক্ষত্রকুলমণি; কিন্তু হায় কি ঘটন
তোমার সন্তানগণ শূদ্র অভিহিত।
বল নাথ! কি কারণে হেন বিড়ম্বনা
শূদ্রত্ব-কালিমা তার কভু কি যাবে না?

চিত্রগুপ্ত।

সুকোমল ফুলদামে গড়িলা বিধাতা
হৃদয় তোমার প্রিয়ে! তাই হেন ভাব;
রচিয়াছ ত্রিদিবের স্বর্ণরাজ্য মাঝে
অপূর্ব্ব কুসুমশয্যা শুভ্র-চন্দ্রালোকে,
ভুল নাই তবু তুমি সন্তানের কথা।

ইরাবতী।

সন্তানের কথা কভু ভুলে কি জননী
সন্তানের ব্যথা জাগে দিবসরজনী
জননীহৃদয়ে, তীক্ষ্ণ-শেলাঘাতসম।
শোন নাথ! আজি প্রাতে গিয়াছিনু সেথা, ধর্ম্মরাজ সহ চিরদিন;
পবিত্র কৈলাসধামে হেরিতে উমায়ে ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্ম করেরে পালন।
হাসি হাসি হৈমবতী সম্ভাষি আমায় সোর-সমন্বিত প্রজা করহ সৃজন
সস্নেহে বসিলা আসি নিকটে আমার রাতুলে।
কহিলেন মোরে তব জন্মবিবরণ। গুপ্ত। (মৃদুহাস্যে)
শান্তমনা পদ্মযোনি করিলেন যবে তবু ভাল, এতদিন পরে
সৃষ্টির বিধান, স্থিরচিত্তে নিরোধিয়া নিয়াছ দয়িতের জন্মবিবরণ
ইন্দ্রিয়নিচয়ে, ধ্যানমগ্ন যোগিবেশে বিশ্বজননীর মুখে। বল গো কল্যাণি
রহিলেন সমাধিতে সহস্র বৎসর। সুধালে কি পার্ব্বতীরে—"পতি যদি মম
তৎকালে জন্মিল তাঁর রক্তাঙ্গ হইতে ক্ষত্রিয়সন্তান, তবে কেন হ'ল হেন;
নলিনাক্ষ, কম্বুগ্রীব, শ্যামবর্ণ দেব কি হেতু সন্তান তাঁর সহে এ লাঞ্ছনা
মনোহর, গূঢ়শিরা, পরমসুন্দর। শূদ্রভাবে বঙ্গদেশে? নিদারুণ কথা!
জন্মমাত্র, দাঁড়াইলা প্রজাপতিপাশে তী।
হস্তে ল'য়ে মসিপাত্র, লেখনী, ছেদনকরীরে করি নাই এ কথা জিজ্ঞাসা।
হইলে সমাধিভঙ্গ হেরিলা সম্মুখে ানে হ'লে বুকে বাজে, শেল ব্যথা জাগে।
পদ্মযোনি, স্থিরনেত্রে ধ্যানপরায়ণ কহ নাথ! কি কারণে হইল এমন
সুগঠন চতুর্ভুজ পুরুষ সুন্দর। বে কি গো সন্তানের শূদ্রত্ব মোচন?
প্রিয়ভাষে জিজ্ঞাসিলা,—"বল, কেরে গুপ্ত।
লভিলে কেমনে হেন মূরতি মোহন শান প্রিয়ে! করিবারে ভূভার হরণ,
উত্তরিলা নবজাত পুরুষ সুঠাম;— জীবের যতেক দুঃখ করিতে নির্ব্বাণ
"পদ্মযোনি! তব কায়ে জনম আমাইলেন নারায়ণ বুদ্ধঅবতার।
নির্দ্দেশ করহ এবে কিবা মম নাম, পরিহরি রাজ্যসুখ, প্রিয়-প্রণয়িনী
উপযুক্ত কার্য্যে মোরে কর নিয়োজি
পরিতুষ্ট প্রজাপতি শুনি এই বাণী
কহিলেন স্মিতমুখে—"শোন বৎস!
স্থিরচিত্তে যবে মম সুন্দর সমাধি
উপজিল, তদা তুমি মম কায়া হ'তে
হ'য়েছ উদ্ভব; সেই হেতু এ জগতে

কত দেশে ভ্রমিলেন সন্ন্যাসীর বেশে,
রহিলেন কতকাল ধ্যানে নিমগন
সুপ্তমীন হ্রদসম। মহাতপোধন
তপোবলে ধরিলেন বোধিসত্ত্ব নাম;
শিখালেন জীবে, অহিংসা পরমধর্ম্ম;
শিখালেন তারে, যত দুঃখ ভুঞ্জে তারা
অবনীমণ্ডলে, সকলি প্রাক্তন ফল;
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলে দেহীগণ সবে
আসে যায় বারম্বার দুঃখের সংসারে।
করিলেন বোধিসত্ত্ব স্বধর্ম্ম প্রচার
স্বর্ণভূমি আর্য্যাবর্ত্তে; নরনারীগণ
উল্লাসে হইল নবধর্ম্মেতে দীক্ষিত।
সপ্তশত বর্ষকাল অখণ্ড প্রতাপে
বৌদ্ধধর্ম্ম আর্য্যাবর্ত্তে করিল শাসন।
বৌদ্ধরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাব সময়ে
স্বেচ্ছাক্রমে তেয়াগিল যজ্ঞসূত্র যত
তোমার সন্তানগণ পুনরায় তাহা
আর্য্যধর্ম্ম অভ্যুত্থানে না করে গ্রহণ।
চলিছে নবীন স্রোত বঙ্গদেশে এবে
নবভাবে উদ্দীপিত তোমার সন্তান
ধীরে ধীরে উপবীত করিছে গ্রহণ।
তাই বলি চন্দ্রাননি! বিষাদ-সলিলে
ভাসা'ও না আর অই বিমল বদন
উদিল অদৃষ্টাকাশে সৌভাগ্য-তপন।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার।

সার্থকজীবন (৩)।

শ্যামলা ধরণী শোভিত ফুলবনে,
সরোবরবক্ষে শোভে প্রফুল্লনলিনী
বহিতেছে মৃদুল সমীর, অলিকুল আনন্দে অধীর।

তুলি প্রাণময়ী তান, বিহগ গাহিছে গান
উষার সীমন্তে শোভে তরুণ তপন ;
নীহারের হার পরি শোভে বৃক্ষগণ। ১
অস্তমিত ভানুদেব আরক্ত বদন
সুবর্ণে মণ্ডিত বৃক্ষশির,
পাখিগণ করে সবে কুলায় গমন
যেন সব শান্ত সুগম্ভীর।
সুনীল আকাশগায়, তারাগণ শোভা পায়
হেরি শশধরে সরে ফুল্লকুমুদিনী
রজত ভূষণে সাজি হাসিছে মেদিনী। ২
তুলি সুমধুর ধ্বনি ধায় স্রোতস্বিনী
সমিরণ-হিল্লোলে নাচিয়া,
আকাশের প্রান্তে হেরি ঘন কাদম্বিনী
নাচে শিখি পুচ্ছ বিস্তারিয়া।
যামিনী—মেঘের সঙ্গে খেলিছে ছুটিছে রঙ্গে
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে দূরে জলধর
প্রতিঘাতে কাঁপাইয়া আকাশভূধর। ৩
তুঙ্গ অভ্রভেদী গিরি পাষাণ নির্ম্মিত
বক্ষে তার অমিয় নির্ঝর,
উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ অনন্ত বিস্তৃত
রত্নাকর সুনীল সাগর।
অনন্ত সুষমারাশি, শিশুমুখে আধো হাসি
মায়ের অন্তরে চির স্নেহ প্রস্রবণ
সতীর সর্ব্বস্ব ত্যাগ পতির কারণ। ৪
এই সমুদায় যাঁর রচনামাধুরী।
হেরি যাহা মুগ্ধ হয় মন,
ভাবিতে যাঁহারে মনে পুলকে শিহরি
না জানি কেমন সেই জন।
নশ্বর সৌন্দর্য্যে হেরি নয়ন ফিরাতে নারি,
অনন্ত সে রূপ যদি করি দরশন
তুচ্ছ মানি ব্রহ্মপদ সার্থক জীবন। ৫

শ্রীনৃসিংহগোপাল সিংহ চৌধুরী।

নববর্ষ (৪)।
(আবাহন।)

(১)
এস এস নববর্ষ, করি আবাহন।
দাঁড়াইয়া একপল,
মুছাও নয়নজল ;
শান্তির হিল্লোলে এবে জুড়াও জীবন।

(২)
কত দিন, কত মাস, বর্ষ যুগান্তর—
অতীত তরঙ্গসহ,
মিশি দুঃখে অহরহ,
কালের করাল-স্রোতে ভাসে নিরন্তর।

(৩)
সেই মহাকালগর্ভে চলিছে আবার,
অই ভূধরের সানু,
সিন্ধুতলে পরমাণু,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা বিশ্বচরাচর।

(৪)
নববর্ষে নববলে হ'য়ে বলীয়ান,
উন্নতি-গর্ব্বিত মুখে,
আশায় উৎফুল্ল বুকে,
কর্ত্তব্যের পথে সবে হয় আগুয়ান।

(৫)
ফুটিছে কাননে ফুল, গুঞ্জরিছে অলি,
অগণিত তরুরাজি,
নব কিশলয়ে সাজি,
শোভিছে চৌদিকে তাই শোভে বনস্থলী।

(৬)
ছুটিছে তটিনীতটে তরঙ্গলহরী—
ঢালিয়া পীযূষরাশি,
হাসিয়া অমিয় হাসি,
নব অনুরাগে—যেন বিষাদ আবরি।

(৭)
দলবদ্ধ বিহঙ্গম গাইছে সুস্বরে।
নবীন সঙ্গীততান,
মোহিয়া মানবপ্রাণ,
নববর্ষ-সংমিশ্রণে বহিছে মধুরে।

(৮)
কত দেশে কত জাতি জাগিছে আবার,
নবীন উৎসাহ ভরে,
নব-পদচিহ্ন ধ'রে,
লভিছে নবীনতেজে নব অধিকার।

(৯)
বঙ্গীয় কায়স্থ শুধু লুটায় ধরণী,
ভুলিয়াছে মনোরথ,
আঁধারে কর্ত্তব্যপথ,
রাহুগ্রাসে প্রভাকর নিস্তেজ যেমনি।

(১০)
উন্নতি আশার দীপে উজলি এবারে,
না দেখাবে সেই ভাতি,
ক্ষত্র-তেজ-বীর্য্য-জ্যোতি।
নিশ্চেষ্ট কায়স্থ রবে চির-অন্ধকারে।

(১১)
ভারতের অলঙ্কার আছিল যে জাতি,
গণক লেখক ব'লে
বুদ্ধি-বীর্য্য-বাহুবলে
সুধন্য জগতী-তলে তার কি এ গতি ?

(১২)
জাতির অতলজলে, অজ্ঞান-হিল্লোলে,
আশার কুসুম তার,
ছাড়িয়া জীবন-হার
খসিয়া পড়েছে এবে তরঙ্গের কোলে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু।

নববর্ষ (৪)।
(আরতী।)

আবার এসেছ তুমি,
গালভরা হাসি হেসে ?
সাজায়ে এনেছ ভরা,
মধুমাসে মধুবেশে ? ১

তুমি কি গো বার বার
এসো যাও ঘুরে ফিরে ?
ভুলায়ে ছলনা মোহে
দুঃখভার দাও শিরে ? ২

মলয় মারুত বায়,
কুসুম রেণুকা শ্বাস।
আলস লালস নেশা,
মুহুতার নাগপাশ। ৩

পিছনে নিদাঘ ঘন,
বরিষার ঝঞ্ঝাবাত।
হাহাকার, মহামারী,
দুর্ভিক্ষ অশনিপাত। ৪

আধি, ব্যাধি, শোক, তাপ,
বিয়োগের আঁখিজল।
পেটারী ভরিয়া সঙ্গে
বিপ্লব বাড়বানল। ৫

হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা,
বিলাসিতা অহঙ্কার।
কোন্দল কলহে, আহা!
স্বর্ণভূমি ছারখার। ৬

এই তব ভালবাসা?
এই তব আশীর্ব্বাদ?
দূর হতে নমস্কার!
হিতে তব পরমাদ! ৭

শ্রীরসিকলাল রায়

শ্রীসুমঙ্গল প্রশস্তি।

শ্রীমৎ সুমঙ্গল মহাস্থবিরায় প্রদত্তঃ শ্রদ্ধোপহারঃ॥ *

দেদীপ্যতে নমু চিরং কনকোজ্জ্বলা সা
লঙ্কা সরিৎপতি-মহোর্ম্মি-বিধৌতপাদা।
যাঞ্চৈব মৈথিলসুতা সুতরামপাবীৎ
শোকাশ্রুভির্বিরহিতা প্রিয়বল্লভেন॥১॥

১। যাঁহার শরীর পতিবিরহার্ত্তা মৈথিল-রাজকন্যার শোকাশ্রু দ্বারা পূত হইয়াছিল এ যাঁহার পাদদেশ মহাসমুদ্রের তরঙ্গমালা দ্বা সর্ব্বদা বিধৌত হইতেছে, সেই সুবর্ণোজ্জ্ব লঙ্কা চিরকাল দেদীপ্যমান হইয়া থাকে।

শ্রীপাদপর্ব্বতবরোঽপ্যভিতশ্চকাস্তি
যত্রাস্তি সৌগতপদোৎপল চিহ্নমেকম্।
অর্চ্চন্তি বৈদিকগণাঃ কিল বিষ্ণুপাদম্
বুদ্ধস্য পাদকমলং প্রবিচিন্ত্য বৌদ্ধাঃ॥২॥
মোহাস্মদস্য কিল শিষ্যগণাস্তথৈতৎ
মত্বা তদর্চ্চন্তি খলু হব্যবতী-প্রিয়স্য। *
পূতং তদঙ্ঘ্রি কমলং নমু তত্র সর্ব্বে—
ঽপ্যব্যাজভক্তিকুসুমং বিসৃজন্তি নিত্যম্॥৩॥

২।৩। সম্মুখে শ্রীপাদপর্ব্বত (Adam's peak) শোভাবিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। এই পর্ব্বতের উপরে একখানি পাদপদ্ম অঙ্কিত আছে। বৈদিকধর্ম্মাবলম্বিগণ ঐ পাদপদ্মকে বিষ্ণুপাদ বলিয়া অর্চ্চনা করেন, বৌদ্ধগণ উহাকে বুদ্ধের পাদচিহ্ন বলিয়া পূজা করেন, মহম্মদের শিষ্যগণ উহাকে আদমের পদাঙ্ক মনে করিয়া ভজনা করেন। সেই পাদপদ্মখানি অবশ্যই অত্যন্ত পবিত্র, কারণ সর্ব্বশ্রেণীর লোক নিয়ত উহাতে অকপট ভক্তিকুসুম উপহার দিয়া থাকে।

যত্রাদাবজনীহ বুদ্ধভগবদ্ধর্ম্মাঙ্কুরঃ সুন্দরঃ
মীহিন্তালগিরিঃসরম্যগহনঃ সন্দীপ্যতেদীপ্তিমান্।
চৈত্য শ্রেণিসমন্বিতং চ রুচিরং বোধিদ্রুমালী-
যুতম্
শ্রীলাঢ্যং হনুরাধপত্তনবরং স্ফারং স্ফুরদ্ রাজতে
॥৪॥

৪। (লঙ্কার) যে স্থানে ভগবান্ বুদ্ধের সুন্দর ধর্ম্ম প্রথমতঃ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, সেই রমনীয় ও নির্জ্জন মীহিন্তাল পর্ব্বত-পার্শ্বে বিরাজ করিতেছে। বোধি-বৃক্ষ-সুশোভিত ও চৈত্যশ্রেণীসমন্বিত সুসমৃদ্ধ ও পরম রমনীয় অনুরাধপুর চতুর্দ্দিকে প্রভা বিকিরণপূর্ব্বক শোভা পাইতেছে।

কুন্দাভামলবর্ণ শাক্যভগবদ্দন্তাখ্য ধাতোর্যুতম্
শ্রীভিঃ পূর্ণমনল্পদক্ষসহিতং শ্রীবর্দ্ধনং পত্তনম্।
দ্বীপে ভান্তি বিহাররাজিনিকরা ভিক্ষূৎকরৈঃ
সংযুতাঃ
মন্যে সাগরসন্নিধৌ সুরপুরীং স্থিত্বা হসন্তীব
তে॥৫॥

৫। দেখ! ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ও নানা কারুকার্য্য-সমন্বিত শ্রীবর্দ্ধনপুর (Kandy) ভগবান্ বুদ্ধের কুন্দ-কুসুমের ন্যায় শুভ্র ও নির্ম্মল দন্ত-ধাতু ধারণ করিয়া কিরূপ শোভা পাইতেছে। অহো! এই দ্বীপে ভিক্ষুসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ বিহারশ্রেণী কিরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। মনে হইতেছে উহারা অমরাবতীকে উপহাস করিবার জন্যই যেন সাগরসমীপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

ঋদ্ধিপ্রভাববশতঃ কিল বুদ্ধদেবঃ
চাভ্যেত্য ধর্ম্মসুধয়া পরিষিচ্য লোকান্।
অক্ষয্যমুক্তিপদবীং প্রদিশন্ সমস্তান্
পূতাংশ্চকার করুণার্ণব দিব্যমূর্ত্তিঃ॥৬॥

৬। কথিত আছে দয়ার সাগর দিব্যমূর্ত্তি বুদ্ধদেব ঋষিপ্রভাবে এই দ্বীপে আগমনপূর্ব্বক ধর্ম্মামৃত দ্বারা লোকসমূহকে অভিষিক্ত করিয়া উহাদিগকে অক্ষয় মুক্তির পথপ্রদর্শনপূর্ব্বক পবিত্রকৃত করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মাশোকে সমুদয়গতে সার্ব্বভৌমে ধরণ্যাং
তস্মাজ্জাতঃ প্রকৃতিকরুণো ভিক্ষুবর্য্যো মহেন্দ্রঃ।
তীর্ণো ব্যোম্না জলধিমতলং দুস্তরং ভীমভঙ্গৈঃ
আগম্যাস্মিন্নদিশদমলাং বৌদ্ধনীতিং বিশুদ্ধাম্॥৭॥

৭। যখন ধরণীতলে সার্ব্বভৌম ধর্ম্মাশোক অভ্যুদয় লাভ করে, তখন প্রকৃতি করুণ ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্র সমুদ্ভূত হন। তিনি তরঙ্গ-ভঙ্গে ভীষণ দুস্তর অতল জলধি উত্তীর্ণ হইয়া আকাশপথে এই দ্বীপে আগমনপূর্ব্বক নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ বৌদ্ধনীতির উপদেশ দিয়াছিলেন।

তস্যানুজা চ বিদুষী কিল সঙ্ঘমিত্রা
ভিক্ষুব্রতঞ্চ দধতী প্রবিহায় ভোগম্।
যোষিৎসু সা করুণয়া নমু সিংলানাং
সম্যক্ প্রচারমকরোদিহ বৌদ্ধবাচাম্॥৮॥

৮। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী বিদুষী সংঘ-মিত্রা ভোগসুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষুণীব্রত

* ১৩১৬ সালের ৪ঠা অগ্রহায়ণ মহা-মহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, যখন কোলম্বনগর হইতে দেশাভিমুখে প্রতিগমন করেন তৎকালে তথাকার বিদ্যোদয় বিহারে, ভিক্ষু, সিংহলী, বৌদ্ধ, তামিলহিন্দু ও খ্রীষ্টানগণ সমবেত হইয়া মহাস্থবির জ্ঞানেশ্বর যতি সংস্কৃতে যে এক অভিনন্দন তাঁহাকে প্রদান করেন। তাহার প্রত্যুত্তরচ্ছলে এই ৩৩টী কবিতা রচিত হইয়াছিল। সম্পাদকস্য।

* হব্যবতীপ্রিয়=Adam, the husband Eve.

ধারণ করিয়া সিংহলীয় রমণীগণের প্রতি করুণা বশতঃ এখানে বুদ্ধের বাক্যপ্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীকালিদাস সুকবিঃ কবিষূত্তমোঽসৌ
সানন্দমাগমনমত্র বিধায় তস্থৌ।
সংলক্ষ্য চেহ নিখিলর্ত্তুসমত্বমেতদ্
মত্বৈব নন্দনবনং ন গতঃ স্বদেশম্ ॥৯॥

৯। কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুকবি কালিদাস এই দ্বীপে আগমন করিয়া আনন্দে অবস্থান করিয়াছিলেন। এখানে সকল ঋতুর সাম্য (চিরবসন্ত) অবলোকনপূর্ব্বক "এই নন্দনবন" এইরূপ অবধারণ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করেন নাই।

বুদ্ধস্য ঘোষ ইব যস্য বচঃ প্রসিদ্ধং
সোঽপ্যত্র ধর্ম্মমদিশৎ কিল বুদ্ধঘোষঃ।
বঙ্গীয়পণ্ডিতবরঃ স চ চন্দ্রগোমী
বুদ্ধস্য নীতিমতনোৎ কিল সিংহলেষু ॥১০॥

১০। যাঁহার বাক্য বুদ্ধের ঘোষের (বাক্যের) সদৃশ বলিয়া প্রথিত আছে, সেই বুদ্ধ ঘোষও এখানে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। বঙ্গের পণ্ডিতাগ্রণী চন্দ্রগোমিত সিংহলে বুদ্ধের নীতিবিস্তার করিয়াছিলেন।

উচ্চারিতা সুমধুরা কবিতা যদীয়া
চাপ্যাবয়ত্যবিরতং শ্রবণং সুধাভিঃ।
আগম্য সোঽত্র বিদধৌ জনভক্তিগাথাম্
গৌড়ীয়বিপ্রকবিভারতী রামচন্দ্রঃ ॥১১॥

১১। যাঁহার সুমধুর কবিতা উচ্চারিত হইবা মাত্র কর্ণ অবিরত অমৃতদ্বারা আপ্লুত হয়, সেই গৌড়ীয়ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র ভারতী এখানে আগমনপূর্ব্বক বুদ্ধের ভক্তিগাথা বিরচন করিয়াছিলেন।

আদানদানব্যবহারপূর্ণে
দ্বীপে প্রশিক্ষাং বিতরীতুমেষাম্।
অত্রাগতানামনুসৃত্য মার্গম্
ময়াপি বিদ্যাগ্রহণার্থমেতম্ ॥১২॥

১২। উল্লিখিত মহাত্মাগণ বিদ্যাবিতরণ করিবার জন্য এই দ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পদবী অনুসরণ করিয়া আমিও এখানে আসিয়াছি; কিন্তু আমার আগমন বিদ্যাগ্রহণের নিমিত্ত। এই দ্বীপে আদান ও প্রদানের জন্য চিরকালই প্রথা আছে।

অস্মিংশ্চ মঞ্জুলতমে কিল তীর্থভূতে
হ্যদ্যাপি বৌদ্ধযতয়ঃ প্রভয়া বিভান্তি।
যে বৈ বিসৃজ্য হৃদয়ান্নিখিলাঞ্চ তৃষ্ণাং
ভৈক্ষ্যব্রতং পরিচরন্তি বিমুক্তসঙ্গাঃ ॥১৩॥

১৩। এই মনোজ্ঞ ও তীর্থসদৃশ দ্বীপে অদ্যাপি বৌদ্ধযতিগণ স্বদীপ্তিতে দীপ্তিমান্ হইয়া থাকেন। ইঁহারা হৃদয় হইতে নিখিল বাসনা পরিত্যাগ করিয়া অনাসক্ত চিত্তে ভিক্ষাব্রতের অনুষ্ঠান করেন।

শ্রীমান্ সুমঙ্গলমুনির্জয়তাচ্চিরায়
যোঽসৌ মহাস্থবিরতাং প্রতিপদ্য পূজ্যাম্।
পুণ্যৈঃ সুধাংশুবিশদৈশ্চ যশোময়ূখৈঃ
শুভ্রীয়তে ক্ষিতিতলং সুধিয়াং বরেণ্যঃ ॥১৪॥

১৪। যিনি পূজ্য মহাস্থবির পদপ্রাপ্ত হইয়া জ্যোৎস্নাধবল পুণ্য ও যশোময়ুখদ্বারা ক্ষিতিতল শুভ্র করিয়াছেন, সুধীগণের অগ্রণী সেই শ্রীমান্ সুমঙ্গল যতির জয় হউক।

গীর্ব্বাণবাক্ষু পরমামগমৎ প্রতিষ্ঠাং
ভাষাষু সৌগতমুখাব্জবিনিঃসৃতাসু।
পালীদ্বয়ং ক্ষিতিতলে গুরুরেক এব
বৌদ্ধাগমে প্রথিতকীর্ত্তিরসৌ জগত্যাম্ ॥১৫॥

১৫। তিনি গীর্ব্বাণ বাণীতে (সংস্কৃত ভাষায়) পরমপ্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, বুদ্ধদেবের মুখপদ্মবিনিঃসৃত পালিভাষা বিষয়ে তাঁহার অতুলনীয় পাণ্ডিত্য এবং বৌদ্ধাগমে তাঁহার কীর্ত্তি জগতীতলে সুপ্রথিত।

বিদ্যোদয়াখ্য পরিবেণ ইহ প্রসিদ্ধঃ
সংস্থাপিতো মতিমতাত্র কলোম্ব পূর্য্যাম্।
সৌবর্ণরত্নখচিতা সুগতস্য মূর্ত্তিঃ
সংপূজ্যতে প্রযতশিষ্যগণৈশ্চ যত্র ॥১৬॥

১৬। বুদ্ধিমান্ সুমঙ্গল যতি কোলম্বনগরে বিদ্যোদয়নামে এক প্রসিদ্ধ পরিবেণ (Monastic College) সংস্থাপন করিয়াছেন। সেখানে সুবর্ণরত্নইত্যাদি খচিত বুদ্ধের প্রতিমা প্রযত শিষ্যগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকে।

যত্রৈব সৌগতগুরুঃ খলু দেবমিত্রো
জ্ঞানেশ্বরো যতিবরশ্চ পবিত্র মূর্ত্তিঃ।
দেবাদ্রিরক্ষিতযতী কিল রত্নসারঃ
শিষ্যান্ দিশন্তি বিবুধা সুগতোক্তবিদ্যাম্ ॥১৭॥

১৭। সেই পরিবেণে বৌদ্ধগুরু দেবমিত্র, পবিত্রমূর্ত্তি যতিবর জ্ঞানেশ্বর, যতিদেব রক্ষিত ও রত্নসার এই সকল পণ্ডিতগণ সুগতোক্ত বিদ্যার উপদেশ দিয়া থাকেন।

প্রজ্ঞান্বিতং হতকদাগ্রহমগ্র্য চিত্তং
জ্ঞানেশ্বরারুণসমং হ্যবলম্ব্য সূতম্।
শ্রীমান্ সুমঙ্গলরবিঃ পরিবেণযানং
সম্যক্ প্রচালয়তি জাড্যতমোঽপহারী ॥১৮॥

১৮। জড়তারূপ অন্ধকার-অপহরণকারী শ্রীমান্ সুমঙ্গলরূপরবিপ্রজ্ঞাবান্, কদাগ্রহরহিত উদারচেতা, জ্ঞানেশ্বররূপ অরুণকে সারথিরূপে প্রাপ্ত হইয়া এই পরিবেণরূপ যান সম্যকরূপে চালিত করেন।

বিদ্যাধরাখ্যসদসাত্র নিয়ম্যমানো
বিদ্যোততে ক্ষিতিতলে পরিবেণ এষঃ।
সত্রৈব বিগ্রহবতী কিল পালিভাষা
রারাজতে কৃতধিয়াং মুখ-পঙ্কজেষু ॥১৯॥

১৯। বিদ্যাধরনামক সভাদ্বারা নিয়মমান্ হইয়া এই পরিবেণ, ক্ষিতীতলে অত্যন্ত শোভা পাইতেছে। এখানে বোধ হয় যেন পালিভাষা মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া পণ্ডিতগণের মুখপদ্মে সর্ব্বদা বিরাজ করিয়া থাকেন।

কাব্যং হ্যলঙ্কৃতিসুন্দর শব্দবিদ্যা
জ্যোতিশ্চিকিৎসন সুপুস্তকনঙ্কণাস্ত্রম্।
পাল্যাগমোঽপি পরিবর্ত্ত্য চ পাঠিতে তৈঃ
গীর্ব্বাণবাচি কিল বালহিতেচ্ছয়াত্র ॥২০॥

২০। এখানে বালকগণের হিতের নিমিত্ত কাব্য, অলঙ্কার, শব্দশাস্ত্র, জ্যোতিষ, চিকিৎসা প্রভৃতি বিদ্যা ও পালিভাষা সংস্কৃতে পরিবর্ত্তিত করিয়া অধ্যাপিত হইয়া থাকে।

শ্রীমেধাবি সুমঙ্গলাখ্যমুনিনা খ্যাতেন দিক্ষ্বষ্টসু
পূর্ব্বং পাঠিতমপ্যকারণতয়া রোধং গতং কালতঃ।
প্রজ্ঞানন্দমতিং প্রপাঠ্য চ ময়া সংস্কৃত্য ভিক্ষুং বুধৌ
তর্কাখ্যাগমশাস্ত্রমুদ্ধৃতকৃতং চায়াসতঃ সাম্প্রতম্ ॥২১॥

২১। অষ্টদিকে খ্যাত মেধাবী শ্রীসুমঙ্গল যতি পূর্ব্বে এই পরিবেণে তর্কশাস্ত্র পড়াইতেন, কিন্তু প্রয়োজনাভাববশতঃ কালসহকারে ঐ শাস্ত্রের প্রচলন রুদ্ধ হইয়াছে। সংপ্রতি

আমি প্রজ্ঞানন্দ যতি ও সংকৃত্য ভিক্ষুকে এই তর্কশাস্ত্র সম্যকরূপে পড়াইয়া বহুকষ্টে ঐ শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার করিয়াছি।

ধর্ম্মারামযতিঃ সুবিশ্রুতযশা ব্যক্তাভিরূপাং দধৎ
শীলস্কন্ধমুনির্যশস্বী গুণযুক্ প্রাজ্ঞো গভীরাশয়ঃ।
বিদ্বান্ বৌদ্ধজনার্চ্চ্যপাদকমলঃ শ্রীমান্ সুভূতিস্তথা
রাজন্তেঽত্র সুকীর্ত্তয়ঃ স্থবিরতাং প্রাপ্তা ইমে সিংহলে ॥২২॥

২২। অধুনা এই সিংহলদ্বীপে তিনটী স্থবির বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের ধর্ম্মারাম যতির যশ চতুর্দ্দিকে সুবিশ্রুত এবং ইহার পাণ্ডিত্যও সম্যকরূপে অভিব্যক্ত। শীলস্কন্ধ ভিক্ষু যশস্বী, গুণশালী ও প্রাজ্ঞ এবং ইঁহার হৃদয় অতি গম্ভীর। শ্রীমান্ সুভূতিও অত্যন্ত বিদ্বান্ এবং বৌদ্ধজনের সুপূজিত।

ধর্ম্মানন্দকধর্ম্মরত্নশরণংকারাহ্বসিদ্ধার্থক—
সোমানন্দকরত্নপাল গুণযুগ্মাহ্বয়া চাপরে।
ধর্ম্মস্কন্ধমুখাঃ শ্রয়ন্তি বহবো লঙ্কাং প্রসিদ্ধিং গতাঃ
সিদ্ধান্তে হি তথাগতপ্রকটিতে নৈপুণ্যমাপিভ্রতঃ ॥২৩॥

২৩। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মানন্দ, ধর্ম্মরত্ন, শরণংকর, সিদ্ধার্থ, সোমানন্দ, রত্নলাল, গুণরত্ন, ধর্ম্মস্কন্ধ প্রভৃতি বহুভিক্ষু লঙ্কায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বৌদ্ধসিদ্ধান্তে ইহাদের নৈপুণ্য যথেষ্ট প্রকটিত হইয়াছে।

ধর্ম্মস্য পালক ইতি প্রথিতং পদং তৎ
অন্বর্থতামুপগতং নিপুণে চ যস্মিন্।
প্রখ্যাতকীর্ত্তিরবনৌ স চ বাগ্মিরর্য্যঃ
সংশোভতে যতিগুণঃ কিল ধর্ম্মপালঃ ॥২৪॥

২৪। যাঁহাতে "ধর্ম্মেরপালক" এই পদ সার্থক হইয়াছে, যাঁহার নাম জগতে সুবিখ্যাত, সেই বাগ্মিশ্রেষ্ঠ যতিগুণবিশিষ্ট ধর্ম্মপাল এখানে বিরাজ করেন।

ভূয়ো নৃপূজ্যো গুণরত্ননামা
রাজ্ঞাতিমান্যঃ সমুদারচেতাঃ।
স্বধর্ম্মকার্য্যং স্থবিরৈঃ সহাত্র
কুর্বন্ গলে রাজতি যঃ সুকীর্ত্তিঃ ॥২৫॥

২৫। যিনি সকলের কর্ত্তৃক সবিশেষ পূজিত এবং রাজসম্মানে সম্যক বিভূষিত সেই গুণরত্ননামক উদারচেতাঃ কীর্ত্তিমান্ গৃহস্থ স্থবিরগণের পরামর্শে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সর্ব্বদা শোভা পান।

আঙ্গ্লীয় শিক্ষণপতেঃ সুবরেণ্যমন্ত্রী
প্রাচীনবাগুপকৃতাখ্য সভা সদস্যঃ।
প্রাপ্তা বিভাতি নৃপসানমনেকভাষা—
শুদ্ধানুবাদনিপুণো গুণবর্দ্ধনাখ্যঃ ॥২৬॥

২৬। ইংরেজী শিক্ষাধিনায়কের সুযোগ্য মন্ত্রী, "প্রাচীন বাগুপকারক"নামক সভার সদস্য, ভাষাসমূহের শুদ্ধানুবাদে নিপুণ গুণবর্দ্ধননামক গৃহস্থ বহুরাজসম্মান প্রাপ্ত হইয়া এখানে বাস করেন।

খ্রীষ্টীয়া নিবসন্তি চাত্র বহবঃ তেষাময়ং বুদ্ধিমান্
তেজস্বী সুযশঃসমূহসহিতঃ সর্ব্বত্র বৈ খ্যাতিমান্।
স শ্রীমানুপশেখরাহ্বয়সুধীঃ খ্রীষ্টে সদা ভক্তিমান্
বুদ্ধেঽপ্যাদরবন্মতির্হি মহতামৈশ্বর্য্যমুখ্যা গতিঃ ॥২৭॥

২৭। এখানে অনেক খ্রীষ্টান বাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধিমান্, তেজস্বী, যশস্বী ও খ্যাতিমান্ উপশেখরনামক সুধী যীশুখ্রীষ্টকে সর্ব্বদা ভক্তি করিয়া থাকেন। বুদ্ধদেবের প্রতিও তাঁহার বিশেষ আস্থা আছে; কারণ উদারচিত্ত লোকসকল যেখানে ঐশীশক্তি

দেখিতে পান সেইদিকেই উন্মুখ হইয়া থাকেন।

অন্যোঽপ্যস্তি বদান্যরম্যকরুণঃ খ্রীষ্টে জনে দক্ষিণঃ
প্রজ্ঞাবানিতিহাসশাস্ত্রনিপুণঃ পাল্পীরিসাখ্যানকঃ।
নানাবাগ্বিবুধো নৃপস্য কৃতিষু প্রোৎসাহবান্ মানবাঃ
যদ্বৃত্তং হৃদয়ন্তমংশুমিব বৈ পশ্যন্তি কৌতূহলাৎ ॥২৮॥

২৮। খ্রীষ্টানসমাজে আর একজন সরল, প্রজ্ঞাবান্, বিদ্বান্ ও করুণহৃদয় ব্যক্তি বিদ্যমান আছেন। তাঁহার নাম পাল্পীরিস্। ইনি ইতিহাসশাস্ত্রে সুনিপুণ, নানাভাষায় অভিজ্ঞ এবং রাজকার্য্যে সর্ব্বদা উৎসাহশীল। উদয়োন্মুখ সূর্য্যের গতির ন্যায় এই মহাত্মার ভাবি উন্নতি ও অবনতি প্রজাগণ কৌতূহলের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

অত্রাপি তামিলবুধা নিবসন্ত্যনেকে
শৈবাঃ স্বধর্ম্মনিরতাঃ খলু বৈষ্ণবাশ্চ।
তেষান্তু পাণ্ড্যমহীপান্বয়জো মনস্বী
বিভ্রাজতেঽরুণনিভোঽপ্যরুণাচলোঽসৌ ॥২৯॥

২৯। এখানে অনেক তামিল হিন্দু সুধী বাস করেন। তাঁহারা স্বধর্ম্মনিরত শৈব বা বৈষ্ণব। তাঁহাদের মধ্যে পাণ্ড্য রাজবংশে সমুৎপন্ন মনস্বী অরুণাচলম্ সূর্য্যের ন্যায় শোভা বিকীরণ করিতেছেন।

বিশারদো দেশজনালিপূজিতঃ
নৃপস্য কার্য্যে পরমং পদং গতঃ।
বিচিত্রবিদ্যানিরবদ্যকর্ম্মণি
মহাশয়োঽস্তি হ্যধুনা স সংবৃতঃ ॥৩০॥

৩০। ইনি সুপণ্ডিত ও দেশপূজ্য এবং রাজকার্য্যে পরমোন্নতিলাভ করিয়াছেন। অধুনা এই মহাত্মা নানা বিচিত্র বিদ্যানুশীলনে ও পবিত্রকর্ম্মে সংলিপ্ত আছেন।

তদ্ভ্রাত্রোজ্জ্বলতা কুশাগ্রমতিনা শ্রীরামনাথেন বৈ
বৌদ্ধখ্রীষ্টকবৈদিকাগমগণে সংরাধ্যতা তুল্যতাম্।
পৃথ্বী চৈব কুটুম্বমেবমনিশং নিধ্যায়তা স্বীয়কম্
অদ্বৈতপ্রসরং বিধাতুমনসা যত্নঃ সদা তন্যতে ॥৩১॥

৩১। তাঁহার ভ্রাতা সমুজ্জ্বল ও কুশাগ্রীয় বুদ্ধি শ্রীরামনন্দম্ বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট ও বৈদিকশাস্ত্রের পরস্পর সাম্য-সংস্থাপনপূর্ব্বক অহর্নিশ সমগ্র বসুধাকে নিজের কুটুম্ব বিবেচনা করিয়া যথার্থ অদ্বৈতমত জগতে প্রচারের জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিতেছেন।

নাম্নাহং হি সতীশচন্দ্র নিপুণঃ সংপ্রেরিতো বঙ্গতঃ
বিপ্রো ভারতবর্ষভূমিপতিনা বৌদ্ধাগমস্যাকরে।
লঙ্কায়ে চ সুমঙ্গলর্ষি সবিধে প্রাধীত্য বৌদ্ধাগমং
চন্দ্রাগ্নিদ্বিপচন্দ্রবর্ষ বিমিতে জাতঃ শকে তুষ্টিমান্ ॥৩২॥

৩২। আমার নাম শ্রীসতীশচন্দ্র। আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ। বৌদ্ধশাস্ত্র-অধ্যয়নার্থে আমি ভারত-গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত হইয়াছি। বৌদ্ধাগমের আকরসদৃশ লঙ্কাদ্বীপে ১৭৩১ শকাব্দে সুমঙ্গল যতির নিকট বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আমি প্রীতিলাভ করিলাম।

কিং বা সমর্প্য গুরুদেব গৃহং ব্রজামি
স্পর্শস্তয়া পরিহৃতো বসুরত্নকানাম্।
তস্মাৎ প্রশস্তিরিতি যা তব সন্নিকর্ষে
ভক্ত্যার্পিতা নমু ময়া গুরুদক্ষিণাস্তু ॥৩৩॥

৬৩। হে গুরো! (সুমঙ্গল) আমি গৃহ-প্রতিগমনকালে আপনাকে কি অর্পণ করিব? আপনি পার্থিব ধনরত্নের সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়াছেন। অতএব এই প্রণতি আমি ভক্তিপূর্ব্বক আপনার সমক্ষে অর্পণ করিলাম, ইহাই আমার গুরুদক্ষিণা হউক।

মহামহোপাধ্যায়—বিদ্যাভূষণোপাধিধ
শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

করণ ও অম্বষ্ঠ।

"যদ্যপি ন কা নো হানিঃ
পয়কীয়ান্দ্রাক্ষান্ রোচয়তি রাসভঃ।
অসমঞ্জসমিতিমত্বা,
তথাপি খলু খিদ্যতে চেতঃ॥"

উপক্রান্ত প্রবন্ধের শিরোদেশে আমরা যে দুইটী জাতির নাম উল্লেখ করিলাম, ইহারা উভয়েই বর্ণসঙ্কর। কিন্তু এই উভয় জাতির মধ্যে কে কোন্ বর্ণের অন্তর্গত, তাহা হয়ত অনেকেই জানেন না। বলা বাহুল্য তোমার আমার নিকটেই যে কেবল সে রহস্য সূচীভেদ্যতমঃপটলের অন্তরালে লুক্কায়িত, তাহা নহে। অশেষ শাস্ত্রপারদৃশ্বা প্রাচীন নিবন্ধকারগণও এবিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। ফলতঃ তাহাদের মধ্যে কেহ বা অম্বষ্ঠকে, অপরপক্ষে আবার কেহ বা করণকে একতর দ্বিজের আসনপ্রদানে সমুদ্যত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কাজেই এবিষয়ে আলোচনা করা আবশ্যক।

বোধ হয় আজকাল সাক্ষরব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, বৈশ্যকর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্র কন্যাতে জাত অর্থাৎ অনন্তরজ বৈশ্যতনয়ের নাম করণ। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক পরিণীতা (বিবাহিতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও আজ আমারা তর্কের খাতিরে পরিণীতা বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইলাম) বৈশ্যকন্যাগর্ভে সঞ্জাত অর্থাৎ একান্তরজ ব্রাহ্মণতনয়ের নাম অম্বষ্ঠ। মহর্ষি ব্যাস বলেন,—

"বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু ক্ষত্রবৎ।
জাতকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ।
বৈশ্যাসু বিপ্রক্ষত্রাভ্যাং ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ।৮"

(ব্যাসসংহিতা ১ম অ০)

"ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা, যে ব্রাহ্মণকন্যা তাহাকে বিপ্রবিন্না কহে। বিপ্রবিন্না পত্নীতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ব্রাহ্মণের মত করিবে; ক্ষত্রবিন্না পত্নীতে (ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রকন্যাকে ক্ষত্রবিন্না বলে) জাতসন্তানের জাতকর্ম্মাদি-সংস্কার ক্ষত্রিয়জাতির ন্যায় করিবে; ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্রকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি শূদ্রের ন্যায় করিবে। ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয়কর্ত্তৃক বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি-সংস্কার বৈশ্যজাতির মত করিবে; এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্যকর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্রকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি-সংস্কার শূদ্রজাতির মত করিবে।"

(পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ)

অতএব বাধ্য হইয়া ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে সমুৎপন্ন অম্বষ্ঠজাতিকেই একতর বৈশ্য ও শূদ্রামাতৃক করণজাতিকে একতর শূদ্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু "প্রকৃতি বিশিষ্টং চাতুর্ব্বর্ণ্যং সংস্কারবিশেষাচ্চ।" ইহাই মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিপ্রায়। কিন্তু মনুমহারাজ বলেন,—

"স্বজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেচাপধ্বজাঃ স্মৃতাঃ।"৪১।

(মনুস্মৃতি ১০ম অ০)

নাই অন্তর অর্থাৎ অবকাশ বা ব্যবধান যাহাদের তাহাকেই অনন্তর বলে। যেমন ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা, বৈশ্যের শূদ্রা। অতএব কথা হইতেছে, স্বজাতিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণি, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যের বৈশ্যাপত্নীগর্ভেজাত পুত্রত্রয় এবং ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ও বৈশ্যের শূদ্রাপত্নীতে সমুৎপন্ন পুত্রত্রয় অর্থাৎ মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য ও করণ এই জাতিত্রিতয় দ্বিজধর্ম্মী অর্থাৎ দ্বিজোচিত উপনয়নাদি সংস্কারার্হ। যেহেতু "মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে" ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। সত্য বটে মনুমহারাজও অন্যত্র লিখিয়াছেন,—

"জাতোনার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যোভবেৎ গুণৈঃ।
জাতোঽপ্যনার্য্যাদার্য্যায়ামনার্য্য ইতি নিশ্চয়ঃ।৬৭
তাবুভাবপ্যসংস্কার্য্যাবিতি ধর্ম্মোব্যবস্থিতঃ।
বৈগুণ্যাজ্জন্মনঃ পূর্ব্ব উত্তরঃ প্রতিলোমতঃ।৬৮
সুবীজঞ্চৈব ক্ষেত্রেজাতং সম্পদ্যতে যথা।

তথার্য্যাজ্জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কারমর্হতি।৬৯

(মনুস্মৃতিঃ ১০ম অ০)

ইহার ফলিতার্থ এই—শূদ্রাগর্ভে আর্য্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকর্ত্তৃক সঞ্জাত তনয় আর্য্য হয় সত্য; কিন্তু অনার্য্য অর্থাৎ শূদ্রকর্ত্তৃক আর্য্যাগর্ভে সমুৎপন্ন সন্তান অনার্য্যই হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য ইহারা উভয়েই দ্বিজবৎ উপনয়নাদি সংস্কারার্হ নহে। পক্ষান্তরে আর্য্যকর্ত্তৃক আর্য্যাগর্ভে জাত সন্তান দ্বিজধর্ম্মী অর্থাৎ উপনয়নাদি সংস্কারার্হ হয়। অতএব ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বৈশ্যকন্যাগর্ভে জাত অম্বষ্ঠজাতি যে উপনয়নাদি দ্বিজোচিত সমস্ত সংস্কারার্হ তাহা অপলাপ করা সহজ নহে। কিন্তু ইহা সামান্যবিধি। বলা বাহুল্য সামান্যবিধি বিশেষবিধির বাধক হইতে পারে না। বরং বিশেষবিধিদ্বারাই সামান্যবিধি বাধাপ্রাপ্ত হয়, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। অতএব "স্বজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ" এই বিশেষবিধির বলে করণের পক্ষেই দ্বিজত্বের দাবী বলবৎ, অম্বষ্ঠের পক্ষে নহে। অন্যথা ভগবান্ মনু স্বয়ং অন্যত্র আর্য্যকর্ত্তৃক বিবাহিতা আর্য্যাগর্ভজাত আর্দ্ধিক বা অর্দ্ধসীরীনামক জাতিবিশেষকে একতরশূদ্র বলিয়া কীর্ত্তন করিবেন কেন? যথা,—

"আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালদাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্নাযশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ।
২৫৩"

(মনুস্মৃতিঃ ৪র্থ অ০)

শূদ্রের মধ্যে আর্দ্ধিক, কুলমিত্র, গোপাল, দাস, নাপিত এবং যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহার অন্নগ্রহণ ব্রাহ্মণের পক্ষেও দোষাবহ নহে। বলা বাহুল্য আর্দ্ধিক ও অম্বষ্ঠ যে একই

কথা, মহর্ষি পরাশরের নিম্নলিখিত পদ্যটীই তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ। যথা,—

"বৈশ্যকন্যা সমুৎপন্নঃ ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
আর্দ্ধিকঃ সতু বিজ্ঞেয়ো ভোজ্য বিপ্রেণসংশয়ঃ।
২৩"

(পরাশরস্মৃতিঃ ১১শ অ০)

ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিতা (১) বৈশ্যকন্যাগর্ভে সঞ্জাত পুত্র ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক সংস্কৃত হইলে, তাহাকে আর্দ্ধিক বা অর্দ্ধসীরী বলে; ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহাদের অন্নভোজন অবৈধ নহে। বলা বাহুল্য ভগবান্ মনুই যে কেবল এই বিপ্র-বৈশ্যজ আর্দ্ধিক জাতিকে একতরশূদ্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহা নহে। শাস্ত্রান্তরেও লিখিত আছে,—

"আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রশ্চ দাসগোপালনাপিতাঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্নাযশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ।

(বিষ্ণুস্মৃতিঃ ৫৭ অ০

"শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
ভোজ্যান্না নাপিতাশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়ে

(যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিঃ ১ম অ০

"দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্নাযশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ

(যমস্মৃতিঃ ২০, পরাশরস্মৃতিঃ ১১ শ

"নাপিতানয়মিত্রার্দ্ধসীরিণোদাসগোপকাঃ।
শূদ্রান্নাঃ স্মৃতাস্ত ভুক্ত্বান্নং নৈব দুষ্যতি।

(ব্যাসসংহিতা ৩য় অ০

(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন রায়

(১) "ব্রাহ্মণো বৈশ্যকন্যামুঢ়া তস্যাং যং পুত্রমুৎপাদয়ন্তি সংস্কৃতঃ স নাম্না আর্দ্ধিক ইতি বা অর্দ্ধসীরীতি বাভিধীয়তে ইতি।"

(পরাশরভাষ্যে প্রায়শ্চিত্তকাণ্ডে মাধবাচার্য্যঃ)

শ্যামবর্ণ।

সাধারণতঃ লোকে "কৃষ্ণ" বর্ণকে "শ্যাম"-বর্ণ কহে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। "শ্যাম-বর্ণ বলিলে "তপ্তকাঞ্চন" বুঝায়। "শ্যাম" শব্দে "কৃষ্ণ"বর্ণ হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যের রূপ বর্ণনায় "শ্যাম" শব্দে "কৃষ্ণ" নহে। গত শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় ১২৬ পৃষ্ঠার পাদমন্তব্যে সুযোগ্য সম্পাদকমহাশয় শ্যামবর্ণকে "হেমবর্ণ" বলিয়াছেন। তাহাতে ঐ পত্রিকার কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণমাসের সংখ্যায় ২৮৯ পৃষ্ঠায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় অর্থ সমীচীন বলিয়া স্বীকার না করিয়া "শ্যাম যে "কৃষ্ণবর্ণ" তাহার কতকগুলি আধুনি বাঙ্গলা কবির রচনার প্রমাণ দিয়াছেন, কি ঐ সকল প্রমাণ সমীচীন হয় না। ভবিষ্যপুরাণে চিত্রগুপ্তদেবের রূপবর্ণনা "শ্যামঃ কমললোচনঃ" বলিয়াছেন। ভবিষ্য পুরাণ সংস্কৃতগ্রন্থ; ইহার প্রমাণ সংস্কৃত ক রচনা প্রমাণ দেওয়া উচিত ছিল। যাহা হ "শ্যামবর্ণ" যে "হেমবর্ণ" তাহার প্রমাণ দিতে লিখিয়াছেন—

ভট্টির ষষ্ঠসর্গে সূর্পনখা রাবণের নিকট গিয়া সীতাদেবীর রূপবর্ণনায় কহিয়াছেন—

"যোষিদ্বৃন্দারিকাতস্য দয়িতাহংসনাদিনী।
দূর্ব্বাকান্তমিব শ্যামা ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডলা॥

ইহার টীকায় জয়মঙ্গল, ভরত মল্লি ও নারায়ণ, "শ্যামা" শব্দের লক্ষণায় বলিয়াছেন—

"শীতেসুখোষ্ণগর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে সা সুখশীতলা।"
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা॥

মেঘদূতে উত্তরমেঘ ২১শ শ্লোকে যক্ষ তাঁহার স্ত্রীর বর্ণনায় বলিয়াছেন—

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামাচকিতহরিণী প্রেক্ষণানিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনাস্তোকনম্রাস্তনাভ্যাং
যাতত্র স্যাৎযুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেবধাতুঃ॥

ইহার "শ্যামা" শব্দে টীকাকার মল্লিনাথ ঐ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণা দিয়াছেন।

নৈষধচরিতে তৃতীয়সর্গে দময়ন্তী, নলপ্রেরিত হংসপশ্চাৎ ধাবমানা হইয়া তাহাকে ধারণ করিতে অশক্তা হইলে সখিগণ হাস্য করিয়াছিলেন। কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

ধৃতাপ্যি কোপাহসিতে সখীনাং
ছায়েব ভাস্বন্তমভি প্রযাতুঃ।
শ্যামাথ হংসস্য করানবাপ্তে-
র্মন্দাক্ষলক্ষ্যা লগতি স্ম পশ্চাৎ॥

ইহার "শ্যামা" শব্দের অর্থে টীকাকার মল্লিনাথ, নারায়ণ ও প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়গণ লক্ষণা করিয়াছেন।

ব্রজকুলললামভূতা শ্রীরাধিকার রূপবর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—

মধ্যাতীব্র সখীস্কন্ধ লীলান্যস্ত করাম্বুজাং।
শ্যামাং শ্যামস্মরামোদমধুলী পরিবেশিকাং॥

স্তবাবলী প্রেমাম্ভোজ মরন্দাখ্যস্তবে।

ইহার "শ্যামা" শব্দে টীকাকার শ্রীবঙ্কবিহারী বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ও ঐ লক্ষণা করিয়াছেন। অন্যান্য কাব্য এখানে না থাকা বশতঃ প্রমাণ দিতে পারিলাম না।

সরকারমহাশয় আরও কহিয়াছেন যে, "কৃষ্ণের বর্ণ কি কৃষ্ণ নহে?" কৃষ্ণের বর্ণ যে কৃষ্ণ নহে তাহার প্রমাণ দিতেছি—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

শ্রীভাগবতে ১১।৫।৩২।

ইহার টীকায় স্বামীপাদ কহেন—

"কৃষ্ণতাং ব্যাবর্ত্তয়ন্তি" অর্থাৎ কৃষ্ণের রূপ যে খস্‌খসে কৃষ্ণবর্ণ নহে, উহাই পরিহার করিতেছেন। "ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণমিন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলং।" টীকাকার বীর রাঘবাচার্য্যমহাশয় কহেন—

"ত্বিষা কান্ত্যা কৃষ্ণবর্ণং ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলং।"

বিম্বার্কসম্প্রদায়ী শ্রীশুকদেব কহেন—

"ত্বিষা মহত্যা কান্ত্যোপলক্ষিতং কৃষ্ণেন স্বা সাধারণেন বর্ণেন যুক্তমিন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলং।"

শ্রীকৃষ্ণের রূপ যথা—

অয়ং নয়নদণ্ডিত প্রবরপুণ্ডরীক প্রভঃ
প্রভাতি নবজাগুড়দ্যুতিবিড়ম্বি পীতাম্বরঃ।
অরণ্যজ পরিক্রিয়াদমিত দিব্য বেশাদরো
হরিণ্মনি মনোহর দ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গো হরিঃ॥

বিদগ্ধমাধবে ১ম অঙ্কে।

পুনরায়—

মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীমদবিড়ম্বি দেহদ্যুতি-
র্ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ স্ফুরতি কোহপিনব্যোযুবা।

সখি স্থিরকুলাঙ্গনা নিকরনীবিবন্ধার্গল
চ্ছিদাকরণ কৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ॥

ললিতমাধবে প্রথমাঙ্কে।

পুনরায়—

হরিণ্মনি কবাটিকা প্রকরহারি বক্ষঃ স্থলঃ
স্মরার্ত্ত তরুণী মনঃ কলুষহারি দোরর্গলঃ।
সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি বক্ষঃ স্পৃহাং॥

গোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে।

পুনরায়—

ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক মন্দ্র মুরলীরবঃ ক সু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক রাস রসতান্ডবী ক সখি জীবরক্ষৌষধি-
র্নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক বত হন্ত হাধিগ্বিধিম্॥

ললিতমাধবে তৃতীয়াঙ্কে।

অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণের রূপকে নবজলধরকান্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন—

নবাম্বুদলসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
সুচিত্র মুরলীমুখঃ শরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতার হার প্রভঃ
সমে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্রস্পৃহাং॥

গোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে।

পুনরায়—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নাম্না

সান্দ্রোন্মাদ পরম্পরা মুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধ ঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটেবীক্ষণা
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়েরতিরভূন্মন্যেমৃতিঃ শ্রেয়সী

বিদগ্ধমাধবে দ্বিতীয়াঙ্কে

এতদ্ভিন্ন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচরিতামৃত কাব্য, উজ্জ্বল নীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণে ঐ রূপই বর্ণনা করিয়াছেন। বাহুল্য বশ উদ্ধৃত করিলাম না।

অধুনাতন শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ যাহা দৃষ্টিগো হয়, তাহা কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত সুতরাং তাহা নীলমণির বর্ণ প্রস্ফুটিত হয় না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ খস্‌খসে কালবর্ণ তাহা সম্ভবপ নহে।

আরও ভবিষ্যপুরাণের বর্ণনা "শ্যামঃ কমল লোচনঃ"; তাহাতে যিনি কমললোচন তাঁহা বর্ণ যে খস্‌খসে কাল বা দগ্ধ মৃণ্ময় পাত্রে নিম্নদেশের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ তাহাও সম্ভবপর নহে অলমতিপল্লবিতেন।

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

উদ্বাহে উদ্বন্ধন।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)।

(৫)

অন্তঃপুরে গিয়া নলিনীবাবু আহারে বসিলেন। মৃণালিনী পরিবেশন করিতে করিতে জিজ্ঞাসিলেন,—বিষ্ণুপুর হইতে ভট্টাচার্য্য-মহাশয় ফিরিয়াছেন কি? নলিনীবাবু বলিলেন, "হাঁ, তিনি এসেছেন। সে ঘরে যে আমি মেয়ে দিতে পারি এমন ত মনে হয় না পাঁচটী হাজার টাকা দিতে পারিলে সে সম্ভ হয়। তা হলেই বাড়ীখরচ ইত্যাদিতে সর্ব্ব সাকল্য সাত হাজারের কমে বিবাহ কিছুতে নির্ব্বাহ হইতে পারে না। অত টাকার যোগাড় কিরূপে হবে?" মৃণালিনী। "তা সত্য কিন্তু মেয়ে বিয়ে না দিলেও ত নয়।" নলিনী। অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেওয়ানজী বলিলেন 'নিধিনগরের দত্তবাড়ীতে একটী ছেলে আছে—মাসে ৩০৲ টাকা পায়। স্থাবরসম্পত্তি কিছুই নাই। অল্প টাকায় হতে পারে। তাই ভাব্‌ছি কি করি।' মৃ। 'সে ছেলের খবর আমি জানি, আমার মামা বাড়ীর পাশেই তাদের বাড়ী। ছেলেটীর সমস্ত গুণ-ই আছে —ইন্দ্রিয় দোষও আছে—মদও চলে! আপনার মেয়ে আপনি যথেচ্ছা বিবাহ দিতে পারেন, আমার বাঁধা দিবার সাধ্য নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, ও ছেলের কাছে না দিয়া জলে ডুবাইয়া দিলেও মন্দ হয় না।' ন। 'আমি ত আর তোমার মত না লইয়া কোথাও সম্বন্ধ স্থির কর্‌ছি না; দেওয়ানজী বল্লেন তাই তোমাকে জানান গেল। অপাত্রে কিরণকে অর্পণ করা কখনই আমার মত নয়। বিষ্ণুপুরের সম্বন্ধ করিতে আমার স্পৃহা থাকিলেও অর্থাভাবে তাহা পূর্ণ হবার ত উপায় দেখি না। যৎকিঞ্চিৎ যাহা আছে তাহা হস্তান্তর করিলে বিষ্ণুপুরে মেয়ের বিয়ে হয়; পক্ষান্তরে আমাদিগকে ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় লইতে হইবে।' মৃণালিনী বলিলেন— "সম্পত্তিটুকু খোওয়ান কিছুতেই হ'তে পারে না। এক কাজ করুন, আমার গহনাগুলি বিক্রয় করিলে অন্ততঃ হাজার চার টাকা হবে— আর হাজার দেড়েক টাকা কর্জ্জ করিয়া সংগ্রহ করুন। ব্যয়বাহুল্য না করিলে উহাতেই বিবাহ নিষ্পন্ন হইবে।"

ন। ব্যয়বাহুল্য করিব! তা হ'লে আর আমার এমন দশা হ'বে কেন? তুমি যা বল মৃণাল, তোমার গহনা বিক্রয় ক'রে মেয়ের বিয়ে দিয়ে আমি কাপুরুষত্ব দেখাব না— সম্পত্তিচ্যুত হই সেও ভাল।

মৃ। যেখানে করুন, আর যেরূপেই করুন, বিয়ে দিতে আর বিলম্ব কর্‌বেন না। মেয়ে বড় হওয়ায় লোকে নিন্দা কর্‌ছে। মেয়ে সরমে সরমর হয়ে আছে, মেয়ের পানে তাকা'লে বুক কাঁপিয়া উঠে!

ন। কাল বিষ্ণুপুর যাই, দেখি কিছু কর্ম্ম সম করতে পারি কি না, নেহাত কম কর্‌তে না পার্‌লে আর কি করব; ঐ সম্বন্ধই স্থির ক'রে আস্‌ব। আমাদের অদৃষ্টে যা বাকী আছে তা হবেই।

মৃণালিনী আর কোন কথা বলিলেন না— রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। নলিনীবাবু মেয়ের বিবাহ ও আপনার ভাগ্য চিন্তা করিতে করিতে ভোজন শেষ করিলেন।

(৬)

মৃণালিনীর নিকট কাল যাব বলেছিলেন বটে কিন্তু কোন বিশেষ কারণে যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই—আজ সপ্তাহ পরে গ্রাম্যপুরোহিত ও দেওয়ানজীকে সঙ্গে লইয়া নলিনীবাবু বিষ্ণুপুর রওনা হইলেন। বিষ্ণুপুর কামতাপুর হইতে ৬ ক্রোশ ব্যবহিত। জন্মাবধি যে নলিনীবাবু কোথায়ও দু'পা হাটিয়া যান নাই—আজ তিনি দু ক্রোশ হাটিয়া চলিলেন। অবস্থা মানুষের অভ্যাসকে নির্দ্দয়তারসহিত পরিবর্ত্তিত করিয়া লয়; ইহা তাহার জলন্ত প্রমাণ। নলিনীবাবু কিছুক্ষণ হাটিয়াই বসিয়া পড়িতেছেন—একটু বিশ্রাম করিয়া আবার হাটিতেছেন; বারম্বার এইরূপ করিতে করিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু

পরে তাঁহারা বিষ্ণুপুর অভয়বসুর ভবনে পৌঁছিলেন। নলিনীবাবু আজ আসিবেন, এ সংবাদ পূর্ব্বেই জ্ঞাত থাকায় অভয় বসু নানারূপ আয়োজন করিয়াছেন। যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়ায় মনে করিতেছিলেন,—বুঝি আজ আর নলিনীবাবু আসিলেন না। বসুমহাশয় থাতক ও প্রজাবর্গসহ তত বেলা ও অমান অনাহারে কাছারীগৃহে বসিয়া ছলেন। বলিয়া রাখা ভাল; অভয় বসুর পূর্ব্বাবস্থা ভাল ছিল না। বিবাহ করিয়া কিছু টাকা পান, সেই টাকা লগ্নী করিয়া বুদ্ধিকৌশলে আজ প্রায় লক্ষ টাকার লগ্নী কারবার চালাইতেছেন: তুসম্পত্তিও কিছু করিয়াছেন; ছেলে দু'টীকে পড়াইয়া মানুষ করিয়াছেন—বড়টী মুন্সেফী করেন, ছোটটী বি, এ, পাশ করিয়া ডিপুটী হইবার জন্য কমিশনার সাহেবের উপাসনায় নিরত আছেন। এই ছোট ছেলের সহিতই কিরণের বিবাহ প্রস্তাব চলিতেছে। নলিনীবাবুর আগমনবার্ত্তা শুনিয়াই অভয় বসু কাছারীগৃহের বাহিরে আসিয়া সসম্মানে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। মুন্সীবাবুর আগমন সংবাদ গ্রামময় প্রচার হইয়া পড়িল—তাঁহাকে দেখিতে দলেদলে লোক আসিতে লাগিল। বসুমহাশয় অবিলম্বে স্নানাহারের সুবন্দোবস্ত করিলেন। এদিকে অধমর্ণ ও প্রজাদিগকে যাইবার আদেশ দিয়া নলিনীবাবুর সম্মান ও প্রীতিবিধান জন্য যথোচিত যত্ন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 'নলিনীবাবু কালপ্রভাবে গরিব হইয়া থাকিলেও তিনি আমাদের মুকুটমণি—তাঁহার সহিত বৈবাহিক-সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে আমার সামাজিক প্রতিপত্তি যে অত্যন্ত বাড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মেয়েটীও পরমাসুন্দরী অধিকন্তু নগদ মুখে কিছু পাওয়া যাইবে।' মনে মনে বসুমহাশয় এইরূপ লাভের অঙ্ক কষিয়া নলিনীবাবুর সহিত সম্পর্কস্থাপনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। দিনেরবেলা বিবাহ-প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন কথা বার্ত্তা হইল না—রাত্রে অভয় বসু গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত ও বিচক্ষণ লোকদিগকে ডাকাইলেন। জ্ঞাতি কুটুম্বেরাও আসিলেন। পল্লীগ্রামে কোন কাজ করিতে হইলে গ্রাম্য দশজনের সহিত পরামর্শ না করিয়া কেহ করে না। অপেক্ষাকৃত প্রাচীনেরা কখনও এ নিয়ম অতিক্রম করেন না। উপস্থিত ভদ্রসজ্জনেরা একবাক্যে বিবাহ-প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। কেহ কেহ এরূপও বলিলেন—'মুন্সীবাবুদের ঘরের মেয়ে ঘরে আনা কম সৌভাগ্যের কথা নহে; অবশ্য ঐশ্বর্য্য না ঘটিলে বসুমহাশয়ের এরূপ আশা মনে স্থান দিতেও সাহস হইত না।' বিষ্ণুপুর ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ভদ্রমহোদয়েরা নলিনীবাবুর তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের ও তাঁহার নিজের অসামান্য মহত্ত্বকাহিনী বর্ণনা করতঃ আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। বসুমহাশয়ের পুত্র নরেশকে করে কন্যাসম্প্রদান করিলে তিনি অসুখী হইবেন না—নরেশ বড় চোখা ছেলে—চরিত্র বড়ই মধুর—চেহারাখানিও মনোহর—বিষ্ণুপুরের মধ্যে বর্ত্তমানে বসুমহাশয়ের তুল্য সম্পত্তিবান্ কেহই নাই। উন্নতির সময়—ইত্যাদি ইত্যাদি নানারূপ বিবাহ-যোজনার অনুকূল বাক্যাবলীতে বৈঠকখানা মুখর হইয়া উঠিল। দেওয়ানজী দেখিলেন, রাত্রিও ক্রমে বেশী হইতেছে অথচ কাজের কথা এখনও উঠিতেছে না—তিনি শুধু কাজ বুঝেন—বাজে কথা চাহেন না। বৃদ্ধ বলিলেন,—মুন্সীবাবুর উপস্থিতিতে আপনারা যেরূপ সৌজন্য দেখাইলেন তাহা আপনাদের উচ্চ হৃদয়েরই যোগ্য।' মুন্সীবাবু কন্যাদায়গ্রস্ত হ'য়ে বসুমহাশয়ের ভবনে উপনীত—বসুমহাশয় অবস্থাপন্ন ও সজ্জন। মুন্সীবাবু যাহাতে কন্যাদায়মুক্ত হ'তে পারেন; বসুমহাশয়ের তদনুরূপ অনুগ্রহপ্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

আপনারা দশজন ভদ্রসন্তান, তদ্বিষয়ে মুন্সীবাবুর বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় বসুমহাশয়ের হৃদয়ে একটু সহানুভূতির সৃষ্টি করিলে মুন্সীবাবু উপকৃত বোধ করিবেন।

দেনা পাওনার কথা আপনারা স্থির করিয়া দিন্—আশা করি উভয়পক্ষই বাধ্য হইবেন। দেওয়ানজীর কথা সমাপ্ত হইলে ন্যায়রত্নমহাশয় অভয় বসুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—অভয়বাবু, দেওয়ানজী মহাশয় যা বল্লেন, তা'ত শুন্লে—কি হ'লে সম্বন্ধটী হ'তে পারে বল ত? বসু বলিলেন—আপনারাই ত আছেন, আমি আর কি বল্‌ব। অতঃপর ন্যায়রত্নমহাশয়, স্বরূপ গুহ, রামগতি দত্ত, অভয় বসুর জ্ঞাতি খুড়া জগবন্ধু বসু প্রভৃতি বৈঠকখানা হইতে উঠিয়া মণ্ডপে গেলেন—অভয় বসুও তথায় যাইলেন। কিছুক্ষণ মন্ত্রণা করতঃ একে একে সকলেই বৈঠকখানায় আসিলেন। ন্যায়রত্ন দেওয়ানজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—অভয়বাবুর, পুত্র নরেশ যেরূপ ছেলে তা'তে দশ হাজার টাকা চাহিলেও চাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমরা মুন্সীবাবুর নিকট অত টাকা চাহি না—তিনি পাঁচ হাজার টাকা ও উপযুক্ত দানসামগ্রী দিউন—প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ থাকিলে বিবাহের আর কোন বাঁধা দেখা যায় না।'

দেওয়ানজী বলিলেন—'মুন্সীবাবুর পূর্ব্বাবস্থা বজায় থাকিলে আপনি যেরূপ বল্লেন উহা দিতে কোন আপত্তি-ই করা হ'ত না—বর্ত্তমান অবস্থায় অত টাকা দেওয়া অসম্ভব। আপনারা যে কোন অন্যায় প্রস্তাব করিয়াছেন, এমন আমি বলি না; তবে বর্ত্তমান অবস্থায় বসুমহাশয়ের একটু ত্যাগস্বীকার না করলে মুন্সীবাবুর বামনের চাঁদ ধরার আকাঙ্ক্ষার ন্যায় স্বীয় বাসনাকে ক্ষুব্ধ করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।' একটী যুবক নাম চারু—ঐ গ্রামেই বাড়ী। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"বলেন কি মহাশয়, বিবাহে পণগ্রহণ করার প্রস্তাব মাত্রেই কি অবৈধ ও অশাস্ত্রীয় নহে? এ পাপপ্রথা যে এখনও সমাজে স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা কেবল কতকগুলি অর্থলোলুপ ব্যক্তির সংকীর্ণা প্রবৃত্তির গুণে; সমাজ ত শ্মশান হইয়া গেল, তবু চৈতন্য হইল না।" চারুর কথা শুনিয়া অভয় বসু আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না; রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন—"আমি ভাবিয়াছিলাম চারু খুব ভাল ছেলে, দেখিতেছি খুব জেঠামি শিখেছে। যেখানে বৃদ্ধেরা কথা কহিতেছেন, সেখানে ফাজলামি করা কি ভাল। ছেলে মানুষ, তোমার বয়সই বা কত—বোঝই বা কি? শাস্ত্রে ত অনেক কথা আছে—কে কয়টা মানে; শুধু পণগ্রহণের বেলায় গোল করিলে চলে না। আর আমার কাছে নাম কর ত কে পুত্রের বিবাহে টাকা পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও তাহা ত্যাগ করিয়াছে? অনেকের কথা আমি জানি—প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে—কাজের বেলা গা ঢাকা দেয়।" গ্রাম্য মাষ্টারবাবু বলিলেন—"আপনি যাহা বলিলেন, তাহা অসত্য নহে;

অনেক দুর্ব্বল অন্তঃকরণের লোক প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা রক্ষা করিতে পারে না, কিন্তু তা বলিয়া পণগ্রহণ করা যে বৈধ এ কথা কে বলিবে? চারুবাবু ন্যায্যই বলিয়াছেন—সমাজের স্বার্থপরতায়, পররক্ত শোষণের প্রবলতায় অনেক ভদ্র পরিবার অধুনা নিরন্ন। সুখময় বিবাহ দুঃখময় হইয়া উঠিয়াছে। আপনি তাহা স্বীকার করুন আর না করুন সে স্বতন্ত্র কথা—পরন্তু ধীরভাবে চিন্তা করিলে আপনাকেও স্বীকার করিতে হইবে পণগ্রহণ অবৈধ ও সমাজ-গ্লানিকর।" স্বরূপ গুহ বলিলেন—যা'ক তর্কবিতর্কে সময় ক্ষেপণ করায় লাভ নাই—বসুমহাশয় যখন পণগ্রহণে প্রস্তুত মুন্সীবাবুও যখন দিতে অসম্মত নহেন, তখন আমাদের তৃতীয় পক্ষের বাকযুদ্ধের আবশ্যকতা কি—আসুন আমরা সকলে মিলিয়া পণের পরিমাণ একটা স্থির করিয়া দিয়া প্রজাপতির সাহায্য করি।" দেওয়ানজী বলিলেন—'মুন্সীবাবুর অবস্থা ত বেঁধে মারে সয় ভাল। কন্যাদায় উদ্ধার হ'তে ত হবে—কাজেই পণ দিতে বাধ্য! সে যা হ'ক আপনারা একটা স্থির করিয়া দিউন—এ পক্ষ অবিচারিতচিত্তে তাহা শিরোধার্য্য করিবেন।' স্বরূপ গুহ তখন ন্যায়রত্নের কাণে একটু, জগদ্বন্ধু বসুর কাণে কাণে এবং 'ফুস্‌ফাস্ গুস্‌গাস্' করিলেন—পরে মুন্সীবাবুকে বলিলেন—"আপনার কাছে বেশী কথা অশোভন ও ভদ্রতাবিরুদ্ধ। আপনার নি আর অধিক কিছু চাহিব না—নগদ ৩০ টাকা ও যথাযোগ্য দানসামগ্রী আপনাকে দি হইবে—অন্য কোন বাবদে আর কপর্দ্দক আপনার লাগিবে না। যদি মত করেন, আ বাগ্দান ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যা'ক।" উপ অধিকাংশ লোকই ঐ কথায় সমর্থন করি লাগিলেন—মুন্সীবাবু কোন উত্তর না দি দেওয়ানজীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলে দেওয়ানজী বলিলেন—আপনারা এত ভদ্রলোক যাহা কহিলেন, তাহাতে মুন্সীবা ন্যায় ব্যক্তি কখনও অসম্মত হইতে পারেন না সকলেই প্রীত হইলেন। ঐ রাত্রেই বাগ্দান ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

কায়স্থকবি শ্রীমধুসূদন দত্ত।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৩)।

বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মধুসূদনের চরিত্রের এবং তাঁহার কাব্যসমূহের সবিস্তার সমালোচনা করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। তবে তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া তাঁহার চরিত্র যতটুকু পরিস্ফুট হইয়াছে আমরা প্রথমতঃ তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া অতি সংক্ষেপে তাঁহার কাব্যসমূহের যৎকিঞ্চিত আলোচনার পর আমাদের এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে চেষ্টা করিব।

মধুসূদনের জীবনীলেখক লিখিয়াছেন—গ্রন্থ গ্রন্থকর্ত্তার হৃদয়ের প্রতিবিম্ব মাত্র। দর্পনা

ছায়ার ন্যায় তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তার মানসমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য গ্রন্থকারের ন্যায় মধুসূদনেরও গ্রন্থাবলী অন্বেষণ করিলে, আমরা তাহাতে তাঁহার প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে পারি। "একেই কি বলে সভ্যতা," "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি তাঁহার জীবনের যে অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছেন, আমরা তাহার কথা বলিতেছি না; যে চিত্তবৃত্তি কি পারিবারিক, কি সাহিত্য-বিষয়ক প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহাকে প্রণোদন করিত তাহারই সৌসাদৃশ্যের কথা বলিতেছি। তাঁহার প্রতিভা এবং তাঁহার জীবন উভয়েই পরস্পরের অনুরূপ। সৎপথেই হউক, আর অসৎপথেই হউক কোনরূপ নিষেধ বিধির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করা যেন তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া অবলম্বিতধর্ম্মে বৈবাহিক-সম্বন্ধে এবং আশ্রমিক আচারব্যবহারে যেমন তিনি স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তেমনি সাহিত্যেও তিনি চিরপ্রচলিত প্রথার উচ্ছেদসাধন করিয়া এক অভিনব রীতির প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য "মেঘনাদবধ" এবং তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক "কৃষ্ণকুমারী" উভয়ই যেমন বিষাদান্ত, তাঁহার নিজের জীবনও তেমনই প্রগাঢ় বিষাদচিত্তে পরিসমাপ্ত। নানাদেশীয় কাব্যসমূহ হইতে উপাদানসংগ্রহ করিয়া তিনি যেমন তাঁহার গ্রন্থাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের চিত্তবৃত্তিও তেমনি নানাদেশের মনুষ্যসমাজের চিত্তবৃত্তির আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। স্নেহপ্রবণতায় ও কোমলতায় তিনি বাঙ্গালী, অচারব্যবহারে তিনি ইংরাজ, বিলাসীতায় ও সুখপ্রিয়তায় তিনি ফরাসীস এবং অধ্যয়নশীলতায় ও ভাষা শিক্ষাসম্বন্ধে তিনি জর্ম্মান্। তাঁহার কাব্যসমূহ যেমন বাল্মীকি, হোমার, ভার্জ্জিলমিল্টন, কালিদাস, দান্তে, ট্যাসো, ভবভূতি প্রভৃতি নানাদেশের কবিগণের প্রদত্ত উপাদানে বিরচিত হইয়াছিল, তাঁহার নিজের প্রকৃতিও তেমনি বহুজনের প্রকৃতিসম্মিলনে সংগঠিত হইয়াছিল। পাণ্ডিত্য ও গাম্ভির্য্যে তিনি মিল্টন, উশৃঙ্খলতা, প্রেমপিপাসা এবং অসংযতেন্দ্রিয়তায় তিনি বাইরন; উদার্য্য ও মহাপ্রাণতায় তিনি বারনস্; অমিতব্যয়িতা এবং পরদিনের চিন্তায় উদাসীন্য সম্বন্ধে তিনি পোণ্ডস্মিথ। তাঁহার গ্রন্থের ভাষা, ভাব, ঘটনা সমস্তই যেমন বীরোচিত, তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি সমস্তই তদনুরূপ। ফ্রান্সের নিদারুণ শীতে একদিকে যেমন তিনি প্রতিদিন শীতল-জলে স্নান করিতে বিরত ছিলেন না, স্যার লুইস জ্যাক্‌সনের ন্যায় দুর্দ্দান্ত ইংরাজের তীব্র-কটাক্ষেও অপরদিকে তেমনি তিনি প্রতিকটাক্ষপাতে ভীত হইতেন না। বিশ্লেষণ করিলে প্রত্যেক বিষয়ে এইরূপ তাঁহার প্রতিভা এবং জীবনের সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। অনেক গ্রন্থকারের নিজের জীবনই তাঁহাদের গ্রন্থের এক একটী চরিত্রের উপাদান। মিল্টন নিজে তাঁহার স্যামসন (Samson), গেটে তাঁহার (Werther) ওয়ার্টার, ডিকেন্স নিজে তাঁহার (Copper-field) কপার ফিল্ড, বায়রণ নিজে তাঁহার হ্যারোল্ড, ক্যানড্রেত ও জুয়ান। মধুসূদনের অবলম্বিত কোন চরিত্রে যদি তাঁহার প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, তবে তাহা তাঁহার মেঘনাদবধের রাবণেই হইয়াছে। মেঘনাদবধের রাবণ মহামহিমান্বিত সম্রাট্,

স্নেহবান্ পিতা, নিষ্ঠাবান্ ভক্ত এবং স্বদেশ-বৎসল বীর। কাঞ্চনসৌধকীরিটিনী সাগর-পরিখাবেষ্টিতালঙ্কা তাঁহার পুরী; বাসববিজয়ী মেঘনাদ তাঁহার পুত্র, সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীরূপিনী প্রমীলা তাঁহার পুত্রবধূ। রাবণের ন্যায় কাহার বাহুতে তেমন অপরিমিত বল! ইষ্টদেবতাকে কে তাঁহার ন্যায় ভক্তিডোরে বাঁধিতে পারিয়াছিল? মহামায়া কাহার পুরে পুরাধিষ্ঠাত্রী, শূলপাণি কাহার দ্বারে দ্বারপালক? কিন্তু সকল থাকিয়াও রাবণ দরিদ্র হইতেও দরিদ্র; অনাথ হইতেও অনাথ। সৌভাগ্যগিরির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া আর কাহারও বুঝি তেমন অধঃপতন হয় নাই। রাবণের এই শোচনীয় পরিণামের সহিত পাঠক মধুসূদনেরও পরিণাম চিন্তা করুন। স্নেহময় জনকজননী মধ্যবিত্তরূপ ঐশ্বর্য্য, অনবদ্য স্বাস্থ্য, সরলউদারপ্রাণ অনন্যসাধারণ-প্রতিভা এই সকলের অধিকারী করিয়া জননী প্রকৃতি তাঁহাকে সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় বন্ধু-বান্ধবদিগকে প্রাণভরিয়া ভালবাসিতে পারিতেন কে? পরকে আপনার করিবার জন্য তেমন করিয়া প্রাণঢালিতে জানিতেন কয় জন? গুণবানের প্রতি সম্মান, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা, অপকারীর অপকারে উপেক্ষা প্রভৃতি গুণে কয়জন তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন? তাঁহার সহাধ্যায়ী বাবু ভোলানাথ চন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন "There was no gall, no acrimony in him, he was all মধু।" তিনি ঐশ্বর্য্যশালী পিতার একমাত্র সন্তান; ভারতের সর্ব্বপ্রধান বিচারালয়ের তিনি বারিষ্টার, পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষা সম তিনি সুপরিচিত; দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি তাঁহার সুহৃদ, গুণ-পক্ষপাতী এবং প্রতি উৎসাহদাতা; সমকালবর্ত্তী লেখকগণ প্রতিভায় তিনি অগ্রগণ্য; তাঁহার স্ব ভাষা এবং স্বদেশবাসীগণ তাঁহার গৌ গৌরবান্বিত। কিন্তু হায়! এই উ মধ্যাহ্নের পর অতি ঘোরান্ধকার রজনী সূদনের জীবনাকাশ আবৃত করিয়াছি যে যন্ত্রনায় তাঁহার শেষ জীবন বাহিত হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। পৃ কীটপতঙ্গেরও মস্তক রাখিবার আছে, কিন্তু বঙ্গের নব্য-কবিশিরো তাহাও ছিল না। তাঁহার প্রি পুত্রকন্যাগণ কখনও উপবাসে পর্য্যুসিত অন্নে দিনপাত করিত; যাহাদিগকে প্রাণের অপেক্ষাও ভাল বাসি তাহাদের মধ্যে একজন বিনা পথ্যে, চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিল; মৃত্যুশ শয়ন করিয়া এ সমস্তই তাঁহাকে দে হইয়াছিল। আর সর্ব্বশেষে তিনি রাজপথের ভিক্ষুকের ন্যায় দাতব্য চিকি লয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহা অ অধিক শোচনীয় পরিণাম আর হইতে পারে? সেই জন্যই বলি যে, মধুসূদনের অবলম্বিত কোন চরি সহিত যদি তাঁহার জীবনের তুলনা সম্ভব হয় তবে তাহা মেঘনাদ ব রাবণের সহিতই হইতে পারে। উভ সর্ব্বনাশের কারণও এক। যে আত্মসংয অভাব সমস্ত সত্ত্বে রাবণকে অধঃপা করিয়াছিল তাহা মধুসূদনেরও সর্ব্বনা

কারণ হইয়াছিল। উভয়ের প্রকৃতিতে এইরূপ সাদৃশ্য ছিল বলিয়াই বুঝি তিনি মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণ এবং তাঁহার পরিজনবর্গের সম্বন্ধে সেরূপ পক্ষপাতীত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই বুঝি তিনি লিখিয়াছিলেন—"I hate Ram and his rabble; the idea of Ravana elevates and kindles my imagination. He was a good fellow." বাস্তবিক মধুসূদন ও রাবণের চরিত্রে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মধুসূদনকে চিনিতে হইলে তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা প্রয়োজন। ইহার অনেকগুলিতে তাঁহার হৃদয়ের ভাব এবং জীবনের অভিজ্ঞতা অতি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। কবিমাত্রকেই কিছু না কিছু আত্মগরমি-পরাণয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে—মধুসূদনও চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলির প্রারম্ভে নিজ পরিচয় প্রদানস্থলে অতি দক্ষতার সহিত এইরূপ একটু অহমিকার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তিনি উপক্রমে করযোড়ে অথচ সগর্ব্বে সকলকে জানাইতেছেন;—

"যথাবিধি বন্দি কবি আনন্দে সাগরে,
কহে যোড় করি কর, গৌড়সুভাজনে
সেই আমি, ডুবি পূর্ব্বে ভারতসাগরে
তুলিল যে তিলোত্তমা মুকুতা যৌবনে;
কবিগুরু বাল্মীকির প্রসাদে তৎপরে,
গম্ভীরে বাজায়ে বীণা, গাইল কেমনে
নাশিলা সুমিত্রাপুত্র, লঙ্কার সমরে
দেবদৈত্য-নরাতঙ্ক—রক্ষেন্দ্রনন্দনে।
কল্পনাদূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজধামে
শুনিল যে গোপিকার হাহাকার ধ্বনি,
(বিরহে বিহ্বলা বালা হারা হ'য়ে শ্যামে;)
বিরহ-লিখন পরে লিখিলে লেখনী
যার, বীরজায়া পক্ষে বীরপতি গ্রামে
সেই আমি শুন যত গৌড়চূড়ামণি।

পাঠক! দেখিবেন কত অল্প কথায় কিরূপ কবিত্বপূর্ণ পরিচয়!

নিজের শক্তিতে এইরূপ অসাধারণ বিশ্বাসবান্ থাকিলেও তিনি অন্যের গুণপনার কিরূপ সমাদর এবং সম্মান করিতে জানিতেন তাহা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সমকালবর্ত্তী কবিগণের উদ্দেশে বিরচিত কবিতামালা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। বাল্মীকি, কালিদাস, কীর্ত্তিবাস ও কাশীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত, টেনিসন পর্য্যন্ত কবিগণের প্রতি তত্তৎ নামধেয় কবিতায় যে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন বঙ্গীয়-কাব্যজগতে তাহার তুলনা নাই। হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও তাঁহার হৃদয়ে হিন্দুজাতির কোমল-মধুরভাব কিরূপ রাজত্ব করিত তাহা তাঁহার বিরচিত "আশ্বিনমাস" "কোজাগর লক্ষ্মীপূজা" "দেবদোল" "বিজয়া দশমী" প্রভৃতি কবিতায় সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়াছে। কবি "আশ্বিনমাস" শীর্ষক কবিতায় লিখিয়াছেন—

"সুশ্যামাঙ্গে! বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা বৎসরের পরে,
... ...
কি আনন্দ, পূর্ব্ব কথা কেন কয়ে স্মৃতি!
আনিছ হে বারিধারা আজি এ নয়নে?
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব্ব ভকতি?"

উপকারীর উপকার স্বীকার করিতে তিনি কিরূপ সচেষ্ট ছিলেন তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্যে বিরচিত কবিতা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। তিনি লিখিয়াছেন;—

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু।"

ভারতভূমির দুর্দ্দশা দর্শনে তিনি কিরূপ ব্যথিত হইতেন তাহা নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন ;—

"আকাশ-পরশী-গিরি দমি ভুজবলে,
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে ;
তাদের সন্তান কিরে আমরা সকলে ?
আমরা,—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে
পরাধীন হা বিধাতঃ ! আবদ্ধ শৃঙ্খলে !"

ইত্যাদি—

সংসারের দুঃখতাপে জর্জ্জরিত হইয়া কিরূপে তিনি বাগ্দেবীর চরণ-সেবায় শান্তিলাভ করিতেন তাহার উল্লেখ করিয়া কবি লিখিয়াছেন ;—

"তপনের তাপে তাপি পথিক যেমতি
পড়ে গিয়া দড়ে রড়ে ছায়ার চরণে,
————এ দাস তেমতি
জ্বলে যবে প্রাণ তার দুঃখের জ্বলনে,
ধরে রাঙা পা দুখানি দেবি সরস্বতি !"

কমলার প্রসাদলাভে অকৃতকার্য্য হইয়া কবিবর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত লিখিয়াছেন—

ভেবেছিনু মোর ভাগ্যে হে রঙ্গা সুন্দরি,
নিবাইবে সে রোষাগ্নি, লেকে যাহা ব
হাসিতে বাণীর রূপ তব মনজ্বলে।
ভেবেছিনু হায় ! দেখি ভ্রান্তিভাব ধ
ডুবাইছ দেখিতেছি ক্রমে এই তরি ;
অদয়ে অতল দুঃখসাগরের জলে
ডুবিনু, কি যশঃতব হবে বঙ্গস্থলে ?"

এইরূপ তাঁহার কাব্যের বহুস্থানেই তাঁ আভ্যন্তরিক চরিত্রের অপরিস্ফুট আভাস প্র হওয়া যায়। তাঁহার এই সমস্ত কবিতার অভ্যন্তরে এমন একরূপ সকরুণ আর্ত্তস্ব আছে যাহাতে বহু অতীত স্বপ্নের সুখময়কা পাঠকের প্রাণে জাগিয়া উঠে এবং কবিজীব বহু দুঃখ-কষ্টের বহু আবেগ অশান্তির মানসপটে সমুদ্ভাসিত হইয়া পাঠকের নয়নপ্র অশ্রুকণা আনয়ন করে।

ভাষা, ভাব, কল্পনা, বর্ণনাচাতুর্য্য চরিত্রাঙ্কন প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয় দ্বারা ক গণের কবিত্বের ওজন ও মাত্রা নিরূপণ হ থাকে ঐ সমস্ত বিষয়ে মধুসূদন কিরূপ কৃ ও পটুতা প্রদর্শন করিয়াছেন আমরা অত তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন, বি-এল

শৌনকীয়া সন্ধ্যোপাসনাপদ্ধতি।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

এইরূপ স্বাধ্যায় অভ্যাস দ্বারা চিত্তের অস্থিরতা নষ্ট হইয়া সুখসম্পাদিত হইলে, প্রণবধ্যান দ্বারা প্রাণায়াম করিতে হইবে, তাহাতে, হৃদয়ের অজ্ঞানতা নষ্ট হইয়া প্রাণ বশীভূত হয় এবং প্রাণ বশীভূত হইলেই ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়। উপনিষদ একমাত্র ওঁকারের ধ্যান ধারণা করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু উহাতে দশাদি সংখ্যা রাখিতে হয়, কিন্তু বেদ-মন্ত্রের অভিপ্রায় অন্যরূপ, এবং গৃহ্যসূত্রের বাক্যও তদনুকূল নহে। কিন্তু উহাতে সব্যাহৃতি গায়ত্রী প্রাণায়ামের পর জপের বিধান নাই মাত্র ধ্যানেরই বিধান আছে ফলতঃ ঐ বিধান ক্ষত্রিয়দিগের শান্তিকর্ম্মে রহিয়াছে এইজন্য গায়ত্রীযুক্ত প্রাণায়াম ক্ষত্রিয়ের এবং ওঁকার মাত্র ঔপনিষদিক প্রাণায়াম ব্রহ্মবাদীর পক্ষে বিহিত মনে করিলাম। অতএব ব্রাহ্মণ বা ঔপনিষদিক প্রাণায়াম প্রদর্শন করা যাইতেছে।

"যদর্চ্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু যস্মিন্ লোকা-নিহিতো লোকিনশ্চ, তদেতদক্ষং ব্রহ্ম স প্রাণ স্তদুবাঙ্মনঃ তদেতৎ সত্যং তদমৃত তদ্বেদ্ধব্যং ॥২"

মুণ্ডকশ্রুতি ২।২

যৎ (যাহা কিছু) অর্চ্চিমৎ (দীপ্তিমান্) যৎ (যাহা) অণুভ্যোঽণু (সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম) যস্মিন্ (যাহাতে) লোকা (স্থাবরজঙ্গম) নিহিতাঃ (স্থিত) লোকিনঃ চ (মনুষ্য প্রভৃতি অন্য প্রসিদ্ধ) তদেতৎ (সেই এই) অক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণঃ তৎ উ বাঙ্মনঃ (নিত্য চৈতন্য সর্ব্বাত্মন্ ওঁ তিনিই প্রাণীর প্রাণ তাঁহা হইতেই বাক্য ও মন হইয়াছে) তদেতৎ সত্যং (সেই এই শাশ্বত) তদমৃতং (তাহা হইতে মৃত্যু রহিত হয়) তৎ এতদ্ বেদ্ধব্যং (সেইজন্য এইপ্রকার মনের দ্বারা ধ্যেয়)।

ভাবার্থ—যাহা কিছু দীপ্তিমান্, যাহা কিছু সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম, যাঁহাতে মনুষ্য প্রভৃতি এবং স্থাবর-জঙ্গম, চরাচর-জগত স্থিত তিনি এই নিত্য চৈতন্য সর্ব্বাত্মন্ ওঁ তিনিই প্রাণীর প্রাণ, তাহা হইতেই বাক্য ও প্রাণ হইয়াছে তাহা হইতেই এই শাশ্বতত্ব তাহা হইতেই মৃত্যু রহিত হয় সেইজন্য তিনি মন দ্বারা অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা ধ্যেয়। অতঃপর বেদমন্ত্রের বা ক্ষত্রিয়-দিগের প্রাণায়াম প্রদর্শিত হইতেছে।

তদ্যথা—

"তস্মিন্ হিরণ্ময়ে কোশে ত্র্যরে ত্রিপ্রতিষ্ঠিতে।
তস্মিন্ যদ্ যক্ষমাত্মন্বৎ তৎ বৈ ব্রহ্মবিদো
বিদুঃ ॥"৩২

অথর্ব্ববেদ ১০কাং ২বর্গাঅনু ৬পপাঃ

তস্মিন্ (তাহাতে) হিরণ্ময়ে (জ্যোতির্ম্ময়ে) কোশে (গর্ভে) ত্রি অরে (অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যের সার ভূর্ভুবঃ স্ব এই ব্যাহৃতিত্রয়রূপ আকর্ষণে) ত্রিপ্রতিষ্ঠিতে (প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী এই তিনে অবস্থিত) তস্মিন্ (তাহাতে) যৎ (যিনি) যক্ষং (মহাপূজনীয়) আত্মন্বৎ (সর্ব্বসত্ত্বাবিশিষ্ট পুরুষ) তৎ (তিনি) বৈ (অথবা) ব্রহ্মবিদঃ (প্রাণায়ামবিদ্গণ

বা স্তুতিজ্ঞ) বিদঃ (জানিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন)। (১)

ভাবার্থ—যে মহাপূজ্য সর্ব্বসত্ত্বময়পুরুষ স্বীয় জ্যোতির্ম্ময়গর্ভে ব্যাহৃতিরূপ তিনটী অর দ্বারা আকর্ষন করিয়া প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রীতে অবস্থিত করিতেছেন, স্তুতবিদ্গণ (প্রাণায়াম বিদ্গণ) তাঁহাকে জানিয়া থাকেন।

অথর্ব্ববেদ মধ্যে কোনস্থলে সবিতা-দৈবত-গায়ত্রী দেখা যায় না। কিন্তু উহার যে পাঁচখানি কল্প আছে তাহার অনেক কর্ম্মে অনেক স্থলে সবিতা-দৈবত-গায়ত্রীর উল্লেখ আছে এবং শৌনকশাখার তিন চারি স্থলে সাবিত্রীর দেবতাছন্দে ও ঋষির উল্লেখ আছে বিশেষতঃ গোপথব্রাহ্মণে ব্যাহৃতি সহিত সবিতা দৈবত ব্যাখাতও হইয়াছে এইজন্য এইস্থলে ঐ ব্রাহ্মণ হইতে সব্যাহৃতি গায়ত্রী প্রাণায়াম জন্য গ্রহণ করিলাম।

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ॥২৭
তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ ॥৩৪
ভর্গো দেবস্য ধীমহি ॥৩৫
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥"৩৬

গোঃ ব্রাঃ ১ প্রপাঠক।

যিনি ভূঃ প্রাণবায়ুরূপে হৃদয়ে থাকিয়া ভুবঃ পুরুষের ন্যায় চক্ষুদ্বয়ে প্রকাশিত হইয়া স্বঃ তেজঃরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত করিয়া থাকেন; সবিতৃদেবের সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি যিনি আমাদিগকে প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। সংহিতাকল্পে প্রাণায়াম এই প্রকার করিতে বিধান আছে যথা—

১। সায়ণাচার্য্য ব্রহ্ম শব্দে স্তুতি—এই অর্থ করিয়াছেন।

"প্রছাদ্যত্রীন্ প্রাণায়ামস্কৃত্বাবছাদ্য ॥" ১১
কৌশিকগৃহ্য ১৭অ০ ৬কণ্ডি

ভাবার্থ—নাসাপথে পূর্ব্বোক্ত প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী এই তিনকে (বায়ুর গ্রহণ, ধারণ ত্যাগ দ্বারা) প্রাণের সহিত অভেদ করিবে। ইহাই ব্রহ্মদর্শনের যথার্থ পন্থা প্রাণ+আ+যম—করণে ঘঙ্ প্রত্যয়ে প্রাণায়াম হইয়া প্রাণের সংরক্ষণই বোধ করিতেছে এইজন্য ক্ষত্রিয়ের উহা অবশ্য কর্ত্তব্য। অনন্তর করপুটে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্যমণ্ডলাভিমুখী হইয়া পুরুষোপস্থান করিবে। তন্ত্র সমূহ যথা—

"ওঁ উদ্বয়ং তমসস্পরি রোহন্তো নাকমুত্তমম্
দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ॥" ৭

অথর্ব্ববেদ ৭কাং ৫৩বর্গ ৫অনু

তমসঃ (পাপ) পরি (উপরি) বয়ং (আমাদের) উৎ (উপসর্গসাধন যামাদি উৎক্রান্ত) উত্তমং (উৎকৃষ্ট) নাকং (দুঃখ সংস্পর্শহীন স্থান) রোহন্তঃ (আরোহনকরতঃ) দেবং (বিদ্বান্দিগের উদ্ধারকর্ত্তা) উৎতমং (উদ্গত পাপ) জ্যোতিঃ (পরম দ্যোতমান্ পুরুষ) অগন্ম (গমন করিতেছেন) দেবং (বিদ্বান্গণের) সূর্য্যং (গমনকারিকে)।

হে দ্যোতমান্ পুরুষ! বিদ্বান্দিগের উদ্ধারকর্ত্তা! উৎকৃষ্ট স্বর্গধামে গমন কারি, উদ্গত পাপ বিদ্বান্গণকে যেরূপে গমন করাইতে সেইরূপ আমাদিগের পাপ উৎক্রমপূর্ব্বক উপরিস্থানে আরোহন করান।

"ওঁ বিভ্রাজং জ্যোতিষা স্বরবগচ্ছোরোচনং দিবঃ
দেবাস্ত ইন্দ্র সখ্যায় যেমিরে ॥"

অথর্ব্ববেদ ২০কাং ৬২বর্গ ৫ অনু

বিভ্রাজং (মাধ্যমিক দ্বারা বিদ্যুতরূপে), জ্যোতিষা (প্রকাশ পায়) দিবঃ (দ্যুলোক) রোচনং (বিমান) সুঃ অবগচ্ছঃ (সুন্দররূপে গমন করিতেছেন অর্থাৎ স্বাধীনভাবে গমন করিতেছেন) ইন্দ্র (হে ঐশ্বর্য্যবান্ পরমাত্মন্) দেবাঃ (দ্যোতমান্) ত (তব) সংখ্যায় (সংযোগ করিতে) যেমিরে (আমার প্রার্থনা)।

হে ঐশ্বর্য্যবান্ পরমাত্মন্! হে দ্যোতমান্! আপনার স্বাধীন গমনে মাধ্যমিক প্রভাবে দ্যুলোক, বিমান প্রকাশ পাইতেছে, আমার এই প্রার্থনা আপনি আমাকে তৎসহ সংযোগ করিয়া লউন।

"ওঁ সং চোদয় চিত্রমর্বাগ্ রাধ ইন্দ্র বরেণ্যম্।
অসদিৎ তে বিভু প্রভু ॥"১১

অথর্ব্ববেদ ২০কাং ৭১বর্গ ৬অনু।

চিত্রম্ (পূজনীয়) রাধ (ধন) বরেণ্যম্ (বরণীয়) বিভু (বিভবনীয়) প্রভু (প্রভবনীয়) তে (তব) ইৎ (ন্যূন) অ (অস্তি) সং (সম্যকরূপে) অর্ব্বাক্ (নিকটে)।

হে ঈশ্বর! আপনার নিকট পূজনীয় ধন রহিয়াছে। (কিপ্রকার ধন?) বরণীয় বিভবনীয় এবং প্রভবনীয় "ওতম্" এই মহাধন উহা সম্যকরূপে আমাকে প্রেরণ করুন ন্যূনতা করিবেন না।

ইহার পর সন্ধ্যা উপসংহারার্থ বেদচতুষ্টয়ের আদ্যভূত মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ করিবে। কিন্তু এইস্থলে বলা আবশ্যক যে, গোপথ ব্রাহ্মণের প্রথম প্রপাঠকের ১৭।১৮।১৯।২০ সংখ্যায় 'অগ্নিমীলে ঋক্' 'ইষে ত্বোর্জেত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণঃ।' যজু, 'অগ্ন আ য়াহি সাম' শংণোদেবী আথর্ব্বণের বিধান আছে। উহা অথর্ব্ববেদের বিপ্পলাদ শাখার বিধান। এই পদ্ধতি শৌণকশাখীর অথর্ব্ববেদের এই শাখার আদ্যভূত মন্ত্র "যে ত্রিষপ্তা" অতএব প্রয়োগশাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মণ অধিক মান্য হইলেও শাখার ভেদ রক্ষার জন্য এই পদ্ধতিতে 'শংণোদেবী' মন্ত্র প্রয়োগ না করিয়া 'যে ত্রিষপ্তা' এই মন্ত্রই সন্নিবেশ করিব। অতঃপর ইহাও প্রকাশ করা উচিত যে পিপ্পলাদশাখার ঐ ব্রাহ্মণ কি উপনিষদ অথবা যে সূত্র আছে তাহাতে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য রক্ষা করিয়া বিধান করা হইয়াছে। তথা শৌণকশাখার অন্তর্গত উপনিষদ, সূত্রও পরিশিষ্ট ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য রাখিয়া বিধান করা হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে পরিশিষ্টের বচন উদ্ধার করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ঋক্, কৃষ্ণ যজুঃ ও সাম অনিষ্টকারী; এই পদ্ধতি ক্ষত্রিয়সংস্কারে উপনীত আথর্ব্বণ কায়স্থদিগের উদ্দেশে লিখিত হইল। এ নিমিত্ত ঐ তরেয় তৈতরেয় ও ছান্দোগমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মাত্র মাধ্যন্দিন ও শৌণকশাখার শুক্ল যজুর্ব্বেদ এবং অথর্ব্ববেদের মন্ত্র উপস্থানোপসংহারে প্রয়োগ করিব। (১) যদি কোন অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ (২) এই পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করেন তবে গোপথমতানুসারে 'অগ্নি-

১। তৈতিরীয় সংহিতার ১ কাং ১ প্রঃ ১ অধ্যায়ের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য উপস্থান বলিয়াছেন।

২। গৃহ্যকল্পে বৈশ্যসম্বন্ধে প্রয়োগ থাকিলেও সংহিতা কিম্বা ব্যবহারে নাই; এইজন্য বৈশ্যের উল্লেখ করিলাম না।

মীদে' ঋক্ 'অগ্ন আ যাহি' সাম এতৎসহ যথাক্রমে জপ করিবেন।

"ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বস্থ, দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু।
শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণেঃ॥" ১

শুক্লযজুর্ব্বেদ ১ অধ্যায়।

ত্বা (তোমাকে জানেন) ঊর্জ্জ (তেজ) ইষে (ইচ্ছায়) বঃ (তোমার) শ্রেষ্ঠতমায় (অত্যুত্তম) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মের) প্রার্পয়তু (প্রদানি কর) ত্বা (তোমাকে) দেবঃ- (বিদ্বান্) বায়বস্থ (অন্তরীক্ষে) সবিতা (প্রেরক)।

ভাবার্থ—হে গায়ত্র! (৩) বিদ্বান্ ব্যক্তি তোমাকে অন্তরীক্ষবাসী অত্যুত্তম কর্ম্মের প্রেরক জানেন। আমরা তোমার তেজ ইচ্ছা করি, প্রদান করুন।

"ওঁ যে ত্রিষপ্তাঃ পরিয়ন্তি বিশ্বারূপাণি বিভ্রতঃ। বাচস্পতির্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে॥" ১

অথর্ব্ববেদ ১কাং ১বর্গ ১অনুবাক।

যে (যিনি) ত্রিষপ্তাঃ (ঋগাদি তিন বেদে সপ্ত ছন্দে সংযুক্ত) পরিয়ন্তি (অতীত) বিশ্বাঃ (সকল) রূপাণি (প্রতিনিয়ত গ্রহণ করিয়া) বিভ্রতঃ (চেতনা ধারণ করিয়া রক্ষা করা) বাচস্পতিঃ (বেদের রক্ষক) বলা (মেধা) তেষাং (তাহাদের) তন্বাঃ (তনুর) অদ্য (এখন) দধাতু (দান কর) মে (আমাকে)।

ভাবার্থ—যিনি ত্রিষপ্তা (৪) বেদের তনুর অতীত, অথচ সকলের চেতনা করিয়া প্রতিনিয়ত গ্রহণ করিয়া আ আমাকে মেধা তাহার অবশ্য দেয়।

অথর্ব্ববেদে যে সপ্ত মহাযজ্ঞের আছে, তাহা যদিও নিত্য করণীয় ইহার সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। এই গৃহস্থ এই সন্ধ্যা শেষ করিয়া আপনার মনোনিবেশ করিবেন। ওঁ শান্তি ওঁ।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ব

স্বাধ্যায়ে গায়ত্রীই সর্ব্বপাপহরা অতএব "বৎসো গাবোদেবতা" প্রয়োগ ঠিক হই না, ঐ মন্ত্রের 'গায়ত্র' দেবতা হই অবশ্য বাজসনেয়ী সংহিতার সায়ণভাষ্য দেশে এ পর্য্যন্ত কেহ দেখেন নাই, তৈতিরেয় শাখার সহিত বাজসনেয়ী শ 'ইষে ত্বোর্জ্জে' মন্ত্রের বিশেষ পার্থক্য ইহাতে 'বায়বস্থ দেবঃ' আছে উহাতে বস্থো পায়বস্থ দেবঃ" এই পাব বেশী খা ছন্দোলোপ করিয়াছে। শুক্লযজুর এই 'কর্ম্মণঃ' পর্য্যন্ত এক ছন্দ এবং 'আপর হইতে "পাহি" পর্য্যন্ত অপর ছন্দ এই উপস্থানে "কর্ম্মণ" পর্য্যন্ত প্রয়োগ করি গোপথেরও ঐ মত। নতুবা মহীধরের দয়ানন্দ সরস্বতীর ছন্দেরও বিরোধ আ দয়ানন্দের সহিত কাত্যায়ণের সর্ব্বানুক্র ছন্দের সহিত মিল আছে। তিনি 'সবিতা' দেবতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এস্থলে সায়ণের মতই অনুকরণ করিয়া অতঃপর ইহাও বলিয়া রাখি সায়ণভাষ্য সনেয়ী সংহিতা একেবারে বিলুপ্ত হয় উড়িষ্যাদেশের কোন স্থানে সম্প্রতি As Society of Bengal সংবাদ পাইয়া সঙ্গত মূল্যে ক্রয় জন্য Notice করিয়াছেন।

৪। সায়ণাচার্য্য শৌনকশাখারই ভাষ্য করি উহাতে 'ত্রিষপ্তার' এইরূপ সাধিয়াছেন, "ত্রয়োবা বা ভাবাঃ তে চ বহুব্রীহি সমাসান্ত শিষে স্থানেষু প্রক্ষাণ। তদয়মর্থঃ। যথা পৃথিব্যাদি ত্রিলোক ইত্যাদি ইত্যাদি" সূজর্ভাবোভিহিতার্থত্বাৎ॥" অগ্নিপুরাণে ১৩ সংখ্যোত্তরপদসমাস।

৩। হলায়ুধ প্রমুখ নব্য স্মার্ত্তগণ এই শুক্লযজুর্ব্বেদীয় "ইষে ত্বোর্জ্জে" মন্ত্র প্রয়োগে "শাখা বৎসো গাবোদেবতা শাখাছেদনে বিনিয়োগ" লিখিয়া স্বীয় স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া থাকেন। উহার মূল "বেদদীপ" মহীধর শুক্লযজুর্ব্বেদের এই ভাষ্য বলিয়াছেন, "স্বর্গকামী প্রতিপদতিথিতে দর্শযাগসময় পলাশশাখা দ্বারা বৎসমাংস প্রস্তুত করিত, এই জন্য শাখা বৎসো দেবতা হইয়াছে।" সর্ব্ববেদবিৎ সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন "দর্শযাগে যেন পলাশকাষ্ঠ দ্বারা বৎসমাংস প্রস্তুত করিবে প্রতিদিন স্বয়ং প্রাতে অগ্নিহোত্রের উপস্থানে ঐ মন্ত্র জপে কোন্ দেবতাকে চিন্তা করিবে?

লঙ্কার বিদ্যোদয় বিহার।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে লঙ্কার বিদ্যোদয় বিহারে একটী মহাসভার অধিবেশন হয়। লঙ্কার শাসনকর্ত্তা সর্ হ্যু ক্লিফর্ড (Sir Hugh Clifford K. C. M. G.) সভাস্থ ভিক্ষুমণ্ডলী ও গণ্যমান্যলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমি "বৌদ্ধবিহারে শিক্ষাপ্রণালী"-সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করি প্রবন্ধের অন্তে কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোক ছিল। উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

লঙ্কায়াঃ শাসনং কর্ত্তা
রাজনীতি পরায়ণঃ।
সর্ব্বদা নন্দভাৎ শ্রীমান্
সর্ হ্যু ক্লিফর্ড মহাশয়ঃ॥১॥

লঙ্কার শাসনকর্ত্তা রাজনীতিপরায়ণ শ্রীমান্ সর্ হ্যু ক্লিফর্ড মহাশয়ের সর্ব্বদা জয় হউক।

ভিক্ষুভ্যঃ ফললব্ধ্যভাবশতঃ ফল্গু প্রজৈষা মমেত্যেবং নৈব বিচার্য্যমত্রভবতা বিজ্ঞ প্রজাপালক। অস্মাভি ব্রতজন্য পুণ্যতপসোঃ ষষ্ঠেন ভাগেন তেহ মূল্যং বাস্তবিকং ফলং প্রদতে তত্র প্রমাণং মনুঃ॥২॥

হে বিজ্ঞ প্রজাপালক! ভিক্ষুগণের নিকট কোন প্রকার কর পাওয়া যায় না অতএব ইহারা আমার নিষ্ফলপ্রজা" আপনি এইরূপ বিবেচনা করিবেন না। দেখুন, ভিক্ষুগণ সঙ্গত মূল্যে ক্রয় জন্য Notice করিয়াছেন। অর্জ্জন করেন তাহার ষষ্ঠভাগ আপনি লাভ করেন। ইহা বাস্তবিক অমূল্য ফল। এতদ্বিষয়ে

তস্যৈবাসি মহস্বিনো নৃপপতেস্তং প্রাতিনিধ্যং দধৎ
সাম্রাজ্যং জগতীহ যস্য নিয়তালোকেন ধন্যত্বভাক্
যত্র স্বপ্রখর প্রভা বিততিভির্হৃদ্ধ্বং তমঃ প্রোৎসুকো
গন্তুং নোৎসহতে হস্তমুষ্ণকিরণস্তত্রান্ধকারঃ -
কথম্॥৩॥

আপনি যাঁহার প্রতিনিধি তিনি মহাতেজঃ সম্পন্ন রাজরাজেশ্বর। তাঁহার সাম্রাজ্য সর্ব্বদা আলোক দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া জগতে ধন্য হইয়াছে। তথায় সূর্য্যদেব সর্ব্বদা নিজ কিরণ দ্বারা অন্ধকার নিরসন করিতে উৎসুক থাকেন কিন্তু অস্তগমন করিতে কখনই সাহস করেন না। অতএব এই সাম্রাজ্যে কিরূপে অন্ধকার থাকিবে?

ঐতিহ্যাগম কোবিদোপগতবানা লোক কেন্দ্রাদ্ ভবান্
বিদ্যানাং স্বয়মর্থ্যঃতাং প্রশমিনাং বেত্তি প্রভাবং তথা।
নাস্মাকং বচনীয়মত্র কিমপীদং প্রার্থ্যতে কেবলং
দীর্ঘায়ুষ্ট্বং মনল্প শান্তিরতুলা সিদ্ধিশ্চ তেস্তাৎ সদা॥৪॥

আপনি ইতিহাসশাস্ত্রনিপুণ এবং আলোকের কেন্দ্র (লণ্ডন) হইতে সমাগত। আপনি বিদ্যার মহামূল্যতা ও সাধুগণের মাহাত্ম্য সবিশেষ অবগত আছেন। এ বিষয়ে আপনার নিকট আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই। তবে আমাদের এইমাত্র প্রার্থনা যে আপনি দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়া অনুপম শান্তি ও সমৃদ্ধিতে বাস করিতে থাকুন।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

পৌরাণিকী কথা

মদালসা।

অতি প্রাচীনকালে এই আর্য্যাবর্ত্তভূভাগে শত্রুজিৎনামে এক অতি-প্রবল-পরাক্রান্ত, প্রজারঞ্জক, মহাসমৃদ্ধ এবং ধর্ম্মশীল সম্রাট্ মহেন্দ্রের ন্যায় অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেন। মহেন্দ্রের শচীন্দ্রানীর ন্যায় তাঁহারও এক সুশীলা, সত্যপরায়ণা, পরমপতিরতা মনঃস্বিনী মহিষী ছিলেন। শচীর জয়ন্তের ন্যায়, রুক্মিণীর প্রদ্যুম্নের ন্যায় এবং উমার কুমার কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় মহিষী এক পরমরূপবান্ ও অশেষ গুণালঙ্কৃত কুমার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজদম্পতী এইরূপ পুত্ররত্ন পাইয়া পরমসুখে সুখী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সুপবিত্র পুত্র-স্নেহ প্রত্যেক প্রজার উপর সঞ্চারিত হওয়ায় সম্রাট্ সত্য সত্যই প্রজাগণকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন। রাজা ও রাজ্ঞী ইহলৌকিক সর্ব্বপ্রকার সুখে সুখী হইয়াও ধর্ম্মকে বিস্মৃত হন নাই; পরন্তু ধর্ম্মকেই তাঁহারা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ মনে করিতেন এবং শরণাগত বিপন্নের বিপদুদ্ধারকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন। তাঁহারা ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গের যথোচিত সামঞ্জস্য সহকারে সেবা করতঃ আপনারা কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

একদা মহর্ষি গালব এক অত্যুৎকৃষ্ট উচ্চৈঃশ্রবা সদৃশ অশ্বে আরোহণ করতঃ মহারাজ শত্রুজিতের সভায় আগমন করিলেন। মহারাজ শত্রুজিৎ তাঁহার পাত্র-মিত্র-অমাত্য এবং সামন্তগণ সমভিব্যাহারে যথারীতি শিষ্টাচার সহকারে মহর্ষির স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া অতি বিনীতভাবে তাঁহার আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষি সম্রাট্‌দত্ত মহার্ঘ আসন পরিত্যাগ করিতেছিলাম এমন সময়ে এই সুন্দর এবং সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন অশ্বটী উপবেশনপূর্ব্বক বলিলেন "মহারাজ, আমি আকাশতল হইতে আমার নিকট নিপতিত বিষম বিপদে পতিত হইয়াছি। কোন এক পাপাত্মা দৈত্য আমার ধর্ম্মনাশ করিতে হইয়াছে। আমি মৌনব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক যোগে প্রবৃত্ত হইবা মাত্র সেই পাপিষ্ঠ ব্যাঘ্রাদি নানাবিধ হিংস্রপশুর আকার করতঃ আমার তপোবনে প্রবেশ করে নানারূপ উপায়ে আমার মনকে চঞ্চল তুলে। চিত্ত চঞ্চল হইলে যোগসা অসম্ভব হইয়া উঠে। তাহার এই চারের নিমিত্ত আমি পড়িয়াছি।"

দেবতারা ইহার নাম "কুবলয়" (১) রাখিয়াছেন।

সম্রাট্ শত্রুজিৎ মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, আপনি প্রগাঢ় তপোবীর্য্যসম্পন্ন অন্যের কথা দূরে থাকুক, ত্রিদশেশ্বর সুরেন্দ্রও আপনার সমকক্ষ নহেন,—তবে আপনি কেন ঐ দুরাত্মার সমুচিত শাসন করিতেছেন না?" মুনি উত্তর করিলেন, "ধর্ম্মজ্ঞ! মুনিধর্ম্ম অবশ্যই আপনার অজ্ঞাত নহে। আমি ঐ দৈত্যাধমকে তপোবলে বিনষ্ট করিতে গেলেই আমাকে ক্রোধের অধীন হইতে হইবে। ক্রোধের অধীন হইলে আমার বহুশ্রমার্জ্জিত চিরাচরিত তপস্যালব্ধ সর্ব্বগুণ অপচয় হইবে। যদি তাহাই হইল,—তবে

১। কু=পৃথিবী এবং বলয়=বেষ্টন। যে পৃথিবী-বেষ্টন বা পরিভ্রমণ করিতে সক্ষম সেই "কুবলয়।"

হইলে আমার ধ্যান ধারণায় ফল কি? মহারাজ, এই জন্যই আমি স্বয়ং তাহার হিংসা করিতে একান্ত অক্ষম। গতকল্য আমি উক্ত দৈত্যের দৌরাত্ম্যে কাতর হইয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলাম এমন সময়ে এই অশ্বটী আমার নিকট আসিয়াছে। আপনি কুমার ঋতধ্বজকে এ বিষয়ে আজ্ঞা প্রদান করতঃ আমার তপোবিঘ্নকারী সেই দানবের দমন করুন এবং আমাকে বর্ত্তমান বিপদ হইতে পরিত্রাণ করুন।

সম্রাট্ শ্রেষ্ঠ শত্রুজিৎ ঋষিবাক্য শ্রবণ করতঃ বলিলেন, "মহর্ষে, আপনার এই প্রার্থনায় আমি পরমপরিতুষ্ট হইলাম। এইরূপ কর্ত্তব্যপালনার্থই রাজা তপস্বিগণের পুণ্যের ষষ্ঠাংশ রাজকরস্বরূপ পাইয়া থাকেন। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আশ্রমে প্রতিগমন করুন, আমার একমাত্র পুত্র ঋতধ্বজ এখনই আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় গিয়া দানবদমনে ব্রতী হইবেন।

কর্ত্তব্যপরায়ণ পরমধর্ম্মনিষ্ঠ সম্রাট্ শত্রুজিৎ ও তাঁহার পতিব্রতা সহধর্ম্মচারিণী মহিষী তাঁহাদের জীবনের জীবন একমাত্র পুত্রকে যথাবিধি মাঙ্গল্য-বিধানানুসারে সেই অশ্বরত্নে আরোপিত করিয়া গালবের তপোবনে প্রেরণ করিলেন।

(২)

পরমরূপবান্, অমিতবীর্য্য, অলৌকিক-গুণগ্রামভূষিত, দ্বিতীয় কুমারসদৃশ কুমার ঋতধ্বজ জনকজননীর আদেশ শিরোধারণপূর্ব্বক নির্ভীক হৃদয়ে, প্রফুল্লবদনে গালবের সেই তপোবনে প্রবেশ করিলেন। দানবাধম নিজ মদগর্ব্বে একান্ত মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিল, সুতরাং মহাবীর কুমার কুবলয়াশ্ব যে শস্ত্রপাণি হইয়া আশ্রমরক্ষার্থ তথায় অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা সে জানিতেই পারিল না! মহামুনি গালব যথাশাস্ত্র আচমনাদিপূর্ব্বক যেমন সন্ধ্যাবন্দনায় প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি সেই পাপাত্মা এক ভীষণ শূকররূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে নিগ্রহ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল। ঋষির শিষ্যগণ সেই ঘোররূপ বরাহকে দেখিয়াই ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং রাজকুমার তৎক্ষণাৎ সশর শরাসন গ্রহণ করতঃ একলম্ফে সেই দৈব অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং সুন্দর সুন্দর চিত্র-শোভিত শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক সেই শূকরের অনুসরণে প্রবৃত্ত

হইলেন। দানব শস্ত্রধারী কুমারকে দেখিয়া পিনাকপাণি মহাদেবকে দেখিয়া ভীত যন্ত্রের ন্যায় প্রাণভয়ে পলায়ন করিল কিন্তু কুমারের অশ্ব বায়ুবৎ অতুলনীয় বেগে সত্বরেই সেই মায়াবিগ্রহধারী বরাহের সমীপবর্ত্তী হইলে কুমার চিরাভ্যস্ত ক্ষিপ্রহস্তে এক সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নারাচ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। দানব নারাচে বিদ্ধ হইয়া নিজ জীবনরক্ষার নিমিত্ত সুনিবিড় তরুলতাসমাচ্ছন্ন দুর্গম শৈলকাননে দ্রুতপদসঞ্চারে প্রধাবিত হইল,—কুমারের "কুবলয়" ও তড়িদ্বেগে তাহার অনুসরণ করিল। শস্ত্রাহত শূকর সেই দুর্গম গহন অরণ্যানীর মধ্য দিয়া ধাবমান হইতে হইতে সহসা এক সহাগর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিল। পিতৃ আজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত বীরশ্রেষ্ঠ ঋতধ্বজ ও নির্ব্বিকারচিত্তে অন্ধকার সমাচ্ছন্ন সেই গর্ত্তে অশ্ব চালনা করিলেন। ভূগর্ভের নিবিড় অন্ধকার তাঁহার দৃষ্টি নিরোধ করিল। তিনি অন্ধের ন্যায় কিয়দ্দূর চলিতে চলিতে অবশেষে এক আলোকময় প্রদেশের দর্শন পাইলেন,—কিন্তু সেখানে ত শূকর নাই।

অনন্তর তিনি সেই মহীগর্ভস্থ আলোকময় প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা প্রাকার-পরিখাপরিবেষ্টিত, শত শত সুবর্ণময় সুন্দর প্রাসাদ-পরিশোভিত ইন্দ্রপুরীর ন্যায় পরম-রমণীয় এক নগরী দেখিতে পাইলেন। রাজকুমার দেখিতে পাইলেন যে সেই নগরীর অত্যুচ্চ এবং শোভাময় তোরণদ্বার উদ্ঘাটিত রহিয়াছে। তখন তিনি সেই নগরীর ভিতর প্রবেশপূর্ব্বক ইতস্ততঃ সেই শূকরের অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি তাহার দর্শন পাইলেন না। পিতৃনির্দ্দেশ প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হইলেন, এই দুঃখে দুঃখিত হইয়া বিষণ্ণমনে যত্রতত্র ভ্রমণ করিতেছেন সময় সহসা এক সুকুমারী তন্বঙ্গী ত্বরিতপদে তাঁহার সম্মুখ দিয়া গমন করিতে দেখিতে পাইলেন। রাজকুমার শীঘ্রগামিনী ললনাকে জিজ্ঞাসা করি "অয়ি ভদ্রে, তুমি কে এবং কি নি কাহার নিকট যাইতেছ?" কিন্তু সেই কুমারের কোন কথার উত্তর না সন্নীপস্থ এক স্বর্ণসোপানশ্রেণী অব প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। নির্জ্জননগরে ঐ নারীকে দেখিয়া কু মনে অনিবার্য্য কৌতূহলের উদ্রেক হইল তিনি একস্থানে অশ্বকে বন্ধনকরতঃ বি প্রফুল্ল-লোচনে সেই সিমন্তিনীর অনু করিলেন।

কুমার সেই স্বর্ণময় সোপানযোগে প্রা আরোহণ করতঃ সম্মুখের এক সো প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহার অদৃষ্টপূর্ব্ব, অত্যা এবং অপরূপ! তিনি দেখিলেন যে প্রকোষ্ঠের মধ্যভাগে বিশুদ্ধ সুবর্ণময় সুবিস্তৃত পর্য্যঙ্কে রাশিরাশি সুন্দর কুসুমাস্তীর্ণ শয্যার উপরে এক নবযৌবনোদ্ভা তনুবরবর্ণিনী রমণী আসীনা রহিয়াছে কুসুমশয্যায় যেন কোন এক অভিনব প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে! সুন্দরীর ললনাও ব্যগ্রচিত্তে মুর্চ্ছিতা সুন্দরীকে ব্যজন তপ্তকাঞ্চনতুল্য অথচ অতি স্নিগ্ধ এবং করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজকুমার উৎকণ্ঠিত-রসায়ন, বদন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রিয়া চিত্তে, অনিমেষনয়নে সেই মুখের দিকে চাহিয়া প্রান্তসূক্ষ্ম ও স্থূলমধ্য সুবঙ্কিম আছেন। ক্রমশঃ সুন্দরী প্রকৃতিস্থ হইতে নিতান্তই নয়নাভিরাম। তাঁহার রক্তো লাগিলেন,—তাঁহার মুখের পূর্ব্ব প্রসন্নতা ফিরিয়া সরস ওষ্ঠাধর পাটলকুসুমের সদ্যপ্রফুল্ল দ আসিতে লাগিল;—ক্রমশঃ তিনি সম্পূর্ণ

ন্যায় কমনীয় ও রমণীয়, কোমলনীলোজ্জ্বল লোচনযুগল সদ্যবিকসিত নীলোৎপলতুল্য, দশনপংক্তি সমস্থূল পরমসুন্দর মুক্তাপংক্তির ন্যায় উজ্জ্বল ও অবদাত, করতল ও পদতল প্রভাতের স্থলপদ্মের ন্যায়, তাঁহার নিতম্বচুম্বী কেশকলাপ নীল, সূক্ষ্ম, কোমল এবং অগ্রভাগ কুঞ্চিত তাঁহার শরীর সুগঠিত, সুললিত এবং সুসমঞ্জসভাবে সুপরিণত। সেই মত্তকাশিনী মদন-মদ-নাশিনী নবীনাকে দেখিয়া রাজকুমারের মনে প্রতীতি জন্মিল ইনি পাতাল-লোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সেই সুচারুহাসিনী বর-বর্ণিনী বালাও তাঁহার সম্মুখস্থ সেই সুকুঞ্চিত স্কন্ধস্পর্শী কেশগুচ্ছ পরিশোভিত মনোহর পূর্ণ-চন্দ্রানন, প্রশস্তবক্ষ, বৃষস্কন্ধ, পীনবাহু সুদর্শন বীরমূর্ত্তি সহসা সন্দর্শন করতঃ ভাবিলেন, "ইনি বুঝি মদন।" তিনি যুগপৎ উল্লাস, লজ্জা, বিস্ময় ও ব্যাকুলতার বশবর্ত্তিনী হইয়া আগন্তু-কের পরিচয়লাভার্থ ব্যগ্র হইলেন এবং তাঁহার অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবামাত্র মনের অতিশয় অস্থি-রতানিবন্ধন মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

রাজকুমারও সেই অলোকসামান্যরূপবতী-যুবতীকে দেখিয়া নিতান্ত মোহিত হইয়া-ছিলেন। তিনি সত্বর অগ্রসর হইয়া মূর্চ্ছিতা-রমণীর মূর্চ্ছাপনয়নের নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন;—তখন তাঁহার সেই পূর্ব্বদৃষ্টা সুন্দরীর ললনাও ব্যগ্রচিত্তে মুর্চ্ছিতা সুন্দরীকে ব্যজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজকুমার উৎকণ্ঠিত-চিত্তে, অনিমেষনয়নে সেই মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। ক্রমশঃ সুন্দরী প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিলেন,—তাঁহার মুখের পূর্ব্ব প্রসন্নতা ফিরিয়া আসিতে লাগিল;—ক্রমশঃ তিনি সম্পূর্ণ সজ্ঞালাভ করিলেন। কুমার অতিশয় আগ্রহ-সহকারে তাঁহার এই হঠাৎ মূর্চ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি লজ্জাবশতঃ কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার অভিপ্রায়-মতে পার্শ্ববর্ত্তিনী ব্যজনকারিণী অতি ধীরমৃদু-স্বরে বলিতে লাগিল,—

"মহাভাগ, দেবলোকবাসী, দেবরাজসখা গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্ববসুর নাম আপনি অবশ্যই অব-গত আছেন। আমার এই প্রিয়সখী তাঁহার একমাত্র সন্তান, ইহার নাম মদালসা। মদালসার ন্যায় রূপগুণবতী রমণীরত্ন ভূলোকে কেন, দেবলোকেও নিতান্ত দুর্ল্লভ। পরম-উগ্রস্বভাব, দেবশত্রু দৈত্যাধম বজ্রকেতু পুত্র পাতালকেতু এই পাতালপুরীর রাজা। সেই দুর্ব্বৃত্ত আমার সখীর রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়াছিল। একদা ইনি একাকিনী নন্দনো-দ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, পাপাত্মা পাতালকেতু সহসা তথায় আবির্ভূত হইয়া নিজ আসুরী-মায়ার প্রভাবে গাঢ় অন্ধকারের সৃষ্টি করতঃ সেই অন্ধকারের সহায়তায় ইঁহাকে অপহরণ করিয়া এই স্থানে আনিয়াছে এবং আগামী ত্রয়োদশীতিথিতে বিবাহ করিবে স্থির করি-য়াছে। এই পাপিষ্ঠের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার আর দ্বিতীয় উপায় না দেখিয়া আমার সখী সে দিন পুষ্পমালা দ্বারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু গোমাতা-সুরভি সেই দারুণ অধ্যবসায় হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করতঃ বলিলেন, 'শুভে, তুমি কেন নিজ অকল্যাণ কামনা করিতেছ? দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তি যেমন কখনও উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে না, এই দৈত্যাধমও তেমনি তোমাকে লাভ করিতে পারিবে না।

দানব মর্ত্ত্যলোকে গমন করিলে যে বীর তাহাকে স্বীয় শরে বিদ্ধ করিবেন,—তিনিই তোমার স্বামী হইবেন। অতএব তুমি আশ্বস্ত হও।' গোমাতার এই কথাতেই সখী প্রাণ রাখিয়াছেন। পাপাত্মা পাতালকেতু শূকরশরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক ঋষিদিগের তপোবিঘ্ন ঘটাইতেছিল, অদ্য সে কাহার শস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া পুরে প্রত্যাগমন করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া আমি যথার্থ বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য বাহিরে গিয়াছিলাম, এমন সময়ে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল।"

রাজপুত্র সখীমুখে এই সমাচার শ্রবণ করিয়া পরমপরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বিধাতা তাঁহার পিতৃ-আজ্ঞাপালনের পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এক্ষণে তিনি স্বীয় হৃদয়ের হর্ষোচ্ছ্বাস যথাশক্তি দমন করতঃ সখীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সখী কুমারের প্রশ্ন শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতঃ অধোমুখে উত্তর করিলেন, "দেব, এ হতভাগিনীর আর কি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন? গন্ধর্ব্বকুলের অলঙ্কার-স্বরূপ বিশ্ব-বিখ্যাত বিন্ধবান্ আমার জনক, আমার নাম কুণ্ডলা। বহু পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে আমি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পুরুষশ্রেষ্ঠ পুষ্কর-মালীকে স্বামীরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছিলাম। কিন্তু জানি না বিধাতা কি পাপে আমার সকল সুখের অবশেষ করিলেন। এক বিপন্ন ব্রাহ্মণের রক্ষার জন্য আমার স্বামী মহাপরাক্রান্ত শুম্ভদৈত্যের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, এবং—" কুণ্ডলা আর বলিতে পারিলেন না,—উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ এবং অশ্রুধারায় তাঁহার মুখমণ্ডল প্লাবিত হইয়া গেল। রাজকুমার নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলে পর কু পুনরায় বলিলেন,—"মহাভাগ, যদিও সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া পরলোকসাধ নিমিত্ত ব্রতধারিণী হইয়াছি, তথাচ সখী এরূপ বিপন্ন অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে পারি কারণ, আমার প্রিয়তমা সখীকে বন্দিনী দেখিয়া পতি-সমাগমেও আমি হইতে পারিব না, এই জন্য ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছি।"

কুণ্ডলার এই কাহিনী শুনিয়া রাজকু অকপটচিত্তে তাঁহার পতিপ্রাণতার ও প্রেমের প্রচুর প্রশংসা করিলেন। অবশে কুণ্ডলা বিনয়সহকারে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞা করিলে রাজপুত্র স্বীয় পরিচয় প্রদান কর যেরূপে তিনি মহর্ষি গালবের আশ্রমপী নিবারণোদ্দেশ্যে আসিয়া শূকররূপী দানব নারাচে বিদ্ধ করতঃ তাহার অনুসরণ করি করিতে পাতালপুরে প্রবেশ করিয়াছে সকলই বলিলেন। অবশেষে মৃদুহাস্যের সহি বলিলেন, "শুচিস্মিতে! আমা হইতে আপনা ত্রাসের কোন সম্ভাবনাই নাই,—আমি দৈত দানব নহি, সামান্য মানুষমাত্র।"

কুণ্ডলা রাজপুত্রের পরিচয়ে অতিমাত্র হইয়া বলিলেন, "রাজপুত্র! আমার আপনাকে দেখিবামাত্র কেন যে মূর্চ্ছি হইয়াছিলেন, তাহার কারণ আর আপনা বলিতে হইবে না। আপনি পরমপ ব্যক্তি। গোমাতা সুরভির বাক্য য হইয়াছে এবং আমার সখীর হৃদয় অপা ন্যস্ত হয় নাই। এক্ষণে আপনি করিলেই আমরা ধন্যা হই এবং আমার প্রা

প্রিয়সখীকে অভিমত-পতি-সঙ্গতা দেখিয়া আমি নিরুদ্বেগচিত্তে তপশ্চর্য্যা করিতে পারি। কান্তি চন্দ্রের, প্রভা সূর্য্যের, লক্ষ্মী ভাগ্যবানের, ধৃতি বীরের এবং ক্ষমা উত্তমের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। আপনার অস্ত্রেই দানবাধম বিদ্ধ হইয়াছে। দুঃখিনী মদালসা আপনাকে লাভ করিয়া ধন্যা ও সৌভাগ্যশালিনীদিগেরও নমস্যা হউন। অতএব বীর যাহা কর্ত্তব্য, বিধিপূর্ব্বক তাহার সমাধান করুন।"

রাজকুমার মদালসাকে দেখিয়া অবধি হৃতচিত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কুণ্ডলার কথায় তাঁহার হৃদয়ে অনুপম অমৃতস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল;—তিনি চারুসর্ব্বাঙ্গী মদালসাকে সাদরে হৃদয়ে ধারণ করতঃ জীবন সফল করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। তথাপি, তিনি ধার্ম্মিক,—প্রেমের প্রখর বন্যায়ও তাঁহার বিবেক-বাঁধকে ভাঙ্গিতে পারে নাই;—সেইজন্য সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কুণ্ডলে, তুমি যাহা বলিলে, তৎসমুদয়ই সত্য,—আমার মনও তোমার সখীর প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত;—তথাপি আমি পরাধীন, পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে কিরূপে আমি বিবাহ করিতে পারি?"

মানবচিত্ততত্ত্বপণ্ডিতা কুণ্ডলা স্মিতমুখে বলিলেন,—"কুমার, আপনি নিশ্চিন্ত হউন,—আমার সখী দেবকন্যা;—মহারাজ শত্রুজিৎ কখনও এই সম্বন্ধে বিরক্ত অথবা অসন্তুষ্ট হইবেন না। আরও দেখুন,—আমি এখনই আপনার সমুদয় সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিতেছি।" এই কথা বলিয়া কুণ্ডলা গন্ধর্ব্বকুলগুরু তুম্বরুকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রেই গন্ধর্ব্বঋষি মহামতি তুম্বরু সমিৎকুশাদি হস্তে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং মদালসা, কুণ্ডলা ও রাজপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"কুমার আমি এইমাত্র তোমার পিতৃসভা হইতে আসিতেছি,—তোমার পিতা সানন্দচিত্তে এই বিবাহ অনুমোদন করিয়াছেন। গোমাতা সুরভির বাক্য কদাপি ব্যর্থ হইবার নহে।"

এই কথা বলিবার পর মন্ত্রবিৎ মহর্ষি তুম্বরু যথাবিধি বৈবাহিক পাবক প্রজ্জ্বলিত করিয়া মদালসার সহিত ঋতধ্বজের বিবাহ-ক্রিয়া সম্পাদন করতঃ তপশ্চরণ মানসে স্বকীয় স্থানে প্রস্থান করিলেন।

মনস্বিনী কুণ্ডলা নববিবাহিতা হর্ষোৎফুল্ল-মুখী মদালসাকে সপ্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বক সাশ্রু-নয়নে, গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন—"সখি,—আজ আমি কৃতার্থ হইলাম। তুমি যেমন অলোক-সামান্য সৌন্দর্য্যশালিনী এবং সর্ব্বগুণে গুণবতী, সেইরূপ সৎপাত্রের হস্তে পড়িলে দেখিলাম। অভিমত এবং সুযোগ্য স্বামী-লাভ অপেক্ষা সৌভাগ্য রমণীর আর কিছুই নাই। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি,—তোমরা উভয়ে দীর্ঘকাল এই অনন্যসুলভ অপার্থিব দাম্পত্যসুখ ভোগ কর,—যেন কদাপি তোমাদের বিচ্ছেদ না ঘটে। মদালসে, তুমি সকল শিক্ষায় সুশিক্ষিতা, তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে না যে,—

দুঃশীলঃ কামবৃতো বা ধনৈর্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
স্ত্রীণামার্য্যস্বভাবানাং পরমং দৈবতং পতিঃ॥
ন পিতা নাত্মজোনাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ।
ইহ প্রেত্য চ নারীনাং পতিরেকো গতিঃ সদা॥

স্বামী দুঃশীল হউন, কামপরায়ণ হউন, নির্ধন হউন,—যাহাই কেন

হউন না, সৎস্বভাবা স্ত্রী তাঁহাকেই পরমদেবতা বলিয়া জানেন। নারীর পতিই ইহপরলোকের সম্বল, পিতামাতা বল, পুত্র-কন্যা বল, সখাসখী বল,—এমন কি নিজের আত্মাও পতির তুল্য নহেন। তুমি সেই পরমপূজ্য পতিদেবতার পূজায় ব্রতী হইয়াছ,—তুমি ধন্যা হইয়াছ। এক্ষণে আমাকে বিদায় দাও, আমি নিশ্চিন্তমনে এরূপ তপস্যাচরণ করিব, যাহাতে আর কখনও আমাকে এরূপ দুঃসহ যাতনা সহ্য করিতে না হয়।" তপস্বিনী কুণ্ডলা সখীকে এই কথা বলিয়া রাজকুমারকে সম্বোধন করতঃ স্নেহসিক্ত সুমধুর স্বরে বলিলেন "রাজপুত্র, আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পরম-প্রাজ্ঞ, পণ্ডিতেরাও আপনার ন্যায় মহাত্মাকে উপদেশ দিতে অক্ষম,—মাদৃশ অজ্ঞ স্ত্রীজনের কথা কি? আমি আপনাকে উপদেশ দিবার স্পর্দ্ধা রাখি না। তবে এই সুকুমারী মদালসার স্নেহে আমার অন্তঃকরণ একান্ত আকৃষ্ট হই-তেছে এবং আপনিও আমাকে বিশ্বাস করেন; সেই স্নেহ ও বিশ্বাসবশে আপনাকে এই কথাগুলি স্মরণ করাইয়া দিতেছি মাত্র। 'স্বামী সর্ব্বদা সযত্নে সহধর্ম্মিণীর রক্ষণ ও ভরণ করিবেন। ইহাই তাঁহার কর্ত্তব্য। দেখুন, স্ত্রীই স্বামীর ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গের পরম সহায়। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের বশবর্ত্তী থাকিলেই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সম্যক্‌প্রকারে সাধিত হয়। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের আধার স্ত্রী। এই কারণে স্ত্রীব্যতিরেকে স্বামী কদাচ এই ত্রিবর্গসাধন করিতে সমর্থ হন না;—আবার স্ত্রীও স্বামী ব্যতীত ধর্ম্মাদিসাধনে সক্ষম হয় না। প্রকৃতপক্ষে এই ত্রিবর্গ পতি-পত্নী উভয়কেই আশ্রয় করিয়া আছে। পুরুষ স্ত্রীব্যতিরেকে পিতৃঋণ, ভৃত্যবর্গ ও অতিথিগণের পূজা কা পারেন না? দেখুন যদি ভার্য্যা না থা অথবা যদি কুভার্য্যার সংসর্গ ঘটে, তাহা হ পুরুষ যে অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাহা প্রাইয়া যায়। মনোমত ভার্য্যালাভ না হ কামোপভোগও সম্ভব নহে। পুত্র দ্বারা পি গণের, অন্নসাধন দ্বারা অতিথিগণের অ দ্বারা যেমন অমরগণের পোষণ ও সেবা হ থাকে, তদ্রূপ পুত্রোৎপাদন, অন্নসংযো এবং অভ্যর্থনা দ্বারা সাধ্বী স্ত্রীরও রক্ষণাবে ও সন্তোষসাধন করিবে। ধর্ম্মশাস্ত্রের দি আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে,—

"স্বাং প্রসূতিং চরিত্রঞ্চ কুলমাত্মানমেবচ।
স্বঞ্চ ধর্ম্মং প্রযত্নেন জায়াং রক্ষন্ হি রক্ষতি।
স্ত্রিয়ঃ স্ত্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।

যিনি ভার্য্যার রক্ষাবিধানে মনোযোগী, তি "তদ্দ্বারা নিজ বংশপরম্পরা, আত্মচরিত্র ধর্ম্ম—এ সমস্তই রক্ষা করিয়া থাকেন। স্থের গৃহে স্ত্রী-ই শ্রী,—উভয়ের মধ্যে কে পার্থক্যই নাই। আপনি দাম্পত্য-ধর্ম্ম-র করতঃ মদালসের সহিত ধনে পুত্রে সুখে পরমায়ুতে বর্দ্ধিত হউন,—আমি এক্ষণে অ লষিত স্থানে গমন করি।"

প্রিয়ভাষিণী প্রিয়চিকীর্ষু তাপসী কু এইরূপ পরমহিতগর্ভ উপদেশ প্রদানপূ পরমপ্রীতিসহকারে মদালসাকে আলিঙ্গন রাজকুমারকে নমস্কার করিয়া দিব্যগতি অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। ত কুমার ঋতধ্বজ নরোঢ়া প্রেমময়ী পত্নীকে দৈব অশ্বে আরোপিত করিয়া পা হইতে বহির্গত হইতে ইচ্ছুক হইলে নিহিত দৈত্যাধম পাতালকেতুর আত্মীয়বর্গ ব্যাপার জানিতে পারিয়া সকলে মিলিয়া রাজ-কুমারকে আক্রমণ করিল কিন্তু তিনি অত্যাশ্চর্য্য শিক্ষাকৌশলপ্রভাবে সকলের অস্ত্র-জাল ব্যর্থ করতঃ অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দানবকুলকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন এবং মদালসাকে সমভিব্যাহারে লইয়া পিতৃপুরে উপস্থিত হইলেন।

কুমার পিতৃপদে প্রণামপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলে মহাযশা মহারাজ শত্রুজিৎ পুত্রকে আলিঙ্গন করতঃ সস্নেহবচনে বলিতে লাগিলেন' "ঋতধ্বজ, তুমি আমার কুলপাবন সুৎপুত্র এবং মহাত্মা। সদ্ধর্ম্মচারী ঋষিদিগের ভয় মোচন করিয়া অদ্য আমাকে উদ্ধার করিলে। আমার পূজ্যপাদ পূর্ব্বপুরুষ-গণ প্রথমে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, পরে আমি সেই সুখ্যাতির বিস্তার সম্পাদন করি। বীরশ্রেষ্ঠ! অদ্য তুমি পরাক্রমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পুরঃসর তাহার আরও আধিক্য প্রচার করিলে। পিতা যে যশঃ, ধন অথবা বীর্য্য উপার্জ্জন করেন, যে ব্যক্তি তাহার অপচয় না করিয়া যথাযথ রক্ষা করিতে পারে, লোকে তাহাকে মধ্যমপুরুষ বলিয়া থাকে এবং যিনি স্বকীয় শক্তির সাহায্যে পিতৃ-সঞ্চিত বীর্য্যাদি অপেক্ষা আরও কিছু অধিক অর্জ্জন করেন, প্রাজ্ঞজনেরা তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া থাকেন;—আর যে হতভাগ্য পিতৃপুরুষদিগের অর্জ্জিত ধনবীর্য্যাদি রক্ষা করিতে না পারিয়া তাহাদের লাঘব করে,—সে পুরুষাধম। পুত্র, তোমার ন্যায় আমিও পূর্ব্বে বিপন্ন ব্রাহ্মণের পরিত্রাণ করিয়াছিলাম, কিন্তু পাতালে গমন এবং অসুরগণের বিনাশ করি নাই; কিন্তু তুমি এই দুই বিষয়ে আমাকে অতিক্রম করিয়াছ;—সেইজন্য তুমি পুরুষোত্তম। অত-এব বৎস, তুমিই ধন্য;—আর আমিও তোমার তুল্য গুণাধিক পুত্র পাইয়া পুণ্যবান্‌গণেরও শ্লাঘনীয় হইলাম। আমার মতে পুত্র যদি নিজ প্রজ্ঞা, দান ও বিক্রম দ্বারা পিতাকে অতিক্রম করিতে না পারে, সেই পিতা পুত্র-জনিত প্রীতি পান না। পিতার সুখ্যাতির সহায়তায় যে পুত্র নিজ প্রতিপত্তিলাভ করিতে চাহে, তাহার জন্মে ধিক্। যে পুত্রের খ্যাতিতে পিতার খ্যাতি প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হয়, সেই পুত্রের জন্মই সার্থক। যে ব্যক্তি নিজের কর্ম্ম বা বীর্য্যদ্বারা পৃথিবীতে পরিচিত হয়, সেই ব্যক্তিই ধন্য;—পিতৃ পিতামহাদির পরিচয়ে যে পরিচয় দেয় সে মধ্যম, আর মাতৃপক্ষ বা মাতার সহায়তায় যাহাকে লোক-সমাজে পরি-চয় দিতে হয়, সে নরাধম। অতএব বৎস, তুমি ধন, বীর্য্য, সুখ প্রভৃতি সকল বিষয়েই বর্দ্ধিত হও এবং আশীর্ব্বাদ করি, এই কল্যাণী গন্ধর্ব্ববালার সহিত কদাপি যেন তোমার বিয়োগ না ঘটে।

মহারাজ শত্রুজিৎ যশস্বী পুত্রকে এই প্রকার বহুবিধ প্রিয়-সম্ভাষণ পুরঃসর আলিঙ্গন করিয়া বধূর সহিত গৃহে যাইতে বিদায় দিলে কুমার পত্নীসহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করতঃ মাতৃচরণে প্রণাম করিলেন। মাতা বিজয়ী পুত্রকে বধূসহিত গৃহাগত দেখিয়া অতিমাত্র প্রীতিলাভ করিলেন এবং স্নেহভরে পুনঃপুনঃ পুত্রের শিরোঘ্রাণ মুখচুম্বন ও বধূকে আলিঙ্গন করিয়া নানাপ্রকারে স্বীয় হর্ষ প্রকাশ করিলেন। কুমার ঋতধ্বজ অনুরূপা পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া মহাসুখে কালাতিপাত করিতে লাগি-লেন,—এবং শ্রীমতী মদালসা প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্বামীর সমভিব্যাহারে শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক সকলের চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

সমালোচনা।

১। কায়স্থতর্ক-সমাধান।—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র দেববর্ম্মা শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ৵০ মাত্র। শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ নামক জনৈক ব্রাহ্মণের রচিত ব্রাত্য-কায়স্থ-চন্দ্রিকা নাম্নী পুস্তিকার প্রতিবাদ। সিদ্ধান্তভূষণ-মহাশয় বঙ্গীয় কায়স্থজাতিকে অন্ত্যজ, বর্ণ-সঙ্কর ইত্যাদি গালাগালি দিয়া নিজের সিদ্ধান্ত উপাধির সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। এই সকল অন্ধ পল্লবগ্রাহী অধ্যাপকগণ সমগ্রভারতে যে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-নিরত বিরাট-কায়স্থজাতি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা দেখিয়াও দেখে না। বঙ্গীয় কায়স্থগণ সেই বিরাট জাতির একটী ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। যে সকল ব্রাহ্মণ এই সাক্ষাৎ প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া কতকগুলি কল্পিত শ্লোকের আশ্রয়গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের পরামর্শ কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক। তিনি বলিতেছেন, "হে কায়স্থমহাপুরুষগণ! অবিলম্বে উহাদিগকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করুন।" ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ-কায়স্থে যে মনোমালিন্য দৃষ্ট হইতেছে, এই সকল লোকই তাহার মূল কারণ। গ্রন্থখানিতে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত-প্রবর শাস্ত্রী মহাশয় বেদে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গবেষণার প্রচুর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, বৌদ্ধ-বিপ্লবে ব্রাহ্মণ,-ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যের সাবিত্রী-হীন হইতে হইয়াছিল। অতি দীর্ঘকাল তাঁহারা এই ভাবে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। তৎপরে শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, মাধবাচার্য্য ও আনন্দগিরি প্রভৃতি পরিব্রাজকগণ বৈদিকধর্ম্ম ও উপনয়নপ্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল ব্রাহ্মণসমাজে এই প্রথা প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণ মধ্যে বৈদিক আচার প্রচলিত হইলে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-সমাজেও উহা প্রচলিত হইবে। তাৎকালিক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসমাজ এই নবসংস্কৃত ব্রাহ্মণগণকে শ্রদ্ধা করিতেন না, ইহার ফলে উভয় সমাজে একটী নিদারুণ মনান্তর উপস্থিত হয় এবং ইহার ফলেই উত্তরকালে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও তাঁহার পারিষদ্‌গণ ভারতে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য নাই বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহারা ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের বিনাশস্তূপের উপর একটী পামুণ্ড-সমাজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রতেজদৃপ্ত ভারতে কৃতকার্য্য হন নাই, মুসলমান-বিধ্বস্ত-বঙ্গে অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইলেন। শাস্ত্রী মহাশয় আদিশূরের সভায় ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ এবং দত্তের পরিচয়াত্মক শ্লোকগুলি হইতে ঐ ঐ কায়স্থবংশের ক্ষত্রিয়ত্ব সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কোলঞ্চাৎ পঞ্চশূরাস্থলে আমাদিগের বোধ হয় পঞ্চক্ষত্রাপদ ছিল। কারণ শূরাশব্দ প্রয়োগে ছন্দের পতন হয়। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ আদিশূরের সভায় দাসত্ব স্বীকার করেন না। ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এই দাস কথাটা লইয়া মূর্খের ন্যায় বৃথা গণ্ডগোল নব্যভারতে করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম পূর্ব্ব-পুরুষগণ কিঙ্কর শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন—

বিপ্রস্য কিঙ্করোভূপো বৈশ্যোভূপস্য কিঙ্করঃ।

কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক অনেক নূতন কথা এই পুস্তিকাখানিতে আছে, আমরা প্রত্যেক কায়স্থকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

২। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায় বলি ও জীব-বলি।—কুমার শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ দেব বিরচিত। গ্রন্থকর্ত্তা পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র ও শ্রুতি হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধার করিয়া পূজা ও উপাসনা-কালে ছাগাদি বলি যে অত্যন্ত গর্হিত ব্যাপার তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। সাঙ্খ্যকারগণ বলিয়াছেন হিংসাপূর্ণ নিত্যনৈমিত্তিক-কার্য্য অবশ্য পরিত্যাগ করিবে। মীমাংসকগণ বলেন, "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" একটী সামান্য নিষেধ বাক্য। বেদ বলিয়াছেন—"অগ্নিসোমীয়ং পশুমালভেত" পশ্বাদি হনন করিয়া অগ্নিযজ্ঞ করিবে। ইহাই বিশেষবিধি। বিশেষবিধি সামান্যবিধিকে অতিক্রম করে ইহাই সাধারণ নিয়ম। ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া দ্বেষ শূন্য বুদ্ধিতে কোনও একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে সাত্ত্বিক যজ্ঞ বলিয়া থাকে। শ্যেণাভিচার যদি আততায়ীর বিনাশের জন্য হয়, তাহাতে পাপ হয় না, কারণ আততায়ীকে বধ করা পাপ নহে। উক্ত যজ্ঞে যে শ্যেণ-পক্ষীর হিংসা করা হইল, তাহা উক্ত পক্ষীকে বিনাশের বাসনায় নহে। তদ্রূপ কালী-দুর্গাদি পূজায় পশুছেদন হিংসা জন্য ছেদন নহে, তাহাতে পাপ হয় না। শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মীমাংসকগণের মত সমর্থন করিয়া এইপ্রকার যে তর্ক তুলিয়াছেন, তাহা কর্ম্মীগণের সম্বন্ধে হইতে পারে, মুমুক্ষুগণের পক্ষে নহে। তিনি যে ভট্ট ও প্রভাকরের দোহাই দিয়াছেন, তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসক, জ্ঞানকাণ্ডের সহিত তাঁহাদিগের কোনও সংশ্রব ছিল না। বলিদানের পক্ষপাতীদিগের মত অতি সংক্ষেপে দিলাম। আমাদিগের মতে হিংসাবিশিষ্ট যজ্ঞাদি রাজসিক বা তামসিক হইলেও কখনও সাত্ত্বিক হইতে না। হিংসা ব্যাপার পাপজনক, যে উদ্দেশ্য জন্যই সাধিত হউক না কেন, হিংসা জন্য প্রত্যবায় কোথায় যাইবে? যজ্ঞে জীব-বলির বিধান পর্জ্জন্য সৃষ্টি জন্য। যে পশু নিহত করা হইবে, তাহার সমস্ত দেহ ঘৃত দ্বারা অগ্নিতে হবন করিবে। সমস্ত ছাগ-দেহটী হবন করিতে হইলে একমণ ঘৃতের আবশ্যক এবং ৬।৭ ঘণ্টার কম হইবে না। সেই যজ্ঞীয় ধূম সামমন্ত্রে রুংকারিত হইয়া আকাশে মেঘমালার সৃষ্টি করিবে, উহা জলধারায় পতিত হইয়া বসুন্ধরাকে শস্য-শালিনী করিবে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ছাগকে উদরস্থ করিবার জন্যই বলি দেওয়া হয়। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া হিংসা মহাপাপজনক। এই সম্বন্ধে গীতায় ধর্ম্মামৃতের প্রথম শ্লোক—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং, মৈত্রঃ করুণ এবচ।"

শেষ মীমাংসা। কারণ ইহা ভগবদ্বাক্য। জীবগণের প্রতি বিদ্বেষবর্জ্জিত হইলেই মানুষের কর্ত্তব্য শেষ হইল না, তিনি তাহাদিগের মিত্র হইবেন। যেমন হস্তদ্বয় শরীরের ও পক্ষদ্বয় চক্ষের মিত্র। অর্থাৎ বিনা চেষ্টায় তাহাদিগের রক্ষার্থ নিযুক্ত আছে তদ্রূপ মানুষ জীবগণের প্রার্থনা ব্যতিরেকেও তাহাদিগের রক্ষার্থে নিযুক্ত থাকিবে। কেবল রক্ষার্থে নিযুক্ত থাকিলেই হইল না তিনি তাহাদিগের দুঃখে দুঃখী হইবেন। প্রাণিহিংসা সম্বন্ধে যাহাদিগের ধর্ম্মপুস্তকে এইপ্রকার বিধান, পূজায় জীববলি তাহাদিগের মধ্যে যে মহাপাপ তদ্বিষয়ে মতান্তর থাকিতে পারে না। এই উপাদেয় পুস্তকখানি সকলেরই পাঠ্য, আশা করি বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে পূজায় বলি সত্বরই তিরোহিত হইবেক।

কুমার বাহাদুর আমাদের সকলের নিকট ধন্যবাদার্হ।

৩। পল্লীবন্ধু।—যশোহরের অন্তর্গত মাগুরা হইতে আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সরকার মহাশয় প্রণীত, মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। ভীষণ ব্যাধি ওলা-উঠা হইতে মফঃস্বলবাসিগণ কি উপায়ে জীবন-রক্ষা করিতে পারেন, তাহাই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কি প্রকারে কলেরাবিষ মানুষের শরীর মধ্যে প্রবেশ করে, বিষের উৎপত্তি, নিবারণ এবং সর্ব্বশেষে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। আমরা আশা করি সকল গৃহস্থ এক একখানি পুস্তক গৃহে রাখিবেন। সময়কালে বিশেষ উপকারে আসিবে। আমার পারিবারিক হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্সের সহিত একখানি পল্লীবন্ধু অন্যান্য পুস্তকের সহিত রাখা হইয়াছে। বঙ্গীয় স্ত্রীলোকগণ ও আমরা ইহা দেখিয়া ঔষধি প্রয়োগ করিতে পারি।

৪। সাহা বা শঙ্খবণিকজাতি।—শ্রীযুক্ত মতিলাল ভৌমিক দ্বারা প্রণীত, মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। চাতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি, লক্ষণ, বৃত্তি, শাস্ত্রোক্ত প্রমাণে সাহাজাতি বৈশ্য, তাঁহাদিগের প্রাচীন বংশাবলী, শঙ্খবণিক সাহাদিগের উৎপত্তি, কয়েকজন সুশিক্ষিত ব্যক্তির জীবন-কাহিনী শৌণ্ডিকজাতির উৎপত্তি ইত্যাদি বিষয় বিশদভাবে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে অষ্টম অধ্যায়ে হিন্দুসমাজের প্রাচীন ও বর্ত্তমান অবস্থা, সাহাজাতির প্রতি হিন্দুসমাজের অবিচার ও অন্যায় ব্যবহার। গ্রন্থকর্ত্তা উপসংহারে বলিতেছেন—"মানুষ পুণ্য দ্বারা পবিত্র ও পাপ দ্বারা পতিত ও অস্পৃশ্য হয়, সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ব্যবসায় ও কর্ম্মসমূহের উৎকর্ষাপকর্ষ দ্বারা জগতের যাবতীয় জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও নীচত্ব নির্ণিত হইয়া থাকে। "কেবল জন্ম দ্বারা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও নীচত্ব লাভ হয় না।" সাহাদিগের প্রতি যে সামাজিক অবিচার হইতেছে তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, আশা করি এই নবজাগরণের যুগে হিন্দুসমাজ এই জাতির প্রতি সুবিচার করিবেন। সমাজ মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যজাতির সহিত শঙ্খবণিক সাহাজাতিকে গ্রহণ করা উচিত, আমাদের এই ধারণা। ভগবানের কৃপায় এই উদ্যমশীল জাতির উন্নতি প্রত্যাসন্ন।

৫। আর্য্য-নারী।—শ্রীযুক্ত সুশীলগোপাল বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের প্রণীত, মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। গ্রন্থকর্ত্তা অতি সরল মধুর পদ্যে হিন্দুরমণীর পাঠ্য স্তবমালা প্রণয়ন করিয়াছেন। দুর্গানাম, গঙ্গাপ্রণাম, গায়ত্রী-বন্দনা, গণেশের প্রণাম, নারায়ণের স্তব, লক্ষ্মীর প্রণাম, শিবের প্রণাম ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে।

জাগো সবে জাগো সবে চির-শক্তিময়ী
অন্নদারূপিণি।
সহস্র কাজের ভার, শিরে তুলি লও
জীবনদায়িনি॥
জাগাও ঐশিকশক্তি, পিয়াও পিযুষ
মৃতসঞ্জীবনি
স্নাতহৃদি ক্ষীরধারে, হাসে যেন শিশু
বীর-প্রসবিনি॥

আমরাও সমস্বরে বলি—"তুমি না জাগিলে মাতঃ! না জাগিবে ভারতসন্তান!"

৬। শোক ও শান্তি।—শ্রীযুক্ত সুশীলগোপাল বসু দেববর্ম্মা প্রণীত, পুত্রশোকে নিমজ্জমান্ বন্ধুবর সুশীলবাবুর তপ্তহৃদয়োচ্ছ্বাস সরল পদ্যে বিরচিত। প্রিয়তমা পত্নীবিয়োগের পর শিশুপুত্রের মৃত্যুতে তিনি অতিশয় অধীর হন। দারিদ্র্য যেমন মানুষের চরিত্র গঠনের প্রধান উপকরণ, শোক ভক্তি ইত্যাদি তদ্রূপ কবিত্বশক্তি বিকাশের অনন্য সহায়। কবি লিখিতেছেন,—

~~অতীত সুখের স্বপ্ন, নিয়তির ফলে,~~
হারালেম প্রিয়পুত্র কালের হিল্লোলে।
মুক্ত-বাতায়নপথে হেরি চারি ধার,
দেখিলাম—দেখিলাম মায়ার সংসার।

পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে ইহার কারুণ্য-রসে মন দ্রবীভূত হইয়াছিল। গ্রন্থকর্ত্তার কবিত্বশক্তি প্রশংসনীয়।

৭। স্বধর্ম্ম।—কায়স্থ শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ মজুমদার প্রচারিত রাথীডং আকীয়াব বরমা। মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র। একটী মহৎ সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম দ্বারা পৃথিবীর সমুদায় নরনারীগণকে একসূত্রে আবদ্ধ করাই এই পুস্তকের মূল উদ্দেশ্য। পুস্তকখানি একটী রূপকদ্বারা লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে বিজ্ঞাপনে মজুমদারমহাশয় বলিতেছেন—"পৃথিবীতে আরও বহু সহস্র সহস্র মত, উপমতাদি প্রকাশিত হইবে; কিন্তু সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে, সকল বিষয়ের সমষ্টিসম্বন্ধে সকলেই একমতী।" মজুমদার মহাশয় শুদ্ধ বিদ্যা-মন্দির উদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়া পথে নানা-প্রকার বিভীষিকা দর্শন করেন। দরিদ্রতা নেশা রাক্ষসিনী রোগ-শোক-ব্যাধি, অতিক্রম করিয়া ভারতীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইলে উপাস্যতম মহর্ষি তাঁহাকে প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। পুস্তকখানিপাঠে আমরা নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি। আমরা আশা করি, প্রতিভার পাঠকবর্গ সকলেই ইহা পাঠ করিবেন। পুস্তকখানির সংস্কৃত ভাষা অতি উপাদেয় ও প্রাঞ্জল।

সম্পাদকস্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

১। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা। বিগত ৩০শে চৈত্র ও ১লা বৈশাখ ১৩১৮ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মন্দিরে উক্ত সভার নবম বার্ষিক বিরাট অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উভয় দিনের অধিবেশনের আরম্ভ হইতে শেষ আমরা উপস্থিত ছিলাম। এই বর্ষের সভার কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছে। অন্যান্য বর্ষের ন্যায় এইবার নিদ্রিতের সংখ্যা খুব কম ছিল! সকলেই যেন উদ্যমপূর্ণ (earnest) এবং ক্ষত্রতেজে প্রদীপ্ত। প্রস্তাবগুলি পাঠ, অনুমোদন, সমর্থন হইয়াছিল এবং তৎসঙ্গে তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। এবারকার অধিবেশনে আমরা দেখিলাম কায়স্থসমাজে জীবনী আছে ও আমরা প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয়। কায়স্থ-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় অসুস্থতানিবন্ধন সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তিনি অধ্যাপী নিরুপবিত, সভায় উপস্থিত না হইয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছেন। ফলতঃ আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি তিনি উপস্থিত থাকিলে সভাপতির আসন কখনই গ্রহণ করিতে পারিতেন না। কেন না ব্রাত্যক্ষত্রিয় সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইবার যোগ্য পাত্র নহে। পরম-শ্রদ্ধাস্পদ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় সভাপতির আসন প্রথম দিনে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তৎপর দিন তাঁহার অসুস্থতানিবন্ধন শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দুইজন কার্য্যক্ষম সভাপতির তত্ত্বাবধানে সভার কার্য্য যে সুন্দররূপে পরিচালিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? সভারম্ভে মঙ্গলাচরণ একটী বালক দ্বারা ভাল হয় নাই। ক্ষত্রিয়ের সভায় ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক মঙ্গলাচরণের প্রয়োজন কি? "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়, জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্" ইত্যাদি মধুর স্বরে উচ্চারণ করিয়া আমরা কি

একটী মঙ্গলাচরণ করিতে অক্ষম? তান-লয় বিশুদ্ধ-স্বরসংযোগে কায়স্থের মিলন সঙ্গীত কর্ণকুহরে প্রবেশ না করায় সমবেত ক্ষত্রিয়গণ কিঞ্চিৎ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তদনন্তর আমাদিগের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎ-কুমার মিত্র দেববর্ম্মা মহোদয়, যাঁহার প্রতিভা ও উদ্যমবলে মুমূর্ষু কায়স্থসভা নবজীবন লাভ করিয়াছে, তিনি সভার বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলেন। এই বিবরণীপাঠে আমরা দেখিতে পাই গত বর্ষে সভার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। ১৫১ জন সভ্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের ভাণ্ডারে ৭০০০৲ টাকার উপর সংগ্রহ হইয়াছে। ঠিক কত টাকা লিখিলে ভাল হইত। গত বার্ষিক অধিবেশনে ৪০০০ উপনীত কায়স্থের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয়, এবার অধিবেশনে ২৫০০০ হাজার কায়স্থের উপনয়নের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আমাদিগের ফরিদপুরে প্রায় দুই সহস্র কায়স্থ উপনীত হইয়াছেন। উপনয়ন তীব্র-বেগে প্রধাবিত হইয়াছে। প্রচারকার্য্যও মন্দ হয় নাই। অনেকেই নানাস্থানে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। ফলতঃ ১৩১৭ সনে কায়স্থ-সামাজিককার্য্য সুন্দররূপে পরিচালিত হইয়াছে। বর্ত্তমানবর্ষের অভিযান বিস্তৃতভাবে হইবে এবং আমাদিগের হৃদয় আশাপূর্ণ। তাহার পর সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহার অভি-ভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। অভিভাষণটী সংক্ষিপ্ত হইলেও মধুর ওজস্বিনী ভাষায় রচিত হইয়াছিল। তাহার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি যথাক্রমে উপস্থাপিত, অনুমোদিত ও সমর্থিত হইয়াছিল।

প্রথম প্রস্তাব—ভারতসম্রাটের ভারতবর্ষে শুভাগমন উপলক্ষে অদ্যকার অধিবেশনে বঙ্গদেশীয়-কায়স্থসভা আনন্দ প্রকাশ করিতে-ছেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভায় কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব-প্রতিপাদক যে মন্তব্য গৃহীত হইয়া আসিতেছে, এ সভা পুনরায় তাহার অনুমোদন করিতেছেন এবং শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থানুসারে বঙ্গের চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থদিগের উপনয়ন, বিবাহ ও অশৌচাদি বিষয়ে ক্ষত্রিয়াচার প্রতি-পালনের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং এই সভা নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে কায়স্থ-মণ্ডলীকে বর্ত্তমান বর্ষেই উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা প্রস্তাবক
„ মহেন্দ্রনাথ ভাবসাগর দেববর্ম্মা
অনুমোদক
„ রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা
এবং „ সরলচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা অগ্নিহোত্রী

মহাশয় এই প্রস্তাবটী সমর্থন করেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া সভা ভঙ্গ হয় এবং সমবেত ক্ষত্রিয়গণ নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করেন। পরদিন অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় সংবাদ আসিল শ্রদ্ধাস্পদ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় পীড়িত, এমন কি মাথা খাড়া করিতে পারিতে-ছেন না। তৎকালে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন ও তিনি স্বয়ং নিম্নের তৃতীয় প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করিলেন—বাঙ্গালা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণসভা উপনীত কায়স্থের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিতেছেন, তাহাতে এই সভা প্রস্তাব করিতেছেন যে, যে সকল ব্রাহ্মণ রাগদ্বেষহীন এই সভা চিরকালই তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করিবেন, কিন্তু যাঁহারা ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া কায়স্থদিগের শাস্ত্রসঙ্গত বৈদিকসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন, অথচ নিজ সমাজের পাপাচারসমূহের প্রতি লক্ষ্যহীন, এই সভা সেই সকল ব্রাহ্মণদিগের সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করেন না। সভাপতি মহাশয়ের এই সুন্দর প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

চতুর্থ প্রস্তাব।—চিত্রগুপ্তসন্তান বঙ্গদেশীয় দক্ষিণরাঢ়ীয়, উত্তররাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থদিগের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহাদি কার্য্য হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই ও তাহার

যথাসম্ভব প্রচলনের কর্ত্তব্যতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসুমহাশয় এই প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করেন, তাঁহার বক্তৃতাকালে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন কি উপায়ে ৪ শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি আদানপ্রদান কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে? দুঃখের বিষয় বক্তা এই সারগর্ভ প্রশ্নের কোনও উত্তর দেন না। এই প্রস্তাবের অনুমোদক শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত সরকার মহাশয়কে উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাস্যমান হইলে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, এই মিলন সুসাধ্য করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ। ফলতঃ আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে সমাজ ক্ষত্রিয় ভাবে অনুপ্রাণিত না হইলে আন্তর্গণিক মিলন অসম্ভব।

পঞ্চম প্রস্তাব।—বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয়সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে কায়স্থসভা কর্ত্তৃক এ পর্য্যন্ত যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহা কিয়ৎপরিমাণে সফল হইলেও তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাফল্যলাভের প্রত্যাশায় সভা সমগ্র কায়স্থ-সমাজ ও সমাজের নেতৃবর্গের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন এবং প্রত্যেক কায়স্থকেই বিশেষতঃ বরকর্ত্তাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে মনোযোগী হইতে ও স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালন করিয়া সভার কার্য্য সহায়তা করিতে অনুনয় অনুরোধ করিতেছেন।

এই প্রস্তাবটী শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত উপস্থাপিত করিলে পর শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় ও যতীন্দ্রমোহন সিংহ অনুমোদন করিয়া-ছিলেন। ইহারা সকলেই ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, কি উপায়ে বরপণপ্রথা সমাজ হইতে দূরীভূত হইবে তাহা কেহই নির্দ্দেশ করিলেন না। এই প্রস্তাবসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, বরপণপ্রথা অভাব পূরণশক্তির (Demand and supply) উপর নির্ভর করিতেছে। কন্যাকাময়তেরূপং, পিতা শ্রুতং, মাতা বিত্তং বান্ধবা কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ এই ৫টী গুণ যে বরের আছে তাহার মূল্য বেশী হইবে ইহা নিশ্চয়, কারণ এই প্রকার পাত্রসংখ্যা অতি বিরল। যদি কোনও উপায়ে আমরা বিবাহ-ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করিতে পারি তাহা হইলে বর-পণ কমিয়া যাইবে সমূলে উচ্ছেদন অসম্ভব। বিবাহক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিবার একমাত্র উপায় ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ, কারণ যাঁহারা উপ-নীত হইতেছেন তাঁহাদিগের মধ্যে একটী ধর্ম্মবিশ্বাস (Creed) আছে যে, শ্রেণীচতুষ্টয়ের বিভাগ কাল্পনিক। অতএব সমাজ পূর্ণভাবে উপনীত হইলে ৪ শ্রেণীর মিলন কার্য্যে পরি-ণত হইবেক। বর-পণ কমাইবার দ্বিতীয় উপায় ষোড়শীর সহিত পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়স্ক যুবার বিবাহ। এই প্রকার বিবাহকালে প্রায়শঃ বরই সংসারের কর্ত্তা হন, তিনি কখন-ও কন্যাকর্ত্তার হৃদয়শোণিত পান করিবেন না ও অপরকেও পান করিতে দিবেন না। অতএব বরপণ-প্রথার উচ্ছেদনের ২টী প্রকৃষ্ট উপায় যথা—ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ ও যুবকযুবতীর পরিণয়।

ষষ্ঠ প্রস্তাব—কায়স্থসভা স্থায়ী চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে সমবেত কায়স্থমাত্রেরই নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, এবং সভার প্রধান প্রধান মহোদয়গণের নিকট সাহায্যগ্রহণ করিয়া সাধারণে প্রকাশ করিয়া কায়স্থ-সাধারণকে জ্ঞাত করার আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

সমাজ-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারী-লাল রায় দেববর্ম্মা বি-এ, কবিরত্ন মহাশয় এই প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করেন, এবং মহেন্দ্রনাথ বসুমহাশয় ইহার অনুমোদন করেন।

সপ্তম প্রস্তাব—কায়স্থসভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে দেশব্যাপী আন্দোলন জন্য সকল কায়স্থ-প্রধানস্থানে শাখা-সমিতির গঠন ও পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত প্রচারসমিতির কার্য্যে সর্ব্ববিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য এই সভা সভ্যগণকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা।
অনুমোদক—শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা অগ্নিহোত্রী।

অষ্টম প্রস্তাব—কায়স্থসভার প্রত্যেক অধিবেশনের স্থান সঙ্কুলান, কায়স্থসভার পুস্তকালয় স্থাপন আফিসের কার্য্যাদি ও কায়স্থপত্রিকা প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবস্থাদির জন্য কলিকাতার সদর রাস্তার উপরে একটী বাটী নির্ম্মাণের আবশ্যকতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা বোধ করিতেছেন এবং কায়স্থ-সাধারণকে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যথাসাধ্য অর্থসাহায্যের অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ।
অনুমোদক— „ নিবারণচন্দ্র দত্ত।

নবম প্রস্তাব—এই সভা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লেখনী-ব্যবসায়ী কায়স্থদিগের এক সমাজভুক্ত হওয়ার আবশ্যকতার উপলব্ধি করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহ।
অনুমোদক— „ লালা রাজেন্দ্রপ্রসাদ এম-এ,
„ শ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী।
„ রমানাথ দত্ত।

শেষোক্ত মহাশয় বলেন যে, ভাব ও আদর্শ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, যখন এই সভার জন্ম হয়, তখন আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল চারিশ্রেণীর কায়স্থের বৈবাহিক মিলন। সপ্তমবার্ষিক অধিবেশনে এই সভা হিন্দুস্থানী কায়স্থসভাকে ভগিনীসভা বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। অদ্য নবম অধিবেশনে ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশস্থ কায়স্থের সহিত বৈবাহিক মিলন কর্ত্তব্য বলিয়া এই সভা মনে করিতেছেন।

এই সমস্ত প্রস্তাব সভা কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইলে আগামীবর্ষের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হইলেন।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা।
সহকারী সভাপতি—কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বেদবর্ম্মা বাহাদুর।
শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার।
রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা বাহাদুর।
রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর।
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা।
„ কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা।

তদনন্তর শ্রীযুক্ত নন্দকুমার বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের অনুমোদনে সভাপতি মহাশয় ও গতবর্ষের কর্ম্মচারিগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। সভার কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষতঃ কায়স্থসভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র সভার কার্য্যাদি সুসম্পন্ন ও মফঃস্বল হইতে সমাগত প্রতিনিধিগণের বাসস্থান ও আহারের সুব্যবস্থা করিতে যে প্রকার অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা কায়স্থসমাজের ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই। সভাভঙ্গ হইলে প্রতিনিধিগণ একত্রে জলযোগ ও সকলের সহিত প্রীতিবিনিময় করিয়া সন্ধ্যা-সমাগমে শ্রীভগবানের মধুর নাম উচ্চারণ করিতে করিতে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন ইতি।

২। কায়স্থোপনয়ন—মাইমনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মধ্যস্থিত চাতুটিয়াগ্রাম নিম্নলিখিত কায়স্থ-মহোদয়গণ বিগত ২৫শে মাঘ যথারীতি উপনীত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা।
„ হেমচন্দ্র রায় দেববর্ম্মা।
„ প্রসন্নকুমার দেববর্ম্মা।

৩। বিগত ২০শে চৈত্র সোমবার ব্রাহ্মণগাঁওনিবাসী শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ চারুচন্দ্র গুহ কিশোরগঞ্জে যথারীতি উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত কার্য্যে শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্য ও জগচ্চন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা মহাশয় নিজে তন্ত্রধারের কার্য্য করিয়াছিলেন। স্থানাভাবে অন্যান্য সংবাদ দিতে পারিলাম না।

সম্পাদকস্য।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

কবিতাগুচ্ছ।

আমি কি র'ব না? (১)।

জগতে বাজিছে এক বিষাদ-বাজনা,
রহিবে এ বিশ্ব, শুধু আমিই র'বনা!
রয়েছে ধরণী চারু, সুনীল আকাশ,
তেমনি বহিছে মৃদু মলয় বাতাস।
সেইরূপে দিনমণি শোভিছে অম্বরে,
গাইছে বিহঙ্গকুল তেমনি সুস্বরে।
চলিতেছে তরঙ্গিণী তেমনি নাচিয়া,
মধুর-সঙ্গীতে যেন ধরা উচ্ছ্বসিয়া।
অগণিত ফুলদল ফুটিছে কাননে,
সেই শশী সেইভাবে উঠিছে গগনে।
বায়ু তারারাজি আর হ্রদসরোবর,
অরণ্য নিকুঞ্জ মাঠ মরু মহীধর।
সকলি রয়েছে শুধু আমি কি র'ব না?
রয়েছে সকলি হেথা—কি ক্ষুদ্র মহৎ,
ব্যোম বায়ু মহীতল, আছে—এ জগৎ।
সুখ, দুঃখ, ভালবাসা, কীর্ত্তি, ধন, মান,
অধরে মধুর হাসি অমিয় সমান।
দয়া, মায়া, ক্ষমা, দান, দেব-আরাধনা,
পুরুষে স্বার্থতা, নারীহৃদয়ে ছলনা।
সকলি রহিবে হেথা, এ সৃষ্টি সুন্দর—
স্থাবর জঙ্গম জল তারকা-নিকর।
সজলা সফলা শস্যশ্যামলা ধরণী,
যা ছিল সকলি আছে, রহিবে তেমনি।
চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা পরমাণু-কণা,
সকলি রহিবে শুধু আমিই র'ব না!
মিথ্যাকথা আমি ইহা কভু শুনিব না।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

উদ্বোধন (২)।

জাগরে কায়স্থজাতি জাগ একবার,
আর কতকাল বল ঘুমাইয়ে রবে ?
দিনে দিনে ঘিরিতেছে শূদ্রত্ব আঁধার,
দেখিয়েও কিরে হায় দেখিছ না সবে ? ।১।
শূদ্রত্ব কলঙ্কমসী সর্ব্বাঙ্গেতে মাখি,
কি সুখে এখনও বল রয়েছ ধরায় ?
ক্ষত্রিয়-সন্তান তুমি মনে পড়ে নাকি ?
একের সন্তান ছি ছি অন্য পরিচয় ।২।
রাজার সন্তান হয়ে ভিখারী তনয়,
এর চেয়ে কিবা দুঃখ বল আছে আর।
ভুলিও না কভু আর বিদ্বেষী কথায়,
আপনার পথ চিনি হও অগ্রসর ।৩।
শূদ্রের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সেবা মাত্র সার,
ছিন্ন বস্ত্র হবে শুধু তার পরিধান।
উচ্চ কোন কার্য্যে তার নাহি অধিকার,
কে আছে ঘৃণিত হেন শূদ্রের সমান ।৪।
প্রণবে শূদ্রের নাহি কোন অধিকার।
উচ্চারণ মাত্রে হয় জিহ্বার কর্ত্তন।
যা কিছু পবিত্র বস্তু কিছু নাহি তার,
জেনে রেখ এই সার মুনির শাসন ।৫।
হেন শূদ্র হতে যদি সাধ তব মনে।
কেন মিছে লেখনীর কর অপমান ?
ত্রিবর্ণের সেবা কর ঐকান্তিক মনে।
তাতেই তোমার গ্রাস তাতে আচ্ছাদন ।৬।
লেখনীতে একমাত্র তব অধিকার,
তাইতে লেখকজাতি প্রখ্যাত ধরায়।
সতত কায়স্থ বলি গৌরব তোমার,
কোন মুখে দেও পুনঃ শূদ্র পরিচয় ॥
(অজ্ঞানতা বিনা ইহা আর কিছু নয়) ।৭।
ক্ষত্রিয়ের দুই বৃত্তি অসিমসী হয়,
এ দুয়েতে তোমা ছাড়া কার অধিকার ?
কত শত মহাবীর তেজস্বী দুর্জ্জয়,
জন্মিয়াছে একমাত্র বংশেতে তোমার ।৮।
খুলে দেখ বেদ-স্মৃতি পুরাণাদি তন্ত্র,
যা কিছু হিন্দুর গ্রন্থ এ মহীমণ্ডলে।
সকলেই একবাক্যে বলে তোমা ক্ষত্র,
কেন তবে বাঁধা আছ অজ্ঞানতা জালে ।৯।
যে কায়স্থ একদিন গৌরবশিখরে
আরোহণ করেছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়ে।
তারা কিনা এবে হায় বিষণ্ণ অন্তরে,
রয়েছে শূদ্রত্ব-মসী সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে ।১০।
চিরদিন পরবাদ আছে ভূমণ্ডলে,
সুখদুঃখ চক্রবৎ ভ্রমে অবিরত।
দুঃখান্তে কায়স্থ ভাগ্যে সুখ সুবিমল,
হইবে প্রদীপ্ত পুনঃ বিধির নিয়ত ॥১১॥
সীতারাম প্রতাপাদি কত মহাবীর,
যে বংশে জনম লভি ক্ষত্রিয় মহিমা—
বিঘোষিছে কত শত দেশ দেশান্তর।
তারি বংশে কেন হায় শূদ্রত্ব কালিমা ।১২।
প্রতিভায় যাঁরা চির আদর্শের স্থল।
রাজার প্রধান কার্য্যে যাঁরা নিয়োজিত,
বুদ্ধিমন্ত বলি যাঁরা খ্যাত চিরকাল,
তাঁরা কি কখন হয় শূদ্র অভিহিত ?১৩।
তাঁরা যদি শূদ্র হবে কে হবে ক্ষত্রিয়,
তাঁরা যদি দাস হবে কে হইবে প্রভু।
তাঁরা যদি রক্ষ্য হবে কে হবে রক্ষক।
কায়স্থের জাতি কভু শূদ্র নয় নয়।
যে বলে কায়স্থ শূদ্র মূর্খ সে নিশ্চয়।
মূর্খের বচন কভু ধরা যোগ্য নয় ।১৪।
কায়স্থ !
বিন্দুমাত্র রক্ত যদি থাকে ধমনীতে ;
বিন্দুমাত্র ক্ষাত্রতেজ যদি থাকে হৃদে,
শূদ্রত্ব কলঙ্ক যেন না হয় সহিতে ;
এ কথাটী হৃদে যেন জাগে নিরবধি।
(কেশরী-শাবক হয়ে জম্বুক অখ্যাতি) ।১৫।

কায়স্থ !

ক্ষত্রিয় হইয়ে তব কেন শূদ্রবাদ।
একবার জ্ঞাননেত্রে হের ভাল করি ॥
উপবীত ত্যাগ হেতু শুধু এ প্রমাদ।
কলঙ্কী হতেছ তাই শূদ্রাচার ধরি ।১৬।
অতএব ভ্রাতৃগণ বিলম্ব কর না।
ধর উপবীত গলে সানন্দ অন্তরে ॥
সম্মুখে বিদ্বেষীদল রয়েছে দেখ না।
এখনও ভাবিছ কেহ সন্দেহ অন্তরে ।১৭।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মিত্র দেববর্ম্মা।

শিক্ষিত কায়স্থ-যুবকদিগের প্রতি (৩)।

হরি! হরি!
এই কি গো! তোমাদের নবজাগরণ ?
এখনো বিদ্বেষ কর হৃদয়ে পোষণ ?
বিদ্যাহীন বুদ্ধিহীন নও,
শিক্ষিত বলিয়া সবে করে সমাদর,
তবে কেন হেন মতি ? উচ্চনীচ জ্ঞান—
স্বজাতির প্রতি—দেখি এত অনাদর !
হায়, হায় তোমাদের একি অভিমান ?
ছি! ছি! কৌলিন্যের অভিমানে,
বিবাহের বরপণে—
করিছ স্বজাতিগণে এখনো পেষণ !
এই কি গো! তোমাদের নবজাগরণ ?
চেয়ে দেখ—
শিক্ষা বিনা হীন-দশা কত স্বজাতির ;
সমাজের উপেক্ষায়—ঘৃণিত জীবন।
জাতীয়-কলঙ্ক তারা কায়স্থজাতির !
থাকিলে সহানুভূতি হয় কি এমন ?
এই সমাজ সংগ্রামে——
নহ, যদি কায়স্থ-সন্তান !
মানসিক বলে বলীয়ান।
ক্ষাত্র বলি তবে কিসে পাইবে সম্মান ?
কিসে হবে—বীরনামে খ্যাত মতিমান ?
দাঁড়াও যদ্যপি—
নব-তেজে তেজীয়ান যুবক-নিকর !—
আপন বিবেক-বুদ্ধি লয়ে ; সমাজের—
স্বার্থপর মত (যাহা দোষের আকর)
দূর করা একমাত্র শক্তি তোমাদের।
ন্যায় প্রতিষ্ঠায়,
পাপ নাহি হয়—
বৃদ্ধের অন্যায়মত ;—অবহেলা তরে।
তোমরা হে ! আমাদের ভবিষ্য আলোক,
জীবনমরণ-কাঠি তোমাদের করে।
বিচার করিয়া দেখ সকল যুবক !
কি সাহসে বল বৃদ্ধগণ,
ভগ্নপ্রাণে করিবে খণ্ডন—
তোমাদের—ন্যায়-সত্য-স্থির-প্রতিজ্ঞায় ?
বিশেষতঃ সর্ব্ববাদী-সম্মত যখন,
কেমনে করিবে তাঁরা, গতিরোধ তায়,—
"প্রতি কাজে চিত্তভ্রম" তাঁদের এখন ?
দেখ নবীন বয়সে—

বিরাগী-চৈতন্য, বুদ্ধ,
মাতায়ে জগত শুদ্ধ—
মহম্মদ, যীশু আদি মহাত্মা নিচয়—
করেছেন অভিনব ধর্ম্ম-সংস্থাপন।
যুবক ব্যতীত কার সবল হৃদয় ?
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে বৃদ্ধ কি কখন ?
দাঁড়াও যুবক—
তোমার প্রতিভা লয়ে,
উদার সরল হয়ে।
কিন্তু হায়—বিপরীত দেখি যে তোমার—
সংকীর্ণ হৃদয় মোহমুগ্ধ নিরুপায়!
ছি! ছি!
হাসিবে বিপক্ষপক্ষ—দেখিলে এমন!
এই কি গো! তোমাদের নবজাগরণ ?

শ্রীরাধাবিনোদ সরকার।

আনন্দমোহন।* (৪)।

১

আনন্দমোহন,
কোথা আছ স্বর্গপুরে, কল্পনার কতদূরে,
কোথা সেই কুসুমিত মোদিত নন্দন,
কোথা হতে আসে নিতি, তোমার মধুর স্মৃতি
পারিজাত পুষ্পগন্ধে মুগ্ধ করে মন!
অলৌকিক দিব্য কান্তি, অপূর্ব্ব আনন্দ শান্তি
করুণা মমতা স্নেহে দ্রব দু'নয়ন,
দেখি তোমা দিবানিশি, প্রাণে তুমি আছ মিশি,
একি স্বপ্ন একি তন্দ্রা একি জাগরণ ?

২

আনন্দমোহন,
পবিত্র চরিত্র তব পবিত্র জীবন,
পবিত্র তোমার ভাষা, পবিত্র তোমার আশা,
পবিত্র তোমার সেই পুণ্য আলাপন,
সে পবিত্র কর্ম্মশক্তি, সে পবিত্র দেশভক্তি
বাঙ্গলায় রেখে গেছে নব আয়োজন!

৩

আনন্দমোহন,
উত্থানে সুশিক্ষা লাগে, সুশিক্ষায় জাতি জাগে,
বুঝিয়া শিক্ষার এই মহা প্রয়োজন,
স্থাপিলে এ শিক্ষাগার, অচির ভবিষ্যে যার,
জগতে উড়িবে চির বিজয়-কেতন!

৪

আনন্দমোহন,
মাতৃভূমি বঙ্গভূমি, আচ্ছাদিয়া আছ তুমি,
নীল গগনের মত করি আলিঙ্গন—
অবিরত নিশিদিবা, বিপদে বিভ্রাটে কিবা,
তুমি সে নয়নে জ্যোতি নিঃশ্বাসে পবন!

৫

আনন্দমোহন,
শিলাতে রাখিব স্মৃতি, তোমার সে স্নেহ-প্রীতি
লিখিয়া কোমল হৃদি—শোভে কি কখন ?
এও কি সম্ভবে কভু, কেন এ বাসনা তবু,
বাঙ্গালীর অস্থিমাংস নাহি আত্মামন ?
৬

আনন্দমোহন,
এ নহে প্রস্তর-শিলা, আমরা সকলে মিলা,
দিয়েছি বুকের অস্থি করি উৎপাটন,
তোমার পবিত্র নামে, হোক ধন্য ধরাধামে
আজি বাঙ্গালীর নাম, এই আকিঞ্চন,
এই তব প্রীতিচিহ্ন স্মৃতির আসন!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস॥

* মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর প্রতিষ্ঠিত ময়মনসিংহ সিটি স্কুলে প্রস্তরফলকে লিখিত উক্ত মহাত্মার স্মৃতিলিপির আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে বর্ত্তমান মাসে যে সভা হইয়াছে, তাহাতে এই কবিতাটী পঠিত হইয়াছিল।

প্রভাত (৫)।

জাগ,—জেগে উঠ; মেল অলস নয়ন
ওরে মুগ্ধমন! নিশা হ'ল অবসান;
মধুর প্রভাত সমাগত। চেয়ে দেখ
সুপ্ত গগনের ভালে অসংখ্য প্রদীপ
নির্ব্বাপিত প্রায়; বিশাল বিশ্বমন্দিরে
এল আরতির কাল। শোন বাজে অই
মঙ্গল আরতি বাদ্য অনন্তের মাঝে
সুস্নিগ্ধ গভীর মন্দ্রে; বনে উপবনে
কোটিকণ্ঠে গাহিতেছে মধুর প্রভাতী
বিহগ বিহগী মিলি সুস্বর লহরে।
ভুলে যাও রজনীর বিশ্রান্ত বিলাপ
ভৈরবীর সন্দীপন রাগে। হের হের
সুপ্তা নিশীথিনী-শিরে সুবর্ণ মুকুট
মলিন নিষ্প্রভ। নিশারাণী বিষাদিতা;
ম্লানমুখে নিরখিয়া প্রভাতের পানে।
হের দীপ্ত নভস্তল; দীপ্ত বনরাজি;
ঊষার শোণিমা-রাগে দীপ্ত বসুন্ধরা।
এ হেন সময়, কে অই পলায় ত্রস্ত
লুকাইতে গিরিগুহাতলে? দেখ চেয়ে
অন্ধকার-নিশাচরী লুকায় তরাসে
তস্কর, কৌশিক আর জম্বুকের সনে।
কি কাজ তাহারে অনুসরি? যেতে দাও
যেথা ইচ্ছা, মায়াবিনী; কিন্তু সাবধান
মানস মন্দিরে যেন না করে প্রবেশ।
হের বিস্তীর্ণ কান্তার, নিস্তব্ধ নীরব;
এই মাত্র আসিয়াছে কুটির প্রাঙ্গনে
কৃষক গোপালসহ; কৃষকের বধূ
অনিমেষ আঁখি মেলি র'য়েছে চাহিয়া॥
ক্রমে ক্রমে রবিরেখা হয় খরতর,
পথিকের কোলাহল উঠে আকুলিয়া
জীর্ণ শীর্ণ বক্ষস্থল হ'তে; শান্ত কর
সান্ত্বনার কোমল পরশে। মুছে ফেল
কাতর-ক্রন্দন, ব্যথা, নিষ্ফল বিলাপ,
অসীমের পদতলে নত কর শির।

শ্রীঅমদাপ্রসাদ মজুমদার।

হিন্দু ও পৌত্তলিকতা।

হিন্দুর দেবপ্রতিমা অনেক দিনের—সে কতদিনের তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার নামগন্ধও ছিল না, যখন পাশ্চাত্য সভ্য সমাজের আদিম পুরুষগণ ধনুর্ব্বানহস্তে শিকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া, মৃগয়ালব্ধ বন্যপশু দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন, যখন তাঁহারা সভ্যতা ও সমাজ কাহাকে বলে কিছুই জানিতেন না—সুধু আত্মোদর পরিপোষণই একমাত্র কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন, তৎকালেও ভারতে দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সমধিক চর্চ্চা হইত, তৎকালেও এই হিন্দুগণ সভ্যতা ও সমাজের বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন—সে সময়েও হিন্দুগণ বুঝিয়াছিলেন যে, এই বিশ্ব-সৃষ্টি জড়ের কার্য্য নহে—সর্ব্বোপরি এক মহীয়সি ঐশীশক্তি বিরাজিত। হৃদয়ে যখন জ্ঞানের আবির্ভাব হইতে থাকে, তখন কৃতজ্ঞতা, ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণ স্বতঃই মানসক্ষেত্রে আবির্ভাব হয়। যখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান সহায় সূর্য্য, তখন কৃতজ্ঞতাভরে সেই পরম সহায়কারীর সন্তোষবিধানার্থ স্তব করিতে আরম্ভ করিল। যখন তাহারা অগ্নির দাহিকাশক্তির আশ্চর্য্য প্রভাব দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন হইল, তখনি তাহারা তারস্বরে বলিয়া উঠিল—'অগ্নিমীলে পুরোহিতং।' এতাদৃশ চেষ্টা পূর্ব্বাপর প্রচলিত—প্রত্যুপকার স্মরণ করিয়া উপকারীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ,—উন্নত ব্যক্তির ক্ষমতা দর্শনে অবনত ব্যক্তির বিস্ময়াপন্ন হওয়া,—বড়র সন্তোষবিধানার্থ ছোটর ঐকান্তিক চেষ্টা জগতে স্বাভাবিক। সামান্য মানবের ক্ষমতায় যখন মানব অভিভূত,—সামান্য মানবের কিছু গুণ দেখিয়া যখন মানব বিমুগ্ধ, তখন সর্ব্বোপরি সমভাবে ক্ষমতাবিস্তারকারী সেই মহীয়সি শক্তির গুণদর্শনে বিমোহিত হইয়া তাঁহার ভজনায় মানবমন আকৃষ্ট হইবে না কেন?

এ সংসারে গুণের আদর। তুমি আমি সকলেই গুণের পক্ষপাতী। শুধু তুমি আমি কেন, জগতের স্বাভাবিক নিয়মই তাই। বৃক্ষ ভরা কাঠমল্লিকা আপন মনে প্রস্ফুটিত হইয়া বন আলো করে, সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই,—অনাদরে ঝরিয়া পড়ে, শেষে মনের দুঃখে বালবিধবার ন্যায় শুকাইয়া যায়। কিন্তু বাগানে যখন একটী গোলাপ প্রস্ফুটিত হয়, তখন সে সুন্দর দৃশ্য দেখিতে কাহার চিত্ত আকর্ষিত না হয়? দেখিলে তাহার গন্ধ লইতে সকলেই ব্যগ্র, মধুকর মধুলোভে তাহার পার্শ্বে গুণগুণ করিতেছে। এ সব কেন বুঝিয়াছ কি? জগতে সকলেই গুণের আদর করিয়া থাকে। নির্গুণ পুরুষের আদর নাই। তাই সেই অশেষ গুণময়ীর মহীয়সিশক্তির বিচিত্র গুণ দর্শনে তাহার প্রতি সকলেই ধাবিত হয়। তাঁহার সন্তোষবিধানার্থ সকলের চেষ্টা। তাই হিন্দুর ঈশ্বর সগুণ—তাই হিন্দুর দেবতা অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালিনী ও অপূর্ব্ব শোভাময়ী।

জগদীশ্বর ও তাঁহার সৃষ্ট এই দৃশ্যমান জগতের মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহা লইয়া বিশেষ মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন এই জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্ট, সুতরাং ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। আবার কেহ বলেন জগৎ ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র নহে,—ঈশ্বরের রূপ বা বিকাশ মাত্র। খ্রীষ্টধর্ম্মযাজী ও মহম্মদের অনুবর্ত্তীগণ পূর্ব্বোক্ত-মত সমর্থন করেন। হিন্দু সে মত স্বীকার করেন না, তিনি পরবর্ত্তীমতের পক্ষপাতী। হিন্দুগণ ঈশ্বরে জগৎ ও জগতে ঈশ্বর দেখিয়া থাকেন—একটীকে পরিত্যাগ করিয়া অপরটীর বিষয় চিন্তা করিতে পারেন না। জগৎ লইয়া হিন্দুর দেবতা—দেবতা লইয়া হিন্দুর জগৎ। এ কথায় কাহারও মনে করা উচিত নয় যে, হিন্দু সৃষ্টি মানেন না বা পাশ্চাত্যগণ জগতে ঈশ্বরস্ফূর্ত্তি স্বীকার করেন না। হিন্দু যখন বলেন—'পরমেশ্বর সকলই করিয়াছেন।' তখনই তিনি ঈশ্বরের সৃষ্টি স্বীকার করিতেছেন। আবার পাশ্চাত্যগণ যখন বলিতেছেন—'In Him we live.' তখন তাঁহারাও জগতে ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন। ফলতঃ পরমেশ্বর সম্বন্ধে সকলেই সকল কথা মনে করেন—সকল কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। জগদীশ্বর এমনই সর্ব্বময়—এমনই সর্ব্বপ্রভাবশালী—এমনই সর্ব্বত্ব যে তাঁহাকে সমস্ত সংজ্ঞায়ই অভিহিত করা যায়। তাই হিন্দুগণ তাঁহার একটী সংজ্ঞা দিয়াছেন 'সর্ব্ব'। পরমেশ্বর সম্বন্ধে সকলের এতাদৃশ ভাব হইলেও, এক একটী জাতি বা সম্প্রদায় এক একটী ভাব বা প্রণালীকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া মনে করেন। তাই হিন্দুগণ জগতকে জগদীশ্বর হইতে পৃথক মনে করেন না—পাশ্চাত্য ধর্ম্মসাম্প্রদায়িকগণ পৃথক মনে করিয়া থাকেন। এই উভয় মতের মধ্যে কোন মতটী শ্রেষ্ঠ, তাহা বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে, কিংবা সে মীমাংসা করাও সহজ নহে। তবে এই মতদ্বয়ের সহিত পৌত্তলিকতার সম্বন্ধ কি তাহা প্রদর্শন করাই আমার উদ্দেশ্য।

যাঁহারা জগতকে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করেন, তাঁহারা বলেন—সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্ট পদার্থ কোনক্রমেই সমতুল হইতে পারে না। একটী উৎকৃষ্ট—অপরটী নিকৃষ্ট। তাই তাঁহাদের নিকট জগতকর্ত্তা পূজনীয়—কিন্তু জগৎ অত্যন্ত হেয় ও অধম। তাই তাঁহারা জগতের জিনিষ লইয়া জগদীশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা দুষ্কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। তাই পাশ্চাত্যসভ্যতাভিমানী ব্যক্তিগণ হিন্দুর পৌত্তলিকতার নাম শুনিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন। হিন্দুগণ কখনও জগতকে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন না, ঈশ্বর যেমন তাঁহাদের নিকট আদরের, জগতও তদ্রূপ। তাঁহারা জড়ে চৈতন্যে অপূর্ব্ব মিশামিশি ভাব দেখিয়া থাকেন। তাই জড়ের সাহায্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা, অপকর্ম্ম মনে করেন না। যদিও হিন্দুগণ জগতে ঈশ্বরস্ফূর্ত্তি দেখেন—তথাপি তাঁহারা জগতকে ঈশ্বর মনে করেন না। তাঁহারা জগতকে ঈশ্বরের মায়া মনে করিয়া, আত্মজ্ঞান লাভ করতঃ পরমপদপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে কর্ত্তা হইতে কার্য্য কি এতই হেয়, যে একটী অপরটীকে প্রকাশ করিতে অক্ষম। এই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্ট পদার্থ, সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত তাহার কোন অংশেই তুলনা হয় না, তাই বলিয়া কি জগতকে অপদার্থ ও অপকৃষ্ট বলিবে? রামায়ণ কাব্যখানি, বাল্মীকির রচিত, তাই বলিয়া কি বলিবে বাল্মীকি শ্রেষ্ঠ—রামায়ণ গ্রন্থখানি অত্যন্ত হেয় ও অপদার্থ? যদি তাহা না হয়, তবে জগতকে নিকৃষ্ট বলিতে

চাহ কেন? জগৎ যদি অপকৃষ্ট না হয়, তবে তদ্দ্বারা তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার পরিচয় প্রদান করিতে বাধা কি? এস্থলে বলিতে পার যে, কালিদাস প্রায় ১৫।২০ খানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এক শকুন্তলা গ্রন্থে, কালিদাসের কি পরিচয় পাওয়া যাইবে! এ কথা ঠিক—কিন্তু তাই বলিয়া কি শকুন্তলা গ্রন্থখানি কালিদাসের কবিত্বের আংশিক পরিচয় দিতেও অক্ষম? যদি শকুন্তলাতে কালিদাসের কবিত্বের আংশিক পরিচয়ও পাওয়া যায়, তাহাতে বাধা কি! যতদূর জানা যায় তাই ভাল—না কিছু না জানাই ভাল? তাই বলিতেছি যে, যদিও জগদীশ্বরের অনন্তকার্য্য বিদ্যমান, তথাপি তাঁহার কোন একটী কার্য্য কি তাঁহার আংশিক পরিচয় দিতেও অক্ষম? কারণ প্রসূত কার্য্য কি এতই অপকৃষ্ট, যে কারণের আংশিক পরিচয় দিতেও অযোগ্য? যদি তাহাই হয় তবে এই সংসারে মানুষ কেমন করিয়া মানুষের কীর্ত্তিকে মানুষের প্রতিনিধিস্বরূপ প্রতিষ্ঠা করে? কেমন করিয়া রণবিজয়লব্ধ পতাকা রণবিজয়ীর প্রতিনিধিস্বরূপ প্রদর্শিত হয়? যদি মানবের সৃষ্টপদার্থ, সৃষ্ট বলিয়া অপকৃষ্ট ও মানবের পরিচয় প্রদান করিতে একেবারে অক্ষম না হয়, তবে ঈশ্বরের সৃষ্ট বলিয়া জগৎ সেই জগতকর্ত্তার আংশিক পরিচয় দিতে অক্ষম হইবে কেন? সুতরাং এই দৃশ্যমান জগৎ পরমেশ্বরের সৃষ্ট বলিয়া যাঁহারা তাহাকে অপকৃষ্ট মনে করেন ও তাহা জগতকর্ত্তার পরিচয়ার্থে ব্যবহার করা কুসংস্কার বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহারা ভ্রান্ত পথের পথিক। আবার সেই পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী এদেশীয় যাঁহারা সেই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া এদেশের পৌত্তলিকতাকে মহাপাপ বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহারা আরও ভ্রান্ত। কেননা তাঁহারা আপন সত্যকে পদদলিত করিয়া পরের অসত্যকে সত্য বলিয়া আদর করিতেছেন। হায়! এ কুহেলিকা কি দূর হইবার নহে!!!

জাগতিক সৃষ্ট পদার্থ উৎকৃষ্টই হউক আর নিকৃষ্টই হউক,—সৃষ্ট জগৎ জগদীশ্বর হইতে পৃথকই হউক,—আর একইভূত হউক, তদ্দ্বারা সৃষ্টকর্ত্তার পরিচয় প্রদান করিতে যাওয়া কি তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা দোষের নহে। কেননা জগৎ লইয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব;—জগতের রূপ, গুণ ও কার্য্য লইয়াই পরমেশ্বরের রূপ, গুণ ও কর্ত্তৃত্বশক্তির বিকাশ। জগতের রূপগুণ লইয়াই জগতকর্ত্তার রূপগুণ নিরূপিত হয়। যদি জগৎ না থাকে তবে মানুষের জগদীশ্বরও থাকে না। কিন্তু বল দেখি ভাই জগতের রূপ ও গুণ কি? আচ্ছা জগতের কথা এখন ছাড়িয়াই দিলাম,—বল ত একটী মানুষের রূপ কি? আমি ত দেখি মানুষ একটী বহুরূপী। কেননা তাহার বাল্যে একরূপ,—যৌবনে একরূপ,—প্রৌঢ়াবস্থায় একরূপ,—আবার বৃদ্ধাবস্থায় একরূপ। হর্ষের সময় এক মূর্ত্তি ধারণ করে—আবার বিষাদে অন্য মূর্ত্তি ধারণ করে। বিচক্ষণ ব্যক্তির নিকট প্রতি পলেপলে মানবের রূপান্তর ঘটিতেছে। আচ্ছা ভাই! বল ত একটী বটবৃক্ষের রূপ কি? যখন তাহার অঙ্কুরিত অবস্থা তখন একরূপ,—যখন শ্যামলপত্রে আবৃত হইয়া শাখা প্রশাখা প্রসারণ করিতে থাকে তখন একরূপ,—যখন বিশাল কাণ্ড সকল চতুর্দ্দিকে প্রসারণপূর্ব্বক উপমূলে ভূমি আশ্রয় করিয়া উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হয় তখন একরূপ,—যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ ফলে সুশোভিত হয় তখন একরূপ,—যখন সেই সমুদয় ফল ভক্ষণের নিমিত্ত বিহগকুল সমবেত হইয়া শাখায় শাখায় ক্রীড়া করিতে থাকে তখন একরূপ,—আবার যখন ঘূর্ণিবায়ুতে শাখা প্রশাখা ছিন্নভিন্ন বা বিদ্যুতানলে পত্রাদি দগ্ধ হইয়া যায় তখন অন্যরূপ। যখন জগতের প্রত্যেক পদার্থের গুণভেদে রূপভেদ ও রূপভেদে গুণভেদ হয়, তখন কাহারও প্রকৃত রূপগুণ নির্দ্দেশ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। যে জগতের সামান্য একটী জিনিষের রূপগুণ নির্দ্দেশ করা অসাধ্য—সেই জগতের ও তাহার মহিমময় সৃষ্টিকর্ত্তার রূপগুণ নির্দ্দেশ করে কাহার সাধ্য? সুতরাং জগদীশ্বরের রূপ ও গুণ অনন্ত ও অগণ্য। জগতের জগদীশ্বর দয়ালু, তিনি সুন্দর—তিনি নিষ্ঠুর, তিনি কমনীয়—তিনি ভীষণ, তিনি শান্ত—তিনি উগ্র, তিনি সর্ব্বরূপগুণসম্পন্ন। যাঁহার রূপের বা গুণের সীমা নাই—যাঁহার আকারের স্থির নির্দ্দেশ হয় না, তাঁহাকে কি একরূপী বলিতে পার? তাঁহার রূপ—তাঁহার গুণ একটী নির্দ্দিষ্ট সীমার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয় এবং তাঁহাতে সকলগুণই আছে বলিয়া সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুঋষিগণ পরমেশ্বরকে নিরাকার ও নির্গুণ বলিয়াছেন।

জগতকর্ত্তা জগদীশ্বরের যখন অনন্তরূপ ও অনন্তগুণ তখন তাঁহার একটী রূপবিশিষ্ট মূর্ত্তি গঠন করিলে, অসীমকে সসীম—অনন্তকে সান্ত করা হয়। তাঁহাকে এক নির্দ্দিষ্টরূপী বলিলে, তাঁহার বিশ্বমূর্ত্তি খর্ব্ব ও অসম্পূর্ণ হইয়া

পড়ে। অতএব প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা পৌত্তলিক, তাঁহাদের নিকট জগদীশ্বরের অনন্তমূর্ত্তি। তাই হিন্দুর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বররূপ—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি দেবতা,—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি রূপ—রাধা, কালী, দুর্গাদি অগণ্য—অনন্তরূপ; তাই হিন্দুর দেবতা একটী নহে—তেত্রিশ কোটি। এই ভূমণ্ডলস্থ অসংখ্য জাতির মধ্যে হিন্দুর মনে যেমন অনন্তগুণশালী পরমেশ্বরের অনন্তত্ব প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধ হইয়াছিল, অন্য কোন জাতির তাদৃশ কেন তাহার শতাংশের একাংশও হয় নাই। আর তাদৃশ উপলব্ধির ক্ষমতা যেমন হিন্দুর মনে জন্মিয়াছিল, শিক্ষাভিমানী অন্য কোন জাতির অন্তঃকরণে তাদৃশ শক্তি সঞ্চারিত হয় নাই। হিন্দুর যদি ঈশ্বরজ্ঞান পূর্ণ না হইত—যদি অনন্ত-পুরুষ কাহাকে বলে তাহা হিন্দু না বুঝিত, তবে হিন্দুর দেবতা তেত্রিশ কোটি হইত না—চিরকালই 'এক' থাকিত।

যীশুখ্রীষ্ট ও মহম্মদের অনুবর্ত্তীগণের মতে ঈশ্বর একটী নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতিসম্পন্ন। তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলে ও কোরাণে এতাদৃশ অনুশাসনই দেখা যায়। ঐরূপ অনুশাসন থাকিলেও কি ঐ সম্প্রদায়দ্বয়ের ধর্ম্মযাজীগণের সকলেরই আন্তরিক বিশ্বাস তাই? আমার তাহা বোধ হয় না। কেননা ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন একরূপ আর মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—স্বাভাবিক প্রকৃতি অন্যরূপ। যেস্থলে বিচক্ষণ মানব অনন্তরূপগুণশালী ঈশ্বরের অনন্তত্ব উপলব্ধ করিয়াছে—সেই স্থলেই মানব অসংখ্য ঈশ্বর ও কোটি কোটি দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মানুষের এ স্বাভাবিক বৃত্তি কেহ চাপা দিয়া রাখিতে পারে নাই।—কেহ

কষ্টে সৃষ্টে চাপা দিয়া রাখিলেও প্রকৃত কবি কখনও আপন হৃদয়ের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। মুসলমান কবির কোন গ্রন্থ পাঠ করা ভাগ্যে ঘটে নাই—ঘটিবেও না। তবে ইউরোপীয় কবির যে দুই একখানা কাব্য পাঠ করিয়াছি, তাহাতে এ কথার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য কবি 'বাইরণ' শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন;—

"Thou glorious mirror, where the Almighty's form
Glasses itself in tempests; in all time,—
Calm or convulsed, in breeze, or gale, or storm,
Icing the pole, or in torrid clime
Dark-heaving-boundless-endless, and sublime,
The image of eternity, the throne of the Invisible."

বাইরণ সমুদ্র দেখিতে দেখিতে ঈশ্বরের রূপ দেখিলেন। জগদীশ্বরের প্রতিকৃতি—অপকৃষ্ট সৃষ্ট জড়পদার্থে আসিয়া উপস্থিত হইল। আর একটী কবি পর্ব্বত দেখিয়া ঈশ্বরজ্ঞানে নমস্কার করিয়া বলিতেছেন;—

"Thou too again, stupendous Mountain! Thou
That I raise my head, awhile bow'd low
In adoration, upward from thy base."*

* ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠক ইংরেজী লেখাগুলি পরিত্যাগ করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না, সেইজন্য আর বঙ্গানুবাদ দিলাম না। লেখক।

যাঁহারা ইংরেজী সাহিত্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এতাদৃশ বর্ণনা বহু দেখিয়াছেন। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, ধর্ম্মগ্রন্থের স্পষ্ট নিষেধ থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য কবিগণের মানসিক ভাব ঐরূপ হইয়াছে কেন? ইহা তাঁহাদের দোষ নহে। এ প্রকৃতি মানবের স্বাভাবিক। মানব যখন জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইয়া প্রতি পদার্থের বিচার আরম্ভ করে, তখন সেই 'এক' বিচার করিতে করিতে অনন্তে উপস্থিত হয়। আবার যে সমুদ্র, যে পর্ব্বত, যে আকাশের বর্ণনায় পাশ্চাত্য কবির হৃদয়ে ঈশ্বর স্ফূর্ত্তি হইয়াছে—এদেশীয় কোন কবির হৃদয়েই ঐগুলি বর্ণনার সময়ে জগদীশ্বরের রূপ স্ফূর্ত্তি হয় নাই। ইহার কারণ বলিতে পার কি? হিন্দু কি পাশ্চাত্য ধর্ম্মযাজীগণাপেক্ষা ঈশ্বরকে কম ভক্তি করে—ঈশ্বরকে কম ভালবাসে? তাহা নহে। হিন্দুর দেবতা তেত্রিশ কোটি—সেই তেত্রিশ কোটি দেবতার বিষয় আলোচনা করিতে করিতে হিন্দু ঈশ্বরের অনন্তত্ব উপলব্ধি করিয়াছে—আর অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণের ধর্ম্মশাস্ত্র অনন্ত ঈশ্বরকে এক নির্দ্দিষ্ট রূপগুণাদিযুক্ত করিয়া, তাহাদের হৃদয়স্থিত অনন্তভাব চাপিয়া রাখে, তাই তাহাদের অনন্ত-পিপাসা নিবৃত্তি হয় নাই। কাজেই প্রাকৃতিক অপূর্ব্ব দৃশ্য বর্ণনাকালীন তাহাদের মন অনন্তের পথে ধাবিত হইয়াছে। তাই বলি তেত্রিশ কোটি দেবতা, সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুগণের অত্যুৎকৃষ্ট নির্ব্বাচনের ও মানবের স্বাভাবিক প্রকৃতির অনিবার্য্য ফল।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিয়া জগতকর্ত্তার মূর্ত্তি নির্ব্বাচন করিতে গেলে কতকগুলি মাধুর্য্যময়—আর কতক ভীষণ—আর কতক যে উভয়

হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? একচক্ষে দেখিলে এই জগৎ সুখের আবাসস্থল—সৌন্দর্য্যের খনি—প্রেমের লীলা-নিকেতন। বর্ষার পরিপূর্ণ বারিরাশিতে—হেমন্তের শিশির-স্নাত সদ্যবিকশিত স্থলপদ্মে,—শরতের আকাশে,—মধুর বসন্তের জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে কত শোভা—কত সৌন্দর্য্য। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অতুল ও অপরিমেয় সৌন্দর্য্যরাশি যে যত পার সুখে ভোগ কর—ইহা কদাচও নিঃশেষ হইবার নহে। এখানে প্রাণভরা আশা,—বুকভরা ভালবাসা; শিশুর আধ আধ হাসি—যুবতীর রূপরাশি, যৌবনের উদ্বেলতা—বার্দ্ধক্যের প্রশান্ততা, নবীন যুবকের হৃদয়—যুবতীর প্রণয় সবই আছে, আর কি চাও পাঠক!!! আবার অন্য চক্ষে দেখিলে দেখিবে ইহা কি ভয়ঙ্কর। পলে পলে ইহার প্রতি লোমকূপ হইতে ভয়ঙ্কর জ্বালাময়ী অগ্নিশিখা লক্ লক্ করিয়া বাহির হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিতে সমুদ্যত। গ্রীষ্মাকাশস্থ মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণে সংসার যেন ঝল্‌সিয়া যাইতেছে,—প্রবল বায়ুর প্রলয় গর্জ্জনে, কড় কড় ভীষণ নাদে দিঙ্মণ্ডল সন্ত্রাসিত, প্রলয় বায়ুর অপ্রতিহত প্রতিঘাতে ভূধর ও মহীরুহ কম্পিত, প্রাবৃটের ঘোর ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন অমা রজনীর ভয়ঙ্কর দৃশ্য। এখানে কুসুমে গরল—অমৃতে হলাহল, রোগীর যাতনা—ভোগীর লাঞ্ছনা, স্থবিরের হতাশ—প্রেমে নিরাশ, সবই আছে। ইহাতে জগৎ সুখময় বলিতে চাও কি? তাই বলিতেছিলাম যে, জগতের মূর্ত্তি দেখিয়া জগতকর্ত্তার মূর্ত্তি নিরূপণ করিতে গেলে জগদীশ্বরের নানা মূর্ত্তি হইবেই হইবে। তাই আমরা হিন্দুশাস্ত্রে কখনও দেখি;—'স্মেরাং গোরচনাভাং স্ফুরদরুণপটপ্রান্তীকৃপ্তাবগুণ্ঠ্যাং।' আবার কখনও দেখি; 'করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।' কখনও দেখি; 'ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং।'—আবার কখনও দেখি—'উদ্যন্মার্ত্তণ্ডকোটিপ্রতিমতনুরুচিং সোমসূর্য্যাগ্নিনেত্রং।' তাই হিন্দুর দেবতা এক নহে—বহু। তাই হিন্দুর দেবতা একটী নহে তেত্রিশ কোটি। * (ক্রমশঃ)

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী।
পোষ্ট উথলী—ঢাকা।

* তেত্রিশ কোটি দেবতা দেখিয়া যেন কেহ মনে না করেন যে, হিন্দুর দেবতা নির্দ্দিষ্ট তেত্রিশ কোটি সংখ্যায় সমাপ্ত। এস্থলে তেত্রিশ কোটি শব্দ অনন্তার্থে প্রযোজ্য। তেত্রিশ কোটি শব্দ দ্বারা হিন্দুর দেবতা যে অনন্ত তাহাই বুঝান হয়। লেখক।

করণ ও অম্বষ্ঠ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

অতএব মনুক্ত "তথার্য্যাৎ জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কার মর্হতি" ইহা যে সামান্যবিধি ভিন্ন বিশেষবিধি নহে, তাহা বালকেও অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। ফলতঃ আর্য্য কর্ত্তৃক বিবাহিতা আর্য্যাগর্ভোজাত হইলেও অম্বষ্ঠ বা আম্বিকজাতি যে, একতর দ্বিজ নহেন, তাহা আমরা সাহস করিয়াই বলিতে পারি। এখানে বলা আবশ্যক যাহারা উপস্থিত ক্ষেত্রে কুটতর্ক

বিস্তারে আর্দ্ধিক বা অর্দ্ধসীরী পদের "অর্দ্ধং ক্ষেত্র শাস্যার্দ্ধ মর্হতীতিঠক্" অথবা অর্দ্ধং সীরস্য হলকৃষ্ট শাস্যাদি ফলস্য অর্দ্ধসীরঃ স অস্তি অস্য অস্যার্থে ইনি" এইরূপ অর্থাৎ কর্ষক অর্থ কল্পনা পূর্ব্বক করণজাতির জাতীয় গৌরব অপহরণ করিয়া গোপনে পলাইতে বাসনা করেন; আমরা মনে করি পরাশরস্মৃতির প্রাগুক্ত (১১।২১) ও (১১।২৩) সংখ্যক পদ্য দুইটীই তাহাদের পক্ষে পারঘাটের ঘাটমাঝির কুটীর স্বরূপ।

প্রিয় পাঠক! প্রস্তাবিত স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও শাস্ত্রের গৌরব রক্ষার্থ বাধ্য হইয়া আজ আমাদিগকে এখানে বলিতে হইতেছে যে, একসময়ে নাপিতাদি হীন জাতির সহিত তুলিত এই আর্দ্ধিক (অম্বষ্ঠ) জাতির অন্নগ্রহণ ব্রাহ্মণের পক্ষেও দোষাবহ ছিল না সত্য; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে লোক রক্ষার্থে নানাকারণে বুধমণ্ডলী ব্যবস্থাপূর্ব্বক উহা রহিত করিয়া দিয়াছেন। যথা,—

"দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তকন্যা প্রদীয়তে॥
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
শূদ্রেষু দাসগোপাল কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্॥
তোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতি দূরতঃ।
ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্কতাদিক্রিয়াপিচ॥
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥"

(হেমাদ্রিধৃত আদিত্যপুরাণ)

পক্ষান্তরে অমন্তরাজ বৈশ্যতনয় করণজাতির দ্বিজত্বে যাহারা সন্দিগ্ধ, আমরা তাহাদিগকে মনোযোগের সহিত পৌরাণিক পুরাবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতে অনুরোধ করি। কেন? তাহা বলিতেছি।

বোধ হয় অস্মদ্দেশীয় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অবগত আছেন যে, একদা অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথ মৃগয়ার্থ সরযূতীরে গমন করিয়া গজ ভ্রমে নিশীথ সময়ে শব্দভেদী শরে জনৈক মুনিতনয়ের প্রাণবিনাশ করিয়াছিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি এই মুনিপুত্রের পরিচয় প্রদান করিতে বসিয়া লিখিয়াছেন,—

"ন দ্বিজাতিরহং রাজন্ মাভূত্তে মনসোব্যথা।
শূদ্রায়ামস্মি বৈশ্যেন জাতো নরবরাধিপ॥৫১"

(বাল্মীকিয়ে অযোধ্যাকাণ্ডে ৬৩ সর্গঃ)

হে রাজন্! আমি করণজাতি (১), দ্বিজাতি অর্থাৎ বিপ্র নহি। (২) বৈশ্য হইতে শূদ্রাগর্ভে আমার জন্ম। অতএব আপনি ব্রহ্মহত্যা জনিত মনোবেদনা পরিত্যাগ করুন। আবার তিনি অন্যত্র এই বৈশ্য শূদ্রাজ করণকেই অধীয়ান্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

"কস্য বা পররাত্রেহহং শ্রোষ্যামিহৃদয়ঙ্গমম্।
অধীয়ানস্য মধুরং শাস্ত্রং বাহ্যদ্বিশেষতঃ॥৩২
কোমাং সন্ধ্যামুপাস্যৈব স্নাত্বা হুতহুতাশনঃ।
শ্লাঘয়িষ্যত্যুপাসীনঃ পুত্রশোক ভয়ার্দ্দিতম্॥৩৩"

(বাল্মীকিয়ে অযোধ্যাকাণ্ডে ৬৪ সর্গঃ)

"হায়! এক্ষণে রজনী শেষে আমাকে আর মনোহর ও মধুর বেদপুরাণাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন ধ্বনি শ্রবণ করাইবে। হে পুত্র! আমি শোক ও ভয়ে কাতর হইলে কে

(১) "বৈশ্যেন শূদ্রায়াং জাতঃ করণ ইতীহ ইতোবং জাতীয়কমিতি।"

(রামায়ণতিলকে রামানুজঃ)

(২) "কবচাচিত্তে দ্বিজাতির্বিপ্রাস্তজয়োশ্চ পুংলিঙ্গঃ।"

(ইতি নানার্থ শব্দকোষে মেদিনীকরঃ)

আর প্রাতঃস্নানপূর্ব্বক সন্ধ্যা উপাসনা ও অগ্নিহোত্র হবন করিয়া আমার নিকটে উপবিষ্ট হইয়া আমাকে আহ্লাদিত করিবে।"

(শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ)

খ্যাতনামা টীকাকার রামানুজ, এখানে "অন্যদ্বাপুরাণং বৈশ্যশূদ্রজাতত্বেন সঙ্করত্বাৎ বেদ প্রসঙ্গোনোক্তঃ। সন্ধ্যাম্বিতি তন্ত্রমার্গেণেতি শেষঃ। হুতহুতাশনঃ নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চযজ্ঞান্ সমাপয়ে দিত্যুক্তরীত্যা শ্লাঘয়িষ্যতি শ্লাঘন মুদ্বর্ত্তনং তৎপূর্ব্বকং স্নাপয়িষ্যতি নাপ্সুঃ শ্লাঘ মানঃ স্নায়াদিতি ব্রহ্মচারি প্রকরণস্থাপস্তম্ব স্মৃতৌ তথা ব্যাখ্যানাৎ।" এইরূপ অর্থ কল্পনা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু আমরা মনে করি মহর্ষি বাল্মীকির সেরূপ অভিপ্রায় হইলে, তিনি কখনই অন্যত্র এই মুনিপুত্রকে স্পষ্টাক্ষরে ঋষি এই দ্বিজোচিত উপাধি ভূষণে পরিমণ্ডিত করিতেন না। (৩) যেহেতু,—

"ঋষীত্যেষু গতৌ ধাতুঃ শ্রুতৌ সত্যে তপস্যথ।
এতৎ সন্নিয়তং তস্মিন্ ব্রহ্মণা স ঋষিঃ স্মৃতঃ॥৮২"

(বায়ুপুরাণ ৪৯ অ০)

অর্থাৎ ঋষি ধাতু গমন, শ্রুতি, সত্য ও তপস্যার্থক। যাঁহারা এই সকল গুণে অন্বিত হইয়া ব্রহ্মে রত হন, তাহারাই ঋষিপদবাচ্য। অতএব করণজাতি যে একতর দ্বিজ ভিন্ন

(৩) "ইষুণাভিহতঃ কেন কস্যবাপকৃতং ময়া।
ঋষের্হি ন্যস্ত দণ্ডস্য বনে বন্যেন
(জীবতঃ।২৭।৬৩ সঃ)

অন্যত্র—

"বধমপ্রতিরূপন্তু মহর্ষেস্তস্য রাঘবঃ।
বিলপন্নেব ধর্ম্মাত্মা কৌশল্যামিদমব্রবীৎ॥১"

(অযোধ্যাকাণ্ডে ৬৪ সর্গঃ)

শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত নহেন, তাহা সাহস করিয়াই বলা যাইতে পারে। যেহেতু মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন,—

"শূদ্রো * * * বেদমুপশৃণ্বতস্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্র প্রতিপুরাণমুদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদ আসন শয়ন বাক্পথিষু সমপ্রেপ্সুর্দণ্ড্যঃ শতমিতি।"

(গৌতমধর্ম্মসূত্র ১২ অ০)

শূদ্র যদি বেদ শ্রবণ করে, তাহা হইলে রাজা সিসা ও জৌ গলাইয়া তাহার কর্ণরন্ধ্রে ঢালিয়া দিয়া উহা বুজাইয়া দিবেন। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বা ছেদন করিবেন এবং বেদমন্ত্র ধারণ করিলে যে অঙ্গে উহা ধারণ করিবে সেই অঙ্গের ভেদ করিবেন। অধিক কি অনুপনীত দ্বিজবালকের পক্ষেও যখন বেদমন্ত্র শ্রবণ নিষিদ্ধ; (৪) তখন করণজাতি যে একতর দ্বিজ তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

ফলতঃ শাস্ত্রান্তরে বৈশ্য শূদ্রাজ করণ কুলপ্রদীপ এই মুনিবর যখন একতর দ্বিজ বা স্পষ্টাক্ষরে বৈশ্যতাপস (৫) বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া-

(৪) "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ীন শ্রুতিগোচরা।"

(৫) "পুরাহং যৌবনে দৃপ্তশ্চাপবাণধরোনিশি।
অপরং মৃগয়াসক্তো নদ্যাস্তীরে মহাবনে॥
গজঃ পিবতি পানীয়মিতিমত্বা মহানিশি।
বাণং ধনুষিসন্ধায় শব্দভেদিনমক্ষিপম্।
হাহতোহস্মীতি তত্রাভূৎ শব্দো মানুষসূচকঃ॥
তৎশ্রুত্বা ভয় সন্ত্রস্ত স্ততোহহং পৌরুষং বচঃ।
শনৈর্গত্বাথ তৎপার্শ্বং স্বামিন্ দশরথোহস্ম্যহম্॥
তদামামাহ স মুনির্মাভৈষী নৃপসত্তম।
ব্রহ্মহত্যা স্পৃশেন্নত্বাং বৈশ্যোহহং তপসিস্থিতঃ॥"

(অধ্যাত্মরামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ৭ অ০)

ছেন; তখন পুরাকালে শূদ্রাপুত্র হইলেও করণজাতিই যে বৈশ্যবর্ণের অন্তর্গত ছিলেন, তাহা অপলাপ করিবার উপায় কোথায়? আমরা মনে করি সম্ভবতঃ এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যতম টীকাকার খ্যাতনামা বিজয়ধ্বজ তীর্থ সপ্তম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের অন্তর্গত "বৃত্তি সঙ্করজাতীনাং" ইত্যাদি পদ্যের ব্যাখ্যামুখে "অধ্যয়নমন্তরেণাস্থষ্ঠাদীনাং সংস্কারাদিকমিতি" এই কথা বলিয়া স্বীয় বিচক্ষণতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কাজেই আমরা আশা করি ধর্ম্মভীরু ও সাক্ষরাতিমানী চক্ষুষ্মান্ অস্বষ্ঠ মণ্ডলীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতঃপর এ বিষয়ে অবশ্যই আকৃষ্ট হইবে। ইতলং পল্লবিতেন।

শ্রীমধুসূদন রায়।

উদ্বাহে উদ্বন্ধন।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

শুভবিবাহের দিনাবধারণ করিয়া আসিয়াই নলিনীবাবু খুব দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। দেওয়ানজী অনেক উত্তমর্ণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিলেন—কেহ সম্পত্তি বন্ধক না রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দিতে চাহিল না। আবার বিবাহে যে পাঁচ হাজার টাকার দরকার তাহাও মুন্সীবাবুর বর্ত্তমান সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া কেহ দিতে রাজী হইল না। অগত্যা দেওয়ানজী ৫।৭ জন মহাজনের নিকট হইতে সুখতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের প্রয়াস পাইলেন বটে কিন্তু কোন মহাজনই তাহাতে সম্মত হইল না। দেওয়ানজী ভগ্নহৃদয়ে মুন্সীবাবুকে সবই বলিলেন। মুন্সীবাবু বলিলেন, "দেওয়ানজী মহাশয়, আর বৃথা চেষ্টায় লাভ কি? সম্পত্তি আমার থাকিবার নয়। রক্ষার চেষ্টা করিয়া ত দেখিলেন—এখন বিক্রয়ের উপায় দেখুন—সময় আর নাই—ভাবিয়া কি করিবেন।" বাবুর কথায় দেওয়ানজী কাঁদিয়া ফেলিলেন। বৃদ্ধের কান্নায় নলিনীরঞ্জনের চক্ষেও জলের সঞ্চার হইয়া বুক বাহিয়া পড়িতে লাগিল। কতক্ষণ উভয়ে নীরব হইয়া রহিলেন। দুঃখাবেগ একটু হ্রাস হইলে নলিনীবাবুর বিশেষ অনুরোধে দেওয়ানজী সম্পত্তি বিক্রয় করিতে সম্মতি দিলেন। দেওয়ানজী মুন্সীবাবুদের পুরাতন কর্ম্মচারী—মুন্সীবাবুদের সম্পত্তি তাঁহার শরীরের রক্ত। মুন্সীবাবুদের বৃহৎ জমিদারীর শেষ চিহ্নটুকুও আজ তাঁহাকে মুছিয়া ফেলিতে হইতেছে; ভাবিয়া তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। নলিনীবাবুর কথা আর কি বলিব—রাজা ছিলেন, দরিদ্র হইয়াছেন—আজ আবার কন্যাপরিণয়যজ্ঞে ধ্বংসাবশিষ্ট সম্পত্তি আহুতি দিয়া পথের ভিখারী সাজিতেছেন! তাঁহার হৃদয় পাষাণ।

৮

যদু রায়ের সহিত আট হাজার টাকা পণবহায় স্থির হইয়া কবালা লিখিত হইয়াছে—রেজিষ্টরী বাকী। বিবাহের দিন নিকট—মধ্যে মাত্র ৫ দিন। রেজিষ্টরী না করিয়া দিলে ত আর টাকা পাওয়া যাইবে না—দেওয়ানজীকে লইয়া নলিনীবাবু কবালা রেজিষ্টরী করিয়া দিতে মহকুমায় রওনা হইলেন। আজ মুন্সীবাবুর ভবনে যে কি নিরানন্দের স্রোত বহিয়া যাইতেছে তাহা বর্ণনা করার চেয়ে অনুভব করাই সহজ। মহকুমা যাইবার সময়—মুন্সীবাবু মৃণালিনীকে বলিলেন—"মৃণাল, তবে আমি এখন চলিলাম সব শেষ———" এইটুকু বলিয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না—কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। দ্রুতগমনে বাড়ীর বাহির হইলেন। মৃণালিনী অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে শয়নকক্ষে শয্যায় আশ্রয় লইলেন। কিরণবালা মাতাপিতার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলেন—বিরস মুখে নির্ব্বাক হইয়া নিষ্পন্দ ভাবে বারান্দার দেওয়ালের গায় ঠেশান দিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। তাহার মুখ দেখিয়া সুকোমল হৃদয়ে প্রবল ঝড় বহিতেছে, অনুমিত হইতেছিল।

প্রভা কিরণবালার বাল্য সহচরী—উভয়ে প্রগাঢ় প্রণয়। প্রভা মুন্সীবাবুর প্রতিবেশী সর্ব্বনাশের কন্যা। প্রায় সর্ব্বদাই প্রভা কিরণের কাছে থাকিত। প্রভার বিবাহ হইয়াছে। দিন কয়েক হয় এখানে আসিয়াছে—৪।৫ দিনের মধ্যে শ্বশুরঘর যাওয়ার কথা থাকিলেও কিরণের বিবাহের জন্য যাইতে পারিতেছে না। কিরণের মাতাপিতার অনুরোধ কিরণের নিষেধ। প্রভা স্বামীকে পত্র লিখিয়া দিয়াছে, কিরণের বিয়া না হইলে, তাহার যাওয়া হইবে না। কিরণের হৃদয়ে যখন ঝটিকা বহিতেছিল—ঝটিকা প্রভাবে যখন কত সুখের কল্পনা ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল; তখন প্রভা, কিরণের সাম্‌নে আসিয়া উপস্থিত। কিরণ তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। প্রভা কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলেন—কিরণের মুখ দেখিয়া তিনি ভীতা হইলেন। সোণার কমল যেন শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সদা হাস্যমুখীর কেন এ ভাবান্তর বুঝিতে পারিলেন না। প্রভা ডাকিলেন—'কিরণ—কিরণ' কিরণ চমকিয়া উঠিলেন। বসিতে বলিলেন। প্রভা বলিলেন—"তুমি ভাবিতেছ কি?" কি। "কি ভাবিব কিছুই না।" প্র। "আমাকে গোপন করিয়া লাভ কি—আর তোমার ভাবনার কারণই বা কি—শিক্ষিত বর, অবস্থাপন্ন ঘর পাইতেছ ক দিন পরেই ত তুমি আনন্দসাগরে হাবুডুবু খাবে—তবে বিরসবদন কেন বোন্?" কি। "প্রভা, এ বিবাহে আমার আনন্দেরই কথা; আমি অভাগিনী, তাই আনন্দ আমার হৃদয় বিন্দুমাত্রও আসিতেছে না। যখনই আমার সুখের জন্য পিতার দুঃখের কথা, সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার কথা মনে করি, প্রভা, বলিব কি আমার মৃত্যু শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে হয়। যদি হিন্দুসমাজে নারী-বিবাহ ইচ্ছাধীন হইত—আমি বিবাহের বিরোধী হইতাম। আমার কোন হাত নাই—আমার জন্য পিতার সব গেল।" কিরণ কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভা, তাহাকে অনেক কষ্টে সান্ত্বনা দান করিলেন। প্রভা বলিলেন—"কিরণ, তুমি যাহা বলিলে সবই সত্য, সমাজের উপর আমাদের ত কোন হাত নাই—আমরা

শুধু কাঁদিতে পারি, কাঁদিয়া ফল কি? পুরুষেরা সমাজের কর্ত্তা—স্বার্থপরতায় সমাজকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে—ফলভোগ তাহারাই করিবে—আমরা নিমিত্তের ভাগী মাত্র। তোমার মজুমদার জিউ বলেন পণ গ্রহণ প্রথা পাপজনক শাস্ত্রনিষিদ্ধ। পুরুষেরা তাহা জানিয়াও ত সে বিধি অতিক্রম করে। সমাজ দিন দিন নরকের প্রতিরূপ ধারণ করিতেছে।" কিরণ বলিলেন—নারীজাতি কি ইহার জন্য কিছুমাত্র দায়ী নহে। অনেক গৃহিণী তাহার স্বামীকে পুত্রের বিবাহে বহুঅর্থ গ্রহণের জন্য উত্তেজিত করে, ইহা কি তুমি শোন নাই। সমাজ যখন অধঃপাতে যায়, তখন একের দোষে নহে—স্ত্রীপুরুষ উভয়ের দোষে। পুরুষেরা নারীজাতির যেরূপ প্রভাবাধীন, তাহাতে তাহারা ইচ্ছা করিলে দু'দিনে পণপ্রথা উঠাইয়া দিতে পারে।" প্রভা। "হা, তা পারে বটে; সেরূপ শিক্ষা ও অনুভূতি তাহাদের কোথায়? যে নারী যখন মেয়ে নিয়ে বিপদে পড়ে; তখনই পণগ্রহণ সর্ব্বনাশকর মনে করে—পুত্রের বেলা সেই রমণীই অর্থের প্রলোভনে উল্টা বোঝে—বোকা সাজে!" এ কথার পরে অশ্রুপূর্ণ লোচনে কিরণ বলিলেন—"প্রভা, আমার বাবার উপায় কি হবে?" প্র। "ভাবিও না ওরূপ ধার্ম্মিককে ধর্ম্মই রক্ষা করিবেন।" কি। "হা, করিবেন—ভিক্ষাপাত্র হাতে দিয়া রক্ষা করিবেন।" প্রভা। "তিনি ভাল লেখাপড়া জানেন একটা চাকরীর যোগাড় অবশ্যই হবে, চিন্তা করিও না।" কি। "আমি আর চিন্তা করিয়া কি করিব—আমি ত সুখী হইতে চলিলাম। পিতার অদৃষ্টে আমার জন্য চাকরী! যে বংশে কত লোক চাকরী করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিয়াছে—সেই বংশের শেষরত্ন আজ আমার জন্য—তাঁহার রাক্ষসী কন্যার জন্য 'চাকরী চাকরী' করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিবেন! হা অদৃষ্ট! প্রভা দেখিলেন আর কথা বাড়াইয়া কিরণকে অস্থির করা ভাল নহে। তাহার মনে বিষম শোকাবেগ আবির্ভূত হওয়া স্বাভাবিক। অবস্থা বিপর্য্যয় মানুষকে দীন করে হীন করে কিন্তু তাহার পূর্ব্বের সুখময় গৌরবময় স্মৃতি-বিচ্যুত করিতে পারে না। কিরণ পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া অধীরা না হইয়া পারিবেন কেন? হইবারই কথা। প্রভা তখন অন্য প্রসঙ্গ অতি চতুরতার সহিত উত্থাপন করিলেন। স্বামীর মনোরঞ্জন কিরূপে করিতে হয়—শ্বশুর শাশুড়ী গুরুজনদিগকে প্রীত করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বনীয়—স্বামীর ভাই ভগ্নীদের প্রতি কোনরূপ ব্যবহার আবশ্যক—সাংসারিক কার্য্যকর্ম্মের শৃঙ্খলা বিধানের প্রণালী সমূহ কি তাহা ও অন্যান্য অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে নানা কথা কহিলেন। কিরণ কতকটা সুস্থতা লাভ করিলেন। কিন্তু চিত্তক্ষেত্রের ঝড় যে একেবারে থামিল না, তাহা প্রভা বুঝিলেন না। মা ডাকিতে প্রভা চলিয়া গেলেন। কিরণ গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন।

(৯)

কবালা রেজিষ্টরী হয় নাই—নলিনীবাবু রাত্রে বাড়ী আসিয়াছেন। কাল আবার যাইতে হইবে। সবরেজিষ্টার রেজিষ্টরী করিলেন না। অনেক অনুরোধ উপরোধেও আজ কিছুতেই তিনি রেজিষ্টরী করিয়া দেন নাই। লোকটী বড়ই খামখেয়ালে। অল্পেই গরম হইয়া যান। যদিও কবালা, বন্ধকী ইত্যাদি দলিল, অন্য দলিল রাখিয়া সদ্য সদ্যই রেজিষ্টরী করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক রেজিষ্টরী হাকিম (?)ই (পল্লীগ্রামের সাধারণলোকে সবরেজেষ্টারকে রেজিষ্টরী হাকিম বলে) হাকিমী মেজাজের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক সময় ইহার অন্যথাচরণ করেন। তাহাদের মেজাজের ঝাঁজে অনেক ব্যক্তিরই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। নলিনীবাবু একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—কন্যাদায়গ্রস্ত—বিবাহের দিন অতি নিকট—কবালা রেজিষ্টরী করিয়া না দিলে টাকা পাওয়া যাবে না—টাকার অভাবে বিবাহের কোন আয়োজনই হইতেছে না—ভদ্রলোকের জাতি যায়—ইহা বিশদরূপে রেজিষ্টরী হাকিমকে বুঝাইয়া দিলেও তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। যত অনুরোধ করা যাইতে লাগিল শুধু মুখে ঐ এক কথা—"আজ কিছুতেই হবে না, হাতে অনেক দলিল—কাল আসবেন।" নলিনীবাবু ডিপুটীবাবুর কাছে গেলে আজই কবালা রেজিষ্টরী করাইয়া লইতে পারিতেন তাঁহার সেরূপ ইচ্ছা হইল না। বর্ত্তমান হীনাবস্থায় কাহার নিকট যাইতেও তাঁহার প্রবৃত্তি সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল—আর এককথা কাহাকে জব্দ করিতেও তিনি নারাজ। রেজিষ্টরী হইতে একদিন বিলম্ব হইলে একটু অসুবিধা হইবে সত্য—কি করিবেন; কালই আসিবেন স্থির করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে হোচট্ খাইয়া পড়িয়া গিয়া ডানহাতে গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন। চর্ম্ম ফাটিয়া রক্তপাত হইয়াছে—অতি কষ্টে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। বাড়ী আসিয়াই শয্যার আশ্রয় লইয়াছেন। মৃণালিনী নলিনীবাবুর আহত স্থানে নেকড়া বাঁধিয়া জল ঢালিতেছেন ও নানারূপ বিলাপ করিতেছেন। জল ঢালিতে ঢালিতে যন্ত্রনা একটু উপশমিত হইলে নলিনীবাবু বলিলেন—"কাল আবার এ অবস্থায় কিরূপে যাব, তাই ভাবছি—না গেলেও ত নয়।" মৃণালিনী বলিলেন—"আজ না আসাই উচিৎ ছিল—মেজদাদার বাসায় থাকলেই হত।" ন। এরূপ যে হবে কে জানে, ভাবলাম বাড়ী না এলে চিন্তায় থাকবে; যাই কাল আবার সকালেই আসা যাবে। তা অদৃষ্টের কষ্ট কে খণ্ডায় বল? মৃ। তা আমাদের ললাটে কি এত কষ্টই লেখা ছিল। ধন গেল, সম্পত্তি গেল, মান গেল, জীবনোপায় যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট যাহা ছিল; তাহাও গেল; হায়! হায়! মেয়ের জন্য এতদিনে আমরা সর্ব্বস্বান্ত হলেম। আমার প্রবোধের জন্য গৌরব করিবার পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তির শেষ চিহ্নটুকুও আর রহিল না—তার পর আবার দেহের উপর কষ্ট—"মেয়েই আমাদের কাল হ'ল।" নলিনী বলিলেন—"মৃণাল, তুমি কি পাগল হ'লে? মেয়ের দোষ কি? তাহার উপর দোষারোপ ক'রে অনর্থক তাহাকে ব্যথিত করা সঙ্গত নহে। ভাবিয়া ভাবিয়া দেখিতেছি, তোমার বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পাইতেছে; এরূপ দুর্ভাবনায় মগ্ন থাকিলে শীঘ্রই তুমি পাগল হবে তা হলেই আমার সব শেষ।" মৃ। আমি মনকে প্রবোধ দিতে পারি না—আমাদের ভবিষ্যৎ ভাবিলেই আমি অস্থির হই—মাথা ঘোরে আমি উপায় করি কি? ন। দেখ দুরবস্থায় পড়লে অধীর হ'লে ফল নাই। ভগবানকে

ডাকৃতে হয়—তিনি কৃপা কর্‌লে পুনরায় সুখ শান্তি পাওয়া যায়। মৃ। আর আমরা পেয়েছি; ভিক্ষাভাণ্ড হস্তে লয়ে কে সুখের আশা কর্‌তে পারে? ন। মৃণাল, ঈশ্বরানুগ্রহে আমি কি আর একটা চাকরীর যোগাড় কর্‌তে পার্‌ব না, তা যদি পারি তবে একরূপ সংসার নির্ব্বাহ হবে। ভাবনা করিও না ভাবনা করিতে নাই—ভগবানে নির্ভর কর, হৃদয় শান্ত হবে। স্বামী স্ত্রীতে বহুক্ষণ এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল। অতঃপর আগামী কল্য খুব ভোরে উঠাইয়া দিবার জন্য মৃণালিনীকে অনুরোধ করিয়া নলিনীবাবু নীরব হইলেন—অল্প সময়েই উভয়ে গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইলেন।

(১০)

নলিনীবাবুর শয়নকক্ষের পাশের কামরায় কিরণ শুইতেন—মাতাপিতার কথোপকথন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শুনিলেন। তাহার বিবাহোপলক্ষে মাতাপিতার শোচনীয় অবস্থাপ্রাপ্তির সম্বন্ধে তিনি পূর্ব্বেই চিন্তা করিয়াছেন—চিন্তা করিয়া মৃতপ্রায় হইয়া আছেন। পিতৃসম্পত্তি বজায় রাখার কোন উপায় স্থির করিতে পারেন নাই। পিতা কবালা রেজিষ্টরী করিতে যাইবার পর হইতেই নানারূপ চিন্তায় কিরণের কুসুম-কোমল চিত্ত বিক্ষোভিত হইতেছিল—প্রভার সহিত কথাবার্ত্তায় সে বিক্ষোভ কথঞ্চিৎ বিদূরিত হইলেও সম্পূর্ণ হয় নাই। একাকী সারাদিন নানারূপ ভাবিয়াছেন, ভাবিয়া ভাবিয়া মাথা গরম হইয়া রহিয়াছে। সেই উত্তপ্তাবস্থায় যখন মাতার মুখে শুনিলেন—"মেয়ের জন্য এতদিনে সর্ব্বস্বান্ত হলেম্—মেয়েই আমাদের কাল হ'ল।" তখন কিরণের হৃদয়ে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হল—আত্ম-বিসর্জ্জন করে সব গোঁস মিটাইতে প্রবৃত্তি জন্মিল। কিরণ ধর্ম্মাধর্ম্ম মায়ামমতা সব ভুলিয়া গেলেন। পিতার সম্পত্তি রক্ষাই তাহার লক্ষ্য হইল। আপনার সুখের কল্পনা মুছিয়া ফেলিলেন। অনুকুল প্রতিকুল নানা চিন্তা মনে উদিত হইয়া অনেক চিন্তার পর তাহার আত্মনাশের সঙ্কল্পই দৃঢ় করিয়া দিল। পিতার জন্য মাতার জন্য প্রবোধ ও প্রভার জন্য একবার শেষ মমতার নিদর্শন অশ্রুপাত করিয়া কিরণ রন্ধনশালায় গমন করিলেন। তারপর যে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা করিলেন; তাহা লিখিতে লেখনী স্তম্ভিত হইতেছে—মইর সাহায্যে কড়িকাঠের সহিত রজ্জু সম্বন্ধ করিয়া আপন কণ্ঠদেশে ঐ রজ্জু দৃঢ়বদ্ধ করিয়া ঝুলিয়া পড়িলেন অল্পক্ষণেই সব শেষ হইয়া গেল। পিতার সম্পত্তি রক্ষা হইল—উদ্বাহ উদ্বন্ধনে পর্য্যবসিত হইয়া সমাজের সুনাম ঘোষণা করিল!

(১১)

রাত্রে আর কেহ কিছু টের পাইল না। প্রভাতে মৃণালিনী রান্নাঘরে প্রবিষ্ট হইয়া লোমহর্ষণকর মর্ম্মভেদী ভীষণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াই 'আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে গো—কিরণ মাগো আমার' বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। ক্রন্দনের শব্দে নলিনীবাবু দৌড়াইয়া আসিলেন। আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশী ক্রমে সকলে আসিলেন। রান্নাঘরে যাহা দেখিলেন তাহাতে সকলেরই মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। কিছুকাল সকলেই অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পরে থানায় খবর দেওয়া হইল—দারগাবাবু ঘোড়া ছুটাইয়া আসিলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন এবং এরূপ করার হেতু কিরণের আত্মহত্যার কিছু পূর্ব্বে লিখিত পত্রে যাহা অবগত হইলেন; তাহাতে তাহার নির্দ্দয় নেত্রেও জলের সঞ্চার হইল। তিনি বিষাদ মনে লাস জ্বালাইবার হুকুম দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া থানায় চলিয়া গেলেন। এ দুঃসংবাদ ক্রমে দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। বিষ্ণুপুরের বসুভবনেও পৌঁছিল। অভয় বসু দুঃখিত হইলেন—নরেশ স্তম্ভিত হইলেন, মর্ম্মাহত হইলেন, তাঁহার মনে ভাবান্তর আনিল। বসু মহাশয় দুঃখিত হইলেন, কারণ কতগুলি টাকা ও ভাল একটী সম্বন্ধ হস্তচ্যুত হইল তাই। নরেশ স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইলেন নিষ্ঠুর সমাজ-প্রথায় আশার সুকুমার কুসুম ঝরিয়া পড়ায় তাঁহার সমাজের প্রতি ঘৃণা—পিতার প্রতি রোষ—কন্যাদায়গ্রস্তের প্রতি সহানুভূতি জন্মিল। তিনি ডিপুটীগিরির প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া, নিজের সুখের আশা জলাঞ্জলি দিয়া মাতাপিতার অজ্ঞাতে কিছুদিনের মধ্যেই গৃহত্যাগ করিলেন—পিতা অনেক চেষ্টাও আর তাহাকে গৃহে আনিতে পারেন নাই। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, নরেশ সন্ন্যাসী হইয়াছেন—নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আজকাল উদ্বাহে উদ্বন্ধনের আখ্যায়িকা বর্ণনা করতঃ সমাজের পণগ্রহণ কুপ্রথা বিলুপ্ত করিবার যত্ন করিতেছেন। নরেশ সমাজের জন্য সন্ন্যাসী—ধন্য নরেশ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

কায়স্থকবি শ্রীমধুসূদন দত্ত।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

মধুসূদনের ভাষা সম্বন্ধে বোধ হয় ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ মনিষীগণ যেরূপ গদ্যে, মধুসূদন সেইরূপ পদ্যে এক অভাবনীয় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। বঙ্গভাষার অভ্যন্তরে যে গূঢ়শক্তি নিহিত ছিল—প্রতিভাশালী লেখকের হস্তে বঙ্গভাষা যে সর্ব্বপ্রকার রচনার উপযোগী হইতে পারে—মধুসূদনের গ্রন্থাবলী হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় মধুসূদন সর্ব্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রদর্শন করিয়াছেন, "বঙ্গভাষারূপ খনি পূর্ণ মণিজালে।" বাস্তবিক মধুসূদনের প্রতিভা সর্ব্বদা নূতনত্বের দিকেই প্রধাবিত হইত। তাঁহার পাঠ্যাবস্থাতেও একদা "Evening in saturn" শীর্ষক কবিতার উপক্রমণিকায় মধুসূদন লিখিয়াছিলেন;—

"Reader! whoever publishes a sonnet with a preface? I hear, or fancy to hear, you say none! Well, I publish. I am an enemy to what

men call "custom" ... ... I have to teach the world something new; (don't get offended) Behold! I have written a sonnet in blank-verse! What a rare experiment! O Glory! O Happiness! that I have done successfully what none dared do before me. I have laid my scene in Planet Saturn, because I despise everything earthly." পাঠক দেখিবেন অল্প বয়স হইতেই মধুসূদনের মনোবৃত্তি কোন্ পথে প্রধাবিত হইতেছিল?

মধুসূদনের কবিত্বশক্তির আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রথম তাঁহার সেই মধুরতাময় চিত্তবিমুগ্ধকারী "উদ্বোধন"-গুলির প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। কি ভাবের গভীরতায়, কি কল্পনাচাতুর্য্যে, কি ভাষার মাধুর্য্যে এই উদ্বোধনগুলি কি মধুর—কি অমৃতমাখা তাহা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

"সম্মুখ সমরে পড়ি, বীরচূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি!
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষকুলনিধি-
রাঘবারি?
নমি আমি, কবিগুরু, তব পদাম্বুজে
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরচূড়ামণি
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।

ইত্যাদি।

অথবা—

কোথা ব্রহ্মলোক? কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চন? যে দুর্ল্লভলোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহাযোগ,
কেমনে, মানব আমি ভব-মায়াজালে
আবৃত পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি,
যাইব সে মোক্ষধামে? ভেলায় চড়িয়া
কে পারে হইতে পার অপার সাগর?
কিন্তু, হে সারদে, দেবি বিশ্ববিনোদিনি!
তব বলে বলী যে, মা! কি অসাধ্য তার
এ জগতে? উর তবে, উর পদ্মালয়া
বীণাপাণি! কবির হৃদয় পদ্মাসনে
অধিষ্ঠান কর উরি!

প্রভৃতি পংক্তিগুলি পাঠকালে ইংরেজ কবি মিল্‌টনের "invocations"গুলির কথা স্বতঃই মনে উদিত হয় এবং যতবার পাঠ করা যায় ততবারই যেন নূতন বলিয়া বোধ হয়। মনে হয় কি বিনীত, অথচ কি কবিত্বপূর্ণ সুমধুর এই পংক্তিগুলি! মধুসূদনের উদ্বোধনগুলি পাঠ করিয়া যেমন মিল্‌টনের "invocations"গুলির কথা মনে পড়ে তেমনই তাঁহার কাব্যোল্লিখিত মনোহর উপমারাজি স্বাভাবিকত্ব ও চমৎকারিত্বে কবিগুরু কালিদাসের "উপমা কালিদাসস্য" কথাটি আমাদের মানসনেত্রে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

"ছিনু মোরা সুলোচনে গোদাবরী তীরে
কপোতকপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে।"

হায়, সূর্পনখা!
কি কুক্ষণে দেখেছিলি তুইরে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভূজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুখী
পাবকশিখারূপিনী জানকীরে আমি

আনিনু এ হৈম গেহে?

অথবা

—সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।

অথবা—

"উদিলা আদিত্য এবে উদয় অচলে
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন
উন্মিলী নয়নপদ্ম সুপ্রসন্নভাবে
চাহিলা মহীর পানে।"

অথবা—

"হায়রে মায়ের প্রাণ প্রেমাগার ভবে
তুই ফুলকুল যথা সৌরভ আগারে।"

প্রভৃতি শতশত উপমা তাঁহার কাব্যের সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। মধুসূদন যে কিরূপ ভাবুক ছিলেন এবং প্রকৃতির প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার কিরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিল তাহা এই সমস্ত উপমা দ্বারাই সুন্দররূপে উপলব্ধি হইতে পারে। তাঁহার উপমাগুলি কি সুন্দর, কি প্রাণস্পর্শী—কি স্বাভাবিক!

উদ্দাম কল্পনাশক্তিতেও মধুসূদন বঙ্গ কবিকুল মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত। তাঁহার আবেগময়ী সর্ব্বতোমুখী কল্পনাশক্তি অক্লিষ্টপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় অপ্রতিহত গতিতে কখন স্বর্গে; কখন মর্ত্ত্যে, কখন ব্রহ্মলোকে—কখন প্রেতপুরে গমন করতঃ তথাকার রমনীয় ও ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থসমূহের এমনি আশ্চর্য্য চিত্রাবলী সংগ্রহ করে যে তাহা পাঠ করিতে করিতে পাঠককে দেশ ও কালের ব্যবধান বিস্মৃত হইয়া যাইতে হয় এবং স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় কখন হর্ষ, কখন বিস্ময়, কখন ক্রোধ, কখন করুণরসের দ্বারা অভিভূত হইয়া অবশেষে বাষ্পাকুললোচনে তাহার পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের "চিরতুষারাবৃত অভ্রভেদী ধবলগিরির" বর্ণনা, ইন্দ্র ইন্দ্রাণীর ব্রহ্মলোকে গমন, দেবশিল্পীর উত্তরমেরুস্থিত আবাস ভবনের বিবরণ এবং মেঘনাথবধ কাব্যের যমলোকের বিবরণ পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে প্রকৃতই একজন অদ্ভুত ক্ষমতাশালী ঐন্দ্রজালিক বলিয়া ভ্রম জন্মে। অদ্ভুত কল্পনাশক্তিসম্পন্ন কবিবরের সুনিপুণ বর্ণনার সর্ব্বাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা অসম্ভব। আমরা অতি সংক্ষেপে ব্রহ্মলোক বর্ণনার স্থূল স্থূল অংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

দেবদম্পতী হিমগিরিশিখরস্থ "অভ্রভেদী দেবাত্মা ভীষণদর্শন" ধবলগিরি হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করিতেছেন। তাঁহাদের "হৈমব্যোমযান"

"উঠিল অম্বরপথে
মহাবেগে ঐরাবতসহ সৌদামিনী
বহি পয়োবাহ যথা;"

মেঘদল—

"দেখি দেবরথে দেবদম্পতীরে
শিহরে অম্বরতলে সাষ্টাঙ্গে পড়িল
অমনি। চলিল রথ মেঘময় পথে"

তারপর দেবযান মেঘমালা এড়াইয়া এবং রথচক্রের "ভৈরব আরাবে" দিগ্বারণগণকে সংক্ষুব্ধ করিয়া আরও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল।

"——চলিল বিমানে;
কতদূরে চন্দ্রলোক অম্বরে শোভিল,
রজদ্বীপ নীলজলে। সে লোকে পুলকে
বসেন রতনাসনে কুমুদবান্ধব

কামিনীকুলের সখী যামিনীর সখা,—
মদনরাজার বঁধু, দেব সুধানিধি,
সুধাংশু।”

চন্দ্রলোক হইতে “দেবরথ দ্রুতে উত্তরিল বসে যথা রবির মণ্ডলী গগনে।”

রাশিচক্র মধ্যস্থিত এই “সূর্য্যলোককে” দ্রুতবেগে অতিক্রম করিয়া দেবযান আরও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। অকস্মাৎ কারণ-কিরণের প্রখর-রশ্মিজালে দেবদম্পতীর নয়নযুগল ঝলসিত হইল। চারুহাসিনী পৌলোমী সভয়ে নয়ন মুদিত করিল।

“দেব পুরন্দর
অসুরারি, তুলি রোষে দম্ভোলি যে করে
বৃত্রাসুরে অনায়াসে নাশেন সংগ্রামে
সেই কর দিয়া এবে প্রভার বিভাসে
চমকি ঢাকিলা আঁখি।”

সুতেশ্বর মাতলি বিস্ময়ে অন্ধভাবে সংজ্ঞা-শূন্যের ন্যায় রথরশ্মি ছাড়িয়া দিল।

“রথচূড়াশিরে
মলিনিল দেবকেতু, ধূমকেতু যেন
দিবাভাগে।”

দিবাভাগে ধূমকেতুর ন্যায় সেই দেবকেতু বিমলিন বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে রথ কারণ-সলিল বিরাজিত ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইল।

“আইল এবে রথ ব্রহ্মলোকে।
মেরু কনক মৃণাল কারণ-সলিলে,
তাহে শোভে ব্রহ্মলোক কনক উৎপল;
তথা বিরাজেন ধাতা, পদতল যাঁর
মুমুক্ষুকুলের ধ্যেয়, মহামোক্ষধাম।”

“অদূরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্রবাসব
কাঞ্চনতোরণ, রাজতোরণ-আকার,
আভাময়; তাহে জ্বলে আদিত্য আকৃতি,
প্রতাপে আদিত্য জিনি, রতননিকর।
নয়নচক্ষু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা,
কেমনে নর-রসনা বর্ণিবে তাহারে
অতুল ভবমণ্ডলে।”

ভীষণদর্শন ধবলগিরি-শিখর হইতে দেব-দম্পতীকে মেঘলোক, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক অতিক্রম করিয়া কারণজ্যোতিপূর্ণ কারণ-সলিল মধ্যস্থিত ব্রহ্মলোকে সমানীত করিতে মধুসূদন যে অদ্ভুত কল্পনাশক্তি ও বর্ণনা-চাতুর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—তাঁহার বর্ণিত দেবশিল্পীর আবাসস্থান ও শিল্পাগার এবং মেঘনাথবধের যমলোক ও অশোক-কাননের দৃশ্য এবং বীরাঙ্গনাকাব্য প্রভৃতিতেও তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাতালপুরস্থিত দৈবগণের সভা, সুমেরুশৃঙ্গে দেবরাজের তপশ্চর্য্যা, ব্রহ্মলোক বর্ণন, বিশ্বকর্ম্মার শিল্পাগার বর্ণন প্রভৃতি বৃত্রসংহারের অনেক-গুলি প্রধান প্রধান চিত্রের প্রথম উন্মেষ আমরা মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যেই প্রাপ্ত হই। এমন কি

“দেব পুরন্দর
অসুরারি, তুলি রোষে দম্ভোলি যে করে
বৃত্রাসুরে অনায়াসে নাশেন সংগ্রামে।”

প্রভৃতি পংক্তিতে যেন “বৃত্রসংহার” কাব্যের আদি বীজ নিহিত বলিয়া মনে হয়। পাঠক দেখিবেন মধুসূদনের প্রতিভা কেবল তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থাবলীতেই বিকশিত হইয়া নিঃশেষিত হয় নাই, তাহা বঙ্গভূমির অপর একজন প্রতিভাশালী কবির কল্পনা উদ্দীপনেও কিরূপ সহায়তা প্রদান করিয়াছিল।

তিলোত্তমার বিলাসলীলা বর্ণনাতেও কবি যে আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে চমৎকৃত ও বিস্মিত হইতে হয়। তিলোত্তমাকে লইয়া দেবরাজ দৈত্যদ্বয়ের বিহারস্থান বিন্ধ্যারণ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। ঋতুরাজ বসন্ত ও কামদেব সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্যভাবে চলিলেন। তিলোত্তমা সেই অপরিচিত বন মধ্যে সভয় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কখন নিজ নুপূরের ধ্বনিতে কখন পত্রের মর্ম্মরে মলয়বায়ুর হিল্লোলে চমকিত হইতে লাগিলেন—

“মৃদুগতি চলিলা সুন্দরী
মুহুর্মুহুঃ চাহি চারিদিকে, চাহে যথা—
অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিনী; কভু
চমকে রমণী শুনি নুপূরের ধ্বনি।”

তাঁহার ভুবনমোহনরূপ দেখিয়া বিন্ধ্যারণ্যবাসি-গণ বিমুগ্ধ হইল—

“কত স্বর্ণলতা
সাধিল ধরিয়া আহা রাঙা পা দুখানি,
থাকিতে তাদের সাথে; কত মহীরুহ
মোহিত মদনমদে দিলা পুষ্পাঞ্জলি;
কত যে মিনতি স্তুতি করিলা কোকিল
কপোতীরসহ, কত গুণ গুণ করি
আরাধিলা অলিদল—কে পারে কহিতে?
আপনি ছায়াসুন্দরী ভানুবিলাসিনী
তরুমূলে, ফুলফল ডালায় সাজায়ে
দাঁড়াইলা সখীভাবে বরিতে বামারে;
নীরবে চলিলা সাথে সাথে প্রতিধ্বনি;
কলরবে প্রবাহিনী পর্ব্বত-দুহিতা
সম্বোধিলা চন্দ্রাননে, বনচর যত
নাচিল হেরিয়া দূরে বন-শোভিনীরে
... ...
সাহসে সুরভিবায়ু ত্যজি কুবলয়ে
মুহুর্মুহুঃ; অলকান্ত উড়াইয়া কামী
চুম্বিলা বদনশশী। তা দেখি কৌতুকে
অন্তরীক্ষে মধুসহ মদন হাসিলা।”

পাঠক দেখিবেন মধুসূদন মহাকবি Words worthএর ন্যায় প্রকৃতিদেবীকে কিরূপ “Living and speaking presence of thoughts” নানা ভাব—নানা ভাষাময়ী মূর্ত্তিমতী সজীবতার মহাবিকাশ বলিয়া মনে করিতেন।

“মলিনবদনা দেবী, হায়রে যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকররাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি;
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে।
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন।”

প্রভৃতি পংক্তিগুলিতে অতি অল্প অথচ মর্ম্ম-স্পর্শী ভাষায় কবি মধুসূদন অশোকবনস্থিতা সীতাদেবীর যে সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, রমণী সৌন্দর্য্য বর্ণনায় তাহা মহাকবি সেক্স-পিয়র অথবা কালিদাসের সহিত তুলনীয় হইবার যোগ্য। অতি অল্প কথায় শুধু একটী মাত্র উপমা দ্বারা কবি সীতাদেবীর সৌন্দর্য্যের যে সুমধুর প্রতিবিম্ব পাঠকের মনদর্পণে প্রতিফলিত করিয়াছেন তাহা ভাবে ও স্থায়ীত্বে কত সুন্দর কত মনোহর!

চমকি শিবিরে শূর রবিকুলরবি
কহিলা সম্ভাষি মিত্র বিভীষণে;—“দেখ,
হে সখে! কাঁপিছে লঙ্কা মুহুর্মুহুঃ এবে
ঘোর ভূকম্পনে যেন! ধূমপুঞ্জ উড়ি
আবরিছে দিননাথে ঘন ঘন-রূপে;
উজলিছে নভস্তলে ভয়ঙ্করী বিভা,

কালাগ্নিসম্ভবা যেন। শুন কাণ, দিয়া,
কল্লোল, জলধি যেন উছলিছে দূরে
লয়িতে প্রলয়ে বিশ্ব। কহিলা সত্রাসে
পাণ্ডুগণ্ডদেশ—রক্ষঃ, মিত্র-চূড়ামণি ;—
"কি আর কহিব, দেব ? কাঁপিছে এ পুরী
ঋক্ষেবীর পদভরে, নহে ভূকম্পনে।
কালাগ্নিসম্ভবা বিভা নহে যা দেখিছ
গগনে, বৈদেহীনাথ ! স্বর্ণ-বর্ম্ম-আভা
অস্ত্রাদির তেজঃ সহ মিশি উজলিছে
দশদিশ। রোধিছে যে কোলাহল, বলি !
শ্রবণকুহর এবে, নহে সিন্ধুধ্বনি ;
গরজে রাক্ষসচমূ, মাতি বীরমদে"

এবং

"মদকলকরী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর ! এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কার।
শুনিছি রাক্ষসপতি। মেঘের গর্জ্জনে !
সিংহনাদে ; জলধির কল্লোলে ; দেখেছি
ক্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন
পথে ; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে ;
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড টঙ্কারে।
কভু নাহি হেরি শর হেন ভয়ঙ্কর।"

প্রভৃতি পংক্তিগুলিতে কবি রণসজ্জা ও সমর সংঘটনের যে অপূর্ব্ব বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা কি ভাষায়, কি ভাবে, কি গাম্ভীর্য্যে কি বর্ণনাচাতুর্য্যে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ কবির উপযুক্ত সন্দেহ নাই।

কিন্তু মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গে অশোক-কাননে "রাঘববাঞ্ছা" সীতাদেবী ও বিভীষণ-পত্নী সরমাসুন্দরীর কথোপকথনছলে কবি-মধুসূদন যে একটী অপূর্ব্ব এবং মনোহর চিত্র প্রদান করিয়াছেন তাহার তুলনা বঙ্গসাহিত্যে কেন, সমগ্রকাব্যজগতে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাসববিজয়ী বীর ইন্দ্রজিৎ পুনর্ব্বার সেনা-পতিপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। আশামুগ্ধ লঙ্কাবাসী নরনারীগণ মহোৎসবে মাতিয়া রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। গৃহে গৃহে সুবর্ণ-দীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে।

"ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে।"

কিন্তু হায় ! সেই আনন্দ-সলিল মগ্ন লঙ্কাপুরীর মধ্যে একটী মাত্র উপবনে সে আনন্দ-কল্লোল পরিশ্রুত হইতেছে না—সেই উপবনটী "অশোককানন।" সেখানে

"একাকিনী শোকাকুলা—
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধার কুটীরে নীরবে।"

কিন্তু চতুর্দ্দিকে শত্রু পরিবেষ্টিত এই লঙ্কাপুরীর অভ্যন্তরেও তাঁহার সুখদুঃখভাগিনী একজন ছিলেন তিনি বিভীষণপত্নী—সরমা "রক্ষ-কুলরাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ বেশে।"

রক্ষোবধূ সরমাসুন্দরী সীতাদেবীর দুঃখ-দগ্ধহৃদয়ে শান্তনাবারি পরিসেচনের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে সুযোগ উপস্থিত হইলেই অশোক-বনে আগমন করিতেন এবং তাঁহার অতীত কাহিনী শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। আজ দুরন্ত চেড়ীদিগকে দূরবনে উৎসব কৌতুকে মত্ত দেখিয়া সরমাসুন্দরী উপযুক্ত অবসরে অশোক-কাননে আসিয়াছেন। তাই মধুরভাষিণী সীতাদেবী তাঁহার অনুরোধে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন—

"যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পুত বারিধারা কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি

সরমারে ;—হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি ! পূর্ব্বকথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মন দিয়া।—

তারপর কিরূপে বন্য কপোতকপোতীর ন্যায় "মর্ত্ত্যে সুরবনসম" পঞ্চবটীবনে গোদাবরী-তীরে রামচন্দ্রের সহিত কিরূপ সুখে তাঁহার দিনগুলি অতিবাহিত হইত, কাননের অধি-ষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় বনপালিত পশুপক্ষী, বনবাসিনী ঋষিবধূ, বনসঞ্জাত কুসুম ও পাদপ-রাজির সহিত অরণ্যবাসী হইয়াও কিরূপ সুখে ও আনন্দে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইত তারপর কিরূপে তাঁহার সে সুখও অন্তর্হিত হইল—কিরূপে ছদ্মবেশী রাক্ষসরাজ ছলে বলে কৌশলে তাঁহাকে হরণ করিয়া আনিল ইত্যাদি বিষয়ের এক সুদীর্ঘ সকরুণ বিষাদমাখা বিবরণ দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত প্রদান করিলেন। সীতাদেবী ও সরমার কথোপকথনের মধ্যে মধুসূদন যে অপূর্ব্ব কবিত্ব যে অদ্ভুত বর্ণনাশক্তি যে অপরূপ কল্পনাশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা প্রকৃতই বর্ণনাতীত। তিনি অপর কোন কাব্য রচনা না করিয়া যদি শুধু এই অংশটীই লিখিতেন তাহা হইলেও তিনি কবিকুলে অমরত্ব লাভ করিতে পারিতেন। কথিত আছে মেঘনাদবধের এই অংশ রচনা করিয়া মধুসূদন তাঁহার বাল্যবন্ধু শ্রদ্ধেয় বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন "Well Raj, will not this make me immortal ?" অর্থাৎ ইহা কি আমাকে অমর করিবে না ? আমরা বলি মধুসূদনের আশা সম্যক ফলবতী হইয়াছে।

বিনয়, ধর্ম্মপরায়নতা এবং উদারতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণের আধার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াও একমাত্র ভীরুতা ও চরিত্রগত দুর্ব্বলতাদোষে দুষিত করায়, দুগ্ধে গোমূত্র-বিন্দুর ন্যায় তাঁহার মেঘনাদবধের রামচন্দ্র-চরিত্র নানা দোষদুষ্ট হইয়াছে এবং মহাবীর লক্ষ্মণের চরিত্রও তাঁহার দ্বারা সুচিত্রিত হয় নাই সত্য কিন্তু তথাপি মেঘনাদ, রাবণ, প্রমীলা, সীতাদেবী প্রভৃতি অনেকগুলি চরিত্রের অঙ্কনে কবি মধুসূদন যে অতি উচ্চাঙ্গের প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চরিত্রাঙ্কন বিষয়েও মধুসূদন কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাঁহার বর্ণিত এই সমস্ত চরিত্র হইতে তাহা পরিস্কার উপলব্ধি হইতে পারে।

মেঘনাদবধ কাব্যে আমরা সীতাদেবীর সহিত দুইবার মাত্র সাক্ষাৎকার লাভ করি। প্রথমবার মেঘনাদের অভিষেকের পরে এবং দ্বিতীয়বার মেঘনাদের মৃত্যুর পরে। আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের দুই এক স্থান উদ্ধৃত করিয়া মধুসূদনের সীতাচরিত্র যে কত সুচিত্রিত হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

যে সময় মায়ামৃগের চীৎকারধ্বনিতে সীতাদেবী বিকলচিত্ত হইয়া লক্ষ্মণকে রামচন্দ্রের রক্ষার্থ গমন করিতে অনুরোধ করিতেছেন, সেই সময় তাঁহার আদেশ পালনে বিলম্ব করিতে দেখিয়া সীতাদেবী লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "ওরে দুরাচার কুলদূষণ, তুই অনার্য্যদিগের ন্যায় দয়ার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্। লক্ষ্মণ তোর ন্যায় প্রচ্ছন্নচারী নৃশংস স্বভাব শত্রুর মনে যে কদর্য্য অভিপ্রায় থাকিবে ইহা বিচিত্র নহে। তুই অত্যন্ত দুষ্ট-স্বভাব। তুই ভরত কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া বা স্বয়ংই আমাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষ করতঃ অভিপ্রায় গোপন করিয়া একাকীই

বনে একক রামের অনুগমন করিয়াছিস্। ইত্যাদি

ইহা মহাকবি বাল্মীকি চিত্রিত সীতাদেবীর উক্তি। ঐরূপস্থলে মধুসূদনের সীতাদেবী কি বলিতেছেন শুনুন—

"সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী ;
কে বলে ধরিয়াছিল গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর ? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর। ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু দুর্ম্মতি।
রে ভীরু, রে বীরকুলগ্লানি, যাব আমি
দেখিব করুণস্বরে কে স্মরে আমারে।"

যে লক্ষ্মণ ভ্রাতৃপ্রেমে আত্মহারা হইয়া রাজ্যধন, স্নেহময়ী মাতা, প্রেমময়ী পত্নী প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করতঃ রামচন্দ্রের সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন—যাঁহার চক্ষু সীতাদেবীর চরণ সংলগ্ন নুপুরের ঊর্দ্ধগামী হয় নাই সেই লক্ষ্মণের প্রতি বাল্মীকি বিরচিত উক্তিই স্বাভাবিক, কি মধুসূদনের বিরচিত উক্তিই স্বাভাবিক পাঠক তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। আমাদিগের বিবেচনায় এইস্থলে মধুসূদনের সীতাদেবী মহর্ষি বাল্মীকির সীতাদেবীকে চরিত্রের উজ্জ্বলতায় বহুলাংশে পরাজিত করিয়াছে। মধুসূদনের হস্তে সীতাদেবীর চরিত্র যেন অনেক উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছে। মধুসূদনের সীতাদেবী তাঁহার শ্রেষ্ঠতম শত্রুর প্রতিও মহত্ব প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। সীতাদেবীর অঙ্গের অলঙ্কার অপহরণের জন্য সরমা লঙ্কেশ্বরকে দোষী সাব্যস্ত করিলে সীতাদেবী স্বীয় মহত্ব প্রদর্শন করতঃ বলিয়াছিলেন ;—

"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি বিধুমুখি,
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী ধরিল আমারে
বনাশ্রমে।

তৎপর মেঘনাদবধের অন্তে রক্ষোকুলের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়াও আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন—

"কুক্ষণে জনম মম সরমা রাক্ষসি,
সুখের প্রদীপ সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশী যে গৃহে হায় ! অমঙ্গলরূপী
আমি।
হেদে দেখ হেথা—
মরিল বাসবজিত অভাগীর দোষে
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে বর্ণিতে।
মরিবে দানববালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে। ইত্যাদি।

সীতাচরিত্রের এই অনুপম দেবভাব মূল রামায়ণে নাই। ইহা মধুসূদনকে অমর করিবার উপযুক্ত।

মধুসূদন তাঁহার "মেঘনাদ" চরিত্র বর্ণনাতেও তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মেঘনাদের চরিত্রে সর্ব্বত্রই এক বিচিত্র নির্ভিকতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

বীরচূড়ামণি বীরবাহুর মৃত্যুতে স্বয়ং রাবণ পর্য্যন্ত বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ ; কিন্তু ইন্দ্রজিত তাহা শ্রবণ করিয়া বলিতেছেন—

"শিশু ভাই বীরবাহু, বধিয়াছে তারে
পামর ; দেখিব মোরে নিবারে কি বলে।

যুদ্ধগমনের প্রাক্কালে পিতাকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন—

"কিন্তু অনুমতি দেহ সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি ; ঘোর শ্মশানলে
করি ভস্ম বায়ু অস্ত্রে উড়াইব তারে,
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"

জননীর নিকট বিদায় গ্রহণের সময়েও বলিতেছেন—

"কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি ?
... ...
পাইয়াছি পিতৃ আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি
কে আঁটিবে দাসে দেবি, তুমি আশীষিলে।"

পত্নীর নিকট বিদায় কালে বলিতেছেন—

"———এখনি আসিব,
বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা সুশোভিনি !"

মধুসূদন বর্ণিত মেঘনাদ কেবল নির্ভীক বীর নহেন। "তিনি স্বদেশবৎসল, পিতৃমাতৃভক্ত, পত্নীর প্রতি প্রীতিপূর্ণ, অনুজগণের প্রতি স্নেহবান্, এমন কি আততায়ী শত্রুর প্রতিও আতিথেয় পরায়ণ।" লক্ষ্মণ তাঁহাকে বধের নিমিত্ত অসি উত্তোলন করিলেও তিনি বলিয়াছিলেন—

"———আতিথেয় সেবা
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে
রক্ষ রিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।

এ কথায় মেঘনাদবধ কাব্যের এই মেঘনাদের চরিত্রের তুলনা বঙ্গসাহিত্যে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এইরূপ কি রাবণের চরিত্রে, কি প্রমীলা-চরিত্রে কি ব্রজাঙ্গনার চরিত্রে কি অন্যান্য বহুচরিত্রে সর্ব্বত্রই কবির অসাধারণ চিত্রাঙ্কন নিপুণতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এস্থলে ঐ সমুদয় চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিবার স্থানাভাব। এই সমুদয় চরিত্র বর্ণনে মধুসূদন যে প্রতিভা ও মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার পূর্ব্বে অতি অল্প কবিই সেরূপ প্রতিভা ও মৌলিকতা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তেজস্বী সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তৎসম্পাদিত বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন—"বাঙ্গলা প্রাচীন দেশ, কিন্তু এই প্রাচীন দেশে দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। শ্রীহর্ষ বাঙ্গালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।" মধুসূদন যে কিরূপ প্রতিভাশালী কবি ছিলেন তাহা বঙ্কিমবাবুর ঐ সামান্য কয়েক পংক্তি হইতে অনুমিত হইতে পারে।

আজ বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের এক অভূতপূর্ব্ব যুগান্তর পরিলক্ষিত হইতেছে—পৃথিবীর সমগ্র সভ্যজাতিসমূহের ভাষার মধ্যে দীনা বঙ্গভাষাও তাঁহার উপযুক্ত আসনলাভে সমর্থ হইয়া ক্রমশঃ আরও উন্নতির অভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে—কিন্তু এই যুগান্তর ও অভ্যুদয়ের প্রাথমিক উষালোকে বঙ্গীয় সাহিত্যকাননের যে সমস্ত পিককুল জাগ্রত হইয়া তাঁহাদের সুমধুর কণ্ঠধ্বনিতে সমগ্র বঙ্গভূমি মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন তন্মধ্যে কবি মধুসূদনের আসন যে অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজ আমরা সেই বঙ্গীয় কবিকুলচূড়ামণির শ্রাদ্ধবাসরে, তাঁহার মৃত্যুর প্রায় ত্রিংশ বৎসর অন্তে, তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা স্মরণ করিয়া তাঁহার নিমিত্ত দুই ফোটা অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন করিবার নিমিত্ত এই স্থলে সমাগত হইয়াছি কিন্তু অদ্য এমনি ভাবে তাঁহার সুপবিত্র সমাধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সুখ ও দুঃখ, তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব স্মরণ করিবার নিমিত্ত তাঁহারই মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সমগ্র-

বঙ্গদেশবাসীগণকে আহ্বান করিয়া বলিতে ইচ্ছা করিতেছে—

"দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষতীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।"

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা,
বি, এল, বগুড়া।

ঐতিহাসিক একপৃষ্ঠা।

আর্য্যজাতির বঙ্গে আগমন *-কালে যে চাতুর্ব্বর্ণিক হিন্দুসমাজ এদেশে আসিয়াছিলেন,—বেদ ও ইতিহাসে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ত্তমানে আমরা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যনামক দুইটী উল্লিখিত বর্ণ দেখিতে পাই না; কিন্তু তাঁহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দুই চারিটী ইতিহাসপ্রক্ষিপ্ত কথা আলোচনাপূর্ব্বক প্রবন্ধ সমাপন করিব। অপিচ, প্রাচীনগ্রন্থে কায়স্থজাতির কোন পরিচয় প্রাপ্ত হই না; ইহারা যে ভুঁইফোড় নহেন—বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশজাত, তাহার কয়েকটী প্রমাণ প্রদত্ত হইবে।

বৌদ্ধবিপ্লবে † যখন সমগ্র ভারত পীতবস্ত্রে মণ্ডিত হইয়াছিল, তখন হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে কিংবা গৌরব করিতে একটী মনুষ্যও বর্ত্তমান ছিলেন কি না সন্দেহস্থল! ঈদৃক্ বিপ্লবের উত্তরকালে অর্থাৎ ৮ম শতাব্দীতে শঙ্করপ্রতিম মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাতপূর্ব্বক, বৈদান্তিক ও বৈষ্ণবসমাজ প্রতিষ্ঠা দ্বারা হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন করেন। এই সময়ে অনেক ব্রাহ্মণ সাবিত্রী পুনঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভারতে পাঠান শাসনের অবসানকালে হিন্দুদিগের প্রতিভা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে থাকে। তাঁহাদের মনে, নিকৃষ্টতা ও পরাধীনতার চিন্তা আশ্রয় লয়। ইহাতে তাঁহাদের সাহস, মনের বল, ধারণাশক্তি, স্বাধীন-চিন্তা ও কার্য্যক্ষমতা প্রভৃতি লোপ পাইতে লাগিল। পাঠান শাসনকালে হিন্দুদিগের অবস্থা বর্ণনা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসকার রমেশবাবু বলিয়াছেন;—

" * * * এই সময় হিন্দুদিগের ধর্ম্মভীরুতা বৃদ্ধি পাইল। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয়দিগের মর্য্যাদা হ্রাস পাইল; ধর্ম্মভীরুতার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য রহিল না। ব্রাহ্মণগণই কেবল বেদপাঠ ও উপবীত ধারণের অধিকারী, অন্য সকল জাতি শূদ্র বা শূদ্রের ন্যায় দাস, এই অশুভকর মত প্রচারিত হইল। আপনাদিগের আধিপত্য অধিকতর দৃঢ় করণার্থ ব্রাহ্মণগণ হিন্দুদিগের পুরাতন শাস্ত্রের স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। নূতন নূতন শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া সেইগুলি বেদব্যাস রচিত বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন।"

* * * *

ইহা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, পাঠান শাসনের উত্তরকালে ক্ষত্রিয়গণ বেদপাঠ ও উপবীতগ্রহণে বর্জ্জিত হইয়াছিলেন। অবশ্য ইহার কিছুকাল পরে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে রাজপুতনা ও মারহাট্টা প্রদেশে ক্ষত্রিয় প্রতিভার পুনর্ব্বিকাশ হইয়াছিল; কিন্তু দীপ নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে যেমন একবার আপন ঔজ্জ্বল্য ষোলকলায় বিকাশ করিয়া লয়, সেইরূপ বঙ্গীয় ক্ষত্রিয়গণের প্রতিভা চিরকালের মত নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সময়ে ক্ষণকালের নিমিত্ত সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

আলাউদ্দিন যখন চিতোর আক্রমণ করেন, তখন চিতোরের রাজলক্ষ্মী "মায়ি ভূখা হো" বলিয়া দৈববাণী করিয়া মহারাণার দ্বাদশ পুত্রের রক্তপানে অভিলাষিণী হইয়াছিলেন। মহারাণা, রাজলক্ষ্মীর এই রক্তপিপাসা শান্তি নিমিত্ত স্বীয় পুত্রদিগকে একে একে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পুত্র অজয় সিংহের উপর প্রগাঢ় স্নেহাতিশয্য নিবন্ধন তাঁহাকে বিশ্বস্ত সৈনিকগণের সমভিব্যাহারে আরাবালী পর্ব্বতে প্রেরণ করেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণও বর্ত্তমান ছিলেন।

এই সময়ে মালদেব, খিলজি সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপে মেবারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। অজয় সিংহের মৃত্যুর পর মেবার শাসনকর্ত্তা মালদেব তাঁহার কন্যার সহিত অজয় সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র হামিরের সম্বন্ধ উল্লেখপূর্ব্বক প্রস্তাব করিলে, হামির বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। বিবাহার্থ হামির তাঁহার ভ্রাতা মাণিক রাওকে সঙ্গে করিয়া চিতোরে উপস্থিত হয়েন। সঙ্গে কয়েকজন বিশ্বস্ত সৈনিক বর্ত্তমান ছিল। এই সময় রাজকীয় কর্ম্মসম্পাদন নিমিত্ত মালদেবকে রাজ্যের সুদূর প্রান্তে যাইতে হইয়াছিল। এই সুযোগে হামির চিতোর দুর্গ পুনরুদ্ধার করিয়া মেবারের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন!!!

মহারাণা প্রতাপসিংহের শাসনকালে এই মাণিক রাওয়ের বংশধর রাঘবরাম রাও তাঁহার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। যখন মহারাণা প্রতাপ যুদ্ধ করিতে করিতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তখন রাঘবরাম ভগ্নোৎসাহ হইয়া পূর্ব্বদিকে বাস করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। অবশেষে বঙ্গদেশস্থ বন্দীপুরে উপস্থিত হইলে দেখিতে পাইলেন যে, তথায় সর্প ও ভেক একত্র সাম্যভাবে ক্রীড়া করিতেছে। তাহাতে তিনি বঙ্গদেশকে আবাসের নিমিত্ত শান্তিপূর্ণ মনে করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর (সেলিম) তাঁহাকে 'রায় রায়ণ' উপাধী ও এক বিস্তীর্ণ জায়গীর প্রদান করেন।

* "আর্য্যজাতির বঙ্গে আগমন" নামক প্রবন্ধ শীঘ্রই প্রতিভায় মুদ্রণ নিমিত্ত প্রেরিত হইবে। লেখক।

† কথিত আছে জনৈক ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষু সিংহলে গমন করিলে, সিংহলরাজ তাঁহাকে ভারতীয় বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, "সমগ্র জম্বুদ্বীপ পীতবসনে মণ্ডিত।"

তাঁহার পৌত্র বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়-বংশজাত জানিয়া তাঁহাদের সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আপনাকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন।

বর্ত্তমানে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত পাশ্চাত্য সিবিলিয়ান প্রমাণ করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশস্থ-বন্দীপুরের "রায় রায়ন" পরিবার এই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়-কুলাবতংস মাণিক রাওয়ের বংশধর।

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সরকার,
করাইল।

লক্ষ্ণৌ বঙ্গীয়-কায়স্থসভা।

১৩১৫ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার আদর্শে লক্ষ্ণৌ বঙ্গীয় কায়স্থসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি এই সভা শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। এই সভার কয়েকটী বিশিষ্ট সভ্যের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য অধ্যবসায়ের ফলে অনেক কায়স্থসন্তান ঘৃণিত ও জঘন্য শূদ্রাচার পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত ব্যয়ে কয়েকটী বিবাহকার্য্যও সম্পন্ন হইয়াছে। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনকালে, তাঁহারা বিবিধ বাধাবিপত্তির মধ্যে পতিত হইয়াছেন—কত লোকের কটূক্তিবর্ষণ তাঁহা-দিগকে সহ্য করিতে হইয়াছে; কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা বিচলিত হন নাই—ইহাতে তাঁহাদিগের কার্য্যকারিনী শক্তি অধিকতর বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহাদিগের কার্য্যগুলির মধ্যে কোন কোন কার্য্যের বিবরণ আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় যথাসময়ে প্রকাশিত হই-য়াছে। ঐ সমস্ত পত্রিকার পাঠক মহাশয়েরা তাহা অবগত আছেন। উল্লিখিত বিশিষ্ট সভ্যগণের মধ্যে ভক্তিভূষণোপাধিক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি কায়স্থজাতির সেবায় আপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কায়স্থমাত্রই ইহার নিকট আদরের পাত্র। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রী সমস্ত কায়স্থের ইনি শুভচিন্তা করিয়া থাকেন। ঘোষ মহাশয়ের প্রযত্নে এখানে প্রতিবৎসর শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের পূজা হয় ও উৎসবে হিন্দুস্থানী কায়স্থভ্রাতাগণ আহ্লাদের সহিত যোগদান করেন। এতদ্দেশীয় হিন্দুস্থানী কায়স্থ-গণের মধ্যে ঘোষজ মহাশয়ের বিশেষ সম্মান আছে ও পদস্থ কায়স্থগণ তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করেন। সে দিনও শ্রীদোলপূর্ণিমায় ইঁহার যত্ন ও চেষ্টায় কয়েকটী কায়স্থসন্তান উপনীত হইয়াছেন। যাহা হউক, ২৩শে চৈত্র ১৩১৭ তারিখে অত্রত্য পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার মহাশয় অশেষ বাধাবিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ দ্বাদশ দিনে সম্পন্ন করিয়া এ প্রদেশের কায়স্থসমাজের মধ্যে যে একটী সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া-ছেন, তাহাতে তিনি নিজে ধন্য হইয়াছেন এ প্রদেশীয় কায়স্থজাতির মহোপকার সাধন করিয়াছেন। এস্থানে আরও দুই একটি শ্রাদ্ধ দ্বাদশদিনে সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি বিশেষ প্রকাশ্যভাবে ও সমারোহ-সহকারে সম্পাদিত না হওয়ায় জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই ও তাহা দৃষ্টান্ত স্থানীয় হইতে পারে নাই। মজুমদার মহাশয়ের জননীও একজন অসামান্যা মহিলা ছিলেন। এই কায়স্থ-মহিলা ১১ই চৈত্র সন ১৩১৭ তারিখে সজ্ঞানে তাঁহার প্রাণপ্রিয় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগোপালের ধ্যান করিতে করিতে—তাঁহার বালমূর্ত্তি (চিত্র) দর্শন করিয়া "আহা কি দেখিলাম" বলিতে বলিতে শ্রীগোলোকধামে গমন করিয়াছেন। এরূপ কেনই বা হইবে না! নবদ্বীপের অবতার-শিরোমণি শ্রীগৌরহরি অপূর্ব্ব প্রেমভাব দর্শন করিয়া যাঁহার মহাবংশের নিকট বিকাইয়াছিলেন, সুপ্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত রচয়িতা কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী যাঁহার গ্রামকে লক্ষ্য করিয়া গাহিয়াছিলেন—

"কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহ চৈতন্য পায়॥"

আলোচ্য মহিলা সেই দেশপ্রসিদ্ধ শ্রীপাট কুলীনগ্রামনিবাসী শ্রীবৃন্দাবনের অষ্টসখীর মধ্যে চম্পকলতিকা-নাম্নী সখীর অবতার শ্রীবসু রামানন্দ ঠাকুরের বংশসম্ভূতা। যাহা হউক পরম শ্রদ্ধাস্পদ মজুমদার মহাশয় এক্ষেত্রে যেরূপ ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মানসিকশক্তির সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থানীয় কায়স্থসভা এই সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য তাঁহার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছেন। এই শ্রাদ্ধে লক্ষ্ণৌবাসী অধিকাংশ কায়স্থসন্তান সমবেত হইয়াছিলেন এবং সহানুভূতিপূর্ণ বাক্যে মজুমদার মহাশয়কে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ২৪শে চৈত্র তারিখে সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই কায়স্থ-মহাশয়েরা মজুমদার মহাশয়ের ভবনে আগমন করিতে লাগিলেন এবং ভোজনের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত কায়স্থসমাজের হিতকর নানা বিষয়ের আলো-চনা করিতে লাগিলেন। সমাগত মণ্ডলীর সম্মুখে পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গৌর-ভূষণ গোস্বামী তত্ত্বনিধি মহাশয়—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" এই বিষয়টী অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা করেন। গোস্বামী মহাশয় নবদ্বীপের অবতার শ্রীগৌরহরির প্রসিদ্ধ পারিষদ কায়স্থকুলোদ্ভব বড়গাছিনিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বংশধর। বঙ্গের এই সু-প্রসিদ্ধ মহাবংশ কোন সময়েও উপনয়নশূন্য হন নাই। ইঁহারা কায়স্থ, নবশাখ প্রভৃতি জাতির দীক্ষাগুরু। যাহা হউক, গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতাটি বড়ই হৃদয়গ্রাহিনী হইয়া-ছিল। ইনি যেরূপ যুক্তিসহকারে ও সুমধুর ভাষায় কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব, উপনয়নগ্রহণ ও দ্বাদশদিনে অশৌচ পালনের আবশ্যকতা প্রভৃতি বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দ পরম পরিতোষ ও উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণও দয়া করিয়া এই শ্রাদ্ধে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং ঐ দিনে ভোজনও করিয়াছিলেন। তবে আক্ষেপের বিষয় অনেক ব্রাহ্মণই এই শ্রাদ্ধে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে বিরত ছিলেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত ক্ষত্রিয় কদাচ উন্নতিলাভ করিতে পারেন না এবং ক্ষত্রিয় ব্যতীত ব্রাহ্মণও উন্নত হইতে পারেন না। মনস্বীকুলের অগ্রগণ্য মনু এই সত্য উচ্চকণ্ঠে

ঘোষণা করিয়াছেন। পূজ্যপাদ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা যদি এই মহাবাক্য কৃপা করিয়া স্মরণ করেন—কায়স্থজাতির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করিয়া এই সমস্ত সমাজহিতকর কর্ম্মে সাহায্য প্রদান করেন, তাহা হইলে কায়স্থজাতির এবং সমগ্র দেশের পরম কল্যাণ সাধিত হয়।

শ্রীভাগবত বলিয়াছেন;—

"যো ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়মাবিশ্য বিভর্ত্তীদং স্বতেজসা।"

(৪র্থ স্কন্ধ, ৫১)

অর্থাৎ সেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব মহীয়ান্ পুরুষ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুইজাতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া এই বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। অতএব শ্রীভাগবত রচয়িতার এই মহাবা উপেক্ষা করিয়া এই দুইটী জাতির অন্যতর উন্নতির পথে অন্তরায় হইলে সমগ্র বি অকল্যাণ সাধন করা হইবে। পূজ্যপ সমাজরক্ষক ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা সকলেই এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবেন? কবে তাঁ দিগের চিরসঙ্গী—চির অনুমত কায়স্থজাতি সর্ব্বপ্রাণে সাহায্য করিয়া তাঁহারা ম কায়স্থজাতির ও দেশের কৃতজ্ঞতাভা হইবেন।

শ্রীচারুচন্দ্র সরকার বর্ম্ম
সম্পাদক কায়স্থসভা, লক্ষ্ণৌ

কাকসংবাদ।

নমস্কার মহাশয়। আমি সম্প্রতি দীর্ঘ-প্রবাসের পর স্বদেশে স্বনীড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। ইহা আনন্দের বিষয় হওয়াই উচিত ছিল; কিন্তু দুঃখী কাকের অদৃষ্টে বিধাতাপুরুষ বোধ হয়, সুখ লেখেন নাই। তাই বসতিতরুতে আসিয়াই যখন দেখিলাম, মদ্‌রচিত পুরাতন নীড়খানি বৈশাখী প্রবল ঝটিকাবর্ত্তে উড়িয়া যে কোথায় গিয়াছে তাহার কোন খবরই নাই; কাকিনী ছানা-গুলিকে লইয়া অতি কষ্টে নীড়-শূন্যাবস্থায় শাখার উপরে উপবিষ্ট হইয়াই সময় কাটাইতে-ছেন; তখন বড়ই দুঃখ হইল। অতি যত্নে নির্ম্মিত * কুলায়টী বিনষ্ট হওয়ায় কষ্ট ত হইবারই কথা—তাতে আবার নূতন কা নীড় নির্ম্মাণ করিতে হইবে; তাহাতে প পরিশ্রমের প্রয়োজন—শান্তিলাভের আ স্বদেশে আসিয়া প্রথমেই অশান্তির দেখা হওয়ায় মনে হইল, দুঃখীর সুখলাভের আকাঙ্ক্ষা দুরাশা মাত্র। সুখী হইবেন; কোনরূপে বাসযোগ্য তরুর পূর্ব্ব শাখায় দীর্ঘস্থায়ী একটী রচনা করিয়াছি। আজকাল ঝঞ্ঝাট বাসার কোন নৈপুণ্য নাই, তাহারা বিলক্ষণ জানেন। কাকের বাসার নি নৈপুণ্য না থাকিলেও অতি যত্নে নির্ম্মিত পারে। কাকসমাজেও বাসা নির্ম্মাণে ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয়—আমি একটু সাংস ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নীড় রচনা কর পাঠকগণ হাস্যসংবরণ করিবেন।

* অতি যত্নে নির্ম্মিত কুলায় পড়িয়া আপনার পাঠকগণ হয়ত হাসিবেন। কাকের

কম হওয়ায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলাম। দেশে আসিয়াও আমি স্থির হইয়া বাসায় বসিয়া দুদিন আরাম ভোগ করিতে পারিতেছি না। আপনি জানেন, আপনাদের হিসাবী মানবের ন্যায় আমাদের সঞ্চয়প্রবৃত্তি নাই—'দিন আনি দিন খাই', এই আমাদের অবস্থা। কাজেই সাধ্য কি যে বসিয়া থাকি? ইতোমধ্যে অনেক গ্রাম নগর পরিভ্রমণ করিয়াছি; অনেক তথ্য জানিয়াছি। সব বৃত্তান্ত জানা আপনার নিষ্প্রয়োজন। তবে, আপনার কাজে আসিতে পারে অথবা আপনার জাতির উপকারে আসে, এমন কথা অবশ্যই আমি না বলিব এমন নহে। আর তজ্জন্যই আজ আপনার সহিত দেখা করিতে উপস্থিত। আপনার স্বজাতি—কায়স্থজাতির প্রতি আমার বড়ই সহানুভূতি। কেন এত সহানুভূতি তাহা কি আপনি জানেন? আপনারা যেমন মানব সমাজে ক্ষত্রিয়—পক্ষিসমাজে আমরাও তেমনি ক্ষত্রিয়। পক্ষিদেহ ধারণ করিয়া থাকিলেও আমি নির্ব্বোধ নহে; সর্ব্বজাতীয় ক্ষত্রিয়ের প্রতিই আমার সমমমতা বিদ্যমান। কোন জাতীয় ক্ষত্রিয় কোন বিষয়ে পরাজিত বা অপদস্থ হয়; ইহা আমি একেবারেই সহিতে পারি না। আপনারা জাতীয় উন্নতিকল্পে যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন; তাহা অতীব প্রশংসাযোগ্য। এই জন্য আমি আপনাদের উপর বড়ই সন্তুষ্ট। আপনারা বঙ্গীয়কায়স্থজাতির পরিত্যক্ত ক্ষত্রাচার পুনঃ সমাজে প্রবর্ত্তনের যত্ন করিতেছেন; ইহা বুদ্ধিমত্তা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক হইলেও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণজাতির কিয়দংশ ও আপনার স্বজাতির অঙ্গারাংশ উহার যথাসাধ্য বিঘ্নোৎ-পাদন করিতেছে। ব্রাহ্মণেরা ঈর্ষাবশতঃ ও জাতীয় অঙ্গারেরা কুসংস্কার ও অজ্ঞানতানিবন্ধন প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। কায়স্থসমাজের অতি বিজ্ঞতা, ধীরতা ও উপেক্ষা উহাদিগকে যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করিতেছে। আমি জানিতে পারিয়াছি, কায়স্থজাতি বিগত বর্ষে উপনয়ন গ্রহণে অনেক অগ্রসর হইয়াছে; কিন্তু তাহা হইলে কি হয় বিচ্ছিন্নভাবে উপবীতী হওয়ায় এবং নিরুপবীত কায়স্থের সকল স্থানে সহায়তা না পাওয়ায় বিরোধী ব্রাহ্মণেরা কায়স্থের শুভ-উদ্যমকে ব্যর্থ করিবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণদের সহিত উপ-বীতী কায়স্থের বিরোধ দৃষ্ট হইত; বর্ত্তমানে প্রায় সর্ব্বত্রই উপবীতী কায়স্থগণকে জব্দ করিবার জন্য সমবেতভাবে ব্রাহ্মণেরা কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে। তাহারা উপবীতী কায়স্থের ভবনে কোন ক্রিয়াকর্ম্মে উপস্থিত হইবে না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে; যে সকল পুরোহিত উপবীতীর ক্রিয়াকলাপ নিষ্পন্ন করিতেছেন, তাহাদিগকেও সংশ্রব ত্যাগের ভয় দেখাইয়া স্বদলে আনিবার সঙ্কল্প আটিয়াছে। তাহারা নাপিত, ধোবা প্রভৃতি জাতিকে কায়স্থের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে। কোন কোন স্থানে অগ্রদানী ব্রাহ্মণকেও হস্তগত করিবার বিফল চেষ্টা করিতেছে। সর্ব্বপ্রকারে উপবীতী কায়স্থ-দিগকে হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ডের সুনির্ব্বাহে বঞ্চিত করিবার উপায় নির্দ্ধারণের কোনরূপ যত্নের ত্রুটী করিতেছে না। একে ব্রাহ্মণদের এরূপ ঘৃণিত চেষ্টা, তাতে আবার

স্বজাতীয় নির্ব্বোধ সম্প্রদায়ের আত্মদ্রোহিতা উপবীতী কায়স্থদিগকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা যেন নিঃস্বার্থ—পরোপকারে মনোসংযোগ করিয়াছেন! বলিতে পারেন আপনার স্বজাতীয় 'মহাপ্রভুরা' স্বার্থচিন্তা বিবর্জ্জিত হইয়া বংশ ও সম্পদাভিমানে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছেন কেন? জাতীয় গৌরব জাতীয় শক্তি যে চির অস্তমিত হইয়া যাইতেছে—কায়স্থজাতির সম্বন্ধে কায়স্থেতর সমগ্র জাতির যে, একটা সম্ভ্রমভাব, ভীতির ভাব ছিল, তাহা একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছে; তাহা তাহারা দেখিতে পাইতেছে না কেন? ভবিষ্যতে এই কর্ম্মফলের তিক্তাস্বাদ যে ভোগ করিতে হইবে, তাহাদের হৃদয়ে একবারও ইহা উদয় না হইবার কারণ কি? অহর্নিশ অর্দ্ধান্ধ হইয়া থাকাই কি ইহার যথেষ্ট কারণ? ধিক্ তাহাদিগকে যাহারা অন্ধ। অন্ধদের ন্যায় হতভাগ্য দ্বিতীয় আর কে? ব্রাহ্মণেরা আপনাদের—কায়স্থদের মস্তকোপরি চিরকালই আছেন। আজ যদি তাহারা মূর্খের ন্যায় আশ্রয়স্থানটাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলেন; ক্ষতি তাহাদেরই হইবে। তাহারা তাহা মোহবশতঃ আজকাল বুঝিতে না পারিলেও পরে নিশ্চয় অনুতপ্ত হইবেন তাহা নিশ্চয়। কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধাচরণ না করিলেও বর্ত্তমানে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণেরা যেমন সমবেতভাবে কায়স্থের উন্নতির উদ্যমকে নিহত করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন; সমগ্র কায়স্থজাতিটা যদি একমতাবলম্বী হইয়া আত্মোন্নতিবিধানে আত্মগৌরব রক্ষায় প্রয়াসী হইতেন; তবে উন্নতির চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও আক্ষেপের রেখা থাকিত না। কায়স্থের জাতীয়শক্তি উপলব্ধি করিয়া শান্তিলাভ করা যাইত—মনকে প্রবোধ দেওয়া যাইত। কায়স্থজাতির ন্যায় হতভাগ্য কোথায়? যাহারা আত্মদ্রোহী তাহাদের ন্যায় নারকী কে? ব্রহ্মণেরাই ধন্য—তাহারা প্রত্যাশী হইয়াও ত্যাগী—অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়াও নিগ্রহ করিতে সাহসী ও উদ্যত। আর আপনারা? প্রদাতা ও অনুগ্রহকারী হইয়াও তস্করের ন্যায় কাপুরুষ। জগতের কোথাও এরূপ বিসদৃশভাব লক্ষিত হয় না। পদাঘাতে ভূপতিত হইয়া আবার সেই পদলেহনের প্রবৃত্তি, বোধহয় ভারতছাড়া কুত্রাপি স্বীকৃত নহে। আমি কাক—অনুভব করিতে পারি—চীৎকার করিতে পারি—কাজ করিতে পারি না—কর্ম্মশক্তি আপনাদের হাতে আপনারা ইচ্ছা করিলে সবই হইতে পারে। উপবীতীদিগের বিপদ আপদ আজ আর কল্পনার বিষয় নহে—স্বচক্ষে দেখিতেছেন—তাঁহাদের বিপন্নাবস্থা—দূরীকরণের জন্য যে উপায় অবলম্বনীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন উপবীতী কায়স্থের কেহ কেহ বলিতেছেন, "জাতিবিদ্বেষ প্রচার করিলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়—যখন ঈর্ষাপরায়ণ ব্রাহ্মণ কায়স্থজাতির বিরুদ্ধে সকল জাতিকে উত্তেজিত করিতেছে—বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিতেছে—তখন সকল জেলায়ই দুচারটা 'জাতিবিদ্বেষ প্রচার' ঘটিত মোকদ্দমা আদালতে দায়ের করিলে সহজেই সকল গোলমাল মিটিয়া যাইতে পারে।" ইহা কতদূর সঙ্গত ও সঙ্গত তাহা আমি বলিতে পারি না। যেহেতু মানুষের আইন, পাখী আমি

নাই। আমার মনে হয়; জড় প্রায় নির্জ্জীব সমাজকে চৈতন্যসম্পন্ন করিলেই নিপীড়িত উপবীতী কায়স্থের সামাজিক বিড়ম্বনা সহজেই তিরোহিত হইবে। কতগুলি উপযুক্ত প্রচারকের প্রয়োজন। তাহাদের দ্বারা বিস্তর কাজ হইবে। গ্রামে গ্রামে তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিয়া কায়স্থসমাজকে উদ্বোধিত করিলে দেখিতে পাইবেন; কায়স্থসমাজের শীর্ষদেশে যে একখণ্ড বিপদের মেঘ দেখা যাইতেছে ও থাকিয়া থাকিয়া গর্জ্জন করিতেছে; উহা দেখিতে না দেখিতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। কায়স্থজাতি জাতীয়তায় মত্ত না হইলে পরগাছার স্থূলদেহ কখনি কৃশ হইবে না। দেহ কৃশতাপ্রাপ্ত না হইলে কায়স্থতরুর প্রতি প্রকৃত ব্যবহারের ভাব তাহাদের চিত্তে কদাপি জাগ্রত হইবে না। মোহপ্রাপ্ত কায়স্থজাতি যেমন বিরাট—মোহ তিরোধানের উপায়, তেমন সুপ্রশস্ত করা হয় নাই। এমন অনেক কায়স্থপল্লী আছে, যেখানে নবভাবের ক্ষীণ প্রবাহও প্রবেশলাভ করে নাই। মহাশয়, 'প্রচার চাই! প্রচার চাই!!' আমাদের কাকের মত চীৎকার করা চাই—তবে যদি মোহাচ্ছন্ন জাতির জ্ঞাননেত্র উন্মিলিত হয়। আপনি উপবীতী স্বজাতির অন্যতম সহায়। তাহাদের সুবিধা অসুবিধাবিষয়িণী চিন্তা সর্ব্বদা আপনাকে করিতে হয়—কাজেকাজেই আপনাকে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। সত্বরই যাহাতে সামাজিক নির্য্যাতনের হাত হইতে তাহারা অব্যাহত হইতে পারেন; তদনুরূপ ব্যবস্থা প্রণয়ন করুন। উপবীতীদিগের প্রফুল্লবদন দর্শনে যেন তৃপ্তিলাভ করিতে পারি। আপনাকে আর একটী সংবাদ দিয়াই আজ বিদায় গ্রহণ করিব। আপনার স্বজেলার 'বট্‌কাপারি' গ্রামের ব্রাহ্মণেরাই না কি উপবীতী কায়স্থের পরম শত্রু। ঐ গ্রামে বহু মুখুরজী, বানরজী, চট্টোজী প্রভৃতি কুলীন ব্রাহ্মণের বাস। তাহারা উপবীতী কায়স্থের বাড়ী যাইতে নারাজ—দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। শুনিয়া সুখী হইবেন, বট্‌কাপারির মুখুরজী-বংশীয়েরা তাহাদের প্রজা ধনশালী এক কাপালীর বাড়ী ভোজন করিয়া সম্প্রতি কৃতার্থ করিয়াছেন! মনে করিবেন না তাহারা কাপালী গিন্নির হস্তরন্ধিত অন্ন উদরস্থ করিয়াছেন; তাহারা কাপালী বাড়ী স্বহস্তে রাধিয়া খাইয়াছেন। ইহাও এই নূতন—ভবিষ্যতে আরও কত দেখিতে হইবে! কায়স্থকে ত্যাগ করিলে কাপালী, সাহা প্রভৃতিকে আশ্রয় না করিলে চলিবে কেন? কায়স্থজাতি কিছুদিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিলে অনেক দেখিতে পাইবেন। সমস্ত জাতিটাকে সজাগ করুন—আত্মসম্মানজ্ঞানে ভূষিত করুন—অর্থরক্ষণনীতিতে অভ্যস্ত করুন—দানে পুণ্য—ভোজনে ধন্য হওয়ার স্মৃতি মুছিয়া ফেলুন—দেখিবেন, প্রতিকূল চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যাইবে—বিরোধী অনুগত হইবে। তবে এক্ষণ চলিলাম।

শ্রীকাক।

তীর্থদর্শন।

২৫শে পৌষ ১৩১৭ সোমবার

চিন্তাক্লিষ্টহৃদয়ে পুণ্যভূমি, তীর্থময়ী ভারতের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বয়োধর্ম্মে প্রজ্ঞাপ্রদীপ্ত হইয়া যেন বলিতে লাগিল "তীর্থস্থানে যাইয়া ভারতের অতীত কাহিনী অধ্যয়ন কর, হৃদয়ে শান্তিলাভ করিবে, বর্ত্তমানে তোমার কিছুই নাই, তুমি লক্ষ্যভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় মরুভূমিতে বিচরণ করিতেছ, মহাত্মাদিগের স্মৃতিবিজড়িত তীর্থস্থানে উপদেশ পাইবে।" আরও ভাবিলাম যে নয়টী প্রকৃত কায়স্থের লক্ষণ, তন্মধ্যে তীর্থদর্শন অন্যতম। আশ্রম-ধর্ম্মের সহিত এই নবলক্ষণের অপূর্ব্ব সমাবেশ। কায়স্থের প্রথমাশ্রম ব্রহ্মচর্য্য, তখন আচার, বিনয়, বিদ্যা ও আবৃত্তি অনুশীলন করিবে। ব্রহ্মচর্য্যের প্রাথমিক সোপান "আচার।" একাদশবর্ষে এই আচার গ্রহণ করিবে। কেন না—

আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্ত স্মার্ত্ত এবচ—মনু।

বেদে যে আচার উক্ত হইয়াছে, স্মৃতিপ্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বনে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। সে কি—উপনয়ন। এই আচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আমাদিগের দুর্গতির একশেষ হইয়াছে। প্রতিষ্ঠা, নিষ্ঠা ও দান গার্হস্থ্য আশ্রমের লক্ষণ, তীর্থদর্শন ও তপ বানপ্রস্থের ধর্ম্ম। সস্ত্রীক ধর্ম্মমাচরেৎ মনে করিয়া ধর্ম্মপত্নীকে সঙ্গে লইলাম আর দুইটী প্রাচীনা আত্মীয়া ও একজন ব্রাহ্মণ সঙ্গে করিয়া অদ্য দুই প্রহরের গাড়ীতে ফরিদপুর হইতে রওনা হইয়া ২৭শে মাঘ বুধবার প্রাতঃকালে প্রয়াগে উপস্থিত হইলাম। ঋষি সেবিতা, পুণ্যজলা প্রয়াগরাজ আর্য্যাবর্ত্তের একটী শীর্ষস্থানীয় তীর্থ। পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রামরূপ ঘোষ দেববর্ম্মা বি-এ মহাশয়ের বাটীতে তদীয় উপাদেয় আতিথ্য স্বীকারে আমরা ছয় দিন পরমসুখে অতিবাহিত করিলাম। তদীয় ধর্ম্মপ্রাণময়ী ভার্য্যা ও গুণবতী কন্যার যত্ন ও পরিচর্য্যা, তথা রাজ-ভোগ আমাদিগের জীবনের অপরিশোধনীয় ঋণ। প্রয়াগে ত্রিবেণী একটী অপার্থিব দৃশ্য। যমুনা পূর্ব্বতীরে সংস্থাপিত প্রয়াগ-প্রদর্শনী (Allahabad exhibition) বৈচিত্র প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া আমার নয়নদ্বয় যখন সঙ্গমজল রাশির উপর নিপতিত হইল, তাহার লাবণ্যে আমার মন মুগ্ধ হইল। শ্রীভগবানের বাণী আমার মনে পড়িল

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"

গীতা ১০অ০ ৪২

মায়াপর্য্যাপ্তি এই সমগ্র বিশ্ব (Solar system) আমি আমার একাংশে ধারণ করিয়া রহিয়াছি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কাহারও এই কথা বলিবার সাধ্য নাই। ভাবিলাম এই সুনীল জলরাশির মধ্যে বুঝি মায়ার বিকার নাই, বুদ্ধমুক্ত চৈতন্য পুরুষ এই প্রশান্ত জলের উপর ভাসিতেছেন। দূরে অতিদূরে চক্রবাল সহিত বেলাভূমির সংমিশ্রণ। গঙ্গাম্বুনিমজ্জি তমালতালীবনরাজি নীলার কলঙ্করেখা যাইতেছিল। একদিকে শ্বেতগঙ্গা দক্ষি ভিমুখে প্রবাহিতা, ঊর্দ্ধদেশ হইতে কালি সুনীল জলরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া শ্বেতব ভগ্নীর কণ্ঠালিঙ্গনে নিবদ্ধা। বর্ত্তমান য যমুনার সর্ব্বত্র শ্বেতজল, কেবল সঙ্গম হইতে ক্রোশদ্বয় নীল। উভয়দিকে শ্বেত-জলরাশির মধ্যে ক্রোশদ্বয় নীলজল কি প্রকারে রক্ষিত হইতেছে? শ্রীকৃষ্ণের সুনীল বর্ণ, যেন এই নীলিমার মাহাত্ম্য রক্ষা করিতেছে। এবারকার এলাহাবাদের প্রদর্শনী একটী দেখিবার জিনিষ। অতি বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় শাসনকর্ত্তাগণ বহু অর্থ ও পরিশ্রমব্যয়ে একটী বিচিত্র, সার্ব্বজনীন শিক্ষাপ্রদ, আমোদোচ্ছ্বাসের লীলাভূমি কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যের প্রদর্শনী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দেখিলাম নানাবিধ শিল্পীগণ, কোথায় স্ত্রীলোক চিত্রিত স্তরে স্তরে সজ্জিত চিত্রপট নানাবিধ প্রস্তর ও ধাতু নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি, দেশী ও বিদেশী বস্ত্রশালা, মণিরত্নবিজড়িত রজত-স্বর্ণালঙ্কার পূর্ণ পণ্যবিথিকা, নানাবিধ কারুকার্য্য-খচিত ধাতুনির্ম্মিত বস্তুজাত সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত। কোথায় মৃত্যমোদের নাট্যসমাজ, নানাবিধ বৃক্ষবল্লরী পরিশোভিত জঙ্গল (Forest) বিভাগ, কোথায় বা কৃষিজাত দ্রব্য-সম্ভার পরিপূর্ণ কৃষিবিভাগ, হাস্যামোদের রঙ্গভূমি, বিজ্ঞান-কৌশলজাত বিবিধ আশ্চর্য্য যন্ত্রাধিষ্ঠিত যন্ত্রশালা, কোনও স্থানে কৌতুকাবহ জীবন্ত জন্তুর সমাবেশ ইত্যাদি ইত্যাদি কত শতসহস্র বস্তু দেখিলাম" তাহা কে বর্ণন করিবে? এই বৈচিত্রময়ী প্রদর্শনীর বর্ণনায় লেখনী পরাস্ত হইল। উপভোগ ভিন্ন যেমন ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি হয় না তদ্রূপ নিজচক্ষে দর্শন না করিলে কেহই এই প্রদর্শনীর জীবন্ত স্বরূপকে অবধারণ করিতে পারিবেন না। শত শত রম্য হর্ম্ম্যমালা বিভূষিত, প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিবৃত, নিত্য জলসিক্ত সুগঠিত বর্ত্মরাজি পরিপূর্ণ, সমুন্নত তোরণে সুসজ্জিত এই সুবিস্তৃত প্রদর্শনী প্রাঙ্গণ অমরাবতীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। রাত্রিকালে যখন শতসহস্র বৈদ্যুতিক আলোকমালা এই রঙ্গভূমিকে আলোকিত করে তখন ইহার বর্ণনায় কবির বর্ণভাণ্ডার নিঃশেষ হয়। যেস্থানে তিনমাস আগে একটী বালুকাপূর্ণ প্রান্তরভূমি ধূ ধূ করিয়াছিল, আজি তাহা কোন যাদুকরের বিদ্যা কৌশল প্রভাবে একটী সুন্দর নগরীতে পরিণত হইয়াছে। কৃষি ও শিল্পবিদ্যার অনুশীলনে বিবিধ সম্প্রদায় কর্ত্তৃপক্ষদিগের তত্ত্বাবধানে সভা-সমিতির অধিবেশন করিতেছিলেন। ভারতীয় কৃষি বিভাগের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত হইয়া কোন ও স্থানে কৃষিসম্মিলনীর (agricultural conference) অধিবেশন হইতেছিল। কোন স্থানে কৃষকদিগের উপকারার্থে ঋণদান-সমিতির (co-operative credit societies) অধিবেশন হইতেছিল। এই প্রকারে অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন চারিমাসকাল এই প্রদর্শনী ভারতের বহুবিধ উপকার সংসাধিত করিয়াছে। ধন্য সেই ভারতের সম্রাট্ ও তাঁহার নিয়োজিত শাসনকর্ত্তাগণ ও কর্ম্মচারিগণ যাঁহাদিগের বিদ্যাকৌশল ও অর্থবলে এই প্রকার সার্ব্বজনীন উপকার সংসাধিত হইয়াছিল, আর ধন্য সেই প্রজাগণ যাহারা ব্রিটিশ-সম্রাটের রাজত্বে অপূর্ব্ব শান্তিসুখ উপভোগ করিয়া বিবিধ সামাজিক উন্নতিলাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রয়াগে ভগবান্ চিত্রগুপ্ত-দেবের মন্দির একটী দর্শনীয় বিষয়। এইস্থানে অনেক নিরুপবীত কায়স্থ ক্ষত্রিয়াচারে বিভূষিত হইয়াছেন। মুন্সী কালীপ্রসাদ দ্বারা এই মন্দির সংস্থাপিত। ভরদ্বাজাশ্রম, পাতালপুরী, রামসীতার মূর্ত্তি, বেণীমাধবের মন্দির, মুয়ার

সেণ্ট্রাল কালেজ, মুন্সী কালীপ্রসাদের প্রসিদ্ধ কায়স্থ-পাঠশালা, দুর্গাভ্যন্তরে অক্ষয়বট ইত্যাদি প্রাচীন স্মৃতিবিজড়িত অনেক দর্শনীয় বস্তু প্রয়াগে বিরাজ করিতেছে, আমরা সকলগুলি দেখিবার অবকাশ পাইলাম না। গঙ্গাযমুনা সঙ্গমের-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া পদ্মপুরাণ ভূমি-খণ্ড ১২৭ অধ্যায় বলিতেছেন—

যৎ পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বেদবিদ্যাসু যৎ ফলম্।
স্নানমাত্রস্য তৎ পুণ্যং গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে॥

এইস্থানে অনেক যাগযজ্ঞাদি হইয়াছে ও হইতেছে বলিয়া ইহার নাম প্রয়াগ হইয়াছে। যেস্থানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলন তাহাকে ত্রিবেণী কহে। গঙ্গা, যমুনা দেখিলাম কিন্তু সরস্বতী এইক্ষণে দর্শনীয়া নহে, শুনিলাম ইহার অন্তশিলা প্রবাহ সময়ে সময়ে সঙ্গমের অনতিদূরে জলরাশি ভেদ করিয়া উত্থিত হয়। সঙ্গমে স্নান ও শ্রাদ্ধকার্য্যাদি সম্পন্ন করিলাম। প্রয়াগে অনেক উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও বঙ্গদেশবাসী কায়স্থ বাস করেন। হিন্দুস্থানী কায়স্থগণ সকলেই দ্বিজ, কিন্তু বঙ্গীয় কায়স্থগণ অনেকেই শূদ্রাচারী। বিগত ১লা মাঘ রবিবার অপরাহ্নে লরেন্সগঞ্জে একটী কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। আমরা অতি সংক্ষেপে কায়স্থের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করি, সভাতে বিজ্ঞ-কায়স্থগণ উপস্থিত ছিলেন, শাস্ত্র দ্বারা কায়স্থ যে বিশুদ্ধ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বংশধর তাহাও প্রমাণ করিলাম, কিন্তু কোনও ফল হইল না। প্রয়াগের অতীতের সহিত বর্ত্তমান তুলিত করিয়া মন বিষাদে পূর্ণ হইল, যে প্রয়াগ অতীতে ধর্ম্মভূমি ছিল, আজ তাহা বিলাসের রঙ্গভূমি হইয়াছে। স্বার্থত্যাগের স্থলে বণিকবৃত্তি, ধর্ম্মের স্থানে পাপস্রোত প্রবাহমান। সভাতে অনেক শিক্ষিত জ্ঞানবান্ লোক উপস্থিত ছিলেন কিন্তু—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥
গীতা ৩অ০।৩৩।

অর্থাৎ জ্ঞানীলোকেও নিজ নিজ প্রকৃতির অনুসরণ করে, লোকসকল স্বভাবের বশবর্ত্তী আমাদিগের উপদেশে কি ফল হইবে। এই প্রকার মর্ম্মস্পৃক্ বিষাদে পরিপূর্ণ হৃদয়ে কাণপুর কায়স্থসভার সভাপতি পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিগত ৩রা মাঘ মঙ্গলবার অপরাহ্নে কাণপুরে উপস্থিত হইলাম। বন্ধুবর স্বয়ং ষ্টেশনে আসিয়া আমাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার দিব্যমূর্ত্তি, অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত হইল। তিনি পরম সমাদরে ইংরেজ কোয়াটারে একটী রমণীয় সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত দ্বিতলে আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। তৎকালে কাণপুরে কোন কোন স্থানে মহামারী (Plague) হইতেছিল। কাণপুরে আমাদিগের অবস্থিতি এক দিন (বুধবার) মাত্র ঐ দিবস রাত্রিতে বন্ধুবরের বিশেষ উদ্যোগে তত্রত্য আর্য্যসমাজগৃহে একটী কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। তথায়ও আমি কায়স্থের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের একটী বক্তৃতা করি। বিগত ৫ই মাঘ বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকা সময় কাণপুর হইতে রওনা হইয়া রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় বসুদেব দৈবকীর বিষাদ-প্লাবিত যমুনাবিধৌত পাদা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কংশাসুরের রাজধানী মথুরা নগরীতে উপস্থিত হইলাম। কংশালয় কি কংশ-কারাগারের চিহ্ন মাত্রও নয়নগোচর হয় না। তাহাদিগের

স্থলে ধনজনপূর্ণ হর্ম্ম্যমালা, প্রস্তর-সোপানশ্রেণী-যুক্ত কালিন্দীতট ও অগণিত বানরের উল্লম্ফন ও দলে দলে বিচরণ মথুরার বর্ত্তমান দৃশ্য। ইহাদিগের উৎপাতে মথুরায় নরনারীগণ নিরন্তর সন্ত্রস্ত। বস্ত্রাদি পাইলে তৎক্ষণাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। তৈজসপত্রাদি তেজোময় পদার্থের প্রতি ইহারা বিশেষ আকৃষ্ট। প্রাপ্তিমাত্রেই নিকটবর্ত্তী স্থানে লইয়া যায়, পরে মটর ও ছোলাভাজা পাইলে প্রত্যাখ্যান করে। সকল গৃহস্থের বাটীতে মৃৎপাত্রে ছোলাভাজা ও মটর রাখিতে হয়। মথুরার পাদদেশে যমুনা সুবিস্তৃতা ও তরঙ্গময়ী। কংশের সময় ইহা যে একটী প্রবল নদী ছিল, অপর পারের বালুকাপূর্ণ বেলাভূমি দেখিলে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। ছোট বড় অনেক কচ্ছপ যমুনা মধ্যে সর্ব্বদাই বিচরণ করে। ইহারা দলবদ্ধ অবস্থায় সোপানশ্রেণীর নিকট বিচরণ করে, চাউল রম্ভাদি জলমধ্যে পতিত হইবা মাত্র ভক্ষণ করে। কালিন্দীর পুত-নীরের প্রভাবে ইহারাও অহিংসাধর্ম্ম পালন করে। কোন অবস্থাতে ইহারা কাহারও প্রতি হিংসা করে না। আমরা প্রাতঃকালে সংকল্পাদি করিয়া বিশ্রামঘাটে স্নান করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ কংশকে নিহত করিয়া এই ঘাটে বিশ্রাম করেন। এই ঘাটের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণীয় মথুরাখণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। কথিত আছে, বিশ্রামঘাটে স্নান করিলে সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়। ধ্রুবঘাট, প্রহ্লাদঘাট, পরশুরামঘাট ইত্যাদি দ্বাদশটী ঘাট দর্শন করিলাম। প্রত্যেক ঘাটের সহিত অতীতের কাহিনী বিজড়িত। ধ্রুবঘাটে পিতৃগণ উদ্দেশে যবের ভুষির দ্বারা পিণ্ডদান করিলাম। কথিত আছে গয়ায় পিণ্ডদানাপেক্ষা এইস্থানে পিণ্ডদানে অধিক ফল হয়। গোকুল যমুনার পূর্ব্বপারে, মথুরা পশ্চিমতীরে অবস্থিত। মথুরা হইতে গোকুল প্রায় তিন ক্রোশ ব্যবধান। কথিত আছে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন মথুরা ইংরেজাধিকৃত হয়, তখন একটী ভয়ানক ভূকম্পনে অনেক অট্টালিকাদি ভূমিসাৎ হইয়াছিল। মথুরা বহুকাল সুরসেনবংশীয় রাজন্যগণ দ্বারা শাসিত হয়, সেই কারণ প্রথমে ইহা সুরসেননগর বলিয়া প্রখ্যাত হয়। তদনন্তর মাথুর ব্রাহ্মণগণ, যাঁহারা চোবে নামে অভিহিত, তাঁহাদিগের বাসস্থান হইলে ইহার নাম মথুরা হয়। কথিত আছে ত্রেতাযুগে মধুনামা দৈত্য আশুতোষকে প্রসন্ন করিয়া একটী অমোঘ ত্রিশূল প্রাপ্ত হন। মধু হইতে এই নগরী মধুপুরী, তৎপর্য্যায় মধুরা তস্য অপভ্রংশ মথুরা নামে নগরী অভিহিত হয়। মধুপুত্র লবণ এই ত্রিশূল দ্বারা মথুরাবাসিগণকে তাড়িত করিতে আরম্ভ করিলে তাৎকালিক অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে মথুরা রক্ষার্থে প্রেরণ করেন, লবণসৈন্য সুরক্ষিত একটী মন্দিরে এই ত্রিশূলটী ছিল, শত্রুঘ্ন উহা হস্তগত করিয়া উহা দ্বারা লবণ দৈত্যাধমকে নিহত করেন। বরাহপুরাণে বরাহরূপী বিষ্ণু বসুন্ধরাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

ভবিষ্যামি বরারোহে দ্বাপরে যুগসংস্থিতে।
য়যাতিভূপবংশাচ্চ ক্ষত্রিয়ঃ কুলবর্দ্ধনঃ॥

যযাতি রাজার পুত্র যদু এইস্থানে আসিয়া অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশের আদিপুরুষ হন। ইঁহারা বহুকাল ব্রাত্যক্ষত্রিয় ছিলেন। দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত সমাধান করিয়া ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন গ্রহণ

করেন। কায়স্থগণ প্রায় ৭০০ বৎসর মাত্র ব্রাত্য ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারা শ্রীভগবানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া উপবীতী হইতেছেন। যে সকল বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের উপনয়নের দাবী তামাদি হইয়াছে বলিয়া থাকেন, তাঁহারা দয়া করিয়া অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশের ইতিহাস মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিবেন। ইরাবতীদেবীর গর্ভজাত শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পুত্র চারু এই নগরীতে আগমন করিয়া কায়স্থদিগের মাথুরবংশের আদিপুরুষ হন। মথুরা মোক্ষতীর্থ। যথা—

অযোধ্যামথুরামায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

যেমন অযোধ্যা রামনগরী, সেইপ্রকার মথুরা কৃষ্ণপালিতা। ভারতবর্ষে যে ৮টী কায়স্থদিগের আদিস্থান তন্মধ্যে মথুরা অন্যতম। কায়স্থপ্রদীপে লিখিত আছে—

অযোধ্যামথুরামায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
হস্তিনা দ্বারকা চৈব কায়াস্থানমষ্টকম্॥

পাঠক! দেখিবেন যে কয়েকটী ভারতে মোক্ষনগরী সেই কয়েকটীই কায়স্থদিগের জন্মস্থান। অতএব কায়স্থ প্রাচীন সময়ে কি প্রকার মহামহিমান্বিত পবিত্র জাতি ছিলেন তাহা ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। মথুরার মাহাত্ম্য ত্রেতা হইতে আরম্ভ হইয়া অদ্যাবধি সমভাবেই রক্ষিত হইতেছে। দ্বাপরে এই মোক্ষপ্রদ স্থানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয় তদবধি ইহার মাহাত্ম্য সহস্রগুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এইস্থানে কংশ বধান্তে ভগবান্ কংশের পিতা উগ্রসেনকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া মথুরার সিংহাসনে সংস্থাপিত করেন। কিন্তু নিজেই শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। কংশের বিধবা পত্নীদ্বয় প্রাপ্তি ও আপ্তি তাঁহাদিগের পিতা মগধরাজ জরাসন্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণবলরামকর্ত্তৃক অন্যায় যুদ্ধে কংশের নিধনবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিলে মগধরাজ সসৈন্যে মথুরা আক্রমণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে মগধরাজকে পরাজিত করিলেন, কিন্তু মথুরা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সৌরাষ্ট্রের নিকট সাগরবেষ্টিত একটী রমনীয় দ্বীপে দ্বারকানাম্নী পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অবস্থান করেন।

মথুরায় পাণ্ডবদিগের সংস্থাপিত মহেশ্বরী দেবী, কুব্জানাথ, পারীখজীশেটের সংস্থাপিত মথুরানাথ এবং রাধাকৃষ্ণের মন্দিরাদি দর্শন করিলাম। গোকুল ও অন্যান্য তীর্থস্থানে গমন করিতে সময় হইল না। বিগত ৭ই মাঘ শনিবার পূর্ব্বাহ্ন ১০ঘটিকার সময় অশ্ববাহে আমরা মথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবনধামে রওনা হইলাম ও অপরাহ্ন তিনটার সময় আমরা দিগের নির্দ্ধারিত কুঞ্জে প্রবেশ করিলাম।

(ক্রমশঃ

সম্পাদকস্য

বসুমতী ও কায়স্থবিদ্বেষ।

সম্পাদক মহাশয়! নিম্নলিখিত বিষয়টী আপনার প্রসিদ্ধ আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন। বিগত ১৩১৭ সালের ৮ই শ্রাবণের বসুমতী পত্রিকায় কোন শাস্ত্রদৃক্ মহাশয়ের একখানা পত্রপাঠ করিয়া আমি উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে নিম্নলিখিত তৎপ্রতিবাদ প্রকাশার্থ বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি স্বভাবসিদ্ধ কায়স্থদ্বেষ বশতঃ উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন না। সে যাহা হউক সাধারণের বিশেষতঃ কায়স্থদিগের বিদিতার্থ এখন উহা প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন মনে করিয়া উহার অবিকল নকল নিম্নে দিলাম।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু

সম্পাদক মহাশয়! আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি স্থানদানে বাধিত করিবেন।

আপনার গত ৮ই শ্রাবণের বসুমতীতে কোন শাস্ত্রদৃক্ মহাশয়ের একখানা পত্রপাঠ করিয়া শুধু আশ্চর্য্যান্বিত নয়, বিস্মিত, স্তম্ভিত, লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছি। উক্ত পত্রে শাস্ত্রদর্শী মহাশয় হাইকোর্টের যে নজিরের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তিনি সম্যক্ পড়িয়াছিলেন কি? যদি পড়িয়া থাকেন তবে তিনি সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। ভরসা করি, তিনি উক্ত নজিরের ৬৮৮ পৃষ্ঠা একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন।

vide I. L. R. X Cal., Page 688.

উক্ত মোকদ্দমায় ফিল্ড ও ম্যাকডোনেল্ড নামক ইংরেজ বিচারপতিদ্বয় মীমাংসা করিয়াছেন যে, কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ, কিন্তু বঙ্গীয় কায়স্থগণ নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহার করায় এবং সাবিত্রীভ্রষ্ট হওয়াতে শূদ্রত্বে পতিত হইয়াছেন, এইরূপ মতপ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের প্রণীত ব্যবস্থাদর্পণে লিখিত যুক্তি অবলম্বনে যে রায় প্রকাশ করেন তাহা এই—

We think the whole question has been fairly summed up in the following passage of Babu Shyama Charan Sarkar's Vyabasta Darpan. There is therefore a preponderence of authorely to evince that the Kayasthas of Bengal or of any other Country were Kshatriyas, but since several centuries passed the Kayasthas at least those of Bengal, have been degenerated and degraded to Sudradam not only by using after their names the Surnames "Das" peculiar to the Sudras but principally by omitting to perform the regenerating ceremony of "Upanayan," hallowed by Gayatri.

"অর্থাৎ আমরা মনে করি এই বিষয়ে সমস্ত সিদ্ধান্ত বাবু শ্যামাচরণ সরকার মহাশয়ের ব্যবস্থাদর্পণ-গ্রন্থে নিরপেক্ষভাবে লিখিত হইয়াছে। উক্ত সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বঙ্গ এবং অন্যান্য দেশীয় কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় তদ্বিষয়ে বহু প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু কতিপয়

শতাব্দী অতীত হইল কায়স্থগণ অন্ততঃ বঙ্গীয়-কায়স্থগণ শূদ্রাচারী হইয়া হীন হইয়াছেন। এখন তাঁহারা নামান্তে ক্ষত্রিয়োচিত "বর্ম্মা" উপাধি ত্যাগ করিয়া শূদ্রোচিত "দাস" উপাধি ব্যবহার করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের শূদ্রত্বের প্রধান কারণ এই যে, গায়ত্রী দ্বারা পবিত্রীকৃত উপনয়নসংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন।" এই-মত সমীচীন বলিয়া অনেকে মনে করেন না। কারণ ইহা প্রকাশ হইবার বহু পূর্ব্বেই এলাহাবাদ হাইকোর্টে কায়স্থ, শূদ্রের ছেলে পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করিতে পারে কিনা তর্ক উঠে। এই মোকদ্দমায় কায়স্থ এবং শূদ্র পৃথক বর্ণ কিনা ইহা বিচার্য্য বিষয় ছিল। কায়স্থ ও শূদ্র বিভিন্ন বর্ণ প্রতিপন্ন হওয়ায় উহা দ্বারা পোষ্যপুত্র রদ হইয়া গিয়াছিল।

শাস্ত্রদর্শী মহাশয়ের উদ্ধৃত নজির প্রকাশিত হওয়ার পরে, বাঁকিপুরের সবজজ অবিনাশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের আদালতে কায়স্থের বর্ণ সম্বন্ধে একটী মোকদ্দমা উপস্থিত হয় (Original Suit No. 26 of 1891 Mussamat Ram Rebati Kuer *vs.* Mussamat Rukmer Kuer) এই মোকদ্দমায় উভয়পক্ষে অনেক প্রধান প্রধান অধ্যাপক ও সামাজিকের মত গ্রহণে বিচার-পতি এই মীমাংসা করেন যে চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়-প্রথানুসারে তাঁহাদের দত্তক গ্রহণ করাই শাস্ত্রসম্মত।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চে আর একটী মোকদ্দমা হয়। (Tulsi Ram *vs.* Behari Lal, I. L. R. XII at page 328) তাহাতে প্রধান বিচারপতি মুক্তকণ্ঠে কলিকাতা হাইকোর্টের ডিভিসনেল বেঞ্চের মীমাংসার অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, অন্যান্য দ্বিজাতির মধ্যে উপনয়ন, হোম ও অশৌচ বিপর্য্যয় লক্ষিত হইলেও তাঁহারা যখন শূদ্র বলিয়া গণ্য হন না, তখন ক্ষত্রিয়বর্ণ কায়স্থের বর্ত্তমান আচারব্যবহার দেখিয়া তাঁহাদিগকে শূদ্র বলিয়া কখনও গণ্য করা যায় না। কায়স্থবিদ্বেষীগণ বলিতে পারেন যে, উক্ত দুইটী নজির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থসম্বন্ধে প্রযোজ্য, বঙ্গীয়-কায়স্থসম্বন্ধে নহে। কিন্তু বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-গণ কোলঞ্চপ্রদেশ অর্থাৎ কানাকুব্জ হইতেই বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টের ডিভিসনেল বেঞ্চ যে কারণে কায়স্থদিগকে শূদ্রধর্ম্মী বলিয়াছিলেন, এলাহাবাদ হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চ উহা সঙ্গত মনে করেন নাই। ফলতঃ এই তিনটী উচ্চ আদালতে বঙ্গীয়-কায়স্থগণ যে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তের সন্তান ও ক্ষত্রিয়-বর্ণান্তর্গত তাহা মীমাংসিত হইয়াছে। এই মীমাংসা বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণগণ অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে বাধ্য।

পূর্ব্বকালে বঙ্গীয়-কায়স্থগণের উপনয়ন সংস্কারের বিষয় ধ্রুবানন্দ মিশ্রের নিম্নলিখিত কারিকা দ্বারাও প্রমাণিত হইবে।

"গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থাবিপ্রমানদা।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥"

ভারতবর্ষে কায়স্থসংখ্যা প্রায় এককোটী তন্মধ্যে কিঞ্চিদধিক ৮৫ লক্ষের উপনয়নসংস্কার আছে। কেবল বঙ্গীয়-কায়স্থদিগেরই সংস্কারাভাব। উহাও শীঘ্রই দূরীভূত হইবে। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা বেদ অধ্যায়ন করেন না সুতরাং তাঁহাদিগের উপনয়নসংস্কারের কোন প্রয়োজনীয়তা পরিদৃষ্ট হয় না কিন্তু যে সকল ব্রাহ্মণ মহোদয় বেদশিক্ষার্থ উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করেন তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। উপনয়ন-উপ+নী+অনট সমীপে অর্থাৎ বালককে বেদশিক্ষার্থ গুরুকুলে নেওয়া যায় যদ্দ্বারা

"গৃহোক্ত কর্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরো-
র্বাণো বেদায়তত্যোগাৎ বালস্যপোনয়নং বিদুঃ॥"

শাস্ত্রদৃক্ মহাশয়ের শাস্ত্রে অভূতপূর্ব্ব অপরিসীম জ্ঞান এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি অবলোকন করিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছি। অলমতি বিস্তরেণ।

কলিকাতা, ১৩১৭।১২ই শ্রাবণ। } শ্রীহরিচরণ দেববর্ম্মা
বিক্রমপুর, রাউৎভোগ।

সমালোচনা।

১। কলিযুগরহস্য-গৌরাঙ্গলীলা। শ্রীযুক্ত লোকনাথ শর্ম্মাচার্য্য দ্বারা পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত। গোপালপুরগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় দ্বারা সংশোধিত। মূল্য ॥০ আনা মাত্র। এই পুস্তকখানি পাঠে আমরা আনন্দানুভব করিলাম। কলিপাবন ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্ম হইতে সন্ন্যাস-ধর্ম্মগ্রহণ পর্য্যন্ত অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকখানি বৈষ্ণব-মহাত্মাগণের আদরের বস্তু এবং সকলেরই পাঠ্য—মূল্যও যৎসামান্য।

২। বর্ত্তমানবর্ষ হইতে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা, মেদিনীপুর অন্তর্গত—কাঁথি (contai) হইতে প্রকাশিত নীহার নাম্নী—সাপ্তাহিক পত্রিকার সহিত বিনিময় হইতেছে। কুজ্ঝটিকা হইতে সমুৎপন্ন নীহার অকাল জলোদয়কে বিনাশ করিয়া যেমন বসুন্ধরাকে শস্যশালিনী করে; তদ্রূপ শ্রীভগবানের নিকট আমরা প্রার্থনা করি যে, এই পত্রিকা-খানি অজ্ঞানান্ধকারের মধ্য হইতে সমুৎপন্ন হইয়া সেই অন্ধকারকে যেন বিনাশ করে ও সর্ব্বসম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তিসুখ বিতরণ করে। বিগত ২৬শে বৈশাখের সংখ্যায় কপালকুণ্ডলার জন্মমাটীশীর্ষক প্রবন্ধটী আমরা আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্রাট্ অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র যে এই কাঁথি হইতে তাঁহার অবস্থানকালে কপাল-কুণ্ডলার প্রাকৃতিক দৃশ্য সকলের আলেখ্য সংকলন করিয়াছিলেন, তাঁহার বালিআড়ি নামধেয় বালুকাস্তূপশ্রেণী, অসীম বিস্তৃত লবণাম্বুরাশির প্রশান্ত বিস্তার ও দূরে অতি-দূরে তমালতালীবনরাজিনীলা বেলাভূমির চিত্রপট সংগ্রহ করিয়াছিলেন তৎপ্রতি কোনও সন্দেহ নাই। প্রমীলা ও ইন্দুবালার সাদৃশ্য-করণ প্রবন্ধটীও উল্লেখযোগ্য। আমরা নীহারের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সম্পাদকস্য।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

১। শ্যামবর্ণ—বর্ত্তমানবর্ষের বৈশাখী সংখ্যার ১৮ পৃষ্ঠায় পণ্ডিতপ্রবর বিধুভূষণ শাস্ত্রী মহোদয়ের একটী প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু মুদ্রণ ভুলগুলি সংশোধন করা আবশ্যক। তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। প্রতিভার পাঠক পাঠিকাগণ শুদ্ধ করিয়া লইবেন।

১৯ পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভে ৪ পংক্তি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
দুর্ব্বাকান্ত	দুর্ব্বাকাণ্ড
৬ পংক্তি	
শ্যমা	শ্যামা
১১ পংক্তি	
শিখর	শিখরি

১২ পংক্তি	
হরিনী	হুরিণী
২১ পংক্তি	
ধৃতাপ্ল	ধৃতাল্ল
১৯ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় স্তম্ভে ১৫ পংক্তি	
রুক্ষতাং	রূক্ষতাং
ঐ পংক্তি	
ব্যাবর্ত্তয়ন্তি	ব্যাবর্ত্তয়তি
২১ পংক্তি	
বিস্বার্ক	নিস্বার্ক
২৬ পংক্তি	
প্রভাতিনব	প্রভাধির্ণব
৩২ পংক্তি	
স্ফুরন্তি	স্ফুরতি
২০ পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভে ২ পংক্তি	
জয়ন্তি	জয়তি
১৩ পংক্তি	
রস তাপ্তবী	রসতাণ্ডবী

২। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "শ্যামবর্ণ"সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয়ের মত সমর্থন করিতেছে। কপালকুণ্ডলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১৭৫ পৃষ্ঠায় মতিবিবির রূপ বর্ণনা করিয়া লিখিতেছেন—"ইনি শ্যামবর্ণা, শ্যামা মা বা শ্যামসুন্দর যে শ্যামবর্ণের উদাহরণ, এ সে শ্যামবর্ণ নহে, তপ্তকাঞ্চনের যে শ্যামবর্ণ এ সেই শ্যাম।" যে সকল অভ্রান্ত মনীষিগণের বর্ণনা উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতে পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় ও প্রতিভার পাঠকগণ আমাদিগের আদি দেব শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বর্ণ সম্বন্ধে একটি মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিবেন। ভবিষ্যপুরাণকার তাঁহাকে "শ্যামং কমললোচনং" বলিয়াছেন, (মৎ প্রণীত কায়স্থ-তত্ত্বের ১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ১৩১৭ বঙ্গাব্দ শ্রাবণ ভাদ্র সংখ্যক আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার প্রথম পৃষ্ঠায় (Frontis piece) ভগবান্ চিত্রগুপ্তদেবের যে প্রতিমূর্ত্তি দেওয়া হইয়াছে তাহার পাদমন্তব্যে আমরা লিখি "শ্যামং—তপ্তকাঞ্চনবর্ণং" ইহার প্রতিবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় শ্যামবর্ণ সম্বন্ধে তাহার অভিমত প্রকাশ করেন। এইক্ষণ আমরা আশা করি চিত্রগুপ্তদেবের ন তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় অর্থাৎ হরিদ্রাবর্ণ হইবে আগামী যমদ্বিতীয়ার দিনে যে সকল কায়স্থ মহোদয় ভগবানের পূজা করিবেন তাঁহারা উক্ত বর্ণে তাঁহার আনন্দময় বিগ্রহকে চিত্রি করিবেন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা

৩। বিগত ৬ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত চারিরশী নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সোম মহাশয়ের বাটিতে একটি কায়স্থ-সভা অধিবেশন হয়।" উক্ত সোম মহাশয়ের পিতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে সকল ব্রাহ্মণ অধ্যাপক কায়স্থ-মহোদয় সমবেত হন, তাঁহাদিগে যত্নে এই সভা হয়। এই সভায় উপস্থি অধ্যাপকগণের নাম—কলসকাটীনিবাসী শ্রীযু চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ, কলিকাতা গরাণহাটা নিবাসী শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ ও কাশি বাজার মহারাজার সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচ তর্কালঙ্কার, কোটালিপাড়ার আশুতোষ তর্ক কায়স্থাচার্য্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন, তাঁহা পিতৃব্য শ্রীযুক্ত হরকুমার তর্করত্ন, সরদ মামুদচরের শ্রীযুক্ত শীতলাচরণ সার্ব্বভৌম শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন, পাবনা হই সমাগত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ স্মৃতিরত্ন, নগেন্দ্র স্মৃতিতীর্থ ও শশিভূষণ সিদ্ধান্ত, কায়স্থাচা শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি ও সতীশ স্মৃতিতীর্থ, বৈদিক পুরোহিত শ্রীযুক্ত কালিদ কাব্যতীর্থ ইত্যাদি বঙ্গদেশের প্রধান প্র নৈয়ায়িক ও স্মার্ত্ত-মহোদয়গণ এই স অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রবীণ ঋষিকল্প শ্রী চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ মহাশয় সভাপতির আ গ্রহণ করিয়া, বঙ্গীয় ৪ শ্রেণীর কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়-বর্ণান্তর্গত তাহা প্রত্যক্ষ, অনুমান শাব্দ ত্রিবিধ প্রমাণ দ্বারা অভ্রান্তরূপে সকল বুঝাইয়া দেন, তৎপরে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃ

ভূষণ ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয়দ্বয়ের বক্তৃতা অন্তে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় কবিরত্ন ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয় বক্তৃতা করেন। তদনন্তর সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ ও সভাপতি মহাশয়কে ও উপস্থিত অধ্যাপকগণকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর রাত্রি আন্দাজ ৮টার সময় ঘন ঘন "বন্দে চিত্রগুপ্তং" ধ্বনির মধ্যে সভাভঙ্গ হয়। সভাপতি মহাশয় উপস্থিত কায়স্থ-মহোদয়গণকে যে আশীর্ব্বাদ করেন তাহা এই—

যেষাং সত্যপি শৌর্য্যবীর্য্যবিভবে বিপ্রানুবৃত্তিঃ পরা।
যেষাং দান সমানদানবিভব নান্যাপি কেষাং ক্বচিৎ।
যেষাং বৃত্তিবিধান বিপ্রবিভবং সর্ব্বত্র জানীমহে,
তেঽমী ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্তকুলজাঃ সন্তু স্বধর্ম্মে রতাঃ॥

৪। মহারাজাধিরাজ প্রতাপাদিত্য রায়ের জামাতা মহারাজা রামচন্দ্র বসুকে কোনও অজ্ঞাতনামা কবি নিম্নলিখিত কবিতা দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—

পূর্ব্বমাসীন্ মহারাজ চিরকাল মিয়ং ধরা।
বসুবংশে ত্বয়ি জাতে বসুধাভূদ্বসুন্ধরা॥

অর্থাৎ—হে মহারাজ! পূর্ব্বকালে পৃথিবীর নাম ধরা ছিল, কিন্তু আপনার বসুবংশে জন্মগ্রহণের পরে উহার নাম বসুন্ধরা হইয়াছে।

বাকলাধিপতি মহারাজ কেদার রায়কে সম্বোধন করিয়া কোনও কবি বলিতেছেন—

নিষ্কলঙ্কো নিরাতঙ্কঃ পদ্মিনীগণ-বল্লভ।
অয়ং কো বাকলানাথঃ সমুদেতি নিরন্তরম্॥

এই কবিতায় "বাকলা" শব্দটী ব্যঞ্জনার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে—আকাশের চন্দ্র সকলঙ্ক, রাহুগ্রাস ভয়ে সততঃ আতঙ্কিত, এবং কমলের বন্ধু নহে, কিন্তু এই কলানাথ কে, যিনি নিষ্কলঙ্ক, নিরাতঙ্ক, পদ্মিনীগণের বন্ধু ও সর্ব্বদা সমুদিত। অন্যার্থে এই 'বাকলা'নাথ কে, যিনি নিষ্কলঙ্ক ইত্যাদি।

৫। উক্ত চারিরশীগ্রামে উপস্থিত অধ্যাপকগণ যে ব্যবস্থাপত্রটী দিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

অনেক শাস্ত্র পর্য্যালোচনয়া বঙ্গীয় কায়স্থানাং ক্ষত্রিয়ত্বস্য বহুবিত্থং সূক্ষ্মতত্ত্বেঽপি, পিত্রাদূর্দ্ধতনানেক পুরুষাণাং উপনয়নাত্মক সংস্কারাস্মরণাৎ যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তানন্তরং যজ্ঞোপবীতাদিভিঃ সংস্কারঃ কর্ত্তব্যঃ। কৃতসংস্কারাণাং তেষাং ক্ষত্রিয়বদাচরণং নিরাবাধমেবেতি বিদুষাং ব্যবস্থা॥

৬। কায়স্থোপনয়ন (ভ্রমসংশোধন) বর্ত্তমানবর্ষের বৈশাখী সংখ্যায় ৪৮ পৃষ্ঠায় কিশোরগঞ্জে যে উপনয়ন-সংবাদ দিয়াছিলাম তাহা ভ্রমপূর্ণ বিধায় তাহার স্থলে নিম্নলিখিত সংবাদটী পাঠ করিবেন—উক্ত স্থানে শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অতুলচন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা ও পৌত্র শ্রীমান্ চারুচন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছিলেন। অন্যান্য বিবরণ ঠিক আছে।

৭। কায়স্থোপনয়ন—বিগত ২৫শে ও ২৬শে বৈশাখ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খানখানাপুরগ্রামে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটীতে উপনয়ন-কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত কায়স্থ-মহোদয়গণ যথারীতি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়াছেন। মৃতরার সিদ্ধবংশসম্ভূত পণ্ডিতবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহোদয় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য সদাচারী ব্রাহ্মণগণ আনুষঙ্গিক কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। উপবীতী কায়স্থ-মহোদয়দিগের নাম;—

১। বেণীমাধব দত্ত দেববর্ম্মা ২। নীলমাধব দত্ত দেববর্ম্মা ৩। শরচ্চন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা ৪। সতীশচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা ৫। কেশবচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা ৬। যতীন্দ্রমোহন দত্ত দেববর্ম্মা ৭। প্রাণেশকুমার দত্ত দেববর্ম্মা ৮। বনমালী দত্ত দেববর্ম্মা ৯। বিজয়শঙ্কর দত্ত দেববর্ম্মা ১০। অবিনাশচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা ১১। ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা ১২। মোহিনী-

মোহন বসু দেববর্ম্মা ১৩। সুরেশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা ১৪। বনমালী রাহা দেববর্ম্মা ১৫। হরগোবিন্দ দাষ দেববর্ম্মা ১৬। যাদবচন্দ্র দাষ দেববর্ম্মা ১৭। পূর্ণচন্দ্র রক্ষিত দেববর্ম্মা ১৮। দ্বারকানাথ দাম দেববর্ম্মা।

৮। অপূর্ব্ব বৈদিক দীক্ষাগ্রহণ;—ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খানখানাপুর গ্রামে গত ২৭শে বৈশাখ তারিখে শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র দাম দেববর্ম্মা মহাশয়ের কন্যার সহিত পাবনা জেলার অন্তর্গত বড়লিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সেন দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্রের শুভ-বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাকর্ত্তা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, তিনি উপনয়ন গ্রহণ করিলে বরপক্ষ শুভকার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত করিতে পারে। বরকর্ত্তাও মনে ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি কিংবা তাঁহার পুত্র উপনয়ন গ্রহণ করিলে শুভ-বিবাহে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং উভয়েই ভবিষ্যত আশঙ্কা কল্পনা করিয়া বৈদিক দীক্ষাগ্রহণে বিরত ছিলেন। কিন্তু বিধাতার বিধি অলঙ্ঘ্য। বিবাহের দিবস পূর্ব্বাহ্নে বরকর্ত্তা আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে কন্যাকর্ত্তার বাটীতে উপনীত হইলেই উভয়ের মনোভাব ব্যক্ত হইয়া পড়ে। তখন যথাবিধানে কন্যাকর্ত্তা, বরকর্ত্তা ও বর তিনজন উপনয়ন গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বিবাহসভায় উপস্থিত হইয়া সভার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

৯। কায়স্থসভা জলপাইগুড়ী—গত ১৭ই বৈশাখ রবিবার জলপাইগুড়ী আর্য্য-নাট্যসমাজ-গৃহে একটী কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বিএ, মহাশয় কায়স্থের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, চারিশ্রেণীর মিলন ও পণপ্রথা উচ্ছেদন এই কয়েকটী বিষয় ওজস্বিনী ভাষায় সারগর্ভ সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, এবং পরদিবস কায়স্থের বঙ্গাগমন বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় তাহা বিষদভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন।

১০। কায়স্থোপনয়ন—বিগত ২৬শে বৈশাখ মঙ্গলবার জলপাইগুড়ী নগরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত ১১ জন কায়স্থ মহোদয় যথারীতি ক্ষত্রিয়োপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ রায় অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এই মহামঙ্গলকর সামাজিক কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৌলিক দেববর্ম্মা, বাইশরশী, ফরিদপুর।
,, অবিনাশচন্দ্র বসু ঐ মালীগ্রাম, ঐ
,, সতীশচন্দ্র বসু ঐ ঐ ঐ
,, শরচ্চন্দ্র নাগ ঐ সত্যবতী ঐ
,, কুঞ্জবিহারী সরকার ঐ বৈঠাখালি ঐ
,, শরচ্চন্দ্র সরকার ঐ বসরা ঐ
,, ভূজঙ্গভূষণ নাগ ঐ বারদী ঢাকা
,, সুরেন্দ্রকুমার নাগ ঐ ঐ ঐ
,, দেবেন্দ্রকুমার কর ঐ বিরলিয়া ঐ
,, জিতেন্দ্রনাথ রায় ঐ পঞ্চসার ঐ
,, নলিনীরঞ্জন সরকার ঐ ময়মনসিংহ

১১। ক্ষত্রিয়াচারে অশৌচপালন। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মণদিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ রাহা দেববর্ম্মা মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী পরলোকগমন করিলে ত্রয়োদশদিনে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। পোড়াবাহনিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন অধিকারী পুরোহিত্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ফরিদপুর-নগরে অবস্থিত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দেববর্ম্মা মহাশয় দ্বাদশদিনে তাঁহার নবজাত কন্যার জন্মাশৌচ প্রতিপালন করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন সময়ে ক্ষত্রিয়াচারে অশৌচপালন করা কায়স্থের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

১২। কায়স্থোপনয়ন। ফরিদপুরের অন্তর্গত কলসীগ্রামে বিগত ২০শে বৈশাখ তারিখে শ্রীযুক্ত রামচরণ দত্ত দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা মহাশয় দ্বয়ের বাটীতে ২টী কেন্দ্র হইয়া ৪১ জন কায়স্থ

যথাশাস্ত্র উপনয়নগ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতাস্থ প্রসিদ্ধ বৈদিকোপনয়নাশ্রমস্থ আনুষ্ঠানিক কায়স্থ-সভার কায়স্থাচার্য্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। উপনীত কায়স্থগণের মধ্যে ২০ জন কুলীন ও ২১ জন শ্রেষ্ঠ মৌলিক কায়স্থ।

১৩। সতী কায়স্থ-রমণী শৈবালিনী দেবী। এই অপূর্ব্বা রমণীর স্বামী-সহমরণ বিবরণ স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে লিখিত থাকিবে। কলিকাতা মহানগরীর অনতিদূরে ৬নং চরকডাঙ্গা রোড ভবনে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও তাঁহার পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া স্ত্রী শৈবালিনী বাস করিতেন। সুরেন্দ্রবাবু পোর্ট কমিশনারের অডিট আফিসে কার্য্য করিতেন। শৈবালিনীর একটী পুত্র ছিল। বিগত ৭ই বৈশাখ শনিবার প্রাতঃকালে সাধ্বী শৈবালিনী বুঝিলেন যে, তাঁহার স্বামীর জীবনাশা নাই, তিনি রক্তবাসপরিহিতা হইয়া স্বামীর পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া যে ভয়ানক দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয়গ্রন্থী ছিন্ন হইয়া গেল। গৃহটী ত্রিতল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর ও ঘন পত্রাচ্ছাদিত পাদপরাজি মধ্যে অবস্থিত! এই গৃহটীর ত্রিতলে রাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি বিরাজিত। পতিব্রতা দ্রুতপদবিক্ষেপে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। মৃতকল্প স্বামীর মঙ্গলার্থে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া পুনরায় স্বামীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর একটী কূপের নিকট যাইবার সময় তাঁহার শিশুপুত্রটী মাকে জড়াইয়া ধরিল, তিনি তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া তাড়াইয়া দিলেন ও অবেণীসম্বদ্ধ কেশদাম কেরোসীন তৈলে ডুবাইয়া সমস্ত অঙ্গে ও বসনে ঐ তৈল প্রক্ষিপ্ত করিলেন। তাহার পর তাঁহার সর্ব্বদা পাঠ্য একখানি শ্রীমদ্ভবগদ্গীতা হস্তে ধারণ করিয়া কেশে অগ্নি সংলগ্ন করিয়া দিলেন। অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল সাধ্বী দ্রুতগতিতে স্বামীর গৃহে প্রবেশপথে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন, তখনই তাঁহার পবিত্রাত্মা অমরধামে প্রবেশ করিল। সন্ধ্যার অগ্রেই তাঁহার স্বামী সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হইল, অনন্তর মৃতযুগলের আত্মীয় স্বজন শ্রীহরির পবিত্রনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে উভয়ের দেহ একটী চিতোপরি সজ্জিত করিয়া জ্বলন্তানলে ভস্মীভূত করিলেন। ত্রিংশদিন অতীতে তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধ মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। যেস্থানে সতী তদীয় অন্নময় কোষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ও যে শ্মশানে উহা ভস্মে পরিণত হইয়াছিল তথায় শতসহস্র নরনারী সমবেত হইয়া সতীর ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। ঐস্থান এইক্ষণ তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। পাতিব্রাত্যধর্ম্মের এই প্রকার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কেবল পুণ্যভূমি ভারতেই সম্ভবে, ধনজন-গৃহসম্পদ, অনিন্দ্য যৌবনশ্রী তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া যে রমণী এই প্রকার আত্মোৎসর্গের চরম নিদর্শন দেখাইতে পারেন, তিনি নিশ্চয় জগদ্বিখ্যাত ক্ষত্রিয় রমণী। বর্ত্তমান সময়ে স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ বঙ্গে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এ প্রকার জঘন্য যুগে শৈবালিনীর ন্যায় সর্ব্বস্বত্যাগী ললনা বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই সতী বঙ্গীয়-কায়স্থকুলকে পবিত্র করিয়াছেন। তিনি দত্তবংশ সমুদ্ভবা। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার খুল্লতাত, এবং জগদ্বিখ্যাত মকরন্দ ঘোষের পবিত্র বংশধর তাঁহার স্বামী। শৈবালিনী পবিত্র চৈত্রগুপ্ত সখসেনাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সূর্য্যধ্বজবংশে পরিণীতা হন। প্রাচীন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সখসেনা ও সূর্য্যধ্বজ বংশেও এই প্রকার সতীধর্ম্মের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বিরল। এইরূপ দৃশ্যকে পরিস্ফুট করিয়া শ্রীমধুসূদনের জগজ্জয়ী লেখনী চিত্রিত করিল—

ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে
সহসা জ্বলিল চিতা; সচকিতে সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ, সুবর্ণ আসনে
সে রথে আসীন আজি সূর্য্যধ্বজবীর
সুরেন্দ্র, বামভাগে সুন্দরী শৈবালিনী
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে

চিরসুখ-হাসিরাশি মধুর অধরে ॥

যাও শৈবালিনি! বৈজয়ন্তধামে সুরেন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া চিরদাম্পত্যসুখ ভোগ কর ও ভারতের নরনারীগণকে তোমার অপূর্ব্ব ত্যাগের মহামন্ত্রে দীক্ষিত কর।

১৪। আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর পাবনা কায়স্থ-সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয় পাবনা হিতৈষীতে মুদ্রিত "পাবনা ব্রাহ্মণ-সভা"-শীর্ষক একটী বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। বিবরণটী দীর্ঘ, আমাদিগের স্থানাভাব বশতঃ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। গত ৩০শে চৈত্র হইতে ৩রা বৈশাখ ব্রাহ্মণ-সভার অধিবেশনে পাবনায় একটী অপূর্ব্ব মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। শেষদিনে প্রাণস্পর্শী হরিসংকীর্ত্তনে সমগ্র নগরটী যেন আলোকিত হইয়াছিল। জয়কালীমাতার প্রাঙ্গনে হরিসংকীর্ত্তন হইয়াছিল, তথায় হরিপ্রেমে উন্মত্ত কয়েকটী বালক ও প্রবীন মনুষ্য হরি হরি শব্দ করিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছিলেন, কেহ বা মূর্চ্ছিত। পাবনায় এমন জগৎ ভরা হরিনাম আর কখন হয় নাই। শীতলাইর ব্রাহ্মণ-জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্রেয় ও পবদার কায়স্থ-জমিদার শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র রায় চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয় মহানন্দে নগর-সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। তাহারপর আর একটী সদনুষ্ঠান, সেইদিন ব্রাহ্মণসভা, পাবনা কালেজের অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় দেববর্ম্মা মহাশয়কে কবিভূষণ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মণ-সভার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতামঞ্চে ব্রাহ্মণকায়স্থ সকলেই বক্তৃতা করিতে সুযোগ পাইয়াছিলেন। কলিকাতায় ব্রাহ্মণসভায় কায়স্থের প্রবেশাধিকার নাই। উপবীতী কায়স্থের প্রতি অত্যাচার করা, হিংসা, অনৃত, বিদ্বেষ ইত্যাদি শূদ্রোচিত কলঙ্কে ব্রাহ্মণগণকে কলঙ্কিত করা, দেশের মধ্যে দলাদলির প্রবলবাত্যা প্রবাহিত করা কলিকাতা ব্রাহ্মণসভার মুখ্যব্রত। তাঁহারা উপবীতী কায়স্থের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন, বঙ্গীয় উপবীতী কায়স্থগণও এই সকল শূদ্রধর্ম্মী নামমাত্র ব্রাহ্মণের সংস্পর্শ অনেকদিন হইতেই ত্যাগ করিয়াছেন। পাবনার ব্রাহ্মণসভার প্রথম প্রস্তাব সম্রাটের ভারতাগমন জন্য আনন্দ প্রকাশ, বিবাহের ব্যয় ও পণ সংক্ষেপ দ্বিতীয় প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বক্তা এই সম্বন্ধে সমাজের দুর্গতি বিষদরূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই সকল শুক্রবিক্রয়ীদিগকে উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে—

"তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্রাস্তে শুক্রবিক্রয়ী।"

অহো! বঙ্গদেশ কি পতিত! এই শুক্রবিক্রয়ীগণ শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশকে শ্মশানে পরিণত করিল।" পাবনার ব্রাহ্মণসভার ন্যায় যদি বঙ্গীয় সমস্ত ব্রাহ্মণসভা ঔদারনৈতিক ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতেন, তবে বঙ্গের সামাজিক উন্নতি অতি তীব্রবেগে প্রধাবিত হইত। আমরা আশা করি কলিকাতার ব্রাহ্মণসভা পাবনার আদর্শে গঠিত হইবে।

সম্পাদকস্য।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

কবিতাগুচ্ছ।

আমি কি র'ব না? (১)।

মরমে বাজিছে এক বিষাদ বাজনা,
রহিবে এ বিশ্ব, শুধু আমিই র'বনা!
রয়েছে ধরণী চারু, সুনীল আকাশ,
তেমনি বহিছে মৃদু মলয় বাতাস।
সেইরূপে দিনমণি শোভিছে অম্বরে,
গাইছে বিহঙ্গকুল তেমনি সুস্বরে।
চলিতেছে তরঙ্গিণী তেমনি নাচিয়া,
মধুর-সঙ্গীতে যেন ধরা উচ্ছ্বসিয়া।
অগণিত ফুলদল ফুটিছে কাননে,
সেই শশী সেইভাবে উঠিছে গগনে।
বায়ু তারারাজি আর হ্রদসরোবর,
অরণ্য নিকুঞ্জ মাঠ মরু মহীধর।
সকলি রয়েছে শুধু আমি কি র'ব না?
রয়েছে সকলি হেথা—কি ক্ষুদ্র মহৎ,
ব্যোম বায়ু মহীতল, আছে—এ জগৎ।
সুখ, দুঃখ, ভালবাসা, কীর্ত্তি, ধন, মান,
অধরে মধুর হাসি অমিয় সমান।
দয়া, মায়া, ক্ষমা, দান, দেব-আরাধনা,
পুরুষে স্বার্থতা, নারীহৃদয়ে ছলনা।
সকলি রহিবে হেথা, এ সৃষ্টি সুন্দর—
স্থাবর জঙ্গম জল তারকা-নিকর।
সজলা সফলা শস্যশ্যামলা ধরণী,
যা ছিল সকলি আছে, রহিবে তেমনি।
চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা পরমাণু-কণা,
সকলি রহিবে শুধু আমিই র'ব না!
মিথ্যাকথা আমি ইহা কভু শুনিব না।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

উদ্বোধন (২)।

জাগরে কায়স্থজাতি জাগ একবার,
আর কতকাল বল ঘুমাইয়ে রবে ?
দিনে দিনে ঘিরিতেছে শূদ্রত্ব আঁধার,
দেখিয়েও কিরে হায় দেখিছ না সবে ? ।১।
শূদ্রত্ব কলঙ্কমসী সর্ব্বাঙ্গেতে মাখি,
কি সুখে এখনও বল রয়েছ ধরায় ?
ক্ষত্রিয়-সন্তান তুমি মনে পড়ে নাকি ?
একের সন্তান ছি ছি অন্য পরিচয় ।২।
রাজার সন্তান হয়ে ভিখারী তনয়,
এর চেয়ে কিবা দুঃখ বল আছে আর।
ভুলিও না কভু আর বিদ্বেষী কথায়,
আপনার পথ চিনি হও অগ্রসর ।৩।
শূদ্রের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সেবা মাত্র সার,
ছিন্ন বস্ত্র হবে শুধু তার পরিধান।
উচ্চ কোন কার্য্যে তার নাহি অধিকার,
কে আছে ঘৃণিত হেন শূদ্রের সমান ।৪।
প্রণবে শূদ্রের নাহি কোন অধিকার।
উচ্চারণ মাত্রে হয় জিহ্বার কর্ত্তন।
যা কিছু পবিত্র বস্তু কিছু নাহি তার,
জেনে রেখ এই সার মুনির শাসন ।৫।
হেন শূদ্র হতে যদি সাধ তব মনে।
কেন মিছে লেখনীর কর অপমান ?
ত্রিবর্ণের সেবা কর ঐকান্তিক মনে।
তাতেই তোমার গ্রাস তাতে আচ্ছাদন ।৬।
লেখনীতে একমাত্র তব অধিকার,
তাইতে লেখকজাতি প্রখ্যাত ধরায়।
সতত কায়স্থ বলি গৌরব তোমার,
কোন মুখে দেও পুনঃ শূদ্র পরিচয়॥
(অজ্ঞানতা বিনা ইহা আর কিছু নয়) ।৭।
ক্ষত্রিয়ের দুই বৃত্তি অসিমসী হয়,
এ দুয়েতে তোমা ছাড়া কার অধিকার ?
কত শত মহাবীর তেজস্বী দুর্জ্জয়,
জন্মিয়াছে একমাত্র বংশেতে তোমার ।৮।
খুলে দেখ বেদ-স্মৃতি পুরাণাদি তন্ত্র,
যা কিছু হিন্দুর গ্রন্থ এ মহীমণ্ডলে।
সকলেই একবাক্যে বলে তোমা ক্ষত্র,
কেন তবে বাঁধা আছ অজ্ঞানতা জালে ।৯।
যে কায়স্থ একদিন গৌরবশিখরে,
আরোহণ করেছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়ে।
তারা কিনা এবে হায় বিষণ্ণ অন্তরে,
রয়েছে শূদ্রত্ব-মসী সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে ।১০।
চিরদিন পরবাদ আছে ভূমণ্ডলে,
সুখদুঃখ চক্রবৎ ভ্রমে অবিরত।
দুঃখান্তে কায়স্থ ভাগ্যে সুখ সুবিমল,
হইবে প্রদীপ্ত পুনঃ বিধির নিয়ত ॥১১॥
সীতারাম প্রতাপাদি কত মহাবীর,
যে বংশে জনম লভি ক্ষত্রিয় মহিমা—
বিঘোষিছে কত শত দেশ দেশান্তর।
তারি বংশে কেন হায় শূদ্রত্ব কালিমা ।১২।
প্রতিভায় যাঁরা চির আদর্শের স্থল।
রাজার প্রধান কার্য্যে যাঁরা নিয়োজিত,
বুদ্ধিমন্ত বলি যাঁরা খ্যাত চিরকাল,
তাঁরা কি কখন হয় শূদ্র অভিহিত ?১৩।
তাঁরা যদি শূদ্র হবে কে হবে ক্ষত্রিয়,
তাঁরা যদি দাস হবে কে হইবে প্রভু।
তাঁরা যদি রক্ষ্য হবে কে হবে রক্ষক।
কায়স্থের জাতি কভু শূদ্র নয় নয়।
যে বলে কায়স্থ শূদ্র মূর্খ সে নিশ্চয়।
মূর্খের বচন কভু ধরা যোগ্য নয় ।১৪।
কায়স্থ !
বিন্দুমাত্র রক্ত যদি থাকে ধমনীতে ;
বিন্দুমাত্র ক্ষাত্রতেজ যদি থাকে হৃদে,
শূদ্রত্ব কলঙ্ক যেন না হয় সহিতে ;
এ কথাটী হৃদে যেন জাগে নিরবধি।
(কেশরী-শাবক হয়ে জম্বুক অখ্যাতি) ।১৫।

কায়স্থ !
ক্ষত্রিয় হইয়ে তব কেন শূদ্রবাদ।
একবার জ্ঞাননেত্রে হের ভাল করি ॥
উপবীত ত্যাগ হেতু শুধু এ প্রমাদ।
কলঙ্কী হতেছ তাই শূদ্রাচার ধরি ।১৬।
অতএব ভ্রাতৃগণ বিলম্ব কর না।
ধর উপবীত গলে সানন্দ অন্তরে ॥
সম্মুখে বিদ্বেষীদল রয়েছে দেখ না।
এখনও ভাবিছ কেহ সন্দেহ অন্তরে ।১৭।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মিত্র দেববর্ম্মা।

শিক্ষিত কায়স্থ-যুবকদিগের প্রতি (৩)।

হরি! হরি!
এই কি গো! তোমাদের নবজাগরণ ?
এখনো বিদ্বেষ কর হৃদয়ে পোষণ ?
বিদ্যাহীন বুদ্ধিহীন নও,
শিক্ষিত বলিয়া সবে করে সমাদর,
তবে কেন হেন মতি ? উচ্চনীচ জ্ঞান—
স্বজাতির প্রতি—দেখি এত অনাদর !
হায়, হায় তোমাদের একি অভিমান ?
ছি! ছি! কৌলিন্যের অভিমানে,
বিবাহের বরপণে—
করিছ স্বজাতিগণে এখনো পেষণ !
এই কি গো! তোমাদের নবজাগরণ ?
চেয়ে দেখ—
শিক্ষা বিনা হীন-দশা কত স্বজাতির ;
সমাজের উপেক্ষায়—ঘৃণিত জীবন।
জাতীয়-কলঙ্ক তারা কায়স্থজাতির !
থাকিলে সহানুভূতি হয় কি এমন ?
এই সমাজ সংগ্রামে——
নহ, যদি কায়স্থ-সন্তান !
মানসিক বলে বলীয়ান।
ক্ষাত্র বলি তবে কিসে পাইবে সম্মান ?
কিসে হবে—বীরনামে খ্যাত মতিমান ?
দাঁড়াও যদ্যপি—
নব-তেজে তেজীয়ান যুবক-নিকর !—
আপন বিবেক-বুদ্ধি লয়ে ; সমাজের—
স্বার্থপর মত (যাহা দোষের আকর)
দূর করা একমাত্র শক্তি তোমাদের।
ন্যায় প্রতিষ্ঠায়,
পাপ নাহি হয়—
বৃদ্ধের অন্যায়মত ;—অবহেলা তরে।
তোমরা হে ! আমাদের ভবিষ্য আলোক,
জীবনমরণ-কাঠি তোমাদের করে।
বিচার করিয়া দেখ সকল যুবক !
কি সাহসে বল বৃদ্ধগণ,
ভগ্নপ্রাণে করিবে খণ্ডন—
তোমাদের—ন্যায়-সত্য-স্থির-প্রতিজ্ঞায় ?
বিশেষতঃ সর্ব্ববাদী-সম্মত যখন,
কেমনে করিবে তাঁরা, গতিরোধ তায়,—
"প্রতি কাজে চিত্তভ্রম" তাঁদের এখন ?
দেখ নবীন বয়সে—

বিরাগী-চৈতন্য, বুদ্ধ,
মাতায়ে জগত শুদ্ধ—
মহম্মদ, যীশু আদ্রি মহাত্মা নিচয়—
করেছেন অভিনব ধর্ম্ম-সংস্থাপন।
যুবক ব্যতীত কার সরল হৃদয়?
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে বৃদ্ধ কি কখন?
দাঁড়াও যুবক—
তোমার প্রতিভা লয়ে,
উদার সরল হয়ে।
কিন্তু হায়—বিপরীত দেখি যে তোমার—
সংকীর্ণ হৃদয় মোহমুগ্ধ নিরুপায়!
ছি! ছি!
হাসিবে বিপক্ষপক্ষ—দেখিলে এমন!
এই কি গো! তোমাদের নবজাগরণ?

শ্রীরাধাবিনোদ সরকার।

আনন্দমোহন।* (৪)।

১

আনন্দমোহন,
কোথা আছ স্বর্গপুরে, কল্পনার কতদূরে,
কোথা সেই কুসুমিত মোদিত নন্দন,
কোথা হতে আসে নিতি, তোমার মধুর স্মৃতি
পারিজাত পুষ্পগন্ধে মুগ্ধ করে মন!
অলৌকিক দিব্য কান্তি, অপূর্ব্ব আনন্দ শান্তি
করুণা মমতা স্নেহে দ্রব দু'নয়ন,
দেখি তোমা দিবানিশি, প্রাণে তুমি আছ মিশি,
একি স্বপ্ন একি তন্দ্রা একি জাগরণ?

২

আনন্দমোহন,
পবিত্র চরিত্র তব পবিত্র জীবন,
পবিত্র তোমার ভাষা, পবিত্র তোমার আশা,
পবিত্র তোমার সেই পুণ্য আলাপন,
সে পবিত্র কর্ম্মশক্তি, সে পবিত্র দেশভক্তি
বাঙ্গলায় রেখে গেছে নব আয়োজন!

৩

আনন্দমোহন,
উত্থানে সুশিক্ষা লাগে, সুশিক্ষায় জাতি জাগে,
বুঝিয়া শিক্ষার এই মহা প্রয়োজন,
স্থাপিলে এ শিক্ষাগার, অচির ভবিষ্যে যার,
জগতে উড়িবে চির বিজয়-কেতন!

৪

আনন্দমোহন,
মাতৃভূমি বঙ্গভূমি, আচ্ছাদিয়া আছ তুমি,
নীল গগনের মত করি আলিঙ্গন—
অবিরত নিশিদিবা, বিপদে বিভ্রাটে কিবা,
তুমি সে নয়নে জ্যোতি নিঃশ্বাসে পবন!

৫

আনন্দমোহন,
শিলাতে রাখিব স্মৃতি, তোমার সে স্নেহ-প্রীতি
লিখিয়া কোমল হৃদি—শোভে কি কখন?
এও কি সম্ভবে কভু, কেন এ বাসনা তবু,
বাঙ্গালীর অস্থিমাংস নাহি আত্মমন?

৬

আনন্দমোহন,
এ নহে প্রস্তর-শিলা, আমরা সকলে মিলা,
দিয়েছি বুকের অস্থি করি উৎপাটন,
তোমার পবিত্র নামে, হৌক ধন্য ধরাধামে
আজি বাঙ্গালীর নাম, এই আকিঞ্চন,
এই তব প্রীতিচিহ্ন স্মৃতির আসন!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস॥

* মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর প্রতিষ্ঠিত ময়মনসিংহ সিটি স্কুলে প্রস্তরফলকে লিখিত উক্ত মহাত্মার স্মৃতিলিপির আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে বর্ত্তমান মাসে যে সভা হইয়াছে, তাহাতে এই কবিতাটী পঠিত হইয়াছিল।

প্রভাত (৫)॥

জাগ,—জেগে উঠ; মেল অলস নয়ন
ওরে মুগ্ধমন! নিশা হ'ল অবসান;
মধুর প্রভাত সমাগত। চেয়ে দেখ
সুপ্ত গগনের ভালে অসংখ্য প্রদীপ
নির্ব্বাপিত প্রায়; বিশাল বিশ্বমন্দিরে
এল আরতির কাল। শোন বাজে অই
মঙ্গল আরতি বাদ্য অনন্তের মাঝে
সুস্নিগ্ধ গভীর মন্দ্রে; বনে উপবনে
কোটিকণ্ঠে গাহিতেছে মধুর প্রভাতী
বিহগ বিহগী মিলি সুস্বর নিস্বনে।
ভুলে যাও রজনীর বিশ্রান্ত বিলাপ
ভৈরবীর সন্দীপন রাগে। হের হের
সুপ্তা নিশীথিনী-শিরে সুবর্ণ মুকুট
মলিন নিষ্প্রভ। নিশারাণী বিষাদিতা;
ম্লানমুখে নিরখিয়া প্রভাতের পানে।
হের দীপ্ত নভস্তল; দীপ্ত বনরাজি;
ঊষার শোণিমা-রাগে দীপ্ত বসুন্ধরা।
এ হেন সময়, কে অই পলায় ত্রস্ত
লুকাইতে গিরিগুহাতলে? দেখ চেয়ে
অন্ধকার নিশাচরী লুকায় তরাসে
তস্কর, কৌশিক আর জম্বুকের সনে।
কি কাজ তাহারে অনুসরি? যেতে দাও
যেথা ইচ্ছা, মায়াবিনী; কিন্তু সাবধান
মানস মন্দিরে যেন না করে প্রবেশ।
হের বিস্তীর্ণ কান্তার, নিস্তব্ধ নীরব;
এই মাত্র আসিয়াছে কুটির প্রাঙ্গনে
কৃষক গোপালসহ; কৃষকের বধূ
অনিমেষ আঁখি মেলি র'য়েছে চাহিয়া!
ক্রমে ক্রমে রবিরেখা হয় খরতর,
পথিকের কোলাহল উঠে আকুলিয়া
জীর্ণ শীর্ণ বক্ষস্থল হ'তে; শান্ত কর
সান্ত্বনার কোমল পরশে। মুছে ফেল
কাতর ক্রন্দন, ব্যথা, নিষ্ফল বিলাপ,
অসীমের পদতলে নত কর শির।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার।

হিন্দু ও পৌত্তলিকতা।

হিন্দুর দেবপ্রতিমা অনেক দিনের—সে কতদিনের তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার নামগন্ধও ছিল না, যখন পাশ্চাত্য সভ্য সমাজের আদিম পুরুষগণ ধনুর্ব্বানহস্তে শিকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া, মৃগয়ালব্ধ বন্যপশু দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন, যখন তাঁহারা সভ্যতা ও সমাজ কাহাকে বলে কিছুই জানিতেন না—সুধু আত্মোদর পরিপোষণই একমাত্র কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন, তৎকালেও ভারতে দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সমধিক চর্চ্চা হইত, তৎকালেও এই হিন্দুগণ সভ্যতা ও সমাজের বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন,—সে সময়েও হিন্দুগণ বুঝিয়াছিলেন যে, এই বিশ্ব-সৃষ্টি জড়ের কার্য্য নহে—সর্ব্বোপরি এক মহীয়সি ঐশীশক্তি বিরাজিত। হৃদয়ে যখন জ্ঞানের আবির্ভাব হইতে থাকে, তখন কৃতজ্ঞতা, ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণ স্বতঃই মানসক্ষেত্রে আবির্ভাব হয়। যখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান সহায় সূর্য্য, তখন কৃতজ্ঞতাভরে সেই পরম সহায়কারীর সন্তোষবিধানার্থ স্তব করিতে আরম্ভ করিল। যখন তাহারা অগ্নির দাহিকাশক্তির আশ্চর্য্য প্রভাব দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন হইল, তখনি তাহারা তারস্বরে বলিয়া উঠিল—'অগ্নিমীলে পুরোহিতং।' এতাদৃশ চেষ্টা পূর্ব্বাপর প্রচলিত—প্রত্যুপকার স্মরণ করিয়া উপকারীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ,—উন্নত ব্যক্তির ক্ষমতা দর্শনে অবনত ব্যক্তির বিস্ময়াপন্ন হওয়া,—বড়র সন্তোষবিধানার্থ ছোটর ঐকান্তিক চেষ্টা জগতে স্বাভাবিক। সামান্য মানবের ক্ষমতায় যখন মানব অভিভূত,—সামান্য মানবের কিছু গুণ দেখিয়া যখন মানব বিমুগ্ধ, তখন সর্ব্বোপরি সমভাবে ক্ষমতাবিস্তারকারী সেই মহীয়সি শক্তির গুণদর্শনে বিমোহিত হইয়া তাঁহার ভজনায় মানবমন আকৃষ্ট হইবে না কেন?

এ সংসারে গুণের আদর। তুমি আমি সকলেই গুণের পক্ষপাতী। শুধু তুমি আমি কেন, জগতের স্বাভাবিক নিয়মই তাই। বৃক্ষ ভরা কাঠমল্লিকা আপন মনে প্রস্ফুটিত হইয়া বন আলো করে, সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই,—অনাদরে ঝরিয়া পড়ে, শেষে মনের দুঃখে বালবিধবার ন্যায় শুকাইয়া যায়। কিন্তু বাগানে যখন একটী গোলাপ প্রস্ফুটিত হয়, তখন সে সুন্দর দৃশ্য দেখিতে কাহার চিত্ত আকর্ষিত না হয়? দেখিবে তাহার গন্ধ লইতে সকলেই ব্যগ্র, মধুকর মধুলোভে তাহার পার্শ্বে গুণগুণ করিতেছে। এ সব কেন বুঝিয়াছ কি? জগতে সকলেই গুণের আদর করিয়া থাকে। নির্গুণ পুরুষের আদর নাই। তাই সেই অশেষ গুণময়ীর মহীয়সিশক্তির বিচিত্র গুণ দর্শনে তাহার প্রতি সকলেই ধাবিত হয়। তাঁহায় সন্তোষবিধানার্থ সকলের চেষ্টা। তাই হিন্দুর ঈশ্বর সগুণ—তাই হিন্দুর দেবতা অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালিনী ও অপূর্ব্ব শোভাময়ী।

জগদীশ্বর ও তাঁহার সৃষ্ট এই দৃশ্যমান জগতের মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহা লইয়া বিশেষ মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন এই জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্ট, সুতরাং ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। আবার কেহ বলেন জগৎ ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র নহে,—ঈশ্বরের রূপ বা বিকাশ মাত্র। খ্রীষ্টধর্ম্মযাজী ও মহম্মদের অনুবর্ত্তীগণ পূর্ব্বোক্ত মত সমর্থন করেন। হিন্দু সে মত স্বীকার করেন না, তিনি পরবর্ত্তীমতের পক্ষপাতী। হিন্দুগণ ঈশ্বরে জগৎ ও জগতে ঈশ্বর দেখিয়া থাকেন—একটীকে পরিত্যাগ করিয়া অপরটীর বিষয় চিন্তা করিতে পারেন না। জগৎ লইয়া হিন্দুর দেবতা—দেবতা লইয়া হিন্দুর জগৎ। এ কথায় কাহারও মনে করা উচিত নয় যে, হিন্দু সৃষ্টি মানেন না বা পাশ্চাত্যগণ জগতে ঈশ্বরস্ফূর্ত্তি স্বীকার করেন না। হিন্দু যখন বলেন—'পরমেশ্বর সকলই করিয়াছেন।' তখনই তিনি ঈশ্বরের সৃষ্টি স্বীকার করিতেছেন। আবার পাশ্চাত্যগণ যখন বলিতেছেন—'In Him we live.' তখন তাঁহারাও জগতে ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন। ফলতঃ পরমেশ্বর সম্বন্ধে সকলেই সকল কথা মনে করেন—সকল কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। জগদীশ্বর এমনই সর্ব্বময়—এমনই সর্ব্বপ্রভাবশালী—এমনই সর্ব্বত্ব যে তাঁহাকে সমস্ত সংজ্ঞায়ই অভিহিত করা যায়। তাই হিন্দুগণ তাঁহার একটী সংজ্ঞা দিয়াছেন 'সর্ব্ব'। পরমেশ্বর সম্বন্ধে সকলের এতাদৃশ ভাব হইলেও, এক একটী জাতি বা সম্প্রদায় এক একটী ভাব বা প্রণালীকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া মনে করেন। তাই হিন্দুগণ জগতকে জগদীশ্বর হইতে পৃথক মনে করেন না—পাশ্চাত্য ধর্ম্মসাম্প্রদায়িকগণ পৃথক মনে করিয়া থাকেন। এই উভয় মতের মধ্যে কোন মতটী শ্রেষ্ঠ, তাহা বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে, কিংবা সে মীমাংসা করাও সহজ নহে। তবে এই মতদ্বয়ের সহিত পৌত্তলিকতার সম্বন্ধ কি তাহা প্রদর্শন করাই আমার উদ্দেশ্য।

যাঁহারা জগতকে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করেন, তাঁহারা বলেন—সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্টপদার্থ কোনক্রমেই সমতুল হইতে পারে না। একটী উৎকৃষ্ট—অপরটী নিকৃষ্ট। তাই তাঁহাদের নিকট জগতকর্ত্তা পূজনীয়—কিন্তু জগৎ অত্যন্ত হেয় ও অধম। তাই তাঁহারা জগতের জিনিষ লইয়া জগদীশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা দুষ্কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। তাই পাশ্চাত্যসভ্যতাভিমানী ব্যক্তিগণ হিন্দুর পৌত্তলিকতার নাম শুনিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন। হিন্দুগণ কখনও জগতকে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন না, ঈশ্বর যেমন তাঁহাদের নিকট আদরের, জগতও তদ্রূপ। তাঁহারা জড়ে চৈতন্যে অপূর্ব্ব মিশামিশি ভাব দেখিয়া থাকেন। তাই জড়ের সাহায্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা, অপকর্ম্ম মনে করেন না। যদিও হিন্দুগণ জগতে ঈশ্বরস্ফূর্ত্তি দেখেন—তথাপি তাঁহারা জগতকে ঈশ্বর মনে করেন না। তাঁহারা জগতকে ঈশ্বরের মায়া মনে করিয়া, আত্মজ্ঞান লাভ করতঃ পরমপদপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে কর্ত্তা হইতে কার্য্য কি এতই হেয়, যে একটী অপরটীকে প্রকাশ করিতে অক্ষম। এই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্ট পদার্থ, সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত তাহার কোন অংশেই তুলনা হয় না, তাই বলিয়া কি জগতকে অপদার্থ ও অপকৃষ্ট বলিবে? রামায়ণ কাব্যখানি বাল্মীকির রচিত, তাই বলিয়া কি বলিবে বাল্মীকি শ্রেষ্ঠ—রামায়ণ-গ্রন্থখানি অত্যন্ত হেয় ও অপদার্থ? যদি তাহা না হয়, তবে জগতকে নিকৃষ্ট বলিতে

চাহ কেন? জগৎ যদি অপকৃষ্ট না হয়, তবে তদ্দ্বারা তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার পরিচয় প্রদান করিতে বাধা কি? এস্থলে বলিতে পার যে, কালিদাস প্রায় ১৫।২০ খানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এক শকুন্তলা গ্রন্থে, কালিদাসের কি পরিচয় পাওয়া যাইবে! এ কথা ঠিক—কিন্তু তাই বলিয়া কি শকুন্তলা গ্রন্থখানি কালিদাসের কবিত্বের আংশিক পরিচয় দিতেও অক্ষম? যদি শকুন্তলাতে কালিদাসের কবিত্বের আংশিক পরিচয়ও পাওয়া যায়, তাহাতে বাধা কি! যতদূর জানা যায় তাই ভাল—না কিছু না জানাই ভাল? তাই বলিতেছি যে, যদিও জগদীশ্বরের অনন্তকার্য্য বিদ্যমান, তথাপি তাঁহার কোন একটী কার্য্য কি তাঁহার আংশিক পরিচয় দিতেও অক্ষম? কারণ প্রস্তুত কার্য্য কি এতই অপকৃষ্ট, যে কারণের আংশিক পরিচয় দিতেও অযোগ্য? যদি তাহাই হয় তবে এই সংসারে মানুষ কেমন করিয়া মানুষের কীর্ত্তিকে মানুষের প্রতিনিধিস্বরূপ প্রতিষ্ঠা করে? কেমন করিয়া রণবিজয়লব্ধ পতাকা রণবিজয়ীর প্রতিনিধিস্বরূপ প্রদর্শিত হয়? যদি মানবের সৃষ্টপদার্থ, সৃষ্ট বলিয়া অপকৃষ্ট ও মানবের পরিচয় প্রদান করিতে একেবারে অক্ষম না হয়, তবে ঈশ্বরের সৃষ্ট বলিয়া জগৎ সেই জগতকর্ত্তার আংশিক পরিচয় দিতে অক্ষম হইবে কেন? সুতরাং এই দৃশ্যমান জগৎ পরমেশ্বরের সৃষ্ট বলিয়া যাঁহারা তাহাকে অপকৃষ্ট মনে করেন ও তাহা জগতকর্ত্তার পরিচয়ার্থে ব্যবহার করা কুসংস্কার বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহারা ভ্রান্ত পথের পথিক। আবার সেই পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী এদেশীয় যাহারা সেই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া এদেশের পৌত্তলিকতাকে মহাপাপ বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহারা আরও ভ্রান্ত। কেননা তাঁহারা আপন সত্যকে পদদলিত করিয়া পরের অসত্যকে সত্য বলিয়া আদর করিতেছেন। হায়! এ কুহেলিকা কি দূর হইবার নহে!!!

জাগতিক সৃষ্ট পদার্থ উৎকৃষ্টই হউক আর নিকৃষ্টই হউক,—সৃষ্ট জগৎ জগদীশ্বর হইতে পৃথকই হউক,—আর একইভূত হউক, তদ্দ্বারা সৃষ্টকর্ত্তার পরিচয় প্রদান করিতে যাওয়া কি তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা দোষের নহে। কেননা জগৎ লইয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব;—জগতের রূপ, গুণ ও কার্য্য লইয়াই পরমেশ্বরের রূপ, গুণ ও কর্ত্তৃত্বশক্তির বিকাশ। জগতের রূপগুণ লইয়াই জগতকর্ত্তার রূপগুণ নিরূপিত হয়। যদি জগৎ না থাকে তবে মানুষের জগদীশ্বরও থাকে না। কিন্তু বল দেখি ভাই জগতের রূপ ও গুণ কি? আচ্ছা জগতের কথা এখন ছাড়িয়াই দিলাম,—বল ত একটী মানুষের রূপ কি? আমি ত দেখি মানুষ একটী বহুরূপী। কেননা তাহার বাল্যে একরূপ,—যৌবনে একরূপ,—প্রৌঢ়াবস্থায় একরূপ,—আবার বৃদ্ধাবস্থায় একরূপ। হর্ষের সময় এক মূর্ত্তি ধারণ করে—আবার বিষাদে অন্য মূর্ত্তি ধারণ করে। বিচক্ষণ ব্যক্তির নিকট প্রতি পলেপলে মানবের রূপান্তর ঘটিতেছে। আচ্ছা ভাই! বল ত একটী বটবৃক্ষের রূপ কি? যখন তাহার অঙ্কুরিত অবস্থা তখন একরূপ,—যখন শ্যামলপত্রে আবৃত হইয়া শাখা প্রশাখা প্রসারণ করিয়ে থাকে তখন একরূপ,—যখন বিশাল কাণ্ড সকল চতুর্দ্দিকে প্রসারণপূর্ব্বক উপমূলে ভূমি আশ্রয় করিয়া উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হয় তখন একরূপ,—যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ ফলে সুশোভিত হয় তখন একরূপ,—যখন সেই সমুদয় ফল ভক্ষণের নিমিত্ত বিহগকুল সমবেত হইয়া শাখায় শাখায় ক্রীড়া করিতে থাকে তখন একরূপ,—আবার যখন ঘূর্ণিবায়ুতে শাখা প্রশাখা ছিন্নভিন্ন বা বিদ্যুতানলে পত্রাদি দগ্ধ হইয়া যায় তখন অন্যরূপ। যখন জগতের প্রত্যেক পদার্থের গুণভেদে রূপভেদ ও রূপভেদে গুণভেদ হয়, তখন কাহারও প্রকৃত রূপগুণ নির্দ্দেশ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। যে জগতের সামান্য একটী জিনিষের রূপগুণ নির্দ্দেশ করা অসাধ্য—সেই জগতের ও তাহার মহিমময় সৃষ্টিকর্ত্তার রূপগুণ নির্দ্দেশ করে কাহার সাধ্য? সুতরাং জগদীশ্বরের রূপ ও গুণ অনন্ত ও অগণ্য। জগতের জগদীশ্বর দয়ালু, তিনি সুন্দর—তিনি নিষ্ঠুর, তিনি কমনীয়—তিনি ভীষণ, তিনি শান্ত—তিনি উগ্র, তিনি সর্ব্বরূপগুণসম্পন্ন। যাঁহার রূপের বা গুণের সীমা নাই—যাঁহার আকারের স্থির নির্দ্দেশ হয় না, তাঁহাকে কি একরূপী বলিতে পার? তাঁহার রূপ—তাঁহার গুণ একটী নির্দ্দিষ্ট সীমার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয় এবং তাঁহাতে সকল গুণই আছে বলিয়া সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুঋষিগণ পরমেশ্বরকে নিরাকার ও নির্গুণ বলিয়াছেন।

জগতকর্ত্তা জগদীশ্বরের যখন অনন্তরূপ ও অনন্তগুণ তখন তাঁহার একটী রূপবিশিষ্ট মূর্ত্তি গঠন করিলে, অসীমকে সসীম—অনন্তকে সান্ত করা হয়। তাঁহাকে এক নির্দ্দিষ্টরূপী বলিলে, তাঁহার বিশ্বমূর্ত্তি খর্ব্ব ও অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে। অতএব প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা পৌত্তলিক, তাঁহাদের নিকট জগদীশ্বরের অনন্তমূর্ত্তি। তাই হিন্দুর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বররূপ—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি দেবতা,—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি রূপ—রাধা, কালী, দুর্গাদি অগণ্য—অনন্ত রূপ; তাই হিন্দুর দেবতা একটী নহে—তেত্রিশ কোটি। এই ভূমণ্ডলস্থ অসংখ্য জাতির মধ্যে হিন্দুর মনে যেমন অনন্তগুণশালী পরমেশ্বরের অনন্তত্ব প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধ হইয়াছিল, অন্য কোন জাতির তাদৃশ কেন তাহার শতাংশের একাংশও হয় নাই। আর তাদৃশ উপলব্ধির ক্ষমতা যেমন হিন্দুর মনে জন্মিয়াছিল, শিক্ষাভিমানী অন্য কোন জাতির অন্তঃকরণে তাদৃশ শক্তি সঞ্চারিত হয় নাই। হিন্দুর যদি ঈশ্বরজ্ঞান পূর্ণ না হইত—যদি অনন্ত-পুরুষ কাহাকে বলে তাহা হিন্দু না বুঝিত, তবে হিন্দুর দেবতা তেত্রিশ কোটি হইত না—চিরকালই 'এক' থাকিত।

যীশুখ্রীষ্ট ও মহম্মদের অনুবর্ত্তীগণের মতে ঈশ্বর একটী নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতিসম্পন্ন। তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলে ও কোরাণে এতাদৃশ অনুশাসনই দেখা যায়। ঐরূপ অনুশাসন থাকিলেও কি ঐ সম্প্রদায়দ্বয়ের ধর্ম্মযাজীগণের সকলেরই আন্তরিক বিশ্বাস তাই? আমার তাহা বোধ হয় না। কেননা ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন একরূপ আর মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—স্বাভাবিক প্রকৃতি অন্যরূপ। যেস্থলে বিচক্ষণ মানব অনন্তরূপগুণশালী ঈশ্বরের অনন্তত্ব উপলব্ধ করিয়াছে—সেই স্থলেই মানব অসংখ্য ঈশ্বর ও কোটি কোটি দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মানুষের এ স্বাভাবিক বৃত্তি কেহ চাপা দিয়া রাখিতে পারে নাই।—কেহ

কষ্টে হৃষ্টে চাপা দিয়া রাখিলেও প্রকৃত কবি কখনও আপন হৃদয়ের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। মুসলমান কবির কোন গ্রন্থ পাঠ করা ভাগ্যে ঘটে নাই—ঘটিবেও না। তবে ইউরোপীয় কবির যে দুই একখানা কাব্য পাঠ করিয়াছি, তাহাতে এ কথার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য কবি 'বাইরণ' শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন;—

"Thou glorious mirror, where the
Almighty's form
Glasses itself in tempests; in all
time,—
Calm or convulsed, in breeze, or
gale, or storm,
Icing the pole, or in torrid clime
Dark-heaving-boundless-endless,
and sublime,
The image of eternity, the throne
of the Invisible,"

বাইরণ সমুদ্র দেখিতে দেখিতে ঈশ্বরের রূপ দেখিলেন। জগদীশ্বরের প্রতিকৃতি—অপকৃষ্ট সৃষ্ট জড়পদার্থে আসিয়া উপস্থিত হইল। আর একটী কবি পর্ব্বত দেখিয়া ঈশ্বরজ্ঞানে নমস্কার করিয়া বলিতেছেন;—

"Thou too again, stupendous Mountain! Thou
That I raise my head, awhile bow'd low
In adoration, upward from thy base."*

* ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠক ইংরেজী লেখাগুলি পরিত্যাগ করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না, সেইজন্য আর বঙ্গানুবাদ দিলাম না। লেখক।

যাহারা ইংরেজী সাহিত্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এতাদৃশ বর্ণনা বহু দেখিয়াছেন। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, ধর্ম্মগ্রন্থের স্পষ্ট নিষেধ থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য কবিগণের মানসিক ভাব ঐরূপ হইয়াছে কেন? ইহা তাঁহাদের দোষ নহে। এ প্রকৃতি মানবের স্বাভাবিক। মানব যখন জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইয়া প্রতি পদার্থের বিচার আরম্ভ করে, তখন সেই 'এক' বিচার করিতে করিতে অনন্তে উপস্থিত হয়। আবার যে সমুদ্র, যে পর্ব্বত, যে আকাশের বর্ণনায় পাশ্চাত্য কবির হৃদয়ে ঈশ্বর স্ফূর্ত্তি হইয়াছে—এদেশীয় কোন কবির হৃদয়েই ঐগুলি বর্ণনার সময়ে জগদীশ্বরের রূপ স্ফূর্ত্তি হয় নাই। ইহার কারণ বলিতে পার কি? হিন্দু কি পাশ্চাত্য ধর্ম্মযাজীগণাপেক্ষা ঈশ্বরকে কম ভক্তি করে—ঈশ্বরকে কম ভালবাসে? তাহা নহে। হিন্দুর দেবতা তেত্রিশ কোটি—সেই তেত্রিশ কোটি দেবতার বিষয় আলোচনা করিতে করিতে হিন্দু ঈশ্বরের অনন্তত্ব উপলব্ধি করিয়াছে—আর অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণের ধর্ম্মশাস্ত্র অনন্ত ঈশ্বরকে এক নির্দ্দিষ্ট রূপগুণাদিযুক্ত করিয়া, তাহাদের হৃদয়স্থিত অনন্তভাব চাপিয়া রাখে, তাই তাহাদের অনন্ত পিপাসা নিবৃত্তি হয় নাই। কাজেই প্রাকৃতিক অপূর্ব্ব দৃশ্য বর্ণনাকালীন তাহাদের মন অনন্তের পথে ধাবিত হইয়াছে। তাই বলি তেত্রিশ কোটি দেবতা, সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুগণের অত্যুৎকৃষ্ট নির্ব্বাচনের ও মানবের স্বাভাবিক প্রকৃতির অনিবার্য্য ফল।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিয়া জগতকর্ত্তার মূর্ত্তি নির্ব্বাচন করিতে গেলে কতকগুলি মাধুর্য্যময়—আর কতক ভীষণ—আর কতক যে উভয়

হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? একচক্ষে দেখিলে এই জগৎ সুখের আবাসস্থল—সৌন্দর্য্যের খনি—প্রেমের লীলা-নিকেতন। বর্ষার পরিপূর্ণ বারিরাশিতে—হেমন্তের শিশির-স্নাত সদ্যবিকশিত স্থলপদ্মে,—শরতের আকাশে,—মধুর বসন্তের জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে কত শোভা—কত সৌন্দর্য্য। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অতুল ও অপরিমেয় সৌন্দর্য্যরাশি যে যত পার সুখে ভোগ কর—ইহা কদাচও নিঃশেষ হইবার নহে। এখানে প্রাণভরা আশা,—বুকভরা ভালবাসা; শিশুর আধ আধ হাসি—যুবতীর রূপরাশি, যৌবনের উদ্বেলতা—বার্দ্ধক্যের প্রশান্ততা, নবীন যুবকের হৃদয়—যুবতীর প্রণয় সবই আছে, আর কি চাও পাঠক!!! আবার অন্য চক্ষে দেখিলে দেখিবে ইহা কি ভয়ঙ্কর। পলে পলে ইহার প্রতি লোমকূপ হইতে ভয়ঙ্কর জ্বালাময়ী অগ্নিশিখা লক্ লক্ করিয়া বাহির হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিতে সমুদ্যত। গ্রীষ্মাকাশস্থ মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণে সংসার যেন ঝল্‌সিয়া যাইতেছে,—প্রবল বায়ুর প্রলয় গর্জ্জনে, কড় কড় ভীষণ নাদে দিঙ্মণ্ডল সন্ত্রাসিত, প্রলয় বায়ুর অপ্রতিহত প্রতিঘাতে ভূধর ও মহীরুহ কম্পিত, প্রাবৃটের ঘোর ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন অমা রজনীর ভয়ঙ্কর দৃশ্য। এখানে কুসুমে গরল—অমৃতে হলাহল, রোগীর যাতনা—ভোগীর লাঞ্ছনা, স্থবিরের হতাশ—প্রেমে নিরাশ, সবই আছে। ইহাতে জগৎ সুখময় বলিতে চাও কি? তাই বলিতেছিলাম যে, জগতের মূর্ত্তি দেখিয়া জগতকর্ত্তার মূর্ত্তি নিরূপণ করিতে গেলে জগদীশ্বরের নানা মূর্ত্তি হইবেই হইবে। তাই আমরা হিন্দুশাস্ত্রে কখনও দেখি;—'স্মেরাং গোরচনাভাং স্ফুরদরুণপটপ্রাপ্তাক্ষপ্তাবগুণ্ঠ্যাং।' আবার কখনও দেখি; 'করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।' কখনও দেখি; 'ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং।'—আবার কখনও দেখি—'উদ্যন্মার্ত্তণ্ডকোটিপ্রতিমতনুরুচিং সোমসূর্য্যাগ্নিনেত্রং।' তাই হিন্দুর দেবতা এক নহে—বহু। তাই হিন্দুর দেবতা একটী নহে তেত্রিশ কোটি। * (ক্রমশঃ)

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী।
পোষ্ট উথলী—ঢাকা।

* তেত্রিশ কোটি দেবতা দেখিয়া যেন কেহ মনে না করেন যে, হিন্দুর দেবতা নির্দ্দিষ্ট তেত্রিশ কোটি সংখ্যায় সমাপ্ত। এস্থলে তেত্রিশ কোটি শব্দ অনন্তার্থে প্রযোজ্য। তেত্রিশ কোটি শব্দ দ্বারা হিন্দুর দেবতা যে অনন্ত তাহাই বুঝান হয়। লেখক।

করণ ও অম্বষ্ঠ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

অতএব মনূক্ত "তথার্য্যাৎ জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কার মর্হতি" ইহা যে সামান্যবিধি ভিন্ন বিশেষবিধি নহে, তাহা বালকেও অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। ফলতঃ আর্য্য কর্ত্তৃক বিবাহিতা আর্য্যাগর্ভোজাত হইলেও অম্বষ্ঠ বা আর্দ্ধিকজাতি যে, একতর দ্বিজ নহেন, তাহা আমরা সাহস করিয়াই বলিতে পারি। এখানে বলা আবশ্যক যাহারা উপস্থিত ক্ষেত্রে কুটতর্ক

বিস্তারে আর্দ্ধিক বা অর্দ্ধসীরী পদের "অর্দ্ধং ক্ষেত্র শাস্যার্দ্ধ মর্হতীতিঠক্" অথবা অর্দ্ধং সীরস্য" হলকৃষ্ট শাস্যাদি ফলস্য অর্দ্ধসীরঃ স অস্তি অস্য অস্ত্যর্থে ইনি" এইরূপ অর্থাৎ কর্ষক অর্থ কল্পনা পূর্ব্বক করণজাতির জাতীয় গৌরব অপহরণ করিয়া গোপনে পলাইতে বাসনা করেন; আমরা মনে করি পরাশরস্মৃতির প্রাগুক্ত (১১।২১) ও (১১।২৩) সংখ্যক পদ্য দুইটীই তাহাদের পক্ষে পারঘাটের ঘাটমাঝির কুটীর স্বরূপ।

প্রিয় পাঠক! প্রস্তাবিত স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও শাস্ত্রের গৌরব রক্ষার্থ বাধ্য হইয়া আজ আমাদিগকে এখানে বলিতে হইতেছে যে, একসময়ে নাপিতাদি হীন জাতির সহিত তুলিত এই আর্দ্ধিক (অম্বষ্ঠ) জাতির অন্নগ্রহণ ব্রাহ্মণের পক্ষেও দোষাবহ ছিল না সত্য; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে লোক রক্ষার্থ নানাকারণে বুধমণ্ডলী ব্যবস্থাপূর্ব্বক উহা রহিত করিয়া দিয়াছেন। যথা,—

"দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তকন্যা প্রদীয়তে॥
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতেভিঃ।
শূদ্রেষু দাসগোপাল কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্॥
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতি দূরতঃ।
ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্বতাদিক্রিয়াপিচ॥
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥"

(হেমাদ্রিধৃত আদিত্যপুরাণ)

পক্ষান্তরে অনন্তরাজ বৈশ্যতনয় করণজাতির দ্বিজত্বে যাহারা সন্দিগ্ধ, আমরা তাহাদিগকে মনোযোগের সহিত পৌরাণিক পুরাবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতে অনুরোধ করি। কেন? তাহা বলিতেছি।

বোধ হয় অস্মদ্দেশীয় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অবগত আছেন যে; একদা অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথ মৃগয়ার্থ সরযূতীরে গমন করিয়া গজ ভ্রমে নিশীথ সময়ে শব্দভেদী শরে জনৈক মুনিতনয়ের প্রাণবিনাশ করিয়াছিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি এই মুনিপুত্রের পরিচয় প্রদান করিতে বসিয়া লিখিয়াছেন,—

"ন দ্বিজাতিরহং রাজন্ মাভূত্তে মনসোব্যথা।
শূদ্রায়ামস্মি বৈশ্যেন জাতো নরবরাধিপ॥৫১"

(বাল্মীকিয়ে অযোধ্যাকাণ্ডে ৬৩ সর্গঃ)

হে রাজন্! আসি করণজাতি (১), দ্বিজাতি অর্থাৎ বিপ্র নহি। (২) বৈশ্য হইতে শূদ্রাগর্ভেই আমার জন্ম। অতএব আপনি ব্রহ্মহত্যাজনিত মনোবেদনা পরিত্যাগ করুন। আবার তিনি অন্যত্র এই বৈশ্য শূদ্রাজ করণকেই অধীয়ান্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

"কস্য বা পররাত্রেঽহং শ্রোষ্যাসিহৃদয়ঙ্গমম্।
অধীয়ানস্য মধুরং শাস্ত্রং বান্যদ্বিশেষতঃ॥৩২
কোমাং সন্ধ্যামুপাস্যৈব স্নাত্বা হুতহুতাশনঃ।
শ্লাঘয়িষ্যত্যুপাসীনঃ পুত্রশোক ভয়ার্দ্দিতম্॥৩৩"

(বাল্মীকিয়ে অযোধ্যাকাণ্ডে ৬৪ সর্গঃ)

"হায়! এক্ষণে রজনী শেষে আমাকে কে আর মনোহর ও মধুর বেদপুরাণাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন ধ্বনি শ্রবণ করাইবে। হে পুত্র! আমি শোক ও ভয়ে কাতর হইলে কে আর প্রাতঃস্নানপূর্ব্বক সন্ধ্যা উপাসনা ও অগ্নিহোত্র হবন করিয়া আমার নিকটে উপবিষ্ট হইয়া আমাকে আহ্লাদিত করিবে।"

(শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ)

খ্যাতনামা টীকাকার রামানুজ এখানে "অন্যদ্বাপুরাণং বৈশ্যশূদ্রজাতত্বেন সঙ্করত্বাৎ বেদপ্রসঙ্গোনোক্তঃ। সন্ধ্যামিতি তন্ত্রমার্গেণেতি শেষঃ। হুতহুতাশনঃ নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চযজ্ঞান্ সমাপয়ে দিত্যুক্তরীত্যা শ্লাঘয়িষ্যতি শ্লাঘন মুদ্বর্ত্তনং তৎপূর্ব্বকং স্নাপয়িষ্যতি নাপ্সুঃ শ্লাঘ মানঃ স্নায়াদিতি ব্রহ্মচারি প্রকরণস্যাপস্তম্ব স্মৃতৌ তথা ব্যাখ্যানাৎ।" এইরূপ অর্থ কল্পনা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু আমরা মনে করি মহর্ষি বাল্মীকির সেরূপ অভিপ্রায় হইলে, তিনি কখনই অন্যত্র এই মুনিপুত্রকে স্পষ্টাক্ষরে ঋষি এই দ্বিজোচিত উপাধি ভূষণে পরিমণ্ডিত করিতেন না। (৩) যেহেতু,—

"ঋষীত্যেষু গতৌ ধাতুঃ শ্রুতৌ সত্যে তপস্যথ।
এতৎ সন্নিয়তং তস্মিন্ ব্রহ্মণা স ঋষিঃ স্মৃতঃ॥৮২"

(বায়ুপুরাণ ৪৯ অ০)

অর্থাৎ ঋষি ধাতু গমন, শ্রুতি, সত্য ও তপস্যার্থক। যাঁহারা এই সকল গুণে অন্বিত হইয়া ব্রহ্মে রত হন, তাহারাই ঋষিপদবাচ্য। অতএব করণজাতি যে একতর দ্বিজ ভিন্ন শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত নহেন, তাহা সাহস করিয়াই বলা যাইতে পারে। যেহেতু মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন,—

"শূদ্রো * * * বেদমুপশৃণ্বতস্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্র প্রতিপুরাণমুদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদ আসন শয়ন বাক্পথিষু সমপ্রেপ্সুর্দণ্ড্যঃ শতমিতি।"

(গৌতমধর্ম্মসূত্র ১২ অ০)

শূদ্র যদি বেদ শ্রবণ করে, তাহা হইলে রাজা সিসা ও জৌ গলাইয়া তাহার কর্ণরন্ধ্রে ঢালিয়া দিয়া উহা বুজাইয়া দিবেন। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বা ছেদন করিবেন এবং বেদমন্ত্র ধারণ করিলে যে অঙ্গে উহা ধারণ করিবে সেই অঙ্গের ভেদ করিবেন। অধিক কি অনুপনীত দ্বিজবালকের পক্ষেও যখন বেদমন্ত্র শ্রবণ নিষিদ্ধ; (৪) তখন করণজাতি যে একতর দ্বিজ তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

ফলতঃ শাস্ত্রান্তরে বৈশ্য শূদ্রাজ করণ কুলপ্রদীপ এই মুনিবর যখন একতর দ্বিজ বা স্পষ্টাক্ষরে বৈশ্যতাপস (৫) বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া-

(১) "বৈশ্যেন শূদ্রায়াং জাতঃ করণ ইতী ইত্যেবং জাতীয়কমিতি।"

(রামায়ণতিলকে রামানুজঃ)

(২) "কবচাচিতে দ্বিজাতির্বিপ্রান্তজয়োশ্চ পুংলিঙ্গঃ।"

(ইতি নানার্থ শব্দকোষে মেদিনীকরঃ)

(৩) "ইষুণাভিহতঃ কেন কস্যবাপকৃতং ময়া।
ঋষের্হি ন্যস্ত দণ্ডস্য বনে বন্যেন

(জীবতঃ।২৭।৬৩ সঃ)

অন্যত্র—

"বধমপ্রতিরূপন্তু মহর্ষেস্তস্য রাঘবঃ।
বিলপন্নেব ধর্ম্মাত্মা কৌশল্যামিদমব্রবীৎ॥১"

(অযোধ্যাকাণ্ডে ৬৪ সর্গঃ)

(৪) "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ীন শ্রুতিগোচরা।"

(৫) "পুরাহং যৌবনে দৃপ্তশ্চাপবাণধরোনিশি।
অধরং মৃগয়াসক্তো নদ্যাস্তীরে মহাবনে॥
গজঃ পিবতি পানীয়মিতিমত্বা মহানিশি।
বাণং ধনুষিসন্ধায় শব্দভেদিন মক্ষিপম্।
হাহতোঽস্মীতি তত্রাভূৎ শব্দো মানুষসূচকঃ॥
তৎশ্রুত্বা ভয় সন্ত্রস্ত স্ততোঽহং পৌরুষং বচঃ।
শনৈর্গত্বাথ তৎপার্শ্বং স্বামিন্ দশরথোঽস্ম্যহম্॥
তদামামাহ স মুনির্মাভৈষী নৃপসত্তম।
ব্রহ্মহত্যা স্পৃশেন্নত্বাং বৈশ্যোঽহং তপসিস্থিতঃ॥"

(অধ্যাত্মরামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ৭ অ০)

ছেন; তখন পুরাকালে শূদ্রাপুত্র হইলেও করণজাতিই যে বৈশ্যবর্ণের অন্তর্গত ছিলেন, তাহা অপলাপ করিবার উপায় কোথায়? আমরা মনে করি সম্ভবতঃ এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যতম টীকাকার খ্যাতনামা বিজয়ধ্বজ তীর্থ সপ্তম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের অন্তর্গত "বৃত্তি সঙ্করজাতীনাং" ইত্যাদি পদ্যের ব্যাখ্যামুখে "অধ্যয়নমন্তরেণাম্বষ্ঠাদীনাং সংস্কারাদিকল্পিতি" এই কথা বলিয়া স্বীয় বিচক্ষণতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কাজেই আমরা আশা করি ধর্ম্মভীরু ও সাক্ষরাভিমানী চক্ষুষ্মান্ অম্বষ্ঠ মণ্ডলীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতঃপর এ বিষয়ে অবশ্যই আকৃষ্ট হইবে। ইতলং পল্লবিতেন।

শ্রীমধুসূদন রায়।

উদ্বাহে উদ্বন্ধন।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

শুভবিবাহের দিনাবধারণ করিয়া আসিয়াই নলিনীবাবু খুব দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। দেওয়ানজী অনেক উত্তমর্ণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিলেন—কেহ সম্পত্তি বন্ধক না রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দিতে চাহিল না। আবার বিবাহে যে পাঁচ হাজার টাকার দরকার তাহাও মুন্সীবাবুর বর্ত্তমান সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া কেহ দিতে রাজী হইল না। অগত্যা দেওয়ানজী ৫।৭ জন মহাজনের নিকট হইতে সুখতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের প্রয়াস পাইলেন বটে কিন্তু কোন মহাজনই তাহাতে সম্মত হইল না। দেওয়ানজী ভগ্নহৃদয়ে মুন্সীবাবুকে সবই বলিলেন। মুন্সীবাবু বলিলেন, "দেওয়ানজী মহাশয়, আর বৃথা চেষ্টায় লাভ কি? সম্পত্তি আমার থাকিবার নয়। রক্ষার চেষ্টা করিয়া ত দেখিলেন—এখন বিক্রয়ের উপায় দেখুন—সময় আর নাই—ভাবিয়া কি করিবেন।" বাবুর কথায় দেওয়ানজী কাঁদিয়া ফেলিলেন। বৃদ্ধের কান্নায় নলিনীরঞ্জনের চক্ষেও জলের সঞ্চার হইয়া বুক বাহিয়া পড়িতে লাগিল। কতক্ষণ উভয়ে নীরব হইয়া রহিলেন। দুঃখাবেগ একটু হ্রাস হইলে নলিনীবাবুর বিশেষ অনুরোধে দেওয়ানজী সম্পত্তি বিক্রয় করিতে সম্মতি দিলেন। দেওয়ানজী মুন্সীবাবুদের পুরাতন কর্ম্মচারী—মুন্সীবাবুদের সম্পত্তি তাঁহার শরীরের রক্ত। মুন্সীবাবুদের বৃহৎ জমিদারীর শেষ চিহ্নটুকুও আজ তাঁহাকে মুছিয়া ফেলিতে হইতেছে; ভাবিয়া তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। নলিনীবাবুর কথা আর কি বলিব—রাজা ছিলেন, দরিদ্র হইয়াছেন—আজ আবার কন্যা-পরিণয়যজ্ঞে ধ্বংসাবশিষ্ট সম্পত্তি আহুতি দিয়া পথের ভিখারী সাজিতেছেন! তাঁহার হৃদয় পাষাণ।

৮

যদু রায়ের সহিত আট হাজার টাকা পণবহায় স্থির হইয়া কবালা লিখিত হইয়াছে—রেজিষ্টরী বাকী। বিবাহের দিন নিকট—মধ্যে মাত্র ৫ দিন। রেজিষ্টরী না করিয়া দিলে ত আর টাকা পাওয়া যাইবে না—দেওয়ানজীকে লইয়া নলিনীবাবু কবালা রেজিষ্টরী করিয়া দিতে মহকুমায় রওনা হইলেন। আজ মুন্সীবাবুর ভবনে যে কি নিরানন্দের স্রোত বহিয়া যাইতেছে তাহা বর্ণনা করার চেয়ে অনুভব করাই সহজ। মহকুমা যাইবার সময়—মুন্সীবাবু মৃণালিনীকে বলিলেন—"মৃণাল, তবে আমি এখন চলিলাম সব শেষ———" এইটুকু বলিয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না—কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। দ্রুতগমনে বাড়ীর বাহির হইলেন। মৃণালিনী অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে শয়নকক্ষে শয্যায় আশ্রয় লইলেন। কিরণবালা মাতাপিতার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলেন—বিরস মুখে নির্ব্বাক হইয়া নিষ্পন্দ ভাবে বারান্দার দেওয়ালের গায় ঠেশান দিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। তাহার মুখ দেখিয়া সুকোমল হৃদয়ে প্রবল ঝড় বহিতেছে, অনুমিত হইতেছিল।

প্রভা কিরণবালার বাল্য সহচরী—উভয়ে প্রগাঢ় প্রণয়। প্রভা মুন্সীবাবুর প্রতিবেশী সর্ব্বনাগের কন্যা। প্রায় সর্ব্বদাই প্রভা কিরণের কাছে থাকিত। প্রভার বিবাহ হইয়াছে। দিন কয়েক হয় এখানে আসিয়াছে—৪।৫ দিনের মধ্যে শ্বশুরঘর যাওয়ার কথা থাকিলেও কিরণের বিবাহের জন্য যাইতে পারিতেছে না। কিরণের মাতাপিতার অনুরোধ কিরণের নিষেধ। প্রভা স্বামীকে পত্র লিখিয়া দিয়াছে, কিরণের বিয়া না হইলে, তাহার যাওয়া হইবে না। কিরণের হৃদয়ে যখন ঝটিকা বহিতেছিল—ঝটিকা প্রভাবে যখন কত সুখের কল্পনা ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল; তখন প্রভা, কিরণের সাম্নে আসিয়া উপস্থিত। কিরণ তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। প্রভা কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলেন—কিরণের মুখ দেখিয়া তিনি ভীতা হইলেন। সোণার কমল যেন শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সদা হাস্যমুখীর কেন এ ভাবান্তর বুঝিতে পারিলেন না। প্রভা ডাকিলেন—'কিরণ—কিরণ' কিরণ চমকিয়া উঠিলেন। বসিতে বলিলেন। প্রভা বলিলেন—"তুমি ভাবিতেছ কি?" কি। "কি ভাবিব কিছুই না।" প্র। "আমাকে গোপন করিয়া লাভ কি—আর তোমার ভাবনার কারণই বা কি—শিক্ষিত বর, অবস্থাপন্ন ঘর পাইতেছ ক দিন পরেই ত তুমি আনন্দসাগরে হাবুডুবু খাবে—তবে বিরস-বদন কেন বোন্?" কি। "প্রভা, এ বিবাহে আমার আনন্দেরই কথা; আমি অভাগিনী তাই আনন্দ আমার হৃদয় বিন্দুমাত্রও আসিতেছে না। যখনই আমার সুখের জন্য পিতার দুঃখের কথা, সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার কথা মনে করি, প্রভা, বলিব কি আমার মৃত্যু শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে হয়। যদি হিন্দুসমাজে নারী-বিবাহ ইচ্ছাধীন হইত—আমি বিবাহের বিরোধী হইতাম। আমার কোন হাত নাই—আমার জন্য পিতার সব গেল।" কিরণ কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভা, তাহাকে অনেক কষ্টে সান্ত্বনা দান করিলেন। প্রভা বলিলেন—"কিরণ, তুমি যাহা বলিলে সবই সত্য, সমাজের উপর আমাদের ত কোন হাত নাই—আমরা

শুধু কাঁদিতে পারি, কাঁদিয়া ফল কি? পুরুষেরা সমাজের কর্ত্তা—স্বার্থপরতায় সমাজকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে—ফলভোগ তাহারাই করিবে—আমরা নিমিত্তের ভাগী মাত্র। তোমার মজুমদার জিউ বলেন পণ গ্রহণ প্রথা পাপজনক শাস্ত্রনিষিদ্ধ। পুরুষেরা তাহা জানিয়াও ত সে বিধি অতিক্রম করে। সমাজ দিন দিন নরকের প্রতিরূপ ধারণ করিতেছে।" কিরণ বলিলেন—নারীজাতি কি ইহার জন্য কিছুমাত্র দায়ী নহে। অনেক গৃহিণী তাহার স্বামীকে পুত্রের বিবাহে বহুঅর্থ গ্রহণের জন্য উত্তেজিত করে, ইহা কি তুমি শোন নাই। সমাজ যখন অধঃপাতে যায়, তখন একের দোষে নহে—স্ত্রীপুরুষ উভয়ের দোষে। পুরুষেরা নারীজাতির যেরূপ প্রভাবাধীন, তাহাতে তাহারা ইচ্ছা করিলে দু'দিনে পণপ্রথা উঠাইয়া দিতে পারে।" প্রভা। "হা, তা পারে বটে; সেরূপ শিক্ষা ও অনুভূতি তাহাদের কোথায়? যে নারী যখন মেয়ে নিয়ে বিপদে পড়ে; তখনই পণগ্রহণ সর্ব্বনাশকর মনে করে—পুত্রের বেলা সেই রমণীই অর্থের প্রলোভনে উল্টা বোঝে—বোকা সাজে!" এ কথার পরে অশ্রুপূর্ণ লোচনে কিরণ বলিলেন—"প্রভা, আমার বাবার উপায় কি হবে?" প্র। "ভাবিও না ওরূপ ধার্ম্মিককে ধর্ম্মই রক্ষা করিবেন।" কি। "হা, করিবেন—ভিক্ষাপাত্র হাতে দিয়া রক্ষা করিবেন।" প্রভা। "তিনি ভাল লেখাপড়া জানেন একটা চাকরীর যোগাড় অবশ্যই হবে, চিন্তা করিও না।" কি। "আমি আর চিন্তা করিয়া কি করিব—আমি ত সুখী হইতে চলিলাম। পিতার অদৃষ্টে আমার জন্য চাকরী! যে বংশে কত লোক চাকরী করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিয়াছে—সেই বংশের শেষরত্ন আজ আমার জন্য—তাঁহার রাক্ষসী কন্যার জন্য 'চাকরী চাকরী' করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিবেন। হা অদৃষ্ট! প্রভা দেখিলেন আর কথা বাড়াইয়া কিরণকে অস্থির করা ভাল নহে। তাহার মনে বিষম শোকাবেগ আবির্ভূত হওয়া স্বাভাবিক। অবস্থা বিপর্য্যয় মানুষকে দীন করে হীন করে কিন্তু তাহার পূর্ব্বের সুখময় গৌরবময় স্মৃতি-বিচ্যুত করিতে পারে না। কিরণ পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া অধীরা না হইয়া পারিবেন কেন? হইবারই কথা। প্রভা তখন অন্য প্রসঙ্গ অতি চতুরতার সহিত উত্থাপন করিলেন। স্বামীর মনোরঞ্জন কিরূপে করিতে হয়—শ্বশুর শাশুড়ী গুরুজনদিগকে প্রীত করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বনীয়—স্বামীর ভাই ভগ্নীদের প্রতি কোনরূপ ব্যবহার আবশ্যক—সাংসারিক কার্য্যকর্ম্মের শৃঙ্খলা বিধানের প্রণালী সমূহ কি তাহা ও অন্যান্য অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে নানা কথা কহিলেন। কিরণ কতকটা সুস্থতা লাভ করিলেন। কিন্তু চিত্তক্ষেত্রের ঝড় যে একেবারে থামিল না, তাহা প্রভা বুঝিলেন না। মা ডাকিতে প্রভা চলিয়া গেলেন। কিরণ গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন।

(৯)

কবালা রেজিষ্টরী হয় নাই—নলিনীবাবু রাত্রে বাড়ী আসিয়াছেন। কাল আবার যাইতে হইবে। সবরেজিষ্টার রেজিষ্টরী করিলেন না। অনেক অনুরোধ উপরোধেও আজ কিছুতেই তিনি রেজিষ্টরী করিয়া দেন নাই! লোকটী বড়ই খামখেয়ালে। অল্পেই পর হইয়া যান। যদিও কবালা, বন্ধকী ইত্যাদি দলিল, অন্য দলিল রাখিয়া সদ্য সদ্যই রেজিষ্টরী করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক রেজিষ্টরী হাকিম (?)ই (পল্লীগ্রামের সাধারণলোকে সবরেজেষ্টারকে রেজিষ্টরী-হাকিম বলে) হাকিমী মেজাজের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক সময় ইহার অন্যথাচরণ করেন। তাহাদের মেজাজের ঝাঁজে অনেক ব্যক্তিরই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। নলিনীবাবু একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—কন্যাদায়গ্রস্ত—বিবাহের দিন অতি নিকট—কবালা রেজিষ্টরী করিয়া না দিলে টাকা পাওয়া যাবে না—টাকার অভাবে বিবাহের কোন আয়োজনই হইতেছে না—ভদ্রলোকের জাতি যায়—ইহা বিশদরূপে রেজিষ্টরী হাকিমকে বুঝাইয়া দিলেও তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। যত অনুরোধ করা যাইতে লাগিল শুধু মুখে ঐ এক কথা—"আজ কিছুতেই হবে না, হাতে অনেক দলিল—কাল আসবেন।" নলিনীবাবু ডিপুটীবাবুর কাছে গেলে আজই কবালা রেজিষ্টরী করাইয়া লইতে পারিতেন তাঁহার সেরূপ ইচ্ছা হইল না। বর্ত্তমান হীনাবস্থায় কাহার নিকট যাইতেও তাঁহার প্রবৃত্তি সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল—আর এককথা কাহাকে জব্দ করিতেও তিনি নারাজ। রেজিষ্টরী হইতে একদিন বিলম্ব হইলে একটু অসুবিধা হইবে সত্য—কি করিবেন; কালই আসিবেন স্থির করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে হোচট্ খাইয়া পড়িয়া গিয়া ডানহাতে গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন। চর্ম্ম ফাটিয়া রক্তপাত হইয়াছে—অতি কষ্টে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। বাড়ী

আসিয়াই শয্যার আশ্রয় লইয়াছেন। মৃণালিনী নলিনীবাবুর আহত স্থানে নেকড়া বাঁধিয়া জল ঢালিতেছেন ও নানারূপ বিলাপ করিতেছেন। জল ঢালিতে ঢালিতে যন্ত্রনা একটু উপশমিত হইলে নলিনীবাবু বলিলেন—"কাল আবার এ অবস্থায় কিরূপে যাব, তাই ভাবছি—না গেলেও ত নয়।" মৃণালিনী বলিলেন—"আজ না আসাই উচিৎ ছিল—মেজদাদার বাসায় থাকলেই হত।" ন। এরূপ যে হবে কে জানে; ভাবলাম বাড়ী না এলে চিন্তায় থাকবে; যাই কাল আবার সকালেই আসা যাবে। তা অদৃষ্টের কষ্ট কে খণ্ডায় বল? মৃ। তা আমাদের ললাটে কি এত কষ্টই লেখা ছিল। ধন গেল, সম্পত্তি গেল, মান গেল, জীবনোপায় যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট যাহা ছিল; তাহাও গেল; হায়! হায়! মেয়ের জন্য এতদিনে আমরা সর্ব্বস্বান্ত হলেম। আমার প্রবোধের জন্য গৌরব করিবার পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তির শেষ চিহ্নটুকুও আর রহিল না—তার পর আবার দেহের উপর কষ্ট—"মেয়েই আমাদের কাল হ'ল।" নলিনী বলিলেন—"মৃণাল, তুমি কি পাগল হ'লে? মেয়ের দোষ কি? তাহার উপর দোষারোপ ক'রে অনর্থক তাহাকে ব্যথিত করা সঙ্গত নহে। ভাবিয়া ভাবিয়া দেখিতেছি, তোমার বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পাইতেছে; এরূপ দুর্ভাবনায় মগ্ন থাকিলে শীঘ্রই তুমি পাগল হবে তা হলেই আমার সব শেষ।" মৃ। আমি মনকে প্রবোধ দিতে পারি না—আমাদের ভবিষ্যৎ ভাবিলেই আমি অস্থির হই—মাথা ঘোরে আমি উপায় করি কি? ন।" দেখ দুরবস্থায় পড়লে অধীর হ'লে ফল নাই। ভগবানকে

ডাক্‌তে হয়—তিনি কৃপা কর্‌লে পুনরায় সুখ শান্তি পাওয়া যায়। মৃ। আর আমরা পেয়েছি; ভিক্ষাভাণ্ড হস্তে লয়ে কে সুখের আশা কর্‌তে পারে? ন। মৃণাল, ঈশ্বরানুগ্রহে আমি কি আর একটা চাকরীর যোগাড় কর্‌তে পার্‌ব না, তা যদি পারি তবে একরূপ সংসার নির্ব্বাহ হবে। ভাবনা করিও না ভাবনা করিতে নাই—ভগবানে নির্ভর কর, হৃদয় শান্ত হবে। স্বামী স্ত্রীতে বহুক্ষণ এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল। অতঃপর আগামী কল্য খুব ভোরে উঠাইয়া দিবার জন্য মৃণালিনীকে অনুরোধ করিয়া নলিনীবাবু নীরব হইলেন—অল্প সময়েই উভয়ে গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইলেন।

(১০)

নলিনীবাবুর শয়নকক্ষের পাশের কামরায় কিরণ শুইতেন—মাতাপিতার কথোপকথন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শুনিলেন। তাহার বিবাহোপলক্ষে মাতাপিতার শোচনীয় অবস্থাপ্রাপ্তির সম্বন্ধে তিনি পূর্ব্বেই চিন্তা করিয়াছেন—চিন্তা করিয়া মৃতপ্রায় হইয়া আছেন। পিতৃসম্পত্তি বজায় রাখার কোন উপায় স্থির করিতে পারেন নাই। পিতা কবালা রেজিষ্টরী করিতে যাইবার পর হইতেই নানারূপ চিন্তায় কিরণের কুসুম-কোমল চিত্ত বিক্ষোভিত হইতেছিল—প্রভার সহিত কথাবার্ত্তায় সে বিক্ষোভ কথঞ্চিৎ বিদূরিত হইলেও সম্পূর্ণ হয় নাই। একাকী সারাদিন নানারূপ ভাবিয়াছেন, ভাবিয়া ভাবিয়া মাথা গরম হইয়া রহিয়াছে। সেই উত্তপ্তাবস্থায় যখন মাতার মুখে শুনিলেন—"মেয়ের জন্য এতদিনে সর্ব্বস্বান্ত হলেম্—মেয়েই আমাদের কাল হ'ল।" তখন কিরণের হৃদয়ে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হল—আত্ম-বিসর্জ্জন করে সব গোল মিটাইতে প্রবৃত্তি জন্মিল। কিরণ ধর্ম্মাধর্ম্ম মায়ামমতা সব ভুলিয়া গেলেন। পিতার সম্পত্তি রক্ষাই তাহার লক্ষ্য হইল। আপনার সুখের কল্পনা মুছিয়া ফেলিলেন। অনুকূল প্রতিকূল নানা চিন্তা মনে উদিত হইয়া অনেক চিন্তার পর তাহার আত্মনাশের সঙ্কল্পই দৃঢ় করিয়া দিল। পিতার জন্য মাতার জন্য প্রবোধ ও প্রভার জন্য একবার শেষ মমতার নিদর্শন অশ্রুপাত করিয়া কিরণ রন্ধনশালায় গমন করিলেন। তারপর যে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা করিলেন; তাহা লিখিতে লেখনী স্তম্ভিত হইতেছে—মইর সাহায্যে কড়িকাঠের সহিত রজ্জু সম্বদ্ধ করিয়া আপন কণ্ঠদেশে ঐ রজ্জু দৃঢ়বদ্ধ করিয়া ঝুলিয়া পড়িলেন অল্পক্ষণেই সব শেষ হইয়া গেল। পিতার সম্পত্তি রক্ষা হইল—উদ্বাহ উদ্বন্ধনে পর্য্যবসিত হইয়া সমাজের সুনাম ঘোষণা করিল!

(১১)

রাত্রে আর কেহ কিছু টের পাইল না। প্রভাতে মৃণালিনী রান্নাঘরে প্রবিষ্ট হইয়া লোমহর্ষণকর মর্ম্মভেদী ভীষণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াই 'আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে গো—কিরণ মাগো আমার' বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। ক্রন্দনের শব্দে নলিনীবাবু দৌড়াইয়া আসিলেন; আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশী ক্রমে সকলেই আসিলেন। রান্নাঘরে যাহা দেখিলেন, তাহাতে সকলেরই মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। কিছুকাল সকলেই অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পরে থানায় খবর দেওয়া হইল—দারগাবাবু ঘোড়া ছুটাইয়া আসিলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন এবং এরূপ করার হেতু কিরণের আত্মহত্যার কিছু পূর্ব্বে লিখিত পত্রে যাহা অবগত হইলেন; তাহাতে তাহার নির্দ্দয় নেত্রেও জলের সঞ্চার হইল। তিনি বিষাদ মনে লাস জ্বালাইবার হুকুম দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া থানায় চলিয়া গেলেন। এ দুঃসংবাদ ক্রমে দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। বিষ্ণুপুরের বসুভবনেও পৌঁছিল। অভয় বসু দুঃখিত হইলেন—নরেশ স্তম্ভিত হইলেন, মর্ম্মাহত হইলেন, তাঁহার মনে ভাবান্তর আনিল। বসু মহাশয় দুঃখিত হইলেন, কারণ কতগুলি টাকা ও ভাল একটী সম্বন্ধ হস্তচ্যুত হইল তাই। নরেশ স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইলেন নিষ্ঠুর সমাজপ্রথায় আশার সুকুমার কুসুম ঝরিয়া পড়ায় তাঁহার সমাজের প্রতি ঘৃণা—পিতার প্রতি রোষ—কন্যাদায়গ্রস্তের প্রতি সহানুভূতি জন্মিল। তিনি ডিপুটীগিরির প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া, নিজের সুখের আশা জলাঞ্জলি দিয়া মাতাপিতার অজ্ঞাতে কিছুদিনের মধ্যেই গৃহত্যাগ করিলেন—পিতা অনেক চেষ্টাও আর তাহাকে গৃহে আনিতে পারেন নাই। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, নরেশ সন্ন্যাসী হইয়াছেন—নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আজকাল উদ্বাহে উদ্বন্ধনের আখ্যায়িকা বর্ণনা করতঃ সমাজের পণগ্রহণ কুপ্রথা বিলুপ্ত করিবার যত্ন করিতেছেন। নরেশ সমাজের জন্য সন্ন্যাসী—ধন্য নরেশ!

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

কায়স্থকবি শ্রীমধুসূদন দত্ত।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

মধুসূদনের ভাষা সম্বন্ধে বোধ হয় ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ মনিষীগণ যেরূপ গদ্যে, মধুসূদন সেইরূপ পদ্যে এক অভাবনীয় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। বঙ্গভাষার অভ্যন্তরে যে গূঢ়শক্তি নিহিত ছিল—প্রতিভাশালী লেখকের হস্তে বঙ্গভাষা যে সর্ব্বপ্রকার রচনার উপযোগী হইতে পারে—মধুসূদনের গ্রন্থাবলী হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় মধুসূদন সর্ব্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রদর্শন করিয়াছেন, "বঙ্গভাষারূপ খনি পূর্ণ মণিজালে।" বাস্তবিক মধুসূদনের প্রতিভা সর্ব্বদা নূতনত্বের দিকেই প্রধাবিত হইত। তাঁহার পাঠ্যাবস্থাতেও একদা "Evening in saturn" শীর্ষক কবিতার উপক্রমণিকায় মধুসূদন লিখিয়াছিলেন;—

"Reader! whoever publishes a sonnet with a preface? I hear, or fancy to hear, you say none! Well, I publish. I am an enemy to what

men call "custom" ... ... I have to teach the world something new; (don't get offended) Behold! I have written a sonnet in blank-verse! What a rare experiment! O Glory! O Happiness! that I have done successfully what none dared do before me. I have laid my scene in Planet Saturn, because I despise everything earthly." পাঠক দেখিবেন অল্প বয়স হইতেই মধুসূদনের মনোবৃত্তি কোন্ পথে প্রধাবিত হইতেছিল?

মধুসূদনের কবিত্বশক্তির আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রথম তাঁহার সেই মধুরতাময় চিত্তবিমুগ্ধকারী "উদ্বোধন"-গুলির প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। কি ভাবের গভীরতায়, কি কল্পনাচাতুর্য্যে, কি ভাষার মাধুর্য্যে এই উদ্বোধনগুলি কি মধুর—কি অমৃতমাখা তাহা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

"সম্মুখ সমরে পড়ি, বীরচূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি!
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষকুলনিধি-
রাঘবারি?
নমি আমি, কবিগুরু, তব পদাম্বুজে
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরচূড়ামণি
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।

ইত্যাদি।

অথবা—

কোথা ব্রহ্মলোক? কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চন? যে দুর্ল্লভলোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহাযোগ,
কেমনে, মানব আমি ভব-মায়াজালে
আবৃত পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি,
যাঁইব সে মোক্ষধামে? ভেলায় চড়িয়া
কে পারে হইতে পার অপার সাগর?
কিন্তু, হে সারদে, দেবি বিশ্ববিনোদিনি!
তব বলে বলী যে, মা! কি অসাধ্য তার
এ জগতে? ঊর তবে, ঊর পদ্মালয়া
বীণাপাণি! কবির হৃদয় পদ্মাসনে
অধিষ্ঠান কর ঊরি!

প্রভৃতি পংক্তিগুলি পাঠকালে ইংরেজ কবি মিল্‌টনের "invocations"গুলির কথা স্বতঃই মনে উদিত হয় এবং যতবার পাঠ করা যায় ততবারই যেন নূতন বলিয়া বোধ হয়। মনে হয় কি বিনীত, অথচ কি কবিত্বপূর্ণ সুমধুর এই পংক্তিগুলি! মধুসূদনের উদ্বোধনগুলি পাঠ করিয়া যেমন মিল্‌টনের "invocations"গুলির কথা মনে পড়ে তেমনই তাঁহার কাব্যোল্লিখিত মনোহর উপমারাজির স্বাভাবিকত্ব ও চমৎকারিত্বে কবিগুরু কালিদাসের "উপমা কালিদাসস্য" কথাটি আমাদের মানসনেত্রে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

"ছিনু মোরা সুলোচনে গোদাবরী তীরে
কপোতকপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে।"

হায়, সূর্পনখা!
কি কুক্ষণে দেখেছিলি তুইরে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভূজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুখী)
পাবকশিখারূপিনী জানকীরে আমি

আনিনু এ হৈম গেহে?

অথবা

—সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।

অথবা—

"উদিলা আদিত্য এবে উদয় অচলে
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন
উন্মিলী নয়নপদ্ম সুপ্রসন্নভাবে
চাহিলা মহীর পানে।"

অথবা—

"হায়রে মায়ের প্রাণ প্রেমাগার ভবে
তুই ফুলকুল যথা সৌরভ আগারে।"

প্রভৃতি শতশত উপমা তাঁহার কাব্যের সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। মধুসূদন যে কিরূপ ভাবুক ছিলেন এবং প্রকৃতির প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার কিরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিল তাহা এই সমস্ত উপমা দ্বারাই সুন্দররূপে উপলব্ধি হইতে পারে। তাঁহার উপমাগুলি কি সুন্দর, কি প্রাণস্পর্শী—কি স্বাভাবিক!

উদ্দাম কল্পনাশক্তিতেও মধুসূদন বঙ্গ কবিকুল মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত। তাঁহার আবেগময়ী সর্ব্বতোমুখী কল্পনাশক্তি অক্লিষ্টপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় অপ্রতিহত গতিতে কখন স্বর্গে, কখন মর্ত্ত্যে, কখন ব্রহ্মলোকে—কখন প্রেতপুরে গমন করতঃ তথাকার রমনীয় ও ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থসমূহের এমনি আশ্চর্য্য চিত্রাবলী সংগ্রহ করে যে তাহা পাঠ করিতে করিতে পাঠককে দেশ ও কালের ব্যবধান বিস্মৃত হইয়া যাইতে হয় এবং স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় কখন হর্ষ, কখন বিস্ময়, কখন ক্রোধ, কখন করুণরসের দ্বারা অভিভূত হইয়া অবশেষে বাষ্পাকুললোচনে তাহার পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের "চিরতুষারাবৃত অভ্রভেদী ধবলগিরির" বর্ণনা, ইন্দ্র ইন্দ্রানীর ব্রহ্মলোকে গমন, দেবশিল্পীর উত্তরমেরুস্থিত আবাস ভবনের বিবরণ এবং মেঘনাথবধ কাব্যের যমলোকের বিবরণ পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে প্রকৃতই একজন অদ্ভুত ক্ষমতাশালী ঐন্দ্রজালিক বলিয়া ভ্রম জন্মে। অদ্ভুত কল্পনাশক্তিসম্পন্ন কবিবরের সুনিপুণ বর্ণনার সর্ব্বাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা অসম্ভব। আমরা অতি সংক্ষেপে ব্রহ্মলোক বর্ণনার স্থূল স্থূল অংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

দেবদম্পতী হিমগিরিশিখরস্থ "অভ্রভেদী দেবাত্মা ভীষণদর্শন" ধবলগিরি হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করিতেছেন। তাঁহাদের "হৈমব্যোমযান"

"উঠিল অম্বরপথে
মহাবেগে ঐরাবতসহ সৌদামিনী
বহি পয়োবাহ যথা;"

মেঘদল—

"দেখি দেবরথে দেবদম্পতীরে
শিহরে অম্বরতলে সাষ্টাঙ্গে পড়িল
অমনি। চলিল রথ মেঘময় পথে।"

তারপর দেবযান মেঘমালা এড়াইয়া এবং রথচক্রের "ভৈরব আরাবে" দিগ্বারণগণকে সংক্ষুব্ধ করিয়া আরও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল।

"——চলিল বিমানে;
কতদূরে চন্দ্রলোক অম্বরে শোভিল,
রজদ্বীপ নীলজলে। সে লোকে পুলকে
বসেন রতনাসনে কুমুদবাসন

যামিনীকুলের সখী যামিনীর সখা,—
মদনরাজার বঁধু, দেব সুধানিধি
সুধাংশু।"

চন্দ্রলোক হইতে "দেবরথ দ্রুতে উত্তরিল বসে যথা রবির মণ্ডলী গগনে।"

রাশিচক্র মধ্যস্থিত এই "সূর্য্যলোককে" দ্রুতবেগে অতিক্রম করিয়া দেবযান আরও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। অকস্মাৎ কারণ-কিরণের প্রখর-রশ্মিজালে দেবদম্পতীর নয়নযুগল ঝলসিত হইল। চারুহাসিনী পৌলোমী সভয়ে নয়ন মুদিত করিল।

"দেব পুরন্দর
অসুরারি, তুলি রোষে দম্ভোলি যে করে
বৃত্রাসুরে অনায়াসে নাশেন সংগ্রামে
সেই কর দিয়া এবে প্রভার বিভাসে
চমকি ঢাকিলা আঁখি।"

সুতেশ্বর মাতলি বিস্ময়ে "অন্ধভাবে সংজ্ঞা-শূন্যের ন্যায় রথরশ্মি ছাড়িয়া দিল।

"রথচূড়াশিরে
মলিনিল দেবকেতু, ধূমকেতু যেন
দিবাভাগে।"

দিবাভাগে ধূমকেতুর ন্যায় সেই দেবকেতু বিমলিন বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে রথ কারণ-সলিল বিরাজিত ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইল।

"আইল এবে রথ ব্রহ্মলোকে।
মেরু কনক মৃণাল কারণ-সলিলে,
তাহে শোভে ব্রহ্মলোক কনক উৎপল;
তথা বিরাজেন ধাতা, পদতল যাঁর
মুমুক্ষুকুলের ধ্যেয়, মহামোক্ষধাম।"
"অদূরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্রবাসব
কাঞ্চনতোরণ, রাজতোরণ-আকার,
আভাময়; তাহে জ্বলে আদিত্য আকৃতি,
প্রতাপে আদিত্য জিনি, রতননিকর।
নরচক্ষু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা,
কেমনে নর-রসনা বর্ণিবে তাহারে
অতুল ভবমণ্ডলে।"

ভীষণদর্শন ধবলগিরি-শিখর হইতে দেব-দম্পতীকে মেঘলোক, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক অতিক্রম করিয়া কারণজ্যোতিপূর্ণ কারণ-সলিল মধ্যস্থিত ব্রহ্মলোকে সমানীত করিতে মধুসূদন যে অদ্ভুত কল্পনাশক্তি ও বর্ণনা-চাতুর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—তাঁহার বর্ণিত দেবশিল্পীর আবাসস্থান ও শিল্পাগার এবং মেঘনাথবধের যমলোক ও অশোক-কাননের দৃশ্য এবং বীরাঙ্গনাকাব্য প্রভৃতিতেও তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাতালপুরস্থিত দেবগণের সভা, সুমেরুশৃঙ্গে দেবরাজের তপশ্চর্য্যা, ব্রহ্মলোক বর্ণন, বিশ্বকর্ম্মার শিল্পাগার বর্ণন প্রভৃতি বৃত্রসংহারের অনেক-গুলি প্রধান প্রধান চিত্রের প্রথম উন্মেষ আমরা মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যেই প্রাপ্ত হই। এমন কি

"দেব পুরন্দর
অসুরারি, তুলি রোষে দম্ভোলি যে করে
বৃত্রাসুরে অনায়াসে নাশেন সংগ্রামে।"

প্রভৃতি পংক্তিতে যেন "বৃত্রসংহার" কাব্যের আদি বীজ নিহিত বলিয়া মনে হয়। পাঠক দেখিবেন মধুসূদনের প্রতিভা কেবল তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থাবলীতেই বিকশিত হইয়া নিঃশেষিত হয় নাই, তাহা বঙ্গভূমির অপর একজন প্রতিভাশালী কবির কল্পনা উদ্দীপনেও কিরূপ সহায়তা প্রদান করিয়াছিল।

তিলোত্তমার বিলাসলীলা বর্ণনাতেও কবি যে আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে চমৎকৃত ও বিস্মিত হইতে হয়। তিলোত্তমাকে লইয়া দেবরাজ দৈত্যদ্বয়ের বিহারস্থান বিন্ধ্যারণ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। ঋতুরাজ বসন্ত ও কামদেব সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্যভাবে চলিলেন। তিলোত্তমা সেই অপরিচিত বন মধ্যে সভয় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কখন নিজ নূপুরের ধ্বনিতে কখন পত্রের মর্ম্মরে মলয়বায়ুর হিল্লোলে চমকিত হইতে লাগিলেন—

"মৃদুগতি চলিলা সুন্দরী
মুহুর্মুহুঃ চাহি, চারিদিকে, চাহে যথা—
অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিনী; কভু
চমকে রমণী শুনি নূপুরের ধ্বনি।"

তাঁহার ভুবনমোহনরূপ দেখিয়া বিন্ধ্যারণ্যবাসি-গণ বিমুগ্ধ হইল—

"কত স্বর্ণলতা
সাধিল ধরিয়া আহা রাঙা পা দুখানি,
থাকিতে তাদের সাথে; কত মহীরুহ
মোহিত মদনমদে দিলা পুষ্পাঞ্জলি;
কত যে মিনতি স্তুতি করিলা কোকিল
কপোতীরসহ, কত গুণ গুণ করি
আরাধিলা অলিদল—কে পারে কহিতে?
আপনি ছায়াসুন্দরী ভানুবিলাসিনী
তরুমূলে, ফুলফল ডালায় সাজায়ে
দাঁড়াইলা সখীভাবে বরিতে বামারে;
নীরবে চলিলা সাথে সাথে প্রতিধ্বনি;
কলরবে প্রবাহিনী পর্ব্বত-দুহিতা
সম্বোধিলা চন্দ্রাননে, বনচর যত
নাচিল হেরিয়া দূরে বন-শোভিনীরে
... ...
সাহসে সুরভিবায়ু ত্যজি কুবলয়ে
মুহুর্মুহুঃ; অলকান্ত উড়াইয়া কামী
চুম্বিলা বদনশশী। তা দেখি কৌতুকে
অন্তরীক্ষে মধুসহ মদন হাসিলা।"

পাঠক দেখিবেন মধুসূদন মহাকবি Words worthএর ন্যায় প্রকৃতিদেবীকে কিরূপ "Living and speaking presence of thoughts" নানা ভাব—নানা ভাষাময়ী মূর্ত্তিমতী সজীবতার মহাবিকাশ বলিয়া মনে করিতেন।

"মলিনবদনা দেবী, হায়রে যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকররাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি;
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে।
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন।"

প্রভৃতি পংক্তিগুলিতে অতি অল্প অথচ মর্ম্ম-স্পর্শী ভাষায় কবি মধুসূদন অশোকবনস্থিতা সীতাদেবীর যে সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, রমণী সৌন্দর্য্য বর্ণনায় তাহা মহাকবি সেক্স-পিয়র অথবা কালিদাসের সহিত তুলনীয় হইবার যোগ্য। অতি অল্প কথায় শুধু একটী মাত্র উপমা দ্বারা কবি সীতাদেবীর সৌন্দর্য্যের যে সুমধুর প্রতিবিম্ব পাঠকের মনদর্পণে প্রতিফলিত করিয়াছেন তাহা ভাবে ও স্থায়ীত্বে কত সুন্দর কত মনোহর!

চমকি শিবিরে শূর রবিকুলরবি
কহিলা সম্ভাষি মিত্র বিভীষণে;—"দেখ,
হে সখে! কাঁপিছে লঙ্কা মুহুর্মুহুঃ এবে
ঘোর ভূকম্পনে যেন! ধূমপুঞ্জ উড়ি
আবরিছে দিননাথে ঘন ঘন-রূপে;
ঊজলিছে নভস্তলে ভয়ঙ্করী বিভা,

কালাগ্নিসম্ভবা যেন। শুন কাণ, দিয়া,
কল্লোল, জলধি যেন উছলিছে দূরে
লয়িতে প্রলয়ে বিশ্ব। কহিলা সত্রাসে
পাণ্ডুগণ্ডদেশ—রক্ষঃ, মিত্র-চূড়ামণি ;—
"কি আর কহিব, দেব ? কাঁপিছে এ পুরী
রক্ষোবীর পদভরে, নহে ভূকম্পনে।
কালাগ্নিসম্ভবা বিভা নহে যা দেখিছ
গগনে, বৈদেহীনাথ! স্বর্ণ-বর্ম্ম-আভা
অস্ত্রাদির তেজঃ সহ মিশি উজলিছে
দশদিশ। রোধিছে যে কোলাহল, বলি!
শ্রবণকুহর এবে, নহে সিন্ধুধ্বনি ;
গরজে রাক্ষসচমূ, মাতি বীরমদে"

এবং

"মদকলকরী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর! এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কার।
শুনিছি রাক্ষসপতি। মেঘের গর্জ্জনে!
সিংহনাদে ; জলধির কল্লো'লে ; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে ; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে ;
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর ঘোদণ্ড টঙ্কারে।
কভু নাহি হেরি শর হেন ভয়ঙ্কর।"

প্রভৃতি পংক্তিগুলিতে কবি রণসজ্জা ও সমর সংঘটনের যে অপূর্ব্ব বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা কি ভাষায়, কি ভাবে, কি গাম্ভীর্য্যে কি বর্ণনাচাতুর্য্যে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ কবির উপযুক্ত সন্দেহ নাই।

কিন্তু মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গে অশোক-কাননে "রাঘববাঞ্ছা" সীতাদেবী ও বিভীষণ-পত্নী সরমাসুন্দরীর কথোপকথনছলে কবি-মধুসূদন যে একটী অপূর্ব্ব এবং মনোহর চিত্র প্রদান করিয়াছেন তাহার তুলনা বঙ্গসাহিত্য কেন, সমগ্রকাব্যজগতে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাসববিজয়ী বীর ইন্দ্রজিৎ পুনর্ব্বার সেনা-পতিপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। আশামুগ্ধ লঙ্কাবাসী নরনারীগণ মহোৎসবে মাতিয়া রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। গৃহে গৃহে স্বর্ণ-দীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে।

"ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে।"

কিন্তু হায়! সেই আনন্দ-সলিল মগ্ন লঙ্কাপুরীর মধ্যে একটী মাত্র উপবনে সে আনন্দ-কল্লোল পরিশ্রুত হইতেছে না—সেই উপবনটী "অশোককানন।" সেখানে

"একাকিনী শোকাকুলা—
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধার কুটীরে নীরবে।"

কিন্তু চতুর্দ্দিকে শত্রু পরিবেষ্টিত এই লঙ্কাপুরীর অভ্যন্তরেও তাঁহার সুখদুঃখভাগিনী একজন ছিলেন তিনি বিভীষণপত্নী—সরমা "রক্ষ-কুলরাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ বেশে।"

রক্ষোবধূ সরমাসুন্দরী সীতাদেবীর দুঃখ-দগ্ধহৃদয়ে শান্তনাবারি পরিসেচনের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে সুযোগ উপস্থিত হইলেই অশোক-বনে আগমন করিতেন এবং তাঁহার অতীত কাহিনী শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। আজ দুরন্ত চেড়ীদিগকে দূরবনে উৎসব কৌতুকে মত্ত দেখিয়া সরমাসুন্দরী উপযুক্ত অবসরে অশোক-কাননে আসিয়াছেন। তাই মধুরভাষিণী সীতাদেবী তাঁহার অনুরোধে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন—

"যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারিধারা কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি

সরমারে ;—হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি! পূর্ব্বকথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মন দিয়া।—

তারপর কিরূপে বন্য কপোতকপোতীর ন্যায় "মর্ত্ত্যে সুরবনসম" পঞ্চবটীবনে গোদাবরী-তীরে রামচন্দ্রের সহিত কিরূপ সুখে তাঁহার দিনগুলি অতিবাহিত হইত, কাননের অধি-ষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় বনপালিত পশুপক্ষী, বনবাসিনী ঋষিবধূ, বনসঞ্জাত কুসুম ও পাদপ-রাজির সহিত অরণ্যবাসী হইয়াও কিরূপ সুখে ও আনন্দে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইত তারপর কিরূপে তাঁহার সে সুখও অন্তর্হিত হইল—কিরূপে ছদ্মবেশী রাক্ষসরাজ ছলে বলে কৌশলে তাঁহাকে হরণ করিয়া আনিল ইত্যাদি বিষয়ের এক সুদীর্ঘ সকরুণ বিষাদমাখা বিবরণ-দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত প্রদান করিলেন। সীতাদেবী ও সরমার কথোপকথনের মধ্যে মধুসূদন যে অপূর্ব্ব কবিত্ব যে অদ্ভুত বর্ণনাশক্তি যে অপরূপ কল্পনাশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা প্রকৃতই বর্ণনাতীত। তিনি অপর কোন কাব্য রচনা না করিয়া যদি শুধু এই অংশটীই লিখিতেন তাহা হইলেও তিনি কবিকুলে অমরত্ব লাভ করিতে পারিতেন। কথিত আছে মেঘনাদবধের এই অংশ রচনা করিয়া মধুসূদন তাঁহার বাল্যবন্ধু শ্রদ্ধেয় বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন "Well Raj, will not this make me immortal ?" অর্থাৎ ইহা কি আমাকে অমর করিবে না ? আমরা বলি মধুসূদনের আশা সম্যক ফলবতী হইয়াছে।

বিনয়, ধর্ম্মপরায়নতা এবং উদারতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণের আধার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াও একমাত্র ভীরুতা ও চরিত্রগত দুর্ব্বলতাদোষে দুষিত করায়, দুগ্ধে গোমূত্র-বিন্দুর ন্যায় তাঁহার মেঘনাদবধের রামচন্দ্র-চরিত্র নানা দোষদুষ্ট হইয়াছে এবং মহাবীর লক্ষ্মণের চরিত্রও তাঁহার দ্বারা সুচিত্রিত হয় নাই সত্য কিন্তু তথাপি মেঘনাদ, রাবণ, প্রমীলা, সীতাদেবী প্রভৃতি অনেকগুলি চরিত্রের অঙ্কনে ~~কবি~~ মধুসূদন যে অতি উচ্চাঙ্গের প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চরিত্রাঙ্কন বিষয়েও মধুসূদন কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাঁহার বর্ণিত এই সমস্ত চরিত্র হইতে তাহা পরিস্কার উপলব্ধি হইতে পারে।

মেঘনাদবধ কাব্যে আমরা সীতাদেবীর সহিত দুইবার মাত্র সাক্ষাৎকার লাভ করি। প্রথমবার মেঘনাদের অভিষেকের পরে এবং দ্বিতীয়বার মেঘনাদের মৃত্যুর পরে। আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের দুই এক স্থান উদ্ধৃত করিয়া মধুসূদনের সীতাচরিত্র যে কত সুচিত্রিত হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

যে সময় মায়ামৃগের চীৎকারধ্বনিতে সীতাদেবী বিকলচিত্ত হইয়া লক্ষ্মণকে রামচন্দ্রের রক্ষার্থ গমন করিতে অনুরোধ করিতেছেন, সেই সময় তাঁহার আদেশ পালনে বিলম্ব করিতে দেখিয়া সীতাদেবী লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "ওরে দুরাচার কুলদূষণ, তুই অনার্য্যদিগের ন্যায় দয়ার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্। লক্ষ্মণ তোর ন্যায় প্রচ্ছন্নচারী নৃশংস স্বভাব শত্রুর মনে যে কদর্য্য অভিপ্রায় থাকিবে ইহা বিচিত্র নহে। তুই অত্যন্ত দুষ্ট-স্বভাব। তুই ভরত কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া বা স্বয়ংই আমাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষ করতঃ অভিপ্রায় গোপন করিয়া একাকীই

বনে একক রামের অনুগমন করিয়াছিস্। ইত্যাদি

ইহা মহাকবি বাল্মীকি চিত্রিত সীতাদেবীর উক্তি। ঐরূপস্থলে মধুসূদনের সীতাদেবী কি বলিতেছেন শুনুন—

"সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী;
কে বলে ধরিয়াছিল গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর। ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু দুর্ম্মতি।
রে ভীরু, রে বীরকুলগ্লানি, যাব আমি
দেখিব করুণস্বরে কে স্মরে আমারে।"

যে লক্ষ্মণ ভ্রাতৃপ্রেমে আত্মহারা হইয়া রাজ্যধন, স্নেহময়ী মাতা, প্রেমময়ী পত্নী প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করতঃ রামচন্দ্রের সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন—যাঁহার চক্ষু সীতাদেবীর চরণ সংলগ্ন নূপুরের ঊর্দ্ধগামী হয় নাই সেই লক্ষ্মণের প্রতি বাল্মীকি বিরচিত উক্তিই স্বাভাবিক, কি মধুসূদনের বিরচিত উক্তিই স্বাভাবিক পাঠক তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। আমাদিগের বিবেচনায় এইস্থলে মধুসূদনের সীতাদেবী মহর্ষি বাল্মীকির সীতাদেবীকে চরিত্রের উজ্জ্বলতায় বহুলাংশে পরাজিত করিয়াছে। মধুসূদনের হস্তে সীতাদেবীর চরিত্র যেন অনেক উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছে। মধুসূদনের সীতাদেবী তাঁহার শ্রেষ্ঠতম শত্রুর প্রতিও মহত্ব প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। সীতাদেবীর অঙ্গের অলঙ্কার অপহরণের জন্য সরমা লঙ্কেশ্বরকে দোষী সাব্যস্ত করিলে সীতাদেবী স্বীয় মহত্ব প্রদর্শন করতঃ বলিয়াছিলেন;—

"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি বিধুমুখি,
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী ধরিল আমারে
বনাশ্রমে।

তৎপর মেঘনাদবধের অন্তে রক্ষোকুলের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়াও আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন—

"কুক্ষণে জনম মম সরমা রাক্ষসি,
সুখের প্রদীপ সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশী যে গৃহে হায়! অমঙ্গলরূপী
আমি।
হেদে দেখ হেথা—
মরিল বাসবজিত অভাগীর দোষে
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে বর্ণিতে।
মরিবে দানববালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে। ইত্যাদি।

সীতাচরিত্রের এই অনুপম দেবভাব মূল রামায়ণে নাই। ইহা মধুসূদনকে অমর করিবার উপযুক্ত।

মধুসূদন তাঁহার "মেঘনাদ" চরিত্র বর্ণনাতেও তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মেঘনাদের চরিত্রে সর্ব্বত্রই এক বিচিত্র নির্ভিকতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

বীরচূড়ামণি বীরবাহুর মৃত্যুকে স্বয়ং রাবণ পর্য্যন্ত বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ; কিন্তু ইন্দ্রজিত তাহা শ্রবণ করিয়া বলিতেছেন—

"শিশু ভাই বীরবাহু, বধিয়াছে তারে
পামর; দেখিব মোরে নিবারে কি বলে।

যুদ্ধগমনের প্রাক্কালে পিতাকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন—

"কিন্তু অনুমতি দেহ সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি; ঘোর শরানলে
করি ভস্ম বায়ু অস্ত্রে উড়াইব তারে,
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"

জননীর নিকট বিদায় গ্রহণের সময়েও বলিতেছেন—

"কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি?
... ...
পাইয়াছি পিতৃ আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি
কে আঁটিবে শ্বাসে দেবি, তুমি আশীষিলে।"

পত্নীর নিকট বিদায় কালে বলিতেছেন—

"———এখনি আসিব,
বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা সুশোভিনি।"

মধুসূদন বর্ণিত মেঘনাদ কেবল নির্ভীক বীর নহেন। "তিনি স্বদেশবৎসল, পিতৃমাতৃভক্ত, পত্নীর প্রতি প্রীতিপূর্ণ, অনুজগণের প্রতি স্নেহবান্, এমন কি আততায়ী শত্রুর প্রতিও আতিথেয় পরায়ণ।" লক্ষ্মণ তাঁহাকে বধের নিমিত্ত অসি উত্তোলন করিলেও তিনি বলিয়াছিলেন—

"———আতিথেয় সেবা
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে
রক্ষ রিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।

এ কথায় মেঘনাদবধ কাব্যের এই মেঘনাদের চরিত্রের তুলনা বঙ্গসাহিত্যে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এইরূপ কি রাবণের চরিত্রে, কি প্রমীলা-চরিত্রে কি ব্রজাঙ্গনার চরিত্রে কি অন্যান্য বহুচরিত্রে সর্ব্বত্রই কবির অসাধারণ চিত্রাঙ্কন নিপুণতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এস্থলে ঐ সমুদয় চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিবার স্থানাভাব। এই সমুদয় চরিত্র বর্ণনে মধুসূদন যে প্রতিভা ও মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার পূর্ব্বে অতি অল্প কবিই সেরূপ প্রতিভা ও মৌলিকতা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তেজস্বী সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তৎসম্পাদিত বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন—"বাঙ্গলা প্রাচীন দেশ, কিন্তু এই প্রাচীন দেশে দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। শ্রীহর্ষ বাঙ্গালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।" মধুসূদন যে কিরূপ প্রতিভাশালী কবি ছিলেন তাহা বঙ্কিমবাবুর ঐ সামান্য কয়েক পংক্তি হইতে অনুমিত হইতে পারে।

আজ বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের এক অভূতপূর্ব্ব যুগান্তর পরিলক্ষিত হইতেছে—পৃথিবীর সমগ্র সভ্যজাতিসমূহের ভাষার মধ্যে দীনা বঙ্গভাষাও তাঁহার উপযুক্ত আসনলাভে সমর্থ হইয়া ক্রমশঃ আরও উন্নতির অভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে—কিন্তু এই যুগান্তর ও অভ্যুদয়ের প্রাথমিক ঊষালোকে বঙ্গীয় সাহিত্য-কাননের যে সমস্ত পিককুল জাগ্রত হইয়া তাঁহাদের সুমধুর কণ্ঠধ্বনিতে সমগ্র বঙ্গভূমি মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন তন্মধ্যে কবি মধুসূদনের আসন যে অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজ আমরা সেই বঙ্গীয় কবিকুলচূড়ামণির শ্রাদ্ধবাসরে, তাঁহার মৃত্যুর প্রায় ত্রিংশ বৎসর অন্তে, তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা স্মরণ করিয়া তাঁহার নিমিত্ত দুই ফোটা অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন করিবার নিমিত্ত এই স্থলে সমাগত হইয়াছি কিন্তু অদ্য এমনি ভাবে তাঁহার সুপবিত্র সমাধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সুখ ও দুঃখ, তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব স্মরণ করিবার নিমিত্ত তাঁহারই মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সমগ্র

বঙ্গদেশবাসীগণকে আহ্বান করিয়া বলিতে ইচ্ছা করিতেছে—

"দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম,) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষতীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।"

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা,
বি, এল, বগুড়া।

ঐতিহাসিক একপৃষ্ঠা।

আর্য্যজাতির বঙ্গে আগমন *-কালে যে চাতুর্ব্বর্ণিক হিন্দুসমাজ এদেশে আসিয়াছিলেন,—বেদ ও ইতিহাসে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ত্তমানে আমরা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যনামক দুইটী উল্লিখিত বর্ণ দেখিতে পাই না; কিন্তু তাঁহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দুই চারিটী ইতিহাসপ্রক্ষিপ্ত কথা আলোচনাপূর্ব্বক প্রবন্ধ সমাপন করিব। অপিচ, প্রাচীনগ্রন্থে কায়স্থজাতির কোন পরিচয় প্রাপ্ত হই না; ইঁহারা যে ভুঁইফোড় নহেন—বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশজাত, তাহার কয়েকটী প্রমাণ প্রদত্ত হইবে।

বৌদ্ধবিপ্লবে † যখন সমগ্র ভারত পীতবস্ত্রে মণ্ডিত হইয়াছিল, তখন হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে কিংবা গৌরব করিতে একটী মনুষ্যও বর্ত্তমান ছিলেন কি না সন্দেহস্থল। ঈদৃক্ বিপ্লবের উত্তরকালে অর্থাৎ ৮ম শতাব্দীতে শঙ্করপ্রতিম মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত পূর্ব্বক, বৈদান্তিক ও বৈষ্ণবসমাজ প্রতিষ্ঠা দ্বারা হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন করেন। এই সময়ে অনেক ব্রাহ্মণ সাবিত্রী পুনঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভারতে পাঠান শাসনের অবসানকালে হিন্দুদিগের প্রতিভা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে থাকে। তাঁহাদের মনে, নিকৃষ্টতা ও পরাধীনতার চিন্তা আশ্রয় লয়। ইহাতে তাঁহাদের সাহস, মনের বল, ধারণাশক্তি, স্বাধীন-চিন্তা ও কার্য্যক্ষমতা প্রভৃতি লোপ পাইতে লাগিল। পাঠান শাসনকালে হিন্দুদিগের অবস্থা বর্ণনা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসকার রমেশবাবু বলিয়াছেন;—

"* * * এই সময় হিন্দুদিগের ধর্ম্মভীরুতা বৃদ্ধি পাইল। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয়দিগের মর্য্যাদা হ্রাস পাইল; ধর্ম্ম-ভীরুতার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য রহিল না। ব্রাহ্মণগণই কেবল বেদপাঠ ও উপবীত ধারণের অধিকারী, অন্য সকল জাতি শূদ্র বা শূদ্রের ন্যায় দাস, এই অশুভকর মত প্রচারিত হইল। আপনাদিগের আধিপত্য অধিকতর দৃঢ় করণার্থ ব্রাহ্মণগণ হিন্দুদিগের পুরাতন শাস্ত্রের স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। নূতন নূতন শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া সেইগুলি বেদব্যাস রচিত বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন।"

* * * *

ইহা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, পাঠান শাসনের উত্তরকালে ক্ষত্রিয়গণ বেদপাঠ ও উপবীতগ্রহণে বর্জ্জিত হইয়াছিলেন। অবশ্য ইহার কিছুকাল পরে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে রাজপুতনা ও মারহাট্টা প্রদেশে ক্ষত্রিয় প্রতিভার পুনর্ব্বিকাশ হইয়াছিল; কিন্তু দীপ নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে যেমন একবার আপন ঔজ্জ্বল্য ষোলকলায় বিকাশ করিয়া লয়, সেইরূপ বঙ্গীয় ক্ষত্রিয়গণের প্রতিভা চিরকালের মত নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সময়ে ক্ষণকালের নিমিত্ত সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

আলাউদ্দিন যখন চিতোর আক্রমণ করেন, তখন চিতোরের রাজলক্ষ্মী "মায়ি ভূখা হো" বলিয়া দৈববাণী করিয়া মহারাণার দ্বাদশ পুত্রের রক্তপানে অভিলাষিণী হইয়াছিলেন। মহারাণা, রাজলক্ষ্মীর এই রক্তপিপাসা শান্তি নিমিত্ত স্বীয় পুত্রদিগকে একে একে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পুত্র অজয় সিংহের উপর প্রগাঢ় স্নেহাতিশয্য নিবন্ধন তাঁহাকে বিশ্বস্ত সৈনিকগণের সমভিব্যাহারে আরাবালী পর্ব্বতে প্রেরণ করেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণও বর্ত্তমান ছিলেন।

এই সময়ে মালদেব, খিলজি সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপে মেবারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। অজয় সিংহের মৃত্যুর পর মেবার শাসনকর্ত্তা মালদেব তাঁহার কন্যার সহিত অজয় সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র হামিরের সম্বন্ধ উল্লেখপূর্ব্বক প্রস্তাব করিলে, হামির বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। বিবাহার্থ হামির তাঁহার ভ্রাতা মাণিক রাওকে সঙ্গে করিয়া চিতোরে উপস্থিত হয়েন। সঙ্গে কয়েকজন বিশ্বস্ত সৈনিক বর্ত্তমান ছিল। এই সময় রাজকীয় কর্ম্মসম্পাদন নিমিত্ত মালদেবকে রাজ্যের সুদূর প্রান্তে যাইতে হইয়াছিল। এই সুযোগে হামির চিতোর দুর্গ পুনরুদ্ধার করিয়া মেবারের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন!!!

মহারাণা প্রতাপসিংহের শাসনকালে এই মাণিক রাওয়ের বংশধর রাঘবরাম রাও তাঁহার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। যখন মহারাণা প্রতাপ যুদ্ধ করিতে করিতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তখন রাঘবরাম ভগ্নোৎসাহ হইয়া পূর্ব্বদিকে বাস করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। অবশেষে বঙ্গদেশস্থ বন্দীপুরে উপস্থিত হইলে দেখিতে পাইলেন যে, তথায় সর্প ও ভেক একত্র সাম্যভাবে ক্রীড়া করিতেছে। তাহাতে তিনি বঙ্গদেশকে আবাসের নিমিত্ত শান্তিপূর্ণ মনে করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর (সেলিম) তাঁহাকে 'রায় রায়ণ' উপাধী ও এক বিস্তীর্ণ জায়গীর প্রদান করেন।

* "আর্য্যজাতির বঙ্গে আগমন" নামক প্রবন্ধ শীঘ্রই প্রতিভায় মুদ্রণ নিমিত্ত প্রেরিত হইবে। লেখক।

† কথিত আছে জনৈক ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষু সিংহলে গমন করিলে, সিংহলরাজ তাঁহাকে ভারতীয় বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, "সমগ্র জম্বুদ্বীপ পীতবসনে মণ্ডিত।"

তাঁহার পৌত্র বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়-বংশজাত জানিয়া তাঁহাদের সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আপনাকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন।

বর্ত্তমানে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত পাশ্চাত্য সিবিলিয়ান প্রমাণ করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশস্থ বদীপুরের "রায় রায়ণ" পরিবার এই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়-চুলাবতংস মাণিক রাওরের বংশধর।

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সরকার,
করাইল।

লক্ষ্ণৌ বঙ্গীয়-কায়স্থসভা।

১৩১৫ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার আদর্শে লক্ষ্ণৌ বঙ্গীয় কায়স্থসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি এই সভা শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। এই সভার কয়েকটী বিশিষ্ট সভ্যের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য অধ্যবসায়ের ফলে অনেক কায়স্থসন্তান ঘৃণিত ও জঘন্য শূদ্রাচার পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত ব্যয়ে কয়েকটী বিবাহকার্য্যও সম্পন্ন হইয়াছে। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনকালে তাঁহারা বিবিধ বাধাবিপত্তির মধ্যে পতিত হইয়াছেন—কত লোকের কটূক্তিবর্ষণ তাঁহা-দিগকে সহ্য করিতে হইয়াছে; কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা বিচলিত হন নাই—ইহাতে তাঁহাদিগের কার্য্যকারিনী শক্তি অধিকতর বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহাদিগের কার্য্যগুলির মধ্যে কোন কোন কার্য্যের বিবরণ আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় যথাসময়ে প্রকাশিত হই-য়াছে। ঐ সমস্ত পত্রিকার পাঠক মহাশয়েরা তাহা অবগত আছেন। উল্লিখিত বিশিষ্ট সভ্যগণের মধ্যে ভক্তিভূষণোপাধিক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি কায়স্থজাতির সেবায় আপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কায়স্থমাত্রই ইহার নিকট আদরের পাত্র। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রী সমস্ত কায়স্থেরই ইনি শুভচিন্তা করিয়া থাকেন। ঘোষজ মহাশয়ের প্রযত্নে এখানে প্রতিবৎসর শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের পূজা হয় ও উৎসবে হিন্দুস্থানী কায়স্থভ্রাতাগণ আহ্লাদের সহিত যোগদান করেন। এতদ্দেশীয় হিন্দুস্থানী কায়স্থ-গণের মধ্যে ঘোষজ মহাশয়ের বিশেষ সমাদর আছে ও পদস্থ কায়স্থগণ তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করেন। সে দিনও শ্রীদোলপূর্ণিমায় ইঁহার যত্ন ও চেষ্টায় কয়েকটী কায়স্থসন্তান উপনীত হইয়াছেন। যাহা হউক, ২৩শে চৈত্র সন ১৩১৭ তারিখে অত্রত্য পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার মহাশয় অশেষ বাধাবিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ দ্বাদশ-দিনে সম্পন্ন করিয়া এ প্রদেশের কায়স্থসমাজের মধ্যে যে একটী সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া-ছেন, তাহাতে তিনি নিজে ধন্য হইয়াছেন এবং

এ প্রদেশীয় কায়স্থজাতির মহোপকার সাধন করিয়াছেন। এস্থানে আরও দুই একটি শ্রাদ্ধ দ্বাদশদিনে সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি বিশেষ প্রকাশ্যভাবে ও সমারোহ-সহকারে সম্পাদিত না হওয়ায় জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই ও তাহা দৃষ্টান্ত-স্থানীয় হইতে পারে নাই। মজুমদার মহাশয়ের জননীও একজন অসামান্যা মহিলা ছিলেন। এই কায়স্থ-মহিলা ১১ই চৈত্র সন ১৩১৭ তারিখে সজ্ঞানে তাঁহার প্রাণপ্রিয় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগোপালের ধ্যান করিতে করিতে—তাঁহার বালমূর্ত্তি (চিত্র) দর্শন করিয়া "আহা কি দেখিলাম" বলিতে বলিতে শ্রীগোলোকধামে গমন করিয়াছেন। এরূপ কেনই বা হইবে না! নবদ্বীপের অবতার-শিরোমণি শ্রীগৌরহরি অপূর্ব্ব প্রেমভাব দর্শন করিয়া যাঁহার মহাবংশের নিকট বিকাইয়াছিলেন, সুপ্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত রচয়িতা কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী যাঁহার গ্রামকে লক্ষ্য করিয়া গাহিয়াছিলেন—

"কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহ চৈতন্য পায়॥"

আলোচ্য মহিলা সেই দেশপ্রসিদ্ধ শ্রীপাট কুলীনগ্রামনিবাসী শ্রীবৃন্দাবনের অষ্টসখীর মধ্যে চম্পকলতিকা-নাম্নী সখীর অবতার শ্রীবসু রামানন্দ ঠাকুরের বংশসম্ভূতা। যাহা হউক পরম শ্রদ্ধাস্পদ মজুমদার মহাশয় এক্ষেত্রে যেরূপ ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মানসিকশক্তির সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থানীয় কায়স্থসভা এই সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য তাঁহার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছেন। এই শ্রাদ্ধে লক্ষ্ণৌবাসী অধিকাংশ কায়স্থসন্তান সমবেত হইয়াছিলেন এবং সহানুভূতিপূর্ণ বাক্যে মজুমদার মহাশয়কে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ২৪শে চৈত্র তারিখে সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই কায়স্থ-মহাশয়েরা মজুমদার মহাশয়ের ভবনে আগমন করিতে লাগিলেন এবং ভোজনের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত কায়স্থসমাজের হিতকর নানা বিষয়ের আলো-চনা করিতে লাগিলেন। সমাগত মণ্ডলীর সম্মুখে পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গৌর-ভূষণ গোস্বামী তত্ত্বনিধি মহাশয়—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" এই বিষয়টী অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা করেন। গোস্বামী মহাশয় নবদ্বীপের অবতার শ্রীগৌরহরির প্রসিদ্ধ পারিষদ কায়স্থকুলোদ্ভব বড়গাছিনিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বংশধর। বঙ্গের এই সু-প্রসিদ্ধ মহাবংশ কোন সময়েও উপনয়নশূন্য হন নাই। ইঁহারা কায়স্থ, নবশাখ প্রভৃতি জাতির দীক্ষাগুরু। যাহা হউক, গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতাটি বড়ই হৃদয়গ্রাহিনী হইয়া-ছিল। ইনি যেরূপ যুক্তিসহকারে ও সুমধুর ভাষায় কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব, উপনয়নগ্রহণ ও দ্বাদশদিনে অশৌচ পালনের আবশ্যকতা প্রভৃতি বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দ পরম পরিতোষ ও উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণও দয়া করিয়া এই শ্রাদ্ধে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং ঐ দিনে ভোজনও করিয়াছিলেন। তবে আক্ষেপের বিষয় অনেক ব্রাহ্মণই এই শ্রাদ্ধে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে বিরত ছিলেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত ক্ষত্রিয় কদাচ উন্নতিলাভ করিতে পারেন না এবং ক্ষত্রিয় ব্যতীত ব্রাহ্মণও উন্নত হইতে পারেন না। মনস্বীকুলের অগ্রগণ্য মনু এই সত্য উচ্চকণ্ঠে

ঘোষণা করিয়াছেন। পূজ্যপাদ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা যদি এই মহাবাক্য স্মরণ করেন—কায়স্থজাতির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করিয়া এই সমস্ত সমাজহিতকর কর্ম্মে সাহায্য প্রদান করেন, তাহা হইলে কায়স্থজাতির এবং সমগ্র দেশের পরম কল্যাণ সাধিত হয়।

শ্রীভাগবত বলিয়াছেন;—

"যো ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়মাবিশ্য বিভর্ত্তীদং স্বতেজসা।"

(৪র্থ স্কন্ধ, ৫১)

অর্থাৎ সেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব মহীয়ান্ পুরুষ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুইজাতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া এই বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। অতএব শ্রীভাগবত গ্রন্থচয়িতার এই মহাবাক্য উপেক্ষা করিয়া এই দুইটী জাতির অন্যতরটীর উন্নতির পথে অন্তরায় হইলে সমগ্র বিশ্বের অকল্যাণ সাধন করা হইবে। পূজ্যপাদ সমাজরক্ষক ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা সকলেই কবে এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবেন? কবে তাঁহাদিগের চিরসঙ্গী—চির অনুমত কায়স্থজাতিকে সর্ব্বপ্রাণে সাহায্য করিয়া তাঁহারা সমগ্র কায়স্থজাতির ও দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

শ্রীচারুচন্দ্র সরকার বর্ম্মা,
সম্পাদক কায়স্থসভা, লক্ষ্ণৌ।

কাকসংবাদ।

নমস্কার মহাশয়। আমি সম্প্রতি দীর্ঘ-প্রবাসের পর স্বদেশে স্বনীড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। ইহা আনন্দের বিষয় হওয়াই উচিত ছিল; কিন্তু দুঃখী কাকের অদৃষ্টে বিধাতাপুরুষ বোধ হয়, সুখ লেখেন নাই। তাই বসতিতরুতে আসিয়াই যখন দেখিলাম, সদ্‌রচিত পুরাতন নীড়খানি বৈশাখী প্রবল ঝাটিকাবর্ত্তে উড়িয়া যে কোথায় গিয়াছে তাহার কোন খবরই নাই; কাকিনী ছানা-গুলিকে লইয়া অতি কষ্টে নীড়-শূন্যাবস্থায় শাখার উপরে উপবিষ্ট হইয়াই সময় কাটাইতে-ছেন; তখন বড়ই দুঃখ হইল। অতি যত্নে নির্ম্মিত * কুলায়টী বিনষ্ট হওয়ায় কষ্ট ত হইবারই কথা—তাতে আবার নূতন করি নীড় নির্ম্মাণ করিতে হইবে; তাহাতে প্রভূ পরিশ্রমের প্রয়োজন—শান্তিলাভের আশা স্বদেশে আসিয়া প্রথমেই অশান্তির সহি দেখা হওয়ায় মনে হইল, দুঃখীর জীব সুখলাভের আকাঙ্ক্ষা দুরাশা মাত্র। শুনি সুখী হইবেন; কোনরূপে বাসযোগ্য কুলি তরুর পূর্ব্ব শাখায় দীর্ঘস্থায়ী একটী নী রচনা করিয়াছি। আজকাল ঝঞ্ঝাট এ

* অতি যত্নে নির্ম্মিত কুলায় পড়িয়া আপ-নার পাঠকগণ হয়ত হাসিবেন। কাকের বাসার কোন নৈপুণ্য নাই, তাহারা তা বিলক্ষণ জানেন। কাকের বাসার নির্ম্মা নৈপুণ্য না থাকিলেও অতি যত্নে নির্ম্মিত হই পারে। কাকসমাজেও বাসা নির্ম্মাণে যে ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয়—আমি একটু সাংসারি ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নীড় রচনা করিয়া পাঠকগণ হাস্যসংবরণ করিবেন। শ্রীকা

কম হওয়ায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলাম। দেশে আসিয়াও আমি স্থির হইয়া বাসায় বসিয়া দুদিন আরাম ভোগ করিতে পারিতেছি না। আপনি জানেন, আপনাদের হিসাবী মানবের ন্যায় আমাদের সঞ্চয়প্রবৃত্তি নাই—'দিন আনি দিন খাই' এই আমাদের অবস্থা। কাজেই সাধ্য কি যে বসিয়া থাকি? ইতোমধ্যে অনেক গ্রাম নগর পরিভ্রমণ করিয়াছি; অনেক তথ্য জানিয়াছি। সব বৃত্তান্ত জানা আপনার নিষ্প্রয়োজন। তবে, আপনার কাজে আসিতে পারে অথবা আপনার জাতির উপকারে আসে, এমন কথা অবশ্যই আমি না বলিব এমন নহে। আর তজ্জন্যই আজ আপনার সহিত দেখা করিতে উপস্থিত। আপনার স্বজাতি—কায়স্থজাতির প্রতি আমার বড়ই সহানুভূতি। কেন এত সহানুভূতি তাহা কি আপনি জানেন? আপনারা যেমন মানব সমাজে ক্ষত্রিয়—পক্ষিসমাজে আমরাও তেমনি ক্ষত্রিয়। পক্ষিদেহ ধারণ করিয়া থাকিলেও আমি নির্ব্বোধ নহে; সর্ব্বজাতীয় ক্ষত্রিয়ের প্রতিই আমার সমমমতা বিদ্যমান। কোন জাতীয় ক্ষত্রিয় কোন বিষয়ে পরাজিত বা অপদস্থ হয়, ইহা আমি একেবারেই সহিতে পারি না। আপনারা জাতীয় উন্নতিকল্পে যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন; তাহা অতীব প্রশংসাযোগ্য। এই জন্য আমি আপনাদের উপর বড়ই সন্তুষ্ট। আপনারা বঙ্গীয়কায়স্থজাতির পরিত্যক্ত ক্ষত্রাচার পুনঃ সমাজে প্রবর্ত্তনের যত্ন করিতেছেন; ইহা বুদ্ধিমত্তা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক হইলেও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণজাতির কিয়দংশ ও আপনার স্বজাতির অঙ্গারাংশ উহার যথাসাধ্য বিঘ্নোৎ-পাদন করিতেছে। ব্রাহ্মণেরা ঈর্ষাবশতঃ ও জাতীয় অঙ্গারেরা কুসংস্কার ও অজ্ঞানতানিবন্ধন প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। কায়স্থসমাজের অতি বিজ্ঞতা, ধীরতা ও উপেক্ষা উহাদিগকে যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করিতেছে। আমি জানিতে পারিয়াছি, কায়স্থজাতি বিগতবর্ষে উপনয়ন গ্রহণে অনেক অগ্রসর হইয়াছে; কিন্তু তাহা হইলে কি হয় বিচ্ছিন্নভাবে উপবীতী হওয়ায় এবং নিরুপবীত কায়স্থের সকল স্থানে সহায়তা না পাওয়ায় বিরোধী ব্রাহ্মণেরা কায়স্থের শুভ-উদ্যমকে ব্যর্থ করিবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণদের সহিত উপ-বীতী কায়স্থের বিরোধ দৃষ্ট হইত; বর্ত্তমানে প্রায় সর্ব্বত্রই উপবীতী কায়স্থগণকে জব্দ করিবার জন্য সমবেতভাবে ব্রাহ্মণেরা কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে। তাহারা উপবীতী কায়স্থের ভবনে কোন ক্রিয়াকর্ম্মে উপস্থিত হইবে না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে; যে সকল পুরোহিত উপবীতীর ক্রিয়াকলাপ নিষ্পন্ন করিতেছেন, তাহাদিগকেও সংশ্রব ত্যাগের ভয় দেখাইয়া স্বদলে আনিবার সঙ্কল্প আটিয়াছে। তাহারা নাপিত, ধোবা প্রভৃতি জাতিকে কায়স্থের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে। কোন কোন স্থানে অগ্রদানী ব্রাহ্মণকেও হস্তগত করিবার বিফল চেষ্টা করিতেছে। সর্ব্বপ্রকারে উপবীতী কায়স্থ-দিগকে হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ডের সুনির্ব্বাহে বঞ্চিত করিবার উপায় নির্দ্ধারণের কোনরূপ যত্নের ত্রুটী করিতেছে না। একে ব্রাহ্মণদের এরূপ ঘৃণিত চেষ্টা, তাতে আবার

ঘোষণা করিয়াছেন। পূজ্যপাদ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা যদি এই মহাবাক্য কৃপা করিয়া স্মরণ করেন—কায়স্থজাতির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করিয়া এই সমস্ত সমাজহিতকর কর্ম্মে সাহায্য প্রদান করেন, তাহা হইলে কায়স্থজাতির এবং সমগ্র দেশের পরম কল্যাণ সাধিত হয়।

শ্রীভাগবত বলিয়াছেন ;—

"যো ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়মাবিশ্য বিভর্ত্তীদং স্বতেজসা।"

(৪র্থ স্কন্ধ, ৫১)

অর্থাৎ সেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব মহীয়ান্ পুরুষ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুইজাতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া এই বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। অতএব শ্রীভাগবত রচয়িতার এই মহাবাক্য উপেক্ষা করিয়া এই দুইটী জাতির অন্যতরটির উন্নতির পথে অন্তরায় হইলে সমগ্র বিশ্বের অকল্যাণ সাধন করা হইবে। পূজ্যপাদ সমাজরক্ষক ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা সকলেই কবে এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবেন? কবে তাঁহাদিগের চিরসঙ্গী—চির অনুমত কায়স্থজাতিকে সর্ব্বপ্রাণে সাহায্য করিয়া তাঁহারা সমগ্র কায়স্থজাতির ও দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

শ্রীচারুচন্দ্র সরকার বর্ম্মা,
সম্পাদক কায়স্থসভা, লক্ষ্ণৌ।

কাকসংবাদ।

নমস্কার মহাশয়! আমি সম্প্রতি দীর্ঘ-প্রবাসের পর স্বদেশে স্বনীড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। ইহা আনন্দের বিষয় হওয়াই উচিত ছিল; কিন্তু দুঃখী কাকের অদৃষ্টে বিধাতাপুরুষ বোধ হয়, সুখ লেখেন নাই। তাই বসতিতরুতে আসিয়াই যখন দেখিলাম, মদ্‌রচিত পুরাতন নীড়খানি বৈশাখী প্রবল ঝাটকাবর্ত্তে উড়িয়া যে কোথায় গিয়াছে তাহার কোন খবরই নাই; কাকিনী ছানা-গুলিকে লইয়া অতি কষ্টে নীড়-শূন্যাবস্থায় শাখার উপরে উপবিষ্ট হইয়াই সময় কাটাইতে-ছেন; তখন বড়ই দুঃখ হইল। অতি যত্নে নির্ম্মিত * কুলায়টী বিনষ্ট হওয়ায় কষ্ট ত হইবারই কথা—তাতে আবার নূতন করিয়া নীড় নির্ম্মাণ করিতে হইবে; তাহাতে প্রভূত পরিশ্রমের প্রয়োজন—শান্তিলাভের আশা স্বদেশে আসিয়া প্রথমেই অশান্তির সহিত দেখা হওয়ায় মনে হইল, দুঃখীর জীবনে সুখলাভের আকাঙ্ক্ষা দুরাশা মাত্র। শুনিয়া সুখী হইবেন; কোনরূপে বাসযোগ্য কুলায় তরুর পূর্ব্ব শাখায় দীর্ঘস্থায়ী একটী নীড় রচনা করিয়াছি। আজকাল ঝঞ্ঝাট এই

* অতি যত্নে নির্ম্মিত কুলায় পড়িয়া আপ-নার পাঠকগণ হয়ত হাসিবেন! কাকের বাসার কোন নৈপুণ্য নাই, তাহারা তাহা বিলক্ষণ জানেন। কাকের বাসার নির্ম্মাণে নৈপুণ্য না থাকিলেও অতি যত্নে নির্ম্মিত হইতে পারে। কাকসমাজেও বাসা নির্ম্মাণে যত্নের ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয়—আমি একটু সাংসারিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নীড় রচনা করিয়াছি। পাঠকগণ হাস্যসংবরণ করিবেন। শ্রীকাক

কম হওয়ায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলাম। দেশে আসিয়াও আমি স্থির হইয়া বাসায় বসিয়া দুদিন আরাম ভোগ করিতে পারিতেছি না। আপনি জানেন, আপনাদের হিসাবী মানবের ন্যায় আমাদের সঞ্চয়প্রবৃত্তি নাই—'দিন আনি দিন খাই' এই আমাদের অবস্থা। কাজেই সাধ্য কি যে বসিয়া থাকি? ইতোমধ্যে অনেক গ্রাম নগর পরিভ্রমণ করিয়াছি; অনেক তথ্য জানিয়াছি। সব বৃত্তান্ত জানা আপনার নিষ্প্রয়োজন। তবে, আপনার কাজে আসিতে পারে অথবা আপনার জাতির উপকারে আসে, এমন কথা অবশ্যই আমি না বলিব এমন নহে। আর তজ্জন্যই আজ আপনার সহিত দেখা করিতে উপস্থিত। আপনার স্বজাতি—কায়স্থজাতির প্রতি আমার বড়ই সহানুভূতি। কেন এত সহানুভূতি তাহা কি আপনি জানেন? আপনারা যেমন মানব সমাজে ক্ষত্রিয়—পক্ষিসমাজে আমরাও তেমনি ক্ষত্রিয়। পক্ষিদেহ ধারণ করিয়া থাকিলেও আমি নির্ব্বোধ নহে; সর্ব্বজাতীয় ক্ষত্রিয়ের প্রতিই আমার সমমমতা বিদ্যমান। কোন জাতীয় ক্ষত্রিয় কোন বিষয়ে পরাজিত বা অপদস্থ হয়, ইহা আমি একেবারেই সহিতে পারি না। আপনারা জাতীয় উন্নতিকল্পে যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন; তাহা অতীব প্রশংসাযোগ্য। এই জন্য আমি আপনাদের উপর বড়ই সন্তুষ্ট। আপনারা বঙ্গীয়কায়স্থজাতির পরিত্যক্ত ক্ষত্রাচার পুনঃ সমাজে প্রবর্ত্তনের যত্ন করিতেছেন; ইহা বুদ্ধিমত্তা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক হইলেও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণজাতির কিয়দংশ ও আপনার স্বজাতির অঙ্গারাংশ উহার যথাসাধ্য বিঘ্নোৎ-পাদন করিতেছে। ব্রাহ্মণেরা ঈর্ষাবশতঃ ও জাতীয় অঙ্গারেরা কুসংস্কার ও অজ্ঞানতানিবন্ধন প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। কায়স্থসমাজের অতি বিজ্ঞতা, ধীরতা ও উপেক্ষা উহাদিগকে যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করিতেছে। আমি জানিতে পারিয়াছি, কায়স্থজাতি বিগতবর্ষে উপনয়ন গ্রহণে অনেক অগ্রসর হইয়াছে; কিন্তু তাহা হইলে কি হয় বিচ্ছিন্নভাবে উপবীতী হওয়ায় এবং নিরুপবীত কায়স্থের সকল স্থানে সহায়তা না পাওয়ায় বিরোধী ব্রাহ্মণেরা কায়স্থের শুভ-উদ্যমকে ব্যর্থ করিবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণদের সহিত উপ-বীতী কায়স্থের বিরোধ দৃষ্ট হইত; বর্ত্তমানে প্রায় সর্ব্বত্রই উপবীতী কায়স্থগণকে জব্দ করিবার জন্য সমবেতভাবে ব্রাহ্মণেরা কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে। তাহারা উপবীতী কায়স্থের ভবনে কোন ক্রিয়াকর্ম্মে উপস্থিত হইবে না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে; যে সকল পুরোহিত উপবীতীর ক্রিয়াকলাপ নিষ্পন্ন করিতেছেন, তাহাদিগকেও সংশ্রব ত্যাগের ভয় দেখাইয়া স্বদলে আনিবার সঙ্কল্প আটিয়াছে। তাহারা নাপিত, ধোবা প্রভৃতি জাতিকে কায়স্থের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে। কোন কোন স্থানে অগ্রদানী ব্রাহ্মণকেও হস্তগত করিবার বিফল চেষ্টা করিতেছে। সর্ব্বপ্রকারে উপবীতী কায়স্থ-দিগকে হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ডের সুনির্ব্বাহে বঞ্চিত করিবার উপায় নির্দ্ধারণের কোনরূপ যত্নের ত্রুটী করিতেছে না। একে ব্রাহ্মণদের এরূপ ঘৃণিত চেষ্টা, তাতে আবার

স্বজাতীয় নির্ব্বোধ সম্প্রদায়ের আত্মদ্রোহিতা উপবীতী কায়স্থদিগকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা যেন নিঃস্বার্থ—পরোপকারে মনোসংযোগ করিয়াছেন! বলিতে পারেন আপনার স্বজাতীয় 'মহাপ্রভুরা' স্বার্থচিন্তা বিবর্জ্জিত হইয়া বংশ ও সম্পদাভিমানে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছেন কেন? জাতীয় গৌরব জাতীয় শক্তি যে চির অস্তমিত হইয়া যাইতেছে—কায়স্থজাতির সম্বন্ধে কায়স্থেতর সমগ্র জাতির যে, একটা সম্ভ্রমভাব, ভীতির ভাব ছিল, তাহা একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছে; তাহা তাহারা দেখিতে পাইতেছে না কেন? ভবিষ্যতে এই কর্ম্মফলের তিক্তাস্বাদ যে ভোগ করিতে হইবে, তাহাদের হৃদয়ে একবারও ইহা উদয় না হইবার কারণ কি? অহর্নিশ গর্ব্বান্ধ হইয়া থাকাই কি ইহার যথেষ্ট কারণ? ধিক্ তাহাদিগকে যাহারা অন্ধ। অন্ধদের ন্যায় হতভাগ্য দ্বিতীয় আর কে? ব্রাহ্মণেরা আপনাদের—কায়স্থদের মস্তকোপরি চিরকালই আছেন। আজ যদি তাহারা মূর্খের ন্যায় আশ্রয়স্থানটাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলেন; ক্ষতি তাহাদেরই হইবে। তাহারা তাহা মোহবশতঃ আজকাল বুঝিতে না পারিলেও পরে যে অনুতপ্ত হইবেন তাহা নিশ্চয়। কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধাচরণ না করিলেও বর্ত্তমানে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণেরা যেমন সমবেতভাবে কায়স্থের উন্নতির উদ্যমকে নিহত করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন; সমগ্র কায়স্থজাতিটা যদি একমতাবলম্বী হইয়া আত্মোন্নতিবিধানে আত্মগৌরব রক্ষায় প্রয়াসী হইতেন; তবে উন্নতির চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও আক্ষেপের হেতু থাকিত না। কায়স্থের জাতীয়শক্তি উপলব্ধি করিয়া শান্তিলাভ করা যাইত—মনকে প্রবোধ দেওয়া যাইত। কায়স্থজাতির ন্যায় হতভাগ্য কোথায়? যাহারা আত্মদ্রোহী তাহাদের ন্যায় নারকী কে? ব্রহ্মণেরাই ধন্য—তাহারা প্রত্যাশী হইয়াও ত্যাগী—অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়াও নিগ্রহ করিতে সাহসী ও উদ্যত। আর আপনারা? প্রদাতা ও অনুগ্রহকারী হইয়াও তস্করের ন্যায় কাপুরুষ। জগতে কোথাও এরূপ বিসদৃশভাব লক্ষিত হয় না। পদাঘাতে ভূপতিত হইয়া আবার সেই পা লেহনের প্রবৃত্তি বোধহয় ছারতছাড়া কুত্রাপি স্বীকৃত নহে। আমি কাক—অনুভব করিতে পারি—চীৎকার করিতে পারি—কাজ করিতে ত পারি না—কর্ম্মশক্তি আপনাদের হাতে আপনারা ইচ্ছা করিলে সবই হইতে পারে। উপবীতীদিগের বিপদ আপদ আজ আ কল্পনার বিষয় নহে—স্বচক্ষে দেখিতেছেন—তাঁহাদের বিপন্নাবস্থা—দূরীকরণের জন্য উপায় অবলম্বনীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। উপবীতী কায়স্থের কেহ কেহ বলিতেছেন—"জাতিবিদ্বেষ প্রচার করিলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়—যখন ঈর্ষাপরায়ণ ব্রাহ্মণে কায়স্থজাতির বিরুদ্ধে সকল জাতিকে উত্তেজিত করিতেছে—বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিতেছে—তখন সকল জেলায়ই দুচারটা 'জাতি বিদ্বেষ প্রচার' ঘটিত মোকদ্দমা আদালতে দায়ের করিলে সহজেই সকল গোলমাল মিটিয়া যাইতে পারে।" ইহা কতদূর যুক্তি ও সঙ্গত তাহা আমি বলিতে পারি না যেহেতু, মানুষের আইন, সাথী আমি

নাই। আমার মনে হয়, জড় প্রায় নির্জ্জীব সমাজকে চৈতন্যসম্পন্ন করিলেই নিপীড়িত উপবীতী কায়স্থের সামাজিক বিড়ম্বনা সহজেই তিরোহিত হইবে। কতগুলি উপযুক্ত প্রচারকের প্রয়োজন। তাহাদের দ্বারা বিস্তর কাজ হইবে। গ্রামে গ্রামে তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিয়া কায়স্থসমাজকে উদ্বোধিত করিলে দেখিতে পাইবেন; কায়স্থসমাজের শীর্ষদেশে যে একখণ্ড বিপদের মেঘ দেখা যাইতেছে ও থাকিয়া থাকিয়া গর্জ্জন করিতেছে; উহা দেখিতে না দেখিতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। কায়স্থজাতি জাতীয়তায় মত্ত না হইলে পরগাছার স্থূলদেহ কখনি কৃশ হইবে না। দেহ কৃশতাপ্রাপ্ত না হইলে কায়স্থতরুর প্রতি প্রকৃত ব্যবহারের ভাব তাহাদের চিত্তে কদাপি জাগ্রত হইবে না। মোহপ্রাপ্ত কায়স্থজাতি যেমন বিরাট—মোহ তিরোধানের উপায় তেমন সুপ্রশস্ত করা হয় নাই। এমন অনেক কায়স্থপল্লী আছে, যেখানে নবভাবের ক্ষীণ প্রবাহও প্রবেশলাভ করে নাই। মহাশয়, 'প্রচার চাই! প্রচার চাই!!' আমাদের কাকের মত চীৎকার করা চাই—তবে যদি মোহাচ্ছন্ন জাতির জ্ঞাননেত্র উন্মিলিত হয়। আপনি উপবীতী স্বজাতির অন্যতম সহায়। তাহাদের সুবিধা অসুবিধাবিষয়িণী চিন্তা সর্ব্বদা আপনাকে করিতে হয়—কাজেকাজেই আপনাকে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। সত্বরই যাহাতে সামাজিক নির্য্যাতনের হাত হইতে তাহারা অব্যাহত হইতে পারেন; তদনুরূপ ব্যবস্থা প্রণয়ন করুন। উপবীতীদিগের প্রফুল্লবদন দর্শনে যেন তৃপ্তিলাভ করিতে পারি। আপনাকে আর একটী সংবাদ দিয়াই আজ বিদায় গ্রহণ করিব। আপনার স্বজেলার 'বট্‌কাপারি' গ্রামের ব্রাহ্মণেরাই না কি উপবীতী কায়স্থের পরম শত্রু। ঐ গ্রামে বহু মুখর্জী, বানরজী, চট্টোজী প্রভৃতি কুলীন ব্রাহ্মণের বাস। তাহারা উপবীতী কায়স্থের বাড়ী যাইতে নারাজ—দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। শুনিয়া সুখী হইবেন, বট্‌কাপারির মুখর্জী-বংশীয়েরা তাহাদের প্রজা ধনশালী এক কাপালীর বাড়ী ভোজন করিয়া সম্প্রতি কৃতার্থ করিয়াছেন! মনে করিবেন না তাহারা কাপালী গিন্নির হস্তরন্ধিত অন্ন উদরস্থ করিয়াছেন; তাহারা কাপালী বাড়ী স্বহস্তে রাধিয়া খাইয়াছেন। ইহাও এই নূতন—ভবিষ্যতে আরও কত দেখিতে হইবে! কায়স্থকে ত্যাগ করিলে কাপালী, সাহা প্রভৃতিকে আশ্রয় না করিলে চলিবে কেন? কায়স্থজাতি কিছুদিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিলে অনেক দেখিতে পাইবেন। সমস্ত জাতিটাকে সজাগ করুন—আত্মসম্মানজ্ঞানে ভূষিত করুন—অর্থরক্ষণনীতিতে অভ্যস্ত করুন—দানে পুণ্য—ভোজনে ধন্য হওয়ার স্মৃতি মুছিয়া ফেলুন—দেখিবেন, প্রতিকূল চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যাইবে—বিরোধী অনুগত হইবে। তবে এক্ষণ চলিলাম।

শ্রীকাক।

তীর্থদর্শন।

২৫শে পৌষ ১৩১৭ সোমবার

চিন্তাক্লিষ্টহৃদয়ে পুণ্যভূমি, তীর্থময়ী ভারতের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বয়োধর্ম্মে প্রজ্ঞপ্রদীপ্ত হইয়া যেন বলিতে লাগিল "তীর্থস্থানে যাইয়া ভারতের অতীত কাহিনী অধ্যয়ন কর, হৃদয়ে শান্তিলাভ করিবে, বর্ত্তমানে তোমার কিছুই নাই, তুমি লক্ষ্যভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় মরুভূমিতে বিচরণ করিতেছ, মহাত্মাদিগের স্মৃতিবিজড়িত তীর্থস্থানে উপদেশ পাইবে।" আরও ভাবিলাম যে নয়টী প্রকৃত কায়স্থের লক্ষণ, তন্মধ্যে তীর্থদর্শন অন্যতম। আশ্রম-ধর্ম্মের সহিত এই নবলক্ষণের অপূর্ব্ব সমাবেশ। কায়স্থের প্রথমাশ্রম ব্রহ্মচর্য্য, তখন আচার, বিনয়, বিদ্যা ও আবৃত্তি অনুশীলন করিবে। ব্রহ্মচর্য্যের প্রাথমিক সোপান "আচার।" একাদশবর্ষে এই আচার গ্রহণ করিবে। কেন না—

আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্ত স্মার্ত্ত এবচ—মনু।

বেদে যে আচার উক্ত হইয়াছে, স্মৃতিপ্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বনে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। সে কি—উপনয়ন। এই আচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আমাদিগের দুর্গতির একশেষ হইয়াছে। প্রতিষ্ঠা, নিষ্ঠা ও দান গার্হস্থ্য আশ্রমের লক্ষণ, তীর্থদর্শন ও তপ বানপ্রস্থের ধর্ম্ম। সস্ত্রীক ধর্ম্মমাচরেৎ মনে করিয়া ধর্ম্মপত্নীকে সঙ্গে লইলাম আর দুইটী প্রাচীনা আত্মীয়া ও একজন ব্রাহ্মণ সঙ্গে করিয়া অন্য দুই প্রহরের গাড়ীতে ফরিদপুর হইতে রওনা হইয়া ২৭শে মাঘ বুধবার প্রাতঃকালে প্রয়াগে উপস্থিত হইলাম। ঋষি-সেবিত, পুণ্যজলা প্রয়াগরাজ আর্য্যাবর্ত্তের একটী শীর্ষস্থানীয় তীর্থ। পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রামরূপ ঘোষ দেববর্ম্মা বি-এ মহাশয়ের বাটীতে তদীয় উপাদেয় আতিথ্য স্বীকারে আমরা ছয় দিন পরমসুখে অতিবাহিত করিলাম। তদীয় ধর্ম্মপ্রাণময়ী ভার্য্যা ও গুণবতী কন্যার যত্ন ও পরিচর্য্যা, তথা রাজ-ভোগ আমাদিগের জীবনের অপরিশোধনীয় ঋণ। প্রয়াগে ত্রিবেণী একটী অপার্থিব দৃশ্য। যমুনার পূর্ব্বতীরে সংস্থাপিত প্রয়াগ-প্রদর্শনীর (Allahabad exhibition) বৈচিত্র প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া আমার নয়নদ্বয় যখন সঙ্গমস্থল রাশির উপর নিপতিত হইল, তাহার লাবণ্যে আমার মন মুগ্ধ হইল। শ্রীভগবানের বাণী আমার মনে পড়িল

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"

গীতা ১০অ০ ৪২

মায়াপর্য্যাপ্তি এই সমগ্র বিশ্ব (Solar system) আমি আমার একাংশে ধারণ করিয়া রহিয়াছি। স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কাহারও এই কথা বলিবার সাধ্য নাই। ভাবিলাম এই সুনীল জলরাশির মধ্যে বুঝি মায়ার বিকার নাই, শুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত চৈতন্য পুরুষ এই প্রশান্ত জলের উপর ভাসিতেছেন। দূরে অতিদূরে চক্রবালের সহিত বেলাভূমির সংমিশ্রণ। গঙ্গাযমুনিমজ্জিত তমালতালীবনরাজি নীলার কলঙ্করেখা যেন যাইতেছিল। একদিকে শ্বেতগঙ্গা দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিতা, ঊর্দ্ধদেশ হইতে কালিন্দি সুনীল জলরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া শ্বেতবর্ণা ভগ্নীর কণ্ঠালিঙ্গনে নিবদ্ধা। বর্ত্তমান সময় যমুনার সর্ব্বত্র শ্বেতজল, কেবল সঙ্গমস্থল হইতে ক্রোশদ্বয় নীল। উভয়দিকে শ্বেত-জলরাশির মধ্যে ক্রোশদ্বয় নীলজল কি প্রকারে রক্ষিত হইতেছে? শ্রীকৃষ্ণের সুনীল বর্ণ, যেন এই নীলিমার মাহাত্ম্য রক্ষা করিতেছে। এবারকার এলাহাবাদের প্রদর্শনী একটী দেখিবার জিনিষ। অতি বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় শাসনকর্ত্তাগণ বহু অর্থ ও পরিশ্রমব্যয়ে একটী বিচিত্র, সার্ব্বজনীন শিক্ষাপ্রদ, আমোদোচ্ছ্বাসের লীলাভূমি কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যের প্রদর্শনী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দেখিলাম নানাবিধ শিল্পীগণ, কোথায় স্ত্রীলোক চিত্রিত স্তরে স্তরে সজ্জিত চিত্রপট নানাবিধ প্রস্তর ও ধাতু নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি, দেশী ও বিদেশী বস্ত্রশালা, মণিরত্নবিজড়িত রজত-স্বর্ণা-লঙ্কার পূর্ণ পণ্যবিথিকা, নানাবিধ কারুকার্য্য-খচিত ধাতুনির্ম্মিত বস্তুজাত সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত। কোথায় নৃত্যামোদের নাট্যসমাজ, নানাবিধ বৃক্ষবল্লরী পরিশোভিত জঙ্গল (Forest) বিভাগ, কোথায় বা কৃষিজাত দ্রব্য-সম্ভার পরিপূর্ণ কৃষিবিভাগ, হাস্যামোদের রঙ্গভূমি, বিজ্ঞান-কৌশলজাত বিবিধ আশ্চর্য্য যন্ত্রাধিষ্ঠিত যন্ত্রশালা, কোনও স্থানে কৌতুকাবহ জীবন্ত জন্তুর সমাবেশ ইত্যাদি ইত্যাদি কত শতসহস্র বস্তু দেখিলাম তাহা কে বর্ণন করিবে? এই বৈচিত্রময়ী প্রদর্শনীর বর্ণনায় লেখনী পরাস্ত হইল। উপভোগ ভিন্ন যেমন ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি হয় না তদ্রূপ নিজচক্ষে দর্শন না করিলে কেহই এই প্রদর্শনীর জীবন্ত স্বরূপকে অবধারণ করিতে পারিবেন না। শত শত রম্য হর্ম্ম্যমালা বিভূষিত, প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিবৃত, নিত্য জলসিক্ত সুগঠিত বর্ত্মরাজি পরিপূর্ণ, সমুন্নত তোরণে সুসজ্জিত এই সুবিস্তৃত প্রদর্শনী প্রাঙ্গণ অমরাবতীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। রাত্রিকালে যখন শতসহস্র বৈদ্যুতিক আলোকমালা এই রঙ্গভূমিকে আলোকিত করে তখন ইহার বর্ণনায় কবির বর্ণভাণ্ডার নিঃশেষ হয়। যেস্থানে তিনমাস আগে একটী বালুকাপূর্ণ প্রান্তরভূমি ধূ ধূ করিয়াছিল, আজি তাহা কোন যাদুকরের বিদ্যা কৌশল প্রভাবে একটী সুন্দর নগরীতে পরিণত হইয়াছে। কৃষি ও শিল্পবিদ্যার অনুশীলনে বিবিধ সম্প্রদায় কর্ত্তৃপক্ষদিগের তত্ত্বাবধানে সভা-সমিতির অধিবেশন করিতেছিলেন। ভারতীয় কৃষি বিভাগের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত হইয়া কোন ও স্থানে কৃষিসম্মিলনীর (agricultural conference) অধিবেশন হইতেছিল। কোন স্থানে কৃষকদিগের উপকারার্থে ঋণদান-সমিতির (co-operative credit societies) অধিবেশন হইতেছিল। এই প্রকারে অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন চারিমাসকাল এই প্রদর্শনী ভারতের বহুবিধ উপকার সংসাধিত করিয়াছে। ধন্য সেই ভারতের সম্রাট্ ও তাঁহার নিয়োজিত শাসনকর্ত্তাগণ ও কর্ম্মচারিগণ যাঁহাদিগের বিদ্যাকৌশল ও অর্থবলে এই প্রকার সার্ব্বজনীন উপকার সংসাধিত হইয়াছিল, আর ধন্য সেই প্রজাগণ যাহারা ব্রিটিশ সম্রাটের রাজত্বে অপূর্ব্ব শান্তিসুখ উপভোগ করিয়া বিবিধ সামাজিক উন্নতিলাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রয়াগে ভগবান্ চিত্রগুপ্ত-দেবের মন্দির একটী দর্শনীয় বিষয়। এইস্থানে অনেক নিরুপবীত কায়স্থ ক্ষত্রিয়াচারে বিভূষিত হইয়াছেন। মুন্সী কালীপ্রসাদ দ্বারা এই মন্দির সংস্থাপিত। ভরদ্বাজাশ্রম, পাতালপুরী, রামসীতার মূর্ত্তি, বেনীমাধবের মন্দির, মুয়ার

সেণ্ট্রাল কলেজ, মুন্সী কালীপ্রসাদের প্রসিদ্ধ কায়স্থ-পাঠশালা, দুর্গাভাণ্ডারে অক্ষয়বট ইত্যাদি প্রাচীন স্মৃতিবিজড়িত অনেক দর্শনীয় বস্তু প্রয়াগে বিরাজ করিতেছে, আমরা সকলগুলি দেখিবার অবকাশ পাইলাম না। গঙ্গাযমুনা সঙ্গমের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ড ১২৫ অধ্যায় বলিতেছেন—

যৎ পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বেদবিদ্যাসু যৎ ফলম্।
স্নাতমাত্রস্য তৎ পুণ্যং গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে॥

এইস্থানে অনেক যাগযজ্ঞাদি হইয়াছে ও হইতেছে বলিয়া ইহার নাম প্রয়াগ হইয়াছে। যেস্থানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলন তাহাকে ত্রিবেণী কহে। গঙ্গা, যমুনা দেখিলাম কিন্তু সরস্বতী এইক্ষণে দর্শনীয়া নহে, শুনিলাম ইহার অন্তশিলা প্রবাহ সময়ে সময়ে সঙ্গমের অনতিদূরে জলরাশি ভেদ করিয়া উত্থিত হয়। সঙ্গমে স্নান ও শ্রাদ্ধকার্য্যাদি সম্পন্ন করিলাম। প্রয়াগে অনেক উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও বঙ্গদেশবাসী কায়স্থ বাস করেন। হিন্দুস্থানী কায়স্থগণ সকলেই দ্বিজ, কিন্তু বঙ্গীয় কায়স্থগণ অনেকেই শূদ্রাচারী। বিগত ১লা মাঘ রবিবার অপরাহ্নে লরেন্সগঞ্জে একটী কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। আমরা অতি সংক্ষেপে কায়স্থের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করি, সভাতে বিজ্ঞ-কায়স্থগণ উপস্থিত ছিলেন, শাস্ত্র দ্বারা কায়স্থ যে বিশুদ্ধ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বংশধর তাহাও প্রমাণ করিলাম, কিন্তু কোনও ফল হইল না। প্রয়াগের অতীতের সহিত বর্ত্তমান তুলিত করিয়া মন বিষাদে পূর্ণ হইল, যে প্রয়াগ অতীতে ধর্ম্মভূমি ছিল, আজ তাহা বিলাসের রঙ্গভূমি হইয়াছে। স্বার্থত্যাগের স্থলে বণিকবৃত্তি, ধর্ম্মের স্থানে পাপস্রোত প্রবাহমান। সভাতে অনেক শিক্ষিত জ্ঞানবান্ লোক উপস্থিত ছিলেন কিন্তু—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥
গীতা ৩অ০।৩৩।

অর্থাৎ জ্ঞানীলোকেও নিজ নিজ প্রকৃতির অনুসরণ করে, লোকসকল স্বভাবের বশবর্ত্তী আমাদিগের উপদেশে কি ফল হইবে। এই প্রকার মর্ম্মস্পৃক্ বিষাদে পরিপূর্ণ হৃদয়ে কাণপুর কায়স্থসভার সভাপতি পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিগত ৩রা মাঘ মঙ্গলবার অপরাহ্নে কাণপুরে উপস্থিত হইলাম। বন্ধুবর স্বয়ং ষ্টেশনে আসিয়া আমাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার দিব্যমূর্ত্তি, অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত হইল। তিনি পরম সমাদরে ইংরেজ কোয়াটারে একটী রমণীয় সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত দ্বিতলে আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। তৎকালে কাণপুরে কোন কোন স্থানে মহামারী (Plague) হইতেছিল। কাণপুরে আমাদিগের অবস্থিতি একদিন (বুধবার) মাত্র ঐ দিবস রাত্রিতে বন্ধুবরের বিশেষ উদ্যোগে তত্রত্য আর্য্যসমাজগৃহে একটী কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। তথায়ও আমরা কায়স্থের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের একটী বক্তৃতা করি। বিগত ৫ই মাঘ বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকার সময় কাণপুর হইতে রওনা হইয়া রাত্রি দশ ঘটিকার সময় বসুদেব দৈবকীর বিষাদাশ্রু প্লাবিত যমুনাবিধৌত পাদা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কংশাসুরের রাজধানী মথুরা নগরীতে উপস্থিত হইলাম। কংশালয় কি কংশ-কারাগারের চিহ্ন মাত্রও নয়নগোচর হয় না। তাহাদিগের

স্থলে ধনজনপূর্ণ হর্ম্ম্যমালা, প্রস্তর-সোপানশ্রেণী-যুক্ত কালিন্দীতট ও অগণিত বানরের উল্লম্ফন ও দলে দলে বিচরণ মথুরার বর্ত্তমান দৃশ্য। ইহাদিগের উৎপাতে মথুরায় নরনারীগণ নিরন্তর সন্ত্রস্ত। বস্ত্রাদি পাইলে তৎক্ষণাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। তৈজসপত্রাদি তেজোময় পদার্থের প্রতি ইহারা বিশেষ আকৃষ্ট। প্রাপ্তিমাত্রেই নিকটবর্ত্তী স্থানে লইয়া যায়, পরে মটর ও ছোলাভাজা পাইলে প্রত্যাখ্যান করে। সকল গৃহস্থের বাটীতে মৃৎপাত্রে ছোলাভাজা ও মটর রাখিতে হয়। মথুরার পাদদেশে যমুনা সুবিস্তৃতা ও তরঙ্গময়ী। কংশের সময় ইহা যে একটী প্রবল নদী ছিল, অপর পারের বালুকাপূর্ণ বেলাভূমি দেখিলে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। ছোট বড় অনেক কচ্ছপ যমুনা মধ্যে সর্ব্বদাই বিচরণ করে। ইহারা দলবদ্ধ অবস্থায় সোপানশ্রেণীর নিকট বিচরণ করে, চাউল রম্ভাদি জলমধ্যে পতিত হইবা মাত্র ভক্ষণ করে। কালিন্দীর পূত-নীরের প্রভাবে ইহারাও অহিংসাধর্ম্ম পালন করে। কোন অবস্থাতে ইহারা কাহারও প্রতি হিংসা করে না। আমরা প্রাতঃকালে সংকল্পাদি করিয়া বিশ্রামঘাটে স্নান করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ কংশকে নিহত করিয়া এই ঘাটে বিশ্রাম করেন। এই ঘাটের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণীয় মথুরাখণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। কথিত আছে, বিশ্রামঘাটে স্নান করিলে সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়। ধ্রুবঘাট, প্রহ্লাদঘাট, পরশুরামঘাট ইত্যাদি দ্বাদশটী ঘাট দর্শন করিলাম। প্রত্যেক ঘাটের সহিত অতীতের কাহিনী বিজড়িত। ধ্রুবঘাটে পিতৃগণ উদ্দেশে যবের ভুষির দ্বারা পিণ্ডদান করিলাম। কথিত আছে গয়ায় পিণ্ডদানাপেক্ষা এইস্থানে পিণ্ডদানে অধিক ফল হয়। গোকুল যমুনার পূর্ব্বপারে, মথুরা পশ্চিমতীরে অবস্থিত। মথুরা হইতে গোকুল প্রায় তিন ক্রোশ ব্যবধান। কথিত আছে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন মথুরা ইংরেজাধিকৃত হয়, তখন একটী ভয়ানক ভূকম্পনে অনেক অট্টালিকাদি ভূমিসাৎ হইয়াছিল। মথুরা বহুকাল সুরসেনবংশীয় রাজন্যগণ দ্বারা শাসিত হয়, সেই কারণ প্রথমে ইহা সুরসেননগর বলিয়া প্রখ্যাত হয়। তদনন্তর মাথুর ব্রাহ্মণগণ, যাঁহারা চৌবে নামে অভিহিত, তাঁহাদিগের বাসস্থান হইলে ইহার নাম মথুরা হয়। কথিত আছে ত্রেতাযুগে মধুনামা দৈত্য আশুতোষকে প্রসন্ন করিয়া একটী অমোঘ ত্রিশূল প্রাপ্ত হন। মধু হইতে এই নগরী মধুপুরী, তৎপর্য্যায় মধুরা তস্য অপভ্রংশ মথুরা নামে নগরী অভিহিত হয়। মধুপুত্র লবণ এই ত্রিশূল দ্বারা মথুরাবাসিগণকে তাড়িত করিতে আরম্ভ করিলে তাৎকালিক অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে মথুরা রক্ষার্থে প্রেরণ করেন, লবণসৈন্য সুরক্ষিত একটী মন্দিরে এই ত্রিশূলটী ছিল, শত্রুঘ্ন উহা হস্তগত করিয়া উহা দ্বারা লবণ দৈত্যাধমকে নিহত করেন। বরাহপুরাণে বরাহরূপী বিষ্ণু বসুন্ধরাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

ভবিষ্যামি বরারোহে দ্বাপরে যুগসংস্থিতে।
যযাতিভূপবংশাচ্চ ক্ষত্রিয়ঃ কুলবর্দ্ধনঃ॥

যযাতি রাজার পুত্র যদু এইস্থানে আসিয়া অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশের আদিপুরুষ হন। ইঁহারা বহুকাল ব্রাত্যক্ষত্রিয় ছিলেন। দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত সমাধান করিয়া ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন গ্রহণ

করেন। কায়স্থগণ প্রায় ৭০০ বৎসর মাত্র ব্রাত্য ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারা শ্রীভগবানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া উপবীতী হইতেছেন। যে সকল বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের উপনয়নের দাবী তামাদি হইয়াছে বলিয়া থাকেন, তাঁহারা দয়া করিয়া অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশের ইতিহাস মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিবেন। ইরাবতীদেবীর গর্ভজাত শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পুত্র চারু এই নগরীতে আগমন করিয়া কায়স্থদিগের মাথুরবংশের আদিপুরুষ হন। মথুরা মোক্ষতীর্থ। যথা—

অযোধ্যামথুরামায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

যেমন অযোধ্যা রামনগরী, সেইপ্রকার মথুরা কৃষ্ণপালিতা। ভারতবর্ষে যে ৮টী কায়স্থদিগের আদিস্থান তন্মধ্যে মথুরা অন্যতম। কায়স্থপ্রদীপে লিখিত আছে—

অযোধ্যামথুরামায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
হস্তিনা দ্বারকা চৈব কায়াস্থানমষ্টকম্॥

পাঠক! দেখিবেন যে কয়েকটী ভারতে মোক্ষনগরী সেই কয়েকটীই কায়স্থদিগের জন্মস্থান। অতএব কায়স্থ প্রাচীন সময়ে কি প্রকার মহামহিমান্বিত পবিত্র জাতি ছিলেন তাহা ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। মথুরার মাহাত্ম্য ত্রেতা হইতে আরম্ভ হইয়া অদ্যাবধি সমভাবেই রক্ষিত হইতেছে। দ্বাপরে এই মোক্ষপ্রদ স্থানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয় তদবধি ইহার মাহাত্ম্য সহস্রগুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এইস্থানে কংশ বধান্তে ভগবান্ কংশের পিতা উগ্রসেনকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া মথুরার সিংহাসনে সংস্থাপিত করেন। কিন্তু নিজেই শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। কংশের বিধবা পত্নীদ্বয় প্রাপ্তি ও আপ্তি তাঁহাদিগের পিতা মগধরাজ জরাসন্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণবলরামকর্ত্তৃক অন্যায় যুদ্ধে কংশের নিধনবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিলে মগধরাজ সসৈন্যে মথুরা আক্রমণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে মগধরাজকে পরাজিত করিলেন, কিন্তু মথুরা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সৌরাষ্ট্রের নিকট সাগরবেষ্টিত একটী রমনীয় দ্বীপে দ্বারকানাম্নী পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অবস্থান করেন।

মথুরায় পাণ্ডবদিগের সংস্থাপিত মহেশ্বরীদেবী, কুব্জানাথ, পারীখজীশেটের সংস্থাপিত মথুরানাথ এবং রাধাকৃষ্ণের মন্দিরাদি দর্শন করিলাম। গোকুল ও অন্যান্য তীর্থস্থানে গমন করিতে সময় হইল না। বিগত ৭ই মাঘ শনিবার পূর্ব্বাহ্ন ১০ঘটিকার সময় অশ্বযানে আমরা মথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবনধামে রওনা হইলাম ও অপরাহ্ন তিনটার সময় আমাদিগের নির্দ্ধারিত কুঞ্জে প্রবেশ করিলাম।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকস্য।

বসুমতী ও কায়স্থবিদ্বেষ।

সম্পাদক মহাশয়! নিম্নলিখিত বিষয়টী আপনার প্রসিদ্ধ আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন। বিগত ১৩১৭ সালের ৮ই শ্রাবণের বসুমতী পত্রিকায় কোন শাস্ত্রদৃক্ মহাশয়ের একখানা পত্রপাঠ করিয়া আমি উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে নিম্নলিখিত তৎপ্রতিবাদ প্রকাশার্থ বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি স্বভাবসিদ্ধ কায়স্থদ্বেষ বশতঃ উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন না। সে যাহা হউক সাধারণের বিশেষতঃ কায়স্থদিগের বিদিতার্থ এখন উহা প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন মনে করিয়া উহার অবিকল নকল নিম্নে দিলাম।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু

সম্পাদক মহাশয়! আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি স্থানদানে বাধিত করিবেন।

আপনার গত ৮ই শ্রাবণের বসুমতীতে কোন শাস্ত্রদৃক্ মহাশয়ের একখানা পত্রপাঠ করিয়া শুধু আশ্চর্য্যান্বিত নয়, বিস্মিত, স্তম্ভিত, লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছি। উক্ত পত্রে শাস্ত্রদর্শী মহাশয় হাইকোর্টের যে নজিরের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তিনি সম্যক্ পড়িয়াছিলেন কি? যদি পড়িয়া থাকেন তবে তিনি সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। ভরসা করি, তিনি উক্ত নজিরের ৬৮৮ পৃষ্ঠা একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন।

vide I. L. R. X Cal., Page 688.

উক্ত মোকদ্দমায় ফিল্ড ও ম্যাকডোনেল নামক ইংরেজ বিচারপতিদ্বয় মীমাংসা করিয়াছেন যে, কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ, কিন্তু বঙ্গীয় কায়স্থগণ নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহার করায় এবং সাবিত্রীভ্রষ্ট হওয়াতে শূদ্রত্বে পতিত হইয়াছেন, এইরূপ মতপ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের প্রণীত ব্যবস্থাদর্পণে লিখিত যুক্তি অবলম্বনে যে রায় প্রকাশ করেন তাহা এই—

We think the whole question has been fairly summed up in the following passage of Babu Shyama Charan Sarkar's Vyabasta Darpan. There is therefore a preponderence of authorely to evince that the Kayasthas of Bengal or of any other Country were Kshatriyas, but since several centuries passed the Kayasthas at least those of Bengal, have been degenerated and degraded to Sudradam not only By using after their names the Surnames "Das" peculiar to the Sudras but principally by omitting to perform the regenerating ceremony of "Upanayan," hallowed by Gayatri.

"অর্থাৎ আমরা মনে করি এই বিষয়ে সমস্ত সিদ্ধান্ত বাবু শ্যামাচরণ সরকার মহাশয়ের ব্যবস্থাদর্পণ-গ্রন্থে নিরপেক্ষভাবে লিখিত হইয়াছে। উক্ত সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বঙ্গ এবং অন্যান্য দেশীয় কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় তদ্বিষয়ে বহু প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু কতিপয়

শতাব্দী অতীত হইল কায়স্থগণ অন্ততঃ বঙ্গীয়-কায়স্থগণ শূদ্রাচারী হইয়া হীন হইয়াছেন। এখন তাঁহারা নামান্তে ক্ষত্রিয়োচিত "বর্ম্মা" উপাধি ত্যাগ করিয়া শূদ্রোচিত "দাস" উপাধি ব্যবহার করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের শূদ্রত্বের প্রধান কারণ এই যে, গায়ত্রী দ্বারা পবিত্রীকৃত উপনয়নসংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন।" এই-মত সমীচীন বলিয়া অনেকে মনে করেন না। কারণ ইহা প্রকাশ হইবার বহু পূর্ব্বেই এলাহাবাদ হাইকোর্টে কায়স্থ, শূদ্রের ছেলে পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করিতে পারে কিনা তর্ক উঠে। এই মোকদ্দমায় কায়স্থ এবং শূদ্র পৃথক বর্ণ কিনা ইহা বিচার্য্য বিষয় ছিল। কায়স্থ ও শূদ্র বিভিন্ন বর্ণ প্রতিপন্ন হওয়ায় উহা দ্বারা পোষ্যপুত্র রদ হইয়া গিয়াছিল।

শাস্ত্রদর্শী মহাশয়ের উদ্ধৃত নজির প্রকাশিত হওয়ার পরে, বাঁকিপুরের সবজজ অবিনাশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের আদালতে কায়স্থের বর্ণ সম্বন্ধে একটী মোকদ্দমা উপস্থিত হয় (Original Suit No. 26 of 1891 Mussamat Ram Rebati Kuer *vs.* Mussamat Rukmer Kuer) এই মোকদ্দমায় উভয়পক্ষে অনেক প্রধান প্রধান অধ্যাপক ও সামাজিকের মত গ্রহণে বিচার-পতি এই মীমাংসা করেন যে চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়-প্রথানুসারে তাঁহাদের দত্তক গ্রহণ করাই শাস্ত্রসম্মত।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চে আর একটী মোকদ্দমা হয়। (Tulsi Ram *vs.* Behari Lal, I. L. R. XII at page 328) তাহাতে প্রধান বিচারপতি মুক্তকণ্ঠে কলিকাতা হাইকোর্টের ডিভিসনেল বেঞ্চের মীমাংসার অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, অন্যান্য দ্বিজাতি মধ্যে উপনয়ন, হোম ও অশৌচ বিপর্য্যয় লক্ষিত হইলেও তাঁহারা যখন শূদ্র বলিয়া গণ্য হন না, তখন ক্ষত্রিয়বর্ণ কায়স্থের বর্ত্তমান আচারব্যবহার দেখিয়া তাঁহাদিগকে শূদ্র বলিয়া কখনও গণ্য করা যায় না। কায়স্থবিদ্বেষীগণ বলিতে পারেন যে, উক্ত দুইটী নজির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থসম্বন্ধে প্রযোজ্য, বঙ্গীয়-কায়স্থসম্বন্ধে নহে। কিন্তু বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-গণ কোলঞ্চপ্রদেশ অর্থাৎ কান্যকুব্জ হইতেই বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টের ডিভিসনেল বেঞ্চ যে কায়স্থ-দিগকে শূদ্রধর্ম্মী বলিয়াছিলেন, এলাহাবাদ হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চ উহা সঙ্গত মনে করেন নাই। ফলতঃ এই তিনটী উচ্চ আদালতে বঙ্গীয়-কায়স্থগণ যে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তের সন্তান ও ক্ষত্রিয়-বর্ণান্তর্গত তাহা মীমাংসিত হইয়াছে। এই মীমাংসা বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণগণ অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে বাধ্য।

পূর্ব্বকালে বঙ্গীয়-কায়স্থগণের উপনয়ন-সংস্কারের বিষয় ধ্রুবানন্দ মিশ্রের নিম্নলিখিত কারিকা দ্বারাও প্রমাণিত হইবে।

"গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থাবিপ্রমানদা।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥"

ভারতবর্ষে কায়স্থসংখ্যা প্রায় এককোটী তন্মধ্যে কিঞ্চিদধিক ৮৫ লক্ষের উপনয়নসংস্কার আছে। কেবল বঙ্গীয়-কায়স্থদিগেরই সংস্কারা-ভাব। উহাও শীঘ্রই দূরীভূত হইবে। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা বেদ অধ্যায়ন করেন না সুতরাং তাঁহাদিগের উপনয়নসংস্কারের কোন প্রয়োজনীয়তা পরিদৃষ্ট হয় না কিন্তু যে সকল ব্রাহ্মণ মহোদয় বেদশিক্ষার্থ উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করেন তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। উপনয়ন—উপ+নী+অনট সমীপে অর্থাৎ বালককে বেদশিক্ষার্থ গুরুকুলে লেওয়া যায় যদ্দ্বারা

"গৃহোক্ত কর্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরো-।
র্বাণো বেদায়তত্তোগাৎ বালস্যপোনয়নং বিদুঃ॥"

শাস্ত্রদৃক্ মহাশয়ের শাস্ত্রে অভূতপূর্ব্ব অপরিসীম জ্ঞান এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি অবলোকন করিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছি। অলমতি বিস্তরেন।

কলিকাতা, ১৩১৭।১২ই শ্রাবণ। } শ্রীহরিচরণ দেববর্ম্মা। বিক্রমপুর, রাউৎভোগ।

সমালোচনা।

১। কলিযুগরহস্য-গৌরাঙ্গলীলা। শ্রীযুক্ত লোকনাথ শর্ম্মাচার্য্য দ্বারা পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত। গোপালপুরগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় দ্বারা সংশোধিত। মূল্য ॥০ আনা মাত্র। এই পুস্তকখানি পাঠে আমরা আনন্দানুভব করিলাম। কলিপাবন ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্ম হইতে সন্ন্যাস-ধর্ম্মগ্রহণ পর্য্যন্ত অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকখানি বৈষ্ণব-মহাত্মাগণের আদরের বস্তু এবং সকলেরই পাঠ্য—মূল্যও যৎসামান্য।

২। বর্ত্তমানবর্ষ হইতে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা, মেদিনীপুর অন্তর্গত—কাঁথি (Contai) হইতে প্রকাশিত নীহার নাম্নী—সাপ্তাহিক পত্রিকার সহিত বিনিময় হইতেছে। কুজ্ঝটিকা হইতে সমুৎপন্ন নীহার অকাল জলোদয়কে বিনাশ করিয়া যেমন বসুন্ধরাকে শস্যশালিনী করে; তদ্রূপ শ্রীভগবানের নিকট আমরা প্রার্থনা করি যে, এই পত্রিকা-খানি অজ্ঞানান্ধকারের মধ্য হইতে সমুৎপন্ন হইয়া সেই অন্ধকারকে যেন বিনাশ করে ও সর্ব্বসম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তিসুখ বিতরণ করে। বিগত ২৬শে বৈশাখের সংখ্যায় কপালকুণ্ডলার জন্মমাটীশীর্ষক প্রবন্ধটী আমরা আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্রাট্ অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র যে এই কাঁথি হইতে তাঁহার অবস্থানকালে কপাল-কুণ্ডলার প্রাকৃতিক দৃশ্য সকলের আলেখ্য সংকলন করিয়াছিলেন, তাঁহার বালিআড়ি নামধেয় বালুকাস্তূপশ্রেণী, অসীম বিস্তৃত লবণাম্বুরাশির প্রশান্ত বিস্তার ও দূরে অতি-দূরে তমালতালীবনরাজিনীলা বেলাভূমির চিত্রপট সংগ্রহ করিয়াছিলেন তৎপ্রতি কোনও সন্দেহ নাই। প্রমীলা ও ইন্দুবালার সাদৃশ্য-করণ প্রবন্ধটীও উল্লেখযোগ্য। আমরা নীহারের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সম্পাদকস্য।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

১। শ্যামবর্ণ—বর্ত্তমানবর্ষের বৈশাখী সংখ্যার ১৮ পৃষ্ঠায় পণ্ডিতপ্রবর বিধুভূষণ শাস্ত্রী মহোদয়ের একটী প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু মুদ্রণ ভুলগুলি সংশোধন করা আবশ্যক। তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। প্রতিভার পাঠক পাঠিকাগণ শুদ্ধ করিয়া লইবেন।

১৯ পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভে ৪ পংক্তি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
দুর্ব্বাকান্ত	দুর্ব্বাকাণ্ড
৬ পংক্তি	
শ্যমা	শ্যামঃ
১১ পংক্তি	
শিখর	শিখরি

১২ পংক্তি	
হরিনী	হরিণী
২১ পংক্তি	
ধৃতাপ্ল	ধৃতাল্ল
১৯ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় স্তম্ভে	
১৫ পংক্তি	
রুক্ষতাং	রূক্ষতাং
— ঐ পংক্তি	
ব্যাবর্ত্তয়ন্তি	ব্যাবর্ত্তয়তি
২১ পংক্তি	
বিস্বার্ক	নিস্বার্ক
২৬ পংক্তি	
প্রভাতিনব	প্রভাধির্ণব
৩২ পংক্তি	
স্ফুরন্তি	স্ফুরতি
২০ পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভে	
২ পংক্তি	
জয়ন্তি	জয়তি
১৩ পংক্তি	
রস তাপ্তবী	রসতাণ্ডবী

২। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "শ্যামবর্ণ"সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয়ের মত সমর্থন করিতেছে। কপালকুণ্ডলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১৭৫ পৃষ্ঠায় মতিবিবির রূপ বর্ণনা করিয়া লিখিতেছেন—"ইনি শ্যামবর্ণা, শ্যামা মা বা শ্যামসুন্দর যে শ্যামবর্ণের উদাহরণ, এ সে শ্যামবর্ণ নহে, তপ্তকাঞ্চনের যে শ্যামবর্ণ এ সেই শ্যাম।" যে সকল অভ্রান্ত মনীষিগণের বর্ণনা উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতে পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় ও প্রতিভার পাঠকগণ আমাদিগের আদি দেব শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বর্ণ সম্বন্ধে একটি মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিবেন। ভবিষ্যপুরাণকার তাঁহাকে "শ্যামং কমললোচনং" বলিয়াছেন, (মৎ প্রণীত কায়স্থ-তত্ত্বের ১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ১৩১৭ বঙ্গাব্দ শ্রাবণ ভাদ্র সংখ্যক আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার প্রথম পৃষ্ঠায় (Frontis piece) ভগবান্ চিত্রগুপ্তদেবের যে প্রতিমূর্ত্তি দেওয়া হইয়াছে তাহার পাদমন্তব্যে আমরা লিখি "শ্যামং—তপ্তকাঞ্চনবর্ণং" ইহার প্রতিবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় শ্যামবর্ণ সম্বন্ধে তাহার অভিমত প্রকাশ করেন। এইক্ষণ আমরা আশা করি চিত্রগুপ্তদেবের বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় অর্থাৎ হরিদ্রাবর্ণ হইবে। আগামী যমদ্বিতীয়ার দিনে যে সকল কায়স্থ-মহোদয় ভগবানের পূজা করিবেন তাঁহারা উক্ত বর্ণে তাঁহার আনন্দময় বিগ্রহকে চিত্রিত করিবেন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা

৩। বিগত ৬ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত চারিরশী নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সোম মহাশয়ের বাটিতে একটি কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সোম মহাশয়ের পিতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে সকল ব্রাহ্মণ অধ্যাপক ও কায়স্থ-মহোদয় সমবেত হন, তাঁহাদিগের যত্নে এই সভা হয়। এই সভায় উপস্থিত অধ্যাপকগণের নাম—কলসকাটীনিবাসী শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ, কলিকাতা গরাণহাটা-নিবাসী শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ ও কাশিম-বাজার মহারাজার সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার, কোটালিপাড়ার আশুতোষ তর্করত্ন কায়স্থাচার্য্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন, তাঁহার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত হরকুমার তর্করত্ন, সরদার মামুদচরের শ্রীযুক্ত শীতলাচরণ সার্ব্বভৌম ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন, পাবনা হইতে সমাগত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ স্মৃতিরত্ন, নগেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ ও শশিভূষণ সিদ্ধান্ত, কায়স্থাচার্য্য শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি ও সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, বৈদিক পুরোহিত শ্রীযুক্ত কালিদাস কাব্যতীর্থ ইত্যাদি বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান নৈয়ায়িক ও স্মার্ত্ত-মহোদয়গণ এই সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রবীণ ঋষিকল্প শ্রীল চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া, বঙ্গীয় ৪ শ্রেণীর কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয়-বর্ণান্তর্গত তাহা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ ত্রিবিধ প্রমাণ দ্বারা অভ্রান্তরূপে সকলকে বুঝাইয়া দেন, তৎপরে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতি-

ভূষণ ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয়-দ্বয়ের বক্তৃতা অন্তে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় কবিরত্ন ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয় বক্তৃতা করেন। তদনন্তর সভাপতি মহাশয়ের অভি-ভাষণ ও সভাপতি মহাশয়কে ও উপস্থিত অধ্যাপকগণকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর রাত্রি আন্দাজ ৮টার সময় ঘন ঘন "বন্দে চিত্রগুপ্তং" ধ্বনির মধ্যে সভাভঙ্গ হয়। সভাপতি মহাশয় উপস্থিত কায়স্থ-মহোদয়গণকে যে আশীর্ব্বাদ করেন তাহা এই—

যেষাং সত্যপি শৌর্য্যবীর্য্যবিভবে বিপ্রানুবৃত্তিঃ পরা।
যেষাং দান সমানদানবিভব নাদ্যাপি কেষাং ক্বচিৎ।
যেষাং বৃত্তিবিধান বিপ্রবিভবং সর্ব্বত্র জানীমহে,
তেহমী ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্তকুলজাঃ সন্তু স্বধর্ম্মে রতাঃ॥

৪। মহারাজাধিরাজ প্রতাপাদিত্য রায়ের জামাতা মহারাজা রামচন্দ্র বসুকে কোনও অজ্ঞাতনামা কবি নিম্নলিখিত কবিতা দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—

পূর্ব্বমাসীন্ মহারাজ চিরকাল মিয়ং ধরা।
বসুবংশে ত্বয়ি জাতে বসুধাভূদ্বসুন্ধরা॥

অর্থাৎ—হে মহারাজ! পূর্ব্বকালে পৃথিবীর নাম ধরা ছিল, কিন্তু আপনার বসুবংশে জন্ম-গ্রহণের পরে উহার নাম বসুন্ধরা হইয়াছে।

বাকলাধিপতি মহারাজ কেদার রায়কে সম্বোধন করিয়া কোনও কবি বলিতেছেন—

নিষ্কলঙ্কো নিরাতঙ্কঃ পদ্মিনীগণ-বল্লভ।
অয়ং কো বাকলানাথঃ সমুদেতি নিরন্তরম্॥

এই কবিতায় "বাকলা"শব্দটী ব্যঞ্জনার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে—আকাশের চন্দ্র সকলঙ্ক, রাহুগ্রাস ভয়ে সততঃ আতঙ্কিত, এবং কমলের বন্ধু নহে, কিন্তু এই কলানাথ কে, যিনি নিষ্কলঙ্ক, নিরাতঙ্ক, পদ্মিনীগণের বন্ধু ও সর্ব্বদা সমুদিত। অন্যার্থে এই 'বাকলা'নাথ কে, যিনি নিষ্কলঙ্ক ইত্যাদি।

৫। উক্ত চারিরশীগ্রামে উপস্থিত অধ্যা-পকগণ যে ব্যবস্থাপত্রটী দিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"অনেক শাস্ত্র পর্য্যালোচনয়া বঙ্গীয় কায়স্থা-নাং ক্ষত্রিয়ত্বস্য বহুবিদ্ধৎ সম্মতত্বেঽপি, পিত্রা-দূর্দ্ধতনানেক পুরুষাণাং উপনয়নাত্মক সংস্কারা-স্মরণাৎ যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তানন্তরং যজ্ঞোপবীতা-দিভিঃ সংস্কারঃ কর্ত্তব্যঃ। কৃতসংস্কারাণাং তেষাং ক্ষত্রিয়বদাচরণং নিরাবাধমেবেতি বিদুষাং ব্যবস্থা॥

৬। কায়স্থোপনয়ন (ভ্রমসংশোধন) বর্ত্তমানবর্ষের বৈশাখী সংখ্যায় ৪৮ পৃষ্ঠায় কিশোরগঞ্জে যে উপনয়ন-সংবাদ দিয়াছিলাম তাহা ভ্রমপূর্ণ বিধায় তাহার স্থলে নিম্নলিখিত সংবাদটী পাঠ করিবেন—উক্ত স্থানে শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অতুলচন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা ও পৌত্র শ্রীমান্ চারুচন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়া-ছিলেন। অন্যান্য বিবরণ ঠিক আছে।

৭। কায়স্থোপনয়ন—বিগত ২৫শে ও ২৬শে বৈশাখ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খানখানাপুরগ্রামে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটীতে উপনয়ন-কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত কায়স্থ-মহোদয়গণ যথারীতি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়াছেন। মৃতরার সিদ্ধবংশসম্ভূত পণ্ডিতবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহো-দয় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য সদাচারী ব্রাহ্মণগণ আনুষঙ্গিক কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। উপবীতী কায়স্থ-মহোদয়দিগের নাম;—

১। বেণীমাধব দত্ত দেববর্ম্মা ২। নীল-মাধব দত্ত দেববর্ম্মা ৩। শরচ্চন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা ৪। সতীশচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা ৫। কেশবচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা ৬। যতীন্দ্রমোহন দত্ত দেববর্ম্মা ৭। প্রাণেশকুমার দত্ত দেববর্ম্মা ৮। বনমালী দত্ত দেববর্ম্মা ৯। বিজয়শঙ্কর দত্ত দেববর্ম্মা ১০। অবিনাশচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা ১১। ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা ১২। মোহিনী-

মোহন বসু দেববর্ম্মা ১৩। সুরেশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা ১৪। বনমালী রাহা দেববর্ম্মা ১৫। হরগোবিন্দ দাষ দেববর্ম্মা ১৬। যাদবচন্দ্র দাষ দেববর্ম্মা ১৭। পূর্ণচন্দ্র রাক্ষত দেববর্ম্মা ১৮। দ্বারকানাথ দাম দেববর্ম্মা।

৮। অপূর্ব্ব বৈদিক দীক্ষাগ্রহণ;—ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খানখানাপুর গ্রামে গত ২৭শে বৈশাখ তারিখে শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র দাম দেববর্ম্মা মহাশয়ের কন্যার সহিত পাবনা জেলার অন্তর্গত বড়ুলিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সেন দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্রের শুভ-বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাকর্ত্তা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, তিনি উপনয়ন গ্রহণ করিলে বরপক্ষ শুভকার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত করিতে পারে। বরকর্ত্তাও মনে ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি কিংবা তাঁহার পুত্র উপনয়ন গ্রহণ করিলে শুভ-বিবাহে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং উভয়েই ভবিষ্যত আশঙ্কা কল্পনা করিয়া বৈদিক দীক্ষাগ্রহণে বিরত ছিলেন। কিন্তু বিধাতার বিধি অলঙ্ঘ্য। বিবাহের দিবস পূর্ব্বাহ্নে বরকর্ত্তা আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে কন্যাকর্ত্তার বাটীতে উপনীত হইলেই উভয়ের মনোভাব ব্যক্ত হইয়া পড়ে। তখন যথাবিধানে কন্যাকর্ত্তা, বরকর্ত্তা ও বর তিনজন উপনয়ন গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বিবাহসভায় উপস্থিত হইয়া সভার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

৯। কায়স্থসভা জলপাইগুড়ী—গত ১৭ই বৈশাখ রবিবার জলপাইগুড়ী আর্য্য-নাট্যসমাজ-গৃহে একটী কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বিএ, মহাশয় কায়স্থের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, চারিশ্রেণীর মিলন ও পণপ্রথা উচ্ছেদন এই কয়েকটী বিষয় ওজস্বিনী ভাষায় সারগর্ভ সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, এবং পরদিবস কায়স্থের বঙ্গাগমন বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় তাহা বিষদভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন।

১০। কায়স্থোপনয়ন—বিগত ২৬শে বৈশাখ মঙ্গলবার জলপাইগুড়ী নগরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত ১১ জন কায়স্থ মহোদয় যথারীতি ক্ষত্রিয়োপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ রায় অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এই মহামঙ্গলকর সামাজিক কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৌলিক দেববর্ম্মা, বাইশরশী, ফরিদপুর।
,, অবিনাশচন্দ্র বসু ঐ মালীগ্রাম, ঐ
,, সতীশচন্দ্র বসু ঐ ঐ ঐ
,, শরচ্চন্দ্র নাগ ঐ সত্যবতী ঐ
,, কুঞ্জবিহারী সরকার ঐ বৈঠাখালি ঐ
,, শরচ্চন্দ্র সরকার ঐ বসরা ঐ
,, ভূজঙ্গভূষণ নাগ ঐ বারদী ঢাকা
,, সুরেন্দ্রকুমার নাগ ঐ ঐ ঐ
,, দেবেন্দ্রকুমার কর ঐ বিরলিয়া ঐ
,, জিতেন্দ্রনাথ রায় ঐ পঞ্চসার ঐ
,, নলিনীরঞ্জন সরকার ঐ ময়মনসিংহ

১১। ক্ষত্রিয়াচারে অশৌচপালন। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মণদিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ রাহা দেববর্ম্মা মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী পরলোকগমন করিলে ত্রয়োদশদিনে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। পোড়াবাহনিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন অধিকারী পুরোহিত্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ফরিদপুর-নগরে অবস্থিত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দেববর্ম্মা মহাশয় দ্বাদশদিনে তাঁহার নবজাত কন্যার জন্মাশৌচ প্রতিপালন করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন সময়ে ক্ষত্রিয়াচারে অশৌচপালন করা কায়স্থের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

১২। কায়স্থোপনয়ন। ফরিদপুরের অন্তর্গত কলসীগ্রামে বিগত ২০শে বৈশাখ তারিখে শ্রীযুক্ত রামচরণ দত্ত দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা মহাশয় দ্বয়ের বাটীতে ২টী কেন্দ্র হইয়া ৪১ জন কায়স্থ

যথাশাস্ত্র উপনয়নগ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতাস্থ প্রসিদ্ধ বৈদিকোপনয়নাশ্রমস্থ আনুষ্ঠানিক কায়স্থ-সভার কায়স্থাচার্য্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। উপনীত কায়স্থগণের মধ্যে ২০ জন কুলীন ও ২১ জন শ্রেষ্ঠ মৌলিক কায়স্থ।

১৩। সতী কায়স্থ-রমণী শৈবালিনী দেবী। এই অপূর্ব্বা রমণীর স্বামী-সহমরণ বিবরণ স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে লিখিত থাকিবে। কলিকাতা মহানগরীর অনতিদূরে ৬নং চরকডাঙ্গা রোড ভবনে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও তাঁহার পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া স্ত্রী শৈবালিনী বাস করিতেন। সুরেন্দ্রবাবু পোর্টকমিশনারের অডিট আফিসে কার্য্য করিতেন। শৈবালিনীর একটী পুত্র ছিল। গিগত ৭ই বৈশাখ শনিবার প্রাতঃকালে সাধ্বী শৈবালিনী বুঝিলেন যে, তাঁহার স্বামীর জীবনাশা নাই, তিনি রক্তবাসপরিহিতা হইয়া স্বামীর পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া যে ভয়ানক দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয়গ্রন্থী ছিন্ন হইয়া গেল। গৃহটী ত্রিতল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর ও ঘন পত্রাচ্ছাদিত গাদপরাজি মধ্যে অবস্থিত। এই গৃহটীর ত্রিতলে রাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি বিরাজিত। পতিব্রতা দ্রুতপদবিক্ষেপে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। মৃতকল্প স্বামীর মঙ্গলার্থে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া পুনরায় স্বামীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর একটী কূপের নিকট যাইবার সময় তাঁহার শিশুপুত্রটী মাকে জড়াইয়া ধরিল, তিনি তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া তাড়াইয়া দিলেন ও অবেণীসম্বদ্ধ কেশদাম কেরোসীন তৈলে ডুবাইয়া সমস্ত অঙ্গে ও বসনে ঐ তৈল প্রক্ষিপ্ত করিলেন। তাহার পর তাঁহার সর্ব্বদা পাঠ্য একখানি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হস্তে ধারণ করিয়া কেশে অগ্নি সংলগ্ন করিয়া দিলেন। অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জলিয়া উঠিল সাধ্বী দ্রুতগতিতে স্বামীর গৃহে প্রবেশপথে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন, তখনই তাঁহার পবিত্রাত্মা অমরধামে প্রবেশ করিল। সন্ধ্যার অগ্রেই তাঁহার স্বামী সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হইল, অনন্তর মৃতযুগলের আত্মীয় স্বজন শ্রীহরির পবিত্রনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে উভয়ের দেহ একটী চিতোপরি সজ্জিত করিয়া জ্বলন্তানলে ভস্মীভূত করিলেন। ত্রিংশদিন অতীতে তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধ মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। যেস্থানে সতী তদীয় অন্নময় কোষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ও যে শ্মশানে উহা ভস্মে পরিণত হইয়াছিল তথায় শতসহস্র নরনারী সমবেত হইয়া সতীর ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। ঐস্থান এইক্ষণ তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। পাতিব্রাত্যধর্ম্মের এই প্রকার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কেবল পুণ্যভূমি ভারতেই সম্ভবে, ধনজন-গৃহসম্পদ, অনিন্দ্য যৌবনশ্রী তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া যে রমণী এই প্রকার আত্মোৎসর্গের চরম নিদর্শন দেখাইতে পারেন, তিনি নিশ্চয় জগদ্বিখ্যাত ক্ষত্রিয় রমণী। বর্ত্তমান সময়ে স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ বঙ্গে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এ প্রকার জঘন্য যুগে শৈবালিনীর ন্যায় সর্ব্বস্বত্যাগী ললনা বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই সতী বঙ্গীয়-কায়স্থকুলকে পবিত্র করিয়াছেন। তিনি দত্তবংশ সমুদ্ভবা। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার খুল্লতাত, এবং জগদ্বিখ্যাত মকরন্দ ঘোষের পবিত্র বংশধর তাঁহার স্বামী। শৈবালিনী পবিত্র চৈত্রগুপ্ত সখসেনাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সূর্য্যধ্বজবংশে পরিণীতা হন। প্রাচীন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সখসেনা ও সূর্য্যধ্বজ বংশেও এই প্রকার সতীধর্ম্মের জলন্ত দৃষ্টান্ত মিলে। এইরূপ দৃশ্যকে পরিস্ফুট করিয়া শ্রীমধুসূদনের জগজ্জয়ী লেখনী চিত্রিত করিল—

ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে
সহসা জ্বলিল চিতা, সচকিতে সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ, সুবর্ণ আসনে
সে রথে আসীন আজি সূর্য্যধ্বজবীর
সুরেন্দ্র, বামভাগে সুন্দরী শৈবালিনী
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে

চিরসুখ-হাসিরাশি মধুর অধরে ॥
যাও শৈবালিনি! বৈজয়ন্তধামে সুরেন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া চিরদাম্পত্যসুখ ভোগ কর ও ভারতের নরনারীগণকে তোমার অপূর্ব্ব ত্যাগের মহামন্ত্রে দীক্ষিত কর।

১৪। আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর পাবনা কায়স্থ-সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয় পাবনা হিতৈষীতে মুদ্রিত "পাবনা ব্রাহ্মণ-সভা"-শীর্ষক একটী বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। বিবরণটী দীর্ঘ, আমাদিগের স্থানাভাব বশতঃ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। গত ৩০শে চৈত্র হইতে ৩রা বৈশাখ ব্রাহ্মণ-সভার অধিবেশনে পাবনায় একটী অপূর্ব্ব মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। শেষদিনে প্রাণস্পর্শী হরসংকীর্ত্তনে সমগ্র নগরটী যেন আলোকিত হইয়াছিল। জয়কালীমাতার প্রাঙ্গনে হরিসংকীর্ত্তন হইয়াছিল, তথায় হরিপ্রেমে উন্মত্ত কয়েকটী বালক ও প্রবীন মনুষ্য হরি হরি শব্দ করিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছিলেন, কেহ বা মূর্চ্ছিত। পাবনায় এমন জগৎ ভরা হরিনাম আর কখন হয় নাই। শীতলাইর ব্রাহ্মণ-জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্রেয় ও পবদার কায়স্থ-জমিদার শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র রায় চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয় মহানন্দে নগর-সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। তাহারপর আর একটী সদনুষ্ঠান, সেইদিন ব্রাহ্মণসভা, পাবনা কালেজের অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় দেববর্ম্মা মহাশয়কে কবিভূষণ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মণ-সভার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতামঞ্চে ব্রাহ্মণকায়স্থ সকলেই বক্তৃতা করিতে সুযোগ পাইয়াছিলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মণসভায় কায়স্থের প্রবেশাধিকার নাই। উপবীতী কায়স্থের প্রতি অত্যাচার করা, হিংসা, অনৃত, বিদ্বেষ ইত্যাদি শূদ্রোচিত কলঙ্কে ব্রাহ্মণগণকে কলঙ্কিত করা, দেশের মধ্যে দলাদলির প্রবলবাত্যা প্রবাহিত করা কলিকাতা ব্রাহ্মণসভার মূখ্যব্রত। তাঁহারা উপবীতী কায়স্থের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন, বঙ্গীয় উপবীতী কায়স্থগণও এই সকল শূদ্রধর্ম্মী নামমাত্র ব্রাহ্মণের সংস্পর্শ অনেকদিন হইতেই ত্যাগ করিয়াছেন। পাবনার ব্রাহ্মণসভার প্রথম প্রস্তাব সম্রাটের ভারতাগমন জন্য আনন্দ প্রকাশ, বিবাহের ব্যয় ও পণ সংক্ষেপ দ্বিতীয় প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বক্তা এই সম্বন্ধে সমাজের দুর্গতি বিষদরূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই সকল শুক্রবিক্রয়ীদিগকে উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে—

"তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্রাস্তে শুক্রবিক্রয়ী।"

অহো! বঙ্গদেশ কি পতিত! এই শুক্রবিক্রয়ীগণ শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশকে শ্মশানে পরিণত করিল। পাবনার ব্রাহ্মণসভার ন্যায় যদি বঙ্গীয় সমস্ত ব্রাহ্মণসভা ঔদারনৈতিক ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতেন, তবে বঙ্গের সামাজিক উন্নতি অতি তীব্রবেগে প্রধাবিত হইত। আমরা আশা করি কলিকাতার ব্রাহ্মণসভা পাবনার আদর্শে গঠিত হইবে।

সম্পাদকস্য।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

শ্রীশ্রীরাসগীতা।*

(অপ্রকাশিত)।

শ্রীশ্রীরাধামাধবৌ জয়তি।

শ্রীরাধা মাধবস্যাঙ্কে রাধিকাঙ্কে চ মাধবঃ।
করোতি পরমানন্দং প্রেমানন্দং মহোৎসবং ॥১॥
রাধাধর সুধাকৃষ্ণঃ কৃষ্ণশ্চ স্মৃতি রাধিকাং।
শ্যামপ্রেমময়ী রাধা রাধা চুম্বতি মাধবং ॥২॥
মুরলীং কলয়ন্ কৃষ্ণো জগন্মোহন-মোহনঃ।
চালয়ন্ বেণুরন্ধ্রেণ রাধিকা চ করাঙ্গুলীঃ ॥৩॥
শব্দ ব্রহ্ম সুধাং রাধাং কৃষ্ণো বাদয়তে ধ্রুবং।
স্ত্রীণামাকর্ষণং কৃষ্ণং রাধা গায়তি সুস্বরং ॥৪॥
মুরলীকলসঙ্গীতং শ্রুত্বা মুগ্ধো ব্রজস্ত্রিয়ঃ।
বৃন্দাবনং সমায়াতা যত্রাস্তে মুরলীধরঃ ॥৫॥
রাধাকান্তো ব্রজস্ত্রীভির্বেষ্টিতো ব্রজভূষণঃ।
শোভতে তারকা মধ্যে রাকায়া নায়কো যথা ॥৬॥
কিশোরী সুন্দরী রাধা কিশোরঃ শ্যামসুন্দরঃ।
কিশোর্য্যো ব্রজসুন্দর্য্যো বিহরন্তি নিরন্তরং ॥৭॥
নিত্য বৃন্দাবনে রাকা রাধাকৃষ্ণশ্চ গোপিকা।
মণ্ডলং পূর্ণরাসস্য লীলয়া সহবর্ত্ততে ॥৮॥
রাধায়া সহ কৃষ্ণেন ক্রিয়তে রাসমণ্ডলং।
কল্পিতানেকরূপেণ মায়য়া পরমাত্মনা ॥৯॥
মাধবো রাধয়োর্মধ্যে রাধামাধবয়োরপি।
মাধবো রাধয়াসার্দ্ধং রাজন্তে রাসমণ্ডলে ॥১০॥
গোপালবল্লভা গোপ্যো রাধিকায়াঃ কলাহি যাঃ।
ক্রীড়ন্তি সহ কৃষ্ণেন রাসে মণ্ডল মণ্ডিতা ॥১১॥
কৃতবানেকরূপাণি গোপীনাং জনসংখ্যয়া।
গোবিন্দো রমতে তাসাং মধ্যে মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥১২॥
প্রেমস্পর্শমণিং কৃষ্ণং শ্লিষ্যন্তে ব্রজযোষিতঃ।
ভবন্তি স্বর্ণবর্ণাঙ্গ্যো গোবিন্দহৃদয়ঙ্গমাঃ ॥১৩॥
একৈকা গোপিকা পার্শ্বে হরেরেকৈক বিগ্রহঃ।
সুবর্ণগুটিকা মধ্যে মণির্মরকতো যথা ॥১৪॥
হেমকল্পলতা গোপী বাহুভিঃ কণ্ঠমালয়া।
তমালঃ শ্যামলঃ কৃষ্ণো ঘূর্ণিতো রাসলীলয়া ॥১৫॥
রাধে কৃষ্ণেতি গোবিন্দ গোপ্যোগায়তি সুস্বরং।
রাধাকৃষ্ণো নরীনর্ত্তি হস্তকানুপদক্রমৈঃ ॥১৬॥
জয় কৃষ্ণ মনোহর রূপ ইরে।
বৃষভানু কিশোরি রসাদি পরে ॥১৭॥
ইতি গায়তি নারদ ঊর্দ্ধগতঃ।
শ্রুতিপূর্ণমুখো মহতী সহিতঃ ॥১৮॥

* সংস্কৃত অতি প্রাঞ্জল তজ্জন্য বঙ্গানুবাদ দিলাম না। লেখক।

কুসুমানি সুবর্ষতি দেবসভা।
দিবিদুন্দুভিবাদন তাল শুভা ॥১৯॥
সহদার জনৈরনুকীর্ত্তয়তে।
জয় কৃষ্ণ সদা বৃষভানুসুতে ॥২০॥
জয় যোগ সুখাদিপতে নৃহরে।
যদুনন্দন নন্দকিশোর হরে ॥২১॥
জয় রাস রসেশ্বরি পূর্ণতমে।
বসুদেববৃষভানু কিশোরি রমে ॥২২॥
সহতারকয়া পরিপূর্ণ শশী।
সহসা সমুদেতি সুধাম্বরশী ॥২৩॥
মধুগন্ধবহো বহতীহ তদা।
হরিণা নটনং ক্রিয়তেহি যদা ॥২৪॥
জয়তীহ কদম্বতলে ললিতঃ।
কলবেণু সনীরিত গানরতঃ ॥২৫॥
সহ রাধিকয়া বসুদেবসুতঃ।
সততং তরুণীজন মধ্য গতঃ ॥২৬॥
বৃষভানুসুতা পরমা প্রকৃতিঃ।
পুরুষো বসুদেব সুতঃ সুকৃতিঃ ॥২৭॥
ইহ নৃত্যতি গায়তি বাদয়তে।
সহ গোপিকয়া বিপিনে রমতে ॥২৮॥
যমুনাপুলিনে বৃষভানুসুতা।
রমণী ললিতাদি সখি সহিতা ॥২৯॥
রমতে হরিণাসহ ভৃত্য রতা।
গতি চঞ্চল কুণ্ডল হারলতা ॥৩০॥
বৃষভানুজয়া সহ কুঞ্জবনে।
যদুনন্দনমেতি সুখং বিজনে ॥৩১॥
ব্রজমোহন নাগর বীরবরঃ।
পরিরম্ভন চুম্বন কেলি পরঃ ॥৩২॥
কনকাম্বুজ গর্ব্ব চারুমুখী।
বৃষভানুসুতা পরমাদ্ভুমুখী ॥৩৩॥
পরিরভ্য হরিং প্রিয়ং সুখং।
পরিচুম্বতি সাদরং চন্দ্রমুখং ॥৩৪॥
রসিকো বসুদেবসুতঃ সুরতেঃ।
রসিকাং বৃষভানুসুতাং ভজতে ॥৩৫॥
নব পল্লব কল্পিত তল্পগতাং।
সুখসার মনোভব ভাবরতাং ॥৩৬॥
বসুদেব সুতোরসি হেমলতা।
ফল পীনপয়োধরা ভারলতা ॥৩৭॥
শয়নং কুরুতে বৃষভানুসুতা।
বিপরীত রতিশ্রম বিন্দুযুতা ॥৩৮॥
নব নীরদ সুন্দর নীলতনুং।
চপলাধিক চিক্কণ গৌরতনুং ॥৩৯॥
গুণ গৌঞ্জুক মাল্য শিখণ্ড শিখং।
শিখিচন্দ্রকযুক্ত কীরিটশিখাং ॥৪০॥
কমলাশ্রিত খঞ্জন নেত্রযুগং।
পরিপূর্ণ মৃগাঙ্ক মৃগাক্ষিযুগাং ॥৪১॥
মৃদু হাস সুধাময় চন্দ্রমুখং।
মধুরাধর সুন্দর পদ্মমুখীং ॥৪২॥
মকরাকৃতি কুণ্ডল কর্ণতলং।
মণিকুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ডতলাং ॥৪৩॥
বলয়ঙ্গদ শোভিত বাহুবরং।
মণিকঙ্কণ শোভিত শঙ্খকরাং ॥৪৪॥
গলশোভিত কৌস্তুভরত্ন শতং।
কুচকুম্ভ বিরাজিত হারলতাং ॥৪৫॥
তুলসিদলদাম সুগন্ধিতনুং।
হরিচন্দনচর্চ্চিত গৌরতনুং ॥৪৬॥
কন শৃঙ্খল পীতঘটিজটিতং।
বসনান্বিত নীল নিচোলযুতাং ॥৪৭॥
চরণাঙ্গদ দিগ্‌গজ রাজগতিং।
কলনূপুর হংস বিলাস গতিং ॥৪৮॥
রতিরাম মনোরম বেশধরং।
পরমাত্ম মনোহর বেশধরাং ॥৪৯॥
মণিনির্ম্মিত পঙ্কজ মধ্যগতং।
রস রাস সরোরুহ মধ্যগতাং ॥৫০॥

মুরলী মধুর শ্রুতিরাগ পরং।
স্বর সপ্তসমন্বিত গানপরাং ॥৫১॥
জগদাদি গুরুং বসুদেবসুতং।
প্রণমামি সদা বৃষভানুসুতাং ॥৫২॥
নটনায়ক বেশ কিশোর বয়ঃ।
বসুদেব সুতঃ সহ রাধিকয়া ॥৫৩॥
ইতরেতর বক্ষকর ভ্রমণং।
কুরুতে কুসুমায়ুধ কেলিরণং ॥৫৪॥
অধিকাধিক মাধব রাধিকয়োঃ।
কৃতরাস পরাপর মণ্ডলয়োঃ ॥৫৫॥
মণিমণ্ডল সিঞ্জিত তালঘনং।
হরতে সনকাদিমুনের্মননং ॥৫৬॥
বৃষভানুসুতা বসুদেবসুতঃ।
কণকপ্রতিমা মণিমারকতঃ ॥৫৭॥
ভ্রমতীব মহামণি শঙ্কুগতঃ।
সহযোগ রতোহথ মিথোহন্তরতঃ ॥৫৮॥
উভয়োভয় রাধিকয়োর্দয়িতৌ।
পৃথগন্তরতো বসুদেবসুতৌ ॥৫৯॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

কবিতাগুচ্ছ।

ক্ষত্রিয়জীবন (১)।

আসিবে কি বঙ্গে পুনঃ ক্ষত্রিয়জীবন।
কেনবা আসিবে আর, করিবে কি অধিকার,
উড়াবে কিসের 'পরে বিজয়-কেতন।
আসিবে কি বঙ্গে ফিরে ক্ষত্রিয়জীবন ॥১
কি জন্য আনিতে চাহ ক্ষত্রিয়জীবন?
এ যে দেখি আয়োজন, মাত্র গলে আভরণ,
পরিবার জন্য ব্যস্ত, গাত্রসুশোভন।
এজন্য কি চাহিতেছ ক্ষত্রিয়জীবন? ॥২
কি জন্য চাহিছ তবে ক্ষত্রিয়জীবন?
সামাজিক মহারণ, করিবে হে ক্ষত্রগণ,
কি চিন্তা, কি বূহ তার করেছ রচন?
কেমনে আনিবে তবে ক্ষত্রিয়জীবন? ॥৩
কিবা লক্ষ্য, কিবা মন্ত্র, কিবা প্রহরণ?
কোথা বা সে বাহুবল, নির্ভীক কায়স্থদল,
নেতৃগণ হায় দেখি শূদ্রের মতন।
ভয়ে জড়সড় মুখে না সরে বচন ॥৪
বলিমেষ-গলে যথা দোলে পুষ্পহার,
তব গলে দোলে তথা পবীতের হার।
বঙ্গভূমে যাইতেছ, মনে কি তা ভাবিতেছ,
পরিতেছ গায়ে দৃঢ় নিগড় আবার।
এজন্য কি চাহিতেছ ক্ষত্রিয়-আচার? ॥৫
ক্ষত্রত্ব জগতে ভাই দুর্লভ পদার্থ,
শূদ্রত্বে ডুবাতে চাও সেই পরমার্থ।
তাহা যদি নাহি চাও, কর্ম্মক্ষেত্রে দ্রুত ধাও,
সত্বর সাধন কর ক্ষত্রিয়ের স্বার্থ।
পূর্ব্বে বুঝে লও ক্ষত্রজীবনের অর্থ ॥৬
অঙ্গিরারা ক্ষত্র নয়? (১) ক্ষত্র মনু নয়? (২)
ক্ষত্র নয় জমদগ্নি ভৃগুর তনয়? (৩)

(১) ঋগ্বেদ ১।৬৫; ৩।৩১।৫-৭; ১০।১০৮।৮।
(২) ঋগ্বেদ ৬।২১।১৩; ১।১১২। ১৮।
(৩) ভার্গবেরা ক্ষত্রিয় ছিলেন,

বশিষ্ঠ কি নহে ক্ষত্র ? ক্ষত্র নহে বিশ্বামিত্র ? (৪)
ক্ষত্র নয় কুৎস ঋষি প্রতাপে দুর্জ্জয় ? (৫)
স্বস্ত্রীক মূর্দ্ধনযজ্ঞ করেছিলা জয় (৬) ॥৭
আবার ভরত ঋষি, (৭) রাজর্ষি সুদাস (৮)
সোমরশ্মি (৯) দিবোদাস (১০) ত্রসদস্যু (১১)
দস্যুত্রাস,
নহুষ (১২) যযাতি (১৩) ঋষি বলিয়া প্রকাশ,
মন্ত্র-দ্রষ্টা ক্ষত্রিয়েরা করহ বিশ্বাস ॥৮
যে সকল আর্য্যগণ ভারতে পশিলা,
ক্ষত্রিয়ের বেশে তারা সকলে আসিলা (১৪)
ক্ষত্র হ'তে বর্ণ সব, হইয়াছে সমুদ্ভব,
ক্ষত্রেরাই অগ্রে দেশে বেদ প্রকাশিলা।
ক্ষত্রেরাই ভারতের ধরম সৃজিলা ॥৯

জান না জনক ঋষি বেদান্তে পণ্ডিত,
গার্গী যাজ্ঞবল্ক্য যাঁর দ্বারে উপস্থিত ? (১৫)
বেদ করি সংকলিত, রত্ন করি নিষ্কাশিত,
একৈক ঐশত্বে ধরা করিলা প্লাবিত।
জগৎ গাইছে যাঁর জ্ঞান প্রশংসিত ? ॥
তোমাদের আদি পিতা চিত্র গাঙ্গায়নি, (১৬)
শিষ্য হয়েছিলা যাঁর উদ্দাল কারুণি,
পরলোক জন্মান্তর (১৭) চর্চ্চা করি নিরন্তর,
হিন্দুত্বের মূলভিত্তি স্থাপিলেন যিনি।
কায়স্থের বীজ সেই চিত্র গাঙ্গায়নি ॥১১
কে বলে লেখকবংশ কায়স্থেরা হয় ?
কে বলে মন্ত্রিরবংশ তাহারা নিশ্চয় ?
জ্ঞানালোক সমুজ্জ্বল, গাঙ্গ্য চিত্র মহাবল।
ক্ষত্র,—রাজছত্র যাঁর মহাপুণ্যময়,
করিলেন যিনি ধর্ম্মজগতের জয় ॥১২
এই ত ক্ষত্রিয়াদর্শ সম্মুখে তোমার,
তুমি পরিতেছ পায় নিগড় আবার।
বৌদ্ধধর্ম্ম লোপকালে এতাদৃশ মহাভুলে,
হয়েছিল ছারখার ভারত সোণার।
ক্ষত্রিয়ে কি এক ভুল করে বারম্বার ?
তাই বলি লক্ষ্য স্থির করহ এখন,
হস্তে তুলে লও বেদ মহা শরাসন ;
আমূল সংস্কার কর, উপশাস্ত্র নাহি ধর
ক্ষত্রতেজে পরিপূর্ণ হও সর্ব্বজন,
জাগ্রত করিবে যদি ক্ষত্রিয়জীবন ! ১৮

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা

(ঋগ্বেদ ৪। ১৬। ২০) বরুণের পুত্র ভৃগু, বরুণ ক্ষত্র।

(৪) ঋগ্বেদ ৩। ৫৩। ২৪ ; ইহাতে বিশ্বামিত্র বংশীয়েরা বশিষ্ঠদিগের বিরুদ্ধে অশ্ব প্রেরণ করেন বলিয়া উক্তি আছে। সুতরাং উভয় বংশই ক্ষত্রবংশ।

(৫) ঋগ্বেদ ১। ৬৩। ৩।

(৬) ঋগ্বেদ ১০। ১০২ সূক্ত।

(৭) হিন্দুপত্রিকা ১৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

(৮) ঋগ্বেদ ১০। ১৩৩ সূক্ত।

(৯) ঋগ্বেদ ১০। ৭৭ সূক্ত।

(১০) ঋগ্বেদ ৮। ১০৩। ২।

(১১) ঋগ্বেদ ৯। ১১০ সূক্ত।

(১২) (১৩) ঋগ্বেদ ১০। ১০১ সূক্ত।

(১৪) History of Sanskrit Literature p. 152.

(১৫) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১ম ও ব্রাহ্মণ।

(১৬) কৌষীতকী উপনিষৎ ১ম অধ্যায়।

(১৭) Transmigration of souls

কোন মৃত মানুষ দেখিয়া।

শোকোচ্ছ্বাস (২)।

(১)

কাননে কুসুম ফোটে, মুঞ্জে কুঞ্জে অলি ছোটে,
তেমনি মলয়ানীল ধীরে বয়ে যায়।
নীলিম আকাশপটে, রবিশশী-তারা উঠে
তেমনি বিহঙ্গ ডাকে আসন্ন সন্ধ্যায়।
পদ বিদলিত ধূলি, যৎসামান্য তৃণগুলি
সমভাবে তারা সবে রহিল ধরায়।
মানব, একাকী তুমি চলিলে কোথায় ?

(২)

এই যে দেহ-প্রতিমায়, লাবণ্য বহিয়া যায়
আননে শোভিছে যেন দীপ্ত সুষমায়।
এই যে কমল-আঁখি, স্নেহ লাজে মাখামাখি
বিচ্ছিন্ন কুসুম তুল্য ধরণী লুটায়।
এ শক্তি গোলাপে গড়া, ও দেহ মাধুরী ভরা,
পড়ে আছে ধরাতলে কি ছার আশায় ?
স্নেহ ভুলে, মায়া ভুলে, ভাসাইয়া অশ্রুজলে,
সুখে কি দুখেতে কোথা হতেছ উদয় ?
মানব, একাকী তুমি চলিলে কোথায় ?

(৩)

তেজ-বীর্য্য-দম্ভ-ভরা, অভিমানে আত্মহারা,
এ দেহ-পিঞ্জর হ'তে প্রাণ কোথা ধায় ?
সাধপূর্ণ অভিলাষ, সে সৌভাগ্য সে উল্লাস
সকলি জন্মের মত কোথায় লুকায় ?
আমি ত চলিলে একা, আর কি হইবে দেখা ?
সে কথা স্মরিলে এবে বুক ফেটে যায়।

তোমারে হইয়া হারা, ধরাতে রহিল যারা
কি সান্ত্বনা তাহাদের রাখিলে হেথায় ?
মানব, একাকী তুমি চলিলে কোথায় ?

(৪)

যে দেশে চলিলে এবে সে দেশ কেমন,
কিবা তার জলস্থল তরু কুঞ্জবন ?
নভস্তলে আছে কিহে চন্দ্রতারাগণ ?
পৃথ্বীতলে নদনদী গিরি প্রস্রবন ?
একাকী যাইতে হয়, তাই প্রাণে সদা ভয়
তোমারে জিজ্ঞাসি এবে বল বিবরণ।
সে যে পথ কি আকার, আলো কিংবা অন্ধকার,
আছে কি কণ্টক কিংবা শার্দ্দূলগর্জ্জন ?
কোন বলে হ'লে বলী, জীব হ'য়ে কুতূহলী
জীবনের মহাগতি করে সমাপন ?
ভুলে যায় শোক দুঃখ দুর্ব্বহ জীবন।

(৫)

বিহগের মিষ্টস্বরে, তেমনি অমিয় ক্ষরে,
শফরী তেমনি নাচে সরসীর জলে।
শস্য-শ্যামলা ধরণী, কলনাদে তরঙ্গিণী,
সকলি বহিছে যেন সময় হিল্লোলে।
পদ-বিদলিত ধূলি, যৎসামান্য তৃণগুলি,
সমভাবে তারা সবে রহিছে ধরায়।
মানব, একাকী তুমি চলিলে কোথায় ?

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

শোকোচ্ছ্বাস।*

পুত্র বিয়োগে (৩)।

একি অকস্মাৎ, শিরে বজ্রপাত
কেমনে ঘটালে বিধি।
কি পাপে আমার, তপন কুমার
হরিল অকালে নিধি ॥১
জীবন-উষায়, নূতন প্রভায়
উদয়ন নব রবি।
সহসা জলদে, গভীর নিনাদে
ঢাকিল অরুণ ছবি ॥২
কালের তুফান, হ'য়ে বহমান
উড়া'য়ে লইল কোথা।
না পানু সন্ধান, কাঁদিয়া পরাণ
উড়িতেছে যথা তথা ॥৩
এ দেহপিঞ্জরে, সুত-শুক-বরে,
পুষিনু যতন করি।
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া, শমন আসিয়া
অজ্ঞাতে লইল হরি ॥৪
কোথা গেল উড়ি, বল বল হরি,
তুমি নাকি দয়াময়।
তোমার বিচারে, প্রাণের কুমারে
হারাইনু অসময় ॥৫
বৃথা বিশেষণ, করুণা-ভবন
বলিয়া জগতে ডাকে।
তুমি নিরদয়, জানিনু নিশ্চয়,
কৃপাময় ব'লে কাকে ॥৬
পাষাণে গঠিত, কুলিশে নির্ম্মিত,
তোমার হৃদয়স্তর।
তাহে নাহি পশে, রজনী দিবসে
জনক জননী স্বর ॥৭
দম্পতি-যুগল, হইয়া বিহ্বল,
অশ্রুতে ভাসায় ধরা,
করে আর্ত্তনাদ, ভাবিয়া প্রমাদ,
প'ড়ে আছে যেন মরা ॥৮
সে নাদ শ্রবণে, বিটপী কাননে,
ফে লছে চক্ষুর জল;
হ'তেছে প্রস্তর, শুনি সেই স্বর
তটিনী-তুল্য তরল ॥৯
তুমি বিচারক, ভুবন-পালক,
বলিয়া সকলে জানে।
কি বিচার তব, দেখিয়া নীরব,
হৃদয়ে নাহিক মানে ॥১০
বাপ মার বুকে, শক্তি-শেল, সুখে
হান তুমি অনায়াসে।
অদ্ভুত বিচার, হেরিয়া তোমার,
দুখেও পরাণ হাসে ॥১১
চম্পক কুসুম, জিনি অনুপম
নয়নরঞ্জন "জ্ঞান"।
না ফুটিতে হায়, কালের প্রভায়,
ঝরিয়া শুকাল প্রাণ ॥১২
চৌদ্দ দিবারাতি, সহি দুঃখ অতি
সকালে ত্যজিল ধরা।
মুদিল নয়ন, কমল যেমন,
প্রীতির জোয়ারে ভরা ॥১৩

*জন্ম—১৩১৪, ১৯শে অগ্রহায়ণ। মৃত্যু—১৩১৭, ১২ই চৈত্র।

অঘোর নিদ্রায়, ঘিরিল বাছায়,
সহসা পড়িল ঢলে।
জননী তাহার প্রসারিয়া কর,
লইল কোলেতে তুলে ॥১৪
হাহাকার ধ্বনি, উঠিল তখনি,
কাঁদিল আত্মীয়গণ।
তুমুল রোদন, হ'ল কতক্ষণ,
অশ্রু-সিক্ত সর্ব্বজন ॥১৫
মায়ের তনয়, মা ছাড়া কি হয়?
চলিল মায়ের পুরী।
অমনি কালিকা, পূর্ণেন্দু ভালিকা,
লইল কোলেতে করি ॥১৬
ত্রিদিব কুসুম, শোভা নিরুপম,
যতেক অমরগণ।
করিল চয়ন, করিতে পূজন,
বৃথা শোকেতে রোদন ॥১৭
যাও বাছা নিদ্রা যাও অমৃত-কাননে,
আধি ব্যাধি জরা মৃত্যু নীরব যেখানে।
শান্তির কোমল ক্রোড়ে করিয়া শয়ন,
লভ সুখ, ভুলো দুখ, ওরে যাদুধন।
রোগের যন্ত্রণা বাপ যাও তুমি ভুলে,
লয়েছে আনন্দময়ী কোলে তোরে তুলে।
গগনেতে করুণ-গীতি ওরে যাদুমণি,
রহিল অভাগা তোর জনকজননী ॥
ওঁ শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার।

পিতা।

১

অতি উচ্চে পিতৃদেব! আসন তোমার।
তুমি স্নেহময়,
করুণা নিলয়,
শীতল উরস তব শান্তির আগার;
পরম আরাধ্য তুমি সংসারের সার।

২

তপঃ, ধর্ম্ম, স্বর্গ পিতঃ! তোমার চরণ।
প্রীতিতে তোমার,
প্রীতি দেবতার,
তোমার আশীস্ মম কল্যাণ কারণ;
না পূজিলে তব পদ বৃথা এ জীবন।

৩

তুমি মম উপদেষ্টা কৃপার আধার!
তোমার যতনে,
লভেছি জীবনে,
জ্ঞান, ধর্ম্ম আদি করি যত রত্নসার।
মূর্ত্তিমান দেব তুমি হে পিত! আমার।

৪

তুমি হে দেবতা মম নহে কল্পনার।
কৃপায় তোমার,
সকলি আমার,
তুমিই যতনে দেব! দিয়াছ আহার,
বসন-ভূষণ আদি স্নেহে অনিবার।

৫

আদর্শ শিক্ষক তুমি হে পিতঃ! আমার;
তব নীতিময়,
উপদেশচয়,
রহিবে আমার হ'য়ে চির-কণ্ঠহার;
শোধিতে নারিব দেব! কভু তব ধার।

৬

সার্থক হইবে ভবে জীবন আমার,—
মানস প্রসূনে,
পরম যতনে,
প্রদানিলে তব পদে ভক্তি-উপহার।
প্রণিপাত পিতৃদেব! চরণে তোমার।

৭

এস প্রিয় ভ্রাতা-ভগ্নি! এসরে সকলে,
গাঁথি মমতার,
শুভ্র-ফুলহার,
ধোয়া'য়ে যতনে উহা ভক্তি-গঙ্গাজলে,
আনন্দে অর্পণ করি পিতৃ-পদতলে।

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা,
কবিরত্ন।

সেকাল ও একাল।

আজকাল কায়স্থগণ স্ব স্ব নামের অন্তে দাস পদের উল্লেখ না করিলে, স্বাক্ষরই হউন, আর নিরক্ষরই হউন, অস্মদ্দেশীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলী-মধ্যে এমন মহাপুরুষ অতি বিরল, যিনি বাহিরে না হউক অন্ততঃ ভিতরে ভিতরে অসন্তুষ্টির ভাব পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কেন যে তাঁহারা এই চিরাশ্রিত কায়স্থজাতির প্রতি ঋষিজনোচিত উদারতা প্রকাশে কাতর, তাহা আমরা জানি না। জানি না বলিয়াই, যাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে আজও বঙ্গদেশীয় সমগ্র হিন্দুসমাজ পরিচালিত; সেই ঋষিকল্প প্রাচীন স্মার্ত্ত পরমারাধ্যতম রঘুনন্দনের আশীর্ব্বাদ মস্তকে বহন করিয়া সভা-মণ্ডপে উপনীত হইলাম। আশা করি উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণমণ্ডলী অবশ্যই এ নিগৃহীত একতর ক্ষত্রিয়-কায়স্থ-জাতির প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিবেন।

সত্য বটে মহর্ষি যম স্বরচিত সংহিতায় লিখিয়াছেন,—

"শর্ম্মাদেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মাত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতির্দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ।"

(উদ্বাহতত্ত্বধৃত বচন)

ব্রাহ্মণের নামের অন্তে শর্ম্মা ও দেব, ক্ষত্রিয়ের নামের অন্তে ত্রাতা ও বর্ম্মা, বৈশ্যের নামের অন্তে ভূতি ও গুপ্ত এই দুই দুইটী উপপদ এবং শূদ্রের নামে দাস এই একটী মাত্র উপপদ থাকিবে। যেহেতু,—

"তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শমেন চ দমেন চ।
জগতাং শর্ম্মদানেন শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণেভবেৎ।
তাপত্রয়াদতিবলাজ্জগৎ সংরক্ষতীতি যৎ।
তস্মাৎ স দিসমেধীরে বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়েভবেৎ।
কালে কালে ধনং দত্ত্বা সর্ব্বান্ গোপায়তীতিবৎ।
তস্মাদ্ বৈশ্যস্য নামৈব তৎ গুপ্তান্ত মভিধীয়তে।
দ্বিজান্ শুশ্রূষয়ন্ নিত্যং শূদ্রস্তোষয়তীতি যৎ।
তস্মাত্তস্য চ দাসান্তং তত্তৎ স্ত্রীণাং তথা তথা।"

অর্থাৎ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শম ও দম দ্বারা জগতের মঙ্গল বিধান করেন বলিয়া ব্রাহ্মণগণের শর্ম্মান্ত নাম হইবে। এইরূপ অতিশয় বলশালী হেতু তাপত্রয় হইতে জগৎকে রক্ষা করেন বলিয়া ক্ষত্রিয়গণের বর্ম্মান্ত, সময়ে সময়ে ধনদানে সকলকে রক্ষা করেন বলিয়া বৈশ্যগণ গুপ্তান্ত এবং শুশ্রূষা দ্বারা সর্ব্বদা দ্বিজাতিবৃন্দের পরিতুষ্টি বিধান করেন বলিয়া শূদ্রগণের দাসান্ত নাম হইবে, ইহাই অন্যতম গৃহ্যসূত্রকার মহর্ষি আশ্বলায়নের অভিপ্রায়। কিন্তু তাই বলিয়াই (বিপ্রসেবকরূপে কনোজ হইতে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়াই) যে, কায়স্থগণের নামের অন্তে দাস পদের উল্লেখ করিতে হইবে, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। যেহেতু কেবল শূদ্রই যে বিপ্রসেবক তাহা নহে; বলা বাহুল্য উহা ক্ষত্রিয়েরও একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। তথাচ বৃহস্পতিঃ—

"ইজ্যাধ্যয়ন দানে চ প্রজানাং পরিপালনম্।
শস্ত্রাস্ত্র ধারণং সেবা কর্ম্মাণি ক্ষত্রিয়স্যতু।"

(পরাশরভাষ্যধৃত বচনম্।)

অথবা পূজ্যপাদ রঘুনন্দনের সমসাময়িক ঋষিপ্রতিম ব্রাহ্মণমণ্ডলীও যেরূপ সঙ্কীর্ণচেতা ছিলেন না। ছিলেন না বলিয়াই স্মার্ত্তকুলগৌরব মহামতি রঘুনন্দন জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—

"সচ্ছূদ্রাণাং নামকরণে বসুঘোষাদি রূপপদ্ধতিযুক্ত নামত্বঞ্চ বোধ্যমিতি।"

[উদ্বাহতত্ত্বম্]

অর্থাৎ সচ্ছূদ্রদিগের [কায়স্থদিগের] নাম করণের সময় বসু ঘোষাদি উপপদযুক্ত নাম করিতে হইবে। এখানে বলা আবশ্যক আদি পদে পালাদিও বুঝিতে হইবে।

অতএব বসু, ঘোষ ও পাল প্রভৃতি পদ্ধতি পরিমণ্ডিত কায়স্থমণ্ডলী যে, এক সময়ে দাসান্ত নামে অভিহিত হইতেন না; অথবা ইহারা কিছুতেই যে, দাসান্ত নামে পরিচিহ্নিত হইবার যোগ্য নহেন, তাহা আমরা সাহস করিয়াই বলিতে পারি। যেহেতু মনু মহারাজ লিখিয়াছেন,—

"মাঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্॥ ৩১
শর্ম্মবদ্ ব্রাহ্মণস্যাৎ রাজ্ঞোরক্ষা সমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতম্॥ ৩২"

(মনুস্মৃতিঃ ২ অধ্যায়ঃ)

ইহার ভাবার্থ এই,—নামকরণ করিতে হইলে, পূর্ব্বপদে মঙ্গলাদিবাচক পদের এবং উত্তরপদে শর্ম্মাদিবাচক শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়। ফলতঃ খোলসা করিয়া বলিতে হইলে বলিতে হয়, ব্রাহ্মণের শ্রীশর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বিক্রমপাল, বৈশ্যের মাণিক্যশ্রেষ্ঠী, এবং শূদ্রের হীনদাস ইত্যাদিরূপ নাম রাখিতে হইবে।* বলা বাহুল্য দাস গাল, দাস বসু বা পাল দাস, বসু দাস ইত্যাদি নামকরণ স্মার্ত্তশিরোমণি পূজ্যপাদ রঘুনন্দনের অভিপ্রেত হইলে, তিনি স্বরচিত উদ্বাহতত্ত্বে যেমন ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে অমুক দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র † ইত্যাদিরূপ উল্লেখ

* "মাঙ্গল্য দিনে পূর্ব্বপদানি শর্ম্মাদীন্যুত্তরপদানি। তথাচ নামান্যেকং বিধানি সম্পন্নন্তে শ্রীশর্ম্মা. বিক্রমপালঃ, মাণিক্যশ্রেষ্ঠী, হীনদাসঃ, ইত্যাদি।"
(ইতি পরাশরভাষ্যে আচারকাণ্ডে মাধবাচার্য্যঃ)

† "ইত্যনেন বিষ্ণুং সংস্মৃত্য ওঁ তৎ সদিত্যুচ্চার্য্য তিলকুশত্রয় সহিতং জলং গৃহীত্বা অস্ত

করিয়া গিয়াছেন; সেইরূপ কায়স্থদিগের সম্বন্ধেও অমুক দাস দত্তের বা অমুক দত্ত দাসের প্রপৌত্র ইত্যাদিরূপ উল্লেখ করিতেন।

পক্ষান্তরে তাহা না করিয়া তিনি যখন কেবল "শিবদত্তের প্রপৌত্রী বিষ্ণুদত্তের পৌত্রী হরিদত্তের পুত্রী, যজ্ঞদত্তা নাম্নী কন্যা, শিবমিত্রের প্রপৌত্র, বিষ্ণুমিত্রের পৌত্র, রামমিত্রের পুত্র, রুদ্রমিত্র নামক তোমাকে প্রদত্ত হইল" ‡

অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ অমুক দেবশর্ম্মা স্বর্গকামো বিষ্ণুপ্রীতি কামো বা অহমিত্যন্তং সকৃদুচ্চার্য্য অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়, অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়, অমুকগোত্রায়ামুকপ্রবরায়ামুকদেবশর্ম্মণে বরায়, অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রামমুকপ্রবরামমুকীং দেবীমিত্যন্তং ত্রিকচ্চার্য্য সালঙ্কারাং প্রজাপতিদেবতাকাসেনাং কন্যাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে ইতি দদ্যাৎ।"

(উদ্বাহতত্ত্বে রঘুনন্দনঃ)

‡ "শিবদত্ত প্রপৌত্রী, বিষ্ণুদত্ত পৌত্রী, হরিদত্ত পুত্রী, যজ্ঞদত্তা কন্যা, শিবমিত্র প্রপৌত্রায় বিষ্ণুমিত্র পৌত্রায় রামমিত্র পুত্রায় রুদ্রমিত্রায় তুভ্যং সম্প্রদত্তেতি।"

(ইতি উদ্বাহতত্ত্বে স্মার্ত্তরঘুনন্দনঃ)

এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, তখন বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থদিগের দাস ঘোষান্ত বা ঘোষ দাসান্ত নামকরণের প্রয়াস পাওয়া পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর পক্ষে অনুদারতার পরিচায়ক কিনা, তাহা সত্য সত্যই ভাবিবার বিষয় সন্দেহ নাই।

ভট্টাচার্য্যপাদ স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন কায়স্থ জাতিকে সচ্ছূদ্র এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন সত্য; কিন্তু যিনি বর্ত্তমান কলিযুগে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অন্য বর্ণের অস্তিত্ব মুখ ফুটিয়া স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত; তিনি যাহাদিগকে সচ্ছূদ্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ শূদ্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; সেই কায়স্থজাতি যে, ভাক্ত শূদ্র ভিন্ন এক জাতি বা চতুর্থবর্ণ নহেন, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। ফলতঃ যাহারা আজও ক্ষত্রোচিত গৌরবব্যঞ্জক পালাদি পদ্ধতি বহন করিয়া আসিতেছেন, তাহাদিগকে দাস এই শূদ্রোচিত পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন করিতে চেষ্টা করা গৌরবের বিষয় কিনা তাহা আমরা জানি না। জানি না বলিয়াই এই বিশাল হিন্দুসমাজের নেতা সহৃদয় বর্ণগুরু ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে এ বিষয় ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ইতলম পল্লবিতেন।

শ্রীমধুসূদন রায়।

দেববর্ম্মা।

এই সময়ে "দেববর্ম্মা" শব্দের একটুক ইতিবৃত্ত লিখিয়া রাখিলে দোষ হয় না। কেহ কেহ মনে করেন দেবশর্ম্মা শব্দের অনুকরণে দেববর্ম্মা শব্দ কায়স্থেরা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহার কর্ত্তৃক এই শব্দ কায়স্থ-সমাজে প্রথমতঃ ব্যবহৃত হয়, তিনি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা ছিলেন এবং ব্রাহ্মণের অনুকরণের বিরোধী ছিলেন। এই ব্যক্তি আর কেহই নন মদগ্রজ ৺নগেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা। আমাদের নবাব দত্ত উপাধি সরকার।

তিনি জঙ্গীপুরের শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয়ের বাসাবাটীতে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি বরিশাল জিলার বিখ্যাত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্র। ইংরেজীতে তেমন অভিজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু সংস্কৃত নিতান্ত কম জানিতেন না।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকারের প্রথমখণ্ড বেদসংহিতার সংস্কৃতাংশের প্রেসকাপি অধিকাংশ তাঁহার হস্তের লিখিত ছিল। কায়স্থসভা সৃষ্টির অনেক পূর্ব্বে উক্ত মধুসূদন দাদা মহাশয়ের বাটীতে শ্রাদ্ধ ও বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণ কালে দাস শব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কেননা তিনি পূর্ব্ব হইতেই ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন ছিলেন।

কায়স্থসভা প্রতিষ্ঠার পরে শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয় অনেকগুলি কায়স্থ-প্রবন্ধ লিখেন। তন্মধ্যে নিমতিতা জমীদার বাটীতে যে প্রবন্ধ পাঠ হইয়াছিল, তাহা লিখিয়া তিনি মদগ্রজ নগেন্দ্রনারায়ণকে দেখান। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়াই তিনি সাবিত্রী গ্রহণপূর্ব্বক উপবীত গ্রহণের জন্য কৃতসংকল্প হন। শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয় প্রবন্ধ লইয়া জঙ্গীপুর হইতে নিমতিতা যাওয়ার পূর্ব্ব রাত্রে মদগ্রজ নগেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার বাসাবাটীতে গিয়া তাঁহার নিকট উপবীত গ্রহণের প্রস্তাব করেন; সেই সময়ের কথাবার্ত্তা আমি যেমন তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি তাহা বিবৃত করিতেছি।

নগেন্দ্র। দাদা, আমি পৈতা নেওয়ার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছি। আমি শুভদিন দেখিয়াছি, পৈতার গ্রন্থি দিতে শিখিয়াছি, আমি অবিলম্বে পৈতা গ্রহণ করিব।

মধুসূদন। কিপ্রকারে করিবে? কোন্ ব্রাহ্মণ এক্ষণে পৈতা দিবেন?

নগেন্দ্র। আমি পুরোহিতের অপেক্ষা করিব না। আমি আপনার বেদসংহিতায় সাবিত্রীমন্ত্র দেখিয়াছি। আমি উহা প্রেসকাপি করিবার সময়ে হৃদয়স্থ করিয়াছি। উপনয়নের মূল উদ্দেশ্য যাহা, তাহা আমার হইয়াছে এক্ষণ কেবল গঙ্গাস্নানপূর্ব্বক উপবীত ধারণ করিব।

মধুসূদন। প্রায়শ্চিত্ত করিবে কিপ্রকারে?

নগেন্দ্র। প্রায়শ্চিত্ত আবার কি? উপবীত গ্রহণ করি নাই বলিয়া আমার শরীরে পাপসঞ্চয় হয় নাই। পাপবোধ না জন্মিলে প্রায়শ্চিত্ত অবৈধ। এইজন্য বোধ হয় ৺রাজনারায়ণ রায় সংগৃহীত প্রায়শ্চিত্তবিধিতে ওঁ বিষ্ণু স্মরণে পূততোয়া গঙ্গাজলে অবগাহন করিলেই যদি কিছু অপবিত্রতা থাকে, তাহা দূর হইতে পারে বলিয়া ব্যবস্থিত হইয়াছে;

আমি এই প্রণালীতেই উপনীত হইব অপেক্ষা করিব কাহার ?

মধুসূদন। তুমি যে ক্ষত্রিয়ের ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়াছ তাহা আমার হৃদয়েরও ভাব। ক্ষত্রত্ব অতুল্য, ইহা ভারতীয় আর্য্যগণের আত্ম-পদার্থ, ইহার দ্বিতীয়ত্ব নাই। বেদ এই কথাই বলিতেছেন। সাবিত্রী ক্ষত্রবীজ হইতে উৎপন্ন। তুমি যে ইহা বুঝিয়াছ ইহা আহ্লা-দের বিষয়। কিন্তু তথাচ ৭।৮ দিন অপেক্ষা কর। আমি নিমতিতা হইতে ফিরিয়া আসি, তাহার পরে তুমি উপবীত গ্রহণ করিও।

নগেন্দ্র। আমি অপেক্ষা করিতে পারিব না, আমি অপেক্ষা করিব না। আপনি আসিয়া আমাকে গৃহীতোপবীত দেখিবেন। আমার মন প্রস্তুত হইয়াছে, আপনি আমাকে নিষেধ করিবেন না।

ইহার পর দাদা মধুসূদন নিষেধ করেন নাই। তিনি নিমতিতার কায়স্থসভায় ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ প্রস্তাব সমর্থনে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা কায়স্থপত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। নিমতিতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে আমার অগ্রজ নগেন্দ্রনারায়ণ ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র দেবেন্দ্রকুমার উভয়েই জাতীয় যজ্ঞের আদ্য পবিত্রসূত্র ধারণ করিয়াছে।

ইহার কয়েকদিন পরেই তথাকার উকীল মুকুন্দসুন্দর সরকার নগেন্দ্রনারায়ণ প্রদর্শিত পথে গৃহীতোপবীত হন এবং আরও অনেকে গৃহীতোপবীত হন।

মদগ্রজ নগেন্দ্রনারায়ণের ফাঁসিতলা বাজারে একটী আয়ুর্ব্বেদীক ঔষধালয় ছিল। এই ঔষধালয়ে সাইনবোর্ড্ড পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন।

শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা।

এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর জঙ্গীপুর উকীল বৈঠকে ঘোরতর তর্কবিতর্ক হইল "মধুবাবুর ভ্রাতা নগেন্দ্র ত জোর করিয়া পৈতা লইয়াছে ভাল কিন্তু সে দেববর্ম্মা উপাধি ধারণ করিল কেন ? দেব শব্দ কেবল ব্রাহ্মণেরাই ব্যবহার করিতে পারে সে কেন দেব শব্দ ব্যবহার করে ?" কেহ কেহ বলিলেন "ইহার একটা প্রতিবিধান অবশ্য হওয়া উচিত।" কিন্তু সেইস্থানের প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় এই তর্কবিতর্ককালে তথায় উপনীত ছিলেন। তিনি নিজেও দেববংশীয়। তিনি বলিলেন নগেন্দ্রনারায়ণের "দেববর্ম্মা" উপাধি ধারণে কোন দোষ হয় নাই। বর্ম্মা ত ক্ষত্রিয়ের উপাধি। দেব তাহার বংশের নাম সুতরাং তাহার দেববর্ম্মা বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়ায় কোন দোষ হয় নাই। দেববর্ম্মা শব্দ এক্ষণ কায়স্থের সাধারণ সম্পত্তি। কোথায় কোন গুপ্তগহ্বরে জল সঞ্চয় হইয়া পবিত্র গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি হইয়াছে কেহ কি তাহা দেখিয়াছে ? আমার নগণ্য অতি গরিব অগ্রজ যে একখানি ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার সেই বাক্যটী আজ সকল কায়স্থের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছে। ইহা আমাদের বংশের অতি গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

যে সকল ব্যক্তি অগ্রজ মহাশয়ের প্রদর্শিত পথে অনতিবিলম্বে গৃহীতোপবীত হইয়াছেন, তাহাদের নামের তালিকা শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয়ের প্রকাশিত কায়স্থোপনয়ন ১ম ভাগের পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইয়াছে। ইতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেববর্ম্মা।

হিন্দু ও পৌত্তলিকতা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

আদিম সমাজে জগদীশ্বরের স্বরূপ নির্ণয়, ধর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতি কিরূপ ছিল তাহা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। কেননা তৎকালের ভাষা দুর্ব্বোধ্য—ভাব অসম্পূর্ণ। যাহাদের ভাব বা ভাষা বুঝিতে পারা যায় না, কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া তাহাদের মানসিক ভাব অনুভব করিতে পারা যায়। আদিমাবস্থায় প্রত্যেক জাতি এতাদৃশ অবনত ছিল। কিন্তু হিন্দুজাতির পূর্ব্বাপর কার্য্যকলাপ দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, ধর্ম্ম ও ঈশ্বর বিষয়ে ইহাদের যেমন ক্রমোন্নতি হইয়াছে—আত্মজ্ঞানে, ঈশ্বরের স্বরূপাবধারণে ইহারা যেমন পূর্ণতালাভ করিয়াছে, অন্য কোন জাতির পক্ষে তাদৃশ সৌভাগ্য ঘটে নাই। কথাটী আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। মনে কর প্রথমাবস্থায়, অত্যুন্নতশৃঙ্গশালী বৃহদাকার পর্ব্বত কিংবা প্রাতঃ-মধ্যাহ্ন-সায়াহ্নে পরিবর্ত্তনরূপশালী জগতে আলোপ্রদানকারী ভর্গদেবকে দেখিয়া বিস্ময়ে—বা কৃতজ্ঞতায় তাহার পূজা আরম্ভ করিল। কেননা বড় দেখিলে ছোটর নত হওয়া স্বাভাবিক। আদিমাবস্থার এই সূর্য্য বা পর্ব্বতপূজা জড়পূজা কি তাহাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বাসশক্তিপূজা, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ হইলেও অনুমান করা কঠিন নহে। বিশাল পর্ব্বত বা সূর্য্যকে বড় ও শক্তিশালী বলিয়া বিবেচনা করিতে যতটুক মানসিক শক্তির প্রয়োজন, তাহাদের অন্তর্নিহিত স্বতন্ত্রশক্তি কল্পনা করিতে তদপেক্ষা অধিক এবং উন্নত মানসিক শক্তির প্রয়োজন। পর্ব্বত বা সূর্য্যরূপী জড়পূজাই হউক বা তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তিপূজাই হউক ইহার কোনটীই পৌত্তলিকতা নহে। কেননা প্রতিমূর্ত্তি ব্যতীত পৌত্তলিকতা হয় না। যে কোন একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমতঃ কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। পরে সেই কল্পনাশক্তিকে কার্য্যে পরিণত করিলে মূর্ত্তি গঠিত হয়। আবার মানসপটে কাহারও প্রতিকৃতি অঙ্কিত করা যত সহজ, তদনুযায়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা তত সহজ নহে। প্রথমটী মানসিক শক্তির অপরিস্ফুটাবস্থা—দ্বিতীয়টী সমধিক পরিস্ফুটাবস্থা। সুতরাং হিন্দুর পৌত্তলিকতা অবনতির চিহ্ন নহে—ক্রমোন্নতির পরিচায়ক।

শিক্ষা সাধারণতঃ দুইপ্রকার। মনের শিক্ষা ও হৃদয়ের শিক্ষা। যাহাতে মনের উন্নতি হয়,—কল্পনা ও বিচার-শক্তির বৃদ্ধি হয়, তাহাই মনের শিক্ষা। আর যে শিক্ষায় হৃদয় আপ্লুত হয়,—ভাবের প্রস্রবন খুলিয়া যায়—বিস্ময়, হর্ষ ও বিষাদের তালে তালে হৃদয় নাচিতে থাকে, তাহাই হৃদয়ের শিক্ষা। আমরা দর্শন উপনিষদাদি দ্বারা যে শিক্ষালাভ করি তাহা মনের শিক্ষা। কেননা তাহতে আত্মানাত্ম বিবেক, ভালমন্দ বিচারশক্তি—স্বপক্ষে বিপক্ষে তর্ক করিবার ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু কাব্যগ্রন্থ হৃদয়ের উপর কার্য্য করে। তাই আমরা উত্তম কাব্য পাঠ করিতে করিতে হৃদ-

য়ের আবেগে কখনও হাঁসি, কখনও কাঁদি, কখনও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া থাকি। তাহার কারণ এই যে, দর্শনাদি অপেক্ষা কাব্যে ভাবাভিনয় অধিক। যাহাতে ভাবাভিনয় যত বেশী, তাহা ততই মানবের হৃদয়রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করে। আবার হৃদয়ের ভাব অনেক সময় কাব্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায় না। কেননা হৃদয়ের ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবের মুখের ভাবেরও আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে অমুক লোকটী সুন্দর, এই কথা বুঝাইতেহইলে, হয় তাহার অঙ্গসৌষ্ঠবাদির কথা কাব্যের ছাঁদে বর্ণনা করিয়া বুঝাইতে হইবে—অথবা তদনুরূপ একটী প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া, তাহাতে যেখানে যেরূপ থাকিলে সুন্দর দেখা যায়, তাহার সমাবেশ করিতে হইবে। তবে প্রথম প্রকরণাপেক্ষা দ্বিতীয়টী ভাল বোধ হয়। কেননা প্রথমটীতে ভাষার মাধুর্য্য ও শব্দশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান থাকা চাই; নচেৎ কোন ধারণা হয় না। আর দ্বিতীয়টীতে কেবল দৃষ্টিপাত করিলেই সম্যক উপলব্ধি হয়। সুতরাং হৃদয়ের ভাব পরিস্ফুট করিতে হইলে প্রথমে কল্পনা, তৎপর তাহা কাব্যচিত্রে প্রকাশ। পরিশেষে তাহার ভাবাভিনয় প্রতিমূর্ত্তিতে লোকচক্ষুর সমক্ষে ধরিতে পারিলেই তাহার চরমোন্নতি। ঈশ্বরের ভাব উপলব্ধি করা মনের কার্য্য নহে,—হৃদয়ের কাজ। তর্কনিষ্ঠ বুদ্ধিতে ঐশীশক্তি প্রস্ফুটিত হয় না। সেই জন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন;—তর্কানাম প্রতিষ্ঠ্য। সরল বিশ্বাসে, হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তি স্নেহে—প্রেমের আবেগে তাঁহার অভিব্যক্তি। তাই আমরা শুনিতে পাই;—"বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।"

কেহ বলিতে পারেন যে, জড়বস্তু দ্বারা জড়ের বা জড়চৈতন্যবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি গঠন করা যায়; কিন্তু ঈশ্বর বা আত্মাচিন্ময়, জড়ের দ্বারা চিন্ময়ের প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করা কি অসম্ভব নহে? চিন্ময় উৎকৃষ্ট—জড় অপকৃষ্ট। অপকৃষ্ট কিরূপে উৎকৃষ্টের পরিচায়ক হইবে? এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা দেহ ও মনে—জড়ে ও চৈতন্যে এমনি অপূর্ব্ব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বিজড়িত যে, একটী ব্যতীত অপরটীর পূর্ণতা অনুভব করা যায় না। একের পরিপূর্ণতা ও চরিতার্থতা অপরটীতে। বিশেষতঃ সৃষ্টপদার্থ বলিয়া যদি জগৎ অধম হয়, তবে অধম পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া ঈশ্বরও অধম হইয়া পড়েন। কেননা কোন শিক্ষিত ব্যক্তি যদি একখানি অশ্লীল ও দুর্নীতি কথা পরিপূর্ণ পুস্তক লিখেন, সেই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া তাহাকে কি সুনীতিপরায়ণ ও উচ্চ বলিয়া প্রশংসা করিবে? ভাই! তুমি কেমন করিয়া সিদ্ধান্ত কর যে, জড় অপকৃষ্ট! সামান্য একটী ফুল বা বৃক্ষপত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ দেখি, তাহা ভগবানের কত যত্নে—কত আদরে রচিত? তোমার আমার সাধ্য কি তাহার একাংশ নির্ম্মাণ করিতে পারি? যে ফুল,—যে গাছের পাতা, ঈশ্বরের কত যত্নে—কত ভালবাসায় রচিত, সেগুলি দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার সন্তোষ বিধানার্থ পূজা করায় বাধা কি? সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে জড়জগৎ, অন্তর্জগতের চরমস্ফূর্ত্তি। এই হিসাবে জড়, চৈতন্যের আকাঙ্ক্ষিত। তবে জড়ের দ্বারা পরমাত্মার প্রকাশ করিতে বাধা কি? বিশেষতঃ ঘটপটমূর্ত্তিতেই হউক, অথবা মন দ্বারাই হউক, যেমন করিয়াই ঈশ্বরকে পূজা, চিন্তা বা উপাসনা কর না কেন, তাঁহাকে আকারবিশিষ্ট না করিলে কিছুতেই কিছু হইবে না। কেননা সাম্বমনে অনন্তের ধারণা অসম্ভব। যাঁহার ধারণা অসম্ভব তাঁহার উপাসনাও অসম্ভব।* তাই বলি ভাই! জড় ও আত্মায় ইতরবিশেষ করিয়া জড়কে ঘৃণার চক্ষে দেখিও না। যে জড় ঈশ্বরের বস্তু, যে জড়ে ঈশ্বরের স্ফূর্ত্তি—যে জড়ে ঈশ্বরের অভিব্যক্তি—যে জড়ে জগদীশ্বর প্রেমভরে বিরাজিত, তাঁহাকে কখনও অপবিত্র বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিও না। তাই বলি, হৃদয়ে ঈশ্বরভাব ফুটাইতে জ্ঞানপথ অনুসরণ করাপেক্ষা ভাবময় বা কল্পনাময় পথানুসরণ করা শ্রেষ্ঠ। আবার ভাব বা কল্পনাময় পথে চলিতে পৌত্তলিকতা অপরিহার্য্য। সুতরাং পৌত্তলিকতা ব্যতীত মানুষের চলে না—কখনও চলিবে না। পৌত্তলিকতা ব্যতীত কখনও ঈশ্বরজ্ঞান সম্পূর্ণ হইবার নহে।

প্রতিমূর্ত্তির দুইটী কার্য্য। একটী শিক্ষা—অপরটী উদ্বোধন। তাই প্রতিমূর্ত্তিতে জগদীশ্বরের রূপ ও গুণ প্রস্ফুটীত দেখিলে তাঁহার পূজার জন্য মন ব্যাকুল ও মুগ্ধ হইয়া থাকে—মানুষ জগৎকর্ত্তায় একেবারে মজিয়া যায়। তবে কেহ বলিতে পারেন যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি উচ্চশিল্পীদ্বারা গঠিত হওয়া উচিত। আমাদের দেশে সামান্য কুম্ভকারের দ্বারা যেরূপ মূর্ত্তি রচিত হয়, তাহাতে ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়। এ কথা সমীচিন নহে। কেননা প্রতিমূর্ত্তি সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী ভাবময়—অপর শ্রেণী কার্য্যজ্ঞাপক। প্রথমোক্ত মূর্ত্তিগুলি উচ্চাধিকারীর জন্য—শেষোক্তগুলি নিম্নাধিকারীর জন্য। সাধারণ লোকে বাহ্যজগৎ যেমন সহজে বুঝিতে পারে, অন্তর্জগত তাদৃশ সহজে বুঝিতে পারে না। তাহারা মনের ভাবময় ছবি বুঝিতে পারে না—কেননা তাহাদের মানসিকশক্তির তাদৃশ বিকাশ হয় না। তাহারা সর্ব্বদা বাহ্যবস্তুর আলোচনা করে—সর্ব্বদা বাহ্যজগতে মিশিয়া থাকে, কাজেই বাহ্যবস্তু মনের ছবি বুঝিতে সক্ষম হয়। বাহ্যজগতে মনের সর্ব্ব ভাবের প্রতিকৃতিই দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুর দেবমূর্ত্তি উচ্চশিল্পীদ্বারা বা আধ্যাত্মিকভাবে গঠিত নহে বলিয়াই যে পরিত্যক্ত হইবে তাহা নহে। যেরূপ প্রণালীতে দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠন করিলে উচ্চাধিকারী নিম্নাধিকারী সকলেই সহজে বুঝিতে পারে, হিন্দুশাস্ত্রকার সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ সেইরূপেই মূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মনে কর একটী লক্ষ্মীমূর্ত্তি গঠন করিতে হইবে। পাঠক! গরিবের ঘরে লক্ষ্মী মেয়ে কখনও দেখিয়াছ কি? তাহার আভরণ নাই;—ভাল কাপড় নাই, তাদৃশ্য কেশবিন্যাস নাই—ধনৈশ্বর্য্য নাই। কেবল তাহার সরলতাপূর্ণ সহাস্যমুখখানি, ধীরপাদবিক্ষেপে গমন, বিনম্র স্বভাব প্রভৃতি দেখিয়াই বলিতেছ—'আহা! মেয়েটী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।' ঐরূপ মেয়ের একটী প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হইলে আমরা বলিতে পারি উহা লক্ষ্মীদেবীর আধ্যাত্মিক প্রতিমূর্ত্তি। কেন না ঐ প্রতিমূর্ত্তিকে লক্ষ্মী বলিয়া বিবেচনা করিতে অন্তশ্চক্ষুর প্রয়োজন। তাদৃশ অন্তশ্চক্ষু কয়জনের আছে?—ঐ মূর্ত্তির

* এ বিষয় মল্লিখিত 'উপাসনা ও সোঽহংতত্ত্বে।' অনেকটা বিস্তার করিয়াছি।
লেখক।

ভাব কয়জনে বুঝিতে পারে?—তাই সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুশাস্ত্রগণ লক্ষ্মীর মূর্ত্তি বাহ্যিক হিসাবে বলিতেছেন;—

"পাশাক্ষমালিকাম্ভোজসৃণিভির্যাম্য সৌম্যয়োঃ।
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্॥
গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ নানালঙ্কারভূষিতাম্।
রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥"

এক্ষণে বল দেখি ভাই! যাহার মনশ্চক্ষু অপরিস্ফুট,—যে ব্যক্তি নিম্নাধিকারী,—যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক ছবি দেখিতে জানে না, সেও কি ঐ বর্ণিতরূপ কোন দেবীপ্রতিমায় দেখিয়া বলিবে না যে এটী লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি? তাহার মনশ্চক্ষু নাই কাজেই সে আধ্যাত্মিক ভাবাভিনয় বুঝিতে পারে না; কিন্তু তাহার বাহ্যিক চক্ষুদ্বারা সে সুঠামও নবযৌবনসম্পন্না মূর্ত্তিতে,—সুখ ও শক্তি; মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কারে ঐশ্বর্য্য, ছত্রচামরাদিতে সম্পদ ও অন্যান্য দেবগুহ্যকাদির স্তুতিগানে সর্ব্বপূজনীয়া দেবতা দেখিতে পায়। তখন কেহ তাহাকে কিছু না বলিয়া দিলেও সে বুঝিতে পারে এই প্রতিমূর্ত্তি লক্ষ্মীর। হিন্দুগণের এই অপূর্ব্ব দেবীপ্রতিমা বড়ই মনোহর—বড়ই ভাবাভিনয়ব্যঞ্জক। এতাদৃশ আদর্শ আর কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। হিন্দুর প্রতিমা উচ্চশিল্পীদ্বারাই গঠিত হউক, বা অশিক্ষিত শিল্পীদ্বারাই গঠিত হউক, সকলেই সেই প্রতিমায় জগৎকর্ত্তার সৌভাগ্যময় মূর্ত্তি দেখিতে পায়। কেননা, সাধারণতঃ মানবগণ যতগুলি সৌভাগ্যের পরিচায়ক বস্তু দেখিয়া থাকেন, পুরাণকার হিন্দুঋষিগণ, ঐই প্রতিমায় উপহার আশ্চার্য্য ও অভাবনীয় সমাবেশ করিয়াছেন। ধন্য হিন্দুগণ! অনন্ত জগদীশ্বরের ভাব তোমরা যেরূপ বুঝিয়াছ,—আজ পর্য্যন্ত সভ্যতাভিমানী কোন জাতি তাহার একাংশও বুঝিতে পারে নাই।

কেহ বলিতে পারেন অনন্ত সৌন্দর্য্যশালী জগৎকর্ত্তার প্রতিমায় বহুমূল্য বস্ত্রাভরণ কেন? কেন না যিনি নিজে স্বয়ংসুন্দর—সর্ব্বসৌন্দর্য্যের খনি, সামান্য বস্ত্রালঙ্কারে তাহার কি সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবে? ইহার দুইটী উত্তর। এক উত্তর এই যে, মানবগণ সাধারণতঃ উক্ত বস্ত্রাভরণকে সৌভাগ্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে করে। সুতরাং যে প্রতিমা পরমসৌভাগ্যশালী জগদীশ্বরের পরিচায়ক, তাহাতে তৎসূচক প্রকাশক সুন্দর বস্ত্রাভরণ থাকিবে না কেন? আর একটী উত্তর এই যে, হিন্দু-জগদীশ্বরকে যে চক্ষে—যে ভাবে দেখেন, অন্য কোন জাতি তাঁহাকে সে চক্ষে—সে ভাবে দেখেন না। এমন কি হিন্দুর সেই অপূর্ব্ব ভাব উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের নাই। হিন্দু জগৎকর্ত্তাকে বিভু, সর্ব্বজ্ঞ ও অনন্ত বলিয়া চিন্তা করেন—আবার একটী ক্ষুদ্র কোলের ছেলে বলিয়াও ভাবেন। সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বসংহার বলিয়াও ভাবেন—আবার ভালবাসার আধার প্রিয়-সখা বলিয়াও ভাবেন। হিন্দু কেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী, অনন্তশক্তিবিস্তারশালী দুর্জ্ঞেয় জগৎকর্ত্তার, অনন্তগুণরাশি দর্শনে বিস্ময়ে সভয়ে মস্তক অবনত করেন—আর কেনই বা সেই সহস্রশীর্ষ পুরুষকে আপন পুত্র কন্যার ন্যায় ভালবাসেন,—স্নেহ করেন, আদর করেন—শাসন করেন, নানারূপ আভরণ দিয়া দিয়া সাজান, তাহা তিনিইজানেন। বিধর্ম্মভাবাপন্ন, বিকৃত-মস্তিষ্ক তোমার আমার সাধ্য কি তাহা বুঝিতে পারি? আচ্ছা বল দেখি পিতামাতা সন্তানকে, স্বামী, স্ত্রীকে বহুমূল্য সুন্দর বস্ত্রালঙ্কার দিয়া সাজান কেন?—সে কি তাহাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য?—কে বলিল? যদি তাহাই হইবে, তবে তাঁহারা কুৎসিৎ সন্তান বা স্ত্রীকে স্বর্ণ-হীরকাদি নানাভরণে ও সুদৃশ্য বস্ত্রে মণ্ডিত করেন কেন? জগতে কে না জানে যে, কুৎসিৎ কিছুতেই সুন্দর হয় না! সুতরাং পিতামাতার সন্তানকে—পতির পত্নীকে নানারূপ বস্ত্রাভরণ দিয়া সাজান, তাহাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য নহে—উহা হৃদয়ের বিনিময়। যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসি, যাহার নিমিত্ত হৃদয় ব্যাকুল, হৃদয় তাহাদিগকে দেওয়ায় বলিয়াই নানারূপ আভরণে সাজাইয়া থাকি। বিশেষতঃ ভালবাসার জিনিষ যতই সুন্দর হউক—যে ভালবাসিতে জানে,—আদর, যত্ন, স্নেহ করিতে জানে, সে মনে করে ইহাকে মনোমত সাজাইলে বুঝি ইহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং যেখানে একান্ত ভালবাসার জিনিষ—যেখানে দেব-প্রতিমা, সেইখানেই হৃদয়ের বিনিময়ে সোণারূপা ও নানারূপ বস্ত্রালঙ্কার। ভালবাসার পাত্রকে কিছু না করিতে পারিলে যেন হৃদয়ের তৃপ্তি হয় না। এ প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। তাই হৃদয়বান্ হিন্দুগণ, আরাধ্য দেবতামূর্ত্তি নানারূপ বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া আত্ম-চরিতার্থতা ও পরমতৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন।

প্রতিমা দুই প্রকার। স্বয়ং ব্যক্তরূপা ও স্থাপনরূপা। জগতের মূর্ত্তিতে জগদীশ্বরের যে মূর্ত্তি প্রকাশিত তাহা ব্যক্তরূপা—আর মৃচ্ছিলাদি দ্বারা গঠিত যে মূর্ত্তি, তাহাকে স্থাপনারূপ বলা যায়। জগদীশ্বরের যে মূর্ত্তি জগতের প্রত্যেক পদার্থে—অণুপরমাণুতে পরিস্ফুট, যে মূর্ত্তি দেখিয়া প্রহ্লাদ "জলে হরি, স্থলে হরি, হরি সর্ব্বময়" বলিয়াছিলেন, তাহা জগৎকর্ত্তার স্বয়ং ব্যক্তরূপ।—আর ধাতু দার্ব্বাদি দ্বারা ভগবানের যে প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহা তাঁহার স্থাপিতরূপ। স্থাপিতরূপে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মিলে, ক্রমে ক্রমে স্বয়ং ব্যক্তরূপে তন্ময়তা আসিয়া পড়ে। হিন্দু যেমন জগৎ বুঝিয়াছে—জগদীশ্বর বুঝিয়াছে, হিন্দু যেমন জগতে জগদীশ্বরের—জগদীশ্বরে জগতের স্ফূর্ত্তি দেখিয়াছে, অন্য কোন্ জাতির ভাগ্যে তাদৃশ ঘটে। স্বয়ং ব্যক্তরূপাই হউক—আর স্থাপনরূপাই হউক, হিন্দুর প্রতিমা হিন্দুর পূর্ণত্বব্যঞ্জক। হিন্দুর মুখে ভিন্ন আর কাহারও মুখে শুনিয়াছ কি যে, "আমার হরি এই স্ফটীকস্তম্ভেই আছেন?"

হিন্দুর আর একটী গুণ, হিন্দু পল্লবগ্রাহী নহে—পূর্ণগ্রাহী। জগতে হিন্দুর অপ্রিয় কিছুই নাই—সকলই প্রিয়। হিন্দু কোন বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে পারে না,—সংক্ষেপে পরিচয় সম্ভাষণাদি করিতে জানে না, সংক্ষেপে দয়ামায়া-ভক্তি প্রভৃতি প্রকাশ করিতে অক্ষম। হিন্দুর পুরাণ দেখ, কাব্য দেখ, যখন যাহা বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন, তখনই তাহা পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কালের কুটীলগতিতে ইহা এক্ষণে হিন্দুর পক্ষে পরম দোষের বলিয়া গণ্য হইতেছে।—প্রকৃত গুণগ্রাহীর অভাবে হিন্দুর সদ্‌গুণ এক্ষণে অসদ্‌গুণে পরিণত হইতে চলিয়াছে। একটু প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলে বুঝিবে, উহা হিন্দুর দোষ নহে—মহৎ গুণ। হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম—হিন্দুর শিক্ষাদীক্ষা, একজনের জন্য নহে। কি উচ্চাধিকারী—কি নিম্নাধিকারী, কি প্রবর্ত্ত, কি সাধক, কি সিদ্ধ, কি জ্ঞানী—কি অজ্ঞানী,

সকলের জন্যই হিন্দুর সমান চেষ্টা। হিন্দু একদেশদর্শী নহে—বহুদর্শী। হিন্দুর অন্তঃকরণ একে আবদ্ধ নয়—হিন্দুর মানসিকস্রোত অনন্তের দিকে প্রবাহিত। একাদশদর্শী তোমার আমার সাধ্য কি যে, তাহার গভীরতা নিরূপণ করিতে পারি? হিন্দুর আদর্শ সংকীর্ণচেতা নহে—উদারচেতা যীশু বলিতেছেন Baptised হইয়া আমার পবিত্রধর্ম্ম গ্রহণ কর, তাহা ভিন্ন তোমার উদ্ধারের আর উপায় নাই। মহম্মদ বলিতেছেন—অন্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার পবিত্র ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ কর, এবং কল্মা পড়িয়া আমার ধর্ম্ম যাজন কর, তাহা হইলেই তোমার সকল কষ্ট দূরে যাইবে!—আর হিন্দুর হৃদয়ের দেবতা—হিন্দুর পূর্ণ আদর্শ বলিতেছেন;—

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।'

এমন নিঃস্বার্থ বাক্য—এমন মধুর উপদেশ আর কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে শুনিয়াছ কি?

এক্ষণে আর একটী কথা বলিয়া আমার প্রবন্ধ শেষ করিব। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, জগৎকর্ত্তার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা আরম্ভ করিলে, পূজক সেই হস্তপদাদিবিশিষ্ট মূর্ত্তিকেই ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া থাকেন—সুতরাং সেইখানেই তাহার জ্ঞানের শেষ—তাঁহার আর উন্নত হইবার আশা থাকে না। এতাদৃশ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। যাহার যেরূপ শিক্ষা—যেরূপ মানসিক শক্তি, তাহার ধারণাও তদ্রূপ। যিনি ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া জানেন, সহস্র বৎসর প্রতিমা পূজা করিলেও, তিনি তাঁহাকে হাত-পাবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না। তিনি সেই সান্তমূর্ত্তিতেই অনন্তের খেলা দেখিবেন। দূর হইতে প্রত্যেক পদার্থই ছোট দেখা যায়। আমরা ভগবান্ হইতে অনেক দূরে—কাজেই তাঁহার প্রতিমাকে সান্ত ও ছোট দেখি। যাঁহারা প্রকৃত সাধক—যাঁহারা জগদীশ্বরের চরণসমীপে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা কখনও ঐ প্রতিমাকে সামান্য বা ছোট মনে করেন না। তাঁহারা ঐ প্রতিমাতেই বিশ্বজননীর মহীয়সিশক্তি দেখিতে পান। আবার যাহার বিশ্বাস ঈশ্বর সাকার—তিনি কিছুতেই বুঝিবেন না ঈশ্বর নিরাকার। সুতরাং সাকার ও নিরাকার জ্ঞান, শিক্ষা ও মানসিক শক্তি সাপেক্ষ। বিশেষতঃ ভৌতিক প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে তাহাতে তন্ময় হইলে, আর সামান্য বা পৃথকমূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান থাকে না। যাঁহারা উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, নাট্য-মন্দিরের সুদৃশ্য দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে ও সুদক্ষ অভিনেতার বক্তৃতা-শ্রবণ করিতে করিতে ক্ষণেকের জন্য এমনি আত্মহারা হইয়া যাইতে হয় যে, তখন আর সামান্য অভিনয় বলিয়া মনে থাকে না। হরিশ্চন্দ্রের শ্মশানঘাটের চিত্র প্রকৃত বলিয়াই বোধ হয়। সেইরূপ সম্মুখস্থ জড়বিগ্রহে যদি দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি জন্মে—তাহাতে যদি তন্ময়তা লাভ করা যায়, তখন আর জগদীশ্বর ও তাঁহার প্রতিমা পৃথক বলিয়া অনুভূত হয় না। এ সমস্ত সাধন-ভজনের কথা, ইহা বাক্যে বুঝাইবার উপায় নাই। তবে এ কথা ঠিক, অনেক সময়ে প্রতিমার অপব্যবহার করা হয়। অজ্ঞ মানব উৎকৃষ্ট জিনিষের অনেক সময় অপব্যবহার করিয়া থাকে—তাই বলিয়া কি তাহাকে উত্তম জিনিষ দিবে না? সকল বিষয়ে যেমন উপদেষ্টার প্রয়োজন—এ বিষয়েও তদ্রূপ বিচক্ষণ উপদেষ্টার প্রয়োজন।

তাই বলি হিন্দুর পৌত্তলিকতা উপহাস্যাস্পদ নহে। আর যাঁহারা ঘরের ঢেঁকী কুমীর হইয়া বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে তাঁহারা যেন বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক বিবেচনা না করিয়া—সদ্গুরুর উপদেশ শ্রবণ না করিয়া, হিন্দুর এই উচ্চশিক্ষার ফল, উন্নতির পরিচায়ক পৌত্তলিকতা দেখিয়া, নাসিকা কুঞ্চিত না করেন। হিন্দুর হিন্দুত্ব আংশিকের পরিচায়ক নহে—পূর্ণত্বের অভিব্যঞ্জক। তবে আইস ভাই! জগদীশ্বরের সমুদয় মূর্ত্তি গড়িয়া, তাঁহার শান্ত—ভয়ঙ্কর, প্রেমময়—ভীষণ, কোটি কোটি প্রতিমা গড়িয়া, একমনে, একপ্রাণে, তাঁহার পূজা করি। এ পূজা—এ পৌত্তলিকতা হিন্দুর পক্ষে অধঃপতনের চিহ্ন নহে—পরম-গৌরবের পরিচায়ক। এতাদৃশ কোটি কোটি দেবতার মূর্ত্তি পূজা করিয়া অনন্তের পথে ধাবিত হইতে, হিন্দু বই আর কেহ কখনও পারে নাই। তবে ভাই, আর বৃথা বাগ্-বিতণ্ডায় প্রয়োজন কি? যাহা অচিন্ত্য—যাহা অজ্ঞেয়, তাহা জানিতে যাইয়া কাজ কি?, আইস! আমরা গললগ্নীকৃতবাসে, সবাই জগদীশ্বরের প্রতিমা প্রণাম করিয়া বলি,——

"অচিন্ত্যব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত জগদাধার মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী,
উখলী, ঢাকা।

বঙ্গীয় হিন্দুর নিকট বর্ত্তমান সময়ের নিবেদন।

সমুদ্রের অসীম জলরাশি সাধারণতঃ সংহারমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উদ্দাম তরঙ্গাভিঘাতে সৈকত বেলাভূমি বিতাড়িত করে কিন্তু পুরাকালে সেই জলরাশিই বঙ্গীয়-সাগরের কুক্ষিগত থাকিয়া শান্ত শিশুর ন্যায় ধীর ও গম্ভীরভাবে বিশ্বনিয়ন্তার অন্যতর উদ্দেশ্য-সাধনে নিরত ছিল এবং স্তরে স্তরে ক্রমশঃ সজলা-সফলা-শস্যশ্যামলা এই অভিনব বঙ্গদেশ সংগঠিত করিয়াছে। গ্রীষ্মের প্রখর মার্ত্তণ্ড কিরণ, বর্ষার অবিরল বারিধারা, শীতের প্রচণ্ড হিমানী, বসন্তের মৃদুমন্দ মলয়ানিল এবং অন্যান্য ঋতুর সংস্পর্শে এ দেশ চির-সেবিত। কোকিল, পাপিয়া, শ্যামার সুমধুর স্বরলহরীতে বঙ্গীয়-কানন প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত, ভ্রমরগুঞ্জনে ইহার প্রতি পুষ্পোদ্যান অহরহঃ গুঞ্জরিত। প্রাবৃটের নয়নাভিরাম শ্যামল সৌন্দর্য্য ও সলিলপূর্ণ ভূভাগ দর্শকের চিত্তপটে এক অনুপম দৃশ্য অঙ্কিত করে এবং নানাজাতীয় ফলফুলশস্য-সম্পত্তিতে চির-শোভাময়ী প্রকৃতিদেবী মধুর হাস্যে দর্শকের দুঃখ-নিপীড়িত হৃদয়ে আনন্দের লহরী ছুটাইতে থাকে এবং করুণাময় বিধাতা এখানে নিতান্ত

অকর্ম্মণ্য মনুষ্যের জন্যও এক টুকরা রুটি এবং এক পেয়ালা জল বৃক্ষশিরে সংস্থাপন করিয়াছেন। প্রকৃতির প্রিয়-আবাসভূমি শস্য-শালিনী এহেন বঙ্গভূমি মনুষ্য-অধ্যুষিত না হইয়া থাকিবে কেন? সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ, সৃষ্ট-জগতের মুকুটমণি সুসভ্য মনুষ্য সেখানে আসিবে না কেন? সে দেশ আর কত-কাল অনার্য্য গারো, সাওতাল, নাগদি প্রভৃতি অসভ্য বর্ব্বর জাতির বাসভূমি ও লীলাভূমি বলিয়া পরিগণিত থাকিবে? তাই সৌভাগ্যক্রমে এ দেশের রাজা আদিশুর শুভক্ষণে সুদূর কাণ্যকুব্জ হইতে আর্য্যসন্তান-দিগকে আনাইয়া ছিলেন এবং কালসহকারে আরও বহু আর্য্যসন্তান পশ্চিমভারত হইতে ক্রমে আসিয়া এ দেশে বসতবাস করিতেছেন বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্য এবং অষ্ট্রেলিয়া যেমন ইংরেজ জাতির এক একটি উপনিবেশ, এই বঙ্গদেশও তেমনি আর্য্য-জাতির একটি উপনিবেশ মাত্র এবং ইহাও আর্য্যস্থান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত এবং আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া সীমাবদ্ধ। এ প্রদেশেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় আর্য্য ও অনার্য্যসংমিশ্রণে বহু সঙ্করজাতির উদ্ভব হইয়াছে এবং সংখ্যা বহুল বলিয়া অনার্য্য-জাতির আচারব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম্মকর্ম্ম আর্য্যজাতির নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের সহিত মিলিয়ামিশিয়া এক অভিনব সমাজ সংগঠিত করিয়াছে এবং এখানেও কর্ম্মকারের পুত্র কর্ম্মকার, সূত্রধরের পুত্র সূত্রধর প্রভৃতি বিভিন্নশ্রেণীতে এ বিশাল হিন্দুজাতি বিভক্ত হইয়া জন্মদ্বারা জাতির নির্ণয় হইতেছে।

প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় অনুশাসনের ফলে কত রাজ্যের উত্থান হয়, কত রাজ্যের পতন হয়। রোম ও গ্রীসের পর্ব্বতপ্রতিম সাম্রাজ্য নিয়তির কঠিন বিধানে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাদের জয়পতাকা লোকে দেখিতে না দেখিতে ঝঞ্ঝাবাত-বিক্ষিপ্ত-ধূলি-রাশির ন্যায় উড়িয়া গিয়াছিল। নিয়তির তেমনি অনুশাসনের ফলে হিন্দুর রাজমুকুট বঙ্গলক্ষ্মীর মস্তক হইতে খসিয়া পড়ে এবং হিন্দুর রাজসিংহাসন নবদ্বীপ-প্রান্তবাহিনী গঙ্গার জলে শাস্ত্রালাপের সুখানিলে বিলীন পায় এবং তৎক্ষণাৎ বঙ্গের প্রশান্ত নীলাকাশ কুসংস্কারের ঘোরতর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং ব্রহ্মণ্যশক্তির আকাশ-ব্যাপিনী বিদ্যুন্মালা ভয়ঙ্কর চমকে খেলিয়া শত বজ্র একসঙ্গে চারিদিকে কড়মড় করিয়া আরম্ভ করিয়াছিল এবং যবনের নিপীড়ন-বায়ু কখনও শোঁ শোঁ কখনও হুঁ হুঁ শব্দে সংসারনাশিনী-শক্তি ও সর্ব্বগ্রাসিনী-ক্ষমতা প্রকটিত করিত এবং তদ্দ্বারা বঙ্গীয়-সমাজের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকশক্তি একেবারে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছিল। এমন দুঃসময়ে, বঙ্গীয় হিন্দুর এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে কতিপয় স্বার্থান্ধ, মানবজাতির মহাসেবা ও পরসুখ-পরায়ণতারূপ অনুষ্ঠানের মহাব্রত পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনাভিপ্রায়ে ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া অকুণ্ঠিতপ্রাণে, অশ্রুধারাকুল অসহায় প্রতি-বেশীর সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করার দুরভিসন্ধিতে এই পিতৃহীন নিঃসম্বল বালকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লওয়ার জন্য,—বহুব্রত,—বহু পূজাপার্ব্বণ এবং বহুব্যয়সাধ্য শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের আবিষ্কার ও উপদেশ দানে সরল ও ধর্ম্মভীরু হিন্দু

সমাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা পরাধীন হিন্দুসমাজ কুসংস্কারের কুহকে সমাচ্ছন্ন এবং অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। বঙ্গদেশের এহেন শোচনীয় সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন সমদ্ভূত হইয়া এ দেশে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র এই দুই জাতির অস্তিত্ব দেখিতে পাইলেন। স্বাধীনতা বিহীন বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয়ের অস্তিত্ব দেখিলেন না এবং সাম্রাজ্য সংরক্ষণ এবং তাহার সংস্থিতি জন্য অন্য কোন জাতিরও আবশ্যকতার উপলব্ধি করিলেন না। কৃষিপ্রধান বঙ্গদেশে কৃষকের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইল না, কৃষি ও বাণিজ্যের আবশ্যকতাও দেখিলেন না। সর্ব্বসংহারিণী সে লেখনীর প্রভাবে হঠাৎ এ দেশের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির দীন-হীন জীবনের জীবন-লীলা নিঃশেষিত হইয়া গেল। এইরূপ অস্বাভাবিক ও অনৈসর্গিক শ্রেণীবিভাগে বঙ্গদেশীয় হিন্দুসমাজকে বিভক্ত করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে তৎকালে বাল্মীকি, ব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস, প্রভৃতির কাব্যের পরিবর্ত্তে এবং আর্য্যভট্ট বরাহ মিহিরের জ্যোতিষ সিদ্ধান্তের স্থলে এবং লীলাবতীর গণিতশাস্ত্রের স্থান বিনিময়ে রঘুনন্দনশাস্ত্র—অনুশাসনের উৎকৃষ্ট দোঁহাবলী সমগ্র বঙ্গদেশ আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। প্রাচীন ভারতের শৌর্য্য, বীর্য্য, জ্ঞান-গরিমা ও মহত্ত্ব অস্তগামী প্রভাকরের ন্যায় স্তিমিত ভাবাপন্ন হইয়া পড়ায়, খদ্যোতের ক্ষীণ জ্যোতিই তৎকালীন প্রখর-মার্ত্তণ্ডদীপ্তি বলিয়া অনুভূত হইত, এবং বিকটকণ্ঠ বায়সই সে সময়ে পিককণ্ঠ কোকিলের সম্মানলাভে সমর্থ হইয়াছিল এবং সমগ্র হিন্দুর শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞান-গরিমা অবনতির নিভৃতকন্দরে সংস্থিত থাকিয়া বঙ্গীয় হিন্দুদিগকে ক্রমে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকশক্তিতে হীন হইতে হীনতর করিয়া এক পশুর সমাজে পরিণত করিয়াছিল। তদবধি জাতীয় উদ্দীপনা নাই, জাতীয় অভিমান নাই, স্বকীয় গৌরবলাভে যত্ন ও চেষ্টা নাই এবং তদবধি সতীত্বের আদর্শ নাই, ঋষি, তপস্বী নাই, যতি, ব্রহ্মচারী নাই। দৈবঘটনায় যেমন দেবমন্দির শূকরশালায় পরিণত হয়, নন্দনকাননেও পিশাচ বাস করে এবং পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতীও মলমূত্রে কলুষিত হয়, বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের দশাও তাহাই হইয়াছিল। তখন অজ্ঞান, আলস্য, ঔদাস্য, নিশ্চেষ্টতা, পরভাগ্যোপজীবিত্ব হিন্দুসমাজের স্তরে২ নিহিত ছিল; এবং সে সমাজ প্রায় সার্দ্ধ পঞ্চশতবৎসর এইরূপ অবস্থায় পরিণত থাকে।

এ সংসারে চির-অমাবস্যা নাই, চির-পূর্ণিমা নাই, অবিমান সুখ নাই, চির-দুঃখ নাই, অনন্ত অবনতি নাই, অনর্গল বারিবর্ষণ নাই, চির-ঝঞ্ঝাবাত নাই, চির-মলয়ানিল নাই, সকলেরই বিরাম আছে, বিচ্ছেদ আছে। বঙ্গীয় হিন্দু একদিকে ব্রাহ্মণের অনুদার ধর্ম্ম-নীতির অধীনে থাকিয়া এবং অন্যদিকে মুসল-মান শাসনের ঝঞ্ঝাঘাতে আলোড়িত হইয়া দিশাহারা হওয়ায়, আর্য্যজাতির আশাজ্যোতি অকালে নির্ব্বাণোন্মুখ হইতে চলিল দেখিয়া —আর্য্যাবর্ত্তের উজ্জ্বল দিবাকর সান্ধ্যগগনে অবতরণ করিবার পূর্ব্বেই অস্তাচলের অভিমুখী হইতেছেন দেখিয়া—দয়াময় বিধাতা বহুদূর হইতে সুসভ্য ইংরেজজাতিকে আনয়ন করিয়া এই বঙ্গদেশের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছেন। যিনি কণ্টকের মধ্য হইতেও মনোহর পুষ্প, মৃগের নাভিদেশ হইতে সুগন্ধি কস্তুরী,

ভূগর্ভ হইতে স্বর্ণ ও রজত, অতল-জলধি-তল হইতে মণিমুক্তা, শুষ্কপ্রায় তরু হইতে স্নিগ্ধ বাসন্তি পল্লব উৎপাদন করেন এহেন অদ্ভুতকর্ম্মা জীবজগতের জীবনপ্রবাহে মনুষ্যত্বের আদর্শ-স্বরূপ আর্য্যজাতিকে আর কতকাল অবনতি-নিগড়ে বাঁধিয়া রাখিবেন? তাই পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের জ্যোতি বহুদিনের কুসংস্কারাপন্ন ও অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত বঙ্গীয় হিন্দুর শিক্ষাদীক্ষায়, আহারে বিহারে, সভ্যতায় ও সামাজিকতায়, এবং এমন কি তাহার দৈনন্দিন ব্যাপারে প্রতিফলিত হইতে লাগিল এবং তাহারই ফলে বেদ ও বাইবেল, দর্শন ও লজিক, গীতা ও মিল একত্রে পঠিত ও আলোচিত হইতেছে। প্রতিভার এই প্রাচীনতরুর সহিত ঐ নবোদ্গত অঙ্কুরের প্রথম মিলনে এক অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিল! আকাশেই নক্ষত্র উদিত হয়, সরোবরেই কমল বিকশিত হয়, মধুচক্রেই মধুর সংস্থান সম্ভবে তজ্জন্য বঙ্গদেশেই পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ। জলে জল, তরলে তরল, লোহিতে লোহিত, উজ্জ্বলে উজ্জ্বল, মধুরে মধুর খুব সহজে মিশ্রিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষাস্রোতও তেমনই হিন্দুর শিক্ষাস্রোতে মিশিতে সমর্থ হইয়াছে। এই শিক্ষার প্রভাবেই বঙ্গীয় হিন্দুর অন্তরে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। তদ্দরুণ ব্রাহ্মণের অঙ্কুশ তাড়নার অধীন এবং নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে অন্যান্য জাতি আর থাকিতে চাহিতেছেন না। ব্রাহ্মণেতর জাতি তাঁহাদের আশা ও বাসনা কুসুম কোরকেই বিনষ্ট হইতে দিতে রাজি নহেন। তাঁহাদের হৃদয়-মরুভূমি আজীবন এমনই দগ্ধ-ক্ষেত্র রাখিবেন কেন? তাই ব্রাহ্মণসমাজের সঙ্গে একে একে ব্রাহ্মণেতর জাতির সামাজিক সংঘর্ষ হইতেছে। আগুন যেমন অনিল সংবর্দ্ধনায় অতিদ্রুত বর্দ্ধিত হয় তেমনি সমাজ-সংঘর্ষ ইংরেজীশিক্ষার প্রভাবে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে এবং তজ্জন্যই শিক্ষাদৃপ্ত বৈদ্যসমাজ এ আগুন সর্ব্বাগ্রে প্রজ্জ্বলিত করেন, পরে কায়স্থসমাজ সে অনলে ইন্ধন যোগান এবং ক্রমে কবে যে বঙ্গীয় হিন্দুর অন্যান্য জাতি সে আগুনে আহুতি দেন তাহারই বা ঠিকানা কি? ফলে সমগ্র ব্রাহ্মণেতর জাতির জাতীয় হৃদয় সংস্কার-প্রধূমিত বারুদগৃহস্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণসমাজের সঙ্কল্প, কালে খরবাহিনী স্রোতস্বিনীর তটস্থিত ও তরঙ্গাহত বালুস্তূপের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং তাঁহাদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বসন্ত-বাতস্পৃষ্ট কর্পূরের ন্যায় উড়িয়া যাইবে। বর্ত্তমান বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজের অনেকেরই অন্তরে লালসার বাড়বাগ্নি, মুখশ্রীতে অভিমানের প্রদীপ্তচ্ছটা, অঙ্গভঙ্গিতে অসুরদর্পের অশেষবিধ আড়ম্বর, স্বার্থান্ধ বুঝিতেছেন না—মানুষের মত মানুষের আশাও ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত ও ধীরে ধীরে প্রবর্দ্ধিত হয় এবং দুঃখ-নিপীড়িত ও পাদ-দলিত ব্রাহ্মণেতর জাতির উচ্চাকাঙ্ক্ষাও তাঁহাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল সমুত্থিত অবশ্যম্ভাবী স্পৃহা। এ আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরদত্ত এবং তিনিই ইহার পৃষ্টপোষক। এ ঐশশক্তির বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে। মানবীয়শক্তি কোথায়ও কখন ঐশশক্তিকে পরাভূত করিতে সক্ষম হয় নাই। ব্রাহ্মণসমাজ যাহাই মনে করুন বিধাতার উপর বিধাতা নাই এবং রোগ যেমন সংক্রামক, মনুষ্যের দোষগুণও তেমনই সংক্রামক।

যেমন একটী দীপ হইতে সহস্র দীপ মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হয়, তেমনই একটা ভাব, বিহ্বল হৃদয় হইতে সহস্র হৃদয় মুহূর্ত্তের মধ্যে নূতন ভাবে অণুপ্রাণিত ও আবেশিত হইয়া থাকে। প্রমাণ রাজনৈতিক পুরাতন ফ্রান্স—প্রমাণ সমাজনৈতিক নূতন আমেরিকা। যে শক্তি জনসাধারণের সমবেত শক্তির বলে বলীয়ান সে শক্তি নষ্ট করিতে এ পর্য্যন্ত কেহই সমর্থ হন নাই। রোমসম্রাট্ নীরো, ক্লদিয়স ক্যালিগুলা এবং চিরকলঙ্ক দুরাত্মা টারকুইন সকলেই সে শক্তির নিকট পরাজিত। ফরাসি-দেশের রাজা নবমচার্লস, ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসও সেই শক্তির নিকট পরাভূত—প্রকৃতির নিয়ম এইরূপ অমোঘ এবং অনুল্লঙ্ঘনীয়। মনুষ্য সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ অথবা সৃষ্টজগতের মুকুটমণি, সে মানে কিংবা অপমানে, আলোকে কিংবা অন্ধকারে, প্রাসাদে কিংবা পর্ণকুটীরে, রাজরাজেশ্বর কিংবা রাজ-পথের ভিখারী—যেভাবে অথবা যেখানেই অবস্থান করুক তাহার নাম মনুষ্য। মানুষ ইচ্ছা করিলেই আপনার গলায় ছুরি দিতে পারে, আগুনে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরিতে পারে। মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন জীবই ইচ্ছার এইরূপ অসামান্য স্বাতন্ত্র্য—এই আংশিক বিধাতৃশক্তি এইরূপ ভয়ঙ্কর উচ্ছৃঙ্খলতার অধিকারী নহে। এইরূপ অবস্থায় যাহারা মনুষ্যজীবনের উচ্চ-অধিকার ও উচ্চসম্পদের মূলে কুঠারাঘাত করে, মনুষ্য-জীবনকে সর্ব্বতোভাবে পশুজীবনে পরিণত করিয়া উহার নৈসর্গিক বিকাশের সমস্ত আশাই নির্ম্মূল করিয়া ফেলে, তাহারা মনুষ্য-পদবাচ্য নহে এবং তৎসম্পর্কে তাহাদের কার্য্যাবলীও মনুষ্যোচিত নহে।

সাধুলোকের প্রকৃত উদ্দেশ্য জনসাধারণের সুখ-সমুন্নতি, জাতীয় সম্মানবৃদ্ধি এবং পরের সুখদুঃখে সুখদুঃখের অনুভব। বর্ত্তমান বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণসমাজ এ পথে যাইতে অসম্মত কেন? বড় হইতে হইলে সকল বিষয়েই বড় হইতে হয়। অন্তঃকরণে হীন হইলে বড় বলিব কেন? চরিত্রে হীন হইলে কিসের বড়? অবিচার অত্যাচারের একটা সীমা আছে। তাহার অতিক্রম করিলেই অনর্থ ঘটিয়া থাকে। সাক্ষ্যস্থল একশতাব্দীর পূর্ব্বের ফরাসিদেশ। সেই ভূমি সাতশতাব্দীর সঞ্চিত দুঃখে দগ্ধ হইয়া ফ্রান্সের তদানীন্তন জাতীয়-হৃদয় প্রতপ্ত বারুদগৃহের উপমাস্থল ছিল এবং মেরাবোর, রুসো প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকের সামান্য লেখনী পরিচালনেই এবং বীরাগ্রগণ্য নেপোলিয়ানবোনাপার্টির সামান্য ইঙ্গিতেই রাষ্ট্রবিপ্লবের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়া তৎকালীন ফরাসি রাজবংশের প্রাধান্য ভস্মীভূত করিয়াছিল এবং তদ্দ্বারা সমগ্র ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের মনে ভীতির দারুণ বিভীষিকা সংস্থাপিত করে। ধর্ম্মের নামে, শাস্ত্রের উপদেশে এ দেশে পশুবৎ অত্যাচার যথেষ্ট হইয়াছে। গঙ্গাসাগরে সন্তান-নিক্ষেপ সহমরণ প্রথা, কালীদেবীর নিকট নরবলি প্রভৃতি কতই পাপকার্য্য ধর্ম্মের সূক্ষ্ম আবরণে এবং শাস্ত্রের অনুশাসনে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহাদের সংখ্যাবধারণ অসাধ্য। সুসভ্য ইংরেজশাসনে অনেক অপকর্ম্ম উন্মূলিত হইয়াছে। অবশিষ্ট কি সমাজশাসনে উন্মূলিত হইবে না? মনুষ্য সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ তাহাকে

ঘৃণা করিতে নাই, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতে নাই। এ জগতে জীবের রক্ত-শোষক জলৌকা হইতে প্রকাণ্ড এবং প্রচণ্ড সূর্য্য পর্য্যন্ত কিছুই অনর্থক সৃষ্ট নহে। প্রকৃতির এ বিশাল রাজ্যে বিষ-কীট, বিধাক্ত বিছুটির কণ্টকিত পত্র এবং লোকভয়ঙ্কর ভূমিকম্প ও জলপ্লাবন প্রভৃতি আপাত নিরর্থক বিষয়ও সার্থক বলিয়া সুপ্রমাণিত। সেই জগতে—প্রকৃতির সেই রাজ্যে সমগ্র ব্রাহ্মণেতর জাতিরূপ বিরাট বিগ্রহের অন্তর্দাহ-সূচিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা কখনও নিরর্থক হইতে পারেনা এবং তাহাও নিষ্ফল হইতে পারে না। মনুষ্যের রোগ-যন্ত্রণা যেমন আরোগ্যের উপায় প্রদর্শক, মনুষ্যজাতির এই নিত্যব্যাপী হৃদয়-যন্ত্রণাও সেইরূপ নিত্যস্থায়ী হৃদয়ানন্দের পথপ্রদর্শক। জগৎ-যন্ত্রের অলঙ্ঘ্য নিয়মে জীবনের বর্ত্মে জীবক্রমে উন্নতিলাভ করে। ভাগ্যলক্ষ্মী কখন কাহার উপর সুপ্রসন্ন হন তাহা কেহই বলিতে পারে না। আজ যে দীনহীন কাঙ্গাল, কাল হয়ত সে রাজ্যেশ্বর সম্রাট্ হইতে পারে, আজ যে অত্যন্ত মূর্খ, কালসহকারে সে হয়ত মহাপণ্ডিত হইতে পারে। মহাবীর নেপোলিয়ান ইংরেজজাতিকে ব্যবসায়ী বলিয়া ঘৃণা করিতেন। নিয়তির কঠিনবিধানে ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনিও সেই ইংরেজজাতির হস্তে আত্মসমর্পণ দ্বারা বন্দী হইয়াছিলেন এবং সুদূর সেণ্টহেলনা দ্বীপে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় আজীবন তাঁহাদেরই অনুগ্রহের প্রত্যাশী হইয়া তাঁহার জীবন-মহানাটকের শেষাঙ্কের অভিনয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এক সময়ে রোমের বাহুদর্পে ধরণী নিয়ত থর্ থর্ কম্পমানা থাকিত। রোমীয় বীরপুরুষদিগের কথা দূরে থাকুক রোমের একটী সামান্য দূতও প্রতিবেশী রাজাদিগের নিকট রাজোচিত অভ্যর্থনা পাইয়াছে; এবং সে যাহাকে যে আদেশ করিয়াছে তাহাই শিরোধারণপূর্ব্বক প্রতিপালিত হইয়াছে। লোকে সূর্য্য-চন্দ্রের কক্ষভ্রংশও কল্পনা করিতে পারিয়াছে তথাপি রোমের পতন কেহ কল্পনা করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু রোম যে অসভ্যজাতি সমূহের স্বত্ব ও অধিকার নিপীড়ন করিয়া, দুর্দ্দান্ত দানবের ন্যায় ভৈরবমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান ছিল কালে সেই অসভ্যজাতিরাই সমুত্থিতবলে রোমের মাথার মুকুট কাড়িয়া লইয়াছে—উহার বক্ষস্থলে পদাঘাত করিয়াছে—উহার রাজবেশ রাজভূষা সমস্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—উহার ধরাবলুণ্ঠিত মৃতদেহের উপর স্বকীয় জয়ধ্বজা তুলিয়া দিয়া সাধারণীশক্তির অসীমতার পরিচয় দিয়াছে। রূপের অনলে ট্রয় পুড়িয়াছিল, দৌরাত্ম্য-তরঙ্গে বিপুল-রাবণবংশ ভাসিয়া গিয়াছিল, প্রেমরজ্জুতে জুলিয়স সীজর বাঁধা পড়িয়াছিলেন, অভিমানের দাবানলে কুরুবংশ নির্ব্বংশ হইয়াছিল, তেমনি হিন্দুর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবহ্নিতে সমগ্র হিন্দুসমাজ দাউ দাউ জ্বলিতেছে। সম্প্রতি বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ কুঠারছিন্ন শাল-যষ্টির ন্যায়, সুরলোকভ্রষ্ট দেবপুরুষের ন্যায় ফলপুষ্পহীন বৃক্ষের মত সর্ব্বতঃ পরিদৃশ্যমান।

এ বিংশ শতাব্দীতেও আমরা আত্মার উদ্দেশ্যভ্রষ্ট এবং জীবনের তত্ত্বভ্রষ্ট। যে যেমন সর্ব্বদা দুগ্ধপান করিয়াও শুধুই দেয় প্রাণনাশি বিষরাশি উদ্গীরণ করে, উচ্চশ্রেণী হিন্দুসন্তানও সেইরূপ প্রতিপত্তির পীযূষধারা পানে প্রবর্দ্ধিত হইয়া নিরন্তর নিম্নশ্রেণী হিন্দুর প্রাণে অভিমানের জ্বালাময় বিষ ঢালিয়া দিয়া থাকেন। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে পর্ব্বতের নাম পর্ব্বত সমুদ্রের নাম সমুদ্র হইলেও তিল তিল করিয়া পর্ব্বতের বিশাল তনু এবং ফোটা ফোটা করিয়াই সাগরের অসীমত্ব এবং ভূভাগ যেমন স্তরে স্তরে সৃষ্ট মনুষ্য সমাজও তেমনই স্তরে স্তরে অবস্থিত। প্রকৃতির এ বহু বিস্তীর্ণ রাজত্বে ও ছোট-বড় আছে, ভালমন্দ আছে, পুষ্প ও কণ্টক একস্থানেই আছে, ধনভাণ্ডেও সর্প থাকে, অতলজলধিতলে মহামূল্য মুক্তাও থাকে, লোক-ভয়ঙ্কর কুম্ভীরও বাস করে, উদ্যানে সুন্দর সুগন্ধ চন্দনতরুবরও আছে আর গন্ধ-হীন জীর্ণ শুষ্ক দ্রুমও আছে; সুতরাং এ বিভিন্নতা হিন্দুসমাজেও থাকিবে। নিম্ন-শ্রেণীকে ঘৃণা করিয়া তাহাদের সহিত না মিশিলে তাহারা উচ্চ আদর্শ কোথায় পাইবে? তাহাদের শিক্ষাদীক্ষার সুব্যবস্থা না করিলে তাহারা উন্নত হইবে কি প্রকারে? পক্ষাঘাত রোগীর অঙ্গবিশেষ অকর্ম্মণ্য হইলে তাহার সম্পূর্ণ দেহটী অসাড় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। বিরাট হিন্দুসমাজেরও সম্প্রদায়-বিশেষের অবনতি বশতঃ সমগ্র হিন্দুসমাজ পক্ষাঘাত রোগীর ন্যায় অসাড়, অচল এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে না কেন? এমত অবস্থায় হিন্দুজাতির উন্নতি প্রত্যাশা করিলে সমগ্র হিন্দুজাতিটাকে সেই পথে আনিতে হইবে; তাহাদের অন্তঃকরণে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাইতে হইলে তাহাদের সুখসমৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়, এবং তাহা হইলে তাহাদের প্রতি গাঢ় সমবেদনা দেখাইতে হইবে তাহাদের সুখদুঃখে মিশিতে হইবে। প্রাতঃস্মরণীয় বুদ্ধদেব তাঁহার প্রাণের কথা, ধর্ম্মের সার সত্যকে পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন, সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত উদারভাবে প্রচার করিয়াছিলেন এবং সকলেরই প্রাণে দয়া, প্রীতি ও স্নেহের শান্তিধারা বর্ষণ করিয়া জীবমাত্রকেই স্নেহ ও করুণার চক্ষে দেখিয়াছিলেন। সেই মহদ্‌গুণেই বৌদ্ধধর্ম্ম এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল এবং এত উৎকর্ষলাভে সমর্থ হইয়াছিল। মহাপ্রাণ যীশুখ্রীষ্টও পরম শত্রুকেও প্রিয়তম-বোধে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং সমগ্র মনবজাতিতে প্রেমময় ভ্রাতৃভাবের লহরী তুলিয়াছিলেন; তাই সুসভ্য জগতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের এত প্রসার ও এত প্রতিপত্তি। স্বজাতির প্রতি গাঢ় সমবেদনা না থাকিলে, স্বজাতির সহিত প্রতিযোগে যুক্ত না রহিলে, স্বজাতির ক্লেশ-কলঙ্কে কেনই বা ক্লিষ্ট হইব? এবং ক্লিষ্ট না হইলে কেনই বা তাহা অপসারণের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইব?

তুমি উপবাসী রহিয়াছ বলিয়া আমিও কি অভুক্ত রহিয়াছি? তুমি বলদৃপ্তের দৌরাত্ম্যে দগ্ধ হইতেছ বলিয়া আমিও কি তোমার সহিত বিনালাভে—বিনালোভে আগুনের জিহ্বায় হাত বাড়াইতে যাইতেছি? তোমার যদি রোগ হইয়া থাকে তাহা হইলে যন্ত্রণা তোমার। তোমার জ্বালায় অথবা তোমার যন্ত্রণায় আমার আসে যায় কি? ইহা স্বার্থান্ধ লোকের অন্তর্নিহিতভাবের বহিরাকৃতি মাত্র। যাঁহারা মানবজাতির মহাসেবা ও পরসুখ-পরায়ণতারূপ অনুষ্ঠানের মহাব্রত পরিত্যাগ করিয়া আপনার অবৈধ স্বার্থসংরক্ষণ জন্য ক্ষুদ্রতা বা নীচতার কারাগৃহে বন্দী রহিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা মনুষ্যনামের অযোগ্য এবং তাঁহাদের মানবজন্ম বৃথা।

দেশকাল-পাত্র অনুসারে ধর্ম্মের বিভিন্নতা হয়, সমাজেরও অবস্থান্তর হয় এবং সকলেই উৎকর্ষের উপাসক—উৎকর্ষের দিকে উন্মুখ। পৃথিবীস্থ পণ্ডিতবর্গ একতানকণ্ঠে কহিতেছেন যে, জগৎ-প্রাণভূতা প্রকৃতিদেবী হাতে কুলা লইয়া কালের সেই অচিন্তনীয় আরম্ভ হইতে এই অনন্তবিশ্বের অনন্ত কোটি বস্তু নিরন্তর ঝাড়িয়া ভালমন্দ নির্ব্বাচন করিতেছেন, এবং যাহা উৎকর্ষের অনুকূল তাহাই মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্তই বিলয়ের মহাসমুদ্রে ফেলিয়া দিতেছেন, এমতাবস্থায় বঙ্গীয় হিন্দুকে ধর্ম্মের দিকে, চরিত্র সংগঠনপক্ষে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে নতুবা তাঁহাদের ধ্বংস স্থিরনিশ্চয়। কারণ তাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে অপকর্ষের চরম-সীমায় সমুপস্থিত। মিথ্যা, প্রতারণা, স্বার্থ-পরতা, অহঙ্কার, শঠতা এ জাতির জাতীয়-জীবনের অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায়, প্রকটিত। যেস্থলে সূর্য্য-রশ্মি প্রতিভাত হয় না সেস্থলে যেমন ফুল ফোটে না, ফল ফলে না সেইরূপ যেখানে ধর্ম্মের জ্যোতি বিকীর্ণ হয় না সেখানেও মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় না। হিন্দু-সমাজ ভুলিয়াছেন যে, ধর্ম্মের মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, চরিত্রেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব। মনুষ্যের মত মনুষ্যের জাতি বিশেষও রুগ্ন হইয়া থাকে। মনুষ্যের মত মনুষ্যের সমাজ বিশেষও বিকৃত হইয়া উঠে। নানাকারণে বঙ্গীয় হিন্দুজাতি এখন রুগ্ন সুতরাং চিকিৎসার আবশ্যক। বহুশতাব্দীর বন্ধনে হিন্দুসন্তান বিকৃত সুতরাং সংস্কার চাই। নানাপীড়নে হিন্দুগণ বিপন্ন ও অবনতিস্রোতে ভাসমান সুতরাং তাহার উন্নতি চাই, উত্থান চাই। সোণা যেমন আগুণে পুড়িয়া পুড়িয়া অতি উজ্জ্বলকান্তি ধারণ করে, মনুষ্যের আত্মাও সেইরূপ দুঃখের আগুনে দগ্ধ হইয়া পবিত্র হয়। এই জন্যই দুঃখের সৃষ্টি। এ সংসারে যে আসিয়াছে সেই কোন না কোন সময়ে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছে এবং কিছু না কিছু দুঃখ ভোগ করিয়াছে—ইহা ব্যক্তিগত হিসাবে যেমন, জাতিগত হিসাবেও তেমনই। বঙ্গীয় হিন্দু পাঠানের শাসনে নিষ্পেষিত হইয়াছেন, মোগলের অধীন হইয়া শত শত বৎসর দুঃখে কষ্টে অতিবাহিত করিয়াছেন এবং অন্য-বিধ শত অত্যাচার ও উৎপীড়নে দুঃখের আগুনে দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়াছেন সুতরাং এ জাতি এখন চৈতন্য হইবে, এ জাতি এখন জাগিবে। অনেকে বলেন এ জাগরণে, এ উত্থানে বঙ্গীয় সমাজের এ চৈতন্যে দেশের ধনীলোকের এবং কুলীন সম্প্রদায়ের সহানুভূতি নাই কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আমি এই বলিতে চাই যে, এ জগতের কোন স্থানেই কোন নূতন বিষয়ের প্রবর্ত্তনায়, নূতন ভাব-সমাবেশে কোথায় ধনী লোক এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোক অগ্রগণ্য হইতে দেখা যায় না। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ইটালি, ফ্রান্স, রুষ, জাপান প্রভৃতি সমৃদ্ধ ও সুসভ্য দেশ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। ঐ সমুদয় দেশে যে আলোড়ন আবর্ত্তনে মধ্যবিত্ত লোকই অগ্রণী। বারিবর্ষণেও কোন পুষ্প পাষাণের উপর প্রস্ফুটিত হয় না, মৃত্তিকাতেই কুসুমের বিকাশ হয়। তজ্জন্যই কিবা সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে, কিবা ক্ষণস্থায়ী গার্হস্থ্য জীবনের বিবিধ অনুষ্ঠানে, কিবা চিরস্থায়ী অধ্যাত্মজীবনের উৎকর্ষবিধানে, এ জগতের সর্ব্বত্রই মধ্যবিত্ত লোকের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি। নিউটন, গ্যালিলিয়ো, টলেমি, আরিস্তল, আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, কালিদাস, সেক্সপিয়র, ভবভূতি, মিলটন, কোমটি, হোমার, সক্রেটীশ প্রভৃতি জ্ঞানী ব্যক্তি এবং ম্যাট্‌সিনি, ওয়াসিংটন, নেপোলিয়ানবোনাপার্টি, ক্রমওয়েল প্রভৃতি বীরপুরুষগণ মধ্যবিত্ত গৃহেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতির বস্তু-বিতানে, তাহার নিত্য লীলাভূমি এ ভব-প্রাঙ্গণে মধ্যরাত্রিই নিস্তব্ধতার চরমোৎকর্ষ, দিবা-মধ্যভাগেই মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণের সর্ব্বাধিক প্রচণ্ডতা, এমতাবস্থায় মধ্যবিত্ত লোকই যে সর্ব্ববিষয়ে অগ্রণী হইবেন তাহা যেন বিধাতার বিধান—প্রকৃতির অনিবার্য্য ব্যবস্থা। সুতরাং এ বঙ্গদেশেও এ জাগরণে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকই সর্ব্বাগ্রে জাগিবেন, উন্নতি-সোপানে সর্ব্বতোভাবে উঠিতে চেষ্টা করিবেন। দীপ্তকান্তি-কনককণা এতকাল আবর্জ্জনারাশির মধ্যে থাকিয়া মলিনাবস্থায় ছিল, এখন অনুশীলন অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া উহার দীপ্তি আবার প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এখন চিরসঞ্চিত ভস্মরাশির তলে পড়িয়া ভস্মাচ্ছাদিত আছে; এক ফুৎকারে ভস্ম উড়াইয়া ফেলিয়া উহাকে জ্বালাইলেই আবার সেই অগ্নিশিখা হোমাগ্নির ন্যায় আকাশ ভেদ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। অধুনা ভারতবর্ষে নবজীবনের সঞ্চার দেখা যাইতেছে। যে ভারতাকাশে বিষাদের মেঘ আসিয়া গভীর অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল; ক্রমে ক্রমে সে মেঘ অপসারিত হইতেছে এবং কালে পূর্ণচন্দ্রের প্রফুল্ল জ্যোৎস্না উছলিয়া পড়িবে। যে আগুন নিবিয়া গিয়াছে, তাহা আবার প্রজ্জ্বলিত হইবে; যে শোভা আঁধারে ডুবিয়াছে তাহা আবার নূতন খরতর আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া অধিকতর সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইবে। রুগ্ন বঙ্গীয় হিন্দু, তুমি নিরাশ হইও না; বিপন্ন বঙ্গীয় সমাজ, তুমি আর অশ্রুপাত করিও না; বিকৃত বঙ্গীয় জাতি, তুমি আর আক্ষেপ করিও না। ঐ দেখ অমারাত্রির অবসান হইতেছে। ঐ দেখ তিমিরাবৃত আকাশের পূর্ব্বপ্রান্তে আর্য্যজ্ঞানের আলোক-রেখা সঞ্চারিত হইতেছে। ঐ দেখ সেই আলোকে ভারতের ইতস্ততঃ আলোকসঞ্চার পরিলক্ষিত হইতেছে এবং তোমারও নবজীবনের আরম্ভ হইয়াছে। ইতি

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

তীর্থদর্শন।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)।

৭ই মাঘ শনিবার ১৩১৭।

মথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রায় সাত ক্রোশ ব্যবধান। রাস্তাটী সুপ্রশস্ত, উভয়পার্শ্বে বৃক্ষরাজিসমাকীর্ণ ও নিরন্তর যাত্রিগণ দ্বারা পরিসেবিত। আমরা নানাবিধ দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে চলিলাম। উভয়পার্শ্বে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরভূমি, লোকালয় ক্বচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। এইস্থানে কি বৃন্দাবনে জয়দেব

বর্ণিত "ললিত লবঙ্গলতা" অথবা "কোকিল-কূজিত কুঞ্জকুটীর" আমরা কুত্রাপি দেখিলাম না। কোকিলের স্থানে কাক ও সর্ব্বস্থানে কপিরাজ বিরাজিত। পথের উভয়পার্শ্বে দলে দলে বানর বিচরণ করিতেছে। শ্রীবৃন্দাবনধামে বানরের উৎপাত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। বানর অমর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ তাহাদিগের মৃত্যু অতি বিরল, কিন্তু তাহাদিগের জাতিবর্দ্ধক শক্তি অপরিসীম। রাধারাণী যে অপার্থিব সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী, তথায় হিংসা নাই সকলেই নিরামিশভোজী। বৃন্দাবন-পাদদেশবিধৌতা যমুনা অধুনা সংকীর্ণতোয়া ও কচ্ছপরাজিসমাকীর্ণা। কচ্ছপগণ কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার করে না, যাত্রিগণ ছোলা, খই ইত্যাদি জলে নিক্ষেপ করিলে অসংখ্য কচ্ছপ মহানন্দে ভোজন ব্যাপার সম্পাদন করে। বানরদল আহারের লোভে লোকের ঘটীবাটী অপহরণ করে বটে, কিন্তু ভোজ্য পাইলে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাহরণ করে। বৃন্দাবনধাম মধ্যে নিধুবন ও নিকুঞ্জকাননে অসংখ্য বানর দলে দলে বিচরণ করে, যাত্রিগণ প্রবেশকালে তাহাদিগকে ছোলা মটর প্রদান করে। এইজন্য নিধুবনের সিংহদ্বারের সম্মুখে একটী ছোলাদির দোকান সংস্থাপিত হইয়াছে।

উপাসনাকালে, বৃন্দাবনে, শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারিত হয় বটে, কিন্তু বাহিরে, ভিতরে, পথেঘাটে সকলস্থানে রাধারাণীর পবিত্র নাম সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে। বৈদিক সময়ের সত্যযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেক হিন্দুরমণী জ্ঞান, বিদ্যা, সাহস, আত্মত্যাগ ও সতীধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু রাধার ন্যায় সর্ব্বজনসেবিতা রমণী পৃথিবীতে অতি বিরল। তাঁহার অতলস্পর্শী প্রেমজলধি মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তদীয় রাতুলচরণ মস্তকে ধারণ করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লব মুদারম্।

রাধাচরিত্র অতীব গুহ্য রহস্যপূর্ণ। এই পরম গুহ্যচরিত্র অধিকারীভেদে হৃদয়ঙ্গম হয়। যোগেশ্বর ভক্ত বৈষ্ণবমহাত্মাগণ এই মহাচরিত্রের কণামাত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছেন। আমরা সেই অগাধ প্রেমজলধির পরমরমণীয় দৃশ্য দূর হইতে সন্দর্শন করিয়া অবনতমস্তকে আমাদের অজ্ঞানতা স্বীকার করিয়া প্রণাম করিতেছি। সেই ভক্তিরূপিনী রাধা চিরকাল হিন্দুসমাজের স্তরে স্তরে মধুর রস সিঞ্চন করিবেন। তিনি বসুন্ধরায় অবতীর্ণা হইয়া যে মধুচক্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে ভক্তগণ স্মরণাতীতকাল হইতে সহস্রধারায় মধুপান করিতেছেন, কিন্তু তথাপি সেই মধুচক্র মধুপূর্ণ। জানি না বিধাতার কি অপূর্ব্বসৃষ্টি এই রাধারাণী। বিশুদ্ধ প্রেমের জন্য এইপ্রকার সর্ব্বস্বত্যাগী আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। প্রহ্লাদ হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেক ভক্ত, অনেক ভক্তাবতার পৃথিবীকে পবিত্র করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই শ্রীরাধার অপরিসীম অতলস্পর্শী ভক্তিবারিধির পরিমাণ করিতে পারেন নাই। ধন্য সেই রাধারাণী, আর ধন্য সেই মহাদেশ যেস্থানে এইপ্রকার অপূর্ব্বসৃষ্টি হইতে পারে।

কথিত আছে ব্রজমণ্ডল চৌরাশি ক্রোশ বিস্তৃত দ্বাদশটী বন, অসংখ্য উপবন ইহার

অন্তর্ভুক্ত। সম্বৎসরকাল নিয়ত এই ব্রজমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিলে, ইহার তীর্থস্থান, মন্দিরাদি বনউপবন, যমুনাতট-সংযুক্ত ঘাটসকলের মাহাত্ম্য কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হয়। আমরা মাত্র এক সপ্তাহকাল বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া ব্রজমাহাত্ম্য কিপ্রকারে কীর্ত্তন করিব। এই স্থানের প্রত্যেক স্রোতস্বতী, প্রস্তর, লতাবৃক্ষগুল্মাদিতে ভগবানের কৈশোরলীলাস্মৃতি বিজড়িত।

"বৃন্দাযত্রতপস্তেপে তৎ তু বৃন্দাবনং স্মৃতম্।"

যেস্থানে বৃন্দা তপ করিয়াছিলেন তাহাকে বৃন্দাবন কি বৃন্দারণ্য বলিয়া থাকে। অথবা শ্রীরাধার ১৬টী নাম, তন্মধ্যে বৃন্দা অন্যতম, শ্রীকৃষ্ণের সহিত যেস্থানে তিনি ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই রমণীয় বনকে বৃন্দাবন বলে। কৃষ্ণের বাল্যকালে কংশের উৎপাতে ভীত হইয়া নন্দ ও উপানন্দ গোকুল পরিত্যাগ করিয়া এই বৃন্দাবনে গৃহ নির্ম্মাণ করেন। উপানন্দনামক জনৈক বৃদ্ধ প্রবীন গোপ মহারাজ নন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

অজেয় অসুরবংশ গর্জ্জে মথুরায়,
গোকুল আচ্ছন্ন তার ক্রোধের ছায়ায়।
অতএব মম যুক্তি শুনহে রাজন্,
মায়াপূর্ণ স্থানত্যাগ করিবে সুজন।
যমুনার তীরে শোভে বন মনোহর,
বৃক্ষরাজি-পরিপূর্ণ শ্যামল সুন্দর।
রাশি রাশি ফলফুল শোভে সেই বনে,
তাই বৃন্দাবন বলি ডাকে সর্ব্বজনে।
বৃক্ষবৃন্দ ফলবৃন্দ শোভে নিরন্তর,
বৃন্দাবন, মহারাজ! অতীব সুন্দর।
নবদূর্ব্বাদলে পূর্ণ সদা বৃন্দাবন,
আনন্দে চরিবে তথা তব গাভীগণ।

শ্রীভগবানের কৈশোরলীলা এই বৃন্দাবনেই শেষ হয়। সহস্র বর্ষব্যাপী বৌদ্ধবিপ্লবে বৃন্দাবনধাম নিবিড় বনে পরিণত হয়। রূপসনাতন ও অন্যান্য গোস্বামীগণ এই বন পরিষ্কার করিয়া শ্রীভগবানের লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে আমরা প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ রূপগোস্বামী স্থাপিত শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে গেলাম। শ্রীগোবিন্দের যেমন রূপ তেমনি বেশভূষা। বামে বৃষভানুরাজনন্দিনী জগৎলক্ষ্মী রাধারাণী। বৃন্দারণ্যের জঙ্গল কতকটা পরিষ্কার হইলে শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীশ্রীগোবিন্দজীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি বৃন্দাবনের আদি দেবতা। কথিত আছে শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীগোবিন্দ দর্শন কামনায় অনশনে ব্রহ্মকুণ্ডতীরে একদিন বসিয়া ভজন গাইতে ছিলেন। সহসা একটী সুন্দর ব্রজবালক তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এক ভাণ্ড দুগ্ধ দিয়া প্রস্থান করিল। বালকের অপূর্ব্ব রূপ ও দুগ্ধের অমৃতময় আস্বাদ অনুভব করিয়া শ্রীরূপের বিশ্বাস হইল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি দয়া করিয়াছেন। তিনি হা গোবিন্দ! হা গোবিন্দ!! বলিয়া দীননয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে সপ্নাদেশ হইল "যোগপীঠে যে স্থানে একটী গাভী যদৃচ্ছাক্রমে নিত্য আসিয়া দুগ্ধধারায় মৃত্তিকা সিঞ্চন করে, সেই স্থানে আমি আছি।" প্রাতে শ্রীরূপ তথায় যাইয়া মৃত্তিকার নিম্নে শ্রীগোবিন্দজীর এই বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। তাহার পর প্রতি বর্ষেই তাঁহার অঙ্গরাগ হইয়া থাকে। শ্রীরূপ একখানি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া নিজেই তাঁহার সেবা করিতেন। পরে জয়পুরাধিপ বহু ব্যয়ে লাল প্রস্তর নির্ম্মিত

আকাশস্পর্শী চূড়া সমন্বিত একটী সুন্দর মন্দিরে শ্রীগোবিন্দজীকে সংস্থাপিত করেন। কথিত আছে বাদসাহ আওরঙ্গজেব এই মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। ১২২৫ বঙ্গাব্দে কায়স্থকুলতিলক নন্দকুমার বসু মহাশয় বহু অর্থ ব্যয়ে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সেই মন্দিরে রত্ন বেদিকায় আমরা শ্রীশ্রীগোবিন্দজীকে দর্শন করিলাম। পুরাতন মন্দিরের নিকট যোগপীঠ আছে যাত্রিগণ তথায় যোগমায়ার মূর্ত্তি দর্শন করেন। এই স্থানে শ্রীরূপ ভজন করিতেন।

তাহার পর আমরা শ্রীসনাতন গোস্বামী স্থাপিত শ্রীশ্রীমদনমোহনের মন্দিরে গমন করিলাম। মদনমোহনের রূপ অতি মনোহর বাস্তবিক মদনকে মোহিত করিতে পারে। কথিত আছে একদা সনাতন মাধুকরী করিতে মথুরায় যান তথায় মথুরানিবাসিনী কোন চোবের পত্নীর গৃহ হইতে এই মূর্ত্তিটী উদ্ধার করিয়া যমুনাতীরে একটী উচ্চ টীলার উপর একখানি পর্ণকুটীর মধ্যে সংস্থাপিত করেন। মুলতাননিবাসী কৃষ্ণদাসনামক জনৈক বণিক উক্ত স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কথিত আছে উক্ত বণিক বহু মূল্য দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ একখানি বৃহৎ নৌকায় দিল্লী হইতে আগ্রা যাইবার পথে শ্রীবৃন্দাবনের দুঃশাসন টীলার নিকট একটা চড়ায় তাহার নৌকা আবদ্ধ হয়। বণিক বহু চেষ্টাতে নৌকাখানি উদ্ধার করিতে না পারিয়া সনাতনের যোগবলের সাহায্য প্রার্থনা করে। সনাতনের কৃপায় নৌকা উদ্ধার হইলে, উক্ত বণিক উক্ত টীলার নিম্নে একটী সুন্দর মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেয়। উহাই শ্রীশ্রীমদনমোহনের পুরাতন মন্দির। তদনন্তর ১২২৮ বঙ্গাব্দে পুণ্যশ্লোক কায়স্থপুঙ্গব নন্দকুমার বসু মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে মর্ম্মরপ্রস্তরে সমাবৃত যে সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহাতেই শ্রীশ্রীমদনমোহনের অপূর্ব্বমূর্ত্তি অদ্যাপি বিরাজিত।

তাহার পরে আমরা শ্রীগোপীনাথজীকে দর্শন করিলাম। এই বিগ্রহ মধুপণ্ডিত দ্বারা সংস্থাপিত। অন্যান্য মূর্ত্তি হইতে ইহার বিশেষত্ব এই যে শ্রীকৃষ্ণের বামে রাধারাণী ও দক্ষিণে শ্রীমতী জাহ্নবীদেবী বিরাজিতা। কথিত আছে যে মধুপণ্ডিতের আত্মীয় সূর্য্যদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জাহ্নবীদেবী শ্রীবৃন্দাবনধামে উপস্থিত হইয়া মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথের বামে রাধারাণীর মূর্ত্তি না দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাৎকালিক বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরের নিকট তিনটী রাধামূর্ত্তি প্রার্থনা করেন। রাজা উপযুক্ত ভাস্করদ্বারা তিনটী রাধারাণীর বিমলমূর্ত্তি ও জাহ্নবীদেবীর একটী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। উক্ত তিন মূর্ত্তি তিন বিগ্রহের বামে সংস্থাপিত হইলে জাহ্নবীদেবীর প্রতিমূর্ত্তিটী শ্রীশ্রীগোপীনাথের দক্ষিণে সংস্থাপিত করা হয়।

শ্রীবৃন্দাবনধামে মাধুকরীবিদ্যা বিশেষভাবে প্রচলিত। মধুকর যেমন বিবিধ প্রসূন হইতে অল্প অল্প মধু আহরণ করে তদ্রূপ দরিদ্র ব্রজবাসিগণ জীবিকানির্ব্বাহার্থে অল্প অল্প আহার্য্য দানশীল নরনারীগণের নিকট গ্রহণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। সমস্ত নরনারীগণ ব্রজমণ্ডলের চৌরাশী ক্রোশ মধ্যে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা মাধুকরীবৃত্তি অবলম্বন করেন। ব্রজবাসী গৃহস্থগণ যে প্রকার অবস্থাপন্ন হউক না কেন, দুই চারিখানি আটার রুটী ও তরকারী কি ডাউল পৃথক করিয়া মাধুকরীদিগের জন্য রাখিতে বাধ্য। ব্রজমণ্ডলে মুষ্টিভিক্ষা, চুটকীভিক্ষাদি সাধারণ ভিক্ষুর জন্য নির্দ্ধারিত আছে, কিন্তু সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জন্য মাধুকরী বিহিত হইয়াছে।

তদনন্তর আমরা শ্রীলোকনাথ গোস্বামী স্থাপিত শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ গোকুলানন্দদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অভ্যুত্থানের কিঞ্চিদগ্রে লোকনাথ বৃন্দাবনে আসিয়া এই বিগ্রহ স্থাপিত করেন। তাঁহারই শিষ্য উত্তর রাঢ়ীয় দত্তবংশাবতংস শ্রীনরোত্তম গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিপার্ষদ ছিলেন। গোকুলানন্দের মন্দিরের সান্নিধ্যে লোকনাথ ও নরোত্তম ঠাকুরের সমাজ অর্থাৎ সমাধি আছে। তাহার পর শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী স্থাপিত শ্রীশ্রীরাধারমণকে আমরা সন্দর্শন করি। ইনি প্রথমে একটী শালগ্রামের সেবা করিতেন, পরে তাহাই দিব্য যুগলমূর্ত্তিতে পরিণত হয়। তদনন্তর শ্রীজীব গোস্বামী সংস্থাপিত শ্রীশ্রীরাধা দামোদরকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিলাম। শ্রীজীব, সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র। এই মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে শ্রীরূপ ও জীব গোস্বামীর সমাজ আছে।

কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ, যদুকুল নিধনের পর একমাত্র জীবিত যাদব, মহামহিমান্বিত সর্ব্বলোকত্রাতা শ্রীভগবানের জীবন্তমূর্ত্তি হইতে পরিগৃহীত একটী প্রাচীন মূর্ত্তি হইতে, দ্বারকা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইবার পর, শ্রীবৃন্দাবনধামে আসিয়া তাঁহার প্রপিতামহের মুখারবৃন্দ অনুকরণে শ্রীগোবিন্দজীর মূর্ত্তি, তদীয় বক্ষঃস্থলের অনুকরণে শ্রীমদনমোহন ও শ্রীচরণভঙ্গিমানুকরণে শ্রীগোপীনাথজীর তিনটী দিব্য মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সহস্রাধিক বৌদ্ধবিপ্লবে যৎকালে শ্রীবৃন্দাবন অরণ্যে পরিণত হয় তখন, কোন অজ্ঞাত মহাত্মা কর্ত্তৃক এই তিনটী বিগ্রহ ভূগর্ভে নিহিত হয়। তৎপরে গোস্বামীগণের নবৃন্দাবন আবিষ্কারের সময় ক্রমে ক্রমে এই মূর্ত্তিত্রয় ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়াছিল। শ্রীরূপ যোগপীঠে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মূর্ত্তি মৃত্তিকা হইতে উত্তোলিত করেন ও মধুপণ্ডিত বংশীবটতলায় শ্রীগোপীনাথজীর মূর্ত্তি পাইয়াছিলেন কিন্তু চোবের স্ত্রী কোথা হইতে মদনমোহনের মূর্ত্তি পাইয়াছিলেন তাহা আমরা অবগত হইতে পারিলাম না। আশা করি যদি আমাদিগের পাঠকগণের মধ্যে কেহ শ্রীবৃন্দাবনে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হয় তবে এই রহস্যোদ্ধার করিতে পারিবেন।

তদনন্তর শ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামী স্থাপিত শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমরা দর্শন করিলাম। এই মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে শ্রীশ্যামানন্দের সমাজ আছে।

বজ্রনাভ আর ২টী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করান, তন্মধ্যে সাক্ষীগোপাল যাজপুরে ও মাধবেন্দ্রপুরীর শ্রীগোপাল শ্রীনাথদ্বারে আছেন। আমি সাক্ষীগোপালের মূর্ত্তি দেখিয়াছি। ভগবানের পূর্ণায়ত দেহ একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরে খোদিত। এই প্রস্তরখণ্ড মন্দির প্রাচীরগাত্রে প্রথিত রহিয়াছে। এই মন্দির, ভগবানের বেশভূষাদি ও পূজার আয়োজনাদি অতীব সুন্দর। এই মূর্ত্তিটী যেন সেই অনন্ত

সুন্দরের লাবণ্যে বিনির্ম্মিত। সাক্ষীগোপালের নারিকেলকুঞ্জ অতি মনোহর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নারিকেলবৃক্ষে অসংখ্য নারিকেল ফলিয়া রহিয়াছে। আমরা নারিকেলতলায় বসিয়া ২১০ মূল্যে এক একটী নারিকেল ক্রয় করিয়াছিলাম। সে আজ ৫।৬ বৎসরের কথা। যদুবংশাবতংস বজ্রনাভ দ্বারা পাঁচটী মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা ঐতিহাসিকতত্ত্ব নহে। কেবল লোকমুখে জনশ্রুতি। কিন্তু বিশেষ মনোযোগের সহিত দর্শন করিলে এই ৪টী মূর্ত্তি যাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহা বর্ত্তমান ভাস্করাচার্য্যের খোদিত বলিয়া অনুমিত হয় না, এই কয়েকটী মূর্ত্তিতে যে শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা অন্য বিগ্রহে আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত সমস্ত বিগ্রহের মূর্ত্তি আলোচনা করি নাই।

চৌদিকে সমুন্নত প্রাচীরে সংবেষ্টিত, দুর্গাকারে বিনির্ম্মিত, শেঠজীর মন্দিরে অমিত সৌন্দর্য্যশালী রঙ্গজীনামে শ্রীরাধাগোবিন্দমূর্ত্তি সংস্থাপিত। শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত স্বর্গীয় লক্ষ্মীচাঁদ শেঠের ভ্রাতা রাধাকৃষ্ণ ও গোবিন্দদাস ছয় বৎসরে প্রায় ৪৫ লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে এই অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরমধ্যে দেখিলাম সোণার গরুড়স্তম্ভ যাহা লোকে সোণার তালগাছ বলিয়া থাকে। মর্ম্মর বিনির্ম্মিত একটী উচ্চস্তম্ভ সুবর্ণপাত দিয়া আবৃত। দূর হইতে সূর্য্যকিরণসম্পাতে ইহার লাবণ্য অতিশয় মনোমদ। এই শেঠজীর মন্দিরে সময়ে সময়ে একটী "মেলা" হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা একটী দেখিতে পাইলাম না। ইহার মধ্যে চৈত্রমাসীয় ব্রহ্মোৎসব মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ লালাবাবুর নাম আজিও সহস্রকণ্ঠে বৃন্দাবনে ধ্বনিত হইতেছে। ইঁহার ন্যায় ত্যাগপূর্ণ সন্ন্যাসধর্ম্ম বঙ্গদেশে কেহ পালন করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। ইঁহার নাম কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ, উত্তরপশ্চিমদেশীয়গণ ইঁহাকে লালাবাবু বলিত। ইনি প্রায় পঞ্চবিংশতি লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তিনি এই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রমা জিউ নামক বিগ্রহকে সংস্থাপিত করেন। এই বিগ্রহ যোদ্ধৃবেশে অবস্থিত, তাহাতে তরবারি নাই, বংশীই আছে কিন্তু দেখিলে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীর বলিয়া অনুমিত হয়।

তদনন্তর আমরা ব্রাহ্মচারীর মন্দিরে গোয়ালিয়ারের মহারাজা জিয়াজী সিন্ধিয়া স্থাপিত রাধাগোপাল, হংসগোপাল ও নিত্যগোপাল এই তিন গোপালমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ইহাদিগের লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। মহারাজা তদীয় গুরু গিরীধারীদাস ব্রহ্মচারীর উপদেশানুসারে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মচারীর মন্দির। প্রত্যহ সায়ংকালে আরতীর সময়ে এখানে রাস হইয়া থাকে। তদনন্তর আমরা আর একটী অপূর্ব্ব শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরে বিনির্ম্মিত, নানাবিধ কারুকার্য্য সুশোভিত, বাঁকা বাঁকা স্তম্ভের উপর সাহাজীর কুঞ্জ মধ্যে শ্রীশ্রীরাধারমণজীর দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। লক্ষ্ণৌ নিবাসী কুন্দনলাল প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর বিল্বমঙ্গলকুঞ্জে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের মনোহরমূর্ত্তি অবলোকন করিলাম। ঐতিহাসিক ত্যাগী মহাপুরুষ বিল্বমঙ্গল এইস্থানে

ভজন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পান। ভজনে তাঁহার অপূর্ব্ব শক্তি ছিল। বনের পক্ষিগণও তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইত। এই স্থানে মৃত্তিকার নিম্নে ভগবানের মূর্ত্তি পাওয়া যায়। ব্রজবাসিগণ অনুমান করেন ইনিই শ্রীজয়দেব গোস্বামীর প্রাণপুতলী শ্রীরাধামাধব। যাঁহার গীতগোবিন্দের মধুর ঝংকারে সমগ্র বঙ্গবাসিগণের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তির অমিয়ধারা নিরন্তর বর্ষিত হইতেছে। কথিত আছে জয়দেব সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পদব্রজে বৃন্দাবন আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মাধুকরী ঝুলিতে রাধামাধব বিগ্রহ ছিল। আমরা সর্ব্বশেষে শ্রীহরিদাস স্বামী সংস্থাপিত শ্রীশ্রীবঙ্কবিহারীর মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। সম্বৎসর মধ্যে অক্ষয় তৃতীয়া ব্যতীত ইহার চরণযুগল কেহই দর্শন করিতে পারে না।

৮৪ ক্রোশ বিস্তৃত ব্রজমধ্যে শ্রীভগবানের অসংখ্য লীলাস্থল বর্ত্তমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে উপর্যুক্ত দ্বাদশ মন্দির প্রধান ও প্রাচীন। মোট দেবালয়ের সংখ্যা পঞ্চ সহস্র। আমরা একদিন পঞ্চক্রোশী অর্থাৎ সমস্ত বৃন্দাবন প্রদক্ষিণ করিলাম। যমুনারাণী কলিযুগে মানুষকে হীনবল দেখিয়া পঞ্চক্রোশ মধ্যে প্রায় ক্রোশদ্বয় আত্মসাৎ করিয়াছেন। এইক্ষণ তিন ক্রোশও আমরা পদব্রজে গমন করিতে পারিলাম না। আমরা ৩ টী দোলায় তিন জন ও অন্যান্য সকলে পদব্রজে গমন করিলেন। এইস্থানে নরনারীগণ প্রাচীন সময় হইতেই দোলার হিল্লোল বড় ভালবাসে। বাস্তবিকপক্ষে দোলায় ভ্রমণ অতিশয় আরামপ্রদ। শ্রীভগবানও দোলার হিল্লোলে, ঝুলানে মহোৎসব করিতেন, তখন শ্রীবৃন্দাবনে যে আনন্দের উৎস প্রবাহিত হইত তাহা মনে করিয়া এই সুদূর সময়ে আমরা আনন্দে বিহ্বল হই। পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকায় সময় কেশীঘাট হইতে পরিভ্রমণ আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যাকালে ঐস্থানে আসিলাম। এই পরিভ্রমণে যাহা দেখিলাম তাহা জীবনে ভুলিব না। কেশীঘাট যমুনার পশ্চিমতীরে। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ কংশপ্রেরিত কেশীনামক দৈত্যকে বধ করেন। বংশীবট—যে বটবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদন করিতেন ও যাহা শ্রবণে উন্মাদিনী যমুনা উজান বহিত, যাহাতে আকৃষ্টা গোপিকাগণ কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া যমুনাপুলীনে সমবেত হইতেন। যাহার মধুময় ধ্বনি আজিও ভক্তগণের কাণে অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে। অহো! তাহা আমার সুদীনা লেখনী কি প্রকারে বর্ণনা করিবে। ইহার অমিয়ত্ব শ্রবণ না করিলে অনুভূত হইবে না। সূর্য্যকে পশ্চাদ রাখিয়া জলবিন্দু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলেই যেমন ইন্দ্রচাপ (রামধনু) নয়নে প্রতিবিম্বিত হয়, অথচ তৎকালে আকাশের কোনস্থানে ইন্দ্রধনু লক্ষিত হয় না তদ্রূপ ক্রিয়াবিশেষের অনুষ্ঠান মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও বাঁশরীস্বর নয়ন ও কর্ণ পরিপূর্ণ করে। তখন সংসারের রোগ-শোক কোথায় চলিয়া যায়। শান্তি প্রতিষ্ঠিত মানবাত্মা ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত অপূর্ব্ব আনন্দানুভব করে। "সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তসুখমশ্নুতে।"

গীতা ৬ষ ২৮

প্রতিভার পাঠকগণ! অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিরূপ সুখ যদি আপনাদিগের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, আর কেই বা সুখ না চায়, তবে ব্রহ্মের সংস্পর্শ লাভ করুন। এই সংস্পর্শ লাভের

প্রধান ও প্রাথমিক উপায় উপনয়ন অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত ধারণ, ফলতঃ—

"সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রনাম পরং পদম্"

অর্থাৎ—পরমপদ ব্রহ্মকে সূচনা করে বলিয়া এই যজ্ঞোপবীতের নাম সূত্র। যমুনাপুলীন—এই পবিত্র স্থানে শ্রীভগবান্ মহারাসের মহোৎসব করিতেন। এইক্ষণে যমুনা হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে একটী ক্ষুদ্র বালুকাময়প্রান্তরবিশেষ।

অক্রূরঘাট—এইক্ষণ যমুনা হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধান। যখন ব্রজের নরনারীগণকে কাঁদাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দের বহুমূল্য উপঢৌকন লইয়া কংশের ধনুর্যজ্ঞে অক্রূরের রথে বৃন্দাবন ত্যাগ করেন, তখন পথিমধ্যে মধ্যাহ্নকালে এইস্থানে রথ রাখিয়া অক্রূর যমুনায় স্নান করিবার সময় জলমধ্যে উভয় ভ্রাতাকে দেখিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কংশবধার্থে অক্রূরকে স্বকীয় যোগৈশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন।

ভোজনস্থলী বা ভাংরোড—এইস্থানে গোচারণে ক্লান্ত শ্রীভগবান্ ও গোপ রাখালগণকে মুনিপত্নীগণ চতুর্ব্বিধ অন্ন দ্বারা ভোজন করাইয়াছিলেন।

দাবানলকুণ্ড—এইস্থানে শ্রীভগবান্ প্রজ্জ্বলিত দাবানল পান করিয়া ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার সোপানগুলি ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। এই ঘাটটীর সংস্কার কি কেহ করিবেন না। ইহার জল পরিষ্কার ও মধুর।

কালীদহ—এই বিষপূর্ণ হ্রদে শ্রীকৃষ্ণ কদম্বশাখা হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া কালীয় নাগকে দমিত ও তাহার বিস্তারিত ফণার উপর নৃত্য করিয়াছিলেন। কদম্বগাছটী প্রকাণ্ড ও একটী বৃহৎ শাখা নিম্নভাগে প্রসারিত হইয়াছে। কিন্তু তত প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল না। ইহা কেলীকদম্ব আমাদিগের দেশীয় কদম্ববৃক্ষের ন্যায় নিম্ন পত্রগুলি ছোট ছোট। এইস্থান হইতে যমুনা এইক্ষণ বহুদূরে প্রবাহিতা কিন্তু বর্ষাকালে এই সমস্ত ঘাটে যমুনা উপস্থিত হন, এবং কুলকুল ধ্বনিতে ভগবানের স্মৃতির উদ্দীপনা করেন। এইস্থানে নন্দ ও যশোমতীর ২টী প্রতিমূর্ত্তি আছে।

শৃঙ্গার বট—এইস্থানে যে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল তাহার মূলকাণ্ডের কতকাংশ অদ্যাপি দেখা যায়। এই কাণ্ড হইতে একটী তরুণ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। এই স্থানে রাধারাণী প্রমুখ গোপবালাগণ রাসোপযোগী বেশভূষা, কবরীবন্ধন, বনকুসুমাদি গ্রহন করিতেন।

ব্রহ্মকুণ্ড—এইস্থানে ব্রহ্মা শ্রীভগবানের স্তব করেন তাঁহার অশ্রুনীরে এই পবিত্র কুণ্ড হইয়াছে।

নিধুবন—এই বনটীর চৌদিকে প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। ইহার মধ্যে যে বংশ আছে তাহা দ্বারা ভগবানের বাঁশরী অথবা যষ্টি নির্ম্মিত হইত। ইহার মধ্যে ললিতা ও বিশাখা ২টী পাকা কুণ্ড আছে। তাহার জল পানীয় নহে আমরা স্পর্শ করিলাম। অনেকগুলি অপরিচিত বৃক্ষ সমাকীর্ণ এই বনটী অতি রমনীয়।

নিকুঞ্জবন—ইহার দ্বারদেশে শাখামৃগদিগকে ভোজন করাইতে হয়। বানরগুলি অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট। ইহার মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ শ্যাম তমাল আছে। ইহার কাণ্ডে কয়েকটী শাখা আছে ও ভগবান্ যে মাখন মুছিয়াছিলেন

তাহার মসৃণ চিহ্ন কয়েকটী বর্ত্তমান আছে। কিন্তু আমাদিগের নিকট বৃক্ষটী আধুনিক বলিয়া প্রতীয়মান হইল। পরিভ্রমণকালে যমুনার তীরে কতকগুলি শান্তিপ্রদ আশ্রমপদ ও তাহাতে সন্ন্যাসীগণ বাস করিতেছেন দেখিলাম। এই আশ্রমগুলি কুল ও পেয়ারা বৃক্ষে সমাকীর্ণ, দেখিলাম সমস্ত বৃক্ষগুলি রসাল বড় বড় ফলভরে অবনত। এই ফল সকল ভারে ভারে মথুরা ও বৃন্দাবনে বিক্রয়ার্থে গৃহীত হয়। আমরা ৵১০ দুই পয়সা দিয়া এক ঝাকা কুল কিনিলাম। বানরের উৎপাত এখানে কম। আশ্রমগুলি অতিশয় পরিষ্কার ও দেবদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত। এখানে দীর্ঘকাল সস্ত্রীক বাস করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল।

এই প্রকারে পঞ্চক্রোশী পরিভ্রমণ সমাধা করিয়া বিগত ১২ই মাঘ বৃহস্পতিবার আমরা গোবর্দ্ধনে গমন করিলাম। বৃন্দাবন হইতে গোবর্দ্ধন প্রায় ১০ দশ ক্রোশ ব্যবধান। আমরা অশ্বযানে প্রাতঃকালে তথায় গমন করিয়া সন্ধ্যার সময় বৃন্দাবনে ফিরিলাম। গিরিগোবর্দ্ধন একটী দর্শনীয় পদার্থ। ইহা শ্রীভগবানের দেহ বলিয়া কথিত আছে, যাত্রিগণ ইহার শিখরদেশে আরোহণ করে না, পাদদেশ হইতে ইহার তুলনাপম সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায় না। ইহা প্রায় ৫ পাঁচ ক্রোশ দীর্ঘে ২।৩০০ দুই তিন শত হাত প্রস্থে ও ৫০।৬০ হাত উর্দ্ধে। ইহাতে ভূগর্ভ হইতে সমুৎপন্ন বৃহৎ বৃহৎ উপলখণ্ড স্তরে স্তরে সুসজ্জিত দেখিলাম। আমি জীবনে অনেক খণ্ড ও মালা পর্ব্বত দেখিয়াছি, কিন্তু এই প্রকার সুন্দর, সুগঠিত বিচিত্র পর্ব্বত কুত্রাপি দেখি নাই। পর্ব্বত বলিলে প্রকৃতিরাণীর বন্যদৃশ্য (wild Scenes of Nature) আমাদিগের মনে পড়ে কিন্তু গিরিগোবর্দ্ধন যেন শিল্পীর হস্ত দ্বারা নির্ম্মিত। উপলখণ্ড মধ্যে গোজাতির তৃপ্তিকর কোমল তৃণরাজি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষলতা বিরাজিত। এই সকল স্থানে শ্রীভগবান্ গোচারণ করিতেন। কুপিত জীমূতবৃন্দ, যখন ইন্দ্রাদেশে ব্রজমণ্ডলে অবিশ্রান্ত বর্ষণ করে তখন শ্রীভগবান্ গিরিগোবর্দ্ধনকে উত্তোলন করিয়া বামহস্তে সপ্ত দিবারাত্রি ধারণ করিয়াছিলেন, গিরির তলদেশে ব্রজবাসিগণ গোধন সহিত নিরাপদে বাস করিয়াছিলেন। শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড মধ্যস্থলে একটী শ্যামতমাল রমণীয় দৃশ্য। অনবরত জল মধ্যে দুগ্ধ পুষ্পাদি নিক্ষেপ করায় রাধাকুণ্ডের জল হরিদ্রাভ সিদ্ধির গোলার ন্যায় হইয়াছে কিন্তু শ্যামকুণ্ডের জল অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল। উভয় কুণ্ডই প্রাচীন বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষরাজি সমাকীর্ণ। কথিত আছে বৃক্ষশাখাদি ভগ্ন দেখিয়া একদিন শ্রীকৃষ্ণ, কুসুমচয়নে নিরতা শ্রীমতী ও সখিগণকে "তোমরাই আমার উপবনের বৃক্ষাদি ভগ্ন করিয়াছ" বলিয়া রাধিকাকে ধৃত করিতে অগ্রসর হইলে, শ্রীরাধা বলিলেন "কৃষ্ণ! তুমি বৃষভাসুর বধ করিয়া গোহত্যার পাপগ্রস্ত হইয়াছ আমাদিগকে স্পর্শ করিও না" শ্রীকৃষ্ণ লজ্জিত হইয়া বলিলেন "রাধে! কি উপায়ে আমি নিষ্পাপ হই" রাধিকা উত্তর করিলেন "তুমি ভারতের সর্ব্বতীর্থে স্নান করিলে বিগতপাপ হইবে।" তখন শ্রীভগবান্ তদীয় বেণুকুণ্ড দ্বারা ভূপৃষ্ঠ আঘাত করিলে, সেইস্থানে একটী দিব্য সরোবর হইল, এবং সর্ব্বতীর্থমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সরমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন ভূতপাবন ভগবা

তাহাতে অবগাহন করিয়া বিগত কল্মষ হইলেন। শ্রীরাধিকা তদ্দৃষ্টে তদীয় হস্তস্থিত সুবর্ণকঙ্কন দ্বারা ভূপৃষ্ঠে আঘাত করিলে, শ্যামকুণ্ডের নিকট আর একটী দিব্য কুণ্ড হইল, কিন্তু জল না হওয়াতে শ্রীমতী লজ্জায় মুকুলীতাক্ষী হইলেন, শ্রীভগবান্ কহিলেন "শ্রীরাধে! আক্ষেপ করিও না আমার কুণ্ড হইতে জলরাশি তোমার কুণ্ডে প্রবেশ করিবে, আমার শক্তিতেই তুমি শক্তিশালিনী তোমার পৃথক্ শক্তি কোথায়।" তখন তীর্থগণ রাধাকুণ্ডে প্রবেশ করিল। রাধাকুণ্ডের নিকট কায়স্থবংশাবতংস রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুরের একটী প্রাসাদ আছে। বৃন্দাবন অবস্থানকালে আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ কায়স্থবন্ধু শ্রীযুক্ত মহিমাচন্দ্র জোয়ারদার মহাশয় নানাপ্রকারে আমাকে সাহায্য করিয়া অচ্ছেদ্য ঋণজালে আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি নিরাময়দেহে দীর্ঘজীবন লাভ করুন এই আমাদিগের ঐকান্তিকী প্রার্থনা। ১০ই মাঘ শনিবার বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া রাত্রি ১০টার সময় আগ্রায় আসিলাম। পরদিন রবিবারে জগদ্বিখ্যাত তাজমহাল, আকবরের মন্ত্রীবর এতমাদ্দৌলার কবর, ও জুমা মস্‌জিদ দর্শন করিলাম। যেমন বৃন্দাবন হিন্দু কীর্ত্তির প্রধান স্থান তদ্রূপ আগ্রায় ইসলমান কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। জাহাঙ্গীর বাদসা তাঁহার নিজের ও প্রণয়িনীর যে সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার সমকক্ষ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নৈপুণ্য ও কৌশল পৃথিবীতে আর কোনও সমাধিমন্দিরে বিকাশ হইয়াছে কিনা আমরা জানি না। এই অপূর্ব্ব সমাধিস্থান আপাদমস্তক শ্রেষ্ঠ মসৃণ শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত। যমুনা ইহার পাদদেশবিধৌত করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহমানা। যে চারিটী শ্বেতস্তম্ভ চারিটী গম্বুজ মস্তকে ধারণ করিয়া আকাশস্পর্শ করিতে স্পর্দ্ধা করিতেছে, তাহা বিচিত্র কারুকার্য্যময়। কলিকাতার মনুমেণ্টের ন্যায় এই স্তম্ভের মধ্যে ঊর্দ্ধে উঠিবার সোপানাবলী আছে, আমরা কিঞ্চিদূর্দ্ধে উঠিয়া গভীর অন্ধকারে আর উঠিতে পারিলাম না। দ্বিতলে প্রকৃত সমাধিদ্বয়ের অনুকরণে ২টী সমাধি নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু নিম্নতলে মধ্য প্রকোষ্ঠে (Central Hall) সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞীর প্রকৃত সমাধি আছে। দিবসেও আলো জ্বালিয়া দেখিতে হয়। এই সমাধিদ্বয় অতি মূল্যবান বিচিত্র মসৃণ প্রস্তরে নির্ম্মিত; সম্রাটের ক্রোড়দেশেই সেই অসামান্যা ললনা মোমতাজমহালের সমাধি রহিয়াছে। সেই নির্জ্জন মনোহর উত্থান মধ্যে স্বামী স্ত্রী যেন চির শান্তিসুখ অনুভব করিতেছেন। সমাধিদ্বয়ের উপরে অনেক পারসী অক্ষর খোদিত কবিতা রহিয়াছে। একপ্রান্তে সাম্রাজ্ঞীর কবরপার্শ্বে লিখিত আছে "বানুবিবি ওরফে মোমতাজমহাল বেগম" এই অসামান্যা বিদুষীর প্রকৃত নাম বানুবিবি ছিল। মন্দিরাভ্যন্তরে কোনও প্রকার শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহা ঊর্দ্ধদেশে গম্ভীরঘোষে প্রায় ৫ মিনিটকাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রতিধ্বনিত হয়। এই প্রকার দীর্ঘকালস্থায়ী সুগম্ভীর প্রতিধ্বনি আর কোনও দেবমন্দিরে আমি শুনি নাই। শব্দব্রহ্ম যেন মহাকাশে বিলীন হইবার পথ না পাইয়া গম্ভীরস্বরে মর্ম্মবেদনা বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। প্রবেশদ্বারে উভয় পার্শ্বে প্রাচীরগাত্রে নানাবিধ বৃক্ষবল্লরী পুষ্পাদি খোদিত রহিয়াছে। শিরোপরি খিলানে নানাবিধ বহুমূল্য স্বর্ণ-মণিরত্নাদি ছিল, লোকে তাহা অপহরণ করিয়াছে। তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। আমরা প্রথমতঃ এতমাদ্দৌলার কবর দর্শন করিয়া তাজমহালে প্রবেশ করি। এতমাদ্দৌলা মন্ত্রী ও তাঁহার আত্মীয়স্বজনের সমাধি আছে কিন্তু তাজমহালে কেবল সম্রাট্ ও তাঁহার সহধর্ম্মিনীর সমাধি আর কাহারও নাই। তাজমহালের চতুর্দ্দিকে একটী মনোরম পুষ্পোদ্যান, সম্মুখে নানাজাতীয় মৎস্যপূর্ণ ক্ষুদ্র সরোবর, ও ২।৩টী উৎস আছে। জুমা মস্‌জিদ একটী সুবিস্তীর্ণ উপাসনা মন্দির। এখানে মুসলমানগণ সমবেত হইয়া নেমাজ করেন। আমরা আগ্রা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে আজ্ঞাপত্র পাইলাম না, ২।৩ দিন অপেক্ষা করিলে দেখিতে পাইতাম। এইক্ষণ উহা ইংরেজ সৈন্যসামন্তের আবাসস্থলে পরিণত হইয়াছে। বিগত ১৫ই মাঘ রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় আগ্রা হইতে রওনা হইয়া পরদিন মধ্যাহ্নকালে হিন্দুধর্ম্মের দুর্গ বারানসীধামে উপস্থিত হইলাম। মানমন্দিরের নিকট একজন পাণ্ডার গৃহে আমরা ৬ দিন বাস করিয়াছিলাম।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকস্য।

ভক্তজীবনের প্রভাব।

ভগবদ্‌কৃপায় মানবহৃদয়ে, যখন ভক্তির প্রস্রবণ উছলিয়া উঠে—ভক্তির প্রবাহ হৃদয় প্লাবিত করিয়া যখন ভগবান্ অভিমুখে অবাধগতিতে প্রধাবিত হয়—তখন মানব জীবন এক অপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয় সৌষ্ঠব ও শক্তিলাভ করেন। ভক্তি-মাধুর্য্যে হৃদয় মধুময় হইয়া যায়—জীবানুকম্পায় চিত্ত পরিপূর্ণ হয়—ক্ষমা ও ধৈর্য্য চির সহচররূপে অবস্থান করে—অভিমান বিষধরের খোলশের ন্যায় খসিয়া পড়ে—বিষয়াসক্তি পর্য্যুষিত পুষ্পের মত ঝরিয়া দূরে সরিয়া যায়—মন দুর্ব্বলতা শূন্য ও তেজস্বিতায় পূর্ণ হয়—বিনয় ছায়ার ন্যায় জীবনব্যাপী হইয়া থাকে। বিশ্বাসে হৃদয় পাহাড়ের সমান অটল হয়। পাপতাপের অনল ভক্তির শীতলতায় সমীপস্থ হইতে না হইতেই নিবিয়া যায়। দাম্ভিকের দম্ভ, কলুষিত চিত্তের কলুষ, ঐশ্বর্য্যের উষ্ণতা, পাষণ্ডের নাস্তিকত্ব, ভক্তের হৃদয় সংস্পর্শে নিমিষে তিরোহিত হয়। ভক্তির আতিশয্যে মানবজীবন, দেবজীবনে পরিণত হইয়া সর্ব্ববিষয়েই সংসারে অসাধারণত্ব প্রদর্শন করে। ইহা কল্পনাও নয়—ইহা গল্পও নয়—ইহা খাঁটী সত্য। ভক্তজীবন পর্য্যালোচনা করিলে প্রত্যেকেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন। পৌরাণিকযুগের ভক্ত প্রহ্লাদের জীবন, ভক্তজীবনের চরমাদর্শ। তাঁহার ন্যায় ভক্ত কে? তাঁহার সমান ভক্তিই বা কাহার? ভক্তিতে তিনি নিয়ত ডুবিয়া থাকিতেন। ভক্তির আমানুষীশক্তিতে তিনি পার্থিবশক্তির অজেয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভক্তির প্লাবনে তাঁহার হৃদয় মার্জ্জিত হইয়া ভগবানের মন্দিররূপে পরিণত হইয়াছিল। তাই দেখিতে পাই, প্রহ্লাদ অকাতরে নিঃশঙ্কে অসুরের আসুরিক অত্যাচার সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন—দুষ্ট-

চিত্তের সব দুষ্টা চেষ্টা তাঁহার উপর ক্রিয়া করিতে অসমর্থ হইয়াছিল—পরিশেষে প্রবল অসাধুতার হৃদয়োপরি জয়লাভ করিয়া ভক্তজীবনের প্রভাব পরিচয় দিয়া বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ভক্ত চির পরার্থপর, শত্রুর প্রতিও দয়াশীল। ধর্ম্মদ্বেষী পাপাসুর হিরণ্যকশিপুর আত্মার মুক্তির জন্য প্রহ্লাদ ভগবানের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা করিয়াছিলেন—পাপীর জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল—পাপাত্মার অনুষ্ঠিত মারাত্মক কার্য্যাবলী তাঁহার অনুভূতিরই যোগ্য হয় নাই। তিনি ধর্ম্মদ্বেষী আততায়ীর মুক্তিবিধান করিয়া আত্মপ্রসাদলাভ করিয়াছিলেন। ভক্তমাত্রেই নিস্পৃহ—প্রহ্লাদও অতুলন নিস্পৃহ ছিলেন। তিনি শত্রুর মুক্তির জন্য ব্যাগ্র হইয়াছিলেন; কিন্তু নিজের জন্য কোন কামনাই তাহার মানসে উদয় হয় নাই। যখন ভগবানের বিশেষ অনুরোধে প্রহ্লাদ বর লইতে বাধ্য হইলেন—তখন কি বর তিনি চাহিলেন? 'ভগবন্! যদি আমাকে বর দিতেই হয় তবে এই বর দাও, যেন জন্মে জন্মে তোমার পদে রতি সতি থাকে।" ইহাপেক্ষা নিষ্কামতার পরিচয় আর কি হইতে পারে? প্রহ্লাদের জীবন কি ভক্তজীবনের প্রভাবের অত্যুত্তম দৃষ্টান্ত নয়? ভক্ত ধ্রুব যখন ভক্তির বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিলেন; জগন্ময় ভগবন্মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতেছিলেন না; তখন হিংস্র পশুও তাঁহার হিংসায় বিরত ছিল—পশুশক্তি বশ্য হইয়াছিল। রাজ্যলাভের কামনা লইয়া তিনি ভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে ভক্তিতে ভাণ্ডার পূর্ণ হওয়ায় রাজসম্পদ তাঁহার সন্নিধানে তুচ্ছজ্ঞান হইয়াছিল। যে বিমাতার ষড়যন্ত্রে পিতার দৌর্ব্বল্যে ধ্রুব রাজপুত্র হইয়াও নিরাশ্রয় হইয়াছিলেন—পথের ফাঙাল সাজিয়াছিলেন; ভক্তজীবনলাভে তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন বিদ্বেষভাবই তাঁহার হৃদয়ে ছিল না। ভক্ত বিষের বিনিময়ে বিষ দিতে জানেন না—বিষের পরিবর্ত্তে সুধাদানেই তিনি অভ্যস্ত। শুকদেব আজন্ম ভক্ত। নিষ্কাম পুরুষ। ভক্তির প্রাবাল্যে তাহার হৃদয়ে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোন রিপুর প্রভাবের অস্তিত্বমাত্রও ছিল না। উলঙ্গ পুরুষ শুকদেবকে দেখিয়া যুবতীগণও কখন লজ্জিতা বা কামপীড়িতা হন নাই। কেহ কখন তাঁহাকে কোন রিপুর অধীন হইয়া কার্য্য করিতে দেখে নাই। শুকদেব ভক্তির গুণে সর্ব্বজনপ্রিয় ও সর্ব্বরিপুজয়ী হইয়াছিলেন। প্রবলাভক্তির সম্মুখে কোন রিপুই মস্তকোত্তলন করিতে সাহস করে না। তাই শুকদেবের দেহমনও কলুষকালিমা অলিপ্ত থাকিয়া ভক্তজীবনের উচ্চাদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছে। পুরাণাদিতে প্রহ্লাদ, ধ্রুব, শুকদেবের ন্যায় বহু ভক্ত ও তাঁহাদের ভক্তির কাহিনী বর্ণিত আছে; পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভক্তের চরণে মস্তক নত হইয়া পড়ে। পুরাণযুগ বহুদিনাতীত আমরা জানি, পুরাণোল্লিখিত ভক্তজীবনের কথা ভক্তির উচ্চাদর্শ প্রদর্শনের জন্য কল্পিত বলিয়া কেহ কেহ অবিশ্বাসের ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চাহিতে পারেন তজ্জন্য আমরা আর পুরাণবর্ণিত ভক্তচরিত্রের উল্লেখ না করিয়া অনতিদূরবর্ত্তী কালের কতিপয় ভক্তজীবনের বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া তাঁহাদের সংশয়াকুল চিত্তের সংশয় অপগত করিবার চেষ্টা করিব। ভক্তজীবন

সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে একরূপ উপাদানে গঠিত। ভক্তির কার্য্য সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশেই অভিন্ন। তাই কি পুরাণযুগের কি বর্ত্তমানযুগের— কি বঙ্গদেশের কি অন্যত্রের ভক্ত মাত্রেই একরূপ মৎস্যবিশিষ্ট একরূপ অমানুষীশক্তিসম্পন্ন দেখিতে পাই। বঙ্গদেশের গৌরব গৌরাঙ্গদেবের ভক্তির প্রভাব অনেকেই জানেন। তিনি কিরূপ বিনীত ছিলেন—কিরূপ ত্যাগী ছিলেন—ভগবদ্ভক্তিতে কিরূপ মাতোয়ারা ছিলেন—তাঁহার মধুময় হৃদয়াকর্ষণে কত পাষণ্ড কত ঐশ্বর্য্যাভিমানী তাঁহার পদাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল—কত পাণ্ডিত্যাভিমানীর অভিমান চূর্ণ হইয়া হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছিল— কত জাতি ও বংশগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গৌরাঙ্গচরণে আপতিত হইয়াছিল—তাঁহার হৃদয়ের উচ্চতা ও পবিত্রতা প্রভাবে তৎকালে বঙ্গে কিরূপ একটা নবীনতর পবিত্রতার প্রবলস্রোত বহিয়া গিয়াছিল; তাহা বঙ্গবাসী কে না জানেন? তাঁহার প্রচারবন্ধু ও প্রিয়তম ভক্ত নিত্যানন্দ গোঁসাইর কথাও কাহারও অজ্ঞাত নহে। নিত্যানন্দ হৃদয়ে যে ভক্তিসুধা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; আর সেই অমৃতের গুণে ক্ষমা ও জীবানুকম্পায় যেরূপ ভূষিত হইয়া প্রচারক্ষেত্রে লোকহৃদয় জয়করতঃ ভক্তজীবনের মহিমা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে মুখে মুখে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। নিত্যানন্দ ভক্ত, তাঁহার মান নাই, অভিমান নাই, জাতিবিচার নাই—পাপী বলিয়া ঘৃণা নাই—ধনী বলিয়া ভয় নাই জ্ঞানী বলিয়া সম্মান নাই, দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা নাই—হৃদয় সকলের জন্য সমভাবে ভক্তিপথের পথ প্রদর্শনেআকুল। মহাত্মা যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন—"পাপকে ঘৃণা করিও, পাপীকে ঘৃণা করিও না।" চৈতন্য-মার্গানুসারী নিত্যানন্দ নিজের জীবনে তাহা প্রদর্শনপূর্ব্বক ভক্তের আসন উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। জগাই মাধাইকে কে না ঘৃণা করিত—কে তাহাদিগকে ভালবাসিত—পাপীও পাষণ্ডের প্রতি অনুগ্রহ করিতে কে চাহিত—নিত্যানন্দ হৃদয়ের উচ্চতায় প্রণোদিত হইয়া পাপীর মুক্তির জন্য হস্তপ্রসারণ করিলেন—পাপীকে ঘৃণা না করিয়া উপেক্ষা না করিয়া করুণাময় বক্ষে টানিয়া লইলেন—পাপী ধন্য হইয়া গেল—ভক্ত হইয়া গেল। ভক্তের ভক্তির প্রভাব দর্শনে বঙ্গদেশ স্তম্ভিত হইল। মহারাষ্ট্রীয় ভক্ত সাধু তুকারামের জীবন কি সুন্দর! কত উচ্চ—কত প্রভাবান্বিত। তুকারাম যখন ভক্তজীবনলাভ করিলেন এবং ভক্তজীবনের আনুষঙ্গিক প্রভাব প্রতিপত্তি যখন সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, তখন উচ্চশ্রেণীর কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠেন। তন্মধ্যে 'মম্বাজী বাবা গোঁসাই' নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক তিনি সর্ব্বপ্রথম অত্যাচারিত হন। দেহুগ্রামে মম্বাজীর এক মঠ ছিল—তুকারামও দেহুতে বিঠোবাদেবের (শ্রীকৃষ্ণ) উপাসনা করিতেন। তুকারামের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে সকলে তাহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিত—কিন্তু তুকারামের হৃদয়ের গুণে মম্বাজীর পরিবর্ত্তে শ্রদ্ধা ভক্তি তুকারামের প্রতিই সমধিক অর্পিত হইতেছিল। ইহাতেই তুকারাম মম্বাজীর বিষনয়নে পাতিত হন। মম্বাজী তুকারামকে অপদস্থ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন—একদা সে সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল।—তুকারামের বিঠোবা-

দেবের দর্শনার্থ কোন এক একাদশীর দিবস সায়ংকালে দেহুতে বহুলোকের সমাগম হয়। মম্বাজী স্বীয় উদ্যান কণ্টক দ্বারা বেষ্টন করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যানের কণ্টক বেষ্টনে দেবদর্শনার্থীগণের প্রদক্ষিণস্থান পর্য্যন্ত অধিকৃত হইয়াছিল। অন্ধকারে নবাগত দর্শনার্থীগণের পদে কণ্টক বিদ্ধ হইবার আশঙ্কায় তুকারাম স্বহস্তে সেগুলি উৎপাটিত করতঃ স্থান পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। মম্বাজী পূর্ব্বাবধিই সুযোগ খুঁজিতেছিলেন; এখনে তুকারাম কর্ত্তৃক তাঁহার উদ্যানের কণ্টক উৎপাটিত ও ভগ্ন হওয়ায় একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। তিনি তিরস্কার করিতে করিতে তুকারামের নিকটবর্ত্তী হইয়া কণ্টক-যষ্টি দ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার আরম্ভ করিলেন—১০। ১৫টী কণ্টক-যষ্টি তুকারামের পৃষ্ঠে ভগ্ন হইলে মম্বাজী ক্লান্ত হইয়া প্রহারে ক্ষান্ত হইলেন। অক্লেশে নীরবে তুকারাম বিঠোবার নাম জপ করিতে করিতে তাহা সহ্য করিলেন। বিঠোবার মন্দিরে আসিয়া প্রভুর নিকট সমস্ত নিবেদন করিলেন, তাঁহার দুর্গতি দর্শনে সকলেরই নেত্র অশ্রুপূরিত হইল। কঠোর নিগ্রহ ও সংযম দ্বারা তিনি যে শরীর মন বশীভূত করিয়াছিলেন; এতদিনে বোধ হয় তাহা সার্থক হইল। তুকারাম সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তুকারাম মম্বাজীকৃত প্রহারজনিত বেদনা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে সংকীর্ত্তন ও একাদশীর নিমিত্ত হরিজাগরণের আয়োজন করেন। তুকারামের সংকীর্ত্তন শ্রবণার্থ সকলেই যথারীতি আগমন করিলেন। মনে মনে অসন্তুষ্ট থাকিলেও মম্বাজী তুকারামের সংকীর্ত্তনে যথানিয়মে যোগদান করিতেন। কিন্তু চক্ষুঃলজ্জাবশতঃ সেদিন তিনি সংকীর্ত্তনে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তুকারাম কিছুক্ষণ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। মম্বাজী আসিলেন না; বলিয়া পাঠাইলেন—"অদ্য আমার শরীর অসুস্থ, সর্ব্বাঙ্গ বেদনা করিতেছে, সংকীর্ত্তনে যাইতে পারিব না।" ইহা শ্রবণে তুকারাম স্বয়ং মম্বাজীর মঠে গমন করতঃ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন—"স্বহস্তে বহুক্ষণ যষ্টিপ্রহার করায় প্রভুর শ্রান্তি জন্মিয়াছে। আমি যদি আপনার উদ্যানের কণ্টক বেষ্টন উৎপাটন না করিতাম, তবে আপনার রোষোৎপত্তি হইত না। সুতরাং আমিই সমস্ত অনর্থের মূল। প্রভু নিজগুণে আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া সংকীর্ত্তনস্থলে আগমন করুন।" অতঃপর তুকারাম মম্বাজীর বেদনা শান্তির জন্য তাহার গাত্রমর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তুকারামের আচরণে মম্বাজী অতিশয় লজ্জিত হইয়া সংকীর্ত্তনস্থলে উপনীত হইলেন। সেইদিন হইতে মম্বাজী তুকারামে অনুরক্ত হইলেন। ক্রোধাভিমান ভক্তিমাখা বিনয়ের দ্বারা বিজিত হইল। দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ তীর্থ পণ্ঢরপুরে একবার বিঠোবার যাত্রা উপলক্ষে বহু সাধুসমাগম হয়। তখন তুকারামের সহিত শিবাজীর গুরু পণ্ডিত রামদাস স্বামীর সাক্ষাৎ হয়। রামদাস স্বামী উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ, অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও শিবাজীগুরু বলিয়া মনে মনে ধর্ম্মাভিমানী ছিলেন। তিনি রামচন্দ্রের মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য মূর্ত্তির নিকট মস্তক অবনত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। তুকারামের সহিত সাক্ষাতের পর তাহার আত্মাভিমান ও ধর্ম্মের গোঁড়ামি

বিনষ্ট হইয়া যায়। তিনি পণ্ঢরপুর হইতে প্রত্যাগমনের সময় বলিলেন—'সকল স্থানই দেবসত্তায় পূর্ণ, তবে কোন্ তীর্থে গমন করিব?' তুকারামের হৃদয় প্রভাবই যে এই পরিবর্ত্তনের হেতু তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ইহার পর কোন একসময় উত্থান একাদশীর উৎসব উপলক্ষে ঐ প্রদেশীয় সমস্ত সাধুসম্মিলন হইলে, তথায় শিবাজীও আগমন করেন। উৎসবান্তে সাধুসন্ন্যাসীদের অর্চ্চনায় তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। তুকারামের সেবার জন্য তিনি স্বর্ণমুদ্রা ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করেন। তিনি তুকারামকে ৪ খানি গ্রাম দান করিতেও সঙ্কল্প করেন। কিন্তু তুকারাম হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়ায় শিবাজীর মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। তুকারামের নিস্পৃহতার প্রমাণ ইহা হইতে আর কি হইতে পারে? তৎকালে গর্ব্বিতস্বভাব ধর্ম্মাভিমানী দেশমান্য ব্রাহ্মণজাতীয় রামেশ্বর ভট্ট প্রথমতঃ তুকারামের অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিলেন; পরে মম্বাজীর মত তুকারামের গুণে মোহিত হইয়া বিশেষ বাধ্য হন, এবং শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শূদ্রজাতীয় ভক্ত তুকারামের মহিমা অধিকতর প্রকটিত করেন। জনৈক কাংস্যকার তুকারামের শিষ্য ছিলেন। কাংস্যকারপত্নী মনে মনে স্থির করেন তুকারামই কুমন্ত্রণা দ্বারা ভুলাইয়া তাহার স্বামীকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়াছেন। কাংস্যকারপত্নীর তুকারামের প্রতি অতিশয় ক্রোধবশতঃ তাহাকে শাস্তি দিতে প্রবৃত্তি হয়। একদা কাংস্যকারপত্নী তুকারামকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণপূর্ব্বক তাহার সর্ব্বাঙ্গে অত্যুষ্ণ জল নিক্ষেপ করিলেন। তুকারাম যন্ত্রণায় অস্থির হইলেও কাংস্যকারপত্নীকে কোন কথা বলেন নাই। বিঠোবার চরণবন্দনায় প্রবৃত্ত হন; ক্রমশঃ যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। এরূপ করিয়াও কাংস্যকারপত্নী নিরস্ত হয় নাই—সে সুযোগক্রমে বিষমিশ্রিত অন্নও তুকারামকে প্রদান করিয়াছিল। তুকারাম ভগবান্ কৃপায় মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। তুকারাম সর্ব্বভূতে কিরূপ কৃপাবান্ ছিলেন, তাহা একটী ঘটনাতেই পরিস্ফুট হইবে। তুকারাম ইন্দ্রায়ণীতীরে যেখানে বসিয়া ধর্ম্মচিন্তায় সময় অতিবাহিত করিতেন, তাহার নিকট একজন কৃষকের একখানা শস্যক্ষেত্র ছিল। কৃষক তুকারামকে বলিল—"তুমিত সর্ব্বদাই এখানে থাক, আমার শস্যরক্ষার ভার তুমি গ্রহণ কর—ইহাতে আমারও কিছু উপকার হবে আর তোমার পরিবারবর্গকে আমি কিছু শস্য সাহায্য করিয়া উপকৃত করিব।" তুকারাম কৃষকের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। কৃষক তখন তাঁহাকে একটী উচ্চমঞ্চের উপর বসাইয়া ও পক্ষিদিগকে ভীতিপ্রদর্শন জন্য হস্তে একখানা যষ্টি প্রদান করিয়া স্থানান্তরে গমন করিল। তুকারাম রাত্রিদিন তথায় বসিয়া ঈশ্বরচিন্তায় সময় যাপন করিতেন; পক্ষিগণ কখন আসিত কখন যাইত, তাহা তাহার জ্ঞান থাকিত না। দেখিলেও ভাবিতেন—"ভগবানের এই সকল ক্ষুধাতুর জীবদিগকে নিষ্ঠুরের মত কেমন করিয়া তাড়াইয়া দিব? ইহারা স্বেচ্ছানুসারে আহার করুক।" দ্বিপ্রহরের সময় রৌদ্রের উত্তাপ প্রখর হইলে পক্ষিদিগকে বলিতেন—"যদি আহারে তোমাদের তৃপ্তি হইয়া থাকে, তবে যাও, জলপান করিয়া আইস।" সন্ধ্যা

হইলে বলিতেন—"অন্ধকারে তোমরা পথহারা হইবে, এখন স্ব স্ব নীড়ে প্রত্যিগমন কর প্রভাত হইলে আবার আসিও।" বলা বাহুল্য পক্ষিগণকর্ত্তৃক কৃষকের সমস্ত শস্যই প্রায় নিঃশেষ হইয়াছিল। প্রতিবেশীদের ব্যবস্থায় তুকারাম কৃষকের নিকট একটা নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ শস্যের দায়ী হইয়াছিলেন। তুকার চরিতাখ্যায়ক বলেন—"ভগবানের এমনই করুণা যে, ক্ষেত্রের শস্য একত্রিত হইলে ক্ষেত্রপতির প্রাপ্য শস্য অপেক্ষা তাহা অনেকগুণ অধিক বলিয়া লক্ষিত হইল। প্রতিবাসিগণ ইহা তুকারামের ভাগ্যগুণে ঘটিয়াছে এইরূপ ভাবিয়া, অতিরিক্ত শস্য তাঁহাকে প্রদান করিলেন। কিন্তু তুকারাম তাহা স্পর্শও করিলেন না।' ভক্তজীবনের পরিণত অবস্থায় একদা তুকারাম সংকীর্ত্তন ও কথকতা জন্য লোহগ্রামে উপস্থিত ছিলেন। শিবাজী তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আপনার রাজধানী পুনায় আনয়ন জন্য সম্ভ্রমসূচক ছত্র, অশ্ব ও একজন কারকুন প্রেরণ করেন। শিবাজীকে তুকারাম জানিতেন। ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরের মধ্যে আসিতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। সুতরাং তিনি শিবাজীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অস্বীকার করেন। শিবাজী যখন দেখিলেন, তুকারাম তাঁহার নিকট আসিলেন না; তখন তিনি স্বয়ংই তাঁহার সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটী পাত্র স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ করিয়া আনিয়াছিলেন; তাহা তুকারামের সম্মুখে রাখিলেন। কাহারও উপহারগ্রহণে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না। শিবাজীর উপহার দর্শনে তিনি মনে মনে বিরক্ত হইলেন এবং শিবাজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"রাজপুত্র, যাঁহারা হরির সেবক, তাঁহাদের নিকট, ক্ষুদ্র পিপীলিকা ও রাজাধিরাজ উভয়েই তুল্য। তুমি যে উপহার দিয়াছ, তাহার সহিত মৃত্তিকার কোন পার্থক্য নাই।" শিবাজী লজ্জিত হন। তুকারামের সংসর্গে তাঁহার হৃদয়ের মহা দর্শনে শিবাজীর মানসিক পরিবর্ত্তন হয়। হৃদয়ে বৈরাগ্যসঞ্চার হওয়ায় শিবাজী রাজ্যে পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী একটী অরণ্যে প্রবেশ করেন। দিবসে অরণ্যে থাকিতেন, রজনীতে তুকারামের সংকীর্ত্তন শ্রবণ ও তুকারামের সমীপে আগমন করিতেন। শিবাজীর মাতা জিজাবাঈ, এ সংবাদ শ্রবণে ব্যাকুলিতচিত্তে তুকারামের নিকট আগমন করতঃ তাঁহার শরণাপন্ন হন, এবং পুত্রকে চাহেন। তখন তুকারাম শিবাজীর মানসিক বৈরাগ্য নিরসনের প্রয়াস পান। তিনি শিবাজীকে বলেন—'রাজপুত্র, ক্ষত্রিয়ের বৈরাগ্য নহে—সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুজয় ও প্রজা পালনই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, স্বধর্ম্ম ত্যাগ কর্ত্তব্য নহে। সদ্বিবেকের সহিত প্রজা পালনই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মহত্তর ধর্ম্ম। তাঁহাদের পক্ষে অরণ্যবাসের আবশ্যক নাই। হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি থাকিলে, ও ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য পূর্ণভাবে পালন করিলে স্বয়ং ভগবান্‌ই আসিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করেন।' তুকারামের উপদেশে শিবাজীর মনের পুনঃ পরিবর্ত্তন হয়। তিনি রাজপুরীতে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তুকারামের ভক্তজীবনের প্রভাব কি শক্তিময়! তিনি জ্ঞানের গর্ব্বকে খর্ব্ব করিয়াছিলেন। উচ্চ-বংশমর্য্যাদা তাঁহার পদানত হইয়াছিল। পাণ্ডিত্যের উপর তাঁহার হৃদয় জয়লাভ করিয়াছিল—রাজশক্তি তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া ধন্য মনে করিয়াছিল—এক কথায় বলিতে হইলে বলিতে হয় তৎকালে মহারাষ্ট্রদেশে সর্ব্বশ্রেণীর মনের উপর তিনি তাঁহার মনোহর উচ্চ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়খানি স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। আজও তিনি স্বদেশে সমধিক পূজ্য। যশোর জেলান্তর্গত খুলনাপোলের জঙ্গলের মুসলমানজাতীয় বা মুসলমানপালিত হরিভক্ত হরিদাস, ভক্তিতে মানসভাও পরিপূর্ণকরতঃ কিরূপ অসামান্য হৃদয়বল লাভ করিয়াছিলেন—কিরূপ মাধুর্য্যময় হইয়াছিলেন—বিশ্বাসের দৃঢ়ভিত্তিতে জীবনকে কিরূপ প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন; তাহা ভাবিতেও চিন্তাশক্তি অবশ হইয়া পড়ে। জাতিতে মুসলমান অথবা বাল্যকাল হইতে মুসলমানকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হরিদাস, হিন্দুর হরিনামে অনুরক্ত হইলেন—মুসলমান প্রতিপালকের উপদেশ অবহেলা করিয়া হরি ভজিতে লাগিলেন—প্রতিপালক অবাধ্য হরিদাসকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন—হরিদাস সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হইয়া সর্ব্বাশ্রয় হরির চরণাশ্রয় লইলেন। সুখস্বাচ্ছন্দ্যের চেষ্টা বিরহিত হইয়া, আহারনিদ্রা ভুলিয়া হরিদাস দিবাযামিনী শুধু হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন—পতিতপাবন হরির কৃপায় হরিদাসের মনোরথ সিদ্ধ হইল তিনি ভক্তিলাভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার প্রভাব দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। দলে দলে হিন্দুমুসলমান নরনারী তাঁহার অনুরক্ত হইয়া উঠিল। অযাচিতভাবে হরিদাসের পর্ণকুটীরদ্বারে অপর্য্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য উপনীত হইতে লাগিল। হরিদাস মনানন্দে 'হরি-হরি'ধ্বনি উচ্চস্বরে উচ্চারণপূর্ব্বক সাধারণের মধ্যে সেই সব দ্রব্য-সম্ভার বিলাইয়া দিয়া হরির প্রেমে সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে লাগিলেন। হরিদাসের বাসস্থান জঙ্গল দিবসরজনী জনসমাগমে জনপদে পরিণত হইল। প্রত্যেক ভক্তজীবনেই বহুবিধ পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে; আর সেই অনলপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই ভক্তের একটী বিশেষত্ব। হরিদাসের প্রতিপত্তিবর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও শত্রুসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই তাঁহার ঘোরতর বিরোধী ও বিদ্বেষী ছিল। তিনি উভয়শ্রেণীর বিদ্বেষ্টাকর্ত্তৃকই অত্যাচারিত হইয়াছিলেন। বলগ্রামের জমিদার ভক্তদ্বেষী ও স্বভাবতঃই দুষ্টপ্রকৃতি রামচন্দ্র খাঁই সর্ব্বাগ্রে হরিদাসের ভক্তজীবনের গৌরব নষ্ট করিতে প্রয়াস পান। হরিদাসের প্রভাব ও তাঁহার ব্যবহার রামচন্দ্রের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠে। তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা হ্রাসকরণ উদ্দেশ্যে একদিন তিনি কতিপয় সুন্দরী যুবতী বারনারীকে হরিদাসের বৈরাগ্যধর্ম্ম বিনষ্ট করিতে অনুরোধ করিলেন। তন্মধ্যে একটী পরমাসুন্দরী যুবতী সম্মতা হইয়া রাত্রিযোগে হরিদাসসন্নিধানে গমন করিল। সে বৈষ্ণব রীত্যানুসারে দণ্ডবৎপূর্ব্বক হরিদাসকে প্রণাম করিয়া কুটীরদ্বারে বসিয়া কুরুচিকর নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিল। হরিদাসের রূপযৌবন দেখিয়া যথার্থই সে কুলত্যাগিনী বিমুগ্ধ হইয়াছিল। কুটিল চরিত্রা, নির্লজ্জা কালবিলম্ব না করিয়া স্পষ্টাক্ষরে পাপাভিলাষ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল। হরিদাস হতভাগিনীর দশা ভাবিয়া করুণায় আর্দ্র হইলেন। পতিতাকে বলিলেন—'প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম জপ না করিয়া আমার কিছু করিবার অধিকার নাই—তুমি

একটু অপেক্ষা কর, তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে।' বেশ্যা বসিয়া রহিল—তিনলক্ষ নাম জপ করিতে করিতে রাত্রি প্রভাতা হইয়া গেল। বিফল মনোরথা গণিকা প্রত্যূষে রামচন্দ্রের নিকট গমন করিল—হরিদাসের ব্যবহার কীর্ত্তন করিল। দুষ্টবুদ্ধি নিরস্ত হইল না পুনরায় তাহাকে হরিদাসের কুটীরে পাঠাইল। যুবতী সে যামিনীও হরিদাসের কুটীরদ্বারে হরিনাম শুনিতে শুনিতে নিশাযাপন করিল। তৎপর দিনও পাপীর প্ররোচনায় পাপিনী যুবতী রজনীসমাগমে হরিদাসের কুটীরদ্বারে; কিন্তু আজ বেশ্যার আর পূর্ব্বভাব নাই—অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে—মনের শান্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে—কিছুতেই আর সুখানুভব করিতেছে না। হরিদাসের চরণ ধরিয়া শান্তির উপায় প্রার্থনা করিতেছে—ভক্তের প্রভাবে বেশ্যার হৃদয়েও পাপের প্রতি ঘৃণা ও ভগবানের প্রতি আকর্ষণ আসিয়াছে। হরিদাস কৃপা করিলেন। হরিদাসের ভক্তির বন্যায় যুবতীর বিমলিনচিত্ত ধৌত হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিল—ভক্তির বীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইল—ক্রমে বেশ্যার চরিত্র দেখিয়া লোকে চমৎকার হইল এবং হরিদাসের মহিমা ঘোষণা করিতে লাগিল। হরিদাস বিনয়ের অবতার ছিলেন—তিনি যখন গৌরাঙ্গ প্রভুর সঙ্গে দেখা করেন, তখন বলেন, "হীনজাতি জন্ম মোর, নিন্দ্য কলেবর। হীনকর্ম্মে রত মুই অধম পামর॥" হরিদাসে ভক্তোচিত উচ্চ গুণগ্রামের কিছুমাত্র ন্যূনতা ছিল না—পূর্ণতাই ছিল। হরিদাসের ধর্ম্মবিশ্বাস ও হৃদয়বলের তুলনা নাই। যখন কাজী হরিদাসকে বিচারার্থ আহ্বান ও পুনর্ব্বার মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন; তখন কাজীর অনুরোধে তিনি ধর্ম্মবিশ্বাস পরিহার করেন নাই। এবং পরিশেষে কাজী কর্ত্তৃক নির্দ্দয়রূপে প্রহৃত হইলেও জীবন বিনাশের সম্ভাবনা ঘটিলেও তিনি কাজীর মতানুসরণ করেন নাই; আত্মমত বজায় রাখিয়া ভক্ত জীবনের সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ভক্তিযোগে মানুষ এমনই শক্তি লাভ করে। তুমি আমি সংসারের কীট, মলিন জীব; ভক্তজীবনের মাহাত্ম্য অনুভব করিবার শক্তি আমাদের কোথায়? ভক্ত চিরকালই জগতিতলে এই একটী সত্যকে মানবজগতে সম্প্রসারিত করিবার জন্য, সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণকে তৃণের মত তুচ্ছ করিয়া গিয়াছেন—ভক্তির প্রভাবে জগৎকে চমকিত করিয়াছেন। আর তুমি আমি সামান্য নির্য্যাতনের সম্ভাবনা ঘটিলে সত্যের মাহাত্ম্যকে পদাঘাত করিয়া মনুষ্যত্ব প্রকট করিতেছি! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবের বংশধর আমরা, চিরকালই কি কীটধর্ম্মীই থাকিব? ভক্তের শান্তি, ভক্তের প্রভাব ভক্তের জীবন কি আমাদের দর্শনীয় হইবে না—ভক্তজীবন লাভ করিতে কি আমাদের রুচি আসিবে না—আমাদের মরুহৃদয়ে ভক্তির নদী বহিয়া যাবে তরু কি জন্মিবে না—মোক্ষফল কি আমরা পাইব না? উচ্চস্তরের ভক্তজীবনলাভ সকলের পক্ষে না ঘটিতে পারে—সাংসারিক জীবের পক্ষে তাহা দুর্লভ বলিতে পারা যায় কিন্তু নিম্নস্তরের ভক্তজীবনলাভত অনেকেই করিতে পারেন। বর্ত্তমানে মানবসমাজে যে পুরাপেক্ষা নীচহৃদয়ের কার্য্যপরিচয় অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে; ইহা ভক্তিহীনতা হইতে উদ্ভূত। ঈশ্বরের অস্তিত্বে অনেকেরই বিশ্বাস নাই—ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন ব্যক্তি পাপের আকরস্থান—এমন পাপ নাই যাহা তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত না হইতে পারে। ভক্তি থাকিলে প্রভুর অস্তিত্বজ্ঞান নিত্যই উজ্জ্বল হইতে থাকে। ঈশ্বরের অস্তিত্বজ্ঞান দৃঢ় হইলে পাপে ভয় জন্মে—পুণ্যে আসক্তি বাড়ে। সংসার সুখের হয়। বঙ্গদেশ ভক্তির দেশ—ভক্তের দেশ। জানি না বিভুর কি ইচ্ছা, আজ তাহা নাস্তিকের দেশরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। মানব যদি সাংসারিক জীবনও কথঞ্চিৎ শান্তিপ্রদ করিতে চায়; তবে ঈশ্বরাস্তিত্বে বিশ্বাসী-হওয়া তাহার কর্ত্তব্য। বিশ্বাসীর চিত্তে ভক্তিসুধা কুসুমসৌরভের ন্যায় স্বাভাবিক। ভক্তি জন্মিলেই মনের শক্তি বাড়ে। হৃদয়ে শক্তি আসিলে ধীরতার সহিত জীবনসংগ্রামেও জয়ী হওয়া যায়। এমন যে ভক্তি যাহা লাভ করিলে ক্রমশঃই শান্তিরাজ্যে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা লাভ করিতে মোহাচ্ছন্ন নরনারী কি অগ্রবর্ত্তী হইবে না—ভাগ্যহীন হইয়া আর কতকাল থাকিবে? আর কতকাল অশান্তির প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হৃদয়ে পোষণ করিবে? মানব, এখনও ভক্তজীবনের প্রভাব স্মরণ করিয়া ভক্তজীবনগঠনে মনোযোগী হও—ইহপরকাল সুখের করিয়া লও। মনে রাখিও—ভক্তিই সর্ব্ববিধ মুক্তির উপায়। ভক্তজীবনলাভই জীবের অন্যতম লক্ষ্য।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

সমালোচনা।

ধুবড়ী হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বিপ্রনারায়ণ বি-এ, মহাশয়ের সম্পাদকত্বে "বিজয়া" নাম্নী মাসিক পত্রিকাখানির বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠসংখ্যা আমরা ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিলাম। ইহা আমাদিগের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় সহিত বিনিময় হইবেক। সংবাদপত্রের বিস্তৃতি দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হয় ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সুসভ্য পাশ্চাত্যদেশের তুলনায় আমাদিগের বঙ্গদেশে সংবাদপত্রের অনুশীলন যে যৎসামান্য তাহাও অস্বীকার করা যায় না। যে দেশের কৃষকগণ হলচালনা করিবার সময় সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাকে ও যে দেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের এক লক্ষ হইতে দশলক্ষ্য গ্রাহক তাহার সহিত অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন বঙ্গদেশের তুলনা কি প্রকার হইবে? পূর্ব্ববঙ্গে ধুবড়ীর ন্যায় একটী প্রধান নগরে একখানি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার প্রয়োজন তৎপ্রতি সন্দেহ নাই। সূচনা-পত্রে সম্পাদক মহাশয় আমাদিগের মর্ম্মবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন "বিজয়া বিদায়ের দিন নহে, ইহা ক্ষত্রিয়জাতির শুভকার্য্য প্রারম্ভের মাহেন্দ্রযোগ" "প্রসারিত-বক্ষে বিজয়াকে আলিঙ্গন করিয়া আমরাও বলি "বিজয়া কোলাকুলির দিন," পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ক্ষত্রিয়গণ একপ্রাণে মিশিয়া যাউক, মিলন আমাদিগের মন্ত্র, কার্য্য তাহার অভিব্যক্তি। আগামীবারে বিজয়ার ২।৪ দুই চারিটী প্রবন্ধের সমালোচনা করিব। বিজয়ার দীর্ঘজীবন আমরা প্রার্থনা করি।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ভ্রম সংশোধন।—তীর্থদর্শন প্রবন্ধে ১৩২ পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভে ২৭ পংক্তি "জাগাঙ্গীর" স্থলে সাজিহান হইবেক।

১। বিগত ২২শে জুন, মোতাবেক ৭ই আষাঢ় ১৩১৮ বৃহস্পতিবারে লণ্ডন মহানগরীতে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক মহা-সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ও বসুন্ধরার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রধান প্রধান দেশ ও মহাদেশ হইতে প্রতিনিধিগণ, সৈন্যসামন্ত, করদ ও স্বাধীন নরপতিবৃন্দ অভিষেককালে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত দিবসে একটী মহারাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। ২২ ও ২৩শে জুন লণ্ডন মহানগরী, অপূর্ব্ব বেশ-ভূষায় সু-সজ্জিতা হইয়া, রাজরাজেশ্বরের কনকসিংহা-সনের পাদদেশে রাজভক্তির পূর্ণাবেশে বিলুণ্ঠিতা হইয়াছিল। সপ্তসমুদ্র সম্বেষ্টিত, ধনজন-গৌরবসম্পদে অদ্বিতীয়, পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর পঞ্চমজর্জ্জ ও মহামহিমময়ী সাম্রাজ্ঞী মেরীর দীর্ঘজীবন, শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন সুদীর্ঘ শাসনকাল, শ্রীভগবান্‌সমীপে আমরা প্রার্থনা করিতেছি। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের অক্ষুণ্ণ সহানুভূতি ও প্রেমের চির-বন্ধন, রাজভক্ত বঙ্গীয়-কায়স্থগণ কায়মনো-বাক্যে প্রার্থনা করিতেছেন।

২। কলিকাতা মহানগরীতে ও বঙ্গের প্রধান প্রধান নগর, উপনগর পল্লীগ্রামে এই অভিষেক উপলক্ষে, রাজভক্ত প্রজাবৃন্দ আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়াছিল। উক্ত শুভদিনে মন্দিরে, মস্‌জিদে, পথে, ঘাটে, দেবালয়ে ও গৃহের প্রাঙ্গণে সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞীর প্রতিমূর্ত্তি পুষ্পমালায় বিভূষিত হইয়া তাঁহা-দিগের যশোগান সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল। বঙ্গীয়-কায়স্থগণ মহানন্দে ও তারস্বরে তাঁহা-দিগের জয়ঘোষণা করিতেছেন।

৩। কায়স্থসমাজহিতৈষী ব্রাহ্মণগণ। বর্ত্তমান সময়ে নিম্নলিখিত ঔদার-নৈতিক, মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণগণ কায়স্থসমাজের পরমহিতৈষী। উপনীত কি অনুপনীত কায়স্থসমাজে বিবাহ, শ্রাদ্ধাদিকালে, পূজা কি উৎসব উপলক্ষে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা কায়স্থমাত্রেরই কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থ-সমাজে একটী পূর্ণ একতার সমরক্ষণ সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক হইয়াছে। উপনীত কি অনুপনীত কায়স্থদিগের মধ্যে যেন কোনও প্রকার মনোমালিন্য উপস্থিত না হয়। আমাদিগের সামাজিক অভিযান সিদ্ধান্তে একতাই আমাদিগের প্রধান উপায়। কায়স্থ চারিশ্রেণী মধ্যে, আজ সমগ্র বঙ্গে শ্রীভগবানের কৃপায় উপনীত কায়স্থগণ বিরাজিত। আমা-দিগের সনির্ব্বন্ধ নিবেদন তাঁহারা যেন সমাজে বিদ্বেষবুদ্ধির প্রশ্রয় না দেন। একতাই আমাদিগের জীবন, বিদ্বেষবুদ্ধিই আমাদিগের পতন। (United we stand divided we fall) কেবলমাত্র মঙ্গলময়ের আদেশে কর্ত্তব্যানুরোধে যে সকল ব্রাহ্মণগণ আমাদিগের পক্ষসমর্থন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বতো-উপায়ে সাহায্য করা কি আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য নহে? অদ্য দশটী মাত্র নাম দিলাম। পর সংখ্যায় আরও নাম দিব।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ—কলসকাটী, বরিশাল।
" চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ—গয়ানহাটা, কলিকাতা।
" কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার—সভাপণ্ডিত, মহারাজা, কাসিমবাজার।
" শীতলাচরণ সার্ব্বভৌম—সরদার-মামুদের চর, ফরিদপুর।
" যোগেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন—ঐ ঐ
" বিষ্ণুদাস বিদ্যারত্ন—ইছাপুরা, ঢাকা।
" রামকিশোর বিদ্যারত্ন—ধলছত্র, রাজ-বাটী, ফরিদপুর।
" চন্দ্রকিশোর বিদ্যাভূষণ—কামারখাড়া, ঢাকা।
" চণ্ডীচরণ ন্যায়রত্ন—নাগরনন্দী, ভাগ্যকুল, ঢাকা।
" প্রসন্নকুমার তর্কনিধি—কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ।

ইহা ব্যতীত অনেক আচার্য্য, পুরোহিত ও কুলাচার্য্যগণ আছেন তাঁহাদিগের নাম পরে দেওয়া হইবে। এই সম্বন্ধে আমাদিগের নিবেদন যাঁহারা এই তালিকাভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দয়া করিয়া তাঁহাদিগের নাম ও ধাম আমার নিকট প্রেরণ করিবেন।

৪। আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর হাঁসপুখুরিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত দাশরথী রক্ষিত দেব-বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হাঁস-পুখুরিয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল দত্ত মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া, তেহট্ট গ্রামনিবাসী মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত ২ জন কায়স্থ প্রায়শ্চিত্তান্তে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার দত্ত দেববর্ম্মা বয়স ১৫ বৎসর। ও শ্রীযুক্ত মণিমোহন দত্ত দেববর্ম্মা বয়স ১৫ বৎসর।

৫। যশোর জিলান্তর্গত যোগীবরাট গ্রাম-নিবাসী আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর ও কায়স্থবর্ণাশ্রমধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত রামলাল চন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন "সেতুবন্ধনে কাষ্ঠমার্জ্জারের সাহায্যের ন্যায় জাতীয় কার্য্যের জন্য, বিগত মাঘমাস হইতে সংসারধর্ম্ম এক প্রকার ত্যাগ করিয়া চন্দনীগ্রামে ও আমার নিজগ্রামে ৩।৪ তারিখে সভাসমিতি করিয়া গত ফাল্গুন মাসে শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ প্রমুখ ৫ জন কায়স্থসন্তান উপনীত হইবার পরে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের আশীর্ব্বাদে গতকল্য ২৮শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে আমার প্রাণান্ত পরিশ্রমের ফলে, পাঁচুড়িয়াগ্রামে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বাটীতে কেন্দ্র হইয়া শ্রীযুক্ত বামনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস সেন দেববর্ম্মা
" রামদাস সেন ঐ
" শরচ্চন্দ্র সেন ঐ
" বরদাকান্ত রাহুত ঐ
" সতীশচন্দ্র সেন ঐ
" যতীন্দ্রনাথ সেন ঐ
" প্রফুল্লকুমার সিকদার ঐ
" গণেশচন্দ্র মিত্র ঐ

সর্ব্বসাকিন পাঁচুড়িয়া।

,, কালিদাস ঘোষ দেববর্ম্মা
,, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ঐ
,, কৃষ্ণচরণ দত্ত ঐ
,, বঙ্কবিহারী বিশ্বাস ঐ
,, ষষ্ঠীচরণ ঘোষ, সাকিন চাঁদরা।
,, কেশবলাল ঘোষ, সাকিন নওয়াগ্রাম।

৬। যশোহর হইতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—

"শুভক্ষণে জাতীয় আন্দোলনের পর হইতে নানাশ্রেণীর লোক স্বীয় স্বীয় উন্নতির পথে ধাবমান হইয়াছে। অদ্য এখানে নমঃশূদ্রের সভা, কল্য সেখানে সৌলোকের মিটিং, পরশ্ব অন্যত্র সূত্রধরের মজলিস প্রভৃতি নানারূপ জাতীয় অভ্যুত্থানের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু এই বিশাল কায়স্থজাতির সামান্যমাত্র চতুশ্রেণী কায়স্থ একত্রীকরণ ও বিবাহে পণপ্রথা নিষেধ এই সাধারণ দুইটী বিষয়ে এতদিন বিন্দুমাত্রও উন্নতিলাভ করিতে পারিল না। যাহা হউক, শেষোক্ত আমাদের কায়স্থজাতির উন্নতি সম্বন্ধে বারান্তরে লিখিব কিন্তু এস্থলে নমঃশূদ্র সৌলোক ও সূত্রধরের সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে, নিবেদন করিতেছি। আমি শাস্ত্রের কথা আলোচনা না করিয়া বর্ত্তমান উন্নতির যুগে যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম তাহাই লিখিতেছি।"

"ইংরাজ প্রভৃতি সমগ্র উন্নতিশীল জাতিগণের আচারব্যবহার দর্শনে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের দেশে বহুসংখ্যক অন্তর্জাতি ও এক-শ্রেণীর সহিত অন্যশ্রেণীর জল আচরণ না থাকায় কিরূপ একটী ঘোর বিদ্বেষভাব বিরাজমান যদ্দ্বারা আমাদের এই অধঃপতনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। অনেকস্থলে দেখা যায় যে অশিক্ষিত কদাচারী ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ, অন্নহীন হীনতর জাতির প্রতি অযথা অত্যাচার করিয়া থাকেন। স্বার্থ ভুলিয়া গিয়া যদি বিবেচনা করি শ্রেষ্ঠত্ব কিসে লাভ হয়? তবে সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে আমাদের সমোপযুক্ত বহুতর (বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ প্রভৃতিতে) লোককে আমরা এতদূর হীনতর ও ঘৃণাকর করিয়া রাখিয়াছি যে, তাহাদের স্পৃষ্টজল আমাদের কোন ব্যবহারে লাগে না। ইহা অতিশয় স্বার্থপর ও হিংসাপূর্ণ ব্যবস্থা। যে নিরক্ষর ব্রাহ্মণ পরের বাটীতে পাচকের, যে কায়স্থ পরের গৃহে দাসবৃত্তির কার্য্য করে, সেই সেই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সুশিক্ষিত লক্ষপতি হিন্দুসমাজের অলঙ্কারস্বরূপ শঙ্খবণিকের (সৌলোক), সূত্রধরের সাহায্য ব্যতীত বসবাস করা অসম্ভব তাহা বিবেচনা করিয়াও তাহাদের স্পৃষ্টজল গ্রহণ করিবে না এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠরত্ন কৃষিকার্য্যের প্রধান রক্ষক নমঃশূদ্রের প্রতি অতি হীনতম ব্যবহার করিবে ইহা নিতান্ত অন্যায়। কায়স্থ কি ব্রাহ্মণ যদি চাকরী ও ব্যবসা এবং স্থানে স্থানে স্বহস্তে চাষাবাদ করিয়াও অক্ষুণ্ণ মর্য্যাদায় থাকিতে পারেন, তবে এই সব জাতির সামান্য একটু উপকার—উহাদের স্পৃষ্টজল প্রচলন করায় হানি কি? ক্ষৌরকারের স্পৃষ্টজল আচরণ যদি শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবস্থা হয় তবে উপরোক্ত জাতিগণকে আমরা অবাধে উঠাইয়া লইতে পারি। উহাদের আচারব্যবহার কিয়ৎ পরিমাণে হীন থাকিলেও তাহা অনায়াসে সংশোধিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে।"

"এই উন্নতির যুগে কালচক্রের আবর্ত্তনে এই সব ও অন্যান্য ইতরজাতিগণ আচারব্যবহারে আমাদের সমকক্ষ হইবেই, ইহা দৈবের গতি। তবে সময় থাকিতে মানে মানে কেন আমরা উহাদের উঠাইয়া লইব না? উহারা কর্ম্মবিচারে বৈশ্যসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া প্রতীতি হয়।"

"বিশেষতঃ জল যদি সুপেয় হয় তবে তাহা গ্রহণে স্বাস্থ্যের হানি নাই, পরন্তু কুপেয় জল ব্রাহ্মণে দিলেও তাহা গ্রহণীয় হওয়া উচিৎ নহে। বদ্ধ superstition পরিত্যাগ করিয়া world's science এর উপর দণ্ডায়মান হওয়া উচিৎ নয় কি?"

যে ২টী বিষয় বন্ধুজ মহাশয় উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে প্রতিভার পাঠক ও কায়স্থসমাজের মনোযোগ আমরা আকর্ষণ করিতেছি। আমাদিগের বিশ্বাস ক্ষত্রিয়াচার পূর্ণভাবে কায়স্থসমাজ মধ্যে গৃহীত না হইলে চারিশ্রেণী মধ্যে আদানপ্রদান প্রচলিত হইতে পারে না। সামাজিক বৈষম্য ক্ষত্রিয়ত্বের সহিত বিদূরিত হইবে। চারিশ্রেণীর মিলনের সহিত পণপ্রথার উচ্ছেদনও সম্ভবপর হইবেক। বর্ত্তমান সময়ে ক্ষত্রিয়াচার যে পরিমাণে সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই পরিমাণে শ্রেণীগত বৈষম্য অপসারিত ও পণের পরিমাণ হ্রাস হইতেছে দেখা যায়। পণপ্রথার উচ্ছেদনে যদি বঙ্গীয়-কায়স্থসমাজ বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন, (এইস্থলে কায়স্থসমাজ অর্থে কন্যার অভিভাবকগণ) তবে ষোড়শীর বিবাহ পঞ্চবিংশতি বয়স্ক যুবার সহিত সম্পন্ন করিবেন। বাল্যবিবাহপ্রথা এককালে ত্যাগ করিতে হইবে। কন্যাগণ মধ্যে অন্ততঃ পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্ত সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। বঙ্গীয়-কায়স্থসমাজ যদি প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয় হইতে চান, তবে রঘুবংশকে আদর্শ করিয়া কার্য্য করিবেন। তাঁহারা "আজন্ম শুদ্ধানাং" "আফলোদয় কর্ম্মনাম্" ছিলেন। অর্থাৎ জন্মকাল হইতে উপনয়নাদি সংস্কার কার্য্য দ্বারা বিশুদ্ধ এবং কর্ম্ম, ফলপ্রসূ না হইলে তাহা হইতে কদাপি বিরত হইতেন না। তাঁহাদিগের দেহ অতিশয় বলবান্ ছিল। তাঁহারা "বৃঢ়োরস্কঃ, বৃষস্কন্ধঃ" ছিলেন। তাঁহারা "আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহং ক্ষত্রোধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ" ছিলেন। তাঁহারা "শাস্ত্রেষ্বকুণ্ঠিতাবুদ্ধি" ছিলেন। এবং "মৌর্ব্বী ধনুষিচাততা" অর্থাৎ কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন।

৭। আমাদিগের পরমশ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর ফরিদপুরান্তর্গত ইশিবপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—

শ্রীভগবান্ চিত্রগুপ্তদেবের কৃপায় বিগত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ইশিবপুরগ্রামে একটী কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত দ্বাদশজন কায়স্থ প্রায়শ্চিত্তাদি অন্তে যজ্ঞোপবীতগ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ ক্ষিপ্তপ্রায়, ক্ষত্রিয়েরা ভয়শূন্য, সুতরাং মনের আনন্দ অব্যাহত। এই শুভানুষ্ঠান জন্য আমরা সর্ব্বান্তকরণে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ঘোষ ঠাকুর ও নওপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বনমালী গুহ দেববর্ম্মা মহাশয়দ্বয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহাদিগের অক্লান্ত যত্নে ও পরিশ্রমে এই শুভানুষ্ঠান সিদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা।
,, বিপিনচন্দ্র ঘোষ ঐ
,, মনোমোহন গুহ ঐ
,, যাদবচন্দ্র গুহ ঐ
,, সত্যেন্দ্রকুমার গুহ ঐ
,, প্রিয়নাথ বসু ঐ
,, মনোমোহন ঘোষ ঐ

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র দেববর্ম্মা
,, জানকীনাথ ঘোষ ঐ
,, লালমোহন ঘোষ ঐ
,, উমেশচন্দ্র মিত্র ঐ
,, অক্ষয়কুমার ঘোষ ঐ

এই শুভানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদীনিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মজুমদার আচার্য্য ও নওপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তন্ত্রধার ছিলেন।

৮। দিনাজপুরের জজ আদালতের উকীল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বর্ম্মা সিকদার মহাশয় লিখিতেছেন—বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবারে পাবনা জিলার অন্তর্গত জোড়পুখুরিয়াগ্রামে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সান্যাল মহাশয়ের আচার্য্যত্বে শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ সিকদার দেববর্ম্মা মহাশয় নিজগৃহে প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া যথারীতি উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন।

৯। বিগত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত তুগুলদীয়াগ্রামে কায়স্থবর্ণাশ্রমধর্ম্মপ্রচারক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ভদ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের অদম্য উৎসাহ ও অমিত অধ্যবসায়ের ফলে শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে একটী কেন্দ্র হইয়া ব্রাহ্মণদীনিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব শর্ম্মা মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থ-মহোদয়গণ যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার বসু দেববর্ম্মা
,, ডাক্তার হীরালাল বসু ঐ
,, যোগেন্দ্রমোহন বসু ঐ
,, পূর্ণচন্দ্র দাঁষ ঐ
,, যতীন্দ্রমোহন সিকদার ঐ
শ্রীযুক্ত রমণীমোহন সিকদার দেববর্ম্মা
,, রমণীমোহন দাষ ঐ
,, মন্মথনাথ গুহ ঐ

৯। ফরিদপুর জিলান্তর্গত ঘটমাঝিগ্রাম নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষ রায় দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—বিগত ৯ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবারে ঘটমাঝিগ্রামে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ মহা-সমারোহে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধে ঘট-মাঝি, মাদারিপুর, পেয়ারপুর, ইশিবপুর, কেন্দুয়া, মস্তাফাপুর ইত্যাদি গ্রামের প্রায় ৩।৪ সহস্র লোক যোগদান ও আহারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অনেকগুলি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। মাদারিপুরের বৈদিক ব্রাহ্মণমণ্ডলী এই কার্য্যটী পণ্ড করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যদিও ত্রিংশৎ দিনে এই শ্রাদ্ধ হইয়াছিল কিন্তু অনেক উপনীত কায়স্থ যোগদান করায় বৈদিক ব্রাহ্মণগণ এই শ্রাদ্ধে উপস্থিত হন নাই, নিম্নলিখিত ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস বিদ্যারত্ন
,, শীতলাচরণ সার্ব্বভৌম
,, যোগেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন
,, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী
,, শশধর বিদ্যারত্ন
,, মধুসূদন কাব্যরত্ন
,, কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি
,, কালিদাস কাব্যতীর্থ
,, বরদাকান্ত চক্রবর্ত্তী
,, জগদানন্দ চক্রবর্ত্তী
,, যদুনাথ পিপলাই

ব্রাহ্মণভোজন অতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছিল, এবং সকলেই প্রতাপবাবুর দানে ও সৌজন্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছিলেন। বিগত ১১ই জ্যৈষ্ঠ উক্ত ঘোষমহাশয়ের বাটীর প্রাঙ্গণে একটী কায়স্থসভা হয় তাহাতে স্থির হয় যে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ সোমবারে মাদারিপুর ৺কালী বাটীর প্রাঙ্গণে একটী সভা হইবে তথায় বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মণগণসহিত কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় ও উপনয়নার্হ তৎসম্বন্ধে বিচার হইবে।

১০। মাদারিপুরের কায়স্থ-ব্রাহ্মণ সভা। বিগত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার, অপরাহ্ণ ৪ চারি ঘটিকার সময় মাদারিপুরের ৺কালীবাড়ীর প্রাঙ্গণে একটী বিরাটসভার অধিবেশন হয়। বিরুদ্ধ-বাদী ব্রাহ্মণগণের মুখপাত্রে শ্রীযুক্ত রাজকুমার স্মৃতিতীর্থ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, ও মাদারিপুরের সুবিজ্ঞ প্রাচীন ব্যবহারাজীবী শ্রীযুক্ত মহানন্দ দত্ত মহাশয় সহকারী সভাপতিত্বে বরিত হন। সর্ব্বপ্রথমেই কলিকাতার প্রসিদ্ধ আনুষ্ঠানিক কায়স্থসভার কায়স্থাচার্য্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ রায় ত্রিবেদী মহাশয় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় ও উপনয়নার্হ তাহা বিশদরূপে প্রমাণ করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ প্রমাণে ভারতীয় বিরাট কায়স্থজাতি, কি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, কি মধ্য ভারতে, কি দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বত্রই তাঁহারা যে দ্বিজ তাহা প্রমাণ করিয়া, চৈত্রগুপ্ত কায়স্থের বঙ্গাগমন ইতিহাস হইতে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্তবংশ যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ও কায়স্থজ হইতে বঙ্গে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন তাহা প্রমাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় সভ্যগণ এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, মধ্যে মধ্যে সভাস্থল হরিনামোচ্চারণের সহিত জয়ধ্বনি দ্বারা মুখরিত হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতান্তে বিরুদ্ধবাদিগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—"মাননীয় ত্রিবেদী মহাশয় বহুদর্শী ও শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহার যুক্তিতর্কের প্রতিবাদ করা আমার সাধ্যাতীত, তবে শব্দকল্পদ্রুম-অভিধানে কায়স্থ-শব্দের যে অর্থ লিখিত আছে তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে" তৎকালে সমবেত সভ্যগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ব্যক্তিবিশেষের মনঃকল্পিত আভিধানিক অর্থ আমরা শুনিতে চাহি না ঐ অভিধান বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইতে বর্জ্জিত হইয়াছে। তবে শাস্ত্রালোচনা শুনিতে আমরা প্রস্তুত আছি।" তদুত্তরে স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বলিলেন যে, "আপনারা শুনুন আর নাই শুনুন আমার মত আমি সভাস্থলে প্রকাশ করিব," এই বলিয়া শব্দকল্পদ্রুম-অভিধান হইতে কায়স্থশব্দের ব্যাখ্যা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে সভাস্থলে একটী হৈ চৈ গোল-মাল আরম্ভ হইল। ইতোমধ্যে ত্রিবেদী মহাশয় উক্ত অভিধানের বাক্য সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণ করিতে দণ্ডায়মান হইলে উপস্থিত বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মণগণ নিরুপায় দেখিয়া সভা-স্থলের দক্ষিণদিকের দ্বারদেশ দিয়া সভাপতি মহাশয় ও বক্তা স্মৃতিতীর্থ স্বদলবলে "যঃ পলায়তি সঃ জীবতি" মনে করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে স্ব স্ব পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর সহকারী সভাপতি মহাশয় বিশেষ কৌশলে সভামধ্যে শান্তিসংস্থাপন করিয়া সভার কার্য্য শেষ করিলেন। রাত্রি

১০ দশ ঘটিকার সময় "বন্দে চিত্রগুপ্তম্" শব্দে সভাস্থল আন্দোলিত করিয়া কায়স্থগণ বিজয়-জনিত হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই প্রকারে মাদারিপুরের ব্রহ্মাণ্ডময়ীর প্রাঙ্গণে সমবেত বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মণগণ পরাজিত হইয়াছিলেন। এই প্রকার সঙ্ঘর্ষে ব্রাহ্মণগণ কুত্রাপি জয়লাভ করিতে পারেন নাই, অথচ তাহাদিগের প্রাণে কায়স্থ-বিদ্বেষবহ্নি সর্ব্বদাই প্রজ্জ্বলিত। আমরা জিজ্ঞাসা করি ইহারা কি ব্রাহ্মণ না অন্য কোন অধঃপতিত জাতি।

১১। বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবারে ফরিদপুর জিলান্তর্গত ঘটমাঝিগ্রামে শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন ঘোষ রায় দেববর্ম্মার বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ রায় ত্রিবেদী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে নিম্নলিখিত ১৮ জন কায়স্থ উপনীত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন ঘোষ রায় দেববর্ম্মা
,, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ঐ
,, শরচ্চন্দ্র ঘোষ ঐ
,, মণিমোহন ঘোষ ঐ
,, মোহিনীমোহন ঘোষ ঐ
,, জ্ঞানেন্দ্রমোহন মিত্র ঐ
,, যতীন্দ্রমোহন নাগ ঐ
,, সুরেন্দ্রমোহন দাষ ঐ
,, হীরালাল দাষ ঐ
,, সারদাকান্ত দাষ ঐ
,, বরদাকান্ত দাষ ঐ
,, মনোহর দাষ ঐ
,, রসিকচন্দ্র দাষ ঐ
,, চন্দ্রকান্ত দেব ঐ
,, নিবারণচন্দ্র নাহা ঐ
,, বিপদভঞ্জন নাহা ঐ
,, দীননাথ কর ঐ
,, বাণীকান্ত ঘোষ ঐ

১২। ফরিদপুরনগরনিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন "ফরিদপুর জিলাস্থিত নকপাড়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বনমালী গুহ দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহার পৌত্রীর জন্মোপলক্ষে ক্ষত্রিয়াচারে দ্বাদশদিন অশৌচ পালন করিয়া শুদ্ধি হইয়াছেন। উপবীতী কায়স্থ-ক্ষত্রিয়মহাশয়গণ শাস্ত্রবাক্যানুসারে দ্বাদশদিন অশৌচ প্রতিপালন করেন ইহাই একান্ত বাঞ্ছনীয়।"

অভিষেক-গীতি।

রাগ হাম্বির—তাল তেওড়া।

(জয়) ভারত-জনগণ-পালন।
প্রশান্ত আনন, মূরতি মোহন,
কনক-কিরীট শিরে শোভন।
আসমুদ্র ক্ষিতি রাজা বিস্তৃত,
যশোসৌরভ দিগন্ত পূরিত,
রাজ রাজেশ্বর, মহিমা মণ্ডিত,
দুঃখ দৈন্য ক্লেশনাশন।
গৌরবে ভাস্বর রাজ্যে যাঁহার,
নহে অস্তমিত চন্দ্রমা ভাস্কর,
যাঁহার করুণা, সুশীতল নির্ঝর,
তৃষিত-হৃদয়-দুখ-মোচন।
কোহিনুর মণি মুকুট ধারণ,
রাজদণ্ড করে রূপে অতুলন,
সুবর্ণ লতিকা দয়িতারতন,
শোভিছে হেম সিংহাসন।
দীর্ঘজীবন লভহে রাজন্!
মঙ্গল শাসনে করহে শাসন।
কোটি কোটি দীনহীন প্রজাগণ,
ভকতি কামনা বিভুচরণ॥

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

শ্রীশ্রীরাসগীতা।*

(অপ্রকাশিত)।

শ্রীশ্রীরাধামাধবৌ জয়তি।

শ্রীরাধা মাধবস্যাঙ্কে রাধিকাঙ্কে চ মাধবঃ।
করোতি পরমানন্দং প্রেমানন্দং মহোৎসবং ॥১॥
রাধাধর সুধাকৃষ্ণঃ কৃষ্ণশ্চুম্বতি রাধিকাং।
শ্যামপ্রেমময়ী রাধা রাধা চুম্বতি মাধবং ॥২॥
মুরলীং কলয়ন্ কৃষ্ণো জগন্মোহন মোহনঃ।
গায়ন্ বেণুরন্ধ্রেণ রাধিকা চ করাঙ্গুলীঃ ॥৩॥
শব্দ ব্রহ্ম সুধাং রাধাং কৃষ্ণো বাদয়তে ধ্রুবং।
স্ত্রীণামাকর্ষণং কৃষ্ণং রাধা গায়তি সুস্বরং ॥৪॥
মুরলীকলসঙ্গীতং শ্রুত্বা মুগ্ধো ব্রজস্ত্রিয়ঃ।
বৃন্দাবনং সমায়াতা যত্রাস্তে মুরলীধরঃ ॥৫॥
রাধাকান্তো ব্রজস্ত্রীভির্বেষ্টিতো ব্রজভূষণঃ।
শোভতে তারকা মধ্যে রাকায়া নায়কো যথা ॥৬॥
কিশোরী সুন্দরী রাধা কিশোরঃ শ্যামসুন্দরঃ।
কিশোর্য্যো ব্রজসুন্দর্য্যো বিহরন্তি নিরন্তরং ॥৭॥
নিত্য বৃন্দাবনে রাকা রাধাকৃষ্ণশ্চ গোপিকা।
মণ্ডলং পূর্ণরাসস্য লীলয়া সহবর্ত্ততে ॥৮॥
রাধায়া সহ কৃষ্ণেন ক্রিয়তে রাসমণ্ডলং।
কল্পিতানেকরূপেণ মায়য়া পরমাত্মনা ॥৯॥
মাধবো রাধয়োর্মধ্যে রাধামাধবয়োরপি।
মাধবো রাধয়াসার্দ্ধং রাজন্তে রাসমণ্ডলে ॥১০॥
গোপালবল্লভা গোপ্যো রাধিকায়াঃ কলাহি যা
ক্রীড়ন্তি সহ কৃষ্ণেন রাসে মণ্ডল মণ্ডিতা ॥১১॥
কৃতবানৈকরূপাণি গোপীনাং জনসংখ্যয়া।
গোবিন্দো রমতে তাসাং মধ্যে মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ
॥১২॥
প্রেমস্পর্শমণিং কৃষ্ণং শ্লিষ্যন্তে ব্রজযোষিতঃ।
ভবন্তি স্বর্ণবর্ণাঙ্গ্যো গোবিন্দহৃদয়ঙ্গমাঃ ॥১৩॥
একৈকা গোপিকা পার্শ্বে হরেরেকৈক বিগ্রহঃ।
সুবর্ণগুটিকা মধ্যে মণির্মরকতো যথা ॥১৪॥
হেমকল্পলতা গোপী বাহুভিঃ কণ্ঠমালয়া।
তমালঃ শ্যামলঃ কৃষ্ণো ঘূর্ণিতো রাসলীলয়া ॥১৫॥
রাধে কৃষ্ণেতি গোবিন্দ গোপ্যোগায়তি সুস্বরং।
রাধাকৃষ্ণো নরীনর্ত্তি হস্তকানুপদক্রমৈঃ ॥১৬॥
জয় কৃষ্ণ মনোহর রূপ হরে।
বৃষভানু কিশোরি রসাদি পরে ॥১৭॥
ইতি গায়তি নারদ ঊর্দ্ধগতঃ।
শ্রুতিপূর্ণমুখো মহতী সহিতঃ ॥১৮॥

* সংস্কৃত অতি প্রাঞ্জল তজ্জন্য বঙ্গানুবাদ দিলাম না। লেখক।

কুসুমানি সুবর্ষতি দেবসভা।
দিবিদুন্দুভিবাদন তাল শুভা ॥১৯॥
সহদার জনৈরনুকীর্ত্তয়তে।
জয় কৃষ্ণ সদা বৃষভানুসুতে ॥২০॥
জয় যোগ সুখাদিপতে নৃহরে।
যদুনন্দন নন্দকিশোর হরে ॥২১॥
জয় রাস রসেশ্বরি পূর্ণতমে।
বসুদেববৃষভানু কিশোরি রমে ॥২২॥
সহতারকয়া পরিপূর্ণ শশী।
সহসা সমুদেতি সুধাস্রবশী ॥২৩॥
মধুগন্ধবহো বহতীহ তদা।
হরিণা নটনং ক্রিয়তেহি যদা ॥২৪॥
জয়তীহ কদম্বতলে ললিতঃ।
কলবেণু সমীরিত গানরতঃ ॥২৫॥
সহ রাধিকয়া বসুদেবসুতঃ।
সততং তরুণীজন মধ্য গতঃ ॥২৬॥
বৃষভানুসুতা পরমা প্রকৃতিঃ।
পুরুষো বসুদেব সুতঃ সুকৃতিঃ ॥২৭॥
ইহ নৃত্যতি গায়তি বাদয়তে।
সহ গোপিকয়া বিপিনে রমতে ॥২৮॥
যমুনাপুলিনে বৃষভানুসুতা।
রমণী ললিতাদি সখি সহিতা ॥২৯॥
রমতে হরিণাসহ ভৃত্য রতা।
গতি চঞ্চল কুণ্ডল হারলতা ॥৩০॥
বৃষভানুজয়া সহ কুঞ্জবনে।
যদুনন্দনমেতি সুখং বিজনে ॥৩১॥
ব্রজমোহন নাগর বীরবরঃ।
পরিরম্ভন চুম্বন কেলি পরঃ ॥৩২॥
কনকাম্বুজ দর্পণ চারুমুখী।
বৃষভানুসুতা পরমাত্মসুখী ॥৩৩॥
পরিরভ্য হরিং প্রিয়মাত্মসুখং।
পরিচুম্বতি সাদর চন্দ্রমুখং ॥৩৪॥
রসিকো বসুদেবসুতঃ সুরতেঃ।
রসিকাং বৃষভানুসুতাং ভজতে ॥৩৫॥
নব পল্লব কল্পিত তল্পগতাং।
সুখসার মনোভব ভাবরতাং ॥৩৬॥
বসুদেব সুতোরসি হেমলতা।
ফল পীনপয়োধরা ভারলতা ॥৩৭॥
শয়নং কুরুতে বৃষভানুসুতা।
বিপরীত রতিশ্রম বিন্দুযুতা ॥৩৮॥
নব নীরদ সুন্দর নীলতনুং।
চপলাধিক চিক্কণ গৌরতনুং ॥৩৯॥
গুণ গৌঞ্জুক মাল্য শিখণ্ড শিখং।
শিখিচন্দ্রকযুক্ত কীরিটশিখাং ॥৪০॥
কমলাশ্রিত খঞ্জন নেত্রযুগং।
পরিপূর্ণ মৃগাঙ্ক মৃগাক্ষিযুগাং ॥৪১॥
মৃদু হাস সুধাময় চন্দ্রমুখং।
মধুরাধর সুন্দর পদ্মমুখীং ॥৪২॥
মকরাকৃতি কুণ্ডল কর্ণতলং।
মণিকুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ডতলাং ॥৪৩॥
বলয়ঙ্গদ শোভিত বাহুধরং।
মণিকঙ্কণ শোভিত শঙ্খকরাং ॥৪৪॥
গলশোভিত কৌস্তুভরত্ন শতং।
কুচকুম্ভ বিরাজিত হারলতাং ॥৪৫॥
তুলসিদলদাম সুগন্ধিতনুং।
হরিচন্দনচর্চ্চিত গৌরতনুং ॥৪৬॥
কন শৃঙ্খল পীতধটিজটিতং।
রসনান্বিত নীল নিচোলযুতাং ॥৪৭॥
চরণাঙ্গদ দিগ্‌গজ রাজগতিং।
কলনূপুর হংস বিলাস গতিং ॥৪৮॥
রতিরাম মনোরম বেশধরং।
পরমাত্ম মনোহর বেশধরাং ॥৪৯॥
মণিনির্ম্মিত পঙ্কজ মধ্যগতং।
রস রাস সরোরুহ মধ্যগতাং ॥৫০॥
মুরলী মধুর শ্রুতিরাগ পরং।
স্বর সপ্তসমন্বিত গানপরাং ॥৫১॥
জগদাদি গুরুং বসুদেবসুতং।
প্রণমামি সদা বৃষভানুসুতাং ॥৫২॥
নটনায়ক বেশ কিশোর বয়াঃ।
বসুদেব সুতঃ সহ রাধিকয়া ॥৫৩॥
ইতরেতর বদ্ধকর ভ্রমণং।
কুরুতে কুসুমায়ুধ কেলিরণং ॥৫৪॥
অধিকাধিক মাধব রাধিকয়োঃ।
কুতরাস পরাপর মণ্ডলয়োঃ ॥৫৫॥
মণিমণ্ডল সিঞ্জিত তালঘনং।
হরতে সনকাদিমুনৈর্মননং ॥৫৬॥
বৃষভানুসুতা বসুদেবসুতঃ।
কণক প্রতিমা মণিমারকতঃ ॥৫৭॥
ভ্রমতীব মহামণি শঙ্কুগতঃ।
সহযোগ রতোহথ মিথোহন্তরতঃ ॥৫৮॥
উভয়োভয় রাধিকয়োর্দয়িতৌ।
পৃথগন্তরতো বসুদেবসুতৌ ॥৫৯॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

কবিতাগুচ্ছ।

ক্ষত্রিয়জীবন (১)।

আসিবে কি বঙ্গে পুনঃ ক্ষত্রিয়জীবন!
কেবা আসিবে আর, করিবে কি অধিকার,
উড়াবে কিসের 'পরে বিজয়-কেতন।
আসিবে কি বঙ্গে ফিরে ক্ষত্রিয়জীবন ॥১
কি জন্য আনিতে চাহ ক্ষত্রিয়জীবন?
এ যে দেখি আয়োজন, মাত্র গলে আভরণ,
পরিবার জন্য ব্যস্ত, গাত্রসুশোভন।
এজন্য কি চাহিতেছ ক্ষত্রিয়জীবন? ॥২
কি জন্য চাহিছ তবে ক্ষত্রিয়জীবন?
সামাজিক মহারণ, করিবে হে ক্ষত্রগণ,
কি চিন্তা, কি বূহ তার করেছ রচন?
কেমনে আনিবে তবে ক্ষত্রিয়জীবন? ॥৩
কিবা লক্ষ্য, কিবা মন্ত্র, কিবা প্রহরণ?
কোথা বা সে বাহুবল, নির্ভীক কায়স্থদল,
নেতৃগণ হায় দেখি শূদ্রের মতন।
অয়ে জড়সড় মুখে না সরে বচন ॥৪
বলিমেষ-গলে যথা দোলে পুষ্পহার,
তব গলে দোলে তথা পবীতের হার।
বন্ধভূমে যাইতেছ, মনে কি তা ভাবিতেছ,
পরিতেছ পায়ে দৃঢ় নিগড় আবার।
এজন্য কি চাহিতেছ ক্ষত্রিয়-আচার? ॥৫
ক্ষত্রত্ব জগতে ভাই দুর্লভ পদার্থ,
শূদ্রত্বে ডুবাতে চাও সেই পরমার্থ।
তাহা যদি নাহি চাও, কর্ম্মক্ষেত্রে দ্রুত ধাও,
সত্বর সাধন কর ক্ষত্রিয়ের স্বার্থ।
পূর্ব্বে বুঝে লও ক্ষত্রজীবনের অর্থ ॥৬
অঙ্গিরারা ক্ষত্র নয়? (১) ক্ষত্র মনু নয়? (২)
ক্ষত্র নয় জমদগ্নি ভৃগুর তনয়? (৩)

(১) ঋগ্বেদ ১।৬৫; ৩।৩১।৫-৭; ১০।১০৮।৮।
(২) ঋগ্বেদ ৬।২১।১১; ১।১১২।১৮।
(৩) ভার্গবেরা ক্ষত্রিয় ছিলেন,

বশিষ্ঠ কি নহে ক্ষত্র ? ক্ষত্র নহে বিশ্বামিত্র ? (৪)
ক্ষত্র নয় কুৎস ঋষি প্রতাপে দুর্জ্জয় ? (৫)
স্বস্ত্রীক মুর্দ্ধনযজ্ঞ করেছিলা জয় (৬) ॥৭
আবার ভরত ঋষি, (৭) রাজর্ষি সুদাস (৮)
সুদামরশ্মি (৯) দিবোদাস (১০) ত্রসদস্যু (১১) দস্যুত্রাস,
নহুষ (১২) যযাতি (১৩) ঋষি বলিয়া প্রকাশ,
মন্ত্র-দ্রষ্টা ক্ষত্রিয়েরা করহ বিশ্বাস ॥৮
যে সকল আর্য্যগণ ভারতে পশিলা,
ক্ষত্রিয়ের বেশে তারা সকলে আসিলা (১৪)
ক্ষত্র হ'তে বর্ণ সব, হইয়াছে সমুদ্ভব,
ক্ষত্রেরাই অগ্রে দেশে বেদ প্রকাশিলা।
ক্ষত্রেরাই ভারতের ধরম্ম সৃজিলা ॥৯

জান না জনক ঋষি বেদান্তে পণ্ডিত,
গার্গী যাজ্ঞবল্ক্য যাঁর দ্বারে উপস্থিত ? (১৫)
বেদ করি সংকলিত, রত্ন করি নিষ্কাশিত,
একের ঐশত্বে ধরা করিলা প্লাবিত।
জগৎ গাইছে যাঁর জ্ঞান প্রশংসিত ? ॥১০
তোমাদের আদি পিতা চিত্র গাঙ্গায়নি, (১৬)
শিষ্য হয়েছিলা যাঁর উদ্দাল কারুণি,
পরলোক জন্মান্তর (১৭) চর্চ্চা করি নিরন্তর,
হিন্দুত্বের মূলভিত্তি স্থাপিলেন যিনি।
কায়স্থের বীজ সেই চিত্র গাঙ্গায়নি ॥১১
কে বলে লেখকবংশ কায়স্থেরা হয় ?
কে বলে মন্ত্রিরবংশ তাহারা নিশ্চয় ?
জ্ঞানালোক সমুজ্জ্বল, গাঙ্গ্যচিত্র মহাবল।
ক্ষত্র,—রাজছত্র যাঁর মহাপুণ্যময়,
করিলেন যিনি ধর্ম্মজগতের জয় ॥১২
এই ত ক্ষত্রিয়াদর্শ সম্মুখে তোমার,
তুমি পরিতেছ পায় নিগড় আবার।
বৌদ্ধধর্ম্ম লোপকালে এতাদৃশ মহাভুলে,
হয়েছিল ছারখার ভারত সোণার।
ক্ষত্রিয়ে কি এক ভুল করে বারম্বার ? ১৩
তাই বলি লক্ষ্য স্থির করহ এখন,
হস্তে তুলে লও বেদ মহা শরাসন ;
আমূল সংস্কার কর, উপশাস্ত্র নাহি ধর
ক্ষত্রতেজে পরিপূর্ণ হও সর্ব্বজন,
জাগ্রত করিবে যদি ক্ষত্রিয়জীবন ! ১৮

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

(ঋগ্বেদ ৪। ১৬। ২০) বরুণের পুত্র ভৃগু, বরুণ ক্ষত্র।

(৪) ঋগ্বেদ ৩। ৫৩। ২৪ ; ইহাতে বিশ্বামিত্র বংশীয়েরা বশিষ্ঠদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রেরণ করেন বলিয়া উক্তি আছে। সুতরাং উভয় বংশই ক্ষত্রবংশ।

(৫) ঋগ্বেদ ১। ৬৩। ৩।

(৬) ঋগ্বেদ ১০। ১০২ সূক্ত।

(৭) হিন্দুপত্রিকা ১৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

(৮) ঋগ্বেদ ১০। ১৩৩ সূক্ত।

(৯) ঋগ্বেদ ১০। ৭৭ সূক্ত।

(১০) ঋগ্বেদ ৮। ১০৩। ২।

(১১) ঋগ্বেদ ৯। ১১০ সূক্ত।

(১২) (১৩) ঋগ্বেদ ৯। ১০১ সূক্ত।

(১৪) History of Sanskrit Literature p. 152.

(১৫) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১ম ও ৮ম ব্রাহ্মণ।

(১৬) কৌষতকী উপনিষৎ ১ম অধ্যায়।

(১৭) Transmigration of souls.

কোন মৃত মানুষ দেখিয়া।

শোকোচ্ছ্বাস (২)।

(১)

কাননে কুসুম ফোটে, মুঞ্জে কুঞ্জে অলি ছোটে,
তেমনি মলয়ানীল ধীরে বয়ে যায়।
নীলিম আকাশপটে, রবিশশী-তারা উঠে
তেমনি বিহঙ্গ ডাকে আসন্ন সন্ধ্যায়।
পদ বিদলিত ধূলি, যৎসামান্য তৃণগুলি
সমভাবে তারা সবে রহিল ধরায়।
মানব, একাকী তুমি চলিলে কোথায় ?

(২)

অই যে দেহ-প্রতিমায়, লাবণ্য বহিয়া যায়
আননে শোভিছে যেন দীপ্ত সুষমায়।
অই যে কমল-আঁখি, স্নেহ লাজে মাখামাখি
বিচ্ছিন্ন কুসুম তুল্য ধরণী লুটায়।
বাসন্তি গোলাপে গড়া, ও দেহ মাধুরী ভরা,
পড়ে আছে ধরাতলে কি ছার আশায় ?
স্নেহ ভুলে, মায়া ভুলে, ভাসাইয়া অশ্রুজলে,
সুখে কি দুখেতে কোথা হতেছ উদয় ?
মানব, একাকী তুমি চলিলে কোথায় ?

(৩)

তেজ-বীর্য্য-দম্ভ-ভরা, অভিমানে আত্মহারা,
এ দেহ-পিঞ্জর হ'তে প্রাণ কোথা ধায় ?
হৃদিপূর্ণ অভিলাষ, সে সৌভাগ্য সে উল্লাস
সকলি জন্মের মত কোথায় লুকায় ?
তুমি ত চলিলে একা, আর কি হইবে দেখা ?
সে কথা স্মরিলে এবে বুক ফেটে যায়।
তোমারে হইয়া হারা, ধরাতে রহিল যারা
কি সান্ত্বনা তাহাদের রাখিলে হেথায় ?
মানব, একাকী তুমি চলিলে কোথায় ?

(৪)

যে দেশে চলিলে এবে সে দেশ কেমন,
কিবা তার জলস্থল তরু কুঞ্জবন ?
নভস্তলে আছে কিহে চন্দ্রতারাগণ ?
পৃথ্বীতলে নদনদী গিরি প্রস্রবন ?
একাকী যাইতে হয়, তাই প্রাণে সদা ভয়
তোমারে জিজ্ঞাসি এবে বল বিবরণ।
সে যে পথ কি আকার, আলো কিংবা অন্ধকার,
আছে কি কণ্টক কিংবা শার্দ্দূলগর্জ্জন ?
কোন বলে হ'লে বলী, জীব হ'য়ে কুতূহলী
জীবনের মহাগতি করে সমাপন ?
ভুলে যায় শোক দুঃখ দুর্ব্বহ জীবন।

(৫)

বিহগের মিষ্টস্বরে, তেমনি অমিয় ক্ষরে,
শফরী তেমনি নাচে সরসীর জলে।
শস্য-শ্যামলা ধরণী, কলনাদে তরঙ্গিণী,
সকলি বহিছে যেন সময় হিল্লোলে।
পদ-বিদলিত ধূলি, যৎসামান্য তৃণগুলি,
সমভাবে তারা সবে রহিছে ধরায়।
মানব, একাকী তুমি চলিলে কোথায় ?

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

বশিষ্ঠ কি নহে ক্ষত্র ? ক্ষত্র নহে বিশ্বামিত্র ? (৪)
ক্ষত্র নয় কুৎস ঋষি প্রতাপে দুর্জ্জয় ? (৫)
স্বস্ত্রীক মুর্দ্ধনযজ্ঞ করেছিলা জয় (৬) ॥৭
আবার ভরত ঋষি, (৭) রাজর্ষি সুদাস (৮)
সুামরশ্মি (৯) দিবোদাস (১০) ত্রসদস্যু (১১) দস্যুত্রাস,
নহুষ (১২) যযাতি (১৩) ঋষি বলিয়া প্রকাশ,
মন্ত্র-দ্রষ্টা ক্ষত্রিয়েরা করহ বিশ্বাস ॥৮
যে সকল আর্য্যগণ ভারতে পশিলা,
ক্ষত্রিয়ের বেশে তারা সকলে আসিলা (১৪)
ক্ষত্র হ'তে বর্ণ সব, হইয়াছে সমুদ্ভব,
ক্ষত্রেরাই অগ্রে দেশে বেদ প্রকাশিলা।
ক্ষত্রেরাই ভারতের ধরম্ম সৃজিলা ॥৯

জান না জনক, ঋষি বেদান্তে পণ্ডিত,
গার্গী যাজ্ঞবল্ক্য যাঁর দ্বারে উপস্থিত ? (১৫)
বেদ করি সংকলিত, রত্ন করি নিষ্কাশিত,
একৈব ঐশত্বে ধরা করিলা প্লাবিত।
জগৎ গাইছে যাঁর জ্ঞান প্রশংসিত ? ॥১০
তোমাদের আদি পিতা চিত্র গাঙ্গায়নি, (১৬)
শিষ্য হয়েছিলা যাঁর উদ্দাল কারুণি,
পরলোক জন্মান্তর (১৭) চর্চ্চা করি নিরন্তর,
হিন্দুত্বের মূলভিত্তি স্থাপিলেন যিনি।
কায়স্থের বীজ সেই চিত্র গাঙ্গায়নি ॥১১
কে বলে লেখকবংশ কায়স্থেরা হয় ?
কে বলে মন্ত্রিরবংশ তাহারা নিশ্চয় ?
জ্ঞানালোক সমুজ্জ্বল, গাঙ্গ্যচিত্র মহাবল।
ক্ষত্র,—রাজছত্র যাঁর মহাপুণ্যময়,
করিলেন যিনি ধর্ম্মজগতের জয় ॥১২
এই ত ক্ষত্রিয়াদর্শ সম্মুখে তোমার,
তুমি পরিতেছ পায় নিগড় আবার।
বৌদ্ধধর্ম্ম লোপকালে এতাদৃশ মহাভুলে,
হয়েছিল ছারখার ভারত সোণার।
ক্ষত্রিয়ে কি এক ভুল করে বারম্বার ? ১৩
তাই বলি লক্ষ্য স্থির করহ এখন,
হস্তে তুলে লও বেদ মহা শরাসন ;
আমূল সংস্কার কর, উপশাস্ত্র নাহি ধর
ক্ষত্রতেজে পরিপূর্ণ হও সর্ব্বজন,
জাগ্রত করিবে যদি ক্ষত্রিয়জীবন ! ১৮

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

(ঋগ্বেদ ৪। ১৬। ২০) বরুণের পুত্র ভৃগু, বরুণ ক্ষত্র।

(৪) ঋগ্বেদ ৩। ৫৩। ২৪ ; ইহাতে বিশ্বামিত্র বংশীয়েরা বশিষ্ঠদিগের বিরুদ্ধে অশ্ব প্রেরণ করেন বলিয়া উক্তি আছে। সুতরাং উভয় বংশই ক্ষত্রবংশ।

(৫) ঋগ্বেদ ১। ৬৩। ৩।

(৬) ঋগ্বেদ ১০। ১০২ সূক্ত।

(৭) হিন্দুপত্রিকা ১৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

(৮) ঋগ্বেদ ১০। ১৩৩ সূক্ত।

(৯) ঋগ্বেদ ১০। ৭৭ সূক্ত।

(১০) ঋগ্বেদ ৮। ১০৩। ২।

(১১) ঋগ্বেদ ৯। ১১০ সূক্ত।

(১২) (১৩) ঋগ্বেদ ৯। ১০১ সূক্ত।

(১৪) History of Sanskrit Literature p. 152.

(১৫) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১ম ও ৮ম ব্রাহ্মণ।

(১৬) কৌষতকী উপনিষৎ ১ম অধ্যায়।

(১৭) Transmigration of souls.

কোন মৃত মানুষ দেখিয়া।

শোকোচ্ছ্বাস (২)।

(১)

কাননে কুসুম ফোটে, মুঞ্জে কুঞ্জে অলি ছোটে,
তেমনি মলয়ানীল ধীরে বয়ে যায়।
নীলিম আকাশপটে, রবিশশী-তারা উঠে
তেমনি বিহঙ্গ ডাকে আসন্ন সন্ধ্যায়।
পদ বিদলিত ধূলি, যৎসামান্য তৃণগুলি
সমভাবে তারা সবে রহিল ধরায়।
মানব, একাকী তুমি চলিলে কোথায় ?

(২)

অই যে দেহ-প্রতিমায়, লাবণ্য বহিয়া যায়
আননে শোভিছে যেন দীপ্ত সুষমায়।
অই যে কমল-আঁখি, স্নেহ লাজে মাখামাখি
বিচ্ছিন্ন কুসুম তুল্য ধরণী লুটায়।
বসন্তি গোলাপে গড়া, ও দেহ মাধুরী ভরা,
পড়ে আছে ধরাতলে কি ছার আশায় ?
স্নেহ ভুলে, মায়া ভুলে, ভাসাইয়া অশ্রুজলে,
সুখে কি দুখেতে কোথা হতেছ উদয় ?
মানব, একাকী তুমি চলিলে কোথায় ?

(৩)

তেজ-বীর্য্য-দম্ভ-ভরা, অভিমানে আত্মহারা,
এ দেহ-পিঞ্জর হ'তে প্রাণ কোথা ধায় ?
হৃদিপূর্ণ অভিলাষ, সে সৌভাগ্য সে উল্লাস
সকলি জন্মের মত কোথায় লুকায় ?
তুমি ত চলিলে একা, আর কি হইবে দেখা ?
সে কথা স্মরিলে এবে বুক ফেটে যায়।
তোমারে হইয়া হারা, ধরাতে রহিল যারা
কি সান্ত্বনা তাহাদের রাখিলে হেথায় ?
মানব, একাকী তুমি চলিলে কোথায় ?

(৪)

যে দেশে চলিলে এবে সে দেশ কেমন,
কিবা তার জলস্থল তরু কুঞ্জবন ?
নভস্তলে আছে কিহে চন্দ্রতারাগণ ?
পৃথ্বীতলে নদনদী গিরি প্রস্রবন ?
একাকী যাইতে হয়, তাই প্রাণে সদা ভয়
তোমারে জিজ্ঞাসি এবে বল বিবরণ।
সে যে পথ কি আকার, আলো কিংবা অন্ধকার,
আছে কি কণ্টক কিংবা শার্দ্দূলগর্জ্জন ?
কোন বলে হ'লে বলী, জীব হ'য়ে কুতূহলী
জীবনের মহাগতি করে সমাপন ?
ভুলে যায় শোক দুঃখ দুর্ব্বহ জীবন।

(৫)

বিহগের মিষ্টস্বরে, তেমনি অমিয় ক্ষরে,
শফরী তেমনি নাচে সরসীর জলে।
শস্য-শ্যামলা ধরণী, কলনাদে তরঙ্গিণী,
সকলি বহিছে যেন সময় হিল্লোলে।
পদ-বিদলিত ধূলি, যৎসামান্য তৃণগুলি,
সমভাবে তারা সবে রহিছে ধরায়।
মানব, একাকী তুমি চলিলে কোথায় ?

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

শোকোচ্ছ্বাস।*

পুত্র বিয়োগে (৩)।

একি অকস্মাৎ, শিরে বজ্রপাত
কেমনে ঘটালে বিধি।
কি পাপে আমার, তপন কুমার
হরিল অকালে নিধি ॥১
জীবন-উষায়, নূতন প্রভায়
উদয়ন নব রবি।
সহসা জলদে, গভীর নিনাদে
ঢাকিল অরুণ ছবি ॥২
কালের তুফান, হ'য়ে বহমান
উড়া'য়ে লইল কোথা।
না পানু সন্ধান, কাঁদিয়া পরাণ
উড়িতেছে যথা তথা ॥৩
এ দেহপিঞ্জরে, সুত-শুক-বরে,
পুষিনু যতন করি।
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া, শমন আসিয়া
অজ্ঞাতে লইল হরি ॥৪
কোথা গেল উড়ি, বল বল হরি,
তুমি নাকি দয়াময়।
তোমার বিচারে, প্রাণের কুমারে
হারাইনু অসময় ॥৫
বৃথা বিশেষণ, করুণা-ভবন
বলিয়া জগতে ডাকে।
তুমি নিরদয়, জানিনু নিশ্চয়,
কৃপাময় ব'লে কাকে ॥৬
পাষাণে গঠিত, কুলিশে নির্ম্মিত,
তোমার হৃদয়স্তর।
তাহে নাহি পশে, রজনী দিবসে
জনক জননী স্বর ॥৭
দম্পতি-যুগল, হইয়া বিহ্বল,
অশ্রুতে ভাসায় ধরা,
করে আর্ত্তনাদ, ভাবিয়া প্রমাদ;
প'ড়ে আছে যেন মরা ॥৮
সে নাদ শ্রবণে, বিটপী কাননে,
ফেলছে চক্ষুর জল,
হ'তেছে প্রস্তর, শুনি সেই স্বর
তটিনী-তুল্য তরল ॥৯
তুমি বিচারক, ভুবন-পালক,
বলিয়া সকলে জানে।
কি বিচার তব, দেখিয়া নীরব,
হৃদয়ে নাহিক মানে ॥১০
বাপ মার বুকে, শক্তি-শেল, সুখে
হান তুমি অনায়াসে।
অদ্ভুত বিচার, হেরিয়া তোমার,
দুখেও পরাণ হাসে ॥১১
চম্পক কুসুম, জিনি অনুপম,
নয়নরঞ্জন "জ্ঞান"।
না ফুটিতে হায়, কালের প্রভায়,
ঝরিয়া শুকাল প্রাণ ॥১২
চৌদ্দ দিবারাতি, সহি দুঃখ অতি
সকালে ত্যজিল ধরা।
মুদিল নয়ন, কমল যেমন,
প্রীতির জোয়ারে ভরা ॥১৩

*জন্ম—১৩১৪, ১৯শে অগ্রহায়ণ। মৃত্যু—১৩১৭, ১২ই চৈত্র।

অঘোর নিদ্রায়, ঘিরিল বাছায়,
সহসা পড়িল ঢলে।
জননী তাহার প্রসারিয়া কর,
লইল কোলেতে তুলে ॥১৪
হাহাকার ধ্বনি, উঠিল তখনি,
কাঁদিল আত্মীয়গণ।
তুমুল রোদন, হ'ল কতক্ষণ,
অশ্রু-সিক্ত সর্ব্বজন ॥১৫
মায়ের তনয়, মা ছাড়া কি হয়?
চলিল মায়ের পুরী।
অমনি কালিকা, পূর্ণেন্দু ভালিকা,
লইল কোলেতে করি ॥১৬
ত্রিদিব কুসুম, শোভা নিরুপম,
যতেক অমরগণ।
করিল চয়ন, করিতে পূজন,
বৃথা শোকেতে রোদন ॥১৭
যাও বাছা নিদ্রা যাও অমৃত-কাননে,
আধি ব্যাধি জরা মৃত্যু নীরব যেখানে।
শান্তির কোমল ক্রোড়ে করিয়া শয়ন,
লভ সুখ, ভুলো দুখ, ওরে যাদুধন।
রোগের যন্ত্রণা বাপ যাও তুমি ভুলে,
লয়েছে আনন্দময়ী কোলে তোরে তুলে।
গাইতে করুণ-গীতি ওরে যাদুমণি,
রহিল অভাগা তোর জনকজননী ॥
ওঁ শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার।

পিতা।

১

অতি উচ্চে পিতৃদেব! আসন তোমার।
তুমি স্নেহময়,
করুণা নিলয়,
শীতল উরস তব শান্তির আগার;
পরম আরাধ্য তুমি সংসারের সার।

২

তপঃ, ধর্ম্ম, স্বর্গ পিতঃ! তোমার চরণ।
প্রীতিতে তোমার,
প্রীতি দেবতার,
তোমার আশীস্ মম কল্যাণ কারণ;
না পূজিলে তব পদ বৃথা এ জীবন।

৩

তুমি মম উপদেষ্টা কৃপার আধার!
তোমার যতনে,
লভেছি জীবনে,
জ্ঞান, ধর্ম্ম আদি করি যত রত্নসার।
মূর্ত্তিমান দেব তুমি হে পিত! আমার।

৪

তুমি হে দেবতা মম নহে কল্পনার।
কৃপায় তোমার,
সকলি আমার,
তুমিই যতনে দেব! দিয়াছ আহার,
বসন-ভূষণ আদি স্নেহে অনিবার।

৫

আদর্শ শিক্ষক তুমি হে পিতঃ! আমার;
তব নীতিময়,
উপদেশচয়,
রহিবে আমার হ'য়ে চির-কণ্ঠহার;
শোধিতে নারিব দেব! কভু তব ধার।

৬

সার্থক হইবে ভবে জীবন আমার,—
মানস প্রসূনে,
পরম যতনে,
প্রদানিলে তব পদে ভক্তি-উপহার।
প্রণিপাত পিতৃদেব! চরণে তোমার।

৭

এস প্রিয় ভ্রাতা-ভগ্নি! এসরে সকলে,
গাঁথি মমতার,
শুভ্র-ফুলহার,
ধোয়া'য়ে যতনে উহা ভক্তি-গঙ্গাজলে,
আনন্দে অর্পণ করি পিতৃ-পদতলে।

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা,
কবিরত্ন।

সেকাল ও একাল।

আজকাল কায়স্থগণ স্ব স্ব নামের অন্তে দাস পদের উল্লেখ না করিলে, স্বাক্ষরই হউন, আর নিরক্ষরই হউন, অস্মদ্দেশীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলী-মধ্যে এমন মহাপুরুষ অতি বিরল, যিনি বাহিরে না হউক অন্ততঃ ভিতরে ভিতরে অসন্তুষ্টির ভাব পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কেন যে তাঁহারা এই চিরাশ্রিত কায়স্থজাতির প্রতি ঋষিজনোচিত উদারতা প্রকাশে কাতর, তাহা আমরা জানি না। জানি না বলিয়াই, যাহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে আজও বঙ্গদেশীয় সমগ্র হিন্দুসমাজ পরিচালিত; সেই ঋষিকল্প প্রাচীন স্মার্ত্ত পরমারাধ্যতম রঘুনন্দনের আশীর্ব্বাদ মস্তকে বহন করিয়া সভা-মণ্ডপে উপনীত হইলাম। আশা করি উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণমণ্ডলী অবশ্যই এ নিগৃহীত একতর ক্ষত্রিয়-কায়স্থ-জাতির প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিবেন।

সত্য বটে মহর্ষি যম স্বরচিত সংহিতায় লিখিয়াছেন,—

"শর্ম্মাদেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মাত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতির্দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ।"

(উদ্বাহতত্ত্বধৃত বচন)

ব্রাহ্মণের নামের অন্তে শর্ম্মা ও দেব, ক্ষত্রিয়ের নামের অন্তে ত্রাতা ও বর্ম্মা, বৈশ্যের নামের অন্তে ভূতি ও গুপ্ত এই দুই দুইটী উপপদ এবং শূদ্রের নামে দাস এই একটী মাত্র উপপদ থাকিবে। যেহেতু,—

"তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শমেন চ দমেন চ।
জগতাং শর্ম্মদানেন শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণেভবেৎ।
তাপত্রয়াদতিবলাজ্জগৎ সংরক্ষতীতি যৎ।
তস্মাৎ সর্পিসমেধীরে বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়েভবেৎ।
কালে কালে ধনং দত্ত্বা সর্ব্বান্ গোপায়তীতিযৎ।
তস্মাদ্ বৈশ্যস্য নামৈতৎ গুপ্তান্ত মভিধীয়তে।
দ্বিজান্ শুশ্রূষয়ন্ নিত্যং শূদ্রস্তোষয়তীতি যৎ।
তস্মাত্তস্য চ দাসান্তং তত্তৎ স্ত্রীণাং তথা তথা॥"

অর্থাৎ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শম ও দম দ্বারা জগতের মঙ্গল বিধান করেন বলিয়া ব্রাহ্মণগণের শর্ম্মান্ত নাম হইবে। এইরূপ অতিশয় বলশালী হেতু তাপত্রয় হইতে জগৎকে রক্ষা করেন বলিয়া ক্ষত্রিয়গণের বর্ম্মান্ত, সময়ে সময়ে ধনদানে সকলকে রক্ষা করেন বলিয়া বৈশ্যগণ গুপ্তান্ত এবং শুশ্রূষা দ্বারা সর্ব্বদা দ্বিজাতিবৃন্দের পরিতুষ্টি বিধান করেন বলিয়া শূদ্রগণের দাসান্ত নাম হইবে, ইহাই অন্যতম গৃহ্যসূত্রকার মহর্ষি আশ্বলায়নের অভিপ্রায়। কিন্তু তাই বলিয়াই (বিপ্রসেবকরূপে কনোজ হইতে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়াই) যে, কায়স্থগণের নামের অন্তে দাস পদের উল্লেখ করিতে হইবে, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। যেহেতু কেবল শূদ্রই যে বিপ্রসেবক তাহা নহে; বলা বাহুল্য উহা ক্ষত্রিয়েরও একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। তথাচ বৃহস্পতিঃ—

"ইজ্যাধ্যয়ন দানে চ প্রজানাং পরিপালনম্।
শস্ত্রাস্ত্র ধারণং সেবা কর্ম্মাণি ক্ষত্রিয়স্যতু।"

(পরাশরভাষ্যধৃত বচনম্।)

অথবা পূজ্যপাদ রঘুনন্দনের সমসাময়িক ঋষিপ্রতিম ব্রাহ্মণমণ্ডলীও সেরূপ সঙ্কীর্ণচেতাঃ ছিলেন না। ছিলেন না বলিয়াই স্মার্ত্তকুলগৌরব মহামতি রঘুনন্দন জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—

"সচ্ছূদ্রাণাং নামকরণে বসুঘোষাদি রূপপদ্ধতিযুক্ত নামত্বঞ্চ বোধ্যামিতি।"

[উদ্বাহতত্ত্বম্]

অর্থাৎ সচ্ছূদ্রদিগের [কায়স্থদিগের] নামকরণের সময় বসু ঘোষাদি উপপদযুক্ত নাম করিতে হইবে। এখানে বলা আবশ্যক আদি পদে পালাদিও বুঝিতে হইবে।

অতএব বসু, ঘোষ ও পাল প্রভৃতি পদ্ধতি পরিমণ্ডিত কায়স্থমণ্ডলী যে, এক সময়ে দাসান্ত নামে অভিহিত হইতেন না; অথবা ইহারা কিছুতেই যে, দাসান্ত নামে পরিচিহ্নিত হইবার যোগ্য নহেন, তাহা আমরা সাহস করিয়াই বলিতে পারি। যেহেতু মনু মহারাজ লিখিয়াছেন,—

"মাঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্যস্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্॥ ৩১
শর্ম্মবদ্ ব্রাহ্মণস্যস্যাৎ রাজ্ঞোরক্ষা সমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতম্॥ ৩২"

(মনুস্মৃতিঃ ২ অধ্যায়ঃ)

ইহার ভাবার্থ এই,—নামকরণ করিতে হইলে, পূর্ব্বপদে মঙ্গলাদিবাচক পদের এবং উত্তরপদে শর্ম্মাদিবাচক শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়। ফলতঃ খোলসা করিয়া বলিতে হইলে বলিতে হয়, ব্রাহ্মণের শ্রীশর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বিক্রমপাল, বৈশ্যের মাণিক্যশ্রেষ্ঠী, এবং শূদ্রের হীনদাস ইত্যাদিরূপ নাম রাখিতে হইবে।* বলা বাহুল্য দাস পাল, দাস বসু বা পাল দাস, বসু দাস ইত্যাদি নামকরণ স্মার্ত্তশিরোমণি পূজ্যপাদ রঘুনন্দনের অভিপ্রেত হইলে, তিনি স্বরচিত উদ্বাহতত্ত্বে যেমন ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে অমুক দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র † ইত্যাদিরূপ উল্লেখ

* "মাঙ্গল্য দিনে পূর্ব্বপদানি শর্ম্মাদীন্যুত্তরপদানি। তথাচ নামাদ্যেকং বিধানি সম্পত্তস্তে শ্রীশর্ম্মা. বিক্রমপালঃ; মাণিক্যশ্রেষ্ঠী, হীনদাসঃ, ইত্যাদি।"
(ইতি পরাশরভাষ্যে আচারকাণ্ডে মাধবাচার্য্যঃ)

† "ইত্যানেন বিষ্ণুং সংস্মৃত্য ওঁ তৎ সদিত্যুচ্চার্য্য তিলকুশত্রয় সহিতং জলং গৃহীত্বা অস্ত

করিয়া গিয়াছেন; সেইরূপ কায়স্থদিগের সম্বন্ধেও অমুক দাস দত্তের বা অমুক দত্ত দাসের প্রপৌত্র ইত্যাদিরূপ উল্লেখ করিতেন।

পক্ষান্তরে তাহা না করিয়া তিনি যখন কেবল "শিবদত্তের প্রপৌত্রী বিষ্ণুদত্তের পৌত্রী হরিদত্তের পুত্রী, যজ্ঞদত্তা নাম্নী কন্যা, শিবমিত্রের প্রপৌত্র; বিষ্ণুমিত্রের পৌত্র, রামমিত্রের পুত্র, রুদ্রমিত্র নামক তোমাকে প্রদত্ত হইল" ‡

এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, তখন বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থদিগের দাস ঘোষান্ত বা ঘোষ দাসান্ত নামকরণের প্রয়াস, পাওয়া পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর পক্ষে অনুদারতার পরিচায়ক কিনা, তাহা সত্য সত্যই ভাবিবার বিষয় সন্দেহ নাই।

ভট্টাচার্য্যপাদ স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন কায়স্থ-জাতিকে সচ্ছূদ্র এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন সত্য; কিন্তু যিনি বর্ত্তমান কলিযুগে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অন্য বর্ণের অস্তিত্ব মুখ ফুটিয়া স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত; তিনি যাহাদিগকে সচ্ছূদ্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ শূদ্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; সেই কায়স্থজাতি যে, ভাক্ত শূদ্র ভিন্ন এক-জাতি বা চতুর্থবর্ণ নহেন, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। ফলতঃ যাহারা আজও ক্ষত্রোচিত গৌরবব্যঞ্জক পালাদি পদ্ধতি বহন করিয়া আসিতেছেন, তাহাদিগকে দাস এই শূদ্রোচিত পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন করিতে চেষ্টা করা গৌরবের বিষয় কিনা তাহা আমরা জানি না। জানি না বলিয়াই এই বিশাল হিন্দুসমাজের নেতা সহৃদয় বর্ণগুরু ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে এ বিষয় ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ইত্যলং পল্লবিতেন।

শ্রীমধুসূদন রায়।

অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ অমুক দেবশর্ম্মা স্বর্গকামো বিষ্ণুপ্রীতি কামো বা অহমিতান্তং সকৃদুচ্চার্য্য অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুক-দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, অমুকগোত্রস্যামুক-প্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়, অমুকগোত্র-স্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়, অমুক-গোত্রায়ামুকপ্রবরায়ামুকদেবশর্ম্মণে বরায়," অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্র-পৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুক-দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যা-মুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রামমুকপ্রবরা-মমুকীং দেবীমিত্যন্তং ত্রিকচ্চার্য্য সালঙ্কারাং প্রজাপতিদেবতাকাসেনাং কন্যাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে ইতি দদ্যাৎ।"

(উদ্বাহতত্ত্বে রঘুনন্দনঃ)

‡ "শিবদত্ত প্রপৌত্রী, বিষ্ণুদত্ত পৌত্রী, হরিদত্ত পুত্রী, যজ্ঞদত্তা কন্যা, শিবমিত্র প্র-পৌত্রায় বিষ্ণুমিত্র পৌত্রায় রামমিত্র পুত্রায় রুদ্র মিত্রায় তুভ্যং সম্প্রদত্তেতি।"

(ইতি উদ্বাহতত্ত্বে স্মার্ত্তরঘুনন্দনঃ)

দেববর্ম্মা।

এই সময়ে "দেববর্ম্মা" শব্দের একটুক ইতিবৃত্ত লিখিয়া রাখিলে দোষ হয় না। কেহ কেহ মনে করেন দেবশর্ম্মা শব্দের অনুকরণে দেববর্ম্মা শব্দ কায়স্থেরা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহার কর্ত্তৃক এই শব্দ কায়স্থ-সমাজে প্রথমতঃ ব্যবহৃত হয়, তিনি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা ছিলেন এবং ব্রাহ্মণের অনু-করণের বিরোধী ছিলেন। এই ব্যক্তি আর কেহই নন মদগ্রজ ৺নগেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা। আমাদের নবাব দত্ত উপাধি সরকার।

তিনি জঙ্গীপুরের শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয়ের বাসাবাটীতে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি বরিশাল জিলার বিখ্যাত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্র। ইংরেজীতে তেমন অভিজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু সংস্কৃত নিতান্ত কম জানিতেন না।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকারের প্রথমখণ্ড বেদ-সংহিতার সংস্কৃতাংশের প্রেসকাপি অধিকাংশ তাঁহার হস্তের লিখিত ছিল। কায়স্থসভা সৃষ্টির অনেক পূর্ব্বে উক্ত মধুসূদন দাদা মহাশয়ের বাটীতে শ্রাদ্ধ ও বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণ কালে দাস শব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কেননা তিনি পূর্ব্ব হইতেই ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন ছিলেন।

কায়স্থসভা প্রতিষ্ঠার পরে শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয় অনেকগুলি কায়স্থ-প্রবন্ধ লিখেন। তন্মধ্যে নিমতিতা জমীদার বাটীতে যে প্রবন্ধ পাঠ হইয়াছিল, তাহা লিখিয়া তিনি মদগ্রজ নগেন্দ্রনারায়ণকে দেখান। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়াই তিনি সাবিত্রী গ্রহণপূর্ব্বক উপবীত গ্রহণের জন্য কৃতসংকল্প হন। শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয় প্রবন্ধ লইয়া জঙ্গীপুর হইতে নিমতিতা যাওয়ার পূর্ব্ব রাত্রে মদগ্রজ নগেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার বাসাবাটীতে গিয়া তাঁহার নিকট উপবীত গ্রহণের প্রস্তাব করেন; সেই সময়ের কথাবার্ত্তা আমি যেমন তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি তাহা বিবৃত করিতেছি।

নগেন্দ্র। দাদা, আমি পৈতা নেওয়ার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছি! আমি শুভদিন দেখি-য়াছি, পৈতার গ্রন্থি দিতে শিখিয়াছি, আমি অবিলম্বে পৈতা গ্রহণ করিব।

মধুসূদন। কিপ্রকারে করিবে? কোন্ ব্রাহ্মণ এক্ষণে পৈতা দিবেন?

নগেন্দ্র। আমি পুরোহিতের অপেক্ষা করিব না। আমি আপনার বেদসংহিতায় সাবিত্রীমন্ত্র দেখিয়াছি। আমি উহা প্রেস-কাপি করিবার সময়ে হৃদয়স্থ করিয়াছি। উপনয়নের মূল উদ্দেশ্য যাহা, তাহা আমার হইয়াছে এক্ষণ কেবল গঙ্গাস্নানপূর্ব্বক উপ-বীত ধারণ করিব।

মধুসূদন। প্রায়শ্চিত্ত করিবে কিপ্রকারে?

নগেন্দ্র। প্রায়শ্চিত্ত আবার কি? উপ-বীত গ্রহণ করি নাই বলিয়া আমার শরীরে পাপসঞ্চয় হয় নাই। পাপবোধ না জন্মিলে প্রায়শ্চিত্ত অবৈধ। এইজন্য বোধ হয় ৺রাজনারায়ণ রায় সংগৃহীত প্রায়শ্চিত্তবিধিতে ওঁ বিষ্ণু স্মরণে পূততোয়া গঙ্গাজলে অবগাহন করিলেই যদি কিছু অপবিত্রতা থাকে, তাহা দূর হইতে পারে বলিয়া ব্যবস্থিত হইয়াছে:

আমি এই প্রণালীতেই উপনীত হইব অপেক্ষা করিব কাহার ?

মধুসূদন। তুমি যে ক্ষত্রিয়ের ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়াছ তাহা আমার হৃদয়েরও ভাব। ক্ষত্রত্ব অতুল্য, ইহা ভারতীয় আর্য্যগণের আত্ম-পদার্থ, ইহার দ্বিতীয়ত্ব নাই। বেদ এই কথাই বলিতেছেন। সাবিত্রী ক্ষত্রবীজ হইতে উৎপন্ন। তুমি যে ইহা বুঝিয়াছ ইহা আহ্লা-দের বিষয়। কিন্তু তথাচ ৭।৮ দিন অপেক্ষা কর। আমি নিমতিতা হইতে ফিরিয়া আসি, তাহার পরে তুমি উপবীত গ্রহণ করিও।

নগেন্দ্র। আমি অপেক্ষা করিতে পারিব না, আমি অপেক্ষা করিব না। আপনি আসিয়া আমাকে গৃহীতোবীত দেখিবেন। আমার মন প্রস্তুত হইয়াছে, আপনি আমাকে নিষেধ করিবেন না।

ইহার পর দাদা মধুসূদন নিষেধ করেন নাই। তিনি নিমতিতার কায়স্থসভায় ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ প্রস্তাব সমর্থনে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা কায়স্থপত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। নিমতিতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে আমার অগ্রজ নগেন্দ্রনারায়ণ ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র দেবেন্দ্রকুমার উভয়েই জাতীয় যজ্ঞের আদ্য পবিত্রসূত্র ধারণ করিয়াছে।

ইহার কয়েকদিন পরেই তথাকার উকীল মুকুন্দসুন্দর সরকার নগেন্দ্রনারায়ণ প্রদর্শিত পথে গৃহীতোপবীত হন এবং আরও অনেকে গৃহীতোপবীত হন।

মদগ্রজ নগেন্দ্রনারায়ণের ফাঁসিতলা বাজারে একটী আয়ুর্ব্বেদীক ঔষধালয় ছিল। এই ঔষধালয়ে সাইনবোর্ড পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন।

শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা।

এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর জঙ্গীপুর উকীল বৈঠকে ঘোরতর তর্কবিতর্ক হইল "মধুবাবুর ভ্রাতা নগেন্দ্র ত জোর করিয়া পৈতা লইয়াছে ভাল কিন্তু সে দেববর্ম্মা উপাধি ধারণ করিল কেন ? দেব শব্দ কেবল ব্রাহ্মণেরাই ব্যবহার করিতে পারে সে কেন দেব শব্দ ব্যবহার করে ?" কেহ কেহ বলিলেন "ইহার একটা প্রতিবিধান অবশ্য হওয়া উচিত।" কিন্তু সেইস্থানের প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় এই তর্কবিতর্ককালে তথায় উপনীত ছিলেন। তিনি নিজেও দেববংশীয়। তিনি বলিলেন নগেন্দ্রনারায়ণের "দেববর্ম্মা" উপাধি ধারণে কোন দোষ হয় নাই। বর্ম্মা ত ক্ষত্রিয়ের উপাধি। দেব তাহার বংশের নাম সুতরাং তাহার দেববর্ম্মা বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়ায় কোন দোষ হয় নাই। দেববর্ম্মা শব্দ এক্ষণ কায়স্থের সাধারণ সম্পত্তি। কোথায় কোন গুপ্তগহ্বরে জল সঞ্চয় হইয়া পবিত্র গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি হইয়াছে কেহ কি তাহা দেখিয়াছে ? আমার নগন্য অতি গরিব অগ্রজ যে একখানি ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার সেই বাক্যটী আজ সকল কায়স্থের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছে। ইহা আমাদের বংশের অতি গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

যে সকল ব্যক্তি অগ্রজ মহাশয়ের প্রদর্শিত পথে অনতিবিলম্বে গৃহীতোবীত হইয়াছেন, তাহাদের নামের তালিকা শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয়ের প্রকাশিত কায়স্থোপনয়ন ১ম ভাগের পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইয়াছে। ইতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেববর্ম্মা।

হিন্দু ও পৌত্তলিকতা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

আদিম সমাজে জগদীশ্বরের স্বরূপ নির্ণয়, ধর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতি কিরূপ ছিল তাহা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। কেননা তৎকালের ভাষা দুর্ব্বোধ্য—ভাব অসম্পূর্ণ। যাহাদের ভাব বা ভাষা বুঝিতে পারা যায় না, কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া তাহাদের মানসিক ভাব অনুভব করিতে পারা যায়। আদিমাবস্থায় প্রত্যেক জাতি এতাদৃশ অবনত ছিল। কিন্তু হিন্দুজাতির পূর্ব্বাপর কার্য্যকলাপ দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, ধর্ম্ম ও ঈশ্বর বিষয়ে ইহাদের যেমন ক্রমোন্নতি হইয়াছে—আত্মজ্ঞানে, ঈশ্বরের স্বরূপাবধারণে ইহারা যেমন পূর্ণতালাভ করিয়াছে, অন্য কোন জাতির পক্ষে তাদৃশ সৌভাগ্য ঘটে নাই। কথাটী আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। মনে কর প্রথমাবস্থায়, অত্যুন্নতশৃঙ্গশালী বৃহদাকার পর্ব্বত কিংবা প্রাতঃ-মধ্যাহ্ন-সায়াহ্নে পরিবর্ত্তনরূপশালী জগতে আলোকপ্রদানকারী ভর্গদেবকে দেখিয়া বিস্ময়ে—বা কৃতজ্ঞতায় তাহার পূজা আরম্ভ করিল। কেননা বড় দেখিলে ছোটর নত হওয়া স্বাভাবিক। আদিমাবস্থায় এই সূর্য্য বা পর্ব্বতপূজা জড়পূজা কি তাহাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বাসশক্তিপূজা, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ হইলেও অনুমান করা কঠিন নহে। বিশাল পর্ব্বত বা সূর্য্যকে বড় ও শক্তিশালী বলিয়া বিবেচনা করিতে যতটুক মানসিক শক্তির প্রয়োজন, তাহাদের অন্তর্নিহিত স্বতন্ত্রশক্তি কল্পনা করিতে তদপেক্ষা অধিক এবং উন্নত মানসিক শক্তির প্রয়োজন। পর্ব্বত বা সূর্য্যরূপী জড়পূজাই হউক বা তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তিপূজাই হউক ইহার কোনটাই পৌত্তলিকতা নহে। কেননা প্রতিমূর্ত্তি ব্যতীত পৌত্তলিকতা হয় না। যে কোন একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমতঃ কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। পরে সেই কল্পনা-শক্তিকে কার্য্যে পরিণত করিলে মূর্ত্তি গঠিত হয়। আবার মানসপটে কাহারও প্রতিকৃতি অঙ্কিত করা যত সহজ, তদনুযায়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা তত সহজ নহে। প্রথমটী মানসিক শক্তির অপরিস্ফুটাবস্থা—দ্বিতীয়টী সমধিক পরিস্ফুটাবস্থা। সুতরাং হিন্দুর পৌত্তলিকতা অবনতির চিহ্ন নহে—ক্রমোন্নতির পরিচায়ক।

শিক্ষা সাধারণতঃ দুইপ্রকার। মনের শিক্ষা ও হৃদয়ের শিক্ষা। যাহাতে মনের উন্নতি হয়,—কল্পনা ও বিচার-শক্তির বৃদ্ধি হয়, তাহাই মনের শিক্ষা। আর যে শিক্ষায় হৃদয় আপ্লুত হয়,—ভাবের প্রস্রবন খুলিয়া যায়—বিস্ময়, হর্ষ ও বিষাদের তালে তালে হৃদয় নাচিতে থাকে, তাহাই হৃদয়ের শিক্ষা। আমরা দর্শন উপনিষদাদি দ্বারা যে শিক্ষালাভ করি তাহা মনের শিক্ষা। কেননা তাহাতে আত্মানাত্ম বিবেক, ভালমন্দ বিচারশক্তি—স্বপক্ষে বিপক্ষে তর্ক করিবার ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু কাব্যগ্রন্থ হৃদয়ের উপর কার্য্য করে। তাই আমরা উত্তম কাব্য পাঠ করিতে করিতে হৃদ-

য়ের আবেগে কখনও হাঁসি, কখনও কাঁদি, কখনও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া থাকি। তাহার কারণ এই যে, দর্শনাদি অপেক্ষা কাব্যে ভাবাভিনয় অধিক। যাহাতে ভাবাভিনয় যত বেশী, তাহা ততই মানবের হৃদয়রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করে। আবার হৃদয়ের ভাব অনেক সময় কাব্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায় না। কেননা হৃদয়ের ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবের মুখের ভাবেরও আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে অমুক লোকটী সুন্দর, এই কথা বুঝাইতেহইলে, হয় তাহার অঙ্গসৌষ্ঠবাদির কথা কাব্যের ছাঁদে বর্ণনা করিয়া বুঝাইতে হইবে—অথবা তদনুরূপ একটী প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া, তাহাতে যেখানে যেরূপ থাকিলে সুন্দর দেখা যায়, তাহার সমাবেশ করিতে হইবে। তবে প্রথম প্রকরণাপেক্ষা দ্বিতীয়টী ভাল বোধ হয়। কেননা প্রথমটীতে ভাষার মাধুর্য্য ও শব্দশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান থাকা চাই; নচেৎ কোন ধারণা হয় না। আর দ্বিতীয়টীতে কেবল দৃষ্টিপাত করিলেই সম্যক উপলব্ধি হয়। সুতরাং হৃদয়ের ভাব পরিস্ফুট করিতে হইলে প্রথমে কল্পনা, তৎপর তাহা কাব্যচিত্রে প্রকাশ। পরিশেষে তাহার ভাবাভিনয় প্রতিমূর্ত্তিতে লোকচক্ষুর সমক্ষে ধরিতে পারিলেই তাহার চরমোন্নতি। ঈশ্বরের ভাব উপলব্ধি করা মনের কার্য্য নহে,—হৃদয়ের কাজ। তর্কনিষ্ঠ বুদ্ধিতে ঐশীশক্তি প্রস্ফুটিত হয় না। সেই জন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন;—তর্কাসাম প্রতিষ্ঠ্য। সরল বিশ্বাসে, হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তি স্নেহে—প্রেমের আবেগে তাঁহার অভিব্যক্তি। তাই আমরা শুনিতে পাই;—"বিশ্বাসে মিলয়ে ব্রহ্ম তর্কে বহুদূর।"

কেহ বলিতে পারেন যে, জড়বস্তু দ্বারা জড়ের বা জড়চৈতন্যবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি গঠন করা যায়; কিন্তু ঈশ্বর বা আত্মাচিন্ময়, জড়ের দ্বারা চিন্ময়ের প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করা কি অসম্ভব নহে? চিন্ময় উৎকৃষ্ট—জড় অপকৃষ্ট। অপকৃষ্ট কিরূপে উৎকৃষ্টের পরিচায়ক হইবে? এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা দেহ ও মনে—জড়ে ও চৈতন্যে এমনি অপূর্ব্ব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বিজড়িত যে, একটী ব্যতীত অপরটীর পূর্ণতা অনুভব করা যায় না। একের পরিপূর্ণতা ও চরিতার্থতা অপরটীতে। বিশেষতঃ সৃষ্টপদার্থ বলিয়া যদি জগৎ অধম হয়, তবে অধম পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া ঈশ্বরও অধম হইয়া পড়েন। কেননা কোন শিক্ষিত ব্যক্তি যদি একখানি অশ্লীল ও দুর্নীতি কথা পরিপূর্ণ পুস্তক লিখেন, সেই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া তাহাকে কি সুনীতিপরায়ণ ও উচ্চ বলিয়া প্রশংসা করিবে? ভাই! তুমি কেমন করিয়া সিদ্ধান্ত কর যে, জড় অপকৃষ্ট! সামান্য একটী ফুল বা বৃক্ষপত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ দেখি, তাহা ভগবানের কত যত্নে—কত আদরে রচিত? তোমার আমার সাধ্য কি তাহার একাংশ নির্ম্মাণ করিতে পারি? যে ফুল,—যে গাছের পাতা, ঈশ্বরের কত যত্নে—কত ভালবাসায় রচিত, সেগুলি দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার সন্তোষ বিধানার্থ পূজা করায় বাধা কি? সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে জড়জগৎ, অন্তর্জগতের চরমস্ফূর্ত্তি। এই হিসাবে জড়, চৈতন্যের আকাঙ্ক্ষিত। তবে জড়ের দ্বারা পরমাত্মার প্রকাশ করিতে বাধা কি? বিশেষতঃ ঘট-পটমূর্ত্তিতেই হউক, অথবা মন দ্বারাই হউক, যেমন করিয়াই ঈশ্বরকে পূজা, চিন্তা বা উপাসনা কর না কেন, তাঁহাকে আকারবিশিষ্ট না করিলে কিছুতেই কিছু হইবে না। কেননা সান্তমনে অনন্তের ধারণা অসম্ভব। যাঁহার ধারণা অসম্ভব তাঁহার উপাসনাও অসম্ভব।* তাই বলি ভাই! জড় ও আত্মায় ইতরবিশেষ করিয়া জড়কে ঘৃণার চক্ষে দেখিও না। যে জড় ঈশ্বরের বস্তু, যে জড়ে ঈশ্বরের স্ফূর্ত্তি—যে জড়ে ঈশ্বরের অভিব্যক্তি—যে জড়ে জগদীশ্বর প্রেমভরে বিরাজিত, তাঁহাকে কখনও অপবিত্র বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিও না। তাই বলি, হৃদয়ে ঈশ্বরভাব ফুটাইতে জ্ঞানপথ অনুসরণ করাপেক্ষা ভাবময় বা কল্পনাময় পথানুসরণ করা শ্রেষ্ঠ। আবার ভাব বা কল্পনাময় পথে চলিতে পৌত্তলিকতা অপরিহার্য্য। সুতরাং পৌত্তলিকতা ব্যতীত মানুষের চলে না—কখনও চলিবে না। পৌত্তলিকতা ব্যতীত কখনও ঈশ্বরজ্ঞান সম্পূর্ণ হইবার নহে।

প্রতিমূর্ত্তির দুইটী কার্য্য। একটী শিক্ষা—অপরটী উদ্বোধন। তাই প্রতিমূর্ত্তিতে জগদীশ্বরের রূপ ও গুণ প্রস্ফুটীত দেখিলে তাঁহার পূজার জন্য মন আকুল ও মুগ্ধ হইয়া থাকে—মানুষ জগৎকর্ত্তায় একেবারে মজিয়া যায়। তবে কেহ বলিতে পারেন যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি উচ্চশিল্পীদ্বারা গঠিত হওয়া উচিত। আমাদের দেশে সামান্য কুম্ভকারের দ্বারা যেরূপ মূর্ত্তি রচিত হয়, তাহাতে ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়। এ কথা সমীচিন নহে। কেননা প্রতিমূর্ত্তি সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী ভাবময়—অপর শ্রেণী কার্য্যজ্ঞাপক। প্রথমোক্ত মূর্ত্তিগুলি উচ্চাধিকারীর জন্য—শেষোক্তগুলি নিম্নাধিকারীর জন্য। সাধারণ লোকে বাহ্যজগৎ যেমন সহজে বুঝিতে পারে, অন্তর্জগত তাদৃশ সহজে বুঝিতে পারে না। তাহারা মনের ভাবময় ছবি বুঝিতে পারে না—কেননা তাহাদের মানসিকশক্তির তাদৃশ বিকাশ হয় না। তাহারা সর্ব্বদা বাহ্যবস্তুর আলোচনা করে—সর্ব্বদা বাহ্যজগতে মিশিয়া থাকে, কাজেই বাহ্যবস্তু মনের ছবি বুঝিতে সক্ষম হয়। বাহ্যজগতে মনের সর্ব্ব ভাবের প্রতিকৃতিই দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুর দেবমূর্ত্তি উচ্চশিল্পীদ্বারা বা আধ্যাত্মিকভাবে গঠিত নহে বলিয়াই যে পরিত্যক্ত হইবে তাহা নহে। যেরূপ প্রণালীতে দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠন করিলে উচ্চাধিকারী নিম্নাধিকারী সকলেই সহজে বুঝিতে পারে, হিন্দুশাস্ত্রকার সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ সেইরূপেই মূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মনে কর একটী লক্ষ্মীমূর্ত্তি গঠন করিতে হইবে। পাঠক! গরিবের ঘরে লক্ষ্মী মেয়ে কখনও দেখিয়াছ কি? তাহার আভারণ নাই,—ভাল কাপড় নাই, তাদৃশ্য কেশবিন্যাশ নাই—ধনৈশ্বর্য্য নাই। কেবল তাহার সরলতাপূর্ণ সহাস্যমুখখানি, ধীরপাদবিক্ষেপে গমন, বিনম্র স্বভাব প্রভৃতি দেখিয়াই বলিতেছ—'আহা! মেয়েটী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।' ঐরূপ মেয়ের একটী প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হইলে আমরা বলিতে পারি উহা লক্ষ্মীদেবীর আধ্যাত্মিক প্রতিমূর্ত্তি। কেন না ঐ প্রতিমূর্ত্তিকে লক্ষ্মী বলিয়া বিবেচনা করিতে অন্তশ্চক্ষুর প্রয়োজন। তাদৃশ অন্তশ্চক্ষু কয়জনের আছে?—ঐ মূর্ত্তির

* এ বিষয় মল্লিখিত 'উপাসনা ও সোঽহংতত্ত্ব।' অনেকটা বিস্তার করিয়াছি।
লেখক।

ভাব কয়জনে বুঝিতে পারে?—তাই সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুশাস্ত্রগণ লক্ষ্মীর মূর্ত্তি বাহ্যিক হিসাবে বলিতেছেন;—

"পাশাঙ্কমালিকাম্ভোজস্থণিভির্যাম্য সৌম্যয়োঃ।
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্॥
গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ নানালঙ্কারভূষিতাম্।
রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণে ন তু॥"

এক্ষণে বল দেখি ভাই! যাহার মনশ্চক্ষু অপরিস্ফুট,—যে ব্যক্তি নিম্নাধিকারী,—যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক ছবি দেখিতে জানে না, সেও কি ঐ বর্ণিতরূপ কোন দেবীপ্রতিমায় দেখিয়া বলিবে না যে এটী লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি? তাহার মনশ্চক্ষু নাই কাজেই সে আধ্যাত্মিক ভাবাভিনয় বুঝিতে পারে না; কিন্তু তাহার বাহ্যিক চক্ষুদ্বারা সে সুঠামও নবযৌবনসম্পন্না মূর্ত্তিতে,—সুখ ও শক্তি; মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কারে ঐশ্বর্য্য, ছত্রচামরাদিতে সম্পদ ও অন্যান্য দেবগুহ্যকাদির স্তুতিগানে সর্ব্বপূজনীয়া দেবতা দেখিতে পায়। তখন কেহ তাহাকে কিছু না বলিয়া দিলেও সে বুঝিতে পারে এই প্রতিমূর্ত্তি লক্ষ্মীর। হিন্দুগণের এই অপূর্ব্ব দেবীপ্রতিমা বড়ই মনোহর—বড়ই ভাবাভিনয়ব্যঞ্জক। এতাদৃশ আদর্শ আর কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। হিন্দুর প্রতিমা উচ্চশিল্পীদ্বারাই গঠিত হউক, বা অশিক্ষিত শিল্পীদ্বারাই গঠিত হউক, সকলেই সেই প্রতিমায় জগৎকর্ত্তার সৌভাগ্যময় মূর্ত্তি দেখিতে পায়। কেননা, সাধারণতঃ মানবগণ যতগুলি সৌভাগ্যের পরিচায়ক বস্তু দেখিয়া থাকেন, পুরাণকার হিন্দুঋষিগণ, এই প্রতিমায় তাহার আশ্চার্য্য ও অভাবনীয় সমাবেশ করিয়াছেন। ধন্য হিন্দুগণ! অনন্ত জগদীশ্বরের ভাব তোমরা যেরূপ বুঝিয়াছ,—আজ পর্য্যন্ত সভ্যতাভিমানী কোন জাতিই তাহার একাংশও বুঝিতে পারে নাই।

কেহ বলিতে পারেন অনন্ত সৌন্দর্য্যশালী জগৎকর্ত্তার প্রতিমায় বহুমূল্য বস্ত্রাভরণ কেন? কেন না যিনি নিজে শ্যামসুন্দর—সর্ব্বসৌন্দর্য্যের খনি, সামান্য বস্ত্রালঙ্কারে তাহার কি সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবে? ইহার দুইটী উত্তর। এক উত্তর এই যে, মানবগণ সাধারণতঃ উত্তম বস্ত্রাভরণকে সৌভাগ্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে করে। সুতরাং যে প্রতিমা পরমসৌভাগ্যশালী জগদীশ্বরের পরিচায়ক, তাহাতে তৎদ্যুতিপ্রকাশক সুন্দর বস্ত্রাভরণ থাকিবে না কেন? আর একটী উত্তর এই যে, হিন্দু-জগদীশ্বরকে যে চক্ষে—যে ভাবে দেখেন, অন্য কোন জাতি তাঁহাকে সে চক্ষে—সে ভাবে দেখেন না। এমন কি হিন্দুর সেই অপূর্ব্ব ভাব উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের নাই। হিন্দু জগৎকর্ত্তাকে বিভু, সর্ব্বজ্ঞ ও অনন্ত বলিয়া চিন্তা করেন—আবার একটী ক্ষুদ্র কোলের ছেলে বলিয়াও ভাবেন। সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বসংহারক বলিয়াও ভাবেন—আবার ভালবাসার আঁধার প্রিয়-সখা বলিয়াও ভাবেন। হিন্দু কেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী, অনন্তশক্তিবিস্তারশালী দুর্জ্ঞেয় জগৎকর্ত্তার, অনন্তগুণরাশি দর্শনে বিস্ময়ে ও সভয়ে মস্তক অবনত করেন—আর কেনই বা সেই সহস্রশীর্ষ পুরুষকে আপন পুত্র কন্যার ন্যায় ভালবাসেন,—স্নেহ করেন, আদর করেন—শাসন করেন, নানারূপ আভরণ দিয়া দিয়া সাজান, তাহা তিনিইজানেন। বিধর্ম্মভাবাপন্ন, বিকৃত-মস্তিষ্ক তোমার আমার সাধ্য কি তাহা বুঝিতে পারি? আচ্ছা বল দেখি পিতামাতা সন্তানকে, স্বামী, স্ত্রীকে বহুমূল্য সুন্দর বস্ত্রালঙ্কার দিয়া সাজান কেন?—সে কি তাহাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য?—কে বলিল? যদি তাহাই হইবে, তবে তাঁহারা কুৎসিৎ সন্তান বা স্ত্রীকে স্বর্ণ-হীরকাদি নানাভরণে ও সূক্ষ্ম বস্ত্রে মণ্ডিত করেন কেন? জগতে কে না জানে যে, কুৎসিৎ কিছুতেই সুন্দর হয় না! সুতরাং পিতামাতার সন্তানকে—পতির পত্নীকে নানারূপ বস্ত্রাভরণ দিয়া সাজান, তাহাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য নহে—উহা হৃদয়ের বিনিময়। যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসি, যাহার নিমিত্ত হৃদয় ব্যাকুল, হৃদয় তাহাদিগকে দেওয়ায় বলিয়াই নানারূপ আভরণে সাজাইয়া থাকি। বিশেষতঃ ভালবাসার জিনিষ যতই সুন্দর হউক—যে ভালবাসিতে জানে,—আদর, যত্ন, স্নেহ করিতে জানে, সে মনে করে ইহাকে মনোমত সাজাইলে বুঝি ইহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং যেখানে একান্ত ভালবাসার জিনিষ—যেখানে দেব-প্রতিমা, সেইখানেই হৃদয়ের বিনিময়ে সোণারূপা ও নানারূপ বস্ত্রালঙ্কার। ভালবাসার পাত্রকে কিছু না করিতে পারিলে যেন হৃদয়ের তৃপ্তি হয় না। এ প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। তাই হৃদয়বান্ হিন্দুগণ, আরাধ্য দেবতামূর্ত্তি নানারূপ বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া আত্ম-চরিতার্থতা ও পরমতৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন।

প্রতিমা দুই প্রকার। স্বয়ং ব্যক্তরূপা ও স্থাপনরূপা। জগতের মূর্ত্তিতে জগদীশ্বরের যে মূর্ত্তি প্রকাশিত তাহা ব্যক্তরূপা—আর মৃত্তিকাদি দ্বারা গঠিত যে মূর্ত্তি, তাহাকে স্থাপনারূপা বলা যায়। জগদীশ্বরের যে মূর্ত্তি জগতের প্রত্যেক পদার্থে—অণুপরমাণুতে পরিস্ফুট, যে মূর্ত্তি দেখিয়া প্রহ্লাদ "জলে হরি, স্থলে হরি, হরি সর্ব্বময়" বলিয়াছিলেন, তাহা জগৎকর্ত্তার স্বয়ং ব্যক্তরূপ।—আর ধাতু দার্ব্বাদি দ্বারা ভগবানের যে প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহা তাঁহার স্থাপিতরূপ। স্থাপিতরূপে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মিলে, ক্রমে ক্রমে স্বয়ং ব্যক্তরূপে তন্ময়তা আসিয়া পড়ে। হিন্দু যেমন জগৎ বুঝিয়াছে—জগদীশ্বর বুঝিয়াছে, হিন্দু যেমন জগতে জগদীশ্বরের—জগদীশ্বরে জগতের স্ফূর্ত্তি দেখিয়াছে, অন্য কোন্ জাতির ভাগ্যে তাদৃশ ঘটে। স্বয়ং ব্যক্তরূপাই হউক—আর স্থাপনরূপাই হউক, হিন্দুর প্রতিমা হিন্দুর পূর্ণত্বব্যঞ্জক। হিন্দুর মুখে ভিন্ন আর কাহারও মুখে শুনিয়াছ কি যে, "আমার হরি এই স্ফটিকস্তম্ভেই আছেন?"

হিন্দুর আর একটী গুণ, হিন্দু পল্লবগ্রাহী নহে—পূর্ণগ্রাহী। জগতে হিন্দুর অপ্রিয় কিছুই নাই—সকলই প্রিয়। হিন্দু কোন বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে পারে না,—সংক্ষেপে পরিচয় সম্ভাষণাদি করিতে জানে না, সংক্ষেপে দয়ামায়া-ভক্তি প্রভৃতি প্রকাশ করিতে অক্ষম। হিন্দুর পুরাণ দেখ, কাব্য দেখ, যখন যাহা বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন, তখনই তাহা পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কালের কুটীলগতিতে ইহা এক্ষণে হিন্দুর পক্ষে পরম দোষের বলিয়া গণ্য হইতেছে।—প্রকৃত গুণগ্রাহীর অভাবে হিন্দুর সদ্‌গুণ এক্ষণে অসদ্‌গুণে পরিণত হইতে চলিয়াছে। একটু প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলে বুঝিবে, উহা হিন্দুর দোষ নহে—মহৎ গুণ। হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম—হিন্দুর শিক্ষাদীক্ষা, একজনের জন্য নহে। কি উচ্চাধিকারী—কি নিম্নাধিকারী, কি প্রবর্ত্ত, কি সাধক, কি সিদ্ধ, কি জ্ঞানী—কি অজ্ঞানী,

সকলের জন্যই হিন্দুর সমান চেষ্টা। হিন্দু একদেশদর্শী নহে—বহুদর্শী। হিন্দুর অন্তঃকরণ একে আবদ্ধ নয়—হিন্দুর মানসিকস্রোত অনন্তের দিকে প্রবাহিত। একাদশদর্শী তোমার আমার সাধ্য কি যে, তাহার গভীরতা নিরূপণ করিতে পারি? হিন্দুর আদর্শ সংকীর্ণচেতা নহে—উদারচেতা যীশু বলিতেছেন Baptised হইয়া আমার পবিত্রধর্ম্ম গ্রহণ কর, তাহা ভিন্ন তোমার উদ্ধারের আর উপায় নাই। মহম্মদ বলিতেছেন—অন্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার পবিত্র ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ কর, এবং কল্মা পড়িয়া আমার ধর্ম্ম যাজন কর, তাহা হইলেই তোমার সকল কষ্ট দূরে যাইবে।—আর হিন্দুর হৃদয়ের দেবতা—হিন্দুর পূর্ণ আদর্শ বলিতেছেন;—

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।'

এমন নিঃস্বার্থ বাক্য—এমন মধুর উপদেশ আর কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে শুনিয়াছ কি?

এক্ষণে আর একটী কথা বলিয়া আমার প্রবন্ধ শেষ করিব। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, জগৎকর্ত্তার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা আরম্ভ করিলে, পূজক সেই হস্তপদাদিবিশিষ্ট মূর্ত্তিকেই ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া থাকেন—সুতরাং সেইখানেই তাহার জ্ঞানের শেষ—তাহার আর উন্নত হইবার আশা থাকে না। এতাদৃশ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। যাহার যেরূপ শিক্ষা—যেরূপ মানসিক শক্তি, তাহার ধারণাও তদ্রূপ। যিনি ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া জানেন, সহস্র বৎসর প্রতিমা পূজা করিলেও, তিনি তাঁহাকে হাত-পাবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না। তিনি সেই সান্তমূর্ত্তিতেই অনন্তের খেলা দেখিবেন। দূর হইতে প্রত্যেক পদার্থই ছোট দেখা যায়। আমরা ভগবান্ হইতে অনেক দূরে—কাজেই তাঁহার প্রতিমাকে সান্ত ও ছোট দেখি। যাঁহারা প্রকৃত সাধক—যাঁহারা জগদীশ্বরের চরণসমীপে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা কখনও ঐ প্রতিমাকে সামান্য বা ছোট মনে করেন না। তাঁহারা ঐ প্রতিমাতেই বিশ্বজননীর মহীয়সিশক্তি দেখিতে পান। আবার যাহার বিশ্বাস ঈশ্বর সাকার—তিনি কিছুতেই বুঝিবেন না ঈশ্বর নিরাকার। সুতরাং সাকার ও নিরাকার জ্ঞান, শিক্ষা ও মানসিকশক্তি সাপেক্ষ। বিশেষতঃ ভৌতিক প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে তাহাতে তন্ময় হইলে, আর সামান্য বা পৃথকমূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান থাকে না। যাঁহারা উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, নাট্য-মন্দিরের সুদৃশ্য দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে ও সুদক্ষ অভিনেতার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে করিতে ক্ষণেকের জন্য এমনি আত্মহারা হইয়া যাইতে হয় যে, তখন আর সামান্য অভিনয় বলিয়া মনে থাকে না। হরিশ্চন্দ্রের শ্মশানঘাটের চিত্র প্রকৃত বলিয়াই বোধ হয়। সেইরূপ সম্মুখস্থ ভগবদ্বিগ্রহে যদি দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি জন্মে—তাহাতে যদি তন্ময়তা লাভ করা যায়, তখন আর জগদীশ্বর ও তাঁহার প্রতিমা পৃথক বলিয়া অনুভূত হয় না। এ সমস্ত সাধন-ভজনের কথা, ইহা বাক্যে বুঝাইবার উপায় নাই। তবে এ কথা ঠিক, অনেক সময়ে প্রতিমার অপব্যবহার করা হয়। অজ্ঞ মানব উত্তম জিনিষের অনেক সময় অপব্যবহার করিয়া থাকে—তাই বলিয়া কি তাহাকে উত্তম জিনিষ দিবে না? সকল বিষয়ে যেমন উপদেষ্টার প্রয়োজন—এ বিষয়েও তদ্রূপ বিচক্ষণ উপদেষ্টার প্রয়োজন।

তাই বলি হিন্দুর পৌত্তলিকতা উপহাস্যাস্পদ নহে। আর যাঁহারা ঘরের ঢেঁকী কুমীর হইয়া বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে তাঁহারা যেন বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক বিবেচনা না করিয়া—সদ্গুরুর উপদেশ শ্রবণ না করিয়া, হিন্দুর এই উচ্চশিক্ষার ফল, উন্নতির পরিচায়ক পৌত্তলিকতা দেখিয়া, নাসিকা কুঞ্চিত না করেন। হিন্দুর হিন্দুত্ব আংশিকের পরিচায়ক নহে—পূর্ণত্বের অভিব্যঞ্জক। তবে আইস ভাই! জগদীশ্বরের সমুদয় মূর্ত্তি গড়িয়া, তাঁহার শান্ত—ভয়ঙ্কর, প্রেমময়—ভীষণ, কোটি কোটি প্রতিমা গড়িয়া, একমনে, একপ্রাণে, তাঁহার পূজা করি। এ পূজা—এ পৌত্তলিকতা হিন্দুর পক্ষে অধঃপতনের চিহ্ন নহে—পরম-গৌরবের পরিচায়ক। এতাদৃশ কোটি কোটি দেবতার মূর্ত্তি পূজা করিয়া অনন্তের পথে ধাবিত হইতে, হিন্দু বই আর কেহ কখনও পারে নাই। তবে ভাই, আর বৃথা বাগ্-বিতণ্ডায় প্রয়োজন কি? যাহা অচিন্ত্য—যাহা অজ্ঞেয়, তাহা জানিতে যাইয়া কাজ কি? আইস! আমরা গললগ্নীকৃতবাসে, সবাই জগদীশ্বরের প্রতিমা প্রণাম করিয়া বলি,—

"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত জগদাধার মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী,
উথলী, ঢাকা।

বঙ্গীয় হিন্দুর নিকট বর্ত্তমান সময়ের নিবেদন।

সমুদ্রের অসীম জলরাশি সাধারণতঃ সংহারমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উদ্দাম তরঙ্গাভিঘাতে সৈকত বেলাভূমি বিতাড়িত করে কিন্তু পুরাকালে সেই জলরাশিই বঙ্গীয়-সাগরের কুক্ষিগত থাকিয়া শান্ত শিশুর ন্যায় ধীর ও গম্ভীরভাবে বিশ্বনিয়ন্তার অন্যতর উদ্দেশ্য-সাধনে নিরত ছিল এবং স্তরে স্তরে ক্রমশঃ সজলা-সফলা-শস্যশ্যামলা এই অভিনব বঙ্গদেশ সংগঠিত করিয়াছে। গ্রীষ্মের প্রখর মার্ত্তণ্ড কিরণ, বর্ষার অবিরল বারিধারা, শীতের প্রচণ্ড হিমানী, বসন্তের মৃদুমন্দ মলয়ানিল এবং অন্যান্য ঋতুর সংস্পর্শে এ দেশ চির-সেবিত। কোকিল, পাপিয়া, শ্যামার সুমধুর স্বরলহরীতে বঙ্গীয়-কানন প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত, ভ্রমরগুঞ্জনে ইহার প্রতি পুষ্পোদ্যান অহরহঃ গুঞ্জরিত। প্রাবৃটের নয়নাভিরাম শ্যামল সৌন্দর্য্য ও সলিলপূর্ণ ভূভাগ দর্শকের চিত্তপটে এক অনুপম দৃশ্য অঙ্কিত করে এবং নানাজাতীয় ফলফুলশস্য-সম্পত্তিতে চির-শোভাময়ী প্রকৃতিদেবী মধুর হাস্যে দর্শকের দুঃখ-নিপীড়িত হৃদয়ে আনন্দের লহরী ছুটাইতে থাকে এবং করুণাময় বিধাতা এখানে নিতান্ত

অকর্ম্মণ্য মনুষ্যের জন্যও এক টুকরা রুটি এবং এক পেয়ালা জল বৃক্ষশিরে সংস্থাপন করিয়াছেন। প্রকৃতির প্রিয়-আবাসভূমি শস্য শালিনী এহেন বঙ্গভূমি মনুষ্য-অধ্যুষিত না হইয়া থাকিবে কেন? সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ, সৃষ্ট-জগতের মুকুটমণি সুসভ্য মনুষ্য সেখানে আসিবে না কেন? সে দেশ আর কত কাল অনার্য্য গারো, লাওতাল, বাগদি প্রভৃতি অসভ্য বর্ব্বর জাতির বাসভূমি ও লীলাভূমি বলিয়া পরিগণিত থাকিবে? তাই সৌভাগ্যক্রমে এ দেশের রাজা আদিশুর শুভক্ষণে সুদূর কাণ্যকুব্জ হইতে আর্য্যসন্তান-দিগকে আনাইয়া ছিলেন এবং কালসহকারে আরও বহু আর্য্যসন্তান পশ্চিমভারত হইতে ক্রমে আসিয়া এ দেশে বসতবাস করিতেছেন. বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্য এবং অষ্ট্রেলিয়া যেমন ইংরেজ-জাতির এক একটি উপনিবেশ, এই বঙ্গদেশও তেমনি আর্য্য-জাতির একটি উপনিবেশ মাত্র এবং ইহাও আর্য্যস্থান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত এবং আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া সীমাবদ্ধ। এ প্রদেশেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় আর্য্য ও অনার্য্যসংমিশ্রণে বহু সঙ্করজাতির উদ্ভব হইয়াছে এবং সংখ্যা বহুল বলিয়া অনার্য্য-জাতির আচারব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম্মকর্ম্ম আর্য্যজাতির নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের সহিত মিলিয়ামিশিয়া এক অভিনব সমাজ সংগঠিত করিয়াছে এবং এখানেও কর্ম্মকারের পুত্র কর্ম্মকার, সূত্রধরের পুত্র সূত্রধর প্রভৃতি বিভিন্নশ্রেণীতে বিশাল হিন্দুজাতি বিভক্ত হইয়া জন্মদ্বারা জাতির নির্ণয় হইতেছে।

প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় অনুশাসনের ফলে কত রাজ্যের উত্থান হয়, কত রাজ্যের পতন হয়। রোম ও গ্রীসের পর্ব্বতপ্রতিম সাম্রাজ্য নিয়তির কঠিন বিধানে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাদের জয়পতাকা লোকে দেখিতে না দেখিতে ঝঞ্ঝাবাত-বিক্ষিপ্ত ধূলি-রাশির ন্যায় উড়িয়া গিয়াছিল। নিয়তির তেমনি অনুশাসনের ফলে হিন্দুর রাজমুকুট বঙ্গলক্ষ্মীর মস্তক হইতে খসিয়া পড়ে এবং হিন্দুর রাজসিংহাসন নবদ্বীপ-প্রান্তবাহিনী গঙ্গার জলে শাস্ত্রালাপের সুখানিলে বিলয় পায় এবং তৎক্ষণাৎ বঙ্গের প্রশান্ত নীলাকাশ কুসংস্কারের ঘোরতর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং ব্রহ্মণ্যশক্তির আকাশ-ব্যাপিনী বিদ্যুন্মালা ভয়ঙ্কর চমকে খেলিয়া শত বজ্র একসঙ্গে চারিদিকে কড়মড় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং যবনের নিপীড়ন-বায়ু কখনও শোঁ শোঁ কখনও হুঁ হুঁ শব্দে সংসারনাশিনী-শক্তি ও সর্ব্বগ্রাসিনী-ক্ষমতা প্রকটিত করিত এবং তদ্দ্বারা বঙ্গীয়-সমাজের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকশক্তি একেবারে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়া-ছিল। এমন দুঃসময়ে, বঙ্গীয় হিন্দুর এমন সঙ্কটাপন্ন সময়ে কতিপয় স্বার্থান্ধ, মানবজাতির মহাসেবা ও পরসুখ-পরায়ণতারূপ অনুষ্ঠানের মহাব্রত পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনাভিপ্রায়ে ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া, অকুণ্ঠিতপ্রাণে, অশ্রুধারাকুল অসহায় প্রতি-বেশীর সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করার দুরভিসন্ধিতে এবং পিতৃহীন নিঃসম্বল বালকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লওয়ার জন্য,—বহুব্রত,—বহু পূজাপ্রণালী এবং বহুব্যয়সাধ্য শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের আবিষ্করণে ও উপদেশ দানে সরল ও ধর্ম্মভীরু হিন্দু-

সমাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা পরাধীন হিন্দুসমাজ কুসংস্কারের কুহকে সমাচ্ছন্ন এবং অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। বঙ্গদেশের এহেন শোচনীয় সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন সমভূত হইয়া এ দেশে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র এই দুই জাতির অস্তিত্ব দেখিতে পাইলেন। স্বাধীনতা-বিহীন বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয়ের অস্তিত্ব দেখিলেন না এবং সাম্রাজ্য সংরক্ষণ এবং তাহার সংস্থিতি জন্য অন্য কোন জাতিরও আবশ্যকতার উপলব্ধি করিলেন না। কৃষিপ্রধান বঙ্গদেশে কৃষকের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইল না, কৃষি ও বাণিজ্যের আবশ্যকতাও দেখিলেন না। সর্ব্বসংহারিণী সে লেখনীর প্রভাবে হঠাৎ এ দেশের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির দীন-হীন জীবনের জীবন-লীলা নিঃশেষিত হইয়া গেল। এইরূপ অস্বাভাবিক ও অনৈসর্গিক শ্রেণীবিভাগে বঙ্গদেশীয় হিন্দুসমাজকে বিভক্ত করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে তৎকালে বাল্মীকি, ব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস, প্রভৃতির কাব্যের পরিবর্ত্তে এবং আর্য্যভট্ট বরাহ মিহিরের জ্যোতিষ সিদ্ধান্তের স্থলে এবং লীলাবতীর গণিতশাস্ত্রের স্থান বিনিময়ে রঘুনন্দনশাস্ত্র—অনুশাসনের উৎকৃষ্ট দোঁহাবলী সমগ্র বঙ্গদেশ আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। প্রাচীন ভারতের শৌর্য্য, বীর্য্য, জ্ঞান-গরিমা ও মহত্ত্ব অস্তগামী প্রভাকরের ন্যায় স্তিমিত ভাবাপন্ন হইয়া পড়ায়, খদ্যোতের ক্ষীণ জ্যোতিই তৎকালীন প্রখর-মার্ত্তণ্ডদীপ্তি বলিয়া অনুভূত হইত, এবং বিকটকণ্ঠ বায়সই সে সময়ে পিককণ্ঠ কোকিলের সম্মানলাভে সমর্থ হইয়াছিল এবং সমগ্র হিন্দুর শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞান-গরিমা অবনতির নিভৃতকন্দরে সংস্থিত থাকিয়া বঙ্গীয় হিন্দুদিগকে ক্রমে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকশক্তিতে হীন হইতে হীনতর করিয়া এক পশুর সমাজে পরিণত করিয়াছিল। তদবধি জাতীয় উদ্দীপনা নাই, জাতীয় অভিমান নাই, স্বকীয় গৌরবলাভে যত্ন ও চেষ্টা নাই এবং তদবধি সতীত্বের আদর্শ নাই, ঋষি, তপস্বী নাই, যতি, ব্রহ্মচারী নাই। দৈবঘটনায় যেমন দেবমন্দির শূকরশালায় পরিণত হয়, নন্দনকাননেও পিশাচ বাস করে এবং পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতীও মলমূত্রে কলুষিত হয়, বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের দশাও তাহাই হইয়াছিল। তখন অজ্ঞান, আলস্য, ঔদাস্য, নিশ্চেষ্টতা, পরভাগ্যোপজীবিত্ব হিন্দুসমাজের স্তরে২ নিহিত ছিল; এবং সে সমাজ প্রায় সার্দ্ধ পঞ্চশতবৎসর এইরূপ অবস্থায় পরিণত থাকে।

এ সংসারে চির-অমাবস্যা নাই, চির-পূর্ণিমা নাই, আবহমান সুখ নাই, চির-দুঃখ নাই, অনন্ত অবনতি নাই, অনর্গল বারিবর্ষণ নাই, চির-ঝঞ্ঝাবাত নাই, চির-মলয়ানিল নাই, সকলেরই বিরাম আছে, বিচ্ছেদ আছে। বঙ্গীয় হিন্দু একদিকে ব্রাহ্মণের অনুদার ধর্ম্ম-নীতির অধীনে থাকিয়া এবং অন্যদিকে মুসল-মান শাসনের ঝঞ্ঝাবাতে আলোড়িত হইয়া দিশাহারা হওয়ায়, আর্য্যজাতির আশাজ্যোতি অকালে নির্ব্বাণোন্মুখ হইতে চলিল দেখিয়া —আর্য্যাবর্ত্তের উজ্জ্বল দিবাকর সান্ধ্যগগনে অবতরণ করিবার পূর্ব্বেই অস্তাচলের অভিমুখী হইতেছেন দেখিয়া—দয়াময় বিধাতা বহুদূর হইতে সুসভ্য ইংরেজজাতিকে আনয়ন করিয়া এই বঙ্গদেশের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছেন। যিনি কণ্টকের মধ্য হইতেও মনোহর পুষ্প, মৃগের নাভিদেশ হইতে সুগন্ধি কস্তুরী,

ভূগর্ভ হইতে স্বর্ণ ও রজত, অতল-জলধি-তল হইতে মণিমুক্তা, শুষ্কপ্রায় তরু হইতে স্নিগ্ধ বাসন্তি পল্লব উৎপাদন করেন এহেন অদ্ভুতকর্ম্মা জীবজগতের জীবনপ্রবাহে মনুষ্যত্বের আদর্শ-স্বরূপ আর্য্যজাতিকে আর কতকাল অবনতি-নিগড়ে বাঁধিয়া রাখিবেন? তাই পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের জ্যোতি বহুদিনের কুসংস্কারাপন্ন ও অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত বঙ্গীয় হিন্দুর শিক্ষাদীক্ষায়, আহারে বিহারে, সভ্যতায় ও সামাজিকতায়, এবং এমন কি তাহার দৈনন্দিন ব্যাপারে প্রতিফলিত হইতে লাগিল এবং তাহারই ফলে বেদ ও বাইবেল, দর্শন ও লজিক, গীতা ও মিল একত্রে পঠিত ও আলোচিত হইতেছে। প্রতিভার এই প্রাচীনতরুর সহিত ঐ নবোদ্গত অঙ্কুরের প্রথম মিলনে এক অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিল। আকাশেই নক্ষত্র উদিত হয়, সরোবরেই কমল বিকশিত হয়, মধুচক্রেই মধুর সংস্থান সম্ভবে তজ্জন্য বঙ্গদেশেই পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ। জলে জল, তরলে তরল, লোহিতে লোহিত, উজ্জ্বলে উজ্জ্বল, মধুরে মধুর খুব সহজে মিশ্রিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষাস্রোতও তেমনই হিন্দুর শিক্ষাস্রোতে মিশিতে সমর্থ হইয়াছে। এই শিক্ষার প্রভাবেই বঙ্গীয় হিন্দুর অন্তরে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। তদ্দরুণ ব্রাহ্মণের অঙ্কুশ তাড়নার অধীন এবং নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে অন্যান্য জাতি আর থাকিতে চাহিতেছেন না। ব্রাহ্মণেতর জাতি তাঁহাদের আশা ও বাসনা কুসুম কোরকেই বিনষ্ট হইতে দিতে রাজি নহেন। তাঁহাদের হৃদয়-মরুভূমি আজীবন এমনই দগ্ধ-ক্ষেত্র রাখিবেন কেন? তাই ব্রাহ্মণসমাজের সঙ্গে একে একে ব্রাহ্মণেতর জাতির সামাজিক সংঘর্ষ হইতেছে। আগুন যেমন অনিল সংবর্দ্ধনায় অতিদ্রুত বর্দ্ধিত হয় তেমনি সমাজ-সংঘর্ষ ইংরেজীশিক্ষার প্রভাবে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে এবং তজ্জন্যই শিক্ষাদৃপ্ত বৈদ্যসমাজ এ আগুন সর্ব্বাগ্রে প্রজ্জ্বলিত করেন, পরে কায়স্থসমাজ সে অনলে ইন্ধন যোগান এবং ক্রমে কবে যে বঙ্গীয় হিন্দুর অন্যান্য জাতি সে আগুনে আহুতি দেন তাহারই বা ঠিকানা কি? ফলে সমগ্র ব্রাহ্মণেতর জাতির জাতীয় হৃদয় সংস্কার-প্রধূমিত বারুদগৃহস্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণসমাজের সঙ্কল্প কালে খরবাহিনী স্রোতস্বিনীর তটস্থিত ও তরঙ্গাহত বালুস্তূপের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং তাঁহাদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বসন্ত-বাতস্পৃষ্ট কর্পূরের ন্যায় উড়িয়া যাইবে। বর্ত্তমান বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজের অনেকেরই অন্তরে লালসার বাড়বাগ্নি, মুখশ্রীতে অভিমানের প্রদীপ্তচ্ছটা, অঙ্গভঙ্গিতে অসুরদর্পের অশেষবিধ আড়ম্বর, স্বার্থান্ধ বুঝিতেছেন না—মানুষের মত মানুষের আশাও ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত ও ধীরে ধীরে প্রবর্দ্ধিত হয় এবং দুঃখ-নিপীড়িত ও পাদ-দলিত ব্রাহ্মণেতর জাতির উচ্চাকাঙ্ক্ষাও তাঁহা-দের হৃদয়ের অন্তঃস্থল সমুত্থিত অবশ্যম্ভাবী স্পৃহা। এ আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরদত্ত এবং তিনিই ইহার পৃষ্টপোষক। এ ঐশশক্তির বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে। মানবীয়শক্তি কোথায়ও কখন ঐশশক্তিকে পরাভূত করিতে সক্ষম হয় নাই। ব্রাহ্মণসমাজ যাহাই মনে করুন বিধাতার উপর বিধাতা নাই এবং রোগ যেমন সংক্রামক মনুষ্যের দোষগুণও তেমনই সংক্রামক।

যেমন একটী দীপ হইতে সহস্র দীপ মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হয়, তেমনই একটী ভাব, বিহ্বল হৃদয় হইতে সহস্র হৃদয় মুহূর্ত্তের মধ্যে নূতন ভাবে অণুপ্রাণিত ও আবেশিত হইয়া থাকে। প্রমাণ রাজনৈতিক পুরাতন ফ্রান্স—প্রমাণ সমাজনৈতিক নূতন আমেরিকা। যে শক্তি জনসাধারণের সমবেত শক্তির বলে বলীয়ান সে শক্তি নষ্ট করিতে এ পর্য্যন্ত কেহই সমর্থ হন নাই। রোমসম্রাট্ নীরো, ক্লদিয়স ক্যালিগুলা এবং চিরকলঙ্ক দুরাত্মা টারকুইন সকলেই সে শক্তির নিকট পরাজিত। ফরাসি-দেশের রাজা নবমচার্লস, ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসও সেই শক্তির নিকট পরাভূত—প্রকৃতির নিয়ম এইরূপ অমোঘ এবং অনুল্লঙ্ঘনীয়। মনুষ্য সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ অথবা সৃষ্টজগতের মুকুটমণি, সে মানে কিংবা অপমানে, আলোকে কিংবা অন্ধকারে, প্রাসাদে কিংবা পর্ণকুটীরে, রাজরাজেশ্বর কিংবা রাজ-পথের ভিখারী—যেভাবে অথবা যেখানেই অবস্থান করুক তাহার নাম মনুষ্য। মানুষ ইচ্ছা করিলেই আপনার গলায় ছুরি দিতে পারে, আগুনে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরিতে পারে। মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন জীবই ইচ্ছার এইরূপ অসামান্য স্বাতন্ত্র্য—এই আংশিক বিধাতৃশক্তি এইরূপ ভয়ঙ্কর উচ্ছৃ-খলতার অধিকারী নহে। এইরূপ অবস্থায় যাহারা মনুষ্যজীবনের উচ্চ-অধিকার ও উচ্চসম্পদের মূলে কুঠারাঘাত করে, মনুষ্য-জীবনকে সর্ব্বতোভাবে পশুজীবনে পরিণত করিয়া উহার নৈসর্গিক বিকাশের সমস্ত আশাই নির্ম্মূল করিয়া ফেলে, তাহারা মনুষ্য-পদবাচ্য নহে এবং তৎসম্পর্কে তাঁহাদের কার্য্যাবলীও মনুষ্যোচিত নহে।

সাধুলোকের প্রকৃত উদ্দেশ্য জনসাধারণের সুখ-সমুন্নতি, জাতীয় সম্মানবৃদ্ধি এবং পরের সুখদুঃখে সুখদুঃখের অনুভব। বর্ত্তমান বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণসমাজ এ পথে যাইতে অসম্মত কেন? বড় হইতে হইলে সকল বিষয়েই বড় হইতে হয়। অন্তঃকরণে হীন হইলে বড় বলিব কেন? চরিত্রে হীন হইলে কিসের বড়? অবিচার অত্যাচারের একটা সীমা আছে। তাহার অতিক্রম করিলেই অনর্থ ঘটিয়া থাকে। সাক্ষ্যস্থল একশতাব্দীর পূর্ব্বের ফরাসিদেশ। সেই ভূমি সাতশতাব্দীর সঞ্চিত দুঃখে দগ্ধ হইয়া ফ্রান্সের তদানীন্তন জাতীয়-হৃদয় প্রতপ্ত বারুদগৃহের উপমাস্থল ছিল এবং মেরাবোর, রুসো প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকের সামান্য লেখনী পরিচালনেই এবং বীরাগ্রগণ্য নেপোলিয়ানবোনাপার্টির সামান্য ইঙ্গিতেই রাষ্ট্রবিপ্লবের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়া তৎকালীন ফরাসি রাজবংশের প্রাধান্য ভস্মীভূত করিয়াছিল এবং তদ্দ্বারা সমগ্র ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের মনে ভীতির দারুণ বিভীষিকা সংস্থাপিত করে। ধর্ম্মের নামে, শাস্ত্রের উপদেশে এ দেশে পশুবৎ অত্যাচার যথেষ্ট হইয়াছে। গঙ্গাসাগরে সন্তান-নিক্ষেপ সহমরণ প্রথা, কালীদেবীর নিকট নরবলি প্রভৃতি কতই পাপকার্য্য ধর্ম্মের সূক্ষ্ম আব-রণে এবং শাস্ত্রের অনুশাসনে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহাদের সংখ্যাবধারণ অসাধ্য। সুসভ্য ইংরেজশাসনে অনেক অপকর্ম্ম উন্মূলিত হইয়াছে। অবশিষ্ট কি সমাজশাসনে উন্মূলিত হইবে না? মনুষ্য সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ তাহাকে

ঘৃণা করিতে নাই, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতে নাই। এ জগতে জীবের রক্ত-শোষক জলৌকা হইতে প্রকাণ্ড এবং প্রচণ্ড সূর্য্য পর্য্যন্ত কিছুই অনর্থক সৃষ্ট নহে। প্রকৃতির এ বিশাল রাজ্যে বিষ-কীট, বিষাক্ত বিছুটির কণ্টকিত পত্র এবং লোকভয়ঙ্কর ভূমিকম্প ও জলপ্লাবন প্রভৃতি আপাত নিরর্থক বিষয়ও সার্থক বলিয়া সুপ্রমাণিত। সেই জগতে—প্রকৃতির সেই রাজ্যে সমগ্র ব্রাহ্মণেতর জাতিরূপ বিরাট বিগ্রহের অন্তর্দাহ-সূচিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা কখনও নিরর্থক হইতে পারেনা এবং তাহাও নিষ্ফল হইতে পারে না। মনুষ্যের রোগ-যন্ত্রণা যেমন আরোগ্যের উপায় প্রদর্শক, মনুষ্যজাতির এই নিত্যব্যাপী হৃদয়-যন্ত্রণাও সেইরূপ নিত্যস্থায়ী হৃদয়ানন্দের পথপ্রদর্শক। জগৎ-যন্ত্রের অলঙ্ঘ্য নিয়মে জীবনের বর্ত্মে জীবক্রমে উন্নতিলাভ করে। ভাগ্যলক্ষ্মী কখন কাহার উপর সুপ্রসন্ন হন তাহা কেহই বলিতে পারে না। আজ যে দীনহীন কাঙ্গাল, কাল হয়ত সে রাজ্যেশ্বর সম্রাট্ হইতে পারে, আজ যে অত্যন্ত মূর্খ, কালসহকারে সে হয়ত মহাপণ্ডিত হইতে পারে। মহাবীর নেপোলিয়ান ইংরেজজাতিকে ব্যবসায়ী বলিয়া ঘৃণা করিতেন। নিয়তির কঠিনবিধানে ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনিও সেই ইংরেজজাতির হস্তে আত্মসমর্পণ দ্বারা বন্দী হইয়াছিলেন এবং সুদূর সেণ্টহেলনা দ্বীপে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় আজীবন তাঁহাদেরই অনুগ্রহের প্রত্যাশী হইয়া তাঁহার জীবন-মহানাটকের শেষাঙ্কের অভিনয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এক সময়ে রোমের বাহুদর্পে ধরণী নিয়ত থর্ থর্ কম্পমানা থাকিত। রোমীয় বীরপুরুষদিগের কথা দূরে থাকুক রোমের একটী সামান্য দূতও প্রতিবেশী রাজাদিগের নিকট রাজোচিত অভ্যর্থনা পাইয়াছে; এবং সে যাহাকে যে আদেশ করিয়াছে তাহাই শিরোধারণপূর্ব্বক প্রতিপালিত হইয়াছে। লোকে সূর্য্য-চন্দ্রের কক্ষভ্রংশও কল্পনা করিতে পারিয়াছে তথাপি রোমের পতন কেহ কল্পনা করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু রোম যে অসভ্যজাতি সমূহের স্বত্ব ও অধিকার নিপীড়ন করিয়া, দুর্দ্দান্ত দানবের ন্যায় ভৈরবমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান ছিল কালে সেই অসভ্যজাতিরাই সমুত্থিতবলে রোমের মাথার মুকুট কাড়িয়া লইয়াছে—উহার বক্ষস্থলে পদাঘাত করিয়াছে—উহার রাজবেশ রাজভূষা সমস্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—উহার ধরাবলুণ্ঠিত মৃতদেহের উপর স্বকীয় জয়ধ্বজা তুলিয়া দিয়া সাধারণীশক্তির অসীমতার পরিচয় দিয়াছে। রূপের অনলে ট্রয় পুড়িয়াছিল, দৌরাত্ম-তরঙ্গে বিপুল-রাবণবংশ ভাসিয়া গিয়াছিল, প্রেম-রজ্জুতে জুলিয়স সীজর বাঁধা পড়িয়াছিলেন, অভিমানের দাবানলে কুরুবংশ নির্ব্বংশ হইয়াছিল, তেমনি হিন্দুর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বহ্নিতে সমগ্র হিন্দুসমাজ দাউ দাউ জ্বলিতেছে। সম্প্রতি বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ কুঠারছিন্ন শালবৃক্ষের ন্যায়, সুরলোকভ্রষ্ট দেবপুরুষের ন্যায়, ফলপুষ্পহীন বৃক্ষের মত সর্ব্বতঃ পরিদৃশ্যমান।

এ বিংশ শতাব্দীতেও আমরা আত্মভ্রষ্ট উদ্দেশ্যভ্রষ্ট এবং জীবনের তত্ত্বভ্রষ্ট। সর্প যেমন সর্ব্বদা দুগ্ধপান করিয়াও শুধুই দেহ-প্রাণনাশি বিষরাশি উদ্গীরণ করে, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুসন্তানও সেইরূপ প্রতিপত্তির পীযূষধারা-পানে প্রবর্দ্ধিত হইয়া নিরন্তর নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর প্রাণে অভিমানের জ্বালাময় বিষ ঢালিয়া

দিয়া থাকেন। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে পর্ব্বতের নাম পর্ব্বত সমুদ্রের নাম সমুদ্র হইলেও তিল তিল করিয়া পর্ব্বতের বিশাল তনু এবং ফোটা ফোটা করিয়াই সাগরের অসীমত্ব এবং ভূভাগ যেমন স্তরে স্তরে সৃষ্ট মনুষ্য সমাজও তেমনই স্তরে স্তরে অবস্থিত। প্রকৃতির এ বহু বিস্তীর্ণ রাজত্বে ও ছোট-বড় আছে, ভালমন্দ আছে, পুষ্প ও কণ্টক একস্থানেই আছে, ধনভাণ্ডেও সর্প থাকে, অতলজলধিতলে মহামূল্য মুক্তাও থাকে, লোক-ভয়ঙ্কর কুম্ভীরও বাস করে, উদ্যানে সুন্দর সুগন্ধ চন্দনতরুবরও আছে আর গন্ধ-হীন জীর্ণ শুষ্ক দ্রুমও আছে; সুতরাং এ বিভিন্নতা হিন্দুসমাজেও থাকিবে। নিম্ন-শ্রেণীকে ঘৃণা করিয়া তাহাদের সহিত না মিশিলে তাহারা উচ্চ আদর্শ কোথায় পাইবে? তাহাদের শিক্ষাদীক্ষার সুব্যবস্থা না করিলে তাহারা উন্নত হইবে কি প্রকারে? পক্ষাঘাত রোগীর অঙ্গবিশেষ অকর্ম্মণ্য হইলে তাহার সম্পূর্ণ দেহটী অসাড় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। বিরাট হিন্দুসমাজেরও সম্প্রদায়-বিশেষের অবনতি বশতঃ সমগ্র হিন্দুসমাজ পক্ষাঘাত রোগীর ন্যায় অসাড়, অচল এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে না কেন? এমত অবস্থায় হিন্দুজাতির উন্নতি প্রত্যাশা করিলে সমগ্র হিন্দুজাতিটাকে সেই পথে আনিতে হইবে; তাহাদের অন্তঃকরণে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাইতে হইলে তাহাদের সুখসমৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়, এবং তাহা হইলে তাহাদের প্রতি গাঢ় সমবেদনা দেখাইতে হইবে তাহাদের সুখদুঃখে মিশিতে হইবে। প্রাতঃস্মরণীয় বুদ্ধদেব তাঁহার প্রাণের কথা, ধর্ম্মের সার সত্যকে পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন, সর্ব্ব-সাধারণের নিমিত্ত উদারভাবে প্রচার করিয়াছিলেন এবং সকলেরই প্রাণে দয়া, প্রীতি ও স্নেহের শান্তিধারা বর্ষণ করিয়া জীবমাত্রকেই স্নেহ ও করুণার চক্ষে দেখিয়াছিলেন। সেই মহদ্‌গুণেই বৌদ্ধধর্ম্ম এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল এবং এত উৎকর্ষলাভে সমর্থ হইয়াছিল। মহাপ্রাণ যীশুখ্রীষ্টও পরম শত্রুকেও প্রিয়তম-বোধে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং সমগ্র মনবজাতিতে প্রেমময় ভ্রাতৃভাবের লহরী তুলিয়াছিলেন; তাই সুসভ্য জগতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের এত প্রসার ও এত প্রতিপত্তি। স্ব-জাতির প্রতি গাঢ় সমবেদনা না থাকিলে, স্বজাতির সহিত প্রতিযোগে যুক্ত না রহিলে, স্বজাতির ক্লেশ-কলঙ্কে কেনই বা ক্লিষ্ট হইব? এবং ক্লিষ্ট না হইলে কেনই বা তাহা অপসারণের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইব?

তুমি উপবাসী রহিয়াছ বলিয়া আমিও কি অভুক্ত রহিয়াছি? তুমি বলদৃপ্তের দৌরাত্ম্যে দগ্ধ হইতেছ বলিয়া আমিও কি তোমার সহিত বিনালাভে—বিনালোভে আগুনের জিহ্বায় হাত বাড়াইতে যাইতেছি? তোমার যদি রোগ হইয়া থাকে তাহা হইলে যন্ত্রণা তোমার। তোমার জ্বালায় অথবা তোমার যন্ত্রণায় আমার আসে যায় কি? ইহা স্বার্থান্ধ লোকের অন্তর্নিহিতভাবের বহিরাকৃতি মাত্র। যাঁহারা মানবজাতির মহাসেবা ও পরসুখ-পরায়ণতারূপ অনুষ্ঠানের মহাব্রত পরিত্যাগ করিয়া আপনার অবৈধ স্বার্থসংরক্ষণ জন্য ক্ষুদ্রতা বা নীচতার কারাগৃহে বন্দী রহিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা মনুষ্যনামের অযোগ্য এবং তাঁহাদের মানব-জন্ম বৃথা।

দেশকাল-পাত্র অনুসারে ধর্ম্মের বিভিন্নতা হয়, সমাজেরও অবস্থান্তর হয় এবং সকলেই উৎকর্ষের উপাসক—উৎকর্ষের দিকে উন্মুখ। পৃথিবীস্থ পণ্ডিতবর্গ একতানকণ্ঠে কহিতেছেন যে, জগৎ-প্রাণভূতা প্রকৃতিদেবী হাতে কুলা লইয়া কালের সেই অচিন্তনীয় আরম্ভ হইতে এই অনন্তবিশ্বের অনন্ত কোটি বস্তু নিরন্তর ঝাড়িয়া ভালমন্দ নির্ব্বাচন করিতেছেন এবং যাহা উৎকর্ষের অনুকূল তাহাই মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্তই বিলয়ের মহাসমুদ্রে ফেলিয়া দিতেছেন, এমতাবস্থায় বঙ্গীয় হিন্দুকে ধর্ম্মের দিকে, চরিত্র সংগঠনপক্ষে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে নতুবা তাঁহাদের ধ্বংস স্থিরনিশ্চয়। কারণ তাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে অপকর্ষের চরম-সীমায় সমুপস্থিত। মিথ্যা, প্রতারণা, স্বার্থ-পরতা, অহঙ্কার, শঠতা এ জাতির জাতীয়-জীবনের অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায়, প্রকটিত। যেস্থলে সূর্য্য-রশ্মি প্রতিভাত হয় না সেস্থলে যেমন ফুল ফোটে না, ফল ফলে না সেইরূপ যেখানে ধর্ম্মের জ্যোতি বিকীর্ণ হয় না সেখানেও মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় না। হিন্দু-সমাজ ভুলিয়াছেন যে, ধর্ম্মের মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, চরিত্রেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব। মনুষ্যের মত মনুষ্যের জাতি বিশেষও রুগ্ন হইয়া থাকে। মনুষ্যের মত মনুষ্যের সমাজ বিশেষও বিকৃত হইয়া উঠে। নানাকারণে বঙ্গীয় হিন্দুজাতি এখন রুগ্ন সুতরাং চিকিৎসার আবশ্যক। বহুশতাব্দীর বন্ধনে হিন্দুসন্তান বিকৃত সুতরাং সংস্কার চাই। নানাপীড়নে হিন্দুগণ বিপন্ন ও অবনতিস্রোতে ভাসমান সুতরাং তাহার উন্নতি চাই, উত্থান চাই। সোণা যেমন আগুণে পুড়িয়া পুড়িয়া অতি উজ্জ্বলকান্তি ধারণ করে, মনুষ্যের আত্মাও সেইরূপ দুঃখের আগুনে দগ্ধ হইয়া পরিত্র হয়। এই জন্যই দুঃখের সৃষ্টি। সংসারে যে আসিয়াছে সেই কোন না কোন সময়ে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছে এবং কিছু দুঃখ ভোগ করিয়াছে—ইহা ব্যক্তি হিসাবে যেমন, জাতিগত হিসাবেও তেমনি। বঙ্গীয় হিন্দু পাঠানের শাসনে নিষ্পেষিত হইয়াছেন, মোগলের অধীন হইয়া শত শত বর্ষ দুঃখে কষ্টে অতিবাহিত করিয়াছেন এবং অবিধ শত অত্যাচার ও উৎপীড়নে দুঃখের আগুনে দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়াছেন সুতরাং এ জাতি এখন চৈতন্য হইবে, এ জাতি এখন জাগিবে অনেকে বলেন এ জাগরণে, এ উত্থানে বঙ্গ সমাজের এ চৈতন্যে দেশের ধনীলোকের এ কুলীন সম্প্রদায়ের সহানুভূতি নাই কেন? প্রশ্নের উত্তরে আমি এই বলিতে চাই যে, জগতের কোন স্থানেই কোন নূতন বিষয় প্রবর্ত্তনায়, নূতন ভাব-সমাবেশে কোন ধনী লোক এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোক অগ্রগণ্য হইতে দেখা যায় না। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ইটালি, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি সমৃদ্ধ ও সুসভ্য দেশ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। ঐ সমুদয় দেশে আলোড়ন আবর্ত্তনে মধ্যবিত্ত লোকই অগ্রণী বারিবর্ষণেও কোন পুষ্প পাষাণের উপ প্রস্ফুটিত হয় না, মৃত্তিকাতেই কুসুমের বিক হয়। তজ্জন্যই কিবা সাহিত্য, বিজ্ঞা সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে, বি ক্ষণস্থায়ী গার্হস্থ্য জীবনের বিবিধ অনুষ্ঠা কিবা চিরস্থায়ী অধ্যাত্মজীবনের উৎকর্ষবিধা এ জগতের সর্ব্বত্রই মধ্যবিত্ত লোকের প্রা ও প্রতিপত্তি। নিউটন, গ্যালিলিয়ো, টে

আরিস্তল, আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, কালিদাস, সেক্সপিয়র, ভবভূতি, মিলটন, কোমটি, হোমার সক্রেটীশ প্রভৃতি জ্ঞানী ব্যক্তি এবং ম্যাট্‌সিনি, ওয়াসিংটন, নেপোলিয়ানবোনাপার্টি ক্রমওয়েল প্রভৃতি বীরপুরুষগণ মধ্যবিত্ত পরিবারেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতির বিতানে, তাহার নিত্য লীলাভূমি এ ভব-প্রাঙ্গণে মধ্যরাত্রিই নিস্তব্ধতার চরমোৎকর্ষ, দিবা-মধ্যভাগেই মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণের সর্ব্বাধিক প্রচণ্ডতা, এমতাবস্থায় মধ্যবিত্ত লোকই যে সর্ব্ববিষয়ে অগ্রণী হইবেন তাহা যেন বিধাতার বিধান—প্রকৃতির অনিবার্য্য ব্যবস্থা। সুতরাং এ বঙ্গদেশেও এ জাগরণে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকই সর্ব্বাগ্রে জাগিবেন, উন্নতি-সোপানে সর্ব্বোতোভাবে উঠিতে চেষ্টা করিবেন। দীপ্তকান্তি-কনককণা এতকাল আবর্জ্জনারাশির মধ্যে থাকিয়া মলিনাবস্থায় ছিল, এখন অনুশীলন অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া উহার দীপ্তি আবার প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এখন চিরসঞ্চিত ভস্মরাশির তলে পড়িয়া ভস্মাচ্ছাদিত আছে; এক ফুৎকারে তাহা উড়াইয়া ফেলিয়া উহাকে জ্বালাইলেই আবার সেই অগ্নিশিখা হোমাগ্নির ন্যায় আকাশ ভেদ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। অধুনা ভারতবর্ষে নবজীবনের সঞ্চার দেখা যাইতেছে। যে ভারতাকাশে বিষাদের মেঘ আসিয়া গভীর অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল; ক্রমে ক্রমে সে মেঘ অপসারিত হইতেছে এবং কালে পূর্ণচন্দ্রের প্রফুল্ল জ্যোৎস্না উছলিয়া পড়িবে। যে আগুন নিবিয়া গিয়াছে, তাহা আবার প্রজ্জ্বলিত হইবে; যে শোভা আঁধারে ডুবিয়াছে তাহা আবার নূতন খরতর আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া অধিকতর সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইবে। রুগ্ন বঙ্গীয় হিন্দু, তুমি নিরাশ হইও না; বিপন্ন বঙ্গীয় সমাজ, তুমি আর অশ্রুপাত করিও না; বিকৃত বঙ্গীয় জাতি, তুমি আর আক্ষেপ করিও না। ঐ দেখ অমারাত্রির অবসান হইতেছে। ঐ দেখ তিমিরাবৃত আকাশের পূর্ব্বপ্রান্তে আর্য্যজ্ঞানের আলোক রেখা সঞ্চারিত হইতেছে। ঐ দেখ সেই আলোকে ভারতের ইতস্ততঃ আলোকসঞ্চার পরিলক্ষিত হইতেছে এবং তোমারও নবজীবনের আরম্ভ হইয়াছে। ইতি

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

তীর্থদর্শন।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)।

৭ই মাঘ শনিবার ১৩১৭।

মথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রায় সাত ক্রোশ ব্যবধান। রাস্তাটী সুপ্রশস্ত, উভয়পার্শ্বে বৃক্ষরাজিসমাকীর্ণ ও নিরন্তর যাত্রিগণ দ্বারা পরিসেবিত। আমরা নানাবিধ দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে চলিলাম। উভয়পার্শ্বে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরভূমি, লোকালয় ক্বচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। এইস্থানে কি বৃন্দাবনে জয়দেব

বর্ণিত "ললিত লবঙ্গলতা" অথবা "কোকিল-কূজিত কুঞ্জকুটীর" আমরা কুত্রাপি দেখিলাম না। কোকিলের স্থানে কাক ও সর্ব্বস্থানে কপিরাজ বিরাজিত। পথের উভয়পার্শ্বে দলে দলে বানর বিচরণ করিতেছে। শ্রীবৃন্দাবনধামে বানরের উৎপাত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। বানর অমর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ তাহাদিগের মৃত্যু অতি বিরল, কিন্তু তাহাদিগের জাতিবর্দ্ধক শক্তি অপরিসীম। রাধারাণী যে অপার্থিব সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী, তথায় হিংসা নাই সকলেই নিরামিশভোজী। বৃন্দাবন-পাদদেশবিধৌতা যমুনা অধুনা সংকীর্ণতোয়া ও কচ্ছপরাজিসমাকীর্ণা। কচ্ছপগণ কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার করে না, যাত্রিগণ ছোলা, খই ইত্যাদি জলে নিক্ষেপ করিলে অসংখ্য কচ্ছপ মহানন্দে ভোজন ব্যাপার সম্পাদন করে। বানরদল আহারের লোভে লোকের ঘটীবাটী অপহরণ করে বটে, কিন্তু ভোজ্য পাইলে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাহরণ করে। বৃন্দাবনধাম মধ্যে নিধুবন ও নিকুঞ্জকাননে অসংখ্য বানর দলে দলে বিচরণ করে, যাত্রিগণ প্রবেশকালে তাহাদিগকে ছোলা মটর প্রদান করে। এইজন্য নিধুবনের সিংহদ্বারের সম্মুখে একটী ছোলাদির দোকান সংস্থাপিত হইয়াছে।

উপাসনাকালে, বৃন্দাবনে, শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারিত হয় বটে, কিন্তু বাহিরে, ভিতরে, পথেঘাটে সকলস্থানে রাধারাণীর পবিত্র নাম সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে। বৈদিক সময়ের সত্যযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেক হিন্দুরমণী জ্ঞান, বিদ্যা, সাহস, আত্মত্যাগ ও সতীধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু রাধার ন্যায় সর্ব্বজনসেবিতা রমণী পৃথিবীতে অতি বিরল। তাঁহার অতলস্পর্শী প্রেমজলধি মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তদীয় পাদতল মস্তকে ধারণ করিয়া বলিয়াছিলেন;—

মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লব মুদারম্।

রাধাচরিত্র অতীব গুহ্য রহস্যপূর্ণ। এই পরম গুহ্যচরিত্র অধিকারীভেদে হৃদয়ঙ্গম হয়। যোগেশ্বর ভক্ত বৈষ্ণবমহাত্মাগণ এই মহাচরিত্রের কণামাত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছেন। আমরা সেই অগাধ প্রেমজলধির গরমরমণীয় দৃশ্য দূর হইতে দর্শন করিয়া অবনতমস্তকে আমাদের অজ্ঞানতা স্বীকার করিয়া প্রণাম করিতেছি। সেই ভক্তিরূপিনী রাধা চিরকাল হিন্দুসমাজের স্তরে স্তরে মধুর রস সিঞ্চন করিবেন। তিনি বসুন্ধরায় অবতীর্ণা হইয়া যে মধুচক্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে ভক্তগণ স্মরণাতীতকাল হইতে সহস্রধারায় মধুপান করিতেছেন, কিন্তু তথাপি সেই মধুচক্র মধুপূর্ণ। জানি না বিধাতার কি অপূর্ব্বসৃষ্টি এই রাধারাণী। বিশুদ্ধ প্রেমের জন্য এইপ্রকার সর্ব্বস্বত্যাগ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। প্রহ্লাদ হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেক ভক্ত, অনেক ভক্তাবতার পৃথিবীকে পবিত্র করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কেহই শ্রীরাধার অপরিসীম অতলস্পর্শী ভক্তিবারিধির পরিমাণ করিতে পারেন নাই। ধন্য সেই রাধারাণী, আর ধন্য সেই মহাদেশ যেস্থানে এইপ্রকার অপূর্ব্বসৃষ্টি হইতে পারে।

কথিত আছে ব্রজমণ্ডল চৌরাশি ক্রোশ বিস্তৃত দ্বাদশটী বন, অসংখ্য উপবন ইহার

অন্তর্ভুক্ত। সম্বৎসরকাল নিয়ত এই ব্রজমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিলে, ইহার তীর্থস্থান, মন্দিরাদি বনউপবন, যমুনাতট-সংযুক্ত ঘাটসকলের মাহাত্ম্য কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হয়। আমরা মাত্র এক সপ্তাহকাল বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া ব্রজমাহাত্ম্য কিপ্রকারে কীর্ত্তন করিব। এই স্থানের প্রত্যেক স্রোতস্বতী, প্রস্তর, লতাবৃক্ষগুল্মাদিতে ভগবানের কৈশোরলীলাস্মৃতি বিজড়িত।

"বৃন্দাযত্রতপস্তেপে তৎ তু বৃন্দাবনং স্মৃতম্।"

যেস্থানে বৃন্দা তপ করিয়াছিলেন তাহাকে বৃন্দাবন কি বৃন্দারণ্য বলিয়া থাকে। অথবা শ্রীরাধার ১৬টী নাম, তন্মধ্যে বৃন্দা অন্যতম, শ্রীকৃষ্ণের সহিত যেস্থানে তিনি ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই রমণীয় বনকে বৃন্দাবন বলে। কৃষ্ণের বাল্যকালে কংশের উৎপাতে ভীত হইয়া নন্দ ও উপানন্দ গোকুল পরিত্যাগ করিয়া এই বৃন্দাবনে গৃহ নির্ম্মাণ করেন। উপানন্দনামক জনৈক বৃদ্ধ প্রবীন গোপ মহারাজ নন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

অজেয় অসুরবংশ গর্জ্জে মথুরায়,
গোকুল আচ্ছন্ন তার ক্রোধের ছায়ায়।
অতএব মম যুক্তি শুনহে রাজন্,
মায়াপূর্ণ-স্থানত্যাগ করিবে সুজন।
যমুনার তীরে শোভে বন মনোহর,
বৃক্ষরাজি-পরিপূর্ণ শ্যামল সুন্দর।
রাশি রাশি ফলফুল শোভে সেই বনে,
তাই বৃন্দাবন বলি ডাকে সর্ব্বজনে।
বৃক্ষবৃন্দ ফলবৃন্দ শোভে নিরন্তর,
বৃন্দাবন, মহারাজ! অতীব সুন্দর।
নবদূর্ব্বাদলে পূর্ণ সদা বৃন্দাবন,
আনন্দে চরিবে তথা তব গাভীগণ।

শ্রীভগবানের কৈশোরলীলা এই বৃন্দাবনেই শেষ হয়। সহস্র বর্ষব্যাপী বৌদ্ধবিপ্লবে বৃন্দাবনধাম নিবিড় বনে পরিণত হয়। রূপসনাতন ও অন্যান্য গোস্বামীগণ এই বন পরিষ্কার করিয়া শ্রীভগবানের লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে আমরা প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ রূপগোস্বামী স্থাপিত শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে গেলাম। শ্রীগোবিন্দের যেমন রূপ তেমনি বেশভূষা। বামে বৃষভানুরাজনন্দিনী জগৎলক্ষ্মী রাধারাণী। বৃন্দারণ্যের জঙ্গল কতকটা পরিষ্কার হইলে শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীশ্রীগোবিন্দজীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি বৃন্দাবনের আদি দেবতা। কথিত আছে শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীগোবিন্দ দর্শন কামনায় অনশনে ব্রহ্মকুণ্ডতীরে একদিন বসিয়া ভজন গাইতে ছিলেন। সহসা একটী সুন্দর ব্রজবালক তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এক ভাণ্ড দুগ্ধ দিয়া প্রস্থান করিল। বালকের অপূর্ব্ব রূপ ও দুগ্ধের অমৃতময় আস্বাদ অনুভব করিয়া শ্রীরূপের বিশ্বাস হইল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি দয়া করিয়াছেন। তিনি হা গোবিন্দ! হা গোবিন্দ!! বলিয়া দীননয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে সপ্নাদেশ হইল "যোগপীঠে যে স্থানে একটী গাভী যদৃচ্ছাক্রমে নিত্য আসিয়া দুগ্ধধারায় মৃত্তিকা সিঞ্চন করে, সেই স্থানে আমি আছি।" প্রাতে শ্রীরূপ তথায় যাইয়া মৃত্তিকার নিম্নে শ্রীগোবিন্দজীর এই বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। তাহার পর প্রতি বর্ষেই তাঁহার অঙ্গরাগ হইয়া থাকে। শ্রীরূপ একখানি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া নিজেই তাঁহার সেবা করিতেন। পরে জয়পুরাধিপ বহু ব্যয়ে লাল প্রস্তর নির্ম্মিত

আকাশস্পর্শী চূড়া সমন্বিত একটী সুন্দর মন্দিরে শ্রীগোবিন্দজীকে সংস্থাপিত করেন। কথিত আছে বাদসাহ আওরঙ্গজেব এই মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। ১২২৫ বঙ্গাব্দে কায়স্থকুলতিলক নন্দকুমার বসু মহাশয় বহু অর্থ ব্যয়ে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সেই মন্দিরে রত্ন বেদিকায় আমরা শ্রীশ্রীগোবিন্দজীকে দর্শন করিলাম। পুরাতন মন্দিরের নিকট যোগপীঠ আছে যাত্রিগণ তথায় যোগমায়ার মূর্ত্তি দর্শন করেন। এই স্থানে শ্রীরূপ ভজন করিতেন।

তাহার পর আমরা শ্রীসনাতন গোস্বামী স্থাপিত শ্রীশ্রীমদনমোহনের মন্দিরে গমন করিলাম। মদনমোহনের রূপ অতি মনোহর বাস্তবিক মদনকে মোহিত করিতে পারে। কথিত আছে একদা সনাতন মাধুকরী করিতে মথুরায় যান তথায় মথুরানিবাসিনী কোন চোবের পত্নীর গৃহ হইতে এই মূর্ত্তিটী উদ্ধার করিয়া যমুনাতীরে একটী উচ্চ টীলার উপর একখানি পর্ণকুটীর মধ্যে সংস্থাপিত করেন। মুলতাননিবাসী কৃষ্ণদাসনামক জনৈক বণিক উক্ত স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কথিত আছে উক্ত বণিক বহু মূল্য দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ একখানি বৃহৎ নৌকায় দিল্লী হইতে আগ্রা যাইবার পথে শ্রীবৃন্দাবনের দুঃশাসন টীলার নিকট একটা চড়ায় তাহার নৌকা আবদ্ধ হয়। বণিক বহু চেষ্টাতে নৌকাখানি উদ্ধার করিতে না পারিয়া সনাতনের যোগবলের সাহায্য প্রার্থনা করে। সনাতনের কৃপায় নৌকা উদ্ধার হইলে, উক্ত বণিক উক্ত টীলার নিম্নে একটী সুন্দর মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেয়। উহাই শ্রীশ্রীমদনমোহনের পুরাতন মন্দির। তদনন্তর ১২২৮ বঙ্গাব্দে পুণ্যশ্লোক কায়স্থপুঙ্গব নন্দকুমার বসু মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে মর্ম্মরপ্রস্তরে সমাবৃত যে সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহাতেই শ্রীশ্রীমদনমোহনের অপূর্ব্বমূর্ত্তি অদ্যাপি বিরাজিত।

তাহার পরে আমরা শ্রীগোপীনাথজীকে দর্শন করিলাম। এই বিগ্রহ মধুপণ্ডিত দ্বারা সংস্থাপিত। অন্যান্য মূর্ত্তি হইতে ইহার বিশেষত্ব এই যে শ্রীকৃষ্ণের বামে রাধারাণী ও দক্ষিণে শ্রীমতী জাহ্নবীদেবী বিরাজিতা। কথিত আছে যে মধুপণ্ডিতের আত্মীয় সূর্য্যদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জাহ্নবীদেবী শ্রীবৃন্দাবনধামে উপস্থিত হইয়া মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথের বামে রাধারাণীর মূর্ত্তি না দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাৎকালিক বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরের নিকট তিনটী রাধামূর্ত্তি প্রার্থনা করেন। রাজা উপযুক্ত ভাস্করের দ্বারা তিনটী রাধারাণীর বিমলমূর্ত্তি ও জাহ্নবীদেবীর একটী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। উক্ত তিন মূর্ত্তি তিন বিগ্রহের বামে সংস্থাপিত হইলে জাহ্নবীদেবীর প্রতিমূর্ত্তিটী শ্রীশ্রীগোপীনাথের দক্ষিণে সংস্থাপিত করা হয়।

শ্রীবৃন্দাবনধামে মাধুকরীবিদ্যা বিশেষভাবে প্রচলিত। মধুকর যেমন বিবিধ প্রস্ফুটিত প্রসূন হইতে অল্প অল্প মধু আহরণ করে, তদ্রূপ দরিদ্র ব্রজবাসিগণ জীবিকানির্ব্বাহার্থে অল্প অল্প আহার্য্য দানশীল নরনারীগণের নিকট গ্রহণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। যে সমস্ত নরনারীগণ ব্রজমণ্ডলের চৌরাশী ক্রোশ মধ্যে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা এই

মাধুকরীবৃত্তি অবলম্বন করেন। ব্রজবাসী গৃহস্থগণ যে প্রকার অবস্থাপন্ন হউক না কেন, দুই চারিখানি আটার রুটী ও তরকারী কি ডাউল পৃথক করিয়া মাধুকরীদিগের জন্য রাখিতে বাধ্য। ব্রজমণ্ডলে মুষ্টিভিক্ষা, চুটকীভিক্ষাদি সাধারণ ভিক্ষুর জন্য নির্দ্ধারিত আছে, কিন্তু সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জন্য মাধুকরী বিহিত হইয়াছে।

তদনন্তর আমরা শ্রীলোকনাথ গোস্বামী স্থাপিত শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ গোকুলানন্দদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অভ্যুত্থানের কিঞ্চিদঁগ্রে লোকনাথ বৃন্দাবনে আসিয়া এই বিগ্রহ স্থাপিত করেন। তাঁহারই শিষ্য উত্তর রাঢ়ীয় দত্তবংশাবতংস শ্রীনরোত্তম গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিপার্শ্বদ ছিলেন। গোকুলানন্দের মন্দিরের সান্নিধ্যে লোকনাথ ও নরোত্তম ঠাকুরের সমাজ অর্থাৎ সমাধি আছে। তাহার পর শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী স্থাপিত শ্রীশ্রীরাধারমণকে আমরা সন্দর্শন করি। ইনি প্রথমে একটী শালগ্রামের সেবা করিতেন, পরে তাহাই দিব্য যুগলমূর্ত্তিতে পরিণত হয়। তদনন্তর শ্রীজীব গোস্বামী সংস্থাপিত শ্রীশ্রীরাধাদামোদরকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিলাম। শ্রীজীব, সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র। এই মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে শ্রীরূপ ও জীব গোস্বামীর সমাজ আছে।

কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ, যদুকুল নিধনের পর একমাত্র জীবিত যাদব, মহামহিমান্বিত সর্ব্বলোকত্রাতা শ্রীভগবানের জীবন্তমূর্ত্তি হইতে পরিগৃহীত একটী প্রাচীন মূর্ত্তি হইতে, দ্বারকা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইবার পর, শ্রীবৃন্দাবনধামে আসিয়া তাঁহার প্রপিতামহের মুখারবৃন্দ অনুকরণে শ্রীগোবিন্দজীর মূর্ত্তি, তদীয় বক্ষঃস্থলের অনুকরণে শ্রীমদনমোহন ও শ্রীচরণভঙ্গিমানুকরণে শ্রীগোপীনাথজীর তিনটী দিব্য মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সহস্রাধিক বৌদ্ধবিপ্লবে যৎকালে শ্রীবৃন্দাবন অরণ্যে পরিণত হয় তখন কোন অজ্ঞাত মহাত্মা কর্ত্তৃক এই তিনটী বিগ্রহ ভূগর্ভে নিহিত হয়। তৎপরে গোস্বামীগণের নববৃন্দাবন আবিষ্কারের সময় ক্রমে ক্রমে এই মূর্ত্তিত্রয় ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়াছিল। শ্রীরূপ যোগপীঠে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মূর্ত্তি মৃত্তিকা হইতে উত্তোলিত করেন ও মধুপণ্ডিত বংশীবটতলায় শ্রীগোপীনাথজীর মূর্ত্তি পাইয়াছিলেন কিন্তু চোবের স্ত্রী কোথা হইতে মদনমোহনের মূর্ত্তি পাইয়াছিলেন তাহা আমরা অবগত হইতে পারিলাম না। আশা করি যদি আমাদিগের পাঠকগণের মধ্যে কেহ শ্রীবৃন্দাবনে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হয় তবে এই রহস্যোদ্ধার করিতে পারিবেন।

তদনন্তর শ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামী স্থাপিত শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমরা দর্শন করিলাম। এই মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে শ্রীশ্যামানন্দের সমাজ আছে।

বজ্রনাভ আর ২টী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করান, তন্মধ্যে সাক্ষীগোপাল যাজপুরে ও মাধবেন্দ্রপুরীর শ্রীগোপাল শ্রীনাথদ্বারে আছেন। আমি সাক্ষীগোপালের মূর্ত্তি দেখিয়াছি। ভগবানের পূর্ণায়ত দেহ একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরে খোদিত। এই প্রস্তরখণ্ড মন্দির প্রাচীরগাত্রে প্রথিত রহিয়াছে। এই মন্দির, ভগবানের বেশভূষাদি ও পূজার আয়োজনাদি অতীব সুন্দর। এই মূর্ত্তিটী যেন সেই অনন্ত

সুন্দরের লাবণ্যে বিনির্ম্মিত। সাক্ষীগোপালের নারিকেলকুঞ্জ অতি মনোহর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নারিকেলবৃক্ষে অসংখ্য নারিকেল ফলিয়া রহিয়াছে। আমরা নারিকেলতলায় বসিয়া ২১০ মূল্যে এক একটী নারিকেল ক্রয় করিয়াছিলাম। সে আজ ৫।৬ বৎসরের কথা। যদুবংশাবতংস বজ্রনাভ দ্বারা পাঁচটী মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা ঐতিহাসিকতত্ত্ব নহে। কেবল লোকমুখে জনশ্রুতি। কিন্তু বিশেষ মনোযোগের সহিত দর্শন করিলে এই ৪টী মূর্ত্তি যাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহা বর্ত্তমান ভাস্করাচার্য্যের খোদিত বলিয়া অনুমিত হয় না, এই কয়েকটী মূর্ত্তিতে যে শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা অন্য বিগ্রহে আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত সমস্ত বিগ্রহের মূর্ত্তি আলোচনা করি নাই।

চৌদিকে সমুন্নত প্রাচীরে সংবেষ্টিত, দুর্গাকারে বিনির্ম্মিত, শেঠজীর মন্দিরে অমিত সৌন্দর্য্যশালী রঙ্গজীনামে শ্রীরাধাগোবিন্দমূর্ত্তি সংস্থাপিত। শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত স্বর্গীয় লক্ষ্মীচাঁদ শেঠের ভ্রাতা রাধাকৃষ্ণ ও গোবিন্দদাস ছয় বৎসরে প্রায় ৪৫ লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে এই অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরমধ্যে দেখিলাম সোণার গরুড়স্তম্ভ যাহা লোকে সোণার তালগাছ বলিয়া থাকে। মর্ম্মর বিনির্ম্মিত একটী উচ্চস্তম্ভ সুবর্ণপাত দিয়া আবৃত। দূর হইতে সূর্য্যকিরণসম্পাতে ইহার লাবণ্য অতিশয় মনোমদ। এই শেঠজীর মন্দিরে সময়ে সময়ে একটী "মেলা" হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা একটী দেখিতে পাইলাম না। ইহার মধ্যে চৈত্রমাসীয় ব্রহ্মোৎসব মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ লালাবাবুর নাম আজিও সহস্রকণ্ঠে বৃন্দাবনে ধ্বনিত হইতেছে। ইঁহার ন্যায় ত্যাগপূর্ণ সন্ন্যাসধর্ম্ম বঙ্গদেশে কেহ পালন করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। ইঁহার নাম কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ, উত্তরপশ্চিমদেশীয়গণ ইঁহাকে লালাবাবু বলিত। তিনি প্রায় পঞ্চবিংশতি লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তিনি এই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রমা জিউ নামক বিগ্রহকে সংস্থাপিত করেন। এই বিগ্রহ যোদ্ধৃবেশে অবস্থিত, অবশ্য তরবারি নাই, বংশীই আছে কিন্তু দেখিলে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীর বলিয়া অনুমিত হয়।

তদনন্তর আমরা ব্রাহ্মচারীর মন্দিরে গোয়ালিয়ারের মহারাজা জিয়াজী সিন্ধিয়া স্থাপিত রাধাগোপাল, হংসগোপাল ও নিত্যগোপাল এই তিন গোপালমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ইহাদিগের লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। মহারাজা তদীয় গুরু গিরীধারীদাস ব্রহ্মচারীর উপদেশানুসারে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মচারীর মন্দির। প্রত্যহ সায়ংকালে আরতীর সময়ে এখানে রাস হইয়া থাকে। তদনন্তর আমরা আর একটী অপূর্ব্ব শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরে বিনির্ম্মিত, নানাবিধ কারুকার্য্য সুশোভিত, বাঁকা বাঁকা স্তম্ভের উপর সাহাজীর কুঞ্জ মধ্যে শ্রীশ্রীরাধারমণজীর দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। লক্ষ্ণৌনিবাসী কুন্দনলাল প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর বিল্বমঙ্গলকুঞ্জে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের মনোহরমূর্ত্তি অবলোকন করিলাম। ঐতিহাসিক ত্যাগী মহাপুরুষ বিল্বমঙ্গল এইখানে

ভজন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পান। ভজনে তাঁহার অপূর্ব্ব শক্তি ছিল। বনের পক্ষিগণও তাঁহা শুনিয়া মুগ্ধ হইত। এই স্থানে মৃত্তিকার নিম্নে ভগবানের মূর্ত্তি পাওয়া যায়। ব্রজবাসিগণ অনুমান করেন ইনিই শ্রীজয়দেব গোস্বামীর প্রাণপুতলী শ্রীরাধামাধব। যাঁহার শ্রীগোবিন্দের মধুর ঝংকারে সমগ্র বঙ্গবাসিগণের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তির অমিয়ধারা নিরন্তর বর্ষিত হইতেছে। কথিত আছে জয়দেব সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বন করিয়া পদব্রজে বৃন্দাবন আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মাধুকরী ঝুলিতে রাধামাধব বিগ্রহ ছিল। আমরা সর্ব্বশেষে শ্রীহরিদাস স্বামী সংস্থাপিত শ্রীশ্রীবঙ্কবিহারীর মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। সম্বৎসর মধ্যে অক্ষয় তৃতীয়া ব্যতীত ইহার চরণযুগল কেহই দর্শন করিতে পারে না।

৮৪ ক্রোশ বিস্তৃত ব্রজমধ্যে শ্রীভগবানের অসংখ্য লীলাস্থল বর্ত্তমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে উপর্য্যুক্ত দ্বাদশ মন্দির প্রধান ও প্রাচীন। মোট দেবালয়ের সংখ্যা পঞ্চ সহস্র। আমরা একদিন পঞ্চক্রোশী অর্থাৎ সমস্ত বৃন্দাবন প্রদক্ষিণ করিলাম। যমুনারাণী কলিযুগে মানুষকে হীনবল দেখিয়া পঞ্চক্রোশ মধ্যে প্রায় ক্রোশদ্বয় আত্মসাৎ করিয়াছেন। এইক্ষণ তিন ক্রোশও আমরা পদব্রজে গমন করিতে পারিলাম না। আমরা ৩ টী দোলায় তিন জন ও অন্যান্য সকলে পদব্রজে গমন করিলেন। এইখানে নরনারীগণ প্রাচীন সময় হইতেই দোলার হিল্লোল বড় ভালবাসে। বাস্তবিকপক্ষে দোলায় ভ্রমণ অতিশয় আরামপ্রদ। শ্রীভগবানও দোলার হিল্লোলে, ঝুলানে মহোৎসব করিতেন, তখন শ্রীবৃন্দাবনে যে আনন্দের উৎস প্রবাহিত হইত তাহা মনে করিয়া এই সুদূর সময়ে আমরা আনন্দে বিহ্বল হই। পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকায় সময় কেশীঘাট হইতে পরিভ্রমণ আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যাকালে ঐস্থানে আসিলাম। এই পরিভ্রমণে যাহা দেখিলাম তাহা জীবনে ভুলিব না। কেশীঘাট যমুনার পশ্চিমতীরে। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ কংশপ্রেরিত কেশীনামক দৈত্যকে বধ করেন। বংশীবট—যে বটবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদন করিতেন ও যাহা শ্রবণে উন্মাদিনী যমুনা উজান বহিত, যাহাতে আকৃষ্টা গোপিকাগণ কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া যমুনাপুলীনে সমবেত হইতেন। যাহার মধুময় ধ্বনি আজিও ভক্তগণের কাণে অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে। অহো! তাহা আমার সুদীনা লেখনী কি প্রকারে বর্ণনা করিবে। ইহার অমিয়ত্ব শ্রবণ না করিলে অনুভূত হইবে না। সূর্য্যকে পশ্চাদ রাখিয়া জলবিন্দু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলেই যেমন ইন্দ্রচাপ (রামধনু) নয়নে প্রতিবিম্বিত হয়, অথচ তৎকালে আকাশের কোনস্থানে ইন্দ্রধনু লক্ষিত হয় না তদ্রূপ ক্রিয়াবিশেষের অনুষ্ঠান মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও বাঁশরীস্বর নয়ন ও কর্ণ পরিপূর্ণ করে। তখন সংসারের রোগশোক কোথায় চলিয়া যায়! শান্তি প্রতিষ্ঠিত মানবাত্মা ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত অপূর্ব্ব আনন্দানুভব করে। "সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তসুখমশ্নুতে।"

গীতা ৬ষ্ঠ ২৮

প্রতিভার পাঠকগণ! অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিরূপ সুখ যদি আপনাদিগের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, আর কেই বা সুখ না চায়, তবে ব্রহ্মের সংস্পর্শ লাভ করুন। এই সংস্পর্শ লাভের

প্রধান ও প্রাথমিক উপায় উপনয়ন অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত ধারণ, ফলতঃ—

"সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রনাম পরং পদম্" অর্থাৎ—পরমপদ ব্রহ্মকে সূচনা করে বলিয়া এই যজ্ঞোপবীতের নাম সূত্র। যমুনাপুলীন—এই পবিত্র স্থানে শ্রীভগবান্ মহারাসের মহোৎসব করিতেন। এইক্ষণে যমুনা হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে একটী ক্ষুদ্র বালুকাময়প্রান্তরবিশেষ।

অক্রূরঘাট—এইক্ষণ যমুনা হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধান। যখন ব্রজের নরনারীগণকে কাঁদাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দের বহুমূল্য উপঢৌকন লইয়া কংশের ধনুর্যজ্ঞে অক্রূরের রথে বৃন্দাবন ত্যাগ করেন, তখন পথিমধ্যে মধ্যাহ্নকালে এইস্থানে রথ রাখিয়া অক্রূর যমুনায় স্নান করিবার সময় জলমধ্যে উভয় ভ্রাতাকে দেখিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কংশবধার্থে অক্রূরকে স্বকীয় যোগৈশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন।

ভোজনস্থলী বা ভাৎরোড—এইস্থানে গোচারণে ক্লান্ত শ্রীভগবান্ ও গোপ রাখালগণকে মুনিপত্নীগণ চতুর্ব্বিধ অন্ন দ্বারা ভোজন করাইয়াছিলেন।

দাবানলকুণ্ড—এইস্থানে শ্রীভগবান্ প্রজ্জ্বলিত দাবানল পান করিয়া ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার সোপানগুলি ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। এই ঘাটটীর সংস্কার কি কেহ করিবেন না। ইহার জল পরিষ্কার ও মধুর।

কালীদহ—এই বিষপূর্ণ হ্রদে শ্রীকৃষ্ণ কদম্বশাখা হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া কালীয় নাগকে দমিত ও তাহার বিস্তারিত ফণার উপর নৃত্য করিয়াছিলেন। কদম্বগাছটী প্রকাণ্ড ও একটী বৃহৎ শাখা নিম্নভাগে প্রসারিত হইয়াছে। কিন্তু তত প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল না। ইহা কেলীকদম্ব আমাদিগের দেশীয় কদম্ববৃক্ষের ন্যায় কিন্তু পত্রগুলি ছোট ছোট। এইস্থান হইতে যমুনা এইক্ষণ বহুদূরে প্রবাহিতা কিন্তু বর্ষাকালে এই সমস্ত ঘাটে যমুনা উপস্থিত হন, এবং কুলকুল ধ্বনিতে ভগবানের স্মৃতির উদ্দীপনা করেন। এইস্থানে নন্দ ও যশোমতীর ২টী প্রতিমূর্ত্তি আছে।

শৃঙ্গার বট—এইস্থানে যে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল তাহার মূলকাণ্ডের কতকাংশ অদ্যাপি দেখা যায়। এই কাণ্ড হইতে একটী তরুণ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। এইস্থানে রাধারাণী প্রমুখ গোপবালাগণ রাসোপযোগী বেশভূষা, কবরীবন্ধন, বনফুলমালা গ্রন্থন করিতেন।

ব্রহ্মকুণ্ড—এইস্থানে ব্রহ্মা শ্রীভগবানের স্তব করেন তাঁহার অশ্রুনীরে এই পবিত্র কুণ্ড হইয়াছে।

নিধুবন—এই বনটীর চৌদিকে প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। ইহার মধ্যে যে বংশ আছে তাহা দ্বারা ভগবানের বাঁশরী অথবা বংশী নির্ম্মিত হইত। ইহার মধ্যে ললিতা ও বিশাখা ২টী পাকা কুণ্ড আছে। তাহার জল পানীয় নহে আমরা স্পর্শ করিলাম। অনেকগুলি অপরিচিত বৃক্ষ সমাকীর্ণ এই বনটী অতি রমনীয়।

নিকুঞ্জবন—ইহার দ্বারদেশে শাখামৃগদিগকে ভোজন করাইতে হয়। বানরগুলি অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট। ইহার মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ শ্যাম তমাল আছে। ইহার কাণ্ডে কয়েকটী শালগ্রাম আছে ও ভগবান্ যে মাখম মুছিয়াছিলেন তাহার মসৃণ চিহ্ন কয়েকটী বর্ত্তমান আছে। কিন্তু আমাদিগের নিকট বৃক্ষটী আধুনিক বলিয়া প্রতীয়মান হইল। পরিভ্রমণকালে যমুনার তীরে কতকগুলি শান্তিপ্রদ আশ্রমপদ ও তাহাতে সন্ন্যাসীগণ বাস করিতেছেন দেখিলাম। এই আশ্রমগুলি কুল ও পেয়ারা বৃক্ষ সমাকীর্ণ, দেখিলাম সমস্ত বৃক্ষগুলি রসাল বড় বড় ফলভরে অবনত। এই ফল সকল ভারে ভারে মথুরা ও বৃন্দাবনে বিক্রয়ার্থে গৃহীত হয়। আমরা ৵১০ দুই পয়সা দিয়া এক ঝাকা ফল কিনিলাম। বানরের উৎপাত এখানে কম। আশ্রমগুলি অতিশয় পরিষ্কার ও দেবদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত। এখানে দীর্ঘকাল নিরীক্ষ বাস করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল।

এই প্রকারে পঞ্চক্রোশী পরিভ্রমণ সমাধা করিয়া বিগত ১২ই মাঘ বৃহস্পতিবার আমরা গোবর্দ্ধনে গমন করিলাম। বৃন্দাবন হইতে গোবর্দ্ধন প্রায় ১০ দশ ক্রোশ ব্যবধান। আমরা অশ্বযানে প্রাতঃকালে তথায় গমন করিয়া সন্ধ্যার সময় বৃন্দাবনে ফিরিলাম। গিরিগোবর্দ্ধন একটী দর্শনীয় পদার্থ। ইহা শ্রীভগবানের দেহ বলিয়া কথিত আছে, যাত্রিগণ ইহার শিখরদেশে আরোহণ করে না, পাদদেশ হইতে ইহার অনুপম সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায় না। ইহা প্রায় ৫ পাঁচ ক্রোশ দীর্ঘে ২।৩০০ দুই তিন শত হাত প্রস্থে ও ৫০।৬০ হাত উর্দ্ধে। ইহাতে ভূগর্ভ হইতে সমুৎপন্ন বৃহৎ বৃহৎ উপলখণ্ড স্তরে স্তরে সুসজ্জিত দেখিলাম। আমি জীবনে অনেক খণ্ড ও মালা পর্ব্বত দেখিয়াছি, কিন্তু এই প্রকার সুন্দর, সুগঠিত বিচিত্র পর্ব্বত কুত্রাপি দেখি নাই। পর্ব্বত বলিলে প্রকৃতিরাণীর বন্যদৃশ্য (wild

Scenes of Nature) আমাদিগের মনে পড়ে কিন্তু গিরিগোবর্দ্ধন যেন শিল্পীর হস্ত দ্বারা নির্ম্মিত। উপলখণ্ড মধ্যে গোজাতির তৃপ্তিকর কোমল তৃণরাজি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষলতা বিরাজিত। এই সকল স্থানে শ্রীভগবান্ গোচারণ করিতেন। কুপিত জীমূতবৃন্দ, যখন ইন্দ্রাদেশে ব্রজমণ্ডলে অবিশ্রান্ত বর্ষণ করে তখন শ্রীভগবান্ গিরিগোবর্দ্ধনকে উত্তোলন করিয়া বামহস্তে সপ্ত দিবারাত্রি ধারণ করিয়াছিলেন, গিরির তলদেশে ব্রজবাসিগণ গোধন সহিত নিরাপদে বাস করিয়াছিলেন। শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড মধ্যস্থলে একটী শ্যামতমাল রমণীয় দৃশ্য। অনবরত জল মধ্যে দুগ্ধ পুষ্পাদি নিক্ষেপ করায় রাধাকুণ্ডের জল হরিদ্রাভ সিদ্ধির গোলার ন্যায় হইয়াছে কিন্তু শ্যামকুণ্ডের জল অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল। উভয় কুণ্ডই প্রাচীন বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষরাজি সমাকীর্ণ। কথিত আছে বৃক্ষশাখাদি ভগ্ন দেখিয়া একদিন শ্রীকৃষ্ণ, কুসুমচয়নে নিরতা শ্রীমতী ও সখিগণকে "তোমরাই আমার উপবনের বৃক্ষাদি ভগ্ন করিয়াছ" বলিয়া রাধিকাকে ধৃত করিতে অগ্রসর হইলে, শ্রীরাধা বলিলেন "কৃষ্ণ! তুমি বৃষভাসুর বধ করিয়া গোহত্যার পাপগ্রস্ত হইয়াছ আমাদিগকে স্পর্শ করিও না" শ্রীকৃষ্ণ লজ্জিত হইয়া বলিলেন "রাধে! কি উপায়ে আমি নিষ্পাপ হই" রাধিকা উত্তর করিলেন "তুমি ভারতের সর্ব্বতীর্থে স্নান করিলে বিগতপাপ হইবে।" তখন শ্রীভগবান্ তদীয় বেণুদণ্ড দ্বারা ভূপৃষ্ঠ আঘাত করিলে, সেইস্থানে একটী দিব্য সরোবর হইল, এবং সর্ব্বতীর্থমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সরমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন ভূতপাবন ভগবা

তাহাতে অবগাহন করিয়া বিগত কল্মষ হইলেন। শ্রীরাধিকা তদ্দৃষ্টে তদীয় হস্তস্থিত সুবর্ণকঙ্কন দ্বারা ভূপৃষ্ঠ আঘাত করিলে, শ্যামকুণ্ডের নিকট আর একটী দিব্য কুণ্ড হইল, কিন্তু জল না হওয়াতে শ্রীমতী লজ্জায় মুকুলীতাক্ষী হইলেন, শ্রীভগবান্ কহিলেন "শ্রীরাধে! আক্ষেপ করিও না আমার কুণ্ড হইতে জলরাশি তোমার কুণ্ডে প্রবেশ করিবে, আমার শক্তিতেই তুমি শক্তিশালিনী তোমার পৃথক্ শক্তি কোথায়।" তখন তীর্থগণ রাধাকুণ্ডে প্রবেশ করিল। রাধাকুণ্ডের নিকট কায়স্থবংশাবতংস রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুরের একটী প্রাসাদ আছে। বৃন্দাবন অবস্থানকালে আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ কায়স্থবন্ধু শ্রীযুক্ত মহিমাচন্দ্র জোয়ারদার মহাশয় নানাপ্রকারে আমাকে সাহায্য করিয়া অশেষ ঋণজালে আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি নিরাময়দেহে দীর্ঘজীবন লাভ করুন এই আমাদিগের ঐকান্তিকী প্রার্থনা। ১০ই মাঘ শনিবার বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া রাত্রি ১০টার সময় আগ্রায় আসিলাম। পরদিন রবিবারে জগদ্বিখ্যাত তাজমহাল, আকবরের মন্ত্রীবর এতমাদ্দৌলার কবর, ও জুমা মস্‌জিদ দর্শন করিলাম। যেমন বৃন্দাবন হিন্দু কীর্ত্তির প্রধান স্থান তদ্রূপ আগ্রায় ইসলমান কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। জাহাঙ্গীর বাদসা তাঁহার নিজের ও প্রণয়িনীর যে সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার সমকক্ষ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নৈপুণ্য ও কৌশল পৃথিবীতে আর কোনও সমাধিমন্দিরে বিকাশ হইয়াছে কিনা আমরা জানি না। এই অপূর্ব্ব সমাধিস্থান আপাদমস্তক শ্রেষ্ঠ মসৃণ শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত। যমুনা ইহার পাদদেশবিধৌত করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহমানা। যে চারিটী শ্বেতস্তম্ভ চারিটী গম্বুজ মস্তকে ধারণ করিয়া আকাশস্পর্শ করিতে স্পর্দ্ধা করিতেছে, তাহা বিচিত্র কারুকার্য্যময়। কলিকাতার মনুমেণ্টের ন্যায় এই স্তম্ভের মধ্যে ঊর্দ্ধে উঠিবার সোপানাবলী আছে, আমরা কিঞ্চিদূর্দ্ধে উঠিয়া গভীর অন্ধকারে আর উঠিতে পারিলাম না। দ্বিতলে প্রকৃত সমাধিদ্বয়ের অনুকরণে ২টী সমাধি নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু নিম্নতলে মধ্য প্রকোষ্ঠে (Central Hall) সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞীর প্রকৃত সমাধি আছে। দিবসেও আলো জ্বালিয়া দেখিতে হয়। এই সমাধিদ্বয় অতি মূল্যবান বিচিত্র মসৃণ প্রস্তরে নির্ম্মিত, সম্রাটের ক্রোড়দেশেই সেই অসামান্যা ললনা মোমতাজমহালের সমাধি রহিয়াছে। সেই নির্জ্জন মনোহর উদ্যান মধ্যে স্বামী স্ত্রী যেন চির শান্তিসুখ অনুভব করিতেছেন। সমাধিদ্বয়ের উপরে অনেক পারসী অক্ষর খোদিত কবিতা রহিয়াছে। একপ্রান্তে সাম্রাজ্ঞীর কবরপার্শ্বে লিখিত আছে "বানুবিবি ওরফে মোমতাজমহাল বেগম" এই অসামান্যা বিদুষীর প্রকৃত নাম বানুবিবি ছিল। মন্দিরাভ্যন্তরে কোনও প্রকার শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহা ঊর্দ্ধদেশে গম্ভীরঘোষে প্রায় ৫ মিনিটকাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রতিধ্বনিত হয়। এই প্রকার দীর্ঘকালস্থায়ী সুগম্ভীর প্রতিধ্বনি আর কোনও দেবমন্দিরে আমি শুনি নাই। শব্দব্রহ্ম যেন মহাকাশে বিলীন হইবার পথ না পাইয়া গম্ভীরস্বরে মর্ম্মবেদনা বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। প্রবেশদ্বারে উভয়পার্শ্বে প্রাচীরগাত্রে নানাবিধ বৃক্ষবল্লরী পুষ্পাদি খোদিত রহিয়াছে। শিরোপরি খিলানে নানাবিধ বহুমূল্য স্বর্ণ-মণিরত্নাদি ছিল, লোকে তাহা অপহরণ করিয়াছে। তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। আমরা প্রথমতঃ এতমাদ্দৌলার কবর দর্শন করিয়া তাজমহালে প্রবেশ করি। এতমাদ্দৌলা মন্ত্রী ও তাঁহার আত্মীয়স্বজনের সমাধি আছে কিন্তু তাজমহালে কেবল সম্রাট্ ও তাঁহার সহধর্ম্মিনীর সমাধি আর কাহারও নাই। তাজমহালের চতুর্দ্দিকে একটী মনোরম পুষ্পোদ্যান, সম্মুখে নানাজাতীয় মৎস্যপূর্ণ ক্ষুদ্র সরোবর, ও ২।৩টী উৎস আছে। জুমা মস্‌জিদ একটী সুবিস্তীর্ণ উপাসনা মন্দির। এখানে মুসলমানগণ সমবেত হইয়া নেমাজ করেন। আমরা আগ্রা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে আজ্ঞাপত্র পাইলাম না, ২।৩ দিন অপেক্ষা করিলে দেখিতে পাইতাম। এইক্ষণ উহা ইংরেজ সৈন্যসামন্তের আবাসস্থলে পরিণত হইয়াছে। বিগত ১৫ই মাঘ রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় আগ্রা হইতে রওনা হইয়া পরদিন মধ্যাহ্নকালে হিন্দুধর্ম্মের দুর্গ বারানসীধামে উপস্থিত হইলাম। মানমন্দিরের নিকট একজন পাণ্ডার গৃহে আমরা ৬ দিন বাস করিয়াছিলাম।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকস্য।

ভক্তজীবনের প্রভাব।

ভগবদ্‌কৃপায় মানবহৃদয়ে, যখন ভক্তির প্রস্রবণ উছলিয়া উঠে—ভক্তির প্রবাহ হৃদয় প্লাবিত করিয়া যখন ভগবান্ অভিমুখে অবাধগতিতে প্রধাবিত হয়—তখন মানব জীবন এক অপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয় সৌষ্ঠব ও শক্তিলাভ করে। ভক্তি-মাধুর্য্যে হৃদয় মধুময় হইয়া যায়—জীবানুকম্পায় চিত্ত পরিপূর্ণ হয়—ক্ষমা ও ধৈর্য্য চির সহচররূপে অবস্থান করে—অভিমান বিষধরের খোলশের ন্যায় খসিয়া পড়ে—বিষয়াসক্তি পর্য্যুষিত পুষ্পের মত ঝরিয়া দূরে সরিয়া যায়—মন দুষ্কৃতলতা শূন্য ও তেজস্বিতায় পূর্ণ হয়—বিনয় ছায়ার ন্যায় জীবনব্যাপী হইয়া থাকে। বিশ্বাসে হৃদয় পাহাড়ের সমান অটল হয়। পাপতাপের অনল ভক্তির শীতলতায় সমীপস্থ হইতে না হইতেই নিবিয়া যায়। দাম্ভিকের দম্ভ, কলুষিত চিত্তের কলুষ, ঐশ্বর্য্যের ঔদ্ধত্য, পাষণ্ডের নাস্তিকত্ব, ভক্তের হৃদয় সংস্পর্শে নিমিষে তিরোহিত হয়। ভক্তির আতিশয্যে মানবজীবন, দেবজীবনে পরিণত হইয়া সর্ব্ববিষয়েই সংসারে অসাধারণত্ব প্রদর্শন করে। ইহা কল্পনাও নয়—ইহা গল্পও নয়—ইহা খাঁটী সত্য। ভক্তজীবন পর্য্যালোচনা করিলে প্রত্যেকেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন। পৌরাণিকযুগের ভক্ত প্রহ্লাদের জীবন, ভক্তজীবনের চরমাদর্শ। তাঁহার ন্যায় ভক্ত কে? তাঁহার সমান ভক্তিই বা কাহার? ভক্তিতে তিনি নিয়ত ডুবিয়া থাকিতেন। ভক্তির অমানুষীশক্তিতে তিনি পার্থিবশক্তির অজেয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভক্তির প্লাবনে তাঁহার হৃদয় মার্জ্জিত হইয়া ভগবানের মন্দিররূপে পরিণত হইয়াছিল। তাই দেখিতে পাই, প্রহ্লাদ অকাতরে নিঃশব্দে অসুরের আসুরিক অত্যাচার সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন—দুষ্ট-

চিত্তের সব দুষ্টা চেষ্টা তাঁহার উপর ক্রিয়া করিতে অসমর্থ হইয়াছিল—পরিশেষে প্রবল অসাধুতার হৃদয়োপরি জয়লাভ করিয়া ভক্তজীবনের প্রভাব পরিচয় দিয়া বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ভক্ত চির পরার্থপর, শত্রুর প্রতিও দয়াশীল। ধর্ম্মদ্বেষী পাপাসুর হিরণ্যকশিপুর আত্মার মুক্তির জন্য প্রহ্লাদ ভগবানের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা করিয়াছিলেন—পাপীর জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল—পাপাত্মার অনুষ্ঠিত মারাত্মক কার্য্যাবলী তাঁহার অনুভূতিরই যোগ্য হয় নাই। তিনি ধর্ম্মদ্বেষী আততায়ীর মুক্তিবিধান করিয়া আত্মপ্রসাদলাভ করিয়াছিলেন। ভক্তমাত্রেই নিস্পৃহ—প্রহ্লাদও অতুলন নিস্পৃহ ছিলেন। তিনি শত্রুর মুক্তির জন্য ব্যাগ্র হইয়াছিলেন; কিন্তু নিজের জন্য কোন কামনাই তাহার মানসে উদয় হয় নাই। যখন ভগবানের বিশেষ অনুরোধে প্রহ্লাদ বর লইতে বাধ্য হইলেন—তখন কি বর তিনি চাহিলেন? 'ভগবন্! যদি আমাকে বর দিতেই হয় তবে এই বর দাও, যেন জন্মে জন্মে তোমার পদে রতি মতি থাকে।" ইহাপেক্ষা নিষ্কামতার পরিচয় আর কি হইতে পারে? প্রহ্লাদের জীবন কি ভক্তজীবনের প্রভাবের অত্যুত্তম দৃষ্টান্ত নয়? ভক্ত ধ্রুব যখন ভক্তির বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিলেন; জগন্ময় ভগবন্মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতেছিলেন না; তখন হিংস্র পশুও তাঁহার হিংসায় বিরত ছিল—পশুশক্তি বশ্য হইয়াছিল। রাজ্যলাভের কামনা লইয়া তিনি ভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে ভক্তিতে ভাণ্ডার পূর্ণ হওয়ায় রাজসম্পদ তাঁহার সন্নিধানে তুচ্ছজ্ঞান হইয়াছিল। যে বিমাতার ষড়যন্ত্রে পিতার দৌর্ব্বল্যে ধ্রুব রাজপুত্র হইয়াও নিরাশ্রয় হইয়াছিলেন—পথের কাঙাল সাজিয়াছিলেন; ভক্তজীবনলাভে তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন বিদ্বেষভাবই তাঁহার হৃদয়ে ছিল না। ভক্ত বিষের বিনিময়ে বিষ দিতে জানেন না—বিষের পরিবর্ত্তে সুধাদানেই তিনি অভ্যস্ত। শুকদেব আজন্ম ভক্ত। নিষ্কাম পুরুষ। ভক্তির প্রাবাল্যে তাহার হৃদয়ে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোন রিপুর প্রভাবের অস্তিত্বমাত্রও ছিল না। উলঙ্গ পুরুষ শুকদেবকে দেখিয়া যুবতীগণও কখন লজ্জিতা বা কামপীড়িতা হন নাই। কেহ কখন তাঁহাকে কোন রিপুর অধীন হইয়া কার্য্য করিতে দেখে নাই। শুকদেব ভক্তির গুণে সর্ব্বজনপ্রিয় ও সর্ব্বরিপুজয়ী হইয়াছিলেন। প্রবলাভক্তির সম্মুখে কোন রিপুই মস্তকোত্তলন করিতে সাহস করে না। তাই শুকদেবের দেহমনও কলুষকালিমা অলিপ্ত থাকিয়া ভক্তজীবনের উচ্চাদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছে। পুরাণাদিতে প্রহ্লাদ, ধ্রুব, শুকদেবের ন্যায় বহু ভক্ত ও তাঁহাদের ভক্তির কাহিনী বর্ণিত আছে; পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভক্তের চরণে মস্তক নত হইয়া পড়ে। পুরাণযুগ বহুদিনাতীত আমরা জানি, পুরাণোল্লিখিত ভক্তজীবনের কথা ভক্তির উচ্চাদর্শ প্রদর্শনের জন্য কল্পিত বলিয়া কেহ কেহ অবিশ্বাসের ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চাহিতে পারেন তজ্জন্য আমরা আর পুরাণবর্ণিত ভক্তচরিত্রের উল্লেখ না করিয়া অনতিদূরবর্ত্তী কালের কতিপয় ভক্তজীবনের বৃত্তান্ত বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহাদের সংশয়াকুল চিত্তের সংশয় অপগত করিবার চেষ্টা করিব। ভক্তজীবন

সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে একরূপ উপাদানে গঠিত। ভক্তির কার্য্য সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশেই অভিন্ন। তাই কি পুরাণযুগের কি বর্ত্তমানযুগের— কি বঙ্গদেশের কি অন্যত্রের ভক্ত মাত্রেই একরূপ মংস্থবিশিষ্ট একরূপ অমানুষীশক্তিসম্পন্ন দেখিতে পাই। বঙ্গদেশের গৌরব গৌরাঙ্গদেবের ভক্তির প্রভাব অনেকেই জানেন। তিনি কিরূপ বিনীত ছিলেন—কিরূপ ত্যাগী ছিলেন—ভগবদ্ভক্তিতে কিরূপ মাতোয়ারা ছিলেন—তাঁহার মধুময় হৃদয়াকর্ষণে কত পাষণ্ড কত ঐশ্বর্য্যাভিমানী তাঁহার পদাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল—কত পাণ্ডিত্যাভিমানীর অভিমান চূর্ণ হইয়া হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছিল— কত জাতি ও বংশগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গৌরাঙ্গচরণে আপতিত হইয়াছিল—তাঁহার হৃদয়ের উচ্চতা ও পবিত্রতা প্রভাবে তৎকালে বঙ্গে কিরূপ একটা নবীনতর পবিত্রতার প্রবলস্রোত বহিয়া গিয়াছিল; তাহা বঙ্গবাসী কে না জানেন? তাঁহার প্রচারবন্ধু ও প্রিয়তম ভক্ত নিত্যানন্দ গোঁসাইর কথাও কাহারও অজ্ঞাত নহে। নিত্যানন্দ হৃদয়ে যে ভক্তিসুধা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; আর সেই অমৃতের গুণে ক্ষমা ও জীবানুকম্পায় যেরূপ ভূষিত হইয়া প্রচারক্ষেত্রে লোকহৃদয় জয়করতঃ ভক্তজীবনের মহিমা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে মুখে মুখে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। নিত্যানন্দ ভক্ত, তাঁহার মান নাই, অভিমান নাই, জাতিবিচার নাই—পাপী বলিয়া ঘৃণা নাই—ধনী বলিয়া ভয় নাই জ্ঞানী বলিয়া সম্মান নাই, দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা নাই—হৃদয় সকলের জন্য সমভাবে ভক্তিপথের পথ প্রদর্শনেআকুল। মহাত্মা যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন—"পাপকে ঘৃণা করিও, পাপীকে ঘৃণা করিও না।" চৈতন্য-মার্গানুসারী নিত্যানন্দ নিজের জীবনে তাহা প্রদর্শনপূর্ব্বক ভক্তের আসন উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। জগাই মাধাইকে কে না ঘৃণা করিত—কে তাহাদিগকে ভালবাসিত—পাপীও পাষণ্ডের প্রতি অনুগ্রহ করিতে কে চাহিত—নিত্যানন্দ হৃদয়ের উচ্চতায় প্রণোদিত হইয়া পাপীর মুক্তির জন্য হস্তপ্রসারণ করিলেন—পাপীকে ঘৃণা না করিয়া উপেক্ষা না করিয়া করুণাময় বক্ষে টানিয়া লইলেন—পাপী ধন্য হইয়া গেল—ভক্ত হইয়া গেল। ভক্তের ভক্তির প্রভাব দর্শনে বঙ্গদেশ স্তম্ভিত হইল। মহারাষ্ট্রীয় ভক্ত সাধু তুকারামের জীবন কি সুন্দর! কত উচ্চ—কত প্রভাবান্বিত। তুকারাম যখন ভক্তজীবনলাভ করিলেন এবং ভক্তজীবনের আনুষঙ্গিক প্রভাব প্রতিপত্তি যখন সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, তখন উচ্চশ্রেণীর কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠেন।' তন্মধ্যে 'মম্বাজী বাবা গোঁসাই' নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক তিনি সর্ব্বপ্রথম অত্যাচারিত হন। দেহুগ্রামে মম্বাজীর এক মঠ ছিল—তুকারামও দেহুতে বিঠোবাদেবের (শ্রীকৃষ্ণ) উপাসনা করিতেন। তুকারামের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে সকলে তাহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত—কিন্তু তুকারামের হৃদয়ের গুণে মম্বাজীর পরিবর্ত্তে শ্রদ্ধা ভক্তি তুকারামের প্রতিই সমধিক অর্পিত হইতেছিল। ইহাতেই তুকারাম মম্বাজীর বিষনয়নে পতিত হন। মম্বাজী তুকারামকে অপদস্থ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন—একদা সে সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল।—তুকারামের বিঠোবা-

দেবের দর্শনার্থ কোন এক একাদশীর দিবস সায়ংকালে দেহুতে বহুলোকের সমাগম হয়। মম্বাজী স্বীয় উদ্যান কণ্টক দ্বারা বেষ্টন করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যানের কণ্টক বেষ্টনে দেবদর্শনার্থীগণের প্রদক্ষিণস্থান পর্য্যন্ত অধিকৃত হইয়াছিল। অন্ধকারে নবাগত দর্শনার্থীগণের পদে কণ্টক বিদ্ধ হইবার আশঙ্কায় তুকারাম স্বহস্তে সেগুলি উৎপাটিত করতঃ স্থান পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। মম্বাজী পূর্ব্বাবধিই সুযোগ খুঁজিতেছিলেন; এখনে তুকারাম কর্ত্তৃক তাঁহার উদ্যানের কণ্টক উৎপাটিত ও ভগ্ন হওয়ায় একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। তিনি তিরস্কার করিতে করিতে তুকারামের নিকটবর্ত্তী হইয়া কণ্টক-যষ্টি দ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার আরম্ভ করিলেন—১০। ১৫টী কণ্টক-যষ্টি তুকারামের পৃষ্ঠে ভগ্ন হইলে মম্বাজী ক্লান্ত হইয়া প্রহারে ক্ষান্ত হইলেন। অক্লেশে নীরবে তুকারাম বিঠোবার নাম জপ করিতে করিতে তাহা সহ্য করিলেন। বিঠোবার মন্দিরে আসিয়া প্রভুর নিকট সমস্ত নিবেদন করিলেন, তাঁহার দুর্গতি দর্শনে সকলেরই নেত্র অশ্রুপূরিত হইল। কঠোর নিগ্রহ ও সংযম দ্বারা তিনি যে শরীর মন বশীভূত করিয়াছিলেন; এতদিনে বোধ হয় তাহা সার্থক হইল। তুকারাম সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তুকারাম মম্বাজীকৃত প্রহারজনিত বেদনা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে সংকীর্ত্তন ও একাদশীর নিমিত্ত হরিজাগরণের আয়োজন করেন। তুকারামের সংকীর্ত্তন শ্রবণার্থ সকলেই রথারীতি আগমন করিলেন। মনে মনে অসন্তুষ্ট থাকিলেও মম্বাজী তুকারামের সংকীর্ত্তনে যথানিয়মে যোগদান করিতেন। কিন্তু চক্ষুলজ্জাবশতঃ সেদিন তিনি সংকীর্ত্তনে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তুকারাম কিছুক্ষণ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। মম্বাজী আসিলেন না; বলিয়া পাঠাইলেন—"অদ্য আমার শরীর অসুস্থ, সর্ব্বাঙ্গ বেদনা করিতেছে, সংকীর্ত্তনে যাইতে পারিব না।" ইহা শ্রবণে তুকারাম স্বয়ং মম্বাজীর মঠে গমন করতঃ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন—"স্বহস্তে বহুক্ষণ যষ্টিপ্রহার করায় প্রভুর শ্রান্তি জন্মিয়াছে। আমি যদি আপনার উদ্যানের কণ্টক বেষ্টন উৎপাটন না করিতাম, তবে আপনার রোষোৎপত্তি হইত না। সুতরাং আমিই সমস্ত অনর্থের মূল। প্রভু নিজগুণে আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া সংকীর্ত্তনস্থলে আগমন করুন।" অতঃপর তুকারাম মম্বাজীর বেদনা শান্তির জন্য তাহার গাত্রমর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তুকারামের আচরণে মম্বাজী অতিশয় লজ্জিত হইয়া সংকীর্ত্তনস্থলে উপনীত হইলেন। সেইদিন হইতে মম্বাজী তুকারামে অনুরক্ত হইলেন। ক্রোধাভিমান ভক্তিমাখা বিনয়ের দ্বারা বিজিত হইল। দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ তীর্থ পণ্ঢরপুরে একবার বিঠোবার যাত্রা উপলক্ষে বহু সাধুসমাগম হয়। তখন তুকারামের সহিত শিবাজীর গুরু পণ্ডিত রামদাস স্বামীর সাক্ষাৎ হয়। রামদাস স্বামী উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ, অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও শিবাজীগুরু বলিয়া মনে মনে ধর্ম্মাভিমানী ছিলেন। তিনি রামচন্দ্রের মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য মূর্ত্তির নিকট মস্তক অবনত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। তুকারামের সহিত সাক্ষাতের পর তাহার আত্মাভিমান ও ধর্ম্মের গোঁড়ামি

বিদূরিত হইয়া যায়। তিনি পণ্ঢরপুর হইতে প্রত্যাগমনের সময় বলিলেন—'সকল স্থানই দেবসত্তায় পূর্ণ, তবে কোন্ তীর্থে গমন করিব?' তুকারামের হৃদয় প্রভাবই যে এই পরিবর্ত্তনের হেতু তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ইহার পর কোন একসময় উত্থান একাদশীর উৎসব উপলক্ষে ঐ প্রদেশীয় সমস্ত সাধুসম্মিলন হইলে, তথায় শিবাজীও আগমন করেন। উৎসবান্তে সাধুসন্ন্যাসীদের অর্চ্চনায় তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। তুকারামের সেবার জন্য তিনি স্বর্ণমুদ্রা ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করেন। তিনি তুকারামকে ৪ খানি গ্রাম দান করিতেও সঙ্কল্প করেন। কিন্তু তুকারাম তাৎ অন্তর্হিত হওয়ায় শিবাজীর মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। তুকারামের নিস্পৃহতার প্রমাণ ইহা হইতে আর কি হইতে পারে? তৎকালে গর্ব্বিতস্বভাব ধর্ম্মাভিমানী দেশস্থ ব্রাহ্মণজাতীয় রামেশ্বর ভট্ট প্রথমতঃ তুকারামের অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিলেন; পরে শিবাজীর মত তুকারামের গুণে মোহিত হইয়া বিশেষ বাধ্য হন, এবং শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া স্বজাতীয় ভক্ত তুকারামের মহিমা অধিকরূপ প্রকটিত করেন। জনৈক কাংস্যকার তুকারামের শিষ্য ছিলেন। কাংস্যকারপত্নী মনে মনে স্থির করেন তুকারামই কুমন্ত্রণা দ্বারা ভুলাইয়া তাহার স্বামীকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়াছেন। কাংস্যকারপত্নীর তুকারামের প্রতি অতিশয় ক্রোধবশতঃ তাহাকে শাস্তি দিতে প্রবৃত্তি হয়। একদা কাংস্যকারপত্নী তুকারামকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণপূর্ব্বক তাহার সর্ব্বাঙ্গে অত্যুষ্ণ জল নিক্ষেপ করিলেন। তুকারাম যন্ত্রণায় অস্থির হইলেও কাংস্যকারপত্নীকে কোন কথা বলেন নাই। বিঠোবার চরণবন্দনায় প্রবৃত্ত হন; ক্রমশঃ যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। এরূপ করিয়াও কাংস্যকারপত্নী নিরস্ত হয় নাই—সে সুযোগক্রমে বিষমিশ্রিত অন্নও তুকারামকে প্রদান করিয়াছিল। তুকারাম ভগবান্ কৃপায় মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। তুকারাম সর্ব্বভূতে কিরূপ কৃপাবান্ ছিলেন, তাহা একটী ঘটনাতেই পরিস্ফুট হইবে। তুকারাম ইন্দ্রায়ণীতীরে যেখানে বসিয়া ধর্ম্মচিন্তায় সময় অতিবাহিত করিতেন, তাহার নিকট একজন কৃষকের একখানা শস্যক্ষেত্র ছিল। কৃষক তুকারামকে বলিল—"তুমিত সর্ব্বদাই এখানে থাক, আমার শস্যরক্ষার ভার তুমি গ্রহণ কর—ইহাতে আমারও কিছু উপকার হবে আর তোমার পরিবারবর্গকে আমি কিছু শস্য সাহায্য করিয়া উপকৃত করিব।" তুকারাম কৃষকের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। কৃষক তখন তাঁহাকে একটী উচ্চমঞ্চের উপর বসাইয়া ও পক্ষিদিগকে ভীতিপ্রদর্শন জন্য হস্তে একখানা যষ্টি প্রদান করিয়া স্থানান্তরে গমন করিল। তুকারাম রাত্রিদিন তথায় বসিয়া ঈশ্বরচিন্তায় সময় যাপন করিতেন; পক্ষিগণ কখন আসিত কখন যাইত, তাহা তাহার জ্ঞান থাকিত না। দেখিলেও ভাবিতেন—"ভগবানের এই সকল ক্ষুধাতুর জীবদিগকে নিষ্ঠুরের মত কেমন করিয়া তাড়াইয়া দিব? ইহারা স্বেচ্ছানুসারে আহার করুক।" দ্বিপ্রহরের সময় রৌদ্রের উত্তাপ প্রখর হইলে পক্ষিদিগকে বলিতেন—"যদি আহারে তোমাদের তৃপ্তি হইয়া থাকে, তবে যাও, জলপান করিয়া আইস।" সন্ধ্যা

হইলে বলিতেন—"অন্ধকারে তোমরা পথহারা হইবে, এখন স্ব স্ব নীড়ে প্রতিগমন কর প্রভাত হইলে আবার আসিও।" বলা বাহুল্য পক্ষিগণকর্ত্তৃক কৃষকের সমস্ত শস্যই প্রায় নিঃশেষ হইয়াছিল। প্রতিবেশীদের ব্যবস্থায় তুকারাম কৃষকের নিকট একটা নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ শস্যের দায়ী হইয়াছিলেন। তুকার চরিতাখ্যায়ক বলেন—"ভগবানের এমনই করুণা যে, ক্ষেত্রের শস্য একত্রিত হইলে ক্ষেত্রপতির প্রাপ্য শস্য অপেক্ষা তাহা অনেকগুণ অধিক বলিয়া লক্ষিত হইল। প্রতিবাসিগণ ইহা তুকারামের ভাগ্যগুণে ঘটিয়াছে এইরূপ ভাবিয়া, অতিরিক্ত শস্য তাঁহাকে প্রদান করিলেন। কিন্তু তুকারাম তাহা স্পর্শও করিলেন না।' ভক্তজীবনের পরিণত অবস্থায় একদা তুকারাম সংকীর্ত্তন ও কথকতা জন্য লোহগ্রামে উপস্থিত ছিলেন। শিবাজী তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আপনার রাজধানী পুনায় আনয়ন জন্য সম্ভ্রমসূচক ছত্র, অশ্ব ও একজন কারকুন প্রেরণ করেন। শিবাজীকে তুকারাম জানিতেন। ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরের মধ্যে আসিতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। সুতরাং তিনি শিবাজীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অস্বীকার করেন। শিবাজী যখন দেখিলেন, তুকারাম তাঁহার নিকট আসিলেন না; তখন তিনি স্বয়ংই তাঁহার সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটী পাত্র স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ করিয়া আনিয়াছিলেন; তাহা তুকারামের সম্মুখে রাখিলেন। কাহারও উপহারগ্রহণে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না। শিবাজীর উপহার দর্শনে তিনি মনে মনে বিরক্ত হইলেন এবং শিবাজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"রাজপুত্র, যাঁহারা হরির সেবক, তাঁহাদের নিকট, ক্ষুদ্র পিপীলিকা রাজাধিরাজ উভয়েই তুল্য। তুমি যে উপহার দিয়াছ, তাহার সহিত মৃত্তিকার কোন পার্থক্য নাই।" শিবাজী লজ্জিত হন। তুকারামের সংসর্গে তাঁহার হৃদয়ের মলিন দর্শনে শিবাজীর মানসিক পরিবর্ত্তন হয়। হৃদয়ে বৈরাগ্যসঞ্চার হওয়ায় শিবাজী রাজ্যের পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী একটী অরণ্যে প্রবেশ করেন। দিবসে অরণ্যে থাকিতেন, রজনীতে তুকারামের সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে তুকারামের সমীপে আগমন করিতেন। শিবাজীর মাতা জিজাবাঈ, এ সংবাদ শ্রবণে ব্যাকুলিতচিত্তে তুকারামের নিকট আগমন করতঃ তাঁহার শরণাপন্ন হন, এবং পুত্রকে চাহেন। তখন তুকারাম শিবাজীর মানসিক বৈরাগ্য নিরসনের প্রয়াস পান। তিনি শিবাজীকে বলেন—'রাজপুত্র, ক্ষত্রিয়ের বৈরাগ্য নহে—সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুজয় ও প্রজা পালনই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, স্বধর্ম্ম ত্যাগ কর্ত্তব্য নহে। সদ্বিবেকের সহিত প্রজা পালনই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মহত্তর ধর্ম্ম। তাঁহাদের পক্ষে অরণ্যবাসের আবশ্যক নাই। হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি থাকিলে, ও ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য পূর্ণভাবে পালন করিলে স্বয়ং ভগবান্‌ই আসিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করেন।' তুকারামের উপদেশে শিবাজীর মনের পুনঃ পরিবর্ত্তন হয়। তিনি রাজপুরীতে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তুকারামের ভক্তজীবনের প্রভাব কি শক্তিময়! তিনি জ্ঞানের গর্ব্বকে খর্ব্ব করিয়াছিলেন, উচ্চ-বংশমর্য্যাদা তাঁহার পদানত হইয়াছিল, পাণ্ডিত্যের উপর তাঁহার হৃদয় জয়লাভ করিয়াছিল—রাজশক্তি তাঁহার পদতলে পতিত হইয়াছিল—তিনি মনে করিয়াছিল—এক কথায় বলিতে হইলে বলিতে হয় তৎকালে মুহারাষ্ট্রদেশে সর্ব্বশ্রেণীর হৃদয়ের উপর তিনি তাঁহার মনোহর উচ্চ ভক্তিপূর্ণ রাজধানি স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। অদ্যাপিও তিনি স্বদেশে সমধিক পূজ্য। যশোর জেলান্তর্গত বেনাপোলের জঙ্গলের মুসলমান-জাতীয় বা মুসলমানপালিত হরিভক্ত হরিদাস, ভক্তিতে মানসভাণ্ড পরিপূর্ণকরতঃ কিরূপ অসামান্য হৃদয়বল লাভ করিয়াছিলেন—কিরূপ মাধুর্য্যময় হইয়াছিলেন—বিশ্বাসের দৃঢ়-ভিত্তিতে জীবনকে কিরূপ প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন; তাহা ভাবিতেও চিন্তাশক্তি অবশ হইয়া পড়ে। জাতিতে মুসলমান অথচ বাল্যকাল হইতে মুসলমানকর্ত্তৃক প্রতি-পালিত হরিদাস, হিন্দুর হরিনামে অনুরক্ত হইলেন—মুসলমান প্রতিপালকের উপদেশ অবহেলা করিয়া হরি ভজিতে লাগিলেন—প্রতিপালক অবাধ্য হরিদাসকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন—হরিদাস সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হইয়া নিরাশ্রয় হরির চরণাশ্রয় লইলেন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চেষ্টা বিরহিত হইয়া, আহারনিদ্রা ভুলিয়া হরিদাস দিবাযামিনী শুধু হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন—পতিতপাবন হরির কৃপায় হরিদাসের মনোরথ সিদ্ধ হইল তিনি ভক্তি-লাভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার প্রভাব দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। দলে দলে হিন্দু-মুসলমান নরনারী তাঁহার অনুরক্ত হইয়া উঠিল। অযাচিতভাবে হরিদাসের পর্ণকুটীর-দ্বারে অপর্য্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য উপনীত হইতে লাগিল। হরিদাস মনানন্দে 'হরি-হরি'ধ্বনি উচ্চস্বরে উচ্চারণপূর্ব্বক সাধারণের মধ্যে সেই সব দ্রব্য-সম্ভার বিলাইয়া দিয়া হরির প্রেমে সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে লাগিলেন। হরিদাসের বাসস্থান জঙ্গল দিবসরজনী জন-সমাগমে জনপদে পরিণত হইল। প্রত্যেক ভক্তজীবনেই বহুবিধ পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে; আর সেই অনলপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই ভক্তের একটী বিশেষত্ব। হরিদাসের প্রতিপত্তিবর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও শত্রু-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই তাঁহার ঘোরতর বিরোধী ও বিদ্বেষী ছিল। তিনি উভয়শ্রেণীর বিদ্বেষ্টাকর্ত্তৃকই অত্যাচারিত হইয়াছিলেন। বনগ্রামের জমিদার ভক্তদ্বেষী ও স্বভাবতঃই দুষ্টপ্রকৃতি রামচন্দ্র খাঁই সর্ব্বাগ্রে হরিদাসের ভক্তজীবনের গৌরব নষ্ট করিতে প্রয়াস পান। হরিদাসের প্রভাব ও তাঁহার ব্যবহার রামচন্দ্রের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠে। তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা হ্রাসকরণ উদ্দেশ্যে একদিন তিনি কতিপয় সুন্দরী যুবতী বারনারীকে হরিদাসের বৈরাগ্যধর্ম্ম বিনষ্ট করিতে অনুরোধ করিলেন। তন্মধ্যে একটী পরমাসুন্দরী যুবতী সম্মতা হইয়া রাত্রিযোগে হরিদাসসন্নিধানে গমন করিল। সে বৈষ্ণব রীত্যানুসারে দণ্ডবৎ-পূর্ব্বক হরিদাসকে প্রণাম করিয়া কুটীরদ্বারে বসিয়া কুরুচিকর নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিল। হরিদাসের রূপযৌবন দেখিয়া যথার্থই সে কুলত্যাগিনী বিমুগ্ধ হইয়াছিল। কুটিল চরিত্রা, নির্লজ্জা, কালবিলম্ব না করিয়া স্পষ্টাক্ষরে পাপাভিলাষ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল। হরিদাস হতভাগিনীর দশা ভাবিয়া করুণায় আর্দ্র হইলেন। পতিতাকে বলিলেন —'প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম জপ না করিয়া আমার কিছু করিবার অধিকার নাই—তুমি

একটু অপেক্ষা কর, তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে।' বেশ্যা বসিয়া রহিল—তিনলক্ষ নাম জপ করিতে করিতে রাত্রি প্রভাতা হইয়া গেল। বিফল মনোরথা গণিকা প্রত্যূষে রামচন্দ্রের নিকট গমন করিল—হরিদাসের ব্যবহার কীর্ত্তন করিল। দুষ্টবুদ্ধি নিরস্ত হইল না পুনরায় তাহাকে হরিদাসের কুটীরে পাঠাইল। যুবতী সে যামিনীও হরিদাসের কুটীরদ্বারে হরিনাম শুনিতে শুনিতে নিশাযাপন করিল। তৎপর দিনও পাপীর প্ররোচনায় পাপিনী যুবতী রজনীসমাগমে হরিদাসের কুটীরদ্বারে; কিন্তু আজ বেশ্যার আর পূর্ব্বভাব নাই—অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে—মনের শান্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে—কিছুতেই আর সুখানুভব করিতেছে না। হরিদাসের চরণ ধরিয়া শান্তির উপায় প্রার্থনা করিতেছে—ভক্তের প্রভাবে বেশ্যার হৃদয়েও পাপের প্রতি ঘৃণা ও ভগবানের প্রতি আকর্ষণ আসিয়াছে। হরিদাস কৃপা করিলেন। হরিদাসের ভক্তির বন্যায় যুবতীর বিমলিনচিত্ত ধৌত হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিল—ভক্তির বীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইল—ক্রমে বেশ্যার চরিত্র দেখিয়া লোকে চমৎকার হইল এবং হরিদাসের মহিমা ঘোষণা করিতে লাগিল। হরিদাস বিনয়ের অবতার ছিলেন—তিনি যখন গৌরাঙ্গ প্রভুর সঙ্গে দেখা করেন, তখন বলেন, "হীনজাতি জন্ম মোর, নিন্দ্য কলেবর। হীনকর্ম্মে রত মুই অধম পামর॥" হরিদাসে ভক্তোচিত উচ্চ গুণগ্রামের কিছুমাত্র ন্যূনতা ছিল না—পূর্ণতাই ছিল। হরিদাসের ধর্ম্মবিশ্বাস ও হৃদয়বলের তুলনা নাই। যখন কাজী হরিদাসকে বিচারার্থ আহ্বান ও পুনর্ব্বার মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন; তখন কাজীর অনুরোধে তিনি ধর্ম্মবিশ্বাস পরি[illegible] হার করেন নাই। এবং পরিশেষে কা[illegible] কর্ত্তৃক নির্দ্দয়রূপে প্রহৃত হইলেও জীবন বিনা[illegible] সম্ভাবনা ঘটিলেও তিনি কাজীর মতানুযা[illegible] করেন নাই; আত্মমত বজায় রাখিয়া [illegible] জীবনের সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ভক্তি[illegible] মানুষ এমনই শক্তি লাভ করে। তুমি আ[illegible] সংসারের কীট, মলিন জীব; ভক্তজীবনে[illegible] মাহাত্ম্য অনুভব করিবার শক্তি আমা[illegible] কোথায়? ভক্ত চিরকালই জগতিতলে এ[illegible] একটী সত্যকে মানবজগতে সম্প্রসারিত ক[illegible] বার জন্য, সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য প্রা[illegible] তৃণের মত তুচ্ছ করিয়া গিয়াছেন—ভ[illegible] প্রভাবে জগৎকে চমকিত করিয়াছেন। আ[illegible] তুমি আমি সামান্য নির্য্যাতনের সম্ভাবনা ঘ[illegible] সত্যের মাহাত্ম্যকে পদাঘাত করিয়া ম[illegible] প্রকট করিতেছি! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবের বংশধর[illegible] আমরা, চিরকালই কি কীটধর্ম্মীই থা[illegible] ভক্তের শান্তি, ভক্তের প্রভাব ভক্তের [illegible] কি আমাদের দর্শনীয় হইবে না—ভক্তজী[illegible] লাভ করিতে কি আমাদের রুচি আসিবে না[illegible] আমাদের মরুহৃদয়ে ভক্তির নদী বহিয়া [illegible] তরু কি জন্মিবে না—মোক্ষফল কি আ[illegible] পাইব না? উচ্চস্তরের ভক্তজীবনলাভ সম[illegible] পক্ষে না ঘটিতে পারে—সাংসারিক জী[illegible] পক্ষে তাহা দুর্লভ বলিতে পারা যায় কিন্তু নি[illegible] স্তরের ভক্তজীবনলাভত অনেকেই করি[illegible] পারেন। বর্ত্তমানে মানবসমাজে যে পুরুষা[illegible] নীচহৃদয়ের কার্য্যপরিচয় অধিক পরিমা[illegible] পাওয়া যাইতেছে; ইহা ভক্তিহীনতা হই[illegible] উদ্ভূত। ঈশ্বরের অস্তিত্বে অনেকেরই [illegible] নাই—ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন [illegible]

পাপের আকরস্থান—এমন পাপ নাই যাহা তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত না হইতে পারে। ভক্তি থাকিলে প্রভুর অস্তিত্বজ্ঞান নিত্যই উজ্জ্বল হইতে থাকে। ঈশ্বরের অস্তিত্বজ্ঞান দৃঢ় হইলে পাপে ভয় জন্মে—পুণ্যে আসক্তি বাড়ে। সংসার সুখের হয়। বঙ্গদেশ ভক্তির দেশ—ভক্তের দেশ। জানি না বিভুর কি ইচ্ছা, আজ তাহা নাস্তিকের দেশরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। মানব যদি সাংসারিক জীবনও কথঞ্চিৎ শান্তিপ্রদ করিতে চায়; তবে ঈশ্বরাস্তিত্বে বিশ্বাসী হওয়া তাহার কর্ত্তব্য। বিশ্বাসীর চিত্তে ভক্তিসুধা কুসুমসৌরভের ন্যায় স্বাভাবিক। ভক্তি জন্মিলেই মনের শক্তি বাড়ে। হৃদয়ে শক্তি আসিলে ধীরতার সহিত জীবনসংগ্রামেও জয়ী হওয়া যায়। এমন যে ভক্তি যাহা লাভ করিলে ক্রমশঃই শান্তিরাজ্যে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা লাভ করিতে মোহাচ্ছন্ন নরনারী কি অগ্রবর্ত্তী হইবে না—ভাগ্যহীন হইয়া আর কতকাল থাকিবে? আর কতকাল অশান্তির প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হৃদয়ে পোষণ করিবে? মানব, এখনও ভক্তজীবনের প্রভাব স্মরণ করিয়া ভক্তজীবনগঠনে মনোযোগী হও—ইহপরকাল সুখের করিয়া লও। মনে রাখিও—ভক্তিই সর্ব্ববিধ মুক্তির উপায়। ভক্তজীবনলাভই জীবের অন্যতম লক্ষ্য।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

সমালোচনা।

ধুবড়ী হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বিপ্রনারায়ণ বি-এ, মহাশয়ের সম্পাদকত্বে "বিজয়া" নাম্নী মাসিক পত্রিকাখানির বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠসংখ্যা আমরা ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিলাম। ইহা আমাদিগের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় সহিত বিনিময় হইবেক। সংবাদপত্রের বিস্তৃতি দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হয় ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সুসভ্য পাশ্চাত্যদেশের তুলনায় আমাদিগের বঙ্গদেশে সংবাদপত্রের অনুশীলন যে যৎসামান্য তাহাও অস্বীকার করা যায় না। যে দেশের কৃষকগণ হলচালনা করিবার সময় সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাকে ও যে দেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের এক লক্ষ হইতে দশ লক্ষ্য গ্রাহক তাহার সহিত অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন বঙ্গদেশের তুলনা কি প্রকার হইবে? পূর্ব্ববঙ্গে ধুবড়ীর ন্যায় একটী প্রধান নগরে একখানি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার প্রয়োজন তৎপ্রতি সন্দেহ নাই। সূচনা-পত্রে সম্পাদক মহাশয় আমাদিগের মর্ম্মবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন "বিজয়া বিদায়ের দিন নহে, ইহা ক্ষত্রিয়জাতির শুভকার্য্য প্রারম্ভের মাহেন্দ্রযোগ" প্রসারিত-বক্ষে বিজয়াকে আলিঙ্গন করিয়া আমরাও বলি "বিজয়া কোলাকুলির দিন," পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ক্ষত্রিয়গণ একপ্রাণে মিশিয়া যাউক, মিলন আমাদিগের মন্ত্র, কার্য্য তাহার অভিব্যক্তি। আগামীবারে বিজয়ার ২।৪ দুই চারিটী প্রবন্ধের সমালোচনা করিব। বিজয়ার দীর্ঘজীবন আমরা প্রার্থনা করি।

একটু অপেক্ষা কর, তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে।' বেশ্যা বসিয়া রহিল—তিনলক্ষ নাম জপ করিতে করিতে রাত্রি প্রভাতা হইয়া গেল। বিফল মনোরথা গণিকা প্রত্যূষে রামচন্দ্রের নিকট গমন করিল—হরিদাসের ব্যবহার কীর্ত্তন করিল। দুষ্টবুদ্ধি নিরস্ত হইল না পুনরায় তাহাকে হরিদাসের কুটীরে পাঠাইল। যুবতী সে যামিনীও হরিদাসের কুটীরদ্বারে হরিনাম শুনিতে শুনিতে নিশাযাপন করিল। তৎপর দিনও পাপীর প্ররোচনায় পাপিনী যুবতী রজনীসমাগমে হরিদাসের কুটীরদ্বারে; কিন্তু আজ বেশ্যার আর পূর্ব্বভাব নাই—অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে—মনের শান্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে—কিছুতেই আর সুখানুভব করিতেছে না। হরিদাসের চরণ ধরিয়া শান্তির উপায় প্রার্থনা করিতেছে—ভক্তের প্রভাবে বেশ্যার হৃদয়েও পাপের প্রতি ঘৃণা ও ভগবানের প্রতি আকর্ষণ আসিয়াছে। হরিদাস কৃপা করিলেন। হরিদাসের ভক্তির বন্যায় যুবতীর বিমলিনচিত্ত ধৌত হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিল—ভক্তির বীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইল—ক্রমে বেশ্যার চরিত্র দেখিয়া লোকে চমৎকার হইল এবং হরিদাসের মহিমা ঘোষণা করিতে লাগিল। হরিদাস বিনয়ের অবতার ছিলেন—তিনি যখন গৌরাঙ্গ প্রভুর সঙ্গে দেখা করেন, তখন বলেন, "হীনজাতি জন্ম মোর, নিন্দ্য কলেবর। হীনকর্ম্মে রত মুই অধম পামর॥" হরিদাসে ভক্তোচিত উচ্চ গুণগ্রামের কিছুমাত্র ন্যূনতা ছিল না—পূর্ণতাই ছিল। হরিদাসের ধর্ম্মবিশ্বাস ও হৃদয়বলের তুলনা নাই। যখন কাজী হরিদাসকে বিচারার্থ আহ্বান ও পুনর্ব্বার মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন; তখন কাজীর অনুরোধে তিনি ধর্ম্মবিশ্বাস পরি[হা]র করেন নাই। এবং পরিশেষে কাজী কর্ত্তৃক নির্দ্দয়রূপে প্রহৃত হইলেও জীবন বিসর্জ্জ[ন] সম্ভাবনা ঘটিলেও তিনি কাজীর মতানুযায়ী করেন নাই; আত্মমত বজায় রাখিয়া তিনি জীবনের সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ভক্তির মানুষ এমনই শক্তি লাভ করে। তুমি আমি সংসারের কীট, মলিন জীব; ভক্তজীবনের মাহাত্ম্য অনুভব করিবার শক্তি আমাদের কোথায়? ভক্ত চিরকালই জগতিতলে এই একটী সত্যকে মানবজগতে সম্প্রসারিত করিবার জন্য, সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণকে তৃণের মত তুচ্ছ করিয়া গিয়াছেন—তদ্দিব্য প্রভাবে জগৎকে চমকিত করিয়াছেন। আর তুমি আমি সামান্য নির্য্যাতনের সম্ভাবনা ঘটিলে সত্যের মাহাত্ম্যকে পদাঘাত করিয়া মনুষ্যত্ব প্রকট করিতেছি! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবের বংশধর হয়ে আমরা, চিরকালই কি কীটধর্ম্মীই থাকিব? ভক্তের শান্তি, ভক্তের প্রভাব ভক্তের মহত্ত্ব কি আমাদের দর্শনীয় হইবে না—ভক্তজীবন লাভ করিতে কি আমাদের রুচি আসিবে না—আমাদের মরুহৃদয়ে ভক্তির নদী বহিয়া যাবে তরু কি জন্মিবে না—মোক্ষফল কি আমরা পাইব না? উচ্চস্তরের ভক্তজীবনলাভ সকলের পক্ষে না ঘটিতে পারে—সাংসারিক জীবের পক্ষে তাহা দুর্লভ বলিতে পারা যায় কিন্তু নিম্নস্তরের ভক্তজীবনলাভত অনেকেই করিতে পারেন। বর্ত্তমানে মানবসমাজে যে পূর্ব্বাপেক্ষা নীচহৃদয়ের কার্য্যপরিচয় অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে; ইহা ভক্তিহীনতা হইতে উদ্ভূত। ঈশ্বরের অস্তিত্বে অনেকেরই আস্থা নাই—ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন জীব পাপের আকরস্থান—এমন পাপ নাই যাহা তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত না হইতে পারে। ভক্তি থাকিলে প্রভুর অস্তিত্বজ্ঞান নিত্যই উজ্জ্বল হইতে থাকে। ঈশ্বরের অস্তিত্বজ্ঞান দৃঢ় হইলে পাপে ভয় জন্মে—পুণ্যে আসক্তি বাড়ে। সংসার সুখের হয়। বঙ্গদেশ ভক্তির দেশ—ভক্তের দেশ। জানি না বিভুর কি ইচ্ছা, আজ তাহা নাস্তিকের দেশরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। মানব যদি সাংসারিক জীবনও কথঞ্চিৎ শান্তিপ্রদ করিতে চায়; তবে ঈশ্বরাস্তিত্বে বিশ্বাসী হওয়া তাহার কর্ত্তব্য। বিশ্বাসীর চিত্তে ভক্তিসুধা কুসুমসৌরভের ন্যায় স্বাভাবিক। ভক্তি জন্মিলেই মনের শক্তি বাড়ে। হৃদয়ে শক্তি আসিলে ধীরতার সহিত জীবনসংগ্রামেও জয়ী হওয়া যায়। এমন যে ভক্তি যাহা লাভ করিলে ক্রমশঃই শান্তিরাজ্যে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা লাভ করিতে মোহাচ্ছন্ন নরনারী কি অগ্রবর্ত্তী হইবে না—ভাগ্যহীন হইয়া আর কতকাল থাকিবে? আর কতকাল অশান্তির প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হৃদয়ে পোষণ করিবে? মানব, এখনও ভক্তজীবনের প্রভাব স্মরণ করিয়া ভক্তজীবনগঠনে মনোযোগী হও—ইহপরকাল সুখের করিয়া লও। মনে রাখিও—ভক্তিই সর্ব্ববিধ মুক্তির উপায়। ভক্তজীবনলাভই জীবের অন্যতম লক্ষ্য।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

সমালোচনা।

ধুবড়ী হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বিপ্রনারায়ণ বি-এ, মহাশয়ের সম্পাদকত্বে "বিজয়া" নাম্নী মাসিক পত্রিকাখানির বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠসংখ্যা আমরা ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিলাম। ইহা আমাদিগের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার সহিত বিনিময় হইবেক। সংবাদপত্রের বিস্তৃতি দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হয় ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সুসভ্য পাশ্চাত্যদেশের তুলনায় আমাদিগের বঙ্গদেশে সংবাদপত্রের অনুশীলন যে যৎসামান্য তাহাও অস্বীকার করা যায় না। যে দেশের কৃষকগণ হলচালনা করিবার সময় সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাকে ও যে দেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের এক লক্ষ হইতে দশ লক্ষ্য গ্রাহক তাহার সহিত অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন বঙ্গদেশের তুলনা কি প্রকার হইবে? পূর্ব্ববঙ্গে ধুবড়ীর ন্যায় একটী প্রধান নগরে একখানি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার প্রয়োজন তৎপ্রতি সন্দেহ নাই। সূচনাপত্রে সম্পাদক মহাশয় আমাদিগের মর্ম্মবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন "বিজয়া বিদায়ের দিন নহে, ইহা ক্ষত্রিয়জাতির শুভকার্য্য প্রারম্ভের মাহেন্দ্রযোগ" প্রসারিত-বক্ষে বিজয়াকে আলিঙ্গন করিয়া আমরাও বলি "বিজয়া কোলাকুলির দিন," পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ক্ষত্রিয়গণ একপ্রাণে মিশিয়া যাউক, মিলন আমাদিগের মন্ত্র, কার্য্য তাহার অভিব্যক্তি। আগামীবারে বিজয়ার ২।৪ দুই চারিটী প্রবন্ধের সমালোচনা করিব। বিজয়ার দীর্ঘজীবন আমরা প্রার্থনা করি।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ভ্রম সংশোধন।—তীর্থদর্শন প্রবন্ধে ১৩২ পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভে ২৭ পংক্তি "জাহাঙ্গীর" স্থলে সাজিহান হইবেক।

১। বিগত ২২শে জুন, মোতাবেক ৭ই আষাঢ় ১৩১৮ বৃহস্পতিবারে লণ্ডন মহানগরীতে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক মহা-সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ও বসুন্ধরার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রধান প্রধান দেশ ও মহাদেশ হইতে প্রতিনিধিগণ, সৈন্যসামন্ত, করদ ও স্বাধীন নরপতিবৃন্দ অভিষেককালে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত দিবসে একটী মহারাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। ২২ ও ২৩শে জুন লণ্ডন মহানগরী, অপূর্ব্ব বেশ-ভূষায় সু-সজ্জিতা হইয়া, রাজরাজেশ্বরের কনকসিংহাসনের পাদদেশে রাজভক্তির পূর্ণাবেশে বিলুণ্ঠিতা হইয়াছিল। সপ্তসমুদ্র সম্বেষ্টিত, ধনজন-গৌরবসম্পদে অদ্বিতীয়, পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর পঞ্চমজর্জ্জ ও মহামহিমময়ী সাম্রাজ্ঞী মেরীর দীর্ঘজীবন, শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন সুদীর্ঘ শাসনকাল, শ্রীভগবান্‌সমীপে আমরা প্রার্থনা করিতেছি। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের অক্ষুণ্ণ সহানুভূতি ও প্রেমের চির-বন্ধন, রাজভক্ত বঙ্গীয়-কায়স্থগণ কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছেন।

২। কলিকাতা মহানগরীতে ও বঙ্গের প্রধান প্রধান নগর, উপনগর পল্লীগ্রামে এই অভিষেক উপলক্ষে, রাজভক্ত প্রজাবৃন্দ আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়াছিল। উক্ত শুভদিনে মন্দিরে, মস্‌জিদে, পথে, ঘাটে, দেবালয়ে ও গৃহের প্রাঙ্গণে সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞীর প্রতিমূর্ত্তি পুষ্পমালায় বিভূষিত হইয়া তাঁহাদিগের যশোগান সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল। বঙ্গীয়-কায়স্থগণ মহানন্দে ও তারস্বরে তাঁহাদিগের জয়ঘোষণা করিতেছেন।

৩। কায়স্থসমাজহিতৈষী ব্রাহ্মণগণ। বর্ত্তমান সময়ে নিম্নলিখিত ঔদার-নৈতিক, মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণগণ কায়স্থসমাজের পরমহিতৈষী। উপনীত কি অনুপনীত কায়স্থসমাজে বিবাহ, শ্রাদ্ধাদিকালে, পূজা কি উৎসব উপলক্ষে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা কায়স্থমাত্রেরই কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থ-সমাজে একটী পূর্ণ একতার সমরক্ষণ সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক হইয়াছে। উপনীত কি অনুপনীত কায়স্থদিগের মধ্যে যেন কোনও প্রকার মনোমালিন্য উপস্থিত না হয়। আমাদিগের সামাজিক অভিযান সিদ্ধার্থে একতাই আমাদিগের প্রধান উপায়। কায়স্থ চারিশ্রেণী মধ্যে, আজ সমগ্র বঙ্গে শ্রীভগবানের কৃপায় উপনীত কায়স্থগণ বিরাজিত। আমাদিগের সনির্ব্বন্ধ নিবেদন তাঁহারা যেন সমাজে বিদ্বেষবুদ্ধির প্রশ্রয় না দেন। একতাই আমাদিগের জীবন, বিদ্বেষবুদ্ধিই আমাদিগের পতন। (United we stand divided we fall) কেবলমাত্র মঙ্গলময়ের আদেশে কর্ত্তব্যানুরোধে যে সকল ব্রাহ্মণগণ আমাদিগের পক্ষসমর্থন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃ উপায়ে সাহায্য করা কি আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য নহে? অদ্য দশটী মাত্র নাম দিলাম। পর সংখ্যায় আরও নাম দিব।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ—কলসকাটী, বরিশাল।
" চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ—গয়ানহাটা, কলিকাতা।
" কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার—সভাপণ্ডিত, মহারাজা, কাসিমবাজার।
" শীতলাচরণ সার্ব্বভৌম—সরদার-মামুদের চর, ফরিদপুর।
" যোগেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন—ঐ ঐ
" বিষ্ণুদাস বিদ্যারত্ন—ইছাপুরা, ঢাকা।
" রামকিশোর বিদ্যারত্ন—ধলছত্র, রাজ-বাটী, ফরিদপুর।
" চন্দ্রকিশোর বিদ্যাভূষণ—কামারখাড়া, ঢাকা।
" চণ্ডীচরণ ন্যায়রত্ন—নাগরনন্দী, ভাগ্যকুল, ঢাকা।
" প্রসন্নকুমার তর্কনিধি—কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ।

ইহা ব্যতীত অনেক আচার্য্য, পুরোহিত ও কুলাচার্য্যগণ আছেন তাঁহাদিগের নাম পরে দেওয়া হইবে। এই সম্বন্ধে আমাদিগের নিবেদন যাঁহারা এই তালিকাভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দয়া করিয়া তাঁহাদিগের নাম ও ধাম আমার নিকট প্রেরণ করিবেন।

৪। আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর হাঁসপুখুরিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত দাশরথী দত্ত দেব-বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হাঁস-পুখুরিয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল দত্ত মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া, তেহট্ট গ্রামনিবাসী মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত ২ জন কায়স্থ প্রায়শ্চিত্তান্তে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার দত্ত দেববর্ম্মা বয়স ১৫ বৎসর। ও শ্রীযুক্ত মণিমোহন দত্ত দেববর্ম্মা বয়স ১৫ বৎসর।

৫। যশোর জিলান্তর্গত যোগীবরাট গ্রাম-নিবাসী আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর ও কায়স্থবর্ণাশ্রমধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত রামলাল চন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন "সেতুবন্ধনে কাষ্ঠমার্জ্জারের সাহায্যের ন্যায় জাতীয় কার্য্যের জন্য, বিগত মাঘমাস হইতে সংসারধর্ম্ম এক প্রকার ত্যাগ করিয়া চন্দনীগ্রামে ও আমার নিজগ্রামে ৩।৪ তারিখে সভাসমিতি করিয়া গত ফাল্গুন মাসে শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ প্রমুখ ৫ জন কায়স্থসন্তান উপনীত হইবার পরে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের আশীর্ব্বাদে গতকল্য ২৮শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে আমার প্রাণান্ত পরিশ্রমের ফলে, পাঁচুড়িয়াগ্রামে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বাটীতে কেন্দ্র হইয়া শ্রীযুক্ত বামনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস সেন দেববর্ম্মা
" রামদাস সেন ঐ
" শরচ্চন্দ্র সেন ঐ
" বরদাকান্ত রাহুত ঐ
" সতীশচন্দ্র সেন ঐ
" যতীন্দ্রনাথ সেন ঐ
" প্রফুল্লকুমার সিকদার ঐ
" গণেশচন্দ্র মিত্র ঐ

সর্ব্বসাকিন পাঁচুড়িয়া।

,, কালিদাস ঘোষ দেববর্ম্মা
,, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ঐ
,, কৃষ্ণচরণ দত্ত ঐ
,, বঙ্কবিহারী বিশ্বাস ঐ
,, ষষ্ঠীচরণ ঘোষ, সাকিন চাঁদরা।
,, কেশবলাল ঘোষ, সাকিন নওয়াগ্রাম।

৬। যশোহর হইতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—

"শুভক্ষণে জাতীয় আন্দোলনের পর হইতে, নানাশ্রেণীর লোক স্বীয় স্বীয় উন্নতির পথে ধাবমান হইয়াছে। অদ্য এখানে নমঃশূদ্রের সভা, কল্য সেখানে সৌলোকের মিটিং, পরশ্ব অন্যত্র সূত্রধরের মজলিস প্রভৃতি নানারূপ জাতীয় অভ্যুত্থানের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু এই বিশাল কায়স্থজাতির সামান্যমাত্র চতুশ্রেণী কায়স্থ একত্রীকরণ ও বিবাহে পণপ্রথা নিবেদ এই সাধারণ দুইটী বিষয়ে এতদিন বিন্দুমাত্রও উন্নতিলাভ করিতে পারিল না। যাহা হউক, শেষোক্ত আমাদের কায়স্থজাতির উন্নতি সম্বন্ধে বারান্তরে লিখিব কিন্তু এস্থলে নমঃশূদ্র সৌলোক ও সূত্রধরের সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে, নিবেদন করিতেছি। আমি শাস্ত্রের কথা আলোচনা না করিয়া বর্ত্তমান উন্নতির যুগে যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম তাহাই লিখিতেছি।"

"ইংরাজ প্রভৃতি সমুগ্র উন্নতিশীল জাতিগণের আচারব্যবহার দর্শনে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের দেশে বহুসংখ্যক অন্তর্জাতি ও একশ্রেণীর সহিত অন্যশ্রেণীর জল আচরণ না থাকায় কিরূপ একটী ঘোর বিদ্বেষভাব বিরাজমান যদ্দ্বারা আমাদের এই অধঃপতনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। অনেকস্থলে দেখা যায় যে অশিক্ষিত কদাচারী ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ, অন্নহীন হীনতর জাতির প্রতি অযথা অত্যাচার করিয়া থাকেন। স্বার্থ ভুলিয়া গিয়া যদি বিবেচনা করি শ্রেষ্ঠত্ব কিসে লাভ হয়? তবে সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে আমাদের সমোপযুক্ত বহুতর (বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ প্রভৃতিতে) লোককে আমরা এতদূর হীনতর ও ঘৃণাকর করিয়া রাখিয়াছি যে, তাহাদের স্পৃষ্টজল আমাদের কোন ব্যবহারে লাগে না। ইহা অতিশয় স্বার্থপর ও হিংসাপূর্ণ ব্যবস্থা। যে নিরক্ষর ব্রাহ্মণ পরের বাটীতে পাচকের, যে কায়স্থ পরের গৃহে দাসবৃত্তির কার্য্য করে, সেই সেই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সুশিক্ষিত লক্ষপতি হিন্দুসমাজের অলঙ্কারস্বরূপ শস্তবণিকের (সৌলোক), সূত্রধরের সাহায্য ব্যতীত বসবাস করা অসম্ভব তাহা বিবেচনা করিয়াও তাহাদের স্পৃষ্টজল গ্রহণ করিবে না এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠরত্ন কৃষিকার্য্যের প্রধান রক্ষক নমঃশূদ্রের প্রতি অতি হীনতম ব্যবহার করিবে ইহা নিতান্ত অন্যায়। কায়স্থ কি ব্রাহ্মণ যদি চাকরী ও ব্যবসা এবং স্থানে স্থানে স্বহস্তে চাষাবাদ করিয়াও অক্ষুণ্ণ মর্য্যাদায় থাকিতে পারেন, তবে এই সব জাতির সামান্য একটু উপকার—উহাদের স্পৃষ্টজল প্রচলন করায় হানি কি? ক্ষৌরকারের স্পৃষ্টজল আচরণ যদি শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবস্থা হয় তবে উপরোক্ত জাতিগণকে আমরা অবাধে উঠাইয়া লইতে পারি। উহাদের আচারব্যবহার কিয়ৎ পরিমাণে হীন থাকিলেও তাহা অনায়াসে সংশোধিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে।"

"এই উন্নতির যুগে কালচক্রের আবর্ত্তনে এই সব ও অন্যান্য ইতরজাতিগণ আচারব্যবহারে আমাদের সমকক্ষ হইবেই, ইহা

স্বভাবের গতি। তবে সময় থাকিতে আমরা কেন আমরা উঁহাদের উঠাইয়া লইব না? উঁহারা কর্ম্মবিচারে বৈশ্যসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া প্রতীতি হয়।"

"বিশেষতঃ জল যদি সুপেয় হয় তবে তাহা গ্রহণে স্বাস্থ্যের হানি নাই, পরন্তু কুপেয় জল ব্রাহ্মণে দিলেও তাহা গ্রহণীয় হওয়া উচিৎ নহে। বদ্ধ superstition পরিত্যাগ করিয়া world's science এর উপর দণ্ডায়মান হওয়া উচিৎ নয় কি?"

যে২টী বিষয় বসুজ মহাশয় উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে প্রতিভার পাঠক ও কায়স্থসমাজের মনোযোগ আমরা আকর্ষণ করিতেছি। আমাদিগের বিশ্বাস ক্ষত্রিয়াচার পূর্ণভাবে কায়স্থসমাজ মধ্যে গৃহীত না হইলে চারিশ্রেণী মধ্যে আদানপ্রদান প্রচলিত হইতে পারে না। সামাজিক বৈষম্য ক্ষত্রিয়ত্বের সহিত বিদূরিত হইবে। চারিশ্রেণীর মিলনের সহিত পণপ্রথার উচ্ছেদনও সম্ভবপর হইবেক। বর্ত্তমান সময়ে ক্ষত্রিয়াচার যে পরিমাণে সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই পরিমাণে শ্রেণীগত বৈষম্য অপসারিত ও পণের পরিমাণ হ্রাস হইতেছে দেখা যায়। পণপ্রথার উচ্ছেদনে যদি বঙ্গীয়-কায়স্থসমাজ বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন, (এইস্থলে কায়স্থসমাজ অর্থে কন্যার অভিভাবকগণ) তবে ষোড়শীর বিবাহ পঞ্চবিংশতি বয়স্ক যুবার সহিত সম্পন্ন করিবেন। বালাবিবাহপ্রথা এককালে ত্যাগ করিতে হইবে। কন্যাগণ মধ্যে অন্ততঃ পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্ত সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। বঙ্গীয়-কায়স্থসমাজ যদি প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয় হইতে চান, তবে রঘুবংশকে আদর্শ করিয়া কার্য্য করিরেন। তাঁহারা "আজন্ম শুদ্ধানাং" "আফলোদয় কর্ম্মনাম্" ছিলেন। অর্থাৎ জন্মকাল হইতে উপনয়নাদি সংস্কার কার্য্য দ্বারা বিশুদ্ধ এবং কর্ম্ম, ফলপ্রসূ না হইলে তাহা হইতে কদাপি বিরত হইতেন না। তাঁহাদিগের দেহ অতিশয় বলবান্ ছিল। তাঁহারা "বৃঢ়োরস্কঃ, বৃষস্কন্ধঃ" ছিলেন। তাঁহারা "আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহং ক্ষত্রোধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ" ছিলেন। তাঁহারা "শাস্ত্রেষকুণ্ঠিতাবুদ্ধি" ছিলেন। এবং "সৌর্ব্বী ধনুষিচাততা" অর্থাৎ কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন।

৭। আমাদিগের পরমশ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর ফরিদপুরান্তর্গত ইশিবপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—

শ্রীভগবান্ চিত্রগুপ্তদেবের কৃপায় বিগত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ইশিবপুরগ্রামে একটী কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত দ্বাদশজন কায়স্থ প্রায়শ্চিত্তাদি অন্তে যজ্ঞোপবীতগ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ ক্ষিপ্তপ্রায়, ক্ষত্রিয়েরা ভয়শূন্য, সুতরাং মনের আনন্দ অব্যাহত। এই শুভানুষ্ঠান জন্য আমরা সর্ব্বান্তকরণে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ঘোষ ঠাকুর ও নওপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত রনমালী গুহ দেববর্ম্মা মহাশয়দ্বয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহাদিগের অক্লান্ত যত্নে ও পরিশ্রমে এই শুভানুষ্ঠান সিদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা।
,, বিপিনচন্দ্র ঘোষ ঐ
,, মনোমোহন গুহ ঐ
,, যাদবচন্দ্র গুহ ঐ
,, সত্যেন্দ্রকুমার গুহ ঐ
,, প্রিয়নাথ বসু ঐ
,, মনোমোহন ঘোষ ঐ

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র দেববর্ম্মা
,, জানকীনাথ ঘোষ ঐ
,, লালমোহন ঘোষ ঐ
,, উমেশচন্দ্র মিত্র ঐ
,, অক্ষয়কুমার ঘোষ ঐ

এই শুভানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদীনিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মজুমদার আচার্য্য ও নওপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তন্ত্রধার ছিলেন।

৮। দিনাজপুরের জজ আদালতের উকীল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বর্ম্মা সিকদার মহাশয় লিখিতেছেন—বিগত ১৮ই জৈষ্ঠ বৃহস্পতিবারে পাবনা জিলার অন্তর্গত জোড়পুখুরিয়াগ্রামে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সান্যাল মহাশয়ের আচার্য্যত্বে শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ সিকদার দেববর্ম্মা মহাশয় নিজগৃহে প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া যথারীতি উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন।

৯। বিগত ২৯শে জৈষ্ঠ সোমবার ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত তুগুলদীয়াগ্রামে কায়স্থবর্ণাশ্রমধর্ম্মপ্রচারক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ভদ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের অদম্য উৎসাহ ও অমিত অধ্যবসায়ের ফলে শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে একটী কেন্দ্র হইয়া ব্রাহ্মণদীনিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব শর্ম্মা মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থ-সহোদরগণ যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার বসু দেববর্ম্মা
,, ডাক্তার হীরালাল বসু ঐ
,, যোগেন্দ্রমোহন বসু ঐ
,, পূর্ণচন্দ্র দাষ ঐ
,, যতীন্দ্রমোহন সিকদার ঐ
শ্রীযুক্ত রমণীমোহন সিকদার দেববর্ম্মা
,, রমণীমোহন দাষ ঐ
,, মন্মথনাথ গুহ ঐ

৯। ফরিদপুর জিলান্তর্গত ঘটমাঝিগ্রাম নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষ রায় দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—বিগত ৯ই জৈষ্ঠ মঙ্গলবারে ঘটমাঝিগ্রামে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ মহা-সমারোহে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধে ঘট-মাঝি, মাদারিপুর, পেয়ারপুর, ইশিবপুর, কেন্দুয়া, মস্তাফাপুর ইত্যাদি গ্রামের প্রায় ৩।৪ সহস্র লোক যোগদান ও আহারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অনেকগুলি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। মাদারিপুরস্থ বৈদিক ব্রাহ্মণমণ্ডলী এই কার্য্যটী পণ্ড করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যদিও ত্রিংশৎ দিনে এই শ্রাদ্ধ হইয়াছিল কিন্তু অনেক উপনীত কায়স্থ যোগদান করায় বৈদিক ব্রাহ্মণগণ এই শ্রাদ্ধে উপস্থিত হন নাই, নিম্নলিখিত ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস বিদ্যারত্ন
,, শীতলাচরণ সার্ব্বভৌম
,, যোগেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন
,, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী
,, শশধর বিদ্যারত্ন
,, মধুসূদন কাব্যরত্ন
,, কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি
,, কালিদাস কাব্যতীর্থ
,, বরদাকান্ত চক্রবর্ত্তী
,, জগদানন্দ চক্রবর্ত্তী
,, যদুনাথ পিপলাই

ব্রাহ্মণভোজন অতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছিল, এবং সকলেই প্রতাপবাবুর দানে ও সৌজন্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছিলেন। বিগত ১১ই জৈষ্ঠ উক্ত ঘোষমহাশয়ের বাটীর প্রাঙ্গণে একটী কায়স্থসভা হয় তাহাতে স্থির হয় যে ১৫ই জৈষ্ঠ সোমবারে মাদারিপুর ৺কালী বাটীর প্রাঙ্গণে একটী সভা হইবে তথায় বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মণগণসহিত কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় ও উপনয়নার্হ তৎসম্বন্ধে বিচার হইবে।

১০। মাদারিপুরের কায়স্থ-ব্রাহ্মণ সভা। বিগত ১৫ই জৈষ্ঠ সোমবার, অপরাহ্ণ ৪ চারি ঘটিকার সময় মাদারিপুরের ৺কালীবাড়ীর প্রাঙ্গণে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। বিরুদ্ধ-বাদী ব্রাহ্মণগণের মুখপাত্রে শ্রীযুক্ত রাজকুমার স্মৃতিতীর্থ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, ও মাদারিপুরের সুবিজ্ঞ প্রাচীন ব্যবহারাজীবী শ্রীযুক্ত মহানন্দ দত্ত মহাশয় সহকারী সভাপতিত্বে বরিত হন। সর্ব্বপ্রথমেই কলিকাতার প্রসিদ্ধ আনুষ্ঠানিক কায়স্থসভার কায়স্থাচার্য্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ রায় ত্রিবেদী মহাশয় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় ও উপনয়নার্হ তাহা বিশদরূপে প্রমাণ করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ প্রমাণে ভারতীয় বিরাট কায়স্থজাতি, কি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, কি মধ্য ভারতে, কি দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বত্রই তাঁহারা যে দ্বিজ তাহা প্রমাণ করিয়া, চৈত্রগুপ্ত কায়স্থের বঙ্গাগমন ইতিহাস হইতে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্তবংশ যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ও কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন তাহা প্রমাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় সভ্য-গণ এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, মধ্যে মধ্যে সভাস্থল হরিনামোচ্চারণের সহিত জয়ধ্বনি দ্বারা মুখরিত হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতান্তে বিরুদ্ধবাদিগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—"মাননীয় ত্রিবেদী মহাশয় বহুদর্শী ও শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহার যুক্তিতর্কের প্রতিবাদ করা আমার সাধ্যাতীত, তবে শব্দকল্পদ্রুম-অভিধানে কায়স্থ-শব্দের যে অর্থ লিখিত আছে তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে" তৎকালে সমবেত সভ্যগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ব্যক্তিবিশেষের মনঃকল্পিত আভিধানিক অর্থ আমরা শুনিতে চাহি না ঐ অভিধান বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইতে বর্জ্জিত হইয়াছে। তবে শাস্ত্রালোচনা শুনিতে আমরা প্রস্তুত আছি।" তদুত্তরে স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বলিলেন যে, "আপনারা শুনুন আর নাই শুনুন আমার মত আমি সভাস্থলে প্রকাশ করিব," এই বলিয়া শব্দকল্পদ্রুম-অভিধান হইতে কায়স্থশব্দের ব্যাখ্যা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে সভাস্থলে একটী হৈ চৈ গোল-মাল আরম্ভ হইল। ইতোমধ্যে ত্রিবেদী মহাশয় উক্ত অভিধানের বাক্য সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণ করিতে দণ্ডায়মান হইলে উপস্থিত বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মণগণ নিরুপায় দেখিয়া সভা-স্থলের দক্ষিণদিকের দ্বারদেশ দিয়া সভাপতি মহাশয় ও বক্তা স্মৃতিতীর্থ স্বদলবলে "যঃ পলায়তি সঃ জীবতি" মনে করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে স্ব স্ব পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর সহকারী সভাপতি মহা-শয় বিশেষ কৌশলে সভামধ্যে শান্তিসংস্থাপন করিয়া সভার কার্য্য শেষ করিলেন। রাত্রি

১০ দশ ঘটিকার সময় "বন্দে চিত্রগুপ্তম্" শব্দে সভাস্থল আন্দোলিত করিয়া কায়স্থগণ বিজয়-জনিত হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই প্রকারে মাদারিপুরের ব্রহ্মাণ্ডময়ীর প্রাঙ্গণে সমবেত বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মণগণ পরাজিত হইয়াছিলেন। এই প্রকার সভ্যর্ষে ব্রাহ্মণগণ কুত্রাপি জয়লাভ করিতে পারেন নাই, অথচ তাহাদিগের প্রাণে কায়স্থ-বিদ্বেষবহ্নি সর্ব্বদাই প্রজ্জ্বলিত। আমরা জিজ্ঞাসা করি ইহারা কি ব্রাহ্মণ না অন্য কোন অধঃপতিত জাতি।

১১। বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবারে ফরিদপুর জিলান্তর্গত ঘটমাঝিগ্রামে শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন ঘোষ রায় দেববর্ম্মার বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ রায় ত্রিবেদী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে নিম্নলিখিত ১৮ জন কায়স্থ উপনীত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন ঘোষ রায় দেববর্ম্মা
,, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ঐ
,, শরচ্চন্দ্র ঘোষ ঐ
,, মণিমোহন ঘোষ ঐ
,, মোহিনীমোহন ঘোষ ঐ
,, জ্ঞানেন্দ্রমোহন মিত্র ঐ
,, যতীন্দ্রমোহন নাগ ঐ
,, সুরেন্দ্রমোহন দাষ ঐ
,, হীরালাল দাষ ঐ
,, সারদাকান্ত দাষ ঐ
,, বরদাকান্ত দাষ ঐ
,, মনোহর দাষ ঐ
,, রসিকচন্দ্র দাষ ঐ
,, চন্দ্রকান্ত দেব ঐ
,, নিবারণচন্দ্র নাহা ঐ
,, বিপদভঞ্জন নাহা ঐ
,, দীননাথ কর ঐ
,, রাণীকান্ত ঘোষ ঐ

১২। ফরিদপুরনগরনিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন "ফরিদপুর জিলাস্থিত নওপাড়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বনমালী গুহ দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহার পৌত্রীর জন্মোপলক্ষে ক্ষত্রিয়াচারে দ্বাদশদিন অশৌচ পালন করিয়া শুদ্ধি হইয়াছেন। উপবীতী কায়স্থ-ক্ষত্রিয়মহাশয়গণ শাস্ত্রবাক্যানুসারে দ্বাদশদিন অশৌচ প্রতিপালন করেন ইহাই একান্ত বাঞ্ছনীয়।"

অভিষেক-গীতি।

রাগ হাম্বির—তাল তেওড়া।

(জয়) ভারত-জনগণ-পালন।
প্রশান্ত আনন, মূরতি মোহন,
কনক-কিরীট শিরে শোভন।
আসমুদ্র ক্ষিতি রাজ্য বিস্তৃত,
যশোসৌরভ দিগন্ত পূরিত,
রাজ রাজেশ্বর, মহিমা মণ্ডিত,
দুঃখ দৈন্য ক্লেশনাশন।
গৌরবে ভাস্বর রাজ্যে যাঁহার,
নহে অস্তমিত চন্দ্রমা ভাস্কর,
যাঁহার করুণা, সুশীতল নির্ঝর,
তৃষিত-হৃদয়-দুখ-মোচন।
কোহিনুর মণি মুকুট ধারণ,
রাজদণ্ড করে রূপে অতুলন,
সুবর্ণ লতিকা দয়িতারতন,
শোভিছে হেম সিংহাসন।
দীর্ঘজীবন লভহে রাজন্!
মঙ্গল শাসনে করহে শাসন।
কোটি কোটি দীনহীন প্রজাগণ,
ভকতি কামনা বিভুচরণ॥

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

শ্রীশ্রীরাসগীতা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

উজয়ো ভয় মাধবয়োর্ষয়িতে।
পৃথগন্তরতো বৃষভানুসুতে ॥৬০॥
বৃষভানুজয়োর্ভুজবদ্ধ গলঃ।
কুশলো বসুদেবসুতঃ সকলঃ ॥৬১॥
যদুনন্দনয়োর্ভুজবদ্ধ গলা।
কমলা বৃষভানুসুতা সকলা ॥৬২॥
বৃষভানুসুতা বরনন্দসুতঃ।
বরনন্দসুতো বৃষভানুসুতা ॥৬৩॥
বরনন্দসুতো বৃষভানুসুতা।
বৃষভানুসুতা বরনন্দসুতঃ ॥৬৪॥
শ্রীবৃষভানুমতী শ্রুতি গীতং।
গোপিকয়া সহ তাল সমেতং ॥৬৫॥
গায়তি বাদয়তে জব বীণাং।
মাধব মাধব মাধব তানাং ॥৬৫॥
কেলিকদম্বতলে বনমালিঃ।
নৃত্যতি চঞ্চল চন্দ্রক মৌলিঃ ॥৬৬॥
রাধিকয়া সহ রাসবিলাসী।
গোপবধূ কৃত মণ্ডলরাসী ॥৬৮॥
ক্রীড়তি রাধিকয়া সহ কৃষ্ণঃ।
শ্রীমুখচন্দ্র সুধারস তৃষ্ণঃ ॥৬৯॥

নর্ত্তকখঞ্জন লোচন লোলঃ।
মণ্ডন মণ্ডিত চন্দ্রকপোলঃ ॥৭০॥
রাস রসোপরি রাজতে রাধা।
চন্দন চর্চ্চিত পঙ্কজগন্ধা ॥৭১॥
মাধব সাগর সঙ্গমরঙ্গা।
পূর্ণ মনোরথ মন্মথ গঙ্গা ॥৭২॥
কুঞ্জগৃহে কুসুমোপরিতল্পে।
সূর্য্যসুতা জলবায়ু বলাল্লে ॥৭৩॥
কেশব আদিরসং প্রতিশেতে।
রাধিকয়া সহ বন্দনশীতে ॥৭৪॥
শ্যামল কোমল দিব্য শরীরং।
কৃত কমলোপরি নন্দকিশোরং ॥৭৫॥
ভাবয় ধীর্বৃষভানু কিশোরী।
কাঞ্চনচম্পক কুঙ্কুম গৌরী ॥৭৬॥
শ্রীধর মাধব যাদব শৌরে।
কেশব কৃষ্ণ মুকুন্দমুরারে ॥৭৭॥
শ্রীমতি গোপিনি মোহিনি মেধে।
গোপি সুধামুখি সুন্দরি রাধে ॥৭৮॥
রাধারমণ ব্রজমোহন হে।
গোপীজনবল্লভ মাধব হে ॥৭৯॥

গোপাল গোপক নায়ক হে।
গোবিন্দ রমাপ্রিয় কেশব হে ॥৮০॥
কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল গোপীপতে।
রাধিকাবল্লভ শ্যামল শ্রীপতে ॥৮১॥
মাধবার্দ্ধাঙ্গি রাধে রাম গোপিকে।
প্রেমবন্যা নিবাসাধিকে রাধিকে ॥৮২॥
রাধিকামাধবৌ যাতি বৃন্দাবনে।
পূর্ণরাসোৎসবানন্দি গোপিজনে ॥৮৩॥
বল্লবীবল্লভো মণ্ডলে মণ্ডিতঃ।
নর্ত্তকী নর্ত্তকস্তাণ্ডবে পণ্ডিতঃ ॥৮৪॥
রাধয়ো রাধয়ো র্মধ্যতো মধ্যতঃ।
মাধবো মাধবো মণ্ডলে মণ্ডলে ॥৮৫॥
কৃষ্ণয়োঃ কৃষ্ণয়োর্মধ্যতো মধ্যতঃ।
রাধিকা রাধিকা মণ্ডলে মণ্ডলে ॥৮৬॥
রাধিকা রাধিকা মাধবং শ্লিষ্যতি।
মাধবো মাধবো রাধিকাং শ্লিষ্যতি ॥৮৭॥
মাধবো রাধিকাং রাধিকাং শ্লিষ্যতি।
রাধিকা মাধবং মাধবং শ্লিষ্যতি ॥৮৮॥
রাধিকা রাধিকা মাধবং চুম্বতি।
মাধবো মাধবো রাধিকাং চুম্বতি ॥৮৯॥
রাধিকা মাধবং মাধবং চুম্বতি।
মাধবো রাধিকাং রাধিকাং চুম্বতি ॥৯০॥
রাধিকা রাধিকা মাধবং গায়তি।
মাধবো মাধবো রাধিকাং গায়তি ॥৯১॥
মাধবো রাধিকাং রাধিকাং গায়তি।
রাধিকাং মাধবো মাধবো গায়তি ॥৯২॥
রাধয়োর্মধ্য গো মাধবো নৃত্যতি।
কৃষ্ণয়োর্মধ্য গা রাধিকাং নৃত্যতি ॥৯৩॥
বাহুভিঃ কল্পিতে মণ্ডলে রাজতে।
রাধিকা মাধবো যোগিভির্ধ্যায়তে ॥৯৪॥
রাধিকাং রাধিকাং রাধিকাং রাধিকাং।
চান্তরে চান্তরে মাধবো মাধবঃ ॥৯৫॥
মাধবং মাধবং মাধবং মাধবং।
চান্তরে চান্তরে রাধিকা রাধিকা ॥৯৬॥
রাধিকা রাধিকা মাধবো মাধবঃ।
মাধবো মাধবো রাধিকা রাধিকা ॥৯৭॥
মাধবো মাধবো রাধিকা রাধিকা।
রাধিকা রাধিকা মাধবো মাধবঃ ॥৯৮॥
গায়ন্তি গোপী মধুর স্বরেণ।
গোপাল গোপীজন বল্লভেতি ॥৯৯॥
গোবিন্দ বৃন্দাবন পূর্ণচন্দ্র।
শ্রীকৃষ্ণ রাধাপ্রিয় মাধবেতি ॥১০০॥

কৃষ্ণায় গোপীজনবল্লভায়
গোপালরূপায় সুদুর্লভায়।
কন্দর্পলাবণ্যক সাধকায়
নমোহস্তু রাধাপ্রিয় মাধবায় ॥১০১॥

বৃন্দাবনানন্দ সুধাকরায়
গোবিন্দ নামাক্ষর সুন্দরায়।
কিশোর লীলাময় বিগ্রহায়
নমোহস্তু রাধাপ্রিয় মাধবায় ॥১০২॥

কদম্বমূলে মুরলীধরায়
ত্রিভঙ্গিমাকার মনোহরায়।
গুঞ্জা বা তারোজ্জ্বল চন্দ্রকায়
নমোহস্তু রাধাপ্রিয় মাধবায় ॥১০৩॥

যস্যাস্তি বামে পরিপূর্ণবেশা
রাধাসুধাসিন্ধুমুখোচ্ছ্বসা।
চন্দ্রাবলী দক্ষিণ পার্শ্বগাচ
নমোহস্তু রাধাপ্রিয় মাধবায় ॥১০৪॥

ইন্দীবর শ্যাম সুকোমলায়
সংপূর্ণ চন্দ্রানন মণ্ডলায়।
আলোল নীলোৎপল লোচনায়
নমোহস্তু রাধাপ্রিয় মাধবায় ॥১০৫॥

কিরীট হাসাঙ্গদ কুণ্ডলায়
সুবর্ণ পাদাঙ্গদ শৃঙ্খলায়।
শ্রীবৎস চিন্তামণি কৌস্তভায়
নমোহস্তু রাধাপ্রিয় মাধবায় ॥১০৬॥

গোপীজনানাং নয়নোৎপলেষু
সর্ব্বাঙ্গ শোভা প্রতিবিম্বিতায়।
মূর্দ্ধ্নি পীতাম্বর শোভিতায়
নমোহস্তু রাধাপ্রিয় মাধবায় ॥১০৭॥

ব্রজাঙ্গনানাং কুচকুঙ্কুমেন
ভূতাঙ্গ রাগায় মনোরমায়।
রাধামুখাম্ভোজ মধুব্রতায়
নমোহস্তু রাধাপ্রিয় মাধবায় ॥১০৮॥

গীতমুদ্গায়তি রাধিকায়া
যো যোগরাস্যাদি রসাদিকায়।
নিত্যং জগন্মোহন মোহনায়
নমোহস্তু রাধাপ্রিয় মাধবায় ॥১০৯॥

গোপেশ্বরায় ব্রজনাগরায়
স্মরারয়ে মন্মথ মন্মথায়।
গোস্বামিনে গোকুল নায়কায়
নমোহস্তু রাধাপ্রিয় মাধবায় ॥১১০॥

মধ্যে রাধাযুগলোরুমধ্যে
বিরাজমানং রতি কেলি লোলং।
তং পূর্ণচন্দ্রানন চুম্বিতাস্য
সদৈব রাধারমণং নমামি ॥১১১॥

নৃত্যং রাসচক্রেণু নৃত্যান্তং তালসিঞ্চিতৈঃ।
গোপিভিঃ সহগায়ন্তং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥১১২॥

রাস মানমদোন্মত্তং প্রেমোদ্গানাদ্দিগম্বরম্।
অতি কামবলাক্রান্তং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥১১৩॥

রাসমণ্ডল মধ্যস্থং ঘর্ম্মাক্ত বদনাম্বুজম্।
অন্যোন্যহৃদয়াশক্তং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥১১৪॥

বিদ্যুদ্গৌরি ঘনশ্যামং প্রেমালিঙ্গন তৎপরম্।
পরস্পরোরু মধ্যাঙ্গং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥১১৫॥

রাধিকারূপিণং কৃষ্ণং রাধাং মাধবরূপিণীং।
রাসযোগানুরাগেণ রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥১১৬॥

পুষ্পিতে মাধবীকুঞ্জে পুষ্পিতামুপরিস্থিতম্।
বিপরীত রতাবিষ্টং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥১১৭॥

সুরতানন্দহিল্লোলং জগন্মোহন মোহনম্।
পূর্ণরাস সুখোল্লোলং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥১১৮॥

রাসক্রীড়া পদাক্রান্তং মধুপান পরায়ণম্।
তাম্বুল মুখপূর্ণেন্দুং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥১১৯॥

রাধিকা পূজয়েৎ কৃষ্ণং রাধাঞ্চ মাধবোমুদা।
কামকল্প ভ্রমৎ ফুল্লৈঃ পুষ্পৈরালিঙ্গনাদিভিঃ ॥১২০॥

আলিঙ্গন পুষ্পমালা চন্দনং কুচমণ্ডলং।
চুম্বনং চারুতাম্বূলং সম্ভোগান্ত সমর্পণং ॥১২১॥

রাসোল্লাস কলাপূর্ণে গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
রাধিকা কুচরাগাঙ্গঃ কৃষ্ণচন্দ্র প্রসীদমে ॥১২২॥

শ্রীরাধাং কৃষ্ণদেবস্য রাস যোগরসায়নং।
শ্রীরাধাকৃষ্ণদাসোহহং প্রার্থয়ে জন্মজন্মনি ॥১২৩॥

রাধাকৃষ্ণ সুধাসিন্ধু রাসগঙ্গাঙ্গ সঙ্গমে।
অবগাহ্য মনোহংসা বিহরন্তি যথা সুখম্ ॥১২৪॥

রাসগীতাং পঠেদেতাং শৃণুয়াদ্ বাপি যো নরঃ।
বাঞ্ছাসিদ্ধির্ভবেৎ তস্য ভক্তিঃ স্যাৎ প্রেমলক্ষণা ॥১২৫॥

লক্ষ্মীস্তস্য বসেদ্ গেহে মুখে ভাতি সরস্বতী।
ধর্ম্মার্থ কাম কৈবল্যং লভতে সত্যমেব সঃ ॥১২৬॥

ইতি শ্রীরাসগীতা সমাপ্তা।*

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

* কৈয়ড়নিবাসিনঃ শ্রীযুক্ত পূজ্যাস্পদ হরিপদ গোস্বামিনঃ
হস্তলিখিত পুস্তকাদুদ্ধৃতা।
সংশোধিতা।

কবিতাগুচ্ছ।

বন্দে চিত্রগুপ্তম্।

কায়স্থ। ১।

১

কায়স্থ! ক্ষত্রিয় তুমি আর্য্যবংশধর,
বেদমন্ত্রে বেদধর্ম্মে তুমি অধিকারী,
তুমি নহ নীচ শূদ্র গোলাম নফর,
নতমস্ত পাদ্যহস্ত পদসেবাকারী!

২

সিংহাসনে তুমি রাজা রাজদণ্ডধারী,
রণক্ষেত্রে তুমি সৈন্য তুমি সেনাপতি,
মন্ত্রগৃহে তুমি মন্ত্রী—রাজকর্ম্মচারী,
শাসনে পালনে তব সুখী বসুমতী!

৩

যাগযজ্ঞ পুণ্যধর্ম্ম তুমি রক্ষাকারী,
কৃষি শিল্প বাণিজ্যও তোমারি আশ্রিত,
নিরাতঙ্কে করে বাস ধনাঢ্য ভিখারী,
তোমারি সে শৌর্য্যেবীর্য্যে রাজ্য নিয়মিত!

৪

দেবালয়ে তুমি কৃষ্ণ বিষ্ণু অবতার,
রামরূপে বিরাজিছ বৈকুণ্ঠবিহারী,
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল পূজে চরণ-তোমার,
তুমি বুদ্ধ জগতের পাপতাপহারী!

৫

তব পুণ্যপদস্পর্শে তীর্থ বৃন্দাবন,
অযোধ্যা মিথিলা কিবা দ্বারকা প্রভাস,
কি গৃহস্থ বানপ্রস্থ তপস্বী ব্রাহ্মণ,
গোলোক বৈকুণ্ঠ ছাড়ি করে অভিলাষ!

৬

অহল্যা ব্রাহ্মণপত্নী পাতকী পাষাণী,
তোমার চরণস্পর্শে হইল উদ্ধার,
হইল বাল্মীক মুনি দস্যু যারে জানি,
তোমারি পবিত্র নাম জপি অনিবার!

৭

তব মন্ত্রে শত শত দীক্ষিত ব্রাহ্মণ,
ভক্তিভরে অবিরত জপে তব নাম,
মুমূর্ষুর ক্ষীণকর্ণে করে উচ্চারণ,
লেখে কণ্ঠে বক্ষে ভালে হরেকৃষ্ণরাম!

৮

পুণ্যশ্লোক তব নাম পাতক নাশন,
সুপ্রভাত হেতু স্মরে প্রভাত সময়,
রোগ শোক দুর্নিমিত্ত করে নিবারণ,
পাপতাপ দুঃখদৈন্য দূরীভূত হয়!

৯

পবিত্র ভারতগাথা কাব্য রামায়ণ,
তোমারি বংশের কীর্ত্তি পুণ্য ইতিহাস,
তোমারি গীতার ধর্ম্ম বিজ্ঞান দর্শন,
জগতের একমাত্র আশা অভিলাষ!

১০

সেই রক্ত সেই মাংস সেই তুমি আজ,
সেই ক্ষত্রিয়ের বংশ কায়স্থসন্তান,
তোমারি কি পরিচর্য্যা—পদসেবা কাজ!
এই কি বেদান্তবেদ শাস্ত্রের বিধান?

১১

ধূর্ত্ত ভণ্ড মিথ্যাবাদী মহাপ্রবঞ্চক,
কোন্ যাদুমন্ত্রে তব হরিল চেতনা?
কি বিষম ইন্দ্রজাল কি ঘোর কুহক,
পবিত্র ধর্ম্মের নামে ঘোর প্রতারণা!

১২

উঠ, জাগ, সুপ্তসিংহ ঘুমায়ো না আর,
অতি উর্দ্ধে অতি উচ্চে তব সিংহাসন,
তোমার চরণ তলে অর্ঘ্য উপহার,
যুগে যুগে দেখ কত অর্পিছে ব্রাহ্মণ!

১৩

আত্মমান মর্য্যাদার অতুল গৌরবে,
পর সে জগদ্দীপ্ত যশের কিরীট,
অশাস্ত্র ভণ্ডের শাস্ত্রে স্তূপে স্তূপে হবে,
বিরচিত সংগ্রথিত তব পাদপীঠ!

১৪

লহ সে গায়ত্রীমন্ত্র লহ উপবীত,
পবিত্র ক্ষত্রিয়বেশ করহ ধারণ,
ক্ষত্রিয় আচার নিষ্ঠা ক্ষত্রিয় উচিত,
পাল সে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম করি প্রাণপণ!

১৫

জাতি আছে ধর্ম্ম আছে আছে জন্মভূমি,
ক্ষত্রিয় কর্ত্তব্য বহু আছে চারিপাশ,
অস্থি দিয়ে রক্ত দিয়ে প্রাণ দিয়ে তুমি,
পূর ক্ষত্রোচিত সেই আশা অভিলাষ!

শ্রী ❋ ❋ ❋

প্রণাম। ২।

১

কোথা চিত্রগুপ্ত! জগতজনক,
একবার পিতঃ দেখ না এসে।
বিহনে তোমার করুণা অপার,
সন্তান তোমার যায় গো ভেসে॥

২

বিলুপ্ত উল্লাস, বিলুপ্ত সে দিন,
বিলুপ্ত হয়েছে, তা'দের সব।
বঙ্গদেশ আজ আঁধার নীরব,
জীবন থাকিতে হয়েছে শব॥

৩

সূর্য্যপুত্র তুমি তোমার সন্তান,
"গায়ত্রী"বিহীন কি কব আর।
পিতৃদত্ত ধনে হয়েছে বঞ্চিত,
করহে পিতঃ! তার প্রতিকার॥

৪

সংস্কারবিহীন স্বধর্ম্ম বর্জ্জিত,
যাগযজ্ঞ তপ হয়েছে লয়।
কুলাঙ্গার সম কায়স্থ সকল,
স্বধর্ম্মপালনে পাইছে ভয়॥

৫

মুখে একরূপ, কার্য্যে অন্যরূপ,
দুরাত্মা অনেক কায়স্থ ভবে।
না পালে ধরম না মানে করম,
আকাঙ্ক্ষা তাদের মহাত্মা হবে॥

৬

শূদ্রাচারী যত বাতুলের মত,
বিনা সংস্কারে ক্ষত্র হতে চায়।
শূদ্রত্বশৃঙ্খল গাঁথি গলদেশে
দ্বিজাতি ক্ষত্রিয় হইতে ধায়॥

৭

নাহিক সরম, স্বার্থে পূর্ণ মন,
নাহিক তাদের মনেতে দুখ।
নাহি হয় ঘৃণা সম্মুখে সবার।
প্রকাশ করিতে বৃষল মুখ॥

৮

কেন বা হইবে? দাস যে তাহারা,
শূদ্রের কি আছে লাজলজ্জা ভয়।
শূদ্রাচারে গেল জনম তা'দের,
দ্বিজত্বের কথা কেন বা কয়?

৯

বামন হইয়া কেন যে তাহারা,
চন্দ্রমা স্পর্শিতে করে যতন?
শূদ্রত্ব আলানে আবদ্ধ যাহারা
দাসত্ব করিতে দাস যেমন॥

১০

কোথা পিতৃদেব! দেখ দেব এসে,
হাহাকার করি কাঁদিছে দেশ।
দয়াময় তুমি সহিছ কেমনে,
সন্তানের এমন অসহ্য ক্লেশ॥

১১

কোন্ পাপ ফলে কায়স্থের ভালে,
লিখেছ হে প্রভু এমন দুখ।
শূদ্রত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়া।
ধর্ম্মকর্ম্ম করি না পাবে সুখ॥

১২

পরম মঙ্গল পুণ্যময় তুমি,
অনন্ত সুকৃতি চরণতলে,
এগো কৃপা করি ঘুচাও যাতনা,
শূদ্রত্ব-কালিমা চরণে দলে॥

১৩

ক্ষাত্র-তেজহীন, এ ঘোর যাতনা,
তাপিত হৃদয়ে সহে না আর।
কোথা ভগবান্ দেখ হে আসিয়া
ঘুচাও মোদের শূদ্র আচার॥

১৪

শুনেছি হে তুমি বিধাতা পুরুষ,
মসী দিয়া লিখ জীবের ভালে।
চিত্রগুপ্ত নাম তাই হে তোমার
গুপ্ত আলেখ্য মানব কপালে॥

১৫

উঁর একবার হৃদয় মাঝারে,
মিটাই কার্য্যে মনের আশা।
গায়ত্রীমন্ত্রতে জপিয়া তোমায়,
পুরাই ক্ষত্র ঘোর পিপাসা॥

১৬

উদিয়া মোদের দেব! চিদাকাশে,
পরিচর্য্যা-কালিমা কর লয়।
কণ্ঠে, চিত্রে, হৃদে, দেখিব ওঙ্কার,
জ্যোতিতে হউক পূর্ণ হৃদয়॥

১৭

সে জ্যোতিতে ভস্ম হবে, জ্যোতির্ম্ময়!
কায়স্থসমাজের শূদ্রত্ব সার।
নবরাগে পুনঃ ক্ষাত্রতেজ-রবি
ঘুচাবে ব্রাত্যত্ব দাসত্ব আর॥

দেব শ্রীসরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, অগ্নিহোত্রী।

সত্যনারায়ণের পুঁথি। ৩।

ওঁ সত্যদেবায়।

প্রথম অধ্যায়।

প্রণমামি সত্যদেব সৃষ্টির কারণ।
যাঁহার প্রভাবে রক্ষা পায় ত্রিভুবন॥১
যাঁহার প্রভাবে আছে আকাশ দিবস।
এ বিশ্বভুবনে প্রাণী সব যাঁর বশ॥২
যে সত্যের মহিমায় প্রবাহিত জল।
যাঁহার প্রভাবে * উঠে সূর্য্য সমুজ্জ্বল॥৩
সেই সত্যবাদে আমি করি নমস্কার।
পুণ্যময় হৌক তাঁর কৃপায় সংসার॥৪
সত্যের প্রভাব কম হয়েছে এক্ষণ।
সকলেই করে প্রায় মিথ্যা আচরণ॥৫
ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষা করে মিথ্যাকথা বলে।
ঠকায় প্রকৃতিপুঞ্জে অর্চ্চনার ছলে॥৬
ধর্ম্মাধিকরণে তারা মিথ্যাসাক্ষ্য দেয়।
কৌশল করিয়া লোকে মিথ্যাপথে নেয়॥৭
রজক নাপিত আদি বৈশ্যজাতি যত।
দিবারাত্রি আছে তারা মিথ্যাবাদে রত॥৮
শূদ্রবৈদ্যে মিথ্যা কত করে ব্যবহার।
মিথ্যা বিজ্ঞাপন বৈদ্য করিছে প্রচার॥৯
দোকানে বাজারে যাও মিথ্যা ব্যবহার।
সত্যের আদর আছে নিকটে কাহার॥১০
ক্ষত্রিয় কায়স্থজাতি তারাও সকলে।
সকল সময়ে নাহি সত্যকথা বলে॥১১
জাতীয় চরিত্রে হেন মিথ্যা আচরণ।
ঘটিয়া সাধিছে তার গভীর পতন॥১২
সত্যদেব পূজা ঘটে ঘরে ঘরে হয়।
অসত্যাচরণ কিন্তু সকল সময়॥১৩
প্রকৃত সত্যের তাই কর আরাধনা।
সত্যাশ্রিত করে লও জাতীয় চেতনা॥১৪
এইজন্য চিত্ররাজ অপূর্ব্ব কথন।
বলিতেছি শুন সবে সাবহিত মন॥১৫
যখন ভারতে সত্য ছিল অত্যধিক।
বেদধ্বনি প্রপূরিত ছিল সর্ব্বদিক॥১৬
গৃহে গৃহে গৃহপতি যজ্ঞ করিতেন।
পরিবারবর্গ তাঁর স্তব শুনিতেন॥১৭
যজ্ঞান্তে সকলে সোম করিতেন পান।
আপনিই পুরোধা গৃহস্থ যজমান॥১৮
কেবল রাজার কিংবা ধনীর গৃহেতে।
পুরোহিত অন্য ব্যক্তি হৈত কদাচিতে॥১৯
তখন সে পুণ্যতোয়া সরস্বতীতীরে।
যজ্ঞ করিলেন চিত্র ডাকি সোভরিরে॥২০
সোভরি কাণ্বেয় ঋষি অতীব ধীমান। †
চিত্ররাজ, সারস্বত সমাজে প্রধান॥২১
রাজা, রাজপুরোহিত একত্রিত হয়ে।
যজ্ঞ করিলেন ইন্দ্রে এই কথা কয়ে॥২২
হে দেবরাজন্ তুমি ক্ষত্রিয় সৎপতি।
তোমার আশ্রিত সীতা দয়াবতী অতি॥২৩
তোমাদের কৃপায় প্রচুর শস্য হয়।
অন্নের সংস্থান হয়, সবে হৃষ্ট রয়॥২৪
ব্রীহি যব যজ্ঞানলে করি সমর্পণ।
সত্যবাক্ বলি তোমা করেছি অর্চ্চন॥২৫

* ঋগ্বেদ ১০। ১৭। ২
মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৭। ৭৭-৭৮

† ঋগ্বেদ ৮। ২১। ১৭-১৮ ঋক

আমরা অসত্যপথে চলি না কখন।
করিয়াছি চিরতরে মিথ্যাকে বর্জ্জন ॥২৬
ইন্দ্র যজ্ঞে আসিলেন বসিলেন পানে।
করিলেন উপদেশ চিত্র যজমানে ॥২৭
সত্যই তোমার লক্ষ্য, সত্য আরাধনা।
করিলে হইবে জান আমার সাধনা ॥২৮
বলহ প্রকৃতিপুঞ্জে মম উপদেশ।
কোন কার্য্যে নাহি যেন থাকে মিথ্যালেশ ॥২৯
যেই কথা সেই কাজ নিয়ত যাহার।
তাহার উপরে দয়া সতত আমার ॥৩০
পূজিবে আমায় যবে পূজিবে সীতায়।
যথাসাধ্য ব্রীহি যব মিশ্রিত রম্ভায় ॥৩১
সত্যব্রত হয়ে পূজা করিবে সকলে।
জীবন যাপিবে নিত্য সত্যকথা বলে ॥৩২
তা হ'লে যুদ্ধেতে জয় হইবে নিশ্চয়।
সীতার কৃপায় হবে গৃহ শস্যময় ॥৩৩
পুত্র পৌত্র ধনজনে বাড়িবে গৃহস্থ।
শতবর্ষ আয়ুঃ পাবে প্রজারা সমস্ত ॥৩৪
বলহ রাজন্ ইহা বল পুরোহিত।
সত্যদেব পূজা হেন হৌক প্রচলিত ॥৩৫
এত বলি দেবেন্দ্র হইলা অন্তর্হিত।
চিন্তিত হইলা যজমান পুরোহিত ॥৩৬
দ্বিজ মধুসূদনের বৈদিক ভারতী।
যে শুনিবে হ'বে তার পরম সদ্গতি ॥৩৭
(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

সংহিতাসংগ্রহ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৭)।

যৎ প্রজাপালনে পুণ্যং প্রাপ্নুবন্তীহ পার্থিবাঃ।
নতু ক্রতু সহস্রেণ প্রাপ্নুবন্তি দ্বিজোত্তমাঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ।

পার্থিবাঃ প্রজাপালনে ইহ যৎ পুণ্যং প্রাপ্নুবন্তি, তু দ্বিজোত্তমাঃ ক্রতু সহস্রেণ (তৎ পুণ্যং) ন প্রাপ্নুবন্তি।২৯। (৪০)

বঙ্গার্থ।

ভূপতিগণ প্রজাপালনে যে মহৎ পুণ্য সঞ্চয় করেন, শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ সহস্র যজ্ঞাদি সম্পাদন করিয়াও তাহা লাভ করিতে পারেন না ॥২৯॥

(৪০) পূর্ব্বকথিত পঞ্চযজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা এইস্থানে বর্ণিত হইতেছে। প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে শান্তিসুখ বিরাজ না করিলে, যাগযজ্ঞাদি কিছুই হইতে পারে না, পূর্ব্বকালে অসভ্য আদিম শূদ্রজাতি, ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞাদির বিঘ্ন উৎপাদন করিত, রাজা তাহা নিবারণ না করিলে যজ্ঞাদি সুসম্পন্ন হইতে পারিত না। ক্রতুঃ—সপ্তর্ষি মুনিগণের মধ্যে অন্যতম, ইহার স্ত্রী কর্দ্দম মুনির কন্যা ক্রিয়া, যাগাদি ইহাদিগের দ্বারা প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া যজ্ঞকে ক্রতু ও ক্রিয়া বলে। অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ ষষ্টিসহস্র বালিখিল্যাদি তাঁহাদের পুত্র, ইহারাও যজ্ঞবিশেষ।

দেবখাতানাং হ্রদেষু চ সরঃসু চ।
উদ্ধৃত্য চতুরঃ পিণ্ডান্ পারকে স্নানমাচরেৎ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ।

দেবখাতানাং অলাভে হ্রদেষু চ সরঃসুচ, চতুরঃ পিণ্ডান্ পারকে উদ্ধৃত্য স্নানং আচরেৎ ॥৩০॥(৪১)

বঙ্গার্থ।

অকৃত্রিম জলাশয়াদি অপ্রাপ্য হইলে, হ্রদ ও পুষ্করিণী আদি খোদিত জলাশয়ে স্নান করিবার সময় চারিটী মৃৎপিণ্ড উক্তপ্রকার জলাশয় হইতে উঠাইয়া পারে রাখিতে হইবে।৩০।

বসা শুক্রমসৃঙমজ্জামূত্রবিট্ কর্ণবিন্নখাঃ,
শ্লেষ্মাস্থি দূষিকাঃ স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ ॥৩১॥
যন্নাং যন্নাং ক্রমে নৈব শুদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ,
মৃন্নারিভিশ্চ পূর্ব্বেষামুত্তরেষান্তু বারিণা ॥৩২॥

দ্বয়োরন্বয়ঃ।

বসা, শুক্রং, অসৃক্, মজ্জা, মূত্র, বিট্, কর্ণবিট্, নখাঃ, শ্লেষ্মা, অস্থি, দূষিকাঃ, স্বেদঃ এতে দ্বাদশ নৃণাং মলাঃ। মনীষিভিঃ পূর্ব্বেষাং যন্নাং উত্তরেষাং যন্নাং ক্রমেণ মৃৎ বারিভিঃ চ বারিণা শুদ্ধিঃউক্তা ॥৩১॥৩২॥ (৪২)

(৪১) অপরের খোদিত জলাশয় যদি যজ্ঞাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহাতে স্নান ও পূজাদি করা নিষিদ্ধ। এই প্রকার জলাশয়কে স্বখাদ করিবার অভিপ্রায়ে কতকটা মৃত্তিকা গর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত করিবার নিয়ম আছে। জলাশয়ের খাদ রক্ষাই ইহার মূলযুক্তি বোধ হয়। দেবখাতং—অকৃত্রিম জলাশয়ঃ, অপৌরুষেয়ং দেবকুণ্ডং ইত্যাদি। যথা—গঙ্গা যমুনা ইত্যাদি নদনদীগণ, ও জ্ঞানবাপী রাধা ও শ্যামকুণ্ডাদি। অথাত দেবনির্ম্মিতং জলাশয়ঃ।

(৪২) এই দ্বাদশটী মলামধ্যে মেদ ও মজ্জা অনেকে প্রতিশব্দ বলিয়া মনে করেন।

২টী শ্লোকের বঙ্গার্থ।

মেদ, শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, কর্ণমল, নখ, শ্লেষ্মা, অস্থি, নেত্রমল, ঘর্ম্ম, এই ১২টী মানুষের মলা, মনীষিগণ প্রথমোক্ত ৬টী স্পর্শ করিলে মৃত্তিকা ও জল দ্বারা ও শেষোক্ত ৬টী কেবলমাত্র জল দ্বারা শৌচ সম্পাদন করিবেন।৩১।৩২।

শৌচমঙ্গলনায়াসা অনসূয়াঽস্পৃহা দমঃ।
লক্ষণানি চ বিপ্রস্য তথা দানং দয়াপি চ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ।

শৌচ, মঙ্গল, নায়াস, অনসূয়া, অস্পৃহা, দমঃ তথা দানং অপিচ দয়া (এতানি) বিপ্রস্য লক্ষণানি ॥৩৩॥ (৪৩)

বঙ্গার্থ।

শৌচ, মঙ্গল, অক্লান্তি, হিংসাদ্বেষ রাহিত্য, অলোভ, সংযম, দান ও দয়া এই সমুদায় ব্রাহ্মণের লক্ষণ।৩৩।

মেদঃ—যন্মাংসং স্বাগ্নিনা পক্কং তন্মেদ ইতি কথ্যতে, অর্থাৎ শরীরের মাংস শরীরস্থ অগ্নিদ্বারা পাক হইয়া মেদ প্রস্তুত হয়। এই মাংসপ্রভব ধাতুদ্বারা দেহ রক্ষিত ও বলসমন্বিত হয়। মজ্জা—অস্থিযৎ স্বাগ্নিনা পক্কং তস্য সারো দ্রবো ঘনঃ, যঃ স্বেদবৎ পৃথগ্ভূতঃ স মজ্জেত্যভিধীয়তে। স্থূলাস্থিষু বিশেষেণ মজ্জাত্বভ্যন্তরে স্থিতঃ। অর্থাৎ যে সারভূত দ্রব ধাতুর পরিণতাবস্থায় অস্থি হয়, তাহা শরীরস্থ অগ্নি দ্বারা শোধিত হইয়া স্থূল অস্থি মধ্যে অবস্থান করে, ইহা দ্বারা অস্থি সতেজ ও বলবান্ হয়।

(৪৩) অত্রি মহাশয় নিজেই ৩৪ হইতে ৪১ শ্লোকে এই অষ্ট লক্ষণের অর্থ করিয়াছেন, টীকাকারের পরিশ্রম করিতে হইল না।

ন গুণান্ গুণি নোহন্তি স্তৌতি চান্যান্ গুণা-
নপি।
ন হসেচ্চান্য দোষাংশ্চ সানসূয়া প্রকীর্ত্তিতা ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ।

গুণিনঃ গুণান্ ন হন্তি, অন্যান্ গুণান্ অপিচ স্তৌতি, অন্য দোষান্ চ ন হসেৎ সা অনসূয়া প্রকীর্ত্তিতা ॥৩৪॥ (৪৪)

বঙ্গার্থ।

গুণবানের গুণকে নিন্দা না করা, অপরের গুণকে (সেই গুণ না থাকিলেও) প্রশংসা করা, অন্যের দোষ দর্শনে উপহাস না করাকে অনসূয়া বলে।৩৪।

অভক্ষ্য পরিহারশ্চ সংসর্গশ্চাপ্যনিন্দিতৈঃ।
আচারেষু ব্যবস্থানং শৌচমিত্যভিধীয়তে ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ।

অভক্ষ্য পরিহারঃ চ অনিন্দিতৈঃ চ অপি সংসর্গঃ আচারেষু ব্যবস্থানং ইতি শৌচং অভিধীয়তে ॥৩৫॥ (৪৫)

বঙ্গার্থ।

অভক্ষ্য বস্তু পরিত্যাগ, অনিন্দিত ব্যক্তির সংসর্গ এবং সাদাচারে অবস্থানকে শৌচ বলিয়া থাকে।৩৫।

(৪৪) সাধারণতঃ অপরের গুণে দোষারোপণকে অসূয়া বলিয়া থাকে, অত্রি মহাশয় অর্থ বিস্তার করিয়া বলিলেন যে, অপরের সেই গুণ না থাকিলেও তাহার প্রশংসা করা ও অন্যের দোষ দর্শন করিয়াও উপহাস না করা অনসূয়ার অন্তর্ভুক্ত। আমরা এই প্রকার অযুক্তিকর অর্থের পক্ষপাতী নহি। কৃপণ ব্যক্তিকে দাতা বলা আমরা পাপ মনে করি। অপরের দোষ দর্শনে তাহাকে সাবধান হইতে না বলা অন্যায় মনে করি। এই স্থানে সংহিতাকার সত্যের মাহাত্ম্য ত্যাগ করিয়া সাংসারিকভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।

(৪৫) ভক্ষ্যাভক্ষ্য সম্বন্ধে মনুর ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। মাংস ইত্যাদি কতকগুলি বস্তু দ্বিজাতিদিগের অভক্ষ্য বলা হইয়াছে।

ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে নচ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥
৫৬ শ্লোক, ৫ম অ।

অধিকার অনুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের মাংস, মদ্য ও মৈথুনে দোষ নাই, কারণ প্রাণিদিগের ভক্ষণ, পান ও মৈথুন স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কোন কোন অবস্থায় উক্ত প্রকার কার্য্য ন্যায়ানুগত কিন্তু ব্রহ্মচারী এই সমস্ত বর্জ্জন করিয়া মহাফল লাভ করিয়া থাকেন। দেশবিহিত আচার পরমধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

সম্পাদকস্য

কায়স্থবৈদ্য।

এক শ্রেণীর জাতিতত্ত্ববিৎ আছেন যাঁহারা নিরন্তর কায়স্থবৈদ্য মধ্যে বিদ্বেষবহ্নি প্রধূমিত করিতেছেন। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে বাবু উমেশচন্দ্র দাসগুপ্ত একজন যোগ্য ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁহার ২৲ দুই টাকা মূল্যের কায়স্থের প্রতিকূল পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বিক্রীত হইতেছে। কায়স্থজাতির সংখ্যা দ্বাদশ লক্ষের অধিক, বৈদ্যের সংখ্যা এক লক্ষের কম। কায়স্থজাতির স্বপক্ষে অনেকগুলি পুস্তক পুস্তিকা বাহির হইয়াছে, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা (মূল্য ।৵০ ছয় আনা) ভিন্ন আর কাহারও পুস্তক বা পুস্তিকা দ্বিতীয় সংস্করণে পদার্পণ করিয়াছে বলিয়া আমি অবগত নহি। ইহার দ্বারাই বুঝা যাইতেছে কায়স্থের নিন্দা শুনিতে এদেশে যতগুলি লোক উৎকর্ণ হইয়া আছে, কায়স্থের সপক্ষের কথা শুনিতে দেশে তেমন আগ্রহ নাই। আর ইহার দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যদিও বৈদ্য কায়স্থের দশমিকাংশ তথাচ তাঁহাদের মধ্যে আত্মসম্মান বোধ, ঐক্য, স্বজাতিবৎসলতা কায়স্থাপেক্ষা দশগুণের অনেক অধিক।

পক্ষান্তরে কায়স্থগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রায় মধুসূদন বিশারদের অপূর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞান যেমন একদিকে অযথা ব্রাহ্মণগণের তোষামোদে কলুষিত, তেমন অন্যদিকে বৈদ্যনিন্দায় প্রযুক্ত। কিন্তু তাঁহার একথা মনে রাখা উচিত, বৈদ্য সংখ্যায় অল্প হইলেও উন্নতিমার্গে তাঁহারা সকল জাতির অগ্রবর্ত্তী। বৈদ্য কুসংস্কারত্যাগে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, বৈদ্য কার্য্যক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে পাদক্ষেপ করিতে জানে; বৈদ্য স্ত্রী ও পুরুষ শিক্ষায় প্রথম স্থানীয়, বৈদ্য ব্রাহ্মণের অযথা তোষামোদে মত্ত নহে। বৈদ্য সূক্ষ্মতত্ত্ববিৎ; যেমন রোগ চিকিৎসায় তেমন উন্নতিমার্গের কণ্টক অপনোদনে বৈদ্যের ক্ষমতা প্রথমস্থানীয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এসিয়ার শক্তিসকলের মধ্যে যেমন জাপান, হিন্দুজাতিসমূহের মধ্যে তেমন বৈদ্য। আর যেমন আফিংখোর চীন বিপুলদেহ ধারণ করিয়া উন্নতিমার্গে মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছে সেইরূপ এই শূদ্রত্ব-খোর বা দাসত্ব-খোর বঙ্গীয়-কায়স্থজাতি বিপুলদেহ ধারণ করিয়া আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

"অম্বষ্ঠো জারজো বৈদ্য।"

কে হিন্দুসাহিত্যে এই গরল পিয়াইল? ইহা হইতে বৈদ্যের নিকৃষ্ট উৎপত্তি লোকবিশ্বাসে বদ্ধমূল হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ ও বলা হইয়াছে। বৈদ্যেরাও আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ বলিয়া মনে করেন; কিন্তু এই অম্বষ্ঠ ত কায়স্থজাতিরও এক অঙ্গ। কায়স্থপুস্তকাবলীতে যে ৮ বা ১২ প্রকার কায়স্থের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে অম্বষ্ঠ এক প্রকার। অম্বষ্ঠ বলিয়া বৈদ্য যদি নিন্দনীয় হয়, তবে অম্বষ্ঠ কায়স্থ নিন্দনীয় নহে কি? ফলে কায়স্থের উৎপত্তি ও বৈদ্যের উৎপত্তি বিভিন্ন মনে করা ভুল। তবে কায়স্থ একটী সমগ্র ভারতবর্ষীয় বিরাটজাতি, বৈদ্য কায়স্থেরই বঙ্গদেশীয় একটী শাখাজাতি।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যেমন মূলতঃ একবর্ণ, অর্থাৎ আর্য্যবর্ণ; বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও তেমন একবর্ণ, আর্য্যবর্ণ। বংশগতভাবে ইহার কেহ কাহার নিকটে নিকৃষ্ট নহে। যে বিভিন্নতা বা যে উচ্চত্ব নীচত্ব তাহা কেবল ব্যবসায়ের বিভিন্নতা বা উচ্চত্ব নীচত্ব। যাজকসম্প্রদায়ের মধ্যযুগ অর্থাৎ ঋষিযুগের পর হইতে উচ্চত্ব স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে; ক্ষত্রিয়ের রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালনস্বরূপ গুরুতর কর্ত্তব্য হইতে সমাজে অদ্বিতীয় প্রতিপত্তি চলিয়া আসিতেছে; তাহা বলিয়া রোগসময়ে লোকের জীবনরক্ষা, দেশের অর্থবৃদ্ধি করিয়া ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের উপকার করা বিশেষ পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে। বংশগতভাবে ইঁহারা কেহ কাহার কাছে হীন

নহে।* শ্রুতিশাসনবশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য একবর্ণ, আর্য্যবর্ণ; সুতরাং ব্রাহ্মণ বৈশ্য-কন্যায় অম্বষ্ঠের উৎপত্তি স্বীকার করিলেও অম্বষ্ঠ কায়স্থ বা অম্বষ্ঠ বৈদ্য সঙ্করবর্ণ হয় না। মধ্যযুগের অনেক পূর্ব্ব হইতেই আর্য্য-নার্য্যের রক্তসংশ্রবের বহুপ্রমাণ বর্ত্তমান আছে, সে অর্থে ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির দেহে মিশ্ররক্তের গন্ধ পাওয়া যায়, তাহা কেবল বৈদ্য ও কায়স্থের বিশেষত্ব নহে। ভিন্নক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব খণ্ডমন্ত্রের মধ্যে উপলব্ধি হয়; লেখ্যবৃত্তির অনুষ্ঠান বেদসংগ্রহের পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং বৈদ্য কায়স্থের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যাহাদের সমাজ গঠন হইতেছিল, সেই বর্ণভেদশূন্য ঋষিযুগের সম্প্রদায়গুলি বর্ণভেদ স্থাপনের অনেক পরবর্ত্তী সূত্র ও সংহিতোক্ত সঙ্করজাতির মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আমি প্রবন্ধান্তরে করিতেছি। আমার এস্থলে নিবেদন এই যে, কায়স্থ বৈদ্যের উৎপত্তি লইয়া বিদ্বেষপূর্ণ প্রবন্ধ ও পুস্তক দ্বারা জাতীয়-সাহিত্যে গরল সঞ্চয় করিয়া রাখা, আমাদের কাহারও পক্ষে ভবিষ্যতের মঙ্গলজনক নহে। এজন্য আমরা এই প্রবন্ধে কায়স্থ বৈদ্যের অনতিদীর্ঘকাল পূর্ব্বে যেরূপ প্রীতিপ্রসন্নভাব বঙ্গীয়সমাজে বর্ত্তমান ছিল, তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছি।

১। রাজা রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদার। কৃষ্ণজীবন মালখানগরনিবাসী দেবিদাস বসু কানগোর অধীনে কার্য্য করিতেন।

২। মহারাজ চাঁদ রায় ও কেদার রায় সুবিখ্যাত দেববংশীয় কায়স্থ। তাঁহারা দ্বাদশ-ভূঁয়ার অন্তর্গত। নপাড়ার বৈদ্য চৌধুরী জমিদারদিগের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন ভাগামন্ত রায়; তিনি কেদার রায় হইতে জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৩। বরিশাল জেলার কীর্ত্তিপাশার বৈদ্য জমিদারেরা সেনবংশ, শক্রগোত্র। তাঁহারা রায়েরকাঠির দক্ষিণরাঢ়ীয় সেনবংশীয় বাসুকি গোত্রের কায়স্থ জমিদার শ্রীরাম সেনের বংশোদ্ভব ছত্রাজিৎ সেনের চাকরী করিতেন। এই বৈদ্য সেনবংশীয়গণের আদিপুরুষ রাজারাম সেন; তাঁহার পুত্র নবকৃষ্ণ সেন, তৎপুত্র রামকৃষ্ণ সেন, তৎপুত্র প্রসন্নকুমার সেন, তৎপুত্র রোহিণীকুমার সেন। ইঁহারা এক্ষণও রায়েরকাঠির জমিদারদিগের প্রদত্ত মহাত্রাণ ভোগ করিয়া থাকেন।

৪। উত্তররাঢ়ীয় চাঁচড়ার রাজাদের দ্বারস্থ কবিরাজ ছিলেন কবিকণ্ঠমণি, ধন্বন্তরী গোত্র ও কুলীন। চাঁচড়ার রাজারা তাঁহাকে মুন্সী আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। সেনহাটীর প্রসিদ্ধ গুরুপ্রসাদ মুন্সী কবিকণ্ঠমণির সন্তান। শুনা যায় চাঁচড়ার রাজারা সেনহাটীর কুলীন বৈদ্যদিগকে পূর্ব্ববাঙ্গলার রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতির সহিত যৌনসম্বন্ধ স্থাপনে বিরত রাখিয়াছিলেন।

৫। খুলনার অন্তর্গত খড়ড়ীয়া পরগণার জমিদার (বৈদ্যের মধ্যে প্রধান কুলীন) বিষ্ণুদাসের সন্তানেরা। তাঁহারা মহারাজ প্রতাপাদিত্য গুহের তহশীলদারী কার্য্য করিতেন। যে সময়ে মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রতাপাদিত্য ধৃত হইয়া যান, কিংবদন্তী সেই সময়ে তিনি তাঁহাদিগকে জমিদারীর কতকাংশ দিয়া যান।

৬। ইট্নার কুলীন বৈদ্যবংশের আদিপুরুষ আদিত্য সেন। ইনি মকিমপুর পরগণার মাজুল জমিদার রাহাদিগের অধীনে চাকরী করিতেন। অদ্যাপি রাহাবংশের দত্ত মহাত্রাণ তাঁহার বংশে ভোগ করিতেছে।

৭। কোটালীপাড়ার মাজুল জমিদার বৈদ্যবংশীয় করেরা; ইহারা নিদানপ্রণেতা মাধব করের সন্তান। কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রের কায়স্থ আদিত্যবংশীয় রাজগণের দ্বারস্থ কবিরাজ ছিলেন, এই বৈদ্য করবংশ।

ভূলুয়া তেলীহাট্যাঞ্চ শূরাদিত্য নৃপদ্বয়ং।

কোটালীপাড়ের বৈদ্যজমিদারেরা আদিত্যবংশ দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন।

৮। পাঁচচরের বৈদ্যেরা সেনবংশ। ইঁহারা বৈকুণ্ঠপুরের মাজুল জমিদার বঙ্গজ সোমবংশীয় কায়স্থদিগের গোমস্তা কর্ম্মচারী ছিলেন।

৯। তেওতার বৈদ্য জমিদারেরা দিনাজপুরের কায়স্থ রাজবংশের কর্ম্মচারী ছিলেন।

১০। পাঁচকানি নিয়োগীবংশীয় বৈদ্যগণ, নীলপুরের ঘোষ বাবুদের কর্ম্মচারী ছিলেন।

১১। কালিয়ার বিখ্যাত ও উন্নতিশীল বৈদ্যগণ নড়ালের কায়স্থ দত্ত জমিদারদিগের অধীনে নানাবিধ কার্য্য করিতেন।

১২। ভুলুয়ার রাজারা শূরবংশ, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ভুলুয়ার বৈদ্যগণ তাঁহাদের অধীনে কেহ চিকিৎসক, কেহ কর্ম্মচারী ছিলেন।

১৩। সোণারগাঁয়ের বৈদ্য জমিদারেরা হাড়িয়াগ্রামনিবাসী কায়স্থ রায় চৌধুরীগণের কর্ম্মচারী ছিলেন; সেইরূপ আমীনপুরের বৈদ্যগণ গোবিন্দপুর পরগণার মাজুল কায়স্থ জমিদারদিগের চাকরী করিতেন।

১৪। আন্দুলের করবংশীয় কায়স্থ জমিদারদিগের অধীনে অনেক বৈদ্য কর্ম্মচারী ছিলেন। ইহারাই চুঁচড়া, পাঁচগাছি, দিগড়া শুপ্তিপাড়ার বৈদ্যগণের আদিপুরুষ।

১৫। বরিশাল জেলার উজীরপুরের বৈদ্যগণ তৎস্থানীয় সিংহবংশীয় কায়স্থ জমিদারদিগের প্রতিপালিত। এই সিংহবংশীয় কায়স্থেরা চন্দ্রদ্বীপরাজ প্রতাপাদিত্যের জামাতা রাজা রামচন্দ্রের জনৈক মাল (বীর) রামমোহন মালের বংশধর।

আমি এই সংবাদগুলি বরিশালের বৃদ্ধ ও অবসরপ্রাপ্ত উকীল বাবু হরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মুখে যেমন শুনিয়াছি তেমন নোট করিয়া রাখিয়াছিলাম। কায়স্থবৈদ্যের অবনতির জন্য ইহা প্রকাশ করিলাম।

ইহার দ্বারা বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়, এ দেশের কায়স্থ ভূস্বামীগণ যে বৈদ্যদিগের দ্বারা প্রভূত উপকারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই এবং বৈদ্যগণের প্রতি তাঁহাদের আচরণও সৌহার্দ্দপূর্ণ ছিল। কায়স্থগণের জমিদারীগুলি যেমন লোপ হইতেছিল, বৈদ্যগণও তাহার কতকগুলি জমিদারী তাহাদিগের নিকট হইতে পাইতেছিলেন। কায়স্থগণের পতনাবস্থা ও বৈদ্যগণের উদীয়মান অবস্থার সঙ্গে অনেকটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, কিন্তু এই বৈদ্যগণ কায়স্থেরই একাঙ্গ, ইহাতে বর্ত্তমান কায়স্থজাতির কোন হিংসার কারণ থাকিতে পারে না। সেইরূপ এই লিষ্ট হইতে বেশ অনুভব করা যায় যে; এদেশের জমিদারীগুলি প্রায়শঃ গৌড়ীয় কায়স্থদিগের ছিল, তাহাদের পতনাবস্থার সহিত কুলীন কায়স্থগণের উদীয়মান অবস্থার নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে তজ্জন্য কি কায়স্থগণ যেমন স্বজাতি বৈদ্যের সহিত একটা বিবাদের সূত্রপাত করিয়া লইয়াছেন

সেইরূপ কুলীনমৌলিকে নূতন বিবাদসৃষ্টি করিয়া তুলিবেন? আমরা এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধির বড়ই বিপক্ষাচারী। এইজন্য কায়স্থবৈদ্য-সাহিত্যে বিদ্বেষের চিহ্ন দেখিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত হইতেছি। বিশেষতঃ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রজ্ঞার এরূপ অযথা অপচয় নিতান্তই মর্ম্মন্তুদ হইয়া উঠিতেছে।

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

মদালসা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)।

মহাকীর্ত্তিমান্ মহাত্মা রাজপুত্র ঋতধ্বজ এইরূপ মহাসুখে কিয়দ্দিন অতিবাহিত করিলে পর একদিন পিতা তাঁহাকে সাদর আহ্বান-পূর্ব্বক বলিলেন, "পুত্র, এখনও পাপবৃত্তি-পরায়ণ পাপ-যোনি শত শত অসুর ধর্ম্মধ্বংস তাপসদিগের তপোবিঘ্ন উৎপাদনার্থ পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিতেছে; অতএব তুমি তোমার দেবদত্ত অশ্ববরে আরোহণ করিয়া তাহাদের দমন কর। যেকাল পর্য্যন্ত ধরিত্রীদেবী সম্পূর্ণরূপে দানবভার-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ না করেন, তাবৎকাল তুমি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জ হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন কর। দেবতারা যে জন্য তোমাকে সর্ব্বসুলক্ষণ অশ্বরত্ন প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই সাধু ইচ্ছা ফলবতী কর।" পরম পিতৃভক্ত-পরন্তপ রাজনন্দন তৎক্ষণাৎ পিত্রাদেশ পরিপালনার্থ তৎপর হইলেন। তিনি প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে দানবদমনার্থ সমগ্র মেদিনী-মণ্ডল পরিক্রম করতঃ মধ্যাহ্নে রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক প্রথমতঃ পিতামাতার পাদ-বন্দনা করিয়া পশ্চাৎ প্রিয়তমা মদালসার গৃহে গমন করিতেন। এইরূপে কুমার প্রত্যহ নিজ কর্ত্তব্য প্রতিপালন ও পবিত্র দাম্পত্যসুখ-সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। রাজপুত্রের এইরূপ অতুলনীয় সুখও স্থায়ী হইল না। একদা তিনি নিজ কর্ত্তব্য-ব্যপদেশে যমুনাতটে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে অদূরে তটিনীতীরে পরম রমণীয় একটী আশ্রম দেখিতে পাইলেন। সেই আশ্রম সর্ব্বপ্রকার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে সুশোভিত, নানাবিধ কলকণ্ঠ বিহঙ্গমের মধুর কূজনে নিনাদিত, বেদগানে মুখরিত এবং হোমানল নিঃসৃত সুগন্ধে আমোদিত বোধ হইতে লাগিল। কুমার দেখিলেন সেই শান্ত-রসাস্পদ আশ্রমে হেমপেঙ্গলকলেবর, জটাভার সমন্বিত, রুদ্রাক্ষ-বিভূতি-বিভূষিত শ্বেতকেশশ্মশ্রুশোভিত এক ঋষি তপস্যায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। সেই ঋষি-বেশধারী ব্যক্তি যে বিকসিত কুসুমরাশি নিম্নে আশীবিষ মহোরগের ন্যায়, তৃণাচ্ছাদিত গভীর কূপের ন্যায়, বিষপূর্ণ পয়োমুখ কুম্ভের ন্যায় কপটাচার ছদ্মবেশী দানব,—তাহা ত কুমার জানিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিতে

পারিলেন না যে তাঁহার পরমশত্রু পাপাত্মা পাতালকেতুর সহোদর তালকেতু তাঁহারই হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার অভিপ্রায়ে নিজ দেশ, বাসস্থান এবং বাসভূমি পরিত্যাগ করতঃ এই ছদ্মবেশে তথায় অবস্থিতি করিতেছে। তিনি শ্রদ্ধা, সম্মান ও বিনয়ের আকর;—তিনি ঐ পাপিষ্ঠ ছদ্মবেশীকে পূতাত্মা কোন ঋষি মনে করিয়া যথোপযুক্ত শিষ্টাচার সহকারে আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। কপটী দৈত্যাধম ভ্রাতৃবধবৈর স্মরণপূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইল। পাপাত্মা স্মিত-মুখে কুমারকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বলিল "রাজকুমার,—আমি নিতান্ত দরিদ্র ঋষি;—আমার বহুপুণ্যফলেই তাদৃশ ধর্ম্মশীল ধর্ম্মাত্মা আমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মজ্ঞ,—আমি ধর্ম্মার্থ একটী যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ প্রায়ই বিফল হইয়া থাকে। অর্থ ভিন্ন আমার সেই যজ্ঞ সম্পন্ন হইবার নহে,—অথচ আমার একান্ত অর্থাভাব; সেই জন্যই আমি আমার অভীপ্সিত ধর্ম্মানুষ্ঠানটী করিতে পারিতেছি না। আপনার উদারতা ও দান-শৌণ্ডতা জগদ্বিখ্যাত;—আপনার গলদেশে নানাবিধ রত্নখচিত ঐ যে বহুমূল্য সুবর্ণহার শোভা পাইতেছে, ঐ হার আমাকে দান করিলে আমার ধর্ম্মরক্ষা হয় এবং আপনারাও তজ্জন্য অতুলনীয় যশঃ এবং অবর্ণনীয় পুণ্য সঞ্চয় হয়।" বীরপুরুষদিগের হৃদয় স্বভাবতঃই অতিশয় সরল ও উদার,—মহাত্মা ঋতধ্বজের ত কথাই নাই। তিনি তপস্বীর এই প্রার্থনায় আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া ঐ কণ্ঠহার পাপাত্মাকে প্রদান করিলেন। দুষ্ট দানব আপাত মধুর নানাবিধ বঞ্চনাবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে ঐ রত্নালঙ্কার গ্রহণ করতঃ পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, "মহাত্মন্,—আপনার এই অমানুষী কৃপায় আমি কৃতার্থ হইলাম;—আপনার দয়ায় আমার ধর্ম্মরক্ষা হইল। এক্ষণে আরও একটু কৃপা ভিক্ষা চাহিতেছি;—আমি এই স্রোতস্বিনী সলিলে মগ্ন হইয়া বারিপতি বরুণের স্তব করিব,—যে পর্য্যন্ত আমি প্রত্যাগমন না করি,—আপনি সাবধান হইয়া আমার আশ্রমটী রক্ষা করুন। রাজকুমার ছদ্মবেশীর এই প্রার্থনায় অঙ্গীকার করিলেন এবং সেই বঞ্চক যমুনাজলে নিমগ্ন হইল। রাজকুমার এদিকে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে সাবধানে সেই মায়াবীর মায়াময় আশ্রম রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দুরাত্মা দানব পূর্ব্বর্ণিত তপস্বিবেশে মহারাজ শত্রুজিতের রাজভবনে উপস্থিত হইলে রাজা তাহাকে প্রকৃত মহর্ষি মনে করিয়া যথাবিধি সসম্মান অভ্যর্থনা করতঃ চিরাচরিত প্রথানুযায়ী অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। পাপিষ্ঠ যখন দেখিল যে তাহার সম্মুখে রাজা, মহিষী, এবং রাজবধূ মদালসা উপস্থিত। তখন সে রাজপুত্র প্রদত্ত সেই বহুমূল্য কণ্ঠভূষণ বাহির করিয়া কপট শোকাচ্ছন্ন গদ্‌গদ বচনে বলিতে লাগিল, "অহো! দারুণ বিধাতা আমার অদৃষ্টে এই কঠোর শাস্তিবিধান করিয়াছিলেন! হায়! একথা বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, তথাপি উপায় কি? আপনারা শ্রবণ করুন,—মহাবীর কুমার সদৃশ কুবালয়াশ্ব তাঁহার নিয়মমত আমার আশ্রমোপকণ্ঠে কতিপয় দৈত্যপীড়িত তপস্বীকে রক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় সহস্র সহস্র অসুর একে-

বারে কুমারকে আক্রমন করিল। তিনি অসুর পরিবেষ্টিত ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের ন্যায় মহা-বিক্রমে অগণ্য অরাতির বধসাধন করিতেছেন, এমন সময় সহসা কোন এক দুষ্টাশয় দৈত্যাধম মায়ার সাহায্যে কুমারের বিশাল বক্ষোদেশে নিশিত শূল প্রহার করিল এবং মহাসর্প যেমন সবেগে নিজ বিবরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ঐ শানিত শূল কুমারের বক্ষে প্রবেশ করিল। কুলিশ কঠোর শূলাঘাতে তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং হৃদয়ভেদ-জনিত দারুণ যাতনায় অধীর হইয়া বারম্বার ভূলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন! কিন্তু মহারাজ,—আপনাদের প্রতি তাঁহার কি অনুপম প্রেম! সেই ম্রিয়মাণ অবস্থায় তিনি নিজ কণ্ঠদেশ হইতে এই মহার্হ হার উন্মোচনপূর্ব্বক আমার হস্তে প্রদান করতঃ করুণস্বরে কহিলেন, 'ঋষি প্রবর, আপনি কৃপা করিয়া এই কণ্ঠ-ভূষণ পিতামাতার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া আমার বার্ত্তা বলিবেন।' আহা! তাঁহার সেই কাতর কণ্ঠস্বর এখনও যেন আমার কর্ণ-কুহরে ধ্বনিত হইতেছে! অজস্র রক্তস্রাব বশতঃ কুমার ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইয়া অবশেষে চরমগতি লাভ করিলেন। তাঁহার এই দুর্দ্দশা দৃষ্টে তাঁহার প্রিয় অশ্ববর অশ্রুপূর্ণলোচনে পুনঃ পুনঃ আর্ত্তস্বরে হ্রেষারব করিতেছিল; কঠোরকর্ম্মা মায়াবী দানব সেই তুরঙ্গমকেও লইয়া গিয়াছে। আমরা স্বভাবতঃ সত্ত্বগুণশীল অহিংসাপরায়ণ তপস্বী;—সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও আমরা সেই দানবের কোন দণ্ডবিধান করিতে পারি নাই; কিন্তু মহারাজ,—কুমারের পবিত্রদেহের কোনরূপ অমর্য্যাদা হয় নাই;—আশ্রমবাসী ঋষিগণ যথাশাস্ত্র শবের শেষকার্য্য করিয়াছেন। হায়! আমি অতিশয় দুষ্কৃতকারী,—সেইজন্যই আমাকে সেই নিদারুণ দৃশ্য দেখিতে হইল ও সেই হৃন্মর্ম্মভেদিনী বার্ত্তা আপনাদিগের নিকট বলিতে হইল! আপনারা ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, মহাধার্ম্মিক,—এক্ষণে যথাকর্ত্তব্য করুন, আমি বিদায় হই।" এই কথা বলিয়া, আর কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই ছদ্মবেষী প্রস্থান করিল।

এই সর্ব্বনাশকর সংবাদে মহারাজ শত্রুজিতের শুদ্ধান্তপুরে শোকের যে কি তুমুল ও বিষম বাত্যা উত্থিত হইল, কে তাহার বর্ণনা করিতে পারে? এই হৃদয়-মর্ম্মচ্ছেদক সমাচার শুনিয়া রাজা, রাজ্ঞী ও বধূ সকলেই মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর সেবকসেবিকাগণের সেবাশুশ্রূষায় এবং রাজ-বৈদ্যগণের চিকিৎসা কুশলতায় রাজা ও রাজ্ঞী প্রকৃতিস্থ হইলেন কিন্তু পতিগতপ্রাণা মৃদ্বঙ্গী মদালসার মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না! স্বামী-বিয়োগ-বার্ত্তা কর্ণকুহরে প্রবেশ-লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার পতিগত প্রাণ যেন স্বর্গত স্বামীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল! কোমলাঙ্গীর কমল-কোমল কলেবর ছিন্নমূল হেমলতার ন্যায় পড়িয়া রহিল! রাজা ও রাজ্ঞী বধূর এই অদ্ভুত ও অশ্রুতপূর্ব্ব সহমরণ প্রত্যক্ষ করিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্যবিৎ রাজা স্থিরচিত্তে পরিজনবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমরা আর রোদন করিও না! আমি তোমাদের আমার নিজের এবং আর সকলেরই সম্বন্ধের অনিত্যতা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। বল দেখি, আমি কাহার জন্য শোক করিব? আমি কি অগ্রে পুত্রের জন্য শোক করিব?—অথবা বধূর নিমিত্ত অগ্রে শোক করিব? সবিশেষ বিচার করিয়া আমি বেশ বুঝিয়াছি,—ইহারা উভয়েই স্ব স্ব কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সাধন করিয়াছেন। অতএব ইহাদের কাহারই জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আমার প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র যে আমার আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ও ঋষিতপস্বিগণের রক্ষার জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিলেন,—তাঁহার জন্য কি শোক করা উচিত? এ দেহ নিতান্তই ভঙ্গুর—অবশ্যই যাইবে,—শতসহস্র চেষ্টাতেও যাহাকে কেহ কদাপি রক্ষা করিতে পারে না,—আমার পুত্র যদি ব্রাহ্মণরক্ষার নিমিত্ত তাহা উৎসর্গ করিয়া থাকেন, তাহা কি পুণ্যের অভ্যুদয়ের ও গৌরবের পরিচায়ক নহে? আর আমার বধূ—মা মদালসা; তিনি যেমন সৎকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন,—যে পুণ্যফলে অনুরূপ প্রিয়তম পতিলাভ করিয়াছিলেন,—সেই যশঃপরিব্যাপ্ত পুণ্যশ্লোক স্বামীর সহমৃতা হইয়া নিজ পিতৃকুলের সম্মানরক্ষা এবং আমাকে রক্ষা করিলেন। স্বামী ব্যতিরেকে সাধ্বী স্ত্রীর জীবনে ফল কি? যদি ইনি ভর্ত্তৃবিয়োগ সহ্য করিয়া জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি আমাদের, তোমাদের, অধিক কি পৃথিবীর তাবৎ দয়াশীল ব্যক্তির শোচনীয়া হইতেন। কিন্তু ইনি যখন ভর্ত্তার মৃত্যু-সংবাদ শুনিবামাত্র সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার অনুমৃতা হইয়াছেন, তখন কিরূপে তিনি বিদ্বানগণের শোকের বিষয় হইতে পারেন? যে সকল হতভাগিনী স্বামী-বিরহ সহ্য করে, তাহারাই শোচনীয়া;—যাহারা সহমৃতা হয়, তাহারা কখনই শোচনীয়া নহে। এই সৌভাগ্যশালিনী গন্ধর্ব্ববালাকে পতিবিরহ ক্লেশ আদৌ অনুভব করিতে হইল না! ধন্য, ধন্য এই পতিপ্রাণা ললনারত্ন! ফলতঃ কুমার, বধূ, রাজ্ঞী অথবা আমি,—আমাদের কেহই শোচনীয় নহি। মহামতি ঋতধ্বজ ব্রাহ্মণরক্ষার্থ প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ঋষিগণের, আমার এবং ধর্ম্মের নিকট অঋণী হইয়াছেন। তিনি যে তপস্বিগণের রক্ষা করিতে গিয়া সম্মুখ সংগ্রামে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন,—ইহাতে তাঁহার মাতার সতীত্ব, মদীয় বংশের পবিত্রতা, আমার গৌরব এবং তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যের মহিমা বিঘোষিত হইয়াছে।"

ভর্ত্তার এবম্প্রকার জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনঃস্বিনী মহিষী মৃদুমধুর অথচ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "রাজন্, আমার পুত্র মুনিগণের পরিত্রাণ করিতে গিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া আমি যেরূপ প্রীতিলাভ করিয়াছি, আমার মাতা অথবা ভগিনীদিগের অদৃষ্টে সেরূপ প্রীতিলাভ ঘটে নাই। যে সকল মানব নানাপ্রকার ব্যাধি বা জরা জর্জ্জরিত হইয়া, শোকার্ত্ত পুত্র, মিত্র, কলত্রাদির সম্মুখে দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদিগের জননীর পুত্র-প্রসব-ক্লেশ ভোগ বৃথা! আর যাহারা গো এবং ব্রাহ্মণের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া নির্ভয়ে যুদ্ধ করতঃ শস্ত্রের আঘাতে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদেরই জন্ম সফল, তাহারাই মানুষ,—তাহাদের জননীর-ই "জননী" নাম সার্থক। যে ব্যক্তি অর্থী, মিত্রবর্গ অথবা শত্রুসমূহ,—কোন পক্ষেই কখন বিমুখ হয় না, তাহার পিতাই প্রকৃত পুত্রবান্

এবং তাহার জননীই বীরপ্রসূ। আমার বিশ্বাস, পুত্র সম্মুখ সংগ্রামে শত্রুজয় অথবা প্রাণ-ত্যাগ করিলেই স্ত্রীলোকের গর্ভধারণ-যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ সফল হইয়া যায়।"*

প্রিয়তমা মহিষীর মুখে এইরূপ তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া রাজা শোকার্ত্ত প্রাণে শান্তিলাভ করিলেন। অনন্তর তিনি যথাশাস্ত্রানুসারে পুত্রবধূর অন্তিমসংস্কার ও পুত্রের উদকক্রিয়া নিষ্পন্ন করাইলেন। রাজা ও রাণী অতঃপর নির্লিপ্তমনে নিজ নিজ কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের সুখের রাজা ও হাস্যময়ী রাজধানী কুমার এবং মদালসার বিরহে ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

* সদ্যঃ শোকসন্তপ্ত হৃদয় রাজদম্পতীর এই প্রকার জ্ঞানময়ী বাণী বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য সন্দেহ নাই। আমাদের জীবন যে কর্ত্তব্যসাধন জন্য,—পরার্থে উৎসর্গ করিবার জন্য,—এবং নিজ ভোগসুখ সাধন জন্য নহে এই মহান্ তত্ত্ব আমাদের সর্ব্বথা শিক্ষনীয় নহে কি?

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরলোক দর্শন।

বর্ত্তমান বর্ষের জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় নব্যভারতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আত্ম-জ্ঞানশীর্ষক প্রবন্ধে লিখিতেছেন—"চৈত্র মাসের নব্যভারতে স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবুর লিখিত একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তৎপরে বৈশাখ মাসে রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত আর একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এখন বর্ত্তমান সংখ্যায় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত আর একটী প্রবন্ধ বাহির হইল। অর্থাৎ আমাকে মিডিয়ম্ করিয়া উক্ত মহাত্মা ইহা লিখিয়াছেন অধিক আর কি বলিব।"

বিগত চৈত্রমাসের নব্যভারতে উক্ত নগেন্দ্র বাবু লিখিতেছেন—"আমি কথা বলিবার মিডিয়ম্ হইয়াছি, ইহা ভিন্ন আমি পরলোকবাসিদিগকে দেখিতে পাই। কিন্তু দেখা অপেক্ষাও তাঁহাদের কথা শুনিবার শক্তি আমার অধিক। আত্মারা আমার নিকট আসিয়া কোন কথা বলিলে আমি তাহা শুনিতে পাই। এমন কি তাঁহারা পরস্পরমধ্যে কথা কহিলেও আমি তাহা শুনিতে পাই। আত্মারা সঙ্গীত করিলে আমি তাহা শুনিতে পাই। সঙ্গীতের সুর ও কথাগুলি দুই বেশ শুনিতে পাই। এইজন্য আমি আত্মাদের নিকট এই প্রস্তাব করিলাম যে, তাঁহারা আমাদ্বারা কোন প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন। তাঁহারা এই কথা শুনিয়া আমাদ্বারা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখিতেছেন। আমার স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণী উপাসনা বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। স্বর্গগত ভবানীপুরের হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় যিনি হিন্দু পেট্রিয়াট পত্রের প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন, তিনি ইংরেজী ভাষায় একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। Religious basis of national Reformation. স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে একখানি গ্রন্থ লিখিতেছেন। ইহা ভিন্ন স্বর্গগত শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে উপন্যাস রচনা বিষয়ে নূতন যুগ উপস্থিত করিয়াছেন, তিনি আত্মজ্ঞান বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধটী নব্যভারতের পাঠকবর্গের পাঠের জন্য নিম্নে প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধের গুণাগুণ সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না। পাঠকবর্গ সে বিষয়ে বিবেচনা করিবেন। তবে ইহাই বলা বিশেষ আবশ্যক যে, এই প্রবন্ধের সঙ্গে আমার এই মাত্র সম্বন্ধ যে, বঙ্কিমবাবুর আত্মা আমাকে বলিয়াছেন আমি শুনিয়া লিখিয়াছি। শ্রুতি-লিপি (Dictation) লেখার মত আমি উহা লিখিয়াছি। যাহা শুনিয়াছি অবিকল তাহা লিখিয়াছি। এই প্রবন্ধের একটী বর্ণও আমার নহে। পরমেশ্বরের কৃপায় আমি এই প্রকার মিডিয়ম্ শক্তি লাভ করাতে পরলোকবাসী মহাত্মারা আমাদ্বারা অনেক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহার চরণে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি।"

বিগত চৈত্র মাস হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রবন্ধ পরলোকবাসী মহাত্মাগণ নগেন্দ্রবাবু দ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিয়া সাহিত্যিক জগৎ মধ্যে একটা বিষম হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। আর্য্যঋষিগণ ইহলৌকিক শাস্ত্র অনন্ত, মানুষের জীবনকাল

স্বল্প বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন, এইক্ষণ যদি পরলোকে, নির্জ্জনে, মহাজ্যোতি মধ্যে শ্রীভগবানের পদতলে বসিয়া পরলোকগত আত্মা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তবে কলিকালের স্বল্পায়ু লোকদিগের উপায় কি? স্মরণাতীতকাল হইতে এ পর্য্যন্ত পরলোক ও ইহলোক মধ্যে যে ব্যবধান পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহার সংকীর্ণতা কেহই করিতে পারেন নাই। এই সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হইয়াছে ও হইতেছে। যে স্থানে পরলোককে ইহলোকে আনয়নের চেষ্টা করা হইয়াছে, সেই স্থানেই প্রবঞ্চনা, অথবা মস্তিষ্কের বিকৃতি প্রকাশ হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবুর বর্ত্তমান চেষ্টা যে প্রবঞ্চনামূলক, ইহা আমরা বলি না কারণ তাঁহার অতীত ধর্ম্মজীবন ইহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে কিন্তু ইহা যে মানবস্বভাবের বিকৃতি তৎপ্রতি কোনও সন্দেহ নাই। একটু চিন্তা করিলেই, প্রতিভার পাঠকগণ দেখিবেন যে, পরলোকের সহিত আমাদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কোনও মতে প্রার্থনীয় নহে। আমরা সসীম-জীব অন্তর্জ্জগতে কি বহির্জ্জগতে আমাদিগের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, তাহাতেই আমাদিগের সুখ ও দুঃখ সীমাবদ্ধ। পরলোকের ন্যায় একটা অসীম রাজত্বে আমরা যদি প্রবেশ করিতে পারি, তবে আমাদিগের সুখ ও দুঃখের সীমা থাকিবে না। বঙ্কিমবাবুর আত্মা নগেন্দ্রবাবুর শ্রুতিলিপি দ্বারা বলিতেছেন—(নব্যভারত ১৩১৭ সনের চৈত্র সংখ্যা ৭৫৪ পৃষ্ঠা) "আমি কোথায় যাইব? গমাস্থান কোথায়, কেহই বলিতে পারে না। সপ্তমলোকে এখন আছি, পরে অষ্টম, নবম করিয়া শেষ কোথায় কেহ বলিতে পারে না। যিনি লইয়া যাইতেছেন তিনিই

জানেন। আমার জানিবার সাধ্য নাই, আমি পথের পথিক। আমাদের দেশের লোক মনে করে আবার জন্ম হইবে। তাহাও ত ভাল করিয়া বুঝিলাম না, সকলেই অন্ধকার, ইহার আগে কোথায় ছিলাম, এ জন্মের আগে কি আর জন্ম ছিল? দেশের লোকে ত তাহাই বলে। কিছুই বুঝি না। কে বুঝাইবে? যিনি জানেন তিনি এ বিষয়ে কোন কথা কন না। একেবারে চুপ, তবে আর উপায় কি? আমার আর কে আছে। যিনি থাকিবার তিনিই আছেন। কিন্তু কই, তাঁহার সঙ্গে ত দেখা হইল না। * * * কেবল বসিয়া বসিয়া কাঁদি।" ইত্যাদি। এই সকল মনের ভাব কি বঙ্কিমবাবুর না ব্রাহ্ম নগেন্দ্র বাবুর। ব্রাহ্মগণ পূর্ব্ব ও পরজন্ম মানেন না, তাঁহাদিগের মতে আত্মা অমর কিন্তু জন্মধারণ করেন না। অথচ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ না করিয়া অষ্টম হইতে নবম ও নবম হইতে দশম ইত্যাদি ঊর্দ্ধস্তরে আরোহণ করেন। সূক্ষ্মদেহে, অর্থাৎ বায়বীয়, জলীয়, আগ্নেয়দেহে কি কর্ম্ম করা যায়? সে কর্ম্ম কি প্রকার? বঙ্কিমবাবু বলিতেছেন যে, তিনি সপ্তম লোকে আছেন, তাঁহার মতে সপ্তম লোক ত বৈকুণ্ঠ, যে স্থানে শ্রীভগবানের সহিত অনন্ত মিলন, অর্থাৎ নির্ব্বাণ। এই লোকে গমন করিয়া বঙ্কিম-বাবুর আত্মা বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছেন, সকল দিক অন্ধকার দেখিতেছেন, এই সকল কি বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ বাক্য নহে।

আমরা যখন কলিকাতা প্রেসিডেন্সীকলেজে পড়িতাম তখন সময়ে সময়ে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীতে প্লান্‌চেটে—আত্মার আবির্ভাব সম্বন্ধে, সান্ধ্য বৈঠক হইত। আমরা দুই একবার তথায় গিয়াছি। কেশববাবু প্রতাপবাবু ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্রাহ্ম মহাত্মাগণ উপস্থিত থাকিতেন। একদিন কেশববাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে কহিলেন—প্রতাপ তোমার মনে হয় না কি যে, পূর্ব্বজন্মে আমি যীশুখ্রীষ্ট ছিলাম ও তুমি সেণ্ট্-পউল ছিলে? প্রতাপবাবু উত্তর দিলেন—প্রভু! এ প্রকার আমার মনে হয় না। তখন কেশবচন্দ্র সেন বিরক্তিব্যঞ্জক-স্বরে কহিলেন যে, সয়তান তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে। প্রবন্ধগুলির বিষয় ও ভাষা আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট বোধ হইবে যে, ইহার কোনটীই রাজা রামমোহন রায় কি বঙ্কিমবাবুর হৃদয় হইতে সমুদ্ভূত হয় নাই। ইহা নগেন্দ্রবাবুর নিজের মত ও ভাষা। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় নব্য-ভারতে ডাক্তার অতুলচন্দ্র রায় মহাশয় "একটী জিজ্ঞাসা" শীর্ষক প্রবন্ধে সাধারণের মনের ভাব কতকটা প্রকাশ করিয়াছেন। একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পরলোক সম্বন্ধে একটী কথাও এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধগুলিতে নাই। পরলোকগত আত্মার শরীর কি প্রকার, আহার, বিহার, কার্য্য, সংসর্গ, সৌহার্দ্দ কি প্রকার তাহার বিন্দুমাত্র আলোক আমরা এই প্রবন্ধে পাইলাম না। যদি বাস্তবিক পক্ষে নগেন্দ্রবাবুর সহিত পরলোকের একটী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়া থাকে, তবে তিনি চর্ব্বিত আর তত্ত্ব প্রকাশ না করিয়া "পরলোকতত্ত্ব" প্রকাশ করিলে পৃথিবীর উপকার হয়। প্রবন্ধগুলিতে একটীও নূতন তত্ত্ব আমরা পাইলাম না, সমস্তই চর্ব্বিত চর্ব্বণ। বরং কোন কোন স্থানে যে সকল ভ্রম প্রমাদ দেখিলাম তাহা রাজা রামমোহন রায় কি সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারা হইতে পারে না। এই সকল বিষয় পরে আলোচ্য।

সম্পাদকস্য।

নিবেদন।

সে আজ অনেক দিনের কথা—অতীতের অন্ধতমসাচ্ছন্ন সেই সুবর্ণযুগে, যখন মানব মাত্রেই পরস্পর ভ্রাতৃপ্রেমে সমাবদ্ধ ছিল—যখন এক অপার্থিব সৌহার্দ্দসূত্রে মনুজমণ্ডলী গ্রথিত ছিল—যখন হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার, অভিমান মানবের সমুদার হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই—যখন ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের, উদারতার নামে সংকীর্ণতা, প্রভুত্বের নামে বলবতী স্বার্থপরতা, শাস্ত্রের নামে স্বার্থ—সাধনোদ্দেশ্যে স্বেচ্ছারচিত অসার-গর্ভ শ্লোকসম্ভার-সম্পূরিত অশাস্ত্রের আধিপত্য প্রবেশ হয় নাই, সে দিনের—সেই নিরহঙ্কার, নিঃস্বার্থ, পরার্থপরতা, পরোপকারোৎসর্গীকৃতপ্রাণতা পরিপূরিত যুগের বিষয় সময়-শিরে স্মৃতিপথবর্ত্তী হইলেও প্রাণ এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হয়। সে যুগের নাম বৈদিক যুগ।

তৎপরবর্ত্তী অন্যতম যুগ—পৌরাণিক যুগ। সুন্দর, নিষ্কলঙ্ক, প্রশস্ত ভারতভালে এই যুগেই সর্ব্বপ্রথম সংকীর্ণতার রেখাপাত হয়। সুনীল ভারতভাগ্যগগনে এই সময়েই কাল-মেঘের সূত্রপাত হয়। ভারতীয় আর্য্যগণ এই সময়েই পবিত্র ভ্রাতৃপ্রেমের সুদৃঢ় ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করতঃ তাহাকে নিপাতিত, নির্য্যাতিত ও পর্য্যুদস্ত করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতেই হিংসার আধিপত্য মানবকে সন্ত্রস্ত করিতে থাকে। পরস্পর হিংসা-দ্বেষ, ছোট-বড়, শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট এই ভেদজ্ঞান সেই সময় ভারতের দিক্‌দিগন্ত বিস্তৃত হইয়া ভারতীয় জনগণকে কি এক পূতিগন্ধ সমাকীর্ণ অবস্থায় উপনীত করাইয়া স্বার্থসাধনের প্রকট পন্থা পরিষ্কৃত করিয়া লইয়াছে; যাহার বিষক্রিয়া সেই যে আরম্ভ হইয়াছে আজ পর্য্যন্ত তাহার অবসান হইল না। যাহার ক্লেদ-কর্দ্দমে সিক্ততানিবন্ধন এখনও ভারতীয় নরনারীবৃন্দ গা ঝাড়িয়া উঠিতে পারিতেছেন না। পারিবেন কি না, সুদূর ভবিষ্যতের অজ্ঞেয় সুযোগ ও ভারতবর্ষবাসীকে আর কখনও পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি প্রীতি আনুরক্তি সম্পন্ন করিতে দিবে কি না তাহাও অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকারের বিশালগর্ভে নিহিত।

এই যে ভেদজ্ঞানের তুমুল তুফান তুলিয়া বৈদিকযুগের পবিত্রতা-সরলতা-উদারতাকে কোন্ এক অজ্ঞাত প্রদেশে ভাসাইয়া লইয়া গেল আজ পর্য্যন্ত তাহার সন্ধান হইল না হইবেও না। ফলতঃ সেই যুগের একটী প্রবল তরঙ্গ কায়স্থসমাজকে ওতপ্রোতভাবে আন্দোলিত, আলোড়িত করিয়াছে; এবং সেই তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে এই বিশ্ববিশ্রুত বিরাট বিশাল কায়স্থসমাজ জর্জ্জরিত ব্যতিব্যস্ত ও সন্ত্রস্ত। সে যুগের সেই স্বার্থপরতায় না করিয়াছে কি? সে যুগের সম্প্রদায়বিশেষের প্রাধান্যলাভের বলবতী বাসনায় কায়স্থসমাজকে হীনপ্রভ, নিস্তেজ, নিরুদ্যম, কলঙ্কলিপ্ত করিয়াছে; কায়স্থসমাজের উন্নতশিরে অশনি নিপাতিত করিয়াছে; এমন কি কায়স্থসমাজকে সাধারণের নিকট ঘৃণিত ও অবনমিত করিবার উদ্যোগপর্ব্বের নিদর্শন স্বরূপ স্বকপোলকল্পিত

অসামঞ্জস শ্লোকাবলীর উপন্যাসও শাস্ত্রবক্ষে সন্নিবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের স্বার্থপরতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত অদ্যাপিও প্রদর্শন করিতেছে এবং যতদিন হিন্দুশাস্ত্র বিদ্যমান থাকিবে এই স্বার্থপরতাপূর্ণ প্রক্ষিপ্ত শ্লোক সকলও ততদিন সম্প্রদায়-বিশেষের কায়স্থবিদ্বেষ সর্ব্বসমক্ষে বিঘোষিত করিবে।

এ যুগ উন্নতির যুগ; সুতরাং এ সময় কোন উন্নতজাতিকে মিথ্যার সাহায্যে কোন বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা, স্বেচ্ছায় উপহাস ক্রয় করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বঙ্গের এই অত্যুন্নত, ধনে, মানে, কুলে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে প্রধান একটী জাতিকে হিংসাজাত প্রাধান্য-লাভের বলবতী বাসনা নিগড়ে নিবদ্ধ করিতে চেষ্টা এ যুগে নিশ্চয়ই বাতুলতার পরিচায়ক। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্যশিক্ষা দেশে অনুকূলবায়ু প্রবাহিত করাইয়াছে—স্ব স্ব অধিকার দান করিতেও সর্ব্বথা সচেষ্ট; তাহারই সুধা-ময় ফলে কায়স্থের বর্ত্তমান আন্দোলন এবং তাহারই প্ররোচনায় আজ আমরা সংস্কার গ্রহণের জন্য সচেষ্ট। হিংসানির্মুক্ত হিন্দুশাস্ত্র-সম্ভার তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন কায়স্থ! তুমি শূদ্র নও—ক্ষত্রিয়; কায়স্থ তুমি উপনীত গ্রহণে অধিকারী নও—অধিকার আছে। তজ্জন্যই আজ ন্যূনাধিক ২ শত বৎসর হইতে আমাদের এই জাতীয় আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে এবং আমাদিগকে কথঞ্চিৎ উপকার ও সাফল্যও দান করিয়াছে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন গত সেন্সাস হইতেই আমাদের এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। কিন্তু তাহা নহে প্রকৃতপক্ষে বহুদিন হইতেই ইহা চলিয়া আসি-তেছে এমন কি শব্দকল্পদ্রুম প্রণেতা রাজা রাধাকান্ত দেবের পূর্ব্বপুরুষগণ, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ এবং ১৮১৯ সংবতে পুনার ও বিভিন্ন সময় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও কায়স্থান্দোলন চলিয়াছিল। তবে তখন সুযোগ না থাকায় সেই সেই আন্দোলন দেশব্যাপী হইবার পথপ্রাপ্ত হয় নাই; যেখানে উদ্ভূত সেইখানেই বিলীন হইয়াছে। বর্ত্তমানে দেশে সংবাদপত্রের প্রচলন সমধিক বর্দ্ধিত হওয়ায় আন্দোলনের সুবিধা হইয়াছে মাত্র। গত আদমসুমারীই কায়স্থান্দোলনের সূত্রপাত সময় নহে তবে সুযোগপ্রাপ্ত হওয়ায় ঐ সময় হইতেই বর্দ্ধিতাকার ধারণ করিয়াছে।

কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত তাহা পরশ্রী-কাতর হিংসাপ্রবণ দুই চারিজন গায়ের জোরে স্বীকার না করিলেও বেদ, পুরাণ, সংহিতা, ইতিহাস, নাটক, প্রস্তরফলক, তাম্রলিপি প্রভৃতিতে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত বলিয়াই স্থিরীকৃত ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বঙ্গের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন যখন বলিয়াছেন যে, এ দেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই তখন তদ্রচিত স্মৃতিকে উপেক্ষা করতঃ কেমন করিয়া বলিব যে, ক্ষত্রিয় আছে? উত্তরে এই মাত্র বলিতে চাই যে, বঙ্গে যেসকল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছিলেন অকস্মাৎ তাঁহারা রঘু-নন্দনী মতে কর্পূরের মত কোথায় উড়িয়া গেলেন? বঙ্গের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কি একেবারেই বিলোপ সংসাধিত হইয়াছিল? না তাঁহারা বঙ্গ হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছেন? যদি তাহাই হয় তবে তাঁহারা কোন্ সময় এ দেশ পরিত্যাগ করিলেন? কোন্ দেশেই বা উপনিবেশী হইলেন? আর কেনই বা দেশ-ত্যাগী হইলেন রঘুনন্দন তাহার উল্লেখ করেন

নাই। কেন? তর্কের খাতিরে আমরা বলিব যে, তিনি ঐরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আবার রঘুনন্দনী মত সমগ্র ভারতবর্ষ ত দূরের কথা সমগ্র বঙ্গেও প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই। মাত্র বঙ্গের মধ্যবর্ত্তী কিয়ৎ পরিমিত স্থানের লোকেই রঘুনন্দনী মত মানিয়াছিলেন। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, রঘুনন্দন যে মতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা বঙ্গে তাঁহারই দলভুক্ত কতকগুলি সংকীর্ণ-চেতার জন্য, অন্যের জন্য নহে। তজ্জন্যই তাঁহার দলের মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ ঐ মতানুসরণ করিয়া আপনাদের আধিপত্যের জয় বিঘোষিত করিতেছেন।

স্রোতস্বিনীর স্রোতাবেগ যেমন বালির বাঁধে আটকাইয়া রাখা যায় না, সেইরূপ এই উন্নতির যুগে আপ্ত বাক্যে কাহারও উন্নতির অন্তরায় উপস্থিত করাও অসম্ভব। পাশ্চাত্য শিক্ষালোকপ্রাপ্ত বর্ত্তমানকালে সকলেরই মোহ ঘুচিয়াছে—ভ্রান্তি ঘুচিয়াছে—অধীনতায় আবদ্ধ থাকিবার বাসনা অন্তর্হিত হইয়াছে—শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট অধিকারলাভ করিবার বাসনা বলবতী হইয়াছে—এবং স্বকীয় বর্ণধর্ম্মপালন ও গ্রহণ করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা এখন ব্রাহ্মণেতর যাবতীয় জাতিকেই উন্নতিমার্গে উন্নীত হইবার জন্য তীব্র তাড়না করিতেছে। ফলতঃ এখন আর ধোকা দিয়া, আশ্বাস দিয়া, দুই চারিটা প্রক্ষিপ্ত ও প্রতিকূল শ্লোক উচ্চারণ করিয়া কাহাকেও পশ্চাৎপদ করিবার অধিকার ও ক্ষমতা কাহারও নাই। উন্মীলিত জ্ঞানচক্ষু এখন সকলকেই ভ্রমান্ধকার হইতে সত্য, সুন্দর, সহজ ও সরল পথের পথিক করাইবার জন্য সর্ব্বথা সচেষ্ট। সেই জন্যই বলি, আর বৃথা হিংসার মাত্রা বর্দ্ধিত করিও না, অকারণে সমাজে অশান্তির প্রবল অনল প্রজ্জ্বলিত করিও না। যাহার যতটুকু শাস্ত্রীয় অধিকার, তাহাকে সেই অধিকার লাভ করিতে, ভোগ করিতে দাও, তোমার শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষিত হইবে নচেৎ তোমার শাস্ত্রের নামে কলঙ্ক রটিত হইবে, শাস্ত্র নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া অসারত্বে—অলীকত্বে উপনীত হইয়া হিন্দু-সমাজের সম্প্রদায় বিশেষের স্বেচ্ছাপরতন্ত্রতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিবে।

চিরউন্নত—চিরসম্মানিত বিরাট বিশাল কায়স্থসমাজের উপর বহুদিন হইতেই অত্যা-চার চলিয়া আসিতেছে। কায়স্থ সম্প্রদায় বিনাবাক্যব্যয়ে এতদিন তাহা সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বিধাতার আশীর্ব্বাদে অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় এতদিন পরে কায়স্থের মোহনিদ্রা অপনোদিত হইয়াছে—উৎপীড়নের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের আশা বলবতী হইয়াছে—সমাজের সংস্কার সংসাধিত করিবার বাসনাবীজও অনেকের উর্ব্বর হৃদয়-ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়াছে। সমাজে একতা সংস্থাপিত করিবার জন্যও অনেকানেক উর্ব্বর মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছে। ইহাকে কায়স্থ-সমাজের শুভলক্ষণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই সকল সামাজিক শুভ-সূচনাতেও আমাদের অনেকগুলি অন্তরায় উপস্থিত হইতেছে।

বেদ, স্মৃতি, ইতিহাস ও নাটকাদিতে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত বলিলেও দুই এক-খানি নিতান্ত আধুনিক শাস্ত্রগ্রন্থে কায়স্থকে শূদ্র বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সেই দিনকার রঘুনন্দনী স্মৃতিও কায়স্থকে সচ্ছূদ্র বলিয়াছেন।

যাঁহারা কায়স্থের বর্ণনির্ণায়ক কোন পুস্তকেরই কোনদিন আলোচনা করেন নাই, তাঁহারা মাত্র জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া কায়স্থকে শূদ্র বলিতে চাহেন।

চাকুরীজীবী সাধারণ ব্রাহ্মণগণ উদরান্নের চিন্তায় ব্যস্ততানিবন্ধন শাস্ত্রস্পর্শ করিবারও সময় পান না বা আবশ্যক মনে করেন না; তাঁহারা কায়স্থ যে কোন্ বর্ণভুক্ত তাহা অবগত নহেন অথচ গায়ের জোরে কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া শাস্ত্রশিরে পদাঘাত করিতেও অকুণ্ঠিত।

এই সকল কারণে আমাদের সামাজিক উন্নতির বিঘ্ন হইতেছে। আমরা অশাস্ত্রীয় কিছু করিতেছি না। শাস্ত্রে আমাদের যতটুকু অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে আমরা কেন না তাহা গ্রহণ করিব? সমাজে আমাদের যতটুকু সম্মান আমরা কেন না তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিব? হিন্দুসমাজে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কায়স্থের স্থান যেখানে আমরা অসন্দিগ্ধচিত্তে, বিনাবাক্যব্যয়ে কেন না তৎস্থানে পুনঃ অধিষ্ঠানের চেষ্টা করিব? স্বাধিকার বজায় রাখিতে হইলে, স্বকীয় মান মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, জাতীয় লুপ্ত মর্য্যাদা পুনরুদ্ধার করিতে হইলে কাহারও চোকরাঙ্গানিতে ভয় করিলে চলিবে না, ভ্রূকুটীভঙ্গিতে স্খলিতপদ হইলে কার্য্যোদ্ধার হইবে না; কাহারও ভয়ে ভীত হইয়া কর্ত্তব্যে জলাঞ্জলী দিলে সিদ্ধির আশা সুদূরপরাহত, উন্নতির আশা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক, জাতীয় সম্মান রক্ষার বাসনা করাই বৃথা। সেই জন্যই বলি, এ সুযোগ হেলায় হারাণ কর্ত্তব্য নহে, কাহারও তীব্র বা ব্যঙ্গোক্তিতে কর্ণপাত করিয়া স্বকীয় উন্নতিমূলক কার্য্যে অনাস্থা প্রদর্শন করা নিতান্তই অযৌক্তিক। সুতরাং এখন সকলেরই জাতীয় উন্নতিমার্গে উন্নীত হইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সকলেরই সমাজের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা উচিত। সুতরাং যাহাতে সমবেত চেষ্টায়, সমন্বিত শক্তিতে জাতীয় মঙ্গলনিলয় ক্ষাত্রসংস্কার গ্রহণ করতঃ সমাজশরীরের বহুদিন লিপ্ত শূদ্রত্বকালিমা অপনোদিত হয়, তজ্জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। নতুবা আমাদের লজ্জার সীমা থাকিবে না, মুখ দেখান ভার হইবে।

কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত তাহা কেহ কেহ জ্ঞাত থাকিলেও অধিকাংশ কায়স্থই অবগত ছিলেন না। কিন্তু বর্ত্তমান আন্দোলন ফলে আমরা সকলেই অবগত হইয়াছি যে, কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, দেব চিত্রগুপ্তের বংশধর সুতরাং ক্ষত্রিয়। শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়াও আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, কায়স্থ হীন বর্ণভুক্ত নহে—ক্ষত্রিয়। ভারতের বহুস্থানের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণও শাস্ত্রপ্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা আমাদিগকে অভয় দিতেছেন—সাহস দিতেছেন—কর্ত্তব্য প্রণোদিত হইতে বলিতেছেন যে, কায়স্থ! তোমরা ক্ষত্রিয়, ক্ষাত্রসংস্কার গ্রহণ কর! তবে কেন আমরা নিশ্চেষ্ট থাকিব? কেন আমরা কার্য্য হারাইব? আসুন, আমাদের কর্ত্তব্যপথের অন্তরায়গুলিকে বিদূরিত করিয়া, অন্যের বাধাবিঘ্ন ফুৎকারে উড়াইয়া, কায়স্থবিদ্বেষীগণের শত বিদ্রূপ পদদলিত করিয়া সংস্কার গ্রহণ করি; আর নিশ্চেষ্ট থাকিয়া উপহাসাস্পদ হইব না।

জাতীয় শক্তিকে সতেজ, সুপুষ্ট এবং কার্য্যকরী ক্ষমতাপন্ন করিতে হইলে সমাজে

একতা চাই। সমষ্টিভাবে না হইলে ব্যষ্টিভাবে কখনই সমাজের উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। কিন্তু মোহমুগ্ধ আমাদের কি ভ্রম! আমরা মোহবশে এবং কার্য্যগতিকে চারি ভ্রাতায় পৃথক হইয়াছি আজও আমাদের শুভ সম্মিলন হইল না! আমরা বিশেষভাবে বুঝিতেছি, শ্রেণীচতুষ্টয়ের সম্মিলন না হইলে আমাদের ভদ্রস্থতা নাই! কিন্তু এপর্য্যন্ত শ্রেণীবিভাগের মূলোচ্ছেদের কোন চেষ্টা করিয়াছি কি? কিছুই নহে। শ্রেণীচতুষ্টয়ের মধ্যে বর্ত্তমানে যে ভেদজ্ঞান বিদ্যমান আছে তাহাতেও অনেক সৎ ও শুভ কার্য্যের বিঘ্ন উপস্থিত করিতেছে। একই পিতার সন্তান, বিভিন্ন স্থানে বসবাস নিবন্ধন পরস্পর যদিও পৃথক হইয়াছিলাম কিন্তু আমাদের সম্বন্ধ কি বিচ্ছিন্ন হইবার? না হইয়াছে? তবে অজ্ঞতানিবন্ধন এবং কুসংস্কারের বশে এখন আমরা এক শ্রেণীকে অন্য শ্রেণী হইতে পৃথক মনে করিতেছি, ইহা নিতান্তই ভ্রম! দুরপনেয় কলঙ্কের কথা!

এখন আমরা এরূপ সামাজিক সংকীর্ণতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি যে, পরস্পর আদান প্রদান দূরে থাকুক এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে পৃথক জাতি মনে করিতেও কুণ্ঠিত নহি—এক-শ্রেণীর কায়স্থ আর এক শ্রেণীর কায়স্থের বাড়ী আহার করাটাকেও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকি এবং জাতিচ্যুত হইবার ভয় করি। ইহা বস্তুতঃই বড় দুঃখের বিষয়! বিস্ময়ের কথা! বর্ত্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানের যুগে এতটা ভিন্নভাব—এতটা ভেদজ্ঞান—এতটা সংকীর্ণতা নিরতিশয় উন্নতিবিঘ্নকর। শ্রেণীচতুষ্টয়ের সম্মিলন না হইলে কোনরূপেই আমরা আমাদের উন্নতি করিতে—সামাজিক সংকীর্ণতাকে বিদূরিত করিতে সক্ষম হইব না। সুতরাং যে কুসংস্কার যে বাধাবিঘ্ন, যে ভিন্নভাব ছিল তাহা রহিয়া গেলে শত চেষ্টা, শত যত্ন শত উৎসাহেও যে সামাজিক উন্নতি আমাদের দ্বারা অসম্ভাবিত ইহা ধ্রুব নিশ্চয়। এবং এই সাম্প্রদায়ীক বিভিন্নতা রহিয়া গেলে আমরা যে, যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রহিয়া যাইব ইহাও সার সত্য কথা।

বিবাহব্যয়বহুলতা আমাদের সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া এবং ওতপ্রোতভাবে শ্রেণীচতুষ্টয়কে বিজড়িত করিয়া কায়স্থসমাজকে জর্জ্জরিত, বিড়ম্বিত ও নিষ্পিষ্ট করিতেছে। নিদারুণ বরপণপ্রথায় সমাজকে হাড়ে হাড়ে দগ্ধ করিতেছে, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতৃকুলকে সর্ব্বস্বান্ত করিতেছে। কেহ দেখিবার লোক নাই—কেহ শুনিবার লোক নাই—কন্যাভারনিপীড়িতের বিশুষ্কবদনের দিকে চাহিয়া "আহা" করিবারও লোকাভাব। সমাজের সর্দ্দার যাঁহারা, সমাজে আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রয়াসী যাঁহারা, তাঁহারা সকলেই এ ভোগ ভুগিতেছেন, কিন্তু ইহার মূলোচ্ছেদে নিশ্চেষ্ট সকলেই। সুতরাং কেহ কাহাকেও বলিবার—দেখিবার বা বুঝাইবার লোক নাই। সকলেই যেন স্ব স্ব প্রধান হইয়া সমাজকে সাগ্রহে উৎসন্নের দিকে দ্রুত অগ্রসর করাইতে সর্ব্বথা যত্নপর।

এই যে পুত্রপণগ্রহণ রোগ, ইহা এখন আমাদের সমাজে বদ্ধমূল ও সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ রোগের ঔষধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই—পথ্য এখনও দুষ্প্রাপ্য। ঘরে ঘরে এই রোগ লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে, কিন্তু কাহারও চেতনা নাই, সংজ্ঞা নাই; সকলেই

নিশ্চেষ্ট, নিরুদ্যম ও নির্ব্বিকার। যখন যাহার পালা পড়ে সেই তখন ভয় ভাবনায় অস্থির হয় —বরপক্ষের আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত দাবীতে চক্ষে অন্ধকার দেখে। অবশেষে কত ঘুরিয়া, কত লাঞ্ছিত হইয়া, কত উত্যক্ত হইয়া বাস্তভিটা, ঘরবাড়ী বিক্রয় করিয়া কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি-লাভের চেষ্টা করে। ফলতঃ কন্যাদায়ের বিষ-ক্রিয়ায় সমাজ জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইতেছে —সমাজের শাসনের ভয়ে, মানের দায়ে, আর দেশাচাররূপ ভীষণ চক্রের মহিমামণ্ডিত মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রত্যেক কন্যার পিতা এক একটী পথের ভিক্ষুক সাজিয়া সমাজের মহিমা বিঘোষিত করে। এই রাক্ষসীপ্রথার পরিবর্ত্তন না হইলে আমাদের সমাজ যে, অতি অল্পদিন মধ্যেই পশুসমাজে পরিণত হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। এখন প্রতিগৃহেই অর্থ-লোলুপ নরপিশাচ পিতৃকুলের আবির্ভাব; ইহা-দের এই পৈশাচিকবৃত্তি চরিতার্থ করিবার কি অন্তরায় উপস্থিত করিবার লোকাভাব? সমাজের ঘৃণিত দুর্নীতির উচ্ছেদ সংসাধনের জন্য চেষ্টা করিবার কি লোকাভাব? না— এখনও লোকাভাব সংঘটিত হয় নাই, এখনও বঙ্গের শত শত কায়স্থযুবক ও অগণ্য কায়স্থ-ছাত্র রহিয়াছেন তাঁহারা একটু চেষ্টা করিলেই সমাজের এই প্রাণহর বিষমবিষ—দুরারোগ্য ব্যাধি—দুরপনেয় কলঙ্ক বিদূরিত হইতে পারে নচেৎ নহে। হোমরা চোমরা বাক্‌সর্ব্বস্ব কর্ত্তা-দিগের দ্বারা হইবে না।

সেইজন্যই আজ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি-তেছি,—নেতৃগণ—ভ্রাতৃবর্গ—বন্ধুসংজ্ঞ্য! আপ-নারাই আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড—আপনা-রাই সমাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা;" সমাজের ইষ্টানিষ্ট —মঙ্গলামঙ্গল—উত্থানপতন—উন্নতি অবনতির জন্য আপনারাই দায়ী; আপনারা আর উদা-সীন থাকিবেন না। যাহাতে সমাজের উন্নতি হয়—সমাজ অধঃপাতের হস্ত হইতে রক্ষিত হয় আপনারা সর্ব্বাগ্রে তচ্চেষ্টায় নিযুক্ত হউন। ভগবান্ আপনাদের মঙ্গলবিধান করিবেন।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা।

বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের বরপণ সম্বন্ধে দুটী কথা।

বর্ত্তমানে কায়স্থসমাজের যে কিরূপ দুর্দ্দশা, কিরূপ অধোগতি এবং কিরূপ শোচনীয় পরি-ণাম উপস্থিত হইয়াছে তাহা ভাবিলে এবং চিন্তা করিলে দুঃখে হৃদয় ভরিয়া যায় এবং চিত্ত বড়ই অস্থির হইয়া উঠে। কালের কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন! কালের কি বিচিত্র গতি! কাল-সহকারে সমস্তই পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। পরিবর্ত্তনশীল জগতের এই পরিবর্ত্তন প্রতি-নিয়তই সংঘটিত হইতেছে। এই যে একটী বৎসর দেখিতে দেখিতে অতীতের অনন্তকক্ষে লীন হইয়া গেল; এই এক বৎসরেই পৃথি-বীর কত স্থানে কত কি ঘটনা ঘটিয়া গেল এবং

কত লোকের কত কি পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। আর কাল অনন্ত—এই অনন্তকালে যে কতই পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে? বেশী নয় দশ বৎসরের কথা বলিতেছি এই দশ বৎসর মধ্যেই সমাজের কত কি পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। আমি যে বিষয় বলিতে যাইতেছি, এই দশ বৎসর পূর্ব্বেও সমাজের অবস্থা সে বিষয়ে একটু ভাল ছিল, সমাজের একটু শান্তি ছিল। কিন্তু কালচক্রের কি মহিমা! ইহা সতত শকটচক্রের ন্যায় ঘূর্ণ্যমান হইতেছে। কাল যাহা নূতন ছিল আজ তাহা পুরাতন, আবার আজ যাহা নূতন আছে কল্যই তাহা পুরাতন হইবে। এইরূপে কালের সেই অবিশ্রান্ত ঘূর্ণায়মান চক্রের আব-র্ত্তনে নিত্যই নূতন পরিবর্ত্তন হইতেছে।

এইরূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানে কায়স্থসমাজে কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির যে কিরূপ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে তাহা ভাবিলে লজ্জায়, দুঃখে হৃদয় বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়ে। মনে হয় আমরা মানুষ কিসে, আমাদের মনুষ্যত্ব কোথায়? কোথায় আমরা শিক্ষিত হইয়া সকলে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইব, পরস্পর ভাল-বাসা, সহানুভূতি ও সমবেদনায় বদ্ধমূল হইব তাহা না হইয়া আমরা একে অন্যে ঘৃণা করি; কাহারও প্রতি আমাদের সহানুভূতি নাই। আছে কেবল হিংসা, দ্বেষ এবং স্বার্থপরতা। অধুনা অনেক শিক্ষিতপরিবারেই অধিক দৃষ্ট হয় যে, কৃতীপুত্রের পিতা তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে অধিক মাত্রায় নগদ টাকা ও উপযুক্ত দানসামগ্রী না পাইলে পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হন না। পুত্রটী বি-এ পড়ে, তাহার পিতাও শিক্ষিত এবং সঙ্গতিশালী, এইরূপ দেখিয়া যদি কোন সঙ্গতিপন্ন কন্যার পিতা আশা করিয়া তাঁহার স্নেহের কন্যাটীকে ঐ উপযুক্ত বরে সমর্পণ করিতে একান্ত ইচ্ছুক হইয়াও তথায় উপস্থিত হন, বলিতে নিতান্ত দুঃখ হয়, তাঁহারও সাধ্য নাই যে বরপক্ষের অসম্ভবণীয় প্রস্তাবিত দাবী শুনিয়া অত ব্যয়-বাহুল্য করিয়া তাঁহার কন্যাটীকে ঐ ঘরে বিবাহ দিতে সমর্থ হন। বরপক্ষের কথা—তাঁহারা শিক্ষিত এবং অবস্থাপন্ন পরিবার। ইনি উকীল তিনি ডিপুটীম্যাজিষ্ট্রেট, বরও শিক্ষিত বি-এ পড়্‌ছে, পরন্তু তাঁহাদের অবস্থাও খুব ভাল। এমতাবস্থায় তাঁহারা কন্যার পিতার নিকট হইতে অধিক কিছু না লইয়া কিরূপে সম্বন্ধ করিতে পারেন? তাঁহারা যেরূপ উপযুক্ত তদনুরূপ অর্থ না লইয়া কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির কন্যাদায় হইতে মুক্তি দিলে যেন তাঁহাদের সম্মানের লাঘব হয়। তাহাই মনে করিয়া তাঁহারা অধিক চার্জ্জ করিয়া বসেন। কন্যার পিতা অসমর্থহেতু কাতরভাবে নানারূপ অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেও তাহাতে তাঁহাদের কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হয় না। তাঁহারা একে-বারেও সমাজের চিন্তা করেন না। তাঁহাদের এইরূপ স্বার্থ বজায় রাখায় যে সমাজ ক্রমশঃ উৎসন্নের পথে প্রধাবিত হইতেছে সে দিকে তাঁহাদের একেবারেই লক্ষ্য নাই। তাঁহাদের ঐরূপ আদর্শ ধরিয়া অধুনা সমাজের মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্নলোকও চলিতেছেন। ইহাতে সমাজের যে কিরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। দশ বৎসর পূর্ব্বেও দেখিয়াছি, মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন কায়স্থ ভদ্রলোকের ঘরে কন্যা বিবাহ দেওয়া খুব সহজসাধ্য ছিল। এক্ষণে সে দিন আর নাই। ধনী মহাশয়-

দিগের দেখাদেখি ইহারাও এক্ষনে সেই চাল চালাইতে শিখিয়াছেন। ফলে দরিদ্র-কায়স্থ ভদ্রলোকের মরণ উপস্থিত হইয়াছে। একে ত তাঁহাদের আয় অতি কম। সমান্য বিশ পঁচিশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাই কঠিন। তৎপর সময়ানুসারে যদি এক একটী কন্যার বিবাহ দিতে ন্যূনকল্পে পাঁচ সাত শত টাকা ব্যয় করিতে হয়, তবে সে টাকার সংস্থান কোথায়? উপায় নাই, কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে কাজেই ভদ্রলোক বাধ্য হইয়া উচ্চহারে সুদ দিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়া আশু কন্যাদায়ের বিপদ হইতে উদ্ধার পান বটে কিন্তু পরিশেষে এই টাকা শোধের উপায় না থাকায় একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। এইরূপ সমাজের অত্যাচারে কত সুখের সংসার মাটী হইয়া যাইতেছে। কিন্তু অনেকেরই এ বিষয়ে দৃষ্টি নাই। শিক্ষিত এবং ধনী কায়স্থমহোদয়গণের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা তাঁহারা যেন সামান্য তুচ্ছ স্বার্থলাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া কিসে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল হয় সে বিষয়ে একবার চিন্তা করেন। তাঁহারা যদি প্রত্যেকেই সমাজের এই হিত-চিন্তায় মন দেন তাহা হইলে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিও এ সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন। তাহা হইলে আশা করা যায় শীঘ্রই সমাজ হইতে এ ঘৃণিত বরপণপ্রথা উঠিয়া যাইবে।

বর্ত্তমানে কায়স্থসমাজে এক অপূর্ব্ব স্রোত প্রবাহিত হওয়ায়, অধুনা মধ্যবৃত্ত কায়স্থ ভদ্র লোকের কন্যার বিবাহ দেওয়া এক বিষম দায় হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ দরিদ্র মৌলিক কায়স্থ ভদ্রলোকের ত সমাজের তাড়নায় মরণ উপস্থিত হইয়াছে। ছেলে একটু লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছে এবং অবস্থাও একটু ভাল এই-রূপ দেখিয়া সেই ঘরে কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত করিলে তাঁহারা বলেন যে আমরা মৌলিকে সম্বন্ধ করিব না, আমরা কুলীনে বিবাহ দিব। পাঠক, এস্থলে কুলীনের কথা বলা হইতেছে না। কোন মৌলিক কায়স্থ তাঁহার কন্যার সম্বন্ধ ঐরূপ কোন মৌলিক কায়স্থের ঘরে উপস্থিত করিলেই তিনি মৌলিককে উপেক্ষা করিয়া বলেন, না আমরা মৌলিকে সম্বন্ধ করিব না। যাঁহার অবস্থা কিছু ভাল তিনিই এইরূপ মৌলিকের ঘরে সম্বন্ধ না করিয়া হয় ত কোন কুলীনকন্যা নানারূপ ব্যয়বাহুল্য করিয়াও আনেন। এইরূপ যে মৌলিক কায়স্থের অবস্থা কিছু ভাল তিনিই আজকাল কুলীন খোজেন। আমার চক্ষে এরূপ অনেক পড়েছে। অপর আমি এরূপ অনেক দেখিয়াছি যে অনেক শিক্ষিত (মৌলিক কায়স্থ) ব্যক্তিরও এরূপ দুর্ম্মতি যে নানারূপ ব্যয়বাহুল্য করিয়াও তাঁহার সর্ব্বগুণসম্পন্না শিক্ষিতা সুন্দরী কন্যাকে কোন অশিক্ষিত কুলীনপাত্রে সমর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও অত্যন্ত গৌরবান্বিত বোধ করেন। কন্যার পিতা তাঁহার কন্যার প্রতি একবারও ফিরিয়া তাকান না বা ভাবেন না যে তাঁহার কন্যাকে তিনি কিরূপ পাত্রে সমর্পণ করিয়াছেন। কন্যা যে এরূপ বিবাহে চিরদুঃখীতা হইবে তাহা তাঁহাদের বোধগম্য হয় না। তাঁহারা কুলীনে সম্বন্ধ করিয়া যে বংশগৌরব বৃদ্ধি করিলেন তাহাতেই তাঁহারা বড় সুখী। আবার এইরূপ অনেক অবস্থাপন্ন মৌলিক কায়স্থ ভদ্রলোক মৌলিকের ঘরের পরমসুন্দরী কন্যাকে উপেক্ষা করিয়াও হয় ত কোন কুলীনবংশের হতশ্রী বহুপুত্রবরূপে

নিয়া, আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করেন। অবস্থায় কায়স্থসমাজে মৌলিক কায়স্থের বিবাহ দেওয়া যে কিরূপ বিপদ হইয়া ছে তাহা সুধিগণ একবার চিন্তা করিবেন। বিতে নিতান্ত দুঃখ হয়, বর্ত্তমানে সমাজের রূপ অবস্থা ঘটায় আমার জনৈক দরিদ্র বিবেশী শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার টী সুন্দরী কন্যার বিবাহের জন্য আজ দুই সর ধরিয়া নানারূপ চেষ্টা করিয়াও উল্লিখিত রণে কোথায়ও তাঁহার কন্যার বিবাহসম্বন্ধ র করিতে পারিতেছেন না। সমাজের এই-রূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়। নি না কতদিনে আমরা সমাজের ঈদৃশ ব্যবহার ও অত্যাচার দমনে কৃতকার্য্য হইব।

আমরা বুঝিয়াছি ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণই এক্ষণে আমাদের প্রকৃষ্ট উপায়। যেহেতু দেখা যাই-তেছে উপবীত কায়স্থসমাজে ঈদৃশ কুলীন মৌলিকে ভেদাভেদজ্ঞান বড় নাই। থাকিলেও কম। অপর তাঁহারা সমাজের এই ঘৃণিত পণপ্রথা রহিত করিতে এবং ভিন্ন ভিন্ন কায়স্থসমাজ একতাসূত্রে গ্রথিত করিয়া এক ন্যায় ব্যবহার প্রচলন করিতে যেরূপ বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন তাহাতে আশা করা যায় কায়স্থসমাজ হইতে এ কুসংস্কার দূর হইয়া শীঘ্রই কায়স্থসমাজ উন্নতির পথে ধাবিত হইবে। এ সময়ে আমাদের অনুপবীত কায়স্থমহোদয়-গণের উচিত আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া এখনই যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করা। এক্ষণে অনুপবীতভাবে যজ্ঞোপ-বীত কায়স্থগণ হইতে দূরে থাকা আর আমাদের কখনই উচিত নয়। আমরা এই নববর্ষে সমাজের অনেক উন্নতি দেখাইতে আশা করি। আমরা আশা করি বর্ত্তমানে আর কেহই অনুপ-বীত না থাকিয়া সকলেই যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সকলের সম-বেত শক্তিদ্বারায় গত বৎসরে যে সমস্ত কার্য্য আমরা শেষ করিয়া উঠিতে পারি নাই, এই নববর্ষে সেই সমস্ত কার্য্য এবং কল্পনা প্রকৃত কার্য্যে পরিণত করিতে আমরা সকলেই প্রাণ-পণে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিব। মঙ্গলময় শ্রীহরির শ্রীচরণকৃপায় আমাদের সকলের সমবেত চেষ্টার ফল অবশ্যই ফলিবে।

উপসংহারে নিবেদন এই বিগত ১৩১৬ সনের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার দশম সংখ্যায় "নিবেদন" আখ্যা দিয়া শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় যে প্রবন্ধের আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি লিখিয়া-ছেন যে কুলীন মহোদয়গণই অযথা মৌলিক মহোদয়দিগকে হীন বলিয়া অবজ্ঞা করায় সমাজের এই অবনতি উপস্থিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহা নহে। অবশ্য এক্ষেত্রে কুলীন মহোদয়দিগের অনেক দোষ থাকিলেও মৌলিক মহোদয়দিগেরই দোষ বেশী। যেহেতু মৌলিক মহাশয়েরাই কুলীন মহাশয়দিগের অতটা মাথার উপর উঠাইয়াছেন। কায়স্থসমাজে কুলীন অপেক্ষা মৌলিক কায়স্থের সংখ্যাই অধিক। সেই মৌলিক মহাশয়দিগের মধ্যেই স্বজাতিপ্রেম ও সহানুভূতির অত্যন্ত অভাব। তাঁহারাই নিজেকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং পক্ষান্তরে কুলীন মহোদয়দিগকে তাঁহারা তাঁহাদের মাথার মুকুটমণি জ্ঞান করেন। ইহার ফলেই সমাজে উল্লিখিত নানা-রূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। যদি মৌলিক মহোদয়গণ নিজদিগকে অবজ্ঞা না করিয়া এবং

দিগের দেখাদেখি ইহারাও এক্ষনে সেই চাল চালাইতে শিখিয়াছেন। ফলে দরিদ্র-কায়স্থ ভদ্রলোকের মরণ উপস্থিত হইয়াছে। একে ত তাঁহাদের আয় অতি কম। সমান্য বিশ পঁচিশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাই কঠিন। তৎপর সময়ানুসারে যদি এক একটী কন্যার বিবাহ দিতে ন্যূনকল্পে পাঁচ সাত শত টাকা ব্যয় করিতে হয়, তবে সে টাকার সংস্থান কোথায়? উপায় নাই, কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে কাজেই ভদ্রলোক বাধ্য হইয়া উচ্চহারে সুদ দিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়া আশু কন্যাদায়ের বিপদ হইতে উদ্ধার পান বটে কিন্তু পরিশেষে এই টাকা শোধের উপায় না থাকায় একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। এইরূপ সমাজের অত্যাচারে কত সুখের সংসার মাটী হইয়া যাইতেছে। কিন্তু অনেকেরই এ বিষয়ে দৃষ্টি নাই। শিক্ষিত এবং ধনী কায়স্থমহোদয়গণের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা তাঁহারা যেন সামান্য তুচ্ছ স্বার্থলাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া কিসে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল হয় সে বিষয়ে একবার চিন্তা করেন। তাঁহারা যদি প্রত্যেকেই সমাজের এই হিত-চিন্তায় মন দেন তাহা হইলে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিও এ সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন। তাহা হইলে আশা করা যায় শীঘ্রই সমাজ হইতে এ ঘৃণিত বরপণপ্রথা উঠিয়া যাইবে।

বর্ত্তমানে কায়স্থসমাজে এক অপূর্ব্ব স্রোত প্রবাহিত হওয়ায়, অধুনা মধ্যবৃত্ত কায়স্থ ভদ্র লোকের কন্যার বিবাহ দেওয়া এক বিষম দায় হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ দরিদ্র মৌলিক কায়স্থ ভদ্রলোকের ত সমাজের তাড়নায় মরণ উপস্থিত হইয়াছে। ছেলে একটু লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছে এবং অবস্থাও একটু ভাল এই-রূপ দেখিয়া সেই ঘরে কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত করিলে তাঁহারা বলেন যে আমরা মৌলিকে সম্বন্ধ করিব না, আমরা কুলীনে বিবাহ দিব। পাঠক, এস্থলে কুলীনের কথা বলা হইতেছে না। কোন মৌলিক কায়স্থ তাঁহার কন্যার সম্বন্ধ ঐরূপ কোন মৌলিক কায়স্থের ঘরে উপস্থিত করিলেই তিনি মৌলিককে উপেক্ষা করিয়া বলেন, না আমরা মৌলিকে সম্বন্ধ করিব না। যাঁহার অবস্থা কিছু ভাল তিনিই এইরূপ মৌলিকের ঘরে সম্বন্ধ না করিয়া হয় ত কোন কুলীনকন্যা নানারূপ ব্যয়বাহুল্য করিয়াও আনেন। এইরূপ যে মৌলিক কায়স্থের অবস্থা কিছু ভাল তিনিই আজকাল কুলীন খোজেন। আমার চক্ষে এরূপ অনেক পড়েছে। অপর আমি এরূপ অনেক দেখিয়াছি যে অনেক শিক্ষিত (মৌলিক কায়স্থ) ব্যক্তিরও এরূপ দুর্ম্মতি যে নানারূপ ব্যয়বাহুল্য করিয়াও তাঁহার সর্ব্বগুণসম্পন্না শিক্ষিতা সুন্দরী কন্যাকে কোন অশিক্ষিত কুলীনপাত্রে সমর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও অত্যন্ত গৌরবান্বিত বোধ করেন। কন্যার পিতা তাঁহার কন্যার প্রতি একবারও ফিরিয়া তাকান না বা ভাবেন না যে তাঁহার কন্যাকে তিনি কিরূপ পাত্রে সমর্পণ করিয়াছেন। কন্যা যে এরূপ বিবাহে চিরদুঃখীতা হইবে তাহা তাঁহাদের বোধগম্য হয় না। তাঁহারা কুলীনে সম্বন্ধ করিয়া যে বংশগৌরব বৃদ্ধি করিলেন তাহাতেই তাঁহারা বড় সুখী। আবার এইরূপ অনেক অবস্থাপন্ন মৌলিক কায়স্থ ভদ্রলোক মৌলিকের ঘরের পরমসুন্দরী কন্যাকে উপেক্ষা করিয়াও হয় ত কোন কুলীনবংশের হতশ্রী কন্যা পুত্রবধূরূপে

আনিয়া, আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করেন। এরূপাবস্থায় কায়স্থসমাজে মৌলিক কায়স্থের কন্যা বিবাহ দেওয়া যে কিরূপ বিপদ হইয়া উঠিয়াছে তাহা সুধিগণ একবার চিন্তা করিবেন। বলিতে নিতান্ত দুঃখ হয়, বর্ত্তমানে সমাজের এইরূপ অবস্থা ঘটায় আমার জনৈক দরিদ্র প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার একটী সুন্দরী কন্যার বিবাহের জন্য আজ দুই বৎসর ধরিয়া নানারূপ চেষ্টা করিয়াও উল্লিখিত কারণে কোথায়ও তাঁহার কন্যার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিতে পারিতেছেন না। সমাজের এই-রূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়। জানি না কতদিনে আমরা সমাজের ঈদৃশ ব্যবহার ও অত্যাচার দমনে কৃতকার্য্য হইব।

আমরা বুঝিয়াছি ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণই এক্ষণে আমাদের প্রকৃষ্ট উপায়। যেহেতু দেখা যাই-তেছে উপবীত কায়স্থসমাজে ঈদৃশ কুলীন মৌলিকে ভেদাভেদজ্ঞান বড় নাই। থাকিলেও কম। অপর তাঁহারা সমাজের এই ঘৃণিত বরপণপ্রথা রহিত করিতে এবং ভিন্ন ভিন্ন কায়স্থসমাজ একতাসূত্রে গ্রথিত করিয়া এক আচার ব্যবহার প্রচলন করিতে যেরূপ বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন তাহাতে আশা করা যায় কায়স্থসমাজ হইতে এ কুসংস্কার দূর হইয়া শীঘ্রই কায়স্থসমাজ উন্নতির পথে ধাবিত হইবে। এই সময়ে আমাদের অনুপবীত কায়স্থমহোদয়-গণের উচিত আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া শীঘ্রই যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করা। এক্ষণে অনুপবীতভাবে যজ্ঞোপ-বীত কায়স্থগণ হইতে দূরে থাকা আর আমাদের কখনই উচিত নয়। আমরা এই নববর্ষে সমাজের অনেক উন্নতি দেখাইতে আশা করি। আমরা আশা করি বর্ত্তমানে আর কেহই অনুপ-বীত না থাকিয়া সকলেই যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সকলের সম-বেত শক্তিদ্বারায় গত বৎসরে যে সমস্ত কার্য্য আমরা শেষ করিয়া উঠিতে পারি নাই, এই নববর্ষে সেই সমস্ত কার্য্য এবং কল্পনা প্রকৃত কার্য্যে পরিণত করিতে আমরা সকলেই প্রাণ-পণে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিব। মঙ্গলময় শ্রীহরির শ্রীচরণকৃপায় আমাদের সকলের সমবেত চেষ্টার ফল অবশ্যই ফলিবে।

উপসংহারে নিবেদন এই বিগত ১৩১৬ সনের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার দশম সংখ্যায় "নিবেদন" আখ্যা দিয়া শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় যে প্রবন্ধের আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি লিখিয়া-ছেন যে কুলীন মহোদয়গণই অযথা মৌলিক মহোদয়দিগকে হীন বলিয়া অবজ্ঞা করায় সমাজের এই অবনতি উপস্থিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহা নহে। অবশ্য এক্ষেত্রে কুলীন মহোদয়দিগের অনেক দোষ থাকিলেও মৌলিক মহোদয়দিগেরই দোষ বেশী। যেহেতু মৌলিক মহাশয়েরাই কুলীন মহাশয়দিগের অতটা মাথার উপর উঠাইয়াছেন। কায়স্থসমাজে কুলীন অপেক্ষা মৌলিক কায়স্থের সংখ্যাই অধিক। সেই মৌলিক মহাশয়দিগের মধ্যেই স্বজাতিপ্রেম ও সহানুভূতির অত্যন্ত অভাব। তাঁহারাই নিজেকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং পক্ষান্তরে কুলীন মহোদয়দিগকে তাঁহারা তাঁহাদের মাথার মুকুটমণি জ্ঞান করেন। ইহার ফলেই সমাজে উল্লিখিত নানা-রূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। যদি মৌলিক মহোদয়গণ নিজদিগকে অবজ্ঞা না করিয়া এবং

কুলীন মহোদয়দিগকে অতটা মাথার মুকুট মনে না করিয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হয়েন এবং যদি নিজকেও মহৎ মনে করিয়া সকলের প্রতি সমান ভালবাসা সহানুভূতি এবং সমবেদনা আবদ্ধ হয়েন তবেই দেখিবেন সমাজের স্রোত ফিরিবে। কুলীন মহাশয়দিগের এখনও যে একটু অহঙ্কার আছে তাহাও চূর্ণ হইবে। এবং এই যে ঘৃণিত বরপণপ্রথা ইহাও উঠিয়া যাইবে। ফলতঃ সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন হইবে।

এক্ষণে দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট আমরা একান্ত প্রার্থনা করি, যেন তাঁহার কৃপায় আমাদের সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমরা এই নববর্ষেই আমাদের সমাজের প্রভূত উন্নতিসাধন করিতে পারি এবং সকলে যেন সুখশান্তিতে এই নূতন বৎসর অতিবাহিত করিয়া, আবার নববর্ষকে বহু আশাপূর্ণ হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

প্রাবৃড়ালেখ্যম্। বর্ষাচিত্র।

ধারাশরঞ্চাচিরভাতিমৌর্ব্বীং
সুরেন্দ্র চাপায়ুধ মাদধানা।
হন্তুং নিদাঘং ঘন ঘোর নাদৈঃ
প্রাবৃট্‌সমায়াত্যধুনা ধরন্যাম্ ॥১॥
বিয়োগ দুঃখেন নিদাঘভর্ত্তু
র্ব্বিতত্য নীলাম্বুদ কেশপাশম্।
মুঞ্চত্যজস্রং নয়নাম্বু ভারং
ধারাপদেশেন দিগঙ্গনাস্থ ॥২॥

ঘর্ম্মার্ত্ত জনগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া সৌদামিনীরূপ জ্যাযোজিত ইন্দ্রধনুরূপ আয়ুধ-ধারণপূর্ব্বক বারিধারারূপ শরবর্ষণে নিদাঘ-কালের বিনাশ বাসনায় ঘন ঘন ঘোররবে গর্জ্জন করিতে করিতে সম্প্রতি প্রাবৃট্‌কাল ধরা-ধামে সমাগত হইল। ১। অদ্য দিগ্‌রূপ অঙ্গনাগণ নিদাঘকালরূপ পতির বিয়োগদুঃখে অভিভূত হইয়াই যেন নীলাম্বুদরূপ কেশপাশ বিস্তারপূর্ব্বক বারিধারাচ্ছলে অজস্র অশ্রুজল পরিত্যাগ করিতেছে। ২। এই সময়ে যেন

ক্বচিন্নতোহ প্যুন্নমিত ক্বচিদ্বা
নীলোপলস্যত ঘনো বিধাত্রা।
আরোহণায় ত্রিদশালয়ে কিং
সূর্য্যস্য সোপান মিব প্রযুক্তঃ ॥৩॥
বন্যদ্বিপেন্দ্র প্রতিমাম্বুবাহাঃ
পরস্পরং বীক্ষ্য নদন্তি ঘোরম্।
কেচিৎ কদাচিত্তু মদান্ বিকীর্য্য
ধাবন্ত্যমর্শাদ্ভূশমন্তরীক্ষে ॥৪॥

কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তরে গ্রথিত জলধরদল কোথায় নত, আবার কোথায়ও বা উন্নতভাবে সজ্জিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, উহা দিন-মণির স্বর্গারোহণের সোপানরূপে বিধাতা কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। ৩। বন্যহস্তীসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ জলধরনিকর পরস্পর পরস্পরকে সন্দর্শন করিয়া ঘোররবে গর্জ্জন করিতেছে এবং কোথাও বা কেহ মদক্ষরণচ্ছলে বারিধারাবর্ষণ করিয়া ক্রোধভরে অন্তরীক্ষে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। ৪। অদ্য মেঘাবলি কণ্ঠদেশে শুভ্র বক

কণ্ঠে বলাকাস্রজ মাদধানা
তড়িদ্ধ্বজালঙ্কৃত ভীম কান্তঃ।
রণাঙ্গনাবিষ্ঠিত মত্ত দন্তি
লীলাংদধাবম্বুদ রাজিরদ্য ॥৫॥
বিনিন্দিতে ন্দিন্দির নীল ভাতি
র্ব্বলাহকঃ শক্রধনুর্ধরোঽস্য।
পিচ্ছাবতংসাঙ্কিত গোপ মূর্ত্তে
র্দ্ধাতিকান্তিং খলু কেশবস্য ॥৬॥
ধারাভিপাতৈ র্ব্বিলসত্তড়িদ্ভি
র্জীমূতমন্দ্র ধ্বনিভির্ব্বিহায়ঃ।
নূনং কশাঘাত বিড়ম্বিতস্য
পাপাশয়স্য শ্রিয়মাতনোতি ॥৭॥
তাম্রাম্বুদাচ্ছন্ন নভোঽপরাহ্নে
ভিন্নং সমন্তা দবদাতনৈঘেঃ।
ছিন্নোত্তরাসঙ্গভৃতো দ্বিপুংসে
দশাহতস্যেব বিভর্ত্তিরূপম্ ॥৮॥

ধমারুরুক্ষুর্ঘনসন্নিবিষ্টা
ক্বচিদ্বলাকা বলিরীক্ষ্যমানা।
নভস্বদান্দোলিত পুণ্ডরীক
স্রগেব ভাত্যম্বর নীলকণ্ঠে ॥৯॥
অস্মিন্ ক্ষণে সান্দ্রপয়োদরাজি
র্নীলাদ্রিশৃঙ্গোপম চারু কান্তিঃ।
প্রিয়া বিয়োগানল দগ্ধজন্তো
র্ব্বিবর্দ্ধয়ত্যক্ষ্ণি জলং নকস্য ॥১০॥
লুলাপবুদ্ধা ঘন নীল মেঘং
দূরাসদংশ্রাংশু রথস্য বাজী।
ভীতোঽহিতূর্ণং রথিনা সহৈব
বিলীয়তে দূরতরে হন্তরীক্ষে ॥১১॥
নবাম্বুদং বীক্ষ বিশার্য্য বর্হং
ভুজঙ্গভুঙ্ নৃত্যতি মন্দমন্দম্।
চিরাগতং বান্ধব সেত্য নূনং
নহ্নষ্যতি প্রেমভরেণ কোবা ॥১২॥

পঙ্‌ক্তিরূপ মালা ধারণ ও বিদ্যুৎরূপ পতাকা দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়ায়, যুদ্ধক্ষেত্রস্থিত মত্ত হস্তীর ন্যায় শোভাধারণ করিয়াছে। ৫। এই সময়ে ভ্রমরনিন্দিত কৃষ্ণবর্ণ জলধরপটলে ইন্দ্রধনুর আবির্ভাব হওয়ায় উহা ময়ূরপুচ্ছে পরিশোভিত বাল গোপালের ন্যায় পরি-শোভিত হইয়াছে। ৬। ধারাপাত, তড়িৎবিকাশ ও মেঘের সান্দ্র ধ্বনিতে এই সময়ে নভোমণ্ডল কশাঘাত বিড়ম্বিত পাপীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। ৭। অপরাহ্নে তাম্রবর্ণ মেঘ সমা-চ্ছাদিত গগনমণ্ডল, মধ্যে মধ্যে শুভ্রবর্ণ মেঘ-খণ্ডে খণ্ডিত হওয়ায়, উহা ছিন্ন উত্তরীয় ধারী বস্ত্রহীন পুরুষের ন্যায় কান্তিধারণ করিয়াছে। ৮। কোথাও বা উড্ডীয়মান ঘন সন্নিবিষ্ট বলাকাবলি আকাশের নীলবর্ণ কণ্ঠে বায়ু-দোলিত পুণ্ডরীকমাল্যের ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। ৯। এই সময়ে নীল-গিরির শৃঙ্গসদৃশ মনোহরকান্তি পয়োধর নিকর কান্তার বিরহানলে দগ্ধপ্রায় কোন প্রাণীর অশ্রুজল অভিবর্দ্ধিত করিতেছে না। ১০। অদ্য কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সন্দর্শনে মহিষভ্রমে ভীত হইয়াই যেন সূর্য্যরথে যোজিত অশ্বগণ রথীসহ সুদূর অন্তরীক্ষে দ্রুতগমনে বিলীন হইতেছে। ১১। নূতন পয়োধরদর্শনে ময়ূরগণ কলাপ বিস্তারপূর্ব্বক ইতস্ততঃ মন্দ মন্দ নৃত্য করিতেছে; বলা বাহুল্য দীর্ঘকাল পরে সমাগত বন্ধুজনকে অবলোকন করিয়া কোন্ ব্যক্তি না প্রেমভরে পুলকিত হয়। ১২। এই কালে নক্ষত্র ও চন্দ্রবিহীন, উজ্জ্বল কজ্জল সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ মনোহর গগনমণ্ডল কি গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে দগ্ধীভূত ভস্মাবশিষ্ট কন্দর্পকে সুশীতল পবনহিল্লোলে পুনরুজ্জীবিত করিতেছে না।

বিতার চন্দ্রোজ্জ্বল কজ্জলাভং
বিয়ন্মনোজ্ঞং ঘন মারুতেন।
ভস্মাবশেষং শুচি দাবদগ্ধং
কামং পুনর্জ্জীবয়তীহ কিং ন ॥১৩॥
সিগ্ধোজ্জ্বল শ্যামল তোয়দাঙ্কে
ক্ষণপ্রভাভাতিভৃশং সমন্তাৎ।
পতিব্রতা মধ্যমিকা চ নারী
কান্তং সমাশ্লিষ্য ন রাজতে কিম্ ॥১৪॥
ঘনান্ধকারীকৃত শর্ব্বরীষু
খদ্যোত বিদ্যোতিতবিষ্টরৌঘাঃ।
নকিংকরীনা মতিবর্দ্ধয়ন্তি
কাব্যক্ষমত্বং জলদাগমেঽস্মিন্ ॥১৫॥
অহো ক্বচিদ্বা নিভৃতক্ষপায়াং
পয়োধরালিঙ্গন ভীষণায়াম্।
খদ্যোতিকা স্যাদভিসারিকায়াঃ
সখীবমার্গস্য বিলোকয়িত্রী ॥১৬॥

মুহুর্মুহুস্তোয়দ মন্দ্রনাদৈ
র্ব্বিত্রাসিতাঃ ক্রোড়গতাঃ স্বভর্ত্তৃঃ।
কৃতাপরাধান্ দয়িতান্ ভুজাভ্যাং
বধ্নন্তি নার্য্যোঽপ্যভিমানবত্যঃ ॥১৭॥
কাচিৎ পুনঃ প্রোষিতভর্ত্তৃকেহ
বীক্ষ্যেন্দ্রচাপং নবতোয়দাঙ্কে।
শ্বসিত্যজস্রং নিজ দুষ্কৃতানি
স্মৃত্বাশ্রুণীরাপ্লুত পক্ষজাক্ষী ॥১৮॥
কিস্মীরকাস্তাস্তরনোপপন্নে
তল্পে পয়ঃ ফেননিভে মনোজ্ঞে।
অট্টালিকায়া মধুনানভুঙ্‌ক্তে
কৌবাপ্রিয়োৎসঙ্গ সুখংধনাঢ্যঃ ॥১৯॥
হাহন্তকশ্চিৎ কিলভাগ্যহীনঃ
স্বনাবৃতে বাসগৃহেঽতি জীর্ণে।
পয়োধরোন্মুক্ত পয়োঽভিষিক্তাং
কন্থাং সমাশ্লিষ্য চ বেপতেঽদ্য ॥২০॥

১৩। পতিব্রতা মধ্যমিকা নারী স্বীয় পতিকে আলিঙ্গন করিলে যেমন শোভা পায়, অদ্য সেইরূপ স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মেঘের ক্রোড়দেশে সৌদামিনী বিস্ফুরিত হইতেছে। ১৪। এই বর্ষাকালে মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে খদ্যোত কর্ত্তৃক আলোকিত বৃক্ষশ্রেণী কি কবি-গণের কবিত্বশক্তিকে সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত করিতেছে না! ১৫। আহা! কোথাও বা আবার পয়োধরপটলে সমাচ্ছন্ন ভীষণ নিভৃত রজনীতে খদ্যোতিকাই অভিসারিকাগণকে সখীর ন্যায় গন্তব্যপথ দেখাইয়া দিতেছে। ১৬। এই সময়ে আবার অভিমানবতী হইলেও স্বীয় পতির অঙ্কশায়িনী রমণীগণ মেঘের সান্দ্র গভীরনাদে ভীত হইয়া কৃতাপরাধ ভর্ত্তাকে পুনঃ পুনঃ ভুজদ্বারা বন্ধন করিতেছে। ১৭। অপর পক্ষে আবার কোন প্রোষিত ভর্ত্তৃকা নূতন জলধরগাত্রে ইন্দ্র ধনু সন্দর্শন-পূর্ব্বক স্বীয় দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া সজল নয়নে অনবরত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। ১৮। এই সময়ে কোথাও বা সুরম্যহর্ম্ম্যে চিত্রবিচিত্র আস্তরণে আচ্ছাদিত দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া কোন্ ধনী ব্যক্তি প্রিয়ার আলিঙ্গনজনিত সুখ উপভোগ করিতেছে না। ১৯। আহা! কোথায় বা আবার অদ্য ভাগ্যহীন কোন দরিদ্র অতি জীর্ণ ও অনাবৃত বাসভবনে জলধারাসিক্ত কন্থায় স্বীয় গাত্র আবৃত করিয়া শীতে কম্পান্বিত হইতেছে। ২০। মেঘ হইতে অবিরত বারি-পতন হওয়ায় বনভূমি হইতে উত্থিত ধূসর-বর্ণ বাষ্পপুঞ্জ গ্রীষ্মকালের তীব্র সূর্য্য উত্তাপে তাপিতা পৃথিবীর নিশ্বাস ধূমের ন্যায় প্রতীয়-

সমুত্থিতো বারিদ বারিপাতা
দ্ভিত্বাটবীং ধূসর বাষ্পপুঞ্জঃ।
নিদাঘতীব্রাতপ তাপিতায়া
নিশ্বাস ধূম্যেব বিভাত্যবন্যাঃ ॥২১॥
নিরন্তরাম্ভোধর বারিপাতা
দুদ্বেজিতাঃ কেচিদভাগ্য পান্থাঃ।
ভগ্নাতপত্রাঃ পবনাভিঘাতৈঃ
বিশালশাখং দ্রুম মাশ্রয়ন্তি ॥২২॥
পয়োধরাণাং পবনেরিতানাং
ধারা সহস্রৈঃ পরিধৌতগাত্রঃ।
কৃতাভিষেকেন মহীভৃতাদ্য
স্ফুটোপমোভাতি নগাধিরাজঃ ॥২৩॥
ধারাভিধৌতাগিরয়োঽভিরামাঃ
কদাচিদুৎসানততোঽতিরম্যান্।
মুক্তাকলাপোজ্জ্বল চারুগৌরান্
পয়ঃপ্রবাহান্ ভৃশমুদ্গিরন্তি ॥২৪॥

নৃপপ্রিয়ারেণধিবাসিতানাং
ভবেদবীজার্জ্জুন নির্ঝরাণাম্।
তারেন মত্তেভগণাঃ কদাচিৎ
ক্ষিপন্তি পাদান্ মৃদুসানুপৃষ্ঠে ॥২৫॥
কুলক্ষষা প্লাবন পীড়িতেহ
স্রোতাং স্যশক্তা ধৃতিতুংস্বকুক্ষৌ
বিস্তার্য্য শোকানিব তীরভূমৌ
পয়ঃ প্রবাহান্ সমুপৈতি শান্তিম্ ॥২৬॥
মরালমালাপরিশোভিতাদ্য
প্রদর্শিতাম্বুভ্রম নাভিপদ্মাঃ
আবর্ত্তিতা মারুতদর্শনেন
রত্যুৎসুকানার্য্যইব প্রযান্তি ॥২৭॥
প্রতীপবাতাহত চণ্ডমূর্ত্তি
স্তরঙ্গিণী তুঙ্গ তরঙ্গ ঘাতৈঃ।
ক্বচিৎ সসত্বান্তু তরণ্ডপাদাং
নিমজ্জয়ত্যাবিল বারিগর্ভে ॥২৮॥
বৈদূর্য্যরত্নোপম শস্য গুচ্ছৈ-
রাচ্ছাদিতাক্ষৌণিরিতস্ততোঽদ্য।

মান হইতেছে। ২১। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারাপতন এবং বাত্যাঘাতে ভগ্নছত্র হওয়ায় কোন দুর্ভাগ্য পথিক উদ্বেজিত হইয়া বিশাল বৃক্ষমূলে আশ্রয় লইতেছে। ২২। পবনান্দোলিত মেঘ হইতে পতিত ধারাসহস্রে পরিধৌতগাত্র পর্ব্বতরাজ অদ্য নবরাজ্যে অভিষিক্ত ভূপতির উপমাস্পদীভূত হইয়াছে। ২৩। কোথায়ও বারিধারাধৌত অতি মনোহর পর্ব্বতসকল এই সময়ে প্রস্রবণরূপ মুখবিবর হইতে অতি রম্য মুক্তাকলাপের ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল বারি প্রবাহ উদ্গীরণ করিতেছে। ২৪। কেতকী-পুষ্পের রেণু দ্বারা অধিবাসিত রজতসদৃশ শুভ্র নির্ঝরের স্রোতের শব্দানুসরণ করিয়া মত্ত হস্তিগণ এই সময়ে তালে তালে সানুপৃষ্ঠে পাদক্ষেপণ করিতেছে। ২৫। এই সময়ে প্লাবনপীড়িতা নদী স্বীয় কুক্ষিতে স্রোতরাশি ধারণ করিতে অশক্তা হইয়া তীরভূমিতে শোকরূপ জলপ্রবাহ বিস্তারপূর্ব্বক শান্তি-লাভ করিতেছে। ২৬। মরালমালা দ্বারা পরিশোভিতা স্রোতস্বতী অম্বুভ্রমচ্ছলে নাভিপদ্ম প্রদর্শনপূর্ব্বক বায়ুসংসর্গে চঞ্চলা হইয়া রত্যুৎসুকা রমণীর ন্যায় সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। ২৭। কোনও স্রোতস্বতী প্রতিকূল পবনসংস্পর্শে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অত্যুচ্চ তরঙ্গাঘাতে আরোহীসহ নৌকা আবিল বারিগর্ভে নিমজ্জিত করিতেছে। ২৮। অদ্য চতুর্দ্দিকে বৈদূর্য্যরত্নসদৃশ শস্যগুচ্ছে আচ্ছাদিত ধরণীমণ্ডল, মানবগণের হৃদয়ে আনন্দবর্দ্ধনপূর্ব্বক

বিধায়নৃণাং মনসি প্রমোদং
বারাঙ্গনেব প্রতিভাতি কামম্ ॥২৯॥
সমাচিতং স্নিগ্ধ হরিৎ প্রকাশ
তৃণাঙ্কুরৈরাগ্নিরজোভিরন্ত।
ক্ষেত্রং প্রকৃত্যাঃ কিল রাগ রম্যা
কৌষেয় সজ্জেব সদা চকাস্তি ॥৩০॥
তরঙ্গসঙ্গান্নব বিদ্রুমৌঘঃ
সমন্ততো নৃত্যতি মারুতস্য।
বিলাসিচিত্তে কুতুকং বিধায়
মনোতিরিক্তং শ্রিয় মাতোনতি ॥৩১॥
অস্মিন্ ক্ষণে ফুল্ল কদম্বপুষ্প
স্পর্শাতি হর্ষাকুলিতঃ সমীরঃ।
প্রবাসিনশ্চেতসি তীব্র তাপং
শনৈঃ শনৈঃ সঞ্জনয়ত্যকান্তে ॥৩২॥
সমীরণালিঙ্গিত পুষ্পিতস্য
দোদুল্যমানস্য মনোহরস্য।
ক্বচিদ্বনে সঞ্চলিতোড়ু কল্পং
বিভাতি পুষ্পং কুটজদ্রুমস্য ॥৩৩॥

রাজীব রাজীষু ন যস্য তৃপ্তিঃ
সএবভৃঙ্গো জলদাগমেঽস্মিন্।
বিধের্বশেনাপি বিহায় গর্ব্বং
কালিঙ্গ পুষ্পং বহু মন্যতে হি ॥৩৪॥
স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যামল মালতীনাং
পুষ্পানি ভৃঙ্গাবলি চুম্বিতানি।
বনে বনে চারুতরং বিভান্তি
হরন্তি চেতাংসি নকস্য জন্তোঃ ॥৩৫॥
ক্বচিদ্বনে শ্যামলিতেঽতিরম্যং
জাতি প্রসূনং পরিলক্ষ্যতেঽস্য।
জীমূতসংঘর্ষণ লূনমূলং
ধ্বস্তং হি নক্ষত্রমিবান্তরীক্ষাৎ ॥৩৬॥
জহাতিনো পঙ্কিলতাং ধরিত্রী
স্রোতস্বতী চঞ্চলতামুপৈতি।
ন মুঞ্চতি ব্যোম ঘনাভিষঙ্গং
সুপূর্ণতামেতি সরোবরোঽস্য ॥৩৭॥

যে মধুপমণ্ডলী তৃপ্তি বোধ করে নাই, বিধিবশে আজ বর্ষাগমে সেই মধুকরনিকর গর্ব্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক কুটজপুষ্পকে আদরের সহিত উপভোগ করিতেছে। ৩৪। অদ্য বনে বনে ভৃঙ্গাবলিচুম্বিত স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মালতীপুষ্প জনগণের চিত্তহরণপূর্ব্বক অতি সুন্দর শোভা বিতরণ করিতেছে। ৩৫। শ্যামলবর্ণ কোনও বা বনে অদ্য অতীব রমণীয় জাতি পুষ্পাবলি মেঘসংঘর্ষে ছিন্নমূল অতএব অন্তরীক্ষ হইতে পরিভ্রষ্ট নক্ষত্রের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছে। ৩৬। এই সময়ে ধরিত্রী পঙ্কিলতাকে পরিত্যাগ করে না, তটিনিগণ চঞ্চলতাকে আশ্রয় করে, আকাশ সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং সরোবর সর্ব্বতোভাবে জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ৩৭ এই সময়ে সূর্য্যদেব কদাচিত উদিত হইয়া থাকে, চন্দ্র প্রায়ই লোকলোচনের

উদেতি ভানুর্গগনে কদাচিৎ
প্রায়েন চন্দ্রোঽপি ন লক্ষ্যতেঽস্য।
ন ভাতি হীরোপম তারকালিঃ
সদান্ধকারে প্রবিলীয়তে দিক্ ॥৩৮॥
নৃত্যন্তিকান্তং শিখিনোবনান্তে
নদ্যোদ্রুতং তোয়নিধিং প্রযান্তি।
প্রফুল্লপুষ্পৈঃ পরিশোভমানা
নীপাধরারাজতি শস্যহাসা ॥৩৯॥

জলধর পটলোন্মুক্ত ধারাভিষিক্তা
ভিনবতৃণ দলালঙ্কৃত ক্ষৌণি পৃষ্ঠঃ।
মৃদু মধুর কলালাপ সন্তাপহারী
প্রভবতু ভবতাং ভূতয়ে কাল এষঃ ॥৪০॥

কৃতিরেষা
শ্রীমধুসূদন রায়স্য।

গোচরীভূত হয় না, হীরকসদৃশ তারকারাজি এখন আর আকাশে ফুটিয়া উঠে না এবং দিক্‌সকল অন্ধকারে সর্ব্বদা বিলীয়মান হইয়া থাকে। ৩৮। এই সময়ে শিখীগণ বনমধ্যে নৃত্য করিতেছে, নদী সকল দ্রুত সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, কদম্ববৃক্ষসমূহ প্রস্ফুটিত ফুলের দ্বারা পরিশোভিত এবং ধরণী শস্যপূর্ণ হইয়া হইয়া যেন হাস্য করিতেছে। ৩৯। যে কালে মেঘনিকর হইতে পতিত বারিধারা দ্বারা অভিষিক্ত নূতন তৃণসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া ধরণীপৃষ্ঠ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে, এবং যে কাল মৃদু ও মধুর কলালাপে জনগণের সন্তাপহরণ করিয়া থাকে; সেই বর্ষাকাল বিদ্বজ্জনের অভ্যুদয়ের জন্য প্রভাবশালী হউক। ৪০।

সম্পাদকেন
ভাষান্তরিতম্।

সানুবাদ মিশ্রকায়স্থ-কারিকা।

কতিপয় কায়স্থসমাজহিতৈষী মহাত্মাকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, আমরা সানুবাদ ধ্রুবানন্দ মিশ্র কর্ত্তৃক রচিত গৌড়কায়স্থ-মহাবংশাবলী বিবরণ ক্রমে ক্রমে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলাম। আশা করি কায়স্থ-মহাত্মাগণ স্বজাতির পূর্ব্ব ইতিহাস অবগত হইয়া স্বধর্ম্মে আস্থাবান্ হইবেন। আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি। বঙ্গীয়-কায়স্থগণের পক্ষে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব সামাজিক গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া কি সুখের বিষয় নহে? বঙ্গীয়-কায়স্থকুলচন্দ্রমা স্বর্গগত শশীভূষণ নন্দী দেববর্ম্মা মহাশয়ের সংগৃহীত ধ্রুবানন্দ মিশ্রের কারিকা অবলম্বনে এই কুলপঞ্জিকা সংগৃহীত হইল। ইহার ভ্রমপ্রমাদাদি যিনি দেখাইয়া দিবেন, তাঁহার নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ রহিব।

নন্দী মহোদয় তাঁহার ভূমিকায় লিখিতেছেন—

"এই গ্রন্থ কেবল কায়স্থকারিকা নহে। ইহাকে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের কারিকা এবং বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই গ্রন্থোক্ত কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ পাঠ করিলে বঙ্গভূমি বীরপ্রসূতা

ও এক সময়ে ভারতে অগ্রগণ্যা থাকা প্রতিপন্ন হয়। বসু ও গুহ প্রভৃতি রাজাগণ পর্টুগিজ, যবন, রাজপুত প্রভৃতিকে পরাস্থ করিয়া যে বলবীর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপ্রতি প্রণিধান করিলে বঙ্গবাসীর অপেক্ষায় তাহাদিগকে হীনবীর্য্য বলিয়া মনে হয়। কালের কি বিচিত্র গতি, আদিপুরুষের মূল না জানা কি বিপজ্জনক এবং বংশমর্য্যাদা স্বযত্নে রক্ষা না করা কি কলঙ্কের কার্য্য। এই কারিকার লিখিত অবস্থা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অজ্ঞানতাবশতঃ বংশমর্য্যাদা রক্ষা না করিয়াই বঙ্গীয়কায়স্থজাতি এতাধিক হীনত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমান অবস্থানুসারে এই গ্রন্থোক্ত বিবরণের সত্যতার প্রতি সন্দেহ জন্মে। কিন্তু বঙ্গজ ঘটক রামদুর্লভ কবিরত্নের কৃত কারিকায় ঘোষবংশাবলীর বিবরণ, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রজসুন্দর মিত্র কৃত চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশকাহিনী, জাহ্নবী চৌধুরাণী প্রকাশিত কায়স্থ-বংশাবলী বিবরণ, বঙ্গাধিপ পরাজয় বিবরণ, রামরাম বসু প্রণীত প্রতাপাদিত্যের জীবনী, বান্ধবপত্রিকা, অন্নদামঙ্গল, কুলদীপিকা, কুলাচার্য্যকারিকা, মেজরস্মীথ্ সাহেবের রিপোর্ট, প্রাণকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণের সম্পাদিত পদ্মপুরাণীয় পাতালখণ্ডোক্ত বচন এবং অন্যান্য গ্রন্থসহ যখন এই গ্রন্থোক্ত অধিকাংশ বৃত্তান্ত ঐক্য হইতেছে, তখন ইহার সত্যতার প্রতি আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই কারিকা শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বন্দ্যকুলোদ্ভূত শ্রীধ্রুবানন্দ মিশ্র সংরচিত, এবং মিশ্রকারিকা নামে অভিহিত। শ্রীধ্রুবানন্দ মিশ্র মহোদয় চন্দ্রদ্বীপের রাজা প্রেমনারায়ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন। রাজা প্রেমনারায়ণ, বঙ্গাধিপ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রসিদ্ধ জামাতা রাজা রামচন্দ্র বসুর অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র। প্রতাপাদিত্য সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক। জাহাঙ্গীর ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতএব রামচন্দ্রের অধস্তন তিন পুরুষের সময় অর্থাৎ ৮৪ বৎসর বাদ দিলে ধ্রুবানন্দ দুইশত বৎসরের পূর্ব্বের লোক হইতেছেন। এই গ্রন্থের কতকাংশ বাটীকামারীনিবাসী স্বর্গীয় জানকীনাথ শিরোমণি এবং কতকাংশ ফরিদপুর জিলান্তর্গত বীরঙ্গলনিবাসী কাঞ্জিলালবংশধর স্বর্গীয় গুরুচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সংগৃহীত। তাঁহাদিগের নিকট বঙ্গীয়সমাজ চিরকাল কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলেন।”

গ্রন্থারম্ভে ধ্রুবানন্দ মিশ্র মহোদয় পদ্মপুরাণীয়া পাতালখণ্ডের নিম্নলিখিত কায়স্থবিবরণ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। বিশ্বকোষ প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার কায়স্থের বর্ণনির্ণয়গ্রন্থে এই অংশ প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। তিনি বলেন যে, একখানি জাল পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ড দেখিয়া তাহার ভ্রান্তি হয় কিন্তু তৎপরে পুণার অনন্দাশ্রম হইতে একখানি পুরাতনপুঁথি আনাইয়া তাহাতে পাতালখণ্ড পান নাই। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় কি জানেন না যে শিবাজীর সময় হইতে কায়স্থ কোন্ বর্ণান্তর্গত এই বিষয় তুমুল আন্দোলন পুণায় হইয়া গিয়াছে। আমরা কিন্তু প্রক্ষিপ্ত মনে করি না। পদ্মপুরাণের কোন কোন সংস্করণে তিনি এই অংশ পান নাই, না পাইবারই কথা, কারণ আজ ৪০০ বৎসর হইল ব্রাহ্মণগণ যখন ভারতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য জাতির অস্তিত্ব দেখিলেন না, তখন কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব

প্রতিপাদক বিষয়গুলি যে পুরাণাদি হইতে উৎক্ষিপ্ত হইবে তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। এই বিবরণে যাহা লিখিত আছে, তাহার সহিত অন্যান্য পুরাণের কথার, জনশ্রুতির ও বর্ত্তমান অবস্থার সামঞ্জস্য দেখিয়া আমরা ইহাকে সত্য বলিয়া অবধারণ করিলাম। আভ্যন্তরিক প্রমাণমূলক সত্যতাই এই অংশকে পদ্মপুরাণের প্রকৃতাংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহার প্রতিবাদ করিতে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ও সক্ষম নহেন। ভারতের বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রদেশে, পুণায় ও বঙ্গদেশে এই সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল। তৎকালে পদ্মপুরাণ হইতে কায়স্থের এই আদি প্রমাণ উৎক্ষিপ্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। স্বর্গগত তারানাথ বাচস্পতি মহাশয় তাঁহার জগৎবিখ্যাত বাচস্পত্যভিধানে এই পাতালখণ্ডের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গীয়-কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। পাতালখণ্ডের সারবত্তার সম্বন্ধে ইঁহার অধিক আর কি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

গ্রন্থারম্ভ।

বিচিত্রো জগতাং হেতু, ভর্গবাংশ্চ সদাশ্রয়ঃ।
তদুদ্ভবোঽপি বৈচিত্র্যং, জগতঃ কৃতবান্ বিধিঃ ॥১
চিত্রোবিচিত্র ইতি তৎ বিজ্ঞপ্তৌ তাবুভাবপি।
ধর্ম্মরাজস্য সচিবৌ, সৃষ্টাবস্য তু বেধসা ॥২
অসতাং দণ্ডনেতারৌ, নৃপনীতিবিচক্ষণৌ।
যথার্থ বাদিনৌ স্যাতাং, শান্তিকর্ম্মণি তাবুভৌ ॥৩
কায়স্থ সংজ্ঞয়া খ্যাতৌ, সর্ব্বকায়স্থপূর্ব্বিণৌ।
লেখন জ্ঞান বিধিনা, মুখ্যকার্য্য পরায়ণৌ ॥৪
অস্মিন্ সংসার জলধৌ, ষড়্বিধাঃ কায়বর্ত্তিনঃ।
তত্রস্থ কায়বিজ্ঞানাৎ, কায়স্থত্বমি হৈতয়োঃ ॥৫
ধর্ম্মরাজস্য সাচিব্যং, কুর্ব্বতোঃ শান্তিকর্ম্মণি।
হরেরনুগ্রহাদাসন্, তয়োশ্চিত্র বিচিত্রয়োঃ ॥৬
একবিংশতি ভেদেন, আভ্যাং কায়স্থজাতয়ঃ।
সন্তুষ্টঃ স ততস্তাভ্যাং, স্পৃষ্টঃ স্বাত্মবিচেষ্টিতম্ ॥৭
অস্মাকং কে চ সংস্কারা, কিং বর্ণজা বয়ং প্রভো।
তৎসর্ব্বং কথয়স্বাবাং, ভবৎসেবা পরায়ণৌ ॥৮
ইতিশ্রুত্বা তয়োর্ব্বাক্য, মনুমোদ্য পিতামহঃ।
উক্তঃ সোত্তরমুৎকৃষ্ট, মুবাচ প্রহসন্নিব ॥৯

ব্রহ্মোবাচ।

অত্রবর্ণাগ্র উৎকৃষ্টো, ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বসম্মতঃ।
তস্যাবরজতাং যায়াৎ, ক্ষত্রিয়ঃ পরিরক্ষকঃ ॥১০
বিজ্ঞান জীবিতোপায়ী, ব্যবহার নয়ান্বিতঃ।
বৈশবর্ণস্তৃতীয়ঃ স্বাৎ, বর্ণদ্বিতীয় সেবকঃ ॥১১
চতুর্থঃ শূদ্রবর্ণঃ স্বাৎ, বর্ণত্রিতয় সেবকঃ।
অনেক ব্যবহারস্থা, ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি তত্রবৈ ॥১২
তেষামুত্তমতাং যায়াৎ, কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ।
ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্থৌ, দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ ॥১৩
কৃতোপবীতিনৌ স্যাতাং, বেদশাস্ত্রাধিকারিণৌ।
পূর্ব্বপুণ্য বলোৎকর্ষাৎ, সাধ্যসাধন ভাবিনৌ ॥১৪
এবমাখ্যায় ভগবান্, সর্ব্বামরগণান্বিতঃ।
অন্তর্দধে তয়োরন্ত, স্থিতঃ প্রত্যক্ষবৃত্তিতঃ ॥১৫

সূত উবাচ।

একবিংশতি সংখ্যকাঃ, পংক্তয়স্তৎ পৃথকমতাঃ।
আদাবেব হি তদ্ধর্ম্মঃ, স্বধর্ম্মকৃত নিশ্চয়ঃ ॥১৬
এতাবৎসু চ তাবৎসু, কথ্যতে চ মহাধিপ।
মিথো ন ভক্তি সম্বন্ধ, সিদ্ধয়েতু কলৌযুগে ॥১৭
ইমেস্বীয়া ইতি জ্ঞান, মন্যথা নহি সিধ্যতি।
অতঃ পৃথক্ তয়াবর্গাঃ, কৃতাএকৈক বিংশতি ॥১৮
সূর্য্যধ্বজঃ স্থিতৌকৃত্যঃ, গুণজাতি বিচক্ষণঃ।
প্রথমঃ পুরুষোজ্ঞেয়ো, যথার্থ স্থাননামবান্ ॥১৯
চিত্রদেবস্য সংকল্পাৎ, পুমান্ স্বয়মজায়ত।
স সূর্য্যধ্বজ ইত্যাখ্যা, মবাপ প্রাক্তনশ্রিয়া ॥২০

সূর্য্যধ্বজাকৃতি প্রোক্তং, চিহ্নং তস্য প্রবর্ত্ততে।
দেহে যস্মাৎ ততোজ্ঞেয়ঃ, সূর্য্যধ্বজ-উদায়ধীঃ ॥২১
অহো তেজস্বিনং বেত্তি, নাশ্রয়াৎ সকুটুম্বিনম্।
কুলেষ্টদৈবতং যেষাং, শ্রীমানাদিত্য এবচ ॥২২
এবং বিজ্ঞায় কায়স্থো, ভবৎ সন্ততি সাত্বিকঃ।
কুলেষ্টদৈবতাত্মানং, ত্বামহং পরিপূজয়ে ॥২৩
এবং স্তুতিমতে রাসীৎ, তস্য বিশ্বম্ভরোদয়ঃ।
বিবস্বান্ বিশ্বতশ্চক্ষুঃ, প্রত্যক্ষঃ করুণানিধিঃ ॥২৪
বরং বরয়ভদ্রত্বং, মত্তঃ সন্তোষ বারিধেঃ।
কিমিচ্ছসি স্তুতিং কুর্ব্বন্, ইত্যাহ গগনস্থিত ॥২৫
বিধেহি তারকমাং তং, এবৈকং সকলার্থদম্।
ত্বন্নামবসতিস্থানং, দেহিমে বিশ্বলোচন ॥২৬
এবমাভাষিতঃ সূর্য্যো, বরমেবহি দিৎসতে।
এবমস্ত্বিতি সুব্যক্তং, বভাষে ভগবানিদম্ ॥২৭
সূর্য্যধ্বজস্য তস্যৈব, নিবাসায় ভুবঃস্থলে।
কল্পয়ামাস সূর্য্যাখ্যাং, পুরীং পরমশোভনাম্ ॥২৮
সূর্য্যধ্বজাদ্ দ্বিজন্মানো, দ্বিতীয়া ইহ ভারতে।
ভবিষ্যন্তি নিজং কর্ম্ম, কুর্ব্বাণাঃ শাস্ত্রদর্শিতম্ ॥২৯
আশ্রমং প্রথমং তেচ, অনতিক্রম্য বৈদিকং।
যুক্তি মাসাদ্যবিধিনা, গার্হস্থ্যমবলম্বয়ন্ ॥৩০
তত্রাপি ষট্ স্বকর্ম্মাণি, চক্রুঃ কেবলয়াধিয়া।
বানপ্রস্থা ভবেয়ুশ্চ, ততঃ সন্ন্যাস সেবিনঃ ॥৩১

(ক্রমশঃ)।

বঙ্গানুবাদ।

সূত বলিলেন—নানাবর্ণ সমন্বিত জগতের আদিকারণ বিষ্ণুর অধীনে ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইয়া বিচিত্রতাময় জগৎ সৃষ্টি করিলেন। ১। তাহা হইতে চিত্র ও বিচিত্রনামক দুই ব্যক্তি উৎপন্ন হন, বিধি কর্ত্তৃক উভয়ে ধর্ম্মরাজের মন্ত্রী হইলেন। ২। তাঁহারা উভয়ে অসাধুগণের দণ্ডদাতা, রাজনীতিজ্ঞ, সত্যবাদী এবং শান্তিকার্য্য সংস্থাপক হইলেন। ৩। এই উভয় মহাত্মা কায়স্থনামে পরিচিত হইয়া সমগ্র কায়স্থজাতির আদিপুরুষ হইলেন। এবং লিখনকার্য্যে নিপুণতাহেতু, শ্রেষ্ঠ বিচারকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ৪। ব্রহ্মার কায়বর্ত্তী সংসার-সমুদ্রের কামক্রোধাদি ষড়্‌বিধ বিষয়ে তাঁহাদিগের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া তাঁহারা এই সংসারে কায়স্থনামে পরিচিত হইলেন। ৫। চিত্র ও বিচিত্র শ্রীভগবান্ হরির অনুগ্রহে ধর্ম্মরাজের মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলেন। ৬। একবিংশতি প্রকার কায়স্থজাতি তাঁহাদিগের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহারা সতত সন্তুষ্টচিত্ত ছিলেন ও আত্মপ্রাণোদিত হইয়া ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৭। হে প্রভো! আমরা নিরন্তর আপনার সেবাপরায়ণ, আমরা কোন্ বর্ণ ও কি প্রকার সংস্কারসম্পন্ন হইব, তাহা সমস্ত আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করুন। ৮। পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগের এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া, ঈষদ্ধাস্য আননে তাঁহাদিগের বাক্য অনুমোদন করিয়া নিম্নলিখিত উৎকৃষ্ট উত্তর প্রদান করিলেন। ৯।

ব্রহ্মা বলিলেন।

সকল বর্ণের অগ্রে ব্রাহ্মণ যে শ্রেষ্ঠ তাহা সর্ব্বসম্মত, তাঁহাদিগের কনিষ্ঠ, ব্রাহ্মণ-রক্ষক, বিবাদ মীমাংসক, বিজ্ঞানবিশিষ্ট, কর্ম্মোপজীবী, ক্ষত্রিয়, তন্নিম্নে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সেবক তৃতীয় বৈশ্য বর্ণ। ১০। ১১। উক্ত তিন বর্ণের সেবক শূদ্র, এই পৃথিবীতে অনেক ব্যবহারসম্পন্ন ক্ষত্রিয়জাতি বিদ্যমান আছেন তন্মধ্যে অক্ষজীবক কায়স্থই শ্রেষ্ঠ। তোমরা ক্ষত্রিয় বর্ণোদ্ভূত, গৌরবান্বিত দ্বিজজাতি। ১২। ১৩। তোমরা উপনয়নসংস্কার সম্পন্ন হইয়া বেদশাস্ত্রে অধিকারী হইবে এবং পূর্ব্বপুণ্যফলে বিষ্ণুসেবা-পরায়ণ হইবে। এই প্রকার বলিয়া ব্রহ্ম অমরগণ সহিত প্রত্যক্ষ দর্শনের অন্তরালে তিরোধান করিলেন। ১৪। ১৫।

সূত বলিলেন।

একবিংশতি শ্রেণীতে কায়স্থ বিভক্ত হইলেন। পূর্ব্বকল্পে তাঁহাদিগের যে ধর্ম্ম ছিল; তাহাই তাঁহাদিগের স্বধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। ১৬। হে মহারাজ! আর্য্যঋষিগণ বলিয়াছেন যে, কুলক্রমাগত ধর্ম্মে ভক্তি না থাকিলে কলিযুগে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। ১৭। এই "আমার ধর্ম্ম" এই প্রকার জ্ঞান না থাকিলে কোনও প্রকার সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। সুতরাং এইরূপ জ্ঞানের অভাবে উক্ত একবিংশতি শ্রেণী মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইল। ১৮। ইহাদিগের মধ্যে প্রথমপুরুষ সূর্য্যধ্বজ, ইনি গুণে ও জাতিতে শ্রেষ্ঠাধিকারী, এবং তদীয় নামধামে "সূর্য্যধ্বজ" আখ্যায় সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। ১৯। শ্রীশ্রীচিত্রদেবের ইচ্ছানুসারে প্রথমপুরুষরূপে উৎপন্ন হইয়া সূর্য্যধ্বজনামে প্রসিদ্ধিলাভ করিলেন এবং পূর্ব্ব প্রাক্তনানুসারে শ্রীসম্পন্ন হইলেন। ২০। উৎকৃষ্ট ধীসম্পন্ন সূর্য্যধ্বজ তদীয় দেহে সূর্য্যাকৃতি ধ্বজচিহ্ন বর্ত্তমান ছিল বলিয়া তাঁহার নাম সূর্য্যধ্বজ হইয়াছিল—ফলতঃ তিনি এই প্রকারে তাঁহার জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ২১। অহো! সেই তেজস্বী মহাপুরুষ সূর্য্যধ্বজ গৃহাশ্রম না করিয়া কেবল সূর্য্যোপাসনা করিতেন তাঁহার কুলদেবতা আদিত্য ছিলেন। ২২। সেই আমার কুলদেবতাকে আমি পূজা করি, যাঁহার কৃপায় আমার বংশধরগণ সাত্বিক কায়স্থ হউক। ২৩। সূর্য্যধ্বজের এই প্রকার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া করুণানিধি বিশ্বের চক্ষু সূর্য্যদেব আকাশে সমুদিত হইয়া তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ হইলেন। ২৪। আনন্দের বারিধিস্বরূপ সূর্য্যদেব, আকাশে অবস্থান করিয়া কহিলেন—হে ভদ্র! আমার নিকট তুমি কি বর ইচ্ছা কর। ২৫। সূর্য্যধ্বজ কহিলেন হে বিশ্বলোচন! হে তারকব্রহ্ম! সকলার্থ আমি প্রদান করিতে পারি এবং তোমার নামে একটী বসতিস্থান আমি প্রাপ্ত হইতে পারি এই প্রকার বর আমাকে দেন। ২৬। এই প্রকারে উক্ত হইয়া শ্রীভগবান্ সূর্য্যদেব বরপ্রদানে ইচ্ছুক হইয়া "তথাস্তু" বলিলেন। ২৭। তদনন্তর সূর্য্যধ্বজের বাস জন্য পৃথিবীতে সূর্য্যনামক একটী পরম শোভনীয় পুরী নির্ম্মিত হইল। ২৮। ক্রমে সূর্য্যধ্বজ হইতে ভারতে দ্বিজন্মাগণ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইল, তাঁহারা বেদাদি শাস্ত্রানুসারে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ করিতে লাগিলেন। ২৯। তাঁহারা বৈদিক প্রথমাশ্রম—অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য অতিক্রম না করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে অবলম্বন করিয়াছিলেন। ৩০। তাঁহারা কেবল ধীশক্তি প্রভাবে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ ইত্যাদি ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া বানপ্রস্থ ও তদনন্তর চতুরাশ্রম সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। ৩১।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকস্য।

কাকসংবাদ।*

মহাশয় নমস্কার। আমি যে তাড়াতাড়ি আবার আপনার সহিত দেখা করিতে পারিব, এমন ভাবি নাই—সম্ভাবনাও ছিল না। কিন্তু কি করি, কতিপয় মানবক-বন্ধুর অনুরোধে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আজ উপস্থিত হইতে হইয়াছে। আমাদের কাকের কর্কশস্বর বিরক্তিকর হইলেও পরিহার করিতে পারি না—দরকার হইলেই অপ্রীতিকর স্বরের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষ, পরিবার বিশেষ বা জাতিবিশেষকে শঙ্কিত বা ব্যথিত করি। তাই আজ বন্ধুবর্গের অনুরোধে, নিজের কর্ত্তব্যানুরোধেও বটে আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে উপস্থিত হইয়াছি। আমি ক্ষুদ্র পাখী—আপনি ক্ষমাশীল মানুষ আশা করি, অক্ষতদেহে বাসায় ফিরিয়া যাইবার পথে কোন বিঘ্ন সংঘটিত হইবে না। বিগত আষাঢ় সংখ্যা প্রতিভায় 'দেববর্ম্মা' নামে একটী অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উহা পাঠে পাঠকেরা লেখকের বংশের অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্থাপনের প্রয়াসদর্শনে বস্তুতঃই হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই। তাহার তরলতার পুরস্কার যাহাই হউক, মহাত্মা কি শুভোদ্দেশ্যের প্রণোচনায় উহা পত্রস্থ করিয়া দায়ীত্বজ্ঞানকে শিথিল করিয়া ফেলিয়াছেন; তাহা ত বুঝিলাম না। লেখকের লিখিত বিষয় কি আপনি আপত্তিজনক মনে করেন নাই? অথবা উহা আপনার অপঠিত অবস্থায় প্রতিভার অঙ্গীভূত হইয়াছে? 'যে যাহা পাঠাইবে—তাহাই ছাপাইতে হইবে' বর্ত্তমানে এই নীতি যদি আপনার অবলম্বনীয় হইয়া থাকে, আমাদের বলিবার কিছুই নাই—কাক আর কখনও কিছু বলিবে না। দেববর্ম্মা

* কাকমহাশয় "দেববর্ম্মা" শীর্ষক প্রবন্ধটী পত্রস্থ করায় আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ দ্বারা জনৈক কায়স্থমহাত্মা, বর্ত্তমান কায়স্থান্দোলনের প্রথমাবস্থায় ক্ষত্রিয়ত্ব গ্রহণ বিষয়ে কতদূর আগ্রহ ও তীব্র লালসা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা, এই দেববর্ম্মা উপাধি উপেক্ষিতযুগে, প্রদর্শন করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত কায়স্থগণ স্বধর্ম্ম পালনাপেক্ষায় বাঁভিচারে বিশেষ তৎপর। বিশেষতঃ কুলীন কায়স্থগণ, কৌলিন্যের প্রথম ও প্রধান উপাদান "আচার" পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করতঃ সমাজে কৌলিন্য মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াসী হইতেছেন, তাঁহারা বুঝেন না যে, যে ব্যক্তি শূদ্রাচারী ও দ্বিজ নহেন তিনি কায়স্থ অথবা কুলীন পদবাচ্য হইতে পারেন না। এই সকল বিষয় একটী জলন্ত ও জীবন্ত উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করাই উক্ত "দেববর্ম্মা" শীর্ষক প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। ৺নগেন্দ্রনারায়ণ তদীয় দেববর্ম্মা উপাধিটী কোন্ অবস্থায় ধারণ করিয়াছিলেন তাহাও প্রবন্ধলেখক প্রদর্শন করিয়াছেন। কোনও অনির্দ্দেশ্য গুপ্ত গুহায় জল সঞ্চয় হইয়া যেমন জাহ্নবীর উৎপত্তি হয় নাই, তদ্রূপ ফাঁসিতলার বাজারের সাইনবোর্ডে দেববর্ম্মা উপাধি লিখিত হইয়াছিল বলিয়া, বঙ্গীয় কায়স্থগণের দেববর্ম্মা উপাধির সৃষ্টি হয় নাই, ইহা প্রতিভার পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। যেমন হিমাচলের অভ্রভেদীশিখরাসীন অনন্ততুষাররাশি (ব্রহ্মার কমণ্ডলু) গঙ্গার প্রকৃত উৎপত্তিস্থান, তদ্রূপ স্মরণাতীতকালে, চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টিরও বহুপূর্ব্বে দেবক্ষত্রিয়বংশের উৎপত্তির সহিত শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের উৎপত্তি, এবং তিনি ধর্ম্মরাজের অনুরূপ দেবক্ষত্রিয় বলিয়া তদ্বংশীয় বঙ্গীয় কায়স্থগণও দেবক্ষত্রিয় অর্থাৎ দেববর্ম্মা উপাধিবিশিষ্ট হইয়াছেন ইহাও সকল কায়স্থগণ অবগত আছেন। বাহুল্যভয়ে অশেষ বিদ্যায় সুপণ্ডিত কাকমহাশয় এই সামান্য কায়স্থ ঔপাধিক ইতিহাস ভুলিলেন কেন জানি না। বঙ্গীয় কায়স্থগণের "দেববর্ম্মা" উপাধিটী বেদ (শতপথ ব্রাহ্মণ) ও পুরাণ (গরুড়) অনুমোদিত। এতৎ সম্বন্ধে মৎপ্রণীত কায়স্থতত্ত্বের (২য় সংস্করণ) ১৭ ও ১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এইজন্যই শ্রদ্ধাস্পদ, বাগ্মিবর শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী প্রমুখ আনুষ্ঠানিক কায়স্থসভার সভ্যগণ স্ব স্ব নামাগ্রে "দেবশ্রী" ও নামান্তে "বর্ম্মা" উপাধিদ্বয় ব্যবহার করিতেছেন। প্রবন্ধের ভ্রমাত্মক অংশ

শব্দের উৎপত্তিকাহিনী যে এরূপ অদ্ভুত, উহা আমি কেন, বোধ হয় ইতোপূর্ব্বে কেহই জানিতেন না। এই অদ্ভুত আবিষ্কারের জন্য লেখক মহাশয় চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য। জানি না কি শুভক্ষণে জঙ্গীপুরের ফাঁসিতলা-বাজারে দেববংশীয় দেবমহাশয় ক্ষত্রাচারগ্রহণে বর্ম্মা উপাধি সংযোগে নিজের নাম লিখিয়া সাইনবোর্ড পবিত্র করিয়াছিলেন; সুখের বিষয় তাহাতেই সর্ব্বপ্রথম 'দেব-বর্ম্মা' শব্দের জন্ম! আরো সুখের বিষয় তাহা আজ সমস্ত কায়স্থের জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিণত হইয়াছে—কায়স্থজাতির অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছে! ইহা কি দেব মহাশয়ের বংশের কম গৌরবের কথা—অদৃষ্টে গৌরব থাকিলে, তাহা বিধিবিষ্ণুও খণ্ডাইতে পারেন না। তা কায়স্থজাতি দেব মহাশয়ের বংশ ধন্য হইবার অন্তরায় কিছুতেই হইতে পারিবেন না। তাহার বংশ ধন্য হউক, অগ্রজ মান্য হউক, ইহাতে আমরা বিন্দুমাত্র অসুখী নহে। কিন্তু কোথা হইতেছে এই,—দেববর্ম্মা শব্দটা বাস্তবিকই লেখকের লিখিতমতে জন্মলাভ করিয়াই কি উপবীতী কায়স্থগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে অথবা শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়াই "দেববর্ম্মা" শব্দ উপবীতী মাত্রেই ব্যবহার করিতেছেন? যদি প্রথমোক্তরূপে উৎপন্ন দেব-বর্ম্মাশব্দ কায়স্থগণ উপাধিস্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা কায়স্থজাতির অলঙ্কার হওয়া দূরের কথা,—কলঙ্কের কথা নিশ্চয়ই। কেন না উহাতে বোধহীনতা মাত্র প্রকাশ পায়—কায়স্থজাতি কি এতই নির্ব্বোধ? শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া যদি কায়স্থেরা দেববর্ম্মা শব্দ নামান্তে ব্যবহার করেন; তবে লেখকের ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয় এবং তাহার সহায়তার জন্য প্রতিভাও নিন্দনীয়া সন্দেহ নাই। আমরা জানিতে চাই, আপনারা নামান্তে দেববর্ম্মা শব্দ কেন ব্যবহার করেন? ফাঁসিতলার বাজারের সাইনবোর্ডের কৃপায় যে উহা আপ-

বাদ দিয়া যদি মুদ্রিত করিতে হয়, তবে অনেক প্রবন্ধই এককালে পরিত্যক্ত হয়। বিশেষ সামান্য ভুলভ্রান্তি সংশোধন ভিন্ন মূল, প্রবন্ধের পরিবর্ত্তন ক্ষমতা প্রবন্ধলেখকগণ সম্পাদক মহাশয়কে দেন নাই। সেইজন্যই প্রতিভার প্রথম পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে "প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী" দেববর্ম্মা প্রবন্ধ লেখকের কায়স্থসাহিত্যে বিশেষ জ্ঞান আছে আমাদের বোধ হয় না। দেববর্ম্মা উপাধি সৃষ্টি সম্বন্ধে যে ভ্রম তাঁহার হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বে আমরা বিশেষ অনুধাবন করিতে পারি নাই, এই ভ্রম প্রদর্শন জন্য কাকমহাশয়কে আমরা হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি, আশা করি তিনি দয়া করিয়া আমাদের ভ্রম-প্রমাদগুলি সময়ে সময়ে দেখাইয়া দিয়া আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার মহদুপকার সংসাধন করিবেন ইতি।

সম্পাদকস্য।

নাদের ব্যবহার্য্য হইয়াছে; ইহা নিতান্ত অশ্রেদ্ধেয় কথা বলিয়াই মনে হয়। আমাদের ভরসা আছে, আপনি বা আপনার পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ অচিরেই দেববর্ম্মা শব্দ ব্যবহারের যৌক্তিকতামূলক শাস্ত্রীয় প্রমাণাদিসহ এক প্রবন্ধ লিখিয়া সমস্ত কায়স্থের সংশয় নিরশন করিবেন। যদি প্রমাণাদি প্রদানে আপনারা সক্ষম না হন; তবে কখনও আর 'দেববর্ম্মা' উপাধি নামান্তে সংযোগ করিবেন না। বর্ম্মা শব্দই ব্যবহার করিবেন। অনর্থক যা, তা ব্যবহার করিয়া তরলতার মাত্রা বাড়ান, কায়স্থ-জাতির কর্ত্তব্য নহে। আপনার লেখক মহাশয়, গৌরবলাভের একান্ত বাসনার অনুবর্ত্তী হইয়া আর একটী সত্যকাহিনী প্রকটন করিয়া আমাদিগকে উপকৃত করিয়াছেন! তিনি লিখিয়াছেন—তাহার অগ্রজ মহাশয়ই জাতীয় যজ্ঞের আদ্য পবিত্রসূত্র গ্রহণ করিয়াছেন! ইহা তাহার ইতিহাস না জানার ফল নহে কি? কায়স্থের জাতীয় আন্দোলনের মূল প্রসিদ্ধ রাজা রাজনারায়ণের সময় রাজা স্বয়ং ও অন্যান্য অনেকেই উপবীতী হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও জীবিত—লেখক কি তাহা জানেন? রামাপদবাবু যে লেখকের অগ্রজের অনেক পূর্ব্বে উপনয়নগ্রহণ করিয়াছেন; তাহা কি তাহার স্মৃতিপথে আসে নাই? গৌরবলাভে কাহার না বাসনা আছে? তা বলিয়া লজ্জার মাথা চর্ব্বণ করিয়া লোক-চক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া গৌরব-ভিক্ষার্থী হওয়া কি মনুষ্যত্বের অপচয় করা নয়? কাজ করিয়া যাও—নাম আপনিই হইবে; নিজের জয়ঢাক নিজের বাজাইতে হইবে কেন? মহাশয় মাপ করিবেন। এরূপ সামান্য বিষয় লইয়া প্রতিভার মূল্যবান্ পত্র নষ্ট করা আমার ইচ্ছা ছিল না—কি করি, আমি দশের দাস—আদেশ পালন না করিলে নয়; তাই আপনাকে বিরক্ত করিতে হইল। আমি আজ চলিলাম। ভবিষ্যতে প্রত্যেক প্রবন্ধ স্বয়ং দেখিয়া প্রকাশ করিবেন—আমার কর্কশবয় প্রকাশের প্রয়োজন হইবে না। ইতি

শ্রীকাক।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার নবম বার্ষিক অধিবেশন।

উক্ত অধিবেশনের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বিবরণী মুদ্রিত করিয়া সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় কায়স্থসমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদিগের ধন্যবাদার্হ। আমরা আশা করি প্রত্যেক কায়স্থ ইহা পাঠ করিবেন, ৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট ভবনে উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রাপ্তব্য, কোন মূল্য অবধারণ করা হয় নাই, ইহা কি বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। গত ৩০শে চৈত্র ১৩১৭ বৃহস্পতিবার ও ১লা বৈশাখ ১৩১৮ শুক্রবার, কলিকাতার ২৪৩।১নং অপার সার্কুলার রোডস্থিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় অনেক

প্রধান প্রধান সভ্য উপস্থিত হন নাই। কায়স্থ-সমাজের নানাবিধ দুর্গতি ও অভাব মোচন জন্য সম্বৎসরে ২টী দিন মাত্র সময় কি তাঁহারা তাঁহাদিগের ব্যস্ত-জীবনের মধ্যে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। সম্মিলিত চেষ্টা ব্যতীত কতকগুলি গুরুতর প্রস্তাবের রহস্যোদ্ধার সম্ভবে না। এই সাম্বাৎসরিক মহামিলনে, পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ, আত্মবিনিময়, প্রেম সম্ভাষণ, তর্কবিতর্ক, সহানুভূতি সম্পাদিত হইয়া সমাজ মধ্যে একটী অপূর্ব্ব প্রেমবন্ধনের রেখাপাত হয়, আশা করি এ প্রকার সুসময়, সুযোগ কায়স্থমাত্রেই ত্যাগ করিবেন না।

২। শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন এ বৎসরের সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রথমে উক্ত সম্পাদক মহাশয় গতবর্ষের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। সভ্যসংখ্যা কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু আর্থিক অবস্থা তত ভাল নহে। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের ভাণ্ডারে কেবলমাত্র ৭০০৲ টাকা জমা আছে। যে সকল মহারথী বহরমপুরের সভায় মোটা মোটা দানস্বীকার করিয়া তাৎকালিক সমবেত সভ্যের ঘন ঘন করতালী নিঃসৃত মধুর ধ্বনি সম্ভোগ করিয়াছিলেন, সেই সকল অর্থ আজি কোথায়? বদান্যবর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের পঞ্চসহস্র টাকা কি এখনও সম্পাদক মহাশয়ের করতলগত হয় নাই। আমরা কয়েকজন নামান্য সামান্য অর্থ তৎকালে স্বীকার করি, কিন্তু বর্ষদ্বয় অতীত হইয়া গেল কেহই আমাদিগের নিকট উক্ত টাকা চাহিলেন না, জিজ্ঞাসা করি সম্পাদক মহাশয় কি এই প্রকারে তাঁহার দায়িত্ব রক্ষা করিতেছেন। পাইকপাড়ার কুমার শরচ্চন্দ্র সিংহ বাহাদুর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতিশ্রুত দশসহস্র মুদ্রা প্রকারান্তরে প্রত্যাহার করিয়া কায়স্থসমাজের কতদূর ক্ষতি করিতেছেন তাহা আমরা বর্ণনা করিতে অক্ষম। এই টাকা আমাদিগের হস্তগত হইলে এতদিনে কায়স্থসভার একটী মন্দির সংস্থাপিত হইত। তিনি কায়স্থ-রাজা তাঁহার পক্ষে এইরূপ কার্য্য কি শোভা পায়? সম্পাদক মহাশয় এই টাকা আদায়ের কি উপায় করিয়াছেন। কায়স্থসভা আজ নবমবর্ষে পদার্পণ করিল, কিন্তু অদ্যাপি তাহার একটী পৃথক্ কার্য্যালয় সংস্থাপিত হইল না। সম্পাদক মহাশয় একটী পুস্তকাগার গঠিত করিতে অভিলাষী, কিন্তু আধার ভিন্ন কি আধেয় রক্ষিত হয়, পরগৃহে কি পুস্তকাগার হইতে পারে? আমরা বিবেচনা করি, কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় হইলেও একটী স্বতন্ত্র কার্য্যগৃহ সংস্থাপিত করা আবশ্যক, তথন পুস্তকাগার হইলে কায়স্থগণ তথায় সম্মিলিত হইয়া অধ্যয়ন সুখানুভব করিতে পারিবেন। সাধারণ পুস্তকাগার না হইলে কেহই পুস্তকাদি দান করিবেন না। সভার প্রধান উদ্দেশ্য উপনয়ন আশানুরূপ কার্য্যে পরিণত হয় নাই, যাহা কিছু হইয়াছে তাহাও অনেকটা অপরের সাহায্যে। কায়স্থসমাজ উপনয়ন বিস্তারের প্রধান দুইটী উপায়, প্রথম প্রচার, দ্বিতীয় উপনয়ণ কেন্দ্র, যে স্থানে স্বল্প ব্যয়ে দরিদ্র কায়স্থ সন্তান উপনীত হইতে পারেন। কায়স্থসভার পক্ষ হইতে প্রচারকার্য্য বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয়

নাই। চন্দ্রদ্বীপ ও টাকীসমাজ হইতে শূদ্রত্ব কালিমা অপসারিত করিতে কোনও বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই। কায়স্থসভার কর্ত্তৃপক্ষগণ বঙ্গজসমাজকে উপেক্ষা করিয়া অবিবেচনার কার্য্য করিতেছেন। কারণ বঙ্গজসমাজ, বঙ্গীয়কায়স্থসমাজের একটী প্রধান অঙ্গ। কলিকাতায় একটী উপনয়নকেন্দ্রের নিতান্ত অভাব। যে ২টী কেন্দ্র আছে তাহাও বর্ত্তমান সময়ে শ্রেষ্ঠ-প্রণালীবদ্ধ নহে। আমরা আশা করি কায়স্থসভা তাঁহাদিগের পক্ষ হইতে একটী পৃথক উপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপিত করিবেন। কায়স্থসভার জন্য একটী স্বতন্ত্র কার্য্যালয় হইলে, তথায় কেন্দ্র হইতে পারে। কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান সভাপতি ও কর্ত্তৃপক্ষগণ কি মনে করেন যে, উপনয়ন বিস্তার না করিয়াই তাঁহারা কায়স্থসমাজে আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলিত করিবেন ও পণপ্রথার উচ্ছেদনে কৃত-কার্য্য হইবেন; যদি ইহাই তাঁহাদিগের বিশ্বাস হয়, তবে তাঁহারা মহাভ্রমে নিপতিত। ক্ষত্রিয়াচারী সমাজ ভিন্ন শূদ্রাচারী সমাজে কোনও প্রকার সংস্কার সম্ভবে না। সম্পা-দকমহাশয় শূন্যমনে স্বীকার করিয়াছেন যে, বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপ সম্বন্ধে তিনি কিছুই করিতে পারেন নাই, ও আন্তর্গণিক বিবাহ, ত্রয়োবিংশলক্ষ বঙ্গীয়কায়স্থসমাজেগত বর্ষে তিনটী মাত্র হইয়াছে।

তদনন্তর সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ। তিনি প্রথমেই সূচনা করিলেন যে, যাঁহাদিগের যত্নে কায়স্থসভার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, আজ তাঁহারা অনেকেই নিশ্চেষ্ট ও অনুরাগ শূন্য। আমরা জিজ্ঞাসা করি; কেন এমন হইল? আমাদের মধ্যে কোনও মতভেদ (schism) হয় নাই, আমরা সকলেই ঐকামত হইয়া কার্য্য করিতেছি। তবে কি কায়স্থসভার বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষগণের কার্য্যপ্রণালী সকলে অনুমোদন করেন না। ইহাদিগের মধ্যে অগ্নি কি প্রবলবেগে সন্দীপিত হইয়াছে? আমরা কায়স্থসভার বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করি তাহারা আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে না পারিলে সামাজিক উন্নতিসাধন করিতে পারিবেন না। দেশ, কাল ও সমাজ, ত্যাগী মহাপুরুষকে চায়? স্বার্থপর অহংকারীকে ঘৃণা করে। তৃণ হইতেও আপনাকে লঘুজ্ঞান করিয়া, আমানী ব্যক্তিকেও সম্মানিত করিয়া সকল কায়স্থকে আত্মীয়জ্ঞানে সহানুভূতি প্র-দর্শন করিয়া কার্য্য করিলে অতীব দুষ্কর কার্য্যেও কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। ইহাই আমা-দিগের জীবনের অভিজ্ঞতা। সভাপতি মহা-শয়ের অভিভাষণটি ক্ষুদ্র হইলেও, যাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা ও বিদ্যাবলে বঙ্গীয়-কায়স্থসমাজ এই-ক্ষণে ক্ষত্রিয়ের আসন অলঙ্কৃত করিতেছেন, তাঁহার উপযুক্ত হইয়াছে। নিম্নলিখিত উপ-দেশ স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করা উচিত। পঞ্চ-বিংশতি সহস্র কায়স্থসন্তানের উপনয়ন উল্লেখ করিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় গুরুগম্ভীরস্বরে বলিতেছেন—"কিন্তু বিরাট কায়স্থসমাজের তুলনায় এখনও শতকরা ৫ জন ব্যক্তিও সংস্কার গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং এই সুবিশাল সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে সমবেত চেষ্টা ও বিপুল আয়োজন আবশ্যক। সংস্কৃতই হউন আর অসংস্কৃতই হউন, মনোমালিন্য ও মতদ্বৈধ পরিত্যাগ করিয়া, পরস্পর দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া, স্বজাতির স্বসমাজের ও স্ব স্ব পিতৃপুরুষের মুখোজ্জল করিবার জন্য সদাচার অবলম্বন

করিতে হইবে। সদাচার কি? মন্বাদি শাস্ত্র-কারগণ সকলেই শ্রুতি ও স্মৃতিসম্মত ধর্ম্মা-নুষ্ঠানকেই সদাচার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা সকলেই চিত্রগুপ্তবংশধর কায়স্থসন্তান আমাদের পক্ষে শ্রুতি ও স্মৃতিসম্মত সদাচার কি? এসম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"ক্ষত্রিয়াণাং হি সংস্কারোহধ্যয়নং যজ্ঞকর্ম্ম যৎ।
তৎ করিষ্যতি পুত্রস্তে প্রজাপালন-কর্ম্মনি॥
নিয়তশ্চিত্রগুপ্তস্য স্বধর্ম্মোহস্য ভবিষ্যতি।

সাহ্যাদ্রিখণ্ড ৬৬।৬৮

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দিগের যেরূপ সংস্কার, যেরূপ বেদাধ্যয়ণ, যেরূপ যজ্ঞকর্ম্ম ও প্রজাপালনকর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে কায়স্থ তাহাই করিবে, ইহাই চিত্রগুপ্তের স্বধর্ম্ম। সুতরাং ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার গ্রহণ আমাদের স্বধর্ম্ম, সুতরাং প্রাণপনে আমরা স্বধর্ম্মাহরণে প্রবৃত্ত হইব। কখনই কর্ত্তব্যপালনে বিচলিত হইব না।" পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী কায়স্থকে আমি বলিব সম্মানিত রাজকুমার কি ঘৃণিত ভৃত্যের ন্যায় সমাজে বাস করিতে চায়? যে চায় সে কৃপার পাত্র। পণপ্রথার উচ্ছেদন ও শ্রেণীচতুষ্টয়ের মিলনে আমরা অগ্রসর হইতে পারি নাই বলিয়া সভাপতি মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ও ইহার প্রকৃত কারণ কি জিজ্ঞাসা করিয়া-ছেন। ইহার উত্তরে বলিতেছেন "আমাদের সমবেতশক্তির অভাব।" আমাদিগের মতে সমবেতশক্তির পূর্ব্বে মিলন আবশ্যক। ফলতঃ শ্রেণীচতুষ্টয়ের মিলন ও সমবেতশক্তি একই কথা। মিলনের অন্তরায় কি? শূদ্রত্ব ও তাহার পরিপার্শ্বদ হিংসাদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা। যজ্ঞসূত্র দ্বারা সমাজে একটী সমীকরণ হইবে, তখন মিলন সম্ভবপর হইয়া আন্তর্গণিক বিবাহ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবে। বিবাহক্ষেত্র সম্প্রা-সিত হইলে বরপণব্যাধি শনৈঃ ২ তিরোহিত হইতে পারে। ইহাই আমাদের বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা। আমরা কোন্ মহামহিমান্বিত জাতি ও আমাদের কি কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

উঠ, জাগ, সুপ্তসিংহ ঘুমায়ো না আর,
অতি উর্দ্ধে অতি উচ্চে তব সিংহাসন।
তোমর চরণতলে অর্ঘ্য-উপহার
যুগে যুগে দেখ কত অর্পিছে ব্রাহ্মণ॥
লহ সে গায়ত্রীমন্ত্র লহ উপবীত,
পবিত্র ক্ষত্রিয়বেশ করহ ধারণ।
ক্ষত্রিয় আচার নিষ্ঠা ক্ষত্রিয় উচিত,
পাল সে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম করি প্রাণপণ॥
জাতি আছে, ধর্ম্ম আছে, আছে জন্মভূমি,
ক্ষত্রিয় কর্ত্তব্য আছে বহু চারিপাশ।
অস্থি দিয়ে, রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়া তুমি,
পূর ক্ষত্রোচিত সেই আশা অভিলাষ॥

কায়স্থ! তুমি কোন্ নরকে আছ, তোমার কোন্ স্বর্গে যাইতে হইবে। বদ্ধপরিকর হইয়া তোমার গন্তব্য পথের পথিক হও।

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণান্তে প্রথম প্রস্তাব ভারতসম্রাটের ভারতবর্ষে শুভাগমনে সভায় আনন্দ প্রকাশ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। বঙ্গীয়কায়স্থগণ চিরদিন রাজভক্ত, তাঁহারা সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর জয়ঘোষণা করি-তেছেন। দ্বিতীয় প্রস্তাব উপনয়নগ্রহণ সম্বন্ধে প্রস্তাবক মহাশয় শূদ্রাচারী কায়স্থমহোদয়গণ সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আজ দশবর্ষকাল

ইতস্ততঃ করিয়াও আপনাদের ভ্রান্তি বিদূরিত হইল না। আপনারা কায়স্থ, কিন্তু কোন্ বর্ণান্তর্গত? মনু বলিয়াছেন,—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণ দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ এক জাতিস্তু শূদ্রো নাস্তিতু পঞ্চমঃ॥

অর্থাৎ চারিটী বর্ণমধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজাতি ও চতুর্থ একজাতি শূদ্র, পঞ্চম বর্ণ নাই। আপনারা কখনই শূদ্র হইতে পারেন না। কারণ শূদ্র পাদজ, আপনারা ব্রহ্মার কায়া (বাহু) হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। [এই সময় একজন কায়স্থযুবক সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন আমরা কায়স্থ, কায়স্থই] প্রস্তাবক মহাশয় বলিতেছেন—কায়স্থ জাতিবাচক শব্দ, বর্ণবাচক নহে। আপনারা হয় ব্রাহ্মণ, না হয় ক্ষত্রিয়, না হয় বৈশ্য। আমরা যখন ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য নহি, তখন নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয় তৎপ্রতি সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ কবিরাজ ভাবসাগর দেববর্ম্মা মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রাধিকা-প্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয় এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া সারগর্ভ বক্তৃতা করেন, শেষোক্ত মহাত্মা একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন। সেই দিন বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য আর কোন কার্য্য হয় নাই।

[ক্রমশঃ]

সম্পাদকস্য।

সমালোচনা।

নদীয়া জেলান্তর্গত মিরপুর চিথলীয়া হইতে শ্রীযুক্ত ভবানীনাথ রায় মহাশয় তৎপ্রণীত "হিন্দুবিজ্ঞানসূত্র" নামধেয় ৩ খণ্ড পুস্তক আমাদিগের নিকট সমালোচনা জন্য পাঠাইয়াছেন। পুস্তক খণ্ডাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল এবং প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণে উপনীত হইয়াছিল। গ্রন্থকার নিরঙ্কুশভাবে জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, জন্ম, মৃত্যু, সকাম, নিষ্কাম, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, ইতিহাস, কল্পনা, জল্পনা, রাজভক্তি, সমাজভক্তি, নিজের ও পরের পারিবারিক বিষয়, ষট্‌চক্র প্রণায়াম ইত্যাদি নানা-বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় যেন অসংযুক্ত, অসংলগ্ন ও সময়ে সময়ে অপ্রাসঙ্গিকভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকার বিদ্বান্ কবি ও নানাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল, ওজস্বিনী ও সময়ে সময়ে উত্তেজনাময়ী। দুঃখের বিষয় প্রণালীবদ্ধভাবে লিখিত না হওয়াতে অধ্যয়নের কোন স্থায়ী ফলের আশা করা যায় না। বঙ্গের বিখ্যাত কবিদিগের প্রণীত গান ও কবিতা এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পুস্তকগুলি পাঠে আমরা সময়ে সময়ে নিরতিশয় আনন্দানুভব করিয়াছি। ইংরেজী অক্ষরে গ্রন্থকার আপনাকে বি, এন, রায় অর্থাৎ বিশ্বনিন্দুক রায় নামে অভিহিত করিয়াছেন। ফলতঃ তিনি জ্ঞান ও ভক্তির চক্ষে বিশ্বকে অবলোকন করিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে অনেক মূল্যবান্ উপাদেশ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা পাঠে মানবজীবনের সার্থকতা লাভ করা যায়। তিনি দৈহিকভাব পরিত্যাগ করিয়া আত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যে সমস্ত কথা লিখিয়াছেন তাহা সকলেরই আলোচনাযোগ্য। পুস্তকগুলির ছাপা ও কাগজ অতি সুন্দর। আমরা সকলকেই এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

২। মাহিষ্য-সমাজ।—এই মাসিক পত্রিকাখানির বর্ত্তমানবর্ষের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ৩ সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। ইহা মাহিষ্য [কৈবর্ত্ত]-জাতির মুখপত্র। সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবানন্দ ভারতী মহাশয়। "কৈবর্ত্ত মাহিষ্যোহর্য্যা ক্ষত্রিয়য়োঃ" ইত্যময়ঃ। কৈবর্ত্তজাতি যে মাহিষ্য ও বৈশ্যবর্ণান্তর্গত তাহার বহুল প্রমাণ আমাদের শাস্ত্রে আছে, এই জাতি উপনয়নার্হ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা এই পত্রিকাখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। বৈশাখ সংখ্যার মাহিষ্যজাতি, শিক্ষায় প্রয়োজনীতা, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ভারতীমহাশয়ের বাল্যরচনা "শ্রীকৃষ্ণ" মাহিষ্যজাতির কর্ত্তব্য ও উন্নতির উপায়, আষাঢ়ে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি উপদেশপূর্ণ ও সুখপাঠ্য। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য প্রবন্ধের ন্যায় পত্নীহীন পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে ভারতীমহাশয় একটী প্রবন্ধ লিখিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইত। বিধবাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য পুরুষগণ একপত্নীক ও পত্নী অভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা উচিত নহে কি? আমরা স্বীকার করি, এই বিষয়টী অতি গুরুতর, সেই জন্যই পূর্ণালোচনা আবশ্যক। এই পত্রিকাখানি ২৭নং পুলিশ হাঁসপাতাল রোড, ইটালী কলিকাতা হইতে মাসে মাসে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা সর্ব্বান্তকরণে মাহিষ্যসমাজের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

হিন্দুসখা।—শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদস্মৃতি কাব্যতীর্থ মহাশয় সম্পাদিত। হুগলী, কৈকালা হইতে প্রকাশিত, মাসিক পত্রিকা, বার্ষিক মূল্য ১ এক টাকা মাত্র। আমরা ১৩১৮ সনের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় তিন সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার সহিত বিনিময় হইতেছে। মহাকবি কালিদাস প্রণীত কুমারসম্ভবকাব্যের শ্লোকগুলি অন্বয় ও টীকা সহিত বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইতেছে। জাপানের অতীত ও বর্ত্তমান প্রবন্ধটীও মন্দ নহে। আমরা হিন্দুসখার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সম্পাদকস্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

১। যশোহর, খড়্‌কী হইতে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ রায় দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—

[ক] জেলা যশোহরের অন্তর্গত রামনগর গ্রামে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মজুমদার মহাশয়ের কন্যার বিবাহোপলক্ষে তত্রত্য জমীদার উত্তর-

রাঢ়ীয় বংশীয় শ্রীযুক্ত গোপালহরি ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে বিগত ২৮শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার একটী কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। আশা ছিল যশোহর উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থসমাজপতি শ্রীযুক্ত কুমার সতীশকণ্ঠ ও কুমার ক্ষীরোদকণ্ঠ রায় বাহাদুর দ্বয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা উপস্থিত না হওয়াতে কলিকাতার স্বনামধন্য আনুষ্ঠানিক কায়স্থ-সভার আচার্য্য পূজ্যপাদ পণ্ডিত সতীশচন্দ্র স্মৃতীর্থ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি এবং উক্ত জেলান্তর্গত গাদগাছীনিবাসী কায়স্থবর্ণাশ্রমশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত লালগোপাল দত্ত মজুমদার দেববর্ম্মা কবিরঞ্জন মহাশয় সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা বঙ্গীয়-কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও উপনয়নার্হত্ব প্রমাণ করিলে, সমবেত কায়স্থমহোদয়গণ উপনয়নের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করেন কিন্তু উক্ত সভাপতিদ্বয়ের অপেক্ষা করিয়া আপাততঃ যজ্ঞোপবীত ধারণে নিরস্ত রহিলেন।

[খ] উক্ত ঘোষ চৌধুরী জমীদার ও কবিরাজ মহাশয়ের অদম্য উৎসাহে বিগত ২৯শে আষাঢ় শুক্রবার উক্ত কায়স্থাচার্য্য মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত ৬জন উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ যজ্ঞোপবীত ও ব্রহ্মগায়ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা
,, পঞ্চানন ঘোষ ঐ
শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী ঘোষ দেববর্ম্মা
,, তারাপদ সিংহ ঐ
,, ক্ষীরোদামোহন সিংহ রায় ঐ
,, যতীন্দ্রনাথ সিংহ রায় ঐ

উপরোক্ত [ক] সংবাদ পাঠে আমরা নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলাম। স্বধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কায়স্থ-সন্তান যদি পরমুখাপেক্ষী হন, তবে কায়স্থ-সমাজের উন্নতি সুদূরপরাহত। উক্ত সমাজ-পতিদ্বয় শূদ্রসমাজের সমাজপতি ছিলেন, ক্ষত্রিয় সমাজের সমাজপতি তাঁহারা কখনই হইতে পারেন না, কারণ তাঁহারা যে উচ্চবংশ হইতে সম্ভূত হউন না কেন, তাঁহারা জঘন্য শূদ্রত্বে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। যখন নূতন ক্ষত্রিয়সমাজের সমাজপতিত্ব গ্রহণশক্তি তাঁহাদিগের বাহুতে নাই তখন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া স্বধর্ম্ম কেন গ্রহণ করিবেন না? সমাজের মঙ্গলার্থে আমরা কঠিন ভাষা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু আমরা আশা করি উক্ত সমাজপতিদ্বয় সত্বর ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের সমাজ-পতিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

[২] ফরিদপুর নগরনিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন যে, ফরিদপুর সান্নিধ্য গোয়ালচামট গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল বসু দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহার পুত্রের জন্মাশৌচ দ্বাদশদিনে পালন করিয়া ক্ষত্রিয়াচার রক্ষা করিয়াছেন।

সম্পাদকস্য।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

ভাদ্র মাস, ১৩১৮।

শিক্ষাষ্টকং।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরচিত শিক্ষাষ্টক যাহা শ্রীচরিতামৃতে পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় সাধারণতঃ বাহ্যার্থে অর্থ করিয়াছেন, তাহারই অন্তরঙ্গপক্ষে যথামতি অর্থ করিয়া ভক্ত পাঠক মহোদয়গণের চিত্তবিনোদনার্থ উপহার প্রদান করিলাম।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥১॥

চিত্তরূপ দর্পণ কেন? জীবাত্মা কৃষ্ণ প্রতিবিম্বগ্রাহী। মার্জ্জনং মলাপকরণং। চিত্তে কামাদি কুবৃত্তি মালিন্য থাকিলে কৃষ্ণ প্রতিবিম্বগ্রহণে সক্ষম হয় না সুতরাং সেই সকল মালিন্যের মার্জ্জন স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন। এখানে কামাদি মালিন্য বাহ্যমল। আভ্যন্তরিক মল যথা ভগবৎ কথায় অপ্রীতি। তাহার নাশ হইয়া স্বাভাবিকী কৃষ্ণপ্রীতি হইলেই মার্জ্জন রূপ অর্থের সমাপ্তি হইল। দর্পণের মার্জ্জনা হইলে শ্রীকৃষ্ণে রাধারাণীর স্বাভাবিকী রুচির ন্যায় রুচির উদয় হইবে। রাধারাণীর রুচি বলিলে মহাভাবোদয়ে শ্রীকৃষ্ণে যে প্রকার রতি হয় সেইপ্রকার রতি উদয় হইবে।

মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদিখণ্ডে ৪ পরিচ্ছেদে।

মহাভাবা স্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী ॥

উজ্জ্বল নীলমণৌ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী প্রকরণে ২ অঙ্কে।

তাহা হইলে গোপীভাব প্রাপ্তি নিমিত্ত সাধনান্তরের আবশ্যক রহিল না। অতএব গোপী-ভাব প্রাপ্তিতে কৃষ্ণবিরহের সম্ভাবনাও নাই। তাহাই প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—

"ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং"

সামান্য যে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় বা জন্ম-মরণাদিরূপ ভবমহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপণ হইবে এ অর্থ সঙ্গত নহে। যেহেতু সাম্রাজ্য প্রাপ্তি হইলে ভিক্ষাটনরূপ দুঃখ দূরীভূত হইবে এ কথা

বলা তৎকালীন অসঙ্গতি কারণ সে ভিক্ষাটন-রূপ দুঃখ অনেক পূর্ব্বে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে সাম্রাজ্য প্রাপ্তি হইলে মনোমত পদ্মিনীরূপ পট্টমহিষীর বিরহদুঃখ যে দূর হইবে এ কথা বলাই তৎকালীন সঙ্গত; কারণ ভব-মহা-দাবাগ্নি ত নাম্ লইবার পূর্ব্বেই দূরীভূত হয়। ঐ দাবাগ্নি নির্ব্বাণ হইবার পর জড়দেহ ত্যাগ করিয়া হ্লাদিনীর সার চিন্ময়দেহ প্রাপ্ত হইয়া নাম উচ্চারণ করিতে শক্ত হয়—

অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নামতুভ্যং
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥

শ্রীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে ৭। দেবহূতি কপিলদেবকে কহিয়াছিলেন—যে ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান থাকেন তিনি চণ্ডাল হইলেও শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি তোমার নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন তাঁহারাই তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই অগ্নিতে হোম করিয়াছেন, তাঁহারাই সদাচার করিয়াছেন ও তাহারাই বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকার্থে চণ্ডালদেহে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির ন্যায় জড়দেহেই চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষ্যামি সর্ব্বথা ॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণে।

নারায়ণের এই মহাবাক্যে নাম সংকীর্ত্তনে প্রবৃত্তি হইলেই ভক্তত্ব প্রাপ্তি হয়। ভক্তত্ব প্রাপ্তিই কৃষ্ণাবতারত্ব প্রাপ্তি। কৃষ্ণে অভিন্ন হইবার পরেও অর্থাৎ নাম সংকীর্ত্তন করিলে ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাণ হয় এ কথার অর্থে সাধারণ প্রতীতিরূপ যে জন্মমরণাদি দুঃখ তাহা নহে, তবে কৃষ্ণ অপ্রাপ্তি জন্য যে দুঃখ অথবা কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য চিন্তারূপ যে দুঃখ তাহা এরূপে নষ্ট হইল যে কৃষ্ণই সেই ভক্তের প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইলেন। এক্ষণ সে ভক্তকে আর কৃষ্ণ অন্বেষণ করিতে হইতেছে না।

কৃষ্ণ বিরহরূপ দুঃখ নষ্ট হইবার পর কি মঙ্গল উদয় হইল? এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য বলিতেছেন—

"শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং"

এখানে "শ্রেয়" অর্থে সাধারণ লোক ব্যবহারিক মঙ্গল নহে; কারণ সাধারণ ব্যবহারিক অনিত্য সুখদুঃখাদি জড়দেহ নাশের সহিত নষ্ট হইয়াছে। তবে কৃষ্ণের মনোভিমত সেবা করিবার জন্য যে সকল মনোরথরূপ কুশলের আকাঙ্ক্ষা ছিল সেই সকল শ্রেয়ের নিমিত্ত অর্থ করিতে হইবে। যথা গীতগোবিন্দে—

নিভৃত নিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশিরহসি নিলীয়
বসন্তং।
চকিত বিলোকিত সকল দিশা রতিরভসেন
হসন্তং ॥১॥
সখিহে কেশিমথনমুদারং।
রময় ময়াসহ মদনমনোরথ ভাবিতয়া সবিকারং ॥

* * * *

১ সর্গে।

হে সখি! উদার চরিত কেশিমথনকে আমার সহিত মিলন করাও। আমি নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে গমন করিলে তিনি রাত্রে নির্জ্জনে আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া থাকিবেন। শ্রীকৃষ্ণ কোথায় আছেন আমি চকিতে সকল দিক দর্শন করিলে, তিনি উচ্ছলিত রস বশতঃ আমার বিকলতা দর্শন করিয়া হাস্য করিতে থাকিবেন। আমি মনোভব উদ্ভব বশতঃ মনে মনে নানা মনোরথ ভাবনা করিতেছি, শ্রীকৃষ্ণও আমার ভাবনা বশতঃ আমার মনোরথপূর্ণ করিবেন ইত্যাদি।

জয়দেবের এই বাক্যে নাম করিতেই শ্রীকৃষ্ণ উৎকণ্ঠায় আগমনপূর্ব্বক শ্রেয় বিতরণ করেন। এই দান, সাধারণ দানের ন্যায় আন্তরিক ক্লেশপূর্ব্বক দান নহে। ইহা স্বাভাবিক আনন্দের সহিত দান। তিনি যত দান করেন তত সুখের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

এখানে "কৈরব" অর্থে কুমুদ নহে। যেহেতু জ্যোৎস্না প্রাপ্তিতে কুমুদের বিকাশ একবারে হইয়া যায়, কিন্তু কামুকের অঙ্গসঙ্গ প্রাপ্ত হইলেই যে কামিনীর বাঞ্ছাপূর্ণ হয় তাহা নহে। অতএব কৈরবার্থে অন্তঃপুরাবদ্ধা কামুকী কামিনী বুঝিতে হইবে। কে দুর্গমে অন্তঃপুরে রৌতি শব্দায়তে যা সা কৈরবা কামিনী। সুতরাং গোপীভাবাপন্ন নাম কীর্ত্তনকারীর সম্মুখে চন্দ্রিকার ন্যায় কৃষ্ণচন্দ্র দর্শন প্রদান করিয়া অভিলষিত বস্তু সকল প্রদান করিয়া থাকেন। এই প্রদানে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের উত্তরোত্তর আনন্দ হইয়া থাকে।

সেই নাম কিরূপ পুনরায় তাহাই বলিতেছেন—

"বিদ্যাবধূ জীবনং"

এখানে "বিদ্যা" শব্দে চতুর্দ্দশ বিদ্যা নহে। চতুর্দ্দশ বিদ্যা যথা—

অঙ্গানি বেদশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ ॥

অন্যানি চ—

শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষাং গণঃ।
ছন্দসাং বিচিতিশ্চৈব ষড়ঙ্গো বেদ উচ্যতে ॥

নৈষধ চরিতে ১ সর্গে ৪ শ্লোকের টীকায় প্রেম-চাঁদ তর্কবাগীশঃ মল্লিনাথশ্চ।

কারণ বিদ্যোদয়ে মুক্তি হইয়া থাকে কিন্তু কৃষ্ণসঙ্গ বশতঃ নামকারীর মুক্তি পূর্ব্বেই হইয়াছে—

কৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।

শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলায়াং ৪ পরিচ্ছেদে।

কৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া জ্ঞানের নাম বিদ্যা—

প্রভু কহে কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার।
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনু বিদ্যা নাহি আর ॥

শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ৮ পরিচ্ছেদে।

এখানে "ভগবান্" শব্দে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নহে। ষড়ৈশ্বর্য্য যথা—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতম্ ॥

মহাবামন পুরাণে।

এখানে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুরুষকে "ভগবান্" বুঝাইতেছে। কৃষ্ণকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া যে বুদ্ধি উৎপন্ন হয় তাহার নাম বিদ্যাবধূ। শ্রীনাম সংকীর্ত্তন তাহার জীবন স্বরূপ। এই বিদ্যাবধূ ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণও জীবনধারণ করিতে পারেন না ও শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে এই বিদ্যাবধূও জীবনধারণ করিতে পারেন না।

এই নাম কিরূপ পুনরায় তাহা বলিতেছেন—

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং

আনন্দ সমুদায়কে বৃদ্ধি করেন। এখানে "আনন্দ" শব্দে জড় সম্বন্ধীয় প্রিয় বস্তুর সহিত যে আনন্দ সে আনন্দ নহে কারণ চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই জড় বস্তুর সংযোগের আনন্দ পরিত্যক্ত হইয়াছে; অতএব এখানে

"আনন্দ" শব্দে চিন্ময় দেহে চিন্ময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সংযোগানন্দ বুঝিতে হইবে। এখানে "অম্বুধি" শব্দে সমুদ্র নহে। এখানে আদ্যন্ত-রূপ পরিচ্ছেদাভাবকে বুঝাইতেছে; এজন্য নিরন্তর কৃষ্ণসঙ্গানন্দকে বৃদ্ধি করান। পুনরায় এই নাম কিরূপ তাহা বলিতেছেন—

"পূর্ণামৃতাস্বাদনং"

এখানে "অমৃত" শব্দে ক্ষীর সমুদ্রোত্থিত যে অমৃত তাহা নহে কারণ তাহাও অপূর্ণ যেহেতু পূর্ণক্ষয়কালে তাহার বিনাশ আছে। তবে এখানে অনন্তকালেও যাহার নাশ নাই এরূপ যে অমৃত তাহাকে পূর্ণামৃত বলে। সেই পূর্ণামৃতই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাস্বাদ। নাম সংকীর্ত্তনে সেই প্রেমাস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পুনরায় বলিতেছেন—

"সর্ব্বাত্মস্নপনং"

"সর্ব্বাত্ম" শব্দে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যে আত্মা তাহার তৃপ্তিকেই সর্ব্বাত্মস্নপন বলিয়া পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করেন; কিন্তু সে কথাও অসঙ্গত নহে। তাহাও এই শব্দের আনুষঙ্গিক অর্থ বটে কিন্তু মুখ্যার্থ নহে। মুখ্যার্থে শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রকেই বলা উচিত। যথা—

কৃষ্ণমেনমবেহিত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৫৫।

ইঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া জানিবে ইনি সমুদায় জীবের আত্মা।*

স্নপনার্থে তৃপ্তিকে কহে। অতএব শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তিকেই সর্ব্বাত্মস্নপন বলে। এই সংকীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্ট হইলেই স্থাবর-জঙ্গমদেহধারি জীবমাত্রই পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনকারীকে ঐহিক বা পারমার্থিক কার্য্যের জন্য অন্য কোন দেবতা বা মনুষ্যাদির উপাসনা করিতে হইবে না—

যস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টঃ প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥

এ কথাও কর্ম্মী স্মার্ত্তাচার্য্যগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তবে এক্ষণ সর্ব্ববাদীসম্মত শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই সকল সাধ্যের সার ইহা সিদ্ধান্ত হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

---

* এরূপ নামেও রুচি হইল না তজ্জন্য বিষাদ ও দৈন্য প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন, নাম পাইবার অধিকারশূন্যতা জন্য দৈন্য—

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥২॥

শ্রীকৃষ্ণ লোকসকলের ভিন্ন ভিন্ন রুচির জন্য বহুপ্রকার নামধারণ করিয়াছেন এবং সেই নামে আপনার স্বরূপের সমুদায় শক্তি অর্পণ করিয়াছেন—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রস বিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম নামিনোঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ১১, বিলাসে ২৬৯ অঙ্কে।

নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ১৭ পরিচ্ছেদে।

এই সকল শক্তি বলাতেই নামকীর্ত্তনকারীকে জ্ঞানযোগাদি কিছুই করিতে হইবে না কারণ সর্ব্বশক্তির অন্তর্গত যোগশক্তি, জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। এই নামের এরূপ শক্তি যে, "হরেকৃষ্ণ" এইরূপ নাম অনন্তকাল বলিলেও মনুষ্যের বিরক্তি জন্মে না প্রত্যুত নামে লালসা ও আনন্দবৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু এইরূপ অন্য কোন চারি অক্ষরের শব্দ কয়েক-বার বলিলেই বিরক্তি জন্মে। সুতরাং বলিয়াছেন "অভিন্নত্বান্নাম নামিনোঃ" অর্থাৎ যে নাম সেই কৃষ্ণ। এই নামের আরও শক্তি যে এ নাম উচ্চারণকালে শুদ্ধ বা অশুদ্ধের অপেক্ষা রাখেন না যথা—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণ অথগতং শ্রোত্র মূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত রহিতং তারয়ত্যেব সত্যং।
তচ্চেদ্দেহ দ্রবিণ জনতা লোভ পাষণ্ড মধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥

পদ্মপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ২৫ অধ্যায়ে।

(পুনায় দ্রিতম্)

কবিতাগুচ্ছ।

প্রেমের বন্ধন ॥১॥

(ইংরেজী কবি শেলীর Love's Philosophy কবিতার অনুকরণে।)

নির্ঝরিণী মিশে যায় তটিনীর সনে,
তটিনী মিশিছে সিন্ধুনীরে;
নন্দনের পরিমল বহে ফুলবনে,
স্নিগ্ধ ধীর মলয় সমীরে।১
অভ্রভেদী শৈলরাজি স্বরগে ধেয়ায়,
লহরে লহরে আলিঙ্গন;
এক বৃন্তে দুটি ফুল যদি শোভা পায়,
সেখানেও প্রেমের মিলন।২
সৌরকর সুখে সুপ্ত ধরণীরে বাঁধে,
শশীলেখা চুমে বারিধিরে;
চকোরিণী ছুটে যায় ধরিবারে চাঁদে,
প্রেমে রবি ডুবে সিন্ধুনীরে।৩
জগতে যা কিছু হেরি,—কেহ নহে একা,
বাঁধা সব প্রেমের বন্ধনে;
তোমাতে আমাতে সুধু দুদিনের দেখা,
তবু প্রেম বেঁধেছে দুজনে।৪

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার।

ক্ষত্রিয় নিশান ॥২॥

সমাজের শীর্ষে ক্ষত্রিয় নিশান,
উড়াও সমস্ত কায়স্থ-সন্তান,
কায়স্থসভায় গাও জয়গান,
সাবিত্রী বিস্তার করহ দেশে।
সবিতা জগতে সাক্ষাৎ ঈশ্বর,
সবিতাই সূর্য্য জীবন-আকর,
তাঁর তেজে পূর্ণ করি অভ্যন্তর,
অভিযান কর সমর-বেশে॥১
দেখ না কেমন দীপ্ত দীপ্ত-শর,
সূর্য্য-অঙ্গ হ'তে ঝরে নিরন্তর,
তাঁর সন্তানেরা কারে কর ডর,
ধাও ক্ষিপ্র যত অরাতি-নাশে।

তোমাদের শত্রু পাপিরা সকল, (১)
তোমাদের শত্রু অন্ধতা কেবল,
দিবালোক মিত্র (২) কিবা সমুজ্জ্বল,
তাঁর ভয়ে তারা পলায়ে ত্রাসে ॥২
কুৎসিৎ আচার কুৎসিৎ সংস্কার
গ্রাসিছে সমাজ, রাক্ষস-আকার,
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আর,
সকলেই এর পড়েছে গ্রাসে।
বিধবা বালিকা নীরব রোদন,
কন্যাদায়ে পিতামাতার ক্রন্দন,
স্পর্শ-দোষ-প্রথা ঘোর আলাতন,
দেখিয়া কেমনে হাসিছ হাসে ॥৩
ক্ষত্রত্ব নহে ত শোভার জিনিষ,
ক্ষত্রত্ব বুকেতে ভয়ানক বিষ,
অত্যাচার যথা দেখ অহর্নিশ,
ইহার প্রয়োগ করিতে হবে।
তাই বলি কেন্দ্রে হাজার হাজার,
দাঁড়াইয়া যত ক্ষত্রিয়কুমার,
অন্ধতার শিরে করহ প্রহার,
জগতে অক্ষয় সুনাম রবে ॥৪
জান না কি এই সূর্য্য অন্তরালে,
জগতের যত অবতার খেলে,
কৃষ্ণ বিশ্বরূপ গীতা যাহা বলে,
সে সহস্রপ্রভ সূর্য্য কি নয় ?'(৩)

জগতে অমূল্য খ্রীষ্টের চরিত,
যদা তাঁর রূপ হ'ল প্রকাশিত,
পর্ব্বতের শীর্ষ হ'ল উদ্ভাসিত
নহে কি সেরূপ সূর্য্যত্বময় ?৫ (৪)
যেই বীর্য্য এই সূর্য্যের ভিতরে,
তাহাই পাপের সহ যুদ্ধ করে,
অবতারবর্গ এজন্যই নরে,
সূর্য্যরূপে ভবে প্রকাশ পান।
সেই পিতৃদেবে করিয়া আশ্রয়,
তাঁর ভর্গে হৃদি করি তেজোময়,
সমাজের পাপ করিবারে জয়,
কর সবে ক্ষিপ্র মহাভিযান ॥৬
এ ভাব ব্যতীত সাবিত্রী গ্রহণ,
শূদ্রত্বের অঙ্গে স্বর্ণ-আভরণ,
হতে পারে ইহা কিঞ্চিৎ শোভন,
কিন্তু হে ইহাতে মঙ্গল নাই।
বিশ্বধর্ম্মমূলে গায়ত্রীর ভাব,
বিশ্বধর্ম্মমূলে সূর্য্যের স্বভাব ;
আয়ত্ত ইহার তেজস্বী প্রভাব
সূর্য্যসন্তানের করাই চাই ॥৭

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

(১) পাপি অর্থ অন্ধকার "Power of darkness" Max muller বেদসংহিতা, ১ম ভাগ ৭৫ পৃঃ ২য় ভাগ ৪৫৭ পৃঃ।

(২) "মৈত্রং হি অহরিতি শ্রুতে শ্রুয়তে চ বারুণী রাত্রী।" সায়ণ বেদসংহিতা ১ম ভাগ, ১১ পৃঃ।

(৩) দিবিসূর্য্য সহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা।
যদিভাঃ সদৃশী সাস্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ গীতা ১১।১২

.....তেজোরাশিং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তং।
পশ্যামিত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিম-প্রমেয়ং ॥ ১১।১৭

(৪) তাদের সম্মুখে তদা আকার তাঁহার,
ভাবান্তরিত হইয়ে, হইল কেমন ;
তেজোময় হ'ল মুখ সূর্য্য যে প্রকার,
পরিচ্ছদ শুভ্রবর্ণ দীপ্তির মতন।
মৎকৃত খ্রীষ্টপুরাণ, মথি, ১১২ পৃঃ।

ভীষ্ম ॥৩॥

ক্ষত্রকুল-চূড়ামণি, কায়স্থ-গৌরবখনি,
ন্যায়ধর্ম্মে জগতের অমূল্যরতন।
এ ব্রহ্মাণ্ডে নাহি আর, শ্রেষ্ঠ রত্ন সম তাঁর,
বিশ্ব-মাঝে ভীষ্মদেব আদর্শ সুজন।১
ভীষ্মসম মহাবীর, ভীষ্মসম মহাধীর,
ভীষ্মসম নিরুপম পণেতে অটল।
দ্বিতীয় নাহিক আর, তুলনা কি দিব তাঁর,
ভীষ্মই ভীষ্মের শুধু উপমার স্থল।২
দেখিয়াছি রঘুবরে, বিমাতার কুটবরে,
বানপ্রস্থ ঋষিবেশে অম্লান-বদনে।
দেখেছি লক্ষ্মণশূরে, চতুর্দ্দশ বর্ষতরে,
অনশন অনিদ্রায় ভ্রমিতে কাননে।৩
যৌবনে প্রতিজ্ঞা করি, আত্মসুখ পরিহরি,
পিতৃসুখ অকাতরে করিতে বর্দ্ধন।
কখনি দেখিনি আর, থাকিতে অকৃত-দার,
ত্রিভুবনে, বিনা সেই শান্তনু-নন্দন।৪
হস্তগত রাজ্যধন, পরিহরি আজীবন,
দেবব্রত ছিলা বান্ধা কৌরবের ধাম।
দেখিনি দেবের দেশে, এমন পবিত্র বেশে,
করিবারে কোনজনে জীবনসংগ্রাম।৫
আই দেখ শরজালে, যেন চারু শয্যাতলে,
শয়িত রয়েছে বীর অম্লান বদন।
দেখেছে কে কোন দেশে, এমন ভীষণ বেশে,
করিবারে কোন্ বীরে মৃত্যু আলিঙ্গন।৬
সত্য ধর্ম্ম বর্ম্ম যার, কি করিবে মৃত্যু তার,
পার্থিব ঐশ্বর্য্যে তার কিবা প্রয়োজন।
জীবের মঙ্গল তরে, সে যে শুধু প্রাণ ধরে,
আপনার সুখে তার নাহি আকিঞ্চন।৭
আমরাও ভীষ্ম প্রায়, অস্থি-মাংসপূর্ণ কায়,
আমরাও তাঁর বংশে পেয়েছি জীবন ;
ছাড়ি হিংসা ছাড়ি দ্বেষ, সত্যের সুরম্য বেশ,
ভীষ্মসম আমরাও করিব গ্রহণ।৮

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন।

শুকতারা ॥৪॥

কে তুমি ? আকাশে নিত্য থাকিতে যামিনী,
উজলি কাননরাজি, রূপের প্রভায়।
তারাময় হার পরি, হে চারু হাসিনি!
ভ্রমিছ ব্যাকুল চিতে, নির্ম্মল উষায় ॥১
কাহার প্রণয় লাগি, ত্রিদিব সুন্দরি!
ব'সে থাক নিত্য তুমি, আকাশের কোলে।
দুরূহ বিরহ জ্বালা, হৃদয়েতে ধরি,
ফিরে যাও নিত্য তিতি নয়নের জলে ॥২
সপেছ পরাণ তুমি, যাহার চরণে,
এসেছ দেখিতে কি সে প্রিয় দেবতায়।
মিশাতে পরাণ তব, রবির কিরণে,
আছ কি হে বসি তুমি, তার প্রতীক্ষায়।
তিষ্ঠ তবে ক্ষণকাল, আসিছে দিনেশ,
বক্ষে তুলে লবে হবে, বিরহের শেষ ॥৩

শ্রীনৃসিংহগোপাল সিংহ চৌধুরী।

আর্য্যজাতির বঙ্গে আগমন।

আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রথমে কোন্ সময় ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চল সাম-সঙ্গীতে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ভট্ট মোক্ষ মূলর Max muller বলেন;— "কিংবদন্তী সংগৃহীত ইতিবৃত্তের অস্পষ্ট জ্যোতিতে আমরা দেখিতে পাই যে, হিমালয় উত্তীর্ণ হইয়া একদল "আর্য্য" দক্ষিণস্থ সপ্তনদী (পাঞ্জাবের পঞ্চনদ, সিন্ধু ও সরস্বতী) অভিমুখে যাত্রা করেন। ইতিপূর্ব্বে ইঁহারা গ্রীক, ইতালিয়, শ্লাবনিক ও কেল্ট-দিগের সহিত একত্র বাস করিতেন।" *

অধ্যাপক বেনফে Benfey বলেন; "আর্য্য-দিগের আদিম বাসস্থান তাতার (Tartary) দেশ। তথায় ইঁহারা সপ্তশ্রেণীতে বিভক্ত হন। ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ হিন্দুকুশ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া প্রথমে আফগানিস্থানে ও তৎপরে পাঞ্জাবে প্রবিষ্ট হন।" অধ্যাপক লেসিন Lassen ও অধ্যাপক শ্লেগেল A. W. Von-Schlegel যুগপৎ বলেন;— "অলিকসন্দর Alexander the great যে পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন—সেই পথ ব্যতীত ভারতে আগমন করা দুঃসাধ্য। ভারতীয় আর্য্যগণ সেই পথেই ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। "অধ্যাপক ওয়েবর Weber বলেন;—"ঋগ্বেদের অতি প্রাচীন সূক্ত সকল পাঠে অনুমিত হয়, আর্য্যগণ প্রথমতঃ সিন্ধু-নদের অপর পারে "কুব" † নামক নদীসৈকতে বাস করিতেন। তৎপর তাঁহারা সরস্বতী পার হইয়া দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে যাত্রা করেন।"

এইরূপে আমরা যতই আলোচনা করি না কেন সমস্তই অস্পষ্ট, আনুমানিক ও তিমিরাচ্ছন্ন। কাহারও বাক্যে বিশেষ আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। সে যাহা হউক, আর্য্যজাতি যে উত্তরপশ্চিম প্রদেশ দিয়া আগমন করেন, ইহা ধ্রুব নিশ্চয়। কারণ বেদের প্রাচীন সূক্তসকল তদ্বিষয়ে জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

আর্য্যগণ বৈদিকযুগে ক্রমশঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে আগমন করিতে থাকেন,—কিন্তু বঙ্গদেশে আগমন করেন নাই,—এবং বেদে বঙ্গদেশের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। মন্বাদি সংহিতা-যুগেও আর্য্যগণ বঙ্গদেশে আগমন করেন নাই। তৎকালে বঙ্গদেশ ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। প্রাচীনকালে তীর্থদর্শন ব্যতীত বঙ্গ-দেশে আগমনপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আর্য্যদিগকে প্রায়শ্চিত্ত ও পুনঃ সংস্কার গ্রহণ করিতে হইত। (১)

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কার মর্হতি॥
"শুদ্ধিতত্ত্বম্।"

বঙ্গদেশ মনু প্রভৃতি দ্বারা নিন্দিত হওয়ার কারণ—তৎকালে বঙ্গদেশে আর্য্যজাতি আগমন করেন নাই, সুতরাং ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া পরিত্যাজ্য ছিল। বঙ্গদেশে তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে—"বঙ্গদর্শন" পত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল—তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল। "বৈদিক সময়ে বঙ্গদেশ ছিল কিনা জানি না। তখন হয় ত ভাগবতী ভাগীরথী এতদূর না আসিয়াই কল্লোলিনী বল্লভের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন,—বঙ্গ তখন সাগরগর্ভে কি জঙ্গলময় চরভূমি ছিল। ফলতঃ তখন বঙ্গের বড় নামগন্ধ পাওয়া যাইত না। আদি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মনুর সময়েও বঙ্গ অনার্য্য প্রদেশ। তখন আদিম শূদ্র ও চণ্ডালজাতি, আর্য্যজাতি কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া এই নূতন জঙ্গলে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। * * মগধরাজ্যের প্রথম উন্নতির সময় বঙ্গে আর্য্য-সমাগম। তখন প্রাগ্-জ্যোতিষ পর্য্যন্ত আর্য্যধ্বজা উড়িতেছিল; অর্থাৎ বর্ত্তমান আসাম পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং তখন ভাগীরথীর ও পদ্মার উত্তরাঞ্চল আর্য্যদিগের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়াছিল। বঙ্গের এইদিকে প্রথম আর্য্য-নিবাস। মিথিলা ও মগধ ইহার অব্যবহিত পশ্চিমে। এইখানে কোন কোন মতে মৎস্য-দেশ, এক্ষণে দিনাজপুর। ইহার পূর্ব্বে রঙ্গ-পুরের সন্নিধ্য মহাস্থানে বান রাজার বাস। * * আর্য্য ভারতের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা, বর্ত্তমান বাঙ্গালার পশ্চিমোত্তর প্রদেশাপেক্ষা, প্রকৃত বঙ্গদেশ আধুনিক। * * এজন্য বিবেচনা হয়, বঙ্গ বহুদিন পর্য্যন্ত আর্য্যের বাসস্থান হয় নাই। * * সাদৌ এখনকার বঙ্গবাসীরা প্রাচীন বাঙ্গালীর সন্তান নহেন। কান্যকুব্জের, মৎস্যের, অঙ্গের শৌর্য্যাদি অপরিচিত ছিল না। * * আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যে বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বশেষে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল। তখন আর্য্যেরা অনার্য্য-দিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া দলভুক্ত করিতে-ছিলেন। ইহারাই নীচজাতি অথবা অন্ত্যজ; যথা—বাগ্দী, ডুলিয়া প্রভৃতি। বাঙ্গলায় ইহা-দের সংখ্যা আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা অধিক ছিল।" *

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আর্য্যগণ তাঁহাদের স্থান সংকুলন না হওয়ায় ক্রমশঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে আগমন করিতে থাকেন। এবং যখন যে দেশে আগমন করিতেন, তখন সে দেশের প্রাচীন অধিবাসীদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিতেন। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যস্থিত অংশে বাস করার সময় আর্য্যদিগের সবিশেষ জ্ঞানোন্নতি হয়।

সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেব নির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্য ক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥
মনু—২—১৭। ১৮

উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ আর্য্যদিগের বংশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সুতরাং দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে কিয়ৎপরিমাণে অগ্রসর হইলেন। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, শূরসেন ও পঞ্চাল প্রভৃতি প্রদেশকে "ব্রহ্মর্ষি" আখ্যা প্রদানপূর্ব্বক, আর্য্যগণ তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষি দেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥
মনু—২—১৯।

তদনন্তর আর্য্যগণ হিমালয়ের দক্ষিণ ও বিন্ধ্যগিরির উত্তর ও যে দেশে সরস্বতী নদী অন্তর্হিত হইয়াছে, সেই দেশের পূর্ব্ব ও প্রয়া-

* See History of Sanskrit Literature, By—Prof. Max muller.

† Kuv river.

(১) রঘুনন্দনী মতে বঙ্গদেশে, চাতুর্ব্বর্ণ না থাকায় ইহা এখনও ম্লেচ্ছদেশ। সম্পাদক।

* "বঙ্গদর্শন" ৫ম সংখ্যা ভাদ্র ১২৮৪ সাল।

গের পশ্চিম এই সীমান্তর্গত মধ্যদেশনামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

মনু—২—২১।

তথায় আর্য্যবংশীয়দিগের স্থান সংকুলন না হওয়ায় হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগর দ্বারা বেষ্টিত ভূখণ্ডকে আর্য্যাবর্ত্ত আখ্যা প্রদানপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ॥

মনু—২—২২।

ঋগ্বেদ সংহিতায় (৪র্থ মণ্ডল ৩০ সূক্তের ১৯ ঋক্) আর্য্যদিগের সরযূনদীর পূর্ব্বদিকে রাজ্যবিস্তারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "শতপথ ব্রাহ্মণ" পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক জানিতে পারিয়াছি "আর্য্যগণ" সদানীরা (গণ্ডকী) অতিক্রমপূর্ব্বক মিথিলা প্রদেশে—উপনিবেশ স্থাপন করেন। তৎপূর্ব্বে এ দেশ বঙ্গাদি দেশের ন্যায় আদিম অধিবাসী দ্বারা অধ্যুষিত ছিল।

"শতপথ ব্রাহ্মণে" বিদেহাধিপতি মহারাজ জনক সম্রাটের * উল্লেখ আছে। মিথিলাবাসী যোগীশ্বর শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে প্রতীয়মান হয়—বৈদিক যুগেই আর্য্যগণ মিথিলায় গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালায় আর্য্য উপনিবেশ ইহার পরবর্ত্তী। শতপথ ব্রাহ্মণে পৌণ্ড্রদেশবাসিদিগকে অনার্য্য গৌণ্ড্র বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে; কিন্তু মনু ইহাদিগকে পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

রামায়ণ ও মহাভারত এতদুভয় গ্রন্থে বঙ্গদেশের বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণের সময় বঙ্গদেশ একটী সমৃদ্ধিশালী রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল। অযোধ্যাপতি মহারাজাধিরাজ দশরথ তদীয় রাজ্ঞী কৈকেয়ীকে বলিতেছেন;—"অঙ্গ, বঙ্গ, কাশী, মগধ ও কোশল প্রভৃতি দেশের রাজারা আমার শাসনাধীন।" (রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ১০ম অ০)।

মহাভারতে লিখিত আছে, "দীর্ঘতমা" নামক জনৈক জন্মান্ধ ঋষির ঔরসে—বলিরাজার ধাত্রীর গর্ভে 'অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম' নামক পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণপূর্ব্বক উত্তরকালে স্ব স্ব নামানুসারে পঞ্চরাজ্য শাসন করেন।" (কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত মহাভারত আদিপর্ব্ব পাঠ করুন)

ডাক্তার জন উইলসন (Dr. John Wilson) বলেন;—"মহাভারত যুগের পূর্ব্বেই বঙ্গদেশ আর্য্যজাতি দ্বারা অধ্যুষিত হইয়াছিল।" আর্য্যগণ প্রথমতঃ বিদেহরাজ্য হইতে পৌণ্ড্র অর্থাৎ বরেন্দ্র ভূমিতে আগমন করেন; তদনন্তর তথা হইতে বঙ্গদেশে গমন করেন। তৎকালে রাঢ়দেশ, বন্যভূমি ছিল। কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর অতীত হইল, বঙ্গেশ্বরের দৌহিত্র সিংহবাহু, রাঢ়দেশের বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, তথায় এক অভিনব রাজ্য সংস্থাপিত করেন। অতঃপর ব্রহ্মপুত্র অতিক্রমপূর্ব্বক আর্য্যগণ সেঘনা নদী পর্য্যন্ত আগমন করেন ইতি।

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সরকার।

* শতপথ ব্রাহ্মণে বিদেহাধিপতি, মহারাজ জনক সম্রাট নামে উল্লেখিত।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ।

সাগর ও ভূধর পরিবেষ্টিত, শত সহস্র নদনদী প্রবাহে বিধৌত, বনরাজিসংকুল, রত্নগর্ভা এবং বিংশতি কোটি হিন্দুর আবাসভূমি ভারতবর্ষ ভগবানের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি! তাহার মনোহর তরুলতাপূর্ণ শিখরমালা, মৃদুমন্দ মারুত-আন্দোলিত শ্যামল শস্যক্ষেত্র, ধীরগভীর প্রবাহধার নদনদী, শাল-তমাল-তাল সঙ্কুল ও হিংস্রজন্তুপূর্ণ ঘন বিজন কানন, তাহার পবিত্র সুপেয় পয়ঃনিঃসরণকারী প্রস্রবণ, বিদ্যুদ্দামদীপ্ত ঘনঘটাপূর্ণ সুনীল আকাশ, পাপিয়া কোকিল আরাবিত বসন্তকাল, তাহার নাতিদীর্ঘ মরুপ্রান্তর—সকলই যেন বিচিত্রতাময় এবং সকল দিকেই যেন সৌন্দর্য্য উছলিয়া পড়িতেছে। প্রকৃতির এ লীলাভূমি কেবল সৌন্দর্য্যভাবেই আবেশিত নহে। ইহার মর্ম্ম—কতকাল ধরিয়া কত কীর্ত্তিই না সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার ইতিহাস—কত যুগ যুগান্তরের গৌরব বহন করিয়া যাইতেছে। ইহার শিল্পচাতুর্য্য সময়স্রোতে ভগ্নমান হইয়াও তাজমহল, গুরুদরবার, ইলোরা, পুরী প্রভৃতিতে অদ্যাপিও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আর ইহার বৈচিত্র্য—কত প্রদেশ, কতশত নগর, কত সহস্র গ্রাম, বহুভাষা, বিভিন্ন উপজাতি এবং বিভিন্ন বর্ণের মনুষ্যগণ। সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্রতা—বিধাতার সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ ইহার পুরাকালীন প্রজ্ঞাসম্পন্ন মানবমণ্ডলী। আর্য্যেরা যখন আরণ্য ঋষিকুলের নিমিত্ত ক্ষেত্ররূপে পরিচিত ছিল এবং ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ভীমমূর্ত্তি শ্বাপদদিগের আবাসস্থল বলিয়া পরিবর্ণিত ছিল তখন হিন্দুর বসতিক্ষেত্র এ ভারতভূমিতে কবিতাবলীর মধুময় কুসুম বিকশিত হইয়াছিল, দর্শনের দুরাবগাহতত্ত্বের মীমাংসা হইতেছিল এবং অকলঙ্ক সভ্যতালোকে সমগ্র হিন্দুসমাজ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সভ্যতার প্রথমালোক স্মরণাতীতকালের ঘটনা—ইতিহাসের অশ্রুতপূর্ব্ব অধ্যায়ের বিচিত্র কাহিনী বলিয়া আর লাভ কি? হিন্দু সভ্যতার প্রোজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত প্রভার পরেও এক জনপদের পর অপর এক জনপদের আবির্ভাব হইয়াছে, এক রাজ্যের পর আর এক রাজ্যের উৎপত্তি স্থিতি ও বিলয় ঘটিয়াছে, একস্থানের পর আর একস্থান পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির কল্যাণে রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে; হিন্দুর বিশাল কীর্ত্তিস্তম্ভও ক্রমে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে এবং অবশেষে একবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে কিন্তু তাহার ভগ্নাবশেষের উপর সম্পূর্ণ নূতন কীর্ত্তিস্তম্ভ সংঘটিত ও সংস্থাপিত হয় নাই। সেই কুরুক্ষেত্র, সেই নৈমিষারণ্য, সেই হরিদ্বার জ্বালামুখী হিন্দুর মানসপটে স্মৃতির আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছে মাত্র; কিন্তু হিন্দুসমাজকে নূতনভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারে নাই। জল চলিতেছে, অগ্নি জ্বলিতেছে, বায়ু বহিতেছে, বিদ্যুতের অনন্তস্রোত যাতায়াত করিতেছে, পরমাণুসকল যোগে ও বিয়োগে সৃষ্টি ভাঙ্গিতেছে ও গড়িতেছে এবং রূপ রস-গন্ধ প্রভৃতি বিবিধভাবে, অনন্ত খেলা খেলিতেছে। আবর্ত্তের পর আবর্ত্ত, বিবর্ত্তের পর বিবর্ত্ত, অঙ্কুরের পর পল্লবোদ্গম, পল্লবো-

দশমের পর ফুল, ফুলের পর ফল, এবং পরিণতির পর উৎকৃষ্ট পরিণতি, প্রক্রিয়ার পর বিশিষ্ট প্রক্রিয়া আসিয়া নিমিষের জন্যেও জগদযন্ত্রের সেই ক্রিয়াশীলতার নিবৃত্তি কি নিরোধ করিতে দিতেছে না। অতি ক্ষুদ্র একটী অঙ্গারকণাও নিয়তির শাসন লঙ্ঘনপূর্ব্বক নড়িতে চড়িতে সমর্থ হইতেছে না; সেই সংসারে বিশাল হিন্দুজাতির ন্যায়, অনন্ত তৃষ্ণাবিশিষ্ট অনন্তোন্মুখ উন্নতজীব অবস্থার নিপীড়নে কিংবা সংসারচক্রের আবর্ত্তনে পড়িয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবে, কুসুমশয্যায় শয়িত রহিবে, আলস্যস্রোতে ভাসমান থাকিবে ইহা কখনও বিধাতার অভিপ্রেত নহে। ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে ফুল যেমন ক্রমে ফোটে, ফল যেমন ক্রমে ফলে সভ্যতাও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে বিকশিত অথবা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত হইয়া থাকে। উন্নতি ও অবনতিস্রোতও তেমনই চলে। ইউরোপ ও আমেরিকার সপ্তদশ শতাব্দী-ই অষ্টাদশ শতাব্দীরূপে বিকশিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ আবার ক্রম বিকাশের ফলে ঊনবিংশ স্বরূপে ফুটিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দী আবার কত্তদিনে সম্পূর্ণরূপে রূপান্তর ও দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া ক্রমোন্নতির ফলে জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগ বিংশ শতাব্দীতে পরিণত হইয়াছে। হিন্দুজাতির জাতীয়স্রোতও নিরুদ্ধ থাকে নাই। তাহার গতি ঊর্দ্ধদিকে না হইয়া অধঃদিকেই হইয়াছে এবং সে গতি অবিরাম চলিতেছে। পুরাকালে হিন্দুর উন্নতি-স্রোতস্বিনীর অনেকগুলি মুখ ছিল, নিয়তির কঠিন বিধানে তাহার সকল মুখ বন্ধ হওয়ায় এখন সে সলিলরাশি একত্র সঞ্চিত হইয়া একধারায় অথবা এক-প্রাণে অবনতির দিকে অবিরাম গড়াইয়া পড়িতেছে। হিন্দুসমাজের এই যে অবনতিস্রোত অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় বহিয়া যাইতেছে তদ্দ্বারা সমাজদেহ নিতান্ত অসাড় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। এই অবনতির কতিপয় কারণ (১) জাতিভেদ (২) বর্ত্তমান বিবাহপ্রথা (৩) সমাজে ব্যয়বাহুল্য (৪) শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চ্চার অভাব (৫) আলস্য (৬) সমাজশীর্ষে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অকর্ম্মণ্যতা ও ঔদাসীন্য। অতঃপর এই ছয়টী কারণ পরম্পরা সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে বিবৃত করা হইবে।

প্রথমতঃ জাতিভেদ। জাতিভেদপ্রথা কোন না কোন প্রকারে সকল দেশেই প্রচলিত আছে। কোথাও কর্ম্মগত, কোন দেশে বংশগত। ইউরোপীয়সমাজে সাধারণতঃ কর্ম্মগত জাতিভেদ, হিন্দুসমাজে সম্প্রতি বংশগত জাতিভেদ। আর্য্যজাতির আদিম অবস্থায় এ ভারতে জাতিভেদ ছিল না। যখন সমাজ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল তখন কর্ম্মের বিভাগ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। সমাজ গঠন করিতে হইলে ব্যবসায় ও কর্ম্মের বিভাগ করা অত্যাবশ্যক এবং তৎকালে যখন ব্যবসায়ের বিভাগ হইবে তখন তাহা বংশগত হওয়াই সমীচীন এবং তখন যদি এক একটী সম্প্রদায় নিজ নিজ ব্যবসায় পুরুষানুক্রমে না করে তবে সে ব্যবসায়ের উন্নতি হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া এ ব্যবস্থা চিরকাল সমভাবে থাকাও যুক্তিসঙ্গত নহে। যখন লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হয় তখন এ সম্বন্ধে উদারতা প্রদর্শন যুক্তিযুক্ত। স্বাভাবিক শক্তি বিকাশের সুপ্রশস্ত পথ রাখাও কর্ত্তব্য। যেমন বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া বারিধির সৃষ্টি তেমনি এক একটী মনুষ্য লইয়াই

তাহার সমাজ। বৃদ্ধের পরিপাকশক্তি নিতান্ত কম, তদ্দরুণ তাহাকে অত্যধিক আহার করিতে দিলে তাহার উদরাময় অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং বৃদ্ধের পক্ষে পানভোজনের যে নিয়ম যুবার পক্ষে পানভোজনের সে বিধান চলিতে পারে না কারণ যুবার বিলক্ষণ পরিপাকশক্তি রহিয়াছে এবং তাহার শরীরধারণ জন্য যথেষ্ট আহার্য্য বস্তুর প্রয়োজন। ব্যক্তিগত হিসাবে যেমন জাতিগত হিসাবেও এ বিধানের কোন পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। মনুষ্য-শরীরের ন্যায় সমাজদেহও অনুদিন পরিবর্ত্তনশীল এবং তাহারও বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক। অদ্য যে সমাজের বাল্যাবস্থা কিছুকাল পরে তাহার যৌবনাবস্থা আবার কালসহকারে হয় ত তাহার বার্দ্ধক্য দশা। এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিধিব্যবস্থার রীতি নীতির পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজনীয়, যেহেতু অদ্য যে বিধি সমাজের উপযোগী কল্য তাহা তদ্রূপ থাকিতে পারে না এবং একই নিয়ম সমাজে সমভাবে সংস্থিত থাকা প্রকৃতি বিরুদ্ধ এবং কালসহকারে তাহার বিষময় ফল ফলিয়া থাকে। এই জাতিভেদপ্রথার দরুণ সর্ব্বসাধারণ সমাজ অপেক্ষা আপন আপন শ্রেণীর স্বার্থের দিকে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকতর দৃষ্টি পড়ায় সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে হিন্দুসমাজ ছারখার হইতেছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সহিত বিবাহবন্ধন এমন কি আহারাদি পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ থাকায় নূতন বল ও প্রতিভা প্রবিষ্ট হইবার সুবিধা সংরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে এবং জাতীয় একতা সংস্থাপনে বিষম অন্তরায় জন্মিয়াছে এবং যে ব্যক্তি স্বাভাবিক প্রতিভাবলে স্বশ্রেণীর ব্যবসা ছাড়িয়া অন্য শ্রেণীর ব্যবসা অবলম্বনে সমাজে উন্নত হইতে পারিত তাহার সে উন্নতিস্রোত নিরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং জাতিভেদপ্রথা বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজের পক্ষে বিষম শেলস্বরূপ তদ্দরুণ তাহার আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুসন্তান যখন স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান কি খ্রীষ্টানসম্প্রদায়ভুক্ত হন তখন সমাজস্থ শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণও তাঁহাকে সম্মান করিতে কখনই বিস্মৃত হন না কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যখন তিনি হিন্দুসমাজভুক্ত ছিলেন তখন ঘৃণিত ও অস্পৃশ্যবোধে ব্রাহ্মণসম্প্রদায় তাঁহার ছায়াস্পর্শ করিতেও ইচ্ছুক হইতেন না। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিণাম এতদপেক্ষা আর যে কি ভয়ঙ্কর হইতে পারে বুঝিতে পারি না।

যে জাতির মধ্যে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি, যে জাতির ভিতর পরিরক্ষিত হইয়াছি, যে জাতির শক্তি ও সহায়তা লইয়া আজি মনুষ্যলোকে অন্ততঃ কতকটা মানুষের মত বিচরণ করিতেছি সে জাতির সহিত প্রীতিযুক্ত থাকিতে হইবে, তাহাদের সুখদুঃখে সহানুভূতি রাখিতে হইবে, তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতে হইবে ইহাই সনাতন প্রথা। কিন্তু হিন্দুসমাজ কখনও এ পথে পরিচালিত হন না। ইহা গভীর পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই এবং জাতিভেদপ্রথার যে ইহা একটী বিষময় ফল তাহাও নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের বিবাহপ্রথা। অতি প্রাচীন সময়ে বিবাহপ্রথাই ছিল না। স্ত্রী ও পুরুষ নিজ নিজ ইচ্ছামত উপযুক্ত সময়ে ভর্ত্তা ও স্ত্রী মনোনীত করিতে পারিত। একস্ত্রী বহুপুরুষ এবং একপুরুষ বহুস্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিত। তখন সংখ্যায়

অত্যল্প থাকায় ঐরূপ নিয়ম সমাজের উপযোগী ছিল কিন্তু কালসহকারে এ নিয়মে কুফল ফলে এমন কি অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ পর্য্যন্ত রহিত হইয়া সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ বর্ত্তমান বিবাহ প্রণালীতে হিন্দুসমাজের বিবাহাদি কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। দারিদ্র্য-দুঃখে ম্রিয়মান হিন্দুসমাজে বিবাহসম্পর্কে যথেষ্ট সতর্কতা লওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অবস্থা স্বচ্ছল না হইলে, স্ত্রীপুত্র ভরণপোষণ করিবার ক্ষমতা না জন্মিলে তাহাকে অবিবাহিত থাকাই যুক্তিসঙ্গত কারণ তাহা হইলে দারিদ্র্য-দুঃখের মাত্রা আর বাড়িতে পারে না; বিশেষতঃ বাল্যবিবাহে ভবিষ্যদ্বংশধরগণের শারীরিক ও মানসিক শক্তি ক্রমেই হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান বিবাহ প্রণালীর পরিবর্ত্তন নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

তৃতীয়তঃ সমাজের ব্যয়বাহুল্য সম্বন্ধে। যাগযজ্ঞে, ব্রতনিয়মে, পূজাপার্ব্বণে, হিন্দুসমাজে যথেষ্ট অর্থ ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে কিন্তু বিবাহ-ব্যয়ে ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ব্যয়ের ভাগ অত্যধিক হওয়ায় হিন্দুসমাজ দিন দিন নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছেন। অবুষ্ঠিত প্রাণে অশ্রুধারাকুল কন্যাদায়গ্রস্ত প্রতিবেশীর সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করা এবং শ্রাদ্ধোপলক্ষে পিতৃহীন বালকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লওয়া একমাত্র হিন্দুসমাজেই পরিলক্ষিত হয় এবং আর্থিক দুরবস্থার ইহাই অন্যতম কারণ। কিন্তু তাই বলিয়া সক্ষম লোক অস্থিমাত্র সার ক্ষুধিত ভুখীকে দূর দূর করিয়া স্বয়ং পঞ্চবিংশতি ব্যঞ্জনে ষোড়শোপচারে পরিতৃপ্ত হইবেন এবং শীতবাতে কম্পিত অতি দীন ভিখারীকে দ্বারদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত করাইয়া সুগন্ধিবাসিত সুকোমল শয্যায় সুখ-সুপ্তি সম্ভোগ করিবেন ইহাও সমাজের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। অবস্থানুসারে দানের ব্যবস্থা থাকিবে। শ্যামল পল্লবাবৃত ও ফলপুষ্প সমাকীর্ণ মহাবৃক্ষ যেমন স্নিগ্ধ ছায়ায় পথশ্রান্ত পথিকের শ্রান্তি বিনোদন করে, সুস্বাদু ফল দিয়া ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা শান্তি করিয়া থাকে, শাখা বিস্তার করিয়া শত শত বিহঙ্গকে আশ্রয়-দান করে, গৃহস্থও সেইরূপ গৃহাগত ভিক্ষার্থীকে দান করিয়া, জীবসমূহকে অন্ন দিয়া, অতিথি ও আর্ত্তজনের এবং আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের আশ্রয় স্বরূপ হইয়া ভূলোকে স্বর্গীয় শোভা বিকাশ করিবেন ইহাও বাঞ্ছনীয় এবং সমাজের পক্ষে তাহাই মঙ্গলজনক।

হিন্দুসমাজের অবনতির চতুর্থ কারণ শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চ্চার অভাব। ক্ষত্রিয় যুদ্ধকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন, বৈশ্য ব্যবসায় ও কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন এবং শূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতির সেবায় নিযুক্ত ছিল। কেবল ব্রাহ্মণসমাজই শিক্ষাবিষয়ে এবং ধর্ম্ম ও জ্ঞানচর্চ্চায় নিরত থাকিতেন। জীবজগতে বিবর্ত্তন পর্য্যায়ে জীবের পর জীবের বিকাশ হইয়াছে, নিকৃষ্টের পর উৎকৃষ্ট এবং উৎকৃষ্ট পরম্পরায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবের আবির্ভাব হইয়াছে। জীবজগতের জীবনপ্রবাহের প্রবতারা স্বরূপ শিক্ষা ও জ্ঞান বিষয়েও সে নিয়মের ব্যত্যয় হইবে কেন? সুতরাং শিক্ষা ও জ্ঞান কেবল মাত্র চর্চ্চা দ্বারা ক্রমশঃ উন্নত হইবে। আবার প্রতিদ্বন্দ্বীভাব না থাকিলে তাহারও সম্যক উন্নতি হয় না। বহুদিনাবধি পক্ষপাতী শাস্ত্রকারগণ কঠোর শাসনে হিন্দুসমাজের জন-সাধারণের জ্ঞানার্জ্জন একপ্রকার অসম্ভব করিয়া এবং উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ একচেটিয়া করিয়া

রাখিয়া দিয়াছেন। এমতাবস্থায় যৎসামান্য যাহা কিছু ছিল তাহাও রাজনৈতিক ঘটনা-বলীর তীব্র তাড়নায় প্রায় বিলীন হইতে চলিয়াছিল। তখন সকলে আপন আপন ধন প্রাণ ও মান লইয়া ব্যস্ত ছিলেন সুতরাং লেখাপড়ায় মন দিবার সময় ও সুবিধা ছিল না এবং তজ্জন্য শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। যেটুকু সংস্কৃত বিদ্যা ছিল টোলেই তাহার উৎপত্তি এবং টোলেই তাহার নিবৃত্তি হইত। বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া গোটা কতক শ্লোকাবৃত্তি দ্বারা ধনী মহল হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহই এক সময়ের শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য ছিল। বিদ্যার বলা-ধানের জন্য যে প্রকার মনশ্চালনার প্রয়োজন তাহার কিছুই ছিল না। তখন অনর্থক তর্ককে বিচার উপাধিতে ভূষিত করা হইত, শূন্য বাগাড়ম্বরকে পাণ্ডিত্য বলা হইত, দ্বাদশ বৎসরব্যাপী ব্যাকরণ মুখস্থ করাকে বিদ্যো-পার্জ্জন কহিত। এইরূপ যে শিক্ষা তাহাও কেবল ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দুসমাজের অন্যান্য স্তরে যে কিরূপ বিদ্যাচর্চ্চা ছিল তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। ধর্ম্মচর্চ্চা ও জ্ঞানচর্চ্চা সম্বন্ধেই বা কি বলিব? ব্রাহ্মণেরা এমন নিয়ম করিয়াছিলেন যে ধর্ম্মশাস্ত্র ও বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা করিবার অনেকেরই অধিকার ছিল না। শূদ্রের ত শাস্ত্রবাক্য উচ্চারণের একবারেই অধিকার নাই। দাসবৃত্তি ব্যতীত ধর্ম্মশাস্ত্র কি বিজ্ঞান-শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা করিলে তাহার প্রাণ-বিয়োগে এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। সুতরাং তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সময় ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিবেন আর শূদ্র নমঃ নমঃ বলিয়া ধর্ম্মচিন্তার শেষ করিবেন!! তবে বিশেষ বিশেষ সময়ে ব্রাহ্মণের একটু পাদোদক পাইয়া পরজীবনে স্বর্গগত হইবার উপায় করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদের ভোজনাবশিষ্ট পাইয়া ইহজীবনে বাসনার পরিতৃপ্তসাধনে কৃতার্থ হইতে পারিবেন। এ অনুগ্রহ ও সাধুচরিত্র ধনশালী শিক্ষিত শূদ্রের জন্য বিহিত ছিল। অন্যের সে কৃপা পাইবারও ব্যবস্থা ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজী শিক্ষার স্রোত আসিয়া ব্রাহ্মণজাতির আধিপত্যের সুদৃঢ় ভিত্তি একটু আলগা করি-য়াছে কিন্তু মূল উৎপাটন করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হইতেছে না কারণ শিক্ষার নায় বাহুল্য বশতঃ ব্রাহ্মণেতর জাতি অর্থাভাব-প্রযুক্ত তাহার সম্যক্ ফললাভে সমর্থ হইতে পারিতেছে না।

জাতীয় অবনতির পঞ্চম কারণ আলস্য। প্রাকৃতিক নিয়মে এ দেশে অল্প পরিশ্রমেই বসুন্ধরা অপরিমিত ফল শস্য প্রদান করে। তাহারই ফলে এবং জলবায়ুর গুণে হিন্দুসন্তান শারীরিক বলে দুর্ব্বল এবং আলস্যস্রোতে ভাস-মান। হিন্দুসন্তান চেষ্টা দ্বারা এ নিয়মের বিপর্য্যয় ঘটাইয়া শারীরিক বলেও অন্যান্য জাতির সমকক্ষ হইতে পারেন কিন্তু অলসতায় নিমজ্জিত থাকায় তদ্বিষয়ে সম্যক্ চেষ্টা হইতেছে না। আলস্য মানবজীবনরূপ কল্পতরুর কোটর-স্থ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। উহা হৃদয়-কুসুমের কীট। উহার তীব্র বিষদন্ত আশার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত চর্ব্বণ করিয়া ফেলে। উহা শক্তিরূপ সুবর্ণের অমিকা সুতরাং সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য!

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অধঃপতনের মুখ্য কারণ স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের নেতৃত্ব।

সমগ্র হিন্দুজনসঙ্ঘ যে পথের পথিক শাস্ত্রাভিমানী ব্রাহ্মণগণ সেই পথের পরিচালক। ইঁহারা যে নদীর নাবিক সূক্ষ্মবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ সেই নদীর কাণ্ডারী। ইঁহারা যে রাজ্যের অধিবাসী প্রবল প্রতাপ ব্রাহ্মণগণ সেই রাজ্যের রাজা। পর্ব্বতের একদিকে দাবদাহ অন্য দিকে শত নির্ঝরিণীর সুখশীতল প্রবাহ বিদ্যমান থাকে কিন্তু বর্ত্তমান ব্রাহ্মণসমাজের নৈতৃত্বে পর্ব্বতপ্রতিম হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান সময়ে কেবলই অন্তর্দাহ, কেবলই অবনতি। সেই হিমাদ্রি পরিচিহ্নিত, সিন্ধু-গঙ্গা-গোদাবরী-বিধৌত এবং সাগর পরিখায়িত ভারতভূমি তেমনই পড়িয়া রহিয়াছে কিন্তু উহার জীবনী-শক্তি যেন পৃথিবীর অন্য কোন দেশে উড়িয়া গিয়াছে। উহার যে প্রাণ, অশ্রুতপূর্ব্ব বিশ্ব-দুর্ল্লভ বেদান্ত ভাণ্ডার, জ্ঞানোৎকর্ষ দর্শন পারাবার এবং বহুল কাব্যের শ্রুতিসুখকর সরিৎ সরোবর সৃষ্টি করিয়া সমগ্র মানব-জাতিকে চমকিত করিয়াছিল—সমগ্র পৃথিবীতে গুরুস্থানীয়রূপে পূজা পাইয়াছিল সে প্রাণ যেন সতীর পবিত্র তনুর ন্যায় শতপীঠে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যাইয়া নিপতিত হইয়াছে। সমগ্র পৃথিবী যখন অজ্ঞান তিমিরের ক্রোড়দেশে সুষুপ্ত ছিল তখন যাঁহারা জ্ঞানালোকের বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া মানবমণ্ডলীকে প্রথম জাগাইয়াছিলেন এবং যাঁহাদের জ্ঞানালোকভাতি পূর্ব্বগগণে সভ্যতার তরুণ অরুণচ্ছটা বিকীরণ করিয়াছিল এবং যাঁহাদের তপসিদ্ধ মানস-আকাশে সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মজ্ঞানের পাবক-শিখা স্বতঃ প্রস্ফুরিত হইয়া সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত করিয়াছিল সে জাতি আজি কেন এমন নিশ্চেষ্ট ও অকর্ম্মণ্য এবং অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত? ইহা সমগ্র হিন্দু-জাতির দুঃখ-নিপীড়িত সমবেত হৃদয়ের অন্তস্তল সমুত্থিত অবশ্যম্ভাবী প্রশ্ন এবং বোধ হয় সকলে সমস্বরে বলিতে বাধ্য হইবেন যে, ব্রাহ্মণ-সমাজের দোষেই সমগ্র হিন্দুজাতির এই দুরবস্থা এবং এইরূপ অধঃপতন। সমাজশীর্ষে থাকিতে হইলে মুখ্য সম্পদ হওয়া উচিত উদারতা ও স্বার্থত্যাগ, মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সমাজের শিক্ষা শান্তি ও উন্নতি এবং মুখ্য লক্ষণ থাকা উচিত নম্রতা, মধুরতা ও নিরভিমান বীরতা। নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে," ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের অনেকেই বর্ত্তমান সময়ে মুখ্য সম্পদ, মুখ্য উদ্দেশ্য এবং মুখ্য লক্ষণভ্রষ্ট; অথচ সমগ্র ব্রাহ্মণসম্প্রদায় বিশাল হিন্দুজাতির শীর্ষস্থানে থাকিয়া হিন্দুসমাজকে তর্জ্জনীহেলনে পরিচালিত করিতেছেন এবং তজ্জন্যেই হিন্দু-সমাজের এ অবনতি ও এত দুর্গতি এবং তদ্ধেতুই ভীম ও অর্জ্জুনের বীরত্ব, কপিলের দৈবী-প্রতিভা, বিশ্বামিত্রের তপোবল, জনকের সংসারের নির্লিপ্তভাব, দুর্য্যোধনের অভিমান, রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরের ন্যায় প্রজাবৎসল ধর্ম্মশীল রাজা, কর্ণের ন্যায় সহৃদয় বন্ধু, শুকদেবের ন্যায় তপোবলসম্পন্ন সাধক, শাক্যসিংহের ন্যায় জ্ঞানী, ধ্রুব ও প্রহ্লাদের ন্যায় বিশ্বাস-পরায়ণ ভক্ত, এবং দধীচি ও রাজা শিবির ন্যায় দানবীর কীর্ত্তিমাত্রেই পর্য্যবসিত। তাঁহাদের শোণিত-কণা হিন্দুজাতির রক্তশিরা হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহাদের চিন্তা-তন্ত্রকণাও এখন বিদ্যমান নাই। হিন্দুসমাজে অঙ্গার আছে অগ্নি নাই, দেহ আছে তাহাতে জীবন নাই; দেব-মন্দির

বিদ্যমান আছে তাহাতে দেব-বিগ্রহ বিরাজমান নাই। প্রাচীন ভারতের শৌর্য্য, বীর্য্য, জ্ঞান-গরিমা ও মহত্ত্ব চিরতরে অন্তর্হিত হইয়া পড়িয়াছে। গত কথা স্মরণে আর বৃথা পরিতাপে লাভ কি? মৃগী যখন ব্যাঘ্রের তীক্ষ্ণ দন্তাঘাতে সংবিদ্ধ হইয়া কাতরকণ্ঠে বিলাপ করে তখন সেই বিলাপধ্বনিতে বনস্থলী বিষাদে পূর্ণ হয় কিন্তু তাহাতে ব্যাঘ্ররাজের কি আসে যায়? সুতরাং বিভিন্ন হিন্দুসমাজ আত্মোৎসর্গ, স্বাবলম্বন এবং আত্মপোষণের জলন্ত দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষালোকে এবং সুসভ্য ইংরেজ শাসনাধীনে থাকিয়া উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হউন। একতায় বল, সম্মিলনে সিদ্ধি এই মহামন্ত্রে অভিমন্ত্রিত হইয়া জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপনে দৃঢ়সঙ্কল্প করুন। তাহা হইলে অবশ্যই আশা পূর্ণ হইবে, উদ্দেশ্য সফল হইবে। এ পার্থিবরাজ্যে ঈশ্বর কাহারও বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। বিকসিত কুসুমে তাঁহারই হাসি, পর্ব্বতের কঠিন দেহে তাঁহারই সামর্থ্য; সরোবরের স্বচ্ছ শান্ত ও সুরম্য সলিলে অথবা সমুদ্রের তরঙ্গসংকুল বিশাল বক্ষে তাঁহারই বিভিন্ন শোভা এবং সংসারের সর্ব্বত্র অর্থাৎ চেতন, অচেতন, অর্দ্ধচেতন সমস্ত পদার্থের সর্ব্বপ্রকার বিকাশ ও ক্রিয়াতেই তাঁহার ক্রীড়া ও লীলা। ভারতীয় সমগ্র হিন্দুসমাজও তাঁহার ক্রীড়া বা লীলাস্থল। সামান্য কীটপতঙ্গ যাঁহার করুণায় বঞ্চিত নহে এ বিশাল হিন্দুসমাজ জন-সাধারণও তাঁহার অপার করুণায় বঞ্চিত হইবে না। অই দেখুন জলদাবৃত প্রাচ্য গগনের সুদূর পূর্ব্বপ্রান্তে উন্নতির বিদ্যুদ্দীপ্তি খরতর আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া সমগ্র পৃথিবী ঝলসিয়া দিতেছে এবং সেই আলোকে সমগ্র প্রাচ্যদেশে আশার ক্ষীণরেখা ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে এবং নৈরাশ্য-মেঘ ক্রমে অপসারিত হইতেছে। ভারতাকাশেও বিষাদের মেঘ অপসারিত হইবে এবং হিন্দুর জাতীয় অমানিশার অবসান হইয়া কালে পূর্ণচন্দ্রের প্রফুল্ল জ্যোৎস্নাও উছলিয়া পড়িবে, দুঃখনিশার অবসানে সৌভাগ্য-রবি আবার সমুদিত হইবে। ইতি।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা।

জন্মাষ্টমী।

কৃষ্ণ কৃপাহি কেবলম্।

বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষ পরঃ।
জনিষ্যতে——— ভাগবত।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে— গীতা।

অবতার উপক্রমে, সুখের মথুরাভূমে,
ধরিলা অপূর্ব্বরূপ প্রকৃতি সুন্দরী।

প্রাবৃটের অবসানে, মথুরাবাসীর প্রাণে,
ভাতিল শরদ ধরি নির্ম্মল মাধুরী ॥১

নীলিম গগনতল, তারাগণ সমুজ্জ্বল,
উজ্জ্বল সুধাংশুরশ্মি ছাইল গগন।
বিমল সরসীজল, প্রফুল্লিত শতদল,
বহিল প্রশান্তভাবে স্রোতস্বতিগণ ॥২

সৌরভে করি আকুল, ফুটিল কাননে ফুল,
ঝংকারিল শাখাদল ভ্রমর গুঞ্জনে।
মহারঙ্গে বিহঙ্গম, বর্ষি স্বর অনুপম,
পূরিল কানন বন মধুর নিঃস্বনে ॥৩
কুসুম-স্তবক বনে, প্রফুল্ল বল্লরী সনে,
রঞ্জিল শ্যামল পত্র বিচিত্র শোভায়।
ধীরে ধীরে সমীরণ, সুসৌরভে পূরি বন,
প্রমোদিত ঘ্রাণ ল'য়ে দূর বনে ধায় ॥৪
মহানন্দে যোগিগণ, হেরি কৃষ্ণ আগমন,
জ্বালিল যজ্ঞীয় কুণ্ডে হোম হুতাশন।
আনন্দে বিভোর ঋষি, প্রতীক্ষা করিছে বসি,
হেরিতে চরমচক্ষে বিষ্ণুর চরণ ॥৫
নির্জ্জন গুহায় বসি, চিন্তিছে কলুষদ্বেষী,
কবে হ'বে আর্য্যভূমে বিষ্ণু অবতার।
নাশি কংশ শিশুপালে, নরক অসুরদলে,
করিবেন ধর্ম্মরাজ্য অহিংসা বিস্তার ॥৬
অতীত দশম মাস, দেবকী হৃদয়ে ত্রাস,
কেমনে কংশের হস্তে রক্ষিবে নন্দন।
বসুদেব চিন্তান্বিত, আতঙ্কে ত্রাসিত চিত,
নাহি জানে হিতাহিত কর্ত্তব্য সাধন ॥৭
গভীরা রজনী অতি, কৃষ্ণাষ্টমী পুণ্যতিথি,
অন্ধকারে আবরিত নক্ষত্রমণ্ডল।
প্রফুল্লিত ভাদ্র মাস, মেঘাচ্ছন্ন মহাকাশ,
অবিশ্রান্ত বরষণে ভাসিছে ভূতল ॥৮
ঘন মেঘে অন্ধকার, রাজপথ মথুরার,
অন্ধকার কারাগার দুরান্ত প্রান্তর।
আঁধারে যমুনা জল, বহিতেছে কল কল,
উরধে উঠিছে ঊর্ম্মি ভীষণ আকার ॥৯
ভীমরবে প্রভঞ্জন, আলোড়িয়া মেঘগণ,
আলোড়িয়া বারিধারা যমুনা-জীবন।
মিসিয়া জীমূতমন্দ্রে, ধাইছে গগন কেন্দ্রে,
ভাতিছে বিজলী রঙ্গে দীপিয়া গগন ॥১০
কারাগারে ক্ষুদ্র দীপ, জ্বলিতেছে টিপ্ টিপ্,
উপবিষ্ট বসুদেব দেবকী সুন্দরী।
গর্ভ জন্য যাতনায়, দেবকী মুমূর্ষু প্রায়,
সুশ্রূষা করিবে হায় নাহি সহচরী ॥১১
রোহিণী আশ্রয় করি, সর্ব্বলোকত্রাতা হরি,
ভূমিষ্ঠ হইলা সেই রুদ্ধ কারাগারে।
মহানন্দে দেবগণ, হরিপ্রেমে মুগ্ধ মন,
আবরিলা কারাগার প্রসূন-আসারে ॥১২
গন্ধর্ব্ব কিন্নর রঙ্গে, সুললিত স্বর সঙ্গে,
গাহিল কীর্ত্তন হরি অমর ভবনে।
সিদ্ধ-চারণগণ, স্তবিলা পরমধন,
নাচিলা অপ্সরাগণ বিদ্যাধরীসনে ॥১৩
নেহারি অদ্ভুত সুত, ত্রাসিত দেবকী চিত,
চতুর্ভুজ পীতাম্বর নীরদবরণ।
কিরীট মস্তকপরে, শোভিছে পঙ্কজ করে,
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আয়ুধ উত্তম ॥১৪
শ্রীবৎস কৌস্তুভ হৃদে, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ পদে,
নবীন নীরদকান্তি অধর রসাল।
মস্তকে কুঞ্চিত কেশ, অপূর্ব্ব মণ্ডন বেশ,
আকর্ণ বিশ্রান্ত ভুরু নয়ন বিশাল ॥১৫
নেহারি অদ্ভুত মুখ, পাশরিলা সর্ব্ব দুখ,
ভাবিলা দম্পতী ইনি বিষ্ণু অবতার।
বিনম্র মস্তকে বসু, আরাধিলা দেবশিশু,
বলিতে লাগিলা ধীরে করি নমস্কার ॥১৬

দ্বিতীয় স্তবক।

তুমি ভগবান্, সর্ব্বশক্তিমান্,
তুমি বিষ্ণু অবতার।
আসিলে ধরায়, অতুল্য প্রভায়,
ধরি অদ্ভুত আকার ॥১
চতুর্ভুজাকার, কান্তি নীলিমায়,
নহে মানবে সম্ভব।

জন্মমাত্র বেশ, সুবিশাল কেশ,
দেহে অপূর্ব্ব বিভব ॥২
মণ্ডনে সজ্জিত, পীত পরিহিত,
কিরীট মস্তকোপর।
শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, ধ্বজবজ্রাঙ্কিত,
নব-ঘন-কলেবর ॥৩
সাধিলে তোমার, যুগ অবতার,
রাখি ধর্ম্মের জীবন।
তব রুদ্ধ মাতা, বিষাদে তাপিতা,
কেবল তোমারি কারণ ॥৪
দেবকী সুন্দরী, জঠরেতে ধরি,
তোমার অপূর্ব্ব কায়া।
যুগযুগান্তর, সহিল অপার,
বিষম বিষাদ মায়া ॥৫
পিতৃরূপে আমি, তব অনুগামী,
বদ্ধ কমল চরণে।
অসুর তাড়না, ভীষণ যন্ত্রণা,
সহি তোমারি কারণে ॥৬
সংহারিয়া মায়া, ধর নরকায়া,
ত্রাসিতা দেবকী সতী।
হেরি চারিকর, গদা ভয়ঙ্কর,
ঘোর চিন্তান্বিত মতি ॥৭
নিশীথ রজনী, সুষুপ্ত ধরণী,
রুদ্ধ মোরা কারাগারে।
প্রহরীর দল, চকিতে চঞ্চল,
সদা চতুর্দ্দিকে ফিরে ॥৮
ঘোর অন্ধকার, বর্ষে নীরধার,
অবিশ্রান্ত মেঘদল।
মথিয়া ভুবন, অনিছে পবন,
যমুনা উছলে জল ॥৯
রুদ্ধ কারাগার, লৌহময় দ্বার,
শৃঙ্খলিত বাতায়ন।
প্রবেশ গমন, অসাধ্য সাধন,
নাহি পশে সমীরণ ॥১০
কংস দুরাচার, তব সমাচার,
পাইলে আনন্দে মাতি।
আছাড়ি শীলায়, বধিবে তোমায়,
নিবিবে কুলের বাতি ॥১১

তৃতীয় স্তবক।

উত্তরিলা দেবশিশু সুমধুর স্বরে,
বীণার ঝংকার যথা সুদূর কাননে।
"কি ভয় তোমার পিতঃ ভোজ নরবরে,
ল'য়ে যাও আজি মোরে নন্দের ভবনে ॥" ১
হেরিলা দম্পতী সুখে দ্বিভুজ তনয়,
নাহি আর চারিকর বসন ভূষণ।
নাহি সেই দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত হৃদয়,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম আয়ুধ উত্তম ॥২
মহানন্দে কোলে করি দেবকীসুন্দরী,
চুম্বিলা যতনে সেই রকত অধর।
হেরিলা অপূর্ব্ব নীল-জলদ-মাধুরী,
পুঞ্জীকৃত জ্যোতিশ্চক্র মস্তক উপর ॥৩
নাহি দিব তব কোলে প্রাণের কুমার,
কহিলা বিষাদে সতী, নন্দের ভবনে।
যাইব তোমার সাথে ত্যজি কারাগার,
রাখিব হৃদয়ে আমি এ নীল-রতনে ॥৪
ক্ষান্ত হও প্রাণেশ্বরি! যোগমায়া বলে,
প্রসুপ্ত প্রহরীদল, দ্বার বাতায়ন।
কবাট বিমুক্ত, ফের তব পদতলে,
বিলুণ্ঠিত লৌহময় শৃঙ্খল বন্ধন ॥৫
এত বলি কোলে করি শ্রীমধুসূদনে,
চলিলা একাকী বসু অতি ধীরপদে।
পিচ্ছিল মথুরা পথ, আঁধার বর্ষণে,
হুঙ্কারে জীমূতদল ভাতি ইরম্মদে ॥৬

দাণ্ডাইলা বসুদেব যমুনার তীরে,
হেরিলা আতঙ্কে তার ভীষণ তুফান।
উঠিছে সহস্র ঊর্ম্মি তরঙ্গিণী নীরে,
সফেন তরঙ্গমালা পর্ব্বত প্রমাণ ॥৭
কুলে বসি বসুদেব ভাবিতে লাগিলা,
হৃদে রাখি ভবার্ণব—অকুল-কাণ্ডারী।
কেমনে হইব পার বিপুল-সলিলা,
যমুনার উদ্বেলিত তরঙ্গিত বারি ॥৮
চমকিলা বসুদেব, নেহারি নয়নে,
অপূর্ব্ব দৈবের কীর্ত্তি, বহে তরঙ্গিণী।
দ্বিপাদ বিশুষ্ক পথ রাখিয়া যতনে,
চারিদিকে রঙ্গে খেলে সুকলনাদিনী ॥৯
পরপারে উঠি বসু হেরিলা সভয়ে,
বিচিত্র গোকুলধাম নন্দরাজপুরী।
দীপিছে সহস্রালোক সুখ নন্দালয়ে,
সুদূরে শোভিছে যেন অমরনগরী ॥১০
পালিতে দেবের আজ্ঞা বিধির নিয়ম,
সমুদিতা যোগমায়া যশোদা উদরে।
কৃষ্ণা-নবমীর তিথি সুপ্ত-জনগণ,
শান্তি-সুখ বিরাজিত গোকুলনগরে ॥১১
উন্নত প্রাসাদকক্ষে যশোদাসুন্দরী,
শয়িতা পর্য্যঙ্কোপরি কোমল শয্যায়।
ভাতিছে অনিন্দ্যদেহে লাবণ্য মাধুরী,
জ্বলিছে আলোকমালা উজ্জ্বল প্রভায় ॥১২
গভীর নিদ্রায় মগ্না যবে গোপেশ্বরী,
প্রসবিলা কন্যারত্ন সুন্দর আকার।
মায়ার প্রভাবে সুপ্ত যত সহচরী,
অনর্গল বাতায়ন সর্ব্ব-গৃহ-দ্বার ॥১৩
হেনকালে উপনীত মহাভীত বসু,
থরথরি কাঁপিতেছে জীর্ণ কলেবর।
হৃদিপরে বিরাজিত পূর্ণব্রহ্ম-শিশু,
স্বর্গীয় আলোকে দীপ্ত নবীন-অধর ॥১৪
নন্দরাণী-কোলে রাখি হৃদয়ের ধন,
তুলিয়া লইলা কন্যা মায়ার বিকার।
ধীরপদে নন্দপুরী করিয়া বেষ্টন,
প্রবেশ করিলা পুনঃ ভীম-কারাগার ॥১৫

সম্পাদকস্য।

ধার্ম্মিক চন্দ্রকুমার নাগ।

হুগলি জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী সমাজের সৌপায়ন গোত্রীয় কায়স্থ-কুলাবতংশ নাগ-বংশীয় ৺রামচন্দ্র খাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ নবাবের আমলে তথায় সমাজ সংস্থাপনপূর্ব্বক বহু-কালাবধি বসবাস করতঃ চাকুরী উপলক্ষে ক্রমে-গঙ্গার পূর্ব্বপারে আসিয়া নানাস্থানে বসতি স্থাপন করেন। উক্ত ৺রামচন্দ্র খাঁর পৌত্র ৺গণেশচন্দ্র বাগহাট মহকুমার অধীন প্রথমতঃ বৈটপুর কিঃ ভদ্রপাড়া ও পরে বাসা-বাটী গ্রামে বসবাসকালে তদীয় পুত্র ৺নীলকণ্ঠ ও পৌত্র ৺রামানন্দ নাগ মজুমদারের সময় হোগলা পরগণার অন্তর্গত হুড়কা দিগরাজের সামিলিয়ত তালুক বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। উক্ত ৺রামানন্দ নাগ মজুমদারের প্রপৌত্র ৺চন্দ্রকুমার নাগ মজুমদার মহাশয় নিজ পরিশ্রম ও বুদ্ধিবলে এবং সৌজন্যতায়

বিস্তর ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। ইনি সন ১২৩০ বঙ্গাব্দে শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশবে তাৎকালিক গ্রাম্য বিদ্যালয়েই শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই ধীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রতিপালক এবং চিন্তাশীল পুরুষ ছিলেন, ইহার ৭টি পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র ৺রামলাল নাগ মজুমদার একটী পুত্র ও তিনটি কন্যা রাখিয়া তাঁহার জীবিতকালেই অকালে কালকবলে নিপতিত হন, তাহাতে তিনি জ্ঞানবলে কখনও শোকাভিভূত হইয়া কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। পুত্রগণকে এরূপ শিক্ষাদান করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের দেবতা ও গুরুজনের প্রতি অচলা-ভক্তি আছে এবং বৈষয়িক ও সামাজিক কাজে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য হইয়াছেন। সামাজিক ও বৈষয়িকাদি কার্য্যে কূটপ্রশ্নের মীমাংসায় ইনি অসাধারণ ক্ষমতাশালী এবং সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন বলিয়া বিশেষ খ্যাতি আছে। নিজ ক্ষমা, ঔদার্য্য ও সমদর্শিতাগুণে সাধারণের এবং প্রজাপুঞ্জের ভক্তির পাত্র ছিলেন।

কুটীল সংসারের মায়ায় তাঁহাকে কখনই মুগ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই। সর্ব্বদাই ন্যায় এবং ধর্ম্মের পথে থাকিয়া সাংসারিক জীবন অতিবাহিত করিয়া শেষে বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করিয়া সুযোগ্য পুত্রগণের হস্তে বৈষয়িক কার্য্যের ভার ন্যস্ত ও রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া গত ১৩০৫ সালে গঙ্গাবাসী হন। তথায় কয়েক বৎসর অবস্থিতির সময় আত্মীয়গণ ও প্রজাসকল সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া সংসারসক্তির পথ-উন্মুক্ত করিতে প্রয়াসী হইলে শান্তির ব্যাঘাত হইতেছে অনুভব করিয়া বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বী হইয়া সস্ত্রীক ৺কাশীধামে গমন করিয়া শান্তি-লাভ করেন। গত ১৩১২ সালে সাবিত্রী-তুল্যা, পতিব্রতা, সহধর্ম্মিণী ৺কাশীধামে নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হইয়া মনস্কামা হইলেন, তাহাতেও তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও শোকাভিভূত কিংবা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট না হইয়া প্রাত্যাহিক নিত্যকর্ম্মাদি পূর্ব্ববৎ করিতে থাকিলেন। সুযোগ্য, মাতৃ-ভক্ত, ধার্ম্মিক পুত্রগণ যথাসময়ে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সুসম্পন্ন করতঃ তদীয় আত্মকৃত্যে ৺কাশীধামে, নিজ দেশে ও খুলনার বাড়ীতে বিস্তর মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও স্বজাতি এবং অন্যান্য বহুতর জাতি সমেত কাঙ্গালীগণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া যথাযোগ্য সম্মানরক্ষা করিয়াছিলেন।

ধার্ম্মিক চন্দ্রকুমার নাগ মজুমদার মহাশয় বৃদ্ধ-বয়সেও যুবার ন্যায় উৎসাহী ও কার্য্যক্ষম ছিলেন, প্রত্যহই পদব্রজে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার বাটীতে গমন ও সান্ধ্যাহ্নিক, জপাদি তাঁহার নিত্যকর্ম্ম মধ্যে গণ্য ছিল। প্রতিমাসের সংক্রান্তি ও পূর্ণিমাতে ৺কাশীবাসী সদ্‌ব্রাহ্মণ ও দরিদ্র-গণকে ভোজন ও যথাযোগ্য দক্ষিণাদি দানে পরিতুষ্ট করিতেন। গরীব, কাঙ্গালীদিগকে অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা সাহায্য করাও তাঁহার নিত্য-কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। সংসার হইতে বহুদূরে থাকিলেও তিনি কর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গের সুখ, শান্তির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতেন। কেহ কোনও প্রকার অভাব বা অসুবিধা জানাইলে তাহা তৎক্ষণাৎ পূরণ করিবার অনুমতি দিতেন। পিতৃ আজ্ঞা পালনকারী সুযোগ্য ও ধার্ম্মিক পুত্রগণও সর্ব্বদাই পিতৃ আদেশ শিরোধার্য্য করিতেন এবং তাঁহার পদসেবায় নিরত থাকা প্রধানতম কর্ত্তব্যজ্ঞানে ৺কাশীধামে

কেহ না কেহ উপস্থিত থাকিয়া কায়মনোবাক্যে সেবাযত্ন করিতেন। পৌত্রগণও তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করিয়া তথায় তাঁহার পদসেবা করিয়া আসিতেন। এরূপ ভাগ্যবান্ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

পরমভাগ্যবান্, কায়স্থ-কুলতিলক, স্বনামখ্যাত চন্দ্রকুমার নাগ মজুমদার মহাশয় গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার বেলা অনুমান ১টার সময় ৮কাশীধামে সজ্ঞানে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও দৌহিত্রগণের সহিত পার্থিব সম্বন্ধ ত্যাগ করতঃ মরজগৎকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া পরব্রহ্মে লীন হইলেন। তাঁহার সংবাদে জ্ঞাত হইয়া এতদ্দেশবাসিগণ চন্দ্রকুমারের বিহনে কৃষ্ণপক্ষের আগমন বিবেচনা করিয়া শোকে অভিভূত হইলেন। সুযোগ্য পিতৃভক্ত পুত্রগণ যথানিয়মিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিয়া জ্ঞাতিগণসহ নিয়মিতকাল পর্য্যন্ত শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া যথাকালে ৺কাশীধামে আদ্যকৃত্য, বৃষোৎসর্গ ও মচলন্দ এবং নিজ বাটীতে ষোড়শ ও দানসাগর ব্রতাবলম্বী হইয়া যথাশাস্ত্র যজুর্ব্বেদমতে আদ্যকৃত্যাদি ক্রিয়াকর্ম্ম সমাধা করিলেন। এতদুপলক্ষে পিতৃভক্তিপরায়ণ তদীয় ধার্ম্মিক পুত্রগণ সাধ্যাতীতভাবে দেশস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য প্রভৃতি জাতির সমাবেশ করতঃ ভূরি ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কতিপয় ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন ও কলিকাতার পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ ও জ্ঞানবৃদ্ধ পূর্ব্ববঙ্গের নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ মহাশয় ও আনুষ্ঠানিক কায়স্থসভার আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কাব্যস্মৃতিতীর্থ ও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী প্রভৃতি বহুতর অধ্যাপক পণ্ডিত মহোদয়গণ ও দেশস্থ বহুশত সামাজিক ব্রাহ্মণ এবং স্বজাতি (বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন, মৌলিক ও বংশজ) মহাত্মাগণ এবং বৈদ্য, বারুজীবি, কর্ম্মকার, বণিক, ভট্ট, রামায়েত, কাঙ্গালী, বৈরাগী প্রভৃতি বহুসহস্র হিন্দু এবং বহুশত মুসলমান (নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত)-দিগকে যথাযোগ্য সম্মানে সম্মানিত করতঃ (কাহারও নিকট হইতে কপর্দ্দকও গ্রহণ না করিয়া) যথাস্থানে পরিতোষপূর্ব্বক চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়াদি দ্বারা ভূরি ভোজনাদি কার্য্যে এদ্দেশে একটি অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। উক্ত শ্রাদ্ধের দিবসে, সুবক্তা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী মহোদয় ওজস্বিনী ভাষায় সভাস্থলে কায়স্থের বর্ণধর্ম্ম এবং উপনিবেশী ও গৌড়ীয় আদিম কায়স্থগণ যে সকলেই শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবংশধর বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বর্ণ তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়া প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দ্বারা অনুপবীতী কায়স্থগণকে সত্বরই আচারবান্ হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন এবং তাহাতে সকলেই স্বীকৃত হওয়ার পর নলখা স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মিত্র বি, এ ও কাঁকুড়াপাড়া স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় দেববর্ম্মা বি, এ মহোদয়দ্বয় বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সকলেরই কর্ত্তব্যাবধারণ করেন, এবং ৩।৪ দিন অনবরত নামসংকীর্ত্তনে সকলেই পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ৺কাশীধামেও আদ্যকৃত্য ও বৃষোৎসর্গোপলক্ষে ষোল আনা অনুষ্ঠানে এবং অধ্যাপক ও সামাজিক নিমন্ত্রণে দুই দিনে প্রায় ৬ হাজার মহামহোপাধ্যায়, অধ্যাপক, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বহুতর জাতি ও কাঙ্গালীগণকে পরিতৃপ্তপূর্ব্বক ভোজন ও যথাযোগ্য সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন।

এই সুমহৎ কার্য্যোপলক্ষে তদীয় পুত্রগণ অনাথা নিঃস্ব কায়স্থ-বালকবালিকাদিগের শিক্ষাদি উন্নতিকল্পে একটি ধনভাণ্ডার স্থাপিত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরাও আশা করি তাঁহাদের এই শুভেচ্ছা শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হইবে।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা।

মায়ের আগমন।

"অপারে মহাদুস্তরে অত্যন্ত ঘোরে,
বিদ সাগরে মজ্জতাং দেহভাজাং
ত্বমেকা গতির্দেব নিস্তারি নৌকা
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে।"

বর্ষার নিশা প্রভাত হইয়াছে। প্রকৃতি হাসিতে হাসিতে সাজগোজ করিতে বসিয়াছেন। আকাশে চাঁদের আলো খেলা করিতেছে। কাদম্বিনী বলাহকের ন্যায় উড়িয়া উড়িয়া আকাশ হইতে পলাইতেছে। বাপী ও তড়াগ প্রভৃতি জলাশয়ে নলিনী ও কুমুদিনী পরস্পরের প্রতি অসূয়া পরবশ হইয়াই যেন নিজ নিজ রূপের গৌরব বিকাশ করিতেছে। সৌরভভাণ্ডার মল্লিকা প্রভৃতি কুসুমরাশি ধরণীর পদে অঞ্জলি প্রদান করিতেছে। নানাজাতি লতা বৃক্ষে বৃক্ষে প্রস্ফুটিত হইয়া প্রকৃতির লাবণ্য বৃদ্ধি করিতেছে।

শরৎ আসিয়াছে। সুকণ্ঠ বিহগকুল প্রভাতী গাহিয়া জীবকুলকে আমোদিত ও আনন্দসলিলে অবগাহিত করিতেছে। বিশ্বের এক অপরূপ ভাব আসিয়া উপস্থিত। এহেন শরৎকালে মা! তোমারি বর্ষান্তে আসিবার সময় তাহাতেই সমগ্র বঙ্গদেশ আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছে। আনন্দময়ীর আগমনে বঙ্গের নিরানন্দ অন্ধকার বিদূরিত হয়, তাই মা! তোমারি জন্য সারা বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া আছি। তুমি কেমন করিয়া দুর্ব্বল সন্তাননিচয়কে বিস্মৃতি-সরিতে বিসর্জ্জন দিয়া নীরবে থাক মা! বুঝিতে অক্ষম। আমরা অকৃতী-সন্তান-সন্ততি, মায়ের মুখ দেখিব বলিয়া কত আশা ভরসা বুকে বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকি; কিন্তু মা এমনি নির্দ্দয়া যে, তৎপ্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই। জগন্মাতঃ! একবার বিশ্ববিমোহিনীমূর্ত্তিতে এ অধম সন্তানের হৃদয়-মণ্ডপে উপস্থিত হও। এবার গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছি। মা! সমস্ত বৎসর তোমাকে দেখিতে পাই না সত্য, কিন্তু তুমিও কি তোমার ঐ তিন চোখে সন্তান-সন্ততি দেখিতে পাও না? কি আহ্লাদেই তুমি অবিকারির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডা ভোলানাথকে লইয়া সংসার ভুলিয়া পড়িয়া থাক বুঝিতে পারা যায় না। সমগ্র বসুধা যাঁর সন্ততি তাঁর পক্ষে ঐরূপ উদাসীনের সঙ্গে উদাসীনা হইয়া থাকিলে চলিবে কেন? জগতে যে কি হইতেছে—তনয় ও তনয়া যে কি ভয়ানক

যাতনা ভোগ করিতেছে তাহা কি মা তোমার হৃদয়ে একবারও জাগে না?. তুমি যখন বম্ ভোলানাথের গৃহিণী তখন তোমাকে ঐরূপ ক্রিয়াই সম্ভবে।

মা দশভুজে! তুমি এরূপ সাজে আস কেন? দশ হাতে দশ প্রকার অস্ত্রশস্ত্র, ভীষণ কেশরীপৃষ্ঠে চড়িয়া কেন মহা অসুর মারিবার জন্য ভক্তগৃহে উপস্থিত বুঝি না। কোন্ কালে অসুর বধ করিয়াছিলে—(কোনকালে কেহ দেখিয়াছে কি না সন্দেহ) তুমি কতকগুলি দৈত্য-দানব সংহার করিয়া দানবদলনী নাম পাইয়াছ তাহাই দেখাইবার জন্য বুঝি ভক্তের মণ্ডপে উপস্থিত হও। বিষ্ণু একার্ণব শয্যায় অঘোর ঘুমের ঘোরে সুষুপ্তি সম্ভোগ করিতেছিলেন তুমি তখন যোগনিদ্রামূর্ত্তিতে তাঁহার নয়নযুগলে আসন পাড়িয়া বসিয়াছিলে কমলযোনি স্বয়ং ব্রহ্মা মধুকৈটভ ভয়ে নিপীড়িত হইয়া তোমার স্তব স্তোত্র পাঠ করিয়া বৈষ্ণবী-শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। মধুকৈটভের সঙ্গে ভীষণ সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন পুরাণের মুখে শুনিতে পাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আমি যে এই মোহ-শয্যায় শয়িত হইয়া রহিয়াছি কাম, ক্রোধ দুই সহোদর দ্বিতীয় মধুকৈটভমূর্ত্তিতে আমাকে একবারে পদতলে বিদলিত করিয়া নিয়ত নাস্তানাবুদ করিতেছে তাহা কি মা! তোমার তিনটী চোখের একটী চোখেও পড়িতেছে না? যদি তুমি মধুকৈটভ বধ করিয়া থাক—বিষ্ণুশক্তিতে, তবে আমি যে বর্ত্তমান মধু-কৈটভ দ্বারা এতদূর পর্য্যন্ত নিপীড়িত হইয়া অহর্নিশি ত্রাহিমে ত্রাহিমে বলিয়া তোমাকে প্রাণের সদর দ্বার খুলিয়া ডাকিতেছি তাহা কি তোমার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিতেছে না? বিশ্বের যাবতীয় শব্দ তোমার কাণে যায় আর আমার এই ক্ষীণকণ্ঠজাত সুস্পষ্ট করুণ ধ্বনি তোমার কাণের ছিদ্রে প্রবেশ করিতেছে না? যমজ দৈত্যদ্বয় আমার জিহ্বা টানিয়া ধরিয়াছে—বুকের উপর হাটু পাতিয়া বসিয়া আমার প্রাণ বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছে, আর আমি তোমার ঐ অভয়পদপ্রান্তে আশ্রয় পাইব আশায় জীমূতগম্ভীর নিনাদে আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া ডাকিতেছি তুমি শুনিয়াও শুন না—দেখিয়াও দেখ না এ তোমার কেমন ধারা সন্তান বাৎসল্য?" অথবা মা! তুমি এখন অত্যন্ত প্রাচীনা বোধ হয় পুরাকালে তুমি যে মধুকৈটভ বধ করিয়াছিলে তাহারা বর্ত্তমান মধুকৈটভ অপেক্ষা কম শক্তিশালী ছিল তাই তুমি অনায়াসে সংহার করিয়া তাহাদের মেদ দ্বারা মেদিনীর সৃষ্টি করিয়াছিলে। কাম ও ক্রোধ দুই-ই অবিদ্যা-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাকে মোহশয্যায় শয়িত দেখিয়া নিদ্রিতাবস্থায়ই আক্রমণ করিয়াছে—আমাকে আর পাশ ফিরিতে দিতেছে না। মা দনুজদলনী জগত্তারিণী শ্যামা! তবে কেন তুমি সন্তানের এই অপরিসীম কষ্ট ও যাতনা দেখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছ? এবার তোমায় ছাড়িয়া দিব না—যে পর্য্যন্ত এই ভূতগৃহে ঐ দানবের অত্যাচার নিবারিত না হয় সে পর্য্যন্ত মা! তোমাকে ছাড়িয়া দিব না। এবার আমার পূজা তিনদিনের জন্য নয় যে পর্য্যন্ত ঐ মধুকৈটভ বধ না হয় সে পর্য্যন্ত তোমাকে দিবারাত্রি প্রহরণকরে তুমুল যুদ্ধ করিতে হইবে। মোহনিদ্রাকে অপসারিত করিতে হইবে—তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিব।

আমি আর পুতুল পূজা করিতে চাই না। তোমার প্রতিমা দেখিয়া শুধু মুগ্ধ হইব না। তোমাকে জাগ্রতভাবে এই লঘু-প্রাণের মধ্যে ধরিয়া ঐ দৈত্যদ্বয়ের ভুজবলকে বিধ্বস্ত করিয়া দেখিব। এই আশায় এবার পথপানে চাহিয়া আছি। কামক্রোধের সহিত আর সন্ধি নাই। হয় এই পঞ্চভূতাত্মক দেহপিঞ্জরে তাহারা তাণ্ডব নৃত্য করিবে আমি পলাইয়া যাইব, না হয় আমি মায়ের ঐ রাতুলচরণ বক্ষে ধরিয়া জগজ্জননী বিশ্বপ্রসবিনীর কৃতী-সন্তানের ন্যায় নৃত্য করিব, আর উহারা মায়ের শ্রীমন্দিরে লৌহশৃঙ্খলে—কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ থাকিবে। মা আমার জগতজোড়া বিশ্ব-ভরা। মা ছাড়া জগতে সূচির অগ্র পরিমাণ স্থানও নাই। মধুকৈটভের ন্যায় দুই সহোদর কাম ও ক্রোধ সকল সময়ে একত্র থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। আর তাহাদের পদভরে আমার এই দেহ-গৃহ অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাই মা! এবার আমাকে উহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি দেও। এস, তুমি আমার হৃদয়-আসনে উপবেশন করিয়া দশভূজামূর্ত্তিতে ঐ ভীষণ বৈরী দৈত্যের রসনা স্ব-করে টানিয়া লইয়া মুদ্গর প্রহারে উহাদিগকে সংহার কর। এই আমার এবারের সপ্তমী পূজা। মধুকৈটভরূপ কামক্রোধ দুই সহোদর অধ্যায় প্রথম দিনের পূজা। গীতা সত্যই বলিয়াছেন—"সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ, কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।"

কামকে একটু নির্জ্জিত করিলেই সে একে-বারে পদদলিত ফণীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া সহোদর রাগকে ডাকিয়া তুমুল যুদ্ধের উদ্যোগ-পর্ব্বের অভিনয় করে। মা! ছাগ বলিতে যদি তোমার পূজার পর্য্যাবসান হয় তবে আর জীবনে হইল কি? যে তিমিরে ভাসিয়া ভাসিয়া অনন্তসাগরে চলিতেছিলাম, সেই তিমিরেই সমাচ্ছন্ন রহিলাম। তাই এবার এই ভাঙ্গা সেতারে তারযোজনা করিয়া—তোমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া—

"নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে,
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে;
নমস্তে জগদ্বন্দ্য পদারবিন্দে,
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে॥"

বলিয়া মহাসঙ্গীত গাইব মনে করিয়াছি। মা! তুমি আমাকে এ মধুকৈটভের অত্যাচার হইতে উদ্ধার কর। আর সহিতে পারি না। এবার ছাগলছানা দিয়া পূজা করিতে বাসনা নাই। যদি তোমার পূজা করিতে পারি তবে ঐ দুই দৈত্যই তোমার কাছে বলি দিব।

পূজার দ্বিতীয় দিনই মহাষ্টমী। আজ বিশ্বের সমস্ত বস্তুর ও দেব-দেবীর পূজা। মা! আমার সম্মুখে জগত আলোকিত করিয়া দাঁড়াও একবার; এই মহাতিথিতে তোমার পূজা করিয়া দানব-মানব-মিশ্রিত-জীবন দেব-জীবনে পরিণত করিবার বাসনা। যেমন গঙ্গার পবিত্র সলিলে—সর্ব্বতীর্থোদকে—পঞ্চকষায়ে—নিশাজলে তোমায় মহাস্নান করাইয়া তোমার অর্চ্চনা করিব। আজি মহিষাসুর বধ করিবে বলিয়া মা তুমি উগ্রমূর্ত্তিতে আমার নিকট দণ্ডায়মান হও। আমি মহিষাসুরের একান্ত আজ্ঞাবহ কিঙ্কর। তাহারই আদেশে প্রতি-বেশীর যথাসর্ব্বস্ব ছলে আত্মসাৎ করিবার কু-অভিপ্রায়ে দিবানিশি গোপনে গোপনে অসৎ উপায় অবলম্বনে নিরত রহিয়াছি। মা শরণ্যে! এবার তোমার ঐ পদে এ অধমকে আশ্রয়

দিয়া মহিষাসুররূপ আমার লোভাসুরকে বধ করিয়া নিস্তার কর। বিশ্বসংসার আমার হইলেও যেন পরিতৃপ্তি হইতেছে না। লোভে আমাকে এরূপভাবে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে যে, তাহার করাল কবল হইতে কবে যে নিষ্কৃতি পাইব তাহার কোন নিশ্চয় নাই। তাই আজি মহাষ্টমীর দিনে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী মা আমার সম্মুখে আসিয়া মাভৈ! মাভৈ! রব তুলিয়া আশ্বাস দিতেছেন। মা! বিপুল সৈন্যে পরিচরিত মহিষাসুরের ন্যায় লোভনামক মহাদানবকে এই যজ্ঞে সংহার করিয়া তোমার এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম সন্তানকে উদ্ধার কর। লোভের ক্রীতদাস হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে যে কত কুৎসিৎ কার্য্য অনায়াসে সম্পাদন করিয়া মানবত্বের পরিবর্ত্তে দানবত্ব খরিদ করিতেছি তাহা বর্ণনাতীত। মা কমলাক্ষি! একবার কৃপাকটাক্ষপাতে তোমার করাস্থিত অসি উত্তোলন করিয়া আজ এই মহাযজ্ঞে লোভের মুণ্ড ছেদন করতঃ পূর্ণাহুতি দেও মা। লোভে আমাকে যেরূপ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছে, আমি আর আমার নাই। তোমার পূজা কেমন করিয়া করিব। তোমার অনন্তশক্তির কণামাত্র শক্তি দ্বারা এই লঘু প্রাণকে অনুপ্রাণিত করিয়া এ জীবনসংগ্রামে জয়মাল্য পরাইয়া দেও। আমার নিজের কোন শক্তি নাই—যে শক্তির উপরে দণ্ডায়মান হইয়া মহিষাসুররূপী হৃদয়নিহিত লোভকে সম্মুখসমরে পরাজিত করিতে পারি।

মায়ের পূজার তৃতীয় দিন মহা মহানবমী। ভাই! সাবধান হইয়া কার্য্য কর। মধুকৈটভ ও মহিষাসুর বধ হইল কিনা বুঝিয়া মায়ের নিকট শুম্ভনিশুম্ভ রক্তবীজ বধের জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতে থাক। এই মহানবমীর নিশা প্রভাত হইলে পুনরায় গভীর তিমিরে ডুবিয়া যাইবে। ঘোর অন্ধকারে পুত্র-কলত্রাদি লইয়া সংসার-সাগরে ভাসিবে। এই দিন সরিয়া গেলে আর আসিবে না। মা! এ পামরের প্রতি কি দয়া হইবে না? এ নরাধম চিরকালই কি নরককুণ্ডে ডুবিয়া বিষয় বিষয় করিয়া বিষপানে উন্মত্ত থাকিবে? একবারও তোমার অনন্ত পিযূষ-সাগরের কণামাত্র আস্বাদন করিতে পাইবে না? মা! এই মহানবমীর দিনে অবিদ্যার গর্ভজাত মোহ মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি শুম্ভনিশুম্ভ রক্তবীজগণের অতুলিত সংগ্রাম আমার, এই ক্ষুদ্র কঙ্কালাবশিষ্ট জীর্ণ-শীর্ণ দেহক্ষেত্রে অবিরাম চলিতেছে। আমাকে একেবারে ঝালাপালা করিয়া ফেলিয়াছে। আমার আর উপায় নাই তাই আজ মা! তোমার শরণাপন্ন হইয়া কাতর-কণ্ঠে তোমার কৃপাভিক্ষা চাহিতেছি। মা মা বলিয়া চীৎকার করিতেছি। আজি এই মহাসমরে তুমি মা সেনাপতি হইয়া সংগ্রামে অস্ত্রশস্ত্র ধারণ কর। দেখিও যেন পূর্ব্বজয়ের স্মৃতিতে আততায়িগণকে ক্ষুদ্রবোধে অস্ত্রশস্ত্র চালনে উপেক্ষা না কর। মা! শুম্ভনিশুম্ভ পূর্ব্বে তোমার করে সংহার হইয়াছে সত্য—কিন্তু এসব দৈত্য তেমন নয়। তাহাদের অপেক্ষাও ভয়ানক ও যুদ্ধবিশারদ। মদের অতুল তেজে জগতকে আমি সম্পূর্ণ তেজহীন ও নিষ্প্রভ দেখিতেছি—মোহের চস্মার রাত্রিকে দিন ও দিনকে রাত্রি দেখিতেছি। মাৎসর্য্যের প্রভাবে আমি অস্তিত্ববিহীন হইয়া উন্মত্তের ন্যায় দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি। মা! আমার এই দানবগৃহটীকে দেব-মন্দিরে পরিণত করিয়া দিবে আকাঙ্ক্ষায় নগণ্যের

এই পূজার আকিঞ্চন। ঢাক ঢোলের বাদ্যে আমি শ্রবণবিবর বধির করিতে চাই না—ফুল-ফলে মণ্ডপ পূর্ণ করিতে চাই না। তোমার নামে কুম্ভক করিয়া পদ্মাসনে বসিয়া মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত সূক্ষ্মপথে বিচরণ করিতে প্রয়াসনা। মা! এই শক্তিহীন ভীরু, কাপুরুষ, মদ প্রভৃতি অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। সংক্ষেপে বলি আজ আমাকে সামান্যবোধে তাচ্ছিল্য করিয়া ছাড়িয়া দিও না। আমার ভিতরে শুম্ভনিশুম্ভ রক্তবীজ প্রভৃতি দানবগণের যে আসুরিক ক্রিয়াকলাপ অহর্নিশি চলিতেছে সেই দনুজগণকে নির্জ্জিত ও সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া সেই স্থলে শান্তি-রাজ্য স্থাপন কর। আর তুমি নিজে সেই শান্তির মণ্ডপে রাজরাজেশ্বরী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নিয়ত আমাকে সহস্রার বিনির্গত পিযূষ-মদিরা পান করাইয়া—উন্মত্ত করিয়া দেও। মা! তোমার নামে পাগল হইয়া "জয় দুর্গে দুর্গতিহরা" বলিয়া গম্ভীর নিনাদে জগৎ কাঁপাইয়া আজিকার এই মহাযজ্ঞে তোমার পদতলে আত্মবলিদান দিয়া পূজার পরিসমাপ্তি করিব এই বলবতী বাসনায় তোমার এই নগণ্য অকৃতী সন্তান তাহার এই পূজার আয়োজন করিয়াছে। আমি শুম্ভ-নিশুম্ভাপেক্ষাও ভয়ানক দানব। আমাকে পরাস্ত করা তোমার পক্ষে বড় সহজ মনে করিও না। মা! দয়া করিয়া এ দানবকে দেবত্বে লইয়া যাও—নরককে স্বর্গে ও এই মহাশ্মশানকে দেববেলী কাননে পরিণত কর। এই মাংসাদি বিনির্ম্মিত দেহকে দেব-মন্দির করিয়া তোল। মা! এ অকিঞ্চনের এই একমাত্র প্রার্থনা। মধুকৈটভ হইতে আরম্ভ করিয়া নিশুম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত দানবের সমবায়ে যদি কোন একটী দানবের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় তাহা হইলেও এ দানব তাহা অপেক্ষা ভীষণতর ও দুর্দ্ধর্ষ। তাই বলি মা! এ দানব সংহার করিতে কখনও উপেক্ষা করিও না। এবার এই পর্য্যন্ত।

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!

সত্যব্রতগীতাধ্যায়ী।

আগমনী।

এস মা শঙ্করী শিবে বসুধাপালিনি!
বর্ষান্তে কৈলাস হ'তে এস গো জননি!
শরণ্যা বরেণ্যা তুমি কৈবল্যদায়িনী,
দুস্তরে জলধি জলে বহিত্ররূপিনী;
তব সমাগমে মাতঃ আনন্দ-সাগরে,
ভাসিবে সমগ বঙ্গ ভাবিছে অন্তরে;
সে আশায় বান্ধি বুক নমিত মস্তকে,
চেয়ে আছে বঙ্গশশী পূর্ণেন্দুভালিকে!
হাসিছে নির্ম্মল শশী বসিয়া গগনে,
সপ্তবিংশ দক্ষবালা দয়িতার সনে;
হাসিছে সলিলে চারু ফুল্ল কমলিনী,
সাদরে দিরেফে ডাকে হ'য়ে প্রমোদিনী
নিখের আকুল শোভা হেরি জলেস্থলে
এহেন শরতে মাতঃ এস কুতূহলে;

জয় মা ঈশানী তারা দুর্গতিহারিণী,
বিশ্বপ্রসবিনী-দুর্গা অধমতারিণী ;
জয় মা শৈলেশবালা শিবসোহাগিণী,
জয় মা পূর্ণেন্দুভালা দৈত্যসংহারিণী ;
জয় মা শিবানী উমা অনন্তরূপিণী,
দুর্গমে চরণে মাতঃ তুমি উদ্ধারিণী ;
কি হেরিতে বঙ্গে মাগো তব আগমন,
শ্মশান বঙ্গের ক্ষেত্র কর নিরীক্ষণ ;
উর্ব্বরা সুফলা ভূমি মরুসম প্রায়,
হেরিয়া বিদরে নাকি পাষাণ-হৃদয় ?
ভূধরনন্দিনী তুমি পাষাণের হিয়া,
নাহি ঝরে অশ্রু তব দুর্দ্দশা হেরিয়া ?
গৃহে গৃহে আর্ত্তনাদ অভাবের তরে,
অন্নশূন্য আজি দুর্গে অন্নদার ঘরে ! ! !
স্বহস্তে বিতরি অন্ন সমগ্র জগতে,
অন্নপূর্ণা নামে ধন্যা সমস্ত মহীতে ;
সে আখ্যা ধরিবে মাতঃ বল বা কেমনে,
অন্ন বিনা তব পুত্র মরে প্রতিদিনে ;
কাশীতে যে অন্নপূর্ণা—নামমাত্র সার,
জড়মূর্ত্তি বলি মাতঃ প্রতীতি আমার ;
থাকৃতো যদি অন্নপূর্ণা বঙ্গে কোনস্থানে,
মরতো কি বঙ্গের পুত্র কভু অন্ন বিনে ?
এসেছ যদি বা বঙ্গে চাও চক্ষু মেলি,
কি সুখে করিছে বাস তব সুতগুলি ;
রোগ শোকে জর্জ্জরিত বঙ্গবাসী যত,
একে একে প্রতিগৃহে দেখ ক্রমাগত ;
কোন গৃহে কান্দিতেছে জনক জননী,
হারা'য়ে অকালে পুত্র নয়নের মণি ;
পশে নাকি সেই স্বর শ্রবণবিবরে,
নেত্র হ'তে একবিন্দু অশ্রু নাহি ঝরে ?
বর্ষ ভরি কোথা তুমি থাক সব ভুলে,
এই কি মায়ের স্নেহ ? কোন্ শাস্ত্রে বলে ?
তিনদিন ভক্তগৃহে আমোদহিল্লোলে,
থাকিয়া চলিয়া যাও অতি কুতূহলে ;
মনে রেখো পুত্রকন্যা, তব পরিজন
তব মুখাপেক্ষী সবে করিও চিন্তন ;
সমর্পি দিও না মাতঃ নিয়তির করে,
তবে আর তব পূজা কেন ঘরে ঘরে ?
ফলমূল কর্ম্ম সত্য, সেই হেতু ভবে
ফলিছে কর্ম্মের ফল বিপুল মানবে ;
এস এস ভবদারা ভবানী রুদ্রাণী,
হৃদয় মণ্ডপে পূজা লও গো জননি !
জ্ঞানের জ্বলুক বাতি, ভকতি কুসুমে
শ্রদ্ধার-চন্দনে মাখি অর্পিব চরণে ;
দিব আত্ম-বলিদান করেছি বাসনা,
ষড়রিপু বলি দিয়া পুরাব কামনা ;
অহিংসা পরমধর্ম্ম শাস্ত্রের বচন,
কভু না করিব আর চরণে দলন ;
বিজয়ার কোলাকুলি রাখিব স্মরণে,
হইব যান্ত্রিক পর দুঃখ বিমোচনে ;
নিয়ত দেখিব অন্যে আপন সমান,
মায়ের সন্তান সবে, জাগুক পরাণ ;
গাও সবে সমকণ্ঠে কাঁপাইয়া ধরা,
এসেছে তারিণী দুর্গা সর্ব্বদুঃখহরা ;
দুর্গমে পতিত জনে উদ্ধারকারিণী,
এসেছে অভয়া শিবা বিপদ-নাশিনী ;
ভুলিয়া কলত্রপুত্র ভুলি পরিজন,
জয়-দুর্গাপদে কর আত্মসমর্পণ ;
মার নামে জাগ সব, লও সবে কোলে,
ভূতল ত্রিদিব হ'বে প্রেম-মন্ত্রবলে।
ওঁ শান্তি !

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার।

তীর্থদর্শন।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

বারাণসীক্ষেত্রের বিষয় বর্ণন করিবার অগ্রে, শ্রীবৃন্দাবনধামের কতিপয় দৃশ্যাবলীর চিত্র পাঠকগণকে উপহার দিতে ইচ্ছা করি। গোবর্দ্ধন ভ্রমণকালে সুন্দর সুন্দর বালকগণ করতালী দিয়া নাচিতে নাচিতে আমাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইত ও সমস্বরে গাহিত—

শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড আর গিরিগোবর্দ্ধন।
মধুর মধুর বাজে বাঁশী, এই বৃন্দাবন।

তাহাদিগকে দুই এক পয়সা দিলেই সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইত। গোবর্দ্ধন হইতে প্রত্যাগমন-কালে, রাধাকুণ্ডের অনতিদূরে রাজবর্ত্মনপার্শ্বে কুসুম সরোবরনামে একটী পরম রমণীয় তীর্থস্থান আছে। এই স্থানে শ্রীরাধিকা সখি-গণ সহিত কুসুমচয়ন করিতেন। রাধারাণী উপযুক্ত স্থানই মনোনীত করিয়াছিলেন। উন্মুক্ত প্রান্তরমধ্যে চতুর্দ্দিকে সুন্দর দৃশ্যাবলী বিরাজিত—ময়ূর-ময়ূরীগণের নৃত্য, কুরঙ্গযূথের বিহার, নানাবিধ বনফুলে বৃক্ষবল্লরী সুশোভিত এবং অদূরে গিরিগোবর্দ্ধনের বিচিত্র প্রস্তর-মালা। এই পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিক প্রস্তরবিনি-র্ম্মিত সোপানাবলী। ইহার পশ্চিমতীরে ভরতপুরের মহারাজার গ্রীষ্মাবাস জন্য সুন্দর প্রাসাদমালা। পুষ্করিণীর সুনির্ম্মল সুশীতল জল এদেশেও বিরল, আমরা প্রাণ ভরিয়া পান করিলাম। পূর্ব্বতীরে অত্যুচ্চ সোপানা-বলীর নিকট একটী প্রাচীন শ্যামতমাল বৃক্ষ পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কে বলিতে পারে তাহার তলে রাধাশ্যামের যুগলমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়া একদিন বৈকুণ্ঠের সৌন্দর্য্য বিকীরণ করিয়াছিল। কিন্তু তত প্রাচীন বৃক্ষ বলিয়া আমার বোধ হইল না। এমন নির্জ্জন, নিস্তব্ধ যোগোপযোগী স্থান প্রায় নয়নগোচর হয় না। ইহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে গোবর্দ্ধন গিরি-মধ্যে অবস্থিত "মানসীগঙ্গা।" এই ক্ষুদ্র হ্রদটীর চতুর্দ্দিকে গিরিগোবর্দ্ধনের প্রস্তরমালা। আমরা যৎকালে দেখিলাম হ্রদটী স্বল্পতোয়া বলিয়া বোধ হইল। তাহাতে অবতরণ করি-বার সাধ্য ও সময় আমাদের ছিল না। কথিত আছে যখন নন্দমহারাজা শ্রীভগবানের উত্তেজনায় ইন্দ্রের পূজা উপেক্ষা করিয়া গোবর্দ্ধনের পূজা করেন, তখন গোবর্দ্ধনের পবিত্রতা বৃদ্ধি করিতে শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গাকে এখানে আনয়ন করেন। ভগবানের সংকল্পানুসারে সৃষ্ট বলিয়া ইহার নাম মানসীগঙ্গা। এই প্রাচীন সময়ে যখন রাধাকুণ্ডকে জলশূন্য দেখিয়া ভগবতী রাধিকা মর্ম্মাহতা হইয়াছিলেন তখন তাঁহার প্রিয় সখিগণ বলিয়াছিল—"রাধে! দুঃখ করিও না আমরা শত শত তোমার সখী মানসীগঙ্গা হইতে কলসীতে জল আনিয়া তোমার কুণ্ড পূর্ণ করিয়া দিব।" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সখিগণকে এতাধিক পরিশ্রম করিতে দেন নাই। ইহার পূর্ব্বতীরে সনাতন গোস্বামীর ভজনস্থান ও তাঁহার স্থাপিত চক্রে-শ্বর মহাদেবের মন্দির রহিয়াছে। স্থানটী অতি পবিত্র ও ভজনসাধনের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইল। কথিত আছে একদা মশক ও

কোৎবি কীটের দংশনে সনাতন এইস্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, মহাদেব তাঁহাকে দংশনজ্বালা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

১৬ই মাঘ ১৩১৭ সোমবার।

কাশী। সুরধুনী গঙ্গা পবিত্র বারাণসীক্ষেত্রের পাদদেশ বিধৌত করিয়া, যেন কৈলাসনাথের উদ্দেশে উত্তরবাহিনী হইয়াছেন। এই প্রাচীন নগরীর উত্তরে বরুণা, দক্ষিণে অসী, পশ্চিমে গঙ্গা ও পূর্ব্বদিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তরভূমি ও লোকালয়। ভারতীয় ভক্তির কেন্দ্র বৃন্দাবনধাম, জ্ঞানের কেন্দ্র কাশী। ভক্তি সার্ব্বজনীন ও অন্ধবিশ্বাসে গঠিত, কিন্তু জ্ঞান চক্ষুষ্মান্ হইয়াও বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে মানুষকে কোথায় লইয়া যায় কে বলিতে পারে। বিশ্বেশ্বর জ্ঞানদাতা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিদাতা। কাশীতে নরনারীগণ সংসারী, বৃন্দাবন সংসার বিরক্ত, সন্ন্যাসিধর্ম্মের আশ্রম। যখন প্রকৃত ধর্ম্ম ভারতে ছিল তখন মানুষ ব্রহ্মচর্য্যাদি কাশীতে পালন করিয়া শেষজীবনে বৃন্দাবনে যাইয়া বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন। কাশী অতি প্রাচীন, বৃন্দাবন নবাবিষ্কৃত। বিশ্বেশ্বর আগমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীকৃষ্ণের নববিধান নিগমধর্ম্মের নিয়ামক। এই বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া আর্য্যমনীষিগণ, কাশীর ও শ্রীবৃন্দাবনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। কাশীখণ্ডে ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে কাশীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবত, স্কন্দপুরাণ, বরাহপুরাণাদিতে বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। কাশীনাথ বিশ্বেশ্বরের মন্দির কাশীতে প্রধান তীর্থ। এই সুন্দর মন্দিরের চূড়া সুবর্ণপাত দ্বারা আবরিত, প্রাতঃসূর্য্যকিরণসম্পাতে চূড়াটী ঝক্ মক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ইন্দ্রধনু আকারে গঙ্গা বারাণসীর পাদদেশবিধৌত করিতেছেন। অপর পারে রামলগর, কাশীর নরেশের রাজধানী। অল্পদিন হইল ভারতীয় স্বাধীন নৃপতিবৃন্দের মধ্যে কাশীনরেশের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই নূতন সম্মানে সদাশয় ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদিগের সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। কাশীতে অসংখ্য দেবদেবী আছেন, তন্মধ্যে অন্নপূর্ণা, কালভৈরব, বেণীমাধব, মহাদীর তীল ভাণ্ডেশ্বর, শিব, দুর্গা, মেনকা কেদারেশ্বর, গুপ্তবৃন্দাবন, আদি কেশব ইত্যাদি প্রধান। গঙ্গার অনেক ঘাট আছে, এতাধিক যে প্রত্যহ পৃথক্ পৃথক্ ঘাটে স্নান করিলেও ৩৬০ দিনে শেষ করা যায় না। তন্মধ্যে দশাশ্বমেধ, মণিকর্ণিকা, ৬৪ যোগিনী, মানমন্দির ঘাট, ভৈরবী ঘাট, মীরু ঘাট, ললিতা ঘাট, নেপালরাজার ঘাট, হনুমান ঘাট, কেদার ঘাট, বেণীমাধব ধ্বজা ঘাট, নারদ ঘাট, শংকটা ঘাট, গণেশ ঘাট, তুলসীদাসের ঘাট, হরিশ্চন্দ্র ঘাট, অহল্যা বাঈ ঘাট, নানাসাহেবের ঘাট, জৈনী ঘাট, প্রহ্লাদ ঘাট ইত্যাদি প্রধান। প্রত্যেক ঘাটের উপরে ঘাট-নির্ম্মাতার প্রাসাদ বিদ্যমান রহিয়াছে। যেদিন নৌকায় আমরা পঞ্চক্রোশী করিলাম সেদিন অনেকগুলি ঘাটে স্নান ও জলস্পর্শ করিয়াছিলাম। প্রায় প্রত্যেক ঘাটের একএকটী প্রাচীন ইতিহাস আছে। বিশ্বামিত্র অভিশাপে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শবদাহকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যে ঘাটে স্ত্রী পুত্রের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি সেই ক্ষত্রিয় রাজা ও ঋষিপুঙ্গবের অপূর্ব্ব কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান

করিতেছে। মনিকর্ণিকা ঘাট—বিষ্ণুং প্রতি শিব বাক্যম্—

চক্র পুষ্করিণী তীর্থং পুরাখ্যাতমিদং শুভম্।
তয়া চক্রেণ খননাচ্ছুভচক্রাগদাধর ॥১॥
মম কর্ণাৎ পপাতেয়ং যদা চ মনিকর্ণিকা।
তদা প্রভৃতি লোকেঽত্র খ্যাতাস্তু মনিকর্ণিকা ॥২

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ—

মুক্তাকুণ্ডলপাতেন ভবাদ্রিতনয়াপ্রিয়।
তীর্থানাং পরমং তীর্থ মুক্তিক্ষেত্র মিহাস্তবৈ ॥৩

এই প্রকারে সকল ঘাটের মাহাত্ম্য বর্ণন করা যায়। অসী বর্ত্তমানে শূন্যতোয়া দেবখাতটী মাত্র নয়নগোচর হয়, উহার দক্ষিণে নগোয়া-গ্রাম। বরুণার জল এখনও প্রবাহিতা উহার উত্তরতীরে রাজাপুরগ্রাম। যেস্থানে গঙ্গার সহিত বরুণা মিলিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে কাশীনগরের নরনারীগণের বিষ্ঠা ও মূত্রপূর্ণ দুর্গন্ধ জলরাশি নগরের মধ্য হইতে মহাবেগে গঙ্গায় আসিয়া নিপতিত হইতেছে। গঙ্গার বর্ত্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়। ইনি সংকীর্ণা ও স্বল্পতোয়া তথাপি এই প্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়াও কাশীর কৃতঘ্ন নরনারীগণকে বিশুদ্ধ নির্ম্মল জল উপহার দিতেছেন। যে কর্ত্তৃপক্ষগণের আদেশে ও তত্ত্বাবধানে গঙ্গার পবিত্রদেহকে বিন্মূত্রপূর্ণ জল দ্বারা কলঙ্কিত করা হইতেছে, তাহাদিগকে দমন করিবার কি কোনও উপায় নাই। কাশীতে অনেক ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু বর্ত্তমান আছেন, জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কোন্ প্রাণে সর্ব্বপাপসংহন্ত্রী বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গার ঈদৃশী অবমাননা সহ্য করিতেছেন? ইহার কি প্রতিকারের উপায় নাই। অসীর দক্ষিণে অনেক প্রান্তরভূমি বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাহাতে এই সকল বিষ্ঠা অনায়াসেই প্রোথিত করা যাইতে পারে। কাশীতে এই প্রকার ধর্ম্মের প্রতি অত্যাচার আমাদিগের নিকট অসহ্য।

তীলভাণ্ডেশ্বর শিব একটী সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার ভাণ্ড (জালা) মধ্যভাবে স্থিত। কথিত আছে এই ভাণ্ডমধ্যে অবস্থিত শিবলিঙ্গ প্রত্যহ তিল তিল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমানে একটী জালার আকারে পরিণত হইয়াছে। দুর্গাবাড়ী অতি মনোহর স্থান, শাখামৃগ দ্বারা সমাকীর্ণ। পবিত্রস্মৃতি পুণ্যশ্লোকা রাণীভবাণী দ্বারা নির্ম্মিত। বিশ্বেশ্বরের সান্ধ্যারতি একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য। আমরা রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় আরতি দেখিতে গেলাম, তখন উহা আরম্ভ হইয়াছিল। মাঘ মাসের শীত বিশেষ কাশীতে, কিন্তু মন্দিরাভ্যন্তরে আমরা শীতের লেশমাত্র অনুভব করিলাম না। সুবর্ণ রেলিংপরিবেষ্টিত বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি শৃঙ্গারবেশে সুসজ্জিত। সুরতকামী স্মরহর পিণাকী ফুলশয্যায় ফুলবেশে সমাসীন, সতীশিরোমণি পার্ব্বতীকে যেন অপেক্ষা করিতেছেন। ধূর্জ্জটীর সর্ব্বাঙ্গ নীল, লোহিত, শ্বেত, হরিৎ পুষ্পে সমাচ্ছাদিত। প্রস্ফুটিত বেলী, চামেলী, টগোর, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, গোলাপের বিচিত্রদামে তিনি বিজড়িত, সুগন্ধি ধূপ, গুগ্‌গুল, অগুরুগন্ধের সহিত পুষ্পগন্ধে মন্দিরাভ্যন্তর পরিপূর্ণ, শত শত নরনারী কৃতাঞ্জলিপুটে মন্দিরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। মস্তকে পুষ্পমালা, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, কপালে ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রক ও গৈরিক বস্ত্র পরিহিত দশ জন ঋত্বিক্, বামহস্তে ঘণ্টা, ও দক্ষিণে পঞ্চপ্রদীপ ধারণ করিয়া দেবাদিদেব মহেশ্বরের আরতি করিতেছিলেন। তালে তালে ঘণ্টা বাদন, প্রজ্বলিত পঞ্চপ্রদীপের ধীরান্দোল-

লন অতীব রমণীয় দৃশ্য। দশকণ্ঠ বিনিঃসৃত তাললয় বিশুদ্ধ রাগরাগিণী সমন্বিত, সার্ম-মন্ত্রের গম্ভীর নির্ঘোষে মন্দিরাভ্যন্তর ঝংকারিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে শিব-শম্ভুর সমুচ্চ আবাহনমন্ত্রে শ্রোতাগণের মনে এক অভূতপূর্ব্বভাব উদয় হইতেছিল। প্রায় একঘণ্টাকাল আরতি এইভাবে চলিল, সেই পবিত্র স্থান, সেই সময় সেই দীপাবলী সেই নরনারীগণের প্রফুল্লানন, সদ্য বিকশিত পদ্মাধর সেই মন্ত্রের অপূর্ব্ব ঝংকার মধ্যে মহাদেবের মূর্ত্তি যেন আমরা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি মন্দিরস্থ পুরোহিতদিগের ব্যবহার অতি সুকোমল ও পবিত্র। আমাদিগের বোধ হইল যেন কৈলাসনাথ সপার্ষদ ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ বিতরণ জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা একদিন দুর্গাবাড়ীর নিকট মনোহর পুষ্পোদ্যানে পরিবেষ্টিত স্বামী ভাস্করানন্দের সমাধিস্থান আনন্দরাগে গমন করিয়া ভগবান্ ভাস্করানন্দের শ্বেতপ্রস্তরমূর্ত্তি ও তদীয় পবিত্র সমাধিমন্দির দর্শন করিয়াছিলাম। প্রবেশপথে বামপার্শ্বে ভাস্করানন্দের মূর্ত্তি বিরাজিত। তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট। চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত, শরীর শীর্ণ, জীবন্ত বলিয়া ভ্রান্তি না হইলেও শিল্পী তাঁহার নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় দিয়াছে। যাঁহার বিদ্যুগৌরবে সমগ্র জগৎ বিভাসিত, রুশ, জার্ম্মণী ও অন্যান্য পাশ্চাত্য স্বাধীন নৃপতিবৃন্দ যাহার গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ভারতীয়নরনারীগণ যাহাকে দেবতা-জ্ঞানে ভক্তি করিত সেই মহাপুরুষের ব্রত পীঠের সম্মুখে আমরা ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম ভাবিলাম এই সংযমীর আত্মত্যাগ বঙ্গীয় নর-নারীগণকে যেন ব্রহ্মচর্য্য পালনে সামর্থ্য দেয়। কাশীর পরিরক্ষক দেবতা (guardian saint) ত্রৈলঙ্গস্বামীর সমাধিস্থান আমরা দর্শন করিলাম। তাঁহার সমাধিস্থানে ভাস্করানন্দের ন্যায় কোন ভোগবিলাসের চিহ্ন দেখিলাম না। মাঘ মাসের একদিন অপরাহ্নে তাঁহার কৃষ্ণপ্রস্তর বিনির্ম্মিত প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দেখিলাম। একখানি মলিন কম্বল গায়ে জড়াইয়া সেই মহাযোগী মহাযোগে আসীন। তাঁহার পদতলে বৃদ্ধ সেবাইত বসিয়া আছে। তিনি যাত্রীদিগের নিকট প্রণামী সংগ্রহ করিতেছিলেন। ইহাই তাঁহার একমাত্র উপজীবিকা। প্রায় পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে আমি এই মহাত্মার জীবন্তমূর্ত্তি এই মন্দিরেই দর্শন করিয়াছিলাম। যে স্থানে বসিয়া তিনি স্নান করিতেন সেই স্থানে তাঁহার গৌরিক বসনে আচ্ছাদিত আসন ছিল, যে প্রকোষ্ঠ মধ্যে তাঁহার অগণিত পুস্তকরাশী স্তূপে স্তূপে পড়িয়াছিল অহো! আজ তাহা শূন্য, এই শঙ্করসদৃশ মহাযোগীর মাহাত্ম্য কাশীধামে পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছেন। কাশীর নরনারীগণ তাঁহাকে বিশ্বেশ্বরের অংশ বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। কাশীর রামকৃষ্ণ অনাথাশ্রম আর একটী দর্শনীয় স্থান, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা দেখিতে পারিলাম না। ইহা কাশীর প্রান্তভাগে রামপুরা নামক স্থানে সংস্থাপিত; শুনিলাম চারুচন্দ্র মিত্র নামক ভাগ্যশীল মহাত্মা ইহার অধ্যক্ষ, ও ইহা রামকৃষ্ণ মিসন দ্বারা পরিচালিত। রুগ্ন, জীর্ণ, শীর্ণ, অনাথ নিরাশ্রয় দরিদ্রদিগের জন্য এই আশ্রম। কত জন লোক এই আশ্রমে শুশ্রূষা পায় তাহা বলিতে পারিলাম না। তবে আর এই প্রকার দশটী আশ্রম হইলে

কাশীর অভাব একরকম দূর হয়। কাশী-ধামে পুণ্যশ্লোকা রাণীভবানী প্রমুখ কতকগুলি অন্নসত্র আছে। শুনিলাম কাহারও পরিচালন-প্রণালী ভাল নহে। যে কয়েকজন ব্রাহ্মণ ভোজনের নিয়ম আছে তাহাই হয়, বাঙ্গালীভোজন নামমাত্র। ভুকে অন্ন ও পিয়াসে পানি যদি অন্নসত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তবে সেইভাবেই কার্য্য পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য। অহো! আভ্যন্তরিক ধর্ম্মভাবের স্থানে আজকাল কেবল একটী নিরস বহিরাবরণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

একদিন সূর্য্যাস্তের সময় আমরা মানমন্দিরে আরোহণ করিলাম। প্রবেশদ্বারে প্রাচীরগাত্রে একখানি স্মারক প্রস্তরফলক (Memorial Tablet) প্রথিত রহিয়াছে। তাহাতে ইংরেজীতে লিখিত আছে "জয়পুরাধিপ মহারাজ মানসিংহ দ্বারা এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি ইহাকে মানমন্দিরের জন্য উৎসৃষ্ট করিয়াছেন।" আমরা যখন দর্শনার্থে গমন করিলাম, তখন উহার সংস্কারকার্য্য চলিতেছিল। সৌরজগতের প্রতিবিধি নিরূপক কোন যন্ত্রাদি আমরা দেখিতে পাইলাম না, তবে কতকগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত যন্ত্র আমাদিগের নয়নগোচর হইয়াছিল। মানমন্দিরের শিখরদেশে দণ্ডায়মান হইয়া সমগ্র বারাণসীর দৃশ্য আমরা নয়ন ভরিয়া দেখিলাম। সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখী, পশ্চিমগগনের লোহিতরাগ, জাহ্নবীজলে প্রতিবিম্বিত হইয়া পশ্চিমতীরস্থ মন্দিরের চূড়াগুলি সুবর্ণে মণ্ডিত করিতেছিল। উত্তরে আদিকেশবের মন্দিরের পাদদেশবিধৌত করিয়া গঙ্গা মন্থরগমনে বরণার দিকে প্রবাহিতা। কাশীনগরীর অগণিত তরঙ্গায়িত হর্ম্ম্যমালা মন্দিরের উচ্চচূড়াসকল পূর্ব্বপারে অতিদূরে রামনগরের দুর্গপ্রাচীর নয়নগোচর হইতেছিল। ভাবিলাম বারাণসী! তুমি ভারতীয় হিন্দুর পরমস্থান, তুমি অতি প্রাচীনকাল হইতে যুগে যুগে হিন্দুধর্ম্মকে নিজ ক্রোড়দেশে রক্ষা করিতেছ, তুমি পাপী-তাপীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া শান্তিসুখ বিতরণ করিতেছ, বিধর্ম্মী অত্যাচারীর পুনঃ পুনঃ দণ্ডাঘাতে সন্তাড়িত হইয়া আজিও সগর্ব্বে মস্তকোত্তলন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের সনাতনত্ব প্রচার করিতেছ, হে দেবি! তুমি সর্ব্বসংহারক কালকেও দমিত করিতেছ। আর বিশ্বেশ্বর! তুমি যে রাজ্যের রাজা তথায় মৃত্যু নাই, তুমি সন্ন্যাসী হইয়া সংসারী তুমি মহান্ আদর্শ পুরুষ, তোমাকে নমস্কার। আমরা কুমারী পূজাদি শেষ করিয়া—বিগত ২১শে মাঘ শনিবার গয়াধামের অভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

২২শে মাঘ রবিবার।

রবিবার প্রাতঃকাল, সুন্দর নীলিমগগনে বিবস্বান্‌কে সমুদিত দেখিয়া আমরা ফল্গু-নদীতে অবগাহন করিলাম। নদী শুষ্ক বালুকারাশি পরিপূর্ণ, মন্দিরের সান্নিধ্য স্থানে দেবখাতের গর্ভে দুই চারিটী কুণ্ড খোদিত করা হইয়াছে তাহার একটীর মধ্যে আমরা স্নানাদি করিলাম, তদনন্তর বিষ্ণুপাদপদ্মে পূর্ব্বপুরুষ ও আত্মীয়-স্বজনগণের পারলৌকিক মুক্তি প্রার্থনা করিয়া যথানিয়ম পিণ্ডাদি দান করিলাম ও অক্ষয়বটতলে সুফল করিয়া অপরাহ্ণ ৩ তিন ঘটিকার সময়ে বাসায় ফিরিলাম। রাজ্ঞী অহল্যা বাঈ বহু অর্থব্যয়ে গয়ার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া যে মহামহিমময়ী কীর্ত্তি সংস্থা-

পিত করিয়াছেন, তাহা কোনকালেই বিনষ্ট হইবে না। এই উচ্চ বিচিত্র মন্দির আপাদ মস্তক গভীর কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। এই সময় প্লেগরোগ পূর্ণপ্রতাপে সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গয়ার কোন কোন মহল্লায় দীর্ঘ-পদে বিচরণ করিতেছিল। আমরা যে পাণ্ডা-মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনি প্লেগভয়ে অদ্য রাত্রিকে সপরিবার দেওঘরে প্রস্থান করিলেন। আমরাও আর বিলম্ব না করিয়া পরদিন সন্ধ্যার গাড়ীতে রওনা হইয়া ২৪শে মাঘ মঙ্গলবারে ফরিদপুর প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, ইতি।

সম্পাদকস্য।

সমাজসংস্কার।

সমাজবন্ধন উন্নতির পরিচায়ক। আদিম অবস্থায় যখন লোক অসভ্য ছিল, তখন সমাজবন্ধন ছিল না; সকলেই প্রকৃতিদত্ত স্বাধীনতায় আপন মনে বেড়াইয়া বেড়াইত। পরস্পরের পরস্পরের প্রতি দয়ামায়া স্নেহ-সহানুভূতি প্রভৃতি কিছুই ছিল না। লোকে সভ্যতার আলোকে যতই পথ দেখিতে পাইল, ততই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল—ততই স্নেহ দয়ামায়া মমতা প্রভৃতি তাহাদের হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, পরিশেষে তাহা বিশাল শাখা-প্রশাখাসমূহ বিস্তার করতঃ সমাজবন্ধনে শেষ হইল। বর্ত্তমান সময়েও সভ্যতার তারতম্যানুসারে সমাজস্থ লোক-সংখ্যার তারতম্য দৃষ্ট হয়। তাই কোন সমাজে স্ত্রীপুরুষ মাত্র দুইজন, কোথায়ও দশ জন, কোথায়ও পঞ্চাশজন—আবার কোথায়ও বা সহস্রাধিক লোক দৃষ্ট হয়। অতি পূর্ব্বকাল হইতেই ভারতবর্ষ উন্নতির শিখরদেশে আরোহণ করিয়াছিল; সুতরাং ভারতে সমাজবন্ধন অতি প্রাচীন। ভারতের বর্ণভেদ কতকাল হইতে তাহা যথাযথ নির্ণয় করা দুরূহ। ভারতবর্ষে বিবিধবর্ণ ও উপবর্ণ—বিবিধ ধর্ম্ম ও উপধর্ম্মসম্প্রদায়, বিবিধ সমাজবন্ধনের সৃষ্টি করিয়াছে।

ভারতে এমন দিন ছিল যে, সমস্ত সমাজই উন্নতির শিখরদেশে আরোহণ করিয়াছিল। তখন সকল সমাজই আপন আপন সমাজের উন্নতিচেষ্টা করিত এবং তাহাদের সমবেতচেষ্টা দেশের উপকারের জন্য ধাবিত হইত; সুতরাং তখন সমাজ ও দেশের চরমোন্নতি হইয়াছিল। যেদিন ভারতীয় সমাজ আবর্জ্জনাপূর্ণ হইতে আরম্ভ হইল—হিংসাদ্বেষ, স্বার্থপরতা, কুটিলতা প্রভৃতি যখন সামাজিক নেতাগণকে জড়বৎ করিয়া ফেলিল, তখন হইতেই সমাজ ও দেশের অধঃপতন আরম্ভ। তাহার ফলে সমাজ আজ কঙ্কালাবশিষ্ট—দেশ আজ পরপদানত। যে দেশে একতা নাই—যে দেশের অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি নাই—যে সমাজের নেতা স্বার্থান্ধ, হিংসায়ে, কুটিলতার আধার, সে দেশের—সে সমাজের যদি অধঃপতন না ঘটে, তবে অধঃপতন হইবে কাহার?

বর্ত্তমান সময়ে সমাজের নেতাগণ সমাজের প্রকৃত উন্নতি করিবার চেষ্টা করেন না—তেমন ক্ষমতাও নাই। নিজের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি না হইলে অপরকে শাসন করা যায় না। কেন না নৈতিক বল কমিলে মানসিক দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়ে। সুতরাং সমাজের প্রত্যেক নেতাকে নিঃস্বার্থপরতা, দয়া, মায়া, আত্ম-পবিত্রতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রণিধানপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিবে যে, অধুনা সমাজের মৌখিক আড়ম্বর ভিন্ন কিছুই নাই। থাকিবেই বা কিরূপে? আজকাল প্রত্যেক সমাজের নেতাগণ পরস্পর পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষী না হইয়া ছিদ্রান্বেষী। আপন সমাজে সহস্র ছিদ্র—কতশত ত্রুটি—কতশত কুকর্ম্ম অবাধে সাধিত হইতেছে, সে দিকে দৃষ্টি নাই অথচ পরসমাজে একটী সামান্য ত্রুটিজনক কার্য্য দেখিলেই, হৈ হৈ রবে আসর গরম করিয়া, বিপক্ষপক্ষকে অপ্রস্তুত করিতে চেষ্টা করেন। স্বীয় প্রতিবাসীসমাজের অবনতিদৃষ্টে আক্ষেপ করা, কিংবা তাহারা যাহাতে সেই দোষ পরিহারপূর্ব্বক উন্নত হইতে পারে, তাহার নিঃস্বার্থ চেষ্টা করা দূরে থাকুক, বরং পরস্পর পরস্পরের কুৎসা জনসমাজে রটনা করিয়া—পরস্পর পরস্পরকে অবমাননা করিয়া—পরস্পর পরস্পরকে হিংসাদ্বেষ ও বিবিধ বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিয়া পরমানন্দ অনুভব করেন। এইরূপ প্রতিসমাজে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া, সামাজিক সদ্‌গুণরাশি ভস্মীভূত করতঃ, সুধু ভস্ম ও অঙ্গারতুল্য হিংসা-দ্বেষাদি অবশেষ রাখিয়াছে। নেতৃগণের এতাদৃশ অর্ব্বাচীনতায় যে কি বিষময় ফল ফলিতেছে, তাহা একটু প্রণিধান করিলে, আজ দেশের এত দুর্দ্দশা হইত না।

আত্মদোষ না বলিয়া পরের দোষ বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনার বিষয়। সুতরাং যাঁহাদের হস্তে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষার ভার,—যাঁহারা ভারতে সমাজতরণীর কর্ণধার পূর্ব্বে তাঁহাদের কথাই বলিতেছি। সমাজে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য বহুকাল। আজকাল জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণ যেমন বিজ্ঞানের সাহায্যে পাশ্চাত্য জগতে প্রকৃতির উপর ক্ষমতা বিস্তার করিয়া, প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় দেশকে স্তম্ভিত করিতেছেন, পূর্ব্বে তদ্রূপ বৈদিক ও তান্ত্রিক কর্ম্মানুষ্ঠানকারী তেজস্বী ব্রাহ্মণগণ স্বীয় অলৌকিক তেজ বিস্তার করতঃ বাহ্য ও অন্তর্জগতের উপর অসামান্য ক্ষমতা বিস্তার করিয়া দেশকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। সমুদয় ব্যবস্থাশাস্ত্র ও দেশের কর্ত্তৃত্ব তাহাদের হস্তে থাকা সত্ত্বেও, তাঁহারা পর্ণকুটিরে বাস ও ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। কি জ্ঞানে—কি অমানুষিক ক্ষমতায়—কি নিঃস্বার্থপরতায়, কি দয়াদাক্ষিণ্যতায়, কি ত্যাগস্বীকারে, তাঁহারা যদি সর্ব্ববিষয়ে সমাজে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ না হইতেন, তবে সমাজে এতাদৃশ প্রাধান্য লাভ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইত। কিন্তু হায়! কালের ভীষণাবর্ত্তে সমাজে আর তাদৃশ ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয় না, বৈদিক ও তান্ত্রিক কার্য্যাদি যথাযথ অনুষ্ঠান করিয়া তৎক্ষণাৎ ফল প্রদর্শন করিতে কয়জন ব্রাহ্মণ সমর্থবান্? প্রাতঃস্নান করিয়া চন্দনের টিপ দিলে—লম্বা লম্বা চুল রাখিয়া সিন্দূরের ফোঁটা দিলে—শ্রাদ্ধ কিংবা বিবাহসভায় একটিপ নস্য নাকে গুজিয়া ক্ষুৎকার করিতে করিতে, টিয়া পাখীর ন্যায় অভ্যস্ত দুই চারিটী শ্লোক আওড়াইলেই,

ব্রাহ্মণত্বের চূড়ান্ত উৎকর্ষতা দেখান হয় না। ইঁহারা আবার স্বীয় সমাজ অতি পবিত্র ও বিশুদ্ধ বলিয়া অভিমান করতঃ অন্য সমাজের নিন্দা করেন। এতাদৃশ অসার অভিমান করার পূর্ব্বে, তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা কিসের অভিমান করেন?—কিসে তাঁহারা উন্নত? তাঁহারা কি সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করিতেছেন? যতদিন সমাজস্থ ব্রাহ্মণগণ বিশুদ্ধ উদারচেতা ছিলেন—যতদিন তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মণ্যতেজ অক্ষুণ্ণ ছিল—ততদিন সমাজস্থ কাহাকেও জোর করিয়া বলিতে হয় নাই যে, ব্রাহ্মণকে ভক্তি কর। কেন না বড়র নিকট ছোটর অবনত হওয়া স্বাভাবিক। তাই বলিয়া যদি মিথ্যাবাদী, বৈড়ালিক ব্রতাচারী, সঙ্কীর্ণচেতা, শাস্ত্রভাৎপর্য্য মীমাংসায় উৎকোচগ্রাহী, ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় প্রবঞ্চক, দেবপূজার মন্ত্রোচ্চারণে অপারগ, স্বার্থপর একটী ব্যক্তির গলে, বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণের একমাত্র চিহ্নস্বরূপ পৈতা জড়াইয়া—সমাজমধ্যে দাঁড়া করিয়া উচ্চৈস্বরে ঘোষণা কর—'এই দেখ হিন্দুধর্ম্মের কর্ণধার, ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের অপূর্ব্ব চূড়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত!' তাহা হইলে তাদৃশ তথা কথিত ব্রাহ্মণকে, কে ভক্তি করিবে? পূর্ব্বাপর ব্রাহ্মণের হস্তে সমাজের সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা ন্যস্ত। যদি ব্রাহ্মণের অবনতি না হইত—তবে হিন্দুর অবনতি ঘটিত না। হিন্দুধর্ম্মের সহিত ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মের অনন্যাশ্রয় সম্বন্ধ। অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মুখে শুনিতে পাই যে, ব্রাহ্ম ও বৌদ্ধ প্রভৃতি দেশীয় উপধর্ম্ম এবং খ্রীষ্টমুসলমান প্রভৃতি বৈদেশীক ধর্ম্ম আজকাল হিন্দুধর্ম্মের কিছুই করিতে পারিতেছে না, বরং অনেকটা প্রতিঘাতের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। তাঁহারা কি মনে করেন, সেটি তাঁহাদের ন্যায় ব্রাহ্মণের ক্ষমতায় হইতেছে? যদি ব্রাহ্মণগণ আচারহীন, কর্ম্মানুষ্ঠানে অলস, সমাজরক্ষায় উদাসীন ও পাপাচারে রত থাকেন, তবে তাঁহারা স্বপ্নেও মনে করিবেন না যে, তাঁহাদের সেই কলুষিত সমাজ, লোকে পবিত্র বলিয়া মাথায় করিয়া নাচিবে। ব্রাহ্মণগণ! এই সংস্কারের যুগে এখনও ভাবিয়া দেখুন যে, ব্রহ্ম-চর্য্যাচরিত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ না হইলে আর সমাজের উন্নতি হইবার আশা নাই। কর্ণধার অপরিপক্ক হইলে তাহার তরণী পরিচালন করিতে যাওয়া বৃথা। যদি স্বীয় ও অন্যান্য সমাজের উন্নতি করিতে ও দেশে বিগতযুগ আনয়ন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আত্ম-সংস্কারে মনোনিবেশ করুন—বৃথা পাণ্ডিত্য ও জাত্যভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মোন্নতির চেষ্টা করুন। যিনি স্বীয় মঙ্গলসাধনে অক্ষম, তিনি কখনও অপরের মঙ্গলবিধানে সমর্থবান্ নহেন।

কায়স্থসমাজ-সংস্কারকগণ! আপনারা বর্ত্তমান সময়ে অমিত তেজে, অদম্য উদ্যমসহকারে স্বীয় সমাজসংস্করণ আরম্ভ করিয়া ত্রিদণ্ডীগ্রহণ করিতেছেন এবং এতদুপলক্ষে বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে নানারূপ বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন দেখি তাহাতে সংস্কারের কি হইতেছে? কেবল ক্ষত্রিয়োচিত ত্রিদণ্ডীগ্রহণ ও বাদাবাদীর তরজার ন্যায় অযথা বাক্য, জন-সমাজে প্রকাশ করিলেই কি সমাজসংস্কার হয়? যদি তাহাই হইত, তবে সমাজসংস্কারে এত বেগ পাইতে হইত না। সংস্কারকের অনেক সময় অন্যের অবিচার, অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া ধীরে ধীরে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইতে হয়, আপনাদের সে সহিষ্ণুতা কোথায়? আপনার বাড়ীর চাকরের বেতন পূর্ব্বে ৵০ দুই আনা ছিল, এক্ষণে অবাধে ।৵০ ছয় আনা দিতেছেন, কিন্তু পিতামহের সময় হইতে ষষ্ঠী পূজার দক্ষিণা যে ৲১০ আনা বাঁধা আছে তৎ-স্থলে ৴০ এক আনা দিতেও কুণ্ঠিত। পুরো-হিত ঠাকুর উপবাসী থাকিয়া আপনার বাড়ী হইতে ৲১০ আনা লইয়া গৃহান্তরে গমন করিলেন, আপনিও অনুসন্ধান লইলেন না যে, পুরোহিত ঠাকুর আসিয়া কি করিয়া গেলেন, আপনি ভাবিতেছেন যেমন পাত্র তেমি দান—তিনি ভাবিতেছেন যেমন দানদক্ষিণা তেমি কার্য্য। পুরোহিতের মূর্খপুত্র ষষ্ঠীপূজা করিয়া গেলেও ৲১০ দক্ষিণা, আবার স্মৃতিরত্ন মহাশয় পূজা করিয়া গেলেও সেই দক্ষিণা; এমতাবস্থায় ভাল লোক আপনার দ্বারে আসিবে কেন? পূর্ব্বে অন্যান্য জাতি ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করিত, সুতরাং ব্রাহ্মণগণ নিশ্চিন্ত মনে শাস্ত্রাদি আলোচনার অবসর পাইতেন; সমাজে সে প্রথা রহিত হইয়াছে। নিজ সমাজসংস্কার করিতে হইলে নিজে উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করুন, নিজে উপযুক্ত হইলে অন্ততঃ আপনার সংস্রবীয় গুরু-পুরোহিত প্রভৃতি ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ স্ব স্ব উন্নতির চেষ্টা করিবেন। আত্মোন্নতির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল বাগাড়ম্বরে সময়ক্ষেপণ করিলে কোন উপকারের প্রত্যাশা করা যায় না। অতএব যদি প্রকৃতপক্ষে সমাজসংস্কার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে বাক্‌বিতণ্ডায় বৃথা দলাদলি সৃষ্টি না করিয়া, স্বীয় সমাজে সংশিক্ষা বিস্তার

করুন, বিধবাগণের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করুন, পরস্পরের মধ্যে একতা সংস্থাপন করিয়া সমাজস্থ দরিদ্র ব্যক্তিগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে থাকুন, দেখিবেন সমাজ ক্রমশঃ-ই উন্নত হইতেছে—দেখিবেন লোকে আপনার একটী মুখের কথা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। ইহাই সমাজসংস্কারের প্রকৃত পন্থা, নতুবা সর্ব্ববিষয়ে গলদ রাখিয়া কেবল ত্রিদণ্ডীগ্রহণ করিলেই সমাজসংস্কার হয় না। ক্ষত্রিয়ই হউন, আর বৈশ্যই হউন, প্রকৃত কাজ না করিয়া সুধু হৈ চৈ করিলে কোন সুফলের আশা নাই। সোণা খাটী হইলে কাহারও চিনিতে কষ্ট হয় না।*

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজে দুইটী দলের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। একটী প্রাচীনের দল—অপরটী আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত নব্যের দল। তন্মধ্যে প্রাচীনের দল অস্পষ্টবাদী ও কূটপ্রকৃতিসম্পন্ন—নব্যদল কিছু সরল ও স্পষ্ট-বাদী। প্রাচীনদলের নেতাগণের মুখে প্রায়ই শুনা যায় যে, নব্যশিক্ষিত ছেলেগুলার অধঃপতন হইতেছে, কিন্তু তাঁহাদের উন্নতি হইতেছে কি কতদূর অবনতি ঘটিয়াছে, সে দিকে দৃষ্টি নাই। তাঁহারা অলকা তিলকায় পরিশোভিত ও চন্দনচর্চ্চিতদেহে ইষ্টদেবতার চরণে তুলসী-বিল্বপত্র অর্পণ করিতে করিতে কাহার সর্ব্বনাশ করিবেন, তাহাই চিন্তা করেন। ফলতঃ তাঁহারা সমাজমধ্যে শতকরা

* এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ইহা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ সমাজকে উপলক্ষ করিয়া বলা হইতেছে। সাধারণতঃ সর্ব্বসমাজের অবস্থা প্রদর্শন করানই এ প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য। লেখক।

৯৯টী দলাদলির সৃষ্টি করিয়া থাকেন। প্রাচীনেরা মনে করেন, তাঁহারা যাহা করেন, তাহাই হিন্দুয়ানীর চরমাদর্শ—আর নব্যদলে যাহা কিছু অনুষ্ঠান করে, তাহাই বিরুদ্ধধর্ম্মপূর্ণ। কেন না যে কথা তাঁহাদের মনোমত না হইবে—যেখানে তাঁহারা যুক্তিতর্কে পরাস্ত হইবেন—যে কথার উত্তর করিতে তাঁহাদের অনুদার ক্ষুদ্র বুদ্ধি পশ্চাদ্‌পদ হইবে, সেইস্থলেই তাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিবেন—'তোর কথার উত্তর করিব না, তোর কথাগুলি অহিন্দুভাবাপন্ন।' এমন সংকীর্ণচেতা, স্বার্থপর, পরনিন্দুকের দল যে সমাজ পরিচালন করেন, সে সমাজের কোন মূল্য আছে কি? বিদেশীয় রুচি প্রকৃতি হাব্ ভাব্ প্রভৃতি আসিয়া পাছে তাঁহাদের পবিত্র সমাজ কলঙ্কিত করে এই চিন্তায় তাঁহারা সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু স্বদেশীয় আবর্জ্জনায় যে তাঁহাদের সমাজ পরিপূর্ণ সেদিকে একেবারে দৃষ্টিহীন। গোড়ামী পরিত্যাগ করিতে না পারিলে নিরপেক্ষভাবে কাজ করা অসম্ভব। আত্মছিদ্র বন্ধ না করিয়া পরছিদ্র দেখিতে গেলে সে তোমাকে ছাড়িবে কেন? প্রাচীনের দল! আপনারা বিধবাবিবাহের নাম শুনিলেই শিহরিয়া উঠেন, এবং যে দুলে এই প্রথা চলিত, তাহাদিগকে তীব্র বাক্যযন্ত্রণায় অভিভূত করেন, কিন্তু আপনার সমাজস্থ দুর্নীতিপরায়ণ লম্পট পুরুষ দ্বারা যে আপনাদের ঘরের বিধবা কলঙ্কিত ও অধঃপতিত হইতেছে, তাহার প্রতিবিধানের কোন চেষ্টা করিতেছেন কি? যে নরাধম, বিধবার পবিত্রতা নষ্ট করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে—যে পাষণ্ড সমাজশাসন পদদলিত করিয়া সমাজকে কলঙ্কিত করিতেছে, আপনাদের সূক্ষ্ম বিচারে, সেই নরাধম আপনাদের সমাজের অঙ্কে স্থান পাইয়া অবাধে চলা ফেরা করিতেছে, আর সেই হতভাগিনী বিধবার দশা কি? যাহারা সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহাদিগকে কিছুমাত্র দণ্ড না দিয়া, সেই বিধবাকে নিরাশ্রয় অবস্থায় সমাজ হইতে অপসারিত করিবার নিমিত্ত পাশবিক দলাদলির সৃষ্টি করিতেছেন। এই কি আপনাদের বিধবার পবিত্রতা রক্ষার চেষ্টা—এই কি হতভাগিনী বিধবার প্রতি আপনাদের সুবিচার? যে সমাজে বিড়ম্বনাকারীর শাস্তি না হইয়া, বিড়ম্বিতের প্রতি কঠোর শাস্তির বিধান—যে সমাজ সরলের বিরুদ্ধে কথা কহিতে ভীত ও অপারগ, অথচ দরিদ্রের প্রতি অত্যাচার করিতে সিদ্ধহস্ত, এমন সমাজের বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়!! তাই বলি প্রাচীনের দল! যদি স্বীয় সমাজের উন্নতি করিয়া দেশের উন্নতি করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমাজে ন্যায়নীতির প্রবর্ত্তন করুন। গোড়ামী পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, আপনাদের সমাজসংস্কারের চেষ্টা বৃথা।

প্রাচীনদলের মধ্যে টোলের উপাধিধারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের একদল আছে, তাঁহাদের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাই—'আজকাল সমাজশাসন একেবারেই কমিয়া গিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন না যে, বন্ধন অতিরিক্ত কষিতে কষিতে শেষে ছিড়িয়া যায়। সমাজশাসন যদি কমিয়া থাকে, তবে সে দোষ ব্যবস্থাপক পণ্ডিত মহাশয়দের। তাঁহাদের অযথা শাসনফলেই, অনেকে স্বীয় অদৃষ্ট ভর করিয়া সমাজশৃঙ্খল ছিন্ন করতঃ নূতনদলের সৃষ্টি করিয়াছে ও

করিতেছে। স্বার্থপরতা এবং পক্ষপাত পরিপূর্ণ সামাজিক দলাদলিকে, সামাজিক শাসন বলা যায় না। পক্ষপাতিত্বের জন্য স্বীয়দলস্থ ব্যক্তির শত সহস্র অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতেছেন—অথচ বিপক্ষদলস্থ সামান্য ত্রুটিও তাহাদের নিকট অমার্জ্জনীয়। যাহারা সমাজের নেতা—যাহারা সমাজের রক্ষক—যাহাদের নিকট উপযুক্ত প্রতিকারের আশায় অধীনস্থ জনসমূহ ব্যাকুলিত, তাঁহারা যদি স্বীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করেন—তাঁহারা যদি অযথা দণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া অধীনস্থকে বৃথা উৎপীড়ন করেন, তবে এমন সমাজের মস্তকে তাঁহারা পদাঘাত করিবে না কেন। পাশ্চাত্যশিক্ষার উপর ইহারা খড়্গহস্ত, যেন সমাজের যত কিছু সর্ব্বনাশ ইংরেজী শিক্ষার জন্য হইতেছে। তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি যে, এই সংসারে প্রত্যেকেই কোন না কোনরূপ আদর্শ লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। যদি পাশ্চাত্য আদর্শ ঘৃণ্য ও সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের আদর্শ লইয়া চলিতে হয়, তবে তাঁহাদের সমাজ এতদূর অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছে কেন? তাঁহারা কোন্ আদর্শ লইয়া সমাজ গঠন করিতেছেন? তাঁহাদের সমাজের কি আছে, বিবেচনা করেন কি?—হিন্দুর নামমাত্র আছে, আর আছে হিন্দুসমাজের কঙ্কালাবশেষ ঠাটখানি, ভিতরে সব ফক্কিকার!! তাই বলি পণ্ডিতমহাশয়গণ! যদি আপনারা স্বীয় সমাজের উন্নতি করিয়া, স্বীয়জাতি ও দেশের উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন, তবে পরনিন্দা, পরকুৎসা কিংবা পরছিদ্র অনুসন্ধান না করিয়া, প্রাচীন ঠাটখানি বজায় রাখিয়া আমূলসংস্কার করুন। দেখিবেন আপনাদের সুশাসন গুণে ক্রমে ক্রমে সকলেই আপনাদের বশীভূত হইবে। রক্ষক হইয়া ভক্ষক হইবেন না—দণ্ডের অপব্যবহার করিবেন না, দেখিবেন আপনাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

নবীনদলের নেতাগণ! পাশ্চাত্য আলোকে আলোকিত হইয়া বৃদ্ধগণকে 'old fool' এবং orthodox বলিয়া উপহাস করিতে শিখিয়াছ। চাণক্য বলিয়াছেন—'শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি ফলভারাবনত বৃক্ষের ন্যায় সর্ব্বদাই অবনত। বিদ্যাসাগর বলিয়াছেন—'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং।' তোমাদের বিদ্যার ফল কি প্রাচীনের অবমাননা? প্রয়োজন না থাকিলেও যে, স্বীয় অতুলনীয় পদগৌরব বিস্মৃত হইয়া, পরপদলেহন করে, স্বীয় পিতৃপিতামহাদির আচরিত ধর্ম্ম ও আচারাদি বুঝিবার ক্ষমতা না থাকিলেও তাহা যে কুসংস্কার মনে করিয়া বিজাতীয় আচার ব্যবহার শিক্ষা করে,—বিদেশীয় উপদেশ বেদবাক্য মনে করিয়া দেশীয় সত্য পদদলিত করতঃ বিজাতীয় অসত্য যে শিরোধারণপূর্ব্বক গ্রহণ করে, তাহাকে যদি শিক্ষিত পণ্ডিত বা জ্ঞানী বলিতে হয়, তবে তেমন জ্ঞানী সমাজে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তোমরা দেশের উপযুক্ত কৃতবিদ্য সন্তান—তোমাদের নিকট দেশ অনেক আশা করিয়া থাকে, তোমরা যদি স্বদেশীয়দিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখ—দেশীয় রীতিনীতি পরিত্যাগ কর, তবে তোমাদের দ্বারা উন্নতির আশা কোথায়? বরং তোমাদের অনুকরণ করিতে যাইয়া সমাজে মহা অনর্থ সাধিত হইতেছে। তোমরা যাহাদের শিক্ষায় শিক্ষিত,—যাহাদিগকে জীবনের আদর্শ করিয়া স্বীয় জীবন

গঠন করিতেছ, তাহাদের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ দেখি?. তাহারা প্রত্যেক দেশ হইতে মধুকরের ন্যায় সদ্‌গুণরাশি সংগ্রহ করতঃ স্বীয় সমাজের পরিপুষ্টতা সাধন করিতেছে। ভালমন্দ সর্ব্বত্র বিরাজমান। তোমাদের আদর্শের অনুকরণে যদি বিদেশীয় সারোত্তলনপূর্ব্বক নিজ সমাজ পুষ্টি করিতে চেষ্টা করিতে, তবে তোমাদিগকে ধারণ করিয়া দেশ আজ সার্থক মনে করিত। তোমরা মনে কর প্রাচীনদলের সমস্তই মন্দ—আর তোমাদের সমস্তই ভাল, এ সংস্কার পরিত্যাগ কর। জগতে কিছুই সর্ব্ববিষয়ে ভাল বা সর্ব্ববিষয়ে মন্দ নহে। পশুপক্ষীর নিকটও অনেক বিষয় শিখিবার আছে। তাই বলি, যদি দেশের উন্নতি করিতে চাও, তবে আত্মোন্নতির চেষ্টা ও স্বীয় সমাজসংস্করণে মনোনিবেশ কর। নিজে ভাল হইতে চেষ্টা না করিয়া পরকে মন্দ বলিতে যাওয়া বাতুলের কার্য্য।

নব্যসমাজে সমাজসংস্কারকের দল অনেক। কতক ব্রাহ্মসমাজ-সংস্কারক—কতক রাজনৈতিক-সংস্কারক—কতক বিবাহপ্রথা-সংস্কারক। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক উপদল দৃষ্ট হয়। ভাই ব্রাহ্মসমাজ-সংস্কারক! তোমরা বিদেশীয়ের অনুকরণে প্রাচীনদলকে পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস কর।—হিন্দুবিধবার কষ্ট দেখিয়া মিহিসুরে নাকে কাঁদিয়া অস্থির হও—হিন্দুর বাল্যবিবাহের প্রতি দোষারোপ কর—হিন্দুর পূজাপার্ব্বণ দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত কর—হিন্দুর অবরোধ প্রথা দেখিয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ কর—তোমরা তোমাদের সমাজের কি সংস্কার করিয়াছ? তোমাদের সমাজের দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি? উপাসনার ভাণে পর্দ্দার অন্তরালে মিটি মিটি দৃষ্টিপাত করাই কি উপাসনার চরমোৎকর্ষ? অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, আপন মনে একবার চিন্তা করিয়া দেখ দেখি, স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিস্তার করিয়া কি ফল লাভ করিয়াছ? উপযুক্ত কুলশীল দেখিয়া অভিভাবকগণের নির্ব্বাচিত বিবাহ-প্রণালী-ই ভাল—না যুবক যুবতীকে স্বাধীনভাবে একত্রে বিচরণ করিতে প্রশ্রয় দিয়া আরামপ্রদ কোর্টশিপের পর দায়ে ঠেকিয়া বিবাহ করার প্রথাই উত্তম? কোনটীতে বিবাহের পবিত্রতা রক্ষা হয়? তোমরা হিন্দুর অবরোধপ্রথা দেখিয়া নিন্দা কর—তোমাদের স্ত্রীস্বাধীনতায় কি ফল ফলিতেছে সেদিকে দৃষ্টি আছে কি? হিন্দুর পূজাপার্ব্বণ দেখিয়া উপহাস কর—তোমরা শান্তমনে অনন্তের ধারণা করিতে পার কি? তোমরা কি নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী?—বরং অনধিকারীর সরল বিশ্বাস ও ভক্তিপথ ক্রমে ক্রমে হারাইয়া ফেলিতেছ। এই সমাজের এত গৌরব? এই সমাজের বড়াই করিয়া পরসমাজের নিন্দায় প্রবৃত্ত? বল দেখি ভাই! কি দেখিয়া হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছিলে—আর এখন কি লইয়াই বা বসত বাস করিতেছ? যদি দেশের ও সর্ব্বসাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে পরকুৎসা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সমাজসংস্কারের চেষ্টা কর। যতদিন তাহা না করিবে ততদিন তোমাদের উন্নতির আশা নাই।

রাজনৈতিক আন্দোলনকারী দেশহিতৈষী সমাজসংস্কারকগণ! সভাসমিতিতে দণ্ডায়মান হইয়া গোঁফে তা'দিয়া মুরুব্বীর ন্যায় স্বদেশীয়

ভ্রাতৃগণকে গালাগালি কর—স্বজাতীয়গণকে হীন বাঙ্গালীজাতি বলিয়া সম্বোধন কর—ঘন ঘন করতালীর মধ্যে সগর্ব্বে স্ফীতবক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া ধরাখানিকে সরাবের ন্যায় জ্ঞান কর, একবার নিজমনে ভাবিয়া দেখ দেখি তুমি কি?—তোমার এত বড়াই কিসে? তুমি তোমার অন্তেবাসিগণকে, দেশের জন্য স্বার্থ পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিতেছ, বল দেখি ভাই! দেশের জন্য তুমি কতটা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াছ? তুমি নিজে ২২। ২৩ ঘণ্টা স্বার্থচিন্তায় বিভোর থাকিয়া, কদাচিৎ কোনদিন সভাসমিতিতে ২।১ ঘণ্টা স্বদেশবাসীকে নিঃস্বার্থপরতা শিক্ষা দিবার ছলনায় বক্তৃতা দিলে, লোকে তোমার কথা শুনিবে কেন? বল দেখি তোমার নিজের স্বাধীনতা কতটুকু? বক্তৃতা শেষ হইবার পরমুহূর্ত্তেই যখন চাঁদার খাতা বগলে করিয়া দীননয়নে সভ্যগণের মুখপানে চাহিয়া থাকিতে হইতেছে তাহার আবার ক্ষমতা কোথায়? ভিক্ষাবৃত্তি ব্যতীত যাহার কোন কাজ করিবার ক্ষমতা নাই, তাহার এত আড়ম্বর—এত পরনিন্দা করা কেন? দেশের বুভুক্ষিত অনাথলোক রুক্ষতলে অনাহার অনিদ্রায়, সামাজিক উৎপীড়নে জর্জ্জরিত হইতেছে, আর তুমি দিব্য অট্টালিকায়, দুগ্ধফেননিভ-শয্যায় আরাম করিতেছ? দেশহিতৈষী হইতে হইলে অত স্বার্থপর হইলে চলিবে কেন ভাই? দেশের জনসাধারণের প্রতি যদি তোমার প্রকৃত সহানুভূতি না থাকে, তবে তোমার মৌখিক বক্তৃতায় তাহাদের সহানুভূতি থাকিবে কেন? তাই বলি ভাই! যদি প্রকৃত দেশহিতৈষী হইতে চাও, তবে তোমার মনগড়া সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া, দেশের সর্ব্বসাধারণের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ কর—তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রাণপণে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা কর।—তাহাদের সমাজে মিশিয়া, তাহাদের একজন হইয়া যাও; দেখিবে তোমার সমাজসংস্কারের পথ আপনি-ই সুগম হইবে, দেখিবে দেশের লোক তোমার জন্য প্রাণপাত করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। যদি স্বীয় স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে অক্ষম হও, তবে তোমার দ্বারা সমাজ ও দেশের উন্নতি হওয়া অসম্ভব!! ভাই হিন্দুবিবাহ-প্রথার নব্যসংস্কারক! তোমরা বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী, তোমরা পঞ্চবিংশবর্ষবয়স্ক যুবকের (?) সহিত ষোড়শীর মিলনের একান্ত অনুরাগী—প্রাচীনদলের বাল্যবিবাহের অপক্ষপাতী; কিন্তু ভাই! তোমাদের মনে করা উচিত যে, বিবাহপ্রথাটা তোমরা যেরূপ মনে কর, প্রাচীনেরা সেরূপ মনে করেন না। প্রকৃত স্ত্রী কেবল "হৃদয়েশ্বরী" হইলে চলিবে না, হিন্দুগৃহিণী পরিবারমধ্যে একাধারে দাসী ও গৃহকর্ত্রী। বিশেষ অনুধাবন করিলে দেখিতে পাইবে—একটী পুরুষের সহিত হিন্দুকুমারীর বিবাহ হয় না—একটী পরিবারের সহিত তাহার বিবাহ হয়। স্বামীর সহিত স্ত্রীর মিলন হইলেই তোমরা তাহাকে বিবাহ বল—প্রাচীনেরা সুধু একে আর একের মিলনকে বিবাহ বলেন না। একটী অসম্পূর্ণ পুরুষকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য, একটী পরিবারের মধ্যে, একটী কুমারীর আগমন, মিলন ও সংমিশ্রণকেই বিবাহ বলেন। ফলতঃ বিবাহ অর্থে তোমরা মনে কর, বিলাসের প্রধান উপকরণ লাভ করা—আর প্রাচীনেরা মনে করেন স্বীয়কুলে কুললক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা। কুম্ভকার

কাঁচা মৃত্তিকা দ্বারা নিজের ইচ্ছামত দ্রব্যাদি গঠন করিতে পারে, মৃত্তিকা কঠিন হইলে তাহা কার্য্যোপযোগী হয় না। কাঁচা বাঁশ যত সহজে নত হয়, পরিপক্কাবস্থায় তদ্রূপ হয় না। বাল্যকাল চরিত্রগঠনের উপযুক্ত সময়। যাহাকে ভবিষ্যৎ জীবনে একটী পরিবারের দাসী ও কর্ত্রী হইতে হইবে, তাহার কঠোর শিক্ষার প্রয়োজন—তাদৃশ শিক্ষা অধিক বয়সে হওয়া কষ্টকর। তাই প্রাচীনেরা বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী। আর ভাই যাহাকে তুমি কুললক্ষ্মী বলিয়া, স্বীয়কুলে প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, তাহার বিধবা-দশায় কেমন করিয়া তাহাকে কুলত্যাগিনী কর? বিবাহসভায় সে যে স্বামীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—"ধ্রুবমসিধ্রুবাহং। পতি-কুলেভূয়াসম্।" তাহা সে কিরূপে ভঙ্গ করিবে, তাহা বিবেচনা কর কি? পতি যাহাকে বিবাহসময়—'সম্রাজ্ঞীশ্বশুরেভব,' বলিয়া আশ্বাস দিয়া স্বীয়কুলে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, পতির অভাবে তাহাকে সেই সাম্রাজ্য হইতে বিদূরিত করিতে চাহ কেন? সমাজস্থ বহুলোকের মধ্যে ২।৪টী লোকের চরিত্র কলুষিত হইতে পারে, তাই বলিয়া কি সমাজস্থ সকলকেই দোষী বলিতে চাও? যদি শাস্ত্রের অনুসন্ধান কর তাহা হইলে দেখিবে—বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারেন, (অবশ্য সময় ও অবস্থানুসারে), স্বামীসহমরণে প্রাণ-পরিত্যাগ করিতে পারেন—আর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক সংসার, সমাজ ও দেশের উন্নতি করিয়া পবিত্রভাবে জীবনাতিবাহিত করিতে পারেন। এই তিনটী অনুষ্ঠেয় প্রথার মধ্যে কোন্‌টী ত্যাজ্য, কোনটীর অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য বল দেখি? হিন্দুনারীর পাতিব্রাত্য, পিতামহীর উপকথার 'সোণার নৌকা, পবনের দাঁড়ের ন্যায়' যখন যাহার তখন তাহার, এতাদৃশ ভাব আসিতেই পারে না। ভাই! বাক্‌বিতণ্ডা না করিয়া একবার আত্মহৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি যে, সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিয়া কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছ? এমতাবস্থায় ভিন্ন সমাজের নিন্দা করিতে যাওয়া কি অর্ব্বাচীনের কার্য্য নহে? দেশের উপকার করিবার ইচ্ছা করিলে, আত্মসমাজ-সংস্করণে মনোনিবেশ কর, নচেৎ তোমাদের উন্নতির আশা বৃথা।

বিবাহপ্রথার সংস্কারক প্রাচীনদলের নেতৃবৃন্দ! আপনারা কি করিতেছেন? হিন্দুবিবাহের যে পবিত্রতা ও ধর্ম্মভাব লইয়া আপনারা এত শ্লাঘা করিয়া থাকেন, আপনাদের হস্তে তাহার কীদৃশ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, সেদিকে দৃষ্টি আছে কি? যে মুনিঋষিগণের বাক্য অবহেলা করে বলিয়া নবীনদলের উপর আপনারা খড়্গহস্ত, হিন্দু-বিবাহপ্রথায় আপনারা সেই ঋষিবাক্য প্রতিপালন করিয়া চলিতেছেন কি? আপনারা এক্ষণে বল্লালী কৌলিন্য লইয়া কুলরক্ষা করিতেছেন—আপনাদের শাস্ত্রোক্ত কৌলিন্য-মর্য্যাদা কোথায়? আজ সেই বল্লালী কৌলিন্য-প্রথার ভীষণাবর্ত্তে পতিত হইয়া কত কুল-বালার সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা বিবেচনা করেন কি? কল্পিত কুলগৌরব বজায় রাখিতে সমাজে কতশত পাপকার্য্যের প্রশ্রয় দিতেছেন, দৃষ্টি আছে কি? আপনাদের অবিমৃশ্য-কারিতায় কতশত কুলকুমারী অতৃপ্ত-বাসনা লইয়া সংসার-কাননে শুকাইয়া অকালে ঝরিয়া পড়িতেছে দেখিতেছেন কি? জীবনাধিক স্বীয়

সন্তানের প্রতি যখন আপনাদের এতাদৃশ নিষ্ঠুরতা—তাহাদের মর্ম্মান্তিক যাতনায় আপনারা যখন এতাদৃশ ব্যথিত, তখন সমাজস্থ অন্যান্য লোকের উপর আপনার কতটা সহানুভূতি আছে, বা হইতে পারে, তাহা আপনারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি? বল্লালী কৌলিন্য-প্রথায় এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পাত্র অভাবে কন্যার বিবাহ হইতে পারিতেছে না। তাহার প্রতিকারের জন্য কি উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন? মুখে মুখে কখনই সমাজসংস্কার হয় না। সমাজসংস্কার করিয়া যদি একান্তই দেশের উন্নতি করিতে সাধ থাকে, তবে মৌখিক আড়ম্বর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রথমতঃ স্বীয় সমাজের আবর্জ্জনা দূর করিবার চেষ্টা করুন। যখন তাহাতে সক্ষম হইবেন, তখন অন্যান্য সমাজে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতাও আপনার জন্মিবে। অন্যথা আপনার চুপ করিয়া থাকাই সঙ্গত।

যদি সকলেই স্ব স্ব সমাজের আবর্জ্জনাগুলি পরিত্যাগ করিয়া, দেশ বিদেশ ও সমাজান্তর হইতে সদ্‌গুণরাশি সংগ্রহ করতঃ, স্ব স্ব সমাজের পরিপুষ্টতা সাধন করেন—প্রত্যেক সমাজের সমলেত চেষ্টা দেশের উন্নতির জন্য নিয়োজিত করেন,—তাহা হইলে কথঞ্চিৎ উপকারের আশা করা যাইতে পারে। নচেৎ বাগাড়ম্বরে পটু—কার্য্যতৎপরতায় অপটু, স্বার্থচিন্তায় বিভোর—পরনিন্দায় তৎপর, আত্মছিদ্রে অন্ধ—পরদোষে আনন্দ, এমন প্রকৃতির সামাজিক নেতাদ্বারা কোনরূপ উপকার প্রত্যাশা করা যায় না। যে দেশের একতা নাই, সে দেশের কিছুই নাই। জাতি-বর্ণের প্রভেদ না থাকিলেও প্রত্যেক দেশে বড় ও ছোট সমাজ আছে। এতাদৃশ বৈষম্য-ভাব থাকিলেও আজ তাহারা একভাবলে বলীয়ান্ হইয়া সভ্যজগতে শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছেন। আর আমরা দলাদলির পাণ্ডা সাজিয়া আত্মকলহ, পরনিন্দা—পরছিদ্রান্বেষণে সময়াতিবাহিত করিয়া স্ব স্ব সমাজকে অধঃ-পাতিত করিতেছি। তাই বলি বর্ত্তমান সমাজ-সংস্কারকগণ! আপনারা আত্মকলহ পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব সমাজোন্নয়নের চেষ্টা করুন, দেখিবেন আপনাদের ও দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। সৎকার্য্যের সহায় ভগবান্, একথা চিরপ্রসিদ্ধ ও ধ্রুব সত্য। প্রকৃত উন্নতির ইচ্ছা করিলে বাক্‌বিতণ্ডায় বৃথা সময়াতিবাহিত না করিয়া, সাম্যনীতি অবলম্বন-পূর্ব্বক ঋক্‌বেদের পবিত্র উপদেশটী ঘরে ঘরে প্রচার করিয়া বলুন;—

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাং সিজানতাং।
দেবাভাগং যথাপূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥
সমানীব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥"

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী
উথলী—ঢাকা।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

১। আত্ম-কাহিনী। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার ১৩১৭ সনের চাঁদা এইক্ষণ অনেকেই দিয়াছেন, কিন্তু ১৩১৮ (বর্ত্তমান) সনের চাঁদা প্রায় সকলের নিকট বাকী আছে। আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আগামী দুর্গাপূজার পূর্ব্বে তাঁহারা দয়া করিয়া এই মূল্য পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিবেন। আমাদিগের বিজ্ঞাপন নাই, গ্রাহকগণের প্রদত্ত চাঁদাই প্রতিভার জীবনধারণের একমাত্র উপায় ইতি।

২। প্রতিবাদ। শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহার "কায়স্থবৈদ্য" শীর্ষক প্রবন্ধে, যাহা গত শ্রাবণ মাসের প্রতিভার ১৫৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদিগের মতে তিনি নিষ্কারণে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায় বিশারদ মহাশয়কে আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন-"পক্ষান্তরে—কায়স্থগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রায় মধুসূদন বিশারদের অপূর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞান যেমন একদিকে অযথা ব্রাহ্মণগণের তোষামোদে কলুষিত তেমন অন্যদিকে বৈদ্যনিন্দায় প্রযুক্ত"। বিশারদ মহাশয় অনেকদিন হইতে প্রতিভায় ও কায়স্থপত্রিকায় লিখিতেছেন, আমরা কোনও স্থলেই তাঁহার অযথা ব্রাহ্মণ-তোষামোদ কি বৈদ্যনিন্দা দেখি নাই। তবে মাননীয় সরকার মহাশয় এইপ্রকার অযথা অভিযোগ কেন উপস্থিত করিলেন আমরা জানি না। "কায়স্থ-বৈদ্য" প্রবন্ধ পাঠকালে আমরা এই বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রবন্ধ হইতে কোনও বিষয় উৎক্ষিপ্ত করা উচিত নয় মনে করিয়া আমরা ইহাতে হস্তক্ষেপ করি নাই। আমরা এইমাত্র বলিতে চাই যে, পণ্ডিতবর সরকার মহাশয়ের এই মন্তব্যের সহিত আমাদিগের কোনও সহানুভূতি নাই।

৩। এই বর্ষাকাল, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছে, কায়স্থকার্য্য, সভাসমিতি একরকম স্থগিত হইয়াছে। সুসময় বুঝিয়া ব্রাহ্মণবিদ্বেষানল গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয়-ক্ষত্রিয়গণ নির্ভীক, ধীর পাদবিক্ষেপে স্বধর্ম্মপালনে অগ্রসর। সাগরকান্দী হইতে যে হৃদয়ভেদী মর্ম্মস্পৃক্ সংবাদ কায়স্থগণ শুনিয়াছেন তাহা পত্রস্থ করিতেও আমাদিগের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। শ্রীযুক্ত অনাদিকৃষ্ণ দত্ত দেববর্ম্মা মহাশয় আনন্দবাজার পত্রিকাতে তাঁহার বিগ্রহভঙ্গ-সম্বন্ধে আমূলবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। গ্রাম্য ষড়যন্ত্রে একটী চণ্ডালকন্যা তাঁহার দেবায়তনে প্রবেশ করিয়া তাঁহার স্থাপিত পরমপবিত্র রাধাবিনোদের পাষাণমূর্ত্তি সজোরে নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে। আদালতের বিচারে চণ্ডালকন্যার তিনমাস সশ্রমে কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত দত্ত-মহাশয়কে আমরা এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতে পারি যে, যে হৃদয়বিদারক কার্য্য হইয়াছে তাহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর, ঐ কার্য্যের কণিকামাত্র পাপও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

৪। রাজবাড়ী হইতে আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন—"গত ২২শে শ্রাবণ রবিবার অপরাহ্নে সজ্জনকান্দা মৃত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে, ভাকলা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী ব্রাহ্মণসভার অধিবেশনে প্রায় ৫০।৬০ জন ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। উপবীতী কায়স্থগণকে অস্পৃশ্য স্থিরতরে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের স্বাক্ষর গ্রহণান্তর সভাভঙ্গ হয়। কেবল চারিজন ব্রাহ্মণমহাত্মা এই কার্য্য অত্যন্ত গর্হিতবোধে স্বাক্ষর করেন নাই তাঁহাদিগের নাম ১। শ্রীযুক্ত শশিমোহন ভাদুড়ী মোক্তার রাজবাড়ী ২। উকীল শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর মজুমদার ৩। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও ৪। শ্রীযুক্ত তারকনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়। কায়স্থসমাজ ইঁহাদিগকে সর্ব্বান্তকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। কেহ কেহ প্রত্যক্ষ আবার কেহ কেহ বা অপ্রত্যক্ষভাবে এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। অত্রস্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টায় যে উক্ত কার্য্য সংগঠিত হইয়াছে, তৎপ্রতি সন্দেহ নাই। এই সভার একটী বিশেষত্ব এই যে, উপবীতী কায়স্থ জাতিচ্যুত হইয়া অস্পৃশ্য সাব্যস্ত হইলেও তাঁহাদিগের সহিত অনুপবীত কায়স্থগণ পূর্ব্বের ন্যায় আহারবিহার আদানপ্রদান ইত্যাদি করিলে কাহারও সম্মানের লাঘব হইবে না। এই দেশের কায়স্থগণ এই সভাটাকে একটা নগণ্য আসর বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন।" এই সভার বিবরণী পাঠ করিয়া লণ্ডননগরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মীমাংসা জন্য তিনজন সীবনকার (Three Tailors of Tooley street) যে মহতী সভার অধিবেশন করিয়াছিল, তাহা আমাদের মনোনয়নে প্রতিভাসিত হইয়া উঠিল। সীবনকারত্রয় অবলীলাক্রমে মীমাংসা করিল "ঈশ্বর নাই", রাজবাড়ী ও সজ্জনকান্দার ব্রাহ্মণগণ যাঁহারা এই সভায় উপবীতী কায়স্থকে অস্পৃশ্য সাব্যস্ত করিলেন, তাঁহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহারা কি জানেন যে, বিরাট কায়স্থজাতি সমগ্র ভারতে ৯৫ লক্ষ। তন্মধ্যে প্রায় ত্রয়োদশ লক্ষ বঙ্গীয়-কায়স্থগণের উপবীত ছিল না, আর অবশিষ্ট দ্ব্যশীতিতম কায়স্থগণ সকলেই উপবীতী ও ত্রয়োদশ দিবসে অশৌচপালন করিয়া আসিতেছেন। যে সকল মূর্খ ব্রাহ্মণ শাস্ত্র জানে না, সাক্ষাৎ প্রমাণ মানে না, ঈর্ষাদ্বেষপরবশ হইয়া কায়স্থের অপকারে নিযুক্ত তাঁহাদিগকে বলিব আর দংশন করিও না (Cease Viper).

৫। উপবীতচ্ছিন্নমকদ্দমা। বিগত ১৯শে শ্রাবণ, ১৯—১ বেচু চাটুজ্যের ষ্ট্রীটনিবাসী শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ দত্ত দেববর্ম্মা মহাশয় কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ও প্রসন্নকুমার রায় নামক দুই জন ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ উপস্থিত করেন। তিনি বলেন যে, তিনি একজন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী উপবীতধারী কায়স্থ, প্রতিবাদীদ্বয় এইজন্য তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে উপহাস করিত; কিন্তু তিনি ইহা ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিতেন। তাহাদিগের মূল আপত্তি এই যে, কায়স্থগণের উপনয়নে অধিকার নাই। বিগত ১৪ই শ্রাবণ রবিবার তিনি তাঁহার দোকান হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বিবাদিদ্বয় বলপূর্ব্বক তাঁহার স্কন্ধ হইতে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করতঃ ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দেয়; প্রতিবাদীদ্বয় এই কার্য্যের দ্বারা তাঁহার প্রতি

অন্যায় বলপ্রকাশ, তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি অপমাননা ও মনঃকষ্ট প্রদান করিয়াছে। এই মকদ্দমার অগ্রিমানুসন্ধান দিবসে বঙ্গীয়-কায়স্থসভার সুযোগ্য কর্ত্তব্যপরায়ণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা মহোদয় স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন যে, "আমি বঙ্গদেশীয়-কায়স্থসভার সম্পাদক, আমার পিতা কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বর্ত্তমান বর্ষে এই সভার সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ কে, টী, প্রমুখ অনেক সম্ভ্রান্ত লোক ইহার সভ্য। এই বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা বঙ্গীয়-কায়স্থসমাজের প্রতিনিধিগণের সমবায়ে গঠিত। এই সভার মতে কায়স্থদিগের উপবীত গ্রহণ কর্ত্তব্য। এযাবত প্রায় ত্রিশ হাজার কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। উপবীত গ্রহণ কায়স্থদিগের ধর্ম্মকর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বাদী একজন কায়স্থ সুতরাং তাঁহার উপবীত ধারণ করিবার বিশেষ দাবী আছে ইত্যাদি।" তদনন্তর বাদীর পক্ষের উকীল শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র গুহ মহাশয় বলিলেন যে, প্রতিবাদীদ্বয়ের যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিবার কোন অধিকার নাই, বিশেষতঃ বাদীকে অপদস্থ করিবার জন্য ও তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার অভিপ্রায়ে এই কার্য্য করা হইয়াছে, সুতরাং দণ্ডবিধি আইনের ২৯৫ ধারা অনুসারে প্রতিবাদীদ্বয়ের বিরুদ্ধে মকদ্দমা পরিচালনার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বিচারপতি উভয় পক্ষের কথা শ্রবণান্তর উক্ত ২৯৫ ধারামতে সমনজারীর আদেশ প্রদান করিয়াছেন। প্রতিভার পাঠকগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, মকদ্দমার শেষদিনে প্রতিবাদী ব্রাহ্মণদ্বয় প্রকাশ্য আদালতে বাদীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, বাদীর পুনর্ব্বার উপবীত হইতে যাবতীয় ব্যয় তাঁহারা বহন করিবেন ও ভবিষ্যতে এই প্রকার অন্যায় কার্য্য আর করিবেন না।

৬। ভ্রম সংশোধন। প্রাবৃড়ালেখ্যম্ ১৭৮ পৃষ্ঠা।

শ্লোক	পাদ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৪	ধরন্যাম্	ধরণ্যাম্
৩	২	স্তত	স্তূত
৪	৪	ধাবন্ত্যমর্শাদ্	ধাবন্তমর্ষাদ্
৮	২	নৈঘেঃ	মেঘৈঃ
৮	৩	পুংসে	পুংসো
১১	১	বুদ্ধা	বুদ্ধ্যা
১১	২	দৃষ্ট্রা	দৃষ্ট্বা
১২	১	বীক্ষ্যবিশার্য্য	বীক্ষ্যবিসার্য্য
১২	৩	মেত্য	মেত্য
১৭	৪	প্যাভিমানবত্যঃ	প্যভিমানবত্যঃ
১৯	২	তশে	তল্পে
২১	২	ধুসর	ধূসর
২১	৪	ধুস্তেবিভাত্যবন্ত্যাঃ	ধূম্যেবিভাত্যবণ্যাঃ
২৩	৩	কৃতাভিষেকেন	কৃতাভিষেকেণ
২৪	২	উৎসাননতো	উৎসাননতো
২৬	১	কুলক্ষষা	কুলক্ষষা
২৮	৩	ক্বাচিৎ	কাচিৎ
২৯	৩	নৃণাং	নৃণাং
৩০	২	রাশি	রশ্মি
৩১	৪	মাতোনতি	মতিনোতি
ঐ	ঐ	মনোতিরিক্তং	মানাতিরিক্তং
৩২	৪	কান্তে	কাণ্ডে
৩৪	২	জলদাগমেহন্তঃ	জলদাগমেন্ত

পত্যপ্রবন্ধ ক্ষত্রিয়জীবন।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৯	২য়	৩	বন্ধ	বধ্য
১০০	১ম	১	বশিষ্ঠ	বসিষ্ঠ
১০০	১ম	৩	মুর্দ্ধনযজ্ঞ	মুর্দ্ধণষুদ্ধ

৭। আমরা অতীব শোকসন্তপ্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, নদীয়া জেলার অন্তর্গত পোড়াদহ ষ্টেশনের সান্নিধ্য কাটদহগ্রামে শ্রীযুক্ত রতিকান্ত বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের জেষ্ঠ পুত্র সুনিলাল বসু দেববর্ম্মা মহাশয় বিগত ১৪ই শ্রাবণ দিবসে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যাদি সমস্তই ক্ষত্রিয়াচারে দ্বাদশ দিবসে সুসম্পন্ন হইয়াছে। জগতীনিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় পৌরহিত্য করিয়াছিলেন।

৮। কায়স্থোপনয়ন।—উজানচর কাছারি হইতে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু রায় দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—বিগত ২৬শে বৈশাখ কুষ্টিয়া জিলান্তর্গত অলিপুরগ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু নফরচন্দ্র সরকার মোক্তার মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত একাদশ জন কায়স্থ ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছিলেন।

১।	শ্রীযুক্ত মতিমচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা	
২।	,, কুঞ্জবিহারী বসু রায়	ঐ
৩।	,, পুলিনচন্দ্র সরকার	ঐ
৪।	,, মনোহর বসু	ঐ
৫।	,, অমরশঙ্কর বসু	ঐ
৬।	,, মদনকুমার মুন্সী	ঐ
৭।	,, যাদবচন্দ্র ভৌমিক	ঐ
৮।	,, সৌরেশকুমার দত্ত	ঐ
৯।	,, যোগেন্দ্রনাথ গুহ রায়	ঐ
১০।	,, ঈশানচন্দ্র গুহ রায়	ঐ
১১।	,, শরচ্চন্দ্র বসু রায়	ঐ

প্রতিভার মূল্যপ্রাপ্তি-স্বীকার।

৯২।	শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা, দিনাজপুর	১৩১৭	...	১৷৷০
৯৩।	,, উমেশচন্দ্র চৌধুরী, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ	ঐ	...	১৷৷০
৯৪।	,, উমেশচন্দ্র ঘোষ, ছাপরা, সারণ ...	ঐ	...	১৷৷০
৯৫।	,, উমানাথ দত্ত, মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার	ঐ	...	১৷৷০
৯৬।	,, উপেন্দ্রনাথ বসু, চালিতাতলা, যশোহর	ঐ	...	১৷৷০
৯৭।	,, উমাচরণ সেন, বনগ্রাম, ফরিদপুর ...	ঐ	...	১৷৷০
৯৮।	,, উমেশচন্দ্র হোড়, মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা ...	ঐ	...	১৷৷০

৯৯।	শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুহ, খাশনবিসা, বড়বন্দর, দিনাজপুর	ঐ	...	১৷৷০
১০০।	,, উপেন্দ্রনাথ বসু, কলিকাতা ...	ঐ	...	১৷৷০
১০১।	,, উমাপ্রসাদ মাইতি, এগরা, মেদিনীপুর	ঐ	...	১৷৷০
১০২।	,, উপেন্দ্রচন্দ্র দেব, মাইমনসিংহ ...	ঐ	...	১৷৷০
১০৩।	,, উমেশচন্দ্র সরকার, হাজারিয়া, রাজসাহী	ঐ	...	১৷৷০
১০৪।	,, উমাকান্ত সরকার, আসুটীয়া, মাইমনসিংহ	ঐ	...	১৷৷০
১০৫।	,, উমেশচন্দ্র বসু, রেঙ্গুন ...	ঐ	...	১৷৷০
১০৬।	,, উপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, কলিকাতা	১৩১৬। ১৭	...	১৷৷০
১১৫।	,, কামিনীমোহন ঘোষ রায়, ঘটমাঝি, ফরিদপুর	১৩১৭	...	১৷৷০
১১৬।	,, কিরণচন্দ্র দত্ত, কলিকাতা ...	ঐ	...	১৷৷০
১১৮।	,, কালীপদ বসু, মিরট্ ...	ঐ	...	১৷৷০

গণেশ গিরিজারূপং চন্দ্রার্দ্ধিত্বা মহেশ্বর।
পিতা গুরু পরব্রহ্ম চিত্রগুপ্ত নমোঽস্তুতে॥

মসীভাজন সংযুক্তং সদা হৃদি ভূতলে।
লেখনী ছেদনীহস্ত চিত্রগুপ্ত নমোঽস্তুতে॥

চিত্রগুপ্ত নমস্তুভ্যং নমস্তে সর্ব্বরূপিণে।
তেষাং ত্বং পালকো নিত্যং নমঃশাস্তিং প্রযচ্ছ মে॥"

ভবিষ্যপুরাণ।

Hitaishi Press, Faridpur.

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

আশ্বিন মাস, ১৩১৮।

আশ্বিনে আগমনী।

এস আনন্দময়ি—এস ত্রিদিববাসিনি—এস বিশ্বজননি এস মা! এস জগৎপ্রসবিনি—এস দীনতারিণি—এস শিবসিমন্তিনি এস মা! এস জগদারাধ্যা—এস দীনজনপালিকে—এস ভবভয়নাশিকে এস মা! এস! বৎসরেক পরে এই শোকতাপ-জর্জ্জরিত—বিপদ-আপদ-সমন্বিত—হিংসাদ্বেষ-বিড়ম্বিত মর্ত্তাভূমে আসিয়া তোমার দীনহীন সন্তানগণকে দর্শন দেও মা! তোমারই আশায় বুক বাঁধিয়া—তোমারই শ্রীচরণ সদর্শন বাসনায় উৎকণ্ঠিত তোমার অধম সন্তানগণের সম্বৎসরের আশা পূর্ণ কর মা! মা ভিন্ন সন্তানের আর কে আছে মা! মা ভিন্ন দুঃস্থসন্তানের চক্ষের জল মুছাইতে আর কে আছে মা! মা ভিন্ন অধম সন্তানগণের দুঃখদুর্দ্দশায় 'আহা' বলিবার আর কে আছে মা! ঐ দেখ মা, তাহারা তোমারই আগমন-প্রতীক্ষায় দিন গণনা করিতেছে; ঐ দেখ মা, তোমার অকৃত অধম সন্তানগণ শুভ-শরতসমাগমে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে—মনে করিতেছে শুভশারদবাসরে মায়ের নিকট দুঃখকাহিনী বিবৃত করিবে; মনে করিতেছে মায়ের চরণোপান্তে সম্বৎসর-সঞ্চিত পাপতাপের নিদারুণ ভার অর্পণ করিয়া ক্ষণতরেও আনন্দ অনুভব করিবে। তাই বলি মা এস! আসিয়া, পতিত, দুর্গত; হতভাগ্যগণের আশা পূর্ণ ও তাহাদের মা বলিয়া ডাকিবার অধিকার দেও মা!

অশান্তি অনলে যাহারা নিশিদিন দগ্ধ হইতেছে তাহাদের তুমি ভিন্ন আর কে স্নিগ্ধ করিবে মা! অভাবের অবসাদে যাহারা নিয়ত অবসন্নপ্রাণে কালাতিপাত করিতেছে তুমি ভিন্ন তাহাদের গতি কি মা! উদরান্নের দায়ে নিয়ত নিপীড়িত যাহারা তাহাদের তুমি ভিন্ন আর কে রক্ষা করিবে মা! পাশ্বাসুর যাহাদের ধর্ম্মধন হরণ করিয়া বিকট তাণ্ডবে নৃত্যপরায়ণ—দুর্বিসহ শোকানল যাহাদের হৃদয়ে প্রতিনিয়ত দাউ দাউ প্রজ্বলিত—স্বার্থপরতার পূতিগন্ধপূর্ণ নিরয়ে যাহারা অহরহ নিমজ্জিত তুমি ভিন্ন তাহারা কেমন করিয়া রক্ষা পাইবে মা! তোমার

আশীর্ব্বাদ ভিন্ন তাহাদের উদ্ধারের উপায় কি জননি! তোমার অভয়হস্তের অঙ্গুলিসঙ্কেত ভিন্ন তাহাদের নিষ্কৃতি কোথায় মা! তাই আজ যুক্তকরে মুক্তকণ্ঠে সকাতরে ডাকিতেছি মা! মা!! মা!!! আয় মা! এস মা! একবার দর্শন দেও জননি! বড় আশায় বুক বাঁধিয়াছি—বড় বাসনায় জাগ্রতস্বপ্ন দেখিতেছি বড় আনন্দে বার বার ডাকিতেছি মা—মা—মা! মা জননি! এস মা! শারদসপ্তমীর শুভ-শুক্লবাসরে এই ক্রন্দন-কোলাহল মুখরিত নিরানন্দধামে আসিয়া জগজ্জননীরূপে অধিষ্ঠিতা হও মা!

ভীষণ স্বার্থপরতার প্রবল প্রকোপে, দেখ মা আমরা কিরূপ নির্য্যাতিত, কতদূর উৎপীড়িত হইতেছি; কুসংস্কারের সূচীভেদ্য অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন সামাজিকগণের নির্ম্মম অত্যাচারে আমরা কি ভয়ব্যাকুলচিত্তে কালাতিপাত করিতেছি; আমাদের পতিত সমাজকে উদ্ধারের শতচেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য কত হৃদয়হীন প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে; জাতীয় উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য আমাদের শত শত্রু সহস্র চেষ্টায় ফিরিতেছে; তুমি মা তাহাদের সুমতি দেও—তাহাদের ভ্রমধারণা বিদূরিত কর! ঐ দেখ মা! তোমার পতিত কায়স্থ-সন্তানগণকে যজ্ঞোপবীত পুনর্গ্রহণ করিতে দেখিয়া কত কত বিকৃত মস্তিষ্ক তাহাদিগকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করিতেছে; ঐ দেখ মা! জরামৃত্যু সংক্ষুব্ধ সংসারের বিরাটবক্ষে কায়স্থগণকে দ্বাদশাহ অশৌচপালন করিতে দেখিয়া কত কত দাস্তম্ভীর তাহাদের রোগা, নাপিত বন্ধ করিবার উদ্যোগপর্ব্বের আয়োজন করিতেছে! ঐ দেখ মা! কায়স্থগৃহে তোমারই পূজা পণ্ড করিবার জন্য পুরোহিতগণ কতই না কুমন্ত্রণা করিতেছেন। আর কত সহ্য হয় মা! দিন দিন যে অসহ্য হইয়া উঠিল মা! যদি আসিতেছ মা, তবে কৃপা করিয়া এই সকল কায়স্থ-শত্রুগণের যাহাতে সুমতি হয়—হিংসাদ্বেষ অপসারিত হয়—সংকীর্ণতা বিদূরিত হয় তাহাই কর মা জননি!

আবার আর এক অঙ্কের অভিনয় দেখিবে কি দেবি! দেখ! দেখ!! তোমার অধম সন্তান কায়স্থগণকে জাতীয় উন্নতি করিতে অগ্রসর দেখিয়া কোন কোন স্থানের ২।৪টী কায়স্থেতর জাতি নিজেদের দুর্ব্বলতার কথা ভুলিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া অস্থির হইয়া উঠিতেছে। দেও জননি! ইহাদের জ্ঞান দেও, বুদ্ধি দেও, বিবেক দেও এবং উপদেশ দেও ইহারা যেন আর স্বকীয় সম্ভ্রমের হীনতা সাধিত করিয়া আমাদের উন্নতির অন্তরায় উপস্থিত না করে!

জননী জগদম্বে! তোমার কৃপাতেই মা আমরা অতি সংকীর্ণ সময় মধ্যে, অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রভূত বিদ্রূপবাণ সহ্য করিয়া, বহুবিধ বিজাতীয় উপেক্ষাকে পদদলিত করতঃ মা তোমার সন্তানগণ উন্নতিমার্গে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। অধমতারিণি মা গো! তোমারই করুণাবলে,—তোমারই মহিমা-প্রভায়—তোমারই নামের গুণে যখন জাতীয় উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে মা! তখন হিংসুকাসুরদলকে নিপাতিত করতঃ যাহাতে আমরা সফলকাম হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হই তাহার উপায় বিধান কর মা! যদি বিদিব ছাড়িয়া সন্তানগণকে দর্শন দিতে

আসিতেছ মা! তবে যেন শক্তিদায়িনি! তাহারা উচ্চনীচ, ছোট বড়, কুলীন মৌলীক, ধনী দীন, এই ভেদজ্ঞান পদদলিত করিয়া সকলে সমবেত চেষ্টায়—সমন্বিত শক্তিতে সাফল্য সীমায় পদার্পণ করতঃ জাতীয় উন্নতির বিজয়পতাকা উড়াইয়া মাভৈঃ মাভৈঃ রবে দিগন্ত প্রকম্পিত বিদ্বেষীবৃন্দের ভীতি উৎপাদিত করিয়া মায়ের সন্তান বলিয়া ধন্য হইবার অধিকার লাভ করিতে পারে। আর কায়স্থ-মহোদয়গণ! মা আমাদের আসিতেছেন;—এই দীনগণকে দর্শন দিয়া চরিতার্থ করিবার জন্য মা যখন আসিতেছেন তখন হৃদয়ের নিভৃত নিকেতনে যে সামান্য ভক্তিবারি সঞ্চিত আছে তাহাই সাগ্রহে সানন্দে অকপটচিত্তে মায়ের চরণোপান্তে উপহার দিবার জন্য প্রস্তুত হও। আর অবিরত বদন ভরিয়া বল মাভৈঃ মাভৈঃ! মাভৈঃ মাভৈঃ।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা।

কবিতাগুচ্ছ।

আগমনী। ১।

প্রাবৃটের ঘন ঘটা
গগনে নাহিক আর;
প্রকৃতি হ'য়েছে ফুল্ল
ঘুচিয়াছে অশ্রুধার।১
শরত আগত এবে
আগমনে শারদার;
প্রকৃতি ইঙ্গিতে বলে
"বিলম্ব নাহিক আর"।২
আসিছে আনন্দময়ী
আনন্দে ভাসিছে ধরা;
সংবৎসর পরে পুনঃ
বহিবে করুণাধারা।৩
জরাব্যাধি অত্যাচার
মানবের শত্রু যত;
মায়ের চরণস্পর্শে
হবে কাল-কুক্ষিগত।৪
মরতে রবে না আর
মানবের দীর্ঘশ্বাস;
ঘুচিবে তনয়শোক
জননীর "হা হুতাশ"।৫
পরস্পর হিংসাদ্বেষ
অভাবের হাহাকার;
ভবানী আসিলে ভবে
না থাকিবে দেশে আর।৬
রোগী দুঃখী জড় যত
বহিছে দুঃখের ভরা;
ঘুচিবে অভয়া এলে
উহাদের অশ্রুধারা।৭
এস মাতঃ কৃপাময়ি!
পুত্রগণে কোলে কর;
অন্নপূর্ণা অন্নদানে
ভারতের দুঃখ হর।৮
তুমি না আসিলে হেথা
তনয়ের দুঃখভার;
কৃপায় করুণাময়ি!
কেবল হরিবে আর?৯

আশীর্ব্বাদ ভিন্ন তাহাদের উদ্ধারের উপায় কি জননি! তোমার অভয়হস্তের অঙ্গুলিসঙ্কেত ভিন্ন তাহাদের নিষ্কৃতি কোথায় মা! তাই আজ যুক্তকরে মুক্তকণ্ঠে সকাতরে ডাকিতেছি মা! মা!! মা!!! আয় মা! এস মা! একবার দর্শন দেও জননি! বড় আশায় বুক বাঁধিয়াছি—বড় বাসনায় জাগ্রতস্বপ্ন দেখিতেছি বড় আনন্দে বার বার ডাকিতেছি মা—মা—মা! মা জননি! এস মা! শারদসপ্তমীর শুভ-শুভ্রবাসরে এই ক্রন্দন-কোলাহল মুখরিত নিরানন্দধামে আসিয়া জগজ্জননীরূপে অধিষ্ঠিতা হও মা!

তীষণ স্বার্থপরতার প্রবল প্রকোপে, দেখ মা আমরা কিরূপ নির্য্যাতিত, কতদূর উৎপীড়িত হইতেছি; কুসংস্কারের সূচীভেদ্য অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন সামাজিকগণের নির্ম্মম অত্যাচারে আমরা কি ভয়ব্যাকুলচিত্তে কালাতিপাত করিতেছি; আমাদের পতিত সমাজকে উদ্ধারের শতচেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য কত হৃদয়হীন প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে; জাতীয় উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য আমাদের শত শত্রু সহস্র চেষ্টায় ফিরিতেছে; তুমি মা তাহাদের সুমতি দেও—তাহাদের ভ্রমধারণা বিদূরিত কর! ঐ দেখ মা! তোমার পতিত কায়স্থ-সন্তানগণকে যজ্ঞোপবীত পুনর্গ্রহণ করিতে দেখিয়া কত কত বিকৃত মস্তিষ্ক তাহাদিগকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করিতেছে; ঐ দেখ মা! জরামৃত্যু সংক্ষুব্ধ সংসারের বিরাটবক্ষে কায়স্থগণকে দ্বাদশাহ অশৌচপালন করিতে দেখিয়া কত কত ভ্রান্তজীব তাহাদের ধোপা, নাপিত বন্ধ করিবার উদ্যোগপর্ব্বের আয়োজন করিতেছে! ঐ দেখ মা! কায়স্থগৃহে তোমারই পূজা পণ্ড করিবার জন্য পুরোহিতগণ কতই না কুমন্ত্রণা করিতেছেন। আর কত সহ্য হয় মা! দিন দিন যে অসহ্য হইয়া উঠিল মা! যদি আসিতেছ মা, তবে কৃপা করিয়া এই সকল কায়স্থ-শত্রুগণের যাহাতে সুমতি হয়—হিংসাদ্বেষ অপসারিত হয়—সংকীর্ণতা বিদূরিত হয় তাহাই কর মা জননি!

আবার আর এক অঙ্কের অভিনয় দেখিবে কি দেবি! দেখ! দেখ!! তোমার অধম সন্তান কায়স্থগণকে জাতীয় উন্নতি করিতে অগ্রসর দেখিয়া কোন কোন স্থানের ২।৪টী কায়স্থেতর জাতি নিজেদের দুর্ব্বলতার কথা ভুলিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া অস্থির হইয়া উঠিতেছে। দেও জননি! ইহাদের জ্ঞান দেও, বুদ্ধি দেও, বিবেক দেও এবং উপদেশ দেও ইহারা যেন আর স্বকীয় সম্ভ্রমের হীনতা সাধিত করিয়া আমাদের উন্নতির অন্তরায় উপস্থিত না করে!

জননী জগদম্বে! তোমার কৃপাতেই মা আমরা অতি সংকীর্ণ সময় মধ্যে, অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রভূত বিদ্রূপবাণ সহ্য করিয়া, বহুবিধ বিজাতীয় উপেক্ষাকে পদদলিত করতঃ মা তোমার সন্তানগণ উন্নতিমার্গে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। অধমতারিণি মা গো! তোমারই করুণাবলে,—তোমারই মহিমা-প্রভায়—তোমারই নামের গুণে যখন জাতীয় উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে মা! তখন হিংসুকাসুরদলকে নিপাতিত করতঃ যাহাতে আমরা সফলকাম হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হই তাহার উপায় বিধান কর মা! যদি ত্রিদিব ছাড়িয়া সন্তানগণকে দর্শন দিতে

আসিতেছ মা! তবে যেন শক্তিদায়িনি! তাহারা উচ্চনীচ, ছোট বড়, কুলীন মৌলীক, ধনী দীন, এই ভেদজ্ঞান পদদলিত করিয়া সকলে সমবেত চেষ্টায়—সমন্বিত শক্তিতে সাফল্য সীমায় পদার্পণ করতঃ জাতীয় উন্নতির বিজয়পতাকা উড়াইয়া মাভৈঃ মাভৈঃ রবে দিগন্ত প্রকম্পিত বিদ্বেষীবৃন্দের ভীতি উৎপাদিত করিয়া মায়ের সন্তান বলিয়া ধন্য হইবার অধিকার লাভ করিতে পারে। আর কায়স্থ-মহোদয়গণ! মা আমাদের আসিতেছেন;—এই দীনগণকে দর্শন দিয়া চরিতার্থ করিবার জন্য মা যখন আসিতেছেন তখন হৃদয়ের নিভৃত নিকেতনে যে সামান্য ভক্তিবারি সঞ্চিত আছে তাহাই সাগ্রহে সানন্দে অকপটচিত্তে মায়ের চরণোপান্তে উপহার দিবার জন্য প্রস্তুত হও। আর অবিরত বদন ভরিয়া বল মাভৈঃ মাভৈঃ! মাভৈঃ মাভৈঃ।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা।

কবিতাগুচ্ছ।

আগমনী। ১।

প্রাবৃটের ঘন ঘটা
গগনে নাহিক আর;
প্রকৃতি হ'য়েছে ফুল্ল
ঘুচিয়াছে অশ্রুধার।১
শরত আগত এবে
আগমনে শারদার;
প্রকৃতি ইঙ্গিতে বলে
"বিলম্ব নাহিক আর"।২
আসিছে আনন্দময়ী
আনন্দে ভাসিছে ধরা;
সংবৎসর পরে পুনঃ
বহিবে করুণাধারা।৩
জরাব্যাধি অত্যাচার
মানবের শত্রু যত;
মায়ের চরণস্পর্শে
হবে কাল-কুক্ষিগত।৪
মরতে রবে না আর
মানবের দীর্ঘশ্বাস;
ঘুচিবে তনয়শোক
জননীর "হা হুতাশ"।৫
পরস্পর হিংসাদ্বেষ
অভাবের হাহাকার;
ভবানী আসিলে ভবে
না থাকিবে দেশে আর।৬
রোগী দুঃখী জড় যত
বহিছে দুঃখের ভরা;
ঘুচিবে অভয়া এলে
উহাদের অশ্রুধারা।৭
এস মাতঃ কৃপাময়ি!
পুত্রগণে কোলে কর;
অন্নপূর্ণা অন্নদানে
ভারতের দুঃখ হর।৮
তুমি না আসিলে হেথা
তনয়ের দুঃখভার;
কৃপায় করুণাময়ি!
কেবল হরিবে আর?৯

হরিতে ভবের দুঃখ
সমাগত ভবদারা ;
উঠ জাগ দেশবাসী
মোহনিদ্রা ত্যজি ত্বরা ।১০
সুসময় যায় চলি
মায়ের সন্তান যত ;
বিষয় ছাড়িয়া হও
চরণ সেবায় রত ।১১
আনন্দে তুলিয়ে সবে
ভকতি প্রসূনচয় ;
মায়ের রাতুল পদ
করহ কুসুমময় ।১২
ষড়রিপু-মহাছাগ
শক্তি-পদে দাও বলি ;
"জয় তারা" বলি ডাক
হ'য়ে সবে কৃতাঞ্জলি ।১৩

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা কবিরত্ন।

"যশোবন্ত সিংহের প্রতি তদীয় মহিষী।" ২।

কি আশায় দুরাশয় ত্যজি অভিমান
সম্মুখ সমর হ'তে করিলে প্রয়াণ ?
যশঃপূর্ণ পূর্ণিমায় তুমি হতভাগ্য হায়,
অকালে ভারতাকালে শশী অস্তমান।
ক্ষত্রিয়ের দেহে কিহে শৃগালের প্রাণ ? ১
কঠিন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বিখ্যাত ধরায়
কলঙ্ককালিমা ঢালি ডুবালে তাহায়।
ধর্ম্ম ভুলি কর্ম্ম ভুলি, স্বহস্তে কুঠার তুলি,
কোন্ প্রাণে রে নির্দ্দয় ছেদিলে তাহায় ?
একটু কাঁদেনি প্রাণ মানের আশায় ? ২
কি আশায় নীচাশয় কি কহিব হায়
অকালে ডুবালে মান এমন হেলায়।
স্বকুলে দিলে ঢালি, এমন কলঙ্ক-কালি,
রাজা হ'য়ে রাজকুলে কি ছার আশায় ?
দাসত্ব জীবনে কহ কি সুখ ধরায় ? ৩
ইহপরকাল আর পথের সম্বল,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-কীর্ত্তি-যশ ডুবালে সকল।
জীবনের যত আশা, সুখ-শান্তি-স্বর্গ-আশা,
সকলি জন্মের মত গেল রসাতল।
প্রাণের পিয়াসা কিহে এতই প্রবল ?৪
স্মৃতির আলেখ্য কেহ আঁকেনি পাষাণে,
একটু বিবেকশক্তি জাগেনি ও প্রাণে।
কি লাজে কি ক্ষোভে হায়, যুদ্ধক্ষেত্র ঠেলি পায়
চলে গেলা নাহি চাহি কারো মুখপানে ?
ক্ষত্রিয়ের মত কিরে, নাহি ছিল ও শরীরে
রচিত ধমনী শিরা বীর উপাদানে ?
ছিল না সাহস ওতে, তেজবীর্য্য থাকে যাতে
কেবলি কি ছিল উহা ভরা ভীরু প্রাণে ?
কাপুরুষ তুমি এত আগে কেবা জানে ?৫
গৌরব-সৌরভে ভরা ভারত উদ্যান,
কি ছার জীবন তার নাহি যার মান।
সেই ভীম্ম-বৃকোদর, আর্য্যকুল ধুরন্ধর,
সেই মানী দুর্য্যোধন, ক্ষত্র যোদ্ধা অগণন,
বালক বাদলবীর, পুত্ত অভিমন্যু ধীর,

পত্নিনী সংযুক্তা সতী, ক্ষত্রবালা বীর্য্যবতী,
আর্য্যকীর্ত্তি গাঁথা কিহে হয় না স্মরণ ?
প্রাণতরে বীর কিহে নির্লজ্জ এমন ?
কাঁদিয়াছি বহুদিন কাঁদিব না আর,
ভুলে যাব চিতানলে দুঃখ দানবার !
সেই তব রণস্থল, সেই শোক অশ্রুজল,
সেই তব দগ্ধ ঠাঁই, মান যশ যথা নাই,
সেই তব দুঃখ-ভরা হুহু করা প্রাণ,
সময়ের স্রোতে হবে ভস্ম অবসান।৭

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

নীলধ্বজের প্রতি জনা। ৩।

এই কি বীরত্ব তব ? কহ মহারাজ !
ক্ষত্রকুলে লয়ে জন্ম, কেবা তব সম
পশিতে সম্মুখ রণে, কাতর এমন ?
যাহার শিরায় বহে, ক্ষত্রিয় রুধির
হয় কি সে কভু নাথ, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ ?
লয়ে জনম কেবা কেশরীবংশেতে
ধরে গো জম্বুকবৃত্তি ? কেবা তব সম
বিনাযুদ্ধে পরাজিত হইবার চায় ?
বহু সাধনার পর মনের মতন
পেয়েছি প্রবীর পুত্র, জাহ্নবী প্রসাদে
বাছা মোর বীরসাজে প্রতিক্ষিছে রণ
একমাত্র তব তরে। যাও নরনাথ
অবিলম্বে রক্ষ গিয়ে ধর্ম্ম আপনার।
করিয়ে জীবনপণ পশগে আহবে।
নহিলে নিশ্চয় জেনো চিতায় প্রবেশি
ত্যজিব জীবন প্রভো তোমার সকাশে।
ঘুষিবে সংসারবাসী অযশ তোমার
ভুঞ্জিবে নরক তুমি পূতিগন্ধময়।
ভেবেছিনু জনা বুঝি বড় ভাগ্যবতী
কিন্তু তুমি সেই সুখে সাধিলে গো বাদ—
না পশি সমরে হায় কাপুরুষ প্রায়।
ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, জানি ক্ষাত্রনীতি
কেমনে আহুতি সবে দেয় গো জীবন।
কিন্তু একি হেরি আজ ! বৃথা মায়া তব—
তুচ্ছ প্রাণতরে !! শত ধিক্কার তোমায় !!!
ক্ষত্রকুলে লভি' জন্ম যেই কুলাঙ্গার
হয় ভীত যাইবারে সম্মুখ সমরে—
(আর কি বলিব রাজা !) মিলি ত্রিসংসার
সমস্বরে দেয় গালি ক্ষত্রগ্লানি বলে।
যাও মহারাজ ! কর না বিলম্ব আর,
সহে না এহেন দুঃখ থাকিতে জীবন।
হয়েছে জনম মম ক্ষত্রিয়ের কুলে
দিয়াছেন পিতা সঁপি' ক্ষত্রিয়ের হাতে
কিন্তু যদি হেরি তব হেন যুদ্ধভীতি
রহিবে না ঠাঁই মোর দুখ রাখিবারে।
যাও মহারাজ ! কর না বিলম্ব আর
পিতাপুত্রে যাও মিলি সম্মুখ সংগ্রামে
দেওগে দোঁহায় প্রাণ সঁপিয়ে আহবে।
আর এক কথা রাজা রেখ মনে করি,
কর না গো পলায়ন পরাজিত হলে।*

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সরকার।

---

* "যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।"

বঙ্গরমণী।

এ জগতে আর কে তব তুলনা
তুমি রমণীর মণি;
চিরঋণী আমি কি দিব তোমারে,
ওগো মমতার খনি!
তোমার কৃপায় হেরিনু এই বিশ্ব,
সুন্দর সুবিশাল,
চির আবদ্ধ রাখে যেন সেই তব
স্নেহ মমতার জাল।
তোমার পবিত্র প্রণয় সম্ভাষে
হই সুখে আত্মহারা;
আর কোন দেশে এ স্বর্গীয় প্রেম
আছে কি এমন ধারা।
মোদের কল্যাণ সাধিবার তরে
আসিয়াছ ধরামাঝে,
শান্তিরূপিনী জননী, ভগিনী, সাধ্বী,
প্রণয়িনীর সাজে।

অন্নপূর্ণারূপে দাও অন্ন তুমি
ক্ষুধিত যে জন তারে,
স্নেহ মন্দাকিনী ছুটিছে নিয়ত
ভিখারী আতুর তরে।
আপনা ভুলিয়া পীড়িতের সেবা
কর তুমি অবিরত,
ব্যথিত জনেরে সান্ত্বনা দিতে
কে জানে গো তোমার মত।
বিস্মৃত হই হেরিয়া তোমার নিস্বার্থ
ধৈরজ সংযম,
তুমিই জান গো আত্ম-বিসর্জ্জনে
কত সুখ অনুপম।
শান্তিরূপিনী তুমি দেবি এ ভবে
তোমার তুলনা নাই;
ব্যথা পেলে তোমাকে মা বলে ডাকিয়া
হৃদয়ে শান্তি পাই।

শ্রীনৃসিংহগোপাল সিংহ চৌধুরী।

শ্রীমদ্ভাগবত।*

পুরঞ্জনোপাখ্যান (পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)।

বঙ্গানুবাদ।

পঞ্চশির সর্প দ্বারপাল সুরক্ষিতা
সে কামরূপিনী পতি অন্বেষণে রতা।২১
সুনাসা, সুদন্ত, সুকপোল, বরানন,
সমতুলা দুই কর্ণে কুণ্ডল শোভন।২২
শ্যামাঙ্গিনী, পীতাম্বরা, নিতম্ব শোভিত
সুবর্ণ কাঞ্চীতে, সুমধুর শব্দযুত
নূপুর শোভিত পাদ দেবাঙ্গনা প্রায়
ইতস্ততঃ বিচরিতেছিলেন তথায়।২৩

* প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হয় বলিয়া মূল দেওয়া হইল না।
২১। পঞ্চশির সর্প—প্রাণ।

[illegible] উন্নত স্তনদ্বয় নিরন্তর
[illegible] করিতেছিল বয়স কৈশোর,
[illegible] অঞ্চলে লজ্জায় তা করি আচ্ছাদন
[illegible] সমান ধীরে করিছে গমন।২৪
[illegible] চঞ্চল ভ্রু ধনুক বিনিক্ষিপ্ত
[illegible] কটাক্ষের শরে হইয়া আহত,
[illegible] পুরঞ্জন অতি সুমধুর স্বরে
[illegible], সলজ্জহাসি শোভিতা বামারে।২৫
[illegible]।—কে তুমি সুন্দরি, পদ্মপলাশলোচনে,
[illegible] কি কারণে এই উপবনে?
[illegible] কার? বল তব কিবা প্রয়োজন?২৬
[illegible] তব সঙ্গী এই একাদশ জন?
[illegible] এই তোমার অগ্রে করিছে গমন?
[illegible] বা সঙ্গিনী সুন্দরী নারীগণ?২৭
[illegible] কি ভবানী, লজ্জা, রমা কিংবা বাণী?
[illegible] অন্বেষণে রত যথা মুনি
[illegible] অরণ্য মাঝে, তুমি কি তেমন
[illegible] পতি তব কর অন্বেষণ,
[illegible] পদ সেবি যেই কামনা পূরাবে
[illegible], বরমাল্য তুমি কাহাকে অর্পিবে?২৮
[illegible] স্পর্শিছে পৃথ্বী তোমার চরণ
[illegible] মধ্যে তুমি নহ কোনজন;
[illegible] মহাদেবি আমার সহিত
[illegible] তুমি এই পুরী করি অলঙ্কৃত
[illegible] বিষ্ণুসহ কমলা যেমন
[illegible] বৈকুণ্ঠধাম করিয়া শোভন।২৯
[illegible] প্রেম হসিত তব ভ্রুক্ষেপিত
[illegible] কাম মোরে করিল পীড়িত,
[illegible] ইন্দ্রিয় মম কটাক্ষে তোমারি
[illegible] কর মোরে শুনলো সুন্দরি।৩০

২৪। স্তনদ্বয়—রাগ ও দ্বেষ। নিরন্তর—[illegible] অবকাশবিহীন।

সুতাম্রকাযুত আঁখি ভ্রূ সুশোভিত
আনন তোমার নীল অলকা আবৃত
যা হৈতে ক্ষরিছে অতি মধুর বচন
উন্নত করিয়া মোরে করাও দর্শন
অন্যদিকে ফিরায়ে যা রেখেছ লজ্জাতে।৩১
নারদ।—অধীর হইয়া পুরঞ্জন এই মতে
প্রার্থনা করিল যবে, নারী ও মোহিতা
বলিল সাদরে তারে হৈয়ে হাস্যযুতা।৩২
নারী।—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি নহি অবগত
মম কিংবা তব হয় কি নাম কি গোত্র,
তোমার আমার কেবা কর্ত্তা কোনজন।৩৩
এই যে এখানে আমি রয়েছি এখন,
আমাকে জানি না আমি, কিংবা সেইজনে,
করেছে যে মমাশ্রয় এই নিকেতনে।৩৪
সখাসখী মম এই নরনারীগণ;
নিদ্রিতা হৈলেও আমি; করি জাগরণ
এই সর্পরাজ মম পুর রক্ষা করে।৩৫
সৌভাগ্য আমার, তাই দেখিনু তোমারে;
মঙ্গল হউক তব হে শত্রুদমন,
বিলাস সম্ভোগ যদি তোমার মনন,
সপ্রেমে, সাদরে, তবে অভিলাষ তব,
মম বন্ধুগণসহ পূরণ করিব।৩৬
এই নবদ্বার পুরে থাকি অধিষ্ঠিত
আমার প্রদত্ত কাম ভোগ সুখ যত
গ্রহণ করহ তুমি শতেক বৎসর।৩৭
তোমা বিনে অন্য কোন্ পশুতুল্য নর
অজ্ঞ, ইহ-পরলোক চিন্তা বিরহিত
অরতিজ্ঞ, আমার রমণে উপযুক্ত?৩৮
এই গৃহাশ্রমে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মুক্তি,
শোকবিনাশন যজ্ঞফলাদি প্রভৃতি,
পুত্রলাভ আদি আছে আরো সুখ কত
নাম যার যতিগণ নহেক বিদিত!৩৯

দেব, পিতৃ, ঋষি, নর, যত ভূতচয়
এ সবার ও আত্মার মঙ্গল আলয়
এই ভবে গৃহাশ্রম—পণ্ডিত বচন।৪০
হে বীর তোমার সম সুপ্রিয় দর্শন,
বিখ্যাত, বর্দান্য আর আপনি আগত,
পতিলাভ করি হবে বরণে বিরত
আমার সদৃশা বল কে হেন রমণী ?৪১
আছে কি জগতে বল এহেন কামিনী
তোমাতে যাহার মন না হয় আসক্ত,
মহাবাহো! দেখি তব আজানুলম্বিত
সর্পকায় সম মনোহর ভুজদ্বয় ?
বিপন্নের হৃদয়ের কথা সমুদয়,
সকরুণ দৃষ্টিপূর্ণ তোমার নয়ন,
ভুবন ভরিয়া সদা করে বিচরণ।৪২
নারদ।—এইরূপে পরস্পরে প্রতিজ্ঞা করিয়া
নরনারী দুই, সেই পুরে প্রবেশিয়া
ভোগসুখে শতবর্ষ রহিলা মগন।৪৩
স্থানে স্থানে, সেই খানে, সুগায়কগণ
পুরঞ্জন যশগান করিত সুস্বরে;
নিদাঘ সময়ে দোঁহে সরোবরনীরে
প্রবেশিত হৈয়ে বামাগণ পরিবৃত।৪৪
ঐ পুরীর ঊর্দ্ধদেশে ছিল অবস্থিত
সপ্তদ্বার,—দুই দ্বার ছিল অধোদেশে,
কর্ত্তার বিভিন্ন ভোগ্য বিষয় কারণে।৪৫
পূর্ব্বদিকে পাঁচ, আর দুইটি পশ্চিমে,
দক্ষিণে একটী, সব নাম যথাক্রমে
বলিতেছি মহারাজ শুন সবিস্তার ;—৪৬
পূর্ব্বেতে, খদ্যোত, আবির্মুখী দুই দ্বার
একত্র নির্ম্মিত, দ্যুমৎসখ পুরঞ্জন,
তাহা দ্বারা রূপরাজ্যে করিত গমন।৪৭
পশ্চিমে নলিনী আর নালিনী নামীয়া
একত্র নির্ম্মিত দুই দ্বার—যাহা দিয়া
অবধূত সখার সহিত পুরঞ্জন,
সৌরভ বিষয়সুখ করয় গ্রহণ।৪৮
পুররাজ, রসজ্ঞ বিপণ সমন্বিত
ভাষণ, অন্নগ্রহণ বিষয়াদি যত
মুখ্যানামে দ্বার দ্বারা করয় গ্রহণ।৪৯
দক্ষিণে পিতৃহূ দ্বার দিয়া পুরঞ্জন
গমন করয়, শ্রুতিধর সমন্বিত
পঞ্চাল প্রদেশে, যাহা দক্ষিণে স্থাপিত।৫০
উত্তর পাঞ্চালে যায় শ্রুতিধর লৈয়া
উত্তরস্থ দেবহূ নামক দ্বার দিয়া।৫১
আসুরী নামক দ্বার পশ্চাতে স্থাপিত
তাহা দিয়া পুরঞ্জন দুর্ম্মদ সহিত
গ্রামক বিষয় যত উপভোগ করে।৫২

৪৪। নিদাঘ—নিদ্রার সময়। সরোবর—হৃদয়াকাশ।

৪৫। বিভিন্ন ভোগ্য—পৃথক্ পৃথক বিষয় ভোগ জন্য পৃথক পৃথক দ্বার।

৪৭। খদ্যোত—অল্প প্রকাশক—বামচক্ষু আবির্ম্মুখী—বহু প্রকাশক—দক্ষিণ নয়ন। দ্যুমৎসেন—দ্যুমৎ (চক্ষু, দৃষ্টি) যাহার সখা চক্ষু অথবা দর্শন সহিত। রূপরাজ্য—চক্ষুদ্বারা প্রকাশিত রাজ্য অর্থাৎ রূপগ্রহণ করে।

৪৮। নলিনী ও নালিনী—অল্প ও অধিক প্রশস্ত বাম ও দক্ষিণ নাসিকা। অবধূত—বায়ু।

৪৯। পুররাজ—পুরঞ্জন—জীব। ভাষণ—কথা বলা। মুখ্যা—মুখ। রসজ্ঞ—রসনেন্দ্রিয়। বিপণ—বাগিন্দ্রিয়।

৫০। ৫১। পিতৃহূ—দক্ষিণ কর্ণ। বলাধিক্য প্রযুক্ত দক্ষিণকর্ণ দ্বারা কর্ম্মকাণ্ড শ্রবণ। দেবহূ—বামকর্ণ দ্বারা জ্ঞানকাণ্ড শ্রবণ। পঞ্চাল পঞ্চেন্দ্রিয় বিষয়ক জ্ঞানের আলয়। দক্ষিণ পঞ্চাল—প্রবৃত্তি লক্ষণশাস্ত্র। উত্তর পঞ্চাল—নিবৃত্তি লক্ষণশাস্ত্র।

৫২। আসুরীদ্বার—শিশ্না। দুর্ম্মদ—উপস্থ ইন্দ্রিয়। গ্রামক বিষয়—স্ত্রীসম্ভোগাদি।

নির্ঋতি নামে পশ্চাতে অপর দুয়ারে
পৈশস বিষয় ভুঞ্জে লুব্ধক সহিত।৫৩
নির্ব্বাক্ ও পেশস্কৃৎ নামেতে কথিত
আছে দুই অন্ধ দ্বার পুরের ভিতর
যাহা দ্বারা পুরঞ্জন, পুরের ঈশ্বর
করে যাতায়াত আর কার্য্য সম্পাদন।৫৪
অন্তঃপুর ভিতরে যখন পুরঞ্জন,
বিষূচীন সহিত হইয়া সম্মিলিত
জায়া কিংবা আত্মজ হইতে সমুদ্ভূত
ভোগ করে শোক হর্ষ কিংবা প্রসন্নতা।৫৫
স্ত্রীর্ষে অত্যাসক্ত হৈয়ে এরূপে কামাত্মা,
অজ্ঞ, প্রতারিত হৈয়ে তাহাই করয়
যাহা যাহা করিবারে মহিষী ইচ্ছয়।৫৬
পান করে স্বীয় পত্নী যখন মদিরা,
মদেতে উন্মত্ত সেই পান করে সুরা,
সে যখন খায়, অন্ন করয় গ্রহণ
পত্নী যবে যায়, সেই করয় গমন।৫৭
গাহিলে সে গান গায়, কান্দিলে কান্দায়
হাসিলে সে হাসে, কথা বলিলে বলয়।৫৮
অবমান হয়, পত্নী হইলে ধাবিতা
স্থির থাকে যবে সেই থাকে অবস্থিতা,
বসিলে সে বসে, শোয় করিলে শয়না।৫৯
শুনিলে শ্রবণ করে দেখিলে দর্শন,
পরশিলে পত্নী আপনিও পরশয়,
আঘ্রাণ করিলে সে নিজে আঘ্রাণ লয়।৬০
দীনপ্রায় করে শোক, রমণী যখন
শোক করে—পুনঃ হয় প্রফুল্লিত মন।
প্রফুল্লা যখন পত্নী; দেখিলে আবার
হরষিতা তারে, হয় হর্ষের সঞ্চার।৬১
মহিষীর দ্বারা হেন হৈয়া প্রতারিত
সমস্ত প্রকৃতি হৈতে হয় সে বঞ্চিত;
নারী পরবশ হৈয়া অনিচ্ছায় হায়!
করে সে সকল কার্য্য ক্রীড়ামৃগ প্রায়।৬২

শ্রীবিহারীলাল রায় বর্ম্মা।

৫৩। নির্ঋতি—মলদ্বার। লুব্ধক—পায়ুঃ। পৈশস—মলত্যাগ।

৫৪। নির্ব্বাক্—পদ। পেশস্কৃৎ—হাত। অন্ধ—ছিদ্রবিহীন।

৫৫। বিষূচীন—সর্ব্বতোমুখী মন। অন্তঃপুর—হৃদয়। জায়া ও আত্মজ—বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-পরিণাম।

৫৬। মহিষী—বিষয় বুদ্ধি।

৬২। প্রকৃতি—অসঙ্গত আদি লক্ষণযুক্ত স্বভাব।

সত্যনারায়ণের পুঁথি।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)

ওঁ সত্যদেবায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অতঃপর চিত্ররাজ বসি সিংহাসনে।
বসিয়া সোভরি বিপ্র তাঁহার সদনে ॥৩৮
পরামর্শ করি দোহে করিলেন স্থির।
করিব সত্যের যজ্ঞ সরস্বতী-তীর ॥৩৯
ডাকিব সকল বিশ্, আর্য্য ও অনার্য্য।
করিলেন অতঃপর দিন এক ধার্য্য ॥৪০
সেই ধার্য্য দিনে সরস্বতীতীরে দোহে।
করিলেন সত্যপূজা মহা সমারোহে ॥৪১
প্রজারা আসিল যত আর্য্য ও অনার্য্য।
দেখিল রাজার সেই সত্য-পূজাকার্য্য ॥৪২
পূজার নিয়ম মাত্র প্রতিজ্ঞা করণ।
করিব না কোন মতে মিথ্যা আচরণ ॥৪৩
যা বলিব, তা করিব, সত্যের পালন।
করিয়া কাটাব দিন যাবত জীবন ॥৪৪
মিথ্যা বলে, মিথ্যা ক'রে করিব না ক্ষতি।
আমাদিগে রক্ষা কর ইন্দ্র সৎপতি ॥৪৫
তার পর রম্ভা যব কিম্বা ব্রীহি-চূর্ণ।
মিশ্রিত করিয়া সোমে খাইলেক তূর্ণ ॥৪৬
রাজার আদেশ হৈল প্রজার উপর।
এইরূপে কর সবে সত্যের আদর ॥৪৭
পূজা প্রচলিত হ'ল সরস্বতী-তীরে।
আসিয়া অনার্য্য এক বলে সোভরিরে ॥৪৮
হে বিপ্র! সত্যেতে আমি সমর্পিব মন।
মিথ্যা আচরণ নাহি করিব এখন ॥৪৯
যুদ্ধে জয় করি আমি পেয়েছি গৃহিণী।
পরম সুন্দরী দেবী খেতাঙ্গকারিণী ॥৫০
মিথ্যা কথা তার মুখে আসে না কখন।
আমাকেও মিথ্যাবাদে করে সে বারণ ॥৫১
বিপ্র-কন্যা ছিল সেই ঘরণী আমার।
সত্য-পূজা করি আমি বাসনা তাঁহার ॥৫২
সোভরি বলিলা তাকে যাও হে অসুর।
সত্য-পূজা কর তুমি গিয়া নিজপুর ॥৫৩
যেরূপে করিলা রাজা সরস্বতী তীরে।
সেরূপে করহ পূজা গিয়া নিজ পুরে ॥৫৪
মন্ত্র জপ কিছু নহে প্রতিজ্ঞা করিয়া।
রম্ভা যবে পূজা কর সত্যে মন দিয়া ॥৫৫
আসিবে অর্চ্চনাকালে যতেক স্বগোত্র।
সকলে দীক্ষিত কর সত্যব্রতে তত্র ॥৫৬
শুনি সে অসুর পরে গেল নিজ গেহে।
আরম্ভিল সত্যপূজা পতি-পত্নী দোহে ॥৫৭
সেই সব যজ্ঞে আসি যতেক অনার্য্য।
বলবান্ শক্তিমান্ হৈল যথা আর্য্য ॥৫৮
ক্রমেতে হৈল তাঁরা বেদেতে দীক্ষিত।
করিল ইন্দ্রের যজ্ঞ সত্যের সহিত ॥৫৯
অনেকে আর্য্যের কন্যা বিবাহ করিল।
কেহ বা আর্য্যের কাছে কন্যা বিয়ে দিল ॥৬০
আর্য্যানার্য্যে ভেদ আর না রৈল কিঞ্চিৎ।
আহার বিহার সব হৈল একত্রিত ॥৬১
কেহ বা যাজ্ঞিক হৈল কেহ ধনুর্দ্ধারী।
কেহ বা হৈল ধনী গোধনাধিকারী ॥৬২
অযস্পুরে কেহ কেহ বসতি করিল।
আর্য্যানার্য্য একেবারে মিলিত হইল ॥৬৩

অনার্য্য উন্নতি হেন করিয়া দর্শন।
আসিল তথায় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥৬৪
পিতা তাঁর দীর্ঘতমা ভ্রাতা কক্ষীবান্।
উশিজ তাঁহার মাতা অনার্য্য সন্তান ॥৬৫
নিজে সে ব্রাহ্মণ অতি স্তুতিপরায়ণ।
দীর্ঘশ্রবা * নাম তাঁর শ্যামল বরণ ॥৬৬
দরিদ্রতা বিষে তাঁর জর্জ্জরিত দেহ।
বিশ্বাস তজ্জন্য তাঁরে করিত না কেহ ॥৬৭
যাকে যাহা দিবে বলে দিতে না পারিত।
পুনঃ পুনঃ কথা তাঁর অসত্য হইত ॥৬৮
যেমন তাঁহার মাতা তেমন গৃহিণী।
অনার্য্যা রমণী ছিল্ল চারু শ্যামাঙ্গিনী ॥৬৯
সত্যে তাঁর মতি ছিল শ্রদ্ধা অতিশয়।
বলিলা স্বামীকে যাও মম পিত্রালয় ॥৭০
সেখানে অনেকে নাকি সত্য পূজা করি।
সুখে আছে ধনী হ'য়ে দৈন্য পরিহরি ॥৭১
তাইত ব্রাহ্মণ আসি অনার্য্য আবাস।
দেখিল অনেকে বটে সুখে করে বাস ॥৭২
জিজ্ঞাসিল তাঁহাদের উন্নতি কারণ।
তাহারা বলিল পূজ সত্য-নারায়ণ ॥৭৩
চিত্ররাজ প্রতিষ্ঠিত সত্যের অর্চ্চনা।
কর গিয়া সত্যবাদী হয়ে একমনা ॥৭৪
পূজার নিয়ম যত বলে তারে দিল।
আশ্বাস পাইয়া বিপ্র গৃহেতে ফিরিল ॥৭৫
দৃঢ়ব্রত হয়ে পূজা করিতে লাগিল।
প্রথম প্রথম কিছু কষ্ট উপজিল ॥৭৬
শেষে তাঁর মিথ্যা বাক্যে না হৈত প্রবৃত্তি।
লোকের নিকটে ক্রমে হৈল প্রতিপত্তি ॥৭৭
তাহা হ'তে কিছু কিছু অর্থের সঞ্চয়।
হইতে লাগিল, হৈল আশার উদয় ॥৭৮
ঋণ-শোধ করিতে করিল বিপ্র মন।
কিন্তু কি প্রকারে তাহা শোধিবে ব্রাহ্মণ ॥৭৯
গৃহিণী তাঁহার অতি সত্যপরায়ণা।
বলিল স্বামিকে তুমি বৃথা ভাবিওনা ॥৮০
পরিত্যাগ কর তুমি যজন যাজন।
কাষ্ঠ কিনি ব্যবসায়ে দাও তুমি মন ॥৮১
যাহা কিছু হাতে আছে তাহা লয়ে যাও।
মাথে বোঝা করে গিয়া নগরে বেড়াও ॥৮২
অল্প অর্থে অন্য কোন বাণিজ্য না চলে।
কাষ্ঠের বিক্রয় কর ধনাঢ্য অঞ্চলে ॥৮৩
দরদামে কাহাকে না অসত্য বলিবে।
কিঞ্চিৎ রাখিয়া লাভ বিক্রয় করিবে ॥৮৪
শুনিয়া পত্নীর বাণী দীর্ঘশ্রবা ঋষি।
কাষ্ঠ বেচিবারে গেল হইয়া সাহসী ॥৮৫
এক বাক্যে কেনা বেচা করিতে লাগিল।
তাহাতেই ব্যবসায়ে সুসার হইল ॥৮৬
অল্পকাল মধ্যে তাঁর হৈল অর্থাগম।
কেন না সুদৃঢ় ছিল তাঁহার নিয়ম ॥৮৭
ক্রমশঃ তাহার ঋণ পরিশোধ হৈল।
অর্থের সঞ্চয় হৈল সম্মান বাড়িল ॥৮৮
মাথে বোঝা করি আর না হৈত যাইতে।
কাষ্ঠের আড়ত হৈল তাঁহার বাটিতে ॥৮৯
তাঁহার সাধুতা হৈল সুদূর বিস্তৃত।
দূর হ'তে আসিতে লাগিল ক্রেতা যত ॥৯০
এইরূপে দীর্ঘশ্রবা হৈলা ধনবান্।
রাজাও তাহাকে নিয়া করিলা সম্মান ॥৯১
বলিলা তাঁহাকে ঋষি হে চিত্র রাজন্!
ধন্য তব প্রতিষ্ঠিত সত্যনারায়ণ ॥৯২
সকল অর্চ্চনা সার সত্যের অর্চ্চনা।
নিশ্চয় সে কৃতি হয় যেই সত্যমনা ॥৯৩
রাজাও তাঁহাকে অর্থ চাহিলেন দিতে।
কিন্তু বিপ্র তাহা নাহি চাহিলা লইতে

* ঋক্‌বেদ ১।১১২।১১ ঋক্।

বলিলা রাজায় আমি পূজি সত্যদেবে।
তাঁহার কৃপায় মম আর অর্থ হবে ॥৯৫
এত বলি গৃহে ফিরি পত্নীর সহিত।
সত্য-দেব পূজা বিপ্র করে নিয়মিত ॥৯৬
দ্বিজমধুসূদনের বৈদিক ভারতী।
যে শুনে তাঁহার হয় পরম সদ্গতি ॥৯৭

(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

দুর্গোৎসব।

প্রাবৃটের ঘন-ঘটা অন্তর্হিত হইয়াছে। দিঙ্মণ্ডল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রকৃতি-সতী প্রফুল্ল। শারদীয় কুসুম-বিটপীশ্রেণী নবকুসুমে কুসুমিত হইয়া যেন আনন্দরূপিণী মায়ের সুকোমল কোমলপদদ্বয় সেবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে। মায়ের চরণারবিন্দ সন্দর্শনার্থ আজ সকলেই উদ্‌গ্রীব। আনন্দময়ী মা আসিতেছেন। আদ্যাশক্তি জগজ্জননী জগদম্বা হিন্দুর গৃহে আবির্ভূতা হইতেছেন। এ আনন্দের দিনই বটে। কিন্তু হতভাগ্য হিন্দুরগৃহে আজ সেই হৃদয়হারিণী প্রাণতোষিণী আনন্দপীযূষ পরিপ্লুত মূর্ত্তি আর নাই। আজ সকলেই যেন অসার, ভীরু, নির্জ্জীব, নিস্পন্দ, অবসাদগ্রস্ত, বিষন্ন ও মলিন। চতুর্দ্দিক যেন ঘোর অমানৈশতামসে সমাবৃত। হিন্দুর ঘরে ঘরে দিক্‌দিগন্তব্যাপী ঘোরতর বিষাদের গভীর রোল সমুত্থিত। হিন্দুর সে বল নাই, সাহস নাই, উৎসাহ নাই, উদ্যম নাই, পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, পারিবারিক ঐক্য নাই, চতুর্দ্দিক অশান্তি, অমঙ্গল ও হাহাকারে পরিপূর্ণ। হিন্দুসন্তান আজ নানা অশান্তিতে সংক্ষুব্ধ। তাহার রোগ-শোক-জরা ও দারিদ্র্য দুঃখ-ক্লিষ্ট ক্ষীণ দেহখানি অনুক্ষণেই যেন ভীত, চকিত ও স্তব্ধীভূত। উঠিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে, দাঁড়াইতে কিছুতেই তাহার সুখ-শান্তি নাই। তাহার পারিবারিক অশান্তি, সামাজিক অশান্তি, ধর্ম্মজগৎ প্রাবৃটের ঘোরতর গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ জলদমালায় সমাচ্ছন্ন। চতুর্দ্দিক ঘোর আঁধার। এ বিভীষিকাপূর্ণ সংসারে, এ দুর্দ্দিনে, এ দুঃখ-পূর্ণ সময়ে,—মা আনন্দময়ি! তোমার এ নরাধম হিন্দু-গৃহে আবির্ভাবের বাসনা কেন?

যাও মা, আনন্দময়ি! স্বস্থানে ফিরিয়া যাও, এ শোকাচ্ছন্ন দারিদ্র্য-দুঃখ-ক্লিষ্ট হিন্দুগৃহে আসিয়া কাজ নাই। তুমি ত মা প্রতিবর্ষেই এইভাবে আস আর যাও। কৈ মা, ভারতের দুঃখ-কালিমা অন্তর্হিত হয় কৈ? বরং পর পর বর্ষে আরও অভিনব দুঃখরাশি আসিয়া আবির্ভূত হয় যে! তাই বলিতেছ যাও মা স্বস্থানে ফিরিয়া যাও। কোথায় আসিয়াছ মা! এ অন্নশূন্য ভারতে আসিয়া অন্নপূর্ণা নামে কলঙ্ক-কালিমা লেপিও না। তোমার ঐ মুনীন্দ্রবাঞ্ছিত সুকোমল পদারবিন্দ—যাহাতে দেবতা, ঋষি, অপ্সরা, মানব সুগন্ধি অগুরু চন্দনানুলেপনে সর্ব্বদাই লালায়িত ও উৎকণ্ঠিত, স্বয়ং ভূতনাথ যে পদ হৃদয়ে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, সেই রাঙ্গা পদে কি এ কলঙ্ককালিমা শোভা পায় মা? তাই বলিতেছি

যাও মা, ফিরিয়া যাও। এ ধন-ধান্য ও ভক্তিশূন্য মরুভূমিতে তোমার আসিয়া কাজ নাই মা।

এই কি মা সেই "সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং" ভারতভূমি? অনন্ত রত্নের খনি বীরপ্রসবিনী বীরজননী ধর্ম্মজ্ঞান পরিপূর্ণা অসীম মহিমাময়ী ভারতের একি ভীষণ দৃশ্য মা! এ যে ঘোরতর শ্মশান! হায় কি ছিল আর কি হইয়াছে! স্বর্ণলঙ্কা আজ শ্মশানে পরিণতা! স্বর্গীয় পূত-সলিলা পুণ্যদা মন্দাকিনী সলিলে আজ বীভৎস রসের আবার পুতিগন্ধময় বৈতরণী স্রোত খরবেগে প্রবাহিত। বাসবসেবিত নন্দনকানন আজ বিভীষিকাপূর্ণ বিশাল অরণ্যানিতে পরিণত। সুরেন্দ্র-কামিনী বাঞ্ছিত স্বর্গীয় পারিজাত কুসুমের বিমল সৌরভের বিনিময়ে, একি বীভৎসময় পূতিগন্ধ বিস্তার করিতেছে! ধন-ধান্যপূর্ণ সোণারবঙ্গ শ্মশান! —ভীষণ শ্মশান! ঐ দেখ; দরিদ্রতারূপ লম্বোদর নর-শোণিতলোলুপ ভীষণ রাক্ষসচমূ তথায় প্রাণঘাতিন বিকটস্বরে চীৎকার করিতেছে! শকুনী, গৃধিনীকুল শব-মাংস লইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি করিতেছে, ফেরুপাল উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে; শ্মশানের ভীষণ দৃশ্য শব-চুল্লী, অবিরত ধূ—ধূ—ধূ জ্বলিতেছে! ঐ দেখ, মুষ্টিমেয় উদরান্ন সংস্থানাভাবে নিরীহ পর-পদসেবা সুপটুপরমুখাপেক্ষী বাক্য-বীর বাঙ্গালীবাবু সম্প্রদায় আজ "ত্রাহিমাং মধুসূদন" ডাক ছাড়িয়াছে। হায় রে! যে ভারত একদিন ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ থাকিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের আহারের সংস্থান করিত, সেই ভারতের আজ এ দুর্দ্দিন! এই অভাবনীয় ঘোরতর লোমহর্ষণ পরিণাম? ভারত যেন অনন্ত সাগরের অনন্ত সলিল-প্লাবনে ভাসিয়া যাইতে উপক্রম হইয়াছে। মা সর্ব্বসন্তাপহারিণী নারায়ণি! তুমি কোথায়? তুমিও কি দুর্দ্দিনে চৈতন্যহীনা হইয়াছ মা? মা, চৈতন্যরূপিণি! এ চেতনাহীন ভারতকে তুমিই চেতনা দেও মা। মা! সে সত্যব্রত রামচন্দ্র আর এখন নাই। কে আর তোমায় অকালে বোধন করিয়া জানাইবে?— কে আর স্বীয় "পদ্মপলাশলোচন" উৎসর্গ করিয়া মায়ের অলক্তকরঞ্জিত রাতুল পদদ্বয় পূজা করিবে? মা! সে দিন গিয়াছে। তুমি চৈতন্যহীনা হইলে, এ দুর্দ্দিনে এ ভক্তিশূন্য ভারতে কে আর তোমার চেতনা করিবে মা?

কে আর তোমায় সভক্তি আরাধনা করিবে? আমরা যে মরিয়াছি মা। শবাস্থিপূর্ণ পুঁতিগন্ধময় ভারত শশ্মানে তোমার ভক্ত সন্তান আর নাই মা। থাকিলে কি আজ জন্মভূমি ভারতভূমির এ দশা—এ শোচনীয় অধঃপতন হইত মা? মা! তোর সেই প্রাচীন সত্যধর্ম্মরত ভক্তপুত্রগণ মধ্যে একটিও যে দৃষ্ট হয় না মা? কৈ মা! তাঁরা কোথায়? সেই দেবতুল্য মনোহর কান্তিবিশিষ্ট নরনারীর স্থান যে এখন বিকলাঙ্গ ক্রূরস্বভাব ভূত প্রেতের আবাসভূমি হইয়াছে। এ কি বিপরীত দৃশ্য মা? মা চৈতন্যরূপিণি! এ দারুণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য আর যে দেখা যায় না। তাই বলি মা! এ দুঃখের সময় এ পৈশাচিক রঙ্গালয়ে দেবীমূর্ত্তির আবির্ভাব কেন? যাও মা ফিরিয়া যাও। এ রোগ, শোক, জরা মৃত্যুর অত্যাচারে জর্জ্জরিত, দারিদ্র্য-দুঃখ-ক্লিষ্ট ভারতে আসিয়া

কাজ নাই। যাও মা পাষাণি! পাষাণে বুক বাঁধিয়া তোমার পাষাণ পিতার কাছে চলিয়া যাও।

মা গো মহামায়ে! এত অশান্তিতে, এত দুঃখ কষ্টের মাঝে পুত্রকে রাখিতে কিছুমাত্র মায়া হয় না মা? যদি নিকৃষ্ট অপদার্থ-বলিয়া সন্তানের প্রতি এতই বীত-স্নেহ হইয়া থাকে মা, তবে হতভাগ্য "বাঙ্গালী" নাম আর ধরাধামে রাখিয়াছ কেন? তুমি ত মা সর্ব্বসংহারকারিণী মহিষমর্দ্দিনী; তবে মহিষ কিংবা অজাকুলের প্রতি তোমার যে অসীম স্নেহ,—সেই স্নেহই কেন অধম সন্তানকে দাও না মা? তোমার পাষাণী নামের সার্থকতা হউক—এ ক্ষুদ্র জীবনের বিশ্বনাট্যশালার দুঃখাভিনয়ের যবনিকা পড়িয়া যাউক। আর যদি তাহাতে স্বীকৃতা না হও, তবে একবার সস্নেহনয়নে অধম সন্তানপ্রতি তাকাও মা, তাহাদের রোগ, শোক ও দারিদ্র-দুঃখ চলিয়া যাউক।

সত্য মা আমরা এখন অতি অপদার্থ হইয়াছি, সত্য মা সুরথ ও রামচন্দ্রের বংশধর আমরা শীখাসূত্র বিবর্জ্জিত হইয়া ঘৃণিত আচরণ করিতেছি, সত্য মা এখন আর আমাদের সেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়জনযোগ্য ভক্তি বীরত্ব নাই, এখন ঘৃণিত দাসত্ব আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত! সত্য মা আমরা তোমার তপঃ, জপ, ভক্তি, আরাধনা সব ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু মা বিষম পৈশাচিক আচারী হইলেও মাতৃস্নেহ কখনও সন্তান হইতে অন্তর্হিত হয় না। ঐ দেখ মা তোমার ভক্তপুত্র প্রাণ খুলিয়া গাইতেছেন,——

"কুপুত্র হয় গো অনেক,
কুমাতা না হয় কখন।"

তাই বলি মা করুণাময়ি! একবার করুণাকটাক্ষপাতে অভাগা ভারতসন্তানগণের তাপিত প্রাণ শীতল কর।

মা! যদি পুত্রের দুঃখে তোমার পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়া থাকে তবে এস, মা, এস! এস মা, আনন্দময়ি, কলুষনাশিনী মহিষমর্দ্দিনি কালভয়হরা অন্নপূর্ণে। এস মা, দুর্গতিনাশিনী দুর্গে! তোমার এ অধম সন্তানের হৃদয়ক্ষেত্রে আসিয়া আবির্ভূতা হও। যাউক মা, ভারতের দুঃখ-কালিমা, অতল সলিলের অনন্ত প্রবাহে ভাসিয়া যাউক।

এখন এস ভাই হিন্দু-সন্তান! আমরা সকলে মিলিয়া একবার মায়ের পূজা করি; প্রাণ ভরিয়া মা মা বলিয়া ডাকি। ডাকার মত ডাক্‌লে পরে মা অবশ্যই আস্‌বেন। তখন সকল আপদ বিপদের শান্তি হইবে। সকল দুঃখ চলিয়া যাইবে।

তবে বল সবে ভক্তিভরে, তারস্বরে স্বর মিলাইয়া,——

"ত্রাহেহি ভগবত্যম্ব শত্রুক্ষয় জয়প্রদে।
আগচ্ছ মদ্‌গৃহে দেবি সর্ব্বকল্যাণ হেতবে॥"

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা।
কবিরত্ন।

শ্যামবর্ণ।

গত মাসের আর্য্যকায়স্থ প্রতিভায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী মহাশয়, ভবিষ্যপুরাণে চিত্রগুপ্ত রূপবর্ণনায় শ্যামশব্দের আমি যে অর্থ করিয়াছি তাহার এক প্রতিবাদ মুদ্রিত করিয়াছেন। তিনি ঐ শব্দ সম্বন্ধে আমার নিকট দুইখানি পত্রও লিখিয়াছিলেন; আমি তাঁহার সৌজন্য দেখিয়া আপ্যায়িত হইয়াছিলাম এবং তাঁহার একখানি পত্রের আমি উত্তরও দিয়াছিলাম। আমার উত্তর পাইয়া তাঁহার কতকটা পার্শ্বপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে দেখিয়া দ্বিতীয় পত্রের উত্তর দিতে আমার কতক শৈথিল্য হইয়াছে; ইহাও লজ্জারবিষয় সন্দেহ নাই।

তাঁহার দ্বিতীয়পত্রে লেখা আছে "শ্যাম" শব্দ যে "কৃষ্ণ" অর্থ হয় না তাহা বলিতেছি না, কারণ শব্দানামনেকার্থত্বাৎ"। ইহা দেখিয়া শ্যাম শব্দ সম্বন্ধে আবার তর্ক উপস্থিত করা প্রগল্‌ভতা মনে করিয়া আমি আর উত্তর লিখি নাই। কেন না তিনিও শ্যাম শব্দের যে কৃষ্ণ অর্থ হয় তাহা স্বীকার করেন আর আমিও তাহার যে স্থান বিশেষে কদাচিত তপ্তকাঞ্চনবর্ণ অর্থ হইতে না পারে এমন বলিতেছি না। সুতরাং তর্কের বড় বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না।

তবে তিনি প্রবন্ধে যে ভাবে তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন তাহার উত্তর দেওয়া প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে। তিনি বলিতেছেন আমি কেবল বাঙ্গালা সাহিত্য হইতেই শ্যাম শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ দেখাইয়াছি ইহা সমীচীন হয় নাই। সত্যকটে আমি ৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৺বঙ্কিমচন্দ্র ও ৺যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙ্গালার খ্যাত কবিগণের বর্ণনা হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে অভিধানোক্ত শ্যামের "কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট ও হরিৎবর্ণ বিশেষ" যে দু'টি অর্থ আছে তাহাই উহার গৃহীত অর্থ; এদেশের আবালবৃদ্ধবণিতা ঐ দুই অর্থেই শ্যামশব্দ বুঝিয়া থাকে। তাহা বলিয়া সস্কৃত সাহিত্য হইতে কোন দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করি নাই এমত নহে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রস্থ কালী বা শ্যামা দেবীর ধ্যান, দক্ষিণাকালীর ধ্যান ও শ্মশানকালীর ধ্যান উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে (২৮৯। ২৯০ পৃষ্ঠা নোট আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা ৩য় বর্ষ) শ্যাম শব্দ উক্ত সংস্কৃত ধ্যানাবলীতে কৃষ্ণার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণের হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নকৃত অনুবাদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে বাল্মীকি ও রামচন্দ্রের রূপবর্ণনায় শ্যাম শব্দ হরিদর্থে ব্যবহৃত করিয়াছেন। এখানে একখানি সংস্কৃত মূল বাল্মীকি রামায়ণ না পাওয়াতেই হেমচন্দ্রের অনুবাদ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি। শাস্ত্রী মহাশয় কি মনে করেন এই সকল উদ্ধৃত অংশের কোন মূল্য নাই। দক্ষিণাকালী, শ্মশানকালী প্রভৃতির ধ্যান তাঁহার উল্লিখিত টীকাকারগণ অপেক্ষা বহু পূর্ব্বকাল হইতে লোকের পবিত্র বিশ্বাসে স্থান পাইয়াছে এবং লোকে তদনুসারে শ্যামের কৃষ্ণ অর্থেই বুঝিয়া আসিতেছে। ইহা তিনি অবজ্ঞা করিলেন কেন?

সে যাহা হউক, তাঁহার কথার বিশিষ্ট উত্তর, আমি আশা করি, নিম্নোদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকাবলীতে দৃষ্ট হইবে।

আবিরাসীজ্জগন্নাথঃ পরমাত্মাসনাতনঃ।
নীলোৎপলদলশ্যামঃ পীতবাসাচতুর্ভুজঃ॥

অধ্যাত্মরামায়ণ, আদিকাণ্ড। ১১০

নীলোৎপলদলশ্যামং কন্দুভামুক্তকন্ধরং।
সীতয়া রত্নদণ্ডেন চামরেনাথ বীজিতং॥

ঐ অযোধ্যা। ২

ধ্যায়ংশ্চিরং রাম মশেষহৃদ্স্থং
দুর্ব্বাদলশ্যামলমম্বুজাক্ষং।
চিরাম্বরং স্নিগ্ধ জটাকলাপং
সীতা সহায়ং শ্রিতলক্ষণং তং॥

আরণ্য।৮

দৃষ্টা রামং সমাসীনং গুহাদ্বার শিলাতলে।
চেলা জিন ধরং শ্যামং জটা মৌলী বিরাজিতং॥

কিষ্কিন্ধা। ১

অধ্যাত্ম রামায়ণ ব্যাসের লিখিত এবং এই রামায়ণ যে কত সহস্র বার জনসংগ্রহে পঠিত হইয়া লোকের হৃদয়ে রামচরিত্র বদ্ধমূল করিয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই জনসমাজে ইহা পাঠ করিয়া থাকেন; তাঁহারা কি কুত্রাপি এতাদৃশ স্থলের শ্যামশব্দের তপ্তকাঞ্চনবর্ণ অর্থ করেন? এই ব্যাসই ভবিষ্যপুরাণের লেখক। যে অর্থে তিনি রামকে "শ্যামলমম্বুজাক্ষং" বলিয়াছেন, ঠিক সেই অর্থেই যে তিনি চিত্রগুপ্তকে "শ্যামঃ কমল লোচনঃ" বলেন নাই, ইহা কেমন করিয়া বুঝিব? চিত্রগুপ্ত যদি শ্যাম (হরিদ্বর্ণ) হইলে কমললোচন হইতে না পারেন; রামও তাহা হইলে শ্যামল হইয়া অম্বুজাক্ষ হইতে পারেন না। ফলে এ দেশের পণ্ডিতসমাজে, পুরাণ-পাঠকসমাজে এবং জনসমাজে শ্যামশব্দ যে বিস্তৃতাকারে কৃষ্ণ বা হরিদর্থে বুঝা হইয়া আসিতেছে, তাহাতে তর্ক উপস্থিত হইতে পারে না; ইহাই আবার ইহার আভিধানিক গৃহীত অর্থ।

রামং লক্ষণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং।
কাকুস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং
ধার্ম্মিকং।
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং
শান্তমূর্ত্তিং।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং
রাবণারিং।

যে স্থলেই রামায়ণ পাঠ হয়, সেই স্থলেই রামের এই সুন্দর বন্দনাটি পাঠ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং অর্থে কি কেহ রামকে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ বুঝিয়া থাকেন? প্রতিভার সহস্রাধিক পাঠকই ইহার বিচার করুন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের আর একটী কথা এই যে, "শ্যাম" শব্দে "কৃষ্ণ" বর্ণ হইতে পারে কিন্তু মনুষ্যের রূপবর্ণনায় "শ্যাম" শব্দে "কৃষ্ণ নহে (প্রতিভা ৪র্থ বর্ষ ১৮ পৃষ্ঠা) ঐ কথাটিই আমার নিকট প্রেরিত পত্রখানিতে এইরূপ আছে;—"শ্যাম" শব্দ কোন বাঙ্গালা কবি কৃষ্ণার্থে ব্যবহার করিয়াছেন হইতে পারে কিন্তু সংস্কৃত প্রয়োগে লোকের রূপবর্ণনায় শ্যাম শব্দের অর্থ "তপ্তকাঞ্চনবর্ণ।" ইহা অবিফলই তাঁহার কথা।

কথাটি পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে না। তিনি কি ইহা বুঝাইতে চান "মানুষের" বা "লোকের" রূপ বর্ণনায় শ্যাম অর্থে "তপ্তকাঞ্চনবর্ণ" কিন্তু দেবতা বা ইতর জীবজন্তু বা

রূপদার্থের বর্ণনায় ইহা কৃষ্ণ হইতে পারে। তাহা না হইলে "লোকের" ও "মানুষের" বিশেষণ করা কেন?

যদি দেবতার রূপ বর্ণনায় শ্যামের যে অর্থ আমরা করিয়াছি তাহা তাঁহার অনুমোদিত হয়, তবে চিত্রগুপ্তদেবমূর্ত্তি প্রবন্ধে শ্যামের যে অর্থ আমরা করিয়াছি, তজ্জন্য তিনি তর্ক উপস্থিত করিতে পারেন না, কেন না তাহা তাঁহার স্বীকৃত। তবে তিনি "সীতাদেবী" ও কৃষ্ণকে যে লোকের মধ্যে ধরিয়াছেন প্রবন্ধ পাঠে তাহা বেশ বুঝা যায়, কেন না তাঁহাদের বর্ণ সম্বন্ধে টীকাকারেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই তাঁহার প্রতিবাদের ভিত্তি। তবে আর "লোকের" ও "মানুষের" বিশেষণ করিলেন কেন? এজন্য, তিনি যখন সীতাদেবীকে মানুষ জ্ঞানে উদাহরণ স্থলে উপস্থিত করিয়াছেন, আমিও সেই জন্য রামকে মানুষ জ্ঞানে উদাহরণস্বরূপ উপস্থিত করিলাম।

এক্ষনে দেখা যাউক শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তির মূল্য কি? তিনি ভট্টি, মেঘদূত ও নৈষধচরিত হইতে তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে সেই সেই শ্লোকের শ্যাম শব্দের অর্থ করিতে গিয়া টীকাকারগণ নিম্নলিখিত প্রকার লক্ষণা করিয়াছেন।

শীতে সুখোষ্ণ সর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে যা সুখশীতলা।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা॥

টীকাকারগণের এই লক্ষণ দৃষ্টে তিনি শ্যাম শব্দের তপ্তকাঞ্চনবর্ণ অর্থ করিতে চাহেন। টীকাকারগণের মস্তিষ্কে কেন যে এই অর্থগ্রহ জন্মিয়াছিল, মূল গ্রন্থ হইতে তাহার কোন প্রমাণ উপস্থিত করা হয় নাই। সুতরাং গ্রন্থকারেরা শ্যাম অর্থে কৃষ্ণ বা হরিৎ মনে না করিয়া তপ্তকাঞ্চনবর্ণার্থে তত্তৎ স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা বলা সাহসের কথা। সীতাদেবীর বর্ণনায় সীতাকে 'দুর্ব্বাকান্ত মিব শ্যামা' বলা হইয়াছে। ইহাতে সীতার বর্ণই শ্যাম বর্ণ বুঝায়, দুর্ব্বার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ বুঝায় না, কেন না তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণবিরুদ্ধ। তবে থিয়েটারে ও যাত্রায় সীতামূর্ত্তি গৌরাঙ্গী করিয়া দেখান হয়, যাঁহারা ইহা দেখিয়া সীতা গৌরাঙ্গী ছিলেন মনে করেন, তাঁহারা ভট্টির উক্ত শ্যামা শব্দ দেখিয়া উহার তপ্তকাঞ্চনবর্ণ অর্থ করিবেন বিচিত্র কি? কিন্তু সীতারামচরিত্র নিগূঢ় ভাবে বুঝিতে গেলে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বিশ্বামিত্র ও বসিষ্ঠের সহচর রামচন্দ্র পূর্ণ বৈদিকপ্রভাব সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। এবং তাঁহাদের চরিত্রলেখক বাল্মীকি, যিনি প্রতিশাখ্য নামক বেদাঙ্গের একজন লেখক, বড় বেশী পরবর্ত্তী লোক নহেন। সেই সময়ে কেবল ভারতে নহে গ্রীস দেশেও আর্য্যগণের মধ্যে বিখ্যাত লোক-চরিত্রের উপর দেবচরিত্র প্রতিফলিত করিয়া কাব্য রচনা হইত। মানবের কার্য্য দেবতার কার্য্যের সঙ্গে অভিন্ন ছিল। আমি বহু ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারি আর্য্যেরা অনার্য্যদিগকে যে পরাক্রমে বিধ্বস্ত করিয়াছেন তাহা সকলই ইন্দ্র দেবতার কার্য্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সেইরূপ রাম-চরিত্রের উপর ইন্দ্রেরও সীতাচরিত্রের উপর ইন্দ্রাণীর ভাব প্রতিফলিত হইয়া রামায়ণের মূল কল্পনা সৃষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং সীতাকে শ্যামা বলিলে তাহাতে যে গৌরবর্ণা দেবী

বুঝিতে হইবে, ইহা আধুনিক টীকাকারগণের মনের ভাব হইতে পারে কিন্তু ইহা বৈদিকভাব নহে এবং সত্য হইতে দূরবর্ত্তী। সেইরূপ যক্ষী ও দময়ন্তী শ্যামা হইলে, তাঁহাদিগকে যে গৌরবর্ণাই বুঝিতে হইবে, ইহার যথেষ্ট কারণ দেখা যায় না।

তারপর টীকাকারগণের লক্ষণার একটুক আলোচনা করা যাউক।

মেঘদূত খ্রীষ্টের ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কাব্য, ভট্টি ৭ম শতাব্দীর কাব্য এবং নৈষধ ১২শ শতাব্দীর কাব্য। ইহাদের টীকাকার জয়মঙ্গল, নারায়ণ, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ যে কত আধুনিককালের লোক, তাহা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু কালিদাস, ভর্তৃহরি ও শ্রীহর্ষের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী লোক ছিলেন চাণক্য। তাঁহার বুদ্ধিকৌশলে খ্রীঃ পূঃ ৩২০ অব্দে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত উত্তরভারতের রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি কালিদাসের প্রায় ১০০০ বৎসর, ভর্তৃহরির প্রায় ১১০০ বৎসর এবং শ্রীহর্ষের প্রায় ১৬০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। তিনি যে নীতিবাক্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আমরা বালককালে পড়িয়াছি।

কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামা স্ত্রী ইষ্টকালয়ং।
শীতকালে ভবেদুষ্ণং গ্রীষ্মকালে চ শীতলং॥

এই শ্যামা শব্দে আমরা বরাবরই কৃষ্ণ বা হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট স্ত্রীলোক বুঝিয়া আসিয়াছি। এই লক্ষণাক্রান্ত স্ত্রীলোককেই উক্ত টীকাকারেরা তপ্তকাঞ্চনবর্ণা বলিয়াছেন; কিন্তু কেন এরূপ বলিলেন তাহার ত কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং এই বিষয়ে টীকাকারগণের কথার উপর নির্ভর না করিয়া বরঞ্চ যে সকল কুলীন ব্রাহ্মণ আজও ৪।৫।১০।২৫ বিবাহ করেন এবং যাঁহাদের তপ্তকাঞ্চনবর্ণা ও শ্যামা (হরিদ্বর্ণা) উভয়বিধ স্ত্রী থাকিবার সম্ভব তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেই চাণক্য বা কৌটিল্য সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে শ্যামা শব্দ ঠিক কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার সত্যতা নিরূপিত হইতে পারে।

তার পর কৃষ্ণকে 'কৃষ্ণ' বলিয়াছি বলিয়া তিনি নানা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, কৃষ্ণ 'ইন্দ্রনীলমণি বদুজ্জ্বল' ছিলেন 'ছুঁতের হাড়ির' তলের ন্যায় কৃষ্ণ কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন না। ইহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। তিনি বরং Glossy black ছিলেন আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম। তাহাতে ত তিনি আর তপ্তকাঞ্চন-বর্ণ হইবেন না। অলমতি বিস্তারেণ।

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

পণপ্রথায় সর্ব্বনাশ।

নাই—আর সে দিন নাই। যে দিন মনুজমণ্ডলী পরস্পর ভ্রাতৃপ্রেমে সমাবদ্ধ ছিল—যে দিন একে অন্যকে আপনারজন বলিয়া মনে করিত—যে দিন হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার, অভিমান আমাদের পবিত্র হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই, সে সময় ধর্ম্মের

নামে অধর্ম্মের—পুণ্যের নামে পাপের, পবিত্রতার স্থান অপবিত্রতায় প্রপূরিত হয় নাই—সে দিন নাই—এখন আর সে সুখদায়ক দিন নাই—কালের কুটিলাবর্ত্তে কোন্ অজ্ঞাত-প্রদেশে আশ্রয় স্থান লাভ করিয়াছে তাহা আমাদের,—এই জ্ঞান বিজ্ঞানালোকে বিভাসিত—সভ্যতার উচ্চসীমায় অবস্থিত—উদরান্নেরদায়ে নিপীড়িত সামাজিকগণের জ্ঞানবুদ্ধির বহির্ভূত।

এমন একদিন গিয়াছে যে দিন একে অন্যের বিপদে বিপদানুভব করিয়াছে—অন্যের মুখে সুখানুভব করিয়াছে—অপরের শোকাশ্রু মুছাইবার জন্য লোকে একাগ্র অন্তরে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু এখন কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, এখন স্ব স্ব প্রধান;—পরার্থপরতার নামে এখন স্বার্থপরতা বিকটতাণ্ডবে নৃত্যপরায়ণ—সহানুভূতির মূলে হিংসা প্রকটমূর্ত্তিতে বিদ্যমান—পরদুঃখকাতরতা এখন নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া দেশকে শ্মশান—মনুষ্যকে দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালবাসা বিবর্জ্জিত জীববিশেষ কসমাজকে পাপের লীলাক্ষেত্রে পরিণত করাইতেছে। ফলতঃ এখন আপদে, বিপদে, দুঃখে, নিরানন্দে আহা বলিবার লোকটীর অভাব সংঘটিত হইয়াছে! হায় সামাজিক! তোমাদের সমাজবন্ধনের এই ঘৃণিত পরিণাম! হায় নরচর্ম্মাচ্ছাদিত জীববিশেষ! তোমাদের এতদূর অধঃপতন! এখনও ধর্ম্ম আছেন, এখনও চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান, এখনও মানব জীবজগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে; তবে এ প্রেমের রাজ্যে পিশাচের অভিনয় কেন? এ সোণার সংসারে গরলের আবির্ভাব কেন? লীলা-বৈচিত্র্যপূর্ণ ভালবাসার বিনিময়ে, প্রাণহন্তারক হলাহল উত্থিত হইতেছে কেন ভাই? কে বলিবে কেন এমন নিরয়ে নিমগ্ন হইবার জন্য আমরা দ্রুত অগ্রসর হইতেছি।

পরস্পর সাহায্য ও সহানুভূতি লাভের জন্য যে সমাজের সৃষ্টি, সেই সমাজ এখন সে কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া পরস্পর শত্রুরূপে দণ্ডায়মান হইয়া পাপের স্রোত বর্দ্ধিত করিতে যত্নপর! যে কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে সংসারে আনন্দকল্লোল প্রবাহিত হইত এখন সেই কন্যা পিতামাতার চক্ষুশূল—বিপদ আপদের মূল—অশান্তির অনর্গল প্রস্রবণ। কেন? না এখন পিতৃদায় মাতৃদায় হইতেও কন্যাদায় প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে বলিয়া—এক-জোড়া শঙ্খের পরিবর্ত্তে একশত ভরি স্বর্ণের আকাঙ্ক্ষা বলিয়া—একখান সাড়ীর পরিবর্ত্তে এখন বহুবিধ রাঙ্কব-কৌষেয় বাসের ব্যবস্থা হয় বলিয়া। আর সর্ব্বোপরি সাধ্যের অতীত, ক্ষমতার অতীত, সমাজবিগর্হিত অর্থের আদান-প্রদান চলিতেছে বলিয়া। জানি না এ প্রথা কতদিন হইতে সমাজে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে—বুঝি না অন্তঃসারশূন্য পরিণাম চিন্তাহীন সামাজিককুল কতদিন এই দুর্নীতিকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া স্বেচ্ছায় পাপের পথ পরিষ্কৃত করিয়াছে।

সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে পুত্রের অপেক্ষা কন্যার উপর পিতামাতার মায়া-মমতা অধিক। কিন্তু আমরা বর্ত্তমানে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই এখন কন্যা জন্মগ্রহণ করিলেই পিতামাতার মুখ পরিম্লান হয়—আত্মীয় স্বজনেরা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন—প্রতিবাসীগণ পিতামাতার ও নবজাত

কন্যার অদৃষ্টের দোহাই দিয়া প্রস্থানপরায়ণ হন। ইহা ত আজকাল নিত্য-প্রত্যক্ষ ঘটনা! সামাজিককুল—কায়স্থকুলধুরন্ধরবর্গ এ বিষয় চিন্তা করিবার অবসর অনুসন্ধান করিয়াছ কি? যে কন্যাকে যত্নপূর্ব্বক পালন করিবে ও শিক্ষা দিবে বলিয়া শাস্ত্র উপদেশ দিতেছেন সেই কন্যার মৃত্যু কামনা, প্রতিগৃহে কেন হইতেছে, সমাজশিরোমণিগণ! একবার সে চিন্তা তোমাদের কঠোর হৃদয়ে উদিত হইয়াছে কি?

এখন গৃহে গৃহে কন্যাদায়ের বিভীষিকা—প্রত্যেক পিতামাতার স্নেহপূর্ণ হৃদয় কন্যাদায়ের তুষানলে দগ্ধ হইতেছে, তবুও কাহারও চেতনা নাই, সংজ্ঞা নাই! যাহার যখন পালা পড়ে সেই তখন দুশ্চিন্তায় চক্ষে অন্ধকার দেখে—অদৃষ্টকে শত ধীক্কারে ধীক্কৃত করে—আর মনে মনে ভগবানের নিকট যত্নের ধন, আদরের সামগ্রী, সোহাগের জিনিষ, নয়নীর পুতুল, নিষ্পাপদেহ, সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা কন্যার মৃত্যু কামনা করে। যদি কেহ সত্যের অপলাপ না করেন তবে ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু দুই একটী ধনবানের কথা স্বতন্ত্র।

এই যে সর্ব্বনাশী পণপ্রথার অবাধ প্রচলন হইল ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই—পাত্রের পিতার জীবন্তপুত্রকে স্বর্ণমূল্যে বিক্রয় করিবার প্রবল ইচ্ছার বৃদ্ধি—পুত্রের বিবাহ দিয়া নিজের কন্যার বিবাহের দেনা শোধ ও কিছু সঞ্চয় করা—অথবা গুণধর পুত্রকে পড়াইতে যাহা ব্যয়িত হইয়াছে তাহার দশগুণ বিশগুণ টাকা সুদ সমেত আদায় করতঃ গৃহিণীর সোণার অঙ্গের সোণার পরিমাণ বর্দ্ধিত করা। এই পণপ্রথায় যে দেশের কি অনর্থ হইতেছে তাহা অল্পাধিক বুঝেন সকলেই, কিন্তু প্রতিকারের ইচ্ছা কাহারও আছে বলিয়া বোধ হয় না। যাহার যখন সময় আসে সেই তখন বরের পিতার আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত দাবিতে জ্ঞানশূন্য হয় এবং অনুনয় বিনয় কাকুতি মিনতিতে পুত্রগর্ব্বগর্ব্বিতপিতার সংকীর্ণবক্ষ স্ফীত করিয়া তুলে। এ দৃশ্যও বিরল নহে যে, অনন্যোপায় হইয়া কন্যার বিবাহের ভাবনায় পিতা অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। হায় কায়স্থকুলপুঙ্গবকুল! এ দৃশ্য—এই হৃদয়বিদারক শোচনীয় দৃশ্য তোমার নয়নসমক্ষে কখনও উদ্ভাসিত হয় নাই কি? যদি না হইয়া থাকে তবে ঐ দেখ উপাধানে মুখ লুকাইয়া পিতা ক্রন্দনপরায়ণ; নিরাশ্রয়া বিধবা, কন্যার বিবাহে বরপক্ষের অমানুষিক অত্যাচারের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষার জন্য দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন; পণপ্রথার বিষম দায়ে অনন্যোপায় হইয়া একজন ভদ্রাসন বিক্রয় করিতেও অপ্রস্তুত নহেন। এখানে দেখ পণের টাকার ফর্দ্দ, ওখানে দেখ ফুল শয্যার ফর্দ্দ, এদিকে দেখ গহনার হিসাব, অন্য দিকে দেখ দান সামগ্রীর কথোপকথন! দেখিলে শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে—সমাজের এরূপ শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিলে মনে হয় অবসন্ন! এ সমাজ যখন অধঃপাতের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে তখন আর ইহার ভদ্রস্থতা নাই, প্রাণহীন সমাজ যখন পুত্র কন্যা বিক্রয় করিয়া অর্থাগম করিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন ইহার অচিরবিনাশ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং আর কেন? এই সময় সমাজ শিরে অশনি নিপাতিত করুন। কায়স্থসমাজের শ্মশানবক্ষে প্রেতের অভিনয় হউক! আর সন্ধ্যাহ্নিক, গায়ত্রী, জপ, তৎপর ধর্ম্মধ্বজী মহোদয়গণ! আপনারা ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া পরিচিত বটে কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া কি বলিয়া দিবেন কোন্ ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন্ প্রমাণ বলে আপনারা শুক্র বিক্রয়—শোণিত বিক্রয় তথা আত্মবিক্রয় করিতেছেন? কোন্ শাস্ত্র বলে আত্মজ বিক্রয় করতঃ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতেছেন? পুত্র বিক্রয় করা কি অধর্ম্ম নহে? ইহা যদি অধর্ম্ম না হয় তবে অধর্ম্ম আর কি আছে জানি না! পুত্রের বিনিময়ে অর্থগ্রহণ করা যদি শাস্ত্রসম্মত হয় তবে সে শাস্ত্রকে ভস্মীভূত করা বোধহয় হৃদয়বানমাত্রেরই অননুমোদনীয় হইবে না।

যাক্ সে সব কথা, এখন আসল কথা বলি;—এই যে কায়স্থসমাজে পুত্র বিক্রয়ের অবাধ ব্যবসা খরবেগে চলিতেছে ইহার কি উচ্ছেদ হইবে না? বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা আজ ১০ বৎসর যে পণপ্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন এতদিনে তাহার কি হইল? এই দশবৎসরব্যাপী আন্দোলনে আমরা ঈপ্সিতকার্য্যে আদৌ অগ্রসর হইতে পারি নাই। বলিতে লজ্জা, ঘৃণা, ক্ষোভে হৃদয় অবসন্ন হয়, আমরা কর্ত্তব্যবিমুখতার হস্ত হইতে কিছুমাত্র নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারি নাই।—শুক্রবিক্রয়েচ্ছুপিতৃকুলের অন্তরে বিন্দুমাত্র সমাজহিতৈষণার প্রতিষ্ঠা করিতে পারি নাই। পারিনাই বলিয়াই এখনও পণের অজস্র আদান প্রদান চলিতেছে—পারিনাই বলিয়াই এখনও পাত্রের পিতা দগ্ধবদনের বিজাতীয় হাসি হাসিতে হাসিতে, অপবিত্রহস্তে শুক্রবিক্রয়লব্ধ অর্থ অকাতরে-নিশ্চিন্ত ভাবে—নির্ব্বিকারচিত্তে গ্রহণ করিতেছেন। সে দিন দেখিলাম একজন গরিব কায়স্থ অর্থাভাবে বয়স্থা কন্যাকে পাত্রস্থা করিতে না পারিয়া উন্মত্তের ন্যায় চারিদিকে অল্প টাকায় বর কিনিবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন। কিন্তু কেহ তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাকুক "যাহার অবস্থা ভাল নহে তাহার বংশবৃদ্ধি করা অনুচিত" বলিয়া ব্যঙ্গোক্তি প্রকাশ করিতেও ত্রুটি করিতেছেন না। আর একদিন দেখিলাম অল্পবেতনভুক্ কন্যাদায়গ্রস্ত এক হতভাগ্য অর্থাভাবে পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়ঃপ্রাপ্ত এক বিয়েপাগলা বুড়োকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া ভীষণ চিন্তার হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিলেন। ফলতঃ এ গুলি নিত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা। ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হরি হরি! ইহারই নাম সমাজ! ইহারই নাম স্বজাতিপ্রীতি!! আর ইহারই নাম জাতীয় উন্নতি!!!

আবার পণপ্রথা রাহিত্যের আন্দোলনের ফলে আজকাল আমাদের কায়স্থসমাজে আর এক শ্রেণীর নূতন জীবের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহার কায়স্থ-সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন বলিয়া তাহার, ও দুই চারি জন প্রকৃত সমাজহিতৈষীর টিটকারীর ভয়ে পুত্রবিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রকাশ্যে গ্রহণ না করিয়া অপ্রকাশ্যে বা প্রকারান্তরে গ্রহণ করিতেছেন। কেহ কেহ বা মস্তক পরিবেষ্টন করিয়া নাসিকা স্পর্শনের ন্যায় এবং মুখে পণপ্রথার অজস্র নিন্দা করিয়া নিজ পুত্রের বিবাহে শত ভরি সোণা ও সহস্র ভরি রূপার ফর্দ্দ দিতেছেন। হায়রে সমাজ! হায়রে হৃদয়হীন আমরা!!

উন্মুক্তদ্বার বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে সমাজ প্রতিবৎসরই শত শত শিক্ষিত সন্তান প্রসব

করিতেছে; অর্থের অবাধ বিনিময়ে প্রায়ই উপাধিধারী ব্যক্তিবৃন্দের আবির্ভাব দেখিতেছি; বক্তৃতামঞ্চে ও সভাসমিতিতে পণপ্রথার বিরুদ্ধে বলিবার বক্তার সংখ্যাও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিতেছি কিন্তু প্রকৃত সমাজ-হিতৈষীর আবির্ভাব নেত্র গোচর হইতেছে কৈ! সকলেই যেন মুখে মধু মনে হলাহল সঞ্চিত করিতেছেন—সকলেরই যেন ছদ্মবেশ—সকলেই যেন ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সমাজ বক্ষে পৈশাচিক লীলার অভিনয়তৎপর! হায় কায়স্থবৃন্দ! হায় সংস্কারপ্রয়াসী কায়স্থ-মহোদয়গণ! মানব সমাজ হইতে দানবলীলার অবসান হইতেছে কৈ! কাহার অভি-সম্পাতে—কোন্ গ্রহের বক্র দৃষ্টিতে—ভবিতব্যতার কোন্ বিধান বলে আজ কায়স্থ-সমাজ সর্ব্বনাশী পণপ্রথার আধিপত্যে জর্জ্জরিত, তাহা সকলেরই চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে, সুতরাং ভ্রাতৃবৃন্দ! আর কেহ নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। এই সমাজধ্বংসকারী প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে সমাজকে অব্যাহত রাখিবার জন্য আপনাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করুন!

আর যাহারা দয়া, ধর্ম্মভুলিয়া—সমাজ-শাসন, জাতীয় মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া—শাস্ত্রবাক্য পদদলিত করিয়া—অজস্র অর্থের বিনিময়ে প্রাণসম পুত্রকে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে এবং যাহারা পরার্থের মস্তক বিদলিত করতঃ স্বার্থান্ধতাপ্রযুক্ত একজনের সর্ব্বনাশ সংসাধিত করিতেও অকুণ্ঠিত, ভগবন্! তাহাদের মস্তকে তোমার অশনি নিপাতিত কর, আমরা তাহাদের ভস্মস্তূপে দাঁড়াইয়া তোমার জয় বিঘোষিত ও সমাজের ভবিষৎ মঙ্গলের জন্য সাবধানতার আশ্রয় গ্রহণ করি!

আর অবিবাহিত যুবকবৃন্দ! তোমাদেরও বলি,—তোমারাই আমাদের বংশধর, তোমরাই আমাদের ভাবি সামাজিক, তোমাদেরই চেষ্টায় সমাজ উন্নত হইবে; তোমরা যদি পণপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হও ও স্ব স্ব বিবাহে পাত্রীপক্ষের নিকট হইতে অর্থ-গ্রহণলোলুপ পিতামাতাকে নিরস্ত কর এবং জ্ঞান, দয়া, ধর্ম্মবিবেকের মাথায় পদাঘাত করিয়া স্বেচ্ছায় বিক্রীত হইতে না চাও তাহা হইলে সমাজ দিন দিন সংস্কৃত হইবে—পণপ্রথা বিদূরিত হইবে—হৃদয়হীন পিতা মাতার পণগ্রহণ ব্যবসা বন্ধ হইবে—সমাজ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে!

তাই আমরা আজ করজোড়ে কাতরকণ্ঠে অনুরোধ করিতেছি ভ্রাতৃবৃন্দ—বন্ধুবর্গ! এই পতিত, দুর্গত, মোহমুগ্ধ, মৃতকল্প সমাজ শরীরে সঞ্জীবনীশক্তি প্রদান করিতে তোমরাই একমাত্র সক্ষম। তোমাদেরই—চেষ্টায় তোমাদেরই উদ্যমে—তোমাদেরই যত্নে এই বরপণপ্রথার মূলোচ্ছেদ হইবে—তোমাদেরই সদিচ্ছা প্রণোদনে এই অভিশপ্ত কায়স্থসমাজ কর্ত্তব্য-পরায়ণতা শিক্ষা করিবে—সমাজের সংকীর্ণতা বিদূরিত হইবে; সুতরাং আর তোমরা নিশ্চেষ্ট থাকিও না; সমাজের এই দুর্নীতি দূর করিবার জন্য সৎসাহস সংগ্রহ কর; সমাজ আশ্বস্ত হউক—জাতীয় মর্য্যাদা প্রত্যাবর্ত্তন করুক—কায়স্থ জাতির বিজয় দুন্দুভি নিনাদিত হউক!

ওঁ শান্তি ওঁ!

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা।

* আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে যতদিন কায়স্থ-সমাজ জঘন্য শূদ্রত্বের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত থাকিবে, ততদিন এই বিষম পণপ্রথার উচ্ছেদন এক প্রকার অসম্ভব; তবে শিক্ষার বিস্তারের সহিত, যুবকবৃন্দের চেষ্টায় ও সংকীর্ণহৃদয় বৃদ্ধ সামাজিকগণের স্বর্গরাজ্যে প্রস্থানের সহিত পণ-বন্ধন কতকটা শিথিল হইতে পারে।

সম্পাদক।

স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।*

অদ্য আমি আপনার কায়স্থ-প্রতিভায় জনৈক কায়স্থ সাধুর ধর্ম্ম সম্পর্কীয় অসাধারণ প্রতিভা ও চিন্তাশীলতার কিঞ্চিৎ উদাহরণ দিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বিবিধ ভাষায় সুপণ্ডিত শ্রীমৎ রমণ মজুমদার মহাশয় বহুদিন পর্য্যন্ত ঋষি-গ্রাম নামক গিরিশৃঙ্গে যোগমগ্ন থাকিয়া সুমধুর সংস্কৃত ভাষায় আপন ধর্ম্ম মতের শেষ সিদ্ধান্ত লোকসমাজে প্রচার করিয়াছেন। "স্বধর্ম্মের" মূলমত এই যে, জীবের শারীরিক অবয়বাদি যেরূপ পৃথক, তদ্রূপ তাহাদের রুচি, মতাদিও ভিন্ন; সুতরাং তাহাদের ধর্ম্মমত ও স্বস্ব রুচ্যনুযায়ী। আমি মহম্মদধর্ম্মী বা খৃষ্টধর্ম্মী কিম্বা বৌদ্ধধর্ম্মী বলিয়া আমার পরিচয় দিতেছি, কিন্তু মহাপুরুষ মহম্মদের কিম্বা মহর্ষি যিশু-খৃষ্টের অথবা মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেবের শারীরিক আকৃতি ঠিক আমার ন্যায় ছিল না, সুতরাং তাঁহাদের শারীরিক, মানসিক কিম্বা বাচনিক কোন ধর্ম্মই আমার শরীর, মন কিম্বা বচন সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে। সকলের সম্বন্ধে এই কথা। আমি তোমার নিকট কিছু না কিছু শিক্ষা করিতেছি, এবং তুমিও হয় আমার নিকট কিম্বা অপরের নিকট কিছু না কিছু শিক্ষা করিতেছ না, তাহা নহে; সুতরাং যখন আমরা সকলেই এবম্বিধ শিক্ষার জন্য ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলেরই নিকট ঋণী এবং সকলে স্বমতী, তখন আমরা আপনাদিগকে ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম্মাবলম্বী রূপে পরিচিত করিতে পারি না; বরং স্বধর্ম্মী বা স্বধর্ম্মাবলম্বী আখ্যায় পরিচিত হওয়াই আমাদের উচিত।

জ্ঞানই প্রকৃত শাস্ত্র। মানসিক, বাচনিক, কায়িক সমস্ত সৎকার্য্যই ঈশ্বর উপাসনা; সুতরাং আস্তিক, নাস্তিক, সাকারবাদী, নিরাকারবাদী প্রভৃতি কেহই তাঁহার উপাসনা ব্যতীত নহেন। ইহাই হইতেছে স্বধর্ম্মের মূলতত্ত্ব, এবম্বিধ সর্ব্বোপযোগী ধর্ম্মমত এ পর্য্যন্ত আর কেহই প্রচার করিতে পারেন নাই। ইহাই যথার্থ ধর্ম্ম-সমন্বয়। এরূপ গবেষণা ও চিন্তাশীলতাপূর্ণ ধর্ম্মমতসম্বলিত অসাধারণ ভাষাজ্ঞান দেখিয়াই, ভারত-গৌরব পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় স্বহস্তে স্বধর্ম্ম প্রচারককে লিখিয়াছেন, "আপনি আমাদের কায়স্থজাতির গৌরবস্থল!" ভবিষ্যতে এই স্বধর্ম্মই যে পৃথিবীর সকল জাতি দ্বারা সমাদরে গৃহীত হইবে, ইহাতে তিলমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রলাল চৌধুরী বি, এ।

* বিগত বৈশাখী আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় এই স্বধর্ম্ম নামক পুস্তকের সমালোচনা আমরা করিয়াছি।

সম্পাদক

ব্রাহ্মণসমাজে আন্তর্গণিকবিবাহ।

১৩১৮ সনের আনন্দবাজার পত্রিকায় ব্রাহ্মণসমাজে আন্তর্গণিক বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, প্রতিভার পাঠকগণের অবগতির জন্য উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"কায়স্থগণ আপন সমাজে আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলন জন্য বহুদিবস হইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, কিন্তু এখনও আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বৈদিক এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই তিন শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীতেই বাসস্থান, কৌলিণ্য প্রভৃতি ভেদে বহুল সঙ্কীর্ণতার সৃষ্টি হইয়াছে। কুলীনদের মেয়ে শ্রোত্রীদের ঘরে আদৌ বিবাহিতা হইতে পারে না। ইহা এক বল্লালী আপদ। ইহার উপরে আবার দেবীবরের মেল বন্ধনের আপদ আরও ভয়ানক। নৈকশ্য কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পালটী ঘরে বিবাহ দেওয়া ভিন্ন অন্য ঘরে বিবাহ দেওয়ার রীতি নাই। এইরূপে রাঢ়ীয় কুলীনকন্যারা হয়তো এক বরের নিকট পিসি ভাইঝী হইয়াও বিবাহিতা হইয়া থাকেন। বিক্রমপুরের রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় সমাজের দুরবস্থা দেখিয়া মনের দুঃখে গান বাঁধিয়াছিলেন,—

কিবা মেল বেঁধেছেন দেবীবরে
দিলে পিসি ভাইঝী একই বরে।
আমি পিসি বলিতাম পিসিমাকে
ঠাকুর পিসে বলতাম যাকে,
এখন কি বলে কি বলি তাকে, ভাবি তাই।
একবার মনে ভাবি
যদি ভাল মানুষ পাই
দিয়ে দেবী বরের মুখে ছাই
ত্বরা চলে কাশী যাই,
এমন পিসি ভাইঝির
ভাগ বাটোয়ার কাজ নাই॥

এইরূপ অবস্থায় দেবীবরের সংকীর্ণতায় ব্রাহ্মণের কুলীনসমাজ বিবিধ অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। আবার এমনও ঘটিয়াছে শিশুবরের নিকট বৃদ্ধাকন্যাকে বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। আবার অপর পক্ষ কন্যার অভাবে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কন্যাপণ দিয়া বিবাহ করিতে বাধ্য হইতেছেন। দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য বৈদিকগণের মধ্যে পর পর কন্যা আদান প্রদান হয় না। এই প্রকার রাঢ়ীয় বৈদিক ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজমধ্যে বিবাহ ব্যাপারে অনন্ত বাধা দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্র অনুসারে এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে পরস্পর কন্যা আদান প্রদান কোনও নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল বাসস্থানের ভিন্নতা ও বল্লালের বিধান আন্তর্গণিক বিবাহের অন্তরায়স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। এই কন্যাদায়ের দুর্দ্দিনে বিবাহব্যাপারের পরিধির সংকীর্ণতা প্রকৃতই বিপজ্জনক। আমরা বহুদিন হইতে মনে করিতেছি, কায়স্থসমাজের মত ব্রাহ্মণসমাজেও আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলনের জন্য আন্দোলন হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা নায়কে ইহা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে সমাজমান্য বারেন্দ্রশ্রেণীর

ব্রাহ্মণের পুত্রের সহিত দেবগ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশজা কন্যার বিবাহ হইয়াছে। পাত্রটী ভারেঙ্গার যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দৌহিত্র এবং বাবু শরচ্চন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের পুত্র। উমাদাস বাবু কন্যার পিতা।"

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজে উক্ত শ্রেণীত্রয়ের মধ্যে পূর্ণভাবে আদান প্রদান না হওয়াতে যে কি বিষময়কল সমাজকে নিত্য কলুষিত করিতেছে তাহা সমস্ত ব্রাহ্মণগণ জ্ঞাত আছেন, অথচ এই প্রকার সংকীর্ণতা বিনষ্ট করিতে উক্ত সমাজ মধ্যে কোনওপ্রকার আন্দোলন হইতেছে না। ইহাব্যতীত উক্ত সমাজে কুসংস্কার, শিক্ষা দীক্ষার অভাব প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হইতেছে। কলিকাতার বসুমতী, কাশীতে ত্রিশূল ইত্যাদি পত্রিকা ব্রাহ্মণসমাজের মুখপত্র। ইহাদিগের মধ্যে নিজ সমাজ সংস্কারের কোন চেষ্টা আমরা দেখি না, অথচ ব্রাহ্মণসমাজ অন্যান্য জাতীয়সমাজ হইতেও যেন আকণ্ঠপাপে নিমজ্জিত। ব্রাহ্মণসমাজ মধ্যে একটী আন্দোলন তীব্রবেগে অগ্রসর হইতেছে, নানা স্থানে সভা সমিতি হইতেছে ও প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করা হইতেছে। তাহা কায়স্থ বিদ্বেষ ও নিম্নস্তরের জাতিগুলীকে শূদ্রত্বের গভীরপঙ্কে নিমজ্জিত রাখা। ইহাদের জাতীয় উন্নতি কোনও প্রকারে না হইতে পারে এই তাঁহাদিগের বিশেষ চেষ্টা। সংরক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজ "যাহা আছে তাহাই থাকুক" এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যেখানে সংস্কারের কোনও চেষ্টা করা হইয়াছে তথায় খড়্গহস্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইতেছেন। তাঁহারা কুশাসন ও কমণ্ডলু ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া "মার মার" শব্দে বিপক্ষ বধিতে করিতেছেন।

ব্রাহ্মণের তপশ্চর্য্যা, অক্রোধ, শম, দম সত্যনিষ্ঠা আজ যেন অনন্তে বিলীন হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা তাহারা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। বঙ্গে ক্ষত্রিয় বৈশ্যজাতিগুলি জাগরিত হইয়াছে, ইহাদের উন্নতিরোধক-শক্তি বুঝিবা স্বয়ং ঈশ্বরেরও সাধ্যায়ত্ত নহে।

কায়স্থসমাজমধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহ আরম্ভ হইয়াছে, উক্ত সমাজ তারস্বরে মীমাংসা করিয়াছেন যে দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ শ্রেণী মধ্যে পূর্ণভাবে আদান প্রদান হইতে পারে। ব্রাহ্মণসমাজে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সমাজ মধ্যে আদান প্রদান হইতে পারে এই প্রকার একটী মীমাংসা সভা সমিতি করিয়া সর্ব্বত্র বিঘোষিত করিলে হানি কি? এবং তৎসঙ্গে ২ তদুপযোগী কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। আমাদিগের ফরিদপুর অঞ্চলে বারেন্দ্রসমাজ পটী বিভাগ দ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে এই পটীগুলি পদ্মার জলে বিসর্জ্জন দিলে হানি কি?

কাণপুর হইতে আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় হিন্দু সমাজে বিবাহসংস্কার সম্বন্ধে বিগত জুলাই মাসে কলিকাতার শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার সারাংশ আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাও চর্ব্বিতচর্ব্বণমাত্র, যাহা অনেক দিন হইতে আমরা আন্দোলন করিতেছি কিন্তু কার্য্যে কোনও ফল হয় নাই। ষোড়শীর সহিত পঞ্চবিংশতি বয়স্ক যুবার বিবাহ, বরপণপ্রথার উচ্ছেদন, সাধারণস্থানে ও রেলগাড়ীতে স্ত্রীলোকগণকে লাঞ্ছনা ও অপমান

হইতে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া, এবং প্রত্যেক অবিবাহিত পুরুষ ঈশ্বরের সম্মুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন যে তাঁহার অবস্থার সচ্ছলতা না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি দারপরিগ্রহ করিবেন না। আমরা আশা করি এই সমস্ত বিষয়ে ব্রাহ্মণসমাজ অগ্রসর হইয়া একটী আন্দোলন-তরঙ্গ উত্থাপিত করিবেন, এবং এই প্রকার কার্য্যে তাঁহারা সকল সমাজের সহানুভূতি পাইবেন।

এই সম্বন্ধে যশোহর হইতে শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা আমাদিগকে একখানি সুযুক্তিপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন। আমাদের মিতাক্ষরা প্রতিভায় তাহার পূর্ণসমাবেশ অসম্ভব। তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। "হিন্দুবিবাহ-সংস্কার সম্বন্ধে মাননীয় শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে সমস্ত নিয়ম সমাজ মধ্যে প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা বঙ্গের প্রধান প্রধান নগরবাসিগণমধ্যে প্রয়োজ্য হইতে পারে, কিন্তু পল্লীবাসী পরিবারবর্গমধ্যে উক্ত নিয়মাবলী শুভকরী হইতে পারে না। আমার বিবেচনায় নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রচলন করিতে পারিলে বহুল উপকার সংসাধিত হইতে পারে।

নিয়মাবলী।

১। অধুনা প্রচলিত নিয়মানুসারে পুত্র কন্যাগণের বিবহ বয়স যথা ক্রমে ১৭।১৮ ও ৯।১০ বৎসর নির্দ্ধারিত আছে, এইক্ষণ উহা পুত্রগণের পক্ষে ২০।২২ ও কন্যাদিগের পক্ষে ১৩।১৪ বৎসরে উন্নীত করা আবশ্যক।

২। পুত্রগণ নিজ নিজ জীবিকা উপার্জ্জনক্ষম হইবার পরে, বিবাহ করা আবশ্যক। পঠদ্দশায় পুত্রগণের বিবাহসংস্কার শাস্ত্রে মহাপাপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই মহাপাপে হিন্দুসমাজ মরণের পথে (the dying race) প্রধাবিত হইতেছে।

৩। অভিভাবকগণের অনুমোদনে, গ্রামে গ্রামে সুশিক্ষিতা নির্ম্মলচরিত্রা মহিলাগণের উপর গ্রামস্থ বালিকাগণের শিক্ষার ভার ন্যস্ত করা কর্ত্তব্য।

৪। কলিকাতায় যে বিবাহ-সংস্কার সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহাকে প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাশালী করা আবশ্যক। সমাজের নেতাগণ ইহাতে যোগদান না করিলে ইহা দ্বারা কোন উপকার সংসাধিত হইবে না।

৫। এই সমিতির তত্ত্বাবধানে ১০।১২টী গ্রাম লইয়া শাখাসমিতি গঠন করা আবশ্যক।

৬। এই সমিতির সাহায্যে পুত্রকন্যাগণ নির্দ্দিষ্ট নিয়মগণ্ডির মধ্যে সংস্থাপিত করা আবশ্যক।

৭। শাখাসমিতির কার্য্য সংস্কারসমিতি সময় সময় পর্য্যবেক্ষণ করিবেন ও শাখাসমিতির সভাপতিকে (Village President) নামে আখ্যাত করিবেন।"

বন্ধুবরের নিয়মাবলী উৎকৃষ্ট, কিন্তু হায়! হায়! যে দেশে একতা নাই; যাহাতে মানুষ দানবের ন্যায় হৃদয় লইয়া অন্যের শোণিত শোষণে নিযুক্ত, যাহাতে শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণেতর জাতিবৃন্দকে নির্য্যাতিত করিতে সতত সচেষ্ট, তাহার সংস্কার কি প্রকারে সংসাধিত হইবে। তবে যে ভগবানের ইচ্ছা "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্" তাঁহার ইচ্ছা হইলে অসাধ্যও সাধিত হয়। তাহাই হউক (amen)

সম্পাদকস্য।

বরিশালে কায়স্থধর্ম্মপ্রচার।

ঢাকার শ্রীযুক্ত রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর প্রভৃতি খ্যাতনামা কয়েকজন কায়স্থের উপস্থান-ঢেউ বরিশাল পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বরিশালের উপকণ্ঠে কাশীপুরগ্রাম। এই গ্রামে কয়েকজন কায়স্থ উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিয়া বরিশাল জিলার নীরবতা ভঙ্গ করিয়াছেন; ইহা উক্ত রায় বাহাদুরের কার্য্যের আনুষঙ্গিক ফল।

কেবল এও নহে; তাঁহাদের উৎসাহে, প্রায় তিন সপ্তাহ অতীত হইল, নববঙ্গের সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয় এই জিলায় আসিয়া কিঞ্চিৎ কায়স্থকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই কার্য্যবিবরণী নববঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে কি না জানি না; তবে তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহা বড় আশাপ্রদ নহে।

তিনি গাভা ও বানরীপাড়া হইতে প্রচার করিয়া গেলে, আমি কার্য্যবশতঃ গাভা গিয়াছিলাম। সেখানে জানিলাম যে, গাভা ইংরেজী বিদ্যালয়ে একটী সভা আহূত হইয়াছিল। গাভা কায়স্থ-পূর্ণ অতি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম কিন্তু এই গ্রাম হইতে ২৫ জন কায়স্থের অধিক তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসেন নাই। তৎপরে তিনি বানরীপাড়াও গিয়াছিলেন, ইহাও একখানি জন-পূর্ণ কায়স্থগ্রাম। এখানেও আমি যেরূপ শুনিয়াছি ৫।৭ জনের অধিক কায়স্থ তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসেন নাই।

তিনি বরিশাল সহরে গিয়া ব্রজমোহনবিদ্যালয়েও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা-কালে শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। এখানে বোধ হয় লোকসংখ্যা কিছু বেশী হইয়াছিল; কিন্তু কোন প্রস্তাব উপস্থিত ও গৃহীত হয় নাই। ফলে কোথায়ও এই উপযুক্ত কায়স্থতত্ত্ববিতের উপযুক্ত সমাদর হয় নাই। ইহা তাঁহার ব্যক্তিত্বের যে কোন দোষ তাহা নহে; তবে বরিশাল কায়স্থেরা কায়স্থসভার কার্য্যের প্রতি সবিশেষ মনোযোগী হন নাই, ইহাই ইহার কারণ। তাঁহারা কি মনে করিতেছেন যে, কায়স্থজাতি যে জাতীয় উন্নতিকল্পে অগ্রসর হইতেছেন তাহা, তাঁহাদের ভ্রূকুটি দেখিয়া, তাঁহারা পরিত্যাগ করিবেন?

আমিও বরিশালে অশ্বিনীবাবুর সহিত কায়স্থকার্য্য বিষয়ে কথোপকথন করিয়াছিলাম। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বরিশালে কায়স্থকার্য্য করা সুপরামর্শ নহে। কিন্তু আমি কথোপকথনে যতদূর বুঝিতে পারিলাম তাহাতে তিনি ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের বিরুদ্ধ। তিনি বলিলেন চারি শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ হয়, হউক; কিন্তু উপবীতগ্রহণ ও অশৌচকাল সংকোচ করিয়া ফল কি? সময়ের গতি হইয়াছে সর্ব্বশ্রেণীর লোককে একীভূত করিয়া লওয়া স্বামি বরং আপনার নমঃশূদ্রের জল চলের পক্ষপাতী কিন্তু আমি একতার বিরোধী হইতে পারি না। যে জাতিভেদ আপনা হইতে ম্লান হইতেছে, তাঁহাকে আবার বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পার্থক্য দ্বারা পুনরুদ্দীপিত করিয়া পরস্পরের হিংসা, বিদ্বেষ বৃদ্ধি করা আমাদের সর্ব্ববিধ উন্নতিরপথে কণ্টক স্থাপন ভিন্ন আর কিছুই নহে!

অশ্বিনীবাবু যেরূপ চরিত্রবান্ ব্যক্তি তাহাতে এ কথাগুলি যে তাঁহার হৃদয়ের কথা তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ হয় নাই। তবে ইহা কেবল তাঁহার হৃদয়ের ভাষা এমত নহে; ইহা সমগ্র কৃতবিদ্য ও অগ্রবর্ত্তী বঙ্গবাসী কায়স্থেরই হৃদয়ের কথা। নগেন্দ্রবাবু গতবার্ষিক অধিবেশনে যেসকল গণ্যমান্য কায়স্থকে কায়স্থসভা হইতে ক্রমশঃ অপসৃত দেখিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন তাঁহাদেরও হৃদয়ের কথা অশ্বিনীবাবুর উপরোক্ত বাক্যের তুল্য।

গত দশ বৎসরের কায়স্থকার্য্য দ্বারা কায়স্থজাতিকে আমরা যেরূপ অবনত করিয়া ফেলিতেছি, ব্রাহ্মণ কায়স্থের দূরত্ব যেরূপ ক্রমশঃ অধিকতর হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে এবং তদ্দৃষ্টান্তে কায়স্থ, বৈদ্য, বৈশ্য প্রভৃতি জাতিবৃন্দের মধ্যে দূরত্ব যেরূপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে আমাদের ক্ষত্রিয়াচার-গ্রহণ যে অবিমিশ্র উপকারজনক এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই প্রায় দশ বৎসরের মধ্যে ঐক্যের কোন বিশিষ্ট চিহ্ন দৃষ্ট হয় নাই; মাননীয় ঘোষ মিত্রের পরিবার মধ্যে যৌন সম্বন্ধ স্থাপন কায়স্থসভা স্থাপনের পূর্ব্ববর্ত্তী কিন্তু এই সুন্দর দৃষ্টান্ত, একতার প্রকৃত বন্ধন, কায়স্থসভার দ্বারা প্রসারিত হয় নাই বরঞ্চ উহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিতে পারা যায়। ২৫০০০ বা শতকরা ৫ জন কায়স্থ গৃহীতোপবীত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু আন্তর্গণিক বৈবাহিক একতার দিকে ইহার কয়জনে পাদক্ষেপ করিয়াছেন? এইহার কয়জন কায়স্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল তাহার হ্রাস করার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন? ইহা দেখিয়া অশ্বিনীবাবুর ন্যায় একজন খ্যাতসংস্কারক যদি কায়স্থকার্য্যের উদ্দেশ্য জাতীয় একতাঘাতক মনে করেন তবে আমরা তাঁহার কি উত্তর করিব?

আমি তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম আপাততঃ কায়স্থকার্য্য দ্বারা জাতীয় একতার পক্ষে কোন উপকার দৃষ্ট না হইলেও ইহা জাতীয় একতাবিধানের ভবিষ্যতে এক অমোঘ উপায় হইয়া দাঁড়াইবে। বর্ত্তমান সময়ে উপবীতি কায়স্থেরা বিশুদ্ধ হিন্দুশাস্ত্রীয়তার ভিত্তিতে অগ্রসর হইবার চিহ্ন প্রদর্শন না করিলেও, তাঁহারা মধ্যযুগের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কৃতনির্দ্দিষ্ট পার্থক্যাবলম্বনে সমাজ গঠনে দৃঢ়সংকল্প নহেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য নবশাখ প্রভৃতি আচরণীয় জাতিবৃন্দ যে সেই প্রাচীন আর্য্যবর্ণের সীমার অন্তর্গত তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। সুতরাং এই সকল জাতি দ্রুতবেগে সাবিত্রীগ্রহণপূর্ব্বক গৃহীতোপবীত হইলে ইহাদের মধ্যে আবার ব্যবহারে বর্ত্তমান সময়ে যে দূরত্ব দৃষ্ট হয় তাহা স্বভাবতঃ কমিয়া যাইবে। একজন ব্রাহ্মণকে নিরুপবীত করিয়া কায়স্থের সমতুল্য করা যেরূপ দুঃসাধ্য, একজন কায়স্থকে সোপবীত করিয়া ব্রাহ্মণের সমতুল্য করা তেমন দুঃসাধ্য ব্যাপার নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য মূলতঃ একবর্ণ, এই বিশুদ্ধ বৈদিকধর্ম্মের প্রতিকার জন্য আমরা বৈদিক আচার গ্রহণ করিতেছি। ইহা কি একতাসংহারক? বৈদেশিক প্রণালীতে জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া সর্ব্বশ্রেণীর লোকের একতা অর্থাৎ আচার ব্যবহারের সামঞ্জস্য করা যেরূপ কঠিন ব্যাপার, বৈদিক ভিত্তিতে জাতিভেদ শিথিল করিয়া সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে সাবিত্রী বিস্তার ও সকল

শ্রেণী হিন্দুর জলচল করিয়া লইয়া, একতা বিধান করা তেমন কঠিন কার্য্য নহে। হিন্দুর বিশ্ববিদ্যালয়, সকল শ্রেণী হিন্দুর মধ্যে অবাধ শিক্ষা প্রচলন, নির্ব্বাচন প্রণালীতে শাসনযন্ত্রের উন্নতিসাধন—ইহার কিছুই আমাদের প্রদর্শিত-রূপ জাতীয়ত্বের বিস্তার ভিন্ন, সকল জাতিকে ধর্ম্মে তুল্যাধিকার প্রদানের পূর্ব্বে, সম্ভাবিত হইবে না। কায়স্থকার্য্য যদি দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয় এবং ইহার দৃষ্টান্তে যদি অন্যান্য জাতি নৈতিক উন্নতির পথে আরূঢ় হয়, তবেই জাতীয় একতারূপ মহাব্রতের উদ্যাপন হইতে পারে। জাতীয় দেহের বিধানতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিনাশ করিয়া ইহার পুনর্জ্জীবনের আশা কি দুরাশা নহে? এরূপ চেষ্টায় জাতির মরণও অসম্ভব নহে। কায়স্থসভা জাতির এতাদৃশ মৃত্যুর প্রতিকূলে ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন মাত্র!

বরিশালে যে কায়স্থকার্য্য কিছুই হইতেছে না কৌলিন্যই তাহার কারণ। গিরীশ বাবু যদি গাভা বানরীপাড়ার ন্যায় কুলীনকায়স্থগ্রামে না যাইতেন বঙ্গবিলের কায়স্থগ্রামসমূহে যাইতেন; নিঃসন্দেহ অধিকতর উৎসাহ পাইতেন। উত্তর রাঢ়ে ফতেসিংহ, বারেন্দ্রে জটাধর নাগ, চন্দ্রদ্বীপে দনুজমর্দ্দন দেব, বাকলায় কেদার রায় (দেব), তেলিহাটীর আদিত্যেরা, মকিমপুরের রাহারা, ভুলুয়ার গুহেরা, নড়ালের দত্তেরা, আঙ্গুলের করেরা মেয়রকাটীর সেনেরা, উজীরপুরের সিংহেরা, ইহাদের কে বিজেতৃকায়স্থগণের বংশধর নহেন? যে সকল ক্ষত্রিয়কায়স্থ বঙ্গে আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই ইঁহাদের বা ইত্যাকার অন্যান্য গৌড়ীয় কায়স্থদিগের পূর্ব্বপুরুষ। পাঠানরাজত্বকালে যখন এদেশে দলে দলে লোকসকল মোসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল, যখন মোসলমানরাজত্ব রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিকক্ষেত্রে সজোরে প্রবেশ করিতেছিল তখন এই বিজেতৃ ক্ষত্রিয়-বংশগুলি অপরিসীম মোসলমানশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ হইয়া কেহ বা সপরিবার জলমগ্ন হইয়াছিলেন, কেহ বা নিজগৃহে অগ্নিপ্রদান করিয়া সপরিবারে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন কেহ বা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া নিষ্প্রভ বা বাধ্য হইয়া মোসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইহাদেরই অবশিষ্টাংশ, বংশধর ও জ্ঞাতি কুটুম্বগণই এক্ষণ গৌড়ীয় কায়স্থ নামে খ্যাত। যেমন আজ অনেক নবাব, আমীর ও ওমরাহগণের বংশধরেরা মোসলমান সমাজে নিষ্প্রভ হইয়া বাস করিতেছেন, এই বিজেতৃ গৌড়ীয়কায়স্থগণের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য যে এদেশের ব্রাহ্মণেরা এবং ব্রাহ্মণানুগৃহীত শূদ্রেরা পাঠান মোসলমানদিগের সহিত যোগদিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশ বা নির্ব্বাসন সাধন করেন, এই সকল ব্যক্তি বিজেতৃ কায়স্থগণের কখনই সপক্ষ ছিলেন না এবং এক্ষণও সম্পূর্ণ সপক্ষ নহেন। বিজেতৃ ক্ষত্রিয়কায়স্থগণের এই স্মৃতি উদ্দীপিত হইতেছে না কেন? আর্য্য-কায়স্থেরা আপনাদের ইতিহাস ভুলিয়া যাইতেছেন কেন? দেশে নানাস্থানে সাহিত্য পরিষদ হইতেছে, দেশের ঐতিহাসিক তত্ত্বের প্রকৃষ্ট সমালোচনা হইলে, কুলজীগ্রন্থে নিনাদিত জয়ধ্বনির বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনিতে হইবে। এজন্য আমরা বলিতেছি, বরিশালের কুলীন কায়স্থেরা যদি

অন্যায় অভিশস্তি ও অযথা ঘৃণা পূর্ব্ববঙ্গের কায়স্থদিগের উপনয়নগ্রহণ বিষয়ে বিশেষ পরিপন্থী হইয়া উঠিয়াছে।" বরিশালের প্রবীন উকীল শ্রীযুক্ত হরনাথ ঘোষ ও মাইমনসিংহের ধনকুবের উকীল অনাথবন্ধু গুহ মহাশয়গণ যাঁহারা আজীবন রাজনৈতিক বিভাগে পণ্ডশ্রম করিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত দত্তমহাশয়ের শিষ্য, দত্তমহাশয়ের অভিমতগুলি তাঁহাদিগের হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। দত্ত মহাশয় বলেন—"চারি শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ হয় হউক, কিন্তু উপবীত গ্রহণ ও অশৌচ কাল সংকীর্ণ করিয়া ফল কি? সময়ের গতি হইয়াছে সর্ব্ব শ্রেণীর লোককে একীভূত করিয়া লওয়া। আমি বরং নমঃশূদ্রের জলচলের পক্ষপাতী কিন্তু আমি একতার বিরোধী হইতে পারিব না। যে জাতিভেদ আপনা হইতেই ম্লান হইতেছে তাহাকে আবার বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পার্থক্য দ্বারা পুনরুদ্দীপিত করিয়া পরস্পরের হিংসা বিদ্বেষ বৃদ্ধিকরা আমাদের সর্ব্ববিধ উন্নতিপথে কণ্টক স্থাপন ভিন্ন আর কিছুই নহে।" মধুসূদ বাবু এই প্রকারে অশ্বিনী বাবুর মতের অবতারণা করিয়া নিজে মন্তব্য করিতেছেন যথা—"অশ্বিনীবাবু যেরূপ চরিত্রবান ব্যক্তি, তাহাতে এই কথাগুলি যে তাঁহার হৃদয়ের কথা তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে ইহা কেবল তাঁহার হৃদয়ের ভাষা এমত নহে। ইহা সমগ্র কৃতবিদ্য ও অগ্রবর্ত্তীবঙ্গবাসী কায়স্থেরই হৃদয়ের কথা। নগেন্দ্র বাবু গত বার্ষিক অধিবেশনে যে সকল গণ্যমান্য কায়স্থকে কায়স্থসভা হইতে ক্রমশঃ অপসৃত দেখিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন তাঁহাদেরও হৃদয়ের কথা উপরোক্ত বাক্যের তুল্য।" মধুবাবু এইসকল মত যেপ্রকার দক্ষতার সহিত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাতে আমাকে কিছু না বলিলেও হইত, কিন্তু দুই চারিটী কথা না বলিলে হয় না বিশেষ মধুবাবুবৃত্তান্তঘটিত ভুল করিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন "নৈষাতর্কেণমতিরাপনেয়া" অর্থাৎ কেবল খণ্ডতর্ক দ্বারা প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায় না। উপরোক্ত কায়স্থমহাত্মাগণ বর্ত্তমান কায়স্থসাহিত্য একবারে বর্জ্জন করিয়াছেন। সময় সময় দুই চারিটা খণ্ডতর্কের অবতারণা করিয়া উপনয়নগ্রহণ ব্যাপারে দোষারোপণ করেন। তাঁহাদিগের বুঝা উচিত শ্রবণ মননিধিধ্যাসন ভিন্ন কোনও বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের উদয় হয় না। আর্য্যকায়স্থ প্রতিভা মাসিক পত্রিকা উক্ত মহাত্মাগণের নিকট পাঠান হইয়াছিল। দত্ত মহাশয় ইহা পাঠ করিবেন না বলিয়া ফেরত দেন। অন্যান্য মহাশয়গণও তদ্রূপ। বিরুদ্ধবাদিদিগের সাহিত্য পাঠ করিতে তাঁহারা আপত্তি করেন কেন? ইহাকেই বলে গোঁড়ামী, এমতাবস্থায় তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন কি প্রকারে হইতে পারে? তাঁহাদিগের প্রধান আপত্তি—

১ম। বর্ত্তমান কায়স্থান্দোলন একতা বিনাশক। আমরা দত্তমহাশয় ও তাঁহার শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করি বর্ত্তমান সময়ে হতভাগ্য বঙ্গদেশে কোনও প্রকার "একতা" আছে কি? যদি একতা আমাদের দেশে থাকিত তবে অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের শ্রমজীবিগণ ধর্ম্মঘট (Strike) করিয়া তাহাদের জঘন্য অবস্থার উন্নতি করিতে পারিত। উক্ত মহাত্মাগণ আজ ত্রিংশৎবর্ষ রাজনৈতিক বিভাগে কার্য্য করিয়া দেশের ও সমাজের কি উপকার করিয়াছেন? আমরা এই কায়স্থান্দোলনে বিগত দশ বৎসর মধ্যে সমগ্র নিম্নস্তরের জাতিগুলাকে জাগরিত করিয়াছি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাক অর্থাৎ নাপিত, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, বারুই, তাঁতি, ময়রা, তিলী, মালী ও সদ্‌গোপ, ধনবলে বলিয়ান্ সর্ব্বসমাজের পরমোপকারী সাহাজাতি, কৈবর্ত্ত, মাহিষ্য এবং সর্ব্বনিম্নে সুবিস্তীর্ণ নমঃশূদ্রজাতি বঙ্গে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সমস্ত জাতিমধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে। সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণ সমগ্র ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলাকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিতেছেন। ইহার প্রধান কারণ স্মার্ত্তপণ্ডিতের আদেশ যথা এই কলিতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র দুটী জাতি আছে মাত্র। কায়স্থ হইতে নমঃশূদ্র সকলেই জঘন্য শূদ্র, ইহাদের কোনও প্রকার শাস্ত্রে অধিকার নাই। দেবমন্দিরে প্রবেশাধিকার এবং দেবতাস্পর্শ ইহারা করিতে পারিবে না। এই অন্যায় অশাস্ত্রীয় আদেশ রদকরা কায়স্থান্দোলনের গৌণ উদ্দেশ্য। ঘৃণার মধ্যে একতা হয় না, সমক্ষেত্রে সমাধীন না হইলে একতা অসঙ্গত। সমস্ত নিম্নস্তরের জাতিগুলী প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক তাড়িত ও লাঞ্ছিত হইতেছে। অধিক কি লিখিব, লিখিতে লেখনী কম্পিতা হয়, যে মহামহিমান্বিত কায়স্থজাতি ভারতে প্রায় ৯৫ লক্ষ যাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় ৮২ লক্ষ উপনয়ন ও দ্বাদশাহ অশৌচ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, যাঁহারা কাশ্মীরে, মধ্যভারতে ও বঙ্গে প্রায় ৩ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, যাঁহারা প্রকৃত রাজার বংশধর তাঁহাদিগের মধ্যে ক্ষুদ্র একটী শাখা প্রায় ১৩ লক্ষ যাঁহারা বঙ্গে উপনিবিষ্ট হন, তাঁহাদিগকে ঘৃণিত শূদ্রত্বের গভীর পঙ্কে

নিমজ্জিত করিয়া ব্রাহ্মণগণ একটী মহতীকীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। শতবর্ষ পূর্ব্বে যখন কায়স্থ বৈদ্যগণ মধ্যে উপবীত গ্রহণের কোন আন্দোলন ছিল না, তখন কি বঙ্গে একতা ছিল? শিরোনাস্তি শিরোপীড়া, যৎকালে একতা বলিয়া কোন জিনিষ বঙ্গে ছিল না ও নাই তখন বৈদ্য ও কায়স্থগণ উপবীতী হইয়া কি প্রকারে তাহা নষ্ট করিলেন? একতা স্থাপন করা বর্ত্তমান কায়স্থান্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঘৃণার স্থলে সমবেদনা উপস্থিত হইলে একতা হইবে, সমবেদনার প্রধান অঙ্গ একত্রে আহার-বিহার ও পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান। ব্রাহ্মণগণ দ্বিজ, বৈদ্য ও কায়স্থগণ, তদনন্তর নবশায়কগণ ক্রমে ক্রমে দ্বিজত্ব গ্রহণ করিতে পারিলে, উপনয়ন প্রভাবে অতি স্বল্প সময়ে একটী মহতী দ্বিজজাতি বঙ্গে স্থাপিত হইবে। তখন বৈদ্য ও কায়স্থগণের সহিত এবং তাঁহাদিগের সহিত ব্রাহ্মণের আহার বিহার ও আদান-প্রদান অনায়স-সাধ্য হইবে। দ্বিজত্বপ্রভাবে এই সকল জাতির উন্নতিও সংসাধিত হইবে। এই স্থলে দত্তজ মহাশয় আর একটী বিষয়ে মনোনিবেশ করিবেন। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার প্রভাবে যে সকল জাতি বঙ্গে স্বাধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব গৌরবে সংস্থাপিত করা কি আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে? অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বঙ্গীয় কায়স্থজাতির পক্ষে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ বর্ত্তমান সময়ে অত্যাবশ্যক হইয়াছে। মহতী কায়স্থজাতির আমরা একটী ক্ষুদ্রাংশ আমাদের দায়াদগণ সকলেই দ্বিজ ও দ্বাদশদিন অশৌচ পালন করিতেছেন। আমরা সমধর্ম্মী না হইলে আমাদের মিলন অসম্ভব। শূদ্রত্ব অর্থাৎ উপবীতশূন্যতা আমাদের মিলনের পক্ষে বিষম কণ্ঠক। এতদিন আমরা ভারতীয় কায়স্থ-মহামণ্ডলের অংশস্বরূপে গৃহীত হই নাই। আজ ৩। ৪ বৎসর হইল তাঁহাদিগের বার্ষিক অধিবেশনে(Kayastha Conference)এ বঙ্গীয় কায়স্থসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় প্রমুখ কয়েকজন উপবীতী কায়স্থ উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিতে নিমন্ত্রিত হইতেছে। অতি সত্বর তাঁহাদিগের সহিত আমাদের বিবাহাদি কার্য্য হইবে। এইক্ষণ দত্তমহাশয় দেখিলেন আমরা একতার পথে অগ্রসর হইতেছি কি না।

দ্বিতীয় আপত্তি।

২। যে জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আপনা হইতে ম্লান হইতেছে তাহাকে এই আন্দোলনে পুনরুদ্দীপ্ত করা কি উচিত?

বঙ্গে জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ম্লান হইতেছে ইহা একটী কাল্পনিক সিদ্ধান্ত। বর্ত্তমান সময়ে যখন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সহস্রশীর্ষ হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে, তখন অশ্বিনী বাবুর ন্যায় জ্ঞানী, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি কিপ্রকারে বলিতে পারেন যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হিন্দুর মধ্যে ম্লান হইতেছে। ফলতঃ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হিন্দুর অস্থিমজ্জায় সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। রামরাজ্যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ভিত্তিতে যে অপূর্ব্ব শাসনযন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা আজিও সভ্যতা ও উন্নতির পরাকাষ্ঠা বলিয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডে ৭ম স্বর্গে এই অবস্থার বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"ক্ষত্রং ব্রহ্মমুখঞ্চাসীৎ বৈশ্যাঃক্ষত্রমনুব্রতাঃ
শূদ্রাঃ স্বধর্ম্মনিরতাঃ, ত্রীন্ বর্ণানুপচারিণঃ ॥১৯

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র স্বধর্ম্মনিরতান্ লোকান্ পর্য্যপালয়ন্ মৌর্ব্বিং শাসাশ। তৎকালে ধর্ম্মাশ্রম ধর্ম্ম গুণকর্ম্ম বিভাগে নিয়ন্ত্রিত হইত! আমরাও বংশানুক্রম ত্যাগ করিয়া যতদূর সাধ্য গুণকর্ম্মে বর্ণাশ্রমকে আনিতে চেষ্টা করিতেছি অত্রাধিক বৌদ্ধবিপ্লবে ও এই ধর্ম্মের বিশেষ কোন হানি হয় নাই, তৎকালে শ্রমণগণ ব্রাহ্মণের অধিকার করিতেন, ক্ষত্রিয়জাতি, ক্ষত্রিয় রাজা প্রতাপে রাজত্ব করিতেন। তখন সমাজ বংশানুক্রমস্থলে গুণকর্ম্মে গঠিত হইতেছিল, এমন সময়ে শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ একদল পুনর্ব্বার বংশানুক্রম সংস্থাপিত করেন। বর্ত্তমান সময়ে সমাজ যে সুদৃঢ়নিগড়ে বহুকাল হইতে আবদ্ধছিল তাহা সমভাবেই আছে। ব্রাহ্মণগণ কণামাত্র অধিকার শূদ্রজাতিকে দিবেন না। যে সকল জাতি অস্পৃশ্য তাহারা বহুকাল হইতে সেই ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় রহিয়াছে। ৫।১০ জন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ যুবক কোন মেছে (...ness) এ একত্রে আহার করিলেন, অথবা ৫।১০ জন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ একত্রে উইলসনের হোটেলে অখাদ্য আহার করিলেন তাহা দেখিয়াই বুঝি দত্তজ মহাশয় মীমাংসা করিয়াছেন যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম শনৈঃ শনৈঃ তিরোহিত হইতেছে। যে বৈদ্যগণ তাঁহার পরম মিত্র তাঁহাদিগের সহিত তিনি স্বদেশীব্রতে নিরত তাঁহাদিগের সহিত কখনও কি সামাজিক ভাবে তিনি আহার করিয়াছেন? তাঁহাদিগের সহিত তিনি আদান প্রদান করিতে পারেন কি? যজ্ঞ-উপবীতের কোনও আন্দোলন পূর্ব্বে বঙ্গে ছিল না, এইকার্য্যে বৈদ্যমহাশয়গণ পথপ্রদর্শক। তাঁহারা দ্বিজত্বপ্রভাবে কায়স্থ হইতে শ্রেষ্ঠাসন সমাজে অধিকার করিবার জন্য আকাশ পাতাল ভেদ করিয়া মহান্দোলন উত্থিত করিয়াছিলেন। বিগত ১৯০০ সনের লোকগণনায় কর্ত্তৃপক্ষগণের তালিকায় কায়স্থ হইতে উচ্চপদ লাভ করিতে যে সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা কি দত্ত মহাশয় ও তাঁহার শিষ্যগণ ভুলিয়াগিয়াছেন। বৈদ্য-জাতিমধ্যে প্রায় সকলেই দ্বিজত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, অন্যান্য নিম্নস্তরের জাতিব্যূহ জাতীয় সম্মান লাভার্থে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। এই কি জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ম্লানতা? যে জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বৌদ্ধবিপ্লবে, মুসলমান ও ইংরাজের দীর্ঘ-শাসনকালেও ম্লান হয় নাই, বরং পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে, তাহা কে বিনষ্ট করিয়া আব্রাহ্মণচণ্ডাল একজাতিত্বে পরিণত করিতে পারিবে তাহা ত আমাদের সুদূর কল্পনার স্বপ্নের মধ্যেও প্রবেশ করে না।

বঙ্গীয় কায়স্থগণ যাহা কালনেমীর আবর্ত্তনে হারাইয়াছেন তাহাই পুনরুদ্ধার করিতেছেন মাত্র, নূতন কিছু চাহিতেছেন না, ইহাতে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যসমাজে দ্বেষ হিংসা হইবার কোনও কারণ আমরা দেখি না। দত্ত মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, উপনয়নগ্রহণে আমাদের লাভ কি? দাসত্বের স্থানে রাজত্বলাভ কে না চায়? আমরা কেবল ইংরেজের দাস নহি, ব্রাহ্মণেরও ক্রীতদাস। ব্রাহ্মণ ভিন্ন কায়স্থের কোন উপাসনাদিকার্য্য হইতে পারে না, দ্বিজত্ব-গ্রহণে সেই আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার হইবে। দ্বিজত্ব অভাবে কায়স্থজাতির মধ্যে সংস্কৃতশাস্ত্রচর্চ্চা এককালে তিরোহিত হইয়াছে। ষড়াঙ্গবেদ, পুরাণ, মীমাংসা বেদান্ত ন্যায় ও ধর্ম্মশাস্ত্র কায়স্থগণ দ্বিজত্বাভাবে কাশী,

কাঞ্চী, দ্রাবিড়, নবদ্বীপ ও বঙ্গের কোন চতুষ্পাঠীতে আধ্যয়ন করিতে পারিতেছেন না। ভারতীয় কায়স্থগণ এই সকল বিদ্যার চর্চ্চা করিতেছেন, কিন্তু বঙ্গীয় কায়স্থগণ এই সকল শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ১ লক্ষ বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে ৪।৫ জন মহামহোপাধ্যায় উপাধি পাইয়াছেন, কিন্তু ১৩ লক্ষ কায়স্থ মধ্যে একজনও উক্ত সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। আমাদিগের স্বজাতি শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে কায়স্থগণ প্রবেশ করিতে পারেন না, মূল গায়ত্রী কি প্রণব আমাদের উচ্চারণের অধিকার নাই আমরা শ্রেষ্ঠ দেবক্ষত্রিয় শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের বংশধর হইয়াও আচণ্ডাল ঘোষ, বসু, দত্ত জঘন্য শূদ্র বর্ণান্তর্গত হইয়া দাস ও দাসী উপাধি ধারণ করিয়া আমাদের নরনারীগণ বঙ্গে বাস করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অধঃপতন অন্য কোন জাতির কি কখনও হইয়াছে? ইতিহাস আমরা দেখি না। আমাদের প্রকৃত আসন ব্রাহ্মণ হইতেও উচ্চতর কিন্তু দ্বিজত্ব অভাবে আমরা বৈদ্যজাতি হইতেও নিম্নস্তরে অবস্থান করিতেছি। যে জাতির আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান (Self respect) নাই তাহার মরণই মঙ্গল। গীতা বলিয়াছেন "সম্ভাবিতস্যচাকীর্ত্তি র্মরণাদতিরিচ্যতে।" সম্ভ্রান্তনী জাতির অপমান মরণ হইতেও সমধিক ক্লেশকর। প্রাচীন মিশ্রকারিকায় বল্লালের কুলবন্ধনে আমরা নিম্নলিখিত শ্লোক দেখিতে পাই।—

ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্রাঃ দত্তশ্চ আদি কুলীনাঃ।
নবগুণৈরস্তু সংযুক্তাঃ রাজবংশ সমুদ্ভবাঃ॥

যে নরগুণদ্বারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সমলঙ্কৃত হইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে আচার অর্থাৎ উপনয়ন। এই দ্বিজত্বাভাবে নবগুণের মধ্যে বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপঃ এই ৫টী প্রধান গুণের অধিকারী হইতে পারিতেছি না। ষড়াঙ্গ, চারি বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র, ও পুরাণ এই ১৪টী বিদ্যা নামে আখ্যাত ইহার একটীতেও আমাদের অধিকার নাই, প্রতিষ্ঠা মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য প্রধান, শূদ্রের ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার নাই, কারণ ব্রহ্মচর্য্যের আগে উপনয়ন গ্রহণ করিতেই হইবে। নিষ্ঠা দ্বিবিধ জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ। শূদ্রের জ্ঞানযোগে অধিকার নাই, এক সময়ে বিবেকানন্দ পুণায় বক্তৃতা দিবারকালে তত্রস্থ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের ধর্ম্মবিষয়ে কি সন্ন্যাসে অধিকার নাই বলিয়া আপত্তি করেন। বিবেকানন্দ বলেন যে তিনি শূদ্র অনার্য্যজাতি নহেন তিনি ব্রাহ্মণেরও তর্পণীয় ও পূজ্য শ্রীশ্রীগুপ্তদেবের বংশধর। শূদ্রের আবৃত্তি অর্থাৎ বেদপাঠে অধিকার নাই। তপঃ শব্দের অর্থে পাতঞ্জলি বলিতেছেন যে নিয়মাদি দ্বারা ঈশ্বরের প্রনিধান ও বেদপাঠ ও তদানুষঙ্গিক ক্রিয়াযোগ। শ্রীরামচন্দ্র শূদ্র তাপসীর শিরচ্ছেদন করেন।

দত্তজ মহাশয়ের শেষ আপত্তি যজ্ঞোপবীত গ্রহণ ও অশৌচ সংকীর্ণ করিয়া তিনি ব্রাহ্মণ বৈদ্য জাতির সহিত বিবাদ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি রাজনৈতিক বিভাগে স্বাধিকার উদ্ধার করিতে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত কি নিমিত্ত ঘোর বিবাদ করিতেছেন, যে বিবাদে তাঁহাকে বিদেশে অনেকদিন অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল। সামাজিকজগতে ব্রাহ্মণগণ যে গীর্ষস্থানাধিকার করিতেছেন রাজনৈতিক জগতে ইংরেজগণও তদ্রূপ। সংস্কার

পরিবর্ত্তন, রাজনৈতিকসংস্কারে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ যে প্রকার বাধা দিতেছেন, ব্রাহ্মণগণও তদ্রূপ দিবেন আশ্চর্য্য কি, তাই বলিয়া কি আমাদের জাতীয় অধিকার গ্রহণ করিব না? ভগবান্ বলিয়াছেন,—স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। কায়স্থগণ দেবক্ষত্রিয় হইয়া শূদ্রেরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এইক্ষণ কায়স্থের স্বধর্ম্ম উদ্ধার করিতে তাঁহাদের জীবনপণ করা কি উচিত নহে? আমরা আশা করি, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় এই প্রবন্ধ ও পাদমন্তব্য পাঠ করিয়া সত্বর যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করতঃ স্বধর্ম্ম পালন করিবেন। মধুবাবুর বৃত্তান্তঘটিত ভ্রম সম্বন্ধে আমরা এইমাত্র বলিব যে, বিধবাবিবাহ উপলক্ষে যে মতান্তর উপস্থিত হয় তাহাতেই কলিকাতার কয়েকজন কায়স্থনেতা কায়স্থসভার সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন, বিশেষ কায়স্থসভার কার্য্যপ্রণালী অনেকেই অনুমোদন করেন না। সমগ্র কায়স্থসমাজ, নীচ উচ্চ বিচার না করিয়া, প্রসারিত বাহুযুগলে আবেষ্টন করিয়া একটী বিরাট আন্দোলন কায়স্থসভার কর্ত্তৃপক্ষগণ করিতে পারিতেছেন না, পাদমন্তব্য সুদীর্ঘ হইয়া গেল পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

সম্পাদকস্য।

সানুবাদ মিশ্রকায়স্থ-কারিকা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)

মূলম্।

চতুর্থাশ্রমযোগ্যেষু, শ্যাম্যমাদধুরুত্তমাঃ।
সর্ব্বত্র বিষয়াসক্তি, রহিতাঃ শিবহেতবে॥৩২
সদা সদাচারপরাঃ, পরপ্রাণিহিতেরতাঃ।
বৈশ্যীয়াং বৃত্তিমাসাদ্য, গার্হপত্যাদি সেবকাঃ॥৩৩
দ্বিতীয়স্তু সবিজ্ঞেয়, শ্চন্দ্রহাস উদারধীঃ।
চিত্রগুপ্তাখ্যকোজ্জাতিঃ, যথাসূর্য্যধ্বজোহভবৎ॥৩৪
স একদা মুখ্যপুমান্, সখীনাং স্থিতি হেতবে।
মন্ত্রতো চ বিশুদ্ধায়ৈ, বিত্তয়ে সমচিন্তয়ৎ॥৩৫
তুষ্টেষ্ট দেবতাযস্য, চন্দ্রমাঃ সমজায়ত।
তস্মাদেনং সমারাদ্ধুং, মভবৎ কৃতনিশ্চয়ঃ॥৩৬
এবং স চ বিনিশ্চিত্য, চন্দ্রমসমুপাসিতুম্।
যযৌ সুমেরু শিখরং, সুপর্ব্ব শ্রেণিশোভিতম্॥৩৭
স্তুত্যানয়েবং সন্তুষ্টো, রাজা সর্ব্বদ্বিজন্মনাম্।
ওষধী নামধিপতিঃ, জহাস শুভবীক্ষণৈঃ॥৩৮
আবিরাসীৎ সমক্ষেহসৌ, চন্দ্রমামৃগলাঞ্ছনঃ।
কৃপানিধিরুবাচেদং, মধুরং পূর্ণবৎসলঃ॥৩৯
বরং বরয়ত ক্ষিপ্রং, মত্তোমনসি নিশ্চিতম্।
শ্রুত্বাপি সুভগং পুণ্যং, বরয়ামাস সত্বরম্॥৪০
দদাসি যদি দেবেশ, বাঞ্ছিতং মে দদস্ব তৎ।
মদীয় বংশ বর্গস্য, বাসস্থান মনুত্তমম্॥৪১
উপাসনায় ভোস্বামিন্, মর্ত্ত্যে চ সততং স্থিতাঃ।
তস্মাদ্ যাচেতু মে নাথ, ভবতাদেয়মর্থবৎ॥৪২
এবমাভাষিতঃ প্রীত্যা, প্রহর্ষ্য পুনরব্রীত।
মনঃ সংকল্পিতং সর্ব্ব, মেতাবত্তে ভবিষ্যতি॥৪৩

ভবদুক্তি বশাজ্জাতো, হাস্যোঽয়ং তদ্ভবানপি।
চন্দ্রহাসাভিধানেন, সর্ব্বকায়স্থ মণ্ডলে ॥৪৪
গণ্ড লেখঃ সুতেজস্বী, চন্দ্রবানুগ শোভিতঃ।
মাহিষ্মতী সমীপস্থ, চন্দ্রহাস গিরীশ্বর ॥৪৫
অতুল স্থিতিমৎসাক্ষাৎ, পুরং নির্ম্মায় শোভনম্।
চন্দ্রহাসাভিধং লেভে, কায়স্থ জ্ঞাতি লক্ষণম্ ॥৪৬
ভবতস্তত্র পুরুষাঃ সন্তুষ্ট গুণমূর্ত্তয়ঃ।
যথা বৈ লেখনং সর্ব্বে, লভিষ্যন্তে চ তে নিজম্ ॥৪৭
এষাং লেখনধর্ম্মোঽস্তু, ক্ষত্রবর্ণানুধর্ম্মিণাম্।
শ্রীমতাং মুখ্য পুরুষে, ত্বয়ি সম্মান দায়িনাম্ ॥৪৮
ভগবদ্ভক্তি চিত্তানাম, সর্ব্বজীব হিতাত্মনাম্।
ভরদ্বাজ প্রসাদেন, সদাচার স্বধর্ম্মিণাম্ ॥৪৯
বেদাভ্যাসন বৃত্তীনাম্, শ্রৌত স্মার্ত্তানুযায়িনাম্।
চিত্রগুপ্তস্য পুণ্যেন্, সর্ব্বব্যাপার বর্ত্তিনাম্ ॥৫০
ইতিদত্ত্বা বরংতস্মৈ, তত্রৈ বান্তরধীয়ত।
চন্দ্রহাসস্তদাদেশং, চক্রে স বিধিপূর্ব্বকম্ ॥৫১
তত্র স্থিতিমতস্তস্য, বহুধা বংশতন্তুভিঃ।
পুত্র পুত্রজ পুত্রাদি, নপ্তৃনপ্তৃজনপ্তৃজৈঃ।৫২
চন্দ্রহাসস্যবংশীয়াঃ, কৃতযজ্ঞোপবীতিনঃ।
সুহৃৎ সুম্বন্ধিতদ্বর্গ, বিভবৈর্ব্যাপৃতামহী ॥৫৩
তৃতীয়ঃ সুরিচন্দ্রার্দ্ধ, শ্চন্দ্রদেহশ্চতুর্থকঃ।
পঞ্চমো রবিদাসোঽপি, রবিরত্নশ্চ তৎপরঃ ॥৫৪
সপ্তমো রবিধীরঃস্যাৎ, অষ্টমো রবিপূজকঃ।
গম্ভীরো নবসংখ্যকো, দশমঃ প্রভুসংজ্ঞকঃ ॥৫৫
একাদশো ব্রহ্মাখ্যাতো, বল্লভঃ পরমার্থধীঃ।
উদার হাসোবিজ্ঞেয়, রবির্দ্বাদশ সংখ্যকঃ ॥৫৬
মধুমানস্তৎপরশ্চ, বিশ্বদৈবত সংখ্যয়া।
ভট্টঃ সুভট্টঃ সর্ব্বজ্ঞো, ধীমান্ পঞ্চদশোঽ পরঃ ॥৫৭
শ্রীগৌড় ষোড়শতমো রাজধানা ততঃ পরম্।
অষ্টাদশম-আনন্দঃ, সংভ্রমৈকোনবিংশতিঃ ॥৫৮
বিশ্বাসঃ পঞ্চতত্ত্বজ্ঞ, একবিংশতমঃ সুরঃ।
এতাষামনুগন্তারো, বিংশ বিংশমিতাঃ পুনঃ ॥৫৯

ইতি মিশ্রকারিকায়াং পদ্মপুরাণীয়া পাতালখণ্ড-নাম প্রথমোধ্যায়ঃ। (ক্রমশঃ)

বঙ্গানুবাদ।

পরম মঙ্গলজন্য সকল বিষয়ে নিরাসক্ত হইয়া চতুর্থাশ্রম যোগ্য উত্তমা শান্তি আশ্রয় করিলেন। ৩২। তাঁহারা সর্ব্বদা সদাচার-সম্পন্ন, সর্ব্বপ্রাণিহিতকারী এবং যজ্ঞীয়বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, গার্হপত্যাদি অর্থাৎ সাগ্নিক গৃহস্থের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ৩৩। (১) চিত্রগুপ্তের দ্বিতীয় বংশ ধীশক্তি-সম্পন্ন, উদার চন্দ্রহাস, সূর্য্যধ্বজের ন্যায় ইনিও চিত্রগুপ্তের জ্ঞাতি ৩৪। এই প্রধান পুরুষ একদা বন্ধুগণের স্থিতি, বিশুদ্ধ সন্ততি এবং ধনের নিমিত্ত চিন্তিত হইলেন। ৩৫। এই সকল অভীষ্ট লাভার্থে তদীয় কুলদেবতা চন্দ্রমার উপাসনায় কৃতনিরত হইলেন। ৩৬। চন্দ্রমাকে উপাসনা করিতে তিনি সুন্দর শৃঙ্গ-রাজীশোভিত, সুমেরুপর্ব্বতের শিখরদেশে গমন করিলেন। ৩৭। দ্বিজদিগের ও ওষধী-গণের অধিপতি চন্দ্রমা তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শুভক্ষণে তাঁহাকে দর্শন করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন। ৩৮। (২) তখন পূর্ণপ্রেমময়,

(১) এই সূর্য্যধ্বজ কায়স্থবংশ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উজ্জয়িনী দেশে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি বিভানুর বংশধর ও ঘোষবংশের আদিপুরুষ। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই ভবিষ্য-পুরাণকার বলিয়াছেন— "চিত্রগুপ্তবংশ্যানাং ব্রাহ্মণত্বমাপদ্যতে"। অর্থাৎ চিত্রগুপ্তবংশীয়েরা ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়াছিলেন, অহো! সেই ঘোষ-বংশ আজিও শূদ্রত্বকবলে নিপতিত।

(২) রাজা সর্ব্বদ্বিজন্যাম্—দ্বিজরাজ-চন্দ্র। ওষধীনামাধিপতিঃ—ওষধীপতি, চন্দ্র।

রসাগর মৃগাঙ্কচন্দ্রদেবতা তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, এইরূপ মধুরবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন। ৩৯। "শীঘ্র তোমার মনঃ কল্পিত অভীষ্ট বর আমার নিকট হইতে গ্রহণ কর" ফলতঃ অতি সত্বর যে বর তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহা অতিশয় সৌভাগ্য-শালী ও পবিত্র। ৪০। চন্দ্রহাস কহিলেন যে হে দেবেশ! যদি আমার বাঞ্ছিত বর আমাকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার বংশীয়গণের জন্য উত্তম বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করুন। ৪১। হে স্বামিন্! তোমার উপাসনার জন্যই যেন আমার বংশীয়গণ এই বসুন্ধরায় অ-ক্ষুণ্ণভাবে বাস করে, এবং সেই জন্য আপনার নিকট এই বর চাহিলাম, এবং আপনিও উক্ত প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য বাসস্থানের বর আমাকে দিবেন। ৪২। এই প্রকার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার হাস্য করিয়া বলিলেন —"তোমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হউক"। ৪৩। তোমার বাক্যে আমি হাসিয়াছি, অতএব তুমি চন্দ্রহাসনামে কায়স্থমণ্ডলে প্রসিদ্ধ হইবে। ৪৪। সুচিহ্নিত কপোলদেশ, পরম তেজস্বী আমার ন্যায় জ্যোতিবিশিষ্ট তোমা-দের মুখ, মাহিষ্মতী সমীপস্থ চন্দ্রহাসনামা গিরির অধীশ্বর হইবে। ৪৫। অতুল্য প্রশংসনীয় চিররক্ষিত পুরী নির্ম্মাণ করিয়া কায়স্থবংশের উপাধি চন্দ্রহাসনাম ধারণ করিবে। ৪৬। তোমার উত্তরপুরুষগণ সতত সন্তুষ্ট, গুণরাশিবিশিষ্ট, নিজের বৃত্তি-রূপ সকলেরই লিখনকার্য্যে অধিকার হইবে। ৪৭। এই লিখনকার্য্যে তাঁহারা ক্ষত্রধর্ম্মানুসরণ করিবেন, এবং আপনি রাজশ্রী-শোভা আদিপুরুষ বলিয়া আপনার বংশধরগণ আপনাকে মহাসম্মান করিবেন। ৪৮। তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, সর্ব্বজীবহিতকারী, মহর্ষি ভরদ্বাজের প্রসাদে সদাচারসম্পন্ন, এবং স্বধর্ম্মে অনুরক্ত হইবেন। ৪৯। নিজের বৃত্তিস্বরূপ তাঁহারা বেদপাঠে নিযুক্ত থাকিবেন, এবং শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের পুণ্যফলে, তাঁহারা শ্রুতি ও স্মৃতি অনুযায়ী সর্ব্বকর্ম্মক্ষম হইবেন। ৫০। (৩) এই প্রকার বর প্রদান করিয়া চন্দ্র সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন, তখন চন্দ্রহাস তাঁহার সমস্ত আদেশ প্রতিপালন করিলেন। ৫১। চন্দ্রহাস নিজ অপূর্ব্বপুরে অবস্থান করতঃ চন্দ্র-বংশ বিস্তার করিলেন বহু পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্রী এবং তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততিগণ। ৫২। এই প্রকারে চন্দ্রহাসের বংশীয়গণ, যজ্ঞোপবীতী হইয়া স্বজন সম্বন্ধীগণ-সহ ধনজনে পৃথিবীতে বিস্তৃত হইলেন। ৫৩। কায়স্থের তৃতীয় বংশ সুরীচন্দ্রার্দ্ধ, চতুর্থ চন্দ্র-দেহ, পঞ্চম রবিদাস, ষষ্ঠ রবিরত্ন। ৫৪। সপ্তম রবিধীর, অষ্টম রবিপূজক, নবম গম্ভীর, দশম প্রভু কায়স্থ॥ ৫৫। একাদশ ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন-বল্লভ, দ্বাদশ রবিউদারহাস॥ ৫৬। ত্রয়োদশ মধুমান্, চতুর্দ্দশ ভট্ট, পঞ্চদশ সর্ব্বজ্ঞধীমান্ সুভট্ট। ৫৭। ষোড়শ শ্রীগৌর, সপ্তদশ রাজ-ধানী, অষ্টাদশ আনন্দ, উনবিংশ সম্ভ্রম। ৫৮। বিংশ বিশ্বাস, একবিংশ পঞ্চতত্ত্বজ্ঞ। এই একবিংশ কায়স্থের প্রত্যেকে আবার বিংশ বিংশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। ৫৯। (৪)

ইতি পদ্মপুরাণীয়া পাতালখণ্ডের বঙ্গানুবাদ।

(ক্রমশঃ) সম্পাদকস্য।

(৩) আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহ ক্ষাত্রোধর্ম্ম-ইবাশ্রিত। রঘুবংশ।

(৪) স্বর্গগত শশিভূষণ নন্দী এইসকল কায়স্থ বিভাগ সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ

করিয়াছেন তাহা তাঁহার বহুদিনের গবেষণার ফল, উহার সারাংশ আমরা এই স্থলে দিলাম। তৃতীয় বিভাগ সুরীচন্দ্রার্দ্ধ—পরশুরামের ভয়ে ইহারা অসিজীবী হইতে মসীজীবীতে পরিণত হন, এবং তাহার পর যুগে ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশক হন, সেই জন্য ঐ প্রকার নামকরণ হইয়াছিল। ৪র্থ চন্দ্রদেহ—যে সকল চন্দ্রবংশীয় অসিজীবী ক্ষত্রিয়গণ চৈত্রগুপ্ত কায়স্থদিগের আদান প্রদানে সংমিশ্রিত হইয়াছিলেন তাঁহারা এই উপাধিবিশিষ্ট হন। নন্দী মহাশয় বলেন যেসকল অসিজীবী ক্ষত্রিয়গণ চৈত্রগুপ্ত কায়স্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিচারকার্য্যে নিযুক্ত হন তাঁহাদিগকে রবিদাস বলিত। ষষ্ঠ রবিরত্ন, ইহারা শ্রেষ্ঠ অসিজীবী ক্ষত্রিয়গণ চিত্রগুপ্তজ কায়স্থের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিলেন। সপ্তম রবিধীর যেসকল সূর্য্যবংশীর ক্ষত্রিয়গণ কালক্রমে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী চিত্রগুপ্তজ কায়স্থের সহিত মিলিত হন ও ইন্দ্রিয়াদিকে বিষয়বিভব হইতে নিগ্রহ পূর্ব্বক বৈশ্যাবলম্বী হন। নবম গম্ভীর যে সকল কায়স্থ খড়্গ মন্ত্র প্রকাশক। দশম প্রভু—চন্দ্রবংশীয় চন্দ্রসেন রাজার পুত্র সোমদেবের বংশাবলী। দাক্ষিণাত্যে ইঁহারা আজিও প্রভু সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ। ইহারা রাজবংশজ। কেহ কেহ বলেন যে মহারাষ্ট্র বীর শিবাজী এই বংশ সম্ভূত ছিলেন। চতুর্দ্দশ—সুভট্ট—ইহারা বিশ্বদৈবতসংখ্যা বিশিষ্ট অর্থাৎ ইহারা একাদশ সংখ্যায় বিভক্ত যথা—শ্রীবাস্তব, মাথুর, নিগম, ঐঠানা, অম্বষ্ঠ, সক্সেনা, ঊনাথা, রুস্তী, বাল্মীকী, ভট্টনাগর ও শৈব্যসেনা। ষোড়শ—গৌড় অথবা শ্রীগৌড়—ইনি বঙ্গদেশে আসিয়া বঙ্গীয় কতকগুলি কুলীন ও মৌলিক কায়স্থের আদিপুরুষ হন। সপ্তদশ রাজধানা—টড্ সাহেবের রাজস্থান হইতে জানা যায় যে, রাজধানা শব্দ হইতে রাজপুতানা নাম হইয়াছে। রাজধান শব্দের অর্থ রাজপুর অর্থাৎ রাজাদিগের বাসস্থান। মেওয়ারাদিনিবাসী গোহিলট্ রাজপুত বংশ, ইহারাই বঙ্গীয় গুহবংশের আদিবংশ। মহারাষ্ট্রীয় কায়স্থগণ ২৬টী গোত্রে বিভক্ত। তাঁহারা ব্রাহ্মণের সমশ্রেণী ও প্রভুজী বলিয়া খ্যাত।

সমালোচনা।

কৃষিসম্পদ।—শ্রাবণের পত্রিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই পত্রিকাখানি কৃষি—সর্ব্বস্ব বঙ্গদেশের বহুল উপকার সংসাধিত করিতেছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষ মহাশয় এই পত্রিকাখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। কৃষি-তত্ত্ববেত্তা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ F. R. H. S. মহাশয়ের লিখিত উদ্ভিদতত্ত্ব প্রবন্ধটী আমরা অতীব আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি। জাপান আজকাল কৃষি সম্বন্ধে অতিশয় উচ্চাসনলাভ করিয়াছে, তদ্দেশীয় কৃষক বিজ্ঞান বলে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার সমকক্ষতা আমেরিকা কি জার্ম্মনীও লাভ করিতে পারেন নাই। সেই স্থানে সুশিক্ষিত শ্রীযুক্ত রসিক-

রঞ্জন ঘোষ M. S. A. মহাশয় লিখিত জাপানে কৃষি প্রবন্ধটী সুখপাঠ্য ও উপদেশপূর্ণ। মালদহের আম্রপ্রসঙ্গ ও কলম প্রণালী অতি উপাদেয় প্রবন্ধ আমরা আশা করি কৃষি—প্রধান বঙ্গদেশে কৃষিসম্পদ প্রতিগৃহে পঠিত হইবে।

২। কোহিনূর।—আশ্বিন অথবা ঈদ সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ঈদের আহ্বান কবিতাটী সুন্দর ও সুখপাঠ্য। কবি গাহিলেন ;—

আসিয়াছে ঈদ, হৃদয় সুহৃদ,
নিখিল সুপ্রভাত।

মুসলমান ভ্রাতৃগণের ঈদের সহিত হিন্দুর বিজয়ার মহামিলন উপস্থিত। ভারতে এই মহামিলনের দিনে হিন্দুমুসলমানমধ্যে প্রেমের বন্ধন সুদৃঢ় হউক আমরা প্রার্থনা করি। এই সুখশান্তির দিনে তুরস্কজাতির সহিত ইটালীর সঙ্ঘর্ষ বজ্রপাতের ন্যায় আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিল, যে রণবিশারদ দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান জাতি এক সময়ে প্রায় সমগ্র ইউরোপ বাহুবলে করতলগত করিয়াছিল, সেই তুরস্কজাতি ইতালীর ন্যায় একটী ক্ষুদ্রশক্তির নিকট পরাজিত হইল, ইহা অপেক্ষা হৃদয়বিদারক সংবাদ আর কি হইতে পারে? রমজান, ফরাসীরাজ্যে মোসলেম অধিকার ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য ও উপদেশপূর্ণ।

৩। বীরভূমী।—আশ্বিনের সংখ্যায় দীনতা গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতা ও মহিলা কবির রামায়ণ প্রবন্ধগুলি পাঠে আমরা বিশেষ আনন্দানুভব করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে কায়স্থ কবি শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় যে উচ্চাসনলাভ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্ব সম্মত। কবিবর ভারতচন্দ্র রায়ের পরে এপ্রকার প্রাঞ্জল মর্ম্মস্পৃক্ উত্তেজনাময়ী ভাষায় আর কেহ মিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন আমরা জানি না। শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের লিখিত রাজা রামমোহন রায়ের সমাধিমন্দির প্রবন্ধটী পাঠে আমরা ব্যথিত হইলাম। অধর্ম্মের সমুদয়ে যে মহাত্মা ধর্ম্মকে পুনঃ সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহার সমাধিমন্দিরটী যাহাতে চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে তৎপ্রতি কি হিন্দু কি ব্রাহ্ম সকলেরই যত্ন ও অর্থসাহায্য করা কর্ত্তব্য। ঘোষালমহাশয়ের শেষ আবেদনটী আমরা আশাকরি সত্বরেই পূর্ণ হইবে, সেই আবেদনটী এই "রাজা রামমোহন রায়ের সমাধিমন্দির রক্ষার্থে অতি সামান্য অর্থ ১৫০০৲ টাকা কি সংগ্রহ হইবে না? অবশ্যই হইবেক।"

৪। মাহিষ্য সমাজ।—আমরা আশ্বিনের সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। ভাদ্র সংখ্যায় জালিক কৈবর্ত্ত ও মাহিষ্য মীমাংসা সুন্দর প্রবন্ধ। লেখক বিশদভাবে কৈবর্ত্ত যে জালিক কৈবর্ত্ত হইতে পৃথক ও উচ্চজাতি তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। মাহিষ্য কৈবর্ত্ত জাতি রাজারবংশ, এই জাতির পুনরভ্যুত্থান আমরা সর্ব্বান্তকরণে প্রার্থনা করি। আশ্বিন সংখ্যায় আত্মমর্য্যাদা ও শিক্ষা ও বর্ণভেদ সুখপাঠ্য উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধ। এই মাসিকপত্রিকাখানি স্বদেশের প্রকৃত মঙ্গল করিতেছে ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।

৫। শক্তিকণা।—এই পত্রিকাখানির শ্রাবণ সংখ্যা পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সাহা সম্পাদক মহাশয় এত বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি করিতেছেন কেন? বঙ্গে

বিশেষতঃ চাকায় সাহা একটী বিভবশালী জাতি। তাঁহাদিগের মুখপত্রখানি নিয়মিত-রূপে প্রকাশিত হওয়া কর্ত্তব্য। আষাঢ়, শ্রাবণ সংখ্যায় প্রবন্ধগৌরব বিকশিত হয় নাই। প্রায়শ্চিত্ত গল্পটী মন্দ নয় কিন্তু বন্দী প্রবন্ধটী মহিলারচিত হইলেও অপ্রাসঙ্গিক। কয়েকটী সামাজিক কথা প্রবন্ধটী সাহাজাতির প্রকৃত মঙ্গলার্থে লিখিত হইয়াছে। আমরা এই মহতী জাতির উন্নতি কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করি।

৬। হিন্দুসখা।—আমরা আশ্বিন পর্য্যন্ত পাইয়াছি। জাপানের অতীত ও বর্ত্তমান প্রবন্ধটী মন্দ নহে। কিন্তু আর গুলির কোন বিশেষত্ব নাই।

৭। বিজয়া।—ভাদ্রসংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর প্রবন্ধটী উপদেশ-পূর্ণ, অন্যগুলির বিশেষ কোন মূল্য নাই।

৮। তিলিবান্ধব।—শ্রাবণ পর্য্যন্ত হস্তগত হইয়াছে। তিলি বঙ্গে একটী ধনবহুল জাতি, বিশেষ যে জাতির কর্ণধার কাশিমবাজারের মহারাজা, তাহার মুখপত্রের এ প্রকার দুর্গতি কেন? তিলবান্ধব তিলিজাতির অনেক উপকার করিতেছে, আমরা আশা করি তিলি-সম্মিলনীর মুখপত্রস্বরূপ ইহা গৃহীত হইবে। মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিগত জ্যৈষ্ঠমাসে কলিকাতায় যে তিলিসম্মিলনীর অধিবেশন হয়, তাহার কার্য্যবিবরণী আষাঢ় সংখ্যায় পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। আশা করি সম্মিলনীর প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত হইবেক। শ্রাবণ সংখ্যায় স্বপ্নবিবরণ, সম্মিলনী সম্বন্ধে দুই একটী কথা, প্রতিবাদ ও প্রত্যুত্তর প্রবন্ধগুলি উপদেশপূর্ণ ও তিলিজাতির উন্নতিনিয়ামক।

সম্পাদকস্য।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

অদ্য ১৫ই আশ্বিন ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, ক্ষত্রিয় বীরবর শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব দিন। বঙ্গীয় কায়স্থক্ষত্রিয়গণ! যেই ক্ষত্রিয়দেবতার আদর্শজীবন সম্মুখে রাখিয়া বিজয়োৎসবে প্রমত্ত হউন। আমাদিগের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ অভিযান বিজয়োৎসবের পর হইতে যেন দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়। বঙ্গীয় কায়স্থবর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচারকগণ! আশা করি আপনারা নববলে উৎসাহিত হইয়া কায়স্থসমাজে শূদ্রত্বরূপ অসুরের অবশিষ্টাংশ বিনাশে তৎপর হইবেন। বিগত দশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া কি ক্লান্ত হইয়াছেন! সমাজের উপরিভাগ (Surface) স্পর্শ করিয়াছেনমাত্র। মহার্ণবসম সমাজ, শূদ্রত্বের সুগভীর নীর, আপনাদিগের সম্মুখে বিরাজিত। আমরা সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সমাজ নির্ম্মাণ করিতেছি, আমাদিগের জয় অবশ্যম্ভাবী। আজ শুভদিনে শুভক্ষণে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার প্রবন্ধলেখকগণ, গ্রাহকগণ, বন্ধুগণ, পৃষ্ঠপোষক মহাত্মাগণ এবং বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য মহাত্মাগণ আমাদিগের প্রণাম, নমস্কার ও আলিঙ্গন গ্রহণপূর্ব্বক আমাদিগকে চরিতার্থ করুন। শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং।

২। প্রতিভার পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, বিগত ১৫ই আশ্বিন বিজয়ার দিনে চট্টগ্রামের সাধনপুর কায়স্থসভার সভাপতি কায়স্থদর্পণপ্রণেতা শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধাদি, শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা ও হোমাদি সম্পন্ন করিয়া ক্ষত্রিয়াচারে যজ্ঞোপবীত ধারণ করতঃ চট্টলবাসী কায়স্থবৃন্দকে একটী সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্য, শ্রীযুক্ত রামকুমার চক্রবর্ত্তী ব্রহ্মা ও শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তন্ত্রধারের কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয় এই শুভ কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহার বাটীতে একটী কায়স্থোপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপিত করিবেন। সেস্থানে কায়স্থসন্তান বিনা ব্যয়ে উপবীত গ্রহণ করিতে পারিবেন। সাধনপুর-গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র স্মৃতিরত্ন এই মহামঙ্গলকর কার্য্যটীকে পণ্ড করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি কায়স্থবিদ্বেষী। আমরা অতুলবাবুর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

৩। শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় সলোসপুর খোকুনা হইতে লিখিতেছেন—"শুনিয়া সুখী হইবেন দেবক্ষত্রিয়ানী গিরিরাজনন্দিনীর শুভাগমনে বাগহুলীগ্রামে ১৮ জন দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ ও রূপীরাটগ্রামের ১৫ জন বারেন্দ্র কায়স্থ যাথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের কুলপুরোহিত আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।" উপনীত কায়স্থমহাত্মাগণের দীর্ঘজীবন আমরা প্রার্থনা করি।

৪। হিন্দুবিবাহসংস্কারসম্বন্ধে সহযোগী মহামায়া লিখিতেছেন—বিগত ৩০শে আষাঢ় রবিবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে হিন্দুবিবাহ সংস্কার সম্মিলনীর একটী অধিবেশনে কাশীর পণ্ডিত কেশবদেব শাস্ত্রী মহাশয় "বৈদিক সময়ে বিবাহ" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে বেদেরমতে পুরুষের অন্যূন ২৫ বৎসর ও বালিকার অন্যূন ১৬ বৎসর বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত। এই কথার সমর্থনে তিনি বেদের বহু প্রমাণাদি উদ্ধৃত করেন। ডাক্তার চুনিলাল বসু মহাশয় বলেন যে স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা দেখিয়া সমাজের সভ্যতার অবস্থা বুঝিতে হইবে এবং প্রাচীন ভারতের রমণীগণের অবস্থা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে আমরা পূর্ব্বে কত উন্নত ছিলাম। বক্তৃতাদি শেষ হইলে বহুসংখ্যক যুবক ২৫ বৎসরের নীচে বিবাহ করিবেন না ও ১৬ বৎসরের কম বয়স্কা বালিকাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকারপত্র সহি করেন। প্রতিভার স্তম্ভে ও কায়স্থসভার মঞ্চে আমরা বহুবার ঐ প্রকার বিবাহ বেদমতে প্রকৃত ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়াছি, কিন্তু কায়স্থসমাজ নিশ্চেষ্ট—এইক্ষণে যদি শিক্ষিত যুবকদলের চৈতন্য হয় তবে শুভ ফলের আশা আমরা করিতে পারি।

৫। প্রয়াগে মুন্সী লালা কালীপ্রসাদের স্থাপিত একটী চিত্রগুপ্তদেবের মন্দির আছে। এই কায়স্থদেবতার আর একটী মন্দির অযোধ্যায় আছে। যাহা হউক প্রতিভার পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় প্রয়াগের মন্দিরটী ও তন্মধ্যস্থিত আমাদিগের

আদি পুরুষের আনন্দময় সুন্দর বিগ্রহ দর্শন করিয়া কায়স্থজীবন সার্থক করেন নাই। তাঁহাদিগের জন্য নিম্নলিখিত বিবরণটী প্রতিভায় দেওয়া হইল। দ্বিচত্বারিংশবর্ষ অতীত হইল লালা কালীপ্রসাদ ও লালা শালিগ্রাম মহোদয়-দ্বয়ের যত্নে এই মন্দিরটী প্রস্তুত হয়। কায়স্থরমণী উমেদকুমারী (Mussamat Umed Kuar) ৪০ হাত দীর্ঘে ও প্রস্থে এক খণ্ড চতুষ্কোণ ভূমি প্রদান করেন এবং ৬।৭ শত টাকা চাঁদা সাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত হয়। মন্দিরটী ক্ষুদ্র, মাসিক আয় বর্ত্তমান সময়ে ৪।৫ টাকার অধিক হইবে না। এই যৎসামান্য আয়ে দেবতার ব্যয়ভার সংকুলন না হওয়াতে সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। প্রাঙ্গনের পশ্চিম-দিকে একটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই দিক মুখ করিয়া পূর্ব্ব ভাগে শ্রীশ্রীচিত্র-গুপ্তদেবের মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরটী ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত, সম্মুখে প্রস্তরনির্ম্মিত কয়েকটী স্তম্ভ আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে ২টী কামরা। প্রথমটী ১২ হাত লম্বা, ৭ হাত প্রস্থে, ইহার উত্তরে কায়স্থপুরোহিতের জন্য একটী ক্ষুদ্র কামরা, এই উভয় প্রকোষ্ঠের সম্মুখে অর্থাৎ পশ্চিমে ও দক্ষিণে ২টী বারান্দা আছে। উক্ত প্রকোষ্ঠ মধ্যে একটী ২০ ইঞ্চি উচ্চ প্রস্তরবেদিকায় শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের মূর্ত্তিটী সংস্থাপিত হইয়াছে। মূর্ত্তিটী ৪৮ ইঞ্চি ঊর্দ্ধ ও ২০ ইঞ্চি প্রস্থ। চতুর্ভূজাকৃতি উপরের দক্ষিণ হস্তে লেখনী ও নিম্ন হস্তে মসীধার। উপরের বামহস্তে গদা ও নিম্নের হস্তে তরবারি। মূর্ত্তিটী প্রস্তরনির্ম্মিত বর্ণ লোহিত। শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয়ের বর্ণ রক্ত সেই জন্য বোধ হয় ইহার বর্ণ লোহিত হইয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্ণ শ্যাম অর্থাৎ তপ্তকাঞ্চন, হরিদ্রাবর্ণ হইবেক। ঐ বেদীর পার্শ্বে প্রস্তর নির্ম্মিত গণেশ, অষ্টভূজা পার্ব্বতী, নন্দী, বৃষ এবং মহাবীরের মূর্ত্তি আছে। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের গাত্রে একটী হিন্দুস্থানী জামা ও মস্তকে মুকুট। শ্রীযুক্ত নয়ালকিশোর বি, এল, উকীল মহাশয় ইহার বর্ত্তমান সম্পাদক। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রামরূপ ঘোষ বি এ দেববর্ম্মা মহাশয় আমাদিগকে এই বিবরণটী প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার পত্রে অবগত হইলাম যে অর্থাভাবে ভগবানের পূজা সম্যক্‌প্রকারে অনুষ্ঠিত হইতেছে না। বঙ্গীয় কায়স্থমহাশয়দিগের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা যে তাঁহারা উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের নিকট কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য প্রেরণ করিয়া কায়স্থ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন।

৬। কায়স্থোপনয়ন।—যশোহর জিলার অন্তর্গত যোগীবরাট হইতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামলাল চন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন,—"বিগত ২রা শ্রাবণ উক্ত গ্রামে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া, ঘোষপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বামনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থমহোদয়-গণ যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ সেন দেববর্ম্মা।
,, যোগেন্দ্রনাথ সেন ঐ
,, প্রিয়নাথ নন্দী ঐ

এখানে ব্রাহ্মণমণ্ডলী সভাসমিতি করিয়া উপ-নীত কায়স্থদিগের সংশ্রব এককালে ত্যাগ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র জগদীশপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় ন্যায়ের

মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আমাদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। উক্ত ২রা শ্রাবণ তারিখে অনুপবীত কায়স্থ মৃত উপেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাসের শ্রাদ্ধ ত্রিংশৎদিবসে সম্পন্ন হইয়াছিল। তৎ-কালে সামাজিকব্রাহ্মণগণ প্রস্তাব করিলেন যে উপনীত কায়স্থদিগের সংশ্রব ত্যাগ না করিলে তাঁহারা উক্ত শ্রাদ্ধে যোগদান করিবেন না। তখন শ্রাদ্ধকর্ত্তা অনুপনীত কায়স্থগণ উত্তর করিলেন যে চন্দনীর কায়স্থসভায় আমরা যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি তাহা আমাদের রক্ষা করিতেই হইবেক, ফলতঃ আমাদিগের গুরু পুরোহিত ত্যাগ করিতে হইলেও আমরা উপ-নীত কায়স্থদিগকে ত্যাগ করিতে পারিব না। তৎপরে আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ কুলীনশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মীপাসানিবাসী শ্রীযুক্ত মানমোহন বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন হয়। হরিহরনগরনিবাসী ব্রাহ্মণমণ্ডলী সক-লেই উক্ত শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। এবং তাঁহাদিগের কুলপুরোহিত ঠাকুরপুরা-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় পৌরোহিত্যকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই শ্রাদ্ধে "দাস" ও "দাসী" শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই।"

৭। আমরা অতীব আনন্দসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে রায় নৃত্যগোপাল বসু বাহাদুর অস্থায়ীভাবে বঙ্গের এ্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেলপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। এই প্রকার উচ্চপদ বাঙ্গালীর পক্ষে এই প্রথম।

৮। সম্প্রতি অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ সমা-দ্দার মহাশয় মহম্মদপুরের রাজা সীতারাম রায়ের ভগ্ন প্রাসাদমালা পরিদর্শন করিবার সময় নিকটবর্ত্তী অরণ্যে বঙ্গের উক্ত স্বাধীন রাজার একটী প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি পাইয়া উহা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের হস্তে প্রদান করিয়া-ছেন। যদি বঙ্গীয় কায়স্থসভার একটী মন্দির থাকিত, তবে কায়স্থগণ আজ মহাসমারোহে উক্ত কায়স্থরাজার মূর্ত্তিটী তাঁহাদিগের নিজ মন্দিরে স্থাপিত করিতে পারিতেন। আমাদিগের স্বজাতি মহাপুরুষের মূর্ত্তি অপরে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া, বর্ত্তমান কায়স্থসভা উহাকে সভায় সম্পত্তি করিবার কোনও চেষ্টা করিয়া-ছিলেন কি?

৯। ইহা একরূপ স্থির হইতেছে যে ভারত-সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী আগামী ৯ই নবেম্বর ভারত-যাত্রা করিবেন। এবং ২৮শে জানুয়ারি ১৯১২ ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। অনেকে আশা করিতেছেন যে এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে একটী নবোন্নতিযুগের প্রবর্ত্তনা হইবেক।

১০। সকলেই অবগত আছেন যে ক্রিকেট ও ফুটবল পাশ্চাত্যজাতিব্যূহের বল-কৌশল প্রদর্শক প্রীতিপ্রদ ক্রীড়া বঙ্গবাসিগণ এই উভয়বিধ ক্রীড়ায় ইংরেজদিগকে সমরে পরাজয় করিয়া আমাদিগের জাতীয় অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছেন! ভারত হইতে ক্রিকেট খেলিবার জন্য যে দল (Indian Team) ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সম্প্রতি সমারসেট্‌সায়েরের দলকে পরাজিত করিয়াছেন। বিগত ১৩ই শ্রাবণ শনিবার অপরাহ্নে মোহনবাগানদল, কলিকাতার ময়দানে ফলকবিজয় ফুটবলে (Shield Tournament) ইষ্টইয়ার্ক সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া রৌপ্য ফলক (Shield) লাভ করিয়াছেন। অধুনা বঙ্গীয় ক্ষত্রিয়সমিতি গঠনের যুগে এই প্রকার শারিরীক

লের নিদর্শনী জাতীয় শুভচিহ্ন বলিয়া আমরা মনে করি। কায়স্থযুবকবৃন্দ যাঁহারা উপনীত হইতেছেন, তাঁহাদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে এই সকল পুরুষোচিত ক্রীড়ায় ইংরেজদিগের সহিত বল কৌশলে অন্ততঃ সমকক্ষতা দেখাইতে পারিলে আমাদিগের সদাশয় শাসনকর্ত্তাগণ, যাঁহারা গুণের আদর করিতে জানেন, অচিরকাল মধ্যে তাঁহাদিগকে রণবিদ্যায় সুশিক্ষিত ও সামরিক বিভাগে গ্রহণ করিতে পারেন। আমরা সেই শুভ-দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি।

১১। ভ্রম সংশোধন। (ক) ক্ষত্রিয় জীবন পত্র ১৩১৮, আষাঢ় সংখ্যা—

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৯	২য়	৩	বদ্ধ	বধ্য
১০০	১ম	১	বশিষ্ট	বসিষ্ঠ
১০০	১ম	৩	মুর্দ্ধন্যজ্ঞ	মুর্দ্ধন্যযুদ্ধ

(খ) প্রবৃড়ালেখ্যম্ বঙ্গানুবাদ গদ্য ১৩১৮ শ্রাবণ সংখ্যা—

১৮১	২য়	২৮	রর্জত	পারদ

১২। ত্রিশূল পত্রিকা।— তাহিরপুরের ব্রাহ্মণ রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখর রায় সম্প্রতি বারানসীধামে অবস্থান করিয়া তাঁহার ত্রিশূল-নাম্নী সাপ্তাহিক পত্রিকায় যে সকল অশাস্ত্রীয় প্রবন্ধ লিখিতেছেন তাহা পাঠে আমাদের বিশ্বাস যে ত্রিশূল বর্ত্তমান জাতীয়উন্নতিবিধায়ক সমগ্র আন্দোলনের বিরুদ্ধ। এমতাবস্থায় ত্রিশূলের তিরোধান আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। এই পত্রিকার ভাষা যেমন জঘন্য তেমনি ইহার হৃদয় অতি সংকীর্ণ। আমরা অতীব দুঃখিতান্তকরণে লিপিবদ্ধ করিতেছি যে উদারনৈতিকক্ষেত্রে সুশিক্ষিত শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত রাজা শশিশেখরের পরামর্শদাতা হইয়াছেন। আমরা আশা করি, এই প্রকার জনরব মিথ্যা। আমরা আনন্দিত হইলাম যে মহিমান্বিত দুবলহাটীর রাজপরিবার যাঁহারা বিশুদ্ধ সাহা জাতি তাঁহাদের বিরুদ্ধে মানহানি-কর উক্তি ত্রিশূল পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়াতে রাজকুমার জ্ঞানদানাথ রায় মহাশয়ের নিকট উক্ত রাজা শশিশেখর ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। আশা করি এই ঘটনার পর উক্ত শশিশেখর রাজা পরের গ্লানিকর প্রবন্ধাদি আর লিখিবেন না। শশিশেখরের পরিপার্শ্বদ ধর্ম্মানন্দ ভারতীনামা জনৈক ব্রাহ্মণ মধ্যে মধ্যে ত্রিশূল পত্রিকায় যে তীব্র হলাহল উদ্গীরণ করিয়া থাকে তাহার ২।১টী উদাহরণ আমরা কর্ত্তিক প্রতিভায় দিবার চেষ্টা করিব।

১৩। ফরিদপুরে প্রাদেশিক সমিতি। পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গ সম্মিলিত হইয়া বিগত ২৩শে ও ২৪শে ভাদ্রদিবসদ্বয়ে আমাদিগের ফরিদপুরে মাতৃপূজার যে মহোৎসব মহা-সমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে তাহার বিবরণ প্রতিভায় না দিলে আমাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে। রাজনৈতিক সমালোচনা আমরা বর্জ্জন করিলেও দেশের প্রকৃতহিতকর বিষয় আমরা পরিবর্জ্জন করিতে অসমর্থ, ফরিদপুরের অথবা পূর্ব্ববঙ্গের জননেতা শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের অদম্য যত্নে ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ে এই গুরুতর ব্যাপার ফরিদপুরের ন্যায় ক্ষুদ্র স্থানে অত্যল্প সময় মধ্যে সংসাধিত হইয়াছিল। এই প্রকৃত দেশহিতকরকার্য্যে ফরিদপুরের যে সকল মহামানা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য মনীষিগণ দিবারাত্রি পরিশ্রম

করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম আর বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলাম না। তাঁহার সকলেই নিঃস্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ প্রশংসা বা যশের প্রার্থনা করেন না। তবে অন্যস্থান হইতে বাগ্মীবর শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মাননীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, এ, চৌধুরী, ডাক্তার ইউ এন মুখার্জ্জি, ডাক্তার মিত্র, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, অনাথবন্ধু গুহ, বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়, মৌলবী আবুল রসুল ও অন্যান্য অনেক যুক্তবঙ্গের মহামনা ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বিগত ২৭শে ভাদ্র শনিবার অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় ফরিদপুর জেলা পুষ্করিণীর উত্তর ধারে নানাবিধ কারুকার্য্যে সুশোভিত, বিচিত্র ধ্বজাপতাকা, ও পুষ্পহারে সুসজ্জিত অতি বিস্তীর্ণ স্থানে প্রায় তিন সহস্র লোকের সমাগম হয়। সর্ব্ব প্রথমে মাতৃসঙ্গীতের স্বরলহরী দ্বারা নরনারীগণের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিয়াছিল, তাহারপর ফরিদপুর জিলান্তর্গত মাদারিপুরের স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী ও রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে আমাদের বর্ত্তমান অভাবসকল অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া একটী মন্তব্য ইংরেজী ভাষায় পাঠ করেন। তদনন্তর টাকী ও কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী প্রকৃত দেশহিতৈষী মহামনা কায়স্থবংশাবতংস রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সভাপতির আসনে অভিষিক্ত হইয়া ইংরেজী ভাষায় জ্ঞানগর্ভ উপদেশপূর্ণ ন্যায় যুক্তিসঙ্গত একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাহাপাঠে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হয়। তাহারপর সামান্য ২।১টী কার্য্য সমাধা করিয়া প্রথম দিনের অধিবেশন সন্ধ্যাকালে শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন অপরাহ্ণ এক ঘটিকার সময় আরম্ভ হইয়া রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় শেষ হয়। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় মদনমোহন মালব্য, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, এ, চৌধুরী, জে, চৌধুরী, ডাক্তার ইউ, এন, মুখোপাধ্যায়, ইত্যাদি মনীষিগণ কেহ বা প্রথম দিনে আর কেহ কেহ বা উভয় দিনে নানাবিধ রাজনৈতিক বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তন্মধ্যে প্রধান বঙ্গব্যবচ্ছেদ। এই সমিতি ইহাতে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করেন। তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় একই শাসনকর্ত্তার অধীনে উভয় বঙ্গের মিলন প্রার্থনা করেন। ঢাকায় পৃথক্ হাইকোর্ট সংস্থাপন সম্বন্ধে তাঁহারা আপত্তি করিয়াছেন। হিন্দুর জন্য একটী পৃথক্ বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন জন্য মাননীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহোদয় একটী বক্তৃতা করেন। পল্লীগ্রামের উন্নতি বিধায়ক প্রস্তাবগুলি অতি দক্ষতার সহিত বিবেচিত হইয়াছিল। পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ জলের অভাব সেই সেই স্থানের অনন্ত রোগ ও শোকের নিদান। দ্বিতীয় দিনের প্রাতঃকালে সামাজিক সংস্কার সম্বন্ধে কএকটী বিষয় আলোচিত হয়, তন্মধ্যে নিম্নস্তরের জাতিবৃন্দের (Depressed classes) বিশেষ নমঃশূদ্রগণের জাতীয় উন্নতি বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বাল্যবিবাহ নিবারণ, বালবিধবাগণের বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক চিৎকার (Shoating) করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকল চীৎকার বায়ুর সহিত অনন্তাকাশে বিলীন হইয়াছিল,

কোনও প্রকার কার্য্যে প্রর্য্যবসিত হয় নাই কি হইবার সম্ভাবনাও নাই। মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার অসবর্ণ বিবাহ-বিলের বিষয় একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নাই। এই অসবর্ণ বিবাহ ব্যতীত অবশিষ্ট প্রায় বিংশতি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছিল। এই প্রাদেশিক সমিতিতে সম্মিলিত নরনারীগণের মধ্যে যে উৎসাহ আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিলাম, তাহাতে আমাদের প্রাণে অনেক আসার সঞ্চার হয়. মাননীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয় তাহার বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কত টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহা আমরা এখনও জানি না।

১৪। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।—বিগত ১৫ই ভাদ্র শুক্রবারে কলিকাতা ১০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভবনে পুলিশ-ডিপুটীসুপারিণ্টেণ্টে শ্রীযুক্ত নন্দকুমার বসু মহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশ দিবসে ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়াছিল। শ্রাদ্ধসভায় শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্ক-বাগীশ কলসকাটী, কাশিমবাজার মহারাজার সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার, গরাণ-হাটার শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার তর্ক-নিধি, পটলডাঙ্গার পঞ্চানন চূড়ামণি, পার্ব্বতী-চরণ তর্কতীর্থ, ভূতনাথ স্মৃতিতীর্থ, রসিক-মোহন বিদ্যাভূষণ, কোটালিপাড়ার রামকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, কালীকমল স্মৃতিতীর্থ, কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি ও মধুসূদন কাব্যরত্ন অধ্যাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রাদ্ধের সভায় শ্রীযুক্ত নারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা, স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, বরদাচরণ মিত্র, নগেন্দ্র-নাথ বসু দেববর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব, রাজকৃষ্ণ দত্ত, পিযূষকান্তি ঘোষ দেববর্ম্মা, অমূল্যচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা বিদ্যাভূষণ, বিহারীলাল রায় দেববর্ম্মা কবিরত্ন প্রভৃতি কায়স্থগণ উপস্থিত ছিলেন। সমবেত কায়স্থগণ পরম পরিতোষের সহিত ভোজন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নন্দ-কুমার বাবুর সৌজন্যে সকলেই পরম আপ্যায়িত হইয়াছিলেন।

১৫। কায়স্থসভা।—বিগত ২৪শে ভাদ্র রবিবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় ফরিদপুরের প্রাদেশিক রাজনৈতিক সমিতির অবসানে, উক্ত পাণ্ডালে একটী কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। আবদুলা-বাদের শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সভা-পতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সভায় রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বর্ম্মা সরকার মহাশয়ও একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সকলেই দিবসের পরি-শ্রমে ক্লান্ত থাকায় সভা অধিক্ষণ হয় নাই। সভাস্থলে শতাধিক কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন।

১৬। বরপণপ্রথা।—বিগত ১৩১৩ সনে বীরভূমি জিলান্তর্গত বোলপুর মুন্সেফীর অধীন একটী গ্রামে কন্যার পিতা পণ দিতে স্বীকার হয়, বিবাহান্তে পণ দিতে অসমর্থ হইলে বরের পিতা উক্ত মুন্সেফী আদালতে পণের টাকা পাইবার জন্য একটী অভিযোগ উপস্থিন করে। মুন্সেফ বাদীকে ডিক্রী দেন, কিন্তু আপীলে জজ-সাহেব নিম্নাদালতের রায় রদ করিয়া বলেন যে, আইনানুসারে পুত্রের পিতা কোন পণ পাইতে পারেন না। আমরা আশা করি, যেসকল কায়স্থপুঙ্গব, বরপণ গ্রহণ করিয়া সমাজকে

কলঙ্কিত করিতেছেন তাঁহাদের চৈতন্য হইবে।

১৭। রংপুর জিলান্তর্গত গাইবান্ধা হইতে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র চাকী দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—বিগত ৩রা ভাদ্র রবিবার অপ-রাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ—উকীল শ্রীযুক্ত কিশোরীবল্লভ চৌধুরী এম. এ, বি. এল মহাশয়ের বাসায় একটী কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। সমাজের চারি শ্রেণীর প্রায় ৪০ জন গণ্যমান্য কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাঁষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোটী মহাশয়, কায়স্থজাতির উৎসাহ-বর্দ্ধক সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করেন। তদনন্তর ধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ, যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থ-গণ যে ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত ও বর্ত্তমান সময়ে উপনয়নের আবশ্যকতা ২ ঘণ্টা কালব্যাপী বক্তৃতা দ্বারা বিশদরূপে প্রমাণ করেন। তাঁহার বক্তৃতায় কায়স্থগণ উপনয়নের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্থির করিলেন যে, আগামী শুভদিনে সম্ভবতঃ আগামী ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার দিনে, বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থগণ সকলে উপবীত গ্রহণ করিবেন। উক্ত সভা আরও স্থির করিলেন যে গাইবান্ধার কায়স্থসভা, কলিকাতার বঙ্গীয় কায়স্থসভার শাখাসভারূপে গৃহীত হইবেক। সর্ব্বশেষে প্রচারক ও সভাপতি মহাশয়দ্বয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৭ সাত ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইয়াছিল।

১৮। স্থানীয় মুদ্রাযন্ত্র শ্রীশ্রীদুর্গাপূজোপলক্ষে বন্ধ থাকায়, আশ্বিন মাসের প্রতিভা বিলম্বে গ্রাহকগণের হস্তগত হইবে, আশা করি, তাঁহারা আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

সম্পাদকস্য।

কায়স্থোপনয়নে ব্রাহ্মণ।

বিগত ১৪ই ভাদ্রের "নায়কে" ঢাকার জনৈক ব্রাহ্মণ উকিল (১) একপত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ পত্রখানা শুধু কায়স্থজাতির উদ্দেশে বঙ্গীয় সমগ্র ব্রাহ্মণমহাশয়দিগকে লক্ষিত করণোদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে। ইহা দিনাজপুর বিগত ভাদ্র মাসে ঢাকায় ছিলেন। তাঁহার ভবনে একটী কায়স্থসভার অধিবেশন হইয়া নাকি স্থির হইয়াছিল; ১৯শে ভাদ্র একটী কেন্দ্র করিয়া অন্ততঃ ৫০ জন কায়স্থকে উপবীতী করিতে হইবে। আর কি রক্ষা আছে,— ব্রাহ্মণের সম্মান ত আর বজায় থাকে না! ব্রাহ্মণজাতির সঙ্কটসময় উপস্থিত হইয়াছে! স্বজাতিহিতৈষী উকিলবাবু কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি গাত্র-জ্বালায় অস্থির হইয়া ব্রাহ্মণজাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া-ছেন। কায়স্থমহারাজ দিনাজপুরের স্পর্দ্ধাও নিতান্ত কম নহে—তিনি প্রকাশ্য সভায়ই প্রকাশ করিয়াছেন; "কোটালিপাড়ার ৭৫০

(১). এই উকিল মহাশয়ের নাম কামিনী-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ইনি ধর্ম্মশাস্ত্র ও কায়স্থ-জাতির সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এই মূর্খতানিবন্ধন ব্রাহ্মণকর্ম্মবিবর্জ্জিতা শূদ্রব্রাহ্মণ, কায়স্থ বিদ্বেষে দীক্ষিত হইয়া হিতবাদী ও নায়কে হলাহল উদ্গীরণ করিতেছে। আমরা তাহাকে বলিব Viper.

সম্পাদকস্য।

ও অন্যান্য স্থানের বহুব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার বাধ্য আছেন।” এহেন বাক্য কি রক্তমাংসের দেহে সহনীয় হইতে পারে? তাইত উকিল-পুঙ্গ লিখিয়াছেন— “ব্রাহ্মণসমাজের উপর কায়স্থকুলসম্ভূত মহারাজের কিজন্য এত ক্ষমতা আছে, আমরা বুঝিতে পারিলাম না।” বুদ্ধিমান হইয়া কেন তিনি যে ইহা বুঝিলেন না, আমরাও তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। মহারাজা মন্ত্রবলে ব্রাহ্মণগণকে বাধ্য রাখিতে জানেন না, ইহা আমরা বেশ জানি। শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণেরা বিবেকের প্রেরণায় ও মহারাজের শিষ্টাচারে সন্তুষ্ট হইয়াই তাঁহার বাধ্য। অর্থের প্রলোভনে কায়স্থজাতির ওকালতী করিবার নীচপ্রবৃত্তি তাঁহাদের নাই—ইহা লেখক স্মরণ রাখিবেন। উকিলমহাশয় পয়ঃমুখ বিষকুম্ভ নহেন, এজন্য তাহাকে প্রশংসা করি। তিনি স্পষ্টতঃই কায়স্থের বিরোধী বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার স্পষ্টোক্তি এইরূপ—“আমরা কায়স্থগণের এই আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং এই আন্দোলনের গতিরোধ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি; এমতস্থলে কোন ব্রাহ্মণ মহারাজের সহিত যোগদান করিলে ব্রাহ্মণসমাজ অন্যের চক্ষে নিতান্ত হেয় হইয়া পড়িবে।” কায়স্থগণ ইহা হইতে আর কি সুস্পষ্ট বাক্য আশা করিতে পারেন? উক্ত উক্তি হইতে কায়স্থেরা কি কিছু উপকার লাভ করিতে পারেন না? জড়প্রায় নিশ্চেষ্ট কায়স্থগণকে উহারবিষয় চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। “আমরা” অর্থে উকিলবাবু ব্রাহ্মণসমাজের কাহাকে কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, বুঝিতে পারাগেল না। যেহেতু বঙ্গদেশের সমগ্র ব্রাহ্মণসমাজ কায়স্থজাতির উপনয়নের বিরোধী হওয়া দূরেরকথা অনেকস্থানেই শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণমহোদয়েরা সানন্দে উপনয়নের সহায়তা করিতেছেন। আমরা জানি— উকিলবাবুর কায়স্থবিদ্বেষ যতই প্রবল হউক না কেন, কায়স্থজাতির বর্ত্তমান আন্দোলনের গতিরোধ করিবার শক্তি বুঝিবা তাহার নাই। উহা ভগবানের ইচ্ছায় ধীরে ধীরে বিস্তৃতিলাভ করিতেছে—করিবে। মহারাজার সহিত যোগদান করিলে ব্রাহ্মণেরা হেয় হইবেন কি গৌরবান্বিত হইবেন; ব্রাহ্মণেরাই তাহা ভাবিয়া দেখিতে পারিবেন। কিন্তু যোগদান করিলে প্রাণপণচেষ্টাকারীদের মনোবেদনার যে অবধি থাকিবে না ইহা নিশ্চয়। অন্য দশজন বিদ্বেষীর ন্যায় ঢাকায় বসিয়া উকিলবাবু, লেখনীর সাহায্যে কায়স্থজাতির উন্নতির গতিরোধ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকুন তাহাতে আমাদের দুশ্চিন্তা বা ক্ষোভের কারণ বিন্দুমাত্রও নাই। বরং তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিবর্গের প্রতিকূলচেষ্টায় কায়স্থজাতির নিদ্রিতজনগণের নিদ্রাভঙ্গ হওয়া সম্ভব। পত্রের উপসংহারকালে উকিলবাবু স্বজাতিবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য লিখিয়াছেন—“যেব্রাহ্মণের পদরেণু গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়া কণকমুকুটধারী নৃপতিবর্গ ব্রাহ্মণের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেন; সেই ব্রাহ্মণেরা এক্ষণে পাচকব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতেছেন।” আমারা জিজ্ঞাসাকরি, কায়স্থের প্রতিকুলাচরণ করিলেই কি পাচকব্রাহ্মণসমাজ পূর্ব্বগৌরবলাভে সমর্থ হইবে? এহীনতা ও দীনতার জন্য দায়ী কে? ব্রাহ্মণেরা স্বয়ং নহেন কি? কর্ম্মহীনের গৌরব কোথায়? কর্ম্মই গৌরবের মূল! উকিলবাবু কায়স্থবিদ্বেশ পরিহার করিয়া যদি নিজেও অন্যান্য স্বজাতিয়গণকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন, তবে আবার কণকমুকুটধারীর মস্তক ব্রাহ্মণপদতলে লুণ্ঠিত হইবে। ধর্ম্মহীন কর্ম্মহীন হইয়া অযোগ্য হইয়া যোগ্যতমের সম্মানলাভের প্রয়াস বাতুলতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? উকিলবাবুকে আমরা তাঁহার স্ব-সমাজের প্রকৃত উন্নতির পন্থা আবিষ্কারের জন্য অনুরোধ করি। বিদ্বেষপ্রচারে উন্নতি কখন সম্ভব নহে—দেশের ও সমাজের অকল্যাণ নিশ্চিত। তাঁহার সুবুদ্ধি হইবে কি?

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

কার্ত্তিক মাস, ১৩১৮।

শিক্ষাষ্টকং।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)।

এরূপ নামেও রুচি হইল না তজ্জন্য বিষাদ দৈন্য প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন. নাম লইবার অধিকারশূন্যতাজন্য দৈন্য,—

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি,
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তবকৃপা ভগন্মমাপি,
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥২॥

কৃষ্ণ লোকসকলের ভিন্ন ভিন্ন রুচির জন্য প্রকার নাম ধারণ করিয়াছেন এবং সেই ম আপনার স্বরূপের সমুদায় শক্তি অর্পণ রিয়াছেন,—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম নামিনোঃ॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ১১ বিলাসে ২৬৯ অঙ্কে।

নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ১৭ পরিচ্ছদে।

এই সকল শক্তি বলাতেই নামকীর্ত্তনকারীকে জ্ঞানযোগাদি কিছুই করিতে হইবে না কারণ সর্ব্বশক্তির অন্তর্গত যোগশক্তি, জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। এই নামের এরূপ শক্তি যে, “হরেকৃষ্ণ” এইরূপ নাম অনন্তকাল বলিলেও মনুষ্যের বিরক্তি জন্মে না; প্রত্যুত নামে লালসা ও আনন্দ বৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু এইরূপ অন্য কোন চারি অক্ষরের শব্দ কয়েকবার বলিলেই বিরক্তি জন্মে। সুতরাং বলিয়াছেন “অভিন্নত্বান্নাম নামিনোঃ” অর্থাৎ যেই নাম সেই কৃষ্ণ। এই নামের আরও শক্তি যে এ নাম উচ্চারণকালে শুদ্ধ বা অশুদ্ধের অপেক্ষা রাখেন না যথা,—

॥২॥ ভাদ্র মাসের পত্রিকায় এই ভাগ মুদ্রাদোষে টিপ্পনিমধ্যে দেওয়া হইয়াছিল। উহা প্রবন্ধের মধ্যে হইবে। লেখক।

নামৈকংযস্য বাচিস্মরণ পথগতং শ্রোত্রমূলং গতংবা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত রহিতং তারয়ত্যেব সত্যং।
তচ্চেদেহ দ্রবিণ জনতালোভ পাষণ্ড মধ্যে-
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥

পদ্মপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ২৫ অধ্যায়ে।
(পুনায় মুদ্রিত)।

হে বিপ্র! একমাত্র নাম যাহার বাক্যে (অর্থাৎ প্রসঙ্গক্রমে বাঙ্‌মধ্যে প্রবৃত্ত হইলেও) স্মরণ পথগত (অর্থাৎ কথঞ্চিৎ মনঃ স্পৃষ্ট হইলেও) কিম্বা কর্ণমূল স্পৃষ্ট হয়েন তাহা শুদ্ধ বর্ণই হউন বা অশুদ্ধ বর্ণই হউন তাহা ব্যবহিত রহিত হইলে নামকারীকে নিশ্চয় উদ্ধার করিবেন; কিন্তু ঐ নাম যদি দেহ, ধন, জনতা ও লোভ-পরায়ণ পাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েন, তাহা হইলে ইহলোকে শীঘ্র ফলজনক হয়েন না। [এখানে "ব্যবহিত" শব্দের অর্থ এই যে নামের এক অংশ উচ্চারণ করা হইয়াছে এমন সময় যদি অন্য কোন শব্দের উচ্চারণ করা হয় কিন্তু অবশিষ্টাংশের আর উচ্চারণ করা হয় না। যেমন "নারায়ণ" এই শব্দ উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া "নারা" এই দুই অক্ষর উচ্চারণ করিয়া পরে অন্য কোন শব্দ উচ্চারণ করে ও নামের অবশিষ্ট "য়ণ" এই দুই অক্ষর আর উচ্চারণ করা হয় না তাহাকে "ব্যবহিত" বলে] আর ও নামের শক্তি যে নামাভাস হইতে পাপ-ক্ষয় হইয়া থাকে যথা—

তং নির্ব্ব্যাজং ভজগুণনিধে পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধারজ্যন্মতিরতিতরাম্নুত্তম শ্লোক মৌলিং।
প্রোদ্যন্নস্তঃ শ্রবণকুহরে হন্ত যন্নাম ভানো
রাভাসোপি ক্ষপয়তি মহাপাতক ধ্বান্তরাশিং॥

ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে ১ লহর্য্যাং।

মহাত্মা বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়া কহিয়াছিলেন যে, হে গুণনিধে! তুমি সেই পাবন সকলের পাবন উত্তম শ্লোক মৌলি শ্রী-কৃষ্ণকে শ্রদ্ধা বিশুদ্ধমতি দ্বারা অকপটে ভজনা কর কারণ যদি তাঁহার নামরূপ সূর্য্যের আভাস মাত্র একবার অন্তঃকরণকুহরে উদিত হয় তাহা হইলে মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করিবে। ঐ নামাভাস হইতে সংসার ক্ষয় হইয়া থাকে যথা—

ম্রিয়মানো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

শ্রীভাগবতে ৬ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৪৯।

শুকদেব পরীক্ষিৎ রাজাকে কহিয়াছিলেন যে, অজামিল যখন মৃত্যুসময়ে পুত্রের নামে ভগ-বানের নাম শ্রদ্ধাবিহীন হইয়াও উচ্চারণ করিয়া ভগবদ্ধামে গমন করিয়াছিলেন তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নামোচ্চারণ করিলে যে ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? ইহাতে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় কহিয়াছেন,—

নামাভাস হৈতে সব পাপক্ষয় হয়।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়॥
নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী॥

শ্রীচরিতামৃতে অন্তলীলায়াং ৩ পরিচ্ছেদে।

এই নাম হেলা করিয়া বলিলেও তাহাতে ফল আছে যথা—

মধুর মধুর মেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল নিগম বল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ নাম॥

স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে।

হে শৌনক! সকল মধুরের মধুর, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সকল বেদরূপ লতার সৎফল এবং ব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণনাম যদি একবারও শ্রদ্ধায় বা হেলায় কীর্ত্তিত হয়েন, তাহা হইলে ঐ কৃষ্ণ নাম মনুষ্যমাত্রকে ত্রাণ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ স্কন্দে ২ অধ্যায়ে অজামিলসংবাদে যথা,—

সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেববা।
বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণম শেষাঘহরং বিদুঃ॥
পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সংদষ্ট স্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্ নার্হতি যাতনাঃ॥

সঙ্কেতে, পরিহাস্যে, স্তোভে (অর্থাৎ গীত আলাপে পূরণের জন্য) কিম্বা হেলাতে (অর্থাৎ বিষ্ণু কি করিবে এইরূপ অবজ্ঞায়) শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণ করিলে অশেষ পাপ নাশ করিয়া থাকেন, অট্টালিকাদি হইতে পতিত, পথে পদস্খলিত, ভগ্নমাত্র, সর্পাদিকর্ত্তৃক দষ্ট, জ্বরাদি পীড়ায় তপ্ত, দন্তাদি দ্বারা আহত হইলে অবশে "হরি" এই দুটি অক্ষর উচ্চারণ করিলে মনুষ্য যাতনাপ্রাপ্ত হন না (এখানে "পুমান্" শব্দ বর্ণাশ্রমাদি নিয়মশূন্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে) এ বিষয়ে নৈষধচরিতে ২১ সর্গে নলরাজা বিবিধ উপচারে নারায়ণের পূজাকালে নারায়ণের নামমাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন যথা,—

লীলয়াঽপি তবনাম জনা যে
গৃহ্ণতে নরকনাশ করস্য।
তেভ্য এব নরকৈরুচিতাভী
স্তেতু বিভ্যতু কথং নরকেভ্যঃ॥৯৭॥

মৃত্যুহেতুষু বজ্র নিপাতাৎ
ভীতি মর্হতিজনস্ত্বয়ি ভক্তঃ।
যৎতদোচ্চরতি বৈষ্ণবকণ্ঠা
নিষ্প্রযত্নমপি নাম তবদ্রাক্॥৯৮॥

যেসকল মনুষ্য পরিহাস প্রসঙ্গে নরকনাশক তোমার নাম উচ্চারণ করেন তাঁহাদের নিকট নরক ভীত হইয়া থাকে, তাঁহারা নরককে ভয় করিবেন কেন? ৯৭॥

তোমার ভক্তজন মৃত্যুর কারণ দারুণ বজ্র-নিপাত হইতেও ভীত হন না কারণ বজ্রপাত-কালে হয়ত বৈষ্ণবজনের কণ্ঠ হইতে বিনা প্রয়ত্নেও তোমার নাম বহির্গত হইয়া থাকেন, তাহাতেই তাঁহাদের মুক্তি হইয়া থাকে॥ ৯৮॥

এরূপ সর্ব্বশক্তিমান নাম করণেরও কোন কঠিন নিয়ম রাখেন নাই। তাহাই বলিতেছেন তত্রনাম স্মরণে কালোন নিয়মিতঃ অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট মুখে বা অশুচি অবস্থাতেও নাম স্মরণ করিতে পারেন,—

ন দেশ নিয়মস্তস্মিন্ ন কাল-নিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরির্নাম্নিলুব্ধক॥

বিষ্ণুধর্ম্মে ক্ষত্রবন্ধু উপাখ্যানে।

আপনার এত কৃপা কিন্তু আমার এমন দুর্দ্দৈব যে, এতাদৃশ সুখসাধ্য নামেও অনুরাগ জন্মিল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী

কবিতাগুচ্ছ।

নিগুর্ণ। [১]

সুন্দর মধুর কাব্যে সুরসিক জন,
অপূর্ব্ব মধুর রস করি অস্বাদন—
নিরন্তর তৃপ্তিলাভে পুলকিত হন ;
করেন কাব্যের সেবা যাবত জীবন।
কিন্তু সেই সুললিত কাব্যে অনুক্ষণ
কুটিল স্বভাবে মন্দমতি খলগণ
নিরন্তর দোষমাত্র করে অন্বেষণ ;
খলের স্বভাব জানা আছে বিলক্ষণ।
পদ্মপূর্ণ সরোবরে খেলে হংসগণ,
বক তাহে শম্বুকের করে অন্বেষণ ;
সতের স্বভাব এই—লয় সুধুগুণ।
গুণেতেও দোষ দেখে যতেক নিগুর্ণ॥

শ্রীউৎপলিনী সিংহ।

পতি ও পত্নী। [২]

"A Husband is the chief ornament of a wife, though she has no other ornament ; but, though adorned, without a husband, she has no ornament."

প্রসুন-সৌরভ যথা পুষ্পে লিপ্ত রয়,
শশিকলা শশিচ্যুত কভু নাহি হয়।
রৌদ্র রবি সম্মিলিত রহে সর্ব্বক্ষণ,
ফল-মধ্যে রস যথা করি নিরীক্ষণ।
বহ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নি-ভিন্ন নয় ;
পতি-পত্নী সেই মত দু'য়ে এক হয়।
পতি ভিন্ন পত্নী নাই, পত্নী ভিন্ন পতি,
দম্পতী-দাম্পত্য প্রেমে বদ্ধ পতি সতী।
প্রাণে প্রাণে প্রেম পাশে বাঁধা পরস্পর,
ভিন্ন দেহ দোঁহার,—অভিন্ন অন্তর।
জ্যোৎস্না যাহার শক্তি, সেই শক্তিধর
জোৎস্না প্রভাবে হয় কত মনোহর !
প্রকৃতি পুরুষে মিলে,—সৃষ্টির কারণ ;—
একের অভাবে অন্যে ক্রিয়াশক্ত হন।

শ্রীজ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।

চির-সুন্দর। [৩]

(১)

পরাণ আমার আকুল করে
স্নিগ্ধ কুসুম বাস।
সুন্দর অতি, অতি সুন্দর
ফুল্ল ফুল হাস॥

তমাল বেড়ী' মাধবীলতা,
কুসুম বেড়ী' ভ্রমরা।
গন্ধে সবে অন্ধ হ'য়ে-রে
ভ্রমর বধূ মুখরা—
কাণের কাছে গাহিয়া যায়
অমৃত মাখা ছন্দ রে,
সুন্দর লতা, কুসুমরাশি
সুন্দর মধুগন্ধ রে॥

(২)

বসন্ত আসে বৎসরান্তে
দুখের পরেতে শান্তি,
সুসজ্জিতা ধরণীমাতা,
নব পল্লব-কান্তি॥
কোমল শ্যাম দুর্ব্বাদলে
আবৃত ধরা প্রাঙ্গনে,
হরিণ শিশু করে রে খেলা
কুর্দ্দনে আর লম্ফনে॥
লতাবিতানে কুঞ্জে কুঞ্জে
কে তুমি ওহে ঝঙ্কার !
মধুমাসে তুমি, ওহে মধুসখা !
সুন্দর অতি সুন্দর॥

(৩)

পিউ পিউ ডাকিছে সুরবে,
খোঁকা হোক কেউ ডাকে।
বেহায়া পাখীটা এম্নি বেহায়া
বউ কথাটা কয় হাঁকে॥
তুমিত খেয়েছ লাজের মাথা,
তা'রা কি নিলাজ হবে ?
গৃহস্থের বউ তোরসনে পাখী
কেন বা রে কথা কবে ?॥
জগতের দুখে কাঁদে এক পাখী,
তাই "চোক গেল" বুলি।
অশ্রুজল, পরদুখে তাই—
অতি সুন্দর বলি॥

(৪)

বড় সুন্দর মায়ের বক্ষে
স্নেহ—সরস স্তন্য।
সন্তান যা'য় পিয়াস কণ্ঠে,
আপনা' মানে ধন্য॥
বড় সুন্দর মায়ের স্নেহ
দ্যুলোকে কোথা তুলনা ?
এত স্নেহ যাঁ'র ছায়ার ছায়া
তাঁ'রে যেন ভাই, ভুলনা !
নশ্বর ধরা এত সুন্দর
যাঁহারি স্নেহ পরশে।
বন্দহ সবে, বন্দহ সেই
চির-সুন্দর পুরুষে॥

শ্রীভূপালচন্দ্র দেববর্ম্মণঃ।

আনন্দলহরী ও বিষাদ। [৪]

কুল কুল কলনাদে ছুটিছে তটিনী রে
যায় জলে মীন খেলে, সখায় সখার গলে
পরায় প্রেমের মালা হরষিত অন্তরে।
শ্যামল সুন্দর ধরা, সদা যেন হাসি ভরা,
অনুরাগ ভরে তার বাক্য নাহি সরে রে।
অভাগা মানব(ই) শুধু দুঃখময় আঁধারে। ১।

মলয় সমীর যবে বহে ধীরে ধীরে রে
আরণ্য কুসুমচয়, মুঞ্জ কুঞ্জ সমুদয়
সুখের অমিয় ধারা ঢালে কত প্রকারে।
কুলায় বিহঙ্গ যত, মনসুখে অবিরত
আনন্দ-লহরী তোলে কলনাদ ঝঙ্কারে।
মানবের দুঃখ-নিশা শুধু ঢাকা আঁধারে। ২।
গুরু গুরু গরজনে নবমেঘ উঠিতেছে,
দামিনী বারিদ সনে, চাতক আনন্দ মনে,
জলদ সমীপে সুখে পুনরায় ছুটিছে।
পুনঃ এই ধরাতল, পেয়ে জল সুশীতল
তরু-লতা ফল ফুলে নবভাবে সেজেছে।
দারুণ হৃদয় জ্বালা মানবেই রয়েছে। ৩।
অহো কি শীতল রশ্মি চন্দ্রমা কিরণে রে,
যেখানে যখন পড়ে, প্রাণতার লয় কেড়ে,
বসুধার জ্বালা হরে অই সুধাকরে রে।
আকাশ-কুসুম সম, তারারাজি নিরুপম
হাসির তরঙ্গ তোলে নিরমল অম্বরে।
কাঁদাইতে মানবেরে, কেন দুঃখ চারিধারে
প্রকৃতি-প্রাঙ্গণে সদা আসি দেখা দেয় রে?
আনন্দ-লহরী কেন ধরায় উদয় রে?। ৪।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

ত্রি-নীতি। [৫]

(১)

আত্মবুদ্ধিঃ শুভকরী গুরুবুদ্ধি র্বিশেষতঃ।
পরবুদ্ধি র্বিনাশায় স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী॥
অর্থাৎ—নিজবুদ্ধি হয় নিত্য কল্যাণকারিণী।
বিশেষতঃ গুরুবুদ্ধি সুফল দায়িনী॥
পরঃবুদ্ধি হয় সর্ব্বনাশের কারণ।
স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী;—শাস্ত্রের বচন॥

(২)

খলোহবলোকতে দোষান্ গুণপূর্ণেষু বস্তুষু
বনে পুষ্পফলাকীর্ণে পুরীষমিব শূকরঃ॥
ভাবার্থঃ—যথা ফল পুষ্পপূর্ণ সুরম্য কাননে,
বরাহ পুরীষতরে ভ্রমে বনে বনে।
সেই মত গুণপূর্ণ দ্রব্যে খলগণ,
নিয়তই করে সুধু দোষ অন্বেষণ॥

(৩)

মূর্খো হি জল্পতাং পুংসাং শ্রুত্বা বাচঃ শুভাশুভাঃ
অশুভং বাক্য মাদত্তে পুরীষমিব শূকরঃ॥
ভাবার্থঃ—যাবতীয় বস্তু মধ্যে শূকর যেমন,
পুরীষ মাত্রই লয়;—সংসারে তেমন,
শুভাশুভ বাক্য মূর্খে করিয়া শ্রবণ
তাহা হ'তে করে মাত্র অশুভ গ্রহণ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা।

আর্য্যসমাজে বর্ণবিভাগ।

The best way to make ourselves agreeable to others is by seeming to think them so. If we appear fully sensible of their good qualities, they will not complain of the want of them in us. Hazlitt.

আর্য্য জাতীর প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদি মনোনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্টই প্রতীতি হইয়া থাকে যে, আদ্যযুগে এই সুবিশাল ভারতক্ষেত্রে, জাতি-ভেদ প্রথা আদৌ প্রচলিত ছিল না। মনুজ মাত্রেই আদিতে একমাত্র "ব্রাহ্মণ" জাতিরূপে সৃষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে, গুণ ও কার্য্যের দ্বারা পৃথকৃকৃত হইয়া, কালক্রমে সেই একটীমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ৯ম স্কন্ধের ১৪শ অধ্যায় অধ্যয়নে অনুমিত হয় যে, বেদের বিভাগকর্ত্তা ব্যাসদেবের আত্মজ ভগবান্ শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে কহিয়াছিলেন,—"পূর্ব্বকালে অর্থাৎ সত্যযুগে সর্ব্বপ্রকার বাক্যের বীজস্বরূপ প্রণবই একমাত্র বেদ ছিল; একমাত্র নারায়ণই দেবতা ছিলেন; তৎকালে যাগযজ্ঞাদি না থাকায় লৌকিক অগ্নিই একমাত্র অগ্নি ছিল, এবং বর্ণভেদ না থাকায়, মনুষ্যগণের মধ্যে একটীমাত্র বর্ণ বা জাতি ছিল।"—মহাভারতের মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ের ১৪শ অধ্যায়, ৭ম ও ৮ম শ্লোক দৃষ্টে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, কোন সময়ে মহর্ষি ভরদ্বাজ ভগবান্ ভৃগুকে জাতিভেদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"হে ভগবন্! যখন আমাদের সকলকেই সমভাবে কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা এবং পরিশ্রম প্রভাবে কাতর হইতে হয়, এবং সকল মনুষ্যেরই শরীর হইতে যখন সমভাবে স্বেদ, মূত্র, পুরীষ, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও শোণিত নিঃসৃত হইয়া থাকে, তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিরূপ বর্ণবিভাগ কিরূপে সম্ভবপর বোধ হয়?" তদুত্তরে ভগবান্ ভৃগু কহিয়াছিলেন:—

ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মনা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতং॥
(মহাভারত মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়
১৪ অঃ; ১০ম শ্লোক।)

অর্থাৎ—এই জগতীতলে বস্তুতঃ বর্ণের ইতর বিশেষ কিছুই নাই। জগতের যাবতীয় মনুষ্যই পূর্ব্বে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণজাতিরূপে সৃষ্ট হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই এক ব্রাহ্মণ জাতিই কর্ম্ম ও ব্যবসায়ভেদে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, প্রভৃতি বিবিধ জাতিরূপে পরিণত হইয়াছেন। কিরূপে এক ব্রাহ্মণজাতি কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন, ভগবান্ ভৃগু তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন:—

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সৃষ্ট, সেই আদি ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে যাঁহারা কামভোগ প্রিয়, ক্রোধ পরতন্ত্র, সাহসী, এবং তীক্ষ্ণস্বভাব হইয়া, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(মহাভারত, মোঃ, ধর্ম্মাধ্যায়,
১৪শ অঃ, ১১শ শ্লোক।)

যাঁহারা স্বধর্ম্মে অবস্থিত না থাকিয়া, রজঃ ও তমোগুণপ্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারাই বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(মঃ মোঃ ধর্ম্মাধ্যায় ১৪অঃ ১২শ শ্লোক।)

যাঁহারা তমোগুণ প্রভাবে হিংসা পরতন্ত্র, লুব্ধ, সর্ব্বকর্ম্মোজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(মঃ মোঃ ১৪শ অঃ ১৩শ শ্লোক।)

এই প্রকারে একমাত্র আদি ব্রাহ্মণ জাতিই কার্য্যদ্বারা পৃথককৃত হইয়া, বিভিন্ন জাতিরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। অতএব সকল বর্ণেরই নিত্যধর্ম্ম ও নিত্য যজ্ঞে অধিকার আছে।

(মঃ মোঃ ১৪শ অঃ ১৪শ শ্লোক।)

এই চতুর্ব্বর্ণ লোক, যাহাদিগকে ব্রহ্মা পূর্ব্বে বেদময়বাক্যে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারাই লোভ বশতঃ শূদ্রত্বাদিরূপে অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

(মঃ মোঃ ১৪শ অঃ ১৫শ শ্লোক।)

ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মতন্ত্রে অবস্থিত এবং বেদাধ্যয়ন ব্রত ও নিয়মাদি পালন করিয়া আসিতেছেন এই নিমিত্ত তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব এ পর্য্যন্ত নষ্ট হয় নাই।

(মঃ মোঃ ১৪শ অঃ, ১৬শ শ্লোক।)

মহাত্মা বেদব্যাসবিরচিত মূল (সংস্কৃত) মহাভারত হইতে এই অংশ অনূদিত হইল। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মূল গ্রন্থ (মহাভারত) পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। বাহুল্যাশঙ্কায় সংস্কৃত শ্লোকগুলি এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

মনু লিখিয়াছেন:—

ক্ষত্রস্যাতি প্রবৃদ্ধস্য ব্রাহ্মণান্ প্রতিসর্ব্বশঃ।
ব্রহ্মৈব সন্নিয়ন্তৃস্যাৎ ক্ষত্রং হি ব্রহ্মসম্ভবম্॥

মনু ৯৩২০

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ পীড়াদায়ক ক্ষত্রিয়কে শাপ অভিচারাদি দ্বারা দমন করেন; যেহেতু ক্ষত্রিয়জাতি ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন। সমাজ-কলঙ্ক বিপ্রপশুগণ * দেখুন পূর্ব্বকালে অতি নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তিবৃন্দও উপযুক্ত হইলে, পরমকারুণিক সমাজিকগণের কৃপায় ব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত হইতেন। যথা:—

শূদ্রেচৈব ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজেতচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রোভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥

(মহাভারত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়, ১৫। ১৮।)

অর্থাৎ—যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, হীনাতিহীন শূদ্রসদৃশ লক্ষণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাকে শূদ্র, এবং যদ্যপি কোন ব্যক্তি শূদ্রবংশসম্ভূত হইয়াও, আদিবর্ণ ব্রাহ্মণের লক্ষণপ্রাপ্ত হন তাহা হইলে, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এক্ষণে, অর্থাৎ এই জঘন্য কলিযুগে কয়জন ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন? অধিকাংশ ব্রাহ্মণই উদরান্ন সংস্থানহেতু অবনতশিরে "দাসের" কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। পূর্ব্বাহ্ণ একপ্রহরের পর হইতে, সায়াহ্ণ প্রহরার্দ্ধিকাল পর্য্যন্ত "দাস্যবৃত্তি" অবলম্বনপূর্ব্বক

* ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রপশুরুদাহৃতঃ॥
আত্রিসংহিতা। লেখক।

পরিবার প্রতিপালনার্থ অর্থ উপার্জ্জন করাই তাহাদিগের চরমলক্ষ্য, এবং অখাদ্য বা নিষিদ্ধ ভোজন ও পানে যাহারা অভ্যস্ত, তাহারা কণ্ঠদেশে উপবীত ধারণ করিলেই কি ব্রাহ্মণ—মান্য গণ্য ও সাননীয় হইবে? সনিবের কার্য্য সম্পাদনই এক্ষণে তাহাদিগের যাগযজ্ঞস্বরূপ হইয়াছে। সূত্রটী গলদেশে রক্ষা না করিলে কোন কোন বিষয়ে অসুবিধা হয় বলিয়াই ব্রাহ্মণগণ * * উহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। অনেক নিরাকৃতি (১) ও বার্ত্তাশিন্ (২) বলে যে,—"ব্রাহ্মণের কার্য্যে কায়স্থের প্রতিবাদ করা মূর্খতা মাত্র।" যে অনাচারী ব্রাহ্মণ এমন কথা বলিতে পারে তাহাকে বিপ্রপশু ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে, স্থিতি প্রকরণে এই শ্লোকটী আছে,—

তামসীং রাজসীঞ্চৈব জাতিমল্পামপিশ্রিতাঃ।
সংসর্গবশাদ্ যান্তি সন্তঃ সাত্বিক জাতিতাং॥

অর্থাৎ—তামসী,—কিনা শূদ্রজাতি—আশ্রিত হউক, কিংবা রাজসী অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-জাতি আশ্রিত হউক, অথবা তদপেক্ষাও নীচ কোন জাত্যাশ্রিত লোক হউক, উত্তমরূপ দ্বারা জ্ঞানাভ্যাস করিলে, সাত্বিকজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ—জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়।

কায়স্থবিদ্বেষী স্বার্থপর, ঈর্ষাপরায়ণ, নিরাকৃতি, খরু (৩) ও অবকীর্ণিন্‌গণ (৪) একবার সুস্থিরচিত্তে অবলোকন করুন যে, পূর্ব্বকালে কেবলমাত্র গাধিরনন্দন বিশ্বামিত্র মুনি-ই যে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব হইয়াও ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন তাহা নহে। বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি বহু বহু গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, শত শত, সহস্র সহস্র ব্যক্তি ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি বংশে জন্ম পরিগ্রহপূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া ধরাধামে ধন্য হইয়াছিলেন। হস্তিনাপুরপ্রতিষ্ঠাপক সুবিখ্যাত পুরুবংশীয় "হস্তী" নামক রাজার প্রপৌত্র সুবিখ্যাত মেধাতিথির বংশীয়েরা ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও, পরিশেষে উত্তম ব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। যথা—

বৃহৎক্ষত্রস্য সুহোত্রঃ, সুহোত্রাৎ হস্তী। যইদং হস্তিনাপুরমারোপয়ামাস। অজমীঢ় দ্বিমীঢ় পুরুমীঢ়াস্ত্রয়ো হস্তিনস্তনয়াঃ। অজমীঢ়াৎ কণ্বঃ, কণ্বাৎ মেধাতিথিঃ, যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজাঃ।

(বিষ্ণুপুরাণ ৪।১৯। ২:)

অর্থাৎ—বৃহৎক্ষত্রের পুত্র সুহোত্র, সুহোত্র হইতে 'হস্তী' উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই হস্তী রাজাই হস্তিনাপুরনামে প্রসিদ্ধ নগর স্থাপিত করেন। অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় এই তিন মহাত্মাই মহারাজ হস্তীর তনয়। অজমীঢ়ের পুত্র কণ্ব; কণ্ব হইতে সুবিখ্যাত ভাষ্যকার মেধাতিথি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই মেধাতিথির বংশধরগণ কাণ্বায়ননামে সু-

* * নিন্দিত ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মবন্ধু বলে। লেখক।
(১) বেদাধ্যয়ন শূন্য ব্রাহ্মণ। লেখক।
(২) যে ব্যক্তি কেবল অন্যত্র ভোজনার্থ গোত্রাদির পরিচয় প্রদান করে। লেখক।
(৩) পবিত্রযজ্ঞবিহীন ব্রাহ্মণকে খরু বলে। লেখক।
(৪) ব্রতচ্যুত ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মচারীকে অবকীর্ণিন্ কহে। লেখক।

বিখ্যাত ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (ইহাদিগের বংশাবলী অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছেন।) অজমীঢ়ের আর একটী ক্ষত্রিয় পুত্র হইয়াছিল, তাহার নাম ঋক্ষ। ঋক্ষ হইতে সংবরণ, সংবরণ হইতে কুরু উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই মহাত্মা কুরুই স্বীয় নামানুসারে কুরুক্ষেত্র স্থাপন করেন। পরে, এই ক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র ও কুরুক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হয়। প্রমাণ যথা—

অজমীঢ়স্যান্য ঋক্ষ্য নাম পুত্রোঽভূৎ। ঋক্ষাৎ সংবরণ, সংবরণাৎ কুরুঃ। য ইদং ধর্ম্ম-ক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং চকার।

বিষ্ণুপুরাণ ৪। ১৯। ১৮।

বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশের ১৯ অধ্যায়ের ১ম শ্লোকের নিম্নভাগে, অনুবাদক মৃত মহাত্মা জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহোদয় লিখিয়াছেন যে, —"পুরুবংশীয় মেধাতিথি ঋগ্বেদভাষ্য, মনুভাষ্য ও অপরাপর বহুবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। (শিক্ষিত সমাজে মেধাতিথিকে কে না জানেন?) এই মহাত্মা যদিও ক্ষত্রিয়বংশে উৎপন্ন, তথাপি কর্ম্মানুসারে ইহার বংশীয় সকলেই উত্তম ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।" বর্ত্তমান সময়ে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি কতিপয় মহাপণ্ডিত এই বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন।

ব্যাসদেব লিখিত বিষ্ণুপুরাণে আরও একটী শ্লোক পরিদৃষ্ট হয়—তাহা এই ;—

গর্গাচ্ছিনিঃ ততোগার্গ্যাঃ শৈন্যাঃ ক্ষত্রোপেতো দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ। (বিষ্ণুপুরাণ ৪।১৯।২)

ইহার অর্থ এই যে, গার্গের পুত্র শিনি। এই শিনি হইতে গার্গ্য ও শৈন্য নামে বিখ্যাত ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যাঁহারা ক্ষত্রিয় হইয়াও, কোন কারণ বশতঃ ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। প্রমাণ যথা ;—

"ক্ষত্রিয়া এব কেনচিৎ কারণেন ব্রাহ্মণাশ্চ বভূবুঃ।"

(ইতি শ্রীধরস্বামী)

হে পুরোহিত মহাশয়গণ! হে পুরোভাগিন্ (৫) হে বিপ্রকুল! অপাপনারা আরও দেখুন বিষ্ণুপুরাণে কি লিখিত আছে। শ্লোক যথা,—

মুদ্গলাচ্চ মৌদ্গল্যাঃ ক্ষত্রোপেতো দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ।

(বিষ্ণুপুরাণ ৪।১৯।১৬)

ইহার অর্থ এই যে, মুদ্গল হইতে মৌদ্গল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হন ;—ইহারা সকলেই আদিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন,—অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। কুরুবংশ বর্ণনের শেষভাগে লিখিত আছে,—

ব্রহ্ম ক্ষত্রস্য যো যোনির্বংশোরাজর্ষি সৎকৃতঃ। ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং সসংস্থাং প্রাপ্স্যতে কলৌ।

(বিষ্ণুপুরাণ ৪।২১।৪)

ইহার অর্থ এই এই যে, যে বংশ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের উৎপাদক রাজর্ষিগণ কর্ত্তৃক যে বংশ অলঙ্কৃত হইয়াছে, সেই বিস্তীর্ণ কুরুবংশ কলিকালে "ক্ষেমক" নামক রাজাতেই পরিসমাপ্তি হইবে।

পল্লীগ্রামের বেদবিহীন নিরাকৃতি, অশিক্ষিত, বার্ত্তাশিন্, ব্রাহ্মণবংশজাত ব্যক্তিবৃন্দকে শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধের ৪র্থ অধ্যায় ; এবং ১১শ স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ের ১৭শ

(৫) যিনি কেবলমাত্র অপরের দোষই দর্শন করেন। লেখক।

১৮শ শ্লোক যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ঐ সকল স্থানে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব, বিষ্ণুর অবতার দত্ত দেবের ১০০ একশত পুত্রের মধ্যে ৮১ একাশী জন পুত্র উত্তম ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ভাগবতের ৯ম স্কন্ধের ২১শ অধ্যায়ে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব বহুসংখ্যক ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব লাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে! এবং কত কোন গোত্রের সৃষ্টি হওয়ার পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে।

রে পঞ্চযজ্ঞবিহীন চাকুরিজীবীব্রাহ্মণগণ! কায়স্থদিগকে অনর্থক গালাগালি দিয়া, তাহাদের কুৎসা রটনা করিয়া, আপনাদিগের স্বল্প পরিমিত অমূল্য সময়টুকু পরনিন্দায় বৃথা নষ্ট না করিয়া, যদি তোমরা পরহিতার্থ মনোযোগী হও, যদি এই জাতি কায়স্থের মনে অনর্থক ক্লেশ প্রদানার্থ "তোরা আমাদের গাড়ু গামছা বহিয়া আসিয়াছিলি, তোরা ত ভৃত্য, চাকর, শূদ্র, অস্পৃশ্য" ইত্যাদি বাক্যবাণ নিক্ষেপ না করিয়া কায়স্থদিগের সহিত সম্মিলিত হও, উপবীত গ্রহণে তাঁহাদিগকে নানারূপে বাধা প্রদান না কর, তাহা হইলে নিত্য বিনয় নম্র সুসভ্য কায়স্থজাতি এখনও তোমাদিগকে পূর্ব্ব সম্মানে সম্মানিত করিতে প্রস্তুত আছেন। কায়স্থের দান কোন না কোনরূপে গ্রহণ না করেন এমন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে নাই বলিলেই হয়। কায়স্থ যদ্যপি শূদ্র হন, তবে কায়স্থের দান গ্রহণ কায়স্থের স্পৃষ্টজল ব্রাহ্মণ মাত্রই পান করিয়া তাঁহারা ত পতিত এবং শূদ্রবৎ, সুতরাং অতি নীচতাপন্ন হইয়াছেন, তাহাতে ত আর মাত্রও সংশয় নাই। ব্রাহ্মণগণ কি বিদিত নহেন যে কায়স্থ ক্ষত্রিয় ছিল বলিয়াই ব্রাহ্মণ জাতি এখনও ভারতক্ষেত্রে বড় হইয়া আছেন। ক্ষত্রিয়রাজা তাঁহাদিগকে রক্ষা না করিলে এত দিন ব্রাহ্মণের কিছুই থাকিত না সুশিক্ষিত ও শাস্ত্রদর্শী এবং সদাশয় ব্রাহ্মণমাত্রেই কায়স্থের ভবনে পান ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হন এবং কায়স্থজাতির উন্নতিকল্পে সাধ্যমত সহায়তা করেন। কায়স্থের উপবীত সংস্কারে পরম সুখলাভ করেন। কিন্তু, বিপ্রগণ, যাঁহাদিগের জ্ঞান নিজ বাটীর চতুঃসীমা পর্য্যন্ত, পাঠ "বোধোদয়" পর্য্যন্ত, ভ্রমণ কলিকাতা পর্য্যন্ত, গুরুকরণ স্ত্রী পর্য্যন্ত, তাঁহারাই সমাজ-বিপ্লব, ঘটাইয়া সংসারে নানাউৎপাতের সৃষ্টি করিয়া থাকে। দাসত্ব করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব কিছুই থাকে না, ব্রাহ্মণ পতিত হয়, শূদ্রের সমান হয়, যে শূদ্র কুক্কুরের সমান, সেই শূদ্রবৎ হয়, ব্রহ্মতেজঃ নষ্ট হয়। তাই বলিতেছি হে নষ্টাগ্নি ব্রাহ্মণগণ, হে পঞ্চযজ্ঞ-বিহীন দ্বিজগণ! তোমরা উপবীতী কায়স্থের পরম পবিত্রপুরে গমন কর না, যাতায়াত ও বাক্যব্যবহার বন্ধ করিয়াছে, কিন্তু "কুক্কুরবৃত্তি" চাকুরি ত বন্ধ করিতে সমর্থ হও নাই! চাকুরি ত্যাগ করিতে ত তোমার শক্তিতে কুলায় নাই।" চাকুরি ব্যতীত কতশত নিষিদ্ধ কার্য্য করিতেছ ব্রাহ্মণের অকার্য্য করিতেছ, ছাগ পোষণ করিতেছ, দুগ্ধ বিক্রয় করিতেছ, ইট টালি খোলা পোড়াইতেছ, বিনামার ব্যবসায় করিতেছ, মদ্য ও মাংসের ব্যবসায় পর্য্যন্ত তোমরা করিতেছ। বাকী আর আছে কি যাহা তোমরা কর নাই? তোমরা যে সর্ব্বস্ব হারাইয়া পথেরভিখারী হইয়াছ। নিষিদ্ধ কার্য্য করা অপেক্ষা আলু-পটলের দোকান

অথবা বস্ত্রাদি ফিরি কর না কেন? পঁচিশ্ ছুঁই এক পয়সায় বিক্রয় করিলেও ত তোমার তাহাতে ক্ষতি নাই তাহাতে ত কেহ তোমার নিন্দা করিবে না, অন্যায় কার্য্য করিতেছ বলিয়া ভাল ব্রাহ্মণগণ লজ্জিত বা শঙ্কিত হইবেন না। পাঁউরুটি বিস্কুট ফিরি করিয়া জিবিকানির্ব্বাহ করাও ভাল, তবু ইট্‌পোড়াইয়া বা ছাগপোষণপূর্ব্বক তাহার দুগ্ধ বিক্রয়লব্ধ ধনে পরিবার পালন করা কখনই যুক্তি-সঙ্গত নহে। হায়! ভ্রষ্টাচার ব্রাহ্মণগণ! কুকার্য্যরত হইয়াই তোমরা বংশের নাম ডুবাইলে ও সমাজ মজাইলে, এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মনস্তাপের কারণ হইলে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা।

তীর্থের পথে।

দেওঘর।

শৈল-হৃদয়-ভিন্ন, প্রান্তরমধ্য বিসর্পী অজাগরবৎ রেলপথ অতিক্রম করিয়া বারন্-কোম্পানীর বাষ্পীয়শকট যখন দেওঘর ষ্টেশনে পৌঁছছিল তখন বেলা প্রায় দশটা। দেওঘর বা দেবগৃহ বৈদ্যনাথ জংশন্ হইতে চারি মাইল দূরবর্ত্তী। কিন্তু এই পথটুকু আসিতে বিশ মিনিট সময় লাগে। পথ সর্ব্বত্র সমান নহে। কোথাও ক্রমশঃ উপরে উঠিয়াছে, আবার কিয়দ্দূর সমানভাবে গিয়া ঢালু হইয়া ক্রমশঃ নীচে নামিয়া গিয়াছে। সমস্ত পথটাই এইরূপ। দেওঘর ষ্টেশনটি ক্ষুদ্র বটে; কিন্তু প্লাটফরম শূন্য দেখিলাম না। বহু বাঙ্গালী-ভদ্রলোক এবং বৈদ্যনাথদেবের পাণ্ডা প্লাটফরমের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। তীর্থস্থান মাত্রেই পাণ্ডাদের উৎপাতের জন্য প্রসিদ্ধ; এখানেও তাহার সম্ভাবনা বিরল নহে। একদল পাণ্ডা আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল; প্রশ্নের পর প্রশ্ন, উত্তর দেয়ই বা কে, শোনেই বা কে? কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে এজন্য প্রস্তুত ছিলাম বলিয়া এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া গেল। দেওঘর-প্রবাসী জনৈক আত্মীয়কে পত্র লিখিয়াছিলাম, তিনি আমাদের জন্য বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। দূর হইতে জনতার মধ্যে তাঁহার পরিচিত মূর্ত্তি দেখা গেল। তিনি আসিয়া নিরীহ পাণ্ডাদলের সসম্ভ্রম আলাপ পরিচয়ের আক্রমণ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রাজনিত ক্লান্তি, ক্ষুধার উদ্রেক এবং রৌদ্রের প্রখরতাসত্ত্বেও দেওঘরের বিচিত্র নিসর্গচিত্র মনটাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। দূরে দূরে চিত্রলিখিতবৎ সৌধমালা, সূর্য্যকিরণে জ্বলিতেছিল। কোনও অট্টালিকা ঈষৎ উচ্চভূমির উপর অবস্থিত, আবার কোনও অট্টালিকা ক্রমনিম্ন ঢালু প্রদেশে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এখানে সমতলভূমির পরিমাণ অতি অল্প। সর্ব্বত্রই ক্রমোচ্চ অথবা

নিম্নভূমি। যতদূর দৃষ্টি চলে জমির আকৃতি এরূপ। সুতরাং সৌধমালাও তদনুযায়ী। যেকোনস্থলে দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিলে মনে হয় দেওঘর যেন একটা দুর্গবিশেষ।

রাজপথগুলিও কি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন! দুধের দুইধারে উচ্চ বৃক্ষরাজি, কিন্তু রাজপথে একটী শুষ্কপত্র অথবা অন্য কোনরূপ আবর্জ্জনা দেখিতে পাওয়া যায় না। শুধু মিউনিসিপালিটীর সুবন্দোবস্তের গুণে নহে; বিশ্বদেবতার মিউনিসিপাল ঝাড়ুদার পবনদেব শুষ্ক আবর্জ্জনা কোথাও বড় একটা ফেলিয়া রাখেন না। দরিদ্র পল্লীরমণীরাও এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে।

দেওঘর কতিপয় পল্লীতে বিভক্ত। এক একটী পল্লীর স্বতন্ত্র নাম আছে। পুরনদহ, লোবাগান, উইলিয়মস্‌টাউন, কাস্‌টিয়ার্স-টাউন, বম্পাস্‌টাউন প্রভৃতি পল্লী স্বাস্থ্যনিবাস। বায়ুপরিবর্ত্তনের নিমিত্ত যাঁহারা দেওঘরে আসেন, তাঁহারা এই সমুদয় পল্লীতে বাস করেন। চারিদিকে উদার উন্মুক্ত প্রান্তর, মধ্যে মধ্যে ইষ্টকপ্রাচীরবেষ্টিত অট্টালিকা। অধিকাংশ ভবন-ই বঙ্গবাসীর। বাঙ্গালী ভদ্র-লোকে দেওঘর পরিপূর্ণ। অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী-বাবুদের সকলেরই এক একটী কাহারও বা ততোধিক গৃহ আছে। কলিকাতা অথবা কাশীধামের ন্যায় অট্টালিকাগুলি পরস্পর সংলগ্ন অথবা ঘন সন্নিবিষ্ট নহে। প্রত্যেক ভবনের চতুষ্পার্শ্বে প্রশস্ত উদ্যান, নানাবিধ ফল ও ফুলের বাগান। কলিকাতায় যেমন মিউনিসিপালিটির অনুমোদন ব্যতীত কেহ গৃহনির্ম্মাণ করিতে পারেন না, এখানেও স্থানীয় সবডিবিজনাল অফিসারের অনুমতি ব্যতীত কোনও গৃহ নির্ম্মিত হয় না। প্রত্যেক গৃহের চারিপার্শ্বে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উন্মুক্ত স্থান না থাকিলে গৃহ নির্ম্মিত হইবার আদেশ প্রদত্ত হয় না। এ বিষয়ে এখানে বিশেষ বাঁধাবাঁধি নিয়ম দেখিলাম। উপরি উল্লিখিত পল্লীসমূহ ব্যতীত খাস বৈদ্যনাথদেবের পল্লী আছে। নগরের এই অংশ অতি প্রাচীন। প্রায় পঁচ-শত ঘর পাণ্ডাপুত্র পরিবারসহ এখানে বাস করেন। দোকান, বাজার সমস্তই এই অংশে। হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী প্রভৃতি ব্যবসায়ীরাও এই অংশে বাস করেন। দেওঘরের অন্যান্য অংশের ন্যায় এদিকটা তত পরিচ্ছন্ন না হইলেও অন্যান্য প্রাচীন নগরীর ন্যায় মলিন অথবা দুর্গন্ধময় নহে। এখানকার অট্টালিকানিচয় পরস্পর সংলগ্ন। বৈদ্যনাথদেবের মন্দির এবং তীর্থ-দর্শনোপযোগী স্থানসমূহ এখানেই অবস্থিত।

আমাদের বাসা পুরণদহে; স্বাস্থ্য পল্লী-সমূহের মধ্যে এই অংশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। বহু সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর অট্টালিকা এখানেই বিরা-জিত, পুলিশ, আদালত, ডাকঘর, স্কুল সমস্তই পুরণদহের অন্তর্গত। কোলাহলময়, জনাকীর্ণ কলিকাতার ধূমধূলি মলিন পাণ্ডুর গগণের বৈচিত্র্যহীন চিত্রের পর সাঁওতাল পরগণার তৃণ-শ্যামল, প্রকৃতির লীলানিকেতনে আসিয়া নির্ম্মল আকাশে বিচিত্র আলোকদর্শনে, এবং বিশুদ্ধ স্নিগ্ধ পবনের মধুর হিল্লোলে হৃদয় যেন অকস্মাৎ পুলকে চঞ্চল হইয়া উঠিল। ইহা স্থানের গুণ অথবা মানসিক অবস্থারই রূপান্তর তাহা সে সময় অনুমান করিতে পারি নাই; কিন্তু বাড়ীর সকলেই দেখিলাম সমাধিক উৎ-ফুল্ল। তখন ফাল্গুনের প্রথম, কিন্তু শীত বেশ

প্রবল। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় রীতিমত শীতবস্ত্র ব্যবহার না করিলে বাস করা অসম্ভব।

শুনিলাম পূজার সময় দেওঘর বাঙ্গালী-ভদ্রলোকে ভরিয়া যায়, তখন এখানে বাড়ী ভাড়া পাওয়া সুকঠিন। চাকরীগতপ্রাণ বাঙ্গালীবাবুরা পূজার অবকাশে এখানে ভ্রমণ করিতে আসেন। সেই সময় হইতেই এখানকার 'মরসুম' আরম্ভ। আশ্বিন হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত দেওঘরের স্বাস্থ্য অতি মনোরম। বায়ু-পরিবর্ত্তনের ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। দ্বিগুণ, এমন কি চতুর্গুণ মূল্যে প্রত্যেক বাড়ী ভাড়া হইয়া যায়। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন লোক-সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। স্বাস্থ্যকামনায় যাঁহারা বায়ু পরিবর্ত্তনে আসিয়াছেন শুধু তাঁহারা ব্যতীত অপর বড় কেহ নাই।

বেলাবাগান দেওঘরের শেষসীমা; তাহার পরই দাড়োয়ানদী। নদী বলিলে বঙ্গবাসীর মনে সলিল-সম্ভার-শোভাময়ী, উজ্জ্বল তটিনীর কথা স্বতই মানসপটে উদিত হয়; কিন্তু এখানকার নদী তেমন নহে। নদী বিস্তীর্ণ বটে, কিন্তু জল নাই; তটিনীর কলনৃত্য সেখানে বর্ষাকাল ব্যতীত দেখিবার কোন উপায় নাই। শুধু বালুকারাশি সূর্য্য-কিরণে জ্বলিতেছে। হস্তদ্বারা বালুকারাশি কিঞ্চিৎ অপসৃত করিলে নির্ম্মল সলিল সেইস্থল পূর্ণ করিয়া দেয়। সে জল কি স্নিগ্ধ, কি সুপেয়! পীড়িতদিগেরপক্ষে দাড়োয়ানদীর জল অতি উপকারী। অনেকে এখান হইতে প্রত্যহ পানীয়জল আহরণ করিয়া লইয়া যান। আমরা মাঝে মাঝে এই দাড়োয়ানদীগর্ভে বেড়াইতে আসিতাম। রেলপথ এই নদীর উপরিস্থিত লৌহসেতু অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায় দাড়োয়ানদী মধ্যে ভ্রমণে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব শান্তির উদ্রেক হয়। চারিদিক্ নিস্তব্ধ, চন্দ্র-কিরণ বালুকারাশির উপর পড়িয়া সহস্র হীরকখণ্ডের ন্যায় জ্বলিতে থাকে; অদূরবর্ত্তী সাঁওতালকুটীর হইতে উচ্চ পূর্ণকণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনি উঠিয়া গগনতল মুখরিত করিয়া তুলে; তখন সংসারের কোলাহল, দুঃখ, দৈন্য, অশান্তি ভুলিয়া গিয়া অনন্তসুন্দরের চরণোপান্তে হৃদয় নিবেদন করিবার জন্য মন চঞ্চল হইয়া উঠে।

প্রভাতে উঠিয়া বৈদ্যনাথ দেবদর্শনে চলিলাম। শিবগঙ্গায় স্নানান্তে মন্দিরে পূজা করাই প্রশস্ত। শিবগঙ্গা, কোন নদী নহে, একটী সুবৃহৎ দীর্ঘিকা। দুইদিকে ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানাবলী, একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসৃত। অন্য দুই পাড়ের উপর উন্নতশীর্ষ শালবৃক্ষশ্রেণী। দীর্ঘিকার জল বহুলব্যবহারে ঈষৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পুণ্যকামী-হিন্দু পরমভক্তিভরে পূতজাহ্নবী বারিধারাজ্ঞানে সেই দীর্ঘিকার সলিলে অবগাহন করিতেছে।

শিবগঙ্গা ব্যতীত আরও কতিপয় জলাশয় আছে। তন্মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, প্রবাদ আছে রাবণের মূত্র হইতে তাহার উৎপত্তি। হরলাঝুরীনামক স্থান হইতে রাবণ যখন বৈদ্যনাথ লিঙ্গমূর্ত্তি লইয়া লঙ্কাযাত্রা করিয়াছিলেন, সেই সময় মূত্রপীড়ায় কাতর হইয়া এইস্থলে লিঙ্গমূর্ত্তি রাখিয়া তিনি মূত্রত্যাগ করিতে থাকেন; মহাদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, পথিমধ্যে যদি তুমি আমায় কোনস্থানে রক্ষা কর তবে আর আমি সেখান হইতে নড়িব না। মূত্রপীড়াকাতর রাবণ নিষেধ সত্ত্বেও প্রকৃতির আহ্বানে নিরস্ত হইতে পারেন নাই। সেই মূত্রধারা হইতেই পূর্ব্বোক্ত হ্রদবৎ জলাশয়ের উৎপত্তি। রাবণ তারপর লিঙ্গমূর্ত্তি উঠাইতে গিয়া দেখিলেন মহাদেব ভূগর্ভে ঈষৎ প্রবিষ্ট। মহাবীর প্রাণপণ চেষ্টাতেও যখন তাঁহাকে বিন্দুমাত্র স্থানভ্রষ্ট করিতে পারিলেন না, তখন ক্রোধভরে লিঙ্গ পুরোভাগে প্রচণ্ড মুষ্টাঘাত করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি, সেইজন্য বৈদ্যনাথদেবের একপার্শ্ব ঈষৎ বক্র হইয়া গিয়াছে। তীর্থযাত্রিগণ কেহই এই দীর্ঘিকার জল ব্যবহার করে না। শুধু রজকগণ এখন উহার জলে বস্ত্রধৌত করে। দীর্ঘিকাটি এখন দাম ও জলজগুল্মে সমাকীর্ণ। এই দীর্ঘিকার অপরপার্শ্বে উইলিয়ামস্‌টাউননামক পল্লীর কিয়দংশ বিরাজিত।

স্নানাবসানে আমরা সিংহদ্বার দিয়া মন্দিরচত্বরে প্রবেশ করিলাম। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার তিনটি দ্বার। সিংহদ্বার পাষাণনির্ম্মিত। দুইপার্শ্বে সিংহমূর্ত্তি বিরাজিত। দ্বারগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া মনে হইল। সিংহদ্বারের সন্নিকটে মিঠাই, দধি প্রভৃতির দোকান। কয়েকখানি দোকান পাণ্ডাদিগের। দেবতারভোগের উপযুক্ত নানাবিধ মিষ্টান্ন এইখানে প্রত্যহ প্রস্তুত হইতেছে। যাহার যাহা ইচ্ছা মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া পূজা দেয়। পাণ্ডারাই সে সমুদয় ক্রয় করিয়া আনেন। চাউল, ঘৃত প্রভৃতি পূজার অন্যান্য উপকরণও ভিন্ন দোকানে পাওয়া যায়, এই সকল দোকানও পাণ্ডাদিগের। অন্য দোকানের দ্রব্য বৈদ্যনাথের পূজায় ব্যবহৃত হয় না।

জুতাপায়ে মন্দিরচত্বরে প্রবেশ নিষেধ। কালীঘাটে মাতার মন্দিরে যাইবার সময় যাত্রিগণ মন্দিরচত্বরে অনায়াসে জুতাপায়ে প্রবেশ করেন, কিন্তু এখানে তাহা হইবার যো নাই। সকলকেই মন্দিরসীমার বাহিরে জুতা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। আমরা জুতা বাসায় রাখিয়াই আসিয়াছিলাম, সুতরাং বিনামা অপহারীর আশঙ্কায় ভীত হইবার প্রয়োজন ছিল না। মন্দিরপ্রাঙ্গণ প্রস্তরমণ্ডিত, বেশ প্রশস্ত। চতুষ্পার্শ্বে নানাবিধি দেবতার অসংখ্য মন্দির। কালী, নারায়ণ, গণেশ, সরস্বতী, লক্ষ্মী, পার্ব্বতী, গঙ্গা, যমুনা, কত নাম করিব, সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ দেবতাগণের মন্দির দেখিলাম। মন্দিরগুলি বৌদ্ধ-আদর্শে নির্ম্মিত। কিন্তু অত্যন্ত পুরাতন।

পাণ্ডার হস্তে পূজার টাকা দিলাম; তিনি উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। মন্দিরদ্বার উদ্ঘাটিত হইবামাত্র আমরা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। তখন জনতা খুব বেশী ছিল না। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার! প্রথমত কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। অল্পক্ষণ পরে সমস্ত স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। লিঙ্গমূর্ত্তি মধ্যস্থলে বিরাজিত। একপার্শ্বে একটি বৃহৎ ধাতু প্রদীপে আলো জ্বলিতে ছিল। দিবারাত্রি প্রদীপ সমভাবে জ্বলিয়া থাকে। মন্দির মধ্যে বায়ু-নির্গমনের দ্বিতীয়দ্বার অথবা বাতায়ন নাই। একটি ধাতুনির্ম্মিত অনতিউচ্চ দ্বারপথে ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। আমরা যখন প্রবেশ করিলাম, তখন পুরোহিত বা পূজারী মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। চারিদিকে ব্রাহ্মণেরা বসিয়া আছেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ "কি-হবে আমার গতি, ওহে পশুপতি" বাঙ্গালা-গান গাহিতেছেন, কেহবা স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছেন। যে পাণ্ডাটি বাঙ্গালায় গাহিতে-

INSECT DAMAGE

ছিলেন তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট। সময়োপযোগী রাগিণীতে সঙ্গীতটি গীত হইতেছিল, বড়ই মধুর লাগিল। ভক্তের হৃদয়নিহিত ভক্তিধারা যেন গলিয়া বাহির হইতেছিল। আমরা মুগ্ধভাবে শুনিতে লাগিলাম। এখানকার পাণ্ডারা পশ্চিমাঞ্চলবাসী হইলেও বাঙ্গালা-ভাষায় ইঁহাদের অধিকার কম নহে। ঠিক বাঙ্গালীর ন্যায়ই ইঁহারা সহজে বাঙ্গালাভাষায় কথা কহিতে পারেন।

পূজা সমাপ্ত হইলে সমবেত যাত্রিগণ একে একে পূজা করিতে লাগিলেন। তখন একটু হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। লিঙ্গমূর্ত্তিস্পর্শে সকলেরই সমান অধিকার। এক কালীঘাট ব্যতীত সর্ব্বতীর্থস্থলেই যাত্রিগণ ইচ্ছামত দেবমূর্ত্তি স্পর্শ করিতে পান। শুধু কালীমাতার সেবাইতগণ দর্শকদিগকে এই পুণ্যস্পর্শে বঞ্চিত রাখেন। আমরা সকলেই বৈদ্যনাথদেবকে স্পর্শ করিলাম, প্রত্যেকে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পূজা সমাপ্ত করিলাম। পূজাবসানে পাণ্ডা বাহিরে আসিয়া সমুদয় প্রসাদ আমাদিগকে অর্পণ করিলেন। কিছু ঘৃত ও তণ্ডুল মাত্র নিজের জন্য রাখিলেন। এখানকার প্রথাই এইরূপ। এমন নির্লোভ, অল্পসন্তুষ্ট পাণ্ডা অন্যত্র দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ইঁহাদের ব্যবহার বাস্তবিক অনুকরণযোগ্য।

তারপর পাণ্ডার সহিত আমরা অন্যান্য দেবমন্দির দর্শন করিলাম। তন্মধ্যে পার্ব্বতীর মন্দিরটিই সমধিক সমৃদ্ধ। বৈদ্যনাথদেবের মন্দিরের সম্মুখেই এই মন্দিরটি অবস্থিত। উভয় মন্দিরের চূড়া বিবিধবর্ণের সূত্রদ্বারা সংযুক্ত।

বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। অপরাহ্নে বাড়ীর মেয়েদের লইয়া রাজপথে বেড়াইতে বাহির হইলাম। বঙ্গদেশের অবরোধপ্রথা এখানে নাই। শুদ্ধান্তচারিণীরা এখানে অসঙ্কোচে ভ্রমণ করেন। সেজন্য কেহই কোন রূপ কুণ্ঠা বোধ করেন না। রাজপথে ও শ্যামল-প্রান্তরে রমণীরা সহজ সরলভাবে, দ্বিধাশূন্য-মনে বেড়াইতেছেন দেখিয়া মনে একটা অপূর্ব্বভাবের সঞ্চার হইল। দ্বিহস্ত পরিমিত অবগুণ্ঠনভারাবৃতা, ব্রীড়াবনতা বঙ্গললনারা এখানে আসিয়া অসঙ্কোচে ভ্রমণ করিতেছেন এ দৃশ্য বিচিত্র নহে কি?

আমরা অদূরবর্ত্তী নন্দনপাহাড়ে বেড়াইতে চলিলাম। পাহাড়টি বোধহয় একশত ফুট উচ্চ হইবে। পথ বন্ধুর নহে; কিন্তু তথাপি পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছিতে অর্দ্ধঘণ্টা লাগিল। তখন সূর্য্য পাটে বসিয়াছেন। পশ্চিমগগণ স্বর্ণোজ্জ্বল মেঘে বিচিত্র দেখাইতেছিল। অত্যন্ত স্ফূর্ত্তির সহিত সকলে পাহাড়ের উপরে উঠিলেন। দূরে বৈদ্যনাথ জংশনের পাহাড়গুলি দেখা যাইতেছিল। পূর্ব্বদিকে ত্রিকূট পাহাড়ের চূড়া যেন গগণ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। দেওঘরের হর্ম্ম্যমালা চিত্রলিখিতবৎ সুন্দর দেখাইতেছিল। পাহাড়ের উপরে একটী অর্দ্ধভগ্ন মন্দির। মন্দিরের ছাঁদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অভ্যন্তরে ছিন্নমস্তাদেবীর পাষাণমূর্ত্তি। দেবীর মস্তক মন্দিরের ন্যায় ভাঙ্গিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না। সম্ভবতঃ বহুকাল পূর্ব্বে কোন সাধক এখানে দেবীর অর্চ্চনা করিতেন; কিন্তু তাঁহার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে মাতার পূজাও সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। কে এই মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন অনুসন্ধানে তাহা ভাল করিয়া জানিতে পারি নাই। এ সম্বন্ধে জনশ্রুতি বিভিন্ন প্রকার। কেহ বলেন, কোন সন্ন্যাসী এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; কিন্তু বিশেষ কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল না। মূর্ত্তি যিনিই স্থাপন করুন না কেন; এখন তাহা অযত্নে সুরক্ষিত। শুধু নবযুগের দর্শকেরা মন্দিরাভ্যন্তরে লোষ্ট্র অথবা অঙ্গার সাহায্যে স্ব-স্ব নাম-ধাম লিখিয়া রাখেন। মন্দিরটীর সংস্কার বা দেবমূর্ত্তির পূজার কোন ব্যবস্থা করিবার কল্পনা কাহারও মানসপটে উদিত হয় না। পাণ্ডারাও এ সম্বন্ধে উদাসীন।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল। মৃদু জ্যোৎস্নালোক ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। সান্ধ্যবায়ু সেবনে অন্যান্য রমণীও পাহাড়ে আসিয়াছিলেন। অধিক রাত্রি হইলে পার্ব্বত্য-পথে পর্য্যটন নিরাপদ নহে ভাবিয়া আমরা পাহাড় হইতে নামিয়া পড়িলাম। এখান হইতে আমাদের বাসা প্রায় চল্লিশ মিনিটের পথ।

বৈদ্যনাথদেবের 'শিঙার'বেশ প্রসিদ্ধ। পুরুষোত্তমের "শিঙার"বেশ অপেক্ষাও চমৎকার দেখিয়াছিলাম। পর দিবস সন্ধ্যার প্রারম্ভেই আমরা মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। জ্যোৎস্নালোকে বহুস্থানে বহু দেবমন্দির দেখিয়াছি; কিন্তু আজ বৈদ্যনাথদেবের মন্দিরাভিমুখে যাইবার সময় মন যেরূপ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল এমন আনন্দ কখনও অনুভব করি নাই। সুবৃহৎ রাজপথ জ্যোৎস্নালোকে হাসিতেছিল। কোথাও বৃক্ষচ্ছায়ান্তরাল হইতে চন্দ্রমা কিরণ উঁকি মারিয়া জনবিরল রাজপথকে আলিঙ্গন করিতেছিল। এমন স্নিগ্ধ শান্তি, এমন বিচিত্র শোভা বহুদিন দেখি নাই। ক্রমে রাজপথের জনপূর্ণ অংশে উপনীত হইলাম। অদূরে শুভ্র মন্দিরচূড়া দেখা গেল। সন্ধ্যারতির পূর্ব্বে নহবতের মধুর রাগিণী কোমলে মধুরে বড়ই মিঠা বাজিতেছিল। গমক, মিড় ও মূর্চ্ছনায় সানাই কি মধুর রাগিণী-ই আলাপ করিতেছিল! মন্দিরচত্বরে পৌঁছিবার অল্প পরেই মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইল, আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সুগন্ধি তৈল মর্দ্দনের পর দেবলিঙ্গকে পূতবারিধারা দ্বারা পূজারীরা স্নান করাইলেন। তারপর সাতখানি নূতন গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা একে একে লিঙ্গ-মূর্ত্তিকে মার্জ্জনা করিলেন। স্তরে স্তরে শ্বেত-রক্তচন্দন সজ্জিত ছিল। পূজারী দেবলিঙ্গকে চন্দনেরই আলিপনায় চর্চ্চিত করিলেন। তার পর পুষ্পরাশি দ্বারা তাঁহাকে আবৃত করিয়া দিলেন। সর্ব্বশেষে পুষ্পনির্ম্মিত জটাজাল বৈদ্যনাথের শীর্ষভাগে দুলাইয়া দেওয়া হইল। তখন মনে হইল স্বয়ং ধূর্জ্জটি যেন তথায় উপবিষ্ট। সাজাইবার কৌশলটি সুন্দর। আমরা নির্নিমেষলোচনে সেই পবিত্র দৃশ্য দেখিতেছিলাম। ভক্তিভরে হৃদয় আর্দ্র হইয়া আসিল। ভক্তের বন্দনাগানে প্রাণ অভিভূত হইল। শিঙারবেশ সমাপ্ত হইলে "হর হর ব্যোম ব্যোম, জয় বৈদ্যনাথজীকি জয়" শব্দে মন্দির প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আমরা বাহিরে আসিলাম।

শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে বিপুল উৎসবের আয়োজন হয়। তখন যাত্রীতে সমগ্র দেওঘর ভরিয়া যায়। সে সময়ে মন্দিরের প্রধান পথ তিন দিনের জন্য সরকারপক্ষ হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বাজার হাট সেকয় দিনের জন্য "মিনাবাজার" নামক স্থানে উঠিয়া যায়।

Tight Binding

মন্দিরের একটীমাত্র দ্বার তখন খোলা থাকে। যাত্রীদিগকে নগরের বাহিরে থাকিতে হয়। "মিনাবাজারের" সন্নিকটে ইষ্টকনির্ম্মিত বিস্তীর্ণ আবাসগৃহে, বৃক্ষতলে সাধারণ যাত্রীরা সে কয় দিন অবস্থান করে। নগরের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সরকারপক্ষ হইতে বিশেষরূপ চেষ্টা করা হইয়া থাকে। শিবরাত্রির উৎসব উপলক্ষে যেরূপ জনতা হয়, তেমন জনতা আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। বহুদূর দূরান্তর হইতে হিন্দু-তীর্থযাত্রী এখানে সমবেত হয়।

দেওঘরের পেঁপে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রত্যেক বাড়ীতেই পেঁপের গাছ আছে। ফলও পর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। এত বড় পেঁপে আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানকার দধি অতি চমৎকার। পূর্ব্বে দেওঘরে সকল প্রকার দ্রব্যই স্বল্প মূল্যে পাওয়া যাইত, এখন নাকি আমাদিগের (বাঙ্গালীবাবু) জন্যই সকল দ্রব্য দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। জনৈক হিন্দুস্থানী পুলিশ প্রহরী বলিল যে, সে এখানে ২৮ আঠাশ বৎসর আছে। ২৫ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এখানে টাকায় পাঁচ সের উৎকৃষ্ট ঘৃত, এক মণ খাঁটি দুগ্ধ এবং তিন মণ চাউল পাওয়া যাইত! আমাদের কাছে এসব কাহিনী আরব্যোপন্যাসের ন্যায় অলীক বলিয়াই মনে হয়!

দেওঘরে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত একটী উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। ছাত্রদিগের বাসের নিমিত্ত বোর্ডিংয়েরও সুবন্দোবস্ত আছে। ছাত্রসংখ্যাও কম দেখিলাম না। স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া অনেকেই পুত্রদিগকে এখানকার বোর্ডিংয়ে রাখিয়া যান।

পাঁড়েরবাগাননামক একটী উদ্যান আছে। সেখানে নানাপ্রকার ফল ও সবজী জন্মায়। জনৈক পাঁড়ে সেই বাগানের স্বত্বাধিকারী। নিজের বাড়ীতে বসিয়া লোকটী ফল ও সবজী বেচিয়া মাসে প্রায় দুইশত টাকা উপায় করেন দেখিলাম। বাঙ্গালীরমণীরা পর্য্যন্ত স্বয়ং সেই বাগানে গিয়া মনোমত ফল-মূল কিনিয়া আনেন। চাকরিগতপ্রাণ বাঙ্গালীবাবুরা ইহার নিকট স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের উপায় শিখিতে পারেন। লোকটীও বেশ অমায়িক।

স্থানীয় পোষ্টমাষ্টারবাবুটীর অমায়িক ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। বাঙ্গালীমাত্রেই যেন তাঁহার ঘরের লোক। কুশলপ্রশ্নে তিনি সকলকেই আপ্যায়িত করিতেন। এখানে দুইবেলা ডাক বিলি হয়।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

ললাট-লিখন।

—অভয় দিন আনে-দিন খায়—মজুতও নাই, শরীর সুস্থ থাকিলে অভাবও হয় না—দুদিন পড়িয়া থাকিলে ধারকর্জ্জ করিয়া চালাইতে হয়। অভয় জাতিতে নমঃশূদ্র—সংসারে একটী আট বছরের মেয়ে ও স্ত্রী ব্যতীত আর কেহই নাই। এই দুই প্রাণীর ভরণপোষণ করাও

ভারস্বরূপে হইয়া উঠে না। অভয় অলসপ্রকৃতির নহে, বসিয়া থাকিতে চাহে না কিন্তু কাজ ত আর সব দিন যুটিয়া উঠে না, দরিদ্র অভয়েরও প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা কম নহে। অভয় বর্ষার সময় ৪।৫ মাসের জন্য কোন জমিদার ভদ্রলোকের বাড়ী মাসমাহিয়ানায় থাকে; এবারও রহিয়াছে। মাহিয়ানা সামান্য ৬৲ টাকা, খোরাক পায়—পূজায় একজোড়া কাপড়-চোপড় মিলিবে। বর্ষার কয়মাস অভয় নিশ্চিন্ত—সংসারের ভাবনা ভাবিতে হয় না। ৬৲ টাকায়ই দুইজন মানুষের সুন্দররূপ চলিয়া যায়। গ্রামের অনেক বাড়ীতে পূজা হয়—অভয়ের জমিদার বাড়ীও হয়। পূজার কয়দিন পূর্ব্বে অভয় মেয়েটিকে নিয়া জমিদার বাড়ী গিয়াছিল—জমিদারেরা ডাকাইয়াছিলেন। পূজায় জমিদার বাড়ী ২।১ দিন বেগার দিতে হয়। কোন্ দিন অভয়কে বেগার দিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিবার জন্যই তাহাকে ডাকাইয়াছিলেন। অভয় যখন জমিদার বাড়ীর ন বাবুর সহিত কথা কহিতেছিল; সেই অবসরে মেয়েটী অন্দরমহলে প্রবিষ্ট হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কর্ত্রীঠাকুরাণী অভয়ের মেয়েকে কিছু মুড়ী চিড়া কিছু মিষ্টি ও গোটাকয়েক কলা দিলেন; মেয়েটী আনন্দে খেতে লাগ্‌ল; আর বাবুদের ছেলে মেয়েদের ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে পোষাক পরিচ্ছদ দর্শনে অবাক্ হইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। অভয়ের ন বাবুর সহিত কথা সমাপ্ত হইলে মেয়েকে কাছে না দেখিয়া ডাকিতে লাগিল; মেয়ে কাছে আসিয়া হাজির হইল। অতঃপর অভয় মেয়ের সহিত বাড়ী আসিল। জমিদারবাড়ী বেড়াইতে যাইয়া মেয়ের মনে যে একটী বাসনার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, অভয় তাহা জানিতে পারে নাই, মেয়ে বাড়ী পৌঁছিয়াই মাকে তাহার মনোবাসনা জ্ঞাপন করিয়াছে। মা নিজেদের অভাবের বিষয় চিন্তা করিয়া মেয়েকে ঐ ইচ্ছা পরিহার করিবার জন্য কত রকম বুঝাইলেন, মেয়ে বুঝিল না—চোখের জলে বক্ষঃ ভাসাইয়া আবদার করিতে লাগিল। মায়ের প্রাণ, তাতে আবার একমাত্র মেয়ে—মেয়ের ক্রন্দন মা সহ্য করিতে পারিলেন না। স্বামীকে বলিয়া মেয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সম্মত হইলেন। মেয়ে আশ্বাসিত হইয়া শান্ত হইল। রজনীতে অভয় যখন মনিববাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া শয়নের পূর্ব্বে তামাক সাঁজিয়া খাইতেছিল—খক্ খক্ করে কাসিতেছিল, তখন অভয়ের স্ত্রী কহিল—"জমিদারবাড়ী মেয়েকে নিয়ে ত লাভ হয়েছে মন্দ নয়; মেয়ে ত ন বাবুর ছোট নাত্‌নীর গায়ে যেরূপ একটা জ্যাকেট দেখে এসেছে, সেরূপ জ্যাকেট একটা না দিলে কিছুতেই ছাড়্‌বে না—কেঁদে কেটে অস্থির।" অভয় রাগিয়া উঠিল। বলিল—"মেয়ে আকাশের চাঁদ চাহিলেই দিতে হবে না কি? বড়লোকের, ভদ্রলোকের ছেলে মেয়েরা যা পর্‌বে—আমাদের গরিবের ছেলে মেয়েকেও তাই পরাতে হবে! লোকে যে পাগল বল্‌বে।" স্ত্রী কহিল—তা ত বুঝি মেয়ে যে ছাড়ে না।" অভয়—ছাড়ে না বলে কি করা যাবে; দিব কোথা হতে? টাকা পয়সারও ত দরকার। ঐরূপ একটা জ্যাকেটের দাম ৭৲ ৮৲ টাকার কম নয়—এক মাসের মাহিয়ানাতেও কুলায় না।" স্ত্রী—"মেয়ের কান্না যে সহ্য কর্‌তে পারি না। আমার হাততাবিজ-বালা ও-খাড়ু যদি বন্ধক না থাক্‌ত; তবে তা বিক্রী করেও

ক্ষান্তর মনোবাঞ্ছা আমি পূর্ণ করতে পারতাম। হায় আমার অদৃষ্ট! সাত নয় পাচ নয় এক মেয়ে তাকেও ভাল খাওয়াইতে ভাল পরাইতে পারি না।" অভয়ের স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল। অভয় অনেকক্ষণ ভাবিল, পরে স্থির করিল, যদি টাকার যোগাড় করতে পারে, লোকে নিন্দা করবে তা কি করবে মেয়ের সন্তোষার্থে একটা জ্যাকেট কিনে দিবে। স্ত্রীকেও মনের ভাব জানাইয়া আশ্বস্ত করিল। অভয় টাকা সংগ্রহজন্য অনেকরূপ চেষ্টা করিল। কেহ জিনিষ বন্ধক চাহিল—কেহ টাকায় ৵০ আনা সুদ চাহিল—কেহ ভাল জামিন দিলে টাকা দিতে স্বীকার করিল। অভয়ের জিনিষও ছিল না, জামিনও কেহ হল না—৵০ দুই আনা সুদে টাকা ঋর্জ্জ করিতেও অভয়ের সাহসে কুলাইল না।

কাজেই মেয়েকে জ্যাকেট দিবার সঙ্কল্প অভয়কে পরিত্যাগ করিতে হইল। মেয়ে ষষ্ঠীর দিনও যখন অভিলষিত জ্যাকেট পাইল না তখন বিশেষরূপ মনোক্ষুণ্ণ হইল—কাঁদিয়া কাঁদিয়া বক্ষঃ প্লাবিত করিতে লাগিল। অভিমানে ও রোষে মাতাপিতার সহিত কথা বন্ধ করিল—আহার বন্ধ করিল। মাতা কত রকম বুঝাইল—পিতা আগামী বছর পূজায় নিশ্চয় জ্যাকেট কিনিয়া দিবে শপথ করিয়া কহিল—মেয়ে সান্ত্বনা লাভ করিল না। অনাহারে ও অতৃপ্তবাসনার তীব্র দংশনে ষষ্ঠীর দিন রাত্রেই মেয়ের জ্বর হইল। নবমীর দিন জ্বর অত্যন্ত বাড়িল; তারিণীডাক্তারকে দেখাইলে তিনি বলিলেন—'জ্বর জটিল হইয়া পড়িয়াছে—জীবনের আশা খুব কম।' অভয় ডাক্তারের পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল; বলিল ডাক্তারবাবু, আমার ক্ষান্তকে আপনি বাঁচাইয়া দিন; আমি ছমাস আপনাকে বিনাবেতনে কাজ করিয়া দিব। টাকার জন্য আমার ক্ষান্তর চিকিৎসায় ত্রুটি করিবেন না।" ডাক্তারবাবু আশা দিলেন, 'টাকা পয়সার অভাব জন্য চিকিৎসার কোন ত্রুটি হবে না; ফল কথা এখন তোমাদের অদৃষ্ট।' ডাক্তার ভাল ভাল, ঔষধ দিলেন বটে; কোন ফল হইল না—অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। বিজয়াদশমীর দিন দু'পরের সময় দরিদ্র মাতাপিতার একমাত্র হৃদয়-সম্বল-কন্যা ক্ষান্ত ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। "অভয়ের স্ত্রী ও অভয় শিরে করাঘাত করতঃ হৃদয়বিদারক স্বরে 'জ্যাকেটের জন্যই মা আমাদের ছেড়ে গেলি' 'দারিদ্র্যই আমাদের কাল হ'ল' বারংবার একথা বলে রোদন করিতে লাগিল। তাহাদের বিলাপে পাড়াপ্রতিবেশীরাও দারুণ শোকানুভব করিল। শোকে তাহারা উন্মাদপ্রায় হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার সময় যখন মৃণ্ময়ী-প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া ভক্তবৃন্দ বিষণ্ণ মনে গৃহে ফিরিল—অভয়ও তখন বুকেরধন মেয়েকে শ্মশানে ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া ঘরে ফিরিল! অবস্থানুরূপ শিক্ষার অভাবে, অসংযত লালসার প্রভাবে যে দারিদ্র-দম্পতীর হৃদয়ের ধন, হৃদয় চুরমার করিয়া চলিয়া গেল; তাহা কেহ বুঝিল না।—সকলেই বুঝল ও বুঝাইল—এ আকস্মিক বিপদ;—এ দরিদ্র-দম্পতীর ললাট-লিখন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

বেলা যে যায়

বৈশাখ মাস, দিবা দ্বিতীয় প্রহর। ভীষণ গ্রীষ্ম। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতেজে চতুর্দ্দিক যেন দাবানল জ্বলিতেছে। বাতাস নাই। অতি গরমে শরীর ও মন ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। ঘরে তিষ্ঠান ভার। ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। সে কালান্তকসদৃশ বিষম রৌদ্রের তীব্র দংশন-জ্বালা যেন আরও বাড়িল। সূর্য্যদেব, শ্মশানের শবের ন্যায় এ জীবন্ত মনুষ্যের সবলদেহকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। দৌড়িলাম। বাড়ীর অদূরে উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুলা ভীষণ আবর্ত্তময়ী পদ্মা। পদ্মা যেন বাতাস অভাবে এই নিদারুণ গ্রীষ্মে বিশেষ ক্লিষ্টা হইয়াই একটুকু শান্তভাবে আমাদের বাস-ভবন চুম্বন করিয়া কুলকুলরবে, মনের দুঃখ বলিয়া বলিয়া সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। এক্ষণ আর তাহার সেই উগ্রচণ্ডারূপিণী ভৈরবীমূর্ত্তি নাই। কালসহকারে সকলকেই একদিন হীনপ্রভ হইতে হয়। তাই বুঝি পদ্মার আজ এ শীর্ণমূর্ত্তি! নদীতটে নিবিড়পল্লবসন্নিবিষ্ট এক সহকার তরু পরমপিতা পরমব্রহ্মের করুণার ন্যায় দণ্ডায়মান। দৌড়িয়া সেই শান্তিময়ের শীতলচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। বারিবিধৌত শীতল সমীর অঙ্গ স্পর্শ করিল। আহা! কি সুমধুর শীতল স্পর্শ! এতক্ষণে কঠোর উপাসনার ফল ফলিল প্রাণ মন জুড়াইল!

সেই শান্তিপাদপের সুস্নিগ্ধ শীতল ছায়ায় ঘনসন্নিবেশ নবীন শষ্পদলোপরি অর্দ্ধ শয়ান, অর্দ্ধ উপবিষ্ট অবস্থায় প্রকৃতির বিচিত্র সুষমা-রাশি দর্শন করিতে করিতে ক্রমে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। ঈষৎ তন্দ্রাসমাগমে অভিভূত হইলাম। এই অবস্থায় অজ্ঞাতসারে অনেক সময় অপব্যয়িত হইল। কিছুকাল পরে অতি সুমধুর স্বরে কে যেন গাইল,—

"জীবন আঁধারে দাড়ায়ে কেন রে
মিছা কাজে ঐ বেলা যে যায়।"

সেই তানলয় বিশুদ্ধ সঙ্গীতের অমৃতলহরী আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সুষুপ্তি চলিয়া গেল। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি জাগিয়া উঠিলাম।

হায়! এই 'বেলা যে যায়' পঞ্চাক্ষর বাণী শুনিয়াই না একদিন কায়স্থকুলরত্ন ধর্ম্মবীর লালাবাবু সংসার ছাড়িয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন? বস্তুতঃ কর্ম্মক্ষেত্রের মোহপাশ ছিন্ন হইলে এমনি ভাবেই বিবেকবাণী হৃদয়-গুহায় প্রবেশ করিয়া থাকে। ভগবান এমনি ভাবেই সুমধুর স্বরবিশিষ্ট বিবেক বংশীবাদন-পূর্ব্বক সৌভাগ্যশালী পুণ্যাত্মা মানবকে মুক্তি-মার্গে আহ্বান করিয়া থাকেন। জানি না, কোন্ মনোমোহকরী মোহিনীশক্তিবশে সেই সুরসঙ্গীতের 'বেলা যে যায়' এই পঞ্চাক্ষর বাণী এ ক্ষুদ্র প্রাণে বড় বাজিল। একবার প্রকৃতি-পানে তাকাইলাম; দেখিলাম, আর বেলা নাই! ঐ সন্ধ্যাদেবী তমোময়ী নিশাসতীর আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। ভাবিলাম প্রকৃতই বেলা যে যায়। সন্ধ্যাবেলা কৃষকবালা ঘাটে জল লইতে আসিয়াছে, মাতা ডাকিয়া

বলিল, "বাছা ত্বরা ঘরে আয়, বেলা যে যায়" পাখী ডাকিল, ডাকিয়া ডাকিয়া চলিয়া গেল, বলিয়া গেল, 'বেলা যে যায়।' নদী কুল কুল রবে "বেলা যে যায়" বলিয়া বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। নদীবক্ষে তরণীশ্রেণী মৃদুলতরঙ্গে অঙ্গ নাচাইয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া যাইতেছে, সেও যেন বলিয়া যাইতেছে, "বেলা যে যায়।" ঐ দেখ জলে, স্থলে, ঊর্দ্ধে ও অধোদেশে সকল দিকেই পশু, পক্ষী, পতঙ্গম, ভূচর, খেচর প্রভৃতি জঙ্গমমাত্রই যেন বলিতেছে, "বেলা যে যায়।" সকলেই ঐ একই কথা বলিতেছে, বলিয়া বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। উহারা কোথায় যাইতেছে? কাহার অনুসন্ধানে যাইতেছে? কিসের তরে এত তাড়াতাড়ি—এত ছুটাছুটি করিতেছে? কেন সমস্বরে বলিয়া যাইতেছে, "বেলা যে যায়।" তবে ত সত্য সত্যই বুঝি বেলা যায়।

ঐ দেখ, পাখী ডাকিল, "বেলা যে যায়" বলিয়া চলিয়া গেল। নদী সেই একই দিকে দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল! উহারা কাহার উদ্দেশ্যে কোথায় চলিল?—এইমাত্র বুঝিলাম, সকলেই বলিয়া গেল, বেলা যে যায়। একবার এই নশ্বর জীবনের প্রভাত হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিলাম, দেখিলাম, প্রকৃতই বেলা যে যায়। দেখিলাম ঐ যে জীবনের শেষের সেই ভয়ঙ্কর সন্ধ্যা তমোময়ী রজনীর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। শুনে বড় ভয় হইল। হায়! এই নশ্বর জগতে এই ক্ষণভঙ্গুর মানবজীবন লইয়া কোন্ কুহকে ভুলিয়া কোন্ মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া অবিরত বেড়াইতেছি—ঘুরিতেছি! একবার ভাবিয়া দেখিতেছি না, বেলা যে যায়। হায়! বস্তুতঃই বেলা যে যায়! এ মোহময় সংসারে বসিয়া বসিয়া এত সময় কি করিলাম? জায়া, পুত্র, পরিবার ও অর্থের মোহে মুগ্ধ হইয়া কেন বৃথা সময় কাটাইলাম? যাহার জন্য আসিলাম, তাহার অনুসন্ধান করিলাম কৈ? এই ভবসাগরে যে রত্নের তরে ডুবিলাম তাহা পাইলাম কৈ? সাগরে ডুবিলাম, রত্নের বিনিময়ে কর্দ্দমাক্ত কলেবরে রিক্তহস্তে ভাসিয়া উঠিলাম! বেলা যে যায়, রত্নের কি করিলাম? ঐ যে তমোময়ী নিশা আসিতেছে! মানব পরমাণুরূপ দিবার অবসান হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। এক্ষণই বুঝিবা 'আয়ু-সূর্য্য' অস্তমিত হইবে, এখনই বুঝিবা এ জীবনাঙ্কের বিশ্ব-নাট্যশালার মোহময় অভিনয়ে যবনিকা পড়িয়া যাইবে। সময় থাকিতে একবার এ সংসারতরুর মোক্ষফলটি কুড়াইয়া লইতে পারিলাম কৈ? হায়! ঐ যে বেলা যাইতেছে, ঐ যে জীবনমার্ত্তণ্ডের মধ্যাহ্নকালীন যৌবনতেজঃ ক্ষীণ হইতেও ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে! মধ্যাহ্নের সেই প্রখর সূর্য্য ম্লানমুখে অস্ত যাইতেছে! এমনিভাবে দিবা যাইবে, এমনি করিয়া ভবের খেলা সাঙ্গ হইবে। তাই বলি মন! সময় থাকিতে একবার সেই ভবেরকাণ্ডারী শ্রীমধুসূদন শ্রীহরিকে ডাকিয়া লও, একবার সময় চলিয়া গেলে আর যে পাইবে না; ঐ দেখ বেলা যে যায়।

অন্তরে বাহিরে যেদিকে চাহিলাম, দেখিলাম, বেলা যে যায়। কিন্তু হায় ঐ দিন এবং দিনমণির যে আবার আবির্ভাব হইবে,—উহার যে পুনরায় এমনিভাবে হাসিতে হাসিতে উদিত হইবে। কিন্তু আমার এই জীবনরূপ ক্ষুদ্র দিনের একবার অবসান হইলে,—একবার এ পরমায়ুসূর্য্য অস্ত গেলে,—একবার শেষের সে ভীমাযামিনী সমুপস্থিত হইলে, আর যে সে মহানিশার শেষ হইবে না! আর যে এ মরজগতে এ নশ্বর কলেবর লইয়া বিচরণ করিতে পারিব না। তাই বলি মন! বেলা যে যায়, একবার এ সংসারের শ্রেষ্ঠ রত্নটি লাভ করিতে,—একবার সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের পরমপদাশ্রয় পাইতে যত্ন কর। একবার সেই অপার্থিব অমূল্য স্বর্গীয় রত্নের জন্য লালায়িত হও। একবার সময় চলিয়া গেলে আর পাইবে না। এক্ষণই প্রস্তুত হও; ঐ দেখ, বেলা যে যায়।

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ।

মোল্লাশাহ।

মোল্লাশাহ বদকশানের অধিবাসী ছিলেন। দিল্লীর রাজদরবারে তুর্কীসম্রাট্ শাহজহান তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি দারাশেকোর মুর্শিদ বা ধর্ম্মগুরু ছিলেন। (১) তিনি স্বয়ং লাহোরের সুপ্রসিদ্ধ মিঞা শাহমীরের শিষ্য ছিলেন। উক্ত মিঞাসাহেবের নামানুসারে লাহোরের সন্নিকটে 'মিয়ানমীরের' নামাঙ্করণ হইয়াছে। সেখানে এখনও তাঁহার সমাধি ও মস্‌জিদ দৃষ্ট হয়। ইতিহাস পাঠকের নিকট মীয়ানমীর যুদ্ধের জন্য সুপরিচিত। (২) বিখ্যাত ফরাসীভ্রমণকারী বার্ণিয়ার বলেন মুল্লাসালে সম্রাট্ আরঙ্গজেবের শিক্ষাগুরু ছিছেন। (৩) কেহ কেহ বলেন মুল্লাসালে ও মোল্লাসাহ একই ব্যক্তি। (৪) আমাদেরও তাহাই মনে হয়। কুটিল-কপটী আরঙ্গজেবকে ঐতিহাসিকগণ যতই প্রশংসা করুন না কেন, যোগ্যতা, প্রতিভা, পরিশ্রম ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে আরঙ্গজেব যতই অসাধারণ হউন না কেন, কিরীটলোলুপ ক্রূরপ্রকৃতি মোগল হিংসা, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা বিষে জর্জ্জরিত হইয়া যে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সিংহাসনে স্থির হইয়া উপবেশন করিলে আরঙ্গজেবের সদ্‌গুণ বিকাশিত হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু তাঁহার জন্মাবধি মহামতি দারার নাম শুনিলেই

(১) Mullah Shah, a native of Badakshan, was the Murshid or Spiritual guide of Dara Shikoh &.
Footnote, P. 154, Bernier's travels, Constable's Oriental miscellany, Vol. 1,
(২) 1843.

(৩) * * * his quondam teacher Mullah Sale. p. 154, Bernier's travels
(৪) He may be the Mullah Sale of Bernier's narrative, and have taught Aurangzeb also.
Footnote, p 154, ibid.

উন্মত্তের চিত্তবিক্ষোভের ন্যায় বিদ্বেষবহ্নি তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিত। এইজন্যই মোল্লাসালে, প্রিয়শিষ্য দারার প্রাণহত্যার পর ও আরঙ্গজেবের রাজ্যপ্রাপ্তির পর পুরস্কারপ্রার্থী হইয়া তাঁহার দ্বারস্থ হইলে আরঙ্গজেব অশিষ্ট দুর্ম্মুখের ন্যায় পরুষবাক্যে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু আরঙ্গজেব আপন স্বভাবসিদ্ধ চতুরতাবলে প্রকৃত মনোভাব গোপন করিতে পারিয়াছিলেন এবং মিথ্যাযুক্তি ও কূটতর্কের অবতারণা করিয়া দারার ধর্ম্মগুরুর প্রতি হৃদয়ের বিদ্বেষজনিত ক্রোধকে ছদ্মবেশ পরিধান করাইয়া দিয়াছিলেন। চতুর তুর্কীসম্রাটের প্রতিভা সে যুক্তিতে এরূপ সত্যের আভা যোজনা করিয়া দিয়াছিল, সে অপূর্ব্ব বাক্‌জালকে এরূপ অর্থ ও সারবত্তার আভরণে ভূষিত করিয়াছিল যে জগতের লোক আজ হৃদয়হীন দুর্বিনীত সম্রাটের গুরুর প্রতি অসদাচরণ বিস্মৃত হইয়া সাগ্রহে অনন্যচিত্তে তাঁহার সেই কথা কয়েকটী পান করে। (৫) বার্ণিয়ারের অমরলেখনী তাঁহার অক্ষয়স্মৃতি রক্ষা করিয়াছে।

ডাক্তার বার্ণিয়ার বলেন বৃদ্ধ মুল্লাসালে জীবনের অপরাহ্ণে কাবুলের নিকটে কোনও এক ক্ষুদ্র গ্রামে সম্রাট্ শাহজহান প্রদত্ত জায়গীরে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার ভূতপূর্ব্ব শিষ্য মেধাবী ছাত্র আরঙ্গজেব রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ মৌলবী পুরস্কারেরলোভে রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। (৬) তাঁহার বড় সাধ হইল চক্ষু মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে শিষ্যের কৃপায় 'ওমরা'-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জীবন সার্থক করিবেন। এজন্য রওশিনারা বেগম পর্য্যন্ত ছোট বড় সকলের দ্বারা সুপারিশ করাইতে ত্রুটি করিলেন না। (৭) একদিন, দুইদিন নয়, দীর্ঘ তিনমাসকাল পর্য্যন্ত প্রত্যহ দরবারে হাজির রহিলেন। কিন্তু নির্ম্মম আরঙ্গজেব কৃপাদৃষ্টি দ্বারাও তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন না। প্রতিদিন তাঁহাকে রাজসভায় উপস্থিত দেখিয়া বিরক্ত হইয়া অবশেষে একদা আরঙ্গজেব নির্জ্জনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। সম্রাটের খাসকামরায় চারি পাঁচ জন শিক্ষাভিমানী বিশিষ্ট 'ওমরা' ব্যতীত আর কেহ উপস্থিত রহিল না। মুঁসো বার্ণিয়ারের 'আগাসাহেব' দানেশমন্দ খাঁ (৮) সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। আরঙ্গজেব সর্ব্বজনসম্মানিত, বাল্যগুরু বৃদ্ধ মৌলবীকে নিম্নরূপ বাক্যবাণে বিদ্ধকরিয়া বলিতে লাগিলেন, "মোল্লাজী! আমার নিকট তোমার কি প্রার্থনা। তুমি কি এরূপ দুরাশা পোষণ কর যে, আমি তোমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরারপদে উন্নীত করির? এরূপ সম্মান লাভ করিবার পক্ষে তোমার যোগ্যতা ও অধিকার কি তাহা

(৫) See p. 76, Aurangzeb, Rules of India Series, also p. 10, Bernier's travels.

(৬) See p. 154, Bernier's travels.

(৭) there was no person of influence, up to Rauchinara Begum, whom he did not engage in his favour. p. 154, Bernier's travels.

(৮) Hakim-ul-Mouluk. Danechmund-kan, p. 155, ibid.

একবার বিবেচনা করা যাউক। তুমি যদি বাল্যকালে উপযুক্ত শিক্ষা ও সদুপদেশ দ্বারা আমার মন পূর্ণ করিতে, তাহা হইলে এরূপ গৌরবলাভে তোমার অধিকার হইত, এ কথা আমি অস্বীকার করিতেছি না। আমার মতে শিক্ষিত যুবকের সৎশিক্ষার জন্য সে শিক্ষক বা শিক্ষা তাহার পিতার নিকট অধিকতর ঋণী ইহা ঘোরতর সন্দেহের বিষয়। (৯) আমি তোমার প্রদত্ত শিক্ষা হইতে কি জ্ঞান লাভ করিয়াছি? তুমি আমাকে শিখাইয়াছিলে যে জগৎ "ফেরঙ্গিস্থান" একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ মাত্র। তন্মধ্যে পর্ত্তুগলের রাজাই তাহার মহাপরাক্রান্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ ছিলেন। পরে হলন্ডের রাজা এবং তৎপর ইংলণ্ডের অধীশ্বর সম্রাট্ হইয়াছেন। ফ্রান্স ও আন্দালুসিয়া প্রভৃতি ফিরিঙ্গিস্থানের (১০) অন্যান্য নরপতিদের সম্বন্ধে তুমি আমাকে স্তোক দিয়াছিলে যে তাহারা আমাদের ক্ষুদ্র সামন্তরাজগণের ন্যায়। তুমি আরও শিখাইয়াছিলে যে হিন্দুস্থানের নরপতিগণ ভূমণ্ডলের অন্য সকল রাজাদিগের গৌরবশ্রী মলিন করিয়াছে এবং জগতে তাহারাই একমাত্র হুমায়ুন (পৃথ্বী), আকবর (মহান্), জাহাঙ্গীর (জগৎবিজয়ী) এবং সাহজাহান (পৃথ্বীপতি)। (১১) পারস্য, উজবেক দেশ, কাশগড়, তাতার, খাতায়, (১২) পেগু, শ্যাম, চীন ও

(৯) See p. 155 Bernier's travels.

(১০) Franguistan p. 155 ibid.

(১১) that they alone were Humayons, Ekbars, Jehan Guyres Chahjehans &. ibid.

(১২) Catay. Here catay (cathay) used as if the name of a distinct country other than China &. Footnote, p. 155, ibid.

মহাচীন সকলেই ভারতের নামে ভয়ে কম্পিত। কি সুন্দর ভৌগোলিক! কি সুপণ্ডিত ঐতিহাসিক! পৃথিবীর যাবতীয় জাতিসকলের বিশেষ বিশেষ গুণ ও শক্তি তাহাদের সমর প্রণালী, রীতিনীতি, ধর্ম্ম ও শাসনপ্রথা প্রভৃতি প্রধান প্রধান অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষাপ্রদান করা কি আমার শিক্ষকের উচিত ছিল না? রীতিমত ঐতিহাসিক পাঠ শিক্ষা দিয়া রাজ্যসকলের উৎপত্তি, শ্রীবৃদ্ধি ও পতনের ইতিবৃত্ত এবং যে সকল স্বাভাবিক ও আকস্মিক ঘটনা ও ভ্রমপ্রমাদদ্বারা রাজ্যের মহাবিপ্লব ও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহাদের বিবরণ আমাকে অবগত করান কি আমার শিক্ষকের কর্ত্তব্য ছিল না? মানবজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে গভীর ও বিশদ জ্ঞানলাভ ত দূরের কথা, আমি তোমার নিকট হইতে এই সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা আমার স্বনাম প্রসিদ্ধ পূর্ব্বপুরুষদিগের নামও শিক্ষা পাই নাই। তাঁহাদের জীবনী ও পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এবং যে সকল অদ্ভুত ক্ষমতা ও শক্তিবলে তাঁহারা বিপুল সাম্রাজ্য জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তুমি আমাকে কিছুই উপদেশ দেও নাই। রাজার পক্ষে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দেশসকলের ভাষাজ্ঞান একরূপ অপরিহার্য্য, কিন্তু তুমি আমাকে কেবল আরবী ভাষা শিখিতে ও পড়িতে শিখাইয়াছিলে। দশ বার বৎসর ক্রমাগত কঠিন পরিশ্রম না করিলে কেহ আরবী ভাষা সম্যক আয়ত্ত করিতে পারে না। তুমি নিশ্চয়ই মনে করিয়াছিলে যে আমার অমূল্য জীবনের এত দীর্ঘ সময় এইরূপ কঠিন আরবী ভাষা

শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া তুমি আমাকে চির-বাধিত করিয়া রাখিয়াছ। রাজকুমারদিগকে কত প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা প্রদান করা উচিত। কিন্তু তোমার শিক্ষাপ্রণালী দৃষ্টে মনে হইত যেন মৌলবী বা মুফ্‌তির ন্যায় ব্যাকরণাদি বিদ্যার পারদর্শিতালাভই রাজকুমার-দিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। (১৩) এইরূপে শুষ্ক নিষ্ফল অনন্ত শব্দ শিক্ষার জন্য কঠিন পরিশ্রমে তুমি আমার যৌবনের অমূল্য সময় নষ্ট করাইয়াছ।" (১৪)

মুঁসো বার্ণিয়ার বলেন আরঙ্গজেব এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ইতি দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নাকি খাস কামরায় উপস্থিত কোন কোন মৌলবীকে বলিতে শুনিয়াছিলেন যে সম্রাট্ কিছুক্ষণ অন্য বিষয় বাক্যালাপ করিয়া পুনরায় মৌলবীকে নিম্নলিখিত বাক্যে তিরস্কার করিয়াছিলেন, বর্ণিয়ার নিশ্চয় বলিতে পারেন নাই ইহারা সম্রাট্‌কে তোষামোদ করিয়া তাঁহার ক্রোধের পরিমাণাধিক্য প্রদর্শন করিতে অথবা মৌলবীর প্রতি হিংসা প্রণোদিত হইয়া এইরূপ বলিয়া-ছিলেন। (১৫) যাহা হউক তাঁহারা বলিয়াছেন সম্রাট্ মুল্লাজীকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন :— (১৬)

"তুমি কি জানিতে না যে শৈশব কালেই স্মৃতিশক্তি প্রবল থাকে, তখন মন সহস্র প্রকার সদুপদেশ গ্রহণ করিতে পারে এবং যে সকল উচ্চভাব ও উচ্চাদর্শ হৃদয়কে উন্নত করিয়া ভবিষ্যতে মানবকে মহদানুষ্ঠানের উপযুক্ত করিতে পারে সেইরূপ অমূল্য শিক্ষাদ্বারা চিত্ত সহজেই সমলঙ্কৃত হইতে পারে? আমরা কেবল কি আরবী ভাষার সাহায্যেই "নামাজ" পড়িতে পারি এবং আইন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারি? মাতৃভাষায় উপাসনা করিলে কি তাহা তুল্যরূপে ভগবানের নিকট গ্রাহ্য হইবে না? (১৭) কোন কঠিন বিষয় কি মাতৃভাষায় সহজে প্রকাশ করিয়া বলা যাইতে পারে না? তুমি আমার পিতা সাহজহানকে বুঝাইয়াছিলে যে তুমি আমাকে দর্শনশাস্ত্র অধ্যাপনা করাইয়াছিলে। হাঁ তা বটে, আমার বেশ স্মরণ আছে যে কয়েক বৎসর যাবৎ তুমি কতকগুলি অনাবশ্যক অর্থশূন্য প্রশ্ন ও সূত্রাদি দ্বারা আমার মস্তিষ্কের পীড়া উৎপাদন করিয়া-ছিলে। (১৮) সে সকল বিষয় কদাচিৎ জীবনের কোন কার্য্যে আসিতে পারে। তাহাদের কোন সন্তোষজনক মীমাংসাও নাই। সেই সকল উদ্দাম অতিরঞ্জিত 'খেয়াল' বহুকষ্টে

(১৩) As if it were chiefly necessary that he should possess great skill in grammar, and such knowledge as belongs to a Doctor of law. p. 156, ibid.

(১৪) See p. p. 155-157, Bernier's travels. Constable's Oriental miscellany vol. 1.

(১৫) See p. 157. ibid.

(১৬) he resumed his discourse in this strain, p. 158. ibid.

(১৭) May not our devotions be offered up as acceptable as in our mother tongue? p. 159, ibid.

(১৮) harassed my brain & p. p. 159—160.

একবার ধারণা করিলেও পরমুহূর্ত্তেই বিস্মৃত হইতে হয়। তাহার একমাত্র ফল এই যে মন অবসন্ন হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং মানুষ একগুঁয়ে হইয়া প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধমত সহ্য করিতে অক্ষম হয়। যে সকল সংজ্ঞা উপপত্তি ও বিষয় তোমার প্রিয়, তুমি তাহাতেই আমার মহামূল্য সময় অতিবাহিত করাইতে। ফলে আমি যখন তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম তখন আমার গৌরব করিবার আর কোন বিদ্যাই ছিল না; কেবল কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য অপ্রচলিত আড়ম্বরপূর্ণ শব্দসমষ্টিই আমার সম্বল ছিল। সে সকল দুরূহ বাক্‌বূহ-দর্শনে অত্যন্ত মেধাবী ও অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন যুবককেও ভয়ে এবং নিরাশায় সংজ্ঞাহীন হইতে হয়। (১৯) তোমার ন্যায় (২০) যেসকল অপদার্থ লোক অপরের মনে মিথ্যা ধারণা জন্মাইবার প্রয়াস পায় যে তাহারা জ্ঞানগরিমা ও বিজ্ঞতায় সাধারণ লোক অপেক্ষা বহু ঊর্দ্ধে অবস্থান করে (২১) এবং তাহাদের জটিল দুরূহ দ্ব্যর্থবোধক শব্দাড়ম্বরের অন্তরালে অপরের দুর্জ্ঞেয় কিন্তু কেবল তাহাদেরই জ্ঞাতব্য গভীর রহস্য লুক্কায়িত আছে, সেই সকল দর্শন-বিজ্ঞানের মিথ্যাজ্ঞান-ভাণকারী, কপটী ব্যক্তি-দিগের মূর্খতা ও অহঙ্কার আচ্ছাদন করিবার জন্য এইরূপ শব্দ ঘটার আবিষ্কার করা হইয়াছে।

(১৯) * * * many obscure and unconth terms, calculated to discourage, confound and appal a youth of the most masculine understanding &. p. 160.

(২০) like yourself p. 160.

(২১) transcend.

তুমি যদি আমাকে সেইরূপ দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিতে যাহাতে মানবমনকে বিচার ও যুক্তিতে অভ্যস্ত করে এবং সুতর্ক ও দৃঢ়যুক্তি ব্যতীত অপর কিছুতেই চিত্তকে সন্তুষ্ট ও নিরস্ত হইতে দেয় না, তুমি যদি আমার অন্তঃকরণে সেই সকল উপদেশ বদ্ধমূল করিয়া দিতে যাহাতে আত্মা উন্নত হয় এবং ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে চিত্ত চঞ্চল হয় না এবং যাহাতে সর্ব্বজনবাঞ্ছিত বিকারশূন্য শান্তভাব ও সম্যাবস্থা উৎপাদন করে যে অবস্থায় সৌভাগ্যোদয়ে চিত্ত আনন্দে উৎফুল্ল, উদ্ধত বা অহঙ্কার দৃষ্ট হয় না এবং কষ্টের সময়ও নিতান্ত হীনভাবে অবসন্ন হইয়া পড়ে না। তুমি যদি আমাকে লোকচরিত্র বুঝিতে শিক্ষা দিতে, সর্ব্বদাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নীতি অবলম্বন করিতে অভ্যাস করাইতে এবং বিশ্ব-জগত সম্বন্ধে উদার, মহান্ ও উচ্চ ধারণা মনে সঞ্চার করিয়া দিতে এবং বিশ্বের বিভিন্ন অংশ, গতি, নিয়ম, শৃঙ্খলা প্রভৃতি (২২) যাবতীয় তথ্য সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান উৎপাদন করিতে—তোমার নিকট শিক্ষালব্ধ দর্শন ও বিজ্ঞান যদি এইরূপ প্রকৃতির হইত, তাহা হইলে আমি বলিতে পারি সেকেন্দর তাঁহার শিক্ষক এরিষ্টোটলের নিকট যেরূপ কৃতজ্ঞ ছিলেন, আমি তোমার নিকট তদপেক্ষাও অধিকতর কৃতজ্ঞ হইতাম এবং এরিষ্টোটল গ্রীক্ সম্রাটের নিকট হইতে যেরূপ পরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তদপেক্ষা স্বতন্ত্র প্রকার উৎকৃষ্টতর পুরস্কার প্রদান করিয়া তোমাকে সম্মানিত করা আমি আমার একটী প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতাম। হে

(২২) আরঙ্গজেবের উক্তির মধ্যে এইটুকু সর্ব্বোৎকৃষ্টাংশ।

চাটুকার! একবার সত্য বল দেখি (২৩) রাজা ও প্রজার পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য প্রত্যেক ভূপতির বিদিত হওয়া একান্ত আবশ্যক, অন্ততঃ সে বিষয়েও কি তোমার আমাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল না? তোমার কি এতটুকুও বোঝা উচিত ছিল না, যে কালে কোন সময়ে হয় ত আমাকে সহোদরগণের সহিত তরবারী হস্তে রাজমুকুটের জন্য এবং এমন কি আমার নিজের জীবন রক্ষার (২৪) জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে? তুমি অবগত আছ ভারতের প্রায় প্রত্যেক নৃপতির সন্তানদিগের অদৃষ্টেই এইরূপ ঘটিয়াছে। তুমি কি আমাকে কখনও কিরূপে নগর অবরোধ করিতে হয়, কিরূপে রণস্থলে সৈন্য সমাবেশ ও ব্যূহ রচনা করিতে হয় এসকল যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলে? ভাগ্যে আমি এসকল বিষয়ে তোমা অপেক্ষা বিজ্ঞতর ব্যক্তি-দিগের পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলাম! যাও, তোমার সেই পল্লীগ্রামের বাসস্থানে চলিয়া যাও। (২৫) আজ হইতে কেহ যেন জানিতে না পারে তুমি কে এবং তোমার কি হইয়াছে (২৬)।"

ইহাই আরঙ্গজেবের গুরুদক্ষিণা। উত্তর-রামচরিতে সীতাদেবীর মুখে দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস-বদ্ধ পদ দেখিয়া পূজ্যপাদ গুরুদেব কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম 'সীতা স্ত্রীলোক, তাঁহার মুখে এরূপ কঠিন ভাষা কি শোভা পায়?' পণ্ডিতপ্রবর উত্তর দিয়াছিলেন "বাপুহে! সমাসের ভিতর দিয়া যে ভবভূতির দাড়ি দেখা যাচ্ছে।". উল্লিখিত আরঙ্গজেবের উক্তিতেও ফরাসী মশল্লার গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে। (২৭) ইয়োরোপে ফরাসীরা একটী ক্ষুদ্রজাতি, এ কথা বার্ণারের মনস্তাপের কারণ হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে মোগল-সম্রাট্ আরঙ্গজেবের ক্রুদ্ধ হইবার কোনই কারণ নাই। আরঙ্গজেবের ন্যায় 'নমাজী' গোঁড়া মুসলমান আরবী শিক্ষার প্রতি প্রকাশ্যে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া মাতৃভাষায় প্রার্থনা ও উপাসনা প্রস্তাব করিবে, ইহা যাহার ইচ্ছা হয় সে বিশ্বাস করুক। মুসলমান শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি বার্ণার আন্তরিক বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। (২৮) অতএব আরঙ্গজেবের কথার উপর তিনি নিজের রং চড়াইয়া অন্তরের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ফরাসী খোলস বাদ দিলেও উহাতে অনেক সারাংশ থাকিয়া যায়, যাহা ভাবিবার ও

(২৩) Answer me, sycophant &. p. 160, Bernier's travels.

(২৪) and for my very existence. p. 160. ibid.

(২৫) Go! withdraw to thy village. &. p. 161.

(২৬) See pp. 158—161, Bernier's travels.

(২৭) The theory of royal education thus expressed with some French periphrasis, would have done credit to Roger Ascham when he was training the vigorous intellect of the future Queen Elizabeth in her seclusion at Chestnut. p.77, Aurangzeb, Rules of India Series.

(২৮) their philosophy abounds with even more absurd and obscure notions than our own. Their Philosophers employ even more gibberish than ours do.
p. 160, Bernier's travels.

বুঝিবার বিষয়। মুল্লাসালে দারাকে যুবরাজ বলে করিয়া তাঁহাকে ভবিষ্যতের কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু উপদেশ প্রদান করিতেন। আরঙ্গজেব আশৈশব দারার মহা-ভক্ত ছিলেন। হয়তঃ তিনি তখন হইতেই ভারতের রাজকিরীট জীবনের আরাধ্য বস্তু মনে করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কণ্টক স্বরূপ বিবেচনা করিতেন। মুল্লাজীর দারার প্রতি পক্ষপাত ও বিশেষানুগ্রহ তাঁহার সহ্য হইত না। সম্রাটের তৃতীয় পুত্র আরঙ্গজেব যে ভবিষ্যতে সিংহাসনে বসিবেন, মিঞাজী পুথিগত বিদ্যায় তাহা বুঝিতে পারেন নাই। আরঙ্গজেব তাঁহাকে সেই অতীত ভ্রান্তির জন্য বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। উক্তির ছত্রে ছত্রে শ্লেষ, বিদ্বেষ ও হিংসার গরল উচ্ছ্বসিত হইতেছে। অথচ তাহার প্রতিবর্ণে প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি ক্রীড়া করিতেছে। সেই সুদূর অতীত কালে শিক্ষা সম্বন্ধে অভিনব মত কতক পরিমাণে বার্ণিয়ারের স্বকপোলকল্পিত হইলেও তাহাতে আরঙ্গজেবের অদ্ভুতপ্রতিভাপ্রসূত মৌলিকত্বের স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। বক্তার তেজঃ, ওজস্বিতা, বাক্‌চাতুর্য্য, তার্কিকতা যুক্তিজাল, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ভবিষ্যতদৃষ্টি, উৎসাহ ও আগ্রহ বার্ণিয়ারের স্মৃতি ও ভাষা যথাসম্ভব ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছে। আমরা 'পত্রাবলীতে' আরঙ্গজেবের পাণ্ডিত্য, লিপিকৌশল ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছি। উপরিলিখিত বক্তৃতার ভিতর দিয়াও আমরা ফরাসীপোষাক পরিহিত চুগড়াই তুর্কীসম্রাট্ আরঙ্গজেবের চিত্র দেখিতে পাই—তাঁহার কুটনীতি ও মন্ত্রগুপ্তি, তাঁহার কপটযুক্তি, (২৯) তাঁহার দুর্ব্বলতা, তাঁহার প্রতিহিংসাপরায়ণতা, তাঁহার বাক্‌পটুতা, তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার দূরদৃষ্টি, তাঁহার সপ্ততালভেদী সূচী সূক্ষ্মবুদ্ধি এবং অবশেষে তাঁহার আত্মহারা ক্রোধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রিত রহিয়াছে।

আর মুল্লাসালে সাহেব? যে গুরুর শিক্ষা-গুণে আরঙ্গজেবের ন্যায় স্বার্থপর, পিতৃদ্রোহী, ভ্রাতৃঘাতী ও কপটী ছাত্র প্রস্তুত হয়, তিনি আর কি অধিক পুরস্কার লাভের আশা করিতে পারেন?

শ্রীরসিকলাল রায়।

(২৯) He was reserved, subtle, and a complete master of the art of dissimulation.
p. 10, Bernie's travels.

বিজয়সেন প্রশস্তি।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৫)।

দত্তা দিব্যভুবঃ প্রতিক্ষিতিভৃতামুর্ব্বীমুরীকুর্ব্বতা
বীরাসৃগ্-লিপি-লাঞ্ছিতোঽসিরমুনা প্রাগেব
পত্রীকৃতঃ।
নেত্থং চেৎ কথমন্যথা বসুমতী ভোগে
বিবাদোন্মুখী
তত্রাকৃষ্ট-কৃপাণধারিণি গতা ভঙ্গং দ্বিষাং
সন্ততিঃ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ।

উর্ব্বীং উরীকুর্ব্বতা আমুনা (বিজয়সেনেন) প্রতিক্ষিতিভৃতাং (শেষে ষষ্ঠী) দিব্যভুবঃ দত্তাঃ। অমুনা (বিজয়সেনেন) বীরাসৃগ্-লিপি-লাঞ্ছিতঃ অসি প্রাগেব, (দিব্যভূদানাদিতি শেষঃ) পত্রীকৃতঃ। ইত্থং নচেৎ, অন্যথা তত্র বিজয়সেনে আকৃষ্ট কৃপাণধারিণি সতি, বসুমতী-ভোগে বিবাদোন্মুখী (সতী) দ্বিষাং সন্ততিঃ কথং ভঙ্গং গতাঃ ॥১৯॥ (২১)

বঙ্গার্থ।

মহারাজ বিজয়সেন পৃথিবী বিজয় করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে প্রতিকূল নৃপতিদিগকেও দিব্য-ভূমি দান করিয়াছিলেন। (অর্থাৎ শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন।) প্রতিকূল নৃপতি-দিগকে যে দিব্যভূমি দান করিবেন, এ সংবাদ পূর্ব্বেই বিজয়সেন, পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিয়া-ছিলেন। (বিজয়সেন অসংখ্য বীর নিধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রক্তে তদীয় অসি রঞ্জিত ছিল, কবি বলিতেছেন যে, ঐ অসি যেন পত্র, আর তদুপরিলিপ্ত রক্ত যেন অক্ষর, ঐ রক্তমাখা তরবারী দেখিয়াই, শত্রুগণ প্রাণ-ভয়ে সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিল।) যদি বল পত্র কৈ? আর তাহার অক্ষর কৈ? তদুত্তর এই যে, যদি পত্রই না পাঠাইবেন, তবে কেন, হে বিজয়সেন! আপনি যখন শস্ত্রধারণ-পূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, তখন শত্রু-সন্ততিরা, (যাহারা চিরদিন পৃথিবী ভোগ লইয়া বিবাদ বিসংবাদ করেন, তাদৃশ লোলুপ-গণ কেন) কি জন্য আপনাকে কৃপাণহস্তে আসিতে দেখিয়া রণে ভঙ্গ দেন? ॥১৯॥

(২১) এই প্রশস্তির ১৯ হইতে ২৪ শ্লোকের অন্বয় ও বঙ্গার্থ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ মহোদয় কৃপা করিয়া লিখিয়া দিয়াছেন। এই পাদ মন্তব্যগুলি সম্পাদক মহাশয়ের। এই স্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে ফরিদপুর জিলান্তর্গত উজিরপুর গ্রামবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাম-গোপাল স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এই প্রশস্তির অন্বয়াদি ব্যাখ্যা করিতে আমাকে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। প্রতিক্ষিতি ভৃতাং উর্ব্বীং উরী কুর্ব্বতা (তেভ্যঃ) দিব্যভুবঃ দত্তা, অর্থাৎ প্রতি পক্ষীয় রাজন্যদিগের রাজ্য গ্রহণ করিয়া বিজয় সেন নরপতি প্রতিদান স্বরূপ তাহা-

ং নান্যবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং
শ্রুত্বান্যথা মনন-রূঢ়-নিগূঢ়-রোষঃ।
গৌড়েন্দ্র মদ্রবদপাকৃত কামরূপ
ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায় ॥২০॥

অন্বয়ঃ।

ং নান্যবীরবিজয়ী"—(অর্থাৎ নান্যদেশীয় বীরাণেব বিজেতুং শক্নোষি) ইতি কবীনাং গিরঃ যত্নথা শ্রুত্বা (অন্যার্থকত্বেন বুদ্ধা) (অর্থাৎ ং অন্য বীরবিজয়ী ন ভবসি ইতি মত্বা) যঃ (বিজয়সেনঃ) মনন-রূঢ়-নিগূঢ়-রোষঃ (সন্) রসা গৌড়েন্দ্রং অদ্রবৎ, অপাকৃতকামরূপভূপং (কলিঙ্গ বিশেষণং) কলিঙ্গং অপি (চ) তরসা জিগায়। অথবা অপাকৃতকামরূপভূপং যথা তথা (জিগায় ইতিক্রিয়া বিশেষণম্) ॥২০॥ (২২)

বাঙ্গার্থ।

"তুমি নান্যদেশের বীরদিগকে বিজয় করিয়াছ, কবিদিগের এই স্তুতিবাক্য অন্য প্রকারে বুঝিয়া, (যেমন তুমি, ন+অন্য=নান্য! নান্যবীর-বিজয়ী অন্য কোনও বীরকে বিজিত করিতে পার নাই, এইভাবে বুঝিয়া, কিংবা তুমি কেবল নান্যদেশের বীরদিগকেই বিজিত করিতে পার, অন্য কোন দেশের বীরের বিজয় সাধন তোমার অসাধ্য) এক কথায় আর এক অর্থ করিয়া, বিজয়সেন মনে মনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, গৌড়াধিপতিকে পরাভূত, কামরূপাধি-পতিকে দূরীকৃত এবং কলিঙ্গাধিপতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন ॥ ২০॥

(২২) নান্য—প্রসিদ্ধ ঐতাহাসিক ঘটনা-পূর্ণ দেশ। "তুমি নান্য বীরদিগকে বিজয় করিয়াছ" কবিদিগের এই প্রকার গাঁথা শ্রুত্বান্যথা, অন্য অর্থে তুমি বীরপদবাচ্য কাহাকেও জয় করিতে পার নাই বুঝিয়া বিজয় সেন সক্রোধে গৌড়, কামরূপ ও কলিঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। কবীনাং গিরঃ—কবি-দিগের বাক্য। অদ্রবৎ—দ্রু ধাতু, হস্তনি, তাড়িত করিয়াছিলেন। তরসা—সহসা। জিগায়—জি ধাতু পরোক্ষা। কবি এই শ্লোকে হস্তনি ও পরোক্ষা ব্যবহার করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিলেন যে বিজয়সেন কলিঙ্গরাজাকে পরাজিত করিবার পরে বঙ্গাধিপকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়াছিলেন। ছন্দ বসন্ততিলক।

শূরম্মন্য ইবাসি নান্য! কিমিহ ত্বং রাঘব!
শ্লাঘসে?
স্পর্দ্ধাং বর্দ্ধন! মুঞ্চ বীর! বিরতো নাস্যাপি
দর্পস্তব!
ইত্যন্যোন্য মহর্নিশপ্রণয়িভিঃ কোলাহলৈঃ
ক্ষ্মাভুজাং
যৎ কারাগৃহ যামিকৈর্নিয়মিতো
নিদ্রাপনোদক্ষমঃ ॥২১॥

অন্বয়।

হে নান্য! ত্বং শূরম্মন্য ইবাসি, হে রাঘব! কিং বৃথা শ্লাঘসে? হে বর্দ্ধন! স্পর্দ্ধাং মুঞ্চ, হে বীর! বীরতোভব অস্যাপিতে দর্পঃ ন (ভবিতু মর্হতি) ইতি এবম্প্রকারেণ অহর্নিশ প্রণয়িভিঃ (নিরন্তর মুখিতৈরিত্যর্থঃ) ক্ষ্মাভুজাং কোলাহলৈঃ (করণৈঃ) যৎ কারাগৃহ যামিকৈঃ নিদ্রাপনোদক্ষমঃ নিয়মিতঃ ॥২১॥ (২৩)

বঙ্গার্থ।

"হে নান্য! (নান্যদেশীয় নৃপতি) তুমি বৃথা নিজকে বীর ভাব, হে রাঘব! কেন আর বৃথা আত্মশ্লাঘা কর? হে বর্দ্ধন! তুমিও আর বড়াই করিও না, হে বীর! (বীরনামক রাজা) বিরত হও, তোমার স্পর্দ্ধার দিন আর নাই।" এই প্রকারে এই প্রকারে, কারারুদ্ধ নৃপতিগণ অহর্নিশ, নিজেরা যে কোলাহল করিতেন, সেই চীৎকারে বিজয়সেনের কারারক্ষকদিগের অনিদ্রাজনিত ক্লান্তি প্রশমিত হইত। অর্থাৎ কারাবদ্ধ রাজাদের এই প্রকার সমুচ্চ কথপোকথনে কারারক্ষকদিগের কাণ ঝালা পালা হইত। ॥২১॥

পাশ্চাত্য-চক্র-জয়-কেলিষু যস্য যাবৎ
গঙ্গাপ্রবাহ মনুধাবতি নৌবিতানে।
ভর্গস্য মৌলিসরিদম্ভসি ভস্মপঙ্ক
লগ্নোজ্ঝিতেব তরিরিন্দুকলা চকাস্তি ॥২২॥

অন্বয়ঃ।

যস্য (বিজয়সেনস্য) পাশ্চত্য-চক্র-জয়-কেলিষু, নৌবিতানে যাবৎ (সাকল্যেন) গঙ্গাপ্রবাহং অনুধাবতি (সতি,) তরিঃ ইন্দুকলা (তরিরূপিনী ইন্দুকলা ইত্যর্থঃ) ভর্গস্য মৌলিসরিদম্ভষি ভস্মপঙ্ক-লগ্নোজ্ঝিতা সতীব চকাস্তি, (সতি চকাস্তীব) ॥২২॥ (২৪)

(২৩) বোধ হয় কবি এখানে ৪টী বীরের কথা উল্লেখ করিতেছেন যথা—নান্য, বীর, বর্দ্ধন ও রাঘব। বিজয়সেন নান্য ও বীরনামক ২ জন রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন ইহা ঐতিহাসিক তত্ত্ব। কিন্তু বর্দ্ধন ও রাঘব কে, আমরা বলিতে পারি না। কারারুদ্ধ নৃপতিগণ অহর্নিশ ঐ প্রকার কোলাহল করিয়া কারারক্ষকদিগের অনিদ্রাজনিত ক্লান্তি নিবারিত করিত। ক্ষ্মাভুজাং—ক্ষ্মাভুক্ শব্দ ষষ্ঠীর বহুবচন, নৃপতি-সকলের। অহর্নিশ—প্রণয়িভিঃ—দিবানিশি শব্দায়মান, ইহা কোলাহলৈঃ শব্দের বিশেষণ, অর্থাৎ—রাজাদিগের দিবারাত্রি শব্দায়মান কোলাহল দ্বারা। ছন্দ শার্দ্দূল বিক্রীড়িত।

(২৪) পাশ্চাত্য-চক্র-জয়-কেলিষু নৌবিতানে, উত্তর-পশ্চিমদেশীয় রাজাদিগের জয় ক্রীড়ায় নিযুক্ত বিজয়সেনের রণতরী সকল। গঙ্গা প্রবাহং অনুধাবতি—গঙ্গার স্রোতোভিমুখে (obedient to the stream) যখন চলিয়া যাইত তখন শ্বেতগঙ্গা প্রবাহে কৃষ্ণবর্ণ তরণীগুলি, মহাদেবের ললাটস্থ ভস্মপঙ্কে কর্দ্দমিত

বঙ্গার্থ।

পশ্চিমদেশীয় নৃপতিগণের বিজয়রূপ ক্রীড়ায়, যে বিজয়সেনের রণতরীসমূহ যখন গঙ্গার স্রোতের সহিত ভাসিয়া যাইত, অর্থাৎ স্রোতের বশে বশে চলিত, তখন মনে হইত, সেই রণতরীগুলি যেন ইন্দুকলার ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইন্দুকলা শুভ্র, আর নৌকাগুলি কালো, তবে এপ্রকার মনে হইবার কারণ কি? ইহার উত্তরে কবি বলিতেছেন যে,—মহাদেবের মাথায় যে গঙ্গা আছেন, তাঁহার জলে মহাদেবের ললাটস্থিত ভস্ম পড়িয়া, গাঢ় কর্দ্দমে পরিণত হইয়াছে। সেই কর্দ্দমে পড়িয়া চন্দ্রশেখরের ললাট-চন্দ্রের মূর্ত্তিও কালো ও কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে, তাই ঐরূপ রূপক করা হইয়াছে ॥২২॥

মুক্তাঃ কার্পাস-বীজৈর্মরকত শকলং শাকপত্রৈর-
লাবু
পুষ্পৈরূপ্যাণি রত্নং পরিণতিভিদুরৈঃ কুক্ষিভি-
র্দাড়িমানাম্।
কুষ্মাণ্ডীবল্লরীণাং বিকসিতকুসুমৈঃ কাঞ্চনং
নাগরীভিঃ
শিক্ষ্যন্তে যৎ প্রসাদাদ্ বহুবিভবজুষাং যোষিতঃ
শ্রোত্রিয়ানাম্ ॥২৩॥ (২৫)

অন্বয়ঃ।

যৎ প্রসাদাৎ (যস্য বিজয়সেনস্য দানাদিরূপাদনুগ্রহাৎ) বহুবিভবজুষাং শ্রোত্রিয়াণাং যোষিতঃ, নাগরীভিঃ,—কার্পাস-বীজৈঃ মুক্তাঃ, শাকপত্রৈর্মরকতশকলং, অলাবু-পুষ্পৈঃ রূপ্যাণি, পরিণতিভিদুরৈঃ দাড়িমানাং কুক্ষিভিঃ রত্নং, কুষ্মাণ্ডীবল্লরীণাং বিকসিতকুসুমৈঃ কাঞ্চনং, শিক্ষ্যন্তে, (প্রবীণাঃ নগর-বিলসিন্যঃ, মুক্তাদীনাং পরিচয়ং অজানতীঃ শ্রোত্রিয়াণাং মুগ্ধপ্রকৃতীঃ কামিনীঃ সম্বুধ্য কথয়ন্তি—অয়ি! কার্পাসবীজবৎ যদ্বস্তু ইদং দৃশ্যতে, তদেব মুক্তা-ইতি কথ্যতে, এবং অন্যত্রাপি ॥২৩॥ (২৫)

বঙ্গার্থ।

রাজা বিজয় সেন তাঁহার আশ্রিত শ্রোত্রিয়দিগকে নানাবিধ মণিরত্ন, রজত কাঞ্চন মরকত মণি প্রভৃতি দান করিয়াছিলেন, কিন্তু

(২৫) শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয় এই শ্লোকের যে অন্বয়াদি ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই—

"যস্য বিজয়সেনস্য প্রসাদাৎ প্রসন্নতায়াঃ বহুবিভবজুষাং অনেক বিত্ত সেবিনাং শ্রোত্রিয়ানাং অনেন সৎপাত্রেভ্যঃ শ্রোত্রিয়েভ্যঃ বহুতর ধন দানাৎ, বিজয়সেনস্য কীর্ত্তিরুপলভ্যতে। যোষিতঃ স্ত্রিয়, শিক্ষ্যন্তে, জ্ঞাপ্যন্তে, নাগরীভিঃ বেশ্যাভিঃ। কিং জ্ঞাপ্যন্তে ইত্যত আহ—মুক্তাঃ কার্পাসবীজৈরিত্যাদি। কার্পাসবীজৈর্মুক্তাঃ, শাকপত্রৈঃ মরকতশকলং, মরকত খণ্ডং অলাবুপুষ্পৈঃ রূপ্যাণি, পরিণতিভিদুরৈঃ পরিপাক দশায়াং ভিদাং গতৈঃ বিদীর্ণৈরিতিযাবৎ, দাড়িমাণাং কুক্ষিভি র্মধ্যভাগৈঃ রত্নং, কুষ্মাণ্ডী বল্লরীণাং বিকসিত পুষ্পৈঃ কাঞ্চনং।

চন্দ্রকলার ন্যায় প্রতীয়মান হইত। ভর্গস্য—মহাদেবের। মৌলি—মস্তক। সরিৎ—নদী, গঙ্গা। অম্ভসি—জলে। লগ্নোজ্ঝিতা—মিশ্রিত। ইন্দুকলা—চন্দ্রকলা। চকাস্তি—কাস ধাতু—দীপ্তি, শোভা পাইতেছে। ছন্দ বসন্ততিলক।

দরিদ্র শোত্রিয় কামিনীরা জীবনে কখনো মণি-রত্নের নাম শোনেন নাই বা চক্ষে দেখেন নাই, তাই তাঁহরা ঐ সকল বহুমূল্য রত্নাদির কোন্‌টা কি, কাহার কি নাম তাহা বুঝিতে পারিতে-ছিলেন না। নগরের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিলাসিনীরা [যেমন কলিকাতার স্বর্ণ বাই বা গহরযান] আসিয়া উহাদিগকে কহিতেছেন, যে, "এই দেখ, তোমরা ত এই কার্পাসবীজ চিন, এই বীজের মত যেগুলি দেখিতেছ, উহাদের বলে মুক্তা, এই শাকের পাতার মত যাহা, তাহার নাম মরফত শিলা, এই লাউএর ফুলের মত যে গুলি, উহার নাম রৌপ্য, আর এই যে আপনি ফাটা পাকা পাকা দাড়িম দানাগুলি দেখিতেছ, ঠিক এই গুলির মত যাহা, তাহার নাম রত্ন, আর মিঠকুমড়ার গাছের এই ফুলের মত যেগুলি হরিদ্রাভ দেখিতেছ, তাহার নাম স্বর্ণ॥"২৩॥

দাড়িমমধ্যসদৃশ রক্তবর্ণং কাঞ্চনং বিকসিত কুষ্মাণ্ডপুষ্প সদৃশ গৌরবর্ণং ইতি তৎপর্য্যার্থঃ।

বঙ্গানুবাদ।

নাগরী স্ত্রীগণ নানাবিধ ভূষণ ব্যবহার করিয়া মুক্তাদি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত তাহারা রাজপ্রসাদলব্ধ বহু বিভবশালী শ্রোত্রিয়াঙ্গনাদিগকে তাহাদের ব্যবহৃত কার্পাসবীজ দ্বারা মুক্তাফলের এবং নূতন শাকপত্র দ্বারা মরকতখণ্ডের এবং অলাবু-পুষ্প দ্বারা রূপ্যের ও পরিপক্ক দাড়িম্ববীজ দ্বারা রত্নের এবং প্রস্ফুটিত কুষ্মাণ্ডপুষ্প দ্বারা স্বর্ণের পরিচয় দেয়; অর্থাৎ মুক্তাপ্রকৃতি চিনাইয়া দেয়।

এই শ্লোকের চতুর্থ পাদে "যৎ প্রসাদাদ্ বহুবিভব জুষাং" এই পদ থাকায় বিজয়সেন প্রচুর অর্থ দান করিয়া নিস্ব শ্রোত্রিয়দিগকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিলেন। এই তাঁহার কীর্ত্তি বর্ণিত হইল।

মূল শ্লোকের তাৎপর্য্য।

দরিদ্র শ্রোত্রিয়গণ, বিজয়সেনের পরশ্লোকে বর্ণিত যজ্ঞপ্রভাবে বহুবিভবযুক্ত হইলে পর, তাঁহাদিগের যোষিদ্‌গণ মণি-মুক্তাদি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত শ্রোত্রিয় যোষিদ্‌গণ মণি-মুক্তা কাহাকে বলে তাহা না জানায় নগরের ধনশালিনী বিলাসিনীগণ তাহাদিগকে মণি-মুক্তাদি কাহাকে বলে, তাহা চিনাইয়া দিতেছে অর্থাৎ কার্পাসবীজের ন্যায় এইগুলি যাহা তোমরা রাজার নিকট পাইয়াছ তাহা মুক্তা ইত্যাদি চিনাইয়া দিতেছে॥ ছন্দ শ্রক্‌ধরা।

• এতদুক্তং ভবতি—নাগর্য্যঃ স্ত্রিয়স্তাবৎ নানা-বিধ ভূষণ ধারণাদিনা মুক্তাদিষুকৃত পরিচয়াঃ। দীনানাং শ্রোত্রিয়াঙ্গনানাং শ্রোত্রিয়ানাং বেদ-বিদাং ষট্‌কর্ম্মনিরতাং বিপ্রাণাং অঙ্গনানাংনং স্ত্রীণাং রাজপ্রসাদলব্ধ মুক্তাস্বপরিচয়েন, তৎ-পরিচয়ার্থং তাঃ শ্রোত্রিয় যোষিতঃ তত্তদ্ব্যবহৃত কার্পাসবীজ দ্বারা এবমুপদিশন্তি।

মুক্তাফলানিতাবৎ কার্পাসবীজসদৃশ ধবলানি, অতঃ কার্পাসবীজৈর্মুক্তাপরিজ্ঞানং এবং মরকতখণ্ডং তরুণ শাকপত্র সদৃশ শ্যামলং, রুপ্যানি অলাবুপুষ্পসদৃশ শুভ্রাণি। রত্নং পরিপক্ক

তাঁহার দানের চিহ্নরূপে প্রোথিত দারুস্তম্ভ-সমূহে পৃথিবী একপ্রকার খচিত হইয়াছিল, সেই সকল স্তম্ভ ধরিয়া ধরিয়া, খঞ্জধর্ম্ম সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করিতেন। অর্থাৎ সমগ্র পৃথি-বীতেই বিজয়সেনের কীর্ত্তিস্তম্ভ বিদ্যমান। ধর্ম্ম একপাদ হইলেও বিজয়সেনের সৎকার্য্যকলাপে, সত্য যুগের ন্যায়, কলিতেও ধর্ম্ম চতুষ্পাদ্ হইয়াছিলেন॥২৪॥

মেরোরাহত বৈরিসঙ্কুলতটাদাহূয়যজ্ঞামরান্
ব্যত্যাসং পুরবাসিমকৃত যঃ স্বর্গস্থ মর্ত্ত্যস্থ চ।
উত্তুঙ্গৈঃ সুরসদ্মভিশ্চ বিততৈস্তল্লৈশ্চ শেষীকৃতং
চক্রেযেন পরস্পরস্থ চ সমং দ্যাবাপৃথিব্যোর্বপুঃ
॥২৫॥

অন্বয়।

যজ্ঞা (বিহিত যাগানুষ্ঠায়) অয়ং রাজা আহত বৈরিসঙ্কুলতটাৎ (আহত শত্রুব্যাপ্ত প্রদেশাৎ) মেরোঃ (সুমেরোঃ) অমরান্ আহূয়, স্বর্গস্থ মর্ত্ত্যস্থচ পুরবাসিনাং ব্যত্যাসং (বসতের্ব্যতী-হারং) অকৃত। অনেন সুমেরুং যাবৎ অস্যাধি-পত্যং সূচিতং। সুমেরু শৃঙ্গস্থৈব স্বর্গত্বাৎ পুর-বাসিনাং কতিচিৎ তত্রস্থাপয়ামাস। দেবানাঞ্চ কতিচিৎ তস্মাদানীয় মর্ত্ত্যে স্থাপয়ামাস ইত্যর্থঃ। তথা যেন রাজ্ঞা শেষীকৃতং (অব-শিষ্টং) দ্যাবা পৃথিব্যোঃ বপুঃ উত্তুঙ্গৈঃ (অত্যুন্নতৈঃ) সুরসদ্মভিঃ (দেবভবনৈঃ) বিততৈঃ তল্লৈঃ প্রমোদৈশ্চ পরস্পরস্থ সমংচক্রে ॥২৫॥ (২৭)।

অশ্রান্তিবিশ্রাণিত-যজ্ঞ-যূপ
স্তম্ভাবলীং দ্রাগবলম্বমানঃ।
যস্যানুভাবাদুবি সঞ্চচার
কালক্রমাদেকপদোঽপি ধর্ম্মঃ॥২৪॥

অন্বয়ঃ।

ধর্ম্মঃ কালক্রমাদ্ একপদঃ সন্নপি, যস্যানুভাবাৎ অশ্রান্তি বিশ্রাণিত যজ্ঞযূপ-স্তম্ভাবলীং দ্রাগবলম্ব-মানঃ সন্ ভুবি সঞ্চচার ॥২৪॥ (২৬)

বঙ্গার্থ।

ধর্ম্ম এখন একপাদ সুতরাং সম্পূর্ণ খঞ্জ, চলা ফেরা করা দায়। কিন্তু বিজয়সেন এত অধিক যাগযজ্ঞ করিতেন এবং এত অধিক দানধ্যান করিতেন যে, তাঁহার যজ্ঞের যূপকাষ্ঠে এবং

(২৬) অশ্রান্তি বিশ্রাণিত যজ্ঞ-যূপ স্তম্ভাবলীং, নিরন্তর অনুষ্ঠিত বিহিত যাগের যূপ (পশু বন্ধ-নের কাষ্ঠ) শ্রেণীকে। অশ্রান্তং—নিরন্তরং। বিশ্রাণিতস্য—বিহিতস্য। যজ্ঞ—যজ্ঞস্য। যূপ-স্তম্ভাবলীং—যূপস্তম্ভানাংআবলীং—যূপকাষ্ঠের শ্রেণীকে। দ্রাক্—ঝটিতি। অবলম্বমানঃ (সন্)—আশ্রয় গ্রহণ করিয়া। ভুবি সঞ্চচার—সমগ্র পৃথিবী বিচরণ করিত। যথা খঞ্জঃ যষ্টিমবলম্ব্য সর্ব্বত্র বিচরতি তদ্বৎ ইতি ভাবঃ। এতেন তেন রাজ্ঞা বহবো যজ্ঞাঃ কৃতা ইতি সূচিতং। অর্থাৎ কলিতে ধর্ম্ম এক পাদ, খঞ্জ, বিজয়সেনের যজ্ঞপ্রভাবে ইনি চতুষ্পাদ হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিবার শক্তি পাইয়া-ছিলেন। কালক্রমাৎ——যুগধর্ম্মানুরোধাৎ, অর্থাৎ বর্ত্তমান কলিযুগে। ধর্ম্মঃ এক পাদোপি—কলৌ তস্য এক পাদত্বাৎ। যস্মানু-ভাবাৎ—যস্য রাজ্ঞঃ অনুভাবাৎ—অনুগ্রহাৎ, যে রাজার অনুগ্রহে। ছন্দ উপেন্দ্রবজ্র।

(২৭) মেরো অমরান্—সুমেরু হইতে অমরগণকে। আহত বৈরিসঙ্কুল তটাৎ—পরাজিত শত্রুগণ দ্বারা নিবেসিত দেশ হইতে। যজ্ঞা—(যজধাতু) যাগকর্ত্তা, অয়ং রাজ।

বঙ্গার্থ।

সেই রাজা যাগাদি অনুষ্ঠানকালে পরাজিত শত্রুব্যাপ্ত প্রদেশ হইতে এবং সুমেরু অর্থাৎ স্বর্গরাজ্য হইতে দেবগণকে আনিয়া মানবগণকে স্বর্গে ও দেবগণকে মর্ত্ত্যে বসতি করাইয়াছিলেন, এবং দেবভবনতুল্য শয্যাদি ও আমোদাদি মর্ত্ত্যভবনেও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এবং পৃথিবীর ও স্বর্গের লোকসমূহের শরীর একভাবাপন্ন করাইয়াছিলেন। ॥২৫॥

বিহিত যাগানুষ্ঠায়। পূর্ব্বশ্লোকে কথিত যাগাদি অনুষ্ঠান করিয়া বিজয়সেন রাজা। আহূয়—আমন্ত্রণ করিয়া। স্বর্গস্য মর্ত্ত্যস্য চ পুরবাসিনাং ব্যত্যাসং অকৃত। স্বর্গ ও মর্ত্তের অধিবাসিগণের বাসস্থান বিনিময় করাইয়াছিলেন। অর্থাৎ পরাজিত শত্রুদিগকে স্বর্গরাজ্যে ও স্বর্গরাজ্যের অধিবাসিগণকে মর্ত্ত্যে আনাইয়াছিলেন। অর্থাৎ সুমেরুপর্ব্বত পর্য্যন্ত বিজয়সেনের রাজ্য সূচিতকরা হইতেছে। অর্থাৎ পরাজিত বৈরিগণের সূক্ষ্মদেহে স্বর্গরাজ্যে প্রেরণ ও দেবতাগণের বিভবসকল মর্ত্ত্যে আনয়ন করিয়াছিলেন। আর যাঁহারা এই প্রকার বিনিময় করেন নাই, অর্থাৎ যাঁহারা স্বর্গে গমন করেন নাই, তাঁহাদের দেহকে এই রাজা ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পবিত্র করিয়াছিলেন। এবং তাঁহাদিগের জন্য রাজা অমরভবনতুল্য প্রাসাদ ও বিলাসাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ছন্দ—শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

দিকশাখা-মূলকাণ্ডং গগনতল মহাম্ভোধি
মধ্যা
ভানোঃ প্রাক্‌প্রত্যগ্রদ্রিস্থিতিমিলদু
মধ্যাহ্ন
আলম্বস্তম্ভমেকং ত্রিভুবন ভবন স্যৈকশেষং
স প্রদ্যুম্নেশ্চরস্য ব্যধিত বসুমতী বাসবঃ
সৌধমুচ্চৈ

অন্বয়ঃ।

স ব্যধিত-বসুমতী বাসবঃ (ক্ষিতীন্দ্রঃ), দি
মূলকাণ্ডং (শাখামূল কাণ্ডরহিতং) গ
মেব মহাম্ভোধিঃ স এব মধ্যান্তরীয়ং (
পরিধানবাস ইব যস্য তং), অথবা গ
যো মহাম্ভোধিঃ (মহামেঘঃ) তস্য মধ্য
(মধ্য ভাগস্য) অন্তরীয়ং (পরিধান
অথবা গগণতলঞ্চ মাহাম্ভোধিশ্চ
(মহাম্ভোধিঃ মহাসমুদ্র ইত্যর্থঃ উভয়ত্রা
শুভ্রত্বাৎ বস্ত্রসাম্যমিত্যর্থঃ। তথা প্রত্য
স্থিতি মিল দুদয়াস্তস্য পূর্ব্বাপর শৈলে বি
দয়াস্তময়স্য ভানোঃ মধ্যাহ্ন শৈলং (
পর্ব্বতবৎ প্রতীয়মানং) (মধ্যং দিনে দি
তচ্ছিখরাশ্রয়ণাৎ) (অনেনাপি তস্য
তিশয়ঃ সূচ্যতে)। তথা ত্রিভুবন মেব
(তস্য একং আলম্বস্তম্ভং) প্রধানাবল
মিত্যর্থঃ। অনেনাস্য মহত্ত্বং সূচিতং।
গিরীণামেক শেষং (তেভ্যোপি প্র
মিত্যর্থঃ) তথা উচ্চৈঃ উন্নতং প্রদ্যু
(শিবস্য) সৌধং বিহিতবান্ ॥২৬॥ (২৮)

(২৮) এই শ্লোকে ব্যধিত বসুমতী
পদের ক্রিয়াপদ বিহিতবান্ সন্নিবিষ্ট করা
শ্লোকে ক্রিয়াপদ নাই। ব্যধিত বসুমতী

বঙ্গার্থ।

রাজা প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের যে মন্দির করিয়াছিলেন তাহা মধ্যাহ্নকালীন প্রদীপ্ত পর্ব্বত বলিয়া জ্ঞান হইত ই মন্দিরবেষ্টিত বস্ত্রসকলকে দূর হইতে দ্র অথবা মহামেঘবৎ প্রতীয়মান হইত তু সেই সৌধকে ত্রিভুবনের আলম্বনের নে হইত অর্থাৎ তাহা এত উচ্চ ও স্তীর্ণ যে তাহার তুল্য মন্দির তৎকালে কান স্থানে দর্শন করে নাই ॥২৬॥

ও ইন্দ্রকে যে রাজা পরাজিত করিয়া। এই শ্লোকে কবি প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের বর্ণন করিতেছেন। সূর্য্যের উদয় ও রি আছে, তাহাতে তিনি প্রাতঃকালে কালে বিশ্রামসুখ লাভ করেন, কিন্তু সেন এই মন্দির এতই উচ্চ করিয়াছিলেন ইহার চূড়া মাধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের আশ্রয়-স্থান হইয়াছিল। দিবা দ্বিতীয় প্রহরের সময় সূর্য্য অতি উচ্চে আরোহণ করেন, অর্থাৎ মন্দিরের চূড়া অতিশয় উচ্চ হইয়াছিল। দিক্‌শাখা মূলকাণ্ডং—শাখা ও মূলশূন্য কাণ্ড, মন্দিরটী একটী বৃহৎ পাদপের সহিত তুলিত হইয়াছে, তাহার শাখা ও মূল নাই কেবল কাণ্ড দেখা যাইতেছে। গগনতল মহাম্ভোধি মধ্যান্তরীয়ং—ঊর্দ্ধে আকাশ, নিম্নে মহাসমুদ্র ইহার মধ্যস্থলে স্থিত অন্তরীয়ং অর্থাৎ কটিবস্ত্রের ন্যায় মন্দিরটী দূর হইতে দেখা যাইত। ভানোঃ প্রাক্ প্রত্যক্ অদ্রি স্থিতি মিলৎ উদয় অস্তস্য মধ্যাহ্ন শৈলম্—সূর্য্যের উদয়াস্তগিরির মধ্যস্থিত মধ্যাহ্নপর্ব্বতের ন্যায় উক্ত মন্দিরটী দেদীপ্যমান হইত। আলম্বস্তম্ভ মেকং ত্রিভুবন ভবনস্য—ত্রিভুবনের একটী আশ্রয়স্থল মনে হইত। তথা গিরীণাং এক শেষং, উক্ত মন্দিরটী পর্ব্বতগণমধ্যে—প্রধান বলিয়া মনে হইত। ছন্দ শ্রক্‌ধারা। সম্পাদকস্য।

কোন্নগরে চিত্রগুপ্তপূজা।

কোন্নগর কায়স্থসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত ন্দ্রনাথ সরকার দেববর্ম্মা এবং সম্পাদক ক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহোদয়দ্বয়ের ষ অর্থসাহায্য, চেষ্টা ও যত্নে এবং অত্রত্য বীতী কায়স্থনিচয়ের সমবেত উদ্যোগে, মান ১৩১৮ সালের কার্ত্তিক মাসের ষষ্ঠ সে, শুভ সোম-বাসরে শুক্লা দ্বিতীয়া থিতে, কোন্নগর কায়স্থ-সভার সভাপতি শয়ের ভবনে, কায়স্থজাতির আদি পুরুষ শ্রীশ্রী৺চিত্র গুপ্ত দেবের প্রতিমাপূজা ও জাতীয় মাঙ্গলিক মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই অভূতপূর্ব্ব সদনুষ্ঠানে, এই গ্রামের রায়পল্লীর শূদ্রাচারী অনুপবীতী কায়স্থমণ্ডলী ব্যতীত অপর সমুদায় পল্লীর উপবীত অনুপবীত কায়স্থসন্তান মাত্রেই মহোল্লাসে যোগদান করিয়া অতীব আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ৺পূজার দিবস প্রত্যুষে, গগনমণ্ডল বলাহক পরিশূন্য, সুনির্ম্মল

বঙ্গার্থ।

সেই রাজা যাগাদি অনুষ্ঠানকালে পরাজিত শত্রুব্যাপ্ত প্রদেশ হইতে এবং সুমেরু অর্থাৎ স্বর্গরাজ্য হইতে দেবগণকে আনিয়া মানবগণকে স্বর্গে ও দেবগণকে মর্ত্ত্যে বসতি করাইয়াছিলেন, এবং দেবভবনতুল্য শয্যাদি ও আমোদাদি মর্ত্ত্যভবনেও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এবং পৃথিবীর ও স্বর্গের লোকসমূহের শরীর একভাবাপন্ন করাইয়াছিলেন। ॥২৫॥

বিহিত যাগানুষ্ঠায়। পূর্ব্বশ্লোকে কথিত যাগাদি অনুষ্ঠান করিয়া বিজয়সেন রাজা। আহূয়—আমন্ত্রণ করিয়া। স্বর্গস্থ মর্ত্ত্যস্থ চ পুরবাসিনাং ব্যত্যাসং অকৃত। স্বর্গ ও মর্ত্তের অধিবাসিগণের বাসস্থান বিনিময় করাইয়াছিলেন। অর্থাৎ পরাজিত শত্রুদিগকে স্বর্গরাজ্যে ও স্বর্গরাজ্যের অধিবাসিগণকে মর্ত্ত্যে আনাইয়াছিলেন। অর্থাৎ সুমেরুপর্ব্বত পর্য্যন্ত বিজয়সেনের রাজ্য সূচিতকরা হইতেছে। অর্থাৎ পরাজিত বৈরিগণের সূক্ষ্মদেহে স্বর্গরাজ্যে প্রেরণ ও দেবভাগণের বিভবসকল মর্ত্ত্যে আনয়ন করিয়াছিলেন। আর যাঁহারা এই প্রকার বিনিময় করেন নাই, অর্থাৎ যাঁহারা স্বর্গে গমন করেন নাই, তাঁহাদের দেহকে এই রাজা ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পবিত্র করিয়াছিলেন। এবং তাঁহাদিগের জন্য রাজা অমরভবনতুল্য প্রাসাদ ও বিলাসাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ছন্দ—শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

দিকশাখা-মূলকাণ্ডং গগনতল মহান্তোধি মধ্যান্তরীয়ং
ভানোঃ প্রাক্‌প্রত্যগ্রদ্রিস্থিতিমিলদুদয়াস্তস্থ মধ্যাহ্ন শৈলম্।
আলম্বস্তম্ভমেকং ত্রিভুবন ভবন স্যৈকশেষং গিরীণাং
স প্রদ্যুম্নেশ্বরস্য ব্যধিত বসুমতী বাসবঃ সৌধমুচ্চৈঃ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ।

স ব্যধিত-বসুমতী বাসবঃ (ক্ষিতীন্দ্রঃ), দিক্‌শাখা মূলকাণ্ডং (শাখামূল কাণ্ডরহিতং) গগণতলমেব মহান্তোধিঃ স এব মধ্যান্তরীয়ং (কটিবস্ত্র পরিধানবাস ইব বস্ত্র তৎ), অথবা গগণতলে যো মহান্তোধিঃ (মহামেঘঃ) তস্য মধ্যান্তরীয়ং (মধ্য ভাগস্থ) অন্তরীয়ং (পরিধান বসনং) অথবা গগণতলঞ্চ মাহান্তোধিশ্চ ইতিদ্বন্দ্ব (মহান্তোধিঃ মহাসমুদ্র ইত্যর্থঃ উভয়ত্রাপি তস্য শুভ্রত্বাৎ বস্ত্রসাম্যমিত্যর্থঃ। তথা প্রত্য গদ্রি স্থিতি মিল দুদয়াস্তস্য পূর্ব্বাপর শৈলে বিহিতোদয়াস্তময়স্য ভানোঃ মধ্যাহ্ন শৈলং (মধ্যাহ্ন পর্ব্বতবৎ প্রতীয়মানং) (মধ্যং দিনে দিবাকরস্য তচ্ছিখরাশ্রয়ণাৎ) (অনেনাপি তস্য ঔন্নত্যাতিশয়ঃ সূচ্যতে)। তথা ত্রিভুবন মেব ভবনং (তস্য একং আলম্বস্তম্ভং) প্রধানাবলম্বন ভূত মিত্যর্থঃ। অনেনাস্য মহত্ত্বং সূচিতং। তথা গিরীণামেক শেষং (তেভ্যোঽপি প্রধানতম মিত্যর্থঃ) তথা উচ্চৈঃ উন্নতং প্রদ্যুম্নেশ্বরস্য (শিবস্য) সৌধং বিহিতবান্ ॥২৬॥ (২৮)

---

(২৮) এই শ্লোকে ব্যধিত বসুমতীবাসবঃ পদের ক্রিয়াপদ বিহিতবান্ সন্নিবিষ্ট করা হইল। শ্লোকে ক্রিয়াপদ নাই। ব্যধিত বসুমতীবাসবঃ—

বঙ্গার্থ।

সেই রাজা প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যরশ্মি প্রদীপ্ত পর্ব্বত বলিয়া জ্ঞান হইত এবং সেই মন্দিরবেষ্টিত বস্ত্রখণ্ডকে দূর হইতে মহাসমুদ্র অথবা মহামেঘবৎ প্রতীয়মান হইত এই হেতু সেই সৌধকে ত্রিভুবনের আলম্বনের স্বরূপ মনে হইত অর্থাৎ তাহা এত উচ্চ ও এত বিস্তীর্ণ যে তাহার তুল্য মন্দির তৎকালে কেহ কোন স্থানে দর্শন করে নাই ॥২৬॥

পৃথিবী ও ইন্দ্রকে যে রাজা পরাজিত করিয়াছিলেন। এই শ্লোকে কবি প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের উচ্চতা বর্ণন করিতেছেন। সূর্য্যের উদয় ও অস্তগিরি আছে, তাহাতে তিনি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে বিশ্রামসুখ লাভ করেন, কিন্তু বিজয়সেন এই মন্দির এতই উচ্চ করিয়াছিলেন যে, ইহার চূড়া মাধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের আশ্রয়স্থান হইয়াছিল। দিবা দ্বিতীয় প্রহরের সময় সূর্য্য অতি উচ্চে আরোহণ করেন, অর্থাৎ মন্দিরের চূড়া অতিশয় উচ্চ হইয়াছিল। দিক্‌শাখা মূলকাণ্ডং—শাখা ও মূলশূন্য কাণ্ড, মন্দিরটী একটী বৃহৎ পাদপের সহিত তুলিত হইয়াছে, তাহার শাখা ও মূল নাই কেবল কাণ্ড দেখা যাইতেছে। গগনতল মহান্তোধি মধ্যান্তরীয়ং—ঊর্দ্ধে আকাশ, নিম্নে মহাসমুদ্র ইহার মধ্যস্থলে স্থিত অন্তরীয়ং অর্থাৎ কটিবস্ত্রের ন্যায় মন্দিরটী দূর হইতে দেখা যাইত। ভানোঃ প্রাক্ প্রত্যক্ অদ্রি স্থিতি মিলৎ উদয় অস্তস্য মধ্যাহ্ন শৈলম্—সূর্য্যের উদয়াস্তগিরির মধ্যস্থিত মধ্যাহ্নপর্ব্বতের ন্যায় উক্ত মন্দিরটী দেদীপ্যমান হইত। আলম্বস্তম্ভ মেকং ত্রিভুবন ভবনস্য—ত্রিভুবনের একটী আশ্রয়স্থল মনে হইত। তথা গিরীণাং এক শেষং, উক্ত মন্দিরটী পর্ব্বতগণমধ্যে—প্রধান বলিয়া মনে হইত। ছন্দ শ্রুধরা।

সম্পাদকস্য।

কোন্নগরে চিত্রগুপ্তপূজা।

কোন্নগর কায়স্থসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার দেববর্ম্মা এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহোদয়দ্বয়ের বিশেষ অর্থসাহায্য, চেষ্টা ও যত্নে এবং অত্রত্য উপবীতী কায়স্থনিচয়ের সমবেত উদ্যোগে, বর্ত্তমান ১৩১৮ সালের কার্ত্তিক মাসের ষষ্ঠ দিবসে, শুভ সোম-বাসরে শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে, কোন্নগর কায়স্থ-সভার সভাপতি মহাশয়ের ভবনে, কায়স্থজাতির আদি পুরুষ শ্রীশ্রী৺চিত্র গুপ্ত দেবের প্রতিমাপূজা ও জাতীয় মাঙ্গলিক মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই অভূতপূর্ব্ব সদনুষ্ঠানে, এই গ্রামের রায়পল্লীর শূদ্রাচারী অনুপবীতী কায়স্থমণ্ডলী ব্যতীত অপর সমুদায় পল্লীর উপবীত অনুপবীত কায়স্থসন্তান মাত্রেই মহোল্লাসে যোগদান করিয়া অতীব আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ৺পূজার দিবস প্রত্যূষে গগনমণ্ডল বলাহক পরিশূন্য, সুনির্ম্মল

Correction

ও অনন্ত নীলিমাময় ছিল। কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণের শ্রুতিমধুর কূজনে ও সুশ্রাব্য ঝিল্লিনিনাদের সুন্দর স্বরলহরীতে ও আনন্দকোলাহলে, শান্তিপূর্ণ গ্রামখানিকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। প্রকৃতিদেবী বিশ্ববিমোহিনী বেশে দর্শন দিয়াছিলেন। গ্রামবাসিগণ অনুভব করিয়াছিলেন যেন—অমরাবতীর কণকাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীশ্রীচিত্র গুপ্ত দেব তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর বাসনা পরিপূরণার্থ সদলে মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রভাতকালের ধীরপ্রবাহিত, সুখস্পর্শ মৃদুল অনিল যেন চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণপূর্ব্বক চিত্রগুপ্ত দেবের শুভাগমন সংবাদ ঘোষণা করিতেছিল। নিভৃতকাননে কুসুমকলিকাকুল প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব্বশোভা ধারণ ও মনোহর সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছিল। মধুকরনিকর গুন্ গুন্ স্বরে কায়স্থের আদিদেবের গুণগানে প্রমত্ত হইয়া দিক্‌দিগন্তে পরিভ্রমণ করিতেছিল। ভক্তজনগণের হৃদয়ে পুলকোচ্ছাস ও নয়নপ্রান্তে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। তটশালিনী পুণ্যতোয়া ভাগীরথী কুলু কুলু রবে শ্রীভগবান্ চিত্রগুপ্ত দেবের গুণগান করিতেছিলেন। এবম্বিধ বহুতর অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য পরিদর্শনে অনুভূত হইতেছিল,——গ্রামখানি যেন কোন একটী স্বভাব কবির কল্পনার সামগ্রী।

পূজার দিবসে, যথাসময়ে; প্রতিকৃতির পূজাদি আরব্ধ হইল। প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইলে, সমাগত ভক্তমাত্রেই অনুভব করিয়াছিলেন যেন প্রতিমায় নিশ্চয়ই দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে,—বাস্তবিক তৎকালে প্রতিমাখানিকে সজীব ও সচেতন বলিয়াই দর্শকমণ্ডলীর জ্ঞান হইয়াছিল। যথাক্রমে নরনারীগণ শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্ত দেবের প্রতিমার শান্তিপদে, ভক্তিভরে, পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক পরম সুখ ও সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, মহামহিমাময় যম-সহোদর যেন কহিতেছেন——"বৎসগণ! তোমাদের কল্যাণসংসাধনার্থ আমি ত্রিদিবের সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছি, এবং তোমাদিগের সভক্তি-পূজা পদ্ধতিতে আমি পরম প্রীত হইয়াছি। এই জনপদে তোমরাই আমার মহিমা ও পূজার ক্রম প্রচার করিলে। ইহাতে গ্রাম পবিত্র হইল। আমার বরে তোমাদের পরমকল্যাণ সংসাধিত ও সমনশঙ্কা বিদূরীত হইল। তোমরা আমার পরম ভক্তগণমধ্যে পরিগণিত হইলে, পরলোকে তোমরা আমার সহিত এক চির-পবিত্র ও পরম পুণ্যময় স্থানে পরমানন্দে অবস্থিতি করিবে।"

আমি স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম পরম কারুণিক, কায়স্থজাতির আদিপুরুষের ওষ্ঠাধর বিকম্পিত হইতেছে। তদ্দর্শনে আমার কলেবর রোমাঞ্চিত ও মন বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, কোন্নগর কায়স্থসভার জয়েণ্ট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, দেববর্ম্মা, বিদ্যাবিনোদ, জ্যোতিঃশেখর মহাশয়ের পিতা ৺অমরচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় হুগলীতে তাঁহার নিজ ভবনে, পরমসমারোহে ও অতীব ভক্তিভাবে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের অর্চ্চনা করিতেন। তৎকালে অপর কোন কোন স্থলেও এই পূজা হইত।

সন্ধ্যার পর, আরতির সময়ে, চিত্রগুপ্তদেবের অনেক প্রকার বিভূতি বিকাশ হইয়াছিল। তন্মধ্যে একটী এই——প্রথমে সুরেন্দ্রবাবুর দালানে,—যেস্থলে পতিমা প্রতিষ্ঠিত ছিল সেইস্থলে——পরে তাঁহার সমগ্র বাসভবনে এরূপ একটী স্বর্গীয় অপূর্ব্ব সুমধুর স্নিগ্ধ ও মনোমুগ্ধকর সুবাস-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল যে, সকলেই ইহাতে স্তম্ভিত ও পরিশেষে দেবতার লীলা জ্ঞান করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রজনী দশ ঘটিকার পর শ্রীযুক্ত নীলমণি মিত্র দেববর্ম্মা, কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত নাদুবাবু, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ, জ্যোতিশেখর, সভাপতি ও আচার্য্য মহাশয় নানাবিষয়িনী বক্তৃতা করেন। পরে সমাগত ব্যক্তিমাত্রকেই প্রসাদ ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করা হয়। গ্রামের কতকগুলি কায়স্থসন্তান পূজোপলক্ষে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে; তাহার সমষ্টি এত অল্প যে, তাহাতে আশানুরূপ ব্যয় সঙ্কুলান না হওয়ায়, সভাপতি সুরেন্দ্রবাবুকেই অত্যধিক ব্যয়ভার বহন করিতে হইয়াছিল। এই পূজা সাধারণের হইলেও, সভাপতি সুরেন্দ্রবাবু ও সম্পাদক সুরেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ই প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। এই দুইজন কায়স্থ মহাত্মা, পূজার দিবস ও তৎপর দিবস, নিজ নিজ ব্যয়ে সমাগত দীন দরিদ্র ও অনাথবালকগণকে ভোজ্য ও বস্ত্রাদি দান করিয়াছিলেন। এই দুই ব্যক্তি বিশেষভাবে অর্থ সাহায্য, শারীরিক শ্রম ও চেষ্টা না করিলে আদৌ এই কার্য্য নির্ব্বাহ হইত কিনা সন্দেহ।

পূজার পর দিবস, প্রদোষের প্রাক্কালে, বাদ্যকরনিকর সমভিব্যাহারে, প্রধান প্রধান উদ্যোগীগণ প্রতিমাকে লইয়া গ্রামের নানাপল্লী পরিভ্রমণান্তে, পুণ্যসলিলা ভাগীরথীতটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরে প্রতিমাকে সুসজ্জিত নৌকায় তুলিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জল বিহার করতঃ তৎপরে মৃণ্ময়ীমূর্ত্তি গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। প্রতিমা বিসর্জ্জনকালে, নৌযানস্থিত ভদ্রেতর তাবল্লোকেরই কৌতূহলাক্রান্ত নেত্র নীরভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময়ে আমাদের হৃদয় বড়ই বিচলিত ও প্রাণ অধীর হইয়াছিল। প্রতিমা বিসর্জ্জনান্তে রাত্রি ৭॥ ঘটিকার পর আমরা সুরেন্দ্রনাথ বসুর বাটীতে (যে বাটীতে পূজা হইয়াছিল) পুনরাগমনপূর্ব্বক যথারীতি "শান্তিজল" গ্রহণ করতঃ প্রতিমা বিয়োগজনিত কাতরহৃদয়ে, অলস প্রাণে ও উদাস মনে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। সুখময়ের শুভাগমনে যে সুখের মুহূর্ত্ত আসিয়াছিল, অত্যল্পক্ষণ অন্তেই তাহা অনন্ত কালকবলে বিলীন হইল। সুখের সময় অধুনা অতিবাহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তৎকালের সেই সুখময়ী স্মৃতি এখনও মানসপঠে বিরাজমান রহিয়াছে। যত দিন এ নশ্বর দেহে প্রাণ থাকিবে, তত দিন সেই স্মৃতির বিলয় হইবে না। ইতি।

জনৈক ভক্ত।

সমালোচনা।

আমরা সমালোচক, সমালোচনার রাজ-দণ্ডকে ভয় না করেন এমন সাহিত্যিক জগতে অতি বিরল। সমালোচনার প্রভাবে আমরা কোনও লেখককে স্বর্গে তুলিয়া দিতে পারি, আবার কাহারও প্রতিষ্ঠাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতে পারি। আজ এই প্রকার মনের পূর্ণ আবেগে ত্রিশূলপত্রিকার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ত্রিশূল।—আজ কয়েকমাস আমরা ত্রিশূল পত্রিকা পাইতেছি না, ইহা কি কালের ভীষণ আবর্ত্তে নিমজ্জিত হইয়াছে, অথবা আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা উপনীত কায়স্থদিগের মুখপত্র জানিয়া বিনিময় বন্ধ হইয়াছে! বিগত আশ্বিন প্রতিভার বিবিধ প্রসঙ্গের দ্বাদশ প্রসঙ্গে ধর্ম্মানন্দ ভারতীর কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের ভ্রম হইয়াছিল, পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন, ধর্ম্মানন্দের স্থানে ব্রহ্মানন্দ ভারতী হইবেক। পুণ্যধাম বারাণসীস্থ জনৈক ব্যক্তি ব্রহ্মানন্দ ভারতী ছদ্মনাম ধারণ করতঃ বিগত ১৩১৭ সনের ২রা চৈত্রের ত্রিশূলপত্রিকায় "ব্রাহ্মণসভার উচ্চাঙ্গ" শীর্ষক বিদ্রূপাত্মক, প্রলাপ পরিপূর্ণ জঘন্য নীচজনোচিত ভাষায় একটি কদর্য্য প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইনি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু এই প্রবন্ধলেখকের ব্রাহ্মণের কোনও গুণ লক্ষিত হয় না। ইনি যে বংশই অলঙ্কৃত করুন না কেন, গুণকর্ম্মবিভাগে লেখক নিশ্চিত শূদ্র-ধর্ম্মাবলম্বী। ইনি ব্রহ্মানন্দ নহে, ব্রহ্মের পরম শত্রু। ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রতি লেখকের বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ দৃষ্টে আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। পুণ্যধাম কাশীতে এই প্রকার একটা গণ্ডমূর্খ বাস করিতে পারে আমরা স্বপ্নেও জানিতাম না। এই প্রকার লোক ব্রাহ্মণসমাজ হইতে বিতাড়িত না হইলে, ব্রাহ্মণ-সমাজের মঙ্গল নাই। আমাদিগের লেখনী এই প্রবন্ধের আলোচনায় কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না, তবে ২।১টী স্থান উদ্ধৃত করিয়া এই বিদ্বেষানলবর্ষী প্রবন্ধের প্রকৃতির পরিচয় দিব।—"ইহার পর বৈদ্য কায়স্থ সাহা শুড়ীদিগের ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি হওয়ার দাবীর কথা বিচার্য্য। তাহাদিগের দাবীর হেতু কি? তোমরা ব্রাহ্মণগণও যাহা আমরা বৈদ্য কায়স্থ সাহা শুড়ীগণও তাহাই, ইহাতো হইতেছে তাঁহাদের প্রাণের ভিতরের কথা। ভদ্রতার অনুরোধে আপাততঃ ব্রাহ্মণ হইবার দাবী করিতেছি না, কেবল ক্ষত্রিয় বৈশ্য হইতে চাহিতেছি।" কি প্রাঞ্জল সাধুভাষা ও উচ্চ ভাব! বঙ্গীয় কায়স্থগণ পরিণামে ব্রাহ্মণ হইবার জন্যই আপাততঃ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিতেছেন, কি অপূর্ব্ব যুক্তি। ভারতী মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি পূর্ব্বে উকীল ছিলেন। আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি ওকালতী ব্যবসার সময়ে কত বৎসর তিনি ষট্‌কর্ম্মাদি বিবর্জ্জিত ছিলেন। অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে,—

"যে পরেষাং বৃত্তিহরা, ষট্‌কর্ম্মাদি বিবর্জ্জিতা।
কলৌবিপ্রা ভবিষ্যন্তি, শূদ্রা এব বরাননে॥"

বোধ হয় ভারতী মহাশয় ব্রাহ্মণেতর জাতির মহারাজীর বৃত্তি অপহরণ করিয়া বহুকাল অতিবাহিত করিয়াছেন। তৎকালে ব্রাহ্মণের যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহের সহিত তাঁহার কোন সংস্রব ছিল কি? তাহা হইলে তিনি ত প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণদবাচ্য। ভারতী মহাশয় আবার বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে ব্রাহ্মণ হওয়ারই বাধা রহিয়াছে। খৃষ্টান বা মুসলমান হইতে কোনও প্রতিবন্ধকতা নাই। যে বৈদ্য, কায়স্থ, সাহা, শুঁড়ী মানের জন্য এত চীৎকার করিতেছেন, তাঁহারা পাদ্রী সাহেবের বা মোল্লা সাহেবের অনুগ্রহে আমাদিগের নিকট হইতে সেলাম পাইয়া কড়ায় গণ্ডায় মান আদায় করিতে পারেন, তবে তাঁহারা তেমন না করিয়া এমন করিতেছেন কেন?" এই স্থানে "তেমন" ও "এমনের" কি সুন্দর অনুপ্রাস, ভারতী মহাশয়ের ভাষা কি মহামহিমাময়ী! আমরা জিজ্ঞাসা করি যদি বৈদ্য, কায়স্থ, সাহা, শুঁড়ী প্রভৃতিই মুসলমান কি খৃষ্টান হইয়া গেল তবে ব্রাহ্মণের জীবিকার উপায় কি? তাহা হইলে ত সহস্র ব্রাহ্মণ মরণেরপথে উপস্থিত হইবেন। ভারতী মহাশয় তাঁহার ওকালতী আবার আরম্ভ করিবেন, কিন্তু গুরুপুরোহিতদিগের উপায় কি?

ভারতী মহাশয়ের বীণা আবার মধুর স্বরে ঝঙ্কার করিল—"এই উন্নতীশীল উশৃঙ্খলের মুসলমান হইয়া, খৃষ্টান হইয়া, ব্রাহ্ম হইয়া দেখিল কিছুতেই আমরা তাহাদিগের অনুসরণ করিলাম না, শেষে আমাদিগকে টানিয়া নামাইবার জন্য সমাজসংস্কারক হইয়া দাঁড়াইল।" বাহবা ভারতী মহাশয়! কায়স্থ-দিগের দেশব্যাপী আন্দোলনের প্রকৃত তত্ত্ব আজি কেবল আপনিই আবিষ্কার করিলেন। না হইবে কেন, ওকালতী বুদ্ধি! কিন্তু আমরা আপনাকে টানিয়া নামাইব কোথায়? আপনি ত নরকের শেষ স্তরে দাঁড়াইয়া আছেন। আপনার সম্মুখে পুতিমাংসস্তপ্তলাক্ষা-পূর্ণ ঘোর রৌরব নরক বিরাজিত (bottom-less perdition) তাহার নিম্নে আর স্থান নাই। নিরুপায় হইয়া ভারতী মহাশয় বৈদ্য, কায়স্থ, সাহা, শুঁড়ীদিগকে শাস্তি দিবার বাসনায় দৈববল প্রার্থনা করিতেছেন। আবার বাজিল সেই ভারতীর বীণা—"দৈববল কি? আমি এক জাতীয় জীবের অস্তিত্ব অবগত আছি তাঁহারা বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে মনুষ্য অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। এই সকল জীব দেবযোনিতে জাত বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। মনুষ্য সেই জাতীয় জীবের সাহায্য পাইলে সেই আগন্তুক সাহায্যকে দৈববল বলিয়া থাকে। এখনও এ দেশে অনেক লোক আছেন যাঁহারা দেব-জাতির সন্ধান রাখেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের কথাবার্ত্তাও হইয়া থাকে। * * * আমার মত একজন ব্রাহ্মণ যদি দেবতাদিগের কৃপাকণা লাভ করিতে পারিয়া থাকে, তবে ব্রাহ্মণসভার সভ্যেরা যত্ন করিলে না পারিবেন কেন?"

আমাদের বোধ হয় কাশীতে রৌদ্রের তীব্রতায় ভারতীর মস্তিষ্কের পীড়া উপস্থিত হইয়াছে, তাই পূর্ণবিকারে দেবতাদিগের সহিত আলাপ আরম্ভ করিয়াছেন। আর যদি ভারতী মহাশয় সত্যই "দৈববল" লাভ করিয়া থাকেন, তবে "ন চ দৈবাৎ পরং বলম্' এই দৈববলের সাহায্যে ব্রাহ্মণসভা

বৈশ্য, কায়স্থ, সাহা, ও শুঁড়ীদিগকে স্বর্গ-রাজ্যে প্রেরণ করুন, ও ব্রাহ্মণসভার সভ্যগণ ভারতশ্মশানে কোনও পক্ষী বিশেষের ন্যায় বিচরণ করুন। আপাততঃ ভারতীর পীড়ার আরোগ্য হস ইহাই ঐ সকল দেবতাদিগের কর্ত্তব্য। দেবতাদিগের সহিত আলাপ শুনিয়া আমাদের ভয় হয় পাছে ভারতী একজন মিডিয়ম্ হইয়া না দাঁড়ান। ব্রাহ্মসমাজে একজন মিডিয়ম হইয়াছেন। হিন্দুসমাজে একজন ত চাই, বোধ হয় ভারভী মহাশয় সেই মিডিয়ম। উপসংহারে আমাদের বক্তব্য যে বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের একটী অপূর্ব্ব বল আছে, সেটী দৈববল নহে তাহা বাহুবল, বলং বলং বাহুবলম্।

২। কায়স্থতত্ত্ব নির্ব্বচন।—বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা হইতে প্রকাশিত ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয় সঙ্কলিত সমাজ বৈদ্যুতিক যন্ত্রে মুদ্রিত কলিকাতা, মূল্য ॥০ আনা মাত্র। কিছু দিন পূর্ব্বে এই শাস্ত্রী মহাশয় "কায়স্থতর্ক সমাধান" নাম্নী পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই পুস্তিকা পাঠে আমরা আনন্দলাভ করিলাম। শাস্ত্রী মহাশয়ের গবেষণা ও পাণ্ডিত্য প্রশংসনীয়। হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রচলিত বিশ্বাসের অমূলকতা তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। বিষয়গুলি যেমন কঠিন ও জটিল, ভাষা আরও প্রাঞ্জল হইলে ভাল হইত। কোন কোন স্থানে ভাষার সরলতাভাবে বিষয় দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। কোন কোন বিষয়ে গ্রন্থকারের যুক্তি আমরা অনুসরণ করিতে পারিলাম না। মহাভারতের লিখিত— "নবিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।" এই মহাবাক্যের সত্যতা শাস্ত্রী মহাশয় উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ইহা ঐতিহাসিক তত্ত্ব, বর্ণত্ব ও জাতিত্ব তর্কজালে ইহা খণ্ডন করা যায় না। ঋগ্বেদের আভ্যন্তরিক প্রমাণ পাঠে আমরা অবগত আছি বৈদিকযুগে ঋষিগণ হিন্দুস্থানে উপনিবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে এসিয়ার উত্তর মেরুদেশে বাস করিতেন। সেই শৈলবন-সমুদ্র সমাকীর্ণ প্রকৃতির মনোহর অথচ বীভৎস রসোদ্দীপক স্থানে আমাদিগের আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদের কতকাংশ প্রচারিত হইয়াছিল। মহাত্মা শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয়ের প্রণীত ইংরাজী গ্রন্থ "Artic Home in the Vedas" এ এই বিষয় সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়াছে। সেই মেরুদেশে অবস্থানকালে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন, কোনও প্রকার জাতি-ভেদ ছিল না। আমরা ঋগ্বেদে বর্ণ, ক্ষত্রিয়, বিপ্র ও ব্রাহ্মণ শব্দ পাঠ করি, কিন্তু বর্ত্তমান কালে এই সকল শব্দ যে প্রকার জাতিভেদে ব্যবহার হয়, তৎকালে উহারা যে প্রকার ছিল না। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৩৪ সূক্ত ৯ ঋকে "আর্য্যং বর্ণং" শব্দ দেখা যায়। ভাষ্যকারগণ ইহার অর্থ শ্বেতবর্ণ আর্য্যগণ মাত্র করিয়াছেন। "ক্ষত্রিয়" শব্দ ৭ম ম, ৬৪ সূঃ ২য় ঋকে পাওয়া যায়, উহা মহাবলবান্ অর্থে মিত্র বরুণ দেবতাকে প্রযুক্ত করা হইয়াছে। ৮ম ম, ২সূ, ৬ষ্ঠ ঋকে "বিপ্রা" শব্দ পাওয়া যায়। সায়ণ উহাকে জ্ঞানী অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। ৭ম ম, ১০৩ সূ, ৮ম ঋকে "ব্রাহ্মণ" শব্দ আছে, উহার অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা (composer of hymns) বৈদিক-যুগে জাতিভেদ ছিল না তাহার আর একটী নিদর্শন মাত্র দিব। ৯ম মণ্ডলে, ১১২ সূক্তে তৃতীয় ঋকে ইন্দ্রের উপাসনায় ঋষি বলিতে-

ছেন—"দেখ আমি একজন ব্রাহ্মণ, আমার পিতা চিকিৎসক, আমার মাতা ব্রীহি পেষণ করেন। আমাদের পরিবার সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় লিপ্ত।" বৈদিকযুগে জাতিভেদ ছিল না, ইহা দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে। শাস্ত্রী মহাশয় তাহার গ্রন্থের ৭ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন—"বর্ণসকল সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চতুর্থ সংজ্ঞায় সমুৎপাদিত হইয়াছিল তাহাই প্রমাণীকৃত হওয়ায় বিভিন্ন বর্ণের একত্বের আশঙ্কা নিরাকৃত হইল।" এই প্রকার মীমাংসা আমাদিগের মতে নিতান্ত ভ্রমাত্মক ও বেদবিরোধী। স্মরণাতীত কালে শ্বেতবর্ণ দীর্ঘকায় এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ উত্তর মেরুদেশ হইতে পঞ্চনদে উপনিবিষ্ট হন। মহাত্মা তিলক এই বিষয়টী ঋগ্বেদের আভ্যন্তরিক শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। হিন্দুদিগের বৈদিকযুগের প্রারম্ভ সেই সময় হইতে; তাহার অনেক সহস্র বর্ষ পরে কর্ম্মভেদে জাতিভেদ ভারতে সংস্থাপিত হয়। এই পুস্তকের অন্যান্য বিষয় সমালোচনা আমরা পরে করিব।

জয়দ্রথসংহার।—ফরিদপুরের উকীল শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রণীত মূল্য ৸০ মাত্র। কবিত্বশক্তিপরিপূর্ণ মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর নানাবিধ ছন্দে সুশোভিত দৃশ্য-কাব্য আমরা পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। এই প্রকার কাব্যে সংস্কৃত কবি-গণ কখনও প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করেন নাই। উমেশ বাবু স্থানে স্থানে এই প্রকার ভাষা ব্যবহার করিয়া লালিত্যের অপচয় করিয়াছেন। আমরা আশা করি সকলেই এই কাব্যখানি এক একবার পাঠ করিবেন।

কর্ম্মকারবন্ধু।—দ্বিতীয় বর্ষ মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা ১৩১৭ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কোন কর্ম্মকার বন্ধু আমাকে সমালোচনার জন্য দিয়াছেন। আমরা আনন্দের সহিত শ্রীযুক্ত বনমালী শেঠ মহাশয়ের "নেতৃ আবাহন" কবিতাটী পাঠ করিলাম। একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলামঃ—

"সেই কর্ম্মবীর পার্থিব জীবনে
স্বজাতির হিত সাধে প্রাণপণে।
যে স্বর্গীয় সুখ জন্মে তার মনে
নহে অধিকারী সম্রাট্ তার।

অপূর্ব্ব হৃদয়োচ্ছ্বাস! যিনি প্রাণপণে নিজ সমাজের হিত সাধন করিতেছেন তাঁহার হৃদয়ের আনন্দ সমব্রতী ভিন্ন আর কে বুঝিবে। রোগে, শোকে, বার্দ্ধক্যে সেই কর্ম্মবীরের হৃদয়ানন্দ অপূর্ব্ব। আমরা প্রকৃত বৈশ্য কর্ম্ম-কার জাতির মঙ্গল কামনা করি। এই শিল্পনিপুণ জাতির সাহায্যে আমরা বঙ্গে শিল্প-বিদ্যার নবযুগ আনয়ন করিব। আশা করি আমাদের কর্ম্মকার ভ্রাতৃগণ ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া বৈশ্যোচিত উপাধি ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করতঃ তাঁহাদিগের পুরাণ গ্রথিত বৈশ্যাধিকারের পরিচয় প্রদান করিবেন। ওঁ শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং।

সম্পাদকস্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কলিকাতা ব্রাহ্মণসভার বিশেষ অধিবেশন।—বিগত ২১শে ফাল্গুন ১৩১৭ রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার ৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ কার্য্যালয়ে সুসঙ্গের মহারাজা শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বি-এ বাহাদুরের সভাপতিত্বে উক্ত ব্রাহ্মণসভার একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। ঐ সভাতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মরক্ষণেচ্ছু তাহিরপুরের শ্রীযুক্ত শশীশেখর রায় বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রমুখ প্রায় দুইশত সভ্য উপস্থিত থাকিয়া ভারতের কল্যাণার্থ কয়েকটী অতি উপাদেয় প্রস্তাব পরিগ্রহণ করেন। তদনন্তর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া শ্রীভগবানের সান্ধ্যারতীর সময় সভা ভঙ্গ হয়। এই অধিবেশনের পরে প্রায় সাতমাসকাল অতিবাহিত হইয়াছে। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, উক্ত প্রস্তাবগুলি কি আজিও সমভাবে দণ্ডায়মান আছে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রস্তাব কয়েকটী বহুদিনের হইলেও এতই সামাজিক জ্ঞান ও শিক্ষাপ্রদ যে, আমরা প্রতিভার পাঠক মহোদয়গণকে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রথম প্রস্তাব।—"এই সভা সনাতনশাস্ত্র ও চিরন্তন লোকব্যবহার ও শুদ্ধাচারের সমর্থক ও সমাজে শান্তিরক্ষার পক্ষপাতী ও সামাজিক সর্ব্বপ্রকার বিপ্লবের বিরোধী। বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ চিরপ্রচলিত শুদ্ধাচার, লোকব্যবহার ও শাস্ত্রীয় ব্যবহারের বিরুদ্ধে, জাতিবিষয়ক ব্যবস্থা প্রদান করিয়া সমাজে অশান্তি বৃদ্ধির ও সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করিতেছেন, অথবা করিবেন, তাঁহাদের সহিত এই ব্রাহ্মণসভা কোনওরূপ সংস্রব রাখা কোনও প্রকারে বৈধ মনে করেন না।"

এই প্রস্তাবের এক একটী শব্দ পরবর্ত্তী শব্দের সহিত ঘোর বিরোধ উপস্থিত করিয়া শব্দরাজ্যে বিষম বিপ্লব উপস্থিত করিতেছে। এই বিরোধভাব ব্রাহ্মণসভা লক্ষ্য করিলেন না কেন? সনাতনশাস্ত্র শব্দে কোন্ শাস্ত্র উপলক্ষিত হইল। বেদ, পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র অষ্টাদশ। ইহাদিগের মধ্যে বেদ-ই হিন্দুর সনাতন শাস্ত্র, কেন না ইহা অপৌরুষেয় অর্থাৎ নিত্য। অন্যান্য পুরাণাদি শাস্ত্র অনিত্য, কারণ ইহাদের জন্ম হইয়াছিল, ইহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বেদের, অর্থাৎ সাম ঋক্ ও যজু ইহাদের জন্ম ও মৃত্যু নাই। ইহারাই সনাতন। এই বেদের সহিত লোকব্যবহার তথা শুদ্ধাচারের ঘোর বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে। চিরন্তন লোকব্যবহার কথাটার অর্থ হয় না। যেমন "সোণার পাথরের বাটী।" লোকব্যবহার ভারতের নানাস্থানে নানাপ্রকার নানাসময়ে ভিন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। একটী উদাহরণ দিব—ভারতে কায়স্থনামধেয় জাতি প্রায় ৯৫ লক্ষ। ইহা প্রধানতঃ চৈত্রগুপ্ত, চান্দ্রসেনী ও প্রভুনামে তিনটী শাখায় বিভক্ত। চিত্রগুপ্তীয় কায়স্থ ভারতের পঞ্চনদ হইতে আরম্ভ হইয়া, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, বিহার, বঙ্গ ও উৎকলে বিস্তৃত হইয়াছে। মধ্যভারতে চান্দ্রসেনী ও দাক্ষিণাত্যে প্রভুকায়স্থ আছেন। ইহারা সকলেই দ্বিজ এবং দ্বাদশাহ অশৌচ প্রতিপালন করেন। কেবল হতভাগ্য বঙ্গদেশের ত্রয়োদশ লক্ষ কায়স্থ নিরুপবীতী ছিলেন ও ত্রিংশৎ দিবস অশৌচ পালন করিতেন। এইক্ষণ বঙ্গীয় কায়স্থগণ তাঁহাদিগের দায়াদগণের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষী হইয়া দেববর্ম্মা উপাধি ধারণ ও যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতেছেন। অদ্যাবধি প্রায় ত্রিংশৎ সহস্র কায়স্থ উপনীত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া কায়স্থগণ উপনীত হইতেছেন। এইস্থলে লোকব্যবহারের কি প্রকার বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে, এমতস্থলে চিরন্তন লোকব্যবহার শব্দ উক্ত প্রস্তাবে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণসভা কেবল মূর্খতার পরিচয় দিয়াছেন মাত্র। বিশেষতঃ উক্ত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য কি, অনেক ব্রাহ্মণগণ উপনীত কায়স্থদিগের পক্ষে সমর্থন করিতেছেন। ব্রাহ্মণসভা কি উপনীত কায়স্থদিগের কার্য্য করিতে ব্রাহ্মণগণকে নিষেধ করিতেছেন? ইহাতে ত বঙ্গে বিশেষ বিপ্লব উপস্থিত হইবে। অনেক স্থানে বেদাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রহীন, শুদ্ধাচারহীন, গায়ত্রীহীন হইতেছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কোনও প্রকার দণ্ডাজ্ঞা প্রচার না করিয়া, সামাজিক উন্নতিরমূলে কুঠারাঘাত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে সামাজিক অপকার ভিন্ন উপকার হইবে না। বিশেষতঃ এই ব্রাহ্মণসভা বঙ্গীয় বিরাট ব্রহ্মণজাতির প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত হয় নাই, ইহার আদেশ কেহই মান্য করিবে না। না করিলে ব্রাহ্মণসভা তাহাদের কি করিতে পারেন, এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া প্রস্তাবটী গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ছিল।

এই সভার দ্বিতীয় প্রস্তাবটী আরও রহস্যজনক। "প্রথম অবধারণ অনুসারে অধুনা সামাজিক কোনও জাতি সম্বন্ধে চিরন্তন সামাজিক লোকব্যবহারের প্রতিকূল জাতিতত্ত্ববিষয়ক কোনরূপ অভিনব বিচার ব্রাহ্মণসভা সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করেন না।" সামাজিক লোকব্যবহার চিরন্তন অর্থাৎ চিরস্থায়ী কখনও হইতে পারে না, "চিরন্তন" স্থলে "প্রচলিত" শব্দ ব্যবহার করিলে ভাল হইত। ব্রাহ্মণসভা সময়োপযোগী শুভ সামাজিক পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে চান না কি? পরিবর্ত্তন জগতের প্রাণ, স্থাণুর ন্যায় কিছুই দীর্ঘকাল একস্থানে থাকে না। সমাজস্রোত স্বভাবতঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় কিন্তু প্রতিহত হইলে পশ্চাদপদ হইয়া অবনতির রাজ্যে শনৈঃ ২ প্রবেশ করে। হিন্দুসমাজ অগ্রসর হইতে না পারিয়া ক্রমে ক্রমে অবনতির দিকে ধাবিত হইতেছে। ইহাই আমাদিগের দুর্দ্দশার কারণ। বর্ত্তমান সময়ে সমাজস্রোত যেভাবে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার প্রতিকূল দিকে সন্তরণকারীর বলক্ষয় হেতু নিমজ্জন ও পরিণামে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ হিন্দুসমাজ বৈদিক সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনময়। বৃষ্ণি ও যদুবংশ যযাতি রাজার সময় হইতে বহুকাল ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ছিল। পূর্ণাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন প্রথমে গ্রহণ করিয়া উক্ত বংশের ব্রাত্যতা ক্ষালন করেন। বঙ্গীয় কায়স্থগণ তাঁহারই পদানুসরণ করিতেছেন মাত্র। বৌদ্ধবিপ্লবে ভারতের প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণ উপবীত হারাইয়া ব্রাত্য হইয়াছিলেন। কুমারিল ভট্ট প্রমুখ শঙ্করাচার্য্যাদি মনীষিগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃ

স্থাপিত রহিলে ব্রাহ্মণগণ কোনও প্রকার প্রায়শ্চিত্তাদি না করিয়া শঙ্করাচার্য্যকে প্রণাম ও তদীয় অদ্বৈত মত গ্রহণপূর্ব্বক ব্রাত্যতা দোষ পরিহার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণসভার সদস্যগণ এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব ভুলিলেন কেন? তৃতীয় বর্ষের প্রতিভার ৩৫৩ পৃষ্ঠা দেখুন। মাধবাচার্য্যকৃত শঙ্করবিজয় হইতে আমরা কতকটা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম। মনুও বলিয়াছেন—"শূদ্র ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্" অর্থাৎ যুগমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র ও শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়াছে। এই মহাপরিবর্ত্তন বা সংস্কার কে নিবারণ করিবে? ব্রহ্মশক্তিও কালের নিকট পরাজিত। এই সকল অযুক্তিকর, অসম্ভব প্রস্তাব আলোচনা করিয়া ব্রাহ্মণসভা সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। আমাদিগের ধারণা এই সকল অনুদার নেতৃগণ সার্দ্ধ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে জন্মগ্রহণ করিলে কথঞ্চিৎ তাঁহাদিগের জীবন সার্থক হইত।

২। বিগত ১৮ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার বরিশাল জিলান্তর্গত বাণরীপাড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গুহঠাকুরতা মহাশয়ের ভবনে একটী বিরাট-কায়স্থসভার অধিবেশনে বাণরীপাড়ে তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের প্রায় চারিশত কুলীন কায়স্থ মহাত্মাগণ সম্মিলিত হন। শ্রদ্ধাস্পদ প্রবীন কায়স্থ শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুহঠাকুরতা মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা বি, এল মহোদয় সভার প্রারম্ভে একটী ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সমবেত সভ্যগণকে কায়স্থের প্রকৃত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে উত্তেজিত করেন। তাঁহার পরে ইদিলপুর হইতে আগত শ্রীযুক্ত গদাধর ঘটক কবিভূষণ মহাশয় কায়স্থকারিকা ও কুলপঞ্জী হইতে নানাবিধ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের সন্তান ও ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত তাহা বিষদভাবে সপ্রমাণ করিলে, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘটক ও শ্রীযুক্ত রাজকুমার সন্নামত মহোদয়দ্বয় তাঁহাকে সমর্থন করিয়া ছিলেন। তদনন্তর ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থসভার প্রতিনিধি কায়স্থতত্ত্ববিৎ নববঙ্গের সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয় কায়স্থের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, শিলালিপি, তাম্রফলক মন্থন করিয়া ভারতীয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব, গৌরবরাজমহিমা প্রতিপাদন করেন। বঙ্গীয়কায়স্থগণ যে উক্ত কায়স্থমহামণ্ডলের একটী ক্ষুদ্র শাখা, ও ৭।৮ শত বর্ষ পূর্ব্বে কণোজ অযোধ্যা ইত্যাদি স্থান হইতে শূর, পাল ও সেনবংশীয় কায়স্থনরপতিগণের আহ্বানে সাত আটটী অভিযানে বঙ্গে উপনিবিষ্ট হন, তাহা অতি সুন্দরভাবে প্রতিপন্ন করেন। সমবেত সভাগণ তাঁহার প্রমাণাদি অভ্রান্ত বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। বক্তা সুযুক্তিপূর্ণ আহ্বানে সমবেত কায়স্থমহাত্মাগণকে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তিনি আরোও প্রতিপন্ন করেন যে বৈদিক সদাচার গ্রহণ করিলে তাঁহাদিগের প্রকৃত কৌলীন্য বজায় রাখিতে পারিবেন, ও সমাজ মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহ ও বরপণ প্রথার উচ্ছেদন অনায়াসসাধ্য হইবে। তদনন্তর বানরীপাড়ার প্রাচীন সম্ভ্রান্ত কায়স্থবংশসম্ভূত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গুহ বিশ্বাস মহাশয় সমবেত কুলীন মহোদয়গণকে

উক্ত বসু মহাশয়ের সেই সারগর্ভ প্রস্তাবটী সত্বর কার্য্যে পরিণত করিতে অনুরোধ করেন। পর্য্যায়ের কাঠিন্য শিথিল করিতে তিনি কায়স্থ মহাশয়গণকে অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গুহঠাকুরতা, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, এবং শ্রীযুক্ত বরদাচরণ গুহঠাকুরতা মহাশয় বসু মহাশয়ের উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়। প্রতিভার পাঠকগণ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে বাণরীপাড়ার কুলীন কায়স্থ মহাত্মাগণ একবাক্যে অতি সত্বরে উপনীত হইবেন স্থির করিয়াছেন।

৩। বিগত ১৯শে আশ্বিন শুক্রবারে নরোত্তমপুরগ্রামে স্বর্গগত দ্বারকানাথ রায় মহাশয়ের ভবনে আর একটী কায়স্থসভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গুহ ঠাকুরতা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পূর্ব্ব দিনের সভার বক্তাগণ এই সভায় বক্তৃতাদি করেন। সকলেই একবাক্যে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ প্রস্তাব সমর্থণ করেন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গুহ বিশ্বাস মহাশয় এই মহামঙ্গলকর কার্য্য অনুষ্ঠানেরজন্য সকলকে অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ রায় মহাশয় নরোত্তমপুরবাসী প্রধান প্রধান কুলীন মহাশয়দিগের পক্ষ হইতে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

৪। বিগত ২১শে আশ্বিন রবিবারে গাভাগ্রামে বিল্ববাড়ীতে শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুহঠাকুরতা মহাশয়ের সভাপতিত্বে আর একটী কায়স্থসভা আহূত হয়। এই সভায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দস্তীদার মহাশয় প্রধান বক্তা ছিলেন। শেষোক্ত বক্তা মহাশয় বরিশালের নানাস্থানে কায়স্থসভার অধিবেশন করিতে সকলকে অনুরোধ করেন। সভাস্থ সকলেই বসু মহাশয়ের সারগর্ভ বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

৫। বিগত ২১শে আশ্বিনের পরে চাঁদসী লক্ষ্মণকাঠি, বাটাজোড় ও উজীরপুরগ্রামে নানাস্থানে কায়স্থসভার অধিবেশন হইয়াগিয়াছে। সকলস্থানেই কায়স্থমহাত্মাগণের যজ্ঞোপবীত গ্রহণের আগ্রহ ও বলবতী ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা আশা করি শ্রীভগবানের কৃপায় বাখরগঞ্জের কুলীন কায়স্থমহাত্মাগণ অতি সত্বর উপনীত হইয়া বঙ্গজ কায়স্থসমাজের প্রকৃত গৌরব ও মহিমা পুনরুদ্দীপ্ত করিবেন।

৬। কায়স্থোপনয়ন।—১৭ই আশ্বিন ১৩১৮। জেলা ঢাকা বজ্রযোগিনী গ্রামে শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহাত্মাগণ যথাশাস্ত্র যজ্ঞান্তে উপনীত হইয়াছেন—

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা
,, তারকচন্দ্র গুহ ঐ
,, বিশ্বেশ্বর চৌধুরী ঐ
,, জীতেন্দ্রনাথ চৌধুরী ঐ

১৮ই আশ্বিন ১৩১৮

৭। উক্ত বজ্রযোগিনীগ্রামে উমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে:—

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা
,, ক্ষিতীশচন্দ্র বসু ঐ
,, রামগোপাল চৌধুরী ঐ
,, চিন্তাহরণ চৌধুরী ঐ
,, রামকান্ত চৌধুরী ঐ

৭। বিগত ২৮শে আশ্বিন রবিবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত লক্ষ্মণদিয়াগ্রামে শ্রীযুক্ত লোক-

নাথ রাহা দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে নিম্নলিখিত মহাত্মাগণ উপনীত হইয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু মিত্র দেববর্ম্মা
,, কালীচরণ সরকার ঐ
,, রাসবিহারী রাহা ঐ

৮। ৬ই কার্ত্তিক ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিবসে ফরিদপুর জিলান্তর্গত আবদুলাবাদগ্রামে কায়স্থ জমিদার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি-এল মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত শশধর বিদ্যারত্নের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত মহাত্মাগণ উপনীত হইয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী দেববর্ম্মা, দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী দেববর্ম্মা, অশ্বিনীকুমার চৌধুরী দেববর্ম্মা, কুমুদেশ্বর চৌধুরী দেববর্ম্মা, আনন্দচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা, কুঞ্জবিহারী ঘোষ দেববর্ম্মা শ্যামাপ্রসন্ন ঘোষ দেববর্ম্মা, দীননাথ দায দেববর্ম্মা, রামাচরণ তপাদার দেববর্ম্মা, শ্যামাচরণ তপাদার দেববর্ম্মা, অনকূলচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা, কামিনীকুমার দত্ত দেববর্ম্মা।

৯। বিগত ২৭ই কার্ত্তিক শুক্রবারে ঢাকা জেলান্তর্গত মালখানগরগ্রামে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বসু ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত চতুর্ব্বিংশতী জন কুলীন কায়স্থ মহাত্মাগণ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন— মালখানগরের বসু ঠাকুরগণের গুরুবংশীয় শ্রীযুক্ত হরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যমহাশয় সদস্য, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্য, এবং অন্যান্য কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যথাশাস্ত্র হোতা, তন্ত্রধার ও ব্রহ্মার কার্য্য করিয়াছিলেন। এই কেন্দ্রে যেসকল কুলীন-কায়স্থ মহাত্মাগণ উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে অতি সত্বর উপনয়নগ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু ঠাকুর দেববর্ম্মা এম, এ, বি-এল, উকীল হাইকোর্ট কলিকাতা, অশ্বিনীকুমার বসু ঠাকুর দেববর্ম্মা বি-এ, বি-এল ভূতপূর্ব্ব সবজজ, অনন্তকুমার বসুঠাকুর দেববর্ম্মা বি-এল উকীল ঢাকা, বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর দেববর্ম্মা, বঙ্কিমচন্দ্র বসু ঠাকুর দেববর্ম্মা বি-এ, পুলিনচন্দ্র বসু ঠাকুর দেববর্ম্মা বি-এল, প্রফুল্লচন্দ্র বসু ঠাকুর দেববর্ম্মা এম-এ, ধীরেন্দ্রকুমার বসু ঠাকুর দেববর্ম্মা বি-এ। আর নামগুলি আমাদের অদ্যাপি হস্তগত হয় নাই।

১০। বিগত ৬ই কার্ত্তিক সোমবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার শুভ দিনে ফরিদপুর জিলার দোলকুণ্ডীনামকগ্রামে, স্বর্গীয় রায় দুর্গাদাস ধর বাহাদুরের প্রাসাদে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর দেববর্ম্মা মহাশয়ের প্রযত্নে কায়স্থাদি দেব শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজার উৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অনেক উপনীত কায়স্থ মহাত্মা এই পিতৃপূজোপলক্ষে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

১১। বিগত ৬ই ও ৭ই কার্ত্তিক হুগলী জেলার অন্তর্গত বাতানলগ্রামে তত্রত্য কায়স্থসমিতির প্রযত্নে ৬ই কার্ত্তিক পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের পূজা, মধ্যাহ্নে প্রার্থনা-সঙ্গীত, ও পুষ্পাঞ্জলি, অপরাহ্নে একটী বিরাট কায়স্থসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তৎপর দিন পূর্ব্বাহ্নে আদি দেবের নিরঞ্জন, মধ্যাহ্নে কাঙ্গালীভোজন, এবং অপরাহ্নে পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ দেব সরকারের স্মৃতিসভা হইয়াছিল। এই অপূর্ব্ব অনুষ্ঠানের বিশেষ বিবরণ আমাদের হস্তগত আজিও হয় নাই।

সম্পাদকস্য।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নম।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

অগ্রহায়ণ মাস, ১৩১৮।

শিক্ষাষ্টকং।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৩)।

এ নাম উচ্চারণের অধিকারী কে? এবং কিরূপে নাম সংকীর্ত্তন করিলে নামের সম্যক্ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার লক্ষণ বলিতেছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৩॥

অমানী ব্যক্তি সর্ব্বদা হরির নাম কীর্ত্তন করিবেন অর্থাৎ আপনাকে মানশূন্য ভাবনা করিয়া সর্ব্বদা হরির নাম কীর্ত্তন করিবেন। সে মানশূন্যই বা কিরূপ? তাহাই বলিতেছেন। আপনি উৎকৃষ্ট হইয়াও সর্ব্ববিষয়ে আপনাকে হীন বোধ করাই মানশূন্যতা।

পুনরায় বিশেষ করিয়া বলিতেছেন যে তৃণের অপেক্ষা আপনাকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করা, কারণ তৃণেরও রজোগুণ আছে, সেইহেতু তৃণের উপরে পদার্পণ করিলে সে অসহ্য বিবেচনায় মস্তক উত্তোলন করে। তাহাও না করার নাম তৃণ অপেক্ষাও নীচ হওয়া।

"তরোরপি সহিষ্ণুনা"— তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু। বৃক্ষের অত্যন্ত সহিষ্ণু গুণ কারণ পত্র, পুষ্প, ফল, ত্বক্ আদি লইলেও তিনি শারিরীক যাতনা সহ্য করিয়া থাকেন। যথা—

পশ্যৈতেতান্ মহাভাগান্ পরার্থৈ কান্ত জীবিতান্।
বাতবর্ষাতপহিমান্ সহন্তো বারয়ন্তি নঃ ॥
অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনম্।
সুজনস্যেব যেষাং বৈমুখ্যায়ান্তি নার্থিনঃ ॥
পত্রপুষ্প ফলচ্ছায়া মূল বল্কল দারুভিঃ।
গন্ধ নির্য্যাসভস্মাস্থি তোকৈঃ কামান্ বিতন্বতে ॥
এতাবজ্জন্ম সাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় এবাচরেৎ সদা ॥

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২২ অধ্যায়ে ৩২—৩৫।

শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে কহিয়াছিলেন যে হে সখাগণ! এই যমুনাকুলের বৃক্ষসকলকে দর্শন কর; ইহাঁরা মহাভাগ্যবান্ কারণ পরের জন্য ইহাঁদের জীবন; ইহাঁরা আপন মস্তকে বায়ু,

বর্ষা, উত্তাপ ও হিম সহ্য করিয়া আমাদিগকে ঐসকল হইতে নিবারণ করেন। অহো! ইঁহাদের শ্রেষ্ঠ জন্ম কারণ ইহাঁরা সকল প্রাণীর উপজীবিকা; দয়াশীল ব্যক্তির নিকট হইতে যাচকের ন্যায় ইঁহাদিগের নিকট হইতে অর্থিগণ বিমুখ হইয়া যায় না। ইহাঁরা পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, কাষ্ঠ, গন্ধ, নির্য্যাস, ভস্ম, অস্থি ও পল্লবাদির অঙ্কুরদ্বারা জীবের অভিলাষ পূর্ণ করেন।

প্রাণীদিগের মধ্যে প্রাণ, ধন, মন ও বাক্যদ্বারা সর্ব্বদা মঙ্গলাচরণ করাই জীবগণের জন্মের ফল।

বৃক্ষের আরও সহিষ্ণুতা যে

ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাং ছায়াং নোপ সংহরতেদ্রুমঃ।
হিতোপদেশঃ।

বৃক্ষকে ছেদন করিতে গেলেও ছেদনকারীর উপরস্থ ছায়াকে সংহার করেন না। তদ্ভিন্ন তরু জলাভাবে শুখাইলেও কাহারও নিকট যাচ্ঞা করেন না; কিন্তু শুষ্ক হইয়া যান। তাহা হইলে সহ্য করিবার শক্তি নাই। আরও মরিয়া গেলে আত্মঘাতিরূপ পাপে লিপ্ত হন; কিন্তু হরিনামামৃত পানকারী আত্মঘাতি না হইয়াও তরু অপেক্ষা অতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া নাম কার্ত্তন করেন। তিনি অন্যের ভোজনদর্শনে তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন।

মানদেন

মানহীন জনকেও সম্মান দান করিয়া মানদ হয়েন অর্থাৎ নীচজাতিকেও বন্দনাদিদ্বারা পূজিত করিয়া থাকেন—

হরৌ রতিং বন্নেষঃ নরেন্দ্রানাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরি পুরে শ্বপাকমপি বন্দতে॥

ভক্তি রসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে তৃতীয় লহর্য্যাং পঞ্চদশাঙ্কে পদ্মপুরাণ বচনং।

মহারাজ ভগীরথ নরেন্দ্রদিগের শিখামণি ছিলেন তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে একান্ত রতি লাভ করিয়া ভিক্ষানিমিত্ত শত্রুগৃহে গমন করিতেন এবং চণ্ডাল পর্য্যন্ত নীচ জাতিকেও প্রণাম করিতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

ভারতেশ্বরাভিনন্দনম্।

সদাকাঙ্ক্ষং সংখ্যাতিগমনুজ পালাভি সহিতং
পদং যন্মর্ত্ত্যানাং সহ বসতি কামৈরপি সুরৈঃ।
অবিশ্রান্তো যস্মিন্ স চ করসহস্রং বিতরতি
স্বয়ং সূর্য্যস্তস্যাঃ ক ইব মহিমা ভারতভুবঃ॥১॥ (১)

ভাবার্থ—ভারতমহিমা কতই শ্রীসম্পন্ন, যেস্থানে স্বর্গের দেবতাগণ মর্ত্ত্যের অসংখ্য নৃপতিগণের সহিত সুখে বাস করিতে বাসনা করেন। এবং যেস্থানে স্বয়ং সূর্য্য তদীয় সহস্র কর অবিশ্রান্ত বর্ষণ করিতেছেন॥১॥

নাথস্তস্যা বৃটননৃমণিঃ সাম্প্রতং সানুকম্পঃ
সম্প্রাপ্তোঽসৌ ভজতি বিষয়ং প্রীতিপুষ্পাঞ্জলীনাম্।
লোকাঃ সর্ব্বেঽমুদমধিগতা দেববুদ্ধ্যানুরক্তাঃ
প্রাপ্তানন্দা স্তদিহনিতরাং রাজতে রাজলক্ষ্মীঃ॥২॥

ভাবার্থ—অধুনা বৃটননৃমণি ভারতেশ্বর অনুকম্পা পুরঃসর ভারতে শুভাগমন করিয়া প্রজাবৃন্দের প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি দ্বারা উপাস্য হইতেছেন। সর্ব্বে প্রকৃতিপুঞ্জ সানন্দচিত্তে ঈশ্বরজ্ঞানে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইতেছে, এবং তদীয় রাজলক্ষ্মী অপার আনন্দে অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়া মনোহারিণী হইতেছেন॥২॥

পবন চলিত চেলা দৃশ্যতে বৈজয়ন্তী
পটহ নিনাদমিশ্রঃ শ্রূয়তে তূর্য্যঘোষঃ।
ক ইব পুনরপূর্ব্বো জায়তেঽন্তঃ প্রসাদঃ
স্ফুটময়মভিষেকো ভূপতেঃ প্রাপ্ত কালঃ॥৩॥

ভাবার্থ—সত্যই আমাদের ভারতেশ্বরের রাজ্যাভিষেককাল সমুপাগত, পবনহিল্লোলে তরঙ্গিত শত শত পতাকাশ্রেণী শোভা পাইতেছে। এবং তূর্য্যঘোষের সহিত শত শত পটহ নিনাদিত হইতেছে। অহো! অপূর্ব্ব আনন্দে আজ সকলের হৃদয় পরিপূর্ণ॥৩॥

হসতু রুচিরশস্য শ্যামলা ভূমিরেষা
স্পৃশতু সুচিরমস্য প্রার্থিত পাদপদ্মম্।
বিকসতু জননেত্রং ভূভৃদালোকলুব্ধং
ক্ষরতু সপদি তস্মাদুচ্ছ্বং সৎ প্রীতিধারা॥৪॥

ভাবার্থ—শস্য-শ্যামলা ভারত স্মিতমুখে চিরপ্রার্থিত পাদপদ্ম অদ্য স্পর্শ করুক। প্রজাগণের চক্ষুরুন্মীলিত হইয়া রাজাকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন করুক। এবং তাহা হইতে সৎপ্রীতিধারা উদ্বেলিত হইয়া সহস্রধারে শীঘ্র প্রবাহিত হউক॥৪॥

মার্ত্তণ্ডেন সদাময়ূখ নিকরৈর্যন্মণ্ডলং মণ্ড্যতে
দৃপ্তোন্নৃত্যতি বক্ষসা রণতরির্যস্যোদ্বহন নীরধিঃ।
শান্তির্যস্য চ ভূরিসম্পদি মহীখণ্ডেঽখিলে খেলতি
শ্বেতদ্বীপমণিঃ স ভারতপতিঃ সম্রাট্ চিরঞ্জীবতু॥৫॥

ভাবার্থ—মার্ত্তণ্ড যাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য সর্ব্বদা ময়ূখজালে মণ্ডিত করিতেছেন, উন্মত্ত বারিধি যাঁহার রণতরি সানন্দে বক্ষে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন, এবং যাঁহার অধিকৃত ভূরিসম্পদপূর্ণ সমগ্র বসুন্ধরায় শান্তি বিচরণ করিতেছে; সেই শ্বেতদ্বীপমণি ভারতসম্রাট্ দীর্ঘজীবী হউন॥৫॥

প্রথিত চরিত রাজন্! রাজ দোর্দ্দণ্ড শালিন্
ভ্রম চ ভুবি দিবীবাখণ্ডলো মণ্ডলেশ।
প্রশমিত খল বর্গাঃ শান্তিমত্যেব পৃথ্বী
নরবর তবকীর্ত্তিং শংসতীয়ং প্রকাশম্॥৬॥

ভাবার্থ—হে প্রসিদ্ধ চরিত, স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্রের ন্যায় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী রাজন্! মণ্ডলেশ পৃথিবী পরিভ্রমণ করুন। হে নরবর! দুষ্টজনগণবিমুক্ত শান্তিপূর্ণ এই বসুন্ধরা উচ্চৈঃস্বরে আপনার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছেন॥৬॥

নরপতি শতপূজ্য প্রাজ্যসম্পৎ প্রতানা
রঘুকুরু কুলজানাং ভূভুজাং কর্ম্মভূমিঃ।
জনহিতরতঁ বুদ্ধৌ শুদ্ধ কারুণ্য সিন্ধৌ
ভবতি চ ভবতীশে ভাতি রাজন্নতীয়ম্॥৭॥

ভাবার্থ—প্রজাহিতেরত, অপার করুণাসাগর, শতপূজ্য নরপতি! যে মহাদেশ প্রসিদ্ধ রঘু ও কুরুবংশে নরপতিদিগের কর্ম্মভূমি, তাহা আপনার শাসনে প্রজাগণের উন্নতির আলোকে প্রদীপ্ত হইতেছে॥৭॥

ক্ষৌণীপেন্দ্র গৃহাণ ভারতসদাং ভক্তিপ্রসূনার্চ্চনাং
ভেজে তে জনকোজন প্রণয়িতাং পুত্রস্তথাস্যাদ্ভবান্।
সর্ব্বৈরস্য সমস্বরেণ ভবতো মাঙ্গল্যমুদ্‌ঘুষ্যতে
শ্রীমানাশ্রিত লোকরঞ্জন পটুঃ সম্রাট্ চিরঞ্জীবতু॥৮॥

ভাবার্থ—হে পৃথ্বীপতে! ভারতপ্রদত্ত ভক্তিকুসুমাঞ্জলি গ্রহণ করুন। আপনার পিতার

(১) এই অভিনন্দনের বঙ্গানুবাদ সম্পাদক কর্ত্তৃক হইয়াছে।

ন্যায় আপনিও প্রজাগণের ভালবাসা লাভ করুন। অদ্য সকলেই সমস্বরে আপনার মঙ্গলগীত গাহিতেছে। আশ্রিত প্রজারঞ্জনে পটু আপনার ন্যায় শ্রীমান্ সম্রাট্ দীর্ঘজীবন লাভ করুন ॥৮॥*

শ্রীহেমচন্দ্র রায় দেববর্ম্মা।

কবিতাগুচ্ছ।

অবধূতলক্ষণম্। ১।

ন যোগী ন ভোগী ন বা মোক্ষকাঙ্ক্ষী
ন বীরো ন ধীরো ন বা সাধকেন্দ্রঃ।
ন শাক্তো ন শৈবো ন বা বৈষ্ণবো বা
বধূতশ্চিদানন্দরূপোহমাত্মা ॥১॥

ভাবার্থ—আমি যোগশীল অর্থাৎ যোগীপুরুষ নহি, আমি ভোগীও নহি, মুমুক্ষু নহি; আমি বীরপুরুষ নহি, ধীর নহি, সাধকশ্রেষ্ঠও নহি; আমি শক্তির উপাসক অর্থাৎ শাক্ত নহি, শৈব নহি, বৈষ্ণবও নহি; আমি অবধূত, চিদানন্দ (জ্ঞানানন্দ) স্বরূপ আত্মা ॥১॥

বিভূতিং ত্রিশূলং তথা রক্তবাসো
দধানঃ কপালং গলে নাগসূত্রং।
সদানন্দপূর্ণঃ প্রসন্নান্ত-রাত্মা
বিরাজেঽবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ ॥২॥

ভাবার্থ—আমি ভস্ম, ত্রিশূল, রক্তবস্ত্র, মস্তককেরখুলি এবং নিজ গলদেশে সর্পের যজ্ঞোপবীত পরিধারণ করিতেছি; আমি নিরন্তর আনন্দপরিপূর্ণ ও প্রফুল্লচিত্ত এবং দ্বিতীয় মহেশ্বরস্বরূপ অবধূত বিরাজমান আছি ॥২॥

শ্মশানে গৃহে বা হিরণ্যে তৃণে বা
তনূজে রিপৌ বা হুতাশে জলে বা।
স্বকীয়ে পরে বা সমত্বেন মন্যৌ
বিরাজেঽবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ ॥৩॥

ভাবার্থ—আমি কি শ্মশানভূমিতে, কি গৃহে, কি সুবর্ণে, কি তৃণে, কি পুত্র বা শত্রুতে, অনলে বা সলিলে, কি আত্মীয় স্বজনে কি অনাত্মীয়ে সকল বিষয়ে ও সকল বস্তুতে সমদর্শী হইয়া, দ্বিতীয় মহেশ্বরস্বরূপ অবধূত বিরাজ করিতেছি ॥৩॥

চিতাভিস্ম ভূষোদ্ভবোদ্ভাসি লক্ষ্মী—
রহিংসা ক্ষমা শান্তি ধামোন্নত শ্রীঃ।
পরিত্যক্ত ধর্ম্মোজ্ঝিতা ধর্ম্মকর্ম্মা
বিরাজেঽবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ ॥৪॥

ভাবার্থ—আমি চিতাভস্মরূপ ভূষণে বিভূষিত হইয়া সর্ব্বদা শোভাবিশিষ্ট; অহিংসা, ক্ষমা, শান্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণের আশ্রয়স্বরূপ; অতীব ধীমান এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম যাবতীয় কার্য্য পরিত্যাগশীল অদ্বিতীয় মহেশ্বরস্বরূপ অবধূত বিরাজ করিতেছি ॥৪॥

শ্রুতৌ কুণ্ডল শ্রীর্গলে মুণ্ডমালা
করে পানপাত্রং মুখে মন্ত্রহালাঃ।
প্রচণ্ডো দয়াত্মা সদা তুষ্টচেতা
বিরাজেঽবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ ॥৫॥

ভাবার্থ—আমার কর্ণযুগলে কুণ্ডল, গলদেশে মুণ্ডমালা সুশোভিত, হস্তে পানপাত্র ও মুখে মন্ত্রসমূহ আমি অতীব প্রচণ্ড অর্থাৎ তেজস্বী এবং নিরন্তর প্রসন্নমনা দ্বিতীয় মহেশ্বরস্বরূপ অবধূত বিরাজ করিতেছি ॥৫॥

ন জাতির্ণ শৌচং ন বৃত্তির্ণ পুণ্যং
ন ধর্ম্মো ন পাপং মৃত্যুর্ণ মোক্ষঃ।
ন যজ্ঞো ন পূজা ন দানং ন মন্ত্রো
বিরাজেঽবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ ॥৬॥

ভাবার্থ—আমার জাতি নাই, আমার শৌচ নাই, আমার কোনরূপ বৃত্তিও নাই; আমার পুণ্য নাই, ধর্ম্ম নাই, পাপ নাই, মৃত্যুও নাই; আমার মোক্ষ নাই (কারণ—আমি মোক্ষাভিলাষী নহি) আমার যাগ যজ্ঞাদি কিছুই নাই, পূজা নাই, দান নাই, মন্ত্রও নাই। আমি দ্বিতীয় মহেশ্বর অর্থাৎ—মহাকালস্বরূপ অবধূত বিরাজ করিতেছি ॥৬॥

আশাপাশেঘনায়াস আদি মধ্যান্তঃ-বর্জ্জিতঃ।
আনন্দে বর্ত্ততে নিত্যং অকারস্য চ লক্ষণম্ ॥৭॥

ভাবার্থ—যে মহাত্মা আশারূপ পাশে প্রযত্নবিরহিত, আদি অন্ত ও মধ্য বিবর্জ্জিত এবং নিরন্তর আনন্দেই অবস্থান করেন, সেই মহাত্মাতেই এই অবধূতের "অ"কারের লক্ষণ প্রকাশমান ॥৭॥

বাসনা বর্জ্জিতা যেন বর্ণাশ্রম বিবর্জ্জিতঃ।
বন্ধুবৈরি বিনির্ম্মুক্তো বকারস্য চ লক্ষণম্ ॥৮॥

ভাবার্থ—যে মহাপুরুষকর্ত্তৃক যাবতীয় বাসনা পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং বর্ণাচার সমুদায় বিবর্জ্জিত হইয়াছে, এবং শত্রু ও মিত্রও পরিত্যক্ত হইয়াছে, সেই মুক্তপুরুষেই এই অবধূতের "ব"কারের লক্ষণ প্রকাশমান জানিবে ॥৮॥

ধূলিধূসরগাত্রাণি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবর্জ্জিতঃ।
ধারণা ধারিতা যেন ধকারস্য চ লক্ষণম্ ॥৯॥

ভাবার্থঃ—যাঁহার ধূলিদ্বারা ধূসরিত গাত্র এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দ্বিবিধ পথই পরিবর্জ্জিত ও যে মহাপুরুষ কর্ত্তৃক আত্মধ্যান ধারণা ধারিত হইয়াছে, তাঁহাতেই এই অবধূতের "ধ" কারের লক্ষণ বিরাজিত ॥৯॥

তত্ত্ব মন্ত্র বিনির্ম্মুক্তস্তত্ত্বাভ্যাস বিলক্ষণঃ
তত্ত্বজ্ঞানে স্থিতোনিত্যং তকারস্য চ
লক্ষণম্ ॥১০॥

ভাবার্থ—যে মুক্তপুরুষ তন্ত্র মন্ত্রাদি বিবর্জ্জিত, আত্মতত্ত্ব অভ্যাসসম্পন্ন এবং তত্ত্বজ্ঞানে নিত্য অবস্থিত, তাঁহাতেই এই অবধূতের "ত" কারের লক্ষণ প্রকাশমান জানিবে ॥১০॥

ইতি অবধূত লক্ষণ সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা।

সাক্ষাৎ। ২।

রাজগৃহ পুরে ফিরি' তথাগত (১)
সম্বোধি লভিয়া যবে,
সদ্ধর্ম্ম প্রচারি নির্ব্বাণের পথ
দেখাইতেছিল সবে। ১

দূত আসি এক চরণে নমিয়া
সবিনয় কহে তাঁরে,
রাজা শুদ্ধোদন দে'ছেন বলিয়া
নিবেদিতে আপনারে। ২

(১) তথাগত—বুদ্ধ।

* প্রতিভার পাঠকগণ এই অপূর্ব্ব অভিনন্দনের কঠিন ছন্দগুলি কবি কি প্রকারে রক্ষা করিয়াছেন দেখিবেন। (১) শিখরিণী (২) মন্দাক্রান্তা, ৩। ৪। ৬। ৭ মালিনী ৫। ৮ শার্দ্দূল বিক্রীড়িত। সঃ

"সিদ্ধার্থ (২) আমার শিখাইছে সবে
উদ্ধারের পথ নাকি ?
এল না ত গৃহে, আমরা কি তবে
শুধুই রহিব বাকি ? ।"।৩
"দিতে হ'বে তাঁরে বারেক দর্শন,
এই অনুরোধ তাঁর,
আছেন নৃপতি সহ পরিজন
পথ চাহি' আপনার।"।৪
চলিল সুগত (৩) পথ আলোকিয়া,
জনকের রাজধানী,
"ফিরিছে কুমার বুদ্ধত্ব লভিয়া"
চৌদিকে উঠিল বাণী। ৫
রাজা শুদ্ধোদন পরিজন ল'য়ে
দাঁড়ায়ে পথের ধারে,
উদ্বেগ-আনন্দ-উদ্বেল হৃদয়ে
প্রিয় পুত্র হেরিবারে। ৬
শৈশবের কথা কুমারের কত
ভাবে মনে মনে ভূপ,
নিকটে তাঁহার আসিল সুগত
কিবা জ্যোতির্ম্ময়রূপ। ৭
এইত তাঁহার প্রাণের কুমার,
তাঁহার দ্বিতীয় প্রাণ,
সন্নিকটতম এ যে ছিল তাঁর
আজ কত ব্যবধান। ৮
কহিল নৃপতি, "সিদ্ধার্থ আমার !
আর কি আমার নও ?
কি কাজ সন্ন্যাসে ? বিশাল তোমার
সমৃদ্ধ এ রাজ্য লও।" ৯

(২) সিদ্ধার্থ—বুদ্ধদেব।
(৩) সুগত—যৎ কর্ত্তৃক শুভ (নির্ব্বাণ) জানা যায় অর্থাৎ বুদ্ধদেব। সঃ

উত্তরিল বুদ্ধ, "ছিল গো তোমার
যে মমত্ব পুত্র তরে,
ছড়াইয়া দেও সমস্ত তাহার
বিশ্বের জনের "পরে"।১০
"চাহিনাক আর, এ ক্ষুদ্র রাজ্যের,
চাহিনাক হ'তে স্বামী,
মহত্তম সেই অসীম দেশের
সন্ধান পেয়েছি আমি।"।১১
নৃপতি প্রাসাদে পশিল সুগত
দেখিবার তরে তাঁরে,
সম্ভ্রমে নমিয়া পরিবার যত
দাঁড়াইল চারিধারে। ১২
যশোধরা (৪) শুধু এল না সেথায়
নৃপতি পাঠা'ল ডাকি,
"সিদ্ধার্থে হেরিতে সবাই হেথায়
তুমি কেন আছ বাঁকি ?"।১৩
যশোধরা কহে প্রতিহারী প্রতি
"আমি ত যাব না সেথা,
তাঁর প্রতি যদি রহি ভক্তিমতী
তিনি আসিবেন হেথা।"।১৪
"কোথা যশোধরা ?" সুধাল সুগত,
আসে নাই দেখি, পরে
চলিল দেখিতে নিজ ইচ্ছামত
তাহার নিজের ঘরে। ১৫
এই ত তাঁহার চিরপরিচিত
সাধের গৃহটী তাঁর,
কত স্মৃতি তাহে আছে বিজড়িত,
তথাগত নির্ব্বিকার। ১৬
'রাজপুত্রবধূ যশোধরা বসি'
মাঘায় নাহিক কেশ

(৪) যশোধরা—বুদ্ধদেবের স্ত্রী। সঃ

শীর্ণদেহ যেন কঠোরা তাপসী
অতি দীনহীন বেশ। ১৭
স্মৃতির ঝটিকা দিল আলোড়িয়া
হৃদয়-সাগরে তার,
জগতের বুদ্ধ গেল সে ভুলিয়া
তার স্বামী নহে আর। ১৮
রুদ্ধ অভিমান সাত বৎসরের
যুগপৎ জাগি উঠে
অশ্রুহীন আঁখি, ব্যথা প্রকাশের
ভাষা তার নাহি জুটে। ১৯
উঠিতে চরণ বিষম বাধিল,
কোন মতে উঠি শেষে,
পরবশ মত আছাড়ি পড়িল
বুদ্ধের চরণ-দেশে। ২০
বুদ্ধ উদাসীন, দাঁড়ায়ে নীরবে
নিশ্চল অচল প্রায়,
মহাঝটিকায় ক্ষুব্ধ ঊর্ম্মি যবে
আছাড়িয়া পড়ে পায়। ২১
যশোধরা সেথা শ্বশুরে হেরিয়া,
আপনা সম্বরি' লয়,
নৃপতি তখন বধূর হইয়া
সুগত দেবেরে কয়। ২২
"কাটায়েছে কাল এ যে কত ক্লেশে,
ইয়ত্তা তাহার নাই,
শুনিল যখন কাটিয়াছ কেশে
এও ত করিল তাই। ২৩
"শুনিল যখন গাত্র বিলেপন
বর্জ্জন করেছ তুমি,
রহিল না এর কোন প্রসাধন
শয়ন হইল ভূমি। ২৪
"ভিক্ষান্ন খেতেছ সামান্য ভাজনে
ইহারে বলিলে কেও,
মৃত্তিকার পাত্রে দীন্নান ভোজনে
অভ্যস্ত হইল এও। ২৫
'সহি' বহুক্লেশ তোমার লাগিয়া
এখনো আপন জানি,
করেছে ব্যাকুলা চরণে পড়িয়া
তোমার মর্য্যাদা-হানি। ২৬
"বেদনা ব্যথিতা না বুঝি করিল,
ক্ষম এই অপরাধ।"
বুদ্ধ কহে, "পূর্ব্বজন্মে এর ছিল
বুদ্ধজায়া হতে সাধ। ২৭
"উচ্চাকাঙ্ক্ষামত, সাতবর্ষ ধরি,
সহিল অশেষ ক্লেশে,
জন্মমৃত্যু দুঃখপাশ ছিন্ন করি
নির্ব্বাণ লভিবে শেষে।" ২৮

শ্রীললিতমোহন কর দেববর্ম্মা।

বঙ্গজননীর প্রতি। ৩।

অয়ি গরিয়সি, মাতঃ জন্মভূমি !
কর্ম্মদোষে এবে ভাগ্যহীনা তুমি।
সুদূর-অতীত সৌভাগ্যের কথা
লিখিব না, বাড়ে মরমের ব্যথা। ১

জন্মিয়াছি মোরা হতভাগ্য দেশে,
পূর্ণ হেথা সদা হিংসা-নিন্দা-দ্বেষে।
"একতা" এ কথা শোভে কি হেথায় ?
শুধু বাক্যবীর বাঙ্গালী কথায়। ২

বৃথা অভিমান—অভিশাপে কার
লভিয়াছ, শত সন্ততি তোমার?
বৃথা গর্ব্বে তারা কাঁপাইছে ধরা,
পূর্ব্বকথা স্মরি শুধু আত্মহারা। ৩
বৃথা বেদ স্মৃতি পুরাণ-প্রসঙ্গ,
হাসি পায় হেরি বাঙ্গালীর রঙ্গ।
যাঁরা সুসন্তান বঙ্গ-মা! তোমার,
দেশ-হিত-ব্রত করিয়াছে সার। ৪
কেবা রতচিত তাঁদের কথায়,
কাঁদে তাঁরা শুধু প্রাণের ব্যথায়।
নাই প্রীতি কারো দেখি সমুদয়,
পাপে পূর্ণ দেশ, কপটতাময়। ৫
হিন্দু-মুসলমান সবে পরস্পর,
দ্বেষ হিংসা লয়ে সদা স্বার্থপর।
সিয়া সুন্নি দলে বিরোধ ব্যাপার,
উচ্চ হিন্দু করে নীচে-অত্যাচার। ৬
অন্তঃসার শূন্য কদাচারী যারা
কত যে ব্রাহ্মণ, আজ(ও) বঙ্গে তারা,
ধীর, সাধু, জ্ঞানী নিম্নজাতি নরে,
আত্ম-গরিমাতে পদাঘাত করে। ৭
গুণকর্ম্মে ভাগ ছিল যেই দেশে,
হল বংশগত, গুরুগর্ব্ব শেষে।
স্বার্থপর-স্মার্ত্তরঘু-মহাশয়,
কুক্ষণে এ বঙ্গে তাঁর অভ্যুদয়। ৮
সে ঘোর বঙ্গের নিশীথ সময়
অবিদ্যা প্রভাবে বৈশ্য-ক্ষত্র-চয়
ছিল যবে সবে ঘুমে অচেতন
রঘু "স্মৃতি-জাল" বিস্তারে তখন। ৯
"পরশু" হতেও "রঘু" বীরবর।
লেখনী তাঁহার সম্মোহন শর।
সে শর-ঘাতনে ছিল অচেতন,
বহুকাল বঙ্গে ক্ষত্র-বৈশ্যগণ। ১০
এখনো সে মোহ ঘুচেনি সবার,
মন্ত্র-মুগ্ধ যেন কেশরী-কুমার।
বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় কায়স্থ-তনয়,
শাস্ত্র-যুক্তি-মতে প্রমাণিত হয়। ১১
তাই এতকালে তারা উপনীত,
লইতে তাদের যজ্ঞ-উপবীত।
স্মার্ত্ত-শিষ্য যারা, তাদের হৃদয়,
দেখে শুনে যেন দগ্ধীভূত হয়। ১২
শুধু দগ্ধনয়—শত চেষ্টা পায়,
বাতুলের প্রায় বাধা দিতে ধায়।
ঈর্ষা-পরবশে মদমত্তদল,
সমাজের দেহে ঢালিছে অনল! ১৩
হায় বঙ্গমাতঃ! হেন অবিচারে,
কেন না রহিবে, চির-অন্ধকারে?
তাই বলি অয়ি মাতঃ জন্মভূমি!
কর্ম্মদোষে এবে ভাগ্যহীনা তুমি। ১৪
ব্রাহ্মণবংশীয় স্মার্ত্ত-শিষ্য-দল,
মুখে বলে,—"ধর্ম্ম গেল রসাতল!
কায়স্থ পালিবে ক্ষত্রিয়-আচার!
সমাজের একি হল ব্যভিচার!"। ১৫
ছি-ছি! লজ্জা পায় শুনি সেই কথা,
"শিরঃ নাস্তি" যার, তার শিরঃব্যথা!"
কোন্ শাস্ত্রে আছে ব্রাহ্মণ-নন্দন
গণিকা-চরণ করিবে বন্দন? ।১৬
সুরাপানে মত্ত রবে অনুক্ষণ?
হোটেলের অন্ন করিবে ভক্ষণ?
গৃহকর্ত্রী হয় জঘন্যা-রমণী
উপপত্নীরূপে মস্তকের মণি! ।১৭
খাদ্যাদি বিষয় শত অঘটন,
সে সমাজে কি না হয় সঙ্ঘটন?
ইহা হতে কি গো পাপ-অত্যাচার,
কায়স্থের ব্রত ক্ষত্রিয়-আচার? ১৮

আপন স্বজাতি উচ্ছৃঙ্খল অতি,
সমাজের মাঝে তাঁদের বসতি।
নাই প্রতিকার কিছুমাত্র তার,
পরের বেলায় হন শাস্ত্রকার! ১৯
হায় বঙ্গমাতঃ! বিদরে হৃদয়,
স্বজাতির প্রতি স্বজাতি নিদয়।
দীন-হীন কত ব্রাহ্মণ-তনয়,
কন্যাদায়ে দেখে অন্ধকারময়। ২০
কমনীয়—কান্তি কমলারূপিণী,
নিরুপমা গুণে শান্তিস্বরূপিণী,
এ হেন তনয়া হৃদয়ের ধনে,
মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়ি' রক্তসিক্ত-পণে, ২১
বাধ্য হয়ে দুষ্ট-সমাজ-শোষণে,
হীনচেতা হায়, কদাকার জনে,
জেনে শুনে সেই অপার্থিব ধনে,
সঁপিছে ব্রাহ্মণ অবসন্ন মনে। ২২
শেষে ভিক্ষাভাণ্ড কন্যাদায় ঋণে,
যাতনা না যায় জীবনান্ত বিনে।
আরো হয় কভু অর্থ-হীনতায়,
সুতগণ তার শিক্ষা নাহি পায়। ২৩
শেষে তারা হায় হয়ে নিরুপায়
পাচকাদি কাযে জীবন কাটায়।
হেন পরিণাম সমাজে যাদের,
এত অহঙ্কার সাজে কি তাদের? । ২৪
ততোধিক হের কায়স্থ সকল
স্বার্থ-সলিলে ডুবিয়ে বিকল।
সুবিশাল অঙ্কে জননী তোমার,
আজ(ও) শত কলঙ্কী কুমার; ২৫
জাতীয় গৌরব দলি' পদতলে,
বিপক্ষের দলে মিশি কুতূহলে,
শূদ্রত্বের কালি মাখিয়া গায়,
কায়স্থ-কুলের কলঙ্ক গায়। ২৬
আরো অভিভূত এমনি আঁধারে
টিটকারী দেয় ক্ষাত্র ব্যবহারে।
কতকাল মোহে রবে তারা সব?
হীন শূদ্রে হায়, সকলি সম্ভব! ২৭
তাই বলি অয়ি মাতঃ জন্মভূমি!
কর্ম্মদোষে এবে ভাগ্যহীনা তুমি।
তা না হলে যাঁর কোটী কোটী সুত,
ফল-ফলা-তরু ক্ষেত্র-শস্য-যূত। ২৮
বহে নদীকুল সদা কুল্ কুল্,
উর্ব্বর করিয়া তাদের দুকূল।
তবু তুমি হায় দুঃখিনী জননী!
যায় না তোমার হাহাকার ধ্বনি! ২৯
যদি হেন হয় কি কায সন্তানে?
শস্যাদির শোভা কি কায ধারণে?
তার চেয়ে ভাল বন্ধ্যা হয়ে থাকা,
মরুভূর মত বালুকায় ঢাকা॥ ৩০

শ্রীরাধারিনোদ সরকার দেবশর্ম্মা।

তরীতে। ৪।

যে চাহ তরিতে, আইস তরিতে
তরীতে উঠহ সে। ১

সম্মুখে রয়েছে অকূল পাথার
ও পারে যাইবে কে?

সারাদিন ধরে উপকূলে বসে
কাটা'লে করিয়া খেলা,
ও পারের কথা হ'য়েছে স্মরণ
আঁধারে সাঁজের বেলা ? ২
পাঁথারে উঠেছে বিষম তুফান,
সজোরে গরজে ঢেউ,
এহেন তুফানে কে লইবে পারে
আছে কি নাবিক কেউ ? ৩
সুচতুর নেয়ে, যায় তরী বেয়ে,
সহজে না দেয় ধরা ;
জীর্ণ-তরীখানি তরঙ্গ-আঘাতে
জলেতে হয়েছে ভরা। ৪
লাভের পসরা লবে তরী ভরি,
করেছিলে অভিলাষ ;
এনেছিলে যাহা তাও গেলে ফেলে
সকলি হইল নাশ। ৫
আশার ছলনে বেঁধে ছিলে ঘর,
তুফানে উড়িয়ে গেল,
যাহাদের প্রেমে রয়েছিলে ভুলে
তারাও কেহ না এলো ! ৬
এমনি তাদের কঠিন পরাণ
একাই দিয়েছে ছেড়ে,
বাহু বন্ধনে একটি বিপল
রাখিতে পারেনি বেড়ে। ৭
পথের সম্বল পাটনীর কড়ি
আনিলে না কিছু সাথে,
ডুবাইতে তরী পাপের পশরা
লয়েছিলে শুধু মাথে।
বহিছে পবন শন্ শন্ শন্,
ভ্রূকুটি করিছে তোরে,
প্রতিপদে যেন টানিছে সঘনে
শতেক অদৃশ্য ডোরে। ৯
এহেন তুফানে পারে লইবারে
নাবিক ডাকিবে যবে,
মায়ায় বন্ধন একটি করিয়া
তখন কাটিতে হবে। ১০
সম্মুখে রয়েছে অকূল পাঁথার
ও পারে যাইবে কে ?
যে যাবে তরীতে আইস ত্বরিতে,
তরীতে উঠহ সে। ১১

শ্রীপ্রসন্ননাথ রায়।

মিলনের আশা। ৫।

গৃহ-কোণে অশ্রু ফেলি গণিতেছ দিনগুলি
হৃদে ধরে দুর্ব্বার যাতনা,
সহিতেছ স্থিরা ধীরা হ'য়ে ;
মিলনের আশা জাগে তাই নাকি প্রিয়ে ?
কঠোর কর্ম্মের স্রোতে ভেসে এসে প্রবাসেতে
অনল কুণ্ডের মাঝে বসি।
আছে হিয়া কত জ্বালা স'য়ে ;
মিলনের আশা ধরে তাই নাকি প্রিয়ে ?
মিলনের আশা আছে, তাই তুমি আছ বেঁচে
বেঁচে আছি আমি বিশ্ব-মাঝে,
এ জীব-জগৎ শুধু জিয়ে,
মিলনের আশা বুকে তাই প্রাণপ্রিয়ে!
মিলন আশা, প্রাণের আকুল তৃষ্ণা
ক্ষুদ্রে নহে অবসান,
চলেছে অনন্ত পানে ধেয়ে,
ক্ষুদ্র অভ্যন্তর দিয়ে ধীরে ধীরে প্রিয়ে !

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

কে বড় ? । ৬।

১ ক

তুমি যে ধরেছ কৃষ্ণ গিরি গোবর্দ্ধন,
এ কি বড় বেশি ভার ?
কি বীরত্ব অহঙ্কার !
এই কি মহিমা বড় ওহে নারায়ণ ?
তুমি যে ধরেছ কৃষ্ণ গিরি গোবর্দ্ধন !

খ

তুমি যে বিশ্বের ভার করহে বহন,
ওহে বিশ্বম্ভর হরি
সহস্র মস্তকে ধরি,
সহস্র সহস্র বাহু সহস্র চরণ !
এই কি মহিমা বড় ওহে নারায়ণ ?

গ

তব চির অনুরক্ত বীর ভক্ত জন,
গোলোক বৈকুণ্ঠ সহ,
কোটি বিশ্বে অহরহ,
সে তোমারে প্রাণে প্রাণে বহে অনুক্ষণ !
কে বড় তোমরা দোহে কহ নারায়ণ !

২ ক

নাগপাশে মুক্তি নহে যশের কারণ,
ওহে রাম বিশ্বপতি,
ও বন্ধন তুচ্ছ অতি,
গরুড়ের নিঃশ্বাস খোলে—অতি সাধারণ !
নাগপাশে মুক্তি নহে যশের কারণ !

খ

স্নেহপ্রেমপ্রীতি দিয়া বেঁধেছে যে জন,
হৃদয়ে হৃদয়ে হায়,
তোমার কমল পায়,
ছিঁড়িতে পার কি তাহা কভু—কদাচন ?
নিঃশ্বাসে খোলেনা সেযে বিশ্বাসের মন !
কি ছার সে নাগপাশ,
সে যে গো বিষম ফাঁস,
গোলোক বৈকুণ্ঠ সহ বাঁধে ত্রিভুবন ;
কে বড় তোমরা দোহে কহ নারায়ণ।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

শ্যাম ও শ্যামা।*

শ্যাম বা শ্যামা শব্দ লইয়া আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভার দুইজন কৃতবিদ্য লেখক কেন যে, অযথা শুষ্ক কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতেছি না। কিন্তু এইরূপ নিরস তর্কে যে ভবিষ্যতে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে, তাহা বলাবাহুল্য মাত্র। কাজেই অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আজ আমরা এবিষয়ে দুচার কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি প্রতিভার খ্যাতনামা লেখকদ্বয় এক্ষুদ্র জনের ধৃষ্টতা অবশ্যই ক্ষমা করিবেন।

বৈদিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন বর্ম্ম সরকার মহাশয় কতকগুতি সংস্কৃত পদ্য ও কতকগুলি বাঙ্গলা কাব্য হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে চান যে, শ্যাম বা শ্যামা শব্দে কৃষ্ণবর্ণকেই বুঝায়। পক্ষান্তরে সংস্কৃত কাব্য শাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী মহাশয় ভট্টি, মেঘদূত ও নৈষধ চরিত প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্য হইতে কতকগুলি পদ্য উদ্ধৃত করিয়া শ্যাম বা শ্যামাশব্দে যে তপ্তকাঞ্চন বর্ণকেই বুঝায় তাহাই সপ্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর। অধিক কি যিনি অস্মদ্দেশীয় আবাল-বৃদ্ধের নিকট কণকচম্পকসন্নিভ উজ্জ্বল গৌরবর্ণা বলিয়াই সুপরিচিতা ; মাননীয় শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীমদ্রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ভাষায় সেই বৃষভানু নন্দিনী শ্রীমতী রাধিকারূপ বর্ণন-পূর্ব্বক স্বীয় মত পরিপুষ্ট করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় শ্যাম ও শ্যামা যে এক কথা নহে, তাহা পরস্পর বিজিগীষু পণ্ডিত যুগলের মধ্যে কেহই ভ্রমে একবারও ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই। দেখিলে আজ বিজ্ঞপাঠকমণ্ডলীর বহুমূল্য সময় অযথা নষ্ট করিতে এক্ষুদ্র লেখকে প্রতিভার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত না।

প্রিয়দর্শন পাঠক! শ্যাম শব্দটি যে, কৃষ্ণ-বর্ণেরই প্রতিপাদক তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। যেহেতু খ্যাতনামা কোষকার অমরসিংহ বলেন,—

"কৃষ্ণে নীলাসিত শ্যাম কাল শ্যামল সেবকাঃ।"

অর্থাৎ কৃষ্ণ, নীল, অসিত, শ্যাম, কাল, শ্যামল ও সেবক এই কয়েকটি শব্দ এক পর্য্যায়। কিন্তু শ্যামা বলিলে কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীকে বুঝায় না। উহা একটি পারিভাষিক শব্দ। পারিভাষাটি এই,—

"শীতে সুখোষ্ণ সর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে যা সুখশীতলা।
তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা॥"

অতএব ভট্টির "দূর্ব্বাকাণ্ডমিব শ্যামা ন্যাগ্রোধ পরিমণ্ডলা।" উত্তর মেঘের "তন্বী শ্যামা শিখর দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী" এবং নৈষধচরিতের "শ্যামার্থ হংসস্ত করাগ্ররাজ্ঞে" ইত্যাদি স্থলে টীকাকারগণ শ্যামাশব্দের তপ্ত-কাঞ্চন বর্ণা অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে আধুনিক বলিয়া টীকাকারগণের প্রতি অবজ্ঞার কুটিল কটাক্ষপাত করায়, বৈদিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন বর্ম্ম সরকার মহাশয়ের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে কিনা তাহা বিবেচ্য। এখানে বলা আবশ্যক ভট্টির "দূর্ব্বাকাণ্ডমিব শ্যামা" দুনিয়া যাঁহারা জনকনন্দিনী সীতাকে দূর্ব্বা-কাণ্ডের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া মনে করেন, আমরা তাঁহাদিগকে থিয়েটারে বা যাত্রার আসরে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইতে বাসনা করি না। প্রাচীন যুগের আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকির নিম্নলিখিত পদ্য কয়েকটির প্রতি একরূপ দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি। পদ্য কয়েকটী এই,—

"রামস্তু বিশালাক্ষী পূর্ণেন্দু সদৃশাননা।
ধর্ম্মপত্নী প্রিয়া নিত্যং ভর্ত্তুঃ প্রিয়হিতে রতা। ১৫।
সা সুকেশী সুনাসোরুঃ সুরূপাচ যশস্বিনী।
দেবতেব বনস্থাস্থ রাজতে শ্রীরিবাপরা। ১৬।
তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভা রক্ততুঙ্গনখী শুভা।
সীতানাম বরারোহা বৈদেহী তনু মধ্যমা।১৭।"

(বাল্মিকীয়ে আরণ্যকাণ্ডে ৩৪ সর্গঃ)।

ফলতঃ টীকাকার ভরত মল্লিক বলেন, "দূর্ব্বাকাণ্ডমিব তত্তুল্যা কৃশাঙ্গীত র্থঃ" অর্থাৎ শূর্পনখা রাবণের নিকট বলিতেছেন যে, সীতা দূর্ব্বাকাণ্ডের ন্যায় কৃশাঙ্গী অর্থাৎ ক্ষীণমধ্যা এবং শ্যামা অর্থাৎ তপ্তকাঞ্চন বর্ণা। বলাবাহুল্য মহর্ষি বাল্মিকীও উল্লিখিত পদ্যে সীতাকে তনু মধ্যমা বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছেন। অথবা কেহ কেহ বলেন,—

"দূর্ব্বাকাণ্ডমিব ন্যাগ্রোধ পরিমণ্ডলা ন্যাগ্রোধীতি ন্যাগ্রোধং অধঃপ্রসৃতং পরিতো মণ্ডলং নিতম্ব মণ্ডলং যস্যাঃ দূর্ব্বাকাণ্ডমপি অধঃপ্রসরতি নোপরিষ্টাদিতি।"

দক্ষিণাকালী বা শ্মশানকালী যে কৃষ্ণবর্ণা সে কথা অপলাপ করিবার উপায় নাই সত্য; কিন্তু দক্ষিণাকালীর ধ্যানে "মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং" এবং শ্মশানকালীর ধ্যানে "অঞ্জনাদ্রিনিভাং শ্যামাং (১) শ্মশানা-লয় বাসিনীং" শ্যামা পদটি কৃষ্ণবর্ণা অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। উহা অপ্রসূতাঙ্গনা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। বলাবাহুল্য শ্যামা বলিলে যে অপ্রসূতাঙ্গনাকেও বুঝায়; কোষকার মহেশ্বর কবীন্দ্রের নিম্নলিখিত উক্তিই তাহার প্রমাণস্বরূপ। যথা,—

"অপ্রসূতাঙ্গনায়াঞ্চ শ্যামাসোম লতৌষধৌ।
ত্রিবৃতাশারিবাগুন্দ্রা নিশাকৃষ্ণা প্রিয়ঙ্গুষু।"

(বিশ্বপ্রকাশকোষঃ)

অথবা উল্লিখিত স্থলেও বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে শ্যামাপদে তপ্তকাঞ্চন বর্ণাই বুঝিতে হইত, যদি "মহামেঘপ্রভাং" ও "অঞ্জনাদ্রি নিভাং" পদ দুইটিদ্বারা উহা বিশেষিত করা না হইত।

অতএব আমাদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ অতঃপর শ্রদ্ধাস্পদ বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধু-সূদন বর্ম্মসরকার মহাশয় নব্য টীকাকারগণের প্রতি অবজ্ঞাসূচক কুটিল কটাক্ষ পাত করিয়া স্বীয় পবিত্র লেখনীকে কলঙ্কসাগরে নিমজ্জিত করিবেন না। পক্ষান্তরে মাননীয় সুপণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় কেন যে, শ্যামকমল-লোচন ভগবান্ চিত্রগুপ্তকে তপ্তকাঞ্চন বর্ণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তাহা আমরা বুঝিলাম না। বুঝিলাম না বলিয়াই অতঃপর আশা করি তিনি যেন স্বীয় পদমর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যতে একজন খ্যাতনামা বেদজ্ঞ পণ্ডিতের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। ইত্যলং পল্লবিতেন।

শ্রীমধুসূদন রায়।

* শ্যাম শব্দ কৃষ্ণবর্ণ ও শ্যামা শব্দে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ বিশারদ মহাশয়ের এই মীমাংসা আমরা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কারণ ভবিষ্যপুরাণকার আমাদের আদিদেবকে "শ্যামং কমললোচনং" বলিয়াই "পূর্ণচন্দ্র নিভাননম্" বলিয়াছেন। আদিদেবের দেহ কৃষ্ণবর্ণ ও মুখখানি স্ফুট গৌরবর্ণ হইবে কেমন করিয়া। নিরঙ্কুশ কবিকে শব্দার্থের কঠিন নিগড়ে বদ্ধ করিবার শক্তি বিশারদ মহাশয় কোথায় পাইবেন? সম্পাদক।

(১) আমাদিগের নিকট হস্তলিখিত তালপত্রের যে পুথি আছে উহাতে "অঞ্জনাদ্রিনিভাং দেবীং শ্মশানালয়-বাসিনীং" এইরূপ পাঠ আছে।

আর্য্যসমাজে বর্ণবিভাগ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

শাস্ত্র তোমাদিগের করতলগত, তোমরা শাস্ত্রের বিধানদাতা, তোমরাই ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের লোককে সকল বিষয়ের ব্যবস্থা দিয়া থাক, শাস্ত্রের গূঢ়রহস্য তোমরা যেমন বুঝ, অপর জাতি তেমন বুঝে না, শাস্ত্রের বিধি নিষেধ সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়াও, তোমরা এরূপ ঘৃণিতকার্য্যে রত হও কেন বুঝতে পারি না। আমার বাক্যাবলী কিছু রুক্ষ হইল বটে, কিন্তু বর্ণে বর্ণে সত্য, অসত্যের নাম গন্ধও নাই; কিন্তু কি করিব! যেমন রোগী সেইরূপ চিকিৎসকের প্রয়োজন। পিত্ত-বিকার উপস্থিত হইলে তিক্তরসের ব্যবস্থা করিতে হয়। বিচারে প্রতিপন্ন কর আমার কথা যথার্থ কি না। যদি অসত্য না হয়, তবে আর তোমার দুঃখিত হইবার কারণ নাই। তোমরা সর্ব্বদাই শ্রবণ করিতেছ, নিম্নস্তরের ব্যক্তিবৃন্দ বলিতেছে—"বামুণেরাই আমাদের করণীয় ব্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক আমাদের জীবিকা হরণ করিতেছে।" ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বজাতির করণীয় কার্য্যই করিতেছেন। শূদ্রের কার্য্যেও ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা অগ্রসর। সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বহুসংখ্যক থাকিলেও, কদাচারী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অত্যধিক। কলিযুগের মূর্খ অনাচার ব্রাহ্মণগণ ঠিক যেন "বাওয়া ডিম" দেখিতে প্রভেদ নাই, ভিতরে অখণ্ডিম্ব। (১)

ক্ষত্রিয়দিগের কথা স্থগিত রাখিয়া বৈশ্যবর্ণের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেও দেখা যায় যে, কয়েকজন বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। প্রমাণ দেখুন :—

নাভাগারিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।
(হরিবংশ ১১শ অধ্যায়)।

ইহার অর্থ—নার্ভাগ ও অরিষ্ট পুত্র, ইহাঁরা দুইজনে বৈশ্য হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। তখনকার ব্রাহ্মণগণ বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মণগণের ন্যায় নির্দ্দয় ও ক্ষুদ্রচেতা ছিলেন না। তাঁহারা গুণের আদর করিতেন, গুণবানের সমাদর করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। মনু লিখিয়াছেন :—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥
মনু ১০। ৬৫।

মনুমহাশয়ের এই শ্লোক পরিদৃষ্টে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়, এবং ব্রাহ্মণও শূদ্র হয়। এইরূপ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যও শূদ্র হইয়া থাকে, এবং শূদ্রও ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যায় যে, কর্ম্মভেদেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতি নির্ণীত হইয়া থাকে। জন্ম দ্বারা কদাচ হয় না। মনুমহাশয় পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটীর অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মতে ব্রাহ্মণেরা সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে শূদ্রাদি নিকৃষ্ট জাতিগণকে কন্যাদান করিলে, শূদ্র হইতেন, এবং শূদ্রেরাও, সেই প্রকার সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্টবর্ণকে কন্যাদান করিলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতিত্ব প্রাপ্ত হইতেন। শাস্ত্রদর্শী বুধমাত্রেই বিশিষ্টভাবে অবগত আছেন যে, অত্যন্ত প্রাচীনকালে, আর্য্যসমাজে, জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত হইবার পরেও, বহুকাল পর্য্যন্ত এইরূপ নিয়ম প্রচলিত থাকিতে দেখা যায় যে, এক-জাতীয় লোক (অর্থাৎ এক বর্ণের লোক) অন্য জাতীয় লোকের কন্যাকে অনায়াসেই বিবাহ করিতে পারিতেন। ইচ্ছা হইলে অনায়াসেই একজাতীয় লোক অন্যজাতীয় পাত্রে কন্যাদান করিতেন। বিশেষতঃ প্রতিলোম বিবাহ অপেক্ষা অনুলোম বিবাহপ্রথা সমধিক প্রচলিত ছিল।

জাতিভেদপ্রথা যে কেবল একটা সামাজিক শ্রেণীবিভাগমাত্র, আদিম আর্য্যসমাজে যে উক্ত প্রথা একেবারে প্রচলিত ছিল না, এবং কালক্রমে সমাজের বিভাগ অনুসারে জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত হইলেও যে তাহা বর্ত্তমান সময়ের জাতিভেদপ্রথার ন্যায় ছিল না, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত বহুশাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠে স্পষ্টই জানা যাইতেছে। ভগবানের চারি অঙ্গ হইতে যে চারিটী পৃথক জাতির উৎপত্তির বিষয় জানা যায়, তাহা রূপকমাত্র। এইরূপ রূপক যে কেবল জাতিভেদ সম্বন্ধেই দেখা যায় তাহা নহে; গার্হস্থ, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম বিভাগ সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ রূপক ব্যবহার করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, গার্হস্থ ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমগুলিন্ যে উত্তমাধম অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, একথা রূপক ব্যতিরেকে আর কি হইতে পারে? ষড়্দর্শনের অনুবাদক বিখ্যাত পণ্ডিত মৃত মহাত্মা চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ও ইহাকে রূপক বলিয়াছেন। জীবিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ও—"চারি অঙ্গ হইতে চারি জাতির উৎপত্তি" কে রূপক কহিয়া থাকেন।

আশ্রমভেদ ও জাতিভেদ স্মরণাতীতকালে অর্থাৎ সত্যযুগে ছিল না। ত্রেতাযুগেই উহাদের প্রথম সৃষ্টি হয়। যাগযজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়াকলাপগুলিও ঐ সময়ে প্রথম আরম্ভ হয়। এ বিষয়ে পূর্ব্ববর্ণিত শ্রীমদ্ভাগবতের ৯ম স্কন্ধের বচন ব্যতিরেকে, ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ৮ম অধ্যায়ে যেরূপ লিখিত আছে তাহাও অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কায়স্থ-বিদ্বেষিগণ নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক অবলোকন করিলে কৃতার্থ হইব। ব্যাস বিরচিত শ্লোক দেখুন :—

আদৌ কৃত যুগে বর্ণোনৃণাং হংস ইতিস্মৃতঃ।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজাজাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ॥৮॥
বেদঃ প্রণব এবাগ্রে ধর্ম্মোহহং বৃষরূপধৃক্।
উপাসতে তপোনিষ্ঠা হংসংমাং মুক্তকিল্বিষাঃ॥৯॥
ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়াত্রয়ী।
বিদ্যা প্রাদুরভূত্তস্যা অহমাসং ত্রিবৃন্মখঃ॥১০॥
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রা মুখ বাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচার লক্ষণাঃ॥১১
গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্য হৃদো মম।
বক্ষঃস্থলাদ্বনেবাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ॥১২॥
(ভাগবত ১১।১৭—৮ম—১২শ শ্লোক।)

ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই রূপ :—আদিতে অর্থাৎ সত্যযুগে; মানবমাত্রেরই একমাত্র 'হংস' এই বর্ণ ছিল। অর্থাৎ সেই আদিমযুগে জাতিভেদ বা অপর কোনরূপ সমাজ-বন্ধন

(১) অন্তঃসার শূন্য।—কোন কার্য্যকরী নহে।

ছিল না। তৎকালে 'হংস' অর্থাৎ সন্ন্যাসী-দিগের সদৃশ সকল লোকেই যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূলাদি ভক্ষণ করিতেন, এবং ইচ্ছানুরূপ সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন। ঐ যুগে, মনুষ্য-সমূহ জন্মেতে করিয়াই কৃতকৃত্য (কৃতার্থ, কৃতকার্য্য) হইত। সেই কারণ বশতঃই সত্য যুগকে (আদিম যুগ) কৃতযুগ বলে। (৮ম শ্লোক।)

অগ্রে অর্থাৎ আদি যুগে, (কৃত যুগে) প্রণব অর্থাৎ ওঁকারই বেদ ছিল; এবং বৃষ-রূপধারী (অর্থাৎ চতুষ্পাদে সম্পূর্ণ) আমিই ধর্ম্ম ছিলাম। অতএব তপোনিষ্ঠ, মুক্তপাপ মনুষ্যগণ বিশুদ্ধস্বরূপ আমারই উপাসনা করিতেন। (৯ম শ্লোক।)

হে মহাভাগ! দ্বিতীয় যুগ অর্থাৎ ত্রেতা-যুগের প্রারম্ভে আমার হৃদয় হইতে প্রাণকে নিমিত্ত করিয়া ত্রয়ী অর্থাৎ বেদ বিদ্যা (ঋক, সাম ও যজু) প্রাদুর্ভূত হয়। তাহা হইতে আমি ত্রিরূপ অর্থাৎ হোতা (১) অধ্বর্য্যু (২) ও উদ্গাতা (৩) যজ্ঞস্বরূপ হই। (১০ম শ্লোক।)

স্বীয় স্বীয় আচার ও লক্ষণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণাদি জাতি চতুষ্টয় বিরাজ পুরুষের মুখ বাহু উরু ও পাদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। (১১শ শ্লোক।)

গৃহস্থাশ্রম আমার জঘন হইতে; ব্রহ্মচর্য্য আমার হৃদয় (অর্থাৎ বক্ষঃস্থলের নিম্নভাগ) হইতে; ও বনবাস অর্থাৎ বাণপ্রস্থাশ্রম আমার বক্ষঃস্থল হইতে উৎপন্ন। সন্ন্যাস আমার মস্তকে সংস্থিত। (১২শ শ্লোক।)

এই সকল শাস্ত্রবচন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গেল যে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়ের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা জ্ঞাপননিবন্ধন তাহা-দিগের উৎপত্তি স্থানরূপে যে প্রকার দেহস্থ চারিটী অঙ্গের বর্ণনা করা হইয়াছে জাতি-ভেদ সম্বন্ধেও যে ঠিক তাহাই হইয়াছে তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আরও বৈরাজপুরুষের উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হওয়া প্রযুক্তই যদি উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট জাতি হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়া কিরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি হইয়াছিলেন? প্রাচীন ভারতের সমাজনীতি ও সামাজিক নিয়ম পরম সুন্দর ছিল! সর্ব্ববর্ণেরদিকে লক্ষ্য রাখিয়া সামাজিক নিয়ম নিবদ্ধ হইত এখনকার মত তৎকালে স্বার্থপর ও মূর্খের হস্তে কোন কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল না।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা।

(১) হোমকর্ত্তা, যজ্ঞকর্ত্তা। লেখক।
(২) যজুর্ব্বেদজ্ঞ ঋত্বিক। ঐ
(৩) সামবেদগায়ক। ঐ

মনস্বী হরিনাথ দেব।

বিগত ১৪ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার একটি বৃহৎ জ্যোতিষ্ক কায়স্থাকাশ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। বহুভাষাবিৎ হরিনাথ দেব মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। সমগ্র সভ্যজগতে সুপরিচিত, বহুসম্মান ও উপাধিতে পরিশোভিত এই মহাত্মার নামের সহিত বিমল সূর্য্যকিরণ সম প্রতিভার পত্র সুরঞ্জিত করিতেছে। কোন কোন সাময়িক পত্রে এই মহাত্মার জীবনকাহিনী বিক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু আমরা আশা করি, তাঁহার আত্মীয় বন্ধু মধ্যে কোনও ঐতিহাসিক তদীয় অপূর্ব্ব জীবনবৃত্ত সম্পূর্ণ-রূপে কীর্ত্তন করিবেন। ইং ১৮৭৭। ১২ই আগষ্ট ইহার জন্ম হয় ও ১৯১১ সনের ৩১শে আগষ্ট রাখিয়ে তাঁহার মৃত্যু হয়. তিনি কেবল মাত্র ৩৪ বৎসর ১৯ দিন জগতে অবস্থিতি করিয়া যেসকল বিদেশী ভাষা আয়ত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার সমকক্ষ লোক বুঝি জগতে আর কেহ নাই। তিনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অভ্যাস ও অনন্যসাধারণ প্রতিভা-বলে এই ৩৪ বর্ষ মধ্যে পৃথিবীর ২৯টী ভাষায় অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করিতে পারিয়া-ছিলেন। ৮টী ভাষায়—অর্থাৎ সংস্কৃত, ফিরাজী, লাটীন, গ্রীক্, ফরাসী, জর্ম্মনী, পালী ও আরবী ভাষায় এম-এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ নম্বর অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য-দেশে অবস্থান করিয়া তত্রত্য প্রধান প্রধান ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আমরা নব্যভারত হইতে এই মহাত্মার জীবন-বৃত্ত সংকলিত করিলাম। হরিনাথের পিতা পরলোকগত রায় ভূতনাথ দেব এম-এ, বি-এল মধ্যপ্রদেশের একজন প্রধান উকীল ছিলেন। তাঁহার মাতা একজন বহুভাষা-তত্ত্ববিৎ বিদুষী রমণী, তিনি অদ্যাপি জীবিতা আছেন। তিনি বাঙ্গালা, ইংরেজী, সংস্কৃত, মারাটী, হিন্দী ও আরবী ভাষায় পারদর্শিনী। হরিনাথ পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতিবলেই এই প্রকার পবিত্র, অশেষ গুণসম্পন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—

"শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগোভ্রষ্টোঽভি-
জায়তে।" ৪১।
গীতা ৬ অ০।

শৈশবকালেই এই যোগভ্রষ্ট হরিনাথের প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াই তিনি মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৫৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎপরে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা ও ইহার বর্ষদ্বয় পরে ডফ্ সাহেবের বৃত্তি লাভ করিয়া এফ-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে হরিনাথ বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজী ও লাটীন সাহিত্যে "অনর" লইয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীক্ ভাষায় এম-এ পাশ করেন। তদনন্তর বার্ষিক তিন সহস্র টাকার সরকারী বৃত্তি পাইয়া অধ্যয়নার্থে ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইষ্ট-কলেজে ট্রাইপসের প্রথম ও শেষ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে বিশেষ সম্মান লাভ করেন। এই পরীক্ষা বিশেষ কষ্টসাধ্য কেন না ইহাতে

উত্তীর্ণ হইতে হইলে অন্ততঃ চারিটী ইউরোপীয় ভাষায় অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে হয়। হরিনাথ জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইটালীয় ও স্পেনীয় ভাষায় বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংরেজ সমপাঠিগণের গ্রাস হইতে স্মিথের পুরস্কার স্বীয় প্রতিভাবলে গ্রহণ করেন। এই ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গ্রীক্ ও লাটীন ভাষায় কবিতা রচনার একটি প্রতিযোগী পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন। এবং লর্ড চ্যান্‌শেলারের (Lord chancellor's) সুবর্ণমেডেল প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বকালে এই সুবর্ণপদক মিল্টন ও টেনিসন্ লাভ করিয়াছিলেন। কেম্‌ব্রিজে অধ্যয়নকালে তত্রস্থ ফরাসী ভাষার অধ্যাপক বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর ব্যাপী অধ্যাপনার সময়ে ইংলণ্ডদেশে হরিনাথের ন্যায় ফরাসী ভাষাবিৎ অন্য কাহাকেও দেখেন নাই। এইটী সামান্য প্রশংসা নহে। ইংলণ্ডে পাঠ সমাধা করিয়া মনস্বী হরিনাথ ফরাসীদেশ জয় করিতে সোর্ব্বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার অমানুষী প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। তদনন্তর হরিনাথের বিজয় বৈজয়ন্তী জর্ম্মণদেশে উড্ডীয়মান হয়। তথায় মার্ব্বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় দেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে বিজিত ইউরোপ পরিত্যাগে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমতঃ ঢাকা কলেজের অধ্যাপক হন, এবং তদনন্তর কিছুদিনের জন্য হরিনাথ প্রেসিডেন্সী ও হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ (principal) হন। সর্ব্বশেষে তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ (Librarian of the Imperial Library) হন এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই মহা-সম্মানিত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। নানাবিধ ভাষায় পুস্তকাদি পাঠের সুযোগ লাভার্থে তিনি এই পদটী বিশেষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে পালী ভাষায় এম-এ ও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষায় এম-এ উপাধি লাভ করেন। তিনি এই উভয় পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থানাধিকার করিয়া সুবর্ণ মেডেল প্রাপ্ত হন। এই সময় তিনি সংস্কৃত ভাষার জন্য ২০০৲, আরবী ভাষার জন্য ২০০৲ ও উৎকল ভাষার জন্য এক সহস্র মুদ্রার বৃত্তি লাভ করেন। ইহার পরে আরবী ও সংস্কৃত ভাষার উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রত্যেকটীতে পঞ্চসহস্র মুদ্রা অর্থাৎ দশসহস্র টাকার পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তিনি নিম্নলিখিত ২৯টী ভাষায় দক্ষতা লাভ করিয়া জগতে জ্ঞানবীর (Intellectual Giant) বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। (১) সংস্কৃত, (২) গ্রীক্, (৩) লাটীন, (৪) পালী, (৫) হিব্রু, (৬) হিন্দী, (৭) বাঙ্গালা, (৮) উৎকল, (৯) আরবী, (১০) পার্শী, (১১) উর্দ্দু, (১২) ইংরেজী, (১৩) ফরাসী, (১৪) স্পেনীয়, (১৫) ইটালীয়ান, (১৬) জার্ম্মাণ, (১৭) তুর্কী, (১৮) পর্ত্তুগীজ, (১৯) পুস্ত বা কাবুলী, (২০) রুষীয়, (২১) পোলিশ বা পোলাণ্ডের ভাষা, (২২) হেব্রেড, (২৩) চীনা, (২৪) জাপানী, (২৫) মগ বা ব্রহ্মদেশীয়, (২৬) শায়ামী বা শ্যামদেশীয় (২৭) সিংহলী, (২৮) তির্ব্বতী (২৯) মারাটী। এই ২৯টী ভাষায় তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইহা ব্যতীত ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশের নানাপ্রকার ভাষায় তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। সহযোগী নব্যভারতের সম্পাদকমহাশয় বলিয়াছেন—"এরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি

প্রখর, অসাধারণ প্রতিভাশালী, বহুভাষাতত্ত্ববিৎ সুপণ্ডিত লোক জগতে প্রকৃতই দুর্ল্লভ"। সম্পাদক মহাশয়ের এই প্রশংসাবাক্য আমরা সাষ্টাঙ্গে অনুমোদন করি। কিন্তু শঙ্করের অবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় শ্রীমৎ হরিনাথ দেব মহাশয়ের জীবলীলা অত্যল্প বয়সেই অবসান হইল। যে সকল প্রধান প্রধান গ্রন্থের প্রণয়ন কার্য্যে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন, হায়! লিখিতে লেখনী কম্পিতা হয়, তাহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াগেল। জগতের জ্ঞানরাশিপূর্ণকলস সহসা বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার মুদ্রিত ও অমুদ্রিত রচনাসকল নিম্নে বিবৃত হইল।

(১) আরবীভাষায় লিখিত কতিপয় তাম্রফলকের পাঠোদ্ধার।

(২) তাজমহাল নির্ম্মাতাগণের বিবরণ।

(৩) কালিদাসের সময় নিরূপণ।

(৪) ইবুবাতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

(৫) পদ্যানুবাদ শকুন্তলা।

(৬) মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির কবিতানুবাদ।

(৭) সংস্কৃতে বাসবদত্তার বঙ্গানুবাদ।

(৮) বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলের ফরাসী ভাষায় অনুবাদ।

(৯) শাহা আলমনামা।

(১০) ফরাসী ভাষায় জরনাল ডিঃ মোঁসিউর কাব্য।

(১১) মেকলের মিল্টন প্রসঙ্গের টীকা।

(১২) পালগ্রেভের রচিত সুবর্ণ কোষের (Golden Treasury) টীকা।

(১৩) ১০০৫ প্রধান প্রধান মনোনীত প্রবন্ধের (Typical Selection) সম্বন্ধে টীকা।

(১৪) ওয়েভরলী নবেল (Waverly Novels) হইতে উদ্ধৃত প্রসঙ্গসকল।

(১৫) পিশেলসাহেব কৃত পকৃতা।

(১৬) সোসাইটী জরনেল হইতে প্রত্নকর্ত্তার (হরিনাথের) প্রবন্ধ সকল।

(১৭) আরবিক ব্যাকরণ।

(১৮) পালী ভাষার অভিধান।

(১৯) তিব্বৎ ভাষায় অভিধান।

(২০) দিঙমাঙ্গের তিব্বৎ ভাষায় ন্যায় দর্শনের অনুবাদ।

(২১) চীন ভাষায় নাগার্জ্জুন কৃত মধ্যমিকা কারিকার অনুবাদ।

(২২) ফুহিয়ান্, হিয়েন সাং এবং ইটসিং প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুবাদ।

(২৩) ত্রৈভাষিক (Trilingual) উপনিষদ।

(২৪) অমুদ্রিত কতকগুলি লাটীন, সংস্কৃত ও ফরাসী কবিতাবলী।

(২৫) অধ্যাপকগণের জীবনচরিত ও রচনা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

(২৬) প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের "বাবু" প্রহসনের অনুবাদ ইত্যাদি।

ইহার মধ্যে (২০) বৌদ্ধ দর্শন-শাস্ত্র ও দীঙমালের তিব্বতীয় দর্শন-শাস্ত্র অতি বৃহৎ গ্রন্থ, তিনি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। (২১) চীন ভাষায় নাগার্জ্জুন কৃত মধ্যমণি কারিকার অনুবাদও বিরাট গ্রন্থ, তিনি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। (২৫) অধ্যাপকগণের জীবন চরিত ও রচনা একখানি বড় গ্রন্থ হইত, তাহাও অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। হরিনাথের জীবন-

প্রদীপ জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল হইবার আগেই তমসাবৃতনিশীথিনীর হিমবর্ষী বাত্যায় সহসা নির্ব্বাপিত হইল! অহো! জগতের কত কত অমূল্য রত্ন তদীয় হৃদয়ে নিহিত রাখিয়া এই মহাজীবন অনন্তের উৎসঙ্গে বিলীন হইল। এই মহারথী কায়স্থজগতের আদর্শস্থল। হরিনাথ প্রকৃত দেব-ক্ষত্রিয় বংশ হইতে সম্ভূত হইয়া অবনীতে যে অপূর্ব্ব অবতার অভিনয় রাখিয়া গিয়াছেন, বোধ হয় তাহার তুল্য প্রতিযোগী জগতের ইতিহাসে অতীব বিরল। তিনি কেবল জ্ঞানবীর ছিলেন না, তাঁহার দয়া, মমতা ও বদান্যতা গুণ অনেকেই জানিতেন। অনেক গুলি দরিদ্র ছাত্রের অধ্যয়নব্যয় তিনি নিজে বহন করিতেন। কিন্তু তাঁহার দক্ষিণ হস্তের দান বাম হস্তেও জানিতে পারে নাই।

দুঃখের বিষয় এই জগতের সাহিত্যভাণ্ডারের উজ্জ্বলতম রত্নের পারিবারিক ইতিহাস আমরা কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই, আশা করি, কোনও মহাত্মা আমাদিগকে তদ্বিষয়ে জ্ঞাপন করিবেন। তাঁহার আত্মার সদ্গতির জন্য শ্রীভগবানের নিকট আমাদের প্রার্থনা করিতে হইবে না, কেন না সেই অপাপবিদ্ধ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় জ্ঞান ও কর্ম্মবীর নিজ কর্ম্মফলেই ভগবানের শ্রীবৈকুণ্ঠধামে নূতন বেশ ধারণ করিয়া পরম সুখে বিচরণ করিতেছেন। তবে শ্রীভগবান্ তাঁহার আত্মীয় স্বজনের অপরিসীম দুর্ব্বিসহ শোকে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সম্পাদকস্য।

প্রাচ্যে প্রতীচ্যপ্রভাব।

ধরণীর নিভৃত নিকেতনে নীরবে ও অলক্ষ্যে অনুদিন কত অদ্ভুত কার্য্য সংসাধিত হইতেছে তাহা সামান্যবুদ্ধি মানবের ধারণা ও চিন্তার অতীত। কল্য যে ভূমি অনুর্ব্বর উষর দেখিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়াছি, অদ্য তাহা শস্য শ্যামলা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছি। মরীচিকাময় প্রান্তর প্রদেশের অনাবরণ বেশ দর্শনে যে স্থানে একদা পথিকের ভীতির সঞ্চার হইতেছিল, সেই স্থান প্রকৃতির পরিবর্ত্তনশীল নীতির কল্যাণে তরুলতার হরিৎ-স্নিগ্ধ ছায়ায় মনোহর উদ্যানে পরিণত হইয়া আবার অন্য সময়ে সেই পথিকবরের অন্তরেই অনুপম আনন্দ ঢালিয়া দিতেছে। একদিন যেস্থানে সম্পদের সৌধকিরীটবিলাসভবনের বিমল প্রভায় মন প্রাণ বিমোহিত করিয়াছিল, ধ্বংসনীতির নিয়মিত অনুবর্ত্তনে আজি সেস্থানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, আবার তাহারই উপকরণ লইয়া অন্য একস্থানে আর এক নূতন সাম্রাজ্যের পত্তন হইতেছে। বস্তুতঃ জগতের দৈনন্দিন ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, এই সুবিস্তীর্ণ আসমুদ্র পৃথিবীকে সৃষ্টীকর্ত্তা এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুস্থির থাকিতে দেন না; সর্ব্বদা তাহাকে নানাকার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়া ঐশশক্তির কার্য্যকুশলতার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেদীপ্যমান রাখিয়াছেন এবং সূত্রধার যেরূপ কলের পুতুলকে সূতায় টানিয়া ক্রীড়ার পথে পরিচালনাকরে বিশ্বকর্ত্তাও এ অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকৃতি অথবা স্বভাবজাত প্রবৃত্তির সূত্রে আকর্ষণ করিয়া অবিরত কর্ম্মপথে চালাইতেছেন; তাই বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী এবং যুগান্তর ও মন্বন্তরের পর শতসহস্র যুগান্তর ও মন্বন্তর পার হইয়া যাইতেছে কিন্তু কার্য্যকরী শক্তি তেমনই সজীব তেমনই সচল রহিয়া জগতে তেমনই সামর্থের সহিত কার্য্য করিতেছে। স্থানভেদে এবং আধারভেদে সময় সময় সে শক্তির কার্য্য কুশলতার অভাব পরিদৃষ্ট হইলেও সে মহাশক্তির বৈদ্যুতী প্রভা অনন্তকাল এ অসীম জগতে বহু খেলা খেলিতেছে সে লীলার নিবৃত্তি নাই, নিরোধ নাই। সেই ঐশশক্তি কালসহকারে কোন স্থানে মহানিদ্রায় অভিভূত, কোথায় বা অল্প অল্প জাগরিত, কোন কোন স্থানে চৈতন্য স্ফূর্ত্তিতে চিন্তারত ও ক্রিয়ারত; তাহার নিরোধ কি অপচয় কিংবা বিনাশ নাই।

এ জগৎ যে মহাশক্তির ক্রীড়াপুতুলি এ ভারতও তাঁহার লীলাক্ষেত্র। তাই এখানেও উত্থান আছে, পতন আছে; উন্নতি আছে, অবনতি আছে; সুখ আছে দুঃখও আছে। সুতরাং প্রাচ্য মানবও আশা ও আকাঙ্ক্ষার স্রোতে কখনও শৈবাল কখনও বা সুখ-শোভন কুসুমের মত সময়স্রোতে ভাসিতেছে; আবার কখনও নিয়তির কঠিন শাসনে দুরবস্থার আবর্ত্তে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতেছে। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন অবস্থা—প্রকৃতির অনুল্লঙ্ঘ্যনীয় অনুশাসনের ফল। উন্নতির অমৃত মন্দাকিনী তর তর বেগে প্রবাহিত হইয়া পাষাণেও কুসুমরাশি প্রস্ফুটিত করায়; আবার কখনও অবনতি রক্তগঙ্গা সদৃশা সর্ব্বগ্রাসিনী বন্যার ন্যায় ঢেউ খেলাইয়া দয়া মায়া প্রীতি প্রভৃতি কমনীয় গুণ, প্রেম ভক্তি পরোপকার প্রভৃতি ধর্ম্ম গুণ, বীরত্ব তেজস্বিতা প্রভৃতি বীরোচিত গুণাবলী ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং সে দেশে তখন অবনতির নিভৃত কন্দরে সংস্থিত থাকিয়া স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকে। এ বিধান সর্ব্বত্রই আছে, এ ভারতেও থাকিবে। এ পৃথিবী যখন অমাবস্যার রাত্রির ন্যায় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল; কুসংস্কার চারিদিকে ঝটিকার ন্যায় প্রবাহিত হইতেছিল, অধিকাংশ মনুষ্য গণ্ডার ও ভল্লুকের ন্যায় জানোয়ার বিশেষ ছিল, যখন ঈশ্বরের কোন নাম ছিল না, ধর্ম্মের কোন প্রসঙ্গ ছিল না, পাশ্চাত্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা পবিত্রকীর্ত্তি খৃষ্টেরও কোন পরিচয় ছিল না, লজ্জা ছিল না, সঙ্কোচ ছিল না এমন কি মনুষ্যোচিত চরিত্রের সামান্য কোন চিহ্নও বিদ্যমান ছিল না তখন এ ভারতে দেবোপম মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা পরম শত্রুকেও প্রিয়তম বোধে আলিঙ্গন করিয়া শত্রু হৃদয়েও দয়া, মায়া, প্রীতি এবং স্নেহের শান্তিধারা বর্ষণ করিয়া সকলের বিস্ময় জন্মাইয়া ছিলেন; এমন কি জীবের রক্ত শোষক মশাটীকেও স্নেহ এবং করুণার চক্ষে দেখিয়া স্নেহ এবং করুণার একটুকু কণিকা দান করিতে পারিলেই হৃদয়ে কৃতার্থতা অনুভব করিতে পারিতেন এবং তাঁহারাই সভ্যতার বিমল জ্যোতিতে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন।

তখন দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্মতত্ত্ব, গণিত, জ্যোতিষ, শরীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান,

সাহিত্য, সঙ্গীত এবং ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি বিদ্যা উন্নতির চরমশিখরে আরোহণ করিয়াছিল; এবং জ্ঞান ও ভক্তিতে, বৈরাগ্যে ও পরার্থ-পরতায়, পুণ্য ও প্রেমে, সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতায় এ ভারত মহাসমুদ্রে অসংখ্য তরঙ্গ-মালা উদ্ভূত হইত এবং সে তরঙ্গ-লহরী ঢেউ খেলাইয়া অন্যান্য দেশেও সম্প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছিল। সে সময়ে অগণিত কবি সংখ্যাতীত ঋষি-তপস্বী, অসংখ্য দার্শনিক, বহু বৈজ্ঞানিক, কত স্বদেশভক্ত বীরপুরুষ এবং কত মহাপ্রাণ শুভগবদ্‌ভক্ত অভ্যুদিত হইয়া স্বর্গাদপি গরিয়সী ভারতভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! কালস্রোতে সেই পুণ্যভূমি আজি অধঃপতিত ও গৌরবভ্রষ্ট। সেখানে এখন অতিথি আছে, অতিথিশালা নাই, পথিক আছে, পান্থশালা নাই; ভিখারী আছে, মুষ্টি ভিক্ষাদানের ব্যবস্থা নাই; বিধবা আছে, বিধবার তেমন পবিত্রতা বা ব্রহ্মচর্য্য নাই; রমণী আছে, রমণীসম্পদ সতীত্বের তেমন আদর্শ নাই; হিন্দু আছে, হিন্দুর ধর্ম্মপ্রাণতা নাই। আছে কেবল তান্ত্রিকতা, অজ্ঞানতা এবং কুসংস্কার। যে শক্তিদ্বারা হিন্দু এ বিষম দশায় পদার্পণ করিয়াছে সে শক্তি পরকীয় কিম্বা রাজকীয় শক্তি নহে—সে শক্তি হিন্দুসমাজের পৈশাচিক শক্তি—শীর্ষ-স্থানীয় দানবের দানবীয় শক্তি, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রচণ্ড প্রদাহ, পরমার্থ আবরণে স্বার্থের বিমোহন ক্রমে প্রবেশপথ পাইয়াছে এবং বৃক্ষ যেমন কোটরস্থ বহ্নিদ্বারা দগ্ধীভূত হইয়া হঠাৎ সামান্য বায়ুহিল্লোলেই ভাঙ্গিয়া পড়ে হিন্দুসমাজের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব ভুলিয়া হিন্দুজনসাধারণ অবিরাম অবনতিমুখেই গড়াইয়া পড়িতেছিল। তাই দয়াময় বিধাতা বহুদূর দেশ হইতে সুসভ্য ইংরাজজাতিকে এদেশে আনিয়াছেন। এজগতে কোথায় বিনা কারণে কার্য্যের উদ্ভব হয় না। দশ লক্ষ পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ পিণ্ডস্বরূপ সূর্য্য শূন্যে ঝুলিতেছে এবং সেই সূর্য্য হইতে একটী সূক্ষ্মতম আলোক রেখা কোটি কোটি যোজনপথ পার হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া গোলাপ, গন্ধরাজ প্রভৃতির অঙ্গে রং ফলাইতেছে—এও এক দৃশ্য। সর্ষপ পরমাণু বীজ হইতে শত শাখাপ্রসারিত বিশাল বট বিকশিত হইয়া অসংখ্য বনবিহঙ্গকে আশ্রয় দিতেছে—ইহাও আর এক দৃশ্য। আবার সামান্য কয়েকটি তৈজস পরমাণুর বিবর্ত্তনে একটা ভয়াবহ ঝটিকা উদ্ভূত হইয়া শত সহস্র গ্রাম ও নগর বিধ্বস্ত করিতেছে—ইহাও অন্য একটি আশ্চর্য্যজনক দৃশ্য। এই সমস্ত ঘটনাবলী সামান্যবুদ্ধি মানুষের বিশ্বাসের অযোগ্য কিন্তু এই সমুদায় অভ্রান্ত সত্য ঘটনা। বিজ্ঞান ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। সামান্য ধূলি-কণা এবং পুষ্পরেণুও বহুকাজে লাগিতেছে। সুতরাং যখন এসংসারে কিছুই নিরর্থক সৃষ্ট নহে তখন ইংরাজ জাতির এ দেশে আগমনও নিরর্থক নহে, তাহারও নিগূঢ় উদ্দেশ্য রহিয়াছে। রোম তাহার আইন, গ্রীস তাহার বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ও সাহিত্য জগতের শিক্ষার জন্যেই রাখিয়া গিয়াছে। ইংরাজ জাতি ঐ সমুদায় বিদ্যায় বিভূষিত হইয়া এবং অন্যান্য বহুজাতির সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বহুগুণে অলঙ্কৃত থাকায় এ কর্ম্মভূমিতে কর্ম্মীর অত্যুচ্চাসন অধিকার করিয়াছেন এবং উন্নতির চরমশিখরে আরোহণ করিয়া আলোক স্তম্ভের ন্যায় বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা শিক্ষা, সংস্কার ও সভ্যতা-

দ্বারা হিন্দুসমাজকে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে শত শত স্কুল এবং কলেজের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। জলস্রোত নিম্নগামী কিন্তু সাধারণ শিক্ষা-স্রোত ঊর্দ্ধ ও অধঃ সকলদিকেই সমান প্রবাহিত। উচ্চ নীচ ধনী, নির্ধন, পাপী পুণ্যবান কাহাকেও উপেক্ষা করে না। অগ্নি-স্ফুলিঙ্গকে তৃণস্তূপের উপরেই রাখুন আর নীচেই রাখুন তৃণ সংযোগে বহ্নি আপনা হইতেই জ্বলিয়া উঠিবে। সুশিক্ষাও উপযুক্ত আধারে ফুটিয়া উঠিবে। শুক্তি যেমন স্বাতি নক্ষত্রের বারি-বিন্দু সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া রত্নবতী হয় এ ভারত ভূমিও তেমনি পাশ্চাত্য শিক্ষা দিক্ষা রীতি নীতি সভ্যতায় এবং সামাজিকতায় প্রতীচ্য ভাবাপন্ন হইতেছে। জ্যোতিষ, সাহিত্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র এবং মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির এ দেশেও পুনরালোচনা হইতেছে; এমন কি যোগবিদ্যার ক্ষীণালোক পুনর্ব্বার নিবু নিবু জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। অধুনা ভারতে নব জীবনের সঞ্চার পরিলক্ষিত হইতেছে। জ্ঞানচর্চ্চা এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ দেখা যাইতেছে। জনসাধারণ এখন আর অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী নহে এবং বোধহয় সময়-স্রোতে উচ্চাকাঙ্ক্ষাও তাহাদের হৃদয়ে প্রধূমিত হইয়া ক্রমশঃ স্ফুলিঙ্গময়ীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে। অনেকে বলেন যে এই ঐহিকতা-সর্ব্বস্ব ইউরোপীয় সভ্যতার খরতর প্রবাহে হিন্দুর বিশ্বাসভূমি দিন দিন শিথিল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে এবং যেস্থানে সন্তোষের প্রফুল্লজ্যোৎস্না উছলিয়া পড়িত সেই স্থানে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষাদের-মেঘ আসিয়া সহসা সেই জ্যোৎস্নাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে এবং হিন্দুসন্তান তাঁহার বৈরাগ্য-ভাব তিরোহিত করিয়া সকাম আসক্তিরভাবে পরিপূরিত হইতেছে এবং জনসাধারণ ঐহিক—সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িতেছেন। কেহ কেহ বলেন হিন্দুগণ শ্রমশীল, সুবোধ, নম্রস্বভাব, সন্তুষ্টচিত্ত এবং অদৃষ্টবাদী, ইংরেজ কার্য্যকুশল, অহঙ্কারী ক্রোধপরায়ণ, লোভী এবং পুরুষকার বাদী ঘোর সংসারিক; সুতরাং সর্ব্বতোভাবে তাহাদের অনুকরণ দোষাবহ এবং এই অনুকরণের ফাঁকেই পাশ্চাত্য রীতি নীতির অপকৃষ্ট ছায়া এদেশের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া পরানুগত্যে ও পরপরিতুষ্টির আগ্রহে এদেশ ক্রমে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছে।

ঐসমুদায় দোষাবলী সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য না হইলেও কতকাংশে যে ইহার কার্য্যকরীশক্তি ভারতীয় সমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এসংসারে কিছুই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে। সুবর্ণেও শ্যামিকা আছে, চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে, প্রশান্ত নীলাকাশেও ঘনঘটা দেখিতে পাওয়া যায়, এমত অবস্থায় উন্নতিশীল পাশ্চাত্য সমাজ যে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ একথা বলিব কেন? তবে ইহাও অভ্রান্ত সত্য যে যদি ইউরোপ ও আমেরিকা দেবতাসমুচিত পবিত্রতা ও দাম্পত্যজীবনের প্রকৃত আদর্শ জ্যোতিতে একবারে বঞ্চিত হইত তাহা হইলে উহাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের দীপমালা এত দিনে একটি একটি করিয়া নিবিয়া যাইত; উহাদের রেলেরগাড়ি ও কলের জাহাজ দম না পাইয়া বন্ধ হইত—উহাদের অযুত-সূত্র বিস্তারিত তাড়িত তারের পৃথ্বীব্যাপী জাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত, এবং সংপ্রবিধ সম্পদ শোভিত, শতসহস্র তরবারি পরিরক্ষিত স্বর্ণ সিংহাসন ভূকম্প-বিলোড়িত ভগ্ন অট্টালিকার

ন্যায় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িত, এবং তাহাদের অনন্যসাধারণ গুণরাশি না থাকিলে এ বিংশ শতাব্দীতে উন্নতির চরম শিখরে উঠিতে সমর্থ হইত না। সৌরকরসমাগমে পৃথিবী যেমন উদ্ভাসিত হয়, বিশুদ্ধ বায়ুসঞ্চালনে জীবহৃদয় যেমন প্রফুল্লিত হয়, পূর্ণচন্দ্রের সুস্নিগ্ধ কিরণে সন্তাপিত দেহ যেমন স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ হয়, জ্ঞানী ও মহৎ লোকের আবির্ভাবে এবং তাঁহাদের সহবাসে জনসাধারণও সেইরূপ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত, উপদেশলাভে প্রফুল্ল ও সদাচারে আচারনিষ্ঠ হইয়া থাকে। ভীষণ মহামরুতে সুচ্ছায় বৃক্ষ ও সুপেয়জলপূর্ণ সরোবর পাইলে মরীচিকায় উদ্‌ভ্রান্ত ও আতপতাপে ক্লান্ত পান্থ যেমন শান্তিলাভ করে, এ ভারতবাসীও শতসহস্র বৎসরের ঝঞ্ঝাবাতে আলোড়িত হইয়া, মুসলমান সম্রাটদিগের কঠোর পীড়নে নিপীড়িত হইয়া, স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণদিগের অনুদার শাস্ত্রায় অনুশাসনে বিপর্য্যস্ত হইয়া প্রতীচ্যের সাম্যনীতির আশ্বাসে মনে মনে আশা, উৎসাহ ও সুখচিন্তায় বিগতসন্তাপ হইতেছে এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের জ্যোতি তাহাদিগকে মোহের নিগড় ভাঙ্গিতে শিক্ষা দিতেছে। তরঙ্গিণী যেমন গিরিবরের স্বচ্ছ জলোৎসে সলিল সংগ্রহ করিয়া তরঙ্গভঙ্গে প্রধাবিতা হইলেও পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য জলধারায় পরিপুষ্টা হইয়া থাকে হিন্দুসন্তানও তেমনি পাশ্চাত্যভাবে আবেশিত, প্রতীচ্য প্রতিভায় প্রতিভাসম্পন্ন এবং তদ্দেশীয় প্রাণতায় অনুপ্রাণিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের অন্তরে অভিমান জাগিয়াছে এবং সে অভিমান স্বচ্ছসলিলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রশান্ত প্রীতিসুখকর। তাই বিজন বিপিনে শত সহস্র বন্য পুষ্প যেমন কালসহকারে ফুটিয়া উঠে এখানেও আশার কুসুম তেমনি হিন্দুর মানস-প্রান্তরে ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহারই ফলে ইংরেজী শিক্ষায় গর্ব্বিত উদীয়মান বৈদ্যসমাজ কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রাহ্মণশক্তির নিগ্রহ প্রবৃত্তিকে পাদদলিত করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন এবং তৎপরে বঙ্গীয়-কায়স্থসমাজও আপন জাতীয় মান সম্মানলাভে কৃতসংকল্প হইয়া প্রবলপ্রতাপ ব্রাহ্মণজাতির অনুদার শাসন-নীতির বিরুদ্ধে সমুত্থিত; এবং তরতরবাহিনী সজীবা স্রোতস্বিনী যেমন আপনার উদ্বেল তরঙ্গভঙ্গে হৃদয়ের উপর তৃণ কাষ্ঠ ও পশু পক্ষীর মৃতদেহের বোঝা লইয়া দুর্দ্দমনীয় বেগে অবিরাম বহিয়া যায় এবং অমেধ্য বস্তুর স্পর্শ দোষে লাঞ্ছিত হইয়াও স্বকীয় বেগাতিশয্যে পবিত্র রহে। বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের অবস্থা বর্ত্তমান সময়ে তাহাই হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা।

ছোট-বৌ।

প্রভাত হইতে না হইতেই রায় মহাশয়দের দীঘির স্ত্রীলোকের ঘাট লোকে লোকারণ্য হয়। রমণীরা কেহ স্নান করিতে আসেন—কেহ জল লইয়া চলিয়া যান—কেহ মুখ ধুইতে ধুইতে সুন্দর-মুখে দুটো রসের কথা শুনাইয়া কর্ণ তৃপ্ত করিতে ছাড়েন না—কেহ শাশুড়ীর গুণ, ননদের চরিত্র, জায়ের স্বভাব গাহিয়া অশ্রুপাত করেন—কেহ বা পতির রসিকতা-বাণী ও ভালবাসার কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া ঢলিয়া পড়েন—আবার কেহ কেহ বা মুখরোচক পরচর্চ্চার রস-ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়া অন্যকেও সুখী করেন, নিজেও শান্তির সরোবরে সাঁতার কাটেন। ভোর হইতে ১২টা ও ৪টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানাবিষয়িণী আলোচনা ও বক্তৃতায় রায় মহাশয়দের দীঘির ঘাট প্রত্যহই সরগরম থাকে। লস্করবাড়ীর মেজ বৌ, ঘাটে বসিয়া মুখ ধুইতেছেন। নির্ম্মল—জলে আপনার বিগতযৌবনের মুখখানি দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন;—"সৌন্দর্য্য কি ক্ষণস্থায়ী!" মেজ বৌ অবাক হইয়া সৌন্দর্য্যতত্ত্ব চিন্তায় মগ্ন—পিছনে যে শান্তি দাঁড়াইয়া আছেন; তিনি তাহা টের-ই পান নাই। শান্তি সহাস্যমুখে বলিলেন—মেজ-বৌদিদি, যোগীর মত ভাব্‌ছেন কি? যোগিনী হতে সাধ আছে না কি? মেজ বৌ শান্তির দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন—কখন এলে শান্তি? আমি যে টের-ই পাইনি। শান্তি—তা আর পাবেন কেন? আপনি যে ধ্যানে ডুবেছিলেন! মেজ বৌ। "সত্য বোন্! আমি একটা কথা ভাবছিলাম বটে।" শান্তি। কি কথা বৌ-দিদি? মেজ বৌ। সে কথা বল্লে তুমি পাগল ভাব্বে—বল্‌ব না।

শান্তি। তা মিথ্যা নয়—মানুষের মনে যখন যাহা উদয় হয়, সব কথা খুলে বল্লে লোকে পাগল বল্‌তে পারে। থাক্ আমার শুনে কায নাই। শীঘ্র দাদার চিঠি পেয়েছেন ত? তিনি ভাল আছেন ত?

মেজ বৌ। হাঁ বোন্, তোমার দাদা ভাল আছেন—৩। ৪ দিন হয় পত্র পেয়েছি।

মেজ বৌতে ও শান্তিতে এইরূপ কথা-বার্ত্তা আরো কিছু সময় যে না চলিত এমন নহে কিন্তু বিন্দুর মা ঘাটে আসিয়া তাহাতে বাধা জন্মাইল। বিন্দুর মা লোকটী বড় সহজ নয়—পরের ঘরের নানাকথা লইয়াই তিনি দিনরাত থাকেন—পরচর্চ্চা না করিলে আহারে তাঁহার তৃপ্তি হয় না; শয়নে তাঁহার নিদ্রা হয় না! পরচর্চ্চাই তাঁহার আনন্দের উৎস! তিনি ঘাটে আসিয়াই শান্তিকে কহিলেন—শান্তি, সেদিনকার সমরে ছোট বৌয়ের-ই জয় হল, না তোমার ছোট দাদার-ই জয় হল? শান্তি কহিল—যার চিরকাল জয় হয়ে থাকে, সেই ছোট বৌয়ের-ই জয়—চিরপরাজিত জনের জয় কি সম্ভব? আর শুধু ছোট দাদা কেন, কোন্ দাদাই বা বৌদের কাছে জয়লাভ করেন, তা ত জানি না। বিন্দুর মা সম্পর্কে শান্তির ভ্রাতৃজায়া। শান্তি যে বিন্দুরমাকে ইঙ্গিত করিলেন, বিন্দুর

মা তাহা বুঝিলেন—একটু হাসিয়া বলিলেন—তা বটে, সকল দাদাই পরাজিত কিন্তু ইতর বিশেষ আছে। ছোট বৌয়ের সঙ্গে আমাদের কাহারও তুলনা হয় না। আমরাও অনেক সময় অনেক কাযে জেদ করি; সকল সময় জেদ রক্ষা হয় না—ভাসিয়া যায়। ছোট বৌয়ের সঙ্কল্প কখনই ব্যর্থ হইতে দেখি নাই। আমাদের বৌ-মহলে ছোট বৌ-ই রাণী! কি বল মেজ বৌ? মেজ বৌ কহিলেন—ছোট বোয়ের জেদের মধ্যে বিশেষত্ব থাকে; সে ভাবিয়া চিন্তিয়া অনেক সময়ই ভাল বিষয়ে জেদ করিয়া থাকে—আমাদের ন্যায় বাজে কাযের দরবার তার কাছে নাই। আমরা শ্লেষ করিতে পারি—নিন্দা করিতে পারি—ছোট বৌয়ের মত উচ্চ বিষয়ের চিন্তা করিতে পারি না—শিখি নাই; একথা নিশ্চয়। বিন্দুরমার সংকল্প ছিল ছোট বৌয়ের একটু কুৎসা গাহিয়া শান্তিলাভ করিবে; যখন দেখিল লস্করদের মেজ বৌ তাহার সুখ্যাতি আরম্ভ করিলেন; তখন কূর্ম্মের ন্যায় কুৎসা প্রবৃত্তিকে ভিতরে টানিয়া লইয়া বলিলেন, তা, মেজ বৌ, যা বল্‌ছ সত্য। তোমার ভাশুর ঠাকুর ছোট বৌয়ের কত প্রশংসা করেন। হবে না কেন? কত বই পড়েছে।"

মেজ বৌ ও শান্তি বিন্দুর মার রকম দেখে মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। বিন্দুর মা স্নানকরিতে জলে নামিলেন—মেজ বৌ ও শান্তি ঘাট পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

(২)

স্ত্রী-মহলে পুরুষ-দলে রায়নগরের যেখানে সেখানে যখন তখন আজকাল প্রায়ই ছোট-বৌয়ের কথা। কেহ প্রশংসার পুষ্পবর্ষণ করেন—কেহ বা দুর্গন্ধ নিন্দার ঝুড়ি খুলিয়া বসেন! কেহ ছোট-বৌয়ের মতের সমর্থন কল্পে নানা যুক্তি তর্কের অবতারণা করেন আবার কেহ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বাগ্মীতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না। কখন কখন উভয় দলে বাক্‌যুদ্ধের পরিবর্ত্তে অন্য বিধ যুদ্ধের উপক্রম হয়। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, ছোট-বৌয়ের কথা নিয়া এরূপ হয় কেন? এরূপ হওয়া আর কিছু বিস্ময়ের বিষয় নহে। যে সমাজে নারীগণ বালক পুত্রের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ গৃহে আনিয়া আনন্দলাভ করিতে চাহেন—পুরুষেরা পুত্রের বাল্যবিবাহ দিয়া পিতার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল বলিয়া নিরুদ্বেগ হন; সে স্থলে কোন লোক বিশেষ স্ত্রীলোক যদি বলেন,—আমার ছেলে বয়োপ্রাপ্ত না হইলে বিবাহ দিতে দিব না, এবং সে সংকল্প বজায় রাখিতে প্রাণপণ যত্ন করিয়া কৃতকার্য্য হন; তবে সে নারীও তাহার স্বভাব সম্বন্ধে দেশময় যে একটু আন্দোলন হবে; ইহা খুবই স্বভাবিক। ছোট-বৌয়ের অদৃষ্ট এই স্বাভাবিকতার প্রভাব অতিক্রম করিতে কোন শক্তি রাখেন না। তাই আজকাল রায়নগরের পুরুষ নারীর অবসর কাল ছোট বৌয়ের চর্চ্চাতেই সুখে অতিবাহিত হয়। যে দেশে অধিকাংশ স্ত্রীলোক আহার নিদ্রা বেশ ভূষা লইয়াই ব্যস্ত থাকে; যাহারা বংশ ও সমাজচিন্তার কোন ধারই ধারে না; তাহাদের মধ্যে ছোট-বৌয়ের প্রকৃতির এরূপ বিশেষত্ব কিরূপে জন্মিল, তৎকারণানুসন্ধান করিতে সহজেই প্রবৃত্তি হয়। ছোট-বৌয়ের মধ্যম সহোদর হেমন্তবাবু অতি উচ্চাশয় ও প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার ভাই ভগ্নীগণ তাঁহারাই বিশেষ যত্নে তাঁহার উন্নত ও পবিত্র চরিত্রাদর্শে নিজ নিজ

চরিত্রগঠন করিয়াছে। তিনি হিন্দু ছিলেন শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতেন এবং ভাই ভগ্নীদিগকে বুঝাইতেন। শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া বর্ত্তমান সমাজ প্রবিষ্ট কুপ্রথাকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার বর্ব্বরতা তাঁহার ছিল না। হেমন্তবাবুর হৃদয় বলের তুলনা ছিল না—যে কোন সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিলে কেহ তাঁহাকে সংকল্প-বিচ্যুত করিতে পারিত না। সেই মহাপুরুষের হৃদয়-বল অনেকাংশে ছোট বৌয়ের হৃদয় অধিকার করিয়াছে। ছোট-বৌ কিছুতেই টলেন না—তাঁহার নারী-হৃদয় কর্ত্তব্যকর্ম্মে পুরুষের ন্যায় কঠোর হয়। আজ যে ঘটনায় রায়নগর ছোট-বৌয়ের কথায় দিনরাত মগ্ন—সেই ঘটনায় ছোট-বৌ, স্বামীর মুখপানে চাহেন নাই—লোকনিন্দার কথা ভাবেন নাই; শুধু কর্ত্তব্য-বোধে আপন সংকল্প বজায় রাখিবার জন্য প্রাণপণ লড়িয়াছেন। যে প্রাণপণ করে, তাহার বাসনা কি অপূর্ণ থাকে? ছোট-বৌয়ের সঙ্কল্প জয়লাভ করিয়াছে। আর স্বামী ললিতমোহন পত্নীর মতানুবর্ত্তী হইতে বাধ্য হইয়াছেন। ললিতমোহন রায়নগরের জগন্নাথ রায়মহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্র। কাজেই ললিতমোহনের স্ত্রী অনেকের কাছেই ছোট-বৌ আখ্যা লাভ করিয়াছে। আমাদের দ্বারাও সর্ব্বত্র "ছোট-বৌ" নামই ব্যবহৃত হইবে।

(৩)

ললিতমোহন ওকালতী করেন। আজ দশ বছরেও পশার প্রতিপত্তি বড় বেশী কিছু করিতে পারেন নাই। বাসাখরচটা কোন রকমে চলিয়া যায়, বাড়ীতে কিছু সাহায্য করিতে পারেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সারদা বাবু মুন্‌সেফের সেরেস্তাদার, তিনি বাড়ীর খরচ যোগান। ললিতমোহনের প্রথম পুত্র যতীনের পড়ার খরচটাও তাঁহাকেই দিতে হয়। ফল কথা, সারদা বাবু কুটিল চরিত্রের লোক হইলে ললিতমোহনকে এতদিন অন্ধকার দেখিতে হইত। যতীন এবার এফ, এ পাস করিয়াছেন। ললিতমোহন মনে মনে ভাবিলেন, এখন যতীনের "একটা বিবাহ দিতে পারিলে বি, এ পড়ার ব্যয় ও কয়েক হাজার নগদ মুদ্রা পাওয়া যাইতে পারে, তা হলে দাদা একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতে পারেন এবং নিজেরও একখানা বাসাবাড়ী তৈয়ার হইতে পারে—ভাড়াটিয়া বাসাতে বছর কম টাকা দিতে হয় না—আর কিছু টাকা কর্জ্জ দাদন করিলে কয়েক বছরেই কৃষ্ণনাগের মত একজন মহাজন হওয়া যাইতে পারিবে। একটা ভাল সম্বন্ধের চেষ্টা দেখা যাউক।" তিনি পতাকী ঘটককে সম্বন্ধের চেষ্টায় নিয়োগ করিলেন। পতাকী, হোসেনপুরের বক্সীদিগকে ছেলে দেখাইবার ও মনোনীত হইলে কথাবার্ত্তা সাব্যস্ত করিবার জন্য ললিতমোহনের ভবনে লইয়া আসিয়াছে। বক্সীদের অবস্থা ভাল—নগদসম্পত্তি যথেষ্ট—মানসম্ভ্রমও প্রচুর। ললিতমোহনের মনে বড় স্ফূর্ত্তি—এ সম্বন্ধটি হওয়া তাঁহার মনের একান্ত বাসনা—এ বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি ভগবান্ সমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বক্সীমহাশয়দিগের যতদূর সম্ভব আদর আপ্যায়ন করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে ছুটীয়াগিয়া ছোট বৌকে এ সুসংবাদ দিলেন, তাঁহাকে একটু বিশেষভাবে খাদ্যাদি প্রস্তুতের আদেশ করিলেন। ছোট বৌকে ইহাও জানাইলেন, এ সম্বন্ধ

হইলে সকল প্রকারেই তাঁহাদের সুবিধা হইবে। অর্থলাভ ত হইবেই—ছেলের পড়ার ব্যয় হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে—সুন্দরী বৌ গৃহে আসিবে—ছোট বৌয়ের গৃহকর্ম্মের বিলক্ষণ সাহায্য হবে; আর কি চাই! ছোট বৌ কোন উত্তর করিলেন না—মনে মনে বিরক্তি অনুভব করিলেও নীরবে সব শুনিলেন। নীরবে ভদ্রলোকদের জন্য স্বহস্তে জলযোগের নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিলেন। মাধ্যাহ্নিক আহারের জন্য শান্তিকে লইয়া নানাপ্রকারের সুখাদ্য অন্নব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি রন্ধন করিলেন। অভ্যাগত ভদ্রলোকদের যাহাতে কোনরূপ অতৃপ্তি না জন্মে, ছোট বৌ, সেইরূপ আয়োজনের কোন ত্রুটি রাখিলেন না। বকৃসীমহাশয়েরা আহারে ব্যবহারে যে রূপ সন্তুষ্ট হইলেন ছেলে দেখিয়াও তদ্রূপ প্রীতিলাভ করিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রবৃত্তি জন্মিল। তাঁহারা পড়ার ব্যয় বহন করিতে স্বীকার করিলেন—নগদ সমেত দানসামগ্রী ৪০০০৲ হাজার টাকার বেশী দিতে পারিবেন না, জানাইলেন। ললিতমোহন তাঁহাদের কথায় একরূপ সম্মতি দিলেন শুধু দাদার অনুমতির ওজর রাখিলেন। তিনি বকৃসী মহাশয়দের বলিলেন—'দাদাকে চিঠি লিখিবেন—তাঁহার আদেশমূলক পত্র পাইলেই পাত্রী দেখিতে যাইবেন—পাত্রী মনোনীত হইলে লগ্নপত্র করিয়া আসিবেন।' ললিতমোহনের সরল উক্তিতে বকৃসীমহাশয়দের অবিশ্বাসের কোন কারণ রহিল না। সম্বন্ধটী সর্ব্বাংশে তাঁহাদের মনঃপূত হওয়ায় ও ললিতমোহনের সম্মতি দর্শনে তাঁহারা সানন্দে ও আশ্বস্ত হৃদয়েই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

(৪)

বকৃসীমহাশয়েরা চলিয়া যাইবার পর ললিতমোহন দাদার নিকট পত্রলিখিতে বসিলেন। পত্র লিখিয়া ডাকে ফেলিয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। ছোট বৌ একাকিনী বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্না হইলেন। ছোট বৌ ভাবিতে লাগিলেন—"স্বামীত ছেলের সম্বন্ধ একপ্রকার স্থির করিয়া ফেলিলেন—অষ্টাদশ বর্ষের ছেলে দ্বাদশ বর্ষের মেয়ের পাণিগ্রহণ করে ত গৃহী হইতে চলিল। এইরূপে যখন সমাজের সর্ব্বত্রই প্রায় বংশরক্ষার ব্যবস্থা হয়, তখন তাঁহার স্বামীরই বা দোষ কি? বংশ অবনতির শেষ সীমায়ও সমাজ ক্রমেই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে; ইহা দেখিয়া শুনিয়াও শিক্ষাভিমানী ও সমাজতত্ত্বজ্ঞাভিমানী ব্যক্তিবৃন্দও যে দেশে কার্য্যকালে বিস্মৃত হইয়া যান—স্বার্থের আকর্ষণে প্রকৃত কল্যাণকে পদদলিত করিয়া সয়তানের উপাসনা করেন; সে দেশের ব্যক্তি বিশেষকে দোষী করা সমীচীন হইতে পারে না। বর্ত্তমানে সমাজের বুকের উপর দিয়া যে প্রকার ক্লেদপূর্ণ মলিন স্রোত প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে; তাহাতে কাহার শরীরই নির্ম্মল থাকা সম্ভব নহে—স্বামী অর্থের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়াছেন—পুত্রের কল্যাণ অকল্যাণের চিন্তা তাহার মনেই আসে নাই—আসিবার কথাও নহে। যতীনের বয়সে অবিবাহিতের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে, তাহা তিনিও দেখিতেছেন। কাজেই যতীনের বিবাহ দিতে আগ্রহ জন্য বিস্মৃত হইতে পারা যায় না। বাল্যবিবাহের কুফল সম্বন্ধে স্বামী কখন বিন্দুমাত্র চিন্তাশক্তি ব্যয় করেন নাই—ছোট বৌয়ের সঙ্গে বাল্য-

বিবাহ সম্বন্ধে স্বামীর কখনও কোনরূপ আলোচনা হয় নাই। সুতরাং যতীনের পরিণয় সম্পর্ক স্থিরীকরণ জন্য তাঁহার প্রতি ক্রোধোদ্রেক হইতে পারে না।" ছোট বৌ স্বামীর কোন দোষ দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু অগ্রজের মৃত্যুকালীন-বাণী তাহার হৃদয় তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিল। তাঁহার মনে হইল, মৃত্যুকালে দাদা বলিয়াছিলেন—'দেখিও বীণু, আদর্শ মাতৃত্ব হ'তে স্খলিত হইও না—তোমরা নারী জাতিই দেশের কল্যাণরূপিণী; তোমাদের হৃদয়বলই দেশের সমাজের কুপ্রথা-নিচয় নির্ম্মূল করিতে সক্ষম হইবে।' আজ আমার দাদা নাই—তাঁহার অমৃতময়ী বাণী আজও আমার চিত্তক্ষেত্রে প্রস্তরাঙ্কিত অক্ষরের ন্যায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে। দাদার আদেশবাণী প্রতিপালিত হওয়ার উপায় কি? স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে হইলে নীরব থাকিতে হয় নীরব থাকিলে দেববাণীর অবমাননা করিতে হয়—দেশের ভবিষ্যৎ আরো গাঢ় তমসাচ্ছন্ন হয়।' ছোট বৌ নানারূপ ভাবিয়া স্থির করিলেন—অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়া স্বামীর মনোরঞ্জন করিবেন না—প্রথমতঃ ধীরতার সহিত স্বামীকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিবেন—তাতে তিনি সম্মত না হইলে কলহ করিয়াও তাঁহাকে সংকল্পবিচ্যুত করিবেন। দেশের সম্মুখে শুভাদর্শ স্থাপন অপেক্ষা স্বামীর মনোরঞ্জন করা তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর মনে হইল। তিনি মনে মনে স্থির—সংকল্প হইয়া ললিতমোহনের ছোট ভগ্নী শান্তিকে ডাকিলেন। শান্তিকে কহিলেন—"শান্তি, তোমার দাদা ত ছেলের বিয়ে স্থির করিয়া ফেলিলেন—আমাদের ত কোন মতামতই জিজ্ঞাসা করলেন না।"

শান্তি। কেন, তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই? আর জিজ্ঞাসা করবেনই বা কি—এসম্বন্ধে আপত্তি ত আর হইবার কথা নাই—তাঁহারা বণিয়াদী লোক—ধন আছে, জন আছে; তাঁহাদের মান আছে—নাম আছে; মনোমত ঘর।

ছোট বৌ। তবু মুখের কথাটা জিজ্ঞাসা করতে কি নাই—আমরা কি ছেলের কেহ নয়?

শান্তি। সব কথাই মেয়েদের বল্‌তে হবে, এমন কোন কথা নাই—আর বল্‌বার সময়ও যে বয়ে গেছে তাও ত নয়। ধৈর্য্য-ধর।

ছোট বৌ। শান্তি, ছেলের বয়স আঠার বছর, মেয়ের বয়স বার বছর! দুবছর পরেই নাতির মুখ দেখ্‌তে পারি।

শান্তি। সেটা আর অসুখের কথা কি? ছেলের বে দিয়ে নাতির মুখ কেই বা দেখ্‌তে চায় না?

ছোট বৌ। নাতির মুখ দেখ্‌তে পেলেই কি সুখ হয় পাগলি? অল্প বয়সে সন্তান হলে সে শুধু অসুখেরই কারণ হয়। বাড়ীর পাশে চেয়ে দেখ্‌লেই পারিস্। বীরজা ও রাখালের বয়সই বা কি, এর মধ্যেই পুত্রকন্যার শোকে হৃদয় ভেঙ্গে পড়েছে।

শান্তি। বেশী বয়সে বিবাহ হলে কি সন্তান মরে না? ও তোমার অন্যায় কথা আয়ুর শেষ হইলেই মৃত্যু।

ছোট বৌ। সুস্থ শরীরে পরিপক্ক বয়সে সন্তান হলে, সে সন্তান দীর্ঘজীবীই হয়ে থাকে; এ আমার হাতগড়া কথা নহে! একটু মনো-

যোগের সহিত দেখ্‌লেই দেখ্‌তে পাবে, প্রতিগ্রামে এখনও যে সব বৃদ্ধলোক আছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই পরিণত বয়স্ক জনকের পুত্র, অপরিপক্ক বীজোৎপন্ন সন্তান দীর্ঘজীবী হইতে পারে না—শরীর-মনেও পূর্ণতালাভ করে না।

শান্তি। বিদ্রূপাত্মকস্বরে কহিলেন—তুমি পণ্ডিতলোক—তোমার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সবকথা কি আমরা বুঝিতে পারি—তুমি যা বল তাই ভাল, এখন তোমার মতলব কি তাই খোলাসা বল। পাণ্ডিত্য রাখিয়া দাও! ছোট বৌ হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন—আচ্ছা পাণ্ডিত্য রাখিলাম। এখন আসল-কথা—যতীনের বিবাহ এত অল্পবয়সে দিতে আমার ইচ্ছা নয়। তোমার দাদা ত বিবাহ দিতে কোমর বাঁধিয়াছেন। এমতাবস্থায় আমার ইচ্ছা কিরূপে পূর্ণ হইতে পারে? সে পরামর্শ তোমার নিকট চাই।

শান্তি। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে—দাদা—কখনি যতীনের বিবাহ দিবেন না। তুমি তাঁকে ভালকরে বুঝাইয়া বল্‌লেই তিনি এখন যতীনের বিবাহ দিতে ক্ষান্ত হবেন।

ছোট বৌ। আমার ইচ্ছা, তুমি তোমার দাদাকে বলে তাঁর মনের পরিবর্ত্তন কর—আমি বল্‌লেই ঝগড়া হবে।

শান্তি। আমি ভাই, দাদার কাছে কিছু বল্‌তে যেয়ে ধমকখেতে পারব না। তা, তোমাদের ঝগড়াই হউক আর মারামারিই হউক! ভাই বল, আর ভগ্নাই বল, কার কথাই কিছু হবে না—যা হবার তা ছোট বৌয়ের কথায়ই হবে। তুমিই একটু ভদ্র-ভাবে বলিও—তাতে যদি কাজ হাসিল না হয় উগ্রমূর্ত্তি ধরিও! সবই তোমার হাত।

ছোট বৌ। তুই যখন পার্‌বি না, তখন আমি যে রূপে পারি সেরূপে কাজ আদায় কর্‌ব; সে পরামর্শ তোকে চাই না—এ সামান্য কাজটা তুই কর্‌তে পার্‌বি না,—ভাইর কাছে বল্‌তে এত লজ্জা ও ভয়—যেন ভগ্নী নয় ভ্রাতৃবধূ!

"তোমাদের ঐরূপই হয়—তোমাদের যেমন আমাদের তেমন নয়!" ইহা বলিতে বলিতে শান্তি প্রস্থান করিল। ছোট বৌ, সন্ধ্যার প্রাক্কাল সমাগত দর্শনে সান্ধ্য-গৃহকর্ম্মে মনো-নিবেশ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

মিশ্রকারিকা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৩)।

মূলম্।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথ গৌড়কায়স্থবংশাবলী লিখ্যতে।

মাবন্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড় মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতাঃ সর্ব্ববিদ্যা বিশারদাঃ ॥১
চিত্রদেবস্য শ্রেণী চ ক্রমাদ্দেশান্তরং গতা।
কালিঞ্জনং গুর্জ্জরাটং নন্দীগ্রামক দ্রাবিড়ং ॥২
কান্যকুব্জং অযোধ্যায়াং ক্রমেণ মথুরাং গতঃ।
রাঢ়ে বঙ্গে ক্রমেণৈব দক্ষিণ রাঢ়মেবচ ॥৩
উট্র চ কামরূপে চ গৌড়ে বারেন্দ্র দেশকে।
এতেষাঞ্চ সুতাযেস্যুঃ তেঽপি তদ্দেশ সংজ্ঞকাঃ ॥৪
সংপ্রবৃত্তে কলৌ ঘোরে বৌদ্ধধর্ম্ম সুরদ্বিষাং।
অধিকৃত্যাখিলান্ দেশান্ কান্যকুব্জং বিনাস্থিতঃ ॥৫
যজ্ঞার্থং ব্রাহ্মণাঃ পঞ্চ তথা কায়স্থ পঞ্চকাঃ।
ভূপালেন সমানীতাঃ দেশাৎ কোলঞ্চ সংজ্ঞকাৎ ॥৬
চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতঃ কায়স্থোঽষ্ঠ নামকঃ।
অভবত্তস্য বংশে চ আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ ॥৭
আগমদ্ভারতবর্ষং দারদাৎ স রবিপ্রভঃ।
চণ্ডাসুর সমোযুদ্ধে প্রতাপে রাবণোপমঃ ॥৮
চতুরঙ্গ বলোপেতঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্ব ধনুষ্মতাং।
তন্মন্ত্রী বলভদ্রাখ্যো রবিদাস কুলোত্তমঃ ॥৯
রাজধানা কুলোদ্ভূতো বীরবাহুর্ম্মহাবলঃ।
সেনাধিপোঽভবত্তস্য যোধো ভীম পরাক্রমঃ ॥১০
গ্রহমধ্যে যথা ভানু রাদিশূরস্তথা নৃণাং।
রাঢ়জা রাঢ় বারেন্দ্র স্যাধিপত্যেন তেজসা ॥১১
জিত্বা চ বৌদ্ধরাজানং তথা গৌড়াধিপান্ বালান্।
তাম্রলিপ্তীং তথা চন্দ্রদ্বীপং শ্রীহট্ট সংজ্ঞকং ॥১২
লোহিত্যং কীচকঞ্চৈব সপ্তগ্রামং তথৈব চ।
হিড়িম্বীং বঙ্গদেশঞ্চ তথা কোচক মেব চ ॥১৩
পুরীঞ্চ স্থাপয়ামাস মর্কতং স্ব মনোহরং।
পালীবৃতং তথা গৌড়ং ভুবনেশ্বর সংজ্ঞকং ॥১৪
রাজপুরং তথাজ্ঞেয়ং কথান্তে গ্রন্থকারকৈঃ।
সাম্রাজ্যং বুভুজেরাজা নতু প্রাপসুখংকচিৎ ॥১৫
অপুত্রো চিন্তয়দ্রাজা কথং মে পরমাগতিঃ।
পুন্নামনরকাদ্ ঘোরাৎ কো মে ত্রাতা ভবিষ্যতি ॥১৬
শ্রুতমেতন্ময়াপূর্ব্বং ন চ দৈবাৎ পরং বলং।
অনুষ্ঠানং করিষ্যামি দৈবস্যাতঃ সুতাপ্তয়ে ॥১৭

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

যজ্ঞোদ্যোগঃ।

রাজোবাচ।

শৃণুমন্ত্রিন্ প্রবক্ষ্যামি শৃণুতার্য্যাঃ সভাসদঃ।
নাস্তিপুত্র সুতাশ্চৈব বিফলং জীবনং মম ॥১
আত্মনো জায়তে পুত্রঃ পূন্নাম্নস্তারয়েৎ সুতঃ।
অপতাৎ বঞ্চিতোধাত্রা কিং করিষ্যে তদুচ্যতাং ॥২

মন্ত্র্যুবাচ।

হে রাজেন্দ্র মহাবাহো! সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ।
কথং বক্ষ্যামি তে ধর্ম্মং নতু জানামি কিঞ্চন ॥৩
তথাপি শৃণু হে নাথ! প্রবক্ষ্যামি যথা শ্রুতং।
সৃষ্ট্যর্থং মখমুৎপন্নং কার্য্যস্য কারণং মখং ॥৪
যজ্ঞাচ্চোৎপাদিতং বিশ্বং যজ্ঞোহি ফলদঃস্মৃতঃ।
যজ্ঞাচ্চোৎপাদিতো বিষ্ণু রাঘবো রঘুবংশজঃ ॥৫

যাজ্ঞসেনীত্বভূৎযজ্ঞাৎ কমলাক্রূপদাত্মজা।
অত্যন্তং পুত্র লাভায় কুরুযজ্ঞং যথাবিধিঃ ॥৬

রাজোবাচ।

যদুক্তং হি ত্বয়া মন্ত্রিন্ তৎ করোমি বিধানতঃ।
যজ্ঞং কুর্ত্তুং সমিচ্ছামি যেন পুত্রঃ প্রজায়তে ॥৭
আহ্বানং কুরু সর্ব্বেষাং বন্ধূনাং ঋত্বিজাস্তথা।
ব্রাহ্মক্ষত্রবিশাং চৈব শূদ্রানাঞ্চ মহামতে ॥৮

মন্ত্র্যুবাচ।

পশ্যামি দুস্তরং বিঘ্নং যজ্ঞকর্ম্মণি ভূপতে।
চিন্তিতোহং দ্বিজার্থায় যজ্ঞসংস্থাপনায় চ ॥৯
বঙ্গদেশে ন বিপ্রোহস্তি বেদজ্ঞ যজ্ঞকারকঃ।
পরাশরালিকাঃ সন্তি কথং যজ্ঞো ভবিষ্যতি ॥১০

বীরবাহুরুবাচ।

কথং চিন্তয়সে মন্ত্রিন্ বিপ্রহীনা ন চ ক্ষিতিঃ।
দেশান্তরে দ্বিজাঃ সন্তি বেদজ্ঞা যজ্ঞকারিণঃ ॥১১
কলাবস্মিন্ কান্যকুব্জং সর্ব্বৈশ্বর্য্য সমন্বিতং।
স্বর্গলোক সমং মর্ত্ত্যে বীরসিংহেন শাসিতং ॥১২
যেন বিপ্রাগমিষ্যন্তি বঙ্গে তদ্‌যত্নমাচর।
তৈর্হি যজ্ঞং সুসম্পন্নো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৩
সেনাপতি বচঃ শ্রুত্বা প্রাহ রাজা সভাসদান্।
প্রেষয়ধ্বদূতং শীঘ্রং কান্যকুব্জে স পত্রকং ॥১৪

অথ পত্রংশ

রাজন্নমস্তে নত লোক বন্ধো!,
কারুণ্যসিন্ধো পতিতং ভবাব্ধৌ।
মামুদ্ধরাত্মীয় কটাক্ষ দৃষ্ট্যা,
ঋজ্বাতি কারুণ্য সুধাভিবৃষ্ট্যা ॥১৫
দুর্ব্বার সংসার দাবাগ্নিতপ্ত,
মপত্যহীনং দুরদৃষ্ট বাতৈঃ।
ভীতং প্রপন্নং পরিপাহি মৃত্যোঃ,
ত্ব মেব ধর্ম্মঃ খলু নীতি বেত্তা ॥১৬
নৃপতিত্বে বিরাজঃ কায় সম্ভূত বীর,
ক্ষিতিপতিগণ মধ্যে ত্বাং হি জানে কৃপালুং।
ভয়যুতমনপত্যং পুত্রযজ্ঞে প্রবর্ত্তং,
অবনিজ কৃপয়া মামাশ্রিতং শাস্ত্রদক্ষ ॥১৭
সুকৃত! সুকৃতসংহা সর্ব্বশাস্ত্রার্থ দক্ষা,
লপিতহতবিপক্ষাঃ স্বস্তিবাক্যাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ।
সুজিত সুগতবৃন্দে বঙ্গরাজ্যে মদীয়ে,
দ্বিজকুল বরজাতাঃ সানুকম্পা প্রয়ান্ত ॥১৮

অথ দূতোগচ্ছতি।

ভট্টবংশ সমুদ্ভূতঃ সুধীবর বলাহকঃ।
ত্বরিতং হয় মারুহ্য কান্যকুব্জং জগাম সঃ ॥১৯
নানারাম সমাকীর্ণং নানাবৃক্ষোপশোভিতং।
বিচিত্রাট্টালিকাকীর্ণং নানারত্নৈশ শোভিতং ॥২০
দুর্ভেদ্য দৌর্গ সংশ্লিষ্টং শতঘ্নৈঃ পরিবেষ্টিতং।
রক্ষিতং ভীষণৈঃ সৈন্যৈঃ অস্ত্র শস্ত্র বিশারদৈঃ ॥২১
তত্র হেমপুরী মধ্যে বীরসিংহ মহাবলম্।
সুখাসীনং মহাশূরং সভাসদগণাবৃতম্ ॥২২
কৃতাঞ্জলি পুটোভূত্বা দূতস্তু বিনয়ৈঃ সহ।
অভিবাদ্য চ রাজানং প্রদদৌ যত্ন তো লিপীং ॥২৩
পঠিত্বা লিপি সম্বাদং ভূত্বা ক্রোধান্বিতোনৃপঃ।
ইঙ্গিতং কৃতবান্ ভটে উত্তরার্থায় সত্বরং ॥২৪
ভট্টোদূত মুবাচেদং মূর্খস্তে নৃপতির্ভ্রুবং।
পতিতো বঙ্গদেশস্তু ন শ্রুতং কিংতয়া কচিৎ ॥২৫
অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ।
তীর্থ যাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কার মর্হতি ॥২৬
অতো বঙ্গাখ্য দেশেতু দ্বিজো নৈব গমিষ্যতি।
কথয়ষ্যসি ভূপালে তস্যেয়ং প্রার্থনা বৃথা ॥২৭
বলাহকো হিতং শ্রুত্বা স্বদেশে পুনরাগতঃ।
প্রত্যুবাচ নৃপস্যাগ্রে বীরসিংহো যদুক্তবান্ ॥২৮
দূতস্য বচনং শ্রুত্বা আদিশূরো মহাবলী।
বীরবাহুং প্রতি প্রাদাদনুজ্ঞাং যুদ্ধ হেতবে ॥২৯

(ক্রমশঃ)।

সম্পাদকস্য।

বঙ্গানুবাদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গৌড়-কায়স্থবংশাবলীর বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে।

সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল এই পঞ্চদেশ গৌড়নামে প্রসিদ্ধ। এই সকল দেশবাসিগণ সকলে বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ১। চিত্রগুপ্তজকায়স্থ ক্রমে ক্রমে দেশান্তরে গমন করেন, তাঁহারা কালিঞ্জর, গুজরাট, নন্দীগ্রাম, দ্রাবিড়, কান্যকুব্জ, অযোধ্যা, মথুরা, রাঢ়বঙ্গ, দক্ষিণরাঢ়, উত্তররাঢ়, কামরূপ, গৌড় ও বারেন্দ্র-দেশে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ঐ ঐ স্থানের সন্তানগণ সেই সেই দেশের নাম ধারণ করিলেন। ২। ৩। ৪। ঘনান্ধকারময় কলিযুগে দেবদ্বেষী বৌদ্ধধর্ম্ম আরম্ভ হইলে কান্যকুব্জ ব্যতীত আর সমস্ত ভারতবর্ষে উক্ত ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। ৫। সেই কারণে রাজা কর্ত্তৃক যজ্ঞার্থে কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ আনা হইয়াছিল। ৬। চৈত্রগুপ্তবংশে অম্বষ্ঠনামক কায়স্থ উৎপন্ন হয়। (১) মহারাজা আদিশূর সেই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ৭। সেই সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবশালী রাজা দরদ (গান্ধারের নিকটবর্ত্তী দেশবিশেষ) দেশ হইতে ভারতে আগমন করেন। তিনি চণ্ডাসুরের ন্যায় যোদ্ধা ও রাবণের ন্যায় প্রতাপ-শালী ছিলেন। ৮। তিনি চতুরঙ্গ বলসমন্বিত ও সকল ধনুর্দ্ধরী বীরগণের অগ্রগণ্য ছিলেন, রবিদাসনামক উত্তমকুলে জাতঃ তাঁহার মন্ত্রীর নাম বলভদ্র ছিল। ৯। (২) রাজধানী (৩) কুলোদ্ভূত, মহাপরাক্রমশালী যোদ্ধা বীরবাহু তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। ১০। গ্রহগণমধ্যে যেমন সূর্য্য শ্রেষ্ঠ তদ্রূপ রাজাদিগের মধ্যে আদিশূর প্রধান ছিলেন, তিনি বাহুবলে রাঢ় ও বারেন্দ্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। ১১। তিনি নিম্নলিখিত দেশসকল জয় করিয়াছিলেন, বৌদ্ধ রাজন্যগণ, গৌড়াধিপ, তাম্রলিপ্ত (তমলুক), চন্দ্রদ্বীপ, শ্রীহট্ট, লোহিত্য (ব্রহ্মপুত্রনদের তীরবর্ত্তী দেশসকল) কীচক-দেশ (মালদহ প্রভৃতি দেশ) সপ্তগ্রাম, হিড়িম্বী (কাছাড়), বঙ্গদেশ এবং কোচক (কুচবিহার)। ১২। ১৩ তিনি সুমনোহর মর্কত (রঙ্গপুর), পালীবৃত, গৌড়, ভুবনেশ্বর এবং রাজাপুরনাম্নী নগরীসকল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ১৪। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঐতিহাসিক-গণ এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন, বিশাল সাম্রাজ্য ভোগ করিয়াও তিনি সুখী হইলেন না। ১৫। পুত্রলাভ করিতে না পারিয়া রাজা চিন্তা করিতেন—"কি প্রকারে আমার উৎকৃষ্ট গতি হইবেক, ঘোর তমসাচ্ছন্ন পুন্নাম নরক হইতে কে আমাকে উদ্ধার করিবে। ১৬। আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি দৈব হইতে শ্রেষ্ঠবল আর নাই, আমি পুত্রলাভার্থে দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠান করিব।" ১৭।

(১) শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের হিমবাননামক পুত্র হইতে অম্বষ্ঠ বংশ সমুৎপন্ন হয়।

(২) চিত্রগুপ্তদেবের মতিমান্ নামক পুত্রের বংশ সকসেনা তাহা হইতে রবিদাস বংশ উৎপন্ন হয়। এই বংশ হইতে বঙ্গীয় দত্তবংশ উৎপন্ন হইয়াছিল।

(৩) পাতাল খণ্ডের ৫৮ শ্লোকে পাঠক রাজধানী-বংশের পরিচয় পাইবেন। ইঁহারা রাজপুতনা দেশের অসিজীবী বংশ, চৈত্রগুপ্তবংশের সহিত মিলিত হন, এই বংশ হইতে গুহবংশ উৎপন্ন হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়। যজ্ঞোদ্যোগ।

রাজা কহিলেন।

হে মন্ত্রি! হে আর্য্য সভাসদ্‌গণ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, আমার পুত্রকন্যা কিছুই নাই, আমার জীবন বিফল। ১। আত্মা হইতে পুত্র জন্মে, পুত্রই পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করে, বিধাতা আমাকে সন্তান হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, আমার কি করা কর্ত্তব্য বলুন। ২।

মন্ত্রী কহিলেন।

হে রাজেন্দ্র মহাবাহো! আপনি সকল শাস্ত্রবেত্তা ধর্ম্মকার্য্য সম্বন্ধে আমি আপনাকে কি বলিব আমি ত কিছুই জানি না। ৩। তথাপি হে নাথ! আমি যাহা শুনিয়াছি তাহাই বলিতেছি, সৃষ্টির নিমিত্ত যজ্ঞের উৎপত্তি, যজ্ঞই সমস্ত কার্য্যের কারণস্বরূপ। ৪। যজ্ঞ হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে (৪) মনীষিগণ বলিয়াছেন যজ্ঞদ্বারা সমস্ত ফললাভ করা যায়, বিষ্ণুরূপী রঘুবংশজ শ্রীরামচন্দ্র ও দ্রুপদাত্মজা যাজ্ঞসেনী কমলা যজ্ঞ হইতেই উৎপন্না হইয়াছিলেন। অতএব পুত্রলাভার্থে যথাবিধি বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। ৫। ৬।

(৪) গীতা বলিয়াছেন—

কর্ম্মব্রহ্মোদ্ভবংবিদ্ধি, ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্মনিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥১৫
গীতা ৩য় অ০।

মৎপ্রণীত ত্রৈভাষিক গীতায় এই কর্ম্ম-চক্রের একটি প্রতিরূপ দেওয়া হইয়াছে। প্রথমখণ্ডের ১৪২ পৃষ্ঠা। অর্থাৎ অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে বেদ, অথবা সত্যজ্ঞান, জ্ঞান হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ; যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য, পর্জ্জন্য হইতে অন্ন, অন্ন হইতে মানুষ, এবং মানুষ হইতে কর্ম্ম এই প্রকারে অনন্তকাল পর্য্যন্ত এই কর্ম্ম-চক্রের আবর্ত্তন (Evolution) হইতেছে।

রাজা কহিলেন।

হে মন্ত্রি! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই আমি বিধিপূর্ব্বক করিব, পুত্রলাভার্থে আমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে বাসনা করিয়াছি। ৭। হে মহামতি! আমার বন্ধুগণ, পুরোহিতগণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলকে আহ্বান কর। ৮

মন্ত্রী কহিলেন।

হে রাজন! যজ্ঞানুষ্ঠানে আমি দুরতিক্রম বাধা দেখিতেছি, যজ্ঞস্থাপন জন্য ব্রাহ্মণের অভাব দেখিতেছি। ৯। বেদজ্ঞ যজ্ঞপারদর্শী বিপ্র বঙ্গদেশে নাই, কেবল পরাশরী (ভিক্ষুক) ও অলিক (দৈবজ্ঞ) ব্রাহ্মণ আছে, অতএব কে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। ১০।

বীরবাহু কহিলেন।

হে মন্ত্রি! আপনি কিজন্য চিন্তিত হইয়াছেন, পৃথিবী ব্রাহ্মণশূন্য হয় নাই, বেদজ্ঞ যজ্ঞে পারদর্শী ব্রাহ্মণ অন্য দেশে আছে। ১১। এই কলিযুগে সর্ব্ব-ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত, মর্ত্ত্যেস্বর্গলোক-তুল্য বীরসেন দ্বারা সুশাসিত কান্যকুব্জদেশ রহিয়াছে। ১২। সেই স্থান হইতে যেপ্রকারে বিপ্রগণ বঙ্গে আসেন তাহার যত্ন কর, তাঁহাদিগের দ্বারাই যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই। ১৩। সেনাপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা সভাসদ্‌গণকে কহিলেন, শীঘ্র পত্রসহিত একজন দূত প্রেরণ কর। ১৪

অথ পত্র।

হে রাজন্! তুমি প্রজাবন্ধু তুমি নমস্য, তোমাকে নমস্কার। তুমি দয়ারসাগর, আমি সংসার-সমুদ্রে পতিত, তুমি সরল, করুণাপূর্ণ সুধাবর্ষণ করতঃ আত্মীয়জ্ঞানে কৃপাকটাক্ষে আমাকে উদ্ধার কর। ১৫। আমি অপত্যহীন হইয়া, দুরদৃষ্ট বাত্যায় প্রজ্জ্বলিত, অনিবার্য্য

সংসার-দাবানলে সন্তপ্ত, আমি সন্ত্রাসিত, তোমার আশ্রিত, মৃত্যু হইতে আমাকে রক্ষা কর, তুমিই ধর্ম্ম ও সমস্ত নীতিবেত্তা। ১৬। হে বিরাট কায়স্থবংশ বীরশ্রেষ্ঠ ভূপতে! তুমি সমস্ত ক্ষিতিপতিগণমধ্যে দয়ালু, আমি অপুত্র-নিবন্ধন ত্রাসিত; এবং পুত্রযজ্ঞে প্রবৃত্ত, হে অবনিজ! হে শাস্ত্রদক্ষ! আমি তোমার আশ্রিত, আমার প্রতি কৃপা বিতরণ করুন। ১৭। হে সুকৃত! আমার প্রতি কৃপা করিয়া আমার বিজিত, বৌদ্ধধর্ম্মে বিপন্ন বঙ্গদেশে, সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শী, আশীর্ব্বাদক্ষম, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, এবং সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রাঘাতে বিপক্ষগণকে নিহতক্ষম শ্রেষ্ঠ দ্বিজাতিগণ প্রেরণ করুন। ১৮। (৫)

অথ দূতগমন বিষয়।

ভট্টবংশসম্ভূত সুধীবর জনৈক দূত অশ্বারোহণে শীঘ্র কান্যকুব্জে প্রস্থান করিলেন। ১৯। নানাবিধ পাদপে সুশোভিত বিবিধ উপবন (আরাম) ও বিবিধরত্নে সমলঙ্কৃত প্রাসাদমালা সমাচ্ছন্ন, কামান (শতঘ্ন) দ্বারা পরিবেষ্টিত দুর্ভেদ্য দুর্গসমন্বিত, অস্ত্র-শস্ত্র বিশারদ ভীষণ সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত কান্যকুব্জনগরী অবলোকন করিলেন। ২০। ২১। তত্র সুবর্ণপুরীমধ্যে মহাশূর, মহাবলবান্ বীরসিংহ সভাসদ্‌গণ পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ২২। দূত কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক বিনীতভাবে রাজাকে অভিবাদন করিয়া যত্নসহকারে পত্র প্রদান করিলেন। ২৩। পত্র পাঠান্তে রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া উত্তর প্রদানার্থে ভট্টকে ঈঙ্গিত করিলেন। ২৪। ভট্টদূতকে কহিলেন—"তোমার রাজা সত্যই মূর্খ, বঙ্গদেশ যে পতিত তাহা কি তুমি কখনও শ্রবণ কর নাই। ২৫। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ ও সৌরাষ্ট্র পতিত (ম্লেচ্ছ) দেশ, (৬) তীর্থযাত্রা ব্যতীত ঐসকল দেশে গমন করিলে পুনর্ব্বার সংস্কারের (উপনয়নগ্রহণ) আবশ্যক। ২৬। অতএব বঙ্গদেশে দ্বিজগণ গমন করিবেন না, তোমার রাজাকে বলিবে তাঁহার প্রার্থনা বৃথা।" ২৭। এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া দূত স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া রাজা বীরসিংহ যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহা আদিশূরের নিকট নিবেদন করিল। ২৮। দূতের বাক্য শ্রবণান্তর মহাবলী আদিশূর যুদ্ধার্থে বীরবাহুকে আদেশ করিলেন। ২৯।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকস্য।

(৫) এই পত্রের মূল ১৫। ১৬ শ্লোকের ছন্দ উপেন্দ্রবজ্রা। ১৭। ১৮ শ্লোকের ছন্দ মালিনী। আর সমস্ত স্থানে অনুষ্টুপ ছন্দ।

(৬) চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থানং যস্মিনদেশে নবিদ্যতে।
স ম্লেচ্ছ দেশোবিজ্ঞেয়, রার্য্যাবর্ত্তস্ত দন্তরম্॥
বিষ্ণুপুরাণ।

কাক সংবাদ।

নমস্কার সম্পাদকমহাশয়। ভাল আছেন ত? স্বজাতির কল্যাণার্থে এ বৃদ্ধবয়সে আপনি যেমন শারীরিক ও মানসিক শ্রম স্বীকার করিতেছেন; তাহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কা না করিয়া থাকিতে পারি না। অথচ আপনার স্থান পূর্ণ করিয়া আপনাকে একটু শান্তিতে রাখিতে পারে এমনও কাহাকে দেখি না। কাজেই আপনাকে শ্রম-নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেও পারি না। অবিরাম আপনার জন্য দুশ্চিন্তায় থাকি মাত্র। আশ্বিন মাস হইতে আপনাদের কত পূজাপার্ব্বণ গেল—কত আনন্দ—উৎসব গেল—কত আহার বিহার গেল। পূজাপার্ব্বণে যোগ দিয়া, আনন্দের-স্রোতে গা ভাসাইয়া, নানা উপাদেয় খাদ্য গলাধঃকরণ করিয়া স্বাস্থ্যের কোন হানি হয় নাই ত? আপনি হাসিয়া ফেলিলেন যে: জীর্ণদেহে অতিরিক্ত আনন্দও হজম হয় না—অতিরিক্ত ভোজনও কাযে আসে না। বার্দ্ধক্যে পরিপাকশক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে; তাকি আপনি মানেন না? তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি স্বাস্থ্য অব্যাহত আছে ত? যখন হাসিয়াছেন তখনি বুঝা গেছে, স্বাস্থ্যের কোন অবনতি হয় নাই—আনন্দের কথা! আমাকে দেখিয়াই হয় ত আপনার মনে হইতেছে আমি কোন দুঃসংবাদ বহন করিয়া আসিয়াছি। প্রীতি-পূর্ণচোকে আমারপানে চাহিতেছেন না কেন? দুঃসংবাদই হউক আর সুসংবাদই হউক সংবাদ-বাহীর তাহাতে দোষই বা কি গুণই বা কি? তাহারপ্রতি রুষ্ট তুষ্ট হওয়া অপপ্রশংসার কথা। আপনার দৃষ্টিদর্শনেই আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইয়াছে—আপনি প্রসন্ন হউন। আমি সংবাদ প্রদান করতঃ তাড়াতাড়ি আপনার আবাস পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। সম্প্রতি একদা আমি সুরধুনীতটে বায়ুসেবনার্থ গিয়াছিলাম। তটদেশে মানবনিকরের যাতায়াতের যে রাস্তা আছে; সে রাস্তায় আমাদের কাককুলের পরিভ্রমণ করিবার সামর্থ্য নাই। কেন জানেন? প্রাণের ভয়ে। তাই আমরা ভাগীরথীতীরে মানবের অনধিকৃত উর্দ্ধদেশে ভ্রমণকরতঃ স্বাস্থ্য ও পুণ্যসঞ্চয় করি! সে দিন আমি কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণান্তর একটা টেলিগ্রাফের তারের স্তম্ভোপরি উপবেশনপূর্ব্বক নেত্র মুদ্রিত করিয়া কাকগোষ্ঠীর হিতাহিত চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলাম। আপনাদের ছোক্‌রাদের সদ্ব্যবহারের আশঙ্কায় (তাহারা আমাদিগকে দেখিতে পাইলেই ঢিল ছোড়ে—লাঠীনিয়া তাড়াকরে—নানারূপে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে।) সময় সময় চক্ষুরুন্মীলন করিয়া চারিদিক দেখিতে ছিলাম। তিন চারজন ভদ্রলোক আমার অবস্থিত স্তম্ভের নিম্নদেশ দিয়া নানাবিধ বাক্যালাপ করিতে করিতে গমনাগমন করিতেছিলেন। অল্পসময় ভ্রমণান্তর তাঁহারা স্তম্ভের অনতিদূরে উপবেশন করিয়া পূর্ব্ববৎ নানারূপ কথাবর্ত্তায় সময়-ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। আমার চক্ষু অধিক সময় মুদ্রিত থাকিলেও কর্ণ সতর্ক ছিল—তাঁহারা নানা কথার পরে যখন আপনার আশ্বিনের "প্রতিভার" সমালোচনা আরম্ভ করিলেন; তখন আমি চক্ষু মেলিয়া, কাণ খাড়া করিয়া তাঁহাদের বাক্যাবলী আগ্রহের সহিত শুনিতে লাগিলাম। তাঁহারা 'প্রতিভার' সকলপ্রবন্ধের আলোচনা করিলেও "বরিশালে কায়স্থধর্ম্ম প্রচার" প্রবন্ধ সম্বন্ধেই তীব্র-মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। কেহই প্রবন্ধটীকে সমর্থন করিলেন না। একজন স্পষ্টই বলিলেন—"কায়স্থসমাজে কুলীন-মৌলিকে ভেদ-জ্ঞান জন্মাইবার উদ্দেশ্যে লিখিত ঐ প্রবন্ধটী একেবারে ভদ্রসমাজের অপাঠ্য। উহার লেখক হয় ত একজন ক্ষীণ ও উষ্ণমস্তিষ্ক যুবক হইবেন—তিনি নিশ্চয়ই কৃপারপাত্র।" তাঁহারা এরূপ বলিতে পারেন কি না আপনারাই বিবেচনা করুন। আমি জানি ঐ প্রবন্ধের লেখক মধুবাবু, একজন কৃতবিদ্য বৃদ্ধ ব্যক্তি। বিদ্বেষ তাঁহাতে শোভা পায় না—তিনি যেরূপ খৃষ্টভক্ত, তাহাতে সার্ব্বজনীন প্রেম ব্যতীত আর কিছুই তাহার গৌরববর্দ্ধক হইতে পারে না। তিনি একতা প্রচার করিতে পারেন—ভেদ প্রচার তাঁহার স্বভাবের অনুকূল হইতে পারে না। তবে কেন যে তিনি কায়স্থসমাজে এবম্বিধ ভেদজ্ঞান ও বিরোধের বীজ বপন করিতে সাহসী হইয়াছেন; আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। প্রবন্ধ লিখিবার সময় তিনি কি প্রকৃতস্থ ছিলেন না? মস্তিষ্কের কোন বিকৃতি না ঘটিলে মধুবাবুর ন্যায় ব্যক্তির লেখনী কখনই ঐরূপ হলাহল উদ্গীর্ণ করিতে পারে না। বর্ত্তমানে কায়স্থসমাজে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য; ইহা মধু বাবুর ন্যায় কতগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি উপলব্ধি করিয়া থাকিলেও বহুসংখ্যক ব্যক্তি এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন! অথবা এক শ্রেণীর লোক বুঝিয়াও বৃথা স্বার্থলোপ আশঙ্কায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছেন। ইহা সত্য হইলেও তাঁহাদিগকে আক্রমণ ব্যপদেশ একটা সম্ভ্রান্ত শক্তিশালী সম্প্রদায়কে অপভাষাদ্বারা আপ্যায়িত করা কখনই সভ্যতানুমোদিত নহে। যদি এমন হইত ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে মৌলিকেরাই অগ্রসর—কুলীনেরা একেবারেই উদাসীন; তবে না হয়, যাহা ইচ্ছা তাহা বলা শোভনীয় হইত। যখন দেখিতে পাই; কুলীনেরা নিশ্চেষ্ট নহেন এবং তাঁহাদের কিয়দংশ অগ্রবর্ত্তী বলিয়াই মৌলিকেরও কতকাংশ তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে; তখন কুলীনদিগকে অন্যায়রূপে আক্রমণ সমাজের পক্ষে কল্যাণপ্রদও নহে এবং তাহা কাহারও অনুমোদন পাইবারও আশা করিতে পারে না। শুনিলাম তিনি নাকি প্রবন্ধের এক-স্থানে লিখিয়াছেন—"ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, এদেশের ব্রাহ্মণেরা এবং ব্রাহ্মণানুগৃহীত শূদ্রেরা, পাঠান মুসলমানদিগের সহিত যোগদিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশ বা নির্ব্বাসন সাধন করেন; ঐসকল ব্যক্তি, বিজেতৃ কায়স্থগণের কখনি সপক্ষ ছিলেন না এবং এক্ষণও সম্পূর্ণ সপক্ষ নহেন। বিজেতৃ ক্ষত্রিয় কায়স্থগণের এই স্মৃতি উদ্দীপিত হইতেছে না কেন? আর্য্যকায়স্থেরা আপনাদের ইতিহাস ভুলিয়া যাইতেছেন কেন? ইত্যাদি।" 'ব্রাহ্মণানুগৃহীত শূদ্রেরা' (১) এই বাক্যের লক্ষ্যস্থল যে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থ বা তাঁহাদের

(১) যদি কেহ বলেন—ব্রাহ্মণানুগৃহীত শূদ্রেরা এই বাক্যের দ্বারা পঞ্চকায়স্থকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, উদ্ধৃত লেখাটুকু পড়িয়া তাহা কেমনে বুঝা যায়—প্রকৃত শূদ্র লক্ষ্যস্থল হইতে পারে। আমি তাঁহাদিগকে সমস্ত প্রবন্ধটী পড়িতে অনুরোধ করি। কাক।

বংশধরগণ, ইহা বোধ হয় বুঝিতে সামান্য বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিরও কষ্ট হয় না। আর বঙ্গের বিজেতৃ ক্ষত্রিয় কায়স্থগণ' 'আর্য্য কায়স্থেরা' যে উক্ত পঞ্চশূদ্র (?) ভিন্ন অন্য কায়স্থ মাত্রেই তাহাও অনায়াসবোধ্য। মধুবাবুর ন্যায় একজন বিজেতৃ কায়স্থবংশীয় (তিনি কোন্ 'বিজেতৃ কায়স্থবংশের শেষআলো, তাহা আমরা বহু অনুসন্ধানেও জানিতে পারিলাম না—আমাদের দীর্ঘ-চক্ষু কহে বরিশালের কুলীনেরা তাঁহার বংশবৃত্তান্ত ও সামাজিক অবস্থা বিশেষরূপে অবগত আছেন।) বিচক্ষণ ব্যক্তির আবির্ভাব না হইলে এরূপ কর্ণতৃপ্তিকর সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক সত্যকাহিনী বোধ হয় কাহারও কর্ণগোচর হইত না। গৌড়ীয় ক্ষত্রিয় কায়স্থেরা এই শুভবার্ত্তা প্রদান জন্য মধুবাবুর মস্তকে পুষ্প বর্ষণ করুন! এতদিন শুনিতাম, কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থ এদেশের বহুশূদ্রের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আপনাদের বিশুদ্ধ রক্ত কলুষিত করিয়াছেন—আর আজ শুনিলাম, তাঁহারাই শূদ্র—গৌড়ীয় কায়স্থেরা, আর্য্য-কায়স্থ-ক্ষত্রিয়! আমি মৌলিক কায়স্থের প্রতিকূল ও কুলীন কায়স্থের অনুকূল নহে—উভয়েই কায়স্থ; উভয়ের মিলনেই বিরাট কায়স্থসমাজের প্রতিষ্ঠা। এক শ্রেণীর শক্তি ও গৌরব অন্যশ্রেণীর সম্পত্তি—সুখদ ও মানদ সন্দেহ নাই। বংশগত একটা প্রতিপত্তি সহজে জন্মায় না—আর একবার জন্মিলে সহজে তাহা নষ্টও হইতে জানে না; ইহা আমরা জানি ও মানি। কাজেই কুলীনবংশীয়দিগের প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য ঈর্ষা হয় না। বিজেতৃ কায়স্থবংশীয় বলিয়া যে কয়টি বংশের নামোল্লেখ প্রবন্ধলেখক করিয়াছেন; তাঁহাদের কোন কোন বংশ বিজেতৃবংশ হইলেও কুলীন-বিদ্বেষে তাঁহারা কখনই মধুবাবুকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। কোন্ প্রসিদ্ধ মৌলিক কায়স্থ-বংশ কুলীনবংশের সহিত যৌনসম্বন্ধ স্থাপনে ধন্য মনে করেন নাই বা এক্ষণও করেন না; তাহা ত আমরা জানি না। অবস্থাপন্ন প্রত্যেক গৌড়ীয় কায়স্থই কুলক্রিয়াদ্বারা বংশকে গৌরবান্বিত করিতে এখনও প্রয়াসী! মধু বাবু স্বয়ং ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীগণও ব্রাহ্মণানুগৃহীত শূদ্রগণের (?) সংশ্রব উপেক্ষা করিয়া আর্য্যকায়স্থের রক্ত বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে পারেন নাই। আমি স্বীকার করি, কুলীনেরা সম্ভ্রান্ত মৌলিক ভিন্ন অনেক মৌলিক আখ্যাধারী কায়স্থকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। কুলীনদিগের এক শ্রেণীর নীচমনা অর্থপিপাসায় আত্মসম্মান জ্ঞানহীনেরা কতগুলি অর্থবলে ডেঙ্গরকে (২) কায়স্থশ্রেণীতে উন্নীত করিলেও অবশিষ্টেরা তাহাতে অনুমোদন করিতে পারেন না। ইহা তাহাদের দোষের বিষয় নহে। প্রসিদ্ধ মৌলিকেরাও ঐ শ্রেণীর কায়স্থকে প্রীতিরচক্ষে দেখেন না; ইহা কে না জানেন? কুলীনদিগের ঐ শ্রেণীর প্রতি উপেক্ষার ভাবদর্শনে বিদ্বিষ্ট হইয়া আক্রমণ করিলে তাঁহাদের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই—তাঁহারা হাসিয়া অনেকের অনেক কথা উড়াইয়া দিবার শক্তি এখনও হারান নাই। বর্ত্তমান সময়ে উন্নতমনা কায়স্থগণ একতা স্থাপনে অভিলাষী। ব্রাহ্মণ জাতির কিয়দংশ কায়স্থ-জাতির সম্পূর্ণ বিরোধী। এই সময় মৌলিক কায়স্থের মনে কুলীনবিদ্বেষ সঞ্চার করা সমাজ-দ্রোহীর কার্য্য। আমার মতের বিরুদ্ধাচরণ করিল বলিয়াই অকথ্য কথার ব্যবহার করতঃ নিন্দিত হওয়া চিন্তাহীনতারই পরিচায়ক। মধুবাবু যেন মনে রাখেন—'গৌড়ীয় কায়স্থদিগের আদি পুরুষেরাই বঙ্গে সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন।' 'বিজেতৃ গৌড়ীয় কায়স্থগণ, নবাব আমীর ও ওমরাহগণের বংশধরদিগের ন্যায় সমাজে নিষ্প্রভ হইয়া বাস করিতেছেন।" ইত্যাদি বাক্যপরম্পর দ্বারা তিনি মৌলিকদিগের গৌরবস্মৃতি উদ্দীপিত করিতে চাহিলেও মৌলিকেরা এমন শক্তি আজও সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, যে সামাজিক ব্যাপারে কুলীন-বৃন্দকে আগ্রহ্য করিয়া অগ্রবর্ত্তী হইতে পারেন। দু একজন হইলেও হইতে পারেন কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। কুলীন-গণকে তিরস্কার করিয়া চটান কর্ত্তব্য নহে; তাহাতে সমাজের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টের সম্ভাবনা নাই। কুলীন মৌলিক উভয়ে সমবেতভাবে কার্য্য না করিলে কায়স্থজাতির উদ্ধারের উপায়াভাব। ইহা সমাজহিতৈষী প্রত্যেক কায়স্থেরই হৃদয়ে জাগরূক থাকা চাই।

মধুবাবু আর একটা উক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিয়াই আমি উড়িব। তিনি প্রবন্ধের একস্থানে লিখিছেন—"দেশে নানাস্থানে সাহিত্য পরিষদ হইতেছে; দেশের ঐতিহাসিকতত্ত্বের প্রকৃষ্টসমালোচনা হইলে কুলজিগ্রন্থে নিনাদিত জয়ধ্বনির বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনিতে হইবে।" কুলজীগ্রন্থে নিনাদিত জয়ধ্বনির বিরুদ্ধকথা যে দিন ইতিহাস ঘোষণা করিবে, সে দিন না হয়, তিনি উদ্দামনৃত্য করিবেন, সেদিন না হয় কান্যকুব্জাগত শূদ্রের (কুলীনকায়স্থেরা) নিজেদের উচ্চাসন বিজেতৃকায়স্থগণকে ছাড়িয়া দিয়া বনবাসে যাইবেন! আজ সে অফুটন্ত ঐতিহাসিকতত্ত্বের অবতারণায় ধৃষ্টতার মাত্রা বাড়াইয়া লাভ কি? তিনি যে কুলীনদিগের কৌলিন্যের অত্যন্ত বিরোধী তাহা প্রবন্ধের সর্ব্বত্র প্রকটিত। একস্থানে লিখিয়াছেন—"ইহা নিশ্চিত কথা, কায়স্থজাতির উত্থানের অর্থ কৌলিন্যের উত্থান নহে।" ইহা সত্য কিন্তু ক্ষত্রাচারগ্রহণ কৌলিন্যের বিনাশকও নহে। তাঁহার উদার পরামর্শে কেহই কৌলীন্যের সম্মান পরিত্যাগ করিতে চাহিবে না! ভারতবর্ষীয় কায়স্থমহামণ্ডলের সহিত মিশ্রণের শুভদিন যেদিন আসিবে তখন কৌলীন্য পরিহার করিতে হইলে কুলীনেরা স্বয়ংই তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করিতে পারিবেন। দূর ভবিষ্যতের কল্পিতছবি আঁকিয়া অধুনা শ্রেণীবিশেষকে নিরুৎসাহ করা জাতীর উর্দ্ধতনের হানিকর। মধুবাবুর ন্যায় কেহই বলে না; উপযীতী হইলেই কৌলিন্য বিসর্জ্জনের প্রয়োজন। লেখনীপরিচালন সময়ে উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া কোন ভাব-লহরী প্রবাহিত করিলে উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হয়। সৎক্রিয়াচরগ্রহণ কুলীন মৌলিকের প্রার্থক্য-নাশক নহে—জাতীয় গৌরববর্দ্ধক মাত্র। অনেক কথা কহিলাম। শরীরটাও ভাল নহে—মনটাও তদ্রূপ। কায়স্থ-সমাজে বিবাদের সৃষ্টি না হয়, এই আমার ইচ্ছা। মধুবাবু সে ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ করিয়াছেন; তাই আজ

(২) কায়স্থসমাজে ডেঙ্গর মিশ্রণের কথা বলায় অনেকে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। জাতীয় কলঙ্কের প্রকাশ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে বলিয়া নিন্দাও করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য, লজ্জাকর হইলেও সত্য গোপন রাখা যায় না। আর শুধু কায়স্থসমাজেই ভেজাল মিশে নাই—বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি ব্রাহ্মণের মধ্যে ভেজালমিশ্রণ সর্ব্বজাতি অপেক্ষা অধিক। যে জাতির সংখ্যা অধিক, ভেজাল তাহাতে বেশী।

আপনার নিকট ছুটিয়া আসিয়া মনের কথা নিবেদন করিলাম। মধুবাবুকে সাবধান করিয়া দিবেন;—তিনি যেন অতঃপর গৃহ-বিবাদের সৃষ্টির জন্য লেখনীকে অযথা পরিচালন করিয়া কলঙ্কভাজন না হন। আজ তবে চলিলাম—মনে রাখিবেন ইতি।

শ্রীকাক।

সমালোচনা।

আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় লিখিত আষাঢ় মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত "তীর্থদর্শন" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম। সংসার-ক্লিষ্ট জীব ক্ষণকালের জন্যও যে ভগবানের লীলা স্মরণ করেন তাহাই তাঁহার লাভ। কারণ নল কূবর ও মনিগ্রীব শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন—

বাণীগুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবৎ তনূনাম্॥

শ্রীদশমে ১০ অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোকঃ।

হে ভগবন্! আমাদের বাক্য আপনার গুণানুকীর্ত্তনে রত থাকুক; আমাদের শ্রবণ আপনার কথা শ্রবণে আসক্ত হউক, আমাদের হস্ত আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত থাকুক; আমাদের মন আপনার চরণারবিন্দস্মরণে নিবিষ্ট থাকুক; আমাদের মস্তক আপনার নিবাসভূত জগতের প্রণামে নিযুক্ত হউক এবং আমাদের দৃষ্টি আপনার মূর্ত্তি স্বরূপ সাধুদিগের দর্শনে তৎপর হউক।

কিন্তু কতকগুলি ভ্রম ও অসংলগ্ন কথা যাহা দেখিলাম তাহাই নিম্নে বিবৃত করিতেছি। আশা করি আমাদের উন্নতমনা সম্পাদক মহাশয় সে গুলি স্বীকার করিবেন—

১। ১২৩ পৃষ্ঠা—১ স্তম্ভ—২ পংক্তি ৭ ক্রোশ স্থলে ২॥০ ক্রোশ। আমিও তাহাই দেখিয়াছি। (ক)

২। ১২৫ পৃষ্ঠা—২ স্তম্ভ—১ পংক্তি। (খ)

"কৈশোরলীলা এই বৃন্দাবনেই শেষ হয়।" "কৈশোরলীলা শেষ হয়" বলিলে ভক্তের প্রাণে আঘাত লাগে, যেহেতু এলীলা, কেবল কৈশোরলীলাই কেন বলি? এব্রজলীলা, নিত্য। পদ্মপুরাণ, গর্গসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার প্রমাণ।—

যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথা তে নিত্য লীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি॥
গমনাগমনে নিত্যং করোতি বন গোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুর বিঘাতনং॥

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ৫২ অধ্যায়।

(ক) ৭ সাত ক্রোশ ভুল। সম্পাদক।
(খ) ঐতিহাসিকভাবে লিখিত নহে। আধ্যাত্মিকভাবে সম্পাদক।

ভক্তিরসামৃতে যথা—

কুমার বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরতা প্রাপ্তি।
তত্তদাদি লীলা করে কৈশোরে নিত্যস্থিতি॥
নিত্য লীলা শ্রীকৃষ্ণের সব শাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারে লীলা নিত্য কেমনে হয়॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি যবে তবে লোক জানে।
কৃষ্ণলীলা নিত্যের জ্যোতিশ্চক্র প্রমাণে॥
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ভ্রমে রাত্রি দিনে।
পুনঃপুনঃ উদি লভ্যি ফিরে ক্রমে ক্রমে॥
রাত্রিদিনে হয় ষাটি দণ্ড পরিমাণ।
তিন সহস্র ছয় শত পল তার মান॥
সূর্য্যোদয় হৈতে ষাটি পল ক্রমোদয়।
সেই এক দণ্ড অষ্ট দণ্ডে প্রহর হয়॥
এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয়॥
এই কৃষ্ণলীলা মণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে॥

মধ্যলীলা—২০ পরিচ্ছেদে।

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ৫২ অধ্যায়ে—

বৈচিত্র্যমেবং বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তি রসাশ্রয়ঃ।
নিত্য শ্রীকিশোর এবাত্র নিত্য নানা বিলাসবান্॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে প্রথম লহর্য্যাং ১৭।

কৌমার; পৌগণ্ড ও কৈশোরাদি বয়সের বিবিধপ্রকার ভেদ থাকিলেও সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয় নিত্যগুণান্বিত ও নিত্যনূতন বিলাসবিশিষ্ট কৈশোর বয়সই শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত বয়স।

আরও শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিত্য না বলিলে প্রাণে আঘাত লাগে না কি? যে স্থানে গ্রন্থকারমহাশয় আপনার চক্ষুজল মার্জ্জনা করিয়া পাঠকমহাশয়কে কহিয়াছেন—

কৃষ্ণত্বমনি নিষ্প্রোঢ়ে গীর্ণেষ্বজগরেণহ।
কিন্নিনঃ কুশলং ব্রূয়াং গতশ্রীষু গৃহেষ্বহম্॥

শ্রীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৭।

"কিম্বা একাদশস্কন্ধের ৩০ অধ্যায়ের শেষ-ভাগটি পাঠ করিলে কি কষ্টবোধ হয় না? যদিও শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান বর্ণনা করিয়াছেন তাহা হইলেও নিত্যত্বের হানি হয় নাই কারণ এবর্ণনা প্রকটলীলার। তজ্জন্য বলিয়াছেন—

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

৩। ১২৬ পৃষ্ঠা ১ স্তম্ভে—৩২ পংক্তিতে—"প্রস্তুত করিয়া দেয়" কেন? বণিক বলিয়া? আর নন্দকুমার বসু "নির্ম্মাণ করেন" কায়স্থ বলিয়া? ইহাও কি মুদ্রাকর দোষ? (গ)

৪। ১২৯ পৃষ্ঠা—২—স্তম্ভ "প্রতিভার পাঠকগণ!...ব্রহ্মের সংস্পর্শলাভ করুন।"

সম্পাদক মহাশয়! শ্রীবৃন্দাবন ধামে প্রবেশ করিয়াও আপনার ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞান গেল না? বড়ই পরিতাপের বিষয়!

সনক সনন্দাদি মুনিগণ বৈকুণ্ঠে নারায়ণের দর্শনে গিয়াছিলেন। তথায় নারায়ণের পদারবিন্দ সংলগ্ন তুলসীর আঘ্রাণে তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান দূর হইয়াছিল—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ—
কিঞ্জল্কমিশ্র তুলসী মকরন্দ বায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ত তন্বোঃ॥

শ্রীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ৪৩।

কমলনয়ন নারায়ণের পাদপদ্মের কেশরে মিশ্রতুলসীর মকরন্দসংযুক্ত বায়ু, সেই ব্রহ্মানন্দ

(গ) মুদ্রাকরের ভ্রম অথবা লেখনীচ্যুতি (Slip of the pen) ইচ্ছা করিয়া নহে। সম্পাদক।

সেবীগণের নাসাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগেরও চিত্ত অত্যন্ত আনন্দ উৎপন্ন করিয়াছিল ও শরীরে লোমাঞ্চ করিয়াছিল। আরও ব্রহ্ম সেই কৃষ্ণের অঙ্গের আভামাত্র—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদিতদপ্যস্য তনুভা।

শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলায়াং ১ পরিচ্ছেদে।

উপনিষদে পণ্ডিতগণ যাঁহাকে অদ্বয় ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের শরীরের আভামাত্র।

সূর্য্য ও কিরণ যদিও একপদার্থ তথাপি ইহাতে যেরূপ পরস্পর অঙ্গাঙ্গী ভেদ লক্ষিত হয় তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণেও ব্রহ্মে প্রভেদ। সাধক জ্ঞানী কেবল শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতি দেখিয়া আনন্দলাভ করেন; যোগীদর্শন ও স্পর্শন উভয় করিতে পারেন এবং ভক্তদর্শন স্পর্শন ও আস্বাদন সমুদায় করিতে পারেন। যেরূপ "দুগ্ধং শুক্লং" সাধক জ্ঞানী কেবল দুগ্ধের রূপ দর্শন করিয়া নিবৃত্ত হন, "দুগ্ধং শুক্লং শীতলঞ্চ" যোগী সেই দুগ্ধের রূপ দর্শন ও তাহার শৈত্যগুণ স্পর্শ করিয়া আনন্দলাভ করিলেন; কিন্তু ভক্ত দেখিলেন যে "দুগ্ধং শুক্লং শীতলং মধুরঞ্চ।" দুগ্ধ শুক্ল শীতল ও মধুর। তিনি দুগ্ধের রূপদর্শন তাহার স্পর্শন ও তাহার আস্বাদন করিয়া আনন্দলাভ করিলেন।

জ্ঞানী ও যোগী ব্রহ্মজ্যোতি পর্য্যন্ত দর্শন করেন কিন্তু সেই জ্যোতির মধ্যে যে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণরূপ আছেন তাঁহারা তাঁহার দর্শন পান না। যে রূপ বাহির হইতে সূর্য্যমণ্ডলের কোন বিশেষ লক্ষিত হয় না কিন্তু সূর্য্যের মধ্যে রথ আদি সমুদায় অবয়ব লক্ষিত হয়—

সূর্য্যেরমণ্ডল যৈছে বাহিরে নির্ব্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ॥

শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলায়াং ৫ পরিচ্ছেদে।

ক্রমশঃ

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

অভিষেক।

পুণ্যমাস মার্গশীর্ষের ষষ্ঠবিংশতি দিবসে মঙ্গলবাসরে ভারতেশ্বর সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও সাম্রাজ্ঞী মেরীর শুভ রাজ্যাভিষেক উৎসব দিল্লীনগরীতে সম্পাদিত হইয়াছে। বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ রাজভক্তির পুষ্পাঞ্জলি তাঁহাদিগের মহামহিমান্বিত সিংহাসনতলে প্রদান করিতেছেন। মঙ্গলময়ের অনুগ্রহে তাঁহাদিগের রাজত্বকাল সুদীর্ঘ, সুখ ও শান্তিপূর্ণ এবং প্রজাবৃন্দের সমৃদ্ধি সাধক হউক।

২। শুভ সংবাদ।—সম্রাটের আদেশে বঙ্গবিভাগ রহিত হইয়াছে। দিল্লীনগরীতে রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে মহানুভব সম্রাট্ স্বয়ং নিম্নলিখিত বার্ত্তা প্রকাশ করিয়াছেন।

"আমরা সানন্দচিত্তে আমাদের প্রজাবৃন্দের নিকট প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের মন্ত্রিবর্গের উপদেশানুসারে ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারেলের পরামর্শমতে এই নির্দ্ধারণ করিলাম যে, ভারতগবর্ণমেণ্টের রাজধানী কলিকাতা হইতে প্রাচীন রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইবে; এবং ঐ সঙ্গে ঐ কারণে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গ এক হইয়া একজন গবর্ণর হইবেন। বিহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যাদেশে একজন ছোটলাট এবং আসামে একজন চীফকমিশনার নিযুক্ত হইবেন।"

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বড়লাট ও ভারতসচিব এই সকল বিভাগের আবশ্যকীয় স্বীমানির্দ্ধারণ করিবেন।"

এই সংবাদ ফরিদপুরসহরে উপস্থিত হইলে ঘন ঘন বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে নগর প্রতিধ্বনিত হইল এবং সকলে শ্রীভগবানের নিকট ভারতরাজেশ্বরের দীর্ঘ জীবন কামনা করিলেন।

৩। বঙ্গব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে বঙ্গের নরনারীগণ আজ ৬ বৎসরকাল যে মহান্দোলনতরঙ্গ উত্থাপিত করিয়া তদুপরি শ্রীভগবানের চরণে যে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আজ সার্থক হইল। তাঁহাদিগের আবেদন বিশ্বেশ্বরের কর্ণে ধ্বনিত হইয়া, তাঁহার প্রতিনিধি আমাদিগের প্রিয়দর্শন, রাজভক্তিভাজন মহামহিমান্বিত সম্রাটের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। রাজনৈতিক মন্ত্রণাকুশল প্রধান শাসনকর্ত্তা মহামতি লর্ড হার্ডিং ও ভারতসচিব লর্ড ক্রু আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আজ মহোল্লাসে বঙ্গের নরনারীগণ গাও "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।" বঙ্গের যেসকল উন্মত্তব্রতধৃক্ নেতাগণ এই মহাব্রতে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহা অদ্য সার্থক হইল। আজ প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ, মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু কায়স্থ ও বঙ্গের জননেতা শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার বৈদ্য এই তিনটী জাতির একত্ব সম্পাদন করিয়া মুসলমানভ্রাতৃগণের সাহায্যে পর্ব্বতোপম বিঘ্নরাশি অতিক্রম করিয়া তাঁহাদিগের চিরবাঞ্ছিত মহাব্রতের উদ্যাপন করিলেন। তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করি। ফলতঃ ন্যায়ানুগত আন্দোলন ধর্ম্মপথে চালিত করিতে পারিলে পরিণামে তাহা সার্থক হইবেক, এই মহাতত্ত্বের নিদর্শনস্বরূপ বঙ্গবিভাগ আন্দোলন চিরকাল সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান থাকিবে।

৪। এই রাজসূয় মহাযজ্ঞ উপলক্ষে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দিল্লীমহানগরী পুরাতন ইন্দ্রপ্রস্থ যে অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়াছিল, তাহা আমার দীনা ক্ষীণা লেখনী বর্ণন করিতে অক্ষম। কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী-যুযুৎসবের পটবাসে সমাবেশের ন্যায় শত সহস্র পটমণ্ডবে এই মহাপ্রান্তরশালিনী যমুনাবিধৌত ইন্দ্রপ্রস্থ অমরাবতীর ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। ঊর্দ্ধে নীলাকাশ, তন্নিম্নে অসংখ্য সুসজ্জিত বস্ত্রাবাস ও যমুনার সুনীল জলরাশি, মধ্যে মধ্যে নিকুঞ্জকানন, বৃক্ষ-পুষ্পরাজি দ্বারা বিকীর্ণ বর্ত্ম সকল, সামরিকবেশে সামন্ত ও সৈনিকবৃন্দ, করদ রাজাদিগের অপূর্ব্ব বেশধারী সৈনিকদল ও অনুচরগণ, সূর্য্যকিরণে প্রতিভাসিত নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রের দীপ্তি, সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞীর সুসজ্জিত পটবাস, শাসনকর্ত্তাদিগের ও নরপতিদিগের আবাসগৃহ, অসংখ্য নানাবিধ বর্ণের পতাকারাজি, জনগজ নরনারী সমাকীর্ণ দিল্লীনগরী কি অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছিল। রজনীযোগে দীপাবলী, বাদ্যযন্ত্রের মধুর নিনাদ ও নরকণ্ঠনিঃসৃত কোলাহলপূর্ণনগরী দেবতাদিগের স্বর্গরাজ্য বলিয়া ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছিল।

৫। এই প্রকার সুসজ্জিতা লাবণ্যময়ী দিল্লীনগরীতে বিগত ১২ই ডিসেম্বর মঙ্গলবারে ভারতেশ্বর সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞীর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে! তৎকালে সম্রাট্ স্বয়ং ও তাঁহার প্রতিনিধি লর্ডহার্ডিং যে সকল

কৃপাবর (Boons) প্রদান করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(ক) জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য রাজকোষ হইতে এককালীন অর্দ্ধ কোটি মুদ্রা দেওয়া হইবেক। শিক্ষা-বিস্তারকল্পে মুক্তহস্তে অর্থ প্রতি বৎসর প্রদান করা হইবেক।

(খ) সৈনিক ও সিবিলবিভাগে যে সকল কর্ম্মচারী মাসিক ৫০৲ টাকার অনধিক বেতন পান, তাঁহাদিগকে অর্দ্ধ মাসের বেতন পুরস্কার দেওয়া হইবে।

(গ) সৈনিক ও সেনাবিভাগের কর্ম্মচারিগণ দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত কর্ত্তব্য পালন করিলে, তাঁহাদের মৃত্যুর পরে তাঁহাদিগের বিধবাপত্নীগণ বিশেষ বৃত্তি পাইবেন।

(ঘ) উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সম্মানসূচক সরকারী নিদর্শন পাইবেন। এবং মহামহোপাধ্যায় ও সামসুল উলেমা উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আর্থিক বৃত্তি পাইবেন।

(ঙ) করদরাজন্যদিগকে গভর্ণমেণ্টকে নজরানা দিতে হইবে না। এই রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে দেওয়ানী ও ফৌজদারী জেল হইতে অনেক কারাবাসী মুক্তিলাভ করিয়াছে। এই সমস্ত ও অন্যান্য কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃপাবর মহাত্মা লর্ড হার্ডিং অভিষেক সময়ে দরবারে ঘোষণা করেন। দরবার অবসানে সম্রাট দরবার-সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া দরবার সামিয়ানা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া স্বকীয় শকটে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে দণ্ডায়মান হইয়া প্রফুল্লচিত্তে বলিলেন—"আমার মন্ত্রিমহোদয়গণের ও সকৌন্সিল গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের পরামর্শানুসারে আদেশ করিতেছি যে, ভারত-গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধীয় কার্য্যালয়সকল অতঃপর কলিকাতা হইতে দিল্লীমহানগরীতে স্থাপিত হইবে। এবং এই বিধানের আনুষঙ্গিক ফল-স্বরূপ যথাসম্ভব সত্বরে বঙ্গদেশের জন্য একজন সমন্ত্রিক গভর্ণর নিযুক্ত হইবেন ছোটনাগপুর, বিহার ও উৎকলেরজন্য একজন ছোটলাট নিযুক্ত হইবেন, এবং আসাম প্রদেশের জন্য একজন চীফ্ কমিশনার নিযুক্ত হইবেন। আমার বিশ্বাস, এই প্রকার পরিবর্ত্তন দ্বারা ভারতশাসনের সুব্যবস্থা ও আমার প্রিয় প্রজাগণের সুখ-সমৃদ্ধির উন্নতি হইবেক।" ইহার পরে সপত্নীক ভারতসম্রাট্ স্বীয় শকটে আরোহণ করিয়া দরবারপ্রাঙ্গন হইতে প্রস্থান করিলেন।

আসুন আমরা সকলে বিনম্র মস্তকে প্রার্থনা করি,—শ্রীভগবান্ সম্রাটের মঙ্গলবিধান করুন। (God save our King-Emperor.)

সম্পাদক।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

কায়স্থোপনয়ন।—বিগত ১৭ই অগ্রহায়ণ রবিবারে ফরিদপুর জিলার বঙ্গেশ্বরদীগ্রামে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে কায়স্থোপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া নিম্নলিখিত ২৬ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। বালীয়াপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বামনদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য ছিলেন। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র

পাঠক, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, ও বিপিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ উক্ত উপনয়নের আনুষঙ্গিক অভ্যুদায়িকাদি অন্যান্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। কেন্দ্রস্থলে ফরিদপুর আর্য্যকায়স্থ সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় প্রমুখ অনেক উপনীত কায়স্থ উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। নাম—শ্রীঅমৃতলাল নাগ, শ্রীরমেশচন্দ্র নাগ, শ্রীরসিকলাল নাগ, শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ, শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ, শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ, শ্রীতারকেশ্বর গুহ মজুমদার, শ্রীযতীন্দ্রমোহন বসু, শ্রীবিধুভূষণ বসু, শ্রীসুরেন্দ্রগোপাল বসু, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীমোহিনীমোহন সরকার, শ্রীসুধন্যকুমার বসু, শ্রীহরিচরণ সরকার, শ্রীচারুচন্দ্র সরকার, শ্রীশরচ্চন্দ্র নন্দী, শ্রীবসন্তকুমার নন্দী, শ্রীরজনীকান্ত ভৌমিক, শ্রীগোপালচন্দ্র দাষ, ডাক্তার অক্ষয়কুমার দাষ, শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাষ, শ্রীশ্যামাচরণ সরকার, শ্রীতারিণীচরণ দেব, শ্রীতারানাথ দেব, শ্রীবিমলকুমার ঘোষ, এবং অবিনাশচন্দ্র বসু। পরদিন সোমবারে উক্ত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভোজন কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। এই কার্য্যের জন্য আমরা মুক্তকণ্ঠে উক্ত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল নাগ দেববর্ম্মা মহাশয়দ্বয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।"

২। বিগত ১০ই অগ্রহায়ণ রবিবারে ফরিদপুর আর্য্য-কায়স্থ সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাসাবাটীতে একটী কায়স্থোপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া দত্তপাড়ানিবাসী শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত একাদশ কায়স্থ মহাত্মা যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। নাম শ্রীযোগেশচন্দ্র উপাদার সাং আবদুল্লাবাদ শ্রীবিপিনচন্দ্র বসু সাং উলুকান্দা, শ্রীমাখনলাল বসু সাং ঐ শ্রীবিজয়শঙ্কর বসু সাং ঐ, শ্রীরসিকলাল ঘোষ সাং মালাঙ্গা, শ্রীরসিকলাল রাহুত সাং ভাবুকদিয়া, শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন বসু সাং কাঁচাইল, শ্রীযতীন্দ্রমোহন সরকার সাং বঙ্গেশ্বরদী, শ্রীবিপিনচন্দ্র বিশ্বাস সাং শুচক্রদণ্ডী চট্টগ্রাম, শ্রীসুকুমার আইচ সরকার সাকিন হবিবপুর বরিশাল, শ্রীসুধন্যকুমার রাহুত সাকিন ভাবুকদিয়া।

৩। বিগত ৬ই কার্ত্তিক শুভ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিবসে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত, পাংসা থানাস্থিত চৌবাড়ীয়াগ্রামে ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বসু দেববর্ম্মা মহোদয়ের বাটীতে একটি কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত সপ্তবিংশতি কায়স্থসন্তান যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মজুমদার দেবশর্ম্মা মহাশয় হোতা এবং শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রায় দেবশর্ম্মা মহাশয় আচার্য্য হইয়াছিলেন। নাম শ্রীকালীকুমার বসু, শ্রীনেপালচন্দ্র বসু, শ্রীহৃদয়নাথ বসু, শ্রীকুঞ্জবিহারী বসু, শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ বসু, শ্রীললিতমোহন দত্ত, শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত, শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাষ, শ্রীযাদবচন্দ্র দাষ, শ্রীসতীশচন্দ্র দাষ, শ্রীরাধানাথ দাষ, শ্রীবিপনচন্দ্র দাষ, শ্রীকেশবচন্দ্র দেব, শ্রীলালনচন্দ্র দেব, শ্রীগুরুচরণ দেব, শ্রীরাইচরণ দেব, শ্রীজটাধরচন্দ্র দেব, শ্রীপরেশচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীতারকচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীতুষ্টলাল চন্দ্র, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেব, শ্রীপ্রমথনাথ দেব, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ

বিশ্বাস, শ্রীহরিশ্চন্দ্র সেন, শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন এবং শ্রীখুদীরাম বসু।

৪। আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু উক্ত চৌবাড়ীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ বসু দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—"বিগত ২রা অগ্রহায়ণ শনিবার উক্ত পাংসা থানার অধীন মালিয়াটগ্রামে শ্রীযুক্ত কামখ্যানাথ সরকার দেববর্ম্মার বাটীর কেন্দ্রে নিম্নলিখিত ৫ জন কায়স্থ উপনীত হইয়াছেন। আমাদের কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রায় দেবশর্ম্মা আচার্য্যের ও শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তন্ত্রধারের কার্য্য করিয়াছিলেন। উপনীত কায়স্থদিগের নাম তাঁহারা সকলেই বারেন্দ্র শ্রেণীভুক্ত। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভৌমিক, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভৌমিক, শ্রীশিবনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত কালীপদ সরকার কবিরাজ ভিষকরত্ন, ও সুশীলকুমার সরকার। গত ৬ই অগ্রহায়ণ বুধবার চৌবাড়ীয়া কায়স্থসমিতির যত্নে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে কেন্দ্র হইয়া উক্ত রায় ও চক্রবর্ত্তী মহাশয়দিগের আচার্য্যত্বে ষষ্টীতম বর্ষ বয়স্ক নদীয়া জিলান্তর্গত ধুসুণ্ডোগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এবং চৌবাড়ীয়া নিবাসী শ্রীপঞ্চানন দেব পনীত হইয়াছেন। আমরা পরস্পর শুনিলাম যে কুলটীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন দাষ বিএ, বি এল মহোদয় আগামী মাঘ মাসেই উপনীত হইবেন, তিনি উপনীত হইলে হামরাট প্রভৃতি গ্রামের অনেক কায়স্থ সন্তান যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবেন। আপনি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিবেন, তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া অনেক বঙ্গজ কায়স্থ "নিরুপবীত অবস্থায় আছেন। রাজবাড়ীর মোক্তার শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র গুহ মহাশয় গত বর্ষেই উপনীত হইবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উপনীত না হওয়াতে ব্রাহ্মণসমাজ নানাপ্রকারে আমাদের প্রতি অত্যাচার করিতেছেন। গুহ-মহাশয় চেষ্টা করিলে ৫।৬ খানি গ্রামের অনেক কায়স্থ উপনীত হইবেন। সাঁওরাইলের শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাষ দেববর্ম্মা মহোদয় অনেক দিন উপনীত হইয়াছেন—কিন্তু দুঃখের বিষয় অদ্যাপি তাঁহার সাহায্যে একটীও কায়স্থসন্তান উপনীত হইল না। তিনি ধনে ও মানে সম্মানিত জমিদার। আপনি শ্রীশবাবুকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করিবেন। আমরা ব্রাহ্মণসমাজের অনেক উৎপীড়ন সহ্য করিতেছি, অনেক শূদ্রধর্ম্মী কায়স্থভ্রাতা উপনীতী কায়স্থের প্রতি বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন না। আমরা মহাশয়ের কথানুসারে স্বগণ ও আত্মীয় ত্যাগে উপনীত গ্রহণ করিয়াছি। যাহাতে বিপদে না পড়ি তাহা দেখিবেন। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বরণীয় ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া যদি ব্রাহ্মণসমাজে পতিত হই, তাহাতে আমাদের আক্ষেপ নাই। আপনি আমাদের জেলার কায়স্থ প্রচারক ও নেতা। আপনি যেসময় যাহা আদেশ করিবেন তাহা প্রতিপালন করিব অলমিতি বিস্তারেণ।"

আশা করি এই পত্রখানি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন দাষ, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাষ দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র গুহ মহাশয় মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিয়া এই সমূহ বিপদ কালে উপনীত কায়স্থের সাহায্যে দণ্ডায়মান হইয়া অতি সত্বর স্বধর্ম্ম পালন করিলেন।

৫। ফরিদপুরের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত

রায়কুমার দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—"ফরিদপুর জিলান্তর্গত সদরথানার অন্তর্গত গোয়ালচামটগ্রামের শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহার নবজাত পুত্রের অশৌচ দ্বাদশদিনে অস্ত্যক্রিয়াচারে পালন করিয়াছেন।"

৬। দিনাজপুর রাজবাটী হইতে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় দেববর্ম্মা মহোদয় লিখিতেছেন—"সম্পাদক মহাশয়! আমাদের এই বাটীতে গত ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার শুভদিনে কায়স্থ-বীজপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় যথাশাস্ত্র সম্পাদিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জিলান্তর্গত জিয়াগঞ্জ-নিবাসী রাঢ়ীয় শ্রেণীর কুলীন-কায়স্থবংশীয়ক শ্রীযুক্ত ব্রজেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগের আদিদেবের যথাশাস্ত্র পূজা করিয়াছিলেন। রাজবাটীস্থ কায়স্থমাত্রেই নিজে নিজে ভগবানের পূজার্চ্চনা বিধিপূর্ব্বক করিয়াছিলেন। দৃশ্যটী অতি মনোহর হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়াছিলেন। সায়াহ্নে ঠাকুরজিলানিবাসী দিনাজপুর রাজধানীর কর্ম্মচারী মৈথিলীব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত শত্রুঘ্ন শর্ম্মা ওঝা মহাশয় আদিদেবের কথা পাঠ করেন, আমরা সকলেই ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে উহা শ্রবণ করিয়াছিলাম ইতি।"

৭। ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থসভার আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ জনৈক উপনীত কায়স্থ মহোদয় আমাদের নিকট নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন—"আপনার আশ্বিন মাসের প্রতিবেশে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা লিখিত "বরিশালে কায়স্থধর্ম্ম প্রচার" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আতশয় দুঃখিত হইলাম। যাঁহারা সমাজের কল্যাণ চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে, এরূপ প্রবন্ধ লেখা বা প্রকাশ করা বোধ হয় সঙ্গত হয় না। যাঁহারা সমাজসংস্কার চাহেন, অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না। চরমসীমার সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, লোকে জাতাভিমান সহজে ত্যাগ করে না। তজ্জন্য রাগ করিলে, অথবা দলাদলীর সৃষ্টি করিলে আমরা মূল উদ্দেশ্য হইতে স্খলিত হইব। তাহাতে সমাজের অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল কিছুতেই হইবে না। অপরের সহিত বিবাদে নিজের ঘরে কলহের সৃষ্টি করা জ্ঞানীলোকের কর্ত্তব্য নহে। গিরিশবাবু গত আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে গাভা, বানরীপাড়া ও বরিশালে কায়স্থসমাজের সংস্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মধুসূদন সরকার মহাশয় বোধ হয় সেই বক্তৃতার উল্লেখ করিয়াছেন। বক্তার কোথায়ও উপযুক্ত সমাদর হয় নাই, এবং বানরীপড়াতে ৭ সাতজনের অতিরিক্ত লোক তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করেন নাই—এই দুইটী কথার একটীও সত্য নহে, তাঁহার বক্তৃতার ফল আশানুরূপ ভাল হইয়াছে বলিয়াই আমরা জানিতে পারিয়াছি। বানরীপাড়ার সভায় অন্যূন ৫০ পঞ্চাশজন লোক উপস্থিত ছিলেন, কোন বন্ধ উপলক্ষ নহে বলিয়া—বানরীপাড়ার ন্যায় স্থানে অত্যধিক লোক হয় নাই বটে, সেই জন্যই উপস্থিত সভ্যগণ গিরিশবাবুকে পূজার বন্ধের সময় পুনরায় যাইতে বিশেষ অনুরোধ করেন। এবং তদনুসারে তিনি মালখানগরের জনৈক উপবীতী কুলীন কায়স্থ সঙ্গে লইয়া পূজার

Tight Binding

অব্যবহিত পরেই বাগরাপাড়া, পরোত্তমপুর, গাভা, চাঁদসা, লক্ষ্মণকাঠি প্রভৃতি নহস্থানে যাইয়া সভা করিয়াছিলেন। প্রায় সকল স্থানের অধিকাংশ কুলীন কায়স্থগণ উপনয়নাদি সংস্কারের অনুকূলে মত দিয়াছেন। অমৃত-বাজার পত্রিকায় ও আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভার এই সকল সভার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে এই অবস্থায় কুলীন কায়স্থদিগের বিরুদ্ধে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা কি ঠিক হইয়াছে? এ অঞ্চলে কুলীন কায়স্থগণ এখনই আশায় অতিরিক্ত সংখ্যায় উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, আর এক বৎসরকাল মধ্যে অনেক কুলীন কায়স্থ উনীত হইবেন। বহুকাল হইতে কুলীন কায়স্থ সম্প্রদায় মৌলিকের সহিত অনেক বিষয়ে পার্থক্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এ অবস্থায় এই উপনয়ন আন্দোলন ও গ্রহণ কালে তাঁহারা সকল পার্থক্য ত্যাগ করিতেন—হঠাৎ এতটা উদারতা আশা করা যাইতে পারে না। যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন যে বর্ত্তমান আন্দোলনের উদ্দেশ্য কৌলিন্যের উচ্ছেদসাধন, তবে তিনি নিতান্তই ভুল বুঝিয়াছেন।(১) কিন্তু ইহাও নিশ্চয় যে বর্ত্তমান আন্দোলনে কুলীন ও মৌলিক সম্প্রদায় মধ্যে স্বজাতিয়তা একতা ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইবে। আমরা তাহাতে বিলক্ষণ দেখিতেছি। (২) ঢাকাতে এযাবত যে কয়েকটী কেন্দ্র হইয়াছে সকল কেন্দ্রেই কুলীন ও মৌলিকগণ একত্রে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। আমার মতে মধুবাবু যে সকল কথা লিখিয়াছেন তাহা আপনার প্রতিভায় প্রকাশ না করিলেই সুবিবেচনার কার্য্য হইত। বোধ হয় আপনি জানেন যে এই আন্দোলন হইতে "পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থসভা" নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গিরিশ বাবু এই সভার সভ্য ও নিয়মিত প্রচারক। তাঁহার নিকট অথবা সভার সভাপতি বা সম্পাদকের নিকট পত্রলিখিয়া প্রকৃত বিষয় অবগতান্তে কার্য্য করা উচিত ছিল ইতি।"

সম্পাদকস্য।

(১) লেখক সত্যই বলিতেছেন। আমাদের বোধ হয় যে উপনয়ন গ্রহণ করিলে প্রকৃত কৌলিন্যের মর্য্যাদা আরও বৃদ্ধি হইবে। কারণ কুলীন মহোদয়গণ ক্রমে ক্রমে নবগুণে ভূষিত হইয়া সমাজে অধিক পরিমাণে পূজনীয় হইবেন। সম্পাদক।

(২) আমরা সর্ব্বত্রই ইহা দেখিতেছি।

সম্পাদক।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

পৌষ মাস, ১৩১৮।

শিক্ষাষ্টকং।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৪)।

মুমুক্ষুর দৈন্যতা বশতঃ প্রার্থনা করিতেছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা কাময়ে।
মমজন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকীত্বয়ী॥ ৪॥

ধন কামনা করি না। যে বস্তুদ্বারা ইন্দ্রিয়ের সুখ সাধন হয় তাহাকে ধন কহে। সে ধন অভিলাষ করি না। এবাক্য এখানে যুক্তিযুক্ত হয় না, যেহেতু চিন্ময় ভক্তদেহে ইন্দ্রিয় সুখের লক্ষ্যই থাকে না—

যোদুস্ত্যজান্ দার সুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদি স্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তম শ্লোকলালসঃ॥
যোদুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুত স্বজনার্থ দারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াব লোকাম্।
নৈচ্ছন্ নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্।
সেবানুরক্ত মনসামভবোহপি ফল্গুঃ॥

শ্রীভাগবতে ৫ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৪৩-৪৪।

মহানুভব রাজা ভরত উত্তম শ্লোক নারায়ণের প্রতি আত্যন্তিকী ভক্তিহেতু যৌবনকালেই স্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ রাজ্য মনোজ্ঞত্ব প্রযুক্ত দুস্ত্যজ হইলেও মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

যে মহৎ ব্যক্তিগণের মন মধুরিপুর আরাধনাতেই অনুরক্ত তাঁহারা মোক্ষাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেন; অতএব রাজা ভরত যে সুদুস্ত্যজ রাজ্য, পুত্র স্বজন, অর্থ, মহিষী এবং প্রধান প্রধান দেবতাদিগেরও প্রার্থনীয় রাজলক্ষ্মী, যিনি কৃপাভাজন হইবার জন্য তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতেন, তাঁহাকেও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন তাহা সমুচিতই হইয়াছিল।

অতএব এখানে "ধন" শব্দে শ্রীকৃষ্ণ সুখসাধনের যোগ্য বস্তুকেই বুঝিতে হইবে।

কৃষ্ণ সুখসাধনের যোগ্য বস্তু একমাত্র প্রেমকেই "ধন" বলা উচিত।

মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ও তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা এই—

সম্পত্তি মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?
রাধা কৃষ্ণ প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ৮ পরিচ্ছেদে।

তাহা হইলে কৃষ্ণপ্রেম অভিলাষ করি না এ অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব প্রেমলাভের অভিলাষ করা আমার মত হীনজনের উচিত নহে। অধিকারানুসারে বলিতেছি যে অযোগ্যতাহেতু প্রেমদাতা কল্পতরু তুমি, তোমার নিকট প্রেমও কামনা করিতেছি না। যদি বলেন তবে কি প্রেমিকজনের সঙ্গ প্রার্থনা করিতেছ? যেহেতু প্রেমিকজনের সঙ্গে থাকিলেও অযাচিতভাবেও প্রেমলাভ করা যায়। তজ্জন্য বলিতেছেন যে—

"ন জনং"

প্রেমবান্ যে জন তাহাকেও চাহি না। যেহেতু যাঁহারা আপনার কৃপালাভ করিয়াছেন সেই সকল ভূরি ভূরি কৃতপুঞ্জ পুণ্যাত্মাদিগের সাধুজনের সঙ্গ সুলভ হইয়া থাকে—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদাভবে
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ।
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০। ৫১। ৫৩॥

মুচুকুন্দ রাজা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন যে হে অচ্যুত! আপনার অনুগ্রহে যখন সংসারিজনের ভববন্ধনের শেষ হয় তখন সাধুজনের সহিত সমাগম হইয়া থাকে; যখন সৎসঙ্গ হয় তখন সর্ব্বসঙ্গ নিবৃত্তিদ্বারা কার্য্যকারণ নিয়ন্তা সাধুগণের পরম গতি ও পরাবরেশ আপনাতে রতি জন্মে; আপনাতে রতি হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে।

এবম্ভূত কৃপালব্ধ ব্যক্তিগণই সাধুসঙ্গের অধিকারী; কিন্তু আমি দীন সুতরাং সেই প্রেমিকজনের সঙ্গলাভেও অনধিকারী। তজ্জন্য অনধিকারী বশতঃ ভগবৎভক্তজনসঙ্গও কামনা করি না। ভক্তজন দুই প্রকার যথা—

এক ভাগবত হয় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত-ভক্ত-ভক্তি রস-পাত্র॥

শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলায়াং প্রথম পরিচ্ছেদে।

উত্তম ভক্তাধিকারী লক্ষণ যথা—

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ় শ্রদ্ধোধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ২য় লহর্য্যাং ১১ অঙ্ক।

যিনি শাস্ত্রে এবং শাস্ত্রানুগত যুক্তিবিষয়ে বিশেষ নিপুণ তত্ত্ববিচার সাধনবিচার ও পুরুষার্থ বিচারদ্বারা শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য ও প্রীতির বিষয় এইরূপ যাঁহার নিশ্চয় দৃঢ়তর এবং শ্রদ্ধা প্রাগাঢ় হইয়াছে তিনিই ভক্তিবিষয়ে উত্তমাধিকারী।

ঐ ভক্তপদও কামনা করি না কারণ আমি তাহাতেও অনধিকারী। "ন সুন্দরী কবিতাং" আমি সালঙ্কারা কবিতাও চাহি না। এখানে "সালঙ্কারা কবিতা" যাহা বলা হইয়াছে তাহা সাধারণ ব্যবহারোক্ত অলঙ্কার শাস্ত্র নহে এবং ব্যাকরণ, অলঙ্কার শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা যে কবিত্ব তাহাও নহে যেহেতু—

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো।
জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ॥

তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা।
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ক্ষয়াঃ॥

শ্রীভাগবতে ১ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ১০।

অতি মনোরম পদবিন্যাস থাকিলেও যে বাক্যের কোন স্থানেই হরির যশোকীর্ত্তন না থাকে সে কেবল নীচাশয় কামী ব্যক্তিরই অনুরাগ আকর্ষণ করে। যেরূপ রাজহংসগণ স্বচ্ছজলবিশিষ্ট কমলপরিশোভিত সরোবর পরিত্যাগ করিয়া কাক নিশেবিত উচ্ছিষ্ট গর্ত্তাদি লীলাস্থানে বিহার করে না, সেইরূপ স্বতন্ত্রলালষী পরমহংসসকল ঐ কুৎসিত বাক্যের আদর করেন না; তাঁহারা নির্ম্মল ব্রহ্মেই পরমানন্দে বিহার করিয়া থাকেন। নারদঋষির এই উক্তিদ্বারা অলঙ্কারাদি পরিশোভিত পরম পাণ্ডিত্য গুণান্বিত কবিতা সাধুসমাজে বিনিন্দিত হইয়াছে। তজ্জন্য এখানে সালঙ্কারা কবিতার অর্থ এই যে ভগবত যশোকীর্ত্তনরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ কবিতা কারণ তাহাই সাধুসমাজে আদরণীয়, যেহেতু—

তদ্বাগ্ বিসর্গোজনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতি শ্লোক মবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কি তানি যৎ।
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥

শ্রীভাগবতে ১। ৫। ১১॥

তাহাই পদচাতুর্য্য যাহাতে প্রতি শ্লোক ছন্দাদি যুক্ত না হইলেও জনসকলের পাপনাশ করিয়া থাকেন; যাহাতে ভগবান্ অনন্তের নাম ও যশঃ অঙ্কিত থাকেন ও যাহা সাধুসকল শ্রবণ, উচ্চারণ ও গান করিয়া থাকেন। তাহা হইলে তুমি কি প্রার্থনা কর? তাহাই বলিতেছেন—

"মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে" ইত্যাদি

তবে মদীয় ঈশ্বর যে তুমি তোমার দাস আমি—তোমার ইচ্ছাধীনে প্রতিজন্মে যে কোন কুলাদিতে আমার জন্ম হউক না কেন সেই সেই জন্মে তোমার স্মৃতি বিনাকারণে সহজ যে স্মৃতি যেন উদয় হয়—

নাথ যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তি রচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥

বিষ্ণুপুরাণে ১ অংশে ২০ অধ্যায়ে।

প্রহ্লাদ ভগবানকে স্তবকালীন কহিয়াছিলেন যে হে নাথ! সহস্র সহস্র যোনি যাহাতে আমি গমন করিব হে অচ্যুত! সেই সেই জন্মে তোমাতে যেন অচ্যুতা অর্থাৎ ক্ষয়রহিতা ভক্তি হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও এইরূপ প্রার্থনা আছে যথা—

জনির্ভবতু মে ব্রহ্মন্ যাসু যাসু চ যোনিষু।
ন জহাতু হরের্ভক্তির্ম্মামেবং দেহি মে বরম্॥

ব্রহ্মখণ্ডে ৮ অধ্যায়ে।

বরাহপুরাণেও এইরূপ প্রার্থনা আছে যথা—

ত্বয়ি ভক্তি সদা ভূয়াৎ যাবৎ স্থানং জনার্দ্দন!!
অন্যভক্তির্ম্মমাবিভো রোচতেন কদাচন॥

বরাহপুরাণে পূর্ব্বভাগে ১২৬ অধ্যায়ে।

নন্দ মহারাজও উদ্ধব মহাশয়কে শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে বলিয়াছিলেন—

কর্ম্মভি র্ভ্রাম্য মানানাং যত্র কাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈ র্দানৈ র্যতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে ৬৭।

বিচিত্র কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরেচ্ছায় যে কোনও যোনিতে ভ্রমণ করি, মঙ্গলাচরণ ও দানদ্বারা আমাদের পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে রতি হউক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

কবিতাগুচ্ছ।

নিশাবসানে (১)।

নিশান্তে নিরখি' সুখে তরুণ তপন,
প্রকৃতি সুন্দরী হাসে,—সুন্দর কেমন!
জলে, স্থলে, নীলাকাশে হাসে জীবদল,
সরসী-সলিলে হাসে বিকচ কমল।
জলচর জীব হাসে তড়াগ-জীবনে,
চক্রবাক-বাকী হাসে পুনঃ সম্মিলনে।
হাসে লতা, গুল্ম, তরু, শাখা পত্রচয়,
কুঞ্জে কত পুষ্প হাসে এ সুখ সময়।
গুঞ্জনিয়া আসে অলি—মৃদু মন্দ হাসি'—
তুষিতে প্রভাতে পুষ্পে;—কুসুম বিলাসী।
বৃক্ষে বৃক্ষে বিহঙ্গম হাসে ফুল্ল-মনে,
হাসে শিখী পুচ্ছ মেলি, শিখিনীর সনে।
প্রজাপতি মধুমক্ষি হাসি', প্রাতে ধায়,
রবি-করে হাসে নদী;—কবি হেরে তায়।
কোমল প্রভাতানিল হাসে সুমধুর,
বলাহক ধায় নভে হাসিয়া প্রচুর।
সাজি করে, হাসি' দ্বিজ পুষ্পহেতু ধায়,
হাসি'—ধেনু লয়ে কৃষি নিজ কাযে যায়।
হাস্যাননে স্নানে চলে, প্রাতে নরনারী,
হাসি' উঠে "উৎপলিনী" শয্যা পরিহরি।
হাসে প্রাতে শিশুকুল জাগিয়া শয্যায়,
হাসি' মাতা স্নেহভরে শিশু-মুখে চায়।
বন, গিরি, জল, স্থল হাসে অন্তরীক্ষ,
হাসে প্রাতে দশদিক্;—কবির প্রত্যক্ষ
কিশোর কিশোরী, মরি! নবীন-দম্পতী
বিচ্ছেদ-শঙ্কায়, দোঁহে বিচলিত অতি;
গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ, কিন্তু ম্রিয়মাণ,
নিরখিয়া সুখময়-নিশা-অবসান।

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী।

স্বার্থপরতা (২)।

নিজ প্রয়োজনোদ্দেশাদর্চ্চয়ন্তি মম ভক্তিতঃ।
দুগ্ধদাত্রীতি গৌর্গেহে পোষ্যতে হ্যন্যথা ন তু॥

সর্ব্বলোকে এ সংসারে, স্বকার্য্য সাধন তরে,
অপরের করে উপাসনা।
ভক্তিহেতু নাহি করে, দেখা যায় পূর্ব্বাপরে,
ইষ্টলাভ উদ্দেশে অর্চ্চনা॥
দুগ্ধ দেয়, তা'র তরে, লোকে গোপালন করে
গোজাতির হিতহেতু নয়।
যদি নাহি দুগ্ধ দিত, গোপালন কে করিত
স্বার্থপূর্ণ মানব-হৃদয়॥

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী।

ত্রিনীতি (৩)।

প্রভূত বয়সঃ পুংসো ধিয়ঃ পাকঃ প্রবর্ত্ততে।
জীর্ণস্য চন্দনতরোরামোদ উপজায়তে॥১

ভাবার্থ— হয় মানবের, বুদ্ধি পরিপাক,
বয়োবৃদ্ধি সহ তা'র।
হইলে প্রাচীন, চন্দনে যেরূপ
বাড়ে তা'র গন্ধ-ভার॥

ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা,
বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মম্।
ধর্ম্মঃ স নো যত্র ন সত্যমস্তি,
সত্যং ন তদ্ যচ্ছলমভ্যুপৈতি॥২

ভাবার্থ— সেই সভা সভা নয়, নাই বৃদ্ধ যথা।
সে বৃদ্ধ অবৃদ্ধ, যে না কহে ধর্ম্ম কথা॥
সেই ধর্ম্ম ধর্ম্ম নয়, নাই সত্য যা'য়।
সে সত্য অসত্য, যদি ছল রহে তায়।
নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ।
শুষ্কঃ কাষ্ঠশ্চ মূর্খশ্চ ভিদ্যতে ন চ নম্যতে॥৩

ভাবার্থ—ফলবান্ বৃক্ষ আর গুণবান্‌গণ
চিরদিন নম্রভাবে রহে অনুক্ষণ।
রসহীন কাষ্ঠ আর যত মূর্খজন,
ভগ্ন হয়, তবু নম্র না হয় কখন॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা।

বৃক্ষ (৪)।

যেনরে বিধাতা পশি গহন কাননে
তরুবর রূপধরি, এই বিশ্ব স্নিগ্ধ করি
মোহিছে মানবে সদা দেখায়ে যতনে।
দয়া মায়া ক্ষমারাশি, বিনয়ের সুধাহাসি
স্বর্গীয় সুষমা যত গুণের বন্ধনে। ১।
বিরাজিছে তরু'পরে সুচারু গঠন
শাখা শাখী চারিধারে, নীড়বাঁধি তদুপরে
নিশীথ বিহগবর করিছে যাপন।
সঙ্গিনী বিহগীসনে, তাই প্রেমানন্দ মনে
ভাবে ভবে এই যেন শান্তিনিকেতন। ২।
আশ্রিতা লতিকা কত করেছে বেষ্টন
সুরসাল কাণ্ডতব, হয় যেন অনুভব
তোমাতে সঁপিছে সদা জীবন মরণ।
তোমাতে আহুতি দান, এই ধ্যান এই জ্ঞান
অধীন পরাণে এবে বহে অনুক্ষণ। ৩।
নিদাঘ-তপনে শ্রান্ত পথিক সুজন
সুশীতল ছায়াতলে, বসে আসি কুতূহলে
পত্র সঞ্চালনে করি শ্রান্তির দলন।
তোষ সদা অকাতরে, দয়া কর অভাগারে
তব করুণায় লভে নবীন জীবন। ৪।
মৃদু মন্দ বহে যবে মলয় পবন
ছড়ায়ে কুসুমরাশি, সৌরভেতে দশদিশি
সুবাসিত কর সদা দয়ার্দ্র এমন।
সে বাসে মানবগণ, সদা প্রেমানন্দ মন,
সরমে মরমে ভাবে প্রিয়া-সম্ভাষণ। ৫।
মহৎ সে অন্যতরে দেয় যে জীবন

তাই যবে প্রভঞ্জন, রোষভরে করে রণ,
নাশিতে লতিকাগুচ্ছ নির্দ্দয় এমন।
তুমি ঢালি অকাতরে, তুচ্ছ প্রাণ দাও তারে
তোমার আশ্রিতে সদা করিতে রক্ষণ। ৬।
কেবা ভবে ক্ষমাশীল তরুর মতন
স্বার্থান্ধ মানবগণ, ধরে যবে প্রহরণ,
অকাতরে কর তারে সুফল অর্পণ।
শ্যামল পল্লব শোভা, অতিশয় মনোলোভা
করিতেছে মানবের নয়ন রঞ্জন। ৭।
পরিমল লোভে অলি আসে তব পাশে
ঝিঙ্কিরবে জীব কত, তাক্ত করে অবিরত
যাচকে তুষিছ সদা মনের হরষে।
ধর্ম্মবলে বলীয়ান্, তবুও কি মৃত্যুবাণ
জীবন-কুসুমে নাশি তব হৃদি পশে? ৮।
কহ তরুবর মোরে কে কুসুমে নাশে?
কেবা করে সৃষ্টি-স্থিতি, কোথায় বা পরিণতি
কখন কেমনে তব জীবতারা খসে?
আতঙ্কে শিহরি ডরে, ডাকিলে চীৎকার করে
পতিত পাবন কেহ রক্ষক কি আসে?
করিতে অভয় দান বসে তব পাশে? ৯।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

কায়স্থোদ্বোধন (৫)।

জাগরে কায়স্থ জাগ জাগ সবে
বারেক দেখরে মেলিয়া আঁখি,
কিবা তুমি ছিলে হয়েছ কি এবে
আর কি হইতে আছে রে বাঁকী। ১
কালরূপী নিদ্রা ঘিরেছে তোমায়
সুযোগ পাইয়া দারুণ চোর,
প্রবেশিয়া গৃহে সব লয়ে যায়
তবু আছ হায় নিদ্রায় ভোর! ২
যে ধন তোমায় দিল পিতৃগণ
যাহার গৌরব করিতে সবে,
তস্করে সে নিধি করিলে হরণ
বল দেখি ভাই কি দশা হবে? ৩
ধিক্ শত ধিক্ তুমি কুলাঙ্গার
উদ্ধারিলে যেই অমূল্য নিধি,
সহস্র চেষ্টায় না পাইবে আর
এইবার তাহা হরাও যদি। ৪
তুমি তাঁহাদের অযোগ্য তনয়
কালিমা লেপিতে সে পবিত্র কুলে,
অমল সে যশঃ করিবারে লয়
তাঁহাদের বংশে জনম নিলে। ৫
তাই বলি এবে ঘুমা'ও না আর
জাগরে এখন সময় আছে,
জাগ্রত থাকিলে বল শক্তি কার
আসিবারে পারে তোমার কাছে? ৬
ক্ষত্রিয় বংশের যাঁরা অলঙ্কার
যাঁদের জনমে ধরণী পূতঃ,
বল দেখি কিবা অসাধ্য তোমার
তুমি যে তাঁদের বংশের সুত। ৭
সুধী শ্রেষ্ঠ বীর শান্তনুতনয়
পড়ে কি না মনে তাঁহার কথা
বাঁধ স্মরি তাঁরে আপন হৃদয়ে
রেখো মনে তাঁর অমর গাঁথা। ৮

পাণ্ডব-গৌরব স্মর যুধিষ্ঠিরে
মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম ধরাতে উদয়;
সুপ্রভাত হয় স্মরিলে যাঁহারে
দেখালেন যিনি ধর্ম্মের জয়। ৯
রবিকুল রবি দাশরথী রাম
বিষ্ণু বলি লোকে যাঁহারে কয়;
মৃত্যুকালে যেবা লয় সেই নাম
না থাকে তাঁহার শমনভয়। ১০
রাজর্ষি জনক মিথিলার পতি
স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী যাঁহার সুতা;
যাঁর পুরোভাগে নিত্য কত যতী
শুনিত নিগূঢ় যোগের কথা। ১১
ভারত-গৌরব যে পবিত্রকুলে
এসব রতন জনম নিলা;
কোন মুখে সেই কুল নিরমলে
স্বহস্তে কলঙ্ক কালিমা দিলা? ১২
সিংহিনীর গর্ভে জনম লভিয়া (১)
শৃগাল বলিয়া লভেছ খ্যাতি (২)
আর কত নীচে যাইবে নামিয়া
আর বা কত হবে অধোগতি? ১৩
উঠ উঠ হায় কেন বসে সবে
এখন নিশ্চেষ্ট বল কি হেতু?
তৈল দিবে কেবা নির্ব্বাপিত দীপে
মহার্ণবে কেবা বাঁধিবে সেতু? ১৪
শূদ্রত্ব শৃঙ্খল পরিয়াছ পায়
আর্য্য বলে খুব রেখেছ মান
ধিক্ শত ধিক্ কোন্ লাজে হায়
এখন রেখেছ ও পাপ প্রাণ? ১৫
খাও কালকূট সকলেতে মিলি
অথবা কলসী বাঁধিয়ে গলে;
যাও যাও সবে ধ'রে গলাগলি
ডুবে মর গিয়া সাগর জলে। ১৬
কিম্বা যদি হও আর্য্য-বংশধর
আর্য্য-রক্ত বহে ধমনী মাঝে;
তবে যাহা বলি মম বাক্য ধর
করহ স্বকার্য্য আলস্য ভাঙ্গে। ১৭
জয় চিত্রগুপ্ত বলি সমস্বরে
উপবীত কর ধারণ সবে;
ভেদিয়া পৃথিবী সুদূর অম্বরে
উঠুক সে ধ্বনি ভীষণ রবে। ১৮
জানুক সকলে ক্ষত্র শূন্যা ধরা
হয়নি, এখন ক্ষত্রিয় আছে;
চিত্রগুপ্তদেব বংশধর যাঁরা
সে দেব ক্ষত্রিয় আছয়ে বেঁচে। ১৯
বিদ্বেষীর বাক্য না কর শ্রবণ
স্বকার্য্য সাধন করিবে হেলে;
সুধাকরে শুধু লাগয়ে গ্রহণ
তারকায় কভু রাহু কি গ্রাসে? ২০
হিমবতে কভু দেখেছ কি কেহ
সামান্য বায়ুর হিল্লোলে নড়ে?
দৃঢ়ব্রত হলে জেন নিঃসন্দেহ
তৃণ সম বাধা যাইবে উড়ে। ২১
কেন তাহা নাহি পারিবে তোমরা
ক্ষত্রিয় শোণিত হৃদয়ে যার?
কিবা অসম্ভব ক্ষত্রিয়ের দ্বারা
অতি তুচ্ছ কায এ কোন্ ছার? ২২
ক্ষত্রিয়ের চিহ্ন লহ উপবীত
জয় চিত্রগুপ্ত বলহ সবে;
হউক ধরণী সে রবে কম্পিত
এখন ক্ষত্রিয় আছয়ে ভবে। ২৩

(১) ক্ষত্রিয়কুল। (২) শূদ্রজাতি।

শ্রীভুবনমোহন শর্ম্মা মজুমদার।

বন্ধু-বিদায় (৬)।

(কোনও বন্ধুর স্থানান্তর গমনোপলক্ষে রচিত)

[কে রে হৃদয় জাগে—সুর]

কেন রে আকুল চিত, কেন হেন বিচলিত,
কেন রে উদাস প্রাণে উঠে সুধু হাহাকার!
না উদিতে চাঁদাকাশে, নিদয় রাহুতে গ্রাসে,
আশার জ্যোছনা নাশে একি লীলা বিধাতার।
না ফুটিতে ফুল বনে, মল্লিকা মালতী সনে,
অকালে ঝরিয়া গেল আজি বায়ে নিরাশার!
না হাসিতে সরোবরে, মৃণালে কমল থরে,
রবিরে ঘিরিল কেন অকাল জলদবার;
না গাতিতে পিকগণে, মঞ্জুল নিকুঞ্জ-বনে,
বসন্ত চলিয়া গেল ল'য়ে হাসি চাঁদিমার!
ধর ধর প্রিয়বর, প্রীতির কুসুম হার,
সুরভি চন্দনে মাখা যতনের উপহার;
মঙ্গল বাসনা যত, নব রাগে বিকশিত,
মধুর বসন্ত সম ঘিরে থাক্ অনিবার!

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার।

শ্যাম ও শ্যামা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)।

আমরা গত মাসে আলোচ্য-বিষয়ে যাহা বলিয়াছি, সম্ভবতঃ বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী তাহাতেই বুঝিয়াছেন যে, শ্যাম ও শ্যামা এক কথা নহে। তথাপি সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা মহোদয় যে ভাবে তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে আরও দু'চার কথা বলা আবশ্যক।

তিনি লিখিয়াছেন,—"দময়ন্তী শ্যামা হইলে, তাহাকে যে গৌরবর্ণাই বুঝিতে হইবে, ইহার যথেষ্ট কারণ দেখা যায় না।" কিন্তু যিনি ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ করিয়া পণ্ডিতসমাজেও প্রচুর যশ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তিনি কেন যে, এ প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিলাম না। বুঝিলাম না বলিয়াই আজ বিস্ময়ের সহিত সাধারণের অবগতির জন্য মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ভাষায় দময়ন্তীর রূপবর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। পাঠকমহোদয়গণ পাঠ করুন, আর দেখুন ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দময়ন্তীকে কোন্ বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। মহাভারতে লিখিত আছে,—

"পূর্ণচন্দ্র নিভাং শ্যামাং চারুবৃত্ত পয়োধরাম্।
কুর্ব্বন্তীং প্রভয়াদেবীং সর্ব্বাবিতিমিরাদিশঃ॥"
১১। ৬৮। অঃ

* * * *

"নচাস্যা নশ্যতেরূপং বপুর্মলসমাচিতম্।
অসংস্কৃত মপিব্যক্তং ভাতিকাঞ্চন সন্নিভম্॥"
(বনপর্ব্ব) ৮। ৬৯ অঃ

এইরূপ শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহোদয় স্বরচিত পদ্যে যাহাকে শ্যামা (১) বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন; সেই ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকাও যে, চম্পকদল বিনিন্দিত উজ্জ্বল গৌরবর্ণা ছিলেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকই তাহার সাক্ষ্য স্বরূপ। যথা,—

"চারুচম্পক পুষ্পাণাং প্রভামুষ্টকলেবরা।"

* * * *

'চন্দ্রকোটি প্রভামুষ্টাং ভাসয়ন্তীং দিশোদশ।"

অপিচ প্রিয়তম সুহৃৎ শ্রীযুক্ত মধুসূদন বর্ম্মা সরকার মহাশয় রাজনীতি বিশারদ মহামতি শুক্রাচার্য্যের "কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামা স্ত্রী হিমালয়ং। শীতকালে ভবেদুষ্ণং গ্রীষ্মকালে শীতলম্" এই পদ্যটি উদ্ধৃত করিয়া, যে সকল কুলীন ব্রাহ্মণ ৪। ৫। ১০। ২৫টি বিবাহ করিয়াছেন, উপস্থিত বিষয়ে তাঁহাদের সাক্ষ্য প্রদান করিতে উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এবিষয়ে যে, কি সাক্ষ্য প্রদান করিবেন, তাহা আমরা জানি না। তবে ইহামাত্র বলিতে পারি যে, আলোচ্য পদ্যে শ্যামা শব্দে তপ্তকাঞ্চন বর্ণা বা কৃষ্ণবর্ণা (ক) এ দুইটির কোনতর কোন একটিকেও বুঝায় নাই। না বুঝাইবার কারণও না আছে এমত নহে। আবশ্যক হইলে সময়ান্তরে সে বিষয়ের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। আপাততঃ ইহামাত্র বলিয়া রাখি যে, উপস্থিত পদ্যে শ্যামাপদে পূর্ণযৌবনা স্ত্রীকেই বুঝাইয়াছে। বাহুল্য শ্যামা বলিলে যে, যৌবনমধ্যস্থা স্ত্রীকেই বুঝায়, কোষকারগণ সে কথা বলিতে বাকী রাখেন নাই। তদ্ যথা—

"শ্যামা যৌবনমধ্যস্থা কারন্তা ফলিনী ফলী।"
(উৎপলিনী)

"স্যান্মধ্যমাবয়স্থা চ যুবতী সুস্তনী তথা।
চিরণ্টীসুবয়াঃ শ্যামা প্রৌঢ়া দৃষ্টরজাশ্চসা।"
(রাজনির্ঘণ্টুঃ)

প্রিয়দর্শন পাঠক! অতঃপর আমরা আর একটিমাত্র কথা বলিয়াই আরব্ধ প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। কথাটি এই,—

চিত্রগুপ্ত দেবমূর্ত্তি প্রবন্ধে মাননীয় শ্রীযুক্ত মধুসূদন বর্ম্মা সরকার মহাশয় কায়স্থকুল-গৌরব শ্রীযুক্ত বামাপদ বাবুকে ভগবান্ চিত্রগুপ্তের রক্তবর্ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে কেন যে, পরামর্শ দিয়াছেন; তাহা আমরা বুঝিলাম না। অথবা পূজ্যপাদ ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের ভয়ে যদি তিনি কায়স্থজাতির আদিপুরুষ ভগবান্ চিত্রগুপ্তকে রক্তবর্ণ বলিয়া কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন; তাহা হইলে শাস্ত্রাবমাননাকারী বলিয়া আমরা তাঁহার প্রশংসা করিতে পারি না। ফলতঃ কৃষ্ণবর্ণ হইলেই যদি তাহাকে আর্য্যেতর জাতি বলিয়া অনুমান করিতে হয়; তাহা হইলে, মহর্ষি কণ্ব, কাক্ষীবান, রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে পুরাদমে বর্ণ-সঙ্কর বা অনার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ইহাঁদিগকে আর্য্যেতর জাতি বলিয়া ঘোষণা করা যে অতি বড় সাহসের কথা, তাহা বলাবাহুল্য মাত্র।

ফলতঃ গর্ভিণী যাদৃক্ বর্ণের আহার সেবন করেন, সন্তানও যখন সেই বর্ণেরই হইয়া থাকে (২) ইহাই কাহার কাহার অভিমত। অথবা

(১) "মধ্যতাম্র সখীস্কন্ধ লীলান্যস্ত করাম্বুজাম্।
শ্যামাং শ্যামস্মরামোদ মধুগী পরিবেশিকাম্॥"

(ক) কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীর দেহ যে শীতকালে উষ্ণ ও গ্রীষ্ম-কালে শীতল তাহা স্পর্শপ্রমাণে সিদ্ধ, বিশারদ মহাশয় বিবেচনা করিয়া অন্যথা করিবেন। সম্পাদক।

(২) "যাদৃগ্বর্ণমাহার মুপসেবতে গর্ভিণী তাদৃগ্বর্ণ প্রসবা ভবতীত্যেকে ভাষন্তে।"
(ইতি সুশ্রুতে শারীরস্থানে ২ অধ্যায়ঃ)

প্রকৃতিভেদেই যখন বর্ণভেদ ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ বাতপ্রকৃতির মনুষ্য স্বভাবতঃই কৃষ্ণবর্ণ ও বলবান্ (৩) হয়, ইহাই মহর্ষি হারীতের অভিপ্রায়; তখন শ্যামবর্ণ বলিয়াই যে ভগবান্ চিত্রগুপ্ত অনার্য্য ছিলেন, একথা অনুমান করা সঙ্গত কি না তাহা বিবেচ্য।

অতএব আমরা আশা করি কায়স্থ মহোদয়গণ অতঃপর শাস্ত্রের (খ) মস্তকে পদাঘাতপূর্ব্বক কেবল কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আদিপুরুষ ভগবান্ চিত্রগুপ্তের পবিত্র মূর্ত্তি কলুষিত করিবেন না। ইত্যলং পল্লবিতেন।

শ্রীমধুসূদন রায়।

(৩) "যঃ কৃষ্ণবর্ণ শ্চপলোঽতি সূক্ষ্মঃ
কেশাগ্ররুক্ষো বলবান্ ক্ষমঃ স্যাৎ।
সূক্ষ্মাতি দন্তো নখবৃদ্ধিসেতি
দীর্ঘেণ শ্চক্রমণ ক্ষমোঽসৌ॥
দীর্ঘাক্রমো লোলুপহীন সত্ত্ব
স্তথৈব চান্ন রসভোজনেচ্ছুঃ।
সংস্বেদনেনাতি বিমর্দ্দনে ন
সৌক্ষ্ম্য মাগচ্ছতি বাতলো নরঃ॥"
(ইতি অত্রেয়ভাষিতে হারীতোত্তরে প্রথমস্থানে ৫ম অধ্যায়ঃ)

(খ) শাস্ত্র আদিদেবকে তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। সম্পাদক।

ফাহিয়ান।

এমন একদিন ছিল, যে দিন ভারত এশিয়ার—এসিয়া কেন—সমগ্র প্রাচ্যভূগোলকর্ম্মের তীর্থক্ষেত্র ছিল। তখন ভারতের জ্ঞান; ভারতের বিদ্যা, ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের নীতি, ভারতের শিল্প, ভারতের সভ্যতা দেশান্তর হইতে জনস্রোত আকর্ষণ করিত। ভারত-ভাণ্ডারের রত্নরাজিলোভে কত বিদেশী বণিক স্বর্ণতরী সাজাইয়া আনিত। ভারত-প্রস্তুত কার্পাসবাস কত দেশ মহাদেশবাসীদিগের লজ্জা নিবারণ করিত। ভারতের পট্টবস্ত্র শিরে ধারণ করিয়া কত ভূপ সম্রাট্ গৌরব বোধ করিতেন। ক্যাল্‌ডিয়া ও মিশরের রাজধানীতে ভারতীয় পণ্যসম্ভার উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত। বাণিজ্যদ্রব্যরাশিমস্তকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে আরব, ফিনীসিয়া ও সিরিয়া হইতে দলে দলে লোক ভারতের দ্বারে উপস্থিত হইত। নদীমাতৃক মিসরে, তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিসের দোয়াবে, গঙ্গাযমুনার শস্যশ্যামল তীরে, এবং ইয়ংসিকিয়াং ও হোয়াংহোর উর্ব্বরা উপত্যকায় যে সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল, ভারতে তাহার হৃদপিণ্ড অবস্থিত ছিল। ভারতের স্পন্দনে তাহারা স্পন্দন করিত, ভারতের শোণিত সঞ্চারে তাহারা পুষ্ট হইত। ভারতের সভ্যতার প্রভাব তখন জগতের জীবনে প্রতিফলিত হইত। ভারতের বিদ্যা তাহাদের বুদ্ধি বিকাশ করিত, ভারতের জ্ঞান তাহাদের চিত্তের জড়তা নাশ করিত, ভারতের সমাজনীতি তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করিত, ভারতের ধর্ম্ম তাহাদের আত্মার উন্মেষ করিত! সুতরাং ভারতের বার্ত্তা শুনিতে তখন জগতের লোক উৎকর্ণ হইয়া থাকিত। কত জাতি উদ্দেশে ভক্তিভরে দূর হইতে

ভারতের চরণে করযোড়ে প্রণিপাত করিত। আজ সে দিনের লুপ্তস্মৃতি বক্ষে লইয়া ভারত মহাশ্মশান।

আবিষ্কার ও উদ্ভাবনীশক্তির মূলে অভাব, জ্ঞান ও জ্ঞানচর্চ্চার মূলে স্বচ্ছলতা। চিন্তা হইতে সভ্যতার বিকাশ, ধর্ম্মের উন্মেষ ও রাজনীতির আবির্ভাব। নীলনদ মিশরভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদন করিয়া সভ্যতার বীজ বপন করিয়াছিল। ইয়াংসিকিয়াংতটে চীন সভ্যতা আত্মগ্রহণ করিয়াছিল। ভারতের গঙ্গাযমুনাবাহিনে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা মধ্যদেশে সুসভ্যতা প্রসূতা, লালিতা, পালিতা ও বর্দ্ধিতা হইয়া প্রাচীন-জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। এই অপূর্ব্ব সভ্যতার ফল মগধের ন্যায় সাম্রাজ্য ও বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় বিশ্বধর্ম্ম। বিশ্বসংসার অতীতে একবার যা দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে, আর কি সেরূপ কখনও দেখিবে ও শুনিবে?

সভ্যতার পরিণতি ধর্ম্মে। এশিয়া মহাদেশ জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম্মের জন্মভূমি। যীশু ও মূসা, বুদ্ধ ও মহম্মদ এশিয়ায় জন্মিয়া এশিয়ার ক্রোড়ে বসিয়া এশিয়ার জল, এশিয়ার মাটী, এশিয়ার বাতাস, এশিয়ার আহারে অঙ্গ পুষ্ট করিয়া জগতের জনমণ্ডলীর নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দর্শনে কত দেশের নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল; তাঁহাদের স্পর্শে কত দেশের দাসত্বশৃঙ্খল খসিয়া পড়িয়াছে; তাঁহাদের শুভ দৃষ্টিতে কত দেশ মোক্ষভরা সভ্যতাকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। সেই এশিয়া সন্তান-গৌরবে গরীয়সী। তাই এশিয়া আজ পরপীড়িতা, নিগৃহীতা ও পদদলিতা হইয়াও নীরবে গর্ব্বপূর্ণ দৃষ্টিতে অতীতের উজ্জ্বল চিত্রে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতেছে। তাহা দেখিয়া ইওরোপ ও আমেরিকার মুখরা সভ্যতাও অবাক্ হইয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়াছে। কিন্তু এশিয়ার গৌরবকেন্দ্র পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ। ভারত এশিয়ার নয়নের অঞ্জন, হৃদয়ের রত্ন, মস্তকের মণি। ভারতের ভাবতরঙ্গ এশিয়ার বক্ষে ক্রীড়া করিত। ভারতের ইঙ্গিতে এশিয়া উঠিত বসিত, ভারতের তালে তালে এশিয়া ক্রীড়া করিত। সভ্যতার জন্য, জ্ঞানের জন্য, ধর্ম্মমতের জন্য, সমাজনীতির জন্য এশিয়া ভারতের নিকট ঋণী। এশিয়ার উদ্ধারের নিমিত্ত, জগতে সাম্যনীতি, পরদুঃখকাতরতা ও সহানুভূতির বার্ত্তা প্রচার করিবার নিমিত্ত ভারতভূমে যে সকল মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধের আসন অতি উচ্চে। খৃষ্টধর্ম্মের আভাস লইয়া মহম্মদের ধর্ম্মশাস্ত্র গঠিত কিনা এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ছায়ামাত্র যিশুর মুখে আকারভেদে খৃষ্টধর্ম্মে পরিণত কিনা বিচার্য্য বিষয়।

কঠোর প্রাণ দুর্দ্ধর্ষ মরুবাসীদিগের নির্ম্মম হৃদয়ে ভগবদ্বিশ্বাস সঞ্চার করিতে মহম্মদের ন্যায় বিশ্বাসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ধর্ম্মবীরের প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহার বহুপূর্ব্বে অনার্য্য মঙ্গোলদিগকে আর্য্যভাবাপন্ন করিতে, পরপীড়া, পরদুঃখ, অন্যায়, অত্যাচার, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, বৈষম্য ও অশান্তির পরিবর্ত্তে সাম্য, ন্যায়, দয়া, পরোপকার ও শান্তিরাজ্য স্থাপন করিতে ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে বুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শাক্যসিংহের ত্যাগ, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও সাধনা তাঁহাকে মানবজাতির স্বাভাবিক ধর্ম্মোপদেষ্টা মহাবুদ্ধের পদের উপযোগী করিয়াছিল। তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ের পবিত্র আহ্বান শ্রবণ করিয়া

পাষাণ বিগলিত হইয়াছিল, অসভ্য সভ্য হইয়াছিল, বর্ব্বর বর্ব্বরতা পরিত্যাগ করিয়া শিষ্টভাব অবলম্বন করিয়াছিল। কঠিন আবরণ ছিন্ন করিয়া সপ্ততালভেদ করিয়া, বুদ্ধের অমৃত-বাণী দুর্দ্দান্ত মঙ্গোলজাতির মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল। মগধসম্রাট্ প্রিয়দর্শী অশোক ও কুশলসম্রাট্ কনিষ্ক প্রেরিত বহু ধর্ম্মপ্রচারক সকল এশিয়াবাসীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া দেব-চরিত্র বুদ্ধের উক্তি স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। মহম্মদের তরবারী ও খৃষ্টের প্রলোভন যাহা সিদ্ধ করিতে পারে নাই, জেহাদ ও ক্রুজেড যাহা সাধন করিতে বিমুখ হইয়াছিল, বুদ্ধের সপ্রেম মৃদু মধুর উপদেশ ও পূতজীবনের আদর্শ তাহাতে অনায়াসে সফলকাম হইল। এশিয়ার সর্ব্বত্র বুদ্ধের মন্দির নির্ম্মিত হইল। এশিয়ার গৃহে গৃহে বুদ্ধের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। বুদ্ধের নামে সাক, হুণ, ইয়েচি, তাতার, সানআহিমে সভ্যজাতিতে পরিণত হইল। বুদ্ধের চরণচিহ্নে কোটি কোটি শির অবনত হইল। বুদ্ধের বাক্যে শতসহস্র গৃহী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুবেশ ধারণ করিল। বুদ্ধের উক্তি স্মরণ করিয়া শত শত ভিক্ষু অর্হৎ হইল। বুদ্ধের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কত অর্হৎ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইল। বুদ্ধের চিতাভস্ম বক্ষে লইয়া কত-স্তূপ, কত মঠ, কত সুন্দির, কত চৈত্য, কত সংঘারাম গৌরবে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হইল। বুদ্ধের লীলাভূমি পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষ জগতের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। আচার, ধর্ম্মপবিত্রতা, বিদ্যা ও নীতিশিক্ষার জন্য বহুবাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া ও প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া দলে দলে তত্ত্বজিজ্ঞাসু পরিব্রাজক ভারতে তীর্থযাত্রা করিল।

বাবিলনের গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হইলে ভারত ও চীন কি রাজশ্রী, কি সভ্যতা, কি শিল্পসমৃদ্ধি সকল বিষয়েই এশিয়াভূখণ্ডে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু ভারত চীনের ধর্ম্মগুরু, সুতরাং চীন ভারতের অনুগামী। চীন হইতে যুগে যুগে যে সকল জ্ঞানপিপাসু ধর্ম্মশিক্ষার্থী, তীর্থযাত্রী ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ ভারত-ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ চীনভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল ভ্রমণ বৃত্তান্ত ধর্ম্মগ্রন্থরূপে নারায়ণের নির্ম্মাল্যের ন্যায় মন্দিরে সংরক্ষিত হইয়া চীনদেশে সম্মানিত ও পূজিত হইয়াছিল। রত্নান্বেষী অধ্যবসায়ী ইংরাজ-দিগের যত্নে লুপ্তরত্নের উদ্ধার হইয়াছে। এই সকল অমূল্য গ্রন্থ তমসাচ্ছন্ন কালের অতীত ভারতেতিহাসে এক অধ্যায় যোজনা করিয়াছে। আমাদের পিতৃ পিতামহগণ আপনাদের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা করিবার ভার অপরের হস্তে প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। তাঁহারা আত্মপ্রশংসা করিলে নিরয়গামী হইবার ভয় করিতেন। তাঁহাদের চক্ষে পার্থিব উন্নতি অপেক্ষা ধর্ম্মোন্নতি সহস্রগুণে শ্লাঘ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। তখন ব্রাহ্মণগণ মুখে মুখে ধর্ম্মশাস্ত্র রক্ষা করিতেন। কঠিন বৈষয়িক বিদ্যার ভার বিশেষজ্ঞদিগের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। ক্রমে রাজশক্তি বিনষ্ট হইলে, ব্রাহ্মণগণের পতন হইলে ভারতের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শিল্প-বিদ্যা সমস্তই লোপপ্রাপ্ত হইল। চারণ ও ভাটগণ পূর্ব্বগৌরব বিস্মৃত হইয়া নূতনের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিয়া জীবিকা উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল। যতটুকু ইতিহাস ও ভূগোল ধর্ম্ম-পুস্তকাদির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, তন্মাত্র আমাদের জন্য অবশিষ্ট রহিল। যদি কোন চারণ ভট্ট প্রাচীন গণ্ডীর সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া দুএকটি ঐতিহাসিক ঘটনা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, অনিলে, কীটদংশনে, অরাতি অত্যাচারে তাহা বিলুপ্তগর্ভে বিলীন হইয়াছে। তাই আমরা অতীত ইতিহাসের জন্য পরমুখাপেক্ষী।

গ্রীক ও গ্রীক মুখে আমরা যে প্রাচীন ভারতকাহিনী শুনিতে পাই, বেদ-পুরাণ-বাক্য মন্থন করিয়া আমরা যে ঐতিহাসিক উপাদান প্রাপ্ত হই, গিরি-গুহা-কানন-ভগ্নস্তূপ মন্দির প্রভৃতি অন্বেষণ করিয়া আমরা যে উৎকীর্ণ লিপি ও ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই, চীন পরিব্রাজকদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত তাহা অনুপূরণ করে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস এখন ও অসম্পূর্ণ, এখনও তাহাতে চেষ্টা গবেষণা ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্র প্রসারিত রহিয়াছে। কিন্তু চীনগ্রন্থ ভারতের যে উজ্জ্বল-চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে তাহা বিশদ, মূল্য ও অতুলনীয়।

ভারত-কুসুমের ধর্ম্ম-সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া বিদেশীয় অলি আসিয়াছিল। তাহারা আসিয়াছিল মধু আহরণ করিতে, তাহারা আসিয়াছিল প্রাণে আগ্রহ, হৃদয়ে ভক্তি ও মনে শ্রদ্ধা লইয়া। তাহারা আসিয়াছিল বিনয়-নম্রতা, বিশ্বাস ও সরলতা লইয়া। তাহারা ইউরোপ হইতে বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা লইয়া, দম্ভ ও অহঙ্কার লইয়া, ভ্রূকুটি ও নাসিকাকুঞ্চন লইয়া ভারতে আসিয়াছিল না। তাহারা চীন হইতে সাধন ও তপস্যা লইয়া ভারতে আসিয়াছিল। তাই সিদ্ধিলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল, তাহারাও তাহাদের দেশ চীন।

আসিয়াছিল অনেকে, কিন্তু স্বদেশের ও স্বজাতির মঙ্গলের জন্য, ভারতবিবরণ লিখিয়াছিল কয়েকজনমাত্র (১)। যাঁহারা লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে লেখনী ধারণ করিয়া পথপ্রদর্শন করিবার গৌরব চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ানের।

চীন হইতে ভারতে আসিবার পথ পূর্ব্বে বহু বিঘ্নসঙ্কুল ছিল। মরুভূমি, পর্ব্বত ও সাগর উভয় দেশের ব্যবধানে অবস্থান করিয়া অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হইলেও উভয়কে বহু-দূরবর্ত্তী করিয়া রাখিয়া ছিল। বিশেষতঃ তখন বিজ্ঞানের উন্নতি হয় নাই। মানব তখনও কৃতকার্য্যতার সহিত বাহ্যপ্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিবার সম্যক্ শক্তি ও সামর্থ্যলাভ করিতে পারেন নাই। এত বাধা ও অসুবিধা সত্ত্বেও খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী অতীত হইতে না হইতে চীন সাহিত্যে ভারতভ্রমণকাহিনী স্থান পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ করিয়া যে সকল উৎসাহী যুবক ভারতভ্রমণে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রধানতঃ দ্বিবিধ উদ্দেশ্য ছিল—বুদ্ধের জীবনী ও ইতিহাস সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞানলাভ, এবং ভারতের পুণ্য-স্থানসকল পরিদর্শন। ভারতে চীনীয় তীর্থ-যাত্রীর সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। ৬৭০ খৃঃ ইৎসিঙ্ (Itsing) এদেশে আসিয়াছিলেন। তাহার ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে অন্যূন বিংশজন চীন-পরিব্রাজক ভারততীর্থে আগমন করিয়াছিলেন। ইৎসিঙ্গ জেহুয়েন (Szehuen) হইতে মহাবোধি-

(১) "Many were called, but few were chosen."

ক্রম পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন (১)। ২৯০ খৃষ্টাব্দে চু-সি-হিং (Chu-si-hiug) খোতান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে ফালিঙ্গ (Faling) উত্তরভারতে আগমন করিয়াছিলেন! কিছুদন হইল বোধগয়াতে চীনলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় চি-আই (Chi-I) এবং হো-ইয়ুন (Ho-Yun) অন্যান্য চীনীয় পুরোহিতসহ বৌদ্ধগয়া তীর্থ পরিদর্শন করতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয় চীন পরিব্রাজকদিগের মধ্যে ফাহিয়ান ও হিউয়েন সাঙ্গের নামই সাধারণে সুপরিচিত।

সিফাহিয়ান বা শাক্যপুত্র ফাহিয়ানের আদি নাম কুঙ্গ (Kung)। লোকে খৃষ্টান এবং মুসলমান হইলে যেরূপ নূতন নাম গ্রহণ করে, কুঙ্গও সেইরূপ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া শিঃ অথবা শাক্যপুত্র নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফাহিয়ান চীনের অন্তঃপাতী শান্‌সি (Shansi) প্রদেশে পুইজ ইয়াঙ্গ (Puiz yang) জিলায় উ-ইয়াঙ্গ (Wu-yang) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি তিন বৎসর বয়সে "শ্রমণের" পদ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত চীনভাষায় কো-কুও-কি (Fo-kwo-ki) নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত কো-সাঙ্গ-চুএন (ko-sang-chuen) নামক গ্রন্থে তাঁহার বিস্তৃত বাল্যজীবন বর্ণিত হইয়াছে। দুর্লভ বৌদ্ধগ্রন্থসকল সংগ্রহ করিতে ফাহিয়ান অন্যান্য সহযাত্রী শ্রমণদিগের সঙ্গে চঙ্গান (changan) নামক স্থান হইতে ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে বহুপর্য্যটন দ্বারা অভিজ্ঞতালাভ করিয়া নান্‌কিন্ (Nankin) নগরে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। তথায় তিনি বুদ্ধদেবের পুণ্য বংশসম্ভূত বুদ্ধভদ্রনামক জনৈক ভারতবাসী শ্রমণের সাহায্যে বহুগ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণবৃত্তান্ত "ফোকুওকি" লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার মহাজীবনের বিশেষ কার্য্য সমাপ্ত হইলে ফাহিয়ান ৮৬ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

(১) সুঙ্গ ইয়ুন (Sung-Yun) ৫০২ খ্রীষ্টাব্দে কাবুল উপত্যকা ও উত্তরপশ্চিমপঞ্জাবে কোথি বা বোধিক্রম পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন।

ভারত-ভ্রমণ (সারাংশ)।

ফাহিয়ান শান্‌সি প্রদেশের অন্তর্গত চঙ্গানে বাসকালে চীনদেশীয় বিনয় পিঠকের অসম্পূর্ণ অবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবং বৌদ্ধ গ্রন্থসকলের মূল প্রামাণিক ও বিশুদ্ধ সংস্করণ সংগ্রহের জন্য ভারতে তীর্থযাত্রা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তদনুসারে হুওউইকিঙ্গ (Hwui king) তাওচিঙ্গ (Tao-Ching), হুয়াইচিঙ্গ (Hwai Ching) হুওউইওয়া (Hwui wa) প্রভৃতি চীনশ্রমণদিগের সমভিব্যবহারে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর অবসানকালে তিনি শুভদিনে শুভক্ষণে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ দর্শনাভিলাষে তীর্থযাত্রা করিলেন।

চঙ্গান হইতে লুঙ্গ অতিক্রম করিয়া শাক্যপুত্র ফাহিয়ান কিন্‌কুই (Kien-kwei) পৌছিলেন। তথায় বর্ষাঋতু অতিবাহিত করিয়া নিউট্যান (Niutan) আসিলেন। তৎপর ইয়াংলু (yanglu) পর্ব্বত পার হইয়া চাঙ্গইয়েতে (Chang yeh) উপনীত হইলেন। রাজার অনুরোধে বর্ষাকাল তথায় অবস্থান করিলেন। চাঙ্গ ইয়েতে তাঁহাদের সহিত চিইয়েন (Chi-yen), হোয়াইকিন্ (hwui-kin), সাঙ্গশ্যান (Snagshan), পাওইয়ুন (Paoyun), সাঙ্গকিন (Sang kin) প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইহারাও ভারতের তীর্থযাত্রী। অতঃপর তথা হইতে তুন হোয়াঙ্গে (Tun hwung) গমন করিলেন। এইখানে মাসাধিককাল বাস করিয়া তত্রত্য রাজকর্ম্মচারীর সহিত ৪জন সঙ্গিসহ ফাহিয়ান পুনরায় ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পাওইয়ুন ও অন্যান্য যাত্রীদিগের সহিত এই স্থান হইতে তাঁহাদিগের বিচ্ছেদ ঘটিল। তুনহোয়াঙ্গের রাজপ্রতিনিধি লিহো (Liho) (উত্তর ভারতীয় লিচ্ছাবী বংশীয় 'সিংহ' কি না বুঝিতে পারা যায় না)। তাঁহাদিগের মরুভূমি অতিক্রম করিবার নিমিত্ত যান বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

ক্রমাগত চলিয়া ১৫০০ লি (১) পথ অতিক্রম করিয়া সপ্তদশদিনে তাহারা শেন্ শেন্ (shen shen) নামক পর্য্যন্ত দেশে উপনীত হইলেন। এই দেশের রাজা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সংঘারামে প্রায় ৪০০০ শ্রমণ বাস করিতেন। এই স্থানে সকল বিষয়েই ফাহিয়ান

(১) ৬ লি = ১ মাইল। অথবা ১ লি = ১০৭৯.১২ ফুট।

"If we reckon 6li to the British mile, according to the usual road distance of the Chinese pilgrims." The li may be reckoned at the full value of 1079. 12ft which it possessed in the 8th Century &c.

P Li, Cunningham's Ancient Geography of India.

ভারতবর্ষের ছায়া দেখিতে পাইলেন। তথায় মাসাধিক বাস করিয়া উত্তর পশ্চিম অভিমুখে প্রায় এক পক্ষকাল চলিয়া উয়াই (wai, waki) নামক স্থান প্রাপ্ত হইলেন। ফুবংশীয় রাজকর্ম্মচারী কুঙ্গসুনের আশ্রয়ে দুই মাসাধিক কাল এখানে অবস্থান করিলেন। চিইয়েন, হুয়াইকিউ, হুয়াইওয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য কাওচাঙ্গে ফিরিয়া গেলেন; এখানকার অধিবাসীরা আতিথেয়তা বর্জ্জিত। ফাহিয়ান ও তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীরা দক্ষিণ পশ্চিমদিকে চলিতে লাগিলেন। বিজনপথে একমাস পাঁচদিন পর্য্যটন করিয়া খোতানে উপনীত হইলেন। তথায় বহুলক্ষ বৌদ্ধের বাস। খোতান সমৃদ্ধিশালী দেশ। এখানে মহায়ন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। শাসনকর্ত্তা, ফাহিয়ান এবং তাঁহার সঙ্গীদিগকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। সংঘারামে প্রায় ৩০০০ শ্রমণ বাস করিতেন। তাঁহারা ধীর, সভ্য এবং বিনয়ী। ঘণ্টাধ্বনিদ্বারা শ্রমণদিগকে ভোজনে আহ্বান করা হইত। ভোজনকালে কেহ বাক্যালাপ করিত না। হুয়াইকিঙ্গ, তাওচিঙ্গ, হুয়াইতা অগ্রেই কিশা (kiesha) অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ফাহিয়ান ও অপর সকলে রথযাত্রা দেখিতে খোতানে তিনমাস অবস্থান করিলেন। (১)

বৎসরের চতুর্থ মাসের ১ম দিন হইতেই রথযাত্রার আয়োজনের সূত্রপাত হয়। নগরের সমস্ত রাজপথ পরিষ্কৃত করিয়া তাহাতে জল সিঞ্চন করা হয়। রাজপথের উভয় পার্শ্ব

(১) ফাহিয়ানের পাটলীপুত্রের রথোৎসব বর্ণনাও বিশদ। তথায় তিনি অন্যূন ২০ খানা রথ একসঙ্গে শোভাযাত্রায় বাহির হইতে দেখিয়াছিলেন।

সুশোভিত করা হয়। নগরের বহির্দ্বারের নিকট বিস্তৃত ও সুসজ্জিত চন্দ্রাতপতলে রাজা রাণী এবং অন্যান্য রাজপুরললনাগণসহ অবস্থান করেন। সংঘারামের মহায়ন শাখাভুক্ত বৌদ্ধশ্রমণেরা সর্ব্বাগ্রে মূর্ত্তি লইয়া শোভাযাত্রায় বহির্গত হন। নগর হইতে ৩।৪ লি দূরে একটি চতুশ্চক্র বিশিষ্ট রথ প্রস্তুত হয়। উহা দেখিতে একটি অট্টালিকাসদৃশ এবং প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ। রথোপরি নেতের পতাকা উড্ডীন করা হয় এবং চন্দ্রাতপ বিস্তৃত হয়। রথে মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া তাহার উভয় পার্শ্বে দুই বোধিসত্বের মূর্ত্তি রক্ষিত হয়। নানা দেবমূর্ত্তি ইহাদের পার্শ্বচররূপে চারিদিকে স্থাপিত হয়। নানাবিধ স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার রথবিলম্বিত হয়। মূর্ত্তি নগরদ্বার হইতে প্রায় ১০০ ফুট দূরে নীত হইলে রাজা রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া নববস্ত্রে ভূষিত হইয়া নগ্নপদে গন্ধপুষ্প-হস্তে পাত্রমিত্রসহ নগর হইতে বাহির হইয়া আসেন। বৌদ্ধমূর্ত্তির নিকটে আসিয়া তিনি অবনতশিরে প্রণিপাত করিয়া মূর্ত্তির চরণ পূজা করেন। মূর্ত্তি নগরে প্রবেশ করিলে রাজমহিষী ও রাজপুরস্ত্রীগণ অজস্র কুসুম বর্ষণ করিতে থাকেন। ইত্যাদি। ফাহিয়ান বিস্ময়ে বলিয়াছেন "So splendid were the arrangements for worship!" (১) পূজার এমনই সুবন্দোবস্ত!

রথযাত্রা শেষ হইলে ফাহিয়ানের সাঙ্গশান (Sang shan) নামক জনৈক সহাযাত্রী একজন তাতার (হু) তীর্থযাত্রীর সহিত কিপি (কাবুল) অভিমুখে গমন করিলেন। ফাহিয়ান ও অন্যান্য সকলে সিউহো (Tseu-ho) বা ইয়ার্কন্দের দিকে অগ্রসর হইলেন। ২৫ দিন পরে তাঁহারা তথায় উপনীত হইলেন। ইয়ার্কন্দে মহায়ন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এবং প্রায় সহস্রাধিক শ্রমণ তথায় বাস করিত। এক পক্ষকাল ইয়ারকন্দে বিশ্রাম করিয়া তাঁহারা পুনরায় চলিতে লাগিলেন। ৪ দিন পর্য্যন্ত দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া সুঙ্গলিঙ্গ (Tsungling) পর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন এবং তৎপর ইউহোয়াই (yu-hwai) নামক স্থানে উপনীত হইয়া বিশ্রাম করিলেন। অনন্তর পঞ্চবিংশ দিন পর্য্যটন করিয়া কিশা (Cushits) দেশ প্রাপ্ত হইলেন। এখানে তাঁহাদের সহিত হোয়াই কিঙ্গ (Hwai king) ও অন্যান্য যাত্রীদিগের পুনর্মিলন হইল। এদেশের রাজা পঞ্চবর্ষ পরিষদ অনুষ্ঠান করিতেন। ফাহিয়ান এখানে একটি বুদ্ধদন্তস্তূপ দেখিতে পাইলেন। এখান হইতে মাসাবধি ক্রমাগত উত্তর ভারত অভিমুখে চলিয়া সাংলিং পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ভারতের সীমান্তর্গত তোলি (Toli) (১) নামক ক্ষুদ্র দেশ প্রাপ্ত হইলেন।

সাঙ্গলিঙ্গের পার্শ্বে পার্শ্বে দক্ষিণ পশ্চিমদিকে ১৫ দিন যাবৎ চলিয়া পর্ব্বতপ্রাচীরের নিম্নদেশে সিন্তুহো (Sin-tu-ho) নামক নদী দেখিতে পাইলেন। নদী পার হইয়া উচাঙ্গ বা উদায়নে উপস্থিত হইলেন। এই স্থান হইতে উত্তর ভারতের আরম্ভ। মধ্যভারতের ভাষা এখানে

(১) Intro. xxvi—xxvii, To kwoki; Beal.

Buddhistic Records of the Western World.

(১) Ta-li-lo উপত্যকা, হিউয়েনসাঙ্গ।

প্রচলিত। বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বত্রই শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন। এখানে বুদ্ধের পদচিহ্ন ছিল। অল্পায়ন (Little Vehicle) বৌদ্ধধর্ম্মই এদেশে প্রচলিত ছিল। ফাইকিঙ্গ, তাওচিঙ্গ, হুয়াইতা অগ্রে যাত্রা করিলেন। ফাহিয়ান বর্ষাকাল এখানে অতিবাহিত করিলেন। বর্ষান্তে তিনি দক্ষিণদিকে সহিতো (Swat) গমন করিলেন। কথিত আছে বুদ্ধ পূর্ব্বজন্মে এইস্থানে স্বশরীর হইতে মাংস প্রদান করিয়া শ্যেনপক্ষীর কবল হইতে কপোতকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এখানে বুদ্ধজীবনের এই ঘটনার একটী স্মারক-স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

স্বাত হইতে পাঁচদিন পূর্ব্বমুখে চলিয়া কিন্তোওয়াই (Kien-to-wei) বা গান্ধার-দেশ। অশোকপুত্র ধর্ম্মবর্দ্ধন এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এখানে ফাহিয়ান রজতকাঞ্চনাদি-বিভূষিত এক বিশাল স্তূপ দেখিয়াছিলেন। তথা হইতে পূর্ব্বদিকে সাতদিন চলিয়া চুচাসিলা (Chu-cha-shi-la) বা তক্ষশীলা প্রাপ্ত হইলেন। (১) উহার দুইদিনের পথ পূর্ব্বে বুদ্ধ কোনও পূর্ব্বজন্মে ক্ষুধার্ত্ত সিংহকে ভোজনার্থ স্বশরীর প্রদান করিয়াছিলেন। এই উভয় স্থানেই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই স্থান হইতে দক্ষিণে ৪ দিন পর্য্যন্ত গমন করিয়া ফোলসা (Fo-lu-sha), পুরুষপুর বা পেশোয়ারে উপনীত হইলেন (২)। এখানে রাজা কণিষ্কের জন্ম ও আবির্ভাব সম্বন্ধে বুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। পেসোয়ারে ফাহিয়ান এক প্রকাণ্ডস্তূপ দেখিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন এত উচ্চস্তূপ সমগ্রজম্বুদ্বীপে আর দ্বিতীয় ছিল না। সৌন্দর্য্য ও দৃঢ়তায় ইহা অতুলনীয় ছিল। বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র (কমণ্ডলু) এই স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল। পাওইয়ুন এবং সাঙ্গকিঙ্গ বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র অর্চ্চনা করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। হুয়াইকিঙ্গ, হুয়াইতা এবং তাওচিঙ্গ পূর্ব্বেই নগরহার দেশে বুদ্ধের দন্ত, কপাল (Skull) এবং ছায়ার পূজা করিতে গিয়াছিলেন। হুয়াইচিঙ্গ পীড়িত হইয়াছিলেন। তাওচিঙ্গ তাঁহার তত্ত্বাবধারণের জন্য রহিলেন। হুয়াইতা একাকী পেসোয়ারে ফিরিলেন। তৎপর হুয়াইতা, পাওইয়ুন এবং সাঙ্গলিঙ্গ একত্র (Tsei land), চীনদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। হুয়াইইঙ্গ বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র মন্দিরে বাস করিয়া তথায়ই দেহাবসান করিলেন। অতএব ফাহিয়ান এই স্থান হইতে একাকী বুদ্ধের শিরাস্থি (কপাল) তীর্থে যাত্রা করিলেন। ১৬ যোজন পথ চলিয়া নাকিবানগরহার দেশে উপনীত হইলেন। হিলো (হিড্ডা) (২) সহরে বুদ্ধের মস্তকাস্থি বিহার। উহার সর্ব্বত্র সোণালী কাজ করা। বিহার বর্গাকারে গঠিত এবং প্রত্যেক দিক প্রায় ৪০ ফুট দীর্ঘ।

ইহার যোজনান্তর উত্তরে রাজধানী অবস্থিত তথায় একটী বুদ্ধের দন্তস্তূপ ছিল। বোধিসত্ব পূর্ব্বজন্মে এইখানে দীপাঙ্কর বুদ্ধকে প্রদান করিবার জন্য ৫টী পুষ্পের নিমিত্ত অর্থদান

(১) p 104—121. Cunningham's Ancient Geography of India.

(২) Cunningham's Ancient Geography pp 78—79.

(২) জালালাবাদের নিকট, Ibid p 45.

করিয়াছিলেন। নগরের ঈশানকোণে এক যোজন দূরে উপত্যকার প্রবেশপথ। তথায় বুদ্ধের দন্ত রক্ষিত ছিল এবং একটী বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। দন্তটী চন্দনকাষ্ঠ নির্ম্মিত (Oxhead sandal wood) এবং ১$\frac{৭}{১০}$ চঙ্গ দীর্ঘ। উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া ৪ দিন পর্য্যন্ত পশ্চিমদিকে গমন করিয়া ফাহিয়ান বুদ্ধের সংহতি বিহার প্রাপ্ত হইলেন। নগরহার সহরের অর্দ্ধযোজন দক্ষিণে একটী গুহা। তথায় বুদ্ধ তাঁহার ছায়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। ফাহিয়ান এই বুদ্ধ ছায়া স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিলেন। যেন বুদ্ধ স্বয়ং বর্ত্তমান। উজ্জ্বল কাঞ্চনবর্ণ, অঙ্গচিহ্ন সকল স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল। ছায়া হইতে প্রায় ৫০০ পা দূরে পশ্চিমদিকে বুদ্ধ কেশ ও নখ কর্ত্তন করিয়া তদুপরি সকল ভবিষ্যস্তূপের আদর্শস্বরূপ স্বয়ং শিষ্যগণের সাহায্যে এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ফাহিয়ান এই স্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন।

শীতের দুই মাস এখানে থাকিয়া ফাহিয়ান দুইজন সঙ্গীসহ তুষরাবৃত পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া দক্ষিণে অগ্রসর হইলেন! হুয়াইকিঙ্গ পথিমধ্যে শীতাতিশয্য বশতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ফাহিয়ান পর্ব্বতের দক্ষিণপার্শ্বে লো (রোহ আবগানিস্থান) দেশে উপস্থিত হইলেন। (১) তথায় প্রায় তিন সহস্র শ্রমন বাস করিত। এই দেশে বর্ষাকাল যাপন করিয়া তিনি দক্ষিণদিকে চলিতে লাগিলেন। দশদিন পর্য্যটন করিয়া পোনা (Pona) বা বান্নু নামক স্থানে পৌঁছিলেন। তথা হইতে তিন দিন পূর্ব্বমুখে যাইয়া সিনতু (sin-tu) বা সিন্ধুনদী পার হইলেন। নদীর অপর পারে পিতু (ভিদা) নামক স্থানে অধিবাসিদিগের আতিথেয়তা বর্ণনাতীত। (২)

(ক্রমশঃ)

শ্রীরসিকলাল রায়।

(১) Banu, vide pp 84—85 Cunningham's Ancient Geography of India.

(২) "They liberally provided necessary entertainments according to the rules of religion,

Rev. S. Beal.

"নিঃক্ষত্র" শব্দের মূল কোথায়?

যে দেশের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের এক যোগের কার্য্য পবিত্রতাজনক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, (১) যে দেশে "ত্বং দৈবীর্বিশ ইমা বিরাজা যুষ্মৎ ক্ষত্রমজরং তে অস্তু" (হে অজাতশত্রু ক্ষত্রিয়! আপনি এই সকল প্রজাসমূহের দেবোপম স্বভাব লইয়া বিরাজিত আছেন) (১) এবং "তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে রাজসূয়ে ক্ষত্র এব তদ্‌যশো দদাতি" (সেই কারণে ক্ষত্রিয় হইতে কেহ শ্রেষ্ঠ নাই; যদিও ব্রাহ্মণ জাত্যংশে ক্ষত্রিয়কে নিম্নে রাখিয়াছেন তত্রাপি রাজসূয় যজ্ঞে মঞ্চস্থ ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণ স্বীয় যশো অর্পণ করতঃ উপাসনা করিয়া থাকেন) (২) প্রভৃতি ভাবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়জাতির অনুগত হইয়াই অবস্থান করিয়াছেন; সেই দেশে স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়জাতির নিঃশেষ করিয়াছেন! এই বিসদৃশ বাক্য!! এবং এতদুপলক্ষে জনপদ বিধ্বংসী সংঘর্ষণকাহিনী পুরাণাবলীর বক্ষফলকে প্রতিফলিত রহিয়াছে, এসকল ফলকলিপি কি সত্য! সত্য হইলে "ক্ষত্রং তৎ পরাদাদ্ যোঽন্য ত্রাত্মন ক্ষত্রং বেদলোকা" (ক্ষত্রিয়কে যে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানে অর্থাৎ দ্বেষ করিয়া থাকে, ক্ষত্রিয় তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষার সহিত পরাস্ত করিয়া থাকেন) (৩) এই শ্রুতি কেন প্রযুক্ত হইয়াছে; ফলতঃ এশ্রুতির অনুশাসনেও বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণদ্বারা ক্ষত্রিয় বিনাশ হয় নাই, তবে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন মাত্র। সেই অভিযান দমন করিতে ক্ষত্রিয়গণ অস্ত্র ব্যবহার করায় উভয়ের যে সঙ্ঘর্ষণ হয়, তদনুকূল কচিৎ মন্ত্রাংশের স্পষ্টার্থ লইয়া পৌরাণিকেরা "নিঃক্ষত্র" শব্দের গঠন করিয়াছেন। এখন সেই গঠনপ্রণালী পাঠকদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি, তাহার মর্ম্মার্থ গ্রহ হইলেই যথার্থ তাৎপর্য্য লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণবাদি পুরাণপাঠে অবগত হওয়া গিয়াছে যে বেদশাখা সমূহ ধৃত গাথা নারাশংসী ও ইতিহাস প্রভৃতির বিকল্পভেদই পুরাণ নামে কথিত হইয়াছে। তবেই দেখিতে হইবে "নিঃক্ষত্র" শব্দের মূলসূত্র বেদের কোন্ শাখায় আছে। অথর্ব্ববেদীয়া শৌনকীয়া শাখার ৫।৪।১৮।৩ সংখ্যায় ব্রাহ্মণ ও অগ্নির বিরোধমূলক একটি মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। "নির্বৈ ক্ষত্রং নয়তি হন্তি বর্চোগ্নিরিবারব্ধো বিদুনোতি সর্বম্।" অস্যার্থ অত্র নিঃক্ষত্র শব্দস্য অর্থভেদঃ ক্ষত্রং নয়তি। কিম্ভূতং ক্ষত্রং নয়তি? যদগ্নের্তেজাংষি ক্ষত্রানীতিনৈরুক্ত্যৈর্বেদাধিগমাত্তান্ (১) ক্ষত্রং নয়তি বিলোপয়তি। "নঃ" নিঃষেধদ্বোরনাত্রানাদ্বা ক্ষত্র ইতি বহ্নের্তেজঃ সিদ্ধম্। তানি নয়তি সম্বরণং করোতি কিম্বা হন্তি হননং করোতি অগ্নেস্তেজো বিনাশসূচকঃ "নিঃক্ষত্র" শব্দঃ উৎপন্নং (কেন কিমর্থঞ্চ অগ্নিং বিনশ্যতে?) পুলোম্না স্বকীয়াপত্ন্যা অবমাননাধিগম্য ভৃগুণাভিশপ্তঃ। অতঃ অগ্নিঃ আরব্ধ সমারব্ধে যজ্ঞে সর্ব্বং সাধারণং জনানাং বিদুনোতীব পরিতাপং বর্দ্ধয়ত্যেব ইতি।

১। যজুর্ব্বেদ ২। ২৫

১। অথর্ব্ববেদ ৬। ১০। ৯৮। ২
২। বৃহদারণ্যক ১। ৪। ১১
৩। বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২। ৪। ৬

১। "যস্য তে অগ্নে! অন্যে অগ্নয় উপক্ষিতো বয়া ইব।
বিপো ন দ্যুম্না নি যুবে জনানাং তব ক্ষত্রানি বর্দ্ধয়ন্।"
ঋগ্বেদ ৮।১৯।৩৩

অস্যোপরিভাষ্যকারসায়ণাচার্য্যাহ—"হে অগ্নে! যস্য তে তবান্যেঽগ্নয়ো বয়া ইব বৃক্ষস্য শাখা হবোপক্ষিতঃ সমীপে নি বসংতো জনানাং জানি মতাং মনুষ্যাণাং মধ্যেঽহং তস্য তব ক্ষত্রাণি তেজাংষি বলানি বা তস্য বর্দ্ধয়ন্ বিপো নঃ। স্তোতৃণামৈতৎ। অন্যে স্তোতার ইব দ্যুম্না দ্যোত মানান্যন্নানি যশাংসি বা নি যুবে। নিতরাং প্রাপ্নোমি ত্বৎ প্রসাদাল্লভেয়মিত্যর্থঃ।

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রাংশের অভিপ্রায় এই যে 'নিঃ' নিঃশেষ হইতে রক্ষা করে বলিয়া উহার গূঢ়ার্থ ক্ষত্র, কিন্তু তাহা তেজস্বান্ যজ্ঞাগ্নি ই, তাঁহাকে হনন করায় তিনি জনসাধারণকে বিহিত-বিধানে পরিতাপ প্রদান করেন। ক্ষত্রশব্দে অগ্নির তেজই ঋগ্বেদে পাওয়া যায়, পুলোমা-রাক্ষস ভৃগুর পত্নীর অবমাননা করায় এবং এবং অগ্নি তাহা দেখিয়াও রক্ষা না করাতে ভৃগু অগ্নিকে যে অভিসম্পাত করেন তাহা-তেই আত্মসংহার করেন। এই আত্মসংহার অর্থাৎ স্বীয় ক্ষত্রবলের সম্বরণ করায় "নিঃক্ষত্র" শব্দে অগ্নির তেজ বিনাশ-ই উপপন্ন হইতেছে। ভৃগু ও অগ্নির বিরোধ বিষয়ক বিবরণ মহা-ভারতে এই ভাবে আছে,—

"ইতি শ্রুত্বা পুলোমায়া ভৃগু পরম মন্যুমান্।
শশাপাগ্নিমতিক্রুদ্ধঃ সর্বভক্ষো ভবিষ্যসি ॥ ৬।১৪
সর্বভক্ষঃ কথং ত্বেষাং ভবিষ্যামি মুখং ত্বহম্।
চিন্তয়িত্বা ততো বহ্নি শ্চক্রে সংহার মাত্মনঃ ॥১২
বিনাগ্নিনা প্রজাঃ সর্বা-স্তত স্তাসন্ সুদুঃখিতাঃ।
অথর্ষয় সমুদ্বিগ্নাঃ দেবান্ গত্বাব্রুবন্ বচঃ ॥"৭।১৪
আদিপর্ব্ব।

বঙ্গার্থ।—(গৃহে রক্ষিত অগ্নির নিকট) মহামনা ভৃগু (পুলোমা রাক্ষস দ্বারা স্বীয় পত্নীর অবমাননার বিষয় জানিয়া) অতি ক্রোধে অগ্নিকে "সর্ব্বভক্ষ হও" বলিয়া অভিসম্পাত করেন। ভবিষ্যতে আমার মুখ সর্ব্বভক্ষ হইবে বহ্নি ইহা চিন্তা করিয়া তৎপর আত্মসংহার অর্থাৎ (লোকনয়নের অন্তরালে) গমন করি-লেন। তখন অগ্নি অভাবে জনসাধারণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। ইহাতে ঋষি-গণ সমুদ্বিগ্ন হইয়া (দেবলোকে গমন করতঃ (অগ্নির অভাবের কথা) দেবতাদিগকে বলিলেন।

এখন সুযোগ্য পাঠকদিগের বোধ হয় আর "নিঃক্ষত্র" কথার মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে বেগ পাইতে হইবে না। কারণ কে মন্ত্রাংশ উদ্ধার করিয়া "নিঃক্ষত্র" শব্দের ব্যাখ্যা করা হই-য়াছে, তৎসহ মহাভারতোক্ত অগ্নি ভৃগুর বিবরণটী সম্পূর্ণরূপে মিল হইয়া গিয়াছে। তবে কথা এই পুরাণকার ভৃগুর দ্বারা "নিঃক্ষত্রত্ব" প্রতিপাদন করেন নাই ভার্গব রাম কর্তৃত্বেই করিয়াছেন; সুতরাং ঐ আখ্যা-য়িকায় "নিঃক্ষত্র" ব্যুৎপাদিত হইলেও উহাকে সহজে সাধারণে গ্রহণ করেন না। এরূপ কথা কিন্তু নিতান্ত অল্পজ্ঞ জনের অবৈধ প্রয়োগ। পুরাণ সমূহ যখন বেদাবলম্বন করিয়াই লেখা হইয়াছে তখন সেই বেদের কথা জনসাধারণ সহজে গ্রহণ করিবেন না কেন? আমরা ত বেদের মন্ত্রাংশ লইয়াই কেবল প্রমাণ করিতে প্রস্তুত হই নাই, সমগ্র যজু বেদ হইতেই ভার্গব ও চান্দ্রবৈতহব্যদিগের সংঘর্ষণ এবং তৎফলে ভার্গবদিগের ঘৃণিত পরাজয়ের কথা বিবৃত করিতে প্রস্তুত আছি। প্রসঙ্গত একটী পরাজয়ের কথা এই স্থলে উদ্ধার করিয়া সংশয়াপন্ন পাঠকের চিত্তভ্রম দূরকরা যাইতেছে।—

"ভূমিষ্টে পাতু হরিতেন বিশ্বভৃদগ্নিঃ পিপর্ত্বয়সা সযোষাঃ।
বীরুধ্রিষ্টে অর্জ্জুনং সংবিদানং দক্ষং দধাতু সুমনস্যমানম্ ॥৫
ত্রেধাজাতং জন্মনেদং হিরণ্য মগ্নেরেকং প্রিয়-তমং বভূব
সোমস্যৈকং হিংসি তস্য পরাপতৎ।
অপামেকং বেধসাং রেত আহুস্তৎ
তে হিরণ্যং ত্রিবৃদস্তায়ুষে ॥"৬
অথর্ব্ববেদ ৫।৬।১৮

অন্বয়ার্থ।—ভূম্ ভূমিং ইষ্টে। ইচ্ছতি ইষ্টে অভিলষিতে বিরুধঃ সোমরস বিশেষঃ পাতু রক্ষতু বিশ্বভৃদগ্নিঃ জগদ্ধারণকারীবহ্নিঃ অয়সা হিরণ্যেন জ্যোতির্ময়েন বা হরিতেন অঙ্গুলিনা যুনক্তু বা পিপর্তু পালনং করোতু তৎ সোমরসং সুমনস্য মানং পবিত্র চেতসং সংবিদানং সম্যক্ জ্ঞাতং অর্জ্জুনং অগ্নেঃ রূপস্য চৈতহব্য দায়াদস্য সযোষাঃ স্ত্রিয়াসহ দক্ষং বলম্ দধাতু ধারয়তু তৎ তে ইদং আহুঃ কথয়ন্তঃ ত্রেধা জাতং জন্মন ত্রিবিধ ভাবে জন্ম শালিন (কিম্ভূতং?) অগ্নি রেকং যে প্রিয়তমং হিরণ্যং জ্যোতির্ম্ময়ং বভূব; একং সোমস্য চন্দ্রবংশ জাতস্যৈকং (সঃ কোস্তি?) যৎ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনমভবৎ, তস্য হিংসি হিংসিত্বা (কোহিংসি? ভার্গবেন হিংসি) পরা ঘৃণা অপতৎ নিধনপ্রাপ্তবান্। একং অপাং ভুণাম্ (যৎকথিতং) বেধসাং মেধাবিনাম্ রেত উদকং সূত্রাত্মাণা তু এবং হিরণং জ্যোতির্ময়ং আয়ুষে আয়ুষ্কর্ম্মে ত্রিবৃদ-স্তোম বিশেষং হীত ভাবঃ।

উদ্ধৃত মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে রাজা কামনা থাকিলে সোমরস রক্ষা করিবে। যাহা জগদ্ধারণকারী অগ্নি স্বীয় জ্যোতির্ম্ময় করদ্বারা রক্ষা করিতেছেন। তাহা পবিত্রচিত্ত ও সম্যক্ জ্ঞাত সপত্নীবৈতহব্য অর্জ্জুনের বলকে ধারণ করুক! কথিত আছে সেই জননশীল এই ত্রিবিধ প্রকারে জাত—প্রিয়তম জ্যোতি-র্ম্ময় অগ্নিই এক, চন্দ্রবংশে সমুৎপন্ন কার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুন অপর এক, তাঁহাকে ভার্গবগণ হিংসা করিয়া সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিল; এবং সেই হিরণ্ময়কেই একমাত্র জননসার শুক্র কহে তাহা আয়ুষ্কর্ম্মে ত্রিবৃদ স্তোম।

উদ্ধৃত বেদ প্রমাণেও হৈহয় কার্ত্তবীর্য্যা-র্জ্জুনকে ভার্গবগণ হিংসা করিয়া যে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিল তাহাও সম্যক্প্রকার জানিতে পারা গেল। এই প্রমাণ ব্যতীত অথর্ব্ববেদ ও মহাভারতে ঐ উভয় বংশের বিরোধমূলক ভূয়োভূয়ঃ উপাখ্যান আছে; বাহুল্য বিবেচনায় তাহার অবতারণা করিয়া আর পাঠকবর্গের ধৈর্য্য নষ্ট করিতে প্রয়াস পাইব না। তবে পৌরাণিকেরা যে ভার্গব রামের কর্তৃত্বে "নিঃক্ষত্রত্ব" ব্যাপার নিষ্পন্ন করিয়াছেন এস্থলে তাহাই অপরাপর বৈদিক প্রমাণ সাহায্যে খণ্ডন করিব।

শুক্লযজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনব্রাহ্মণে অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রকরণে শ্রুতি বিহিত হইয়াছে যে,—যজ্ঞকারী নৃপতি যজ্ঞান্তে যূপস্পর্শ করিয়া সেনা-মুখ ভীষ্মকে চিন্তা করিবেন ॥২ সেই যজ্ঞাগ্নি কৃষ্ণমুখ, তিনি পূর্ব্বাগ্নিকারী এই জন্য পূর্ব্বাগ্নির চিন্তা করিবেন ॥৩ ব্রহ্মবিদ্যাও তদনুবর্ত্তিনী এই জন্য স্ত্রী পুরুষেরও চিন্তা করিবেন ॥৪॥ এবং—

"আশ্বিনাবধোঃ রামৌ বাহ্বোঃ। বাহ্ব্যো-রেব বলং ধত্তে তস্মাদ্রাজা বাহুবলী ভাবুকঃ ॥"৫
শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩।১।১১

অন্বয়ার্থ—আশ্বিনৌ আশ্বিনীনন্দনৌ নাসত্য-দস্রৌ কিন্তত্র তাৎপর্য্য ভঙ্গ প্রসঙ্গাত্তৎ পৌত্রৌ নকুল সহদেবৌ রামকৌ ক্ষত্রিয়ৌ উত দ্বৌ (অতবৈদিকত্বাদ্বিভক্তি বিপরিনামেনান্বয়ঃ কার্য্যঃ নকুলসহদেব ক্ষত্রিয়াভ্যামিত্যর্থঃ) তয়োরধঃ হী নৌ রামৌ ভার্গব মার্গবেয়ৌ যয়োর্বৃত্তান্তমৈত-রেয় শ্রুত্যাধি গতং তয়োর্বাহ্বোঃ বাহোর্বীর্য্যা-দিত্যর্থঃ। ভার্গব মার্গবেয়ৌ ব্রাহ্মণৌ দ্বৌ

নকুল সহদেব ক্ষত্রিয়ভ্যাম্ বাহ্বোর্বীর্য্যাদ্ধীনা-রিতিভাবঃ। যতঃ বাহ্বো এব এনম্ প্রকারেণ বলং বীর্য্যং ধত্তে ধারয়তি তস্মাৎ তৃত হেতো রাজা ক্ষত্রিয় নৃপতিঃ বাহুবলী বাহুবলবিশিষ্টঃ ক্ষত্রিয়ঃ (অত্র বিভক্তি বিপরিনামেন বাহুবল-শালিনং ক্ষত্রিয়ং) ভাবুকঃ চিন্তাপরায়ণো ভূয়াদিত থঃ।

উপরি উদ্ধৃত শ্রুতির ভাবার্থ এই যে, অশ্বিনীপৌত্র নকুল ও সহদেবনামক প্রসিদ্ধ পাণ্ডব কনিষ্ঠদ্বয় হইতেও ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত ভার্গব ও মার্গবের রামনামক ব্রাহ্মণদ্বয় নিকৃষ্ট। কিসে নিকৃষ্ট? বাহুবীর্য্যে নিকৃষ্ট। কেন না বাহুর বলধারণই স্বার্থ সে কারণে ক্ষত্রিয় নৃপতি বাহুবলী ক্ষত্রিয়ের চিন্তক হইবেন।

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির প্রমাণে বুঝা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ রামদ্বয়ের বাহুবীর্য্য থাকিলেও ক্ষত্রিয় নকুল সহদেবের বাহুবীর্য্য হইতে হীন ছিল। সম্ভবতঃ কোনও সময় ঐ দুই ব্রাহ্মণের সহিত নকুল সহদেবের বীর্য্য পরীক্ষা হইয়াছিল এবং তাহাতে বীরত্ব গর্ব্বিত ব্রাহ্মণদ্বয় পরাভূত হইয়াছিলেন। সেই জন্য শ্রুতি ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন "ব্রাহ্মণ রামদ্বয়ের বাহুবল অশ্বিনী অপত্যদ্বয়ের বাহুবল হইতে হীন।" তবেই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল যে, হীন-বীর্য ভার্গব রাম অথবা মৃগয়ুর পুত্র রাম, বীর্য্যবান্ ক্ষত্রিয়দিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া ক্ষত্রিয়দিগের উচ্ছেদ করা দূরে থাকুক বরং পরাভূত হইয়াছিলেন। এই গর্ব্বিত ব্রাহ্মণদ্বয় সম্বন্ধে সম্রাট্ পরীক্ষিতনন্দন জনমেজয়ের যজ্ঞ উপলক্ষে একটি নিন্দাজনক বিষয় জানিতে পারা যায় যে,—

"পারিক্ষিতস্য জনমেজয়স্য বিকশ্যপে যজ্ঞে তৈ তে তত্র বীরত্ব আহুঃ কস্মি ংশ্চো অস্মা-কাস্তি বীরো য ইমং সোমপীথমভিজেষ্যতীতি। অয়মহমস্মি (১) বো বীর ইতি হোবাচ রামো ভার্গবেয়ো রামো হাস মার্গবে যোঽনূচানঃ শ্যাপনীয় স্তেষাং হোত্রিষ্টতামুবাচাপি মু রাজন্নিথং বিদং বেদে রুপ্যাপয়ন্তীতি। স্বস্তং কথং বেদ ব্রহ্মবন্ধুরিতি।"

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।২৭।৫

বঙ্গার্থ—পরীক্ষিত কুমার রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে সমাগত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সেই দুই গর্ব্বিত ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন;—কে এমন বীর্য্যবান্ আছে যে বীর, এই সোমপায়ীকে সমস্তাদ্ জয় করিতে পারে? তাহাতে ভার্গব বংশীয় রাম বলিলেন,—তোমাদের মধ্যে ইনিই বীর যে হেতু মৃগয়ুনাম্নী ব্রাহ্মণ সম্পর্কীয়া নারীর পুত্র এই গর্ব্বিত রাম তাহাদেরই অর্থাৎ তোমাদেরই আছে; কিন্তু পরকীয় শত্রু বিজয়ী ভার্গবরাম আমি পূর্ব্বাপরই বর্ত্তমান আছি। তখন সেই হোতৃ অবস্থিত মার্গবেয় রাম প্রত্যুত্তরে বলিলেন—হে রাজন্! যাগ সম্বন্ধে প্রযোগ প্রকারাভিজ্ঞ আমাকে বরণ করিয়া ত্বরায় দণ্ড-পাণি দৌবারিকদ্বারা ইহাদিগকে বিতাড়িত করুন। তাহা শ্রবণ করিয়া বিশ্বম্ভর অর্থাৎ যজ্ঞে সমাগত ব্রাহ্মণগণ পরস্পর পরস্পরকে ব্রাহ্মণাধম বলিয়া ধাবিত হইলেন।

প্রাগুদ্ধৃত শ্রুতিদ্বয়ের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে ব্রাহ্মণ রামদ্বয় বীরত্বের গর্ব্ব করিত বটে, সে গর্ব্ব ক্ষত্রিয়ের

১। "অয়মহমস্মি সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন অয়মহ-মস্মি ইত্যাদি।

নিকট খর্ব্বই হইয়াছিল সুতরাং এতদ্বিধ অসম্ভবে সম্ভব করিয়া ক্ষত্রিয় নিঃশেষের কথা প্রতিষ্ঠাকামী পৌরাণিক ব্রাহ্মণদিগের কষ্ট কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ফলতঃ এ কথা বলা যাইতে পারে যে ব্রাহ্মণ জাতি ত বাবৎমানকাল প্রতিষ্ঠিত আছেন তাঁহাদের আবার প্রতিষ্ঠার কামনা কোথায়? ব্রাহ্মণ সর্ব্বাশ্রম সমাজে প্রথম স্থানাধিকার করিয়াছেন সত্য কিন্তু ক্ষত্রিয় শৌর্য্য-বীর্য্য-বীর্য্য-ব্রহ্মবিদ্যার নিলয়। পুরাকালে অনেক বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের নিকট বিদ্যার্থী হইয়াও সহজে তাহা লাভ করিতে পারেন নাই। এইরূপ বহুতর ঐতিহ্য রহিয়াছে। কুতূহলী পাঠক নিম্নোদ্ধৃত সাম শ্রুতিটী পড়িলেই তাহা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

"ইয়ং ন প্রাক্ তত্ত্বঃ পুরাবিদ্যা ব্রাহ্মণান্
গচ্ছতি তস্মাদু সর্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্য।"
ছান্দোগ্যোপনিষদ ৫।৩।৭

বঙ্গার্থ—"এই সনাতনী ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণ-দিগকে কখন দেওয়া হয় নাই; সেই কারণে প্রাচীনকাল হইতে জনসাধারণ বলিয়া থাকে যে এই তত্ত্ব ক্ষত্রিয়ের।"

যাঁহাদের জাতীয়তার গৌরব আছে তাঁহারা কি এই অবমাননা সূচক উপেক্ষা শুনিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন? কখনই নহে। সুতরাং তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ-দিগের স্বার্থপরতা তথা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছু হইয়া মন্ত্রার্থের কষ্টার্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না? তাই বলিতেছিলাম হে কায়স্থাখ্য ক্ষত্রিয়বৃন্দ! আসুন আপনারা অবিলম্বে উপনয়ন গ্রহণ করিয়া বেদ বিস্তার করুন এবং তাহার স্বার্থের দ্বারা জনসাধারণের ভ্রম দূর করিয়া দিয়া পৈত্রপদের অনুস্মরণ করুন।

ওঁ শান্তি ওঁ।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মণঃ।

ছোট-বৌ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

(৫)

ভ্রমণান্তে সন্ধ্যার পরেই ললিতমোহন গৃহে ফিরিয়াছেন। আহারাদি সম্পন্ন করিয়া প্রসন্ন-মনে শয্যায় আশ্রয়গ্রহণ করিয়া কত সুখের স্বপ্ন দেখিতেছেন—কত কথা ভাবিতেছেন। ছোট বৌয়ের সহিত আজ শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেই কিভাবে রসালাপ করিবেন, কি কি কথার আলোচনা করিবেন, স্থির করিতেছেন। আজ ছোট বৌ আসিতে কেন বিলম্ব করিতে-ছেন; ভাবিয়া অধীর হইতেছেন। পদসঞ্চা-রের শব্দ শুনিলেই উপাধান হইতে মস্তকো-ত্তোলন করিয়া চাহিয়া দেখিতেছেন! ছোট বৌ স্বামীর এতটা আকুলতাসত্ত্বেও রাত্রি ১২টার সময় গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া পান সাজিয়া নিজে খাইলেন—স্বামীকেও একটা দিলেন; পরে স্বামীর বাম-

পার্শ্বে শয্যাশিকার করিলেন। ছোট বৌ যে সম্প্রতি যতীনের বিবাহ দিতে অসম্মত হইলেন—প্রতিকূলাচরণ করিলেন, ললিতমোহন ক্ষণকালের জন্য ইহা মনে স্থানদান করেন নাই। বরং তিনি ছোট বৌয়ের অত্যন্ত প্রসন্নতারই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছেন। দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক বঙ্গীয় মহিলাই আজকাল কচি খোকার বধূ দর্শন জন্য উন্মাদিনী প্রায় হইয়া পড়েন বধূদর্শনে আহ্লাদে আটখানা হন; ছোট বৌ যে তাঁহাদের প্রকৃতির না হইয়া স্বতন্ত্র প্রকৃতির হইবেন; এরূপ ভাবিবার ললিতমোহনের কোন চিন্তার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। ছোট বৌ বিবাহ সম্বন্ধে কখনি কোন আলোচনা করেন নাই। ললিতমোহন হৃষ্টচিত্তে পান চিবাইতে চিবাইতে ছোট বৌকে কহিলেন—এত দিনে ত বৌয়ের শাশুড়ী হতে চল্‌লে। আর কি এখন ত তোমার সুখের দশা! গৃহকর্ম্মের ঝঞ্ঝাট অনেক লাঘব হবে—বসে বসে থাক্‌বে; ভাত থাবে আর হাত ধোবে!

ছোট বৌ। এত সুখে আমার কায নাই। ভগবান্ শরীরটা সুস্থ রাখ্‌লে আমি খেটে খেতেই সুখানুভব করি। "বাবু-নারী" হতে আমার সাধ নাই।

ললিত। সুখ এসে সাম্‌নে উপস্থিত হলে কে তাকে দূর করে দেয়। ছোট বৌ একথার কোন উত্তর না দিয়া বিরক্তচিত্তের অবসন্নস্বরে কহিলেন—ছেলের বিয়ে সম্প্রতি স্থগিত রাখ্‌লে ভাল হয় না? স্ত্রীর কাছে ললিতমোহন এরূপ কথা শুনিবেন, আশা করেন নাই—তিনি কথা শুনিয়া বিরক্ত হইলেন এবং বিরক্তিপূর্ণস্বরে কহিলেন—স্থগিত রাখ্‌তে বল্‌ছ কেন? তোমার কথায় আমি এমন ভাল সম্বন্ধটী হাতছাড়া করে নির্ব্বোধ সাজ্‌তে পার্‌ব না।

ছোট বৌ। এত অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া ভাল নয়। তা ভাল সম্বন্ধ হাতছাড়া হবে বলে ছেলের ভাল মন্দের দিকে কি দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে না?

ললিত। কি, অল্প বয়স? এ বয়সে বিবাহ দিলে কি মন্দ হবে? যতীনের বয়স ত আঠার বছর—বসুদের কান্তির বার বছরে বিবাহ হইয়েছে—যামিনী চৌদ্দ বছর বয়সে বিবাহ করেছে। যার যখন সুবিধামত সম্বন্ধ যোটে; সে তখনি বিবাহ দেয়, তা বার চৌদ্দ বছরই কি আর আঠার বছরই কি। তোমার যত সৃষ্টিছাড়া কথা।

ছোট বৌ। আমার সৃষ্টিছাড়া কথা নয়, হিন্দুশাস্ত্রেরই কথা। তোমরাই আজকাল সৃষ্টিছাড়া হয়ে পড়েছ, তাই শাস্ত্রসম্মত কথাও তোমাদের কাছে ভাল লাগে না।

ললিত। অল্প বয়সে বিবাহ দিলে কি হয়?

ছোট বৌ। এও জান না—আয়ুঃক্ষয় হয়; বংশ লোপ হয়। তোমাদের হিন্দুশাস্ত্রকারেরা এই জন্যই যুবক যুবতীর সম্মিলনেরই পক্ষপাতী ছিলেন—বালক যুবতীর মিলনের বিরোধী ছিলেন।

ললিত। সে কেমন?

ছোট বৌ। সে কেমন শুন্‌বে—হিন্দু-বিবাহের সর্ব্বনিম্ন বয়সের পরিমাণ কন্যার আট বছর—বরের ২৪ বছর। ২৪ বছরের বর আট বছরের কন্যার পাণি পীড়ন করবে। চিন্তা করলে দেখ্‌তে পাবে পুরুষের ৩০ বৎসরের নিম্ন বয়সে স্ত্রীসম্মিলন ঋষিরা প্রকারান্তরে

নিষেধ করে গিয়াছেন, ৮ বছরের মেয়ে চৌদ্দ বছরের সন্তান ধারণশক্তি পায় ৩০ বছরের পুরুষ সন্তানোৎপাদনে অধিকারী হয়। ঋষিরা এত সতর্ক যে ২৪ বৎসরের পুরুষকে ১০ বছরের মেয়ে বিবাহেরও অনুমতি দেন নাই। সন্তানসন্ততির দীর্ঘজীবন ও সমাজের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করিলে বালকবিবাহ রহিত করা নিতান্ত আবশ্যক। স্বার্থান্ধ হ'য়ে আত্মদর্শনে বিহ্বল হওয়া কাপুরুষেরই শোভা পায়। মানুষের সেইরূপ প্রবৃত্তি সংযত করাই প্রাচীন।

ললিতমোহন আর ছোট বৌয়ের কথা সহ্য করিতে পারিলেন না—ছেলের বিয়ে দিবেন; টাকা পাইবেন; ভাল শ্বশুরঘর কুটুম্ব হবে—এতেও ছোট বৌ বাঁধা দিতে প্রস্তুত। ভদ্র লোকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা স্থির হয়ে গিয়াছে—দাদাকে বিস্তারিত লিখেছেন—শুভময় সম্বন্ধের খবর রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে; এখন ছোট বৌয়ের কথায় ছেলের বিবাহ বন্ধ রাখিলে লোকে তাহাকে কি বলিবে; এ চিন্তায় ললিতমোহনের মস্তিষ্ক গরম করিয়া তুলিল। ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিলে স্বভাবতঃই রোষোৎপত্তি হয়; তাতে আবার প্রচুর অর্থ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটিলে মানুষ অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে। ললিতমোহনের নিকট ছোট বৌয়ের যুক্তিতর্ক অনাবশ্যক বিরক্তিকর ও অনাধিকার চর্চ্চা ব'লয়া অনুমিত হইল। তিনি ক্রোধে কম্পিতস্বরে বলিলেন—এজে দেখ্‌ছি, স্মার্ত্ত রঘুনন্দের অবতার! শাস্ত্রছাড়া কথা কয় না! স্ত্রীলোকের অতটা কি ভাল—মেয়ে মানুষ মেয়ে মানুষের মত থাক্‌লেই ভাল দাঁড়ায়। ছেলের বিয়ে এখন দেওয়া উচিত কি অনুচিত সে চিন্তা আমরাই কর্‌বো—তোমার সে কথায় মাথা ঘামাবার দরকার নাই।

ছোট বৌ। মাথা ঘামাবার দরকার না থাক্‌লে কথা কহিতেই বা কে? ছেলের ইষ্টানিষ্টের চিন্তায় আমার অধিকার তোমার অধিকার হতে কম নহে—বরং বেশী। দশমাস দশদিন কষ্টভোগ আমিই করেছি।

ললিত। তবে আর কি, মাথা কিনে নিয়েছ। উনিই যেন দশমাস দশদিন কষ্ট পেয়েছেন, আর কোন মেয়ে মানুষ যেন ঐরূপ কষ্ট ভোগ করে না! কোন্ ভদ্রস্ত্রী, স্বামীর কথার উপর কথা কয়—কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করে? তোমার মত বেয়াদব স্ত্রীলোক আমি কমই দেখেছি। ছোটলোকের ঘরেও এমন তর স্ত্রীলোক কম।

ছোট বৌ কখনও স্বামীর কাছে তিরস্কৃত হন নাই; আজ স্বামীর মুখে কর্কশবাক্য শুনিয়া তাহার মর্ম্মে বড় আঘাত লাগিল—চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল—ক্রোধের সঞ্চার হওয়ায় শরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি—উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"যা মুখে আসে, তাই বল'না। মনেরেখ আমি তোমার স্ত্রী দাসী নহে। আমি কখনও তোমাকে অসম্মানজনক কথা বলিনাই। আজ বাড়াবাড়ি কর্‌লে ছাড়াছাড়ি নাই। তুমি যা বল তা বল; তোমার চোকরাঙ্গানিতে আমি ভয় পাব না। আমার অমতে ছেলের বিয়ে দিতে তুমি কখনও পার্‌বে না।

ললিতমোহন ক্রোধে অধীর হইলেন; স্ত্রীর ভেদ তাহার পীড়াদায়ক হইল। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন।—"আমি ছেলের বিয়ে

দিব—দিব, দেখি কে ঠেকায়। এতদূর স্পর্দ্ধা! মেয়ে মানুষের এতবড় জোরের কথা! আবার কথার উপর কথা বল্‌লে মাথাভেঙ্গে দিব।" শান্তি পূর্ব্ব হইতেই ঝগড়ার সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া প্রস্তুত ছিলেন। ললিতমোহনের চীৎকার শুনিয়া ঘরের বাহির হইলেন। ললিতমোহনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"ছোটদাদা আরম্ভ করেছেন কি—লোকে নিন্দা কর্‌বে যে—সেজ খুড়ো এখনও সজাগ; আপনার হল কি?

"না,—পাঁজি মাগী আমাকে জ্বালাতন করে মার্‌লে—আর সইতে পারি না। আমার উপর কর্ত্তৃত্ব! আমি চল্‌লেম তোদের বাড়ী ছেড়ে—ওকে যদি কালই বাড়ী হতে বিদায় করে না দিস্ তবে আর এ বাড়ীতে কখনও আস্‌ব না।" ললিতমোহন এ কথা বলিতে বলিতে দরজা খুলিয়া রাগে গড় গড় করিতে করিতে জ্ঞানবাবুর বাড়ীপানে ছুটিলেন। শান্তি কত নিষেধ করিলেন—কাণে তুলিলেন না। ছোট বৌ বসিয়া বসিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। শান্তি সান্ত্বনা দিয়া বিছনায় শোওয়াইয়া নিজেও ছোট বৌয়ের পাশে শয়ন করিলেন। ললিতমোহনের আনন্দ-কল্পনা কলহে পর্য্যবসিত হইল।

(৬)

রোষোন্মত্ত ললিতমোহন সেই রাত্রে জ্ঞানবাবুর বাড়ী উপনীত হইয়া তাঁহাকে জাগাইলেন। জাগাইয়া ছোট বৌয়ের নানারূপ দোষ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ছোট বৌ যে তাঁহার নানারূপ অশান্তির কারণ হয়েছেন; তাহা বুঝাইলেন। তিনি যে প্রায় প্রতি কাযেই প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার মনোবেদনা দেন; তাহাও জানাইলেন, এই-মাত্র ছোট বৌয়ের সহিত যে ঘটনা উপলক্ষে ঝগড়া হইয়াছে তাহাও প্রকাশ করিলেন। জ্ঞানবাবু বন্ধুর দুঃখে মুখে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন,—মনে মনে ছোট বৌয়ের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন—প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নানাদুঃখের কথায় চলিয়া গেল; পরে উভয়ে একত্র শয়ন করিলেন—জ্ঞান বাবুর পত্নী সে রাত্রের জন্য স্বামীর শয্যাধিকার হইতে বঞ্চিতা হইলেন। ললিতমোহন ও জ্ঞান বাবু উভয়ের কাহারও সে রাত্রে আর নিদ্রা হইল না। থাকিয়া থাকিয়া ললিতমোহন ছোট বৌয়ের নানাচ্ছন্দে দোষ-কীর্ত্তন করিয়া জ্ঞান বাবুকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। পরদিন প্রভাতে যতীন মাতাপিতার কলহের কথা শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। পিতাকে বাড়ী আনয়নের জন্য যত্ন করিলেন; তিনি কিছুতেই আসিলেন না। কেবল মুখে এক কথা, 'ওকে বাড়ী হতে দূর না কর্‌লে কখনি বাড়ী যাব না।' যতীন জ্ঞানবাবুর দ্বারা পিতার মত পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলেন—মাতার অভিপ্রায় যে সৎ ও যতীনের ইচ্ছানুরূপ তাহা জ্ঞানবাবুকে ভাল করে বলিতে বলিলেন—এইক্ষণ ছাত্রজীবনে বিবাহ করিলে তাহার যে যথেষ্ট ক্ষতি হইবে; ইহাও বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম করাইতে অনুরোধ করিলেন। গ্রামের আরো দু'একজন ভাল লোক ললিতমোহনকে ছোট বৌয়ের শুভ সঙ্কল্পের সহায়তা করিতে পরামর্শ দিলেন। কুলোকেরা উত্তেজিত করিয়া একটু মজা দেখিতে প্রয়াস পাইল। এইরূপে ৭।৮ দিন

গেল। ক্রমেই ললিতমোহনের মতের পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতে লাগিল।

এদিকে ছোট বৌকেও নানাজনে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবার জন্য নানারূপ বলিতে লাগিল—স্বামীর অবাধ্যাচরণ করা সতী-নারীর কর্ত্তব্য নহে; তাহাতে লোকনিন্দাও যেমন—অধর্ম্মও তেমন। ছোট বৌয়ের ন্যায় শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতীর পক্ষে সেরূপ ব্যবহার অশোভন। যেই যত বলিল, ছোট বৌ কিছুতেই বিচলিতা হইল না—তাঁহার সঙ্কল্প অটল করিয়া রাখিলেন। তিনি মনে মনে জানিতেন—"স্বামীর মত পরিবর্ত্তন শীঘ্র হউক আর বিলম্বেই হউক হইবেই"—দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিয়া শুভসঙ্কল্প নষ্টকরা তাঁহার অভিপ্রেত হইল না। ললিতমোহনের সহিত যে রাত্রে ছোট বৌয়ের ঝগড়া হয়—তার পরদিন ছোট বৌ ভাসুর-ঠাকুরের কাছে বর্ত্তমান সময় যতীনের বিবাহের অসঙ্গতি সম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ একপত্র লিখিয়া কনিষ্ঠকে নিষেধাজ্ঞা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি সেই পত্র পাইয়া ললিত-মোহনকে একপত্র লিখিয়াছেন; সেপত্রও ললিতমোহনের হস্তগত হইল। শারদাবাবুর বিস্তীর্ণপত্রের সংক্ষিপ্তমর্ম্ম এইরূপ—ছোট বৌ-মা, আমার একাধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। তাঁহার পরামর্শ আমাদের শোনা আবশ্যক। আমি চিন্তা করে দেখিলাম, যতীনের বিবাহ আজকাল না দেওয়াই ভাল। সংসার-খরচ ও পড়ার খরচ আমি যেরূপে পারি চালাইব। তুমি ছোট বৌয়ের মনঃপীড়া দিয়া যতীনের অনুপযুক্ত বয়সে পরিণয়োদ্যম্ ত্যাগ কর।" ক্রমেই ললিতমোহনের মত পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছিল; যাহা কিছু বাকী ছিল, দাদার পত্র পাইয়া তাহাও আর রহিল না—ললিত-মোহন বিবাহ দিবার ইচ্ছা আর অন্তঃকরণে স্থান দিতে পারিলেন না। তিনি শান্তচিত্তে গৃহে গমন করিলেন। স্বামী স্ত্রীতে দেখা হ'লে লজ্জায় প্রথমতঃ কেহই কথা কহিতে পারিলেন না—"ছোট বৌ হাসিতে লাগিলেন। ললিতমোহন হাসিয়া বলিলেন—হাস্‌বেই ত? তোমার জেদ-ই ত বহাল রইল—তোমারই ত জয় হ'ল।' ছোট বৌ বিনীতভাবে কহিলেন—'অন্যায় জেদের বশবর্ত্তী হইয়া কখনি ছোট বৌ, স্বামীর মনোবেদনার কারণ হন নাই—জয় আমারও নয়—তোমারও নয়—তোমার বংশের জয় হ'ল।' তুমি স্বামী দেবতা, আমার অপ্রিয় বাক্য-প্রয়োগ-দোষ ক্ষমা কর। আমি যেন এইরূপ অন্যায় পথ হইতে সর্ব্বদাই স্বামীকে ফিরাইয়া আনিতে পারি।

ললিতমোহনও বলিলেন—'আমার ব্যবহারও তুমি ভুলিয়া যাও—আমার প্রতি প্রসন্না হও।' ছোট বৌ হাসিয়া উঠিলেন। পতি-পত্নীর মনোমালিন্য অরুণোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় বিলোপ হইয়া গেল। এইরূপে ছোট বৌ, সমাজের উপর একটী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিলেন, দেশবাসী নরনারীর মনে বিবাহ সম্বন্ধে একটা অভিনব চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিলেন—সমাজ ও বংশের হিতকামনায় কিরূপে স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে হয়, সমাজকে তাহা দেখাইলেন। ছোট বৌয়ের শিক্ষা ও হৃদয়ের বল এবম্প্রকারে সামাজিক কুসংস্কার ও স্বামীর হৃদয়ের উপর জয়লাভ করিল। যতদিন বঙ্গের ঘরে ঘরে ছোট বৌয়ের ন্যায় নারীগণ, সমাজ-চিন্তা না করিবে, ততদিন পুরুষের গগনভেদী

উচ্চচীৎকারে সমাজের পর্ব্বতপ্রমাণ আবর্জ্জনার একগাছি তৃণও স্থানচ্যুত হইবে না; আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস্। ভগবান্ সন্নিধানে প্রার্থনা করি, গৃহে গৃহে নারীহৃদয়ে ছোট পৌরের প্রকৃতি সংক্রামিত হউক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

প্রাচ্যে প্রতীচ্যপ্রভাব।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

বঙ্গীয় সমাজের এ জাগরণে, এ উত্থানে এবং শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়াকলাপে কতিপয় শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য নীচমনা ব্রাহ্মণ খড়্গহস্ত হইয়াছেন এবং হিংসা ও অসূয়ানলে দাবানল-সৃষ্টি করিয়া হিন্দুর জাতীয়জীবন ভস্মীভূত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। আবার কতিপয়, দুষিত দুর্গন্ধি ঈর্ষা ও অভিমানের আক্রোশে এবং নীচস্বার্থে প্রণোদিত হইয়া অকৃতজ্ঞতার শাণিত খড়্গগ্রহণে, হিংসার সাংঘাতিক অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া ক্রোধে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং অবিরত জাতীয়জীবনের মেরুদণ্ডে আঘাত করিতেছেন। আবার কেহ কেহ বা তুচ্ছ অভিমানের বৃশ্চিকদংশনে জ্বালার উপর জ্বালা বাড়াইয়া লইয়া শান্তিময় মিলনমন্দিরে সহসা এক ভীষণ দৈত্যরূপে উপস্থিত হইয়া জাতীয় সুখ-সৌভাগ্য দলিত ও বিধ্বস্ত করিবার দুরভিসন্ধিতে গললগ্নী কৃতবাসে দেবতার নিকট বর ভিক্ষা করিতেছেন, আবার কেহ বা সাম্প্রদায়িক কালিমায় কলুষিত হইয়া অবোধের ন্যায় তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছেন এবং বোধ হইতেছে তিনি যেন গোলাপ, গন্ধরাজ, বেলি, চামেলি প্রভৃতি সুরভি সুন্দর সুখ-শীতল কুসুমের বিলাসউদ্যানে বিষাক্তলতা; অথবা কোকিল, কপোত, শ্যামা প্রভৃতি কলকণ্ঠ-বিহঙ্গ-কূজিত-বিনোদ বিপিনে বিষধর বল্ল বাজপক্ষী কিম্বা অযোধ্যার দেব-ভবনরূপ দশরথ-নিবাসে পাপিষ্ঠা মন্থরা! ভ্রমান্ধ বুঝিতেছেন না যে, বর্ত্তমান ভারতাকাশে হিন্দু ও মুসলমানের প্রধুমিত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবহ্নিতে যে ধূমপুঞ্জ নির্গত হইয়াছে তাহাতেই যে কালমেঘ সঞ্চিত হইয়াছে তাহাই ভয়াবহ, আর নূতন মেঘের সৃষ্টি করিয়া এদেশ উচ্ছিন্ন হওয়ার পথ সুপ্রশস্ত করা কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং ঐরূপ আবেদন নিবেদনে বর্ত্তমান সময়ে কোন ফল ফলিবে না কারণ একতাসংস্থাপনই সুসভ্যজাতির মুখ্যউদ্দেশ্য এবং তাহাই উন্নতির প্রধান সোপান। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া কেহই জ্ঞানের-প্রদীপ ভাবিয়া আলেয়ার আলোর অনুসরণ করিবে না, মন্দারমালা ভ্রমে সর্পকে গ্রহণ করিবে না এবং দেবীর আসনে দানবীর স্থান দিবে না। সত্য বটে যে অতুলনীয় মহাকাব্যের অপার্থিব সৌন্দর্য্যের নিকট জগৎ ভক্তি ও প্রীতির সহিত মস্তক অবনত করিতেছে তাহা আর্য্য-

ঋষির রসময়ী লেখনী হইতে বিনির্গত হয়—যে দর্শনাদি শাস্ত্রে অলৌকিকসাধারণ জ্ঞানগরিমার বিকাশ দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইতেছেন, আর্য্যঋষিগণেই তাহার প্রচার করেন—যে প্রভাবতী চিকিৎসাবিদ্যায় নানারোগের প্রতীকার হইতেছে এই ভারতভূমিতেই তাহার বীজ উপ্ত হয়—যে উজ্জয়িনীজনিতা কবিতাবলীর মধুময় কুসুম স্বর্গীয় সৌরভে বিশ্বমণ্ডল আমোদিত করিতেছে আর্য্যকবি হইতেই তাহা বিকশিত হয়—যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের দুরাবগাহ তত্ত্বে বিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতমণ্ডলী হাবুডুবু খাইতেছেন আর্য্যঋষিগণই তাহা সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। মহাভাব ভারতীয় আর্য্যগণ এইরূপে একসময়ে অসাধারণ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু বহুদিনাবধি সে আলো আঁধারে ডুবিয়াছে, জ্ঞানের সে উজ্জ্বল দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে, উন্নতিচন্দ্রমায় গ্রহণ লাগিয়াছে, জ্ঞানের পারিজাত আর ফুটিতেছে না, সৌভাগ্যসূর্য্য আর উঠিতেছে না, ভারতাকাশ কুসংস্কার অজ্ঞানতার ঘনমেঘে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য-জ্ঞানালোকের এখন ক্রমে ঘোর অন্ধকার অপসৃত হইতেছে, দুই একটী জ্ঞানের পারিজাত ফুটিতেছে এবং কালসহকারে গৌরবরবি উঠিবে এবং উন্নতির বিজলীরেখা বিদ্যুদ্দাম কিরণপ্রভায় ভারতাকাশ বিভাসিত করিয়া বিশ্ববাসী জনগণকে চকিত ও অভিভূত করিয়া তুলিবে। অই দেখুন ভারতগগনে এশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসায়নিক প্রফুল্লচন্দ্র, Dr. P. C. Roy.—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক প্রসন্নকুমার Dr. P. K. Roy. সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ৺মধুসূদন—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ৺রমেশচন্দ্র—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী ৺লালমোহন—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারপতি ৺দ্বারকানাথ ও ৺রমেশচন্দ্র মিত্র এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ লেপ্টেণ্যাণ্ট ৺সুরেশচন্দ্র। ইঁহারা কি পাশ্চাত্য শিক্ষা-কল্পতরুর অমৃতায়মান ফলস্বরূপ নহেন? যে শিক্ষার প্রভাবে স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় সংসারত্যাগী ধর্ম্ম-প্রচারিকের সৃষ্টি হয়, সে শিক্ষা কি কেবল-ই ঐহিক-সর্ব্বস্ব একদেশদর্শী অসম্পূর্ণ শিক্ষা? যে শিক্ষার স্রোতে এইরূপ কৃতী, মহানুভব পুরুষসিংহ সমুদয়ের আবির্ভাব হয়, সে শিক্ষা কি গ্রহণীয় নহে? আর যে জাতিতে ঐরূপ দেবোপম মহাপুরুষগণের রক্ত প্রবাহিত সে জাতি কি হীন জাতি? সে জাতি কি জঘন্য দাসত্ব-ব্যবসায়ী শূদ্র?

সুদূরগগনের শ্বেতস্ফুট অরুন্ধতী যেমন আবিলগগনে চর্ম্মচক্ষের বিষয়ীভূত নহে তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম জ্যোতি নীচজাতিতে এবং সাধারণ মানুষে প্রতিভাত হইতে চাহে না এবং প্রতিভাত হইতেও পারে না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তারস্বরে বলিতেছে Greatmen can only spring from great nation (Sti Mathew) বড়লোক বড় জাতিতেই জন্মে। তাই বলি বঙ্গীয় কায়স্থমহোদয়গণ; পাশ্চাত্যশিক্ষা দীক্ষায় কত নীচজাতি উচ্চজাতি হইতে চলিল, কত নীচজাতি তোমাদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞারচক্ষে দেখিতেছে; জাতীয়তরঙ্গের এ আবর্ত্তনে তোমরা নীরব ও নিশ্চল থাকিও না, এ অধঃপতনের পাততাবস্থায় জীবনপাত করিও না। তোমরা আর্য্যাবর্ত্তবাসী মূল পৌরাণিক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ আর্য্যজাতি। একসময়ে অর্দ্ধেক ভারতবর্ষে তোমরাই রাজপুত্র

ও রাজসম্মানলাভ করিতেছিলে এবং অদ্যাপি তোমাদের স্বজাতিয়েরা গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-কাবেরী-বিধৌতস্থলে,-পঞ্চনদের ইতিহাস প্রসিদ্ধ জনপদে,—একসময়ের স্বাধীনতাপ্রদীপ্ত মহারাষ্ট্রদেশে,—এমন কি ভারতবর্ষের প্রতি পল্লী নিকেতনে সসম্মানে ও সগৌরবে বিরাজিত। যে শিক্ষা দীক্ষা মান সম্ভ্রমে এবং সংস্কার সদাচারে এ জাতি অলঙ্কৃত তোমারাও সেইরূপ আচার ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপে, শিক্ষায় দীক্ষায় অলঙ্কৃত হইয়া জাতীয় মান সম্মান সংরক্ষণে কৃতসঙ্কল্প হও। পিতৃপুরুষের মুখোজ্জ্বল করিয়া এক মহাজাতিতে পরিণত হইয়া একতার বলে বলীয়ান্ হও। একতায় বল-সম্মিলনে সিদ্ধি ইহাই পাশ্চাত্য-শিক্ষা গম্ভীর-স্বরে উপদেশ দিতেছে, জ্ঞানীর এ বাক্য অবশ্য শিরোধার্য্য। পাশ্চাত্যজাতি এই পথের অনুসরণ করিয়া এত বড় হইয়াছেন, মহাজনের পথ-ই গন্তব্য পথ। আর যদি সে সদুপদেশ গ্রহণ না কর, সে পথের পথিক হইতে ইচ্ছা না থাকে তবে সমগ্র ভারতব্যাপী আর্য্য-কায়স্থ জাতিকে তোমাদের পাপ সংস্পর্শে ও অন্যায় পরিচয়ে কলঙ্কিত কর কেন? উপযুক্ত ভ্রাতাকে অনুপযুক্ত ভ্রাতার পরিচয়ে অবমানিত না করাই শ্রেয়ঃ। পাশ্চাত্যশিক্ষার ইহাও একটি সুফল। বর্ত্তমান প্রতীচ্যজাতি অনুন্নত জাতির ধ্বংস সাধন-ই করিয়া থাকেন। যাও তবে তোমরাও যাও—যে পথে প্রাগৈতিহাসিক-কালের অনন্ত কোটি বৎসর সময়, সাগরের অতল গহ্বরে যাইয়া বিলীন হইয়াছে—যে পথে যুগের পর যুগ, মন্বন্তরের পর মন্বন্তর মানবজাতির ক্রমবিকাশ এবং ক্রমোন্নতির ইতিবৃত্ত লইয়া মন এবং বুদ্ধির অগম্য মহাকালের অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে—যে পথে স্বচ্ছসলিলা রামায়ণী গঙ্গার বিষাদময় তরঙ্গরাশি - শ্যামসলিলা লীলাময়ী যমুনার বীচি-বিক্ষোভ-মালা,—কৌরব, পাণ্ডব এবং যাদব প্রভৃতি আর্য্য-বীরদিগের অতুলনীয় প্রতাপ ও মহত্ত্ব এবং আসীরীয় মসীরীয় গ্রীক, রোমক এবং কার্থেজীয় প্রভৃতি অসংখ্য জাতির উত্থান ও পতনের কাহিনী লইয়া তোমাদের যুগ যুগান্তরের ন্যায় কত সহস্র যুগ যুগান্তর অপার ও অচিন্তনীয় কালসমুদ্রের কুক্ষিতে বিলয় পাইয়াছে—তোমরাও বুদ্‌বুদের মত মুহূর্ত্তবিলাসে মুগ্ধ রহিয়া আলস্য-স্রোতে ভাসমান থাকিয়া, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কালিমায় বিলুণ্ঠিত হইয়া, উপেক্ষার্ণবে নিমজ্জিত থাকিয়া এবং অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের কুজ্‌ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন হইয়া সেই মহাকাল-সমুদ্রে যাইয়া চিরকাল তরে ডুবিয়া যাও, এবং তাহা হইলে আর এ বিংশ শতাব্দীর উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইতে হইবে না, পাশ্চাত্য অভিমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত হইতে হইবে না এবং প্রতীচ্য-প্রভাবে উজ্জীবিত হইতে হইবে না।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

সমালোচনা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

এ বিষয়ে বায়ুপুরাণের (১) শেষে একটি উপখ্যান আছে যথা—ব্যাসদেব সমুদায় উপনিষদ দেখিয়া ব্রহ্মসূত্রে নির্গুণ ব্রহ্ম নির্ণয় করিয়া চিন্তা করিলেন যে কোন কোন উপনিষধে দেখিতেছি যে এই নির্গুণ ব্রহ্মের পরেও আর এক জ্যোতি আছে—

এবং ব্রহ্মণি চিদ্রূপে নির্গুণে ভেদবর্জ্জিতে।
গোলক সংজ্ঞকে কৃষ্ণো দীব্যতীতিশ্রুতং ময়া॥

এইরূপে নির্গুণ, ভেদবর্জ্জিত, বিদ্রূপ ব্রহ্মের গোলোক সংজ্ঞা প্রাপ্তস্থানে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান ইহা আমি শ্রবণ করিতেছি।

এই সংশয় উপস্থিত হইলে প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যাসদেব মন্দারপর্ব্বতে চতুর্ব্বেদের আরাধনা করিতে লাগিলেন। চতুর্ব্বেদ তুষ্ট হইয়া ব্যাসদেবের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন যে "তুমি মহাভারত, পুরাণ ও ব্রহ্মসূত্রে যে ব্রহ্ম নির্ণয় করিয়াছ তাহা সাধারণের পক্ষে হইয়াছে কিন্তু সেই আত্মার পুষ্পের গন্ধের ন্যায় আর এক আত্মা আছেন তাহার পর আর কিছুই নাই। আমরা চতুর্ব্বেদ শব্দাত্মক মাত্র আমরা সে স্থানে যাইতে পারি না"—

ইতিহাস পুরাণেষু সূত্রেষ্বপি তথৈব চ।
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বকারণ কারণম্॥
তস্যাত্মনোপ্যাত্ম ভাবতয়া পুষ্পস্য গন্ধবৎ।
রসবদ্ বাভবেদ্রূপং তস্মাৎ পরতরং নহি॥

(১) গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক এসিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরিতে প্রকাশিত।

নচতত্র বয়ং শক্তাঃ শব্দাদীতে তদাত্মকাঃ॥

আরও শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম। দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ; মথুরার শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতর।

ব্রজে কৃষ্ণ পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম।
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে পূর্ণতর পূর্ণ॥
শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ২০ পরিচ্ছেদে।
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতাবক্তাভূদ্ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা মথুরাদিষু॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাব লহর্য্যাং।

দ্বারকা ও মথুরার শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ কিন্তু বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ। শ্রীবৃন্দাবনে ঐশ্বর্য্যের প্রকটরূপে স্থায়ীভাবে বিকাশ নাই। ঐশ্বর্য্য ক্ষণপ্রভার ন্যায় বিকাশ হইতেন। বসুদেব, দেবকী, নন্দ, যশোদা গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বুঝিতে পারিলেই, শ্রীকৃষ্ণ তখনই বৈষ্ণবীমায়া প্রকাশ করিয়া সেই ঐশ্বর্য্য আবরণ করিয়া রাখেন ইহাই ব্রজলীলার মাধুরী! শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে বসুদেব ও দেবকী তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন; কিন্তু তখনই তিনি মায়া বিস্তার করিয়া আপনাকে প্রাকৃত শিশুর ন্যায় দেখাইয়াছিলেন,—

ইত্যুক্ত্বাসীদ্ধরি স্তূষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া।
পিত্রোঃ সংপশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ॥
শ্রীভাগবতে ১০। ৩। ৪৬॥

শ্রীকৃষ্ণ মৃদ্ ভক্ষণ করিলে যশোদা মুখ দেখিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ মুখ ব্যাদন করিয়া মুখের মধ্যে পর্ব্বত, দ্বীপ, চন্দ্র, তারা প্রভৃতি দেখাইলে যশোদা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য জানিয়া তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। অমনি শ্রীকৃষ্ণ মায়া বিস্তার করিয়া সে জ্ঞান হরণ করিলেন; তৎক্ষণাৎ যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র জানিয়া ক্রোড়ে লইলেন,—

ইত্থং বিদিত তত্ত্বায়াং গোপিকায়াং সঈশ্বরঃ।
বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ ॥৪৩
সদ্যোনষ্ট স্মৃতির্গোপী সারোপ্যারোহমাত্মজম্।
প্রবৃদ্ধস্নেহকলিল হৃদয়াসীৎ যথা পুরা ॥৪৪
ত্রয্যাচোপ নিষদ্ভিশ্চ সাংখ্য যোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্ ॥৪৫

শ্রীভাগবতে ১০। ৮।

নন্দমহারাজের শ্রীকৃষ্ণে পুত্র জ্ঞান থাকিলেও উদ্ধবমহাশয়ের নিকট তাঁহার উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন,—

মনসোবৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণ পাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বা চোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎ প্রহ্বণাদিষু ॥৬৬

শ্রীভাগবতে ১০। ৪৭॥

গোপাঙ্গনাগণের ও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য জ্ঞান কখনও কখনও হইত, কিন্তু পরক্ষণেই সে জ্ঞান তিরোহিত হইত! গোপাঙ্গনাগণ রাসে কখন শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বলিতেছেন,—

নখলু গোপিকানন্দনোভবান্।
অখিল দেহিনামন্তরাত্মদৃক্ ॥
বিখনসার্থিতো বিশ্ব গুপ্তয়ে।
সখউদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥৪

শ্রীভাগবতে ১০। ৩১ অধ্যায়ে।

সে ঈশ্বরজ্ঞান পরক্ষণেই লোপ হইয়া পুনরায় বলিতেছেন—

মধুরয়াগিরা বল্গুবাক্যয়া
বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধি করীরিমা বীর মুহ্যতী।
রধরসীধুনাপ্যায়য় স্ব নঃ ॥৮

শ্রীভাগবতে ১০। ৩১ অধ্যায়ে।

শ্রীবৃন্দাবনে ঐশ্বর্য্যশালী নারায়ণ প্রবেশ করিতে পারেন না। গোপাঙ্গনাগণ নারায়ণ-মূর্ত্তি দেখিলে সঙ্কুচিতা হন—

নারায়ণের কা কথা শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
গোপিকারে হাস্য করি হয় নারায়ণে॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখায় গোপীগণ আগে।
সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে॥

শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ৯ পরিচ্ছেদে।

সম্পাদক মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনে বাসিয়া ব্রহ্মের সুখকে পরম সুখ বলিলেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। আপনি গীতার যে শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রমাণ দিয়াছেন তাহা ঈশ্বর সমাধির ভাব নহে উহা আত্মসমাধি। (ঙ)

(ঙ) শাস্ত্রী মহাশয় মৎপ্রযুক্ত "ব্রহ্মসংস্পর্শ-জনিত অপূর্ব্ব আনন্দ" পদের অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আমি ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করি নাই। যোগী যে পরমানন্দ ঈশ্বর প্রণিধানাদি ক্রিয়া দ্বারা লাভ করেন, ভক্ত শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীভগবানের মূর্ত্তিদর্শনে তাহা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ ভক্তের কোন যম-নিয়মাসন ইত্যাদি ক্রিয়া করিতে হয় না। "ব্রহ্মসংস্পর্শং=ব্রহ্মণাপরেণ সংস্পর্শো যস্য তৎ ব্রহ্মসংস্পর্শং, অর্থাৎ যে সুখে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ করা হইয়াছে তাদৃশ সুখকেই ব্রহ্মসংস্পর্শ সুখ বলে। ভাগবতের ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৪৩ শ্লোকটীতে ব্রহ্মজ্ঞান দূর হইবার কোনও কথা নাই। উহাতে কেবল ইহাই মাত্র লিখিত হইয়াছে—স্বরূপানন্দাদপি তেষাং, অক্ষরজুষাং ব্রহ্মানন্দ সেবিনাং ভজনানন্দাধিক্যমাহ, অর্থাৎ

৫। ১৩০ পৃষ্ঠা—১ স্তম্ভ—৯ পংক্তি।
"ক্ষণ" স্থানে "স্থান" হইবে। (চ)

৬। ১৩১ পৃষ্ঠা—১ স্তম্ভ।—২ পংক্তি।
"কিন্তু আমাদিগের নিকট বৃক্ষটি আধুনিক বলিয়া প্রতীয়মান হইল।" ভক্তের নিকট এ কথাও তাঁহার মর্ম্মন্তুদ। "মন্থন চিহ্ন" যদি ভগবানের লীলা বলিয়া বিশ্বাস হইল তাহা হইলে এ বৃক্ষ সমানভাবে আছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না কি? ভগবানে বিশ্বাস থাকিলে সমুদয়ই সম্ভব। পূর্ব্বে ইহাও প্রমাণ হইয়াছে যে বৃন্দাবনের লীলা নিত্য ও শ্রীকৃষ্ণের নিত্য কৈশোর বয়স। ধর্ম্মজীবনে সন্দেহ করা ভাল নহে। (ছ)

সনকাদি মুনিগণের শ্রীভগবানের পদারবৃন্দের তুলসী ইত্যাদির গন্ধে "সংক্ষোভং" অর্থাৎ শরীরে রোমাঞ্চ ও চিত্তে অতি হর্ষ উৎপাদন করিয়াছিল। আমিও তাহাই বলিয়াছি; শ্রী-ভগবান্ সম্বন্ধে আপনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি অক্ষরে অক্ষরে স্বীকার করি কেন না আমিও তাঁহার উপাসক। মূলকথা আমার নিকট শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। এই সম্বন্ধে কোন তর্ক আমি করিব না, কারণ আমার বিশ্বাসে যাহা তিনি তাহাই আমি লিখিয়াছি, তর্ক আমি করিব না, কারণ তর্কে তিনি বহুদূর।

(চ) ইহা মুদ্রাকরের ভ্রম।

(ছ) বৃক্ষটী দেখিয়া বাস্তবিক আমার সন্দেহ হইয়াছিল। আমি উহাকে রক্ষকদিগের অর্থোপার্জ্জনের উপায় বলিয়া মনে করিয়াছিলাম।

৭। ১৩১ পৃষ্ঠা—১ স্তম্ভ। ১৮ পংক্তি।
বৃন্দাবন হইতে গোবর্দ্ধন দশ ক্রোশ নহে— ৭ ক্রোশ। (ঞ)

৮। ঐ—ঐ
"যাত্রিগণ উহার শিখরদেশে আরোহণ করে না" কথাটা ভক্তের নহে। (ট) বৃন্দাবনে যিনি গমন করেন তিনিই পুণ্যশীল। ভগবানের লীলাদর্শন ও শ্রবণ পুণ্য ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না। স্বামীপাদ কহেন যে পুণ্য ব্যতিরেকে লীলা শ্রবণেচ্ছা হয় না

"শ্রবণেচ্ছাতু পুণ্যৈর্বিনা নোৎপদ্যতে"

শ্রীভাগবতে ১ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ২ শ্লোকের টীকা

তখন লীলাশ্রবণ ও দর্শন যে পুণ্য তাহাতে সন্দেহ কি? সুতরাং যাত্রিগণ আরোহণ করেন না। এখানে ধনী ও দরিদ্র নাই, মূর্খ ও পণ্ডিত নাই, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র নাই, ভক্তির নিকট কোন বিচার নাই।

অন্যান্য সামান্য বর্ণাশুদ্ধির উল্লেখ করিলাম না।

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

(ঞ) আমি নিশ্চয় বলিতে পারিলাম না।

(ট) আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উহা হয় মুদ্রাকরের ভ্রম, কিম্বা আমারই লেখনীচ্যুতি। (Slip of the pen.)

আমরা শাস্ত্রী মহাশয়কে সর্ব্বান্তকরণে এই সমালোচনা জন্য ধন্যবাদ দিলাম। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি, আমার ধর্ম্মশাস্ত্রে কিছুমাত্র জ্ঞান নাই।

সম্পাদক।

ভারতেশ্বরাভিনন্দনম্ *

সদাকাঙ্ক্ষ্যং সখ্যাতিগমনুজ পালোভিমহিতং
পদং যন্মর্ত্ত্যানাং সহবসতিকামৈরপি সুরৈঃ।
অবিশ্রান্তো যসৈঁস চ করসহস্রং বিতরতি
স্বয়ং সূর্য্যস্তস্যাঃ ক ইব মহিমা ভারতভুবঃ॥ ১॥

নাথস্তস্যা বৃটননৃমণিঃ সাম্প্রতং সানুকম্পঃ
সম্প্রাপ্তোঽসৌ ভজতি বিষয়ং প্রীতি
পুষ্পাঞ্জলীনাম্।
লোকাঃ সর্ব্বে মুদমধিগতা দেববুদ্ধ্যানুরক্তাঃ
প্রাপ্তানন্দাস্তদিহ নিতরাং রাজতোরাজলক্ষ্মীঃ॥ ২॥

পবনচলিতচেলা দৃশ্যতে বৈজয়ন্তী
পটহনিনদমিশ্রঃ শ্রূয়তে তূর্য্য ঘোষঃ।
ক ইব পুনরপূর্ব্বো জায়তেঽন্তঃপ্রসাদঃ
স্ফুটময়মভিষেকো ভূপতেঃ প্রাপ্তকালঃ॥ ৩॥

হসতু রুচিরশস্য শ্যামলাভূমিরেষা
স্পৃশতু সুচিরমস্য প্রার্থিতং পাদপদ্মম্।
বিকসতু জননেত্রং ভূভৃদালোকলুব্ধং।
ক্ষরতু সপদি তস্মাদুচ্ছ্বসৎপ্রীতিধারা॥ ৪॥

মার্ত্তণ্ডেন সদা ময়ূখনিকরৈর্যন্মণ্ডলং মণ্ড্যতে
দৃপ্তো নৃত্যতি বক্ষসা রণতরী যস্যোদ্বহন্ নীরধিঃ।
শান্তির্যস্য চ ভূরি সম্পদি মহীখণ্ডোঽখিলে
খেলতি।
শ্বেতদ্বীপমণিঃ স ভারতপতিঃ সম্রাট্ চিরঞ্জীবতু॥ ৫॥

প্রথিতচরিত রাজন্ রাজদোর্দ্দণ্ডশালিন্
ভ্রম চ ভুবি দিনীবাখণ্ডলো মণ্ডলেশ।
প্রশমিতখলবর্গা শান্তিমত্যেব পৃথ্বী।
নরবর তব কীর্ত্তিং শংসতীয়ং প্রকাশম্॥ ৬॥

নরপতি শত পূজ্য প্রাজ্য সম্পৎ প্রতানা
রঘুকুরুকুলজানাং ভূভুজাং কর্ম্মভূমিঃ।
জনহিতরত বুদ্ধৌ শুদ্ধ কারুণ্য সিন্ধৌ
ভবতি চ ভবতীশে ভাতি রাজন্বতীয়ম্॥ ৭॥

ক্ষৌণীপেন্দ্র গৃহাণ ভারত সদাঃ ভক্তি-
প্রসূনার্চ্চনাং
তেজে তে জনকো জনপ্রণয়িতাং পুত্রস্তথা
স্যাদ্ভবান্।
সর্ব্বৈরস্য সমস্বরেণ ভবতো মাঙ্গল্য মুদ্‌ঘুষ্যতে।
শ্রীমানাশ্রিত লোকরঞ্জনপটুঃ সম্রাট্ চিরঞ্জীবতু॥ ৮॥

ইতি শম্।

শ্রীহেমচন্দ্র রায় দেববর্ম্মা।

* কতকগুলি গুরুতর মুদ্রাকর ভ্রমনিবন্ধন লেখকের অনুরোধে গত অগ্রহায়ণের প্রতিভা হইতে পুনঃ মুদ্রিত করা হইল। সম্পাদক।

কিসে কায়স্থসমাজ উন্নত হইবে?

ইদানীং কায়স্থসমাজের নেতৃগণ সমাজের কোন্ স্থানে কায়স্থগণ স্থান পাইবেন, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য, শাস্ত্র, পুরাণ এবং ইতিহাস প্রভৃতি অক্লান্ত পরিশ্রমে, পর্য্যালোচনা করিতেছেন; এবং সভাসমিতি করত যৌক্তিক প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক, প্রতিপাদন করিতেছেন, আমরা সমাজের দ্বিতীয়স্থানে আসন পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য! তাঁহাদের সেইসকল প্রামাণিক উক্তির প্রতি প্রণিধান করিলে যাথার্থ্য উপলব্ধি বিষয়ে, আর কোনই সন্দেহ থাকে না। তবে দুই একজন পরশ্রীকাতর ব্যক্তির তাহাতে গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইতেছে বটে। তাহাতে কি আসিয়া যায়; বিরুদ্ধবাদিরা গাত্রকণ্ডুয়ন যুক্তি প্রমাণঘর্ষণে নিবারণ করিতে না পারিয়া, বিরুদ্ধসভাসমিতিরূপ শাল্মলীবৃক্ষে সযোরে গাত্রঘর্ষণ করিয়া ক্ষোভ মিটাইতেছেন। আর অনাভিজ্ঞ কায়স্থদিগকে বিপথগামী করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। কখন কখন বা তাহাদিগকে উপদেশব্যপদেশে বলিতেছেন, "তোমরা শূদ্র, চিরকালই ব্রাহ্মণের ভৃত্য, তোমরা যদি মুষ্টিমেয় অর্ব্বাচীন পৈতাল ওয়াদের কথায় আস্থাস্থাপন করিয়া, পৈতা লও, তবে একদিকে যেমন তোমরা নিরয়গামী হইবে, পক্ষান্তরে তদ্রূপ তোমাদের ঔর্দ্ধদেহিক পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের আশাও লোপ করিবে! এখন ভাবিয়া দেখ, তোমাদের কোন্ পথ অবলম্বন করা সমীচীন?" সে বেচারিরা আর কি করিবে, নরকের ভয়ে যতটা না হউক, পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের আশা লোপাশঙ্কাতেই স্বজাতীয় নেতৃগণের ক্ষীণ চেষ্টায় কর্ণপাত করিতে পারিতেছে না। কায়স্থজাতির মুখোজ্জ্বলকারী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার, কুমার শরদিন্দু রায় এবং মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর প্রভৃতি নেতৃগণ যে প্রাণপণে স্বজাতির উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, ইহা অনভিজ্ঞতা প্রযুক্তই কেহই বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিতেছে না। অথবা ক্বচিৎ কেহ উল্লিখিত বিচক্ষণ নেতৃগণের নেতৃত্ব বিষয়ে আস্থাস্থাপন করিলেও তাঁহাদের মূল্যাবধারণ করিতে অনেকেই সমর্থ হইতেছে না; কি আমাদেরই মত সাধারণ ব্যক্তির শ্রেণীতে সন্নিবেশ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছে না। অধিকন্তু বিরুদ্ধবাদিরা পল্লীতে পল্লীতে সভাসমিতি করিয়া, উপনীত কায়স্থদের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংশ্রব ত্যাগ করিবার জন্য অভ্রভেদী চীৎকারে পল্লীসমূহ মুখরিত করিতেছেন। ইহাতে কি পল্লীসমাজের দরিদ্র সরলপ্রাণ অশিক্ষিত কায়স্থগণ স্থির থাকিতে পারে? বিবাহ, অন্নাশন, শ্রাদ্ধ কিংবা তৎসদৃশ অন্য কোন অনিবার্য্য অনুষ্ঠানের জন্য, পুরোহিতের প্রয়োজন হইলে, তাহারা ভাবিয়া আকুল হন। কাজেই ব্রাহ্মণ তাঁহাদের যতই হীনচক্ষে দেখুক না কেন, পূর্ব্বোক্ত অনিবার্য্য অনুষ্ঠানগুলির জন্য চিরাভ্যস্ত সংস্কারানুযায়ী

ব্রাহ্মণের অনুসরণ করিবেই। ইহাতে নেতৃগণের ক্ষীণচেষ্টা বালির বাঁধ, তাঁহাদের প্রবলবেগ আটকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। দৃষ্টান্তচ্ছলে একটী অত্যল্পদিনের সত্যঘটনা উল্লেখ না করিয়াই থাকিতে পারিলাম না। আমি প্রায় ২০ দিন পূর্ব্বে পাবনা নগরবাড়ীর সন্নিকট ভবানীপুরগ্রামে আমার একটী আত্মীয়ের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলাম। আত্মীয়টীর নাম শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র মজুমদার তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "ওরে যোগীন! তোর মামা এসেছেন, উঁহারা যখন পৈতার সমর্থক, তখন উনি যেন আমাদের রান্নাঘরে প্রবেশ না করেন। বাহিরের ঘরে উঁহাকে সিদা কাঠ ইত্যাদি দিয়ে দে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার অপরাধ? আমি ত এখনও পৈতা লই নাই? তবে কেন মহাশয় আমার প্রতি এরূপ কঠোর আদেশ করিতেছেন? তদুত্তরে তিনি পুনরায় বলিলেন, আপনি সাগরকান্দীর অনাদিবাবুর পক্ষ সমর্থক? হাঁ, বিশেষ কারণে সমক্ষে না হইলেও পরোক্ষে তাহা যথার্থ বটে। তিনি আবার বলিলেন, যেরূপেই হউক আপনি ত পৈতার পক্ষপাতী আছেন? যাহা হউক সেই সকল অজ্ঞোচিত অসংলগ্ন উক্তি আর বেশী উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। আভাসেই পাঠকবর্গ বেশ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। পাবনা জেলার নগরবাড়ী প্রভৃতি স্থান ব্রাহ্মণপ্রধান। সুতরাং তাহার সন্নিহিত গ্রামসমূহের কায়স্থসমাজের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অধিকন্তু তত্তৎস্থলে বহু কায়স্থের বাস থাকাসত্ত্বেও শিক্ষাভাবে এবং দারিদ্র্যপ্রযুক্ত ঈর্ষাসম্পন্ন জাতি কর্ত্তৃক পিষ্ট হইয়া, চিরকালই তাহারা সমাজের নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে। বাস্তবিক পাবনা মথুরা থানার অন্তঃপাতী [illegible], দয়ারামপুর, খাঁপুরা নটাকোলা, [illegible], ভবানীপুর, রঘুনাথপুর, শ্রীনিবাসদিয়া, আলিয়াবাদ এবং দয়ালনগর প্রভৃতি গ্রামে প্রায় ৬। ৭ শত কায়স্থের বাস, (১) অথচ শিক্ষাহীনতার জন্য তাহারা এবং শিক্ষিত কায়স্থেরা আচারনীতিতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আমাদের নেতৃগণ পৈতার জন্য যে প্রকার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, শিক্ষা দীক্ষার জন্য কি তাহার ক্ষণমাত্রও চেষ্টা করিতেছেন? অথবা ভবিষ্যতের জন্য তৎসম্বন্ধীয় কোন আশা পোষণ করেন? উন্নত জাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় তাঁহাদের নেতাগণ স্বার্থবিসর্জ্জন দিয়াই সাধনা করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের নিঃস্বার্থ সাধনা নাই, আদৌ সিদ্ধির প্রয়াস আছে। ফলে, অর্থাৎ [illegible] আর বেশী কিছু লাভ হইবে কি? শুধু উপনয়নসংস্কার দ্বারাই কি আমরা সমাজের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারিব? দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে কি আর কোন গুণগ্রামের প্রয়োজন নাই? শৌর্য্য, বীর্য্য, শাস্ত্রনিষ্ঠতা, সত্যবাদিতা, জিতেন্দ্রিয়তা, আস্তিক্য, বিবেক এবং বিদ্যাদর্শিতা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন না হইয়াও কি আমরা ক্ষত্রত্বের দাবী করিব? (২) তবে বলিতে পারেন

(১) পাবনা জেলার বঙ্গজ অশিক্ষিত কায়স্থের আরও অনেক তালিকা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি। লেখক।

(২) উপনয়নের পরে এই সকল গুণ ক্রমে ক্রমে হইবে, অগ্রে হইবে কি প্রকারে। সম্পাদক।

বর্ত্তমান অবস্থায় প্রথম গুণচতুষ্টয়ের মধ্যে দুই একটির বিশেষ কারণে অভাব হইতে পারে বটে। কিন্তু অপর গুলির ত কথঞ্চিৎ চাই? তবে যদি নেতৃগণ মুষ্টিমেয় শিক্ষিত কায়স্থসমাজ আলোড়ন করিতেই সংকল্প করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই; অল্পেই বিরত হইতে ইচ্ছা করি। পরন্তু নেতৃগণ ইহা বোধ হয় বেশ জানেন কম্বলের ক্ষুদ্র রোমরাশি বাদ দিলে কম্বলত্বই থাকে না। বঙ্গীয় ১১ লক্ষ কায়স্থের মধ্যে সুশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত কায়স্থের অনুপাতের প্রতি কি নেতৃগণ লক্ষ্য করিয়াছেন?

নেতৃগণ পৈতার জন্য পল্লীতে পল্লীতে যেরূপ চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছেন, আমার বিশ্বাস তাহাতে তাঁহারা কোনই সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন না। অশিক্ষিত পল্লীতে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করিলে যে, সহজেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যাইবে, ইহা অবশ্য—অবিসম্বাদে স্বীকৃত হইতে পারে। যেহেতু শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই সমাজের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারেন। (১) অধিকন্তু বক্তব্য সমাজের প্রথম স্থান যাঁহারা আবর্জ্জনারাশিদ্বারা পূর্ণ করিয়া, সাধারণের নিকট পূজা গ্রহণ করিতে বাসনা করেন, তাঁহারা যে ভ্রান্ত, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। হাট্‌কোট, বুটধারী কেল্‌নারের অতিথি অথবা পণ্যাঙ্গনার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণকারী অমুক পৈতাওয়ালা বাবুর্চ্চি, ইহারও কি সমাজের প্রথমস্থান অধিকার করিয়া সাধারণের নিকট বরণ্য হইবে? প্রথম স্থান অধিকার করিতে যে সাধনার প্রয়োজন।

(১) কেবল যজ্ঞোপবীত দ্বারাই দ্বিতীয় স্থান অধিকৃত হইবে। সম্পাদক।

বিনাসাধনায় জন্মমাত্রই কি তুমি প্রথমস্থানের দাবী করিয়া, সকলের মস্তকে চরণ তুলিয়া দিতে চাও—অথবা সেরূপ আশা পোষণ কর? তোমার এ অন্যায্য দাবী এ যুগে আমরা শুনিব কেন? কারণ শাস্ত্রে আছে—

"জন্মনা জায়তে শূদ্র সংস্কারাদ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাদ্ভবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"

এখন বেশ বুঝা যাইতেছে প্রথম স্থানের দাবী করিয়া যাঁহারা; অন্যকে হীন প্রতিপাদন করিবার জন্য অজস্র গলাবাজী করিতেছেন, তাঁহারা যেন ভাল করিয়া তলাইয়া বুঝিয়া তবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েন। যাহা হউক আলোচ্য প্রবন্ধে অবান্তর কথায় অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি। পাঠক ক্ষমা করিবেন। কেবল দুঃখে পড়িয়াই উল্লিখিত অবান্তর কথাগুলি সংক্ষেপে আলোচ্য প্রবন্ধে সন্নিবেশ করিলাম। কেন না এ যাবত শুনিয়া আসিতেছি যে অমুক স্থানের অমুক রাধুনি বামন কি মিঠাই ফেরিওয়ালা ঠাকুর, অমুক উপনীত কায়স্থের পৈতা ছিঁড়িয়া দিয়াছে; সাহেবদের ডিনারে যোগদানকারী অমুক স্থানের ব্রাহ্মণজমিদার, ব্রাহ্মণসভার সভাপতিরূপে বক্তৃতা করিলেন, কায়স্থের যখন পৈতা লইয়া, আমাদের সনাতন-ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অবমাননা করিতেছে, তখন অতঃপর আমরা তাহাদের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংস্রব ত্যাগ করিলাম। প্রকাশ থাকে যে, যে সকল ব্রাহ্মণ আমাদের ব্রাহ্মণ্যসভার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া, উপবীতী কায়স্থদিগের পৌরোহিত্য করিবে, অতঃপর তাহারাও পতিত বলিয়া গণ্য হইবে। উল্লিখিত ধুরন্ধরদিগের কার্য্যপ্রণালী দর্শনেই অবান্তর উক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করিলাম। বলা বাহুল্য ব্রাহ্মণ-

দিগের প্রতি কটাক্ষ করা আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। যাহা হউক আর অধিক লিখিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। দুই একটি কথার কথা লিখিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব। বারান্তরে এতৎসম্বন্ধে আরও অন্যান্য বিষয়, আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

(ক) কায়স্থসমাজের উন্নতিকামী নেতৃগণ যদি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বজাতীয় ব্যক্তিবর্গের উন্নতিবিধানে মনোযোগী হইয়া থাকেন, তবে পল্লীতে পল্লীতে প্রচারক পাঠাইয়া দিয়া অনুসন্ধান করুন, কি কি উপায় অবলম্বন করিলে প্রকৃতই এই জাতি উন্নত হয়।

(খ) ধনাঢ্য এবং সমর্থব্যক্তিগণের নিকট হইতে অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া বঙ্গের কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে দরিদ্র-কায়স্থ-সন্তানগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় এবং তৎসংলগ্ন ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদের শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দেওয়া। কায়স্থ-জমিদারদিগের মধ্যে যাহাতে শিক্ষিত কায়স্থগণ যোগ্যতানুসারে কর্ম্ম পায় তৎপক্ষে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। ফলতঃ কায়স্থসন্তানগণ যাহাতে ধনাঢ্য কায়স্থগণ কর্ত্তৃক অনাদৃত না হয়েন তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(গ) প্রকৃত কৌলিন্যের উদ্বাপন এবং বংশগত কৌলিন্যের উচ্ছেদ সাধন। (১)

(ঘ) বিবাহে পণপ্রথার বিলোপ সাধন, বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপ করণ এবং স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি।

(ঙ) যাঁহারা আমাদের উন্নতি দর্শনে মর্ম্মান্তিক কষ্ট পান, তাঁহাদের সহিত সর্ব্ববিধ পার্থিব সংস্রব ত্যাগ। প্রতাপাদিত্য, সীতারাম এবং কেদার রায় প্রভৃতি বাঙ্গালী বীরগণের চরিত সরল ভাষায় লিখিয়া সাধারণ কায়স্থগণ মধ্যে বিনামূল্যে কি অল্প মূল্যে বিতরণ করা।

(চ) কোন ক্ষুদ্র কায়স্থ কোনও বিপদে পড়িলে—কায়স্থসভার সভাপতির যাহাতে কর্ণগোচর হয় তাহার উপায়াবলম্বন।

(ছ) স্বজাতিপীড়ক চরিত্রহীন কায়স্থকে সমাজদণ্ডে কি রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিবার উপায় করা। (জ) বিপন্ন পরিবার যাহাতে সাধারণ কায়স্থের সহানুভূতি পায়, তাহার চেষ্টা করা।

শ্রীকালীচরণ সরকার।

(১) উহা অসম্ভব। উপনয়নপ্রভাবেই কুলীনবংশীয়েরা ক্রমে ক্রমে কুলীনের প্রকৃত গুণ লাভ করিতে পারিবেন। সম্পাদক।

সমালোচনা।

বৈষ্ণবী। (উপাখ্যান)।

এই ৪৩৮ পৃষ্ঠাব্যাপী বৃহৎ উপন্যাসখানি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার রচয়িতা পরমশ্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু বি, এ। ৭৩। ১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতার ইউনিভার্সাল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। উইল্‌কিন্‌স্ প্রেসে মুদ্রিত। ছাপা ও কাগজ সুন্দর। উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ১৷৷০ টাকা।

গ্রন্থখানি ২৪ পরগণার দত্তীরহাটনামক গ্রামের নিকটস্থ মুড়ির জঙ্গলের বিখ্যাত জীবনসর্দ্দার বা ডাকাতের জীবনকাহিনী। তবে

খানি জীবনচরিত নহে, এখানি উপন্যাস বর্ষ পূর্ব্বের এই ডাকাত-জীবনের নানা-টনার ইতিহাস দেওয়ার সঙ্গে২ সাময়িক -পল্লীরচিত্র, তাৎকালীন উচ্চনীচ পল্লী লীর ছবি, তাহাদের সামাজিক অবস্থা মনের ত ও সাধারণ আচার ব্যবহার এবং কয়েকখানি সমসাময়িক বঙ্গাগত ইংরাজচিত্র সাধ্যত গ্রন্থকার অঙ্কিত করিয়াছেন। সুবিখ্যাত াহিক "বঙ্গবাসী" পত্রে "সে কালের কাত" নাম দিয়া গ্রন্থকার ইহার কঙ্কাল বয়ব পূর্ব্বে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পরে হৃদ্বর্গের উৎসাহে ইহা বিস্তারিতভাবে উপন্যাসাকারে গ্রথিত হইয়াছে। গ্রন্থাকারের দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, ডাকাতের কাহিনী লিপিদ্ধ করিবার আকাঙ্খা মিটিয়াছে। এককথায় খানি সুখপাঠ্য, কৌতূহলোদ্দীপক ও নোহর।

এই গ্রন্থখানির আলোচনা আরম্ভ করিবার র্বেই গ্রন্থকারকে আমাদের প্রথম ও প্রধান রোধ তিনি পাপের ঘৃণিত চিত্রগুলি যেন ীর বারে আংশিক কর্ত্তন করিয়া সংশোধন রিয়া দেন। পাপের জঘন্য ও কুৎসিত ছবিলি ঐরূপ স্পষ্টভাবে না আঁকিয়া, স্থানে স্থানে রোপাতে তাহাদের অস্তিত্বের আভাস দিলেই ষ্ট হইবে। 'পাপ ও পারা কখনও হজম না'—মহাপুরুষ বাক্য। আভাসে সেই ত্রগুলির অঙ্কপাত করিয়া তাহাদের বিষময় রিণাম বা অধোগতি দেখানই আবশ্যক। াপ সর্ব্বদাই লোকলোচনের অগোচরে োপনে অনুষ্ঠিত হয়, এজন্য সেই সকল নিন্দনীয় ঘৃণিত ঘটনাবলীর অস্তিত্ব চক্ষুর অন্তরালে রাখাই ভাল। 'জীবন' সর্দ্দারের মাতার প্রতি পশু-মানব জমিদারপুত্র 'নন্দলালের' জঘন্য পাশব অত্যাচার কাহিনীর সঠিক পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, বিশেষতঃ সন্তানের মুখে স্বীয় জননীর প্রতি অনুষ্ঠিত কদর্য্য নারকীয় অত্যাচার ঘটনার যথাযথ তথ্য সবিস্তারে প্রকাশ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সামান্য পিতৃমাতৃহীন পোদসন্তান জীবনকে ডাকাত করিয়া তুলিতে ঐসকলের কিছু আবশ্যকতা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের কথা এই যে, সেই জঘন্য অত্যাচারের শেষচিত্রখানি অন্ততঃ একেবারে মুছিয়া দিয়া কেবলমাত্র রেখাপাতে তাহা গ্রন্থকার বুঝাইয়া দিবেন। নিপুন চিত্রকর যেমন চিত্রিত নরনারীর হাবভাব কটাক্ষের লীলাগতিতে বা অবয়বসমূহের ভাবপূর্ণ গঠনে সম্যক বুঝাইতে সক্ষম হয়েন, সেই ভাবে গ্রন্থ চিত্রিত চরিতাবলীর কতকাংশের যথাযথ বর্ণন, কতকাংশ বা 'ভাবমুখে' রাখিয়া দেখাইলে, গ্রন্থকর্ত্তার যথার্থ নিপুনতা প্রকাশ পায়। 'চপলা' চরিত্রের অতি ঘৃণ্য স্থলগুলিও সেই ভাবে দেখাইলেই বোধ হয় সমীচীন হইবে। গ্রন্থকারের অন্যান্য অংশের লেখা হইতে সেই চরিত্রভাগ আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুএকটি দেখাইতেছি, 'দেওয়ান গৃহিণী' চিত্রে ১৬২ পৃষ্ঠায় সুরাপান প্রভৃতি ঘটনা, 'মালতীর জীবন' চিত্রস্থ ২৫৩ পৃষ্ঠায় কালীদত্ত ও তাহার গৃহিণীর পাপানুষ্ঠানের অনেক কথাই সংক্ষেপে এবং কৌশলে লিপিবদ্ধ আছে। "নিরঞ্জনের পরীক্ষা" অধ্যায়ে ২২০ পৃষ্ঠা হইতে বর্ণিত চপলা নিরঞ্জন ঘটনা 'পঞ্চায়তের বিচার' স্থলে ২৪১ পৃষ্ঠায় দেওয়ানের অভিযোগে বেশ প্রকাশিত।

এখন পাপের পর প্রায়শ্চিত্ত-চিত্রগুলির কথা। এগুলি বেশ ফুটিয়াছে এবং এই গুলি হইতেই পাপের গভীরতা ও জঘন্যতা বেশ অনুমেয়। সকল কথাই যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে লেখা হয় তাহা হইলে পাঠককে বুঝিতে বা চিন্তা করিতে কি দেওয়া হইবে? "সেন পরিবারের" অশ্রুতপূর্ব্ব সর্ব্বনাশের ইতিহাস সম্পূর্ণ অকারণ এবং অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়। ঐরূপ মর্ম্মন্তুদ ভীষণ পরিণামের কারণগুলি সম্যক আলোচিত হওয়া দূরে থাক উহার নামগন্ধও নাই। অযথা কটুভাষণরূপ 'সেনগৃহিণীর' সামান্য দোষের উপর নির্ভর করিয়া কি এতগুলি নিরীহ প্রাণীর এরূপ সর্ব্বনাশ ঘটা সম্ভব? এমন বিভীষণ পরিণাম ব্যবস্থা? অযথা ও কারণহীন বলিয়া প্রতীতি হয় না কি? "প্রারব্ধ কর্ম্মের" দোহাই কি সকল স্থানেই চলে?

চরিত্রগুলি নবীনচিত্রকর অতি সুচিত্রিত করিয়াছেন। সকলগুলিই বেশ পরিস্ফুট, বেশ মনোমুগ্ধ। কার কথা তুলিয়া কার কথা চাপা দিব। বেশ নিপুণতা, যেটী যেমন হওয়া আবশ্যক সেটী তেমনই ফুটিয়াছে। আদর্শ "দর্পনারায়ণ" সে কালের সুন্দর প্রৌঢ় বাঙ্গালী, "নিরঞ্জন"ও সে কালের আদর্শ সুন্দর যুবক। দেবোপম পিতার দেবোপম পুত্র। "জীবন" ডাকাত অপূর্ব্ব, "বৈষ্ণবী"ও অপূর্ব্বা। জীবনে দেবাসুরের সম্মিলন। বৈষ্ণবীতে দেবীমানবীর একত্র সমাবেশ। জীবন real, বৈষ্ণবী ideal। জীবনদস্যু ডাকাত বটে কিন্তু বোধ হয়, শ্রীভগবান্ "জীবনরূপী" ডাকাত সময়ে সময়ে সৃজন করিয়া সামাজিক বহু অত্যাচার নিবারণ করেন। 'নন্দলালের' 'ওরফে কালী দত্তের ভীষণ শাসন ও মণ্ডলদের অত্যাচার নিবারণ প্রভৃতি ঘটনা দু একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। অত্যাচারদ্বারা অত্যাচার নিবারিত। 'হোমিও প্যাথিক ল' নিয়মানুযায়ী—"Like cures like"—অথবা "Out of evil cometh good." সমাজে অনুষ্ঠিত মানবাচার হইতে শুনা যায়,—"কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা।" ইংরাজীতে বলে "Set a thief to catch a thief." জীবন সেইজন্য ডাকাত হইলেও বিধাতার কোনও না কোন মঙ্গলোদ্দেশ্যসাধনে প্রেরিত চরিত্র বিশেষ। 'বৈষ্ণবী'ও ঐরূপ কোনও মহোদ্দেশ্য-সাধিনী নারীমূর্ত্তি। প্রেমময়ী, দয়াময়ী, 'ভূতো বাগ্‌দীর' প্রতি একটু দয়া দেখাইলে যেন এ চিত্র আরও একটু উজ্জ্বল হইত। গ্রন্থকার বহু গুণের মাঝে একটু দোষ ইচ্ছা করিয়া দিয়াছেন কি? 'চূড়ামণি' মহাশয় অল্প হইলেও বেশ দৃঢ়, নির্ভীক ও উজ্জ্বল। সে কালের আদর্শ ব্রাহ্মণচিত্র। কিন্তু বহু দোষগুণের একাধার 'দাদা ঠাকুর' আরও সুস্পষ্ট, অধিক সমুজ্জ্বল। 'মালতী' ও 'অন্নপূর্ণা' (অল্প হইলেও) অতীব মনোরমা, দেবীসদৃশী। এখন ও অন্নপূর্ণা খুজিলে দু একটি পাওয়া যায়, মালতীর সংখ্যা বিরল বলিলেই চলে। দেওয়ান 'ডাট্টোখালি'ও যেমন শয়তান, মনিব 'পার্কার'ও তেমনি দেবাদর্শ। কুঠিয়াল সাহেবদিগের চিত্র আমরা পূর্ব্বেই যাহা পাইয়াছি সে গুলির সহিত ইহার কত প্রভেদ! তবে একটা কথা, এমন দেবোপম প্রভুর এমন পশুবৎ ভৃত্য! স্বর্গের সমুজ্জ্বল জ্যোতির পার্শ্বে নরকের এমন নিবীড় অন্ধকার! মন্দার-পারিজাত-পরিপূর্ণ বনের পাশাপাশি এমন বিভিষিকাময় বিকট শ্মশান! কেমন যেন বিষদৃশ! এই জন্যই বোধ হয়, সমানে সমানে আকর্ষণ বিধাতার ব্যবস্থা! মণিকাঞ্চন সংযোগই এত মনোমদ, এত বাঞ্ছনীয়। যাক্ সে কথা, চিত্র দুটির গঠন কিন্তু অনিন্দ্যনীয়। বেশ ফুটিয়াছে। যেটি যেমন হওয়া উচিত সেটি তেমনই। বেশ নৈপুণ্য। এই সম্বন্ধে একটা কথা, দেওয়ান কালী দত্তের 'হরিমতির' প্রতি ভীষণ অত্যাচারের সামান্যভাবে একটু শাস্তি দিলেও বোধ হয় মানবপার্কারের উন্নত চরিত্র ক্ষুণ্ণ হইত না। বরং যেন যথাযথ হইত। 'হরিমতি' যদি সত্য হয়, একটু বাড়াবাড়ি। তাহার বেশ ঠিক ঠিক ও উপযুক্ত। 'দীনু' বেশ। সেনগৃহিণীর' মত শোকাতুরা, ভীমরতিগ্রস্তা, বর্ষীয়সী সর্ব্বদাই কটুভাষিণী কলহপরা শাশুড়ী এখনও দু একটি মিলে কিন্তু হরিমতির ন্যায় বালবিধবা ভ্রাতৃবধূবেদনাকারিণী অনুরাগিণী ননদিনীর সংখ্যা কমিয়া আসিয়াছে। হাস্যরসিকা আমোদিনী বিধবা ননদিনী আছে, কিন্তু এমন স্নেহশীলা, দুঃখকাতরা এবং হাস্যবিলাসরসামোদে নিমজ্জিতা হইয়াও পূর্ণ বিশুদ্ধা বালবিধবা ননদিনীর অস্তিত্ব কি জানি কেন দিন দিন লোপ হইতেছে। বোধ হয়, পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান ব্যতীত গত্যন্তর নাই, দেখিয়া স্থবির হিন্দু শাস্ত্রকারগণের বৈধব্যের কঠোর ব্যবস্থা! বিধবাগণের কথা ত দূরে থাকুক, এ দেশের প্রোষিত ভর্ত্তৃকাগণেরও সাধ আস্বাদ বা সাজসজ্জা করিবার অধিকার পাই। বিবেচক লেখকার মালতীর অযথা চাঞ্চল্যের ও স্বাধীন মনের যথেষ্ট শাস্তি বিধান করিয়াছেন। তবে একটু বেশী। 'ভূতোবাগ্‌দী' যথার্থ ডাকাত কিন্তু 'কানাই' ডাকাত হইয়াও সুন্দর। ছোট ছোট অনেকগুলি চিত্রও বেশ নিপুণতার সহিত অঙ্কিত।

ঘটনাচিত্রগুলি বেশ যথাযথভাবে আঁকা হইয়াছে। বহুস্থান বেশ সুন্দর। সামায়িকভাব ও ইতিহাসের বেশ সামঞ্জস্য আছে। 'পূজাবাড়ী', 'লবণকুঠী', 'সোণাকুড়ের যাঙ্গোড়', 'ভূতের ওঝা' ও 'বাজীকর' প্রভৃতি চিত্রগুলি বেশ স্পষ্ট ও স্বাভাবিক। 'দাদা ঠাকুরের 'আস্তানা' সর্ব্বাপেক্ষা সরস ও মনোহর। অনেকগুলি চিত্রই সুন্দর তবে একটু যেন বিস্তৃতি দোষে দুষ্ট। 'গ্রাম্যসমাজ' চিত্রখানি অনেকটা ঠিক তবে এখানে সবিস্তারে লিখিলে ভাল হইত। বাঙ্গালার শতবর্ষ পূর্ব্বের অপূর্ব্ব সমাজ-চিত্রগুলি গ্রন্থে উজ্জ্বল ও সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু কুঠীর নারীনির্য্যাতন ঘটনায় দীনবন্ধুর "নীলদর্পনস্থ" প্রতিবিম্ব সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। যুবককর্ত্তৃক নারীপ্রত্যাখানরূপ "চপলা নিরঞ্জন' আলেখ্যদর্শনে দর্শকের মনাকাশে গিরীশচন্দ্রের 'পূর্ণচন্দ্র" উদিত হয়। "গ্রাম্যপঞ্চায়ত" প্রথার অনেক কথা আছে, বহু সুখ্যাতিবাদও আছে কিন্তু বিচারপ্রণালীর যুক্তি বা নৈপুণ্য বা কার্য্যকারিতার প্রশংসনীয় অংশসমূহ বিশদভাবে বুঝান হয় নাই।

ভাষা সরস ও প্রাঞ্জল এবং বিষয়োপযোগী। মুশলমানী বাঙ্গালা বা বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা ও স্থানে স্থানে ইংরাজি ভাষার প্রয়োগে সৌন্দর্য্যের হানি হয় নাই। দু এক স্থলে সামান্য দুএকটী দোষ যাহা আছে তাহা গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার স্বয়ংই মার্জ্জিত করি-

বেন সন্দেহ নাই। মোটের উপর এই নবীন গ্রন্থকার যে অত্যল্পকালমধ্যেই একজন উৎকৃষ্ট লেখক হইবেন এরূপ আশা করা যায়। স্বভাব বর্ণনা, পল্লীচিত্রাঙ্কন ও সমসাময়িক ঘটনাবলীর যথাযথ ইতিহাস সঙ্কলনের জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ। উপরে যে সকল দোষের উল্লেখ করিলাম গ্রন্থখানির গুণরাশির তুলনায় তাহা অতি সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর। আমরা বঙ্গীয় উপন্যাসপ্রিয় পাঠকবর্গকে এই নবীন সাহিত্য-সেবীর অভিনব কৌতুহলোদ্দীপক সুলিখিত উপন্যাসখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কায়স্থসমাজের এই সারস্বত-সেবক কালে কায়স্থ-প্রতিভার পরিচয়স্থল হইবেন ও স্বীয়সমাজের মুখোজ্জ্বল করিবেন ইহা সুনিশ্চিত। আধুনিক উপন্যাসগুলির ন্যায় ইহাতে নায়ক-নায়িকার প্রেমোচ্ছ্বাসের বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই। বাসন্তী-যামিনীর মধুময় চন্দ্রালোকে নবীন-নবীনার নিকুঞ্জমিলন নাই, বিরামকুঞ্জে বিরহিনীর বিরহের দীর্ঘ হা-হুতাশ নাই, মিথ্যা কল্পনাও নাই। তবে আছে কি? আছে,—সত্যের সুবর্ণ-প্রতিমা, স্বাভাবিক ঘটনার অত্যদ্ভুত সমাবেশ, আছে truth stranger than fiction. যদি একটুমাত্রও কল্পনা থাকে, সেটুকুও লোভনীয়, আদর্শস্থানীয় ও অনুকরণীয়। শেষ কথা লেখকের সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব গ্রন্থের চরিত্র-সৃষ্টি, সৃষ্টিই বা বলি কেন,—চরিত্র চিত্রন। চরিত্রগুলিতে তাঁহার চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার উচ্চ পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি উপন্যাস না হইয়া নাটক হইলে যেন বোধ হয় আরও ভাল হইত। রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ এই উপন্যাসখানি নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া অভিনয় করিলে বোধ হয় অল্প লাভবান্ হইবেন না। এক্ষণে শ্রীভগবানের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে এই নবীন গ্রন্থকার প্রথম প্রয়াসেই যে প্রতিভার সূক্ষ্ম দৃষ্টির ও চরিত্রাঙ্কনী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, উত্তরকালে তাঁহার কৃপায় ইহার সাহিত্য-সংকল্প উদ্‌যাপন হয় ও যেন এই কায়স্থলেখক দিন দিন সারস্বতসেবার পূর্ণ অধিকারী হইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে ও স্বীয় সমাজে যশস্বী হয়েন!

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

সমালোচনা।

উপাসনা।—কাশিমবাজার হইতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত বিগত আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের উপাসনা নাম্নী অত্যুপাদেয় মাসিক পত্রিকা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এই তিন সংখ্যা পত্রিকা-পাঠে আমরা বিশেষ আনন্দানুভব করিলাম। সমাজ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। অতিশয় দক্ষতার সহিত উপাসনা প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু সময় সময় অতি বিলম্বে প্রকাশিত হওয়াতে পাঠকদিগের অসুবিধা হইতেছে। গত বৈশাখ হইতে শ্রীযুক্ত

রমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লিখিত বাইবেলে পদার্থনির্ণয় প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আমাদের মনে নানাভাবের উদয় হইতেছে। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসা কোন কোন স্থানে অপরিচিত ও অজ্ঞেয় প্রদেশে প্রবেশ করিতেছে। তিনি বলিতেছেন যে মহাত্মা যীশু ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহার সারাংশদ্বারা বাইবেলে লিখিত স্বীয় অমূল্য উপদেশ রচনা করিয়াছিলেন। বৈশাখের সংখ্যায় বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিতেছেন—"যেপ্রকার কালিদাস ও সেক্সপিয়ারের কবিত্ব আপন আপন সম্পত্তি, তদ্রূপ বেদ ও বাইবেলের সত্য ও স্বতন্ত্র ও স্বতঃ প্রসূত। আমরা এ সত্যের অপলাপ করিতে প্রস্তুত নহি।" এই উদার সার্ব্বজনীন মহাসত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় যদি বাইবেলের বাক্যের সহিত, গীতায় কৃষ্ণবাক্যের ও সংহিতার সামঞ্জস্য দেখাইতেন তাহা হইলে ভাল হইত। কিন্তু তিনি পরক্ষণেই উচ্ছৃঙ্খলভাবে বলিতেছেন—"তথাপি আমরা কিন্তু নির্ব্বন্ধসহকারেই বলিব যে বাইবেলের প্রায় সমুদয় কথারই আদর্শ ভারতবর্ষ ও ভারতীয় শাস্ত্র।" এই প্রকার নিশ্চয়াত্মক বাক্যে লিখিত প্রাচীন কালের বিষয় মীমাংসা করা বড় সাহসের কথা। তাহার পর কতকগুলি অভ্রান্তিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে হিন্দুদিগের সুগভীর গবেষণার ফলস্বরূপ ধর্ম্ম ও সামাজিকতত্ত্বগুলি এমন কি আর্য্যঋষিদের ভ্রান্তিগুলি সমস্তই যথাযথ বাইবেলে প্রতিফলিত হইয়াছে। বিদ্যারত্ন মহাশয় মনুসংহিতা, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা ইত্যাদি পুস্তক হইতে অনেক বচন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার যুক্তি সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বহু অধ্যয়ন ও পাণ্ডিত্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। উপাসনার শ্রাবণ সংখ্যায় বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, যীশু-খৃষ্টের খৃষ্টনামটী পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের নামানুকরণে হইয়াছিল। বাইবেলে স্থানে স্থানে যীশুকে খৃষ্ট (Christ) বলা হইয়াছে ইহা স্বীকার করিয়াও বিদ্যারত্ন মহাশয় কি প্রকারে এই অভিনব মীমাংসায় উত্তীর্ণ হইলেন আমরা বুঝিতে পারি না। "সংযম" আর্য্যঋষিগণের মহাশিক্ষা, এই শিক্ষার মূলে যে সমস্ত বাঁধ তাঁহারা অতি যত্নে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, আজকাল এই ইংরাজীশিক্ষার যুগে তাহা পাশ্চাত্য প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, তাই হিন্দুগণ, আজ সকল বিষয়েই উচ্ছৃঙ্খল, বাক্‌দণ্ড, কায়দণ্ড ও মনোদণ্ড একবারেই ভুলিয়া গেলেন। কৃষ্ণ ও খৃষ্ট নামের কতকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়াই কি আমরা সিদ্ধান্ত করিব যে যীশুখৃষ্ট ভারতে আসিয়া গীতাপাঠে এতদূর তন্ময় হইয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের নামটী পর্য্যন্ত তিনি অপহরণ করিয়াছিলেন। আমি যদি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধের লিখিত বিষয় আমার নিজ সম্পত্তি বলিয়া লোকসমাজে প্রচার করিতে চাই, তবে বিদ্যারত্ন নামটী আমি গোপন করিতে চেষ্টা করিব না কি? উক্ত নামটী গ্রহণ করিলে আমার চৌর্য্য ধরা পড়িবে। যাহা হউক বাইবেলের নানাস্থানে খৃষ্ট নাম রহিয়াছে, উক্ত নাম যে শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণে হয় নাই ইহা নিশ্চিত। আমার কোনও শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু যিনি—বাইবেলের অনেকাংশ অনুবাদ করিয়া খৃষ্টীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রশংসা লাভ করিয়া

ছেন, তিনি এই বিষয়ে লিখিয়াছেন—"যীশু-খৃষ্টের প্রচার জীবনের পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘকাল তমসাচ্ছন্ন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সেই দীর্ঘকাল তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া মনু ও গীতা পাঠ করিয়াছিলেন, এমন কথা বলা যাইতে পারে না, মনু খৃষ্টাব্দের প্রথম ও গীতা চতুর্থ শতাব্দীর পুস্তক ইহার প্রচুর ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। এই সকল গ্রন্থ লিখিত হইবার পূর্ব্বে খৃষ্ট দাক্ষিণাত্যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন বলিয়া দাক্ষিণাত্যবাসী কোন কোন বিজ্ঞ খৃষ্টান অনুভব করেন। কেন না সেস্থানে ক্রাইটী (Chrite) নামে একটী খৃষ্টসম্প্রদায় দীর্ঘকাল হইতে বাস করিতেছেন। আপনাকে কে বলিল খৃষ্ট মনু আদি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন? বরঞ্চ বৌদ্ধদেবের প্যালিষ্টাইন ও মাসিদনের স্তূপলিপির (Edict) অনুসারে বোধ হয় খৃষ্টধর্ম্ম বহু পরিমাণে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। আপনি গীতাবাদী এ কথাগুলি আপনার ভাল বোধ হইবে না, কিন্তু বিশিষ্ট ঐতিহাসিক সূত্র না পাইলে কোনও কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।" গীতা শ্রীকৃষ্ণের বাণী ও শ্রীকৃষ্ণ প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা উত্তমরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। মহাত্মা কাশীনাথ তিলঙ্গ নানাবিধ প্রমাণ দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব বহু শতাব্দী অগ্রে গীতার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু খৃষ্ট ভারতে আসিয়া সংস্কৃতের ন্যায় কঠিন ভাষা সম্যক্ প্রকারে আয়ত্ব করিয়া মনু, গীতা, উপনিষদ ও মহাভারত আদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ইহার কোনও বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ অদ্যাবধি আমরা কুত্রাপি দেখি নাই, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মীমাংসা নিতান্ত ভ্রমাত্মক সন্দেহ নাই। উপাসনার শ্রাবণ সংখ্যায় বিদ্যারত্ন মহাশয় একটি অত্যদ্ভুত মীমাংসায় উপনীত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের মূলভিত্তিতে কুঠারাঘাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার দুঃসাহস ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ দেখিয়া মর্ম্মাহত ও স্তম্ভিত হইয়াছি। তিনি বলিতেছেন—"ফলতঃ গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ নহেন, বক্তা প্রণেতা গোপালনন্দন পদ্মনাভ শর্ম্মা তিনি পরম কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। অন্যেরা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন না, পরন্তু মানুষও কুটিল রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন। তাই তাহাদিগকে গালি দিতে যাইয়া পদ্মনাভ শর্ম্মা কৃষ্ণোক্তিচ্ছলে এই সকল গরলের উদ্গীরণ করিয়াছেন।" এই গরল কি বিদ্যারত্ন মহাশয় বোধ হয় গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৬৮ শ্লোকের কথা বলিতেছেন। এই শ্লোকটী অতি অপূর্ব্ব ও অমৃতময়, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ভাগ্যে কেবল গরল উঠিয়াছে। হায় হায়! ইংরেজী শিক্ষায় ভারতের কি অপকার করিয়াছে তাহা এখন বুঝিতেছি। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নবাবিষ্কার এই যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গোপালনন্দন পদ্মনাভ শর্ম্মা দ্বারা বিরচিত, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নহে। এই আবিষ্কারের মূল কোথায়? গুপ্ত মহাশয় কোন্ ইতিহাসে কি পৌরাণিকগ্রন্থে এই পরমতত্ত্বের আবিষ্কার করিলেন, তাহা তিনি কিছুমাত্র বলেন নাই। আমাদের বোধ হয় দুইটী প্রাচীন শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া গুপ্ত মহাশয় এই তমসাচ্ছন্ন গুপ্ততত্ত্বটী সূর্য্যালোকে আনয়ন করিয়াছেন। প্রথমটী এই,—

সর্ব্বোপনিষদো গাবো, দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা, দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

গুপ্ত মহাশয় এই শ্লোকটী হইতে "গোপালনন্দন" প্রাপ্ত হইয়া অপর শ্লোকটীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন—

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা, কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য, মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥

ইহা হইতে "পদ্মনাভ" পাওয়া গেল। এই প্রকারে গুপ্ত মহাশয় আবিষ্কার করিলেন যে, গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ নহেন; ফলতঃ এ শ্লোকদ্বয়ে কোনও স্থানে শ্রীকৃষ্ণের নাম গন্ধ নাই, ইহাতে আছে "গোপালনন্দন পদ্মনাভ" তাহার পরে গুপ্ত মহাশয় নিজ বুদ্ধিবলে "শর্ম্মা" শব্দ প্রয়োগ করিয়া গোপালনন্দন পদ্মনাভ শর্ম্মা আবিষ্কার করিলেন। তিনি বুঝিলেন না কেন যে, গোপালনন্দন পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণোদ্দেশে লিখিত হইয়াছে তবে শর্ম্মাস্থলে বর্ম্মা দিলে কতকটা অর্থ হইত। আর্য্যগণ বলিয়াছেন, "তিক্রং পীবন্তি পণ্ডিতাঃ" বিদ্যারত্নের ন্যায় পণ্ডিতগণ শাস্ত্র মন্থন করিয়া কেবল ঘোল-ই পাইয়াছেন। এই বিষয়ের অধিক সমালোচনা করিতে আমাদের আর ইচ্ছা নাই।

২। কলাপসংগ্রহম্ ব্যাকরণম্।—আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় দ্বারা প্রকাশিত। ইহা ফরিদপুর "হিতৈষিযন্ত্রে" মুদ্রিত, মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। বাবু ফরিদপুর জজ আদালতের একজন প্রধান ও প্রাচীন উকীল তাঁহার পিতা মধন্য পণ্ডিতকুল চূড়ামণি ৺শম্ভুনাথ সেনগুপ্ত কবিভূষণ মহাশয়ের সঙ্কলিত এই কলাপ সংগ্রহ ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ও ১২৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রসিদ্ধ কলাপ ব্যাকরণ অনুসরণে ইহা লিখিত হইয়াছে, তবে সন্ধি, শব্দ, আক্ষাৎ এবং তদ্ধিৎ প্রকরণ তদপেক্ষা অনেক সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তৎপ্রতি কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাষা আর একটু প্রাঞ্জল হইলে বালকগণের শিক্ষোপযোগী হইত। আমরা ধন্যবাদের সহিত পুস্তকখানি গ্রহণ করিলাম।

৪। কায়স্থতত্ত্ব নির্ব্বচন।—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রীমহাশয়ের বিরচিত। আমরা কার্ত্তিক মাসে ইহার প্রথমাংশের সমালোচনা করিয়াছি। ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিত হইয়াছিল ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি কেন না যৎকালে সৃষ্টিকর্ত্রী ত্রিগুণাত্মিকা এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান পৃথিবী ও চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, কিন্তু বর্ণ সংজ্ঞা এই বিশ্বে নানাপ্রকার আমরা যাহাকে ব্রাহ্মণ বলি অন্যদেশে শ্রমণ বা ecclisiastic বলে, আমরা যাহাকে ক্ষত্রিয় বলি, অন্যদেশে, সামরিক বা meitary বলে ইত্যাদি, কিন্তু ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোন দেশে ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই, জাতি ও বর্ণ পৃথক শব্দ, বর্ণ নিত্য হইলেও জাতি অনিত্য মানুষের কল্পনা। এই সুন্দর পুস্তক ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রথম অধ্যায়ের সমালোচনা আমরা করিয়াছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রধান বিষয় নিঃক্ষত্র শব্দের অসারতা। ঋগ্বেদে যমদগ্নির নাম পাওয়া যায়, কিন্তু পরশুরামের নাম কুত্রাপি নাই। যিনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিলেন কিন্তু তাহার নামগন্ধ ঋগ্বেদে নাই কেন? আমাদের বোধ হয় পরশুরাম নামক ক্ষত্রনিহন্তা কোনও ব্যক্তি ছিল না। উহা পৌরাণিকদের কল্পনা মাত্র। পৌরাণিকযুগে বলবান ব্রাহ্মণদিগের সহিত অহঙ্কারী রাজাদের যে যুদ্ধ হইয়া-

ছিল তাহার নায়কস্বরূপে পরশুরামের সৃষ্টি। যমদগ্নি বৈদিক ঋষি, তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত অতীব কুতূহলাবিষ্ট। ঋচিক ব্রাহ্মণ তদীয়পত্নী ক্ষত্রিয় কন্যা সত্যবতীর জন্য চরু প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার গর্ভে ব্রাহ্মণের গুণসম্পন্ন পুত্রের জন্মগ্রহণ করিবে। তিনি তাঁহার শ্বশ্রূ অর্থাৎ সত্যবতীর মাতার জন্য অন্য প্রকারের চরু প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার গর্ভে অমোঘ বীর্য্যবন্ত ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হইবে। মাতা ও কন্যা চরুপরিবর্ত্তন করিলেন, মাতারগর্ভে বিশ্বামিত্র ও কন্যারগর্ভে যমদগ্নির উৎপত্তি হইয়াছিল। কথিত আছে পরশুরাম সর্ব্বদাই গর্ব্ব করিতেন যে তিনি অনেক ক্ষত্রিয় বিনাশ করিয়াছেন। ভবভূতি শ্রীকণ্ঠ রচিত "মহাবীরচরিত" নাটকে জনক রাজর্ষি পরশুরামকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে "ক্ষত্রিয়ের প্রতি, এই ব্রাহ্মণের বিজাতীয় দ্বেষ আমি আর সহ্য করিব না, যদি সে আবার ক্ষত্রিয় পীড়ন করে, তবে আমার অমোঘ অস্ত্র তাহার প্রতি ধাবিত হইবে, ব্রাহ্মণ বলিয়া আমি তাহাকে ক্ষমা করিব না।" দুর্লভ ও নূতন প্রমাণদ্বারা শাস্ত্রী মহাশয় কায়স্থের সহিত ক্ষত্রিয়ের একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। আমরা অর্থাৎ বঙ্গীয় কায়স্থগণ শাস্ত্রের অনেক বহুমূল্য রত্নের অধিকারী হইয়াছি, শাস্ত্রী মহাশয় নূতন রত্ন সংকলনে প্রয়াসী। শূদ্র সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যাহাই বলেন না কেন, ঋগ্বেদে তাহারাই শূদ্র বলিয়া কথিত হইয়াছে, যাহারা আদিম বর্ব্বর জাতি, আর্য্যগণ যাহাদিগকে বাহুবলে পরাজয় করিয়া দাসত্বেনিবদ্ধ করেন, ও যাহারা আর্য্যগণের কোন কার্য্যে অধিকারী ছিল না। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এক জাতি থাকিয়া আহারবিহার আদান প্রদান একত্রেই সম্পাদন করিতেন। ইহা সামাজিকভাব, কিন্তু উপনিষদ আধ্যাত্মিকভাবে সকল জাতির একত্ব প্রতিপাদিত করিয়াছেন। পৌরাণিক যুগে শূদ্রদিগের দুর্গতির মাত্রা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। যখন বুদ্ধ ভারতে নবধর্ম্ম প্রচার করিলেন, যে ধর্ম্মসংখ্যাদর্শনের ফল বিশেষ, তখন সকলেই প্রচলিত ধর্ম্মের দোষগুণ দেখিতে পাইল ও আগ্রহের সহিত নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। নিরক্ষর, অস্পৃশ্য, অনার্য্য শূদ্রগণ মহানন্দে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইল কেন না, বৌদ্ধধর্ম্মে ব্রাহ্মণের আধিপত্য ছিল না। রাজবিপ্লব সকল সময়েই দ্বিবিধ কারণে প্রধূমিত হয়, রাজাও উচ্চ জাতিদিগের অবিচার ও উৎপীড়ন ও শিক্ষিত নেতৃবৃন্দের প্রচার মূলে নূতন আলোকের সৃষ্টি। বর্ত্তমান সময়ে ঠিক এই ভাবেই বঙ্গে সমাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের উৎপীড়ন আর সহ্য হয় না, ব্রাহ্মণেতর জাতি নূতনালোকে নবাধিকার প্রার্থনা করিতেছে, রাজা ইহার প্রতিবিধান করিতেছেন না, তিনি প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না। কিন্তু বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলির দুরবস্থা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত নহে, উহা ব্রাহ্মণজাতির স্বেচ্ছাচারের ফল, তাঁহারা কামাচারী হইয়া নিম্নস্তরের জাতির সর্ব্বনাশ করিতেছেন, এই বিষয়ে সর্ব্বশক্তিমান্ রাজরাজেশ্বর ও শাসনকর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদের সহায়তা না করিলে দুর্ব্বল জাতিগুলি ব্রাহ্মণের নিষ্পেষণে সর্ব্বস্বান্ত হইবেক। এই সকল সামাজিক বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতে সম্রাটের আদেশে একটি কমিশন বসিলে ভাল হয়, নচেৎ ব্রাহ্মণের দৌরাত্ম্যে আমাদের যৎপরোনাস্তি মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিতে হইবেক।

সম্পাদকস্য।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

আমরা অতীব আনন্দসহকারে, বিগত ১৯শে পৌষ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটী পাঠ করিলাম—

ভারতবর্ষীয় কায়স্থসম্মিলন।

অবসর প্রাপ্ত জষ্টিস, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের আহ্বানে কলিকাতা ১৪নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীটে মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাটীর নিকট প্রাঙ্গনে বিগত ১৪ই পৌষ শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সর্ব্বশ্রেণীর কায়স্থজাতির একটী অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার উকীল ভাগলপুর, মাননীয় শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ সহায়, উকীল রাঁচি, রায় বিপিনকৃষ্ণ বসু রায়বাহাদুর নাগপুর, মাননীয় শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিং, এলাহবাদ, রায় দুর্গাপ্রসাদ, উত্তর পশ্চিম, মিঃ শ্যামকিসন্ সহায়, ব্যারিষ্টার, রায় হরিমোহন চন্দ্র, রায়জলিং, বাবু চন্দ্রকান্ত ঘোষ, উকীল হাইকোর্ট, বাবু বিমানবিহারী মজুমদার, ওষমামপুর নদীয়া, লালা রাজেন্দ্রপ্রসাদ, এম এ, বি এল, আরা, বাবু কালীপদ ঘোষ, রাঁচি, ডাক্তার নরেশচন্দ্র মিত্র, রাঁচি, রায় বিহারীলাল মিত্র বাহাদুর, বাবু রামশঙ্কর রায়, উকীল কটক, রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, মেজর বি, ডি, বসু, রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, ঢাকা, রায় প্রসন্নকুমার বসু বাহাদুর, রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, বাবু বিনয়কুমার রায়, কুমার রাধিকাভূষণ রায়, মাননীয় অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, বাবু নিখিলনাথ রায় প্রমুখ প্রায় পঞ্চ শতাধিক কায়স্থ এবং মিঃ এন কৃষ্ণ মুখার্জ্জি, মিঃ সি, বিজয় রাঘবচারী, মাদ্রাজ, রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর প্রভৃতি ব্রাহ্মণ বৈদ্য সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন।

মাননীয় বিচারপতি ঘোষ ও মিত্রমহাশয়দ্বয় প্রথমে উপস্থিত সভ্যগণের সহিত সাদর সম্ভাষণদ্বারা আপ্যায়িত করিলেন। তৎপরে মাননীয় মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে রাচির প্রসিদ্ধ উকীল মাননীয় বালকৃষ্ণ সহায় সভাপতিরপদ গ্রহণ করিয়া ভারতের সমগ্র কায়স্থজাতি যে একবংশ সম্ভূত এবং সকলের মিলনও একপ্রকার আচার ব্যবহার হওয়া যে বিশেষ কর্ত্তব্য নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ একটি বক্তৃতা করেন, তৎপর লালা রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রায় বিশ্বম্ভর রায়, বাবু প্রিয়নাথ সিংহ, বাবু চন্দ্রশেখর সরকার, বাবু শ্যামকিসন্ সহায়, মাননীয় সারদাচরণ মিত্র, বাবু সদাশিব মিত্র মহাশয়গণ আচার ব্যবহার রীতিনীতি বিষয়ক বক্তৃতা করেন। তৎপর জলযোগান্তে সভা ভঙ্গ হয়। সভান্তে একটি দশবর্ষবয়স্ক কায়স্থ বালক সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীর ভারতাগমন বিষয়ে একটি মধুর কবিতা পাঠ করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন।

এই মহামিলনটী যাহা এতদিন কল্পনায় সুরঞ্জিত করিয়া তুলিকামুখে চিত্রপটে অঙ্কিত হইতেছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া মান-

ছেন, তিনি এই বিষয়ে লিখিয়াছেন—"যীশু-খৃষ্টের প্রচার জীবনের পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘকাল তমসাচ্ছন্ন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সেই দীর্ঘ-কাল তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া মনু ও গীতা পাঠ করিয়াছিলেন, এমন কথা বলা যাইতে পারে না, মনু খৃষ্টাব্দের প্রথম ও গীতা চতুর্থ শতাব্দীর পুস্তক ইহার প্রচুর ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। এই সকল গ্রন্থ লিখিত হইবার পূর্ব্বে খৃষ্ট দাক্ষিণাত্যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন বলিয়া দাক্ষিণাত্যবাসী কোন কোন বিজ্ঞ খৃষ্টান অনুভব করেন। কেননা সেস্থানে ক্রাইটী (Chrite) নামে একটী খৃষ্টসম্প্রদায় দীর্ঘকাল হইতে বাস করিতেছেন। আপনাকে কে বলিল খৃষ্ট মনু আদি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন? বরঞ্চ বৌদ্ধদেবের পালিষ্ঠাইন ও মাসদনের স্তূপলিপির (Edict) অনুসারে বোধ হয় খৃষ্ট-ধর্ম্ম বহু পরিমাণে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। আপনি গীতাবাদী এ কথাগুলি আপনার ভাল বোধ হইবে না, কিন্তু বিশিষ্ট ঐতিহাসিক সূত্র না পাইলে কোনও কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।" গীতা শ্রীকৃষ্ণের বাণী ও শ্রীকৃষ্ণ প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা উত্তমরূপে প্রমা-ণিত হইয়াছে। মহাত্মা কাশীনাথ তিলঙ্গ নানাবিধ প্রমাণ দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব বহু শতাব্দী অগ্রে গীতার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু খৃষ্ট ভারতে আসিয়া সংস্কৃতের ন্যায় কঠিন ভাষা সম্যক্ প্রকারে আয়ত্ব করিয়া মনু, গীতা, উপনিষদ ও মহাভারত আদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ইহার কোনও বিশ্বাসযোগ্য ঐতি-হাসিক প্রমাণ অদ্যাবধি আমরা কুত্রাপি দেখি নাই, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মীমাংসা নিতান্ত ভ্রমাত্মক সন্দেহ নাই। উপাসনার শ্রাবণ সংখ্যায় বিদ্যারত্ন মহাশয় একটি অত্যদ্ভুত মীমাংসায় উপনীত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের মূলাভিত্তিতে কুঠারা-ঘাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার দুঃসাহস ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ দেখিয়া মর্ম্মাহত ও স্তম্ভিত হইয়াছি। তিনি বলিতে-ছেন—"ফলতঃ গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ নহেন, বক্তা প্রণেতা গোপালনন্দন পদ্মনাভ শর্ম্মা তিনি পরম কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। অন্যেরা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন না, পরন্তু মানুষও কুটিল রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন। তাই তাহাদিগকে গালি দিতে যাইয়া পদ্মনাভ শর্ম্মা কৃষ্ণোক্তিচ্ছলে এই সকল গরলের উদ্গীরণ করিয়া ছেন।" এই গরল কি বিদ্যারত্ন মহা-শয় বোধ হয় গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৬৮ শ্লোকের কথা বলিতেছেন। এই শ্লোকটী অতি অপূর্ব্ব ও অমৃতময়, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ভাগ্যে কেবল গরল উঠি-য়াছে। হায় হায়! ইংরেজী শিক্ষায় ভারতের কি অপকার করিয়াছে তাহা এখন বুঝিতেছি। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নবাবিষ্কার এই যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গোপালনন্দন পদ্মনাভ শর্ম্মা দ্বারা বিরচিত, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নহে। এই আবিষ্কারের মূল কোথায়? গুপ্ত মহাশয় কোন্ ইতিহাসে কি পৌরাণিকগ্রন্থে এই পরম-তত্ত্বের আবিষ্কার করিলেন, তাহা তিনি কিছু-মাত্র বলেন নাই। আমাদের বোধ হয় দুইটী প্রাচীন শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া গুপ্ত মহাশয় এই তমসাচ্ছন্ন গুপ্ততত্ত্বটী সূর্য্যালোকে আনয়ন করিয়াছেন। প্রথমটী এই,—

সর্ব্বোপনিষদোগাবো, দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা, দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

গুপ্ত মহাশয় এই শ্লোকটী হইতে "গোপালনন্দন" প্রাপ্ত হইয়া অপর শ্লোকটীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন—

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা, কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য, মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥

ইহা হইতে "পদ্মনাভ" পাওয়া গেল। এই প্রকারে গুপ্ত মহাশয় আবিষ্কার করিলেন যে, গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ নহেন; ফলতঃ এ শ্লোকদ্বয়ে কোনও স্থানে শ্রীকৃষ্ণের নাম গন্ধ নাই, ইহাতে আছে "গোপালনন্দন পদ্মনাভ" তাহার পরে গুপ্ত মহাশয় নিজ বুদ্ধিবলে "শর্ম্মা" পদ প্রয়োগ করিয়া গোপালনন্দন পদ্মনাভ শর্ম্মা আবিষ্কার করিলেন। তিনি বুঝিলেন না কেন যে, গোপালনন্দন পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণোদ্দেশে লিখিত হইয়াছে তবে শর্ম্মাস্থলে বর্ম্মা দিলে কতকটা অর্থ হইত। আর্য্যগণ বলিয়াছেন, "তক্রং পীবন্তি পণ্ডিতাঃ" বিদ্যারত্নের ন্যায় পণ্ডিতগণ শাস্ত্র মন্থন করিয়া কেবল ঘোল-ই খাইয়াছেন! এই বিষয়ের অধিক সমালোচনা করিতে আমাদের আর ইচ্ছা নাই।

২। কলাপসংগ্রহম্ ব্যাকরণম্।—আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় দ্বারা প্রকাশিত। ইহা ফরিদপুর "হিতৈষিযন্ত্রে" মুদ্রিত, মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। হরিশবাবু ফরিদপুর জজ আদালতের একজন প্রধান ও প্রাচীন উকীল। তাঁহার পিতা বিদ্যাধন্য পণ্ডিতকুল চূড়ামণি ৺শম্ভুনাথ সেন-কবিভূষণ মহাশয়ের সঙ্কলিত এই কলাপ সংগ্রহ ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ও ১২৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রসিদ্ধ কলাপ ব্যাকরণ অনুসরণে ইহা লিখিত হই-য়াছে, তবে সন্ধি, শব্দ, আখ্যাৎ এবং তদ্ধিৎ প্রকরণ তদপেক্ষা অনেক সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবিষ্ট হই-য়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তৎপ্রতি কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাষা আর একটু প্রাঞ্জল হইলে বালকগণের শিক্ষোপযোগী হইত। আমরা ধন্যবাদের সহিত পুস্তকখানি গ্রহণ করিলাম।

৪। কায়স্থতত্ত্ব নির্ব্বচন।—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রীমহাশয়ের বিরচিত। আমরা কার্ত্তিক মাসে ইহার প্রথমাংশের সমা-লোচনা করিয়াছি। ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিত হইয়াছিল ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি কেননা যৎকালে সৃষ্টি-কর্ত্রী ত্রিগুণাত্মিকা এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান পৃথিবী ও চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, কিন্তু বর্ণ সংজ্ঞা এই বিশ্বে নানাপ্রকার আমরা যাহাকে ব্রাহ্মণ বলি অন্যদেশে শ্রমণ বা ecclisiastic বলে, আমরা যাহাকে ক্ষত্রিয় বলি, অন্যদেশে, সামরিক বা me.itary বলে ইত্যাদি, কিন্তু ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোন দেশে ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই, জাতি ও বর্ণ পৃথক শব্দ, বর্ণ নিত্য হইলেও জাতি অনিত্য মানুষের কল্পনা। এই সুন্দর পুস্তক ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রথম অধ্যায়ের সমালোচনা আমরা করিয়াছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রধান বিষয় নিঃক্ষত্র শব্দের অসারতা। ঋগ্বেদে যমদগ্নির নাম পাওয়া যায়, কিন্তু পরশুরামের নাম কুত্রাপি নাই। যিনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিলেন কিন্তু তাহার নামগন্ধ ঋগ্বেদে নাই কেন? আমাদের বোধ হয় পরশুরাম নামক ক্ষত্রনিহন্তা কোনও ব্যক্তি ছিল না। উহা পৌরাণিকদের কল্পনা মাত্র। পৌরাণিকযুগে বলবান ব্রাহ্মণ-দিগের সহিত অহঙ্কারী রাজাদের যে যুদ্ধ হইয়া-

ছিল তাহার নায়কস্বরূপে পরশুরামের সৃষ্টি। যমদগ্নি বৈদিক ঋষি, তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত অতীব কুতূহলোদ্দীপক। ঋচিক ব্রাহ্মণ তদীয়পত্নী ক্ষত্রিয় কন্যা সত্যবতীর জন্য চরু প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার গর্ভে ব্রাহ্মণের গুণসম্পন্ন পুত্রোৎপত্তি হইবে। তিনি তাঁহার শ্বশ্রূ অর্থাৎ সত্যবতীর মাতার জন্য অন্যপ্রকারের চরু প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার গর্ভে অমোঘ বীর্য্যবন্ত ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হইবে। মাতা ও কন্যা চরুপরিবর্ত্তন করিলেন, মাতারগর্ভে বিশ্বামিত্র ও কন্যারগর্ভে যমদগ্নির উৎপত্তি হইয়াছিল। কথিত আছে পরশুরাম সর্ব্বদাই গর্ব্ব করিতেন যে তিনি অনেক ক্ষত্রিয় বিনাশ করিয়াছেন। ভবভূতি শ্রীকণ্ঠ রচিত "মহাবীর-চরিত" নাটকে জনক রাজর্ষি পরশুরামকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে "ক্ষত্রিয়ের প্রতি, এই ব্রাহ্মণের বিজাতীয় দ্বেষ আমি আর সহ্য করিব না, যদি সে আবার ক্ষত্রিয় পীড়ন করে, তবে আমার অমোঘ অস্ত্র তাহার প্রতি ধাবিত হইবে, ব্রাহ্মণ বলিয়া আমি তাহাকে ক্ষমা করিব না।" দুর্লভ ও নূতন প্রমাণদ্বারা শাস্ত্রী মহাশয় কায়স্থের সহিত ক্ষত্রিয়ের একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। আমরা অর্থাৎ বঙ্গীয় কায়স্থগণ শাস্ত্রের অনেক বহুমূল্য রত্নের অধিকারী হইয়াছি, শাস্ত্রী মহাশয় নূতন রত্ন সংকলনে প্রয়াসী। শূদ্র সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যাহাই বলেন না কেন, ঋগ্বেদে তাহারাই শূদ্র বলিয়া কথিত হইয়াছে, যাঁহারা আদিম বর্ব্বর জাতি, আর্য্যগণ যাহাদিগকে বাহুবলে পরাজয় করিয়া দাসত্বে-নিবদ্ধ করেন, ও যাহারা আর্য্য-গণের কোন কার্য্যে অধিকারী ছিল না। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এক জাতি থাকিয়া আহারবিহার আদান প্রদান একত্রেই সম্পাদন করিতেন। ইহা সামাজিকভাব, কিন্তু উপনিষদ আধ্যাত্মিকভাবে সকল জাতির একত্ব প্রতিপাদিত করিয়াছেন। পৌরাণিক-যুগে শূদ্রদিগের দুর্গতির মাত্রা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। যখন বুদ্ধ ভারতে নবধর্ম্ম প্রচার করিলেন, যে ধর্ম্মসংখ্যাদর্শনের ফল বিশেষ, তখন সকলেই প্রচলিত ধর্ম্মের দোষগুণ দেখিতে পাইল ও আগ্রহের সহিত নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। নিরক্ষর, অস্পৃশ্য, অনার্য্য শূদ্রগণ মহানন্দে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইল কেন না, বৌদ্ধধর্ম্মে ব্রাহ্মণের আধিপত্য ছিল না। রাজবিপ্লব সকল সময়েই দ্বিবিধ কারণে প্রধূমিত হয়, রাজাও উচ্চ জাতিদিগের অবিচার ও উৎপীড়ন ও শিক্ষিত নেতৃবৃন্দের প্রচার মূলে নূতন আলোকের সৃষ্টি। বর্ত্তমান সময়ে ঠিক এই ভাবেই বঙ্গে সমাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের উৎপীড়ন আর সহ্য হয় না, ব্রাহ্মণেতর জাতি নূতনালোকে নবাধিকার প্রার্থনা করিতেছে, রাজা ইহার প্রতিবিধান করিতেছেন না, তিনি প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না। কিন্তু বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলির দুরবস্থা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত নহে, উহা ব্রাহ্মণজাতির স্বেচ্ছাচারের ফল, তাঁহারা কামাচারী হইয়া নিম্নস্তরের জাতির সর্ব্বনাশ করিতেছেন, এই বিষয়ে সর্ব্বশক্তিমান্ রাজরাজেশ্বর ও শাসনকর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদের সহায়তা না করিলে দুর্ব্বল জাতিগুলি ব্রাহ্মণের নিষ্পেষণে সর্ব্বস্বান্ত হইবেক। এই সকল সামাজিক বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতে সম্রাটের আদেশে একটি কমিশন বসিলে ভাল হয়, নচেৎ ব্রাহ্মণের দৌরাত্ম্যে আমাদের যৎপরোনাস্তি মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিতে হইবেক।

সম্পাদকস্য।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

আমরা অতীব আনন্দসহকারে, বিগত ৯ই পৌষ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটী পাঠ করিলাম—

ভারতবর্ষীয় কায়স্থসম্মিলন।

অবসর প্রাপ্ত জষ্টিস, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের আহ্বানে কলিকাতা ১৪নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীটে মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাটীর নিকট প্রাঙ্গনে বিগত ১৪ই পৌষ শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সর্ব্বশ্রেণীর কায়স্থ-জাতির একটী অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার উকীল ভাগলপুর, মাননীয় শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ সহায়, উকীল রাঁচি, রায় বিপিনকৃষ্ণ বসু রায়বাহাদুর নাগপুর, মাননীয় শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিং, এলাহবাদ, রায় দুর্গাপ্রসাদ, উত্তর পশ্চিম, মিঃ শ্যামকিসুন সহায়, ব্যারিষ্টার, রায় হরিমোহন চন্দ্র, ব্যারিষ্টার, বাবু চন্দ্রকান্ত ঘোষ, উকীল হাইকোর্ট, বাবু বিমানবিহারী মজুমদার গুষমামপুর পূর্ণিয়া, লালা রাজেন্দ্রপ্রসাদ, এম এ, বি এল, আরা, বাবু কালীপদ ঘোষ, রাঁচি, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র মিত্র, রাঁচি, রায় বিহারীলাল মিত্র বাহাদুর, বাবু রামশঙ্কর রায়, উকীল কটক, রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, মেজর বি, ডি, এস, রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, ঢাকা, রায় প্রমথকুমার বসু বাহাদুর, রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, বাবু বিনয়কুমার রায়, কুমার রাধিকা-ভূষণ রায়, মাননীয় অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি সার চন্দ্রমাধব ঘোষ, বাবু নিখিলনাথ রায় প্রমুখ প্রায় পঞ্চ শতাধিক কায়স্থ এবং মিঃ এন কৃষ্ণ মুখার্জ্জি, মিঃ সি, বিজয় রাঘবচারী, মাদ্রাজ, রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর প্রভৃতি ব্রাহ্মণ বৈদ্য সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন।

মাননীয় বিচারপতি ঘোষ ও মিত্রমহাশয়দ্বয় প্রথমে উপস্থিত সভ্যগণের সহিত সাদর সম্ভাষণদ্বারা আপ্যায়িত করিলেন। তৎপরে মাননীয় মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে রাচির প্রসিদ্ধ উকীল মাননীয় বালকৃষ্ণ সহায় সভাপতিরপদ গ্রহণ করিয়া ভারতের সমগ্র কায়স্থজাতি যে একবংশ সম্ভূত এবং সকলের মিলনও এক-প্রকার আচার ব্যবহার হওয়া যে বিশেষ কর্ত্তব্য নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ একটি বক্তৃতা করেন, তৎপর লালা রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রায় বিশ্বম্ভর রায়, বাবু প্রিয়নাথ সিংহ, বাবু চন্দ্রশেখর সরকার, বাবু শ্যামকিসন্ সহায়, মাননীয় সারদাচরণ মিত্র, বাবু সদাশিব মিত্র মহাশয়গণ আচার ব্যবহার রীতিনীতি বিষয়ক বক্তৃতা করেন। তৎপরে জলযোগান্তে সভা ভঙ্গ হয়। সভান্তে একটি দশবর্ষবয়স্ক কায়স্থ বালক সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীর ভারতাগমন বিষয়ে একটি মধুর কবিতা পাঠ করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন।

এই মহামিলনটী যাহা এতদিন কল্পনায় সুরঞ্জিত করিয়া তুলিকামুখে চিত্রপটে অঙ্কিত হইতেছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া মান-

নীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সমগ্র কায়স্থসমাজের ধন্যবাদের পাত্র হইলেন। সভাপতি মহাশয়ের আবেদন বঙ্গীয় প্রত্যেক কায়স্থের হৃদয়ে ক্ষোদিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক তিনি বলিয়াছিলেন যে ভারতীয় বিরাট কায়স্থ-জাতি যখন একবংশসম্ভূত, তখন তাঁহাদিগের আচার ব্যবহারের একত্ব হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমরা ইহাও জানি যে বঙ্গীয়কায়স্থদিগের আচার ব্যবহার ভারতের অন্যান্য প্রদেশস্থ কায়স্থদিগের আচারের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে, কিন্তু প্রধানতঃ একটী বিষয়ে অনেক দিন হইতে বৈষম্যভাব পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গীয় কায়স্থগণ শূদ্রধর্ম্মী কিন্তু ভারতীয় অন্যান্য দেশজ কায়স্থগণ দ্বিজধর্ম্মী, বর্ত্তমান সময়ে অনেক কায়স্থ মহাত্মাগণ উপনীত হইয়া কায়স্থনামের সার্থকতা প্রদর্শন করিতেছেন। যে সকল কায়স্থ মহাত্মাগণ আজিও ইতস্ততঃ করিতেছেন তাঁহাদিগের বুঝা উচিত যে যদি মিলন আমাদের জাতীয় উন্নতি-বিধায়ক হয় তবে তাঁহাদের স্বধর্ম্ম গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। আমরা টাকী, গাভা ও বানরী পাড়ার বঙ্গজ কুলীন মহোদয়গণকে এবং উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ মহোদয়দিগকে সদাচার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

২। "কিসে কায়স্থসমাজের উন্নতি হয়" প্রবন্ধটীর মধ্যে অনেক সারবান্ কথা আছে। আমরা কায়স্থ সভার সভাপতি মহাশয়ের মনোযোগ তৎপ্রতি আকর্ষণ করিতেছি। দরিদ্র কায়স্থ সন্তানের বিনা অর্থব্যয়ে শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়স্থাপন করা অতিশয় প্রয়োজন হইয়াছে। এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালার অনুকরণে উহা সংস্থাপিত করা আবশ্যক। পরম শ্রদ্ধাস্পদ কায়স্থসমাজের প্রকৃত হিতৈষী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহোদয় মনোযোগ করিলে অনায়াসে এই মহৎ ব্যাপার সংসাধিত হইতে পারে। আগামী মহাসভার অধিবেশনে এই বিষয়টী আন্দোলিত হওয়া আবশ্যক।

সম্পাদকস্য।

আত্মকাহিনী।—১৩১৭ সনের টাকা প্রায় সকল গ্রাহকগণই দয়া করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ১৩১৮ সনের চাঁদা অনেক বাঁকী। আমরা ভিঃ পিঃ করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ উহাতে গ্রাহকগণের অসুবিধা হইতে পারে। চাঁদা অগ্রিম দেয়, গ্রাহকগণ দয়া করিয়া ১৩১৮ সনের ১৷৷০ টাকা মাত্র মনি-অর্ডারযোগে আমাদের নিকট পাঠাইলে প্রতিভার বিশেষ উপকার হয়। বর্ত্তমান সময়ে অর্থাভাবে আমরা কষ্ট পাইতেছি। অধিকআর কি লিখিব। সম্পাদক।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য--কায়স্থপ্রতিভা।

মাঘ মাস, ১৩১৮।

শিক্ষাষ্টকং।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)।

এই প্রার্থনার অধিকারী মাত্র আমি। তজ্জন্য প্রার্থনা করিতেছি :—

অয়ি নন্দতনূজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে
ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-স্থিত-ধূলি-সদৃশং
বিচিন্তয় ॥ ৫ ॥

হে "নন্দতনূজ" এই সম্বোধন বাক্যে সাধারণ ভক্ত আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এই যে, তুমি জন্মহীন হইয়াও নন্দ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; জগতের সকল জীবের প্রতি ইহাই আশ্চর্য্য কৃপা :—

বিভর্ষিরূপাণ্যবোধআত্মা
ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য।
সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি
সতামভদ্রাণি মুহুঃখলানাম্ ॥

শ্রীভাগবতে ১০।২।২৯।

তুমি অববোধক অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ আত্মা; তুমি চরাচর লোকের মঙ্গলের জন্য বারংবার সত্ত্বগুণ সম্পন্ন নানারূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াথাক; তাহা সাধুগণের সুখসাধন ও খল জনগণের নাশক হইয়া থাকে। যে ইচ্ছায় কংশাদি বিনাশ করিতে সক্ষম হইয়াও শক্ত্যাবেশ অবতার দ্বারা পৃথিবীর ভারোদ্ধার কার্য্যে সক্ষম হইয়া ভারহরণ কার্য্যে ছল ধারণ পূর্ব্বক এই মর্ত্ত্যভূমে নন্দ গোপ গৃহে তুমি যে জন্মগ্রহণ করিয়াছ সে কেবল অতি অধম দুরাচার জন সকলকে কিরূপ কৃপা প্রকাশ করিতে হয় আচরণের দ্বারা তাহাই দেখাইবার জন্য :—

মৎস্যাশ্ব কচ্ছপ নৃসিংহ বরাহ হংস
রাজন্য বিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসিনস্ত্রি ভুবনঞ্চ যথাধুনেশ
ভারং ভুবোহর যদুত্তম বন্দনং তে ॥

শ্রীভাগবতে ১০।২।৪০

ব্রহ্মাদিদেবগণ দেবকীর গর্ভস্থ বিষ্ণুর স্তবকালে কহিয়াছিলেন যে, তুমি মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও দেব

এই সকল অবতার গ্রহণ করিয়াছ ; হে ঈশ ! তুমি আমাদিগকে ও ত্রিভুবন রক্ষা কর ও এক্ষণ পৃথিবীর ভার হরণ কর ; হে যদুবংশ তিলক ! তোমাকে আমরা অবনত মস্তকে প্রণাম করিতেছি। পূর্ব্বে যে "অবতারের" কথা বলা হইয়াছে তাহা এই :—

অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার একলীলাবতার আর ॥
গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশ অবতার ॥
শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ২০ পরিচ্ছেদে।

তন্মধ্যে শক্ত্যাবেশ অবতার যথা :—

শক্ত্যাবেশ অবতার অসংখ্য গণন।
দিগ্‌দরশন করি মুখ্য মুখ্য জন ॥
শক্ত্যাবেশ দুইরূপ গৌণ মুখ্য দেখি।
সাক্ষাৎ শক্ত্যে অবতার অভাসে বিভূতি লেখি ॥
সনকাদি নারদ পৃথু আর পরশুরাম।
জীবরূপ ব্রহ্মা আছে আবেশ তার নাম ॥
বৈকুণ্ঠ শেষ ধরা ধরয়ে অনন্ত।
এই মুখ্যাবেশাবতার বিস্তারে নাহি অন্ত ॥
সনকত্বে জ্ঞান শক্তি নারদে শক্তি ভক্তি।
ব্রহ্মায় সৃষ্টি শক্তি অনন্তে ভূধারণ শক্তি ॥
শেষে স্ব-সেবন শক্তি পৃথুতে পালন।
পরশুরামে দুষ্ট নাশক বীর্য্য সঞ্চারণ ॥
শ্রীচরিতামৃতে ঐ ঐ।

জ্ঞানশক্ত্যাদি কলয়া যত্রাবিষ্টৌ জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীব এব মহত্তমাঃ ॥
লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্ব খণ্ডে আবেশ প্রকরণে।

যে সকল জীবে জ্ঞান শক্তি আদি কলা দ্বারা জনার্দ্দন আবিষ্ট হয়েন সেই সমুদায় মহত্তম জীবকে আবেশ বলা যায়।

বিভূতি কহিয়ে যৈছে গীতা একাদশে।
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণের শক্তি ভাবাবেশে ॥
শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ২০ পরিচ্ছেদে।

কুব্জা ও সুদামাদি অতিহীন জন সকলকে ও ব্রহ্মাদির প্রার্থনীয় স্ব স্বরূপের দর্শন স্পর্শনাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছ তাহাই স্মরণ করিয়া মাদৃশ জনের ও তব কিঙ্করত্ব প্রার্থনার অভিলাষ হইতেছে।

ব্রহ্ম মোহনে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের যে স্তব করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা এই :—

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্রবান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদ পল্লবং ॥
শ্রীভাগবতে ১০।১৪।৩০।

হে নাথ ! তজ্জন্য আমার মহদ্ভাগ্য হউক যে এই ব্রহ্ম জন্মে অথবা কোন তির্য্যক্ যোনিতে ও জন্মগ্রহণ করিয়া কিংবা যে ভাগ্যে তোমার জনের এক জন যে কোন হইয়া তোমার পাদ-পল্লব সেবা করি। সেই উৎকণ্ঠায় কার্য্যাকার্য্য বিচার শূন্য হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি যে তোমার চরণ বিস্মৃতি ভবাম্বুধি স্বরূপ তাহাতে এমন ভাবে পতিত হইয়াছি যে, যে কোন কালেও উদ্ধার হইবার আশা নাই অর্থাৎ তোমার চরণ স্মৃতি পাইবার উপায় নাই। যে হেতু সংসারস্থ সকল জীবই আমার ন্যায় পতিত। পতিত ব্যক্তি যেরূপ পতিত জনকে উদ্ধার করিতে পারে না তদ্রূপ তোমার চরণ স্মৃতি হীন জন কিরূপে চরণ স্মরণ করাইবে ? এবং পতনের পথ প্রদর্শন করিতে পারে ? অতএব উপরিস্থিত জন যেমন পতিত জনকে উদ্ধার করে সেইরূপ আমি তোমার

কর এ স্মৃতি তোমার বিলুপ্ত হয় নাই ; এ জন্য ম সেই স্মৃতি ধারণ করিয়া এ অধম কিঙ্করকে তি প্রদান কর তাহা হইলেই ভবাম্বুধি হইতে র্থাৎ অনন্ত কালের জন্য তোমার চরণ বিস্মৃতি-া সমুদ্র হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হই। "তোমার রণ পদ্ম ধূলি তুল্য আমাকে মনেকর" এই বাক্য বলাতে আমি তোমার নিত্যদাস ইহাই প্রতিপন্ন করা হইল। "দাস্যভূতো হরেরেবনান্যস্যৈব কদাচনেতি প্রমেয় রত্নাবল্যাম্।

ক্রমশঃ

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

কবিতাগুচ্ছ।

সারকথা (১)।

পতি যদি প্রিয়তম, গুণবান্ হয়,
ত্রিদিবের সুখ কভু তা'র সম নয়। ১।
স্বভাব-সৌন্দর্য্য যদি রহে কলেবরে,
মণি-মুক্তা আভরণে কিবা শোভা করে ! ২।
অমিয় বচন ওষ্ঠে যদি নিত্য রয়,
সুখশ্রাব্য কাব্য-রসে কিবা ফলোদয় ? ৩।
অসতের অধীনতা করিলে স্বীকার,
মরণের অবশিষ্ট কিবা রহে আর ! ৪।
ভিক্ষালব্ধ ধনে কৈলে জীবন ধারণ,
সকলে ধিক্কার দেয় হীনতা কারণ। ৫।
ইষ্টলাভ হয় যদি বিনা প্রার্থনায়,
কল্পদ্রুম কাছে কেবা যাইবারে চায় ? ৬।

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী।

মহাত্মা ও দুরাত্মা (২)।

মহাত্মাগণের মনে যাহা কিছু রয়,
বাক্য আর কার্য্যেতেও সেইরূপ হয়।
দুরাত্মাদিগের সদা মনঃ বাক্য আর
কার্য্যাদি হইয়া থাকে বিভিন্ন প্রকার।

কুমারী শ্রীসুচারুবালা দেবী।

ত্রি-রত্ন (৩)।

সু জীবতি যশো যস্য কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।
অযশোঽকীর্ত্তি সংযুক্তো জীবন্নপি মৃতোপমঃ॥
ভাবার্থ—যশস্বী ও কীর্ত্তিমান ত্যজিলে জীবন,
চিরজীবী মধ্যে তিনি তবু গণ্য হন।
জীবিতেও মৃত তুল্য সেই অভাজন,
অযশঃ ও অপকীর্ত্তি করে যে অর্জ্জন। ১।
নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ।
শুষ্কঃ কাষ্ঠশ্চ মূর্খশ্চ ভিদ্যতে ন চ নম্যতে॥
ভাবার্থ—ফল ভারাক্রান্ত তরু আর গুণিগণ,
বিনীত বিনম্র ভাবে রহে অনুক্ষণ।
রস শূন্য কাষ্ঠ আর যত মূর্খ জন,
ভগ্ন হয়, তবু নত নাহি হয় কখন। ২।
বিরক্তঃ পরদারাসু নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু।
দম্ভ মাৎসর্য্যহীনো যস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥৩।
ভাবার্থ—পরদারে পরদ্রব্যে লোভ যা'র নাই,
মাৎসর্য্য ও দম্ভহীন যে জন সদাই,
ত্রিলোক বিজয়ী হন সেই মহাশয়
শাস্ত্রের বচন ইথে নাহিক সংশয়।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা।

কাশ্মীর (৪)।

অয়ি দিব্যলোক মরতমাঝে, দেবের আলয়! অয়ি ভারত-গৌরব! শোভিছ কিরীটসম শীর্ষেতে যার! প্রকৃতির রমণীয় দৃশ্যস্থান! যার লাগি সৌর ছাড়ি দেবগণ আসিবার চায় এই মর্ত্ত্যলোকে, বিসর্জ্জিয়া ত্রিদিবের সুখ শান্তি! আছে এক অতৃপ্ত সাধ হৃদয় মাঝারে চির বিরাজিত, যাপিব এই জীবনের কতিপয় দিন তব পাশে নিরখিয়া স্বভাবের বিচিত্র কৌশল প্রকটিত হয় যাহে পরম পিতার মহিমা অপার। মিটিবে না কি অধম এই সন্তানের চিরসাধ দয়াময়?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা।

জন্মভূমি (৫)।

সূর্য্য গ্রহ তারা, এখানে সুষমা ভরা,
কোথা আছে হেন হ্রদ সরোবর
নদনদী মাঠ তরু মহীধর
নগর অটবী মরু, কিবা পুষ্প লতা চারু,
মলয় অনিলে এত প্রীতিভরা
ধন ধান্যে পূর্ণা হেন বসুন্ধরা? ১।
ঘৃতসর ননী ক্ষীর, সুশীতল ভক্ষ্যনীর,
কোথা হেন আর মানসরঞ্জন
পীযূষ-পূরিত মানব-বদন।
প্রয়াগ পুষ্কর গয়া, বিন্ধ্যাচল হিমালয়া
স্তবকে স্তবকে কোথা আছে আর
কোথায় এমন কোকিল ঝঙ্কার? ২।
মাতা কন্যা পত্নী ভ্রাতা, ভগ্নী বন্ধু পতি পিতা
কোথা হেন আর দয়ার আধার
হৃদয় শোণিতে করে উপকার
কৃষ্ণ ভীষ্ম শাক্যমুনি, ভবে মরকত মণি
কোথাও তাঁদের নাহিক উপমা
অসি বর্ম্মে চর্ম্মে কোথা হেন রমা? ৩।
এইতো সে পিতৃভূমি, ধরায় স্বরগ গণি
অস্তমিত তাঁর গৌরব-ভাস্কর
চির রাহুগ্রাসে অচল নিথর। ৪।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

ভীমের কলঙ্ক (৬)

ভীমের জীবন তরু; পত্রপুষ্পে শোভে চারু
সুষমায় মন প্রাণ হরে;
নিরখি জুড়ায় আঁখি, স্পৃহা পুনঃ পুনঃ দেখি
ডুবে থাকি ভাবের সাগরে।
ভীমের অতুল বীর্য্য, ভীমের অপূর্ব্ব কার্য্য
অমানুষী প্রতিভা প্রভায়;
কে করেছে আলো, কে দেখিবে নেত্র খোল
দীপ্ত কর মলিন হিয়ায়।
ভীরুতা কাহাকে বলে, নাহি জানে কোন কালে
অন্তঃস্থলে সাহস দুর্জ্জয়;
যতনা বিপদ আসে, ভীম অগ্রসর হেসে
দলি যায় গণ্ডারের প্রায়!
ভীম বীর-চূড়ামণি, বীরত্ব-ধীরত্ব-খনি
পৃষ্ঠ প্রদর্শন নাহি জানে;
অকপট হৃদি খানা, কপটতা প্রবঞ্চনা
কে দেখেছ তাঁর সন্নিধানে?
প্রতিজ্ঞার কল্পতরু, পালনে কাতর ভীরু
কভু নহে ভীমের হৃদয়;
যখন বলেছে যাহা, সম্পন্ন করেছে তাহা
মন-বলে লভেছে বিজয়।
শরণ লইলে কেহ, বিপন্ন করিয়া দেহ
ভীমবীর প্রদানি আশ্রয়;
বীরের প্রকৃত ধর্ম্ম, বীরের প্রকৃত মর্ম্ম
প্রতিভাত করেছে ধরায়।

প্রেম প্রীতি ভালবাসা, অনুকম্পা উচ্চ আশা
শিষ্টাচার, নীতি-ধর্ম্মজ্ঞান ;
কেহ ভীমে অবহেলি, যায় নাই ক্ষণ চলি
ভাগ্যবান্ কে তাঁর সমান ?
অহো একি হেরি তায়, বীরশ্রেষ্ঠ ভীমরায়
হীনমতি হইলা এমন !
কে দিল এ কুমন্ত্রণা, কার তীব্র উত্তেজনা
করিল গো কলঙ্ক ভাজন ?
অন্যায় সমর ক'রে হ্রদ দ্বৈপায়ন তীরে
কুরুপতি উরু ভঙ্গ করি ;
বীরের যশের ডালি, শির হতে দিলা ফেলি
কালিমা স্পর্শিল চাঁদে মরি !
এ অকীর্ত্তি তাও ভুলি, ভীমের প্রতিজ্ঞা তুলি
প্রলোধ যে দিতে পারি চিতে ;
একি ছি ছি, হায় হায় ! কি করিলা ভীমরায়
একেবারে গেলা অধঃপাতে !
মহারাজ দুর্য্যোধন, বীর-মানী-আত্মজন,
ধরাতলে শুয়ে মৃত্যুকোলে ;
তার শিরে পদাঘাত ! হল নাকি বজ্রপাত !
শিষ্টাচার দিলা রসাতলে !
বীর হ'য়ে বীর গ্লানি সাজিলা সে বীর মণি
রোষভরে করিলা কি কায ;
অমল-ধবল দেহে, মসী লিপ্ত ক'রে গেহে
ফিরে যেতে হল নাকি লাজ !
শুনিয়া যে লাজ পায়, বীরের মর্য্যাদা হায় !
নাশ করে বীর-কুল-মণি ;
এ হীনতা সমর্থন, ধরাধামে বীরগণ
কভু করে না জানি না শুনি !
উচ্চ কণ্ঠে বার বার, বলিবে হৃদয় তাঁর
যে বীর সে, হইয়া নিঃশঙ্ক ;
মহামানী কুরুনাথ, তাঁর মাথে পদাঘাত
'শতধিক্ !—ভীমের কলঙ্ক।'

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

ভারতে রাজদর্শন।*

"স্বাগতঃ হে রাজ, রাজ,
তব ভারত-সাম্রাজ্য মাঝ ;
এস এস মহারাজ,
প্রিয় মহারাণী সহ আজ ॥
তুমি মহামহিম বৃটনেশ্বর,
সসাগরা অর্দ্ধ-ধরা তোমার আয়ত্ত।
সর্ব্বভূলোকে বিস্তৃত তব রাজ্য,
যথা দাসত্ব না রহে, সূর্য্য না যায় অস্ত ॥
কত মত জাতি বহু মত ভাষা,
করে তব রাজ-ছত্র তলে বাসা।
ন্যায় শান্তি লভিয়া স্বধর্ম্ম পালিয়া,
সুখে থাকিয়া করে তব কৃপালাভাশা ॥
ঈশ্বর কৃপায় হইয়া তুমি,
প্রবল প্রতাপ ভারত সম্রাজ ;
নৌসেনা বীর্য্যে, শাসন সৌকর্য্যে,
জগতে শান্তি রাখিছ বিরাজ ॥
রাজ্যাভিষেক প্রচার ছলে, বরাভয় দিতে,
দিল্লীতে রাজসূয় করিলে ধিরাজ।
তব কৃপাবলে, বহু পুণ্যফলে,
দীন ভারত-প্রজা তব, দরশন লভিল আজ ॥

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা।

* এই গানটী আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের দ্বাদশ বয়স্ক পুত্র শ্রীমান্ প্রভাসচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা কর্ত্তৃক বিগত ১৪ই পৌষ কলিকাতায় ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সম্মিলনে গীত হইয়াছিল।
সম্পাদক।

তীর্থের পথে।

তপোবন।

প্রাচীললাটে উষার প্রথম আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিলাম। পদব্রজেই তপোবন দেখিতে যাইব সংকল্প করিয়াছিলাম। আমাদের বাসা হইতে তপোবন পাহাড় তিন ক্রোশ পথ হইবে। রাজপথ তখন জনহীন। বৃক্ষবীথিতলে অন্ধকার হেলিকার অঞ্চল ছায়ায় তখনও পুঞ্জীভূত ভাবে বিরাজ করিতেছিল। বিহগের প্রভাতি গানে তখনও সুপ্তিমগ্ন ধরণীর অঙ্গ পুলক স্পন্দনে জাগিয়া উঠেনাই!

পথ চিনিতাম না, তবে পূর্ব্ব হইতেই, কোন্ পথে যাইতে হইবে তাহার সন্ধান লইয়াছিলাম। বৈদ্যনাথদেবের মন্দিরের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ রাজপথ ধরিয়া চলিলাম। পথটি দিনাবাজারের মধ্যদিয়া "কাসটিয়ার্স টাউন" পল্লীকে দক্ষিণে রাখিয়া তপোবন অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়াছিলাম, এ পথ দিয়া গেলে তপোবন নিকটবর্ত্তী। আর একটি পথ আছে, সে পথটি একটু ঘুরিয়া গিয়াছে! যানযান অথবা গোশকটে চলিয়া সে পথে চলিবার সুবিধা। আমি সুবিধার পথ ছাড়িয়া অসুবিধার পথটিই মনোনীত করিয়াছিলাম; কারণ তাহাতে অর্থব্যয় হইবে না। আমার-পক্ষে তাহাই যথালাভ।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর সম্মুখে যমুনা জোড় নদী পড়িল। নদীটি শুষ্কপ্রায় কদাচিৎ কোথাও সামান্য পরিমাণ জলধারা ক্ষীণস্রোতে বহিতেছে। দুইমাইল পথচলিবার পর পথের দক্ষিণে ইষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত একটী বৃহৎ উদ্যান দেখিতে পাইলাম। তখন পূর্ব্বগগন রক্তিমবিভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, রাজ-পথে দুই একটী লোক দেখিতে পাইলাম। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তপোবনের উদ্যানটী বালানন্দ স্বামীর। তিনি মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া বাস করেন। অন্য সময় দুই চারিটী ভৈরবীও এখানে অবস্থিতি করেন। প্রাচীর গাত্রে কয়েকখানি গৈরিক বাস বিলম্বিত রহিয়াছে দেখিলাম। বোধ হয় প্রাতঃস্নান শেষে ভৈরবীরা সিক্ত বস্ত্র রৌদ্রে শুকাইতে দিয়াছেন। বাগান দেখিবার প্রলোভন এযাত্রা দমন করিলাম। কারণ তখন তপোবন দেখিবার স্পৃহাই প্রবল।

নগরের সীমা বহুক্ষণ ছাড়াইয়া আসিয়াছি এখন আর পথের ধারে ইষ্টকালয়ের চিহ্ন নাই। প্রান্তরের মধ্য দিয়া পথ চলিয়া গিয়াছে। নবীন শালতরুরাজিতে প্রান্তরসমাচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে দুই একটা খণ্ডশৈল মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি চলে প্রকৃতির দৃশ্য এইরূপ। তরুণ অরুণস্পর্শে কুয়াশার যবনিকা ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছিল, অকস্মাৎ আলোকচিত্রের বিচিত্র দৃশ্যের ন্যায় প্রকৃতির অপূর্ব্ব মহিমচ্ছবি নেত্রপটে ভাসিয়া উঠিতেছিল। শীত তখনও খুব প্রবল। মনের আনন্দে পথ চলিতে লাগিলাম। তপোবন পাহাড়ের শীর্ষভাগ এক একবার দেখিতে পাইতেছিলাম, আবার উহা শালতরু সমাচ্ছন্ন কোন শৈলান্তরালে প্রচ্ছন্ন হইতেছিল। পথ অসমতল, কখনও নীচে নামিয়াছে। আবার ক্রমশঃ উপরে উঠিয়াছে। দরিদ্র পল্লীরমণীরা ছিন্ন মলিন বসনে দেহ আবৃত করিয়া দেওঘর অভিমুখে চলিয়াছে। কাহারও মাথায় শালপাতার ঠোঙ্গা পরিপূর্ণ ঝুড়ি, কাহার ও শিঃরস্থিত ভাণ্ডে দুগ্ধ অথবা সর্ষপতৈল, কেহ বা জ্বালানি কাষ্ঠ মাথায় করিয়া বিক্রয়ার্থ দেওঘরের বাজার অভিমুখে চলিয়াছে।

দূরে বৃক্ষরাজিসমাচ্ছন্ন তপোবনের শীর্ষদেশ সূর্য্যকিরণে জ্বলিতেছিল। পথের বামপার্শ্বে একটী ছোট পাহাড় দেখিতে পাইলাম। রাজপথ তাহার পার্শ্ব দিয়া ঘুরিয়া চলিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের অনতিদূরে কয়েকখানি পর্ণকুটীর। পথের ধারে কয়েকটী কৌপিনধারী নগ্নদেহ বালক খেলা করিতেছিল। একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তপোবন লক্ষ্য করিয়া সোজা যাইতে পারিলে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে আমি পাহাড়ে পঁহুছিতে পারিব। কিন্তু এ পথে গেলে চড়াই উৎরাই পার হইতে হইবে। রাজপথ ধরিয়া গেলে এক ঘণ্টা লাগিবে। আমি সোজা পথেই চলিলাম। পথটী উপলবন্ধুর। তপোবনের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত এখন দেখিতে পাইলাম। নবোৎসাহে চড়াই উৎরাই পার হইয়া অগ্রসর হইলাম। এপথে জনমানব নাই। কদাচিৎ দূরে দুই একখানি পর্ণকুটীর দেখা যাইতেছিল মাত্র।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে পাহাড়ের তলদেশে আসিয়া উপনীত হইলাম। তপোবনের সন্নিকটে একটী প্রকাণ্ড জলাশয় দৃষ্টিগোচর হইল। জল অধিক বলিয়া মনে হইল না। কতিপয় জলচর পক্ষী মৎস্য শিকারের আশায় তীরে তীরে ঘুরিতেছিল। তপোবন যথার্থই তপোবন! দীর্ঘদেহ পল্লবিততরুরাজিতে পাহাড়ের পাদমূল হইতে ঊর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত সমাচ্ছন্ন। আম্র ও বিল্ববৃক্ষের সংখ্যাই অধিক।

পাহাড়ের পাদদেশে খানিকটা প্রশস্ত সমতল ভূমি। সেখানে একটী প্রকাণ্ড কূপ বিদ্যমান। কূপের অনতিদূরে একটী কুণ্ড। কুণ্ডের জল তীর্থযাত্রিগণ গঙ্গোদকের ন্যায় পবিত্র মনে করিয়া উহাতে স্নান করিয়া থাকে। জল অত্যন্ত মলিন বলিয়া অনুমিত হইল। পাহাড়ের পাদদেশ হইতে প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলী ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে। পাহাড় কাটিয়া সোপান নির্ম্মিত হইয়াছে। দশ পনর হাত উঠিবার পর কয়েকটী মন্দির দৃষ্টিগোচর হইল। একটী মন্দিরের গাত্রে বড় বড় বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা আছে—

"মাতাজী নর্ম্মদাবাঈ, দেবতা জননী,
সমাধিমন্দিরে সুখে আছেন শয়ানী।"

পাণ্ডার মুখে শুনিলাম, (এখানেও বৈদ্যনাথের ন্যায় পাণ্ডা আছেন, তবে সংখ্যায় অতি অল্প) নর্ম্মদাবাঈ নাম্নী সন্ন্যাসিনী কিছুদিন এই পাহাড়ে যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার অল্প দিন হইল মৃত্যু হইয়াছে। মাতাজীর শিষ্যগণ তাঁহার স্মৃতিরক্ষা কল্পে সমাধিমন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

পাহাড়ে, তপোনাথ, কমলেশ্বরী, পার্ব্বতী, বিষ্ণুপাদপদ্ম প্রভৃতির মন্দির আছে। সমাধিমন্দির ছাড়াইয়া আর একটু উপরে উঠিতেই দক্ষিণে একটী গুহা দেখিলাম। গুহামুখ প্রশস্ত। মধ্যে একটী বেদী। বেদীর উপর একটী গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসী বসিয়া গঞ্জিকা সেবন করিতেছেন। পার্শ্বে একটী লোক বসিয়া আছে। সেইখানে জুতা খুলিয়া রাখিয়া গুহার ভিতরে উঠিতে হয়। এক পার্শ্বে জুতা রাখিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তপোনাথ দেখিতে আসিয়াছেন কি?" বলিলাম সবই দেখিব। পরিচয়ে জানিলাম সন্ন্যাসী ঠাকুর, বালানন্দ স্বামীর শিষ্য।

পাহাড়ের উপরে স্বামীজীর গুহা আছে। সেখানে তিনি সাধন ভজন করেন। স্বামীজীর অনুপস্থিতি কালে গুহার দ্বার রুদ্ধ থাকে। দরজার চাবি সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে আছে; কেহ দেখিতে ইচ্ছা করিলে তিনি দরজা খুলিয়া দিয়া থাকেন। পূর্ব্বে কোন সাধুর সাধনগুহা দেখি নাই; সংবাদপত্রে পূর্ব্বে ঐ গুহা সম্বন্ধে কিছু কিছু পাঠ করিয়াছিলাম, সুতরাং দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। সন্ন্যাসীর পার্শ্বে যিনি উপবিষ্ট ছিলেন, শুনিলাম তিনি স্থানীয় পাণ্ডা। তপোনাথের পূজা তিনিই করিয়া থাকেন। এখানে সর্ব্বসমেত সাত ঘর পাণ্ডা আছেন।

সন্ন্যাসীঠাকুর চাবি লইয়া চলিলেন। শিখরদেশ পর্য্যন্ত পাথরের সিঁড়ি। স্বামীজীর গুহা পর্য্যন্ত গিয়া সোপানাবলী শেষ হইয়াছে। চল্লিশ পঞ্চাশ বর্গ ফুট পরিমিত একটী সমতল স্থানে একটী ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির। মন্দিরের এক পার্শ্বে পাহাড়ের প্রাচীর। দ্বারটী ক্ষুদ্র সন্ন্যাসী ঠাকুর দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। কক্ষটী ক্ষুদ্র। একদিকে একটী ক্ষুদ্র বাতায়ন। বাতায়ন লোহার রেলিংদ্বারা দৃঢ়ীকৃত। ইচ্ছামত তাহাকে দরজায় পরিণত করা যায়। কক্ষের এক পার্শ্বে একটী বেদী। তাহার উপর ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিস্তৃত। শার্দ্দূলের মুণ্ডটীও বাদ যায় নাই। চক্ষু দুইটী জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম ব্যাঘ্রাসনের নিম্নে পুরু গদি। উপবেশনে সুবিধা ও আরাম হইবে বলিয়াই বোধ হয় সংসারসুখত্যাগী, কঠোর সন্ন্যাসরত স্বামীজী এইরূপ সুকোমল আসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন! আসনের এক পার্শ্বে একটী পাত্র, তদুপরি কয়েকটী পয়সা রহিয়াছে। সন্ন্যাসীঠাকুর বলিলেন যে দর্শকগণ ইচ্ছামত এখানে দর্শনী দিয়া থাকেন। আমিও কয়েকটী পয়সা পাত্রের উপর রক্ষা করিলাম। দেওয়ালে স্বামীজীর ফটোগ্রাফ লম্বিত দেখিলাম। একখানি নয়। তিন চারিখানি নানাঅবস্থার ফটো রহিয়াছে। একটী ফটোতে সশিষ্য স্বামীজী বিরাজ করিতেছেন। পূর্ণানন্দ স্বামী, বালানন্দের প্রধান শিষ্য। ইনি বাঙ্গালী, উচ্চশিক্ষিত। গৃহকোণে কতিপয়

'বেঙ্গলী' সংবাদপত্র রহিয়াছে দেখিলাম। পূর্ণানন্দ স্বামী যখন এখানে থাকেন তখন তাঁহার পাঠের নিমিত্ত "বেঙ্গলী" এখানে আসে। বালানন্দ ও পূর্ণানন্দ স্বামী শীত ঋতুর শেষ ভাগে প্রায়ই বারনসীধামে অবস্থান করেন। এখন তাঁহারা সেইখানেই আছেন।

গৃহতলে একখানি চতুষ্কোণ পাথর দেখিলাম। সন্ন্যাসীঠাকুর কৌশলে প্রস্তরখানি সরাইলেন। নিম্নে একটী সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইলাম; এই সুড়ঙ্গপথে নিম্নতলস্থ সাধন গুহায় প্রবেশ করিতে হয়। একাকী সন্ন্যাসীর সহিত অজ্ঞাত গুঁহায় প্রবেশ করিব কি না একবার ভাবিয়া লইলাম। সন্ন্যাসী শেষে আমাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবে না ত? মুহূর্ত্তে মন হইতে কল্পিত আশঙ্কাকে অপসৃত করিলাম। সন্ন্যাসী একা, আমিও নিতান্ত দুর্ব্বল নহি সন্ন্যাসীর দেখাদেখি গুড়ি মারিয়া আমিও সুড়ঙ্গ পথে নীচে নামিলাম। সাধন গুহা নিতান্ত অপ্রশস্ত নহে। সোজাভাবে দাঁড়াইলে মাথায় ছাদ ঠেকে না। সন্ন্যাসী একটা দরজা খুলিয়া ফেলিলেন। দ্বারপথে বাহিরে আসিলাম; সম্মুখে একটি চত্বর। সেখানে দাঁড়াইয়া পাহাড়ের অপরাপর অংশ বেশ দৃষ্টিগোচর হয়।

সন্ন্যাসীঠাকুরকে বিদায় দিয়া পাহাড়ের চারিদিকে বেড়াইতে লাগিলাম। দেবমন্দিরগুলি নিম্নে, পরে দেখিলেই চলিবে। পাহাড়ের সর্ব্বত্রই বিল্বকুঞ্জ; যথেষ্ট বেল পাকিয়া রহিয়াছে। কয়েকটি ফল সংগ্রহ করিলাম। সেই শান্ত বিল্ববৃক্ষরাজি পরিসেবিত পাহাড়ের শৃঙ্গোপরি দাঁড়াইয়া হৃদয়ে পরমা তৃপ্তিলাভ করিলাম। মনে হইতেছিল কত ভক্তের হৃদয়োত্থিত বন্দনাগানে তপোবনের প্রতিশিলা প্রতিশিখর কোন্ অনাদিকাল হইতে মুখরিত হইয়া আসিতেছে! কত সাধক এখানে ইষ্টদেবের আরাধনায় দিবাযামিনী অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন! আজ এই প্রভাত, বিহঙ্গ-কাকলীমুখর ঈষৎ কম্পিত বিল্ববৃক্ষনিচয়, সুমন্দ ঈষৎ উত্তপ্ত পবন কি পবিত্র! মধুর সুখাবেশে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। অর্দ্ধঘণ্টা ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। পাণ্ডাজী অপেক্ষা করিতেছিলেন। তপোনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। ইতিপূর্ব্বেই বোধ হয় পূজা সমাপ্ত হইয়াছিল। নিবেদিত পুষ্পভার লিঙ্গমূর্ত্তির উপর অর্পিত। ধূপগন্ধ তখনও মন্দিরতল সুরভিত করিয়া রাখিয়া ছিল। দেবতাকে প্রণাম করিলাম।

সন্ন্যাসীঠাকুর গুহার বেদীর উপর বসিয়াছিলেন, গঞ্জিকা সেবনের জন্য তিনি কিছু প্রণামী চাহিলেন। অস্বীকার করিতে পারিলাম না। পাণ্ডাজীর সহিত কমলেশ্বরী-পার্ব্বতী ও বিষ্ণুপাদ দেখিতে চলিলাম। এই মন্দিরগুলি পাহাড়ের অপর অংশে অবস্থিত। পার্ব্বতীদেবীর মন্দির একটি দ্বিতলগৃহের উপর অবস্থিত। মন্দিরের চারিপার্শ্বে কাঠের রেলিং। বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। বিশেষত্ব কিছু দেখিলাম না। বৈদ্যনাথের পাণ্ডাদিগের ন্যায় এখানকার পাণ্ডারাও নির্লোভ। যে যাহা দেয় তাহাতেই সন্তুষ্ট।

এখানে দোকান হাট কিছুই নাই। কেহ পূজা দিতে চাহিলে পাণ্ডাদিগের উপরই ভার দিতে হয়; তাঁহারা দেওঘর হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনেন। অথবা গৃহস্থিত দ্রব্যাদি দ্বারা পূজা সমাপন করেন। তপোবন দর্শনকামী যাত্রিগণ এখানে আসিবার সময় পূজার উপকরণ প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া আসেন। আহার্য্য সঙ্গে না লইয়া যদি কোন পথিক ঘটনাক্রমে এখানে আসিয়া পড়েন তাহা হইলে পাণ্ডার আতিথ্য ব্যতীত তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায়ান্তর নাই।

বেলা ১১টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। ত্রিকূট তীর্থ দেওঘর হইতে ১৩ মাইল দূরে অবস্থিত। পদব্রজে সেখানে গিয়া একদিনে ফিরিয়া আসা দুরূহ। দূর হইতে তিনটী চূড়া দৃষ্টিগোচর হয় বলিয়া পাহাড়টীর নাম ত্রিকূট হইয়াছে। ত্রিকূটপাহাড়ে ত্রিকূটনাথ আছেন। বাড়ীর মেয়েরা ধরিয়া বসিলেন, ত্রিকূট যাইতে হইবে। গোযান ও অশ্বশকট উভয়ই পাওয়া যায়। আমরা ঘোড়ার গাড়ীতে যাওয়াই স্থির করিলাম। যাতায়াতে চারি টাকা ভাড়া লাগিবে। ত্রিকূটপাহাড়ে আহার্য্য কিছুই মিলে না। যাত্রীরা খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া যান। তপোবনে পাণ্ডা আছেন, কিন্তু ত্রিকূটে তাহাও নাই শুনিয়াছিলাম। আহার্য্য দ্রব্যাদি পূর্ব্বদিবস সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। প্রভাত হইবা মাত্র সকলে যাত্রা করিলেন। টঙ্করোড দিয়া গাড়ী চলিল। বৈদ্যনাথ জংশন হইতে এই রাজপথটী সোজা দুমকা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। পথের উভয় পার্শ্বে আম্র কাঁঠাল বৃক্ষের সারি। তখন চৈত্রের প্রথম। বাতাস আম্রমুকুলের ঘন সুগন্ধে পরিপূর্ণ; নব মুঞ্জরিত, তৃণ-হরিৎ শস্যাবলীর অন্তরাল হইতে কোন কোন বৃক্ষে আম্রকলিকার নবোদ্ভিন্ন চারুকান্তি আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। নগ্নদেহ পল্লীবালকেরা রাজপথের উপর দাঁড়াইয়া খেলা করিতেছিল; গাড়ী আসিতে দেখিয়া "মাই একঠো পয়াসা দিজিয়ে," বলিতে বলিতে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতে লাগিল।

ক্রমে পল্লীকুটীরের সংখ্যা বিরল হইয়া আসিল। গাড়োয়ান বলিল সম্মুখে একটী গোয়ালার পল্লী, দধি কিনিবার ইচ্ছা থাকিলে এখান হইতে লওয়াই সুবিধা। ত্রিকূটে কিছুই পাওয়া যাইবে না। দধির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। গাড়ী থামাইয়া গোয়ালের নিকট হইতে পাঁচ আনা মূল্য দিয়া একখানি দধি ক্রয় করা গেল। প্রায় পাঁচ সের আন্দাজ দধি তাহাতে ছিল। বাজার অপেক্ষা এখানে দধির মূল্য অনেক কম দেখিলাম।

"পথ আর ফুরায় না। দ্রুতগামী অশ্বশকট ভাড়া করিয়া ছিলাম প্রায় দুই ঘণ্টা গাড়ী চলিতেছে তথাপি গন্তব্যস্থলের চিহ্ন নাই! পাহাড়টি যেন অতি সম্মুখে এইরূপ অনুমান হইতেছিল; কিন্তু গাড়োয়ান বলিল এখনও প্রায় দুই ক্রোশ পথ বাকী আছে। সমগ্র পাহাড়টি এখন আমাদের নেত্রপটে পতিত হইল। তিনটি শৃঙ্গ ব্যতীত আরও অনেকগুলি শৃঙ্গ আছে। কিন্তু সে গুলি দূর হইতে দেখা যায় না। ত্রিকূটের আর একটি নাম "তিনপাহাড়"। শুনিয়াছিলাম সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের একটি গুহায় কোন মহাত্মা বাস করেন; কিন্তু তাঁহার সহিত চাক্ষুষ পরিচয় দুই এক জনের অধিক লোকের ভাগ্যে ঘটে নাই। সেখানে আরোহণ করা একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার।

বেলা প্রায় নয় ঘটিকার সময় গাড়ী থামিল। এখান হইতে পদব্রজে প্রায় এক মাইল পথ অগ্রসর হইলে পাহাড়ের পাদদেশে যাইতে পারিব। সে উচ্চাবচ বন্ধুর পথে

গাড়ী চলে না। গাড়োয়ান আমাদিগের পথিপ্রদর্শক হইল। সে পাহাড়ে বহুবার আসিয়াছে, পথ, ঘাট সবই চিনে।

সানুদেশ হইতে যেখানে ত্রিকুটনাথ অবস্থিত তাহার উচ্চতা অতি সামান্য। বোধ হয় ৮০ ফুটের অধিক হইবে না। কিন্তু ত্রিকুট-পাহাড়ের উচ্চতা অত্যন্ত অধিক। হাজারি-বাগের মধ্যে পরেশনাথশৈল সর্ব্বোচ্চ তন্নিম্নেই ত্রিকূটের স্থান। দৈর্ঘ্য ও বিস্তারেও পাহাড়টী গ্রাম জুড়িয়া আছে। শুনিয়াছিলাম ত্রিকূটের ব্যাস প্রায় আট মাইল হইবে। ময়ূরাক্ষীনদী ত্রিকূট হইতেই উদ্ভূত। অনেকে ইতিপূর্ব্বে নদীর উৎপত্তিস্থল নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই নাকি সে কার্য্যে সমর্থ হন নাই! বলিতে পারি না কোন ইংরাজ এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন কিনা। পাহাড়ে ময়ুর অত্যন্ত সুলভ শুনিয়াছিলাম; কিন্তু শিখি অথবা শিখিনীর কোনও চিহ্ন আমরা দেখিলাম না। সম্ভবতঃ তাহারা পাহাড়ের মধ্যস্থলে কোথাও অবস্থিতি করিতেছে। চারি পাঁচ ঘণ্টা কাল আমরা পাহাড়ে থাকিয়া বিশেষ কিছুই দেখিয়া উঠিতে পারি নাই।

ত্রিকূটনাথের আশ্রমে পঁহুছিলাম। কিন্তু আশ্রমের কোন চিহ্ন তথায় দেখিলাম না। একটী শিলাখণ্ড সিন্দূরচর্চ্চিত; তিনিই ত্রিকূট-নাথ। মন্দির নাই, নীল অম্বর তাঁহার চন্দ্রাতপ। শুধু দীর্ঘ আম্রশাখা বাহু বিস্তার করিয়া ঈষৎ ছায়া বিতরণ করিতেছে। একটী নির্ঝরিণীর ক্ষীণ জলধারা ত্রিকূটনাথের মাথায় পড়িয়া ক্রমে নিম্নে বহিয়া চলিয়াছে। পার্শ্বে সিন্দূরচর্চ্চিত নানা আকারের ত্রিশূল রক্ষিত। একটী ধাতুনির্ম্মিত ঘণ্টা দুলিতেছে। জনপ্রাণী আর কেহ তথায় নাই। গাড়োয়ানের কাছে শুনিলাম দ্বিপ্রহরে নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে একটী পূজারী প্রত্যহ আসিয়া লিঙ্গমূর্ত্তিকে ধৌত এবং পূজার্চ্চনাদি করিয়া যান।

নির্ঝারিণীর জল একটী প্রশস্ত খাদে সঞ্চিত হইতেছে। তারপর উপচিত সলিল-রাশি আবার ধীরে ধীরে আঁকিয়া বাঁকিয়া উপলখণ্ডের উপর দিয়া নিম্নে প্রবাহিত হইতেছে। জল অতি স্নিগ্ধ, নির্ম্মল স্ফটিকস্বচ্ছ। সকলে সেই জলে স্নান করিলাম। দেবতাকে প্রণামাদি করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করা গেল। অদূরে একটী ৪০।৫০ হস্ত পরিমিত সমতল প্রস্তর বিদ্যমান দেখিলাম। তথায় দুই একটী ভাঙ্গা হাঁড়ি, অর্দ্ধ দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। বোধ হয় আমাদের পূর্ব্বে কোন যাত্রীরদল এখানে মধ্যাহ্ন আহার সমাপন করিয়াছিল। এ সব তাহারই নিদর্শন। আমরা রন্ধনের কোন সরঞ্জাম লইয়া আসি নাই। চিপিটক, দধি, মিষ্টান্ন প্রভৃতিতে পরিতোষপূর্ব্বক উদর পূর্ত্তি করা গেল।

বিশ্রামান্তে পাহাড় দেখিতে চলিলাম। ছেলে মেয়েরা নীচে বসিয়া রহিল। তাহা-দিগকে লইয়া অধিক উপরে উঠা সঙ্গত মনে করিলাম না। পাহাড়টী দুরারোহ নহে। প্রতি বৎসর শীতঋতুর প্রারম্ভে পাহাড়ের শুষ্ক লতাগুল্ম অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করা হয়। পাহাড়টী কোন স্থানীয় জমিদারের অধিকার-ভুক্ত। শৈলজাত কাষ্ঠ বিক্রয় হইতে জমিদারের সালিয়ানা দশ হাজার টাকা আয় হইয়া থাকে। প্রত্যহ দলে দলে কাঠুরিয়া

রমণী ও পুরুষ পাহাড়ে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে যায়। প্রতি মোট, (সে যত বড় বা যত ছোটই হউক না কেন) মূল্য এক পয়সা। একজনে মাথায় করিয়া যত কাষ্ঠ বহন করিতে পারে এক পয়সা শুল্ক দিয়া তাহা লইয়া যাইতে পারে। পাহাড়ের চারি-দিকে জমিদারের দ্বাদশটী থানা আছে প্রতি থানায় একজন পাইক ও একজন সরকার আছে। তাহারা মূল্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। পাহাড়ের এলাকার মধ্যে বসিয়া কাষ্ঠ ব্যবহার করিলে কোন মূল্য লাগে না। কিন্তু বাহিরে লইয়া গেলেই দাম দিতে হয়। প্রত্যহ শত শত সাঁওতাল পুরুষ ও রমণী এখানে আসিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহপূর্ব্বক গ্রামে ও নগরে বিক্রয়ার্থ লইয়া যায়।

উপরে উঠিতে লাগিলাম। পাছে নামি-বার সময় পথ চিনিতে না পারি, এজন্য পার্শ্বস্থ শিলাখণ্ডে চিহ্ন অঙ্কিত করিতে করিতে আরো-হণ করিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে একটী প্রকাণ্ড গুহা আমাদের নেত্রপথে পতিত হইল। গুহা মধ্যে প্রবেশ করিলাম। যে সন্ন্যাসী এখানে বাস করিতেন তাঁহার বোধ হয় কিছু সখ ছিল। গুহার দুই দিকে চত্বর বাঁধাইয়া রাখিয়াছেন। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় সেখানে বসিয়া বায়ু-সেবন করিতে অত্যন্ত সুবিধা। গুহার অভ্যন্তর ভাল চূণকাম করা। দুই দিকে দুইটী দরজায় চৌকাঠ মাত্র রহিয়াছে। কপাট হয় ত কোন কাঠুরিয়া উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে। গুহাটী বেশ প্রশস্ত। গাড়োয়ানের কাছে এ গুহা সম্বন্ধে কোন ইতিহাস জানিতে পারিলাম না। কিন্তু বহুকাল যে এখানে কোন সন্ন্যাসীর পদার্পণ ঘটে নাই, গুহার অবস্থা দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিলাম।

কিয়ৎকাল তরুচ্ছায়াশীতল চত্বরে বসিয়া শ্রান্তি দূর করিলাম। তারপর আবার পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। কত উঠিব? ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলাম, শিখরে আরোহণ করা ত দূরের কথা, এক চতুর্থাংশও এখনও অতিক্রম করিতে পারি নাই। সূর্য্যাতপে শরীর ক্লান্ত বোধ হইল। মনে হইল এখন যদি আর পাঁচ ছয় ঘণ্টা অবিশ্রান্ত উঠা যায়, তাহা হইলে হয় ত শৃঙ্গোপরি কোন মতে উঠিতে পারি। কিন্তু তাহা দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমরা যে শিখরে আরোহণের চেষ্টা করিয়াছিলাম, ইহা সর্ব্ব কনিষ্ঠ। আর উঠা সঙ্গত নহে মনে করিয়া নীচে নামিতে লাগিলাম। নিম্ন হইতে ক্রমশঃ ছেলে মেয়েদিগের কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইলাম। প্রতিধ্বনি ঘুরিয়া ফিরিয়া কন্দরে কন্দরে, শিলায় শিলায়, প্রতিহত হইতে লাগিল। পূর্ব্ব-চিহ্নিত পথে অবতরণ করিলাম। বেলা তখন অপরাহ্ন। সমতল ছায়া-শীতল প্রস্তরের চত্বরে আসিয়া উপবেশন করা গেল।

অদূরে কতিপয় সাঁওতাল-রমণী বিস্ময়-বিস্ফা-রিতনেত্রে আমাদের দেখিতেছিল। তাহারা কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য পাহাড়ে আসিয়াছিল। আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এ পাহাড়ে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুর আশঙ্কা আছে; কিন্তু এ প্রদেশে নহে। আরও ঊর্দ্ধে, পাহাড়ের মধ্যভাগে হিংস্রজন্তুর পদচিহ্ন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাদ্র মাসে ত্রিকূটশৈল হইতে বিল্বপত্র সংগ্রহের জন্য বৈদ্যনাথদেবের পাণ্ডারা এখানে পদব্রজে আগমন করেন। সে সময় এখানে

পাহাড়ের পাদদেশে মেলা বসে। পাণ্ডারা ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষ রাত্রিতে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বিল্বপত্র সংগ্রহ করিয়া থাকেন। সেই পত্র বৈদ্যনাথদেবের পূজার পক্ষে প্রশস্ত। শুধু তাহা নহে, এই বিল্বপত্র পূজাকালে না উৎসর্গ করিলেই চলিবে না। প্রবাদ আছে স্বয়ং ভৈরব তখন ত্রিকুটাস্থিত জীবমাত্রকেই রক্ষা করেন। পাণ্ডাদিগের মুখে এবং আমার দেওঘর প্রবাসী বন্ধুর কাছেও শুনিয়াছি যে, সে সময় হিংস্রজন্তুগণ পত্রচয়নকারীদিগকে কোনও প্রকার আনিষ্ট করে না। পাণ্ডা ব্যতীত বহু ভদ্র লোকও এই সময় মানসিক পূজার নিমিত্ত স্বয়ং বিল্বপত্র চয়ন করিতে আসেন। আমার এই বন্ধুটিও একবার ত্রিকুটে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী তিথিতে পত্রচয়ন করিতে আসিয়া একটি বৃহৎ সর্পসম্মুখে নিপতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিষধর তাঁহার শরীরের উপর দিয়া চলিয়া গেল. অথচ তাঁহার কোন অনিষ্টই করিল না। দেওঘরের অনেকের নিকটেই শুনিয়াছি, এ যাবৎ কখনও কোনও ব্যক্তি এখানে বিল্বপত্র-চয়ন করিতে আসিয়া কোনও প্রকার বিপদগ্রস্ত হয় নাই; কোন হিংস্রজন্তু কাহারও প্রাণ বধ করে নাই।

সূর্য্যদেব ক্রমশঃ পশ্চিমগগনে অঙ্গ ঢালিয়া দিতেছিলেন। গাড়োয়ান বলিল যে, আর বিলম্ব করা সঙ্গত নয়। এসব স্থান নিরাপদ নহে। ত্রিকুটনাথকে প্রণাম করিলাম। পূজারী ইতিমধ্যে দেবতার প্রসাধন ও পূজা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। পূজার কোন উপকরণ নাই, শুধু কয়েকটি আরণ্য-পুষ্প ভক্তিভরে দেবতার সম্মুখে নিবেদন করিলাম। পূজারীকে কিছু দাক্ষণা দিয়া ত্রিকুটনাথের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। এখানে আসিয়া মনটি এমন পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, হৃদয়ে এমন শান্তি অনুভব করিয়াছিলাম, বিশ্বদেবতার অনির্ব্বচনীয় মহিমা অন্তরে এমন একটা ব্যাকুলতা আনিয়া দিয়াছিল যে, ত্রিকুটের নিকট বিদায় লইবার পর হইতে পা যেন আর উঠিতে চাহিতে ছিল না। এ স্থানের মত প্রভাব আমি আর কখনও কোন স্থানে গিয়া অনুভব করি নাই। সত্যই যেন হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এমন আকর্ষণ কেন জন্মিল বুঝিতে পারিলাম না।

অপরাহ্নের রৌদ্রালোক প্লাবিত প্রান্তরের বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম। ত্রিকুটের ধূম্রবর্ণ বিশালদেহের ম্লান রৌদ্রদীপ্ত অংশ নূতন বর্ণরাগে রঞ্জিত হইয়া অতি বিচিত্র দেখাইতেছিল। সকলেরই মন যেন ঈষৎ ভারাক্রান্ত বোধ হইল। পূর্ব্বের ন্যায় কেহই যেন তেমন করিয়া কথা কহিতেছিল না। পাহাড়ের মহিম শ্রী বোধ হয় বালক বালিকার অন্তরকেও অভিভূত করিয়াছিল।

গাড়ী যখন নগরের জনাকীর্ণ অংশে প্রবেশ করিল, তখন আমার চমক ভাঙ্গিল। মন্দিরে মন্দিরে তখন সন্ধ্যারতির মধুর ধ্বনি মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

পরলোকগত
চৈতন্যকৃষ্ণ নাগ দেববর্ম্মা।

এই পৃথিবীতে কত লোক কত স্থানে নীরবে জন্মধারণ করিয়া নিঃশব্দে শৈশব যৌবন ও বার্দ্ধক্য অতিবাহিত করত নীরবে সমাজের জন্য, স্বদেশের জন্য, বন্ধু-বান্ধবদিগের জন্য কত শত মহদুপকার সংসাধিত করিয়া অনন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা কে নিরূপণ করিবে। কিম্বদন্তী তাঁহাদিগের কীর্ত্তি ঘোষণা করে নাই, ইতিহাসে তাঁহাদিগের নাম লিখিত হয় নাই, শাসনকর্ত্তাগণ তাঁহাদিগকে সম্মানে বিভূষিত করেন নাই। এই সকল শান্তিপ্রিয়, স্বধর্ম্মনিরত, নিবৃত্ত মহাত্মাগণ পৃথিবীর সমস্ত সুখ, স্বার্থ, সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে যাবজ্জীবন মানুষের মঙ্গল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। এই সকল মহাত্মাগণ মধ্যে চৈতন্যকৃষ্ণ নাগ দেববর্ম্মা অন্যতম। যে মহাপুরুষের প্রতিভা বলে আমাদিগের মাতৃভূমি ফরিদপুর সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গীয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় শশিভূষণ নন্দীর দক্ষিণ হস্ত চৈতন্যকৃষ্ণ নাগ। এই কায়স্থ মহাত্মা ১২৪৮ বঙ্গাব্দে ফরিদপুরের অন্তর্গত নগরকান্দা থানার অধীন কাকদীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি সৌপানগোত্রীয় দেবদত্ত নাগের বংশধর ছিলেন। তাঁহার জীবনের সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত আমরা আজিও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যৎকিঞ্চিৎ অবগত হইতে পারিয়াছি নিম্নে তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

তিনি যখন বালে মাতৃগর্ভে শায়িত, তাঁহার পিতা কালীকান্ত নাগ মহাশয় পরলোকে প্রস্থান করেন। তাঁহার খুল্লতাত গোবিন্দচন্দ্র নাগ মহাশয়, তাঁহার মাতাকে তাঁহার কার্য্যস্থান কলিকাতায় লইয়া যান। তাঁহার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের প্রথমাংশ কলিকাতায় অতিবাহিত হয়। তিনি খুল্লতাত মহাশয়ের আশ্রয়ে বাঙ্গালা ও ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা করেন। ষষ্ঠবর্ষ বয়সে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। এবং পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহার খুল্লতাত মহাশয়েরও মৃত্যু হয়। এই সময় তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি এফে পরীক্ষায় উন্নত স্থানাধিকার করেন, কিন্তু বৃত্তি পান নাই। এইসময় দারিদ্র্য তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করেন, এই দীনতাই পরজীবনে তাঁহার অঙ্গের ভূষণ হইয়াছিল, ও তাহাকে সংযম জিতেন্দ্রিয়তা শিক্ষা দিয়াছিল। অধ্যয়নব্যয় সংকুলন জন্য, এই সময়ে তাঁহাকে কয়েকটী বালকের অধ্যাপন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। বি-এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া শ্যামবাজারে লর্ড নর্থব্রুক স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। তথায় কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়া বিগত ১২৯০ বঙ্গাব্দে তিনি ফরিদপুরে আসিয়া জজ আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন। এই সময়ের পূর্ব্বেই তিনি ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ফরিদপুরে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, প্রায় ২৮ বৎসর ওকালতী করিয়া বিগত ২০শে পৌষ শুক্রবারে সপ্ততিতম বর্ষে মানবলীলা সংবরণ করেন।

প্রায় ত্রয়োবিংশতি বর্ষ অতীত হইল ফরিদপুর জিলান্তর্গত ভাঙ্গা থানার অধীন

নওপাড়াগ্রামনিবাসী শশিভূষণ নন্দী মহাশয় ফরিদপুরনগরে আর্য্য-কায়স্থসমিতি নামক একটী কায়স্থসভার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত নন্দী মহাশয় তাহার সভাপতি ও চৈতন্যকৃষ্ণ নাগ মহাশয় সহকারী সভাপতি পদে মনোনীত হন। এই সময় হইতে নাগ মহাশয়ের বিদ্যা, বুদ্ধি, আত্মত্যাগ ও সৎসাহসের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নন্দী মহাশয়ের সহিত নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া কায়স্থ যে চিত্রগুপ্তজ ক্ষত্রিয় জাতি ইহা প্রতিপন্ন করেন। অনেক স্থলে ব্রাহ্মণদিগের সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ঐ বিবাদে ও কায়স্থতত্ত্ব প্রচারে তাঁহার সংযম ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞানে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এইটী কায়স্থান্দোলনের প্রথমাবস্থা। যজ্ঞোপবীত ধারণের কোন প্রস্তাব তৎকালে সমাজকে আলোড়িত করে নাই। বঙ্গীয় শ্রেণী চতুষ্টয় কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের সন্তান এই সমস্যা লইয়া ঘোর আন্দোলন তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল। বঙ্গীয় কায়স্থজাতি যে শূদ্র ইহাই তাৎকালিক লোকের দৃঢ় ধারণা ছিল। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণসমাজের ন্যায় সেই সময়ের ব্রাহ্মণসমাজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ছিলেন না। আহ্বান মাত্রেই ব্রাহ্মণগণ দলে দলে সভায় উপস্থিত হইয়া তর্কযুদ্ধে যোগদান করিতেন। প্রায় দ্বিসপ্ততি বর্ষ অতীত হইল লোকগণনার সর্ব্বেসর্ব্বা প্রত্নতত্ত্ববিৎ রিজলী সাহেব যখন কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া অবধারণ করেন, ও বৈদ্যদিগের নিম্নে কায়স্থের সামাজিক আসন নির্দ্ধারিত করেন তখন চৈতন্যকৃষ্ণ নাগ মহাশয় নানাবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় একখানি পুস্তক মুদ্রিত করেন। অনেক কায়স্থ উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছেন। কায়স্থসাহিত্যের এই প্রথম আদর্শ পুস্তক, তদনুকরণে অনেক পুস্তকাদি পরে বাঙ্গালাভাষায় প্রচারিত হইতেছে। এই সময়ে কায়স্থকে শূদ্র প্রতিপন্ন করিতে অগ্নিপুরাণের দোহাই দিয়া কয়েকটী শ্লোক ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত করিলে, নাগ মহাশয় উক্ত শ্লোকের যাথার্থতা অবধারণ মানসে প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। উক্ত পত্রের উত্তরে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন যে এসিয়াটীক সোসাইটীতে সুরক্ষিত অগ্নিপুরাণের মূল হস্তলিপির জাতিমালা কি অন্য কোন স্থানে ঐ সমস্ত শ্লোক পাওয়া যায় না, তিনি ঐ সকল শ্লোক কৃত্রিম ও প্রক্ষিপ্ত তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। যখন শশিভূষণ নন্দী মহাশয় আর্য্যকায়স্থ প্রতিভা নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা লোকসমাজে প্রকাশিত করেন, চৈতন্যকৃষ্ণ নাগ মহাশয় উক্ত পত্রিকা প্রচারে তাঁহার দক্ষিণহস্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের যত্নে ও বিদ্যাবত্তায় অচিরাৎ "প্রতিভা" বিপক্ষ দলনে প্রভূত শক্তিশালিনী হইয়াছিল। আমরা যখন কায়স্থান্দোলনতরঙ্গের প্রতিকূল স্রোতাভিমুখে আমাদিগের ক্ষুদ্র তরণীখানি ভাসাইয়া দিয়াছিলাম, তখন তিনি আমাদের একজন বলিষ্ঠ ক্ষেপনিক ছিলেন। আমাদের প্রচার কার্য্যে তিনি আমাদিগের দক্ষিণহস্ত ছিলেন। বিপদে, সম্পদে তিনি আমাদিগের পরম সহায় ছিলেন। তাঁহার স্থির বুদ্ধি অলোকসামান্য প্রতিভা অনেক বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। ওকালতী ব্যবসায়ে তাঁহার

পসার ছিল না। তিনি আমার একজন পরম বন্ধু ছিলেন, এবং প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্ণে আদালত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিমধ্যে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, কিন্তু কোন দিন তাঁহার আর্থিক অভাবের কথা আমাকে জ্ঞাপন করেন নাই, কোনও সময় আমার নিকট কোনও প্রকার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার পীড়ার সময় সাহায্যের কথা উত্থাপন করিলে তিনি ধন্যবাদের সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিতেন। আকস্মিক বজ্রপাতের ন্যায় তাঁহার হঠাৎ অকাল মৃত্যুতে আমরা বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের লেখনী কম্পিতা ও আমাদের দেহ ও মন অবসন্ন হইতেছে, তাঁহার জীবনের অনেক কথা যাহা আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া লিখিবার সামর্থ্য আমার নাই। তাঁহার ন্যায় স্বধর্ম্মনিরত, সত্যবাদী, সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ, বর্ত্তমান উন্নত কায়স্থসমাজেও বিরল। তাঁহার আত্মসম্মান বোধ অতিশয় প্রবল ছিল। শোক, রোগ ও নিরন্তর আর্থিক অভাবের মধ্যে তিনি আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার খর্ব্বাকৃতি, মাংসলদেহ শ্যামবর্ণ ও প্রশস্ত বক্ষ দেখিয়া আমি কোনও সময়ে বলিয়াছিলাম আপনি দীর্ঘজীবন লাভ করিবেন, তিনি স্মিতমুখে বলিলেন আপনার ভুল। আমার মর্ম্মান্তিক দুঃখ এই যে তিনি যদি অবস্থাপন্ন হইতেন তবে বুঝি আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিয়া কায়স্থসমাজের উন্নতি বিধান করিতে পারিতেন। মৎপ্রণীত কায়স্থতত্ত্বের দ্বিতীয় সংস্করণে ও কায়স্থকুসুমাঞ্জলির প্রথম সংস্করণে তিনি আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রতিভার পাঠকগণ উক্ত উভয় পুস্তকের অবতরণিকায় তাঁহার নাম দেখিতে পাইবেন। তাঁহার মৃত্যুঘটনাটী অতিশয় হৃদয়বিদারক। বিগত ৬ই পৌষ শুক্রবারে তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন যে অভিষেকোৎসব উপলক্ষে কয়েক দিন আদালত বন্ধ আছে আমি আগামী কল্য বাটী যাইব।

ফরিদপুর হইতে তাঁহার বাটী প্রায় ১৫।১৬ মাইল ব্যবধান। আমি বলিলাম পদব্রজে এতদূর এই শীতকালে না গেলে কি হয় না, বিশেষ আপনার শরীরও তত ভাল নহে। তিনি বলিলেন আমি ২ দিনে, অর্থাৎ পথিমধ্যে বিশ্রাম করিয়া বাটী যাই, যাইতে বিশেষ কষ্ট হইবে না। আমি তাঁহাকে অভিবাদন কি আলিঙ্গন কিছুই করিলাম না, তিনি ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন, আমিও উদাসমনে বসিয়া রহিলাম। হায়! হায়! আমি জানিতাম না যে এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। অহো! কোন্ মহাযোগী অনন্তের পথে কয়েক দিবসের জন্য আমাদের সহিত লীলাকরিয়া তাঁহার গন্তব্যপথে প্রস্থান করিলেন কে বলিতে পারে? জানি, আমাদের সকলেরই ঐ পথ, কিন্তু মন বুঝে না। বিগত ২০শে পৌষ শুক্রবারে তিনি আহার করিয়া বাটী হইতে ফরিদপুর আসিবেন বলিয়া বহির্গত হন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল তাঁহার আত্মীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ের বাটী ভাবকদিয়াতে রাত্রিযাপন করিয়া পর দিন ফরিদপুর আসিবেন। ঐ দিবস অপরাহ্ণে উক্ত নাগ মহাশয়ের বাটী হইতে কিয়দ্দূরে জনৈক মসালচীর বাটীর নিকট আসিলে বোধহয় তাঁহার শরীর অবসন্ন

হয়, তিনি একাকী ছিলেন, পথিমধ্যে ব্যাগ শিয়র দিয়া পতিত হন। ক্ষণকাল পরে সকলে তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া উক্ত নাগ মহাশয়কে সংবাদ দিলে তাঁহারা সকলে চৈতন্য বাবুকে উক্ত নাগ মহাশয়ের বাটী আনয়ন করেন, সেই স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। উক্ত নাগ মহাশয় তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যাদি অতিশয় যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিয়া কায়স্থসমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইল তিনি উপবীতী হইয়াছিলেন, যজ্ঞোপবীতের পূর্ব্বে ও পরে নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন। তিনি একজন ঈশ্বরভক্ত ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। দুইটী কন্যা ও স্ত্রী রাখিয়া তিনি পরলোকে গমন করিয়াছেন। এইক্ষণ তাঁহার শ্রাদ্ধাদি কি প্রকার নিষ্পন্ন হইবে তাহা আমরা অবগত হইতে পারি নাই। আশা করি ক্ষত্রিয়াচারে তাহা সম্পাদিত হইবেক। শ্রীভগবানের নিকট আমরা প্রার্থনা করি যে তিনি তাঁহার আত্মাকে তাঁহার পদারবিন্দে চিরশান্তি ও তাঁহার বিধবা পত্নী ও কন্যাদ্বয়কে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

ওঁ শান্তি! শান্তি! ওঁ!

সম্পাদকস্য।

অভিষেক ও ভাবী ফল।

ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ ও ভারতেশ্বরী মেরী তাঁহাদিগের অভিষেক সমাপনান্তে সমগ্র ভারতকে বিষাদ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া বিগত ২৩শে পৌষ সোমবারে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন মানসে কলিকাতা হইতে অনুচরবর্গ সহিত প্রস্থান করিয়াছেন। সকলেরই একান্ত বাসনা ছিল তাঁহারা আমাদিগের মধ্যে আরও কয়েক দিন বাস করিবেন, সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর উক্ত বাসনা পূর্ণ করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও, স্বদেশে বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য জন্য তাঁহারা আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। রাজা ও রাণীর সমাগমে ১৩ই হইতে ২৩শে পৌষ, দশ দিন কলিকাতা মহানগরী অমরাবতীর ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়াছিল। লোকলোচনরূপে এই শোভা ও জনতা, আলোক ও আনন্দ, রাজভক্তি ও রাজপ্রসাদ বর্ণনা অসম্ভব। সকলেই যেন একটি অপূর্ব্ব আনন্দে অধীর, ধূতন জীবনে সঞ্জীবিত ও নব নব আশায় প্রণোদিত। এই দশ দিনে কলিকাতায় একটি যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। একটি দুর্ব্বল জাতি যেন সহসা নববলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিল। অধীনতার তমসাচ্ছন্ন যুগাবসানে স্বাধীনার প্রাতঃ সূর্য্য-কিরণে ভারত যেন প্রভাসিত হইল। ইংরেজাধিকৃত ভারতে রাজার মুখ আমরা কখনও দেখি নাই। আমাদিগের রাজভক্তি অনির্দ্দেশ্য ভাবে রাজার নামের সহিত বিজড়িত ছিল। যিনি লোক-লোচনের অন্তরালে অবস্থান করেন, তাঁহার প্রতি আসক্তি নয়ন অনুভূত হয় না। দুইশত বর্ষ যে রাজভক্তি ভারতবাসীর হৃদয়কন্দরে লুক্কায়িত ছিল, আজ রাজদর্শনে তাহা সহস্রধারে ভারত প্লাবিত করিল।

২। আমরা একটি নবযুগের আবির্ভাবের কথা বলিয়াছি। কেননা রাজেন্দ্র সমাগমে আমরা অপ্রত্যাশিত কয়েকটী অমূল্য রত্ন আহরণ করিয়াছি। প্রথম আমাদের ভারতে আমাদের রাজার অভিষেক। কালনেমীর আবর্ত্তনে আবার যখন রাজার যৌবরাজ্যে অভিষেকের সময় উপস্থিত হইবে আবার আমাদের রাজদর্শন ঘটিবে। এই অপূর্ব্ব মঙ্গল-নিদান ঘটনায় ভারতের সম্মান ও গৌরব ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মধ্যে কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার তত্ত্বাবধারণে সকলেই সমর্থ। ভারত বৃটন-নৃমণির মুকুটের সমুজ্জল রত্ন (the brightest jewel in the British diadem) যাহা ইতোপূর্ব্বে কথায় পর্য্যবসিত ছিল, আজ তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যস্থিত কেনাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা যে সকল স্বাধিকার লাভ করিয়াছে কালে কালে আমরা তাহা লাভ করিতে পারিব।

৩। দ্বিতীয়।—ভারতবাসিগণ শত শত জাতিতে বিভক্ত বলিয়া পররাষ্ট্রবাসিগণ আমাদের এক জাতিত্ব লইয়া উপহাস করিতেন, বলিতেন আমাদের আবার জাতীয় সমিতি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কি? কিন্তু এই অভিষেকোৎসবের পর হইতেই আমরা যেন পৌরাণিকযুগের ন্যায় একটি মহতী জাতিতে পরিণত হইয়াছি। পুরাতন ইন্দ্রপ্রস্থ ভারতের রাজধানী হইল, আমাদের মধ্যে একদেশদর্শিতা, বিভিন্নতা যেন শশবিষাণে পরিণত হইল। পঞ্চম জর্জ্জের ন্যায় পরাক্রান্ত, ধীশক্তিসম্পন্ন, প্রজাবৎসল রাজার অর্দ্ধ বসুন্ধরা আবেষ্টনকারী রাজছত্রতলে ভারতবাসিগণ যদি এক জাতিতে পরিণত হইতে না পারিলেন, তবে তাঁহাদিগের রাজভক্তি সার্থক হইল কি প্রকারে? এই অভিষেকের মুখ্য ফল আমাদের একজাতিত্ব।

৪। তৃতীয়।—এ যাবৎ ভারতে একদিকে প্রকৃতিপুঞ্জ অপরদিকে শাসনকর্ত্তাগণ ছিলেন। কিন্তু যে ভাবে অভিষেকোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে, যে সকল অমৃতময়ী বাণী সম্রাটের শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে তাহাতে এই পক্ষদ্বয় সহানুভূতি (sympathy) সূত্রে নিবদ্ধ হইয়া একটি অখণ্ডসমাজে পরিণত হইতে চলিল। ইহা হইতে অধিক সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে। এইক্ষণ হইতে প্রজার মঙ্গলে রাজার মঙ্গল, এবং রাজার মঙ্গলে প্রজার সুখ। প্রজাপুঞ্জের সহিত শাসনকর্ত্তাদিগের সখিত্ব এই অভিষেকের একটি অবশ্যম্ভাবী ফল, এইক্ষণ হইতে এই অমৃতময় ফল যদি আমরা আস্বাদন করিতে না পারি, তবে এই রাজসূয়যজ্ঞের সার্থকতা হইল কোথায়?

চতুর্থ।—অভিষেকোৎসবে যে সকল কৃপাবর রাজা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে উপযোগিতানুসারে সমস্ত বিভাগের উচ্চ নীচ রাজপদ সকল ভারতবাসিদিগকে প্রদত্ত হইবেক, এই আদেশ অন্যতম। এই আশ্বাস-বাণী প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়ে অমৃতধারা সিঞ্চন করিয়াছে।

পঞ্চম।—শিক্ষা বিস্তারকল্পে রাজা মুক্তহস্তে অর্থ প্রদান করিবেন। এই পঞ্চরত্ন অমলা, পুণ্যশ্লোক বিক্রমাদিত্যের রাজসভায়ও

দুষ্প্রাপ্য ছিল। সম্রাটের কৃপাবর সম্বন্ধে কথঞ্চিত আলোচনা করিয়া তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যে সকল অমৃতময়ী বাণী নিঃসৃত হইয়াছিল তাহা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিতেছি। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনন্দনের উত্তরে রাজা বলিয়াছিলেন "ছয় বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড হইতে আমি ভারতে সহানুভূতির মন্ত্র (Message of sympathy) প্রেরণ করিয়াছিলাম, অদ্য ভারতে উপস্থিত থাকিয়া আমি তাহাদিগকে আশার প্রবোধ বাণী (Watch word of hope) প্রদান করিতেছি।" তদনন্তর কলিকাতা হইতে প্রস্থান কালে সুরধুনীতীরে সোপানমঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া রাজা বলিলেন "বঙ্গদেশীয় প্রজাগণ আমাদিগকে এই বিদায়কালে তাহাদের উচ্ছ্বসিত রাজভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতেছে, ইহা অপেক্ষা অধিক আর কিছুই আমরা চাহি না, আমাদের উত্তর পুরুষদিগের জন্য এই অমূল্য রত্ন আমরা গৃহে লইয়া যাইতেছি, বহুমূল্য সম্পত্তি বোধে তাঁহারা ইহা সযত্নে রক্ষা করিবেন। তোমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ কালে ঈশ্বরের নিকট আমরা উভয়ে প্রার্থনা করি যে, আমার বঙ্গীয় প্রজাগণ জাতিধর্ম্মের পার্থক্য ভুলিয়া সহানুভূতি ও স্নেহের বন্ধনে একত্রিত হইয়া নিরন্তর সুখশান্তি ও উন্নতির পথে অগ্রসর হউক।"

এই নিষ্ঠুর জগতে স্নেহের শক্তি বিশ্ব-বিজয়িনী। স্নেহ যেমন মানুষের হৃদয়কে সহজে জয় করিতে পারে, এমন আর কিছু নহে। শ্রীভগবানের প্রাণ স্নেহে পূর্ণ, তাই চন্দ্র সূর্য্য উঠিতেছে, সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, পৃথিবী শস্যশালিনী হইতেছেন, ও নদীপূর্ণজলা হইতেছে। এই স্নেহের গুণেই মাতার মাতৃত্ব, পত্নীর পত্নীত্ব, বন্ধুর বন্ধুত্ব ও রাজার রাজত্ব। সহানুভূতি হইতে স্নেহ, স্নেহ হইতে ভক্তি, ভগবৎ সাধনা ও মুক্তি। আজ দুই শতাব্দি কাল ইংরেজশাসনে, যে ভারত সম্যক্ প্রকারে বিজিত হয় নাই, এক দেবোপম রাজার দুইটী কথায় সহানুভূতি ও আশা (sympathy and hope) ভারতবাসীর হৃদয়ে ইংরেজাধিপত্য সম্যক্ প্রকারে স্থাপিত হইল। যাহা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই আজ এক শুভ মুহূর্ত্তে রাজার বক্ষ নিঃসৃত অকপট স্নেহোচ্ছ্বাসে সংসাধিত হইল। আমরা রাজদম্পতির দীর্ঘজীবন এবং তাঁহাদিগের অমোঘ আশীর্ব্বাদের সার্থকতা ঈশ্বরসমীপে নিরন্তর প্রার্থনা করি, কিমধিকং।

সম্পাদকস্য।

মিশ্রকাম্বিকা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৩)।

মূলম্।

চতুর্থোঽধ্যায়।

রাজোবাচ।

শৃণুসেনাপতে ধীর, বীরসিংহোত্তরং যথা।
গতিতোবঙ্গদেশোঽস্মিন্, নীচোঽহং মূর্খতাং গতঃ ॥১

বীরসিংহস্তৃণাৎ খূর্ব্বঃ, কথং গর্ব্বেণ গর্ব্বিতঃ।
ন জানাতি স মদ্বীর্য্যং, তেন গর্ব্ব ইতোধিকঃ ॥২

অহঞ্চ ক্ষত্রভূপালঃ, শূরশ্চৈকশ্চমূপতিঃ।
হিড়িম্বী তাম্রলিপ্তাখ্যো, কোচকশ্চ জিতোময়া ॥৩

ন শ্রীঃ কুলক্রমায়াতা, স্বরূপোল্লিখিতাপি সা।
ভুজোনাক্রম্য ভুঞ্জীত, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা ॥৪

জানামিত্বাং মহাশূর, রথিনাঞ্চ মহারথং।
মমাগ্রে বীরসিংহশ্চ, বজ্রাগ্রে শলভো যথা ॥৫

যুদ্ধার্থং কুরুসজ্জাঞ্চ, কান্যকুব্জ জয়ং কুরু।
স্থাপয়স্ব সুকীর্ত্তিং তে, গৌরবঞ্চ যশোমম ॥৬

ততঃ সন্তুষ্ট মনসা, বীরবাহুর্মহারথঃ।
আগমৎ কান্যকুব্জেতু, চতুরঙ্গ বলৈঃসহ ॥৭

প্রেষয়ামাস দূতংস, নীতিজ্ঞঞ্চ প্রিয়ম্বদং।
ত্বরিতং গতবান্দূতো, বীরসিংহস্য সন্নিধৌ ॥৮

দূত উবাচ।

শৃণুভূপ প্রবক্ষ্যামি, যদর্থ মহমাগতঃ।
বঙ্গেশ্বরো মহাশূরঃ, সংগ্রামেষ্বপরাজিতঃ ॥৯

অধিপো মণ্ডলানাঞ্চ, মহামানী মহাবলী।
পুত্রেষ্টিং কর্ত্তুমিচ্ছন্ স, ব্রাহ্মণার্থং তথাগ্রতঃ ॥১০

দূতং পত্রিকয়া সার্দ্ধং, প্রেষয়ামাস ভূপতিঃ।
কিমর্থং তস্য দূতস্য, অপমানং ত্বয়াকৃতং ॥১১

অতঃ-সেনাপতির্বীরো, বীরবাহুঃ সমাগতঃ।
চতুরঙ্গ বলৈসার্দ্ধং, যুদ্ধার্থঞ্চ ত্বয়াসহ ॥১২

যজ্ঞার্থং যাচতে বিপ্রাণ্, ক্ষত্রাদীংশ্চ নরাধিপ।
নো চেৎ দেহিরণং রাজন্, যথা তব মতিংকুরু ॥১৩

দূতবাক্যং সমাকর্ণ্য, বীরসিংহো মহাবলী।
ক্রোধানলেন সন্তপ্তো রক্তশিস্ফুরিতেক্ষণঃ ॥১৪

ইঙ্গিতং কৃতবান্ ভট্টে, উক্তরার্থায় সত্বরং।
অবদৎ ভার্গবোদূতে, আদেশং নৃপতের্যথা ॥১৫

বার্ত্তাবহঃ সদাহ্যেধ্যো, বিদ্বদ্ভিঃ কথিতং যতঃ।
স্থিতস্ত্বং জীবিতস্তস্মাৎ, তূর্ণংগচ্ছ স্ব মন্দিরে ॥১৬

ত্বরিতং গচ্ছ হে দূত, যত্র তিষ্ঠতি ভূপতিঃ।
তচ্ছ কাশেতু বক্তব্যং, যথাসাধ্য রণং কুরু ॥১৭

রাজাদেশং ততঃ শ্রুত্বা, গত্বাসৌ স্বীয় মন্দিরে।
প্রত্যুবাচ যথাবৃত্তং, স সেনাপতি সন্নিধৌ ॥১৮

বীরসিংহোঽনলে প্রাদাৎ, তদাজ্ঞাং যুদ্ধ হেতবে।
যুদ্ধে ম্লেচ্ছাধিপস্যাস্য, বাসনাং পরিপূরয় ॥১৯

সেনাধীশোঽনলোবীরঃ, কালান্তক যমোপমঃ।
আযযৌ সমরক্ষেত্রং, চতুরঙ্গ বলৈঃসহ ॥২০

উভয়োঃ সৈনিকাঃ সর্ব্বে, রণক্ষেত্র মুপাগতাঃ।
চক্রুর্ঘোরতরং যুদ্ধং, জয়ৈষ্চব বলান্ বহূন্ ॥২১

দিবাত্রয় মবিশ্রান্তং, কৃত্বা চ ঘোর সংযুগং।
বীরবাহুর্বলৈঃ সার্দ্ধং, পপাত ধরণীতলে ॥২২

বঙ্গেশ্বর স্তথাশ্রুত্বা, বীরবাহুর্হতোরণে।
ক্রোধানলেন সন্তপ্তঃ, প্রলয়াগ্নি সমোভবৎ ॥২৩

প্রেষয়ামাস বীরেন্দ্রং, হিড়িম্বাধিপতিং বলী।
তথা চাক্ষৌহিণীং সেনাং, নানাসজ্জ সমন্বিতাং ॥২৪

হিড়িম্বাধিপতিশূরো, কূটযুদ্ধ বিশারদঃ।
সিংহনাদং ততঃকৃত্বা, কান্যকুব্জমুপাগমৎ ॥২৫
জ্ঞাত্বাগৌ কূট ধর্ম্মজ্ঞঃ, ঐরকর্ম্ম বিশারদঃ।
কান্যকুব্জ পতিং ধীরং, গোবিপ্র প্রতিপালকং ॥
২৬
চক্রঞ্চ কল্পয়ামাস, ধর্ম্মশাস্ত্র বিগর্হিতং।
সসর্জ সৈনিকান্ সর্ব্বান্, গবারূঢ়ান্ মহাবলীন্ ॥
২৭
ততঃ সপ্তশতা বঙ্গা, অস্পৃস্যাহীন্ সম্ভবাঃ।
বিপ্রবেশং সমাস্থায়, গবারূঢ় ধনুর্দ্ধরাঃ ॥২৮
নৃপ দেশেন তে সর্ব্বে, নানাসজ্জ সমন্বিতাঃ।
আজগ্মুঃ সমরং কর্ত্তুং, সিংহনাদৈরণাজিরে ॥২৯
দৃষ্ট্বৈ তৎ বিস্ময়ং প্রাপুঃ, কান্যকুব্জবলাস্তদা।
কিং কর্ত্তব্যং রণেঽস্মাভি, রিতিচিন্তামুপাগতাঃ ॥
৩০
বিনিবৃত্য রণাৎ সর্ব্বে, গোবিপ্রবধশঙ্কয়া।
গত্বা তূর্ণং নৃপস্যাগ্রে, কথয়ামাসুরদ্ভূতং ॥৩১
শ্রুত্বৈতৎ বীরসিংহস্তু, ধর্ম্মসংরক্ষণায় চ।
সখিত্ব মকরোদ্রাজা, বঙ্গেন সহ তৎক্ষণাৎ ॥৩২
ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতীনাং প্রেরণার্থায় ভূপতিঃ।
অঙ্গীকারং তদাকৃত্বা, লিখনং প্রদদৌ নৃপঃ ॥৩৩
হিড়িম্বাধিপতি স্তূর্ণং গৃহীত্বা লিখনং মুদা।
প্রত্যাগতস্ততো বঙ্গে, আদিশূরস্য সন্নিধিং ॥৩৪
কথয়িত্বা যথা বৃত্তং, লিখনং প্রদদৌ নৃপে।
মহাচক্রী মহাশূরঃ, কূটনীতি বিশারদঃ ॥৩৫
পঠিত্বা লিখনং রাজা, হর্ষেণ মহতাবৃতঃ।
হিড়িম্বাধিপতি বীরং, প্রশশংস মুহুর্মুহুঃ ॥৩৬
বরং সপ্তশতোভ্যাসৌ, সৈনিকেভ্যো দদৌ মুদা।
ভবন্তু ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে, সত্যং সত্যং মমাজ্ঞয়া ॥৩৭
সপ্তশতীতি বিখ্যাতা, স্তেহলীকাঃ প্রাভবন্তদা।
অসংস্পৃশ্যা অনার্য্যাশ্চ, কথ্যন্তে বংশবিজ্জনৈঃ ॥
৩৮
যজ্ঞস্যায়োজনং সর্ব্বং, কৃত্বা রাজা শুভক্ষণে।
লেখনং প্রেষয়ামাসা, মন্ত্রণাদ্দিগদিগন্তরং ॥৩৯
কান্যকুব্জপতির্বীরঃ, রাজ্যার্থে বিবৃতোমখে।
বিজ্ঞাপ্য পণ্ডিতান্ সর্ব্বান্, আদিত্যৈশ্চাভি
মন্ত্রিতঃ ॥৪০
বঙ্গেশ্বরো মহারাজঃ পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে, উপযুক্তাদ্বিজাদশ ॥৪১
গজাশ্বনরযানেষু, প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানা রোহিণো বিপ্রাঃ, পত্তিবেশ সমন্বিতাঃ
॥৪২
খড়্গচর্ম্মাদিভিযুক্তাঃ, পুত্রদারাদিভিঃ সহ।
প্রয়াতাস্তে ত্রিবেনীঞ্চ, প্রাহৃষ্টমনসঃ স্মৃতাঃ ॥৪৩
কৃত্বা চ স্নানদানাদি, যযুর্বারাণসীং তথা।
বিশ্বনাথং সমালোক্য, দানৈঃ প্রাপ্য যশস্তথা ॥৪৪
তারয়িত্বা গয়ায়াঞ্চ, পিতৃপিতামহাদিকাম্।
যত্র ভূপঃ সমাসীন, স্তত্র তেঽপি সমাগতাঃ ॥৪৫
দৃষ্ট্বা চাদ্ভুত বেশাংশ্চ, ব্রাহ্মণানাং নৃপোত্তমঃ।
বিষাদং প্রাপ্যমনসি, জগামান্তঃ পুরংহি সঃ ॥৪৬
অশ্রদ্ধা জায়তে রাজ্ঞ, ইতিজ্ঞাত্বাদ্বিজোত্তমাঃ।
আশীর্ব্বাদার্থ নির্ম্মাল্যং, মল্লকাষ্ঠোপরিস্থিতং ॥৪৭
তদাকাষ্ঠং সজীবং স্যাৎ, নবপল্লব সংযুতং।
শ্রুত্বৈতন্নরশার্দ্দূলঃ, স্বগেহাদ্ বহিরাযযৌ ॥৪৮
গত্বা পাত্রাদিভিঃসার্দ্ধং, ভীতশ্চদ্বিজ সন্নিধৌ।
স্তোত্রঞ্চ বহুধা তেষা, মকরোৎ স নৃণাং বরঃ ॥৪৯
আসনং পাদ্যমানীয়, দদৌ বিনয় পূর্ব্বকং।
উপবিষ্টা দ্বিজাঃপঞ্চ, প্রধানাঃ পঞ্চকাস্তথা ॥৫০
অদ্য মে সফলং জন্ম, তপস্যাদেশ্চ সাধনং।
পূতঞ্চ ভবনং জাতং, যুষ্মদাগমনং যতঃ ॥৫১
কৃত্বা চ বহুধা স্তোত্র, মপৃচ্ছৎ স নৃপোত্তমঃ।
যুষ্মাকং গোত্রমাখ্যাশ্চ, বংশানুচরিতং তথা ॥৫২
ব্রূতৈতচ্চ মহাভাগাঃ, শ্রোতৃমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
ইত্যাকর্ণ্যততো ভট্টা, ঊচুর্বিনয় পূর্ব্বকং ॥৫৩

শৃণুষ্বেন্দ্র বক্ষ্যামি, বৃত্তমেতৎ যথেপ্সিতং।
শ্রুতং যদ্বয়াপূর্ব্বং তন্মে কথয়তঃ শৃণু ॥৫৪

(ক্রমশঃ)
সম্পাদকস্য।

বঙ্গানুবাদ।

রাজা বলিলেন।

হে ধীর সেনাপতে! বীরসিংহ যে উত্তর দিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিলে। বঙ্গদেশ পণ্ডিত, আমি নীচ ও মূর্খ। ১। বীরসিংহ তৃণাপেক্ষাও ক্ষুদ্র, কি জন্য তাহার এত গর্ব্ব, সে আমার বীর্য্যবল জানে না, তাই তাঁর এত স্পর্দ্ধা। ২। আমি ক্ষত্রিয় ভূপাল, বীর ও এক চমূ(১) পতি, কাছাড়,(২) তমলুক ও কুচবিহার(৩) দেশ সকল জয় করিয়াছি। ৩। পূর্ব্বে মুনিগণ সত্যই বলিয়াছেন যে রাজশ্রী কুলগত নহেন, তরবারি দ্বারা বশীভূত করত বীর, বসুন্ধরাকে ভোগ করিয়া থাকেন। ৪।

আমি জানি তুমি মহাবীর, রথিগণ মধ্যে মহারথ(৪) আমার নিকট বীরসিংহ, বজ্রাগ্রে পতঙ্গবৎ। ৫। যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইয়া কান্যকুব্জ জয় কর, এবং তোমার মহতী কীর্ত্তি ও আমার গৌরব ও যশঃ সংস্থাপন কর। ৬। তদনন্তর মহারথ বীরবাহু হৃষ্ট মনে চতুরঙ্গ (৫) বল সহিত কান্যকুব্জে উপস্থিত হইলেন। ৭। নীতিজ্ঞ, প্রিয়ভাষী জনৈক দূতকে পাঠাইলেন, তিনিও ত্বরিত গমনে বীরসিংহ রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। ৮।

দূত বলিলেন।

হে রাজন্! যে নিমিত্ত আমি এখানে আসিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন। বঙ্গাধিপ মহাবীরপুরুষ ও সংগ্রামে অজেয়। ৯। মহা-

(১) চমূ—(স্ত্রী) সেনাবিশেষ, তত্র ৭২৯ হস্তিনঃ, ৭২৯ রথাঃ, ২১৮৭ অশ্বাঃ, ৩৬৪৫ পদাতয়ঃ, সমুদায়েন নবত্যধিকশতদ্বয়াধিক সপ্তসহস্রম্।

(২) হিড়িম্বী—ইহার সংস্কৃত নাম। হিড়িম্বা রাক্ষসভগিনী, তদ্গর্ভে ভীমসেনোরসেন ঘটোৎকচো জাতঃ। তাঁহার বংশাবলী যে দেশে বাস করে তাহাকে অধুনা কাছাড় বলে।

(৩) কোচক—যে দেশে কোচনামা অসভ্য জাতিদিগের বাস ছিল। মাংসচ্ছেদিগর্ভে তীবর ঔরসে উক্ত জাতির জন্ম হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ।

(৪) মহারথ—একোদশ সহস্রাণি, যোধয়েদ্যস্তু ধন্বিনাম্। অস্ত্রশস্ত্র প্রবীনঞ্চ, মহারথ ইতিস্মৃতঃ॥ অর্থাৎ যিনি একাকী দশ সহস্র ধনুর্দ্ধরের সহিত সংগ্রামক্ষম ও অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ, তিনি মহারথ।

আত্মানং সারথিঞ্চাশ্বান্ রক্ষন্ যুধ্যেত যোনরঃ।
স মাহারথসংজ্ঞঃ স্যাৎ ইত্যাহ ভগবান্ মনু॥

(৫) চতুরঙ্গ—হস্ত্যশ্বরথপাদাতিরূপং সৈন্যম্।

দেশের অধিপতি, মহামানী ও মহাবলী, তিনি পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সম্পন্ন করিতে ব্রাহ্মণের নিমিত্ত আপনার নিকট। ১০। পত্রিকাসহ দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, আপনি কি নিমিত্ত তাঁহার দূতকে অপমানিত করিয়াছিলেন। ১১। এই হেতু তদীয় সেনাপতি মহাশূর বীরবাহু চতুরঙ্গ বল সহ, আপনার সহ যুদ্ধার্থে আগমন করিয়াছেন। ১২। হে নরাধিপ! তিনি যজ্ঞার্থে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি চাহিতেছেন, আপনি তাহা যদি প্রদান না করেন, তবে হে রাজন্! যুদ্ধে প্রস্তুত হউন, নচেৎ যাহা আপনার অভিরুচি তাহাই করুন। ১৩। দূত বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবীর বীরসিংহ ক্রোধে প্রজ্বলিত অগ্নিবৎ তদীয় চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ ধারণ করিল। ১৪। সত্বর উত্তর দিবার নিমিত্ত রাজা ভট্টকে ইঙ্গিত করিলে, ভার্গবভট্ট, দূতকে নৃপতির আদেশ জানাইল। ১৫। যেহেতু পণ্ডিতজন বলিয়াছেন বার্ত্তাবহ সদা অবধ্য, সেই কারণ তুমি এখনও জীবিত আছ, তুমি সত্বর স্বস্থানে প্রস্থান কর। ১৬। হে দূত! সত্বর তোমার রাজার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিবে যে তিনি যথা সাধ্য যুদ্ধ করুন। ১৭। তদনন্তর রাজার আদেশ শ্রবণ করিয়া নিজ শিবিরে গমন করত সেনাপতির নিকট যথাযথ বর্ণনা করিলেন। ১৮। রাজা বীরসিংহ অনল নামা স্বীয় সেনাপতিকে যুদ্ধ যাত্রা করিতে আদেশ করিয়া কহিলেন অদ্য ম্লেচ্ছাধিপের যুদ্ধ বাসনা পরিপূর্ণ করুন। ১৯। কালান্তক যমের ন্যায় অনল সেনাধীশ চতুরঙ্গ বল সহিত সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ২০। সমরক্ষেত্রে উভয় দলের সৈন্যগণ উপস্থিত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিল, এবং অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইল। ২১। দিবসত্রয় অবিশ্রান্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইলে পরে, বীরবাহু সৈন্যগণ সহ ধরণীতল আশ্রয় করিলেন। ২২। বীরবাহু রণে হত হইয়াছেন শুনিয়া, বঙ্গেশ্বর ক্রোধানলে প্রলয়াগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইলেন। ২৩। তিনি এক অক্ষৌহিণী (৬) সৈন্য বিবিধ সমরসজ্জার সহিত বীরবর হিড়িম্বাধিপতিকে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিলেন। ২৪। তদনন্তর কূটযুদ্ধ বিশারদ বীর হিড়িম্বাধিপতি সিংহনাদ করিয়া কান্যকুব্জনগরে উপস্থিত হইলেন। ২৫। কূটধর্ম্মজ্ঞ শত্রুকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী সেই হিড়িম্বাধিপতি জানিতে পারিলেন যে কান্যকুব্জপতি গোবিপ্র প্রতিপালক। ২৬। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র বিগর্হিত, গবারূঢ় মহাবলান্ সৈন্যদ্বারা একটী চক্রব্যূহ সৃজন করিলেন। ২৭। তদনন্তর বঙ্গদেশবাসী অস্পৃশ্য হীনজাতি সম্ভূত সাতশত ব্যক্তিকে তিনি ব্রাহ্মণের বেশে ধনুর্ব্বাণহস্তে গো আরূঢ় করাইলেন। ২৮। নৃপাদেশে এই সপ্তশতী সৈন্য নানাবিধ সমর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া বারংবার সিংহনাদ করত যুদ্ধার্থে রণপ্রাঙ্গনে উপস্থিত হইল। ২৯। কান্যকুব্জের সৈন্যদল ইহাদিগকে অবলোকন করিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইল এবং আমাদিগকে রণে কি করা কর্ত্তব্য তাহা চিন্তা করিতে লাগিল। ৩০। গোবিপ্র বধাশঙ্কায় তাঁহারা যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নৃপতির নিকট অতি শীঘ্র এই অদ্ভূত ব্যাপার নিবেদন করিল। ৩১। এই কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ বীরসিংহ-

(৬) এক অক্ষৌহিণী—সংখ্যারিশেষযুক্ত সেনা, তদ্যথা—২১৮৭০ হস্তিনঃ ২১৮৭০ রথাঃ, ৬৫৬১০ ঘোটকাঃ, ১০৯৩৫০ পদাতয়ঃ সমুদায়েন ২১৮৭০০।

স্বধর্ম্ম (৭) রক্ষণার্থে তৎক্ষণাৎ বঙ্গেশ্বরের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। ৩২। যজ্ঞার্থে ব্রাহ্মণ ও দ্বিজাতিদিগকে প্রেরণ করিব, এই প্রকার অঙ্গীকার করিয়া পত্র প্রদান করিলেন। ৩৩। হিড়িম্বাধিপতি পত্র গ্রহণ করিয়া আনন্দিত মনে বঙ্গে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আদিশূর রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। ৩৪। সেই মহাচক্রী, মহাবীর, কূটনীতি (Diplomacy) বিশারদ হিড়িম্বাধিপতি সমস্ত বিবরণ রাজার নিকট কীর্ত্তন করিয়া বীরসিংহপ্রদত্ত পত্র আদিশূরকে প্রদান করিলেন। ৩৫। পত্র পাঠান্তে রাজা মহানন্দে হিড়িম্বাধিপতিকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৩৬। আদিশূর সন্তুষ্টচিত্তে গবারূঢ়া সাত শত সৈনিককে এই বলিয়া বর প্রদান করিলেন "আমার আজ্ঞায় তোমরা সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ হইলে"। ৩৭। উত্তরকালে ইহারা সপ্তশতী ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, কুলবেত্তাগণ ইহাদিগকে অলীক, অস্পৃশ্য ও অনার্য্য বলিয়াছেন। ৩৮। রাজা শুভক্ষণে যজ্ঞের সর্ব্ববিধ আয়োজন করিয়া নানাদিকে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইলেন। ৩৯। কান্যকুব্জপতি রাজারক্ষার্থে আদিশূরের যজ্ঞ ও নিমন্ত্রণের বিষয় সূর্য্যমন্ত্রে দীক্ষিত সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে জ্ঞাপন করিলেন। ৪০। মহারাজ বঙ্গেশ্বর অনুষ্ঠিত পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সম্পাদনার্থ যজ্ঞকর্ম্মশীল দশ জন দ্বিজ প্রেরিত হইয়াছিলেন। ৪১।

(৭) স্বধর্ম্ম—গো-ব্রাহ্মণ রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম।

(৮) এই দশ জন দ্বিজ কান্যকুব্জ হইতে একটি পত্তিঃ (৯) বূহ রচনা করিয়া বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন, উক্ত বূহে প্রধান কর্ম্মচারিগণ (Officers of the) Regiment পঞ্চ কায়স্থ ছিলেন, ইহারা হস্তী, অশ্ব, নরযানে, এবং ব্রাহ্মণ পঞ্চ-পদাতিকেরবেশে গোযানে আসিয়াছিলেন। ৪২। দশ জন দ্বিজ চর্ম্মতরবারিতে সুসজ্জিত হইয়া আনন্দমনে স্ত্রী-পুত্রগণকে সঙ্গে লইয়া প্রয়াগতীর্থে ত্রীবেণীসঙ্গমে গমন করিলেন। ৪৩। ত্রীবেণীতে স্নান-দানাদি সম্পন্ন করিয়া তথা হইতে বারাণসীক্ষেত্রে গমন করিলেন, এবং বিশ্বনাথকে দর্শন করিয়া দানে যশোলাভ করিলেন। ৪৪। তথা হইতে গয়াধামে পিতৃপিতামহাদিকে পিণ্ডপ্রদানে উদ্ধার করত যে স্থানে আদিশূর রাজা উপস্থিত ছিলেন, তথায় আগমন করিলেন। ৪৫। (১০) নৃপোত্তম ব্রাহ্মণ-

(৮) এই শ্লোকটী দ্বারা পঞ্চকায়স্থ যে দ্বিজ ছিলেন, তাহা অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত হইতেছে; প্রাচীনতম মড়ভট্টানামক কারিকায়ও এই শ্লোকটী পাওয়া যায়।

(৯) পত্তিঃ—মূল শ্লোকে পত্তিঃ শব্দ পাওয়া যাইতেছে। একৈভৈকরথত্রাশ্বা পত্তিঃ পঞ্চ পদাতিকা—ইত্যমর অর্থাৎ একটি ইভ (হস্তী) একখান্না রথ ও তিনটী অশ্ব আরোহণ করিয়া পঞ্চ কায়স্থ ও গোজানে পঞ্চ ব্রাহ্মণ পদাতিক বেশে পত্তিব্যূহ রচনা করেন। দেবীবর তদীয় কুলপঞ্জিকায় বলেন—গোযানেনাগতা বিপ্রা, অশ্বেরোষাদিকস্ত্রয়ঃ। গজেদত্তঃ কুলশ্রেষ্ঠ, নরযানে গুহ সুধীঃ॥ মৎপ্রণীত কায়স্থতত্ত্বের (২য় সংস্করণ) ৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১০) আদিশূরের রাজধানী কোথায় ছিল, মিশ্রমহোদয় লিখিলেন না, এই বিষয়ে মতান্তর দৃষ্ট হয়, কেহ কেহ বলেন যে, মালদহের নিকট পৌণ্ড্র বর্দ্ধন (পুড়োবা) তৎকালে আদিশূরের

গণের খড়্গচর্ম্মাদিযুক্ত পদাতিকের অদ্ভুত বেশ সন্দর্শনে নিতান্ত বিষাদাস্তকরণে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ৪৬। তাঁহাদিগের প্রতি রাজার অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে জানিতে পারিয়া সেই শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ রাজাকে আশীর্ব্বাদ দিতে যে নির্ম্মাল্য (যজ্ঞাবশিষ্ট) আনিয়াছিলেন তাহা মল্লকাষ্ঠোপরি রাখিলেন। ৪৭। তৎকালে সেই শুষ্ককাষ্ঠ সজীবতা প্রাপ্ত হইয়া নব নব পল্লবে সুশোভিত হইল। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র রাজা অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিলেন। ৪৮। রাজা তদীয় পুত্রাদি সহিত দ্বিজগণের সম্মুখে সভীতাস্তকরণে গমন করিয়া বহু স্তব স্তুতি করিলেন। ৪৯। রাজা পাদ্যার্ঘ দ্বারা পূজা করত আসন প্রদান করিলেন, পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ প্রধান (কায়স্থ) তাহাতে উপবেশন করিলেন। ৫০। আপনাদের শুভাগমনে অদ্য আমার জন্ম সফল, আমার তপস্যা, আরাধনা সুসিদ্ধ এবং আমার গৃহ পবিত্র হইল। ৫১। এই প্রকারে বহুবিধ স্তব-স্তুতি করিয়া, সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মহাভাগ-সকল! আপনাদের বংশানুচরিত তথা গোত্রাদি আমার নিকট প্রকাশ করুন, আমি সেই সমস্ত বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছা করি, ইহা শ্রবণান্তর ভট্ট বিনয়পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। ৫২। ৫৩। হে ভূপেন্দ্র! আপনার বাঞ্ছিত বিষয় আমি কীর্ত্তন করিতেছি, যাহা পূর্ব্বে আপনি শ্রবণ করেন নাই আপনি শ্রবণ করুন। ৫৪॥

(ক্রমশঃ)

সম্পাদক

রাজধানী ছিল। আবার কেহ কেহ বলেন বিক্রমপুর মধ্যস্থিত বজ্রযোগিনীগ্রামের সান্নিধ্য, রামপালে রাজধানী ছিল। যে গজারীর শুষ্ক মল্লকাষ্ঠোপরি ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের আশীর্ব্বাদীয় নির্ম্মাল্য রক্ষা করিয়াছিলেন ও যাহা তৎকালেই সঞ্জীবিত হইয়া নব পল্লবে সুশোভিত হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমানে একটি প্রকাণ্ড গজারীর বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। অনেকেই তাহা দেখিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই স্থানে গজারীর বৃক্ষের নাম ও গন্ধ নাই। যাহা হউক এই বিষয়ে মীমাংসা করিতে পারিলাম না।

সম্পাদক।

ফাহিয়ান।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)।

অতঃপর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কিঞ্চিন্যূন ৮০ যোজন গমন করিয়া মোলুলো বা মথুরা রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। (১) এখানে পুরয়ায় (?) পুণ্যা বা যমুনানদীর দর্শন পাইলেন। মরুভূমির পর পারে পশ্চিমভারতের দেশসকল বিদ্যমান। দক্ষিণদিকে মধ্যদেশ। মথুরার জল-বায়ু উষ্ণ অথবা নাতিশীতোষ্ণ। এখানে তুষারপাত হয় না। লোকেরা সুখ-সচ্ছলতা সম্পন্ন। রাজকর্ম্মচারিদিগের কোনরূপ উৎপীড়ন নাই। প্রজাদিগকে কোন রূপ করভার (Poll tax) বহন করিতে হইত না। যাহারা রাজার ক্ষেত্র চাষ করিত কেবল তাহাদিগকেই লভ্যাংশ প্রদান করিতে হইত। তাহারা স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পারিত। রাজা কোনরূপ দৈহিকদণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন না। অপরাধীকে অবস্থানুযায়ী লঘু বা গুরু অর্থদণ্ড করা হইত। রাজার শরীররক্ষকেরা নির্দ্দিষ্ট বেতন প্রাপ্ত হইত। রাজ্যের কোথাও চণ্ডাল ব্যতীত কোন প্রজা পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহী হইলেও কেবল তাহার দক্ষিণহস্ত ছেদন করা হইত। কেহ প্রাণী হত্যা করিত না মদ্যপান করিত না। অথবা পলাণ্ডু বা রসুন ভক্ষণ করিত না। চণ্ডালেরা অস্পৃশ্য হীনজাতি (Evil men)। তাহারা সাধারণ বসতি হইতে দূরে স্বতন্ত্রভাবে বাস করিত। হাট-বাজার কিংবা সহরে প্রবেশকালে চণ্ডালেরা একখণ্ড কাষ্ঠদ্বারা শব্দ করিত। তাহা হইতে লোকেরা জানিতে পারিয়া যাহাতে তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া অপবিত্র না হইতে হয় তৎপক্ষে সাবধান হইত। এই দেশে কেহ শূকর বা কুক্কুট পালন করিত না এবং গো-বিক্রয় করিত না। প্রকাশ্য স্থান ও পণ্যক্ষেত্রে কোথায়ও মদ্য বা মাংসের দোকান ছিল না। ক্রয় বিক্রয়ে কড়ি ব্যবহৃত হইত। একমাত্র চণ্ডালেরা মৎস্য শীকার ও বিক্রয় করিত। বুদ্ধের সময় হইতে এ দেশের রাজা, প্রধান প্রধান ব্যক্তি এবং গৃহস্থেরা বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তাহার রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য ভূমি, বাগান ও গৃহাদি দান করিত। ক্ষোদিত দানপত্রাদি প্রস্তুত করিয়া পুরুষানুক্রমে প্রচারিত হইত। অতএব কেহই তাহা প্রত্যাহার করিতে সাহসী হইতেন না। বিহারে স্থায়ীশ্রমণদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহ নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাঁহারা বিছানা, আসন, খাদ্য, পানীয় এবং পরিচ্ছেদ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইতেন। (১) এইরূপে এখানে বহুবিহার ও স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সরিপুত্র, মুদ্গলপুত্র, আনন্দ, অভিধর্ম্ম, বিনয়সূত্র, অবলোকিতেশ্বর, প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ স্মৃতি-মন্দির বর্ত্তমান ছিল। নদীর উভয় পার্শ্বে প্রায় ২০টী সংঘারাম ছিল, তাহাতে প্রায় ৩০০০ শ্রমণ বাস করিত। মথুরা হইতে ১৮ যোজন দক্ষিণ-পূর্ব্বে যাইয়া ফাহিয়ান সঙ্কাশ্য (sanka'sya) নামক স্থান দেখিতে পাইলেন। তথায় তক্ষক বিহার (Dragon vihar) এবং প্রত্যেক বুদ্ধের মন্দির বিদ্যমান ছিল। এইখানে তিনি সমস্ত গ্রীষ্মকাল অবস্থান করিলেন। পরে শত যোজন দক্ষিণ-পূর্ব্বে গমন করিয়া কিজন-ই (Kijón) বা কণৌজ (২) উপনীত হইলেন। এই সহর গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এখানেও বৌদ্ধস্তূপ ও মঠ (tower) ছিল। গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া ৩০ যোজন দক্ষিণে আলো (Alo) অরণ্য প্রাপ্ত হইলেন। তথায় একটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তথা হইতে ১০ যোজন দক্ষিণ-পূর্ব্বে শাচি (shachi) নামক স্থানে পৌঁছিলেন। সেখানে অনেক মঠ (towers) ছিল। বহুশ্রমণী (nuns) উহাতে বাস করিতেন। এই স্থান হইতে ৮ যোজন

(১) Cunningham's A. Geo. p. 374.

(১) Vide p508, R. C. Dutt's Ancient India.

(২) Cunningham's A. Geo. p 376.

দক্ষিণে কিউ-সা-লো (Kiu-sa-lo) বা কোশল রাজ্য। রাজধানী শি-ওএই (she-wei) বা শ্রাবস্তী। নগরের ধ্বংসাবশেষ মাত্র বর্ত্তমান ছিল। কেবল ২০০ ঘর অধিবাসী তথায় বাস করিত। উহা পূর্ব্বে রাজা প্রসেনজিতের রাজধানী ছিল। মহাপ্রজাপতির ধ্বংসপ্রাপ্ত বিহারের উপর, সুদাত্তের বাসগৃহের ভিত্তির উপর, এবং যেখানে অঙ্গুলিমাল্য বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শবদেহের অগ্নিসংস্কার করা হইয়াছিল, সেই সকল স্থানে মঠ (tower) নির্ম্মিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা হিংসা বশতঃ এই সকল মন্দির ও অট্টালিকা বিনষ্ট করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছিল। (১) কিন্তু তাহারা এই অসাধুকার্য্যে উদ্যত হইলে আকাশে মেঘগর্জ্জন ও অশনিপাত হইয়াছিল। সুতরাং তাহারা ভীত হইয়া এই অসদভিপ্রায় হইতে বিরত হইল। এতদ্ভিন্ন ফাহিয়ান সুদাত্তের বিহার, জেতবন বিহার এবং যেখানে বুদ্ধসুন্দরী বারাঙ্গনা হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং দেবদত্ত তাঁহার নখ বিষাক্ত করিয়া প্রাণ সংহারের চেষ্টা করিয়াছিল, তথায় নির্ম্মিত বিহার দর্শন করিলেন। তিনি মধ্যভারতে প্রায় ৯৬টী বিধর্ম্মীসম্প্রদায় (heretics) দেখিতে পাইলেন। দেবদত্তের শিষ্যেরা তিন প্রাচীন বুদ্ধকে সম্মান করিত, কিন্তু শাক্যমুনি বুদ্ধকে মান্য করিত না। প্রায় ৫০ লি পশ্চিমে তো ওয়াই বা (tadwa) তথায় কাশ্যপবুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(১) To-kwo-ki, Chap xx, Intr. p xliv.

শ্রাবস্তী পরিত্যাগ করিয়া প্রায় ১২ যোজন দক্ষিণ-পূর্ব্বে নাপিক (napika) প্রাপ্ত হইলেন। উহা ক্রকুচ্ছন্দবুদ্ধের জন্ম স্থান। তথায় স্তূপ (tower) নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেখান হইতে প্রায় যোজনান্তর উত্তরদিকে কণকমুনি বুদ্ধের জন্মস্থান। উহার তিনপোয়া যোজন দূরে পূর্ব্বদিকে কপিলবস্তু। কিন্তু সেখানে না ছিল রাজা, না ছিল প্রজা। প্রাচীন সমৃদ্ধনগর তখন মহাবিজনপ্রান্তরে পরিণত হইয়াছিল। কেবল ১০। ১২ ঘর লোক ও শ্রমণগণ তথায় বাস করিত। শুদ্ধোধনের রাজপ্রাসাদের ভগ্ন স্তূপের উপর একখানা চিত্র রক্ষিত হইয়াছিল। তাহাতে শাক্যসিংহের জননীর মূর্ত্তি এবং গৌতম শ্বেত হস্তীতে আরোহণ করিয়া জননীর উদরে প্রবেশ করিতেছেন এই অবস্থা চিত্রিত ছিল। যে স্থলে বুদ্ধ পূর্ব্বদ্বার দ্বারা নগর ত্যাগ করিয়াছিলেন, যেখানে তিনি ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন, সেখানে তিনি রথ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নগরে যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন, যেখানে অসিতা রাজপুত্রের অঙ্গের চিহ্ন সকল লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যেখানে আনন্দ ও অন্যান্য সকলে হস্তীকে আঘাত করিয়া পথ হইতে আকর্ষণ করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, যেখানে তীর ধরণী ভেদ করিয়াছিল এবং ভূগর্ভ হইতে সলিল উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং যেখানে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া বুদ্ধ পিতার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সেই সকল এবং আরো অনেক বুদ্ধের জীবনী সংসৃষ্ট স্থানে স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বুদ্ধের জন্মস্থানের ৫ যোজন পূর্ব্বে লান্‌মো (Lan-mo) বা রামগ্রাম। তাহার ৩ যোজন পূর্ব্বে সেই স্থান যেখানে রাজকুমার শাক্য-

সিংহ সারাথ চণ্ডকে ঘোটকসহ বিদায় দিয়াছিলেন, তথায় একটী স্তূপ (tower) নির্ম্মিত হইয়াছিল। আরো চার যোজন পূর্ব্বে গমন করিয়া ফাহিয়ান জন্মস্তূপ ও সংঘারাম প্রাপ্ত হইলেন। তথা হইতে দ্বাদশ যোজন পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া কুশীনগরে উপনীত হইলেন। সহরের উত্তরে যেখানে বুদ্ধ হিরণ্যবতীনদী তীরে দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে দুইটী সালবৃক্ষের মধ্যস্থলে উত্তর শিরে শয়ন করিয়া মহানির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, যেখানে বুদ্ধের শেষ শিষ্যা সুভদ্রা দীক্ষিত হইয়াছিলেন, যেখানে বুদ্ধের মৃতদেহ স্বর্ণশয্যায় সাত দিন রক্ষিত হইয়াছিল, যেখানে বজ্রপাণি তাঁহার সুবর্ণদণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানে সংঘারাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু কুশীনগর এখন প্রায় জনশূন্য। অধিবাসীদের অধিকাংশই ভিক্ষু ও শ্রমণ।

কুসীনগর হইতে ১২ যোজন দক্ষিণ পূর্ব্বে চলিয়া ফাহিয়ান সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, যেখানে লিচ্ছাবীগণ বুদ্ধের নির্ব্বাণ স্থলে গমন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল। বুদ্ধ তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহার ও লিচ্ছাবীদিগের মধ্যস্থলে এক গভীর নদী প্রবাহিত করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার ভিক্ষাপাত্র প্রদান করিয়া সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। তথা হইতে পাঁচ যোজন পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইয়া তিনি বৈশালীতে উপনীত হইলেন। তথায় মহারাণা বিহার দেখিলেন। উহার উপর একটী দ্বিতল তোরণ (tower) ছিল। আনন্দের সমাধির উপর স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। আম্রপালী স্তূপের ভগ্নাবশেষ মাত্র বিদ্যমান ছিল। এখানে প্রত্যেক বুদ্ধের স্তূপ নির্ম্মিত হইয় ছিল। এইখানে ফাহিয়ান প্রত্যেক বুদ্ধের গল্প বিবৃত করিয়াছেন। বৈশালীতে বৌদ্ধসমাজের দ্বিতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। (১)

বৈশালী হইতে ৪ যোজন পূর্ব্বে যাইয়া ফাহিয়ান ৫ পঞ্চনদীর মহাসঙ্গম দেখিতে পাইলেন। আনন্দ এই স্থলে নদী মধ্যে সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং শরীর দগ্ধ করিয়া নির্ব্বাণলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে লইয়া যাইতে নদীর উভয় তীরে অজাতশত্রু ও লিচ্ছাবীদিগের সৈন্য অপেক্ষা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছিল। নদী পার হইয়া যোজনান্তর দক্ষিণে ফাহিয়ান মগধদেশও পালিফু বা পাটলীপুত্রনগর প্রাপ্ত হইলেন। এখানকার রাজপ্রাসাদসকল প্রস্তর নির্ম্মিত (২)। কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল যে অশোকের আদেশে দানবেরা এই সকল সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। অশোকের সময়ের বহু ধ্বংশ তখনও বিদ্যমান ছিল। অশোকের কনিষ্ঠভ্রাতা গৃধ্রকূট পর্ব্বতে

(১) "One hundred years after the Nirvan of Buddha, there were at Vaisali certain Bhikshus who broke the rules of the Vinaya in ten particulars, saying that Buddha had said it was so; at which time the Arhats and the orthodox Bhikshus making an assembly of 700 ecclesiastics compared and collected the Vinaya Pitak a afresh."

(২) The walls, doorways, and the seulptured designs are no human-work. Rev. S. Beal and Datt's A. India.

বাস করিতেন। অশোক তাঁহাকে রাজধানীতে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার জন্য এক কৃত্রিম পর্ব্বত-গুহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কথিত আছে অশোক দানবদিগকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া বলিয়াছিলেন তোমরা প্রত্যেকে বসিবার আসন সঙ্গে আনিও, যেহেতু এখানে আসনের কিঞ্চিৎ অপ্রতুল। তাহারা সকলে ৪। ৫ ফুট বর্গ পরিমাণে এক এক খণ্ড প্রস্তর লইয়া আসিয়াছিল। ভোজনান্তে সেই সকল প্রস্তরাসন স্তূপাকার করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। তাহাতেই এক রাত্রির মধ্যে কৃত্রিম পর্ব্বত প্রস্তুত হইয়াছিল। একপার্শ্বে একটী গুহার স্থান রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। লোতাইস্যিপিমি (Lo-tai-sy-pi-mi) বা রাধাস্বামীনামে এক ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতেন। অশোক স্তূপের নিকট এক বিশাল সুন্দর সংঘারাম ও মন্দির ছিল। তাহাতে প্রায় ৭০০ শ্রমণ বাস করিতেন। বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মঞ্জুস্রি বৌদ্ধ সংঘারামে বাস করিতেন। শ্রমণেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। (১)

পাটলীপুত্রনগরে লোকেরা ধনসমৃদ্ধিশালী। তাহারা ধর্ম্ম ও ন্যায়মার্গ অনুসরণ করিত। (২) প্রত্যেক বৎসর ২য় মাসের অষ্টমদিন রথযাত্রার মিছিল বহির্গত হইত। বংশ নির্ম্মিত রথে ধর্ম্ম, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করা হইত। * * রাজা অশোক ৭টী পুরাতন মন্দির ও স্তূপ ভঙ্গ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ৮৪০০ নূতন স্তূপ, বিহারও মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ৩ লি দক্ষিণে তিনি বুদ্ধের পদচিহ্নের উপর নির্ম্মিত মঠ (tower) দর্শন করিলেন। উহার সম্মুখে একটী স্তম্ভ ছিল। তাহার গাত্রে উৎকীর্ণ লিপিতে লিখিত হইয়াছিল, "রাজা অশোক সমস্ত জম্বুদ্বীপ পৃথিবীর যাবতীয় শ্রমণদিগকে দান করিয়া পুনরায় অর্থ দ্বারা ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি ৩ বার এইরূপ করিয়াছিলেন"। "নিলি (Nili) নামকস্থানে অশোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তথায়ও এক প্রস্তরস্তম্ভ দণ্ডায়মান ছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরসিকলাল রায়।

(১) Dutt's Aneient India, p 509.

(২) এ অঞ্চলের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর লোকেরা পাটলীপুত্রনগরে দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিল। তথায় নানাদেশ হইতে অসহায় দরিদ্র, রুগ্ন, বিকলাঙ্গ আসিয়া আশ্রয় লাভ করিত। তাহাদিগকে ঔষধ, পথ্য, ভোজন আচ্ছাদন প্রভৃতি সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করা হইত। চিকিৎসকেরা তাহাদিগকে দেখিয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন। রোগ আরোগ্য হইলে তাহারা স্বেচ্ছামত স্বস্থানে চলিয়া যাইত।

* রথযাত্রার বিশদ বর্ণনা দ্বিরুক্তি ও বাহুল্য ভয়ে প্রদত্ত হইল না।

"All night-long they burn lamps, indulge in games and music, and make religious offerings. Such is the custom of all those who assemble on this occasion from the different countries round about." ইত্যাদি

Dutt's Ancient India. p. 510.

শিক্ষা!

(গল্প)।

"বাবা, আমি নাম লিখ্‌তে শিখেছি"। আট বৎসরের বালিকা পিতার কাছে আসিয়া হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিল। বালিকা বৈশাখের বেলফুলের মত সুন্দর। এই বালিকা মুরহরপুরের তরুণবয়স্ক জমিদার প্রতাপ চৌধুরীর একমাত্র সন্তান। তাহার আদরের নাম পূর্ণিমা। প্রতাপবাবু দিবাবসানে বালাখানার বারান্দায় আরামকুর্শিতে অঙ্গ ঢালিয়া, গুড়-গুড়িতে অম্বুরিতামাকু সেবন করিতেছিলেন; এবং নিকটস্থ বেঞ্চে উপবিষ্ট ডাবা-হুকা-ধারী ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘন ঘন তাঁহার গুড়গুড়ির মস্তকস্থ কলিকার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। উভয়ে কায়স্থ-বিষয়ের আলোচনা হইতেছিল। কেন না প্রতাপবাবু স্বয়ং কায়স্থ, এবং শীঘ্র উপবীত গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনন করিয়াছিলেন। এমন সময়ে পূর্ণিমা নিকটে আসিয়া, দুই হাতে বুকের কাছে একখানি "বর্ণ পরিচয়" ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—"বাবা, আমি নাম লিখ্‌তে শিখেছি।"

প্রতাপবাবু সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কার নাম রে?"

বালিকা আনন্দে বলিল,—"আমার নাম।"

প্র। কৈ—দেখি!

"দেখাব না"—বলিয়া বালিকা বহিখানি পিছনে লুকাইল। তখন প্রতাপবাবু আদরে কন্যাকে ক্রোড়ের কাছে টানিয়া লইয়া, তাহার ললাটে চুম্বন করিলেন; এবং বহিখানি হাতে লইয়া দেখিলেন তদুপরি হিজিবিজি অক্ষরে লেখা আছে,—"শ্রীপূর্ণিমা দেবী।"

প্রতাপবাবু হাসিয়া সে লেখা ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দেখাইলেন। ভট্টাচার্য্য দেখিয়া, ভ্রুকুটি করিলেন, বলিলেন,—"দেবী! দেবী ত ব্রাহ্মণ-কন্যারাই লেখে, জানি।"

প্র। ক্ষত্রিয়-কন্যারাও লেখে।

ভ। তা—হাঁ—কিন্তু,—

"প্রণাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়! নমস্কার প্রতাপবাবু!" পশ্চাৎ হইতে এই কথা শুনিয়া উভয়ে ফিরিয়া দেখিলেন। প্রতাপ প্রতি নমস্কার করিয়া বলিলেন,—"আরে কে—অবিনাশ যে—ক'দিন তোমায় দেখিনি কেন বল দেখি?"

অবিনাশ নিকটে আসিয়া বলিল—ক'দিন ছিলেম না ভাই! একবার কলকেতায় গিয়েছিলেম।"

প্র। কেন হে?

অ। কেন আর কি! কলকেতায় গিয়ে এবার যজ্ঞোপবীত ধারণ করে' আসা গেল।

প্র। বল কি—সত্যি?

অ। সত্যি নয় ত কি মিছে? ক্ষত্রিয় কখন মিছে কথা কয়? এই দেখ—

এই বলিয়া অবিনাশ জামার ভিতর হইতে যজ্ঞসূত্র বাহির করিয়া দেখাইলেন। তার পর বলিলেন,—"Documentary evidence

বাস করিতেন। অশোক তাঁহাকে রাজধানীতে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার জন্য এক কৃত্রিম পর্ব্বত-গুহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কথিত আছে অশোক দানবদিগকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা প্রত্যেকে বসিবার আসন সঙ্গে আনিও, যেহেতু এখানে আসনের কিঞ্চিৎ অপ্রতুল। তাহারা সকলে ৪। ৫ ফুট বর্গ পরিমাণে এক এক খণ্ড প্রস্তর লইয়া আসিয়াছিল। ভোজনান্তে সেই সকল প্রস্তরাসন স্তূপাকার করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। তাহাতেই এক রাত্রির মধ্যে কৃত্রিম পর্ব্বত প্রস্তুত হইয়াছিল। একপার্শ্বে একটী গুহার স্থান রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। লোতাইশিমি (Lo-tai-sy-pi-mi) বা রাধাস্বামীনামে এক ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতেন। অশোক স্তূপের নিকট এক বিশাল সুন্দর সংঘারাম ও মন্দির ছিল। তাহাতে প্রায় ৭০০ শ্রমণ বাস করিতেন। বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মঞ্জুস্রি বৌদ্ধ সংঘারামে বাস করিতেন। শ্রমণেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। (১)

পাটলীপুত্রনগরে লোকেরা ধনসমৃদ্ধিশালী। তাঁহারা ধর্ম্ম ও ন্যায়মার্গ অনুসরণ করিত। (২) প্রত্যেক বৎসর ২য় মাসের অষ্টমদিন রথযাত্রার মিছিল বহির্গত হইত। বংশ নির্ম্মিত রথে ধর্ম্ম, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করা হইত। * রাজা অশোক ৭টী পুরাতন মন্দির ও স্তূপ ভঙ্গ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ৮৪০০ নূতন স্তূপ, বিহার ও মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ৩ লি দক্ষিণে তিনি বুদ্ধের পদচিহ্নের উপর নির্ম্মিত মঠ (tower) দর্শন করিলেন। উহার সম্মুখে একটী স্তম্ভ ছিল। তাহার গাত্রে উৎকীর্ণ লিপিতে লিখিত হইয়াছিল, "রাজা অশোক সমস্ত জম্বুদ্বীপ পৃথিবীর যাবতীয় শ্রমণদিগকে দান করিয়া পুনরায় অর্থদ্বারা ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি ৩ বার এইরূপ করিয়াছিলেন"। নিলি (Nili) নামকস্থানে অশোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তথায়ও এক প্রস্তরস্তম্ভ দণ্ডায়মান ছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরসিকলাল রায়।

(১) Dutt's Aneient India, p 509,

(২) এ অঞ্চলের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর লোকেরা পাটলীপুত্রনগরে দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিল। তথায় নানাদেশ হইতে অসহায় দরিদ্র, রুগ্ন, বিকলাঙ্গ আসিয়া আশ্রয় লাভ করিত। তাহাদিগকে ঔষধ, পথ্য, ভোজন আচ্ছাদন প্রভৃতি সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করা হইত। চিকিৎসকেরা তাহাদিগকে দেখিয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন। রোগ আরোগ্য হইলে তাহারা স্বেচ্ছামত স্বস্থানে চলিয়া যাইত।

* রথযাত্রার বিশদ বর্ণনা দ্বিরুক্তি ও বাহুল্য ভয়ে প্রদত্ত হইল না।

"All night-long they burn lamps, indulge in games and music, and make religious offerings. Such is the custom of all those who assemble on this occasion from the different countries round about." ইত্যাদি

Dutt's Ancient India. p. 510.

শিক্ষা!

(গল্প)।

"বাবা, আমি নাম লিখ্‌তে শিখেছি"! আট বৎসরের বালিকা পিতার কাছে আসিয়া হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিল। বালিকা বৈশাখের বেলফুলের মত সুন্দর। এই বালিকা মুরহরপুরের তরুণবয়স্ক জমিদার প্রতাপ চৌধুরীর একমাত্র সন্তান। তাহার আদরের নাম পূর্ণিমা। প্রতাপবাবু দিবাবসানে বালাখানার বারান্দায় আরামকুর্শিতে অঙ্গ ঢালিয়া, গুড়-গুড়িতে অম্বুরিতামাকু সেবন করিতেছিলেন; এবং নিকটস্থ বেঞ্চে উপবিষ্ট ডাবা-হুকা-ধারী ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘন ঘন তাঁহার গুড়গুড়ির মস্তকস্থ কলিকার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। উভয়ে কায়স্থ-বিষয়ের আলোচনা হইতেছিল। কেন না প্রতাপবাবু স্বয়ং কায়স্থ, এবং শীঘ্র উপবীত গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনন করিয়াছিলেন। এমন সময়ে পূর্ণিমা নিকটে আসিয়া, দুই হাতে বুকের কাছে একখানি "বর্ণ পরিচয়" ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—"বাবা, আমি নাম লিখ্‌তে শিখেছি।"

প্রতাপবাবু সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কার নাম রে?"

বালিকা আনন্দে বলিল,—"আমার নাম।"

প্র। কৈ—দেখি!

"দেখাব না"—বলিয়া বালিকা বহিখানি পিছনে লুকাইল। তখন প্রতাপবাবু আদরে কন্যাকে ক্রোড়ের কাছে টানিয়া লইয়া, তাহার ললাটে চুম্বন করিলেন; এবং বহিখানি হাতে লইয়া দেখিলেন তদুপরি হিজিবিজি অক্ষরে লেখা আছে,—"শ্রীপূর্ণিমা দেবী।"

প্রতাপবাবু হাসিয়া সে লেখা ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দেখাইলেন। ভট্টাচার্য্য দেখিয়া, ভ্রুকুটি করিলেন, বলিলেন,—"দেবী! দেবী ত ব্রাহ্মণ-কন্যারাই লেখে, জানি।"

প্র। ক্ষত্রিয়-কন্যারাও লেখে।

ভ। তা—হাঁ—কিন্তু,—

"প্রণাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়! নমস্কার প্রতাপবাবু!" পশ্চাৎ হইতে এই কথা শুনিয়া উভয়ে ফিরিয়া দেখিলেন। প্রতাপ প্রতি নমস্কার করিয়া বলিলেন,—"আরে কে—অবিনাশ যে—ক'দিন তোমায় দেখিনি কেন বল দেখি?"

অবিনাশ নিকটে আসিয়া বলিল,—ক'দিন ছিলেম না ভাই! একবার কলকেতায় গিয়েছিলেম।"

প্র। কেন হে?

অ। কেন আর কি! কলকেতায় গিয়ে এবার যজ্ঞোপবীত ধারণ করে' আসা গেল।

প্র। বল কি—সত্যি?

অ। সত্যি নয় ত কি মিছে? ক্ষত্রিয় কখন মিছে কথা কয়? এই দেখ—

এই বলিয়া অবিনাশ জামার ভিতর হইতে যজ্ঞসূত্র বাহির করিয়া দেখাইলেন। তার পর বলিলেন,—"Documentary evidence

চাও? এই হপ্তার আনন্দবাজার পত্রিকায় আমার নাম দেখ্‌তে পাবে।”

প্র। তা আমরা সকলে পড়ে থাক্‌লেম্‌ তুমি আগেই পৈতা নিলে! সকলের একসঙ্গে নিলেই ভাল হ'ত। তোমার কি আর দিন কত তর সইল না?

অ। শুধু 'দিন কত' কেন? তোমাদের মুখ চেয়ে দিন গুন্তে গুন্তে মাস হ'ল, মাস গুন্তে গুন্তে বছর হ'ল, বছরও চলে গেল, আবার দিনে দিনে মাস হ'ল, মাসে মাসে বছর হ'ল—তোমরা কেবল মুখেই 'পৈতা নিব' বল্‌ছ কাযে কিছু কর্‌ছ না। আর কতকাল তোমাদের মুখ চেয়ে থাকি বল?

এখন মুরহরপুরের প্রবল-প্রতাপ জমিদার প্রতাপবাবু মুখের উপর এমন উচিত কথা শুনিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। সুতরাং অবিনাশের কথাগুলি তাঁহার বিষবৎ বোধ হইল। তিনি মনে মনে গরম হইয়া উঠিলেন। অবিনাশ বলিতে লাগিলেন,—“এখানকার ব্রাহ্মণঠাকুরেরা যখন গরীবকে যজ্ঞসূত্র দেবেন না, তখন কাযেই আমাকে অগত্যা স্থানান্তরে গিয়ে সংস্কৃত হ'য়ে আস্‌তে হ'ল। তা যাই হোক—আমি জানি, আমার উপবীতধারণে তুমি সুখীই হবে। কারণ তুমি এ বিষয়ে চিরকাল সহানুভূতি প্রকাশ করেছ।”

প্রতাপ মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন,—“তা অবশ্য বটে। কিন্তু সকলে এক সঙ্গে এ কাযটা করলেই যেন ভাল হ'ত।”

অ। তা আর কৈ হল! আমি ত নিয়ে ফেলেছি, এখন আর দেরি না করে তোমরাও যজ্ঞোপবীত নাও। নিলে বুঝতে পারবে—উপবীতের সঙ্গে সঙ্গে কি একটা অপূর্ব্ব তেজ শরীরে সঞ্চারিত হয়।

“যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং।
প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ॥
আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং।
যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥”

প্রতাপ গভীরভাবে কেবল কহিলেন,—“হুঁ।”

অবিনাশ বলিলেন,—“আচ্ছা বসো। আমি এখন যাই—সায়ংসন্ধ্যার সময় হ'য়ে এল।”

এ বলিয়া অবিনাশ প্রস্থান করিলেন।

(২)

অবিনাশ রায় প্রতাপ বাবুর প্রতিবেশী, একজন সামান্য ব্যক্তি। স্ত্রী, একটী কন্যা ও একটী পুত্র লইয়া অবিনাশের পরিবার। কিছু ভূসম্পত্তি আছে, তাহাতেই কোনরূপে চলিয়া যায়। অবিনাশের প্রতি সরস্বতীদেবীর কিঞ্চিৎ কৃপাকটাক্ষও আছে; কিন্তু কমলার অকৃপায় সে কথা জনসমাজে প্রচারিত নাই।

যতক্ষণ অবিনাশ ও প্রতাপে কথোপকথন হইতেছিল, ততক্ষণ শান্ত, শিষ্ট ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাল মানুষটীর মত বসিয়াছিলেন। অবিনাশ চলিয়া গেলে কহিলেন,—“এটা অবিনাশ রায়ের যৎপরোনাস্তি অন্যায় কায হয়েছে। আপনার অপেক্ষা না করে উপবীত লওয়াতে একরূপ আপনার অপমান করাই হয়েছে।”

প্রতাপ এইবার গুড়গুড়ির নলে জোরে জোরে টান দিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—“আপনিই এ দেশের মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি—সকলের প্রধান। দেশের যাবতীয় কায়স্থ ব্রাহ্মণ আপনার অনুগত, বাধ্য। আপনি যা করেন তাই হয়, যা না করেন তা হয় না। এ অবস্থায় আপনি অগ্রণী হবেন, অন্য সকলে আপনার অনুগামী হ'য়ে পৈতা নেবে—তাই আমাদের ধারণা ছিল। আর সেই রকম হ'লেই ভাল দেখাত।”

প্রতাপ চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন,—“ওরে তামাক দে।” ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন, প্রতাপের ললাটে ভ্রুকুটি প্রকটিত হইয়াছে। মনে মনে হাসিয়া ভট্টাচার্য্য আবার বলিতে লাগিলেন,—“এখন যদি আপনি স্বয়ং উপবীত গ্রহণ করেন, তবে আর কেউ বলবে না যে, দেশের মধ্যে বাবু এ কায প্রথম করলেন। বরং লোকে বলবে যে, আপনি অবিনাশের দেখাদেখি পৈতা নিলেন। ছোট কথা!”

প্রতাপ কহিলেন,—“তাই ত এখন আমার পক্ষে উপবীতগ্রহণ অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াল।”

(৩)

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অন্নপ্রাসনের নাম বোধ হয় পশুপতি। কিন্তু সে নাম অধুনা প্রায় লোপ পাইয়াছিল; এবং তৎপরিবর্ত্তে পশু ভট্টাচার্য্য নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

পশু ভট্টাচার্য্য প্রতাপ বাবুর বাসাখানা হইতে বিদায় হইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আটচালায়, দাবার আড্ডায় আসিয়া দেখা দিলেন। সেখানে তখন সেদিন কার মত খেলা সাঙ্গ হইয়াছিল। স্মৃতিচঞ্চু, কাব্যকণ্ঠ প্রমুখ পাঁচ সাত জন মান্য, গণ্য, বদান্য

ব্যক্তি কাহার শ্রাদ্ধে কিরূপ 'বিদায়' পাইবার প্রত্যাশা আছে, এবং কোন সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে, এই সকল মঙ্গলময় বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। এমত সময়ে পশু ভট্টাচার্য্য তথায় আসিয়া, এই শুভসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন যে, আজ তিনি এ অঞ্চলে কায়স্থোপনয়নের দফা একেবারে রফা করিয়া দিয়াছেন।

পশু ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভরসা করিতেছিলেন যে, প্রতাপকে তিনি যেভাবে গঠিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে শীঘ্র প্রতাপের উপবীত গ্রহণের কোন সম্ভাবনা নাই। স্থানীয় অন্যান্য কায়স্থগণের মধ্যে অধিকাংশই প্রতাপের চাকর বা খাতক; কেহ কেহ চাকর কিম্বা খাতক না হইয়াও প্রসাদলোভী। এমতাবস্থায় প্রতাপ উপনয়নের প্রতি বিরূপ থাকিলে আর কাহার সাধ্য যে উপনীত হয়? পশু ভট্টাচার্য্য তাঁহার এই ভরসার কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। মনোরঞ্জন পশু ভট্টাচার্য্যের সকল কথা শুনিয়া কহিলেন,—“ভাল ভট্‌চায্যি ম'শায়, কায়স্থেরা সোপবীত হ'লে আপনার কি ক্ষতি? আর নিরুপবীত থাকলেই বা আপনার কি লাভ? সোপবীত কায়স্থেরা কিছু আপনার যাজনকার্য্য কেড়ে নিতে চায় না—ভোজন-দক্ষিণা-গ্রহণের কালে আপনার অংশী হ'তে আস্‌বে না—অন্য প্রকারেও আপনার কোন অসুবিধা ঘটাবে না।”

প। তার সাধ্য কি!

ম। আবার দেখুন। নিরুপবীত কায়স্থের বাড়ীতে আপনি পৌরোহিত্য করেন, তাতে

আপনি শূদ্রযাজী হ'য়ে আছেন। শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ শাস্ত্রানুসারে বর্জ্জনীয়। কিন্তু কায়স্থেরা সোপবীত হ'লে আপনার শূদ্রযাজী অপবাদ ঘুচে যাবে। ঠিক কি না?

প। সবই ত ঠিক হে! কিন্তু তবু যেন কায়স্থের উপনয়ন ব্যাপারটা ভাল বোধ হয় না।

ম। কেবল আপনার পরশ্রীকাতরতার ফলে।

পশু ভট্টাচার্য্য শিরঃ কণ্ডুয়নপূর্ব্বক বলিলেন,—"তা যাক্ থাক্—ও সকল কথায় আর কায নেই।"

কেঁড়ে কাঁকালে গয়লাবৌ দাঁড়াইয়া এই সব কথা শুনিতেছিল। 'পরশ্রীকাতরতা' কথাটা তাহার কাণে গেল। সে পথে যাইতে যাইতে আপন মনে বলিল,—"ড্যাক্‌রা মিন্সে পরের ইস্তিরিকে তৈরি কর্‌তে গিয়েছে! উনি আবার ভট্‌চায্যি! কথা সত্যি; নৈলে মিন্সে মাথা চুলকবে কেন?"

পাড়ায় যাইয়া গয়লা-বৌ গল্প করিল,—"ওলো, আর শুনেছিস্? পশু-ভট্‌চায্যি কাদের বৌকে তৈরি করেছে।"

একজন জিজ্ঞাসা করিল,—"'তৈরি করেছে' কি লো?"

গয়লাবৌ বলিল, "ও মা তা জানিস নে? ঘরের বা'র করাকে তৈরি করা বলে।"

আর একজন কহিল, "এ আর নূতন কথা কি! পশু ভট্‌চায্যি তেমনি স্বভাবেরই মানুষ!"

(৪)

মাঘমাসে সরস্বতী পূজার পূর্ব্বদিন অবিনাশ কুলপুরোহিত পশু ভট্টাচার্য্যকে বলিলেন,—"মহাশয়, আমার একটা নিবেদন আছে। এবার সরস্বতীপূজায় আমার নামে সঙ্কল্প করার সময়ে 'দাস' না বলে' 'বর্ম্মা' বল্‌তে হবে; আর পুষ্পাঞ্জলি দিবার সময়ে আমাকে প্রণবযুক্ত মন্ত্র বলা'তে হবে।"

পশু ভট্টাচার্য্য জিহ্বা দংশন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সর্ব্বনাশ! এ কায আমা হ'তে হবে না, আমি কি ধর্ম্মে পতিত হব?"

অবিনাশ কহিলেন, "তবে আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি আপনার দ্বারা পূজা করা'তে পার্‌ব না।"

সক্রোধে "তথাস্তু" বলিয়া, পশু ভটাচার্য্য অন্যত্র গমন করিলেন। কিয়ৎকালের মধ্যে গ্রামে রব উঠিল যে, এ বৎসর অবিনাশের সরস্বতীপূজা হইল না। কায়স্থোপনয়নের বিরোধিগণ মনে করিতে লাগিল—অবিনাশ এবার খুব জব্দ হইবে।

কিন্তু পরদিন অকস্মাৎ সব উল্‌টাইয়া গেলে। কায়স্থবিদ্বেষিগণের মুখ শুকাইয়া উঠিল। অবিনাশ স্বয়ং আসনে বসিয়া সরস্বতীপূজা করিলেন।

চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের দাবার আড্ডায় যখন এ বিষয় লইয়া আন্দোলন চলিতেছিল, সেই সময়ে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় হাসিয়া পশু ভট্টাচার্য্যকে বলিলেন,—"ভট্‌চার্য্য ম'শায়! কায়স্থোপনয়নের বিরুদ্ধাচরণে এইটি আপনাদের প্রথম লাভ।"

সে যাহা হৌক, পশু-ভট্টাচার্য্য একটা কথা ঠিক অনুমান করিয়াছিলেন; সত্যই আর কেহ অবিনাশের অনুকরণে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিল না। সে জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিছু আনন্দিত ছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ এক উপদ্রব

উপস্থিত হইল। গ্রামস্থ দুইটী কায়স্থযুবক কলেজে পড়িত, বিদেশে থাকিত। গ্রীষ্মাবকাশের বন্ধে তাহারা গৃহে আসিল। একদিন মনোরঞ্জন তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, অবিলম্বে তাঁহাদের এখন অবিনাশ-প্রদর্শিতপথে অগ্রসর হওয়া উচিত। তাহারা সহজেই এ কথা বুঝিল, এবং অবিনাশের পরামর্শানুসারে স্থানান্তরে যাইয়া উপবীতগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইল। পশু-ভটাচার্য্য এ কথা শুনিয়া প্রমাদ গণিলেন এবং অচিরাৎ প্রতাপের নিকটে যাইয়া সমুদয় বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। যুবকদ্বয় যে এখন "অবিনাশের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছে" তাহাও বলিতে ছাড়িলেন না। তখন সেই দুই যুবকের ডাক পড়িল।

যুবাদ্বয় প্রতাপের নিকটে আসিয়া ঘটনার সত্যতা স্বীকার করিল; কিন্তু তাহারা যে অপরাধী, সে কথা স্বীকার করিল না। প্রতাপ বলিলেন,—"তোমরা ছেলে মানুষ—বুঝ্‌তে পারছ না, এ কাযে ভবিষ্যতে কত বিপদ আছে।"

যুবকদ্বয়ের একজন বলিল,—"কোন্ বড় কাযে বিপদ নাই? যারা বিপদকে ভয় করে, তাদের দ্বারা কোন মহৎকায হ'তে পারে না।"

পশু-ভটাচার্য্য কহিলেন,—"বাপু হে! উনি যখন নিষেধ কর্‌ছেন, তখন তোমরা সকলের মধ্যে যেও না। বাবু-ই সমাজের মাথা—যাকে তোমরা নেতা বল; বাবুর কথা শুনতে হয়।"

দ্বিতীয় যুবা বলিল,—"সে কথা মানি। কিন্তু অবিনাশ দাদাও আজ আমাদের আর একজন নেতা। পশ্চিম ভারতে একটা কথা প্রচলিত আছে—"শিরদার তো সরদার"—অর্থাৎ যে আপনার মস্তক দিবার জন্য সদা প্রস্তুত, সেই সরদার বা নেতা হবার উপযুক্ত। দেশের মধ্যে অগ্রণী হ'য়ে উপবীত নিলে বিপদ্ আছে, জেনেও যখন অবিনাশ দাদা উপবীতী হয়েছেন, তখন তিনি "শিরদার" সুতরাং তিনি একজন প্রকৃত নেতা। তিনি আমাদের একমাত্র আদর্শ"।

এই কথা শুনিয়া প্রতাপ যুগপৎ লজ্জিত ও কুপিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"যা করতে চাও, করগে। পরিণামে তোমরা কোন সঙ্কটে পড়লে আমার কাছে এসো না, তা হ'লেই হ'ল"।

পর দিন প্রতাপ শুনিলেন যে, অবিনাশ সেই যুবাদ্বয়কে লইয়া, পূর্ব্বরাত্রে গ্রামত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিয়াছেন, কেহ জানে না। চারি দিন পরে পশু-ভট্টাচার্য্য আসিয়া প্রতাপকে জানাইলেন যে, উভয় যুবকই সোপবীত হইয়া অবিনাশের সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছে।

প্রতাপবাবুর সমুদয় ক্রোধ যাইয়া অবিনাশ বেচারার দুর্ব্বল মস্তকে নিপতিত হইল। সেই দিনই প্রতাপ আপনার পাত্রমিত্রগণকে লইয়া এক গুপ্তবৈঠকে বসিলেন। পর দিন নিকটবর্ত্তী থানার দারোগা বকরুল্ল মিয়া সংবাদ পাইলেন যে, প্রতাপবাবু একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। এরূপ সাক্ষাতের অর্থ বকরুল্ল মিয়া বিলক্ষণ জানিতেন, অতএব সন্ধ্যার পর সঙ্গোপনে প্রতাপবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া দেখা দিলেন। তথায় কি হইল না হইল সে সংবাদ আমরা পাই নাই। ফলে এই ঘটনার পরে অকস্মাৎ এক দিন অবিনাশ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিমোহরযুক্ত এক নোটিস

পাইলেন। নোটিসের মর্ম্ম এই যে, অবিনাশ চোরাইমাল গ্রহণ করেন এবং চৌর-ডাকাইতকে প্রশ্রয় দেন বলিয়া জানাগিয়াছে, অতএব কেন তিনি এক বৎসর সচ্চরিত্র থাকিবার জন্য উপযুক্ত জামিনসহ মুচিলকা দিবেন না, মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে উপস্থিত হইয়া তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে হইবে।

অবিনাশ নোটিস পাইয়া আকাশ হইতে পড়িলেন।

(৫)

মহকুমার হাকিম ডেপুটিবাবু সফরে বাহির হইয়া বকরুল্লমিয়ার থানায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। প্রতাপ সংবাদ পাইয়া, থানায় আসিয়া ডেপুটিবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তাঁহাকে সান্ধ্যভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। সন্ধ্যা হইতে না হইতে প্রতাপের গাড়ী থানায় যাইয়া ডেপুটিবাবুকে লইয়া আসিল। ডেপুটিবাবুটি অমায়িক ব্যক্তি এবং সুবিচার করিতে অভিলাষী। কিন্তু তাঁহার একটু ঠিকে ভুল ছিল। প্রতাপের ঐশ্বর্য্য ও সবিনয় ব্যবহার দেখিয়া তিনি প্রতাপকে সাধু ও সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তাই আজি কথায় কথায় প্রতাপকে বলিলেন,—"আপনাদের গ্রামস্থ এক ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে একটা বদমাইসী মোকদ্দমা উপস্থিত হয়েছে"।

প্রতাপ এই প্রসঙ্গই উত্থাপিত করিবার উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন। এখন আপনা আপনি সে কথা উঠিল দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। কিন্তু আনন্দ প্রকাশ না করিয়া বলিলেন,—"হাঁ আমি শুনেছি বটে।"

ডেপুটি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"লোকটীকে আপনি কিরূপ বলে' জানেন?"

প্র। আমি যা জানি, তা বলতে গেলে পুলিস হয় ত আমাকে সাক্ষী মেনে এখনি আদালতে টেনে নিয়ে যাবে। সে জন্যে আমি দারোগাকে কিছু বলি নি।

ডে। আমার কাছে আপনার সেরূপ ভয়ের কোন কারণ নেই।

প্রতাপবাবু ক্ষণেক চিন্তার ভান করিলেন, একবার চক্ষু বুজিলেন, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন, তারপর বলিলেন,—দেখুন, অবিনাশ আমার বাল্যকালের সহপাঠী। তার বিপক্ষে কিছু বলতে আমার বিলক্ষণ কষ্ট হবে। কিন্তু তবু আমি সত্যের অনুরোধে আর সুবিচারের খাতিরে বল্‌তে বাধ্য যে, তার নামে যে অভিযোগ হয়েছে, তা যথার্থ।"

এইরূপে প্রতাপবাবু 'সত্যের অনুরোধে' নিভাঁজ মিথ্যা কথা বলিয়া ডেপুটীবাবুকে প্রতারিত করিলেন।

যখন এই সকল কথা হয়, তখন সেখানে আর এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। সে গোবরা খানসামা। অবিনাশের গুণমুগ্ধ গোবরা গোপনে অবিনাশকে সকল কথা জানাইয়া দিল। গোবরার নিকটে অবিনাশ আরও জানিতে পারিলেন—বাদীপক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য কে কে প্রস্তুত হইতেছে, এবং বকরুল্লা দারোগার অধ্যক্ষতায় সাক্ষিগণকে লইয়া চৌধুরীর বাটীতে কিরূপ রিহার্সাল চলিতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বর্ম্মা মুজুমদার।

স্বপ্নদর্শন।

(মুক্তি-বিষয়ক)।

বর্ত্তমান ১৩১৮ বঙ্গাব্দের, জ্যৈষ্ঠ মাসের অষ্টবিংশতি দিবসে, সবিতৃ বাসরে, শুক্লা-পঞ্চদশী তিথিতে, গ্রীষ্মাতিশয়নিবন্ধন সুশীতল-নৈশ-সমীর সেবনাশায়, ত্রিযামার মধ্যযামে, পরম পুণ্যনীরা ভাগীরথীর পশ্চিম পুলিন সমীপবর্ত্তী একটী প্রকাণ্ড হর্ম্ম্যের শিখরপ্রদেশে গমনপূর্ব্বক, সেই নীরব, নিথর ও নিভৃত স্থানে উপবেশন করিয়াছিলাম। বিভাবরী দ্বি-প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। ক্ষণকাল সুশীতল ও কোমল নৈশ-সমীর সেবনান্তর জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীযোগে তট-শালিনী ভাগীরথীর সৈকত সন্নিহিত অট্টালিকার শিখরদেশে উপবেশনপূর্ব্বক প্রকৃতির অনুপম মনোমুগ্ধকর নৈশ-শোভা সন্দর্শন করিলাম। তাহাতে আমার হৃদয় বিগলিত ও মনঃমোহিত হইল। হৃদয়ের অন্তস্তলে অচিরে অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব করিলাম। সেই পরম সুন্দর সুখকর, পবিত্র ও শান্তিময় স্থানে উপবেশন করিয়া ঊর্দ্ধদেশে নিরীক্ষণ করিলাম—অনন্ত নীলিমাময় নির্ম্মল, দিগন্তব্যাপী জ্যোতিষ্পথে পৌর্ণমাসীর ষোড়শকলা পরিপূর্ণ, সুন্দর শুভ্র শশধর হাস্য করিতেছে। কুমুদবান্ধবকে স্বীয়-বক্ষে ধারণপূর্ব্বক দূরবর্ত্তী তড়াগজীবনে কুমুদিনী হাস্য করিতেছে। শশধরের কোমল করজাল কোমলাঙ্গী কুমুদিনীর অঙ্গে নিপতিত হইয়াছে। নিভৃত নিশাকালে প্রাণেশ শশাঙ্ককে সাদরে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক কতই কৌতুক করিতেছে। কুমুদিনীর এবম্বিধ ভাব পরিদর্শনে, নারীজাতিসুলভ ব্রীড়াবশে কমলিনী নিজ পল্লববসনে বদনাবৃত করিয়া মৌনভাবে অবস্থিতি করিতেছে। বসনদ্বারা বদনাবৃতা কমলিনীকে উপেক্ষা করিয়া, নিন্দিত নায়ক শিলীমুখ এক্ষণে অন্যত্র উড়িয়া গিয়াছে। নৈশসমীরণে শৈলতনয়া ভাগীরথীর নীর প্রকম্পিত হইতেছে, সুতরাং পূর্ণেন্দুর স্থির চিত্র তটিনীহৃদয়ে অঙ্কিত হইবার ব্যাঘাত ঘটিতেছে, এবং চঞ্চল সলিলে রোহিণী-পতির প্রতিবিম্বকে সহস্র শশভৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। নদীসৈকতে কদাচিৎ দুই একটী নিশাকর নীড়জের মৃদু স্বর শ্রুতি-গোচর হইতেছে। নয়নরঞ্জন মৃগলাঞ্ছনের মধুর ও কোমল হাসিরাশি শীতল, সুখস্পর্শ কৌমুদীরূপে অনন্ত অসীম নীলাম্বরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বসুন্ধরার দিবাকর-কর-প্রতপ্ত বক্ষে সেই সিত ও শৈত্য কৌমুদী নিপতিত হওয়ায়, ধরণী যেন অস্থির ভাব পরিহারপূর্ব্বক সুস্থির-রূপে শান্তিসুখ সম্ভোগ করিতেছে। মেদিনী-মণ্ডলস্থ যাবতীয় দৃশ্যমান পদার্থ শশাঙ্ককিরণে হাস্যময় বলিয়া অনুমিত হইতেছে। বাস্তবিক, যেন সমগ্র সংসার শুভ্রবেশে সুস্থির হইয়া, মধ্য নিশায় পরম শান্তিসুখ অনুভব করিতেছে। নিদাঘঋতুর সুদীর্ঘ দিবাভাগের অশান্তিকর সংসারকোলাহল এক্ষণে অনন্ত আকাশে একেবারেই বিলীন হইয়াছে। রাজপথসমূহ মানব ত্যক্ত হইয়া বিশ্রামসুখ লাভ করিতেছে।

প্রখর দিবাকর-কর-কামী দিবাকর জীবব্রজ কৌমুদী বিভাসিত স্নিগ্ধ ও নীরব নিশায় নিদ্রা-সুখ উপভোগে নিরত রহিয়াছে। সুমধুর, স্নিগ্ধোজ্জ্বল চন্দ্র গোলিকায় উলুক, বাদলী, চর্ম্মচটিকা, চকোর প্রভৃতি ভাস্করকর-ভীত প্রাণিনিবহ এই মধুময় রজনীতে পরমানন্দ সহকারে বিহার করিতেছে। এই উচ্চ অট্টালিকার অদূরবর্ত্তী একটী প্রকাণ্ড প্রাচীন পুন্নাগ পুষ্পবৃক্ষে দলে দলে বাদলী আসিয়া উপবেশন করিতেছে, উড়িয়া যাইতেছে, পুনর্ব্বার আগমন করিতেছে এবং আনন্দরবে স্ব স্ব হৃদয়োল্লাস প্রকাশ করিতেছে। নিকটবর্ত্তী বৃক্ষসমূহে তাহাদিগের আহারীয়, জ্যৈষ্ঠমাস সুলভ বহুবিধ সদ্য সুপক্ক সুরস ফলাস্বাদন করতঃ তৃপ্তি লাভ করিতেছে। একটা নিশাচর জীব অপর একটা জীবের প্রতি প্রধাবিত হইতেছে। দুর্ব্বল ও অসহায় পক্ষ, আশঙ্কানিবন্ধন অন্য দ্রুমে উড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া, বলবান পক্ষ পরমানন্দসহকারে সুপক্ক ফলবৃন্তের সন্নিধানে উপবেশনপূর্ব্বক নিরুদ্বেগে অভিলাষানুরূপ ফলভক্ষণ করিতেছে। দিবান্ধ নিশাটসার্থ নিতান্ত নীরবে নিজ নিজ আহার্য্য বস্তুর অন্বেষণে ইতঃস্তত প্রধাবিত হইতেছে। চঞ্চল ও ক্রীড়াশীল এবং নিরীহপ্রাণী চকোর চকোরীচয় সুবিমল, সুধাসিক্ত, শুভ্র চন্দ্রিকা-সেবনে প্রমত্তপ্রায় হইয়া, দিগন্তব্যাপী বিমান-মার্গে বিহার করিতেছে। অসীমানন্দে একান্ত উন্মনা হইয়া, প্রেমিক চকোর, প্রেমিকা-চকোরীর সহিত প্রেমালাপে প্রমত্ত হইয়াছে। পবিত্র প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে পরস্পর সম্মিলিত হইতেছে, পুনরপি বিভিন্ন হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন বর্ত্মে বিচরণ করিতেছে। পুলকে পাগলপ্রায় হইয়া অনন্ত জ্যোতিষ্পথের একপ্রান্ত হইতে প্রান্তরান্তরে প্রধাবিত হইতেছে। সন্তাপ যে কি বিষময় বস্তু, তাহা তাহারা এক্ষণে সম্যক্ বিস্মৃত হইয়াছে। চকোরজীবনে, মানব-জীবনের ন্যায় দুরূহ বিরহ-দুঃখ সদৃশ অসহনীয় সন্তাপ সম্ভোগ করিতে হয় কি না, তাহা ভূতভাবন ভগবানই জানেন। কিন্তু, এই ক্ষুদ্র ও সর্ব্বদা আনন্দনিরত সদানন্দময় কোমল প্রাণীপুঞ্জের কার্য্যপ্রণালী জ্ঞানাভিমানী মদমত্ত মানব নিবহের কার্য্যপ্রণালীর অনুরূপ নহে। ইহারা নিরন্তর প্রফুল্লচিত্ত, সর্ব্বদা শান্তিসলিলে ভাসমান, মৃদু চঞ্চল, কোমল ভাবাপন্ন ক্রীড়াশীল, প্রেমানুরাগী ও কৌমুদী বিভাসিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল নির্ম্মল-নৈশ-আকাশ বিহারী শান্ত জীব। চকোর ও চকোরীর, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের পরম প্রীতি-অনুরাগ বিলোকনে আমার অন্তঃকরণে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও শান্তিরসের সঞ্চার হইল। সেই শুভ মুহূর্ত্তে অদূরবর্ত্তী নিবিড় অরণ্য অভ্যন্তরে শিবাসঙ্ঘের বিকট অশিবরবে আমার সুখ-চিন্তার স্বল্প ব্যাঘাৎ ঘটিল। পল্লীগ্রাম-সুলভ সারমেয়ের উৎকট চীৎকার কর্ণকুহরে বড়ই বিকট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সারমেয়াদি জীবের কর্ণকঠোররব নীরব হইলে, সৌধসমীপবর্ত্তী পুণ্যতোয়া, ধীর প্রবাহিনী, ক্ষীণাঙ্গী ভাগীরথীর বক্ষঃস্থলস্থ নৌযানের নাবিকবৃন্দের সারঙ্গরব বিনিশ্রিত, মধুর, চিত্তরঞ্জন, কণ্ঠস্বরে বিমোহিত হইলাম, সুগভীরা নিদাঘ-মধ্য-নিশীথে মাল্লাগণ গীত গাহিয়া আমার অলস ও অবশ প্রাণে যেন অমৃতরাশি ঢালিয়া দিতেছে প্রতীয়মান হইল। একে নিদাঘ ঋতুর সুখময়ী জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথিনী, স্নিগ্ধ নৈশানিল

বহমান,—মুখরা বসুন্ধরা সুশান্ত-ভাবময়ী,—তদুপরি তটশালিনী ভাগীরথীর বক্ষঃবাসী নাবিকনিকরের সুমধুর সঙ্গীত স্বর;—ইহাতে অনায়াসেই আমার হৃদয়দ্রব ও মনঃপ্রাণ আনন্দরসে আপ্লুত হইল। আনন্দে আত্মহারা হইয়া, সন্তাপ সংসৃষ্টঅনিত্য সংসারের অসহ্য যন্ত্রণা অল্পক্ষণের নিমিত্ত বিস্মৃত হইলাম। প্রাণে অভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় শান্তিসম্ভোগ করিতে করিতে, সর্ব্বসন্তাপনাশিনী, শান্তিপ্রদায়িণী নিদ্রাদেবীর অঙ্কশায়ী হইয়া পড়িলাম।

জীবের কল্যাণকারিণী, চিন্তাহারিণী, সর্ব্বসন্তাপনাশিনী, সুখময়ী নিদ্রাদেবী আমার বাহ্য-চৈতন্য হরণ করিলেন বটে,—কিন্তু জ্ঞান-নেত্রে প্রকৃতির অনুপম নৈশ-শোভা সন্দর্শনের বিন্দুমাত্রও বিঘ্ন সংঘটিত হইল না। বলিতে পারি না ইহা স্বপ্ন কিংবা দৈবশক্তির ফল। কারণ, স্বপ্নযোগেও ত এইরূপ দর্শন শ্রবণাদি ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে বুঝা যায়। যে কারণেই হউক না কেন, অভিনব বেশে সুসজ্জিতা প্রকৃতি সুন্দরীর নৈশশোভা সন্দর্শনের; অথবা সঙ্গীতাদি শ্রবণের কোনই বিঘ্ন সংঘটিত হইল না। অধিকন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা যেন আরও মধুর, আরও সুস্পষ্টভাবে দর্শন ও শ্রবণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম ঊর্দ্ধদেশে, অর্থাৎ অনন্ত আকাশমণ্ডলে, চঞ্চল অথচ ধীরপ্রবাহিত দক্ষিণানিলে, ধবলকায় বলাহকবৃন্দ দক্ষিণদিক হইতে ধীরভাবে উত্তরাকাশে চালিত হইতেছে। কদাচিৎ দুই এক খণ্ড ক্ষুদ্রকায় ধূসর বারিবহ, নয়নরঞ্জন পূর্ণচন্দ্রকে আবৃত করিয়া, স্বল্পমুহূর্ত্তের নিমিত্ত মধুময়ী জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীকে ঈষৎ অন্ধকারময়ী করিয়া, প্রকৃতির পরম সাধের মনোরম চিত্রখানিকে বিকৃত করিয়া তুলিতেছে। তারকাপুঞ্জরূপ মণিরত্নমালা পরিশোভিত পরম রমণীয়, চিত্ত-বিমোহন বিধুর দিব্যদ্যুতি মলিন করিয়া ফেলিতেছে।

এমন সময়ে সহসা আমার ভাবান্তর, অবস্থার পরিবর্ত্তন, এবং চিত্তবেগ বিষয়ান্তরে প্রধাবিত হইল। প্রীতিবিস্ফারিতনেত্রে, অথচ কথঞ্চিৎ বিস্ময়ভাবে নিরীক্ষণ করিলাম আমার সম্মুখভাগে জনৈক জ্যোতিষ্মান্, দিব্য-বপুঃ, দীর্ঘাকায় ও প্রসন্নভাবাপন্ন মহাপুরুষ দণ্ডায়মান। দেখিয়াই চিনিলাম—ইনি একজন দৈবশক্তিসম্পন্ন, লব্ধমোক্ষ ও সিদ্ধপুরুষ। অন্যার কৃপাপরতন্ত্র হইয়া এই মহাত্মা কোন কোন সময়ে, যামিনীযোগে, আমার নিদ্রিতাবস্থায় বা স্বপ্নযোগে আমাকে দর্শন দিয়া থাকেন। ইনি আমার গুরুকল্প;—ইঁহাকে চিনিতে পারিয়াই আমি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক, যথার্থ ধর্ম্মভাবাপন্নপূর্ণ ভক্তিসহকারে ইঁহার পদপঙ্কজের শান্তিরেণু আমার শিরোদেশে গ্রহণ করিলাম। তিনি 'স্বস্তি' সুবচনে আমাকে শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন। আমরা উভয়ে যথোপযুক্ত স্থানে উপবেশন করিলাম। সংসারসম্পর্কীয় কয়েকটী কথার শেষ হইলে তিনি ধর্ম্মবিষয়ক প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন। অনেক বিষয়ের আলোচনা হইলেও তন্মধ্যে তিনি মুক্তির নিদানভূত 'তত্ত্বজ্ঞানের' যে আভাস দিয়াছিলেন, তাহাই মাত্র এস্থলে লিখিত হইল। তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি যে আভাস দিয়াছিলেন এবং আমার যাহা কিছু স্মরণ আছে তাহাই মাত্র ভারতপ্রসিদ্ধ "আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভার" পাঠক-পাঠিকাগণকে

উপহার দিলাম। মহাপুরুষ আমাকে সস্নেহে কহিলেন—

(১) দেখ বৎস! মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে, কর্ম্মের-ই বহুল প্রশংসাবাদ লিখিত হইয়াছে। কর্ম্মব্যতিরেকে মানবনিবহ ক্ষণার্দ্ধ, অর্থাৎ অত্যল্প পরিমিতকাল ও, সুস্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় না। মানবগণের কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও, তাহাদিগের সংস্কারেই তাহাদিগকে কর্ম্মে আকর্ষণ করে। সকাম কার্য্য থাকিতে মানবগণের "মুক্তি" লাভ ঘটে না।

(২) এই সকাম কর্ম্মের প্রভাববশতই জীবব্রজ নিরন্তর সুখ ও দুঃখ উপভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্মবশতঃই জীবসঙ্ঘের উৎপত্তি ও বিনাশ ঘটিয়া থাকে। কেবলমাত্র নিষ্কাম কর্ম্মেই বন্ধন ভয় নাই। (১)

(৩) কর্ম্ম প্রধানতঃ দ্বিবিধ;—শুভ ও অশুভ। তন্মধ্যে অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানহেতু প্রাণিগণ নিয়তই অতি কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।

(৪) ফল কামনা করিয়া, যে সকল লোক, শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাও কর্ম্মশৃঙ্খলে সম্বদ্ধ হইয়া, ইহলোকে অর্থাৎ এই বিশ্বমাঝারে এবং পরলোকে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া থাকে। অজ্ঞানজীবের পক্ষে নিষ্কামকার্য্য অতীব কঠিন।

(৫) তত্ত্বজ্ঞানবলে বলীয়ান হইয়া; মানবনিবহ যেকাল পর্য্যন্ত শুভাশুভ, এই দ্বিবিধ কর্ম্মফলের ক্ষয় সাধন করিতে সমর্থবান্ না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহারা, অর্থাৎ সেই জ্ঞানান্ধ মানবেরা, কোনক্রমেই "মুক্তিপদ" লাভের অধিকারী হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞানবিহীন ব্যক্তিগণ শত কল্প কাল পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিলেও, কদাচ তাঁহাদের মুক্তিপ্রাপ্তির আশা থাকে না। ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক যে কর্ম্ম করা যায়, তাহার জন্য বন্ধনাশঙ্কা থাকে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা।

(১) শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাহাই বলিয়াছেন—যথা "কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তাহি, ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধ বিনির্ম্মুক্তাঃ, পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥৫১॥
(২য় অধ্যায়)।
অর্থাৎ—স্বামী "কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা কেবলং ঈশ্বরারাধনার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ মনীষিণঃ জন্মমৃত্যুরূপেণ বন্ধেন বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তঃ অনাময়ং বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তি। নিষ্কামভাবে সমস্ত কর্ম্ম কেবল ঈশ্বরারাধনা বোধ করিতে হইবে। অর্থাৎ ফল কামনা করিয়া শ্রীভগবানের উপাসনা করিতেছি বোধে দেশব্রত, সমাজব্রত, পরোপকার, শিক্ষাদীক্ষা বিস্তার ইত্যাদি কার্য্য।
সম্পাদক।

সমালোচনা।

১। অনাথসঙ্গীত। কুমিল্লা হইতে প্রেমাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ প্রণীত আধ্যাত্মিক গীতমালা। অনাথবাবু একজন সুন্দর গায়ক, তিনি যখন তাঁহার একতারার মধুর ঝঙ্কারের তানলয় বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে এই সকল অমৃতনিঃসরণী গীতিগুলি গান করেন, তখন শ্রোতার মন অনন্তেরপথে সেই চিরসুন্দরের প্রেমে বিভোর হইয়া যায়, এবং ভক্তির প্রেমাশ্রু নয়নযুগলকে প্লাবিত করে। গীতকালে এই ভক্তের ভাবাবেশ দর্শন মাত্রেই দর্শকের মনে যে ধর্ম্মের তরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহা বর্ণনাতীত। যে মহাত্মা সংসারে থাকিয়া, সংসার সন্তপ্ত কঠিন মনকে, যাহা শত শত ধর্ম্মোপদেশে বিগলিত হয় না, ২। ৪টী মূর্চ্ছনাদ্বারা শ্রীভগবানের পদারবিন্দের সন্নিকটে লইতে পারেন, তাঁহার স্থান সমাজে অতি উচ্চ। স্থানাভাব বশতঃ আমরা একটি মাত্র গানের কতকাংশ দিলাম।

(রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা খেমটা)।

আয় রে আয় হরিগুণ গাই।
হরিগুণ গাই, রাধা কৃষ্ণগুণ গাই॥
ডাকুরে ডাক্ হরি বোলে, প্রেমে প্রেমে গলে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা যাবি ভুলে, অন্তে পাবি প্রাণকানাই।
বল হর কৃষ্ণ হরে, পাপ তাপ রবে না রে।
সকল জ্বালা যাবে দূরে, আবার বল ভাই॥
ইত্যাদি।

২। কায়স্থতত্ত্ব নির্ব্বচন।—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রণীত। আমরা গত কার্ত্তিক ও পৌষ মাসের প্রতিভায় এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের কতকাংশের সমালোচনা করিয়াছি। তৃতীয় অধ্যায়ে শাস্ত্রী মহাশয় একটী অপূর্ব্বমতের অবতারণা করিতেছেন—তিনি বলেন যে আদিশূরের যজ্ঞে পঞ্চ ক্ষত্রিয় ব্যতীত পঞ্চ শূদ্রও আসিয়াছিলেন। কুলদীপিকায় একটী শ্লোক আছে—

কে যূয়ং নাম কিংবা কথয়ত কৃতিনঃ স্বাগতাঃ
ক্বাপি দেশাৎ।
কোলাঞ্চাৎ পঞ্চশূদ্রা বয়মপি নৃপতে কিঙ্করা
ভূসুরাণাম্॥

আমরা পূর্ব্বে জানিতাম যে এই শ্লোকে শূদ্রা শব্দ ক্ষত্রা শব্দের স্থানে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। ফলতঃ আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আদিশূরের যজ্ঞে আসিয়া বলিয়াছিলেন—কোলাঞ্চাৎ পঞ্চ ক্ষত্রা বয়মপি নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরাণাম্। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় শূদ্রা শব্দ বহাল রাখিয়া বলেন যে ৫ জন শূদ্রও আসিয়াছিলেন। এই একটী অভিনব মত, সেই ৫জন শূদ্র কে, তাহাদের নাম কি তাহার কোন কথাই না বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় পঞ্চক্ষত্রিয়ের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি উক্ত শ্লোকের অন্বয়ে লিখিয়াছেন—ভো নৃপতে! অমী পঞ্চশূদ্রাঃ কোলাঞ্চাদাগতাঃ বয়মপি ক্ষত্রিয়াঃ আগতাঃ। এই প্রকার অন্বয় হইতে পারে না কারণ ক্ষত্রিয়াঃ শব্দ মূল শ্লোকে আদৌ নাই। আমরা অন্যপ্রকারে অন্বয় করি—ভো নৃপতে!

বয়ম্ পঞ্চক্ষত্রা কোলাঞ্চাৎ (স্বাগতাঃ) ভূসুরাণাং কিঙ্করোঽপি। শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐ পঞ্চশূদ্র কোলাঞ্চ দেশ হইতে আসিয়াছে। ইহারা কে কে, ইহাদের কোনও নাম ও গন্ধ আমরা ধ্রুবানন্দ কি রামানন্দের কারিকায় পাইতেছি না। আমরা আশা করি শাস্ত্রী মহাশয় এই অভিনব মতটী সত্বর প্রত্যাখ্যান করিবেন, নচেৎ শত্রুপূর্ণ দেশে বিপদের সম্ভাবনা। ৪র্থ অধ্যায়ে অনেক নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্তবংশ কোন্ কোন্ চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন তাহা দেখাইয়া শাস্ত্রী মহাশয় নাগ, সেন, দাস, সোম, পালিত, দেব ও সিংহবংশও যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশ তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় এই সমস্ত বংশের কথা তাঁহার পুস্তকে কীর্ত্তন করিয়াছেন কিন্তু ৭২ ঘরের কথা কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। ইহারা কি ঘোষ, বসু দিগের ন্যায় বিশুদ্ধ দেব ক্ষত্রিয়-বংশ নহে। ইঁহারাও শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের সন্তান ও পবিত্র ক্ষত্রিয়বংশ, বর্ত্তমান সময়ে ইহারা সমাজের মেরুদণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার পর অশৌচের কথা বলিয়াছেন। বর্ত্তমান সমাজে বঙ্গীয় কায়স্থগণ বৃহন্নারদীয় পুরাণের বিধানটী অবলম্বন করিয়াছেন। এই ব্যবস্থাটী হয়শীর্ষ ত্রিরাত্রেও লিখিত আছে—

উপবীতঃ ক্ষত্রিয়শ্চ দ্বাদশাহেন শুদ্ধতি।
মাসেনানুপবীতশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ শুদ্ধতে তথা॥

তাহার পর শাস্ত্রী মহাশয় কায়স্থসমাজের আদিপুরুষগণ কতকাল উপনয়নহীন অবস্থায় ছিলেন, তাহা অবধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন চারিশত বর্ষকাল। ভারতে শিলাদিত্য, কণিষ্ক, অজাতশত্রু, অশোক ইত্যাদি বৌদ্ধরাজাদিগের রাজত্বকাল প্রায় এক সহস্র বৎসর, সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মণসমাজ ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হন, তাহার পর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও কায়স্থগণ ব্রাত্য হইয়াছিলেন। কতদিন কায়স্থসমাজ ব্রাত্য ছিল তাহার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, ব্রাহ্মণসমাজ কায়স্থসমাজ অপেক্ষা দীর্ঘতরকাল উপনয়নহীন অবস্থায় ছিলেন। তদনন্তর শাস্ত্রী মহাশয় "দাস" শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছেন। "দাস" শব্দ যে শূদ্রত্বজ্ঞাপক তাহা আমাদের সমাজগাত্রে চিরকালের জন্য খোদিত রহিয়াছে, শাস্ত্রী মহাশয় দুই এক কথায় সেই ধারণা বিলুপ্ত করিতে পারেন না। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, দাশ অর্থে মৎস্যজীবী জালিকা বুঝায়। এই প্রকার অবস্থায় "দাষ" এই প্রকার লিখিলে ক্ষতি কি? উপাধি সকল ব্যাকরণের সূত্রানুসারে সিদ্ধ হয় না, দাস ও দাশ শব্দদ্বয় যৎকালে আপত্তিজনক উপাধি, তখন "ষ" দিয়া কায়স্থের উপাধি দাষটী সিদ্ধ করিলে কোন ক্ষতি দেখা যায় না। পূর্ব্বকালে উপাধিবোধক দাস শব্দ "স" দিয়া ব্যবহৃত হইত সন্দেহ নাই, তৎকালে দাস শব্দের প্রতি লোকের এতদূর ঘৃণা ছিল না, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দ্বিজত্বে দাবী করিয়া 'স' ব্যবহার করা উচিত কিনা তাহা কায়স্থসমাজের নেতাগণ বিবেচনা করিতে পারেন। তৎপরে বর্ম্মা কি বর্ম্মণঃ শব্দের পূর্ব্বে দেব শব্দ কায়স্থগণ ব্যবহার করিবেন কিনা তাহাও আলোচিত হইয়াছে। বঙ্গীয়-কায়স্থগণ যৎকালে দেবক্ষত্রিয় ও শাস্ত্রে দেববর্ম্মা ক্ষত্রিয়ের উপাধি বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে, এবং তাঁহাদিগের রমণীগণ দেবী শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন,—

স্ত্রীষু দেবীতি বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়ানাঞ্চ কথ্যতে" ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, তখন বঙ্গীয় কায়স্থক্ষত্রিয়গণ দেববর্ম্মা শব্দ ব্যবহার করিবেন না কেন? আমাদের অধিকার যাহা, এই পরিবর্ত্তন যুগে ত্যাগ করিলে তাহা ত আর পাইব না। বিশেষতঃ বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকটী যাহা শাস্ত্রী মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও আমাদের পক্ষে একটী পাকা দলিল। শ্লোকটী এই—

ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেঽহনি।
দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মাদি সংযুতম্॥
বিষ্ণুপুরাণ ৩।১০।৮।

অর্থাৎ—অনন্তর জাতকের দশম দিনে পিতা দেবশর্ম্মা দেববর্ম্মা ইত্যাদি সংযুক্ত পুরুষত্ববোধক নাম রাখিবেন। তাহার পর পঞ্চমাধ্যায়ে শাস্ত্রী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রতগ্রহণে কোন সার্থকতা আছে কি? প্রশ্নোত্তরে নিজেই বলিতেছেন "সম্ভবতঃ নহে" তবে তাঁহার মতে উপনয়নগ্রহণের সার্থকতা নাই, কিন্তু আমাদের বোধ হয়, উহা প্রতিপক্ষদিগের মত তাঁহাই তিনি প্রকৃষ্টভাবে খণ্ডন করিতেছেন, কেন না তিনি এই অধ্যায়ে মীমাংসা করিয়াছেন যে উপনয়নগ্রহণ নিতান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় কায়স্থগণ ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় ও শূদ্রধর্ম্মী। ব্রাত্যতা পরিশ্রম সমাজে অত্যন্ত নিন্দনীয় তাহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কৌরব সমরে যদুবংশীয় শ্রীকৃষ্ণের সারথি সাত্যকিকে ভুরিশ্রবার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে অর্জ্জুন ভুরিশ্রবার বাহুদ্বয় ছেদন করিলে, ভুরিশ্রবা অর্জ্জুনকে এই বলিয়া তিরস্কার করেন—

ব্রাত্যাঃ সংশ্লিষ্ট কর্ম্মাণঃ প্রকৃত্যৈবচ গর্হিতাঃ।
বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ কথং পার্থ! প্রমাণং ভবতাকৃতাঃ॥
মহাভারত ৭।১৪১।১৫।

অর্থাৎ—হে অর্জ্জুন! তুমি কি জন্য এবম্প্রকার ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে? ব্রাত্য-বৃষ্ণি ও অন্ধকের সংশ্রবেই তুমি ইহা করিয়াছ। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অর্জ্জুন ভুরিশ্রবার বাহু ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি উক্ত বংশের ব্রাত্যতা সম্বন্ধে তিরস্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার অনেক পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উপনীত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় হরিবংশের যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে সান্দীপনি মুনিকর্ত্তৃক তাঁহারা উপনীত হন দেখা যায় কিন্তু তাহা ঠিক নহে। সান্দীপনি শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মারপুত্র মহামুনি গর্গ তাঁহাদিগকে গায়ত্রব্রত প্রদানকরেন।

ততশ্চ লব্ধসংস্কারৌ দ্বিজত্বং প্রাপ্য সুব্রতৌ।
গর্গাদ্যদুকুলাচার্য্যাদ্ গায়ত্রং ব্রতমাস্থিতৌ॥২৯
শ্রীভাগবতে ১০।৪৫।২৯

এই স্থলে একটী কথা প্রতিভার পাঠকগণকে না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। মহামুনি গর্গ বিনাপত্তিতেই ব্রাত্যদিগকে গায়ত্রী প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু আধুনিক ব্রাহ্মণসমাজ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় কায়স্থগণের সহিত কি প্রকার ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্যবহার করিতেছেন, তাহা সকলেই জানেন। হায়রে! সেকাল ও একাল। কালনেমীর ঘোর আবর্ত্তনে বর্ত্তমান বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজ এতদূর অধঃপতিত হইয়াছেন যে এইক্ষণ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। উপনয়ন অর্থে ব্রহ্মচর্য্যব্রত। এই ব্রহ্মচর্য্য হইতে বিচ্যুত হইয়া কায়স্থের ধর্ম্মকর্ম্ম যেন শশবিষানে পরিণত

হইয়াছে। আশা করিয়াছিলাম কায়স্থ-সমাজে উপনয়নদ্বারা ব্রহ্মচর্য্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে, কায়স্থ, ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বলিষ্ঠ ও ব্রহ্ম-তেজ সম্পন্ন হইবেন। কিন্তু আজ দীর্ঘকাল ব্যাপী আন্দোলনেও কায়স্থ জাগিল না, শূদ্রত্বের ঘুম ঘোরে আজিও নিমজ্জিত। শাস্ত্রী মহাশয় উপনয়নের আবশ্যকতা সুন্দর-রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি এই জন্য ধন্যবদার্হ সন্দেহ নাই। শাস্ত্রী মহোদয় বলিতেছেন যে অথর্ব্ববেদে উক্ত হইয়াছে।

"ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুমপঘ্নত" অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যরূপ ব্রতদ্বারা দেবতাগণ মৃত্যুকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। পতঞ্জলি ও যোগ-শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে—ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্য-লাভঃ, ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের কথা আলোচনা করিতে করিতে শাস্ত্রী মহাশয় অপ্রাসাঙ্গিক ভাবে নিরাকার ও সাকার ব্রহ্মের কথা উত্থাপন করিয়া ফেলিলেন। তিনি অথর্ব্ব বেদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ। অর্থাৎ যাঁহার নাম মহৎ যশঃসম্পন্ন তাঁহার প্রতিমা নাই। একথা সত্য, নিরাকার ব্রহ্মের রূপ নাই, প্রতিমা কি প্রকারে হইবে। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন "ব্রহ্ম নামেই পর্য্যবসিত, তাঁহার নামেই আমরা মুক্ত হইব। ব্রহ্ম আছেন বলিয়াই তাঁহার নাম আছে, যাহা নাই তাঁহার নাম কি কখনও হইয়াছে।" অশ্ব-ডিম্ব, আকাশকুসুম, শশবিষাণ ইহাদের অস্তিত্ব নাই কিন্তু নাম আছে। তিনি আরও বলিলেন ঈশ্বরের যখন নাম আছে তখন রূপও আছে কিন্তু সেইরূপ অনন্ত ও অসীম। ফলতঃ অসীম অনন্তরূপ আমাদের অন্তরস্থ সসীম ধারণার অতীত। কিন্তু সসীম ব্রহ্ম যিনি ধ্যান ধারণার অধিগম্য আমাদের মধ্যেই আছেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের এত ভুল হইল কেমন করিয়া আমরা শ্রীভাগবতে পাঠ করি—

বিভর্ষি রূপাণ্যবোধ আত্মা
ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য
সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি।
সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্॥

১০। ২। ২৯

অর্থাৎ জ্ঞানাতীত পরব্রহ্ম চরাচর লোক-দিগের মঙ্গলার্থ সাধুদিগের পরিত্রাণ ও খল-দিগের বিনাশ করিতে বারংবার রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। এবার এই পর্য্যন্ত, আশা করি আগামী বারে এই সুদীর্ঘ আলোচনা শেষ করিব।

৩। কায়স্থপত্রিকা ১৩১৮ মাঘ মাস। এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী মহোদয়ের লিখিত "কায়স্থ ভ্রাতাদিগের ইদানীন্তন কর্ত্তব্য" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। 'ভ্রাতা' শব্দ ব্যবহার করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় যে কায়স্থ তাহা প্রকাশ করিয়া-ছেন। কিন্তু তাঁহার বংশগত উপাধি লুপ্ত কেন? আমাদের কর্ত্তব্য সকল বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন আলোক, অন্ধকার যেন আমা-দিগকে স্পর্শ করিতে না পারে। শাস্ত্রী মহাশয় বোধ হয় ব্রাত্য কায়স্থ ও শূদ্রধর্ম্মী নচেৎ দেববর্ম্মা তাঁহার নামের সহিত যুক্ত থাকিত। কেবল ব্রাত্য হইলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু বোধ হয় শূদ্রধর্ম্মী। ব্রাত্যতা অপেক্ষায় শূদ্রাচার অধিক নিন্দনীয়। শূদ্রের ন্যায় অশৌচ পালন দাস দাসী শব্দ ব্যবহার বিবাহে অগ্নিস্থাপন শিলারোহণ ইত্যাদি পরিত্যাগ

ইত্যাদি শূদ্রাচার নামে সমাজে আখ্যাত হইয়া-থাকে। শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা জন্য যিনি শাস্ত্রী উপাধিতে অলঙ্কৃত হইয়াছেন, তিনি যে কেমন করিয়া শাস্ত্র অমান্য করতঃ কামচারীভাবে অবস্থান করিতেছেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। গীতায় উক্ত হইয়াছে—

যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি নসুখং ন পরাং গতিম্॥

২৩। ১৬ অঃ।

অর্থাৎ—যিনি শাস্ত্রবিধি অমান্য করিয়া কামাচারীভাবে অবস্থান করেন, ইহ কি পর-কালে তাঁহার সুখ কি মুক্তি হইতে পারে না। এইক্ষণ তাঁহার প্রবন্ধের কথা আলোচনা করিতেছি। তিনি কার্য্যের সহিত কারণের বিষম গোলযোগ উপস্থিত করিয়া কায়স্থসমাজকে উপনয়ন হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতে-ছেন। তাঁহার প্রবন্ধটী আনুপূর্ব্বী পাঠ করিলে পাঠকের মনে ধারণা হয় যে, শাস্ত্রী মহাশয় কায়স্থসমাজকে উপদেশ দিতেছেন যে আগে ক্ষত্রিয় হও, তোমার ক্ষত্রিয়ত্ব সমাজের নিকট সপ্রমাণ কর তাহার পর যজ্ঞোপবীত গ্রহণ কর। তিনি বলিতেছেন,—"ছিলাম আমি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়, কিন্তু একালে ক্ষত্রিয় বলিয়া একেবারে অপরিচিত। এখন কি করা উচিত?" এই ন্যায়সঙ্গত প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব, মনুর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া "গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞঃ" কায়স্থমাণবক একা-দশবর্ষে যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়া গুরুগৃহে গমন করতঃ পঞ্চবিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিয়া সকল বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া গার্হস্থ্যআশ্রমে প্রবিষ্ট হইবেন। তৎ-কালে তাঁহার নিকট ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের পরিচয় শাস্ত্রী-মহাশয় আশা করিতে পারেন। দীক্ষা (উপ-নয়ন) ও শিক্ষাবলে ক্ষত্রিয়ত্ব হইবেক, তাহার পূর্ব্বে হইবে কেমন করিয়া? যে মহাপুরুষদিগের কথা তিনি উল্লেখ করিতেছেন তাঁহারা কে? তাঁহারা উপনয়ন দিবার আগেই কায়স্থের নিকট নিঃস্বার্থভাবে ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মানু-ষ্ঠানের আশা করেন। ইহা কি সম্ভব? শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধের সারকথা এই যে, কায়স্থ প্রথমে ক্ষত্রিয় হও, তাহার পর তাঁহার উপ-নয়নের ব্যবস্থা হইবেক। অর্থাৎ প্রথমে সকল বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হইবেক। এই প্রকার অন্যায় কর্ত্তব্য অব-ধারণে আমাদের আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিফল হইতে পারে, মনে করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটীর বিষয় আমরা সমালোচনা করিলাম। আশা করি, তাঁহার কথায় কায়স্থসমাজ ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় বিপথে গমন করিবেন না।

সম্পাদকস্য:

বিবিধপ্রসঙ্গ।

১। আত্মবিবরণ। ১৩১৮ সনের আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার চাঁদা একসহস্র টাকার অধিক বাঁকী-পড়িয়াছে। আমাদের মাসিক ব্যয় প্রায় ৮৫৲ টাকা। সংবাদপত্রের চাঁদা অগ্রিম দেয়, নচেৎ কি প্রকারে ব্যয়-ভার বহন করা যাইতে পারে। বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

আমরা নিতান্ত অর্থক্লিষ্ট। একটিও ভিঃ পিঃ অদ্যাপি করি নাই। আশা করি গ্রাহকগণ মাঘ মাস মধ্যেই তাঁহাদের দেয় পাঠাইয়া কৃতার্থ করিবেন। যে টাকা বাঁকী থাকিবে, তজ্জন্য ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের প্রতিভা ভিঃ পিঃ করিতে বাধ্য হইব। গ্রাহকগণ অপরাধ লইবেন না। আশা করি কেহই ভিঃ পিঃ ফেরত দিবেন না।

২। বঙ্গের প্রিয়তম জননেতা মাননীয় শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের কর্ত্তৃত্বে এই বৎসর ফরিদপুরের কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনী ও মেলা বিগত ১৫ই মাঘ সোমবারে শ্রীযুক্ত জজ সাহেব বাহাদুর দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই বৎসর প্রদর্শনী ও মেলার কার্য্য যে অতিশয় সুন্দররূপে পরিচালিত হইবে তৎপ্রতি কোনও সন্দেহ নাই।

৩। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা। আগামী ২৩শে চৈত্র শুক্রবার হইতে দিবসদ্বয় রঙ্গপুরে কায়স্থসভার একাদশ সাম্বাৎসরিক অধিবেশন হইবেক। কায়স্থসমাজ হিতৈষী রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ও রঙ্গপুর কায়স্থসভার উদ্যোগে এই বিরাট কায়স্থসম্মিলন সংসাধিত হইবেক। রাজদর্শন ও সম্রাটের আশান্বিত বাক্যশ্রবণ ও বঙ্গমিলনের শুভযোগে এই বর্ষের কায়স্থাধিবেশন যে বিরাট ব্যাপার হইবে, তৎপ্রতি কোন সন্দেহ নাই। আশা করি বঙ্গীয় চারি শ্রেণীর কায়স্থগণ ও বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণ সভায় যোগদান করিয়া কায়স্থজাতির উন্নতি বিধান করিবেন।

বঙ্গীয় কায়স্থসভার সভাপতি পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহোদয় এবং সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত আবেদন আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিলাম। ফরিদপুর জেলান্তর্গত উপনীত কায়স্থের নিকট পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন আচার্য্য মহাশয় সুপরিচিত। তিনি দায়গ্রস্ত হইয়া আর্থিক সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। ফরিদপুরের প্রায় শতাধিক উপনীত কায়স্থকে তিনি ব্রহ্মগায়ত্রী ও উপনীত প্রদান করিয়াছেন। আশা করি এই সকল কায়স্থ মহাত্মাগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য প্রেরণ করিবেন। প্রত্যেকে ১৲ টাকা করিয়া দিলেও তিনি শতাধিক মুদ্রা পাইতে পারেন। ঠিকানা—৪। ১ নবকুমার রাহার গলি শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

আবেদন।

স্বর্গীয় পণ্ডিত রাজকুমার ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয় কায়স্থসমাজের পরম হিতৈষী, কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে ইনি প্রথম হইতেই পক্ষপাতী এজন্য তিনি বিরুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণসমাজ দ্বারা বিশেষরূপে উৎপীড়িত হইয়াছেন। কেবল উৎপীড়ন নহে, আর্থিক ক্ষতিও ইহার যথেষ্ট হইয়াছে। তিনি এজন্য এবং অন্যান্য কারণে এতদায়গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, দেনার দায়ে ইহার বাসভবন (স্বর্গীয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্মৃতিচিহ্ন) বিক্রীত হইতে চলিয়াছে। ইহার দেনার পরিমাণ ১২০০৲ বারশত টাকা।

এই দায়গ্রস্ত কায়স্থহিতৈষী ব্রাহ্মণকে দায়মুক্ত করা প্রত্যেক সমাজহিতৈষী এবং স্বজাতী বৎসল কায়স্থসন্তানের একান্ত কর্ত্তব্য।

৫। শোকসংবাদ। বিগত ২৮শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবারে আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ পূজ্যপাদ উকীল প্রসন্নকুমার সান্যাল মহাশয় ফরিদপুরের সমগ্র অধিবাসীবৃন্দকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিয়াছেন।

তিনি অত্রত্য জজ আদালতের একজন প্রবীণ ও প্রধান উকীল ছিলেন। সাধারণ জনসমাজের উপকারার্থে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। অত্রস্থ মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়ের পঞ্চবিংশতি বর্ষকাল সম্পাদকের কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া দীন দরিদ্র বালকের কত উপকার করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম। অতিশয় হীনাবস্থা হইতে উক্ত বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান সমৃদ্ধিসম্পন্ন অবস্থা তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি চিরকাল সাক্ষ্য প্রদান করিবে। ফরিদপুরের ব্রাঞ্চ-আফিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টারের কার্য্য তিনি অতিশয় দক্ষতাসহকারে সম্পাদন করিয়াছেন। অত্রস্থ উকীল মহাত্মাগণের পুস্তকাগারের সভাপতিত্ব তিনি বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায়সহকারে সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি এক জন উদার চরিত্র স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার মুক্তাত্মা নিজ কর্ম্মফলে এইক্ষণ স্বর্গের অতুল্য দেশে মহাসুখে বিচরণ করিতেছে। ভগবান্‌সমীপে আমাদের প্রার্থনা যে তিনি যেন তাঁহার পত্নী ও পুত্রগণকে তদীয় অভাবজনিত দুর্ব্বিসহ যাতনা সহ্য করিতে সামর্থ্য প্রদান করেন। ওঁ শান্তি ওঁ।

৬। কানপুর হইতে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর তত্রস্থ কায়স্থসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রীতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন "আমাদের বর্ণাধিকার মতে দ্বাদশ দিনে শৌচবিধি পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইতেছে। সম্প্রতি বিগত ৪ঠা অগ্রহায়ণ আমরা ক্ষত্রিয়াচার মতে একটী শ্রাদ্ধ প্রয়াগে সম্পন্ন হইয়াছে। দক্ষিণরাঢ়ীয় বসুবংশীয় কায়স্থ আন্দুলের রাজপরিবারের আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দেন তিনিই এই শ্রাদ্ধটী সম্পন্ন করিয়াছেন। তদনন্তর ৬ই অগ্রহায়ণ তিনি ও কয়েকজন কায়স্থ প্রয়াগে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ পুরোহিত মুন্সী লালা সালিগ্‌রাম কর্ত্তৃক যথাবিধি দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই উপবীতী কায়স্থগণের নাম ও ধাম নিম্নে দিলাম।

শ্রীগোঁসাইদাস সেন সাং জগদ্দল।

২। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু সাং খড়দহ। ৩। শ্রীগোপেন্দ্রনাথ বসু নৃপেন্দ্র বাবুর মধ্যম ভ্রাতা। ৪। শ্রীপুলিনেন্দ্রনাথ বসু তৃতীয় ভ্রাতা। ৫। শ্রীনলিনেন্দ্রনাথ বসু ৪র্থ ভ্রাতা ৬। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু ৫ম ভ্রাতা।

ইহারা বর্ত্তমানে এলাহাবাদেই বাস করিতেছেন। আপাততঃ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের মন্দিরের সংস্কারকার্য্য চলিতেছে। কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিন্দাপ্রসাদ মুন্সী তাঁহার ঠিকানা Govt Pensioner Badshahi Mandi' Allahabad তাঁহার নিকট চাঁদা পাঠাইলে মন্দিরের সংস্কারকার্য্য সমাধা হইতে পারে। আপনি বঙ্গীয় কায়স্থগণকে একটু বিশেষভাবে অনুরোধ করিবেন।"

৭। গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রতিভার ৩৫২ পৃষ্ঠায় "শ্যাম ও শ্যামা" প্রবন্ধের পাদমন্তব্যে আমরা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন বিশারদ মহাশয়ের মীমাংসা সমীচীন মনে করি নাই, আমরা বলি পুরাণকার আদিদেবকে "শ্যামং কমল লোচন" বলিয়াই "পূর্ণচন্দ্র নিভাননম্" বলিয়াছেন। আদিদেবের দেহ কৃষ্ণবর্ণ ও মুখখানি স্ফুট গৌরবর্ণ হইবে কি প্রকারে ইত্যাদি। তদুত্তরে বিশারদ মহাশয় নিম্নলিখিত মন্তব্যের অবতারণা করিয়াছেন—"মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভগবান্ চিত্তগুপ্তকে "পূর্ণচন্দ্রনিভাননং" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাই বলিয়াই যে তিনি শ্যাম বা কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন না একথা স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। বলা বাহুল্য পূর্ণচন্দ্রনিভানন বলিলে, বদনমণ্ডল যে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ তাহা বুঝায় না। ফলতঃ "কমলাক্ষ" বলিলে, যেমন পদ্মের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট বা তৎবর্ণ বিশিষ্ট না বুঝাইয়া কেবল পদ্মের ন্যায় কমণীয় বদনমাত্রেই বুঝায়; এখানেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা "ফুল্লেন্দীবরকান্তি" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক মহোদয়গণ দেখুন ভগবান্ ইন্দ্রনীল মণি সমুজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ হইলেও কবি তাহাকে "ইন্দু-

বদন" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা,—

"ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসংঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষংভজে॥"
(তন্ত্রসারঃ)

অপিচ—"গোবিন্দলীলামৃতেও লিখিতআছে,—

নবাম্বুদসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
সুচিত্র মুরলী মুখঃ শরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদল ভূষিতঃ সুভগ তারহার প্রভঃ
সমে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্র স্পৃহাম্॥
(শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রি ধৃত পদ্য)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও বর্ণিত আছে

বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কিকারণ।
মধ্যখণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ।"

শ্রীযুক্ত বিশারদ মহাশয়ের মতে আমাদের আদিদেব কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, কারণ পুরাণকার তাঁহাকে শ্যামং কমললোচন বলিয়াছেন তাহার মতে পুংলিঙ্গে শ্যাম শব্দে কৃষ্ণবর্ণ, এবং স্ত্রীলিঙ্গে শ্যামা শব্দে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। আমরা এই মত সমীচীন বলিয়া মনে করি নহি। আমাদের মত এই যে,—শ্যাম শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে বা পুংলিঙ্গে সংস্কৃত কবিগণ স্বার্থে ব্যবহার করিয়াছেন। অর্থাৎ কোনও স্থানে কৃষ্ণবর্ণ, আর কোনও স্থানে তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ বলিয়াছেন। বিগত জ্যৈষ্ঠ প্রতিভার ৯২ পৃষ্ঠায় আমরা সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। উক্ত মতটী পুনর্ব্বার পাঠকগণের স্মরণার্থে উপস্থিত করিতেছি,—(কপালকুণ্ডলার ২০ পরিচ্ছেদে ১৭৫ পৃষ্ঠায় নভিবিবির রূপ বর্ণনকালে)—"ইনি শ্যামবর্ণা। শ্যামা বা শ্যামসুন্দর যে শ্যামবর্ণের উদাহরণ, এ সে শ্যামবর্ণ নহে, তপ্তকাঞ্চনের যে শ্যামবর্ণ, এ সেই শ্যাম" তবে দেখা যাইতেছে সম্রাট্ মহোদয় শ্যাম শব্দার্থে কৃষ্ণবর্ণ ও তপ্তকাঞ্চনবর্ণ উভয়তঃ অর্থ হয় তাহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতেছেন। আমরা লিখিয়াছি যে আমাদের আদিদেবের যে বর্ণনা পুরাণকার দিয়াছেন তাহার উদার অর্থ করিলে তিনি যে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবকে গৌরবর্ণ চিত্রিত করিয়াছেন তৎপ্রতি কোনও সন্দেহ থাকে না। ফলতঃ আদিদেব ভারতের কোনও স্থানেই কৃষ্ণবর্ণ নহে, তাঁহার যে মূর্ত্তি প্রয়াগে ও অযোধ্যায় আছে তাহা উজ্জ্বল রক্তবর্ণে রঞ্জিত। বিশারদ মহাশয় আদিদেবকে কৃষ্ণবর্ণ করিতে চান কেন? ইহা প্রত্যক্ষ ও শাব্দ প্রমাণের বিরুদ্ধ। বিশারদ মহাশয়ের যে মন্তব্য আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে পূর্ণচন্দ্রের কোন কথা নাই। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ কি শ্যামা মা কাহাকেও মনীষিগণ পূর্ণচন্দ্রবদন বলিয়া কীর্ত্তন করেন নাই। শ্রীভগবানের যে ধ্যান তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ফুল্ল ইন্দিবরকান্তি ও ইন্দুবদন ২টী বিশেষণ আছে। কান্তিশব্দে কমনীয়তা বুঝায় সত্য ও ইন্দুবদন শব্দ চন্দ্রের ন্যায় রমণীয় বুঝায়, গৌরবর্ণ বুঝায় না। আমরা শ্রীকৃষ্ণকে কালাচাঁদ বলিয়া থাকি, তিনি চাঁদ বটে কিন্তু কালবর্ণের চাঁদ। অপি চ গোবিন্দলীলামৃতের যে শ্লোকটী বিশারদ মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে "শরদমন্দ চন্দ্রানন" অর্থাৎ শরৎকালের মৃদু চন্দ্রের ন্যায় বদন। চন্দ্রের ষোলটী কলা আছে, চন্দ্রবদন বলিলে গৌরবর্ণ হইতে পারে না, কারণ দ্বিতীয়া কি তৃতীয়ার চন্দ্র রমণীয় হইলেও উজ্জ্বল নহে। ১৬টী কলার পূর্ণতায় যৎকালে পূর্ণচন্দ্র দীপ্তি বিকাশ করেন, তখন তাহার ঔজ্জ্বল্য তপ্তকাঞ্চনবর্ণের রূপক তাহার কোনও সন্দেহ নাই। ফলতঃ অনেক দিন হইতে শ্যাম শব্দের অর্থ লইয়া প্রতিভায় তর্কযুদ্ধ চলিতেছে। যাহাদের যাহা বক্তব্য ছিল তাহা আমরা প্রাণভরিয়া বলিয়াছি, অতঃপর এই বিষয়ে আর তর্ক করা নিষ্প্রয়োজন। পাঠক মহাশয় যেমত সুবিধা মনে করেন তাহাই অবলম্বন করিবেন।

সম্পাদক।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নম।

আর্য্য-কায়স্থপ্রতিভা।

ফাল্গুন মাস, ১৩১৮।

শিক্ষাষ্টকং।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৬)।

এক্ষণ আমার যে মনের অভিলাষ তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ করুন—যদিও আমি নিত্যদাস ও আমার বেতনাদি না থাকিলেও ভরণপোষণার্থ যাহা কিছু প্রাপ্ত হইয়া থাকি তাহা এইরূপেই পাইবার প্রার্থনা—

নয়নং গলদশ্রু ধারয়া বদনং গদ্‌গদ রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে
ভবিষ্যতি ॥৬॥

তোমার নাম করিতে করিতে নয়ন গলদশ্রু ধারায় পরিব্যাপ্ত হইবে, গদ্‌গদ বাক্যে কণ্ঠ অবরোধ হইবে। সর্ব্বদেহব্যাপিলোমকূপসকল পুলকান্বিত হইবে ও উচ্চৈঃস্বরে হে হরে! হে কৃষ্ণ! "রক্ষ মাং" "রক্ষ মাং" বলিয়া কীর্ত্তন করিব।

শ্রীকৃষ্ণের নামে যে হৃদয়দ্রব না হয়, উহা পাষাণসদৃশ যথা—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদগৃহ্যমাণৈর্হরিনাম ধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষুহর্ষঃ॥

শ্রীভাগবতে ২।৩।২৪॥

হরিনাম গ্রহণ করিলে যে হৃদয়ে বিকার না হয় উহা প্রস্তরতুল্য কঠিন; চিত্তবিকার হইলে নেত্রে জল ও লোমে হর্ষ উদ্গম হইয়া থাকে।

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতিগায়
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোক বাহ্যঃ॥

শ্রীভাগবতে ১১ স্কন্দে ২ অধ্যায়ে ৪০।

কবি যোগেন্দ্র জনকমহারাজাকে কহিয়াছিলেন যে, এই প্রকার ভক্ত্যঙ্গযাজী পুরুষ স্বীয় প্রিয়তম হরির নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে

প্রেম উৎপন্ন হওয়া বশতঃ শ্লথহৃদয় হইয়া উন্মত্তের ন্যায় বিবশ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে (তুমি ভক্ত পরাজিত বলিয়া) কখন হাস্য, (আমি এতকাল তোমাকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছি বলিয়া) কখন রোদন, (অতি উৎসুক্য বশতঃ) কখন আক্রোশ, (অতি হর্ষে) কখন গান, (আমি তোমাকে জয় করিয়াছি বলিয়া) কখন নৃত্য করিয়া থাকেন। এই প্রার্থনায় সাধকের শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমরূপ পঞ্চম পুরুষার্থ প্রাপ্তি হইয়া থাকে—

কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণ মাধুর্য্য রস করায় আস্বাদন॥

শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলায়াং ৭ পরিচ্ছেদে।

এক্ষণ সাধকের সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্যনন্তর তদ্ভাব ভাবিতাত্মা অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাবে আত্মমন বিভাবিত করিয়া কৃষ্ণ বিরহে অবিসহ্য যাতনায় বলিতেছেন—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেন মে॥৭॥

হে গোবিন্দ! আমি কি প্রকারে তোমার বিরহে কাল যাপন করিতেছি, তুমি তাহা অনুভব করিতে পারিতেছ না। যদি পারিতে তাহা হইলে আমাকে দর্শন না দিয়া থাকিতে পারিতে না। আমি নিমেষকালকে যুগ জ্ঞান করিতেছি। প্রিয় ব্যক্তির অদর্শনে ত্রুটি পরিমিতকালও যুগ বলিয়া জ্ঞান হয় যথা—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটি র্যুগায়তেত্বাম পশ্যতাম।
কুটিল কুন্তলং শ্রীমুখঞ্চতে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্॥

শ্রীদশমে ৩১। ১৫।

গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন যে, তুমি যে দিবাভাগে কাননে ভ্রমণ কর সে সময়ে তোমার বক্র কুন্তল ও মনোহর মুখদর্শন না করিয়া নিমেষকালও যুগবৎ বলিয়া অনুমান হয় এবং দিনান্তে যখন তুমি কানন হইতে প্রত্যাগত হও তখন তোমার সুন্দর মুখ অবলোকন করিয়া নিমেষমাত্র ব্যবধানেও অসহ্য হওয়াতে দর্শনকারী নেত্রের পক্ষ্মকারী ব্রহ্মাকে মূর্খ বলিয়া মনে হয়। কেহ যদি বলেন যে এক্ষণই কৃষ্ণ পাইবে চিন্তা কি? এই বাক্যেই আশা হইল যে মুহূর্ত্ত মধ্যেই কৃষ্ণ দর্শন পাইবে; কিন্তু এই মুহূর্ত্তকাল যদি কৃষ্ণবিয়োগে জীবন থাকে তাহা হইলেই ত প্রাপ্ত হইতে পারিব? এরূপ ধারণা কেন হয় না? কারণ কৃষ্ণবিয়োগ জন্য যে যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা মৃত্যু যন্ত্রণা হইতেও গুরুতর! এই গুরুতর যন্ত্রণায় মৃত্যু না হইয়া জীবীত থাকিব এরূপ আশা করি না।

অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ পরাণ ছাড়য়॥
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণলাগি পতি আগে ছাড়িল পরাণ॥

শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ২২ পরিচ্ছেদে ১৯॥

তত্রৈকা বিধৃতা ভর্ত্রা ভগবন্তং যথাশ্রুতম্।
হৃদোপগুহ্য বিজহৌ দেহং কর্ম্মানুবন্ধনম্॥

শ্রীদশমে ২৩। ৩৪॥

তন্মধ্যে একটী যাজ্ঞিক পত্নী তাঁহার পতি কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া ভগবান্ কৃষ্ণেরস্বরূপ যে রূপ শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া কর্ম্মানুবন্ধন দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে যে অনুরাগের কথা কথিত হইয়াছে তাহার লক্ষণ যথা—

সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নব নবং প্রিয়ম্।
রাগোঽভবন্নব নবঃ সোঽনুরাগই তীর্য্যতে॥

উজ্জ্বল নীলমনৌ স্থায়ি ভাবপ্রকরণে।

যে রাগ সর্ব্বদা নূতন নূতন হইয়া অনুভূত হয় এবং প্রিয় ব্যক্তিকে সর্ব্বদা নব নব বোধ করায় তাহা অনুরাগ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

তৎ তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়োজনঃ॥

উত্তর রামচরিতে ২য় অঙ্কে।

যিনি যাঁহার প্রিয় ব্যক্তি, তিনি তাঁহার পক্ষে কি এক অনির্ব্বচনীয় বস্তু। যন্ত্রণার প্রাবল্যে ত্রুটি মাত্র কালও স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিয়া যুগবৎ বোধ করি। আবার হে গোবিন্দ! তোমার অদর্শন যন্ত্রণায় রোদন করিতে করিতে যে অশ্রু বর্ষণ হয় সেই বর্ষণদর্শনে, বর্ষা বর্ষণ হইতেছে ইহাই অনুমিত হয়। এই বাক্যদ্বারা বর্ষাকাল আগমন করিলে বৃষ্টিজলের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হওয়ায় গমনাগমনের ব্যাঘাত ঘটে তজ্জন্য জীবন ও মৃত্যুযন্ত্রণা প্রাপ্ত হইলেও মৃত্যু হইতে পারে না। দেহ ত্যাগ করিয়াও যে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে পারিব এ আশাও দুরাশা হইয়া উঠে।

অধিক আর কি বলিব? হে গোবিন্দ! তোমাকে দর্শন করিতে না পাইয়া জগৎ সংসারই শূন্য দর্শন করি অর্থাৎ জগতের অস্তিত্ব দেখিতে পাই না, মনে হয় প্রলয় ঘটিয়াছে। প্রলয়কালে যেমন অন্যের সহিত অন্যের দর্শন হইতে পারে না সেইরূপ তোমার সহিতও আমার সাক্ষাৎলাভের সম্ভাবনা দর্শন করিব না। "শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং" এই বাক্যদ্বারা ইহাই প্রতীতি হইল। আর কখনও যে কৃষ্ণ দর্শন পাইব তাহারও আশা হৃদয়ে উদয় না হওয়ায় উভয় দিকেই ক্লেশ প্রাপ্ত হই, অর্থাৎ জীবনেও পাইবার সম্ভাবনা নাই ও মৃত্যুর পরও পাইবার সম্ভাবনা নাই এরূপ দেখিয়াও তুমি যে নিশ্চিন্তভাবে রহিয়াছ তাহাতে তোমার কোন দোষ নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

কবিতাগুচ্ছ।

শ্রীপঞ্চমী। ১।

স্বাগত হে বীণাপাণি! শ্বেত পদ্মাসনে।
প্রফুল্লিত বঙ্গ আজি, তব আগমনে॥
বরদ বরণী মাতা, আসিলেন আজি।
এস বোন্ ভক্তিভরে, শ্রীচরণ পূজি॥

উদ্যান হইতে পুষ্প করিয়া চয়ন।
ফুলমালা গাথিয়াছি, করিয়া যতন॥
ক্ষুদ্র বনফুল হার, দিব রাঙ্গা পায়।
দুঃখিনী তনয়া আর, পাইবে কি হায়॥

দরিদ্র সন্তান কোথা পা'বে মুক্তা হার।
তাই দিব বনফুল, চরণে তোমার॥
অঞ্জলি করিব দান, ওই শ্রীচরণে।
দেও বিদ্যা বিদ্যামতি! বিদ্যাহীনা জনে॥
আয় আয় বোন্ সবে, হ'য়ে এক প্রাণ।
বর দেও শ্রীবরদে! জ্ঞানের সন্ধান॥
ধোয়াইব শ্রীচরণ, অশ্রুজল দিয়া।
হয় যদি তবে মার, হৃদয়েতে দয়া॥
মুছাইব কেশপাশে, রাতুল চরণ।
জ্ঞানালোকে আলো কর, বঙ্গ-কন্যাগণ॥
করুণ নয়নে চাহ, কন্যাগণ প্রতি।
ভুলনা ভুলনা মাতঃ! তনয়ার মতি॥

বহুদিন পরে দেবি! লেখনী লইয়া।
বঙ্গ বিদ্যার্থিনিগণ, উঠিছে জাগিয়া॥
পুত্রগণে দয়া করে, রাখ রাঙ্গা পায়ে।
দুঃখিনী বলিয়া বালা, দেখ না ঠেলিয়ে॥
যেমন বালকগণ, পূজে শ্রীচরণ।
আমরাও সেইভাবে, ধরির চরণ॥
দময়ন্তী লীলাবতী, আদি নারীগণ।
যাঁহাদের কীর্ত্তি গাথা গাইছে ভুবন॥
সেই বিদ্যা পতিব্রতা, মোদের আদর্শ।
তাই ভিক্ষা করি তব, করুণার স্পর্শ॥
প্রার্থনা তোমার ওই, চরণ-কমলে।
সমল হৃদয়ে জ্ঞান, দেও মা নির্ম্মলে॥

শ্রীনির্ম্মলাবালা ঘোষ।

উদারতা। ২।

স্বকীয় পৌরুষ-বলে যশস্বী যে হয়,
প্রতিভা তাহার সদা সমুজ্জ্বল রয়।
হইলে আপদ-গ্রস্ত অদৃষ্ট-বিপাকে,
উদারতা তবু তার পূর্ব্ববৎ থাকে।

হীনাবস্থা প্রাপ্তিতেও সেই সদাশয়,
হীন কর্ম্মে প্রাণান্তেও লিপ্ত নাহি হয়।
মৃগরাজ করি যূথে পরাভব করে,
ক্ষুধার্থ হ'লেও হীন মূষকে না ধরে।

শ্রীজ্যোৎস্নাময়ী দেবী।

পাপিয়া। ৩।

চোখ গেল বলে পাখী ডাকিছ কাহারে,
শুনিতে বাসনা তাই বল গো আমারে।
কেঁদে কেঁদে বুঝি হায় হারায়েছ আঁখি,
চোখ গেল বলে তাই কাঁদ তুমি পাখী।

কাহার বিরহে তব ব্যথিত বেদন,
করুণ স্বরেতে তাই করিছ ক্রন্দন।
অথবা হও গো তুমি সাধক প্রবর,
যোগাসনে বসি ডাক পরম ঈশ্বর।

বুঝি হায় কোন দিন পেয়েছিলে তাঁরে,
দেখিতে দেখিতে হায় পুন গেছে ছেড়ে।
কাতর ধ্বনিতে তাই করিছ ক্রন্দন,
করুণ স্বরেতে তুমি জানাও বেদন।
সুষুপ্তিতে মগ্না ধরা সবে অচেতন,
নিদ্রাশূন্য শুধু পাখী তোমার নয়ন।

নিশা নাহি শেষ হতে জাগরে পাপিয়া,
শুনাও বিষাদ গীতি রচিয়া রহিয়া।
কেঁদে কেঁদে ডাক বুঝি জগতের স্বামী,
সার্থক জনম পাখী ধরিয়াছ তুমি।
আমরা রহিনু মজি মোহ অন্ধকারে,
কভু নাহি ডাকিলাম জগৎ-পতিরে।

শ্রীসুহাসিনী সরকার।

সুবে বাঙ্গলায়। ৪।

মোরা পুরুষ-নারী বসত করি সুবে বাঙ্গলায়,
তার সাগর যেন দাঁড়িয়ে আছে সলিলপরিখায়।
এই দেশে যে কতই ঠাটে।
নদ-নদী আর নালা ছোটে।
কোমল প্রাণে করুণ-তানে মধুর ভঙ্গিমায়।
তাই দিবা-নিশা সন্ধ্যা প্রাতে।
আম বকুল আর যুঁই-তলাতে।
সুবাস উড়ায় মলয়বাতে কতই গরিমায়।
মোরা ননীর পুতুল বসত করি সুবে বাঙ্গলায়।১

মোরা আট কোটি বসত করি সুবে বাঙ্গলায়
তার বিজন-বনে শাল-তমাল তাল কতই শোভা পায়।
এ হেন দেশের আকাশ-পটে,
রুটি পেয়ালা সদাই ফোটে,
খুঁজে খেলে অলস বাঁচে বুঝতে পারা দায়!
তার পুকুর ডোবা দীঘীর জলে,
কত রকমের মাছ যে চলে,
জানিনা তারা কি আশ্বাসে কোথায় ভেসে যায়।
মোরা দীন-ভিখারী বসত করি সুবে বাঙ্গলায়।২

মোরা পুরুষ-নারী কতকগুলি সোণার বাঙ্গলায়,
তার কোকিল দ'য়াল টীয়ে ডাকে প্রবল প্রতিভায়।
মুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমর খেলে,
মৌচাক ভরে পরিমলে,
বিমল জলে মৃণাল দোলে শরৎ সুষমায়।
তার ময়ূর যেন ভক্তি ভরে,
সদাই থাকে পেখম ধ'রে,
আকুল প্রাণে মধুরভাবে নবীন মেখলায়।
মোরাহীন আচারী-পুরীষ-পুরী সোণার বাঙ্গলায়।
৩।
মোরা কপটাচারী পুরুষ-নারী সোণার বাঙ্গলায়
আজও মোদের নাম লইলে ঘৃণা আগে ধায়।
এই দেশের এক ব্যক্তি বটে
ব'সে ছিল রাজার টাটে
কয়জন তুর্কীর ডরে গিয়া পড়ে জগন্নাথের পায়।
এখন কেহ দিন দু'পরে
সাহেব পানে চাহনা ডরে
কি জানি কি পাছে বা তার মুখে দেখা যায়।
যদিও রাজা অভয় দিচ্ছেন করুণ বেদনায়। ৪

মোরা অকৃতজ্ঞ পুরুষ-নারী সোণার বাঙ্গলায়,
কি ভরসায় যে ঘুরে মরি প্রবল-বাসনায়।
এই দেশের এক জাতি যারা,
বামুন বলে হ'য়ে খাড়া,
অন্য জাতি উঠ্‌তে চাইলে লাথি মারিছে গায়।

তাদের হিংসা তাদের দ্বেষে
কায়েত আছে মনের ক্লেশে
রাহু গেলা রবি যেন আকাশ নীলিমায়
মোরা ভ্রাতৃদ্রোহী বাঙ্গালীজাতি সুবে বাঙ্গলায়।

৫।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

ত্রিরত্ন। ৫।

দেবতাসু গুরৌ গোষু রাজসু ব্রাহ্মণেষু চ।
নিয়ন্তব্যো সদা কোপো বালবৃদ্ধাতুরেষু চ ॥১॥

ভাবার্থ—ত্রিদশ, নৃপতি, গুরু, গরু ও ব্রাহ্মণ,
বালক, আতুর আর অতি বৃদ্ধগণ;—
ক্রোধপ্রদর্শন এই অষ্ট জন প্রতি,
উচিত না হয়;—ইহা বিগর্হিত অতি।

দ্বেষমূলো মনস্তাপো দ্বেষঃ সংসারবন্ধনম্।
মোক্ষবিঘ্নকরো দ্বেষস্তং যত্নাৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥২॥

ভাবার্থ—দ্বেষ মানবের মনস্তাপের কারণ,
দ্বেষহেতু হয় ভব সংসারে বন্ধন;
মোক্ষ-পথে বিঘ্ন ইহা, নাহিক সংশয়,
সে হেতু সযত্নে দ্বেষ ত্যজিবে নিশ্চয়।

দুর্জ্জনো দূষয়ত্যেব সতাং গুণগানান্ ক্ষণাৎ।
মলিনী কুরুতে ধূমঃ সর্ব্বথা বিমলাম্বরম্ ॥৩॥

ভাবার্থ—এ সংসারে মূঢ়মতি যত খল জন,
সজ্জনের গুণ দোষ করে আচ্ছাদন
ধূম যথা নিজধর্ম্মে নির্ম্মল গগন
নিয়তি মলিন করে আবরি' তপন।

একভূরুভয়োরেকদলয়োরেক কাণ্ডয়োঃ।
শালি শ্যামাকয়ো র্ভেদঃ ফলেন পরিচীয়তে ॥১॥

ভাবার্থ—শালি আর শ্যামা ধান্য এক ক্ষেত্রে হয়,
পত্র-কাণ্ড-দলে দোঁহে ভিন্নরূপ নয়।
তরুণ দশায় নাহি কোন ভেদাভেদ,
ফল হৈলে বুঝা যায় দোঁহের প্রভেদ।

অহিংসা পরমো ধর্ম্ম ইত্যেবং পরমা মতিঃ।
অহিংসা পরমং দানমিত্যেব কবয়ো বিদুঃ ॥২॥

ভাবার্থ—অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ধরায় নিশ্চয়,
অহিংসাই শ্রেষ্ঠ দান,—বিজ্ঞ জনে কয়।

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্র পূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতং বদেদ্বাচং মনঃ পূতং সমাচরেৎ ॥৩॥

ভাবার্থ—অগ্রে দৃষ্টি রাখি' পদ বিক্ষেপিবে ধীর;
বসনে ছাঁকিয়া পান করিবেক নীর,
করিবে প্রয়োগ সত্য পূত সুবচন,
আচরিবে মনঃপূত কার্য্য অনুক্ষণ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা।

আত্মপূজা। ৭।

আনন্দে সচ্চিদানন্দে নির্ব্বিকল্পৈকরূপিণি।
স্থিতের্দ্বিতীয়াভাবে বৈ কথং পূজা বিধীয়তে ॥১॥

অর্থাৎ—আনন্দস্বরূপ, বিকল্পবিরহিত, এক রূপ সচ্চিদানন্দ, সত্যজ্ঞানানন্দময় পরব্রহ্মতে দ্বিতীয়ের অভাব বশতঃ স্থিতিহেতু কি প্রকারে পূজা করা যায়। ১।

ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানবিহীন ব্যক্তিবৃন্দের বেদবিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে; কেন না, প্রথমতঃ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে চিত্ত-শুদ্ধি হয় না। যাঁহাদিগের এ পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, তাঁহারা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম পরি-ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না। যে পর্য্যন্ত মায়া-মোহাদি দ্বারা, মানবের 'অহং বুদ্ধি' থাকিবে, সেকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা অবশ্যই বেদোক্ত কর্ম্ম-কাণ্ডাদি করিবেন। কিন্তু যখন আত্মজ্ঞান প্রভাবে শ্রুতিবাক্য দ্বারা আত্মশরীরাদিতে অহং বুদ্ধির নাশ করিতে সম্যক্ সমর্থবান হইবেন, সেই সময়ে তাঁহারা আত্মপূজা প্রকরণে প্রকৃত অধিকারী হইবেন। কেবল মাত্র আত্মজ্ঞান সম্পন্ন মানবনিবহই আত্মপূজার যথার্থ অধি-কারী, সাধারণ লোকে নহে।

পূর্ণস্যাবাহনং কুত্র সর্ব্বাধারস্য চাসনং।
স্বচ্ছস্য পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ শুদ্ধস্যাচমনং কুতঃ ॥২॥

অর্থাৎ—পূর্ণস্বরূপ পদার্থের আবাহন কোথায়? নিখিলপদার্থের আধারস্বরূপ পরম পদার্থের আসন কোথায়? সুনির্ম্মল পদার্থের পাদ্য এবং অর্ঘ্য কোথায়? এবং পরম পবিত্র পদার্থের আচমন—ই বা কোথায়? ২।

নির্ম্মলস্য কুতঃ স্নানং বস্ত্রং বিশ্বোদরস্য চ।
নিরালম্বস্যোপবীতং রম্যস্যাভরণং কুতঃ ॥৩॥

অর্থাৎ—নির্ম্মল পদার্থের স্নান কোথায়? ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরের বস্ত্র কোথায়? অবলম্বন পরিশূন্য পদার্থের যজ্ঞোপবীত কোথায়? এবং পরম রমণীয় পদার্থের অলঙ্কার কোথায়? ৩।

নির্লেপস্য কুতোগন্ধঃ পুষ্পং নির্ব্বাসনস্য চ।
নির্গন্ধস্য কুতোধূপঃ স্বপ্রকাশস্য দীপিকা ॥৪॥

অর্থাৎ—যে পদার্থের কোন বস্তুর-ই সহিত কিছু মাত্রও সম্পর্ক নাই, তাহার আবার চন্দন কোথায়? সৌরভপরিশূন্য পদার্থের পুষ্প কোথায়? গন্ধরহিতের ধূপ কোথায়? এবং স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ যে পদার্থ তাহার আবার দীপ-ই বা কোথায়? ৪।

নিত্যতৃপ্তস্য নৈবেদ্যং নিষ্কামস্য ফলং কুতঃ।
তাম্বূলঞ্চ বিভোঃ কুত্র নিত্যানন্দস্য দক্ষিণা ॥৫॥

অর্থাৎ—সর্ব্বদা তৃপ্তিযুক্ত যে পদার্থ তাহার নৈবেদ্য কোথায়? নিষ্কামের ফল কোথায়? সর্ব্বগত প্রভুর তাম্বুল কোথায়? এবং নিত্যানন্দময়ের দক্ষিণা-ই বা কোথায়?

স্বয়ং প্রকাশমানস্য কুতোনীরাজনাবিধিঃ।
প্রদক্ষিণ মনন্তস্যাদ্বিতীয়স্য চ কা নতিঃ ॥৬॥

অর্থাৎ—স্বয়ং প্রকাশমান পদার্থের আরাত্রিকবিধান কোথায়? অপ্রমেয় পদার্থের প্রদক্ষিণ কোথায়? এবং যে অদ্বিতীয়, তাহার আবার অভিবাদন কোথায়? ৬।

অন্তর্বহিশ্চ পূর্ণস্য কথংমুদ্রাসনং ভবেৎ।
ইদমেব পরাপূজা বিষ্ণোঃ সত্ত্বস্বরূপিণী ॥৭॥

অর্থাৎ—অভ্যন্তর এবং বাহ্য পরিপূর্ণরূপের মুদ্রাবিধি কিরূপে হইতে পারে? অতএব ইহাই বিষ্ণুর সাত্ত্বিকী পরমা পূজা" ৭।

দেহো-দেবালয়ঃ প্রোক্তো জীবো-দেবঃ সদাশিবঃ।
ত্যজেদ জ্ঞাননির্ম্মাল্যং সোঽহং ভাবেন পূজয়েৎ ॥৮॥

অর্থাৎ—মানবের দেহ-ই দেব-মন্দিররূপে কথিত হয়, এবং তাহাতে জীব-ই সদাশিবরূপ দেবতা হন, ইহাই প্রকৃত জ্ঞান। অতএব অজ্ঞানরূপ নির্ম্মাল্য পরিত্যাগপূর্ব্বক "সেই ব্রহ্মই আমি" এইরূপ ভাবে পূজা করিবে। ৮।

তুভ্যং মহ্যমনন্তায় মহ্যং তুভ্যং শিবাত্মনে।
নমো দেবাদিদেবায় পরায় পরমাত্মনে ॥৯॥

অর্থাৎ—তুমি ও আমি অনন্ত, এবং আমি ও তুমি শিবস্বরূপ। অতএব দেবাদিদেব পরমপুরুষ পরমেশ্বররূপ আত্মাকে প্রণাম। ৯।

যোগী দেহাভিমানী স্যাদ্ ভোগী কর্ম্মণি তৎপরঃ।
জ্ঞানী মোক্ষাভিমানেব তত্ত্বজ্ঞে নাভিমানিতা ॥১০॥

অর্থাৎ—যোগী ব্যক্তি দেহাভিমানী হন, ভোগী ব্যক্তি সর্ব্বদা কর্ম্মানিরত হন, এবং জ্ঞানী পুরুষ (ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি) মোক্ষাভিমানী হন, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী কখনই অভিমানী হন না। ১০।

কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কিং গৃহ্লামি ত্যজামি কিং।
আত্মনা পূরিতং সর্ব্বং মহাকল্পাম্বুনা যথা ॥১১॥

অর্থাৎ—মহাপ্রলয়কালে জল দ্বারা যেরূপ এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়, আত্মা দ্বারা সেইরূপ নিখিল বিশ্ব-সংসার সর্ব্বদাই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। অতএব কি করিব? কোথায় যাইব? কি গ্রহণ করিব? কি পরিত্যাগ করিব?—অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই দেখি না,—দেখি কেবল অদ্বিতীয় আত্মামাত্রই জগৎ সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ১১।*

*"আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা"র জ্ঞানবান্ পাঠক মহাশয়গণের নিমিত্ত পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্কর ভগবদ্ বিরচিত এই "আত্মপূজা" কবিরত্নোপাধিক শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেব বর্ম্মা কর্ত্তৃক অনূদিত হইল।

নামকরণ।

নামকরণ হিন্দুজাতির একটী অন্যতম সংস্কার। এই নামকরণের প্রয়োজন কি, শাস্ত্রকারগণ সে কথা বলিতে বাকী রাখেন নাই। মহর্ষি বৃহস্পতি বলিয়াছেন,—

"নামাখিলস্য ব্যবহার হেতুঃ
শুভাবহং কর্ম্মসু ভাগ্যহেতুঃ॥
নাম্নৈব কীর্ত্তিল ভতে মনুষ্যঃ।
ততঃ প্রশস্তং খলু নামকর্ম্ম॥"

(কল্পতরুধৃতবচন)

নাম সকলেরই ব্যবহারের দ্বার স্বরূপ অর্থাৎ পরিচায়ক, সমস্ত কর্ম্মের শুভাবহ এবং ভাগ্যের হেতুভূত। অপিচ মানবগণ একমাত্র নামদ্বারাই অশেষ কীর্ত্তিলাভ করিয়া থাকেন। অতএব নামকরণ যে, অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। মনু মহারাজ বলিয়া গিয়াছেন,—

"নামধেয়ং দশম্যান্তু দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ।
পুণ্যে তিথৌ মুহূর্ত্তে বা নক্ষত্রে বা গুণান্বিতে।"

(মনুস্মৃতিঃ)

অর্থাৎ জাত বালকের নামকরণ দশম বা দ্বাদশ দিনে করিবে। অথবা তৎপরে যে কোন পুণ্যতিথি বা নক্ষত্রে নামকরণ করা যাইতে পারে। বলাবাহুল্য এই দশম বা দ্বাদশ দিন বিপ্রবালকের পক্ষেই বুঝিতে হইবে।

যেহেতু মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন,—

"জন্মতো দশমে বাপি দ্বাদশ্যাং বা নিগদ্যতেঽপুনঃ।
দ্বিজানাং নামকর্ম্মস্যাদাশৌচান্তেতু শেষয়োঃ॥
নামাপি চৈবং স্যাৎ।"——

(নারদস্মৃতিঃ)

ইহার ফলিতার্থ এই—জন্ম হইতে দশম বা দ্বাদশ দিনে ব্রাহ্মণ বালকের এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র বালকের স্বজাত্যুক্ত অশৌচ কালাবসানেই নামকরণ বিহিত। এখানে বলা আবশ্যক যাহারা দশাহের পূর্ব্বেই পরিশুদ্ধ হন, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণবালকেরই দশাহে নামকরণ (১) করিবে। যেহেতু "অশৌচেতু ব্যতিক্রান্তে নামকর্ম্ম বিধীয়তে" ইহাই মহর্ষি শঙ্খের অভিপ্রায়। অতএ মহর্ষি বৃহস্পতি লিখিয়াছেন,—

"দশাহে দ্বাদশাহে বা জন্মতোঽপি ত্রয়োদশে।
ষোড়শৈকোনবিংশে বা দ্বাত্রিংশে বর্ণতঃ
ক্রমাৎ॥"

(মদনরত্নধৃতবচন)

ইহার মর্ম্মার্থ এই—জন্ম হইতে দশম বা দ্বাদশ দিনে ব্রাহ্মণের, ত্রয়োদশ দিনে ক্ষত্রিয়ের, ষোড়শ দিনে বৈশ্যের এবং উনবিংশ বা দ্বাত্রিংশ দিনে শূদ্রের নামকরণ করিবে। বলাবাহুল্য উনবিংশ দিনে সচ্ছূদ্রের পক্ষেই নামকরণ বিহিত। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

"মাঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্যতু জুগুপ্সিতম্॥"

(মনুস্মৃতিঃ)

ইহার ভাবার্থ এই—মাঙ্গল্য অর্থাৎ মঙ্গল প্রতিপাদক যেমন ব্রাহ্মণের লক্ষ্মীধর, বলান্বিত অর্থাৎ শৌর্য্য প্রতিপাদক যেমন ক্ষত্রিয়ের

(১) "দশম্যামিত্যেতৎ যেষাং দশাহতঃ প্রাক্শুদ্ধিস্তেষা মিতি।" (কল্পতরু)

যুধিষ্ঠির, ধনসংযুক্ত অর্থাৎ ধনপ্রতিপাদক শব্দসংযুক্ত যেমন বৈশ্যের মহাধন, এবং জুগুপ্সিত অর্থাৎ নিন্দাপাদক শব্দসংযুক্ত যেমন শূদ্রের নরদাস ইত্যাদিরূপনাম রাখিতে হইবে (২) অপিচ শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে,

"নক্ষত্রাদি সম্বন্ধং পিতা কুর্য্যাদন্যো বা কুল-বৃদ্ধ ইতি।"—

(মদনরত্নধৃত শঙ্খ লিখিত সূত্র)

নক্ষত্রাদি সম্বন্ধ অর্থাৎ নক্ষত্র প্রতিপাদক, মাস প্রতিপাদক, কুলদেবতা প্রতিপাদক এবং ব্যবহারিকভেদে চারি প্রকার নাম রাখা কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য এই বিধি জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষেই মুঝিতে হইবে। অতএব মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন লিখিয়াছেন,—

"ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেঽহনি।
দেব পূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মাদি সংযুতম্।"

(বিষ্ণুপুরাণম্)।

অর্থাৎ জন্মের পর দশ দিন অতীত হইলে পিতা স্বীয় পুত্রের নামকরণ করিবে। বলা বাহুল্য দশ দিন কথাটী এখানে অশৌচান্ত উপলক্ষণ পর বলিয়াই বুঝিতে হইবে। অপিচ নামকরণ সম্বন্ধে আরও কালান্তরতা শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে। যথা ভবিষ্যপুরাণে—"নামধেয়ং দশম্যাঞ্চ কেচিদিচ্ছন্তি পার্থিব। দ্বাদশ্যামথবা রাত্র্যাং মাসে পূর্ণেঽথবা পরে।" দেব পূর্ব্ব অর্থাৎ কুলদেবতা নামপূর্ব্বক নামকরণ করিবে। যেহেতু কুলদেবতা সম্বন্ধ নাম করিবে ইহাই মহর্ষি শঙ্খের অভিপ্রায়। নরাখ্য অর্থাৎ পুরুষ-বাচক এবং উক্ত নামের অন্তে শর্ম্ম বর্ম্মাদি শব্দ থাকিবে। যেমন ব্রাহ্মণের সোম শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের ইন্দ্র বর্ম্মা, বৈশ্যের চন্দ্রগুপ্ত এবং শূদ্রের শিবদাস ইত্যাদিরূপ নাম রাখিবে। কখন ভ্রমেও রাম-দেব শর্ম্মা ইত্যাদিরূপ নাম রাখিবে না। (৩)

সত্য বটে "দেবপূর্ব্বং" ইত্যাদি প্রাগুক্ত বিষ্ণুপুরাণ বচনের ব্যাখ্যানাবসরে স্মার্ত্তকুলগৌরব পূজ্যপাদ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহোদয় লিখিয়াছেন,—

"ততশ্চ নামকুর্ব্বীত পিতৈব দশমেঽহনি। দেবপূর্ব্বং নরাখ্যংহি শর্ম্মবর্ম্মাদি সংযুতং। ইতি। নরমাচষ্টে ইতি নরাখ্যং নরনাম দেবাৎ পূর্ব্বং তচ্চ শর্ম্মযুক্তং এতচ্চ বিপ্রপরং। শর্ম্মা-দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মাত্রাতা চ ভূভুজঃ। ভূতি-গুপ্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়ে দিতি যম বচনে সমুচ্চয়োপলব্ধেঃ।"

(সংস্কারতত্ত্বে রঘুনন্দনঃ)

ইহার মর্ম্মার্থ এই—তাহার পর পিতা দশ দিনের দিন স্বীয় পুত্রের নামকরণ করিবে।

(২) "মাঙ্গল্যং মঙ্গল প্রতিপাদকং যথা লক্ষ্মীধরঃ। বলান্বিতং শৌর্য্য প্রতিপাদকং যথা যুধিষ্ঠিরঃ। ধনসংযুক্তং ধন প্রতিপাদক শব্দসংযুক্তং যথা মহাধনঃ। জুগুপ্সিতং নিন্দা প্রতিপাদক শব্দযুক্তং যথা নরদাসঃ।"

(সংস্কার প্রকাশে মিত্রমিশ্রঃ)।

(৩) "দশমেঽহনি অতীত ইতি শেষঃ। তচ্চাশৌচান্তোপলক্ষণং। অত্রৈব কালান্তর মাহ যথা" নাম ধেয়ং দশম্যাঞ্চ কেচিদিচ্ছন্তি পার্থিব। দ্বাদশ্যামপরে রাত্র্যাং মাসে পূর্ণেঽথবা পরে।" ইতি। দেবপূর্ব্বং কুলদেবতা নাম পূর্ব্বকং" কুলদেবতা সম্বন্ধং নাম কুর্য্যা-দিতি শঙ্খোক্তেঃ। নরাখ্যং পুরুষবাচকং। তত্র প্রান্তে শর্ম্ম বর্ম্মাদি সংযুতং। যথা সোম শর্ম্মা ইন্দ্র বর্ম্মা, চন্দ্র-গুপ্তঃ শিবদাস ইত্যাহ শ্রীধর স্বামী। স্মার্ত্ত বাচস্পতি মিশ্রোঽপি—দেবপূর্ব্বং যথাম রামকৃষ্ণ শব্দাদি রূপ মাসীৎ তদেব পুত্রস্য নাম কুর্য্যাৎ দেবতাশ্রিতং নাম কুর্য্যাদিতি যাবৎ, তথাচ দেবপদং নাম্নি ন যোজ্যং কিন্তু রামশর্ম্মা কৃষ্ণ বর্ম্মা ইত্যেব মাদিক মেব প্রযোক্তব্যং নতু রামদেব শর্ম্মেত্যাদিকমিত্যাহ।"

এই নামটী পুরুষজাতীয় মনুষ্যবাচক হইবে। তাহার পর শর্ম্মাদিযুক্ত দেবপদ থাকিবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অমুক দেব শর্ম্মা এইরূপ নাম হইবে। যেহেতু দেবপূর্ব্ব এই কথাটী পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস নিষ্পন্ন। অর্থাৎ দেব এই শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী। বলা বাহুল্য দেব শব্দটীও আবার শর্ম্ম শব্দযুক্ত হইবে। যেহেতু মহর্ষি যমের "ব্রাহ্মণের নামে শর্ম্মা ও দেব ক্ষত্রিয়ের নামে ত্রাতা ও বর্ম্মা, বৈশ্যের নামে ভূতি ও গুপ্ত এবং শূদ্রের নামে দাস এই উপপদ থাকিবে," এই বচনে চকারটী সমুচ্চয়ার্থেই প্রযুক্ত।

কিন্তু স্মার্ত্তকুলচূড়ামণি পূজ্যপাদ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কেন যে "দেবপূর্ব্বং" কথাটী পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস নিষ্পন্ন বলিয়া অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিলাম না। অথবা কেহ তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন কি না তাহাও আমরা জানি না। বলা বাহুল্য "শর্ম্ম বর্ম্মাদি সংযুতং" বলিলে, যখন শর্ম্মা, বর্ম্মা, ভূতি ও দাস সংযুক্ত বুঝায়;* তখন দেবপূর্ব্ব কথাটী পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলিয়া স্বীকার করিলে, শূদ্রের নামের অন্তেও "দেব দাস" এই উপপদটী যোগ করিতে হয়। কিন্তু শূদ্রের নামের অন্তে "দেব দাস" এই উপপদের প্রয়োগ করিতে কেহ প্রস্তুত আছেন কি?

অপিচ "শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য" ইত্যাদি প্রাগুক্ত যম বচনের চকারগুলি সমুচ্চয়ার্থ ব্যঞ্জক হইলে, ব্রাহ্মণের নামের অন্তে যেমন দেবশর্ম্মা এই উপপদের যোগ করিতে হয়; সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের "ত্রাতৃ বর্ম্মা" বৈশ্যের "ভূতিদত্ত" এইরূপ উপপদ যোগ করা কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য খ্যাতনামা টীকাকার পূজ্যপাদ কাশীরাম বাচস্পতি মহাশয়ও সেইরূপ-ই উপদেশ করিয়াছেন। যথা,—

"শর্ম্মা দেবশ্চেতি শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্যাদ্যেত্যনেনৈক বাক্যতয়া অমুক দেব শর্ম্মেত্যর্থঃ। বর্ম্মেতি বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্যচ ইত্যনেনৈক বাক্যতয়া অমুক ত্রাতৃ বর্ম্মেতি বোধ্যং। ভূতি রিতি ধনান্ত মিত্যনেনৈক বাক্যতয়া অমুক দত্ত ভূতি রিতি বোধ্যং। দাসান্তশ্চেতি শূদ্রনামকরণে বসু ঘোষাদি রূপ পদ্ধতিযুক্ত নাম দর্শনাৎ অত্রাপি তথা বোধ্যং। তেন অমুক বসু দাসঃ, অমুক ঘোষ দাস ইত্যাদিকং বক্তব্যমিতি।"

(শ্রাদ্ধতত্ত্ব বিবৃতিঃ)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন রায়।

* আমাদের মতে কেবল শর্ম্মা ও বর্ম্মা পদের পূর্ব্বে "দেব" শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, ইহাই পুরাণকার ও রঘুনন্দনের মত। সম্পাদক।

শিক্ষা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

পত্নী সরোজিনী অবিনাশকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ মোকদ্দমায় কি হ'বে?"

অবিনাশ হাসিয়া কহিলেন,—"কেন, তুমি কি ভয় পেয়েছ?"

স। ভয় কি! তবে যদি কোন বিপদ থাকে, তবে সে জন্যে আগে থেকে প্রস্তুত হ'তে হবে।

অ। বিপদ অবশ্যই আছে। প্রতাপের চক্রান্তে গ্রামের ইতর-ভদ্র অনেকেই আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে।

স। সাক্ষ্য দিলে কি হ'বে?

অ। আমাকে এক বৎসরের জন্য সচ্চরিত্রতার জামিন দিতে হবে। আর জামিন দিতে না পারলেই জেলে যেতে হবে।

স। জামিন দিতে পারবে কি?

অ। সম্ভব নয়। প্রতাপের ভয়ে কেউ আমার জামিন হবে না, তা বেশ বুঝতে পারছি। আমার জেল একরূপ নিশ্চিত।

স। তোমার উপনয়নের কি শেষে এই ফল হল?

অ। তাই যদি হয়, তবে কি তুমি আমার উপনয়নের জন্যে অনুতপ্ত হবে?

স। কখনই না। তুমি-ই বলেছ, উপবীত-গ্রহণ কায়স্থের স্বধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম পালন করিতে গিয়ে—ঈশ্বর না করুন—যদি কোন দিন তোমার নিধনও হয়, তবু আমি অনুতপ্ত হব না। জন্ম—তাই আমাদের নিয়তি।

এই কথা বলিতে বলিতে সরোজিনীর সরোজদলবৎ চক্ষুর্দ্বয় বাষ্পপূর্ণ হইয়া উঠিল। অবিনাশ আপনার বসনাগ্রে স্ত্রীর নয়ন-জল মুছাইয়া দিয়া, গাঢ়স্বরে বলিলেন,—"এইবার যথার্থ ক্ষত্রিয়-রমণীর মত কথা বলেছ। কিন্তু এ সময়ে একবিন্দু অশ্রুও এতটুকু দুর্ব্বলতা ব্যক্ত করে! এ অশ্রুও রোধ করতে হবে। আমার আর কিছু থাক না থাক—এক গর্ব্ব আছে যে, স্ত্রী আমার গুণবতী। সে গর্ব্বে আমি যেন নিরাশ না হই।"

এই সময়ে সুষুমার ক্ষুদ্র পুষ্পগুচ্ছের মত, ক্ষুদ্র একটি বালিকা আসিয়া সরোজিনীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, পূর্ণিমাদের বাড়ী খেলা করতে যাব?"

সরোজিনী কহিলেন,—"যাস্ নে, প্রভা!" প্রভা আর কিছু বলিল না। কিন্তু প্রভার রাঙ্গা মুখখানি মলিন হইয়া গেল। অবিনাশ সস্নেহে কন্যার চিবুক ধরিয়া কহিলেন,—"দেখ মা,—পূর্ণিমা যদি তোমার কাছে আসে, তবে তার সঙ্গে তুমি খেলা করো, কিন্তু তুমি তাদের বাড়ী আর যেও না।"

প্র। কেন, বাবা?

অ। তারা বড়লোক, আমরা গরীব। বড়লোকের কাছে গরীবকে যেতে নেই।

এই বলিয়া অবিনাশ অন্যত্র চলিয়া গেলেন। প্রভা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"গরীবকে বড়লোকের কাছে কেন যেতে নেই, মা?"

সরোজিনী কহিলেন,—"তুই বড় হ'লে সে কথা বুঝতে পারবি।"

কিন্তু প্রভা সে প্রবোধ মানিল না। সে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল,—"কেন যেতে নেই, তুমি আমাকে বল।"

সরোজিনী কন্যাকে ভুলাইবার জন্য আপনার কণ্ঠ হইতে হার খুলিয়া মেয়ের গলে পরাইয়া দিলেন। বালিকা অলঙ্কার পাইয়া সব কথা ভুলিল।

(৭)

আজ অবিনাশের আরোপিত অপরাধের বিচার হইবে। মুরহরপুরে ডেপুটিবাবুর তাম্বু পড়িয়াছে। তাম্বুর কাছে কনষ্টেবল ও চৌকীদারের দল ঘুরিতেছে। কৃষকেরা হা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। কৃষকবধূরা সে পথ ত্যাগ করিয়া অন্য পথে কাঁখাকলসী লইয়া স্নানের ঘাটে যাইতেছে।

বেলা দশটা বাজিতে না বাজিতে বকরুল্লা দারোগা, রণসাজে সাজিয়া, মহাদম্ভে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন চৌকীদার, দফাদার ও কনষ্টেবলরূপে তাঁহার অনুচর ও সহচরগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি তখন মোকদ্দমার সাক্ষিগণকে ডাকিবার জন্য চৌকীদার সকলকে নানাদিকে পাঠাইতে লাগিলেন; ঠিক যেন মহারাজ সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে কপিগণকে দিগ্বিদিকে পাঠাইতেছিলেন। ক্রমে সাক্ষিগণও একে একে দেখা দিতে লাগিল। সর্ব্বাগ্রে পশু-ভট্টাচার্য্য ফোঁটা কাটিয়া, নামাবলী অঙ্গে দিয়া, আসিয়া উপনীত হইলেন। হায় নামাবলি! পশুহস্তে পড়িয়া শেষকালে তোমাকে ফৌজদারী আদালতেও হাজির হইতে হইল!

সাক্ষী নহে, এমনও অনেক লোক আসিল—মোকদ্দমা দেখিতে। কারণ এই মোকদ্দমা লইয়া দেশময় একটা হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড বাঁধিয়াছিল।

বারোটা বাজিলে ডেপুটি বাবু এজলাসে বসিলেন। আজ ডেপুটি বাবুর এজলাসের অতি শোচনীয় অবস্থা। আসামীর 'ডক্' নাই, সাক্ষীর 'বক্স্' নাই, চোগা-চাপকান-শামলার বাহুল্য নাই, টানা পাখাও নাই। পেশকার মহাশয়, কোর্ট-সব্-ইন্সপেক্টর ওরফে কোর্ট-বাবু, এবং বকরুল্লা দারোগা কোন রকমে এজলাসের মান রাখিলেন।

ডেপুটি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কত জন সাক্ষী আছে?"

কোর্টবাবু সোৎসাহে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"হুজুর! বাদীপক্ষে একচল্লিস জন respectable সাক্ষী উপস্থিত আছে।"

তখন আসামীর ডাক পড়িল। অবিনাশ ধীরনিক্ষেপে, নির্ভয় মূর্ত্তিতে, সহাস্য মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সঙ্গে একজন মোক্তার আসিয়া বিচারপতিকে অভিবাদন করিলেন। মোক্তারকে দেখিয়া বিচারক ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি এই মোকদ্দমায় বিবাদীপক্ষে নিযুক্ত হয়েছেন?"

মোক্তারও ইংরেজিতে বলিলেন,—হাঁ, ধর্ম্মাবতার! কিন্তু বোধ হয় আমি সংক্ষেপেই আমার কর্ত্তব্য শেষ করতে পারব। আদালতের বহুমূল্য সময় ও শ্রমের অপব্যয় নিবারণের জন্য আমি, আদালতের অনুমতি নিয়ে, মোকদ্দমার প্রারম্ভেই একখানি দরখাস্ত করতে প্রস্তুত হয়েছি।"

হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি দরখাস্ত?"

মোক্তার বলিলেন,—"আমার মক্কেল যদি আশা পান যে, এই মোকদ্দমা আর চলবে না—যদি এই মোকদ্দমা খারিজ হবার হুকুম হয়, তবে তিনি চিরতরে এই গ্রামের বাস ত্যাগ করে', এই আদালতের এলাকা ছেড়ে, অন্য স্থানে গিয়ে বাস করতে রাজি আছেন। এই মর্ম্মে আমি দরখাস্ত দাখিল করতে অভিলাষী।"

হাকিম কোর্টবাবুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ প্রস্তাবে আপনার কোন আপত্তি আছে?"

কোর্টবাবু কহিলেন,—"তা হুজুর, এ রকম ঘটনা ত ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নি।',

মোক্তার বলিলেন,—হইয়েছে কিনা, সে কথা হুজুর জিজ্ঞাসা করেন নি। এরূপ হওয়ার বিপক্ষে কোর্টবাবুর কোন ন্যায়সঙ্গত আপত্তি আছে কিনা, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন।"

হাকিম কহিলেন,—"আমি এতে কোন আপত্তির কারণ দেখি না।"

মোক্তার দরখাস্ত দাখিল করিলেন। ডেপুটি বাবু অর্ডারশীটে হুকুম লিখিলেন,—"বিবাদীকে এই আদালতের এলাকা ছাড়িয়া যাইবার জন্য সাত দিন সময় দেওয়া গেল। সাত দিন মধ্যে বিবাদী এলাকা ছাড়িয়া গেলে, মোকদ্দমা খারিজ হইবে। দারোগা বিবাদীর অন্যত্র গমনের বিষয় রিপোর্ট করিবে।"

মোক্তার বিচারপতিকে ধন্যবাদ দিলেন। অবিনাশ বিনয় বশতঃ অভিবাদন করিলেন। বকরুল্লা মিঞার স্বাভাবিকশিত মুখবিবর সঙ্কুচিত হইল। কোর্টবাবুর দুঃখে পেশকার মহাশয় বিশেষ দুঃখিত হইলেন। সমবেত জনগণ বুঝিল না, এ মামলায় কাহার জিত হইল।

পরদিন অবিনাশ সপরিবারে মুরহরপুর পরিত্যাগ করিলেন। আজ মুরহরপুরের পল্লি সৌন্দর্য্য, মুরহরপুরের সুখ ও অতীতস্মৃতি অবিনাশের কাছে শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়া প্রতিভাত হইল। অবিনাশ আমাদের পূর্ব্বপরিচিত উপবীতী কায়স্থদের হস্তে আপনার বাসগৃহ ও ভূসম্পত্তির পরিদর্শনভার ন্যস্ত করিয়া মুরহরপুর ছাড়িয়া গেলেন।

(৮)

এই ঘটনার পর তিন বৎসর অতীত হইয়াছে। মুরহরপুরে আর কোন কায়স্থ যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে সাহসী হয় নাই। অবিনাশ এতদিন জগন্নাথপুর নামক স্থানে বাস করিতেছেন। জগন্নাথপুর ঈশ্বরগঞ্জের সরকার বাবুদের জমীদারি। সংপ্রতি জমীদার ভূদেব বাবু জগন্নাথপুরে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে অবিনাশের সহিত তাঁহার বিশেষরূপ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল।

ভূদেব বাবু বয়সে ও জ্ঞানে প্রবীন ব্যক্তি। তিনি বহু বিস্তৃত জমীদারির মালীক এবং দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী বলিয়া পরিচিত। ইহা ব্যতীত তাঁহার নগদ টাকা যে কত, তাহা কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। কেহ কেহ বলে—টাকা নহে, শুধু গিনিতে সুবৃহৎ আইরণ চেষ্ট বোঝাই। ভূদেব বাবুর একমাত্র সন্তান ইন্দুভূষণ কৃতবিদ্য এবং সচ্চরিত্র যুবক। সপুত্র ভূদেব বাবু উপবীতী কায়স্থ।

ইতিপূর্ব্বে ইন্দুভূষণের সহিত প্রতাপ একবার স্বীয় কন্যার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া, উপেক্ষিত হইয়াছিলেন। এতদিন পরে ভূদেববাবু স্বয়ং সেই বিবাহপ্রস্তাব পুনরুত্থাপিত করিয়াছেন। প্রতাপও আনন্দসহকারে সম্মতি দিয়াছেন। সংপ্রতি ভূদেববাবুর জনৈক আত্মীয় আসিয়া কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, প্রতাপবাবুকে বিবাহের আয়োজন করিতে বলিয়া গিয়াছেন। প্রতাপবাবুর একমাত্র কন্যার বিবাহের জন্য মহা আড়ম্বরে আয়োজন হইতেছে। বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে স্বর্ণবর্ণে মুদ্রিত নিমন্ত্রণ পত্রসকল প্রেরিত হইতেছে। অনেক নিকটআত্মীয় ইতিমধ্যেই চৌধুরীগৃহে আনীত হইয়াছে।

অকস্মাৎ একদিন প্রতাপ একখানি টেলিগ্রাম পাইলেন। টেলিগ্রামখানি খুলিয়া প্রতাপের মাথা ঘুরিয়া গেল। প্রতাপ দেখিলেন যে ভূদেববাবুর টেলিগ্রাম। ভূদেববাবু জানাইতেছেন যে, তাঁহার পুত্র যখন সোপবীত, তখন প্রতাপ যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিলে প্রতাপের কন্যার সহিত ইন্দুভূষণের বিবাহ হইতে পারে না। প্রতাপ যেন, হয় উপবীত গ্রহণ করিয়া টেলিগ্রামদ্বারা ভূদেববাবুকে সেকথা জানান—নয় বিবাহের আয়োজন হইতে বিরত থাকেন।

প্রতাপের মাথায় বাজ পড়িল। তাঁহাকে যে শেষে এইরূপে উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে, এমন তিনি কোন দিন ভাবেন নাই। কিন্তু আর উপায় নাই। তাঁহার এখন আর ফিরিবার সাধ্য নাই। এত আয়োজনের পর এই বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেলে অপমানের সীমা থাকিবে না। সুতরাং অনেক ভাবিয়া তিনি উপবীত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। আবার বিড়ম্বনার উপরে বিড়ম্বনা—এই সময়ে সপরিবার অবিনাশ গ্রামে আসিল। শেষে কি তাঁহাকে অবিনাশের সমক্ষে উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে? কি জঞ্জাল! প্রতাপ শুনিলেন অবিনাশ আপন কন্যার বিবাহ দিবার জন্য গ্রামে আসিয়াছে। বিবাহের পরে আবার সপরিবারে চলিয়া যাইবে। সংবাদ লইয়া জানিলেন, পূর্ণিমার বিবাহের দিনেই প্রভারও বিবাহ হইবে। অতএব দুই এক দিবসে যে অবিনাশ গ্রাম হইতে যাইবে, সে সম্ভাবনাও নাই। আবার এ দিকে ভূদেববাবুর পুত্রের সহিত সম্বন্ধটাও ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। বিবাহের দিনও আগত-প্রায়। এইরূপ নানারূপ ভাবিয়া অবশেষে প্রতাপবাবু এক উপনয়ন কেন্দ্র করিয়া, স্বয়ং উপনীত হইলেন, এবং তাঁহার কায়স্থ পাত্র-মিত্র-সভাষদগণকে উপবীত গ্রহণ করাইলেন। গণ্ড-ভট্টাচার্য্য মহাউৎসাহে সেই কেন্দ্রে পৌরোহিত্য করিলেন।

পাড়াতে বিমলাঠাকুরাণী সেই দিন পৈতা কাটিতে কাটিতে হাসিয়া বলিলেন,—"মিন্সেরা সেই মল খসায়—শুধু লোক হাসায়।"

(৯)

আজ পূর্ণিমার বিবাহ। চৌধুরীবাড়ীতে আজ সমারোহের সীমা নাই। গৃহ, প্রাঙ্গনে, পথ আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছে। নহবতখানায় নহবত বাজিতেছে। আত্মীয় ও নিমন্ত্রিতবর্গে বাড়ী পূর্ণ হইয়াছে। সকলেই মহা ব্যস্ত। গ্রামের মেয়েরা গ্রাম উজাড় করিয়া চৌধুরীবাড়ীর অন্তঃপুরে আসিয়া জুটিয়াছে। শাটীর চিকিমিকি, গহণার ঝিকিমিকি, কথার চাতুরী ও চাহনীর মাধুরীতে সে অন্তঃপুর অপূর্ব্ব জীবন্তভাব ধরিয়াছে।

বরপক্ষ এখনও মুরহরপুরে আসে নাই। রাত্রি নয়টার ট্রেনে আসিবে। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে মুরহরপুর এক ক্রোশ ব্যবধান। রাত্রি বারটায় বিবাহের লগ্ন আছে। অতএব যাহাতে উপযুক্ত সময়ে বর আসিয়া পৌছে তাহার সুব্যবস্থা করিবার জন্য প্রতাপ স্বয়ং দেওয়ানজীকে লোকজনসহ ষ্টেশনে পাঠাইয়াছেন।

প্রভারও বিবাহের দিন আজি-ই। কিন্তু চৌধুরীর বাড়ীর সমারোহে ক্ষুদ্র প্রভাকে আজ কাহারও মনে পড়িতেছে না। গ্রামস্থ লোকজনও অবিনাশের গৃহে বড় একটা দেখা দেয় নাই। কোথায় প্রভার বিবাহ হইতেছে, কতদূর আয়োজন হইয়াছে,—এ সকলও কেহ

অবিনাশকে জিজ্ঞাসা করিতে আসে নাই। গ্রামের যে দুই জন কায়স্থ পূর্ব্ববিধি উপবীতী ছিলেন, তাঁহারাই অবিনাশের সহায়, এবং তাঁহাদেরই পুরমহিলাগণ কেবল সরোজিনীর সাহার্য্যকারিণী।

দেওয়ানজী রেলওয়ে ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। যথারীতি নয়টা বাজিলে ট্রেন আসিল। গাড়ী হইতে অনেকগুলি লোক নামিল। তাহাদের মধ্যে দেওয়ানজী স্বয়ং ভূদেববাবু ও ইন্দুভূষণকে দেখিতে পাইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই সংবাদ লইয়া একব্যক্তিকে অশ্বারোহণে প্রতাপের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। তৎপরে দেওয়ানজী ভূদেববাবুর নিকটে যাইয়া সম্ভাষণ করিলেন। ভূদেববাবু দেওয়ানজীকে পূর্ব্ববধি চিনিতেন; কিন্তু এখন যেন দেখিয়াও দেখিলেন না। দেওয়ানজী পুনরায় অগ্রসর হইয়া ভূদেববাবুকে কুশল-প্রশ্ন করিলেন; কিন্তু ভূদেববাবু যেন বড়ই ব্যস্ত—দেওয়ানজীর কথা শুনিলেন কি না, বুঝা গেল না। দেওয়ানজী পাল্কী বেহারা এবং অন্য যান-বাহনাদি আনিয়া ভূদেববাবুর নিকটে উপস্থিত করিলেন, কিন্তু ভূদেববাবু সেসকল কিছুই লইলেন না। তাঁহার নিজের লোকজন, বাদ্যভাণ্ড, আলোর আয়োজন, এমন কি পাল্কী-বেহারা পর্য্যন্ত রেল গাড়ীতে আসিয়াছিল। সেই সকল সজ্জিত করিয়া তিনি পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন। সকলের আগে আগে এক যুবা মাথায় চাদরের পাগ্‌ড়ী বাঁধিয়া, হাতে এক প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকা ধরিয়া চলিল। এই যুবার মুখ দেখিয়া দেওয়ানজী চমকিয়া উঠিলেন। যুবা অবিনাশের শ্যালক, ইহার নাম তারিণীপ্রসাদ দেববর্ম্মা॥

গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তারিণীপ্রসাদ, চৌধুরীবাড়ীর পথ ছাড়িয়া, অন্য পথ ধরিল। অমনি বরসহ বরযাত্রীগণও তাঁহার অনুগামী হইল। তারিণীপ্রসাদের পিছনেই ভূদেববাবু ছিলেন। দেওয়ানজী তাড়াতাড়ি ভূদেববাবুর নিকটে আসিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে বিয়ে-বাড়ী যাবার এ পথ নয়।"

ভূদেববাবু তারিণীপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিহে, বিয়ে-বাড়ীর এ পথ নয়?"

তারিণী বলিল,—আমি যে দিকে যাচ্ছি, আপনি বরাবর সে দিকে আসুন।"

দেওয়ানজী কহিলেন,—"আজ্ঞে প্রতাপ-বাবুর বাড়ী যাবার এ পথ নয়।"

ভূদেববাবু কহিলেন,—প্রতাপবাবুর বাড়ীতে আমার কি দরকার? আমি অবিনাশবাবুর 'মেয়ের সঙ্গে ছেলের বে' দিতে এসেছি—অবি-নাশবাবুর বাড়ীই যাব।"

দেওয়ানজীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। দেওয়ানজী আর কাল বিলম্ব না করিয়া রুদ্ধশ্বাসে প্রতাপের নিকট ছুটিলেন।

প্রতাপ সকল শুনিয়া রোষে, ক্ষোভে অপমানে, অভিমানে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন,—"কেউ আমার সঙ্গে অবিনাশের বাড়ী চল।"

যখন প্রতাপ অবিনাশের গৃহে পঁহুছিলেন, তখন কন্যাসম্প্রদানের উদ্যোগ হইতেছে। প্রতাপ ভূদেববাবুর সম্মুখীন হইয়া বলিলেন,—"আমার সঙ্গে আপনার এই রকম ব্যবহার করা কি ভাল হয়েছে?"

ভূদেববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ ব্যবহার?"

প্র। আপনি আমার কন্যার সঙ্গে ছেলের বে' স্থির করে' এখন অন্য স্থানে বিবাহ দিচ্ছেন! এই কি ভদ্র লোকের কায!

ভূ। আপনি কায়স্থ হ'য়ে কায়স্থের প্রতি যেমন ব্যবহার করেছেন—ক্ষত্রিয়াচার-গ্রহণ বিষয়ে যেমন কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাতে আপনার সঙ্গে এইরূপ ব্যবহারই শোভা পায়।

প্র। আমি কায়স্থ হ'য়ে কায়স্থের জাতি-নাশ করতে যাই নি। কিন্তু আপনি আজ সেই কাযে উদ্যত হয়েছেন।

ভূ। কেমন করে?

প্র। আজ যদি আমার মেয়ের বে' না হয় কাল আমার জাত যাবে; মেয়ের আমার আই বড় ভাত হয়ে গিয়াছে। এ কথা কি আপনি জানেন না?

ভূ। জানি বৈ কি। কিন্তু আজ আপনাকে মেয়ের বে' দিতে আমি নিষেধ করছি নে।

প্র। ভূদেব বাবু! বিদ্রূপের সময় আছে।

ভূ। আমি আপনাকে বিদ্রূপ করি নি। বরং আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে এই মুহূর্ত্তে আমি আপনাকে এমন একটী ছেলে দিতে পারি, যাকে জামাই করতে পারলে আপনার মুখোজ্জ্বল হবে।

ভূদেববাবু এমন দার্ঢ্যসহকারে এই কথা বলিলেন যে প্রতাপের আর সংশয়ের স্থল রহিল না। তবু ভূদেববাবুকে প্রতাপের আর বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু বিশ্বাস না করিলেও আর উপায়ান্তর নাই। প্রতাপ অগত্যা নরম হইয়া কহিলেন,—"আপনার কথা আমি ভাল বুঝতে পারছি নে। এমন ছেলে কে আছে, আমি দেখতে চাই।

ভূদেববাবু নিকটে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তির হাত ধরিয়া বলিলেন,—"এই দেখুন—এই তারিণীপ্রসাদ। কি রূপে, কি গুণে—তারিণী কোনমতেই আপনার কন্যার অযোগ্য হবেনা।"

তারিণী এটুকুর জন্য প্রস্তুত ছিল না। অতএব এই অতর্কিত আক্রমনে লজ্জিত হইয়া মুখ নত করিল। প্রতাপ বলিলেন,—"তারিণী কি সম্মত আছে?"

ভূ। তারিণী অসম্মত হবার কারণ নেই; কেন না তারিণী সোপবীত কায়স্থ, সুতরাং তার হৃদয়ে ক্ষত্রিয়-তেজ আছে। এখন আপনি যদি সম্মত থাকেন, তবে আগে তারিণীর ভগিনীপতিকে বলুন। লগ্ন ব'য়ে যাচ্ছে—আর বিলম্ব করবেন না।

তখন প্রতাপ অবিনাশের নিকটে যাইয়া বলিলেন,—"ভাই অবিনাশ! তুমি কি আমার উপকার করবে?"

অবিনাশ বলিলেন,—"বল ভাই—আমি তোমার কি উপকার করতে পারি?"

প্র। তারিণীকে আমায় দাও—আমি তার হাতে পূর্ণিমাকে সমর্পণ করব। নৈলে আজ আমার জাত যায়।

অ। ভাই! তোমার জাত গেলে কি আমার কষ্ট হবে না? তুমি এখনি তারিণীকে নিয়ে যাও—তারিণী তোমার জামাতা হ'লে আমি সুখী হব।

প্র। অবিনাশ! তুমি বাস্তবিক মহান্!

এইরূপে একই লগ্নে প্রতাপ সহিত ইন্দু-

ভূষণের ও পূর্ণিমার সহিত তারিণীপ্রসাদের বিবাহ হইল।

(১০)

পরদিন অপরাহ্ণে অবিনাশ প্রতাপের গৃহে বেড়াইতে গেলেন। প্রতাপ অবিনাশের হাত ধরিয়া এক নির্জ্জন কক্ষে লইয়া গিয়া বসিলেন, অবিনাশকেও বসাইলেন। প্রতাপ বলিলেন,—"অবিনাশ, তোমার সঙ্গে আমার গোটাকত কথা আছে।"

অ। বল।

প্র। পূর্ব্বকথা আজ আর তুলে' কায নেই। কিন্তু অবিনাশ! তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পার?

অ। তুমি নিশ্চিত জেনো যে, তোমার উপরে আমার কোন ক্রোধ নেই।

প্র। আমি নিজে জানি যে আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু সেজন্যে ভগবান্ আমাকেও উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছেন।

অ। সংসার ত শিক্ষারই স্থান। মানুষকে সারাজীবনই শিখতে হয়।

প্র। কিন্তু আমার প্রতি যদি তোমার ক্রোধ না থাকে, তবে বল—তুমি এই গ্রামে আবার বাস করবে?

অ। অনুরোধটি করো না, ভাই! আমি এখন যেখানে বাস করছি, সেখানে বেশ আছি। সেখানে সকলেই আমার মত লোক।

প্র। এখানে বাসে তোমার আপত্তি কেন?

অ। সেকথায় আর কায কি?

প্র। না, তোমায় বল্‌তে হবে।

অবিনাশ হাসিয়া বলিলেন,—"পিতলের কলসী আর মাটির কলসী একজায়গায় থাকিলে মাটির কলসীরই বিপদ বেশী।"

প্রতাপ কহিলেন,—"পিতল এবার মাটি হ'য়ে গিয়েছে, এখন সাবধান হ'য়ে চলবে। আর মাটির কলসীর বিপদ নেই।"

কিন্তু অবিনাশ আর কোনমতেই মুরহরপুরে বাস করিতে সম্মত হইলেন না। তবে মাঝে মাঝে আসিয়া অবস্থান করিবেন, এইরূপ স্বীকার করিলেন। ইতি

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বর্ম্মা মজুমদার।

বরিশালে কায়স্থসভা।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুহঠাকুরতা, বিরাজমোহন রায় ও চন্দ্রকুমার রায় মহাশয়গণের আহ্বানে গত ১৬ই মার্চ্চ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৬টায় সময় ৺প্যারীলাল রায় উকীল মহাশয়ের বাসাতে একটি কায়স্থসভা হয়। কাশীমবাজারের মহারাজের সভাপণ্ডিত বিক্রমপুরনিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় শতাধিক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।—

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুহঠাকুরতা, হরনাথ ঘোষ, চন্দ্রকুমার রায়, প্রসন্নকুমার বসু, অশ্বিনীকুমার গুহঠাকুরতা, দীনেশচন্দ্র গুহঠাকুরতা, শরচ্চন্দ্র গুহ, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার, আশুতোষ ঘোষ দস্তিদার, দেবেন্দ্রকুমার বসু মজুমদার প্রভাতচন্দ্র গুহ বিশ্বাস, তারাপ্রসন্ন রায়, অম্বিকাচরণ বসু, কুমুদকান্ত বসু, সতীন্দ্রনাথ গুহ, গঙ্গাদাস রায় চৌধুরী, অখিলচন্দ্র দত্ত ও হরিপদ বসু মজুমদার।

তর্কালঙ্কার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বহু স্মৃতি ও পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমাণ করেন। তাঁহার বক্তৃতা গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তর্কালঙ্কার মহাশয় সুললিত সংস্কৃতে কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহার অনেক উপাদেয় অংশ তিনি বক্তৃতাকালে পাঠ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকখানা প্রকাশিত হইলে কায়স্থসমাজের বিশেষ উপকার হইবে। সভার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার বক্তব্যের সারমর্ম্ম লিখাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি বক্তৃতা শেষ করিয়া ঢাকা কায়স্থসভার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কারকে সেই লিখিত সার মর্ম্ম পাঠ করিতে ও কায়স্থজাতির ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিবৃত করিতে আদেশ করেন। ঐ লিখিত সার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল।

১। শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমাণ হইতেছে।

২। ঐতিহাসিক প্রমাণেও কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়তই প্রতিপন্ন হইবে।

৩। প্রথমাগত পঞ্চকায়স্থের পরিচয়ে তাঁহাদের বীরত্ব, শূরত্ব, কৃতিত্ব ও শাস্ত্রজ্ঞানের বিষয় জানা যায়। তাঁহারা যে গজ, অশ্ব ও শিবিকারোহণে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন তাহাও

প্রণিধানের যোগ্য। ইহা হইতেও কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।

৪। কৌলীন্য মর্য্যাদা কায়স্থের দ্বিজাতিত্বের বিশিষ্ট প্রমাণ। কৌলীন্যরূপ মহাসম্মান শূদ্রকে রাজা কখনও দেন নাই। যে ৯টি গুণে কায়স্থ কৌলীন্যলাভ করেন তাহা দ্বিজাতি ব্যতীত অন্যের হইতে পারে না।

৫। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে অনেক ব্যবধান। কিন্তু কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপনকালে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সেরূপ ব্যবধান ছিল না। একই নবগুণে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের কৌলীন্য হয়, ইহাই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সান্নিধ্যের বিশেষ প্রমাণ। তার পর দেখা যায়, রাজা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে ব্রাহ্মণ কায়স্থ উভয়ের বংশকীর্ত্তনে নিযুক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয়ের বংশকীর্ত্তন (ক) ব্রাহ্মণেরা করিয়াছেন, শূদ্রের বংশ কীর্ত্তন করেন নাই। ইহাতেও প্রমাণিত হইতেছে যে, কায়স্থ কদাচ শূদ্র নহে, পরন্তু ব্রাহ্মণের অব্যবহিত ক্ষত্রিয় জাতি।

৬। এহেন কায়স্থজাতি দিন দিন শূদ্রাদপি শূদ্র হইয়া যাইবে ইহা আর্য্যসমাজের পক্ষে নিতান্ত পরিতাপের বিষয়।

৭। কেহ কেহ বলেন শব্দকল্পদ্রুমে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কায়স্থের শূদ্রত্বের প্রমাণ দিয়াছেন। রাজা কতিপয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত

(ক) নবগুণৈস্তু সংযুক্তাঃ কুলীনো দেবতা স্বয়ম্।
মৌলিকা যে বরাঁজ্ঞেয়া ঘটকাস্তুতি পাঠকাঃ॥
মিশ্রকারিকা।

এই স্থানে ঘটক শব্দে কুলাচার্য্যকে বুঝাইতেছে। কুলাচার্য্যগণ উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইতেই নিযুক্ত হইতেন। কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণের স্তাবক হইলেন কুলাচার্য্যগণ। ইহাপেক্ষা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ আর কি হইতে পারে? সম্পাদক।

দ্বারা শব্দকল্পদ্রুম লিখাইয়াছেন। কায়স্থজাতির শূদ্রত্বের যে প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা যথার্থ শাস্ত্র বাক্য কিনা, রাজা নিশ্চয়ই তাহার অনুসন্ধান করেন নাই। শাস্ত্রে কায়স্থের দ্বিজত্ব সম্বন্ধে ব্যতীত শূদ্রত্বের কোন প্রমাণ নাই। কায়স্থের শূদ্রত্ব প্রমাণ পক্ষে যেসকল বচন প্রচারিত হইয়াছে তাহার একটিও মূল শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না।

৮। বাঙ্গালার কায়স্থের অতীত ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, এ জাতির ভিতরে ক্ষত্রিয়োচিত প্রতিভা ও তেজস্বিতা চিরদিন-ই আছে।

৯। ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়নাদি আচার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

১০। আর্য্যজাতির বিশেষ লক্ষণ উপবীত। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চ জাতি যে আর্য্য সে বিষয়ে বোধ হয় কেহ সন্দেহ করেন না। কায়স্থগণ যদি আর্য্যই হঁন, তবে তাঁহাদের উপবীত গ্রহণ কর্ত্তব্য। উপনয়ন সংস্কার না হইলে আর্য্যজাতির মহাসম্পদ্ বেদ এবং এই সংসার-স্রোত হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার ভেলারূপ যে ব্রহ্মমন্ত্র প্রণব, তাহাতে অধিকার হয় না; বস্তুতঃ আর্য্য বলিয়া পরিচয় দেওয়াই চলে না। (খ)

১১। যে দেশে চতুর্ব্বর্ণ নাই, শাস্ত্রমতে সেই দেশ ম্লেচ্ছদেশ। বাঙ্গলার ক্ষত্রিয়-বৈশ্যগণ বিবিধ বিপ্লবে ভাক্ত (গ) শূদ্র অবস্থাপন্ন হইয়া রহিয়াছেন। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য কায়স্থকে ভাক্ত শূদ্ররূপ-ই বিবেচনা করিয়াছেন, জাতিশূদ্র মনে করেন নাই।

১২। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই, বিশেষতঃ আর্য্যাবর্ত্তে ও মহারাষ্ট্রে কায়স্থদের চিরকাল উপনয়ন রহিয়াছে। বাঙ্গলার কায়স্থও কান্যকুব্জ ও আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য স্থান হইতে আসিয়াছেন। সুতরাং এককালে তাঁহাদের উপনয়ন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধাদি ধর্ম্ম-বিপ্লবেই যে কায়স্থগণ উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। (ঘ)

১৩। এক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বাঙ্গলার কায়স্থগণ উপবীত গ্রহণ করিলে পুনরায় পশ্চিম দেশীয় কায়স্থদের সমধর্ম্মী হইবেন এবং কালক্রমে তাঁহাদের সহিত সম্যক্‌রূপে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবেন, বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার অনেক বিশিষ্ট সভ্য এইরূপ আশা করেন।

১৪। আমি যথাশাস্ত্র উপবীতী না হইয়াও বেদ পড়িতে পারি, কেহ বাধা দিতে পারে না, এইরূপ ভাবনা ঠিক নহে। ইহা একটী অশাস্ত্রীয়, বিদেশীয় ভাব মাত্র। আর এরূপে বেদপাঠ হাজারের মধ্যে একজনও করিবে কি? তাহাতে জাতির ক্ষুদ্রত্ব ও অন্ধতা দূর হইবে না। উপনয়ন প্রবর্ত্তিত হইলে সকল কায়স্থেরই ধারণা হইবে যে তাহারা বেদাদি শাস্ত্র পড়িতে পারেন এবং অনেকে পড়িবে ইহাও নিশ্চিত। তাহা না হইলে সমাজের প্রকৃত সংস্কার হইবে না।

১৫। উপনয়ন হইলে সমাজের কি পরিবর্ত্তন হইবে তাহা অনেকে জিজ্ঞাসা করেন। উপনয়ন সংস্কার হইলে বেদমন্ত্র উচ্চারণ, যজ্ঞ, পূজা ও দানে অধিকার হয়, তপস্যায় অধিকার হয়। অবশ্য পরের পৌরোহিত্য কার্য্যে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের তাহাতে অধিকার নাই।

১৬। উপনীত কায়স্থের ক্ষত্রিয়োচিত ১২ দিন অশৌচ হইবে। বিবাহ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে শূদ্রের জন্য বিহিত দাস, দাসী পাঠ পরিত্যক্ত হইয়া বর্ম্ম, দেবী ইত্যাদি পাঠ হইবে।

১৭। বাঙ্গলার কায়স্থাগণ সন্ধ্যা মন্ত্র-গ্রহণে ঔদাসীন্য বশতঃ ক্রমশঃ ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িতেছে। বাল্যকালে গায়ত্রীসহ উপবীত গ্রহণ করিলেই ধর্ম্মের সহিত একটা সংযোগ-সূত্র হইল। ইহাতে সমাজের উপকার হইবে, উচ্ছৃঙ্খলতা দূর হইবে।

১৮। উপনয়ন গ্রহণ করিলে আমি শূদ্র নই, আমি ক্ষুদ্র নই, আমি মহৎ—এই ধারণা আসিবে। এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গে অনেক উন্নতি আসিবে।

১৯। উপনয়ন গ্রহণ না করিয়াও "আমি ক্ষত্রিয়, আমি মহৎ," এইরূপ ধারণা হইতে পারে না কি? কেহ কেহ এই প্রশ্ন করিয়াছেন। ব্যক্তিবিশেষের এই রূপ ধারণা হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সমগ্রজাতির কি সমাজের বিশেষ উপকার হইবে না। ব্যক্তি বিশেষের ঐ ধারণাও স্থায়ী হইবে কি না তাহাও সন্দেহ।

২০। দুঃসহ পণপ্রথা নিবারণ, আন্তর্গণিক বিবাহ প্রবর্ত্তন ও অন্যান্য সংস্কারসাধনে যে বীরত্ব, যে মানসিক বলও যে উচ্চভাবের প্রয়োজন, উপবীত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহা কায়স্থসমাজে আসিবে, এই রূপ আশা করা অন্যায় নহে।

২১। কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন, "উপবীত গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় হইব, কিন্তু ক্ষত্রিয় হইয়া ক্ষত্রিয়ের ন্যায় কি কার্য্য করিব"? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত কায়স্থের লেখা পড়াই শাস্ত্রবিহিত বৃত্তি; তাহা ত তাঁহারা চিরকালই করিতেছেন। তবে হিন্দুরাজত্বে লেখকতা প্রধানতঃ তাঁহাদেরই কার্য্য ছিল, এক্ষণ অন্যান্য জাতিও তাহা করেন, এই মাত্র বিশেষ।

২২। স্থান বিশেষে দুই একটী শূদ্রও কায়স্থসমাজে প্রবেশ করিয়াছে, ইহা সত্য। কিন্তু রক্তবিশুদ্ধির গর্ব্ব এ দেশে বর্ণগুরু ব্রাহ্মণেরাও করিতে পারেন না। যাহা হউক ব্রাহ্মণসমাজের দুরবস্থা প্রায় দূর হইয়াছে;

(খ) ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ একার্থবোধক শব্দ—
ক্ষত্র শব্দেন কায়ংস্থাদিয়েতিস্থিতি বাচকঃ।
ততঃ ক্ষত্রিয় শব্দেন কায়স্থ ইতি বোধ্যতে॥
তন্ত্রাম্বুধি।
বক্তা বলিলেন যজ্ঞোপবীত ভিন্ন আর্য্য নামের অধিকারী হওয়া যায় না। ফলতঃ নিরুপবীত কায়স্থ, কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন কি? তাহাও পারেন না, তিনি শূদ্রভিন্ন কায়স্থপদবাচ্য নহে। সম্পাদক।

(গ) ভাক্তশূদ্র অর্থাৎ লাক্ষণিকশূদ্র অর্থাৎ শূদ্রাচারী। ৩০ দিনে অশৌচ পালন ও দাস দাসী শব্দ ব্যবহারেই কায়স্থজাতির সর্ব্বনাশ হইয়াছে। উপনয়ন অভাবে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতি সম্ভূত কায়স্থ ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, তদনন্তর শূদ্রাচারী হইয়া ভাক্তশূদ্রে পরিণত হইলেন। নরকের তলদেশে নিপতিত হইলেন। অহো! কি পরিতাপের বিষয়। সম্পাদক।

(ঘ) গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থ বিপ্রমানদাঃ।
তত্ত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥
মিশ্রকারিকা।
বৌদ্ধ রাজাদিগের অত্যাচার হইতে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদিগকে রক্ষা করিতে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ নিজজাতীয় স্বার্থ অকাতরে বলিদান করিয়া যজ্ঞোপবীত ও গায়ত্রী ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাই বিপ্রমানদা—এই শ্লোকে আছে। আজ সেই কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণসমাজ আমাদের স্বধর্ম্ম উদ্ধার করিতে বাধা দিতেছেন। সম্পাদক।

এক্ষণ কায়স্থসমাজের দুর্দ্দশা ঘুচিলেই. বাঙ্গলার আর্য্যসমাজ সুস্থ ও সবল হইবে।

২৩। কেবল কুলীনই কায়স্থ, মৌলিক কায়স্থ নহে, এ ধারণা ভুল। এ বিষয়ে কুল-গ্রন্থই প্রমাণ। মিশ্রগ্রন্থাদিতে দেখা যায় যে পঞ্চ কায়স্থ ব্যতীত আরও বহু কায়স্থ এ দেশে কাণ্যকুব্জ ও অন্যান্য স্থান হইতে আসিয়াছেন। (ঙ)

২৪। সংস্কারমাত্রই হিন্দুসমাজের গর্ভে থাকিয়া করা উচিত। নিজের জিনিস ত্যাগ করিয়া পরের ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে কল্যাণ হইবে না। বিদেশীয়, বিজাতীয় আদর্শে যদি সব চুরমার করিতে চাহেন, তবে আপনারা দেশ ও সমাজের অকল্যাণ করিবেন। নিজ ধর্ম্মের সংশোধনই সংস্কার, তাহাকে বর্জ্জন করা বা সংহার করার নাম সংস্কার নহে, এ কথা আপনারা স্মরণ রাখিবেন। (চ)

২৫। অন্যান্য জাতিও সংস্কার চাহে, তাহারা হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের গর্ভে থাকিয়াই উন্নতি চাহে। ইহা বরং শুভ লক্ষণ, এই আকাঙ্ক্ষাই ভাল। ইহাতে কল্যাণাংশই অধিক। আপাততঃ অমঙ্গলের আশঙ্কা হইলেও ভাবী ফল ভাল হইবে, অনেকেরই এইরূপ বিশ্বাস। সকলেই আপন আপন জাতিকে আচার, শিক্ষা ও সভ্যতায় উন্নত করুক; তাহাতে কাহারও হিংসা দ্বেষ না থাকুক।

২৬। আমরা এই গুরুতর বিষয়ে চিন্তা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহা আপনাদিগকে

(ঙ) এই ভ্রমটী কায়স্থসমাজের উন্নতির বিশেষ পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক সভায় আমরা এই ভ্রান্ত ধারণায় অপনোদন করিয়াছি।

কুলীনশ্চ মধ্যল্যশ্চ মহাপাত্রোহচলোহপি চ।
চতস্রঃ শ্রেণয়ঃ এষাং যথা পূর্ব্বক গৌরবম্।

এই চারি শ্রেণীর কায়স্থ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও বারেন্দ্রভূমিতে যেখানে যে বাস করিতেছেন সকলেই চিত্রগুপ্তজ কায়স্থ ও উপনয়নার্হ। এই সমাজের সকলেই আমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বিরাট কায়স্থসমাজ।

সম্পাদক।

(চ) ইংরেজীবিদ্যায় সুশিক্ষিতা কেহ কেহ বলেন যে, "বর্ত্তমান সময়ে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ কায়স্থান্দোলনে সমাজের অপকার হইবেক, কারণ ইহাতে জাত্যাভিমান আরও দৃঢ়তর হইয়া সমাজে বিবাদাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে, তাঁহাদের ইচ্ছা চারিবর্ণকে একত্র করা যে তাঁহাদিগের মধ্যে আহারাদি আদান প্রদান সমভাবে চলিতে পারে।" মুষ্টিমেয় শিখদিগের মধ্যে গুরুগোবিন্দ এক সময়ে এই প্রকার একতা সংস্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ভারতীয় বিরাট চারিবর্ণে বিভক্ত হিন্দু-জাতি মধ্যে এই প্রকার একতা কি সম্ভব। সহস্রবর্ষ ব্যাপী বৌদ্ধবিপ্লবেও বর্ণমূলক জাতি বিভাগে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় নাই। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই দেখিতে পারেন যে, যে আভিজাত্যের শ্রেষ্ঠতা কেবল ব্রাহ্মণগণ মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, সেই শ্রেষ্ঠতা যজ্ঞোপবীত দ্বারা শাস্ত্রানুসারে উপযুক্ত জাতি মধ্যে বিতরিত হইয়া কতকগুলি শ্রেষ্ঠ জাতিতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে একতাসূত্রে নিবদ্ধ করিতেছে। কি প্রকারে এই একতাধর্ম্মের অনুশীলন করিতে হইবে তাহা মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রা বিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে সধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥

১২ অ০। ১০৬।

অর্থাৎ—যিনি ঋষিদিগের ধর্ম্মোপদেশ বেদ শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের সাহায্যে নির্ণয় করেন, তিনিই ধর্ম্ম জানেন, অন্যে জানে না। আমাদিগের বর্ত্তমান আন্দোলন এইভাবে চলিতেছে।

সম্পাদক।

বলিলাম। এক্ষণ যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা হয় করুন, এই মাত্র আমার বক্তব্য, ইতি।

তর্কালঙ্কারোপনামা—শ্রীকৃষ্ণচরণ শর্ম্মা।

তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার বক্তৃতাতে পুরীর মহামান্য জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য তীর্থস্বামীর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "এই শঙ্কর তুল্য মহাপুরুষ ভারতীয় সাধু মহাত্মাগণের অগ্রণী-রূপে আমাদের সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীকে দিল্লীর দরবার প্রাঙ্গনে নির্ম্মাল্য ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছেন। সম্রাট্ দম্পতীও মস্তক অবনত করিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি কেবল সাধু নহেন, তাঁহার পাণ্ডিত্যও অনন্য সাধারণ। তিনি দ্বীপান্তর যাত্রাসম্বন্ধে গভীর গবেষণাপূর্ণ একখানা পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে আর্য্যগণ অতি প্রাচীন-কালেও দ্বীপান্তর যাত্রা করিতেন, তাহা কখনও পাপজনক বিবেচিত হয় নাই। অনেক সন্ন্যাসী ও রাজা মহারাজা তাঁহার শিষ্য, তিনি শূদ্রকে কখনও দীক্ষা প্রদান করেন না। কাশীমবাজারের মহারাজের কার্য্যাধ্যক্ষ ত্যাগী, সাধুচরিত্র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইতে অভিলাষ করেন; তাহাতে স্বামীজী ঘোষ মহাশয়ের জাতি জিজ্ঞাসা করেন এবং শূদ্রকে দীক্ষা প্রদান করেন না ইহাও বলেন। ইহাতে হেম বাবু নিরাশ হইয়া বলিলেন যে তিনি কায়স্থ; দ্বিজাতি নহেন। তাহা শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, কায়স্থ দ্বিজাতি, শূদ্র নহে। কিয়দ্দিন পরে হেম বাবুর সাধুচরিত্র দর্শনে প্রীত হইয়া তিনি তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়াছেন। স্বামীজী স্বয়ং হেম বাবুর পুত্রের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন করিবেন এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কায়স্থের দ্বিজাতিত্বের এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতার প্রমাণ আর কিছু হইতে পারে না।"

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ৺কাশীধামের মহাপুরুষ ভাস্করানন্দস্বামী বিক্রমপুর বহরনিবাসী ৺চণ্ডীচরণ বসু চৌধুরীকে এবং বিখ্যাত কায়স্থ ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত বামাপদ পাল চৌধুরীকে স্বয়ং উপবীত প্রদানান্তর দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এ কথা অনেকে অবগত আছেন। ঢাকার ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামীজীও যে সকল কায়স্থকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিগকে স্বয়ং উপবীত প্রদান করিয়া দীক্ষিত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার সভাপতির বক্তব্যের লিখিত সারাংশ পাঠ করিয়া নানা শিলালিপি, তাম্রশাসন, রাজতরঙ্গিণী, আইনি-আকবরী, মুতাখরীণ ও মিশ্র গ্রন্থাদির প্রমাণ উদ্ধার করিয়া একটি বক্তৃতা করেন। এককালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে বাঙ্গলাদেশে হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির মধ্যেই যে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, এবং হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়কালে বাঙ্গলার সমাজ যে অভিনব ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহা তিনি যুক্তি প্রমাণ সহযোগে প্রদর্শন করেন। সেন রাজগণের বর্ণ নির্ণয় প্রসঙ্গেও তিনি কয়েকটী যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়াছেন। মুতাখরীণ ও আইনি-আকবরীর মতে সেন রাজবংশ কায়স্থ ছিলেন। আইনি-আকবরীতে লিখিত আছে যে, বাঙ্গলায় চারিটী কায়স্থ রাজবংশ ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়াছেন—সেনবংশ, পালবংশ, শূরবংশ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ভোজবংশ। মুসলমানগণ সেন রাজগণের হাত হইতে বাঙ্গলার সিংহাসন কাড়িয়া লন, সুতরাং তাঁহাদের বর্ণধর্ম্ম সম্বন্ধে মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের ভুল হইতে পারে

না। তাম্রশাসনাদিতে সেনরাজগণ ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় ও চন্দ্রবংশীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তাহাতেও তাঁহারা যে কায়স্থ ছিলেন তাহাই প্রমাণিত হয়। সিন্ধু, বরদা প্রভৃতি দেশে চন্দ্রবংশীয় প্রভু কায়স্থগণ "ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়" নামে অদ্যাপি পরিচিত আছেন। স্কন্দপুরাণ হইতেও জানা যায় যে, "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়" প্রভুকায়স্থদিগেরই অপর নাম। কুলগ্রন্থাদিতে বঙ্গজ সমাজের যে ইতিহাস আছে তাহাও সেন রাজগণের কায়স্থত্বই সপ্রমাণ করে।

গিরিশবাবুর বক্তৃতার পর সভাপতিকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদানান্তর সভা ভঙ্গ হয়। (ছ)

শ্রীচন্দ্রকুমার রায়, সম্পাদক।
বরিশাল কায়স্থসভা।

(ছ) নরোত্তমপুরনিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার রায় মহাশয়কে এই প্রবন্ধটী জন্য আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নাম কায়স্থসমাজে সুপরিচিত। বিজয়সেন, প্রশস্তির কয়েকটী কঠিন শ্লোকার্থ তাঁহার সাহায্যে আমরা প্রতিভায় প্রকাশ করিয়াছি। "কায়স্থসমাজ-সংস্কার-ব্রতে তিনি যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম ও অগাধ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে বোধ হয় এই দুঃসময়ে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক তিনি অধঃপতিত ব্রাহ্মণ-পদদলিত ও লাঞ্ছিত কায়স্থগণের উদ্ধারার্থে প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, যৌবনসুলভ সৌম্যমূর্ত্তি, সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য স্মেরচারুতরানন সভা মধ্যে অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করে, আমরা আশা করি, কায়স্থ মহোদয়গণ প্রধান প্রধান সভাতে তাঁহাকে আহ্বান করিবেন। যে ২৬ টী প্রকরণে তিনি কায়স্থ-সাহিত্য মন্থন করিয়াছেন, তাহা পাঠে ব্রাত্য এবং শূদ্রাচারী কায়স্থের জ্ঞানোদয় না হইলে তাঁহার উদ্ধার সুদূর পরাহত।

সম্পাদক।

স্বপ্ন-দর্শন।

(মুক্তিবিষয়ক—(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)।

(৬) যেমন—লৌহময় শৃঙ্খলেই হউক, অথবা সুবর্ণশৃঙ্খলেই বা হউক, উভয়বিধ শৃঙ্খলেই সমভাবে আবদ্ধ থাকিতে হয়, কিছুতেই বন্ধনদশার অবসান হয় না; সেইরূপ মানবগণ শুভ কিংবা অশুভ যে কোন কর্ম্মসূত্রেই আবদ্ধ থাকুক না কেন, কিছুতেই তাহাদের বন্ধনদশার অন্যথা হয় না। সুতরাং মুক্তিলাভের অধিকারীও হয় না। কর্ম্ম শুভই হউক, অথবা অশুভই বা হউক, তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না। সুতরাং বন্ধন দশারও অবসান হয় না। কেবল মাত্র নিষ্কাম কর্ম্মই বন্ধনের হেতু হয় না।

(৭) মানবগণের যতদিন পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা নিয়তই নানাপ্রকার শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও শত সহস্র কষ্টসাধ্য কার্য্য (যোগ, যাগ, তপস্যাদি) করিলেও, কদাপি তাঁহাদের মুক্তিলাভ না। (১)

(৮) শাস্ত্রাদির যথার্থ মর্ম্ম ও অভিপ্রায় বিজ্ঞাত হইয়া, নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, ব্রহ্ম তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়। এই প্রকারে নির্ম্মলাতমা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের মানসিক বিকার ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া যায়। পরিশেষে "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য বিচারপূর্ব্বক জ্ঞানের আভাস পাইয়া থাকে। (২)

(৯) দেবতাদিগের পিতামহ ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্র তৃণ পর্য্যন্ত, এই ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ, কেবল মাত্র মায়ারদ্বারাই কল্পিত হইয়াছে। কেবল—"একমাত্র ব্রহ্মই সত্য," এই জ্ঞান জন্মিলেই প্রকৃত সুখলাভ হইয়া থাকে।

(১০) যে জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি, এই মায়া-সংসারস্থিত বস্তুনিবহের, নাম এবং রূপ একবারে পরিত্যাগপূর্ব্বক, নিত্য ও নিশ্চল ব্রহ্মের পরমতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ, ঐ ব্যক্তিকে, ইহ সংসারের, শুভাশুভ কোন-কর্ম্মবন্ধনেই আর আবদ্ধ হইতে হয় না।

(১১) শত বর্ষকাল নিয়ত জপ, হোম, তপস্যা, যজ্ঞানুষ্ঠান ও শত শত উপবাসাদিতেও জীবের কদাচ মুক্তি লাভ হয় না। কিন্তু "আমি ব্রহ্ম" এই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলেই মানব মুক্তিলাভের প্রকৃত অধিকারী হইয়া থাকে। (৩)

(১২) হে প্রিয় শিষ্য! তুমি জানিবে যে, "আত্মাই সর্ব্বভূতের সাক্ষী স্বরূপ, বিভুঃ, সর্ব্বপূর্ণ, সত্যস্বরূপ, অদ্বৈত এবং পরাৎপর; এবং জীবমণ্ডলীর দেহস্থ হইয়াও, দেহস্থ নহেন।" এই জ্ঞান দৃঢ়তর হইলেই জীবের মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে।

(১৩) এই পরিদৃশ্যমান জড়জগতের, যাবতীয় পদার্থের, রূপ ও নামাদি কল্পনা, নির্ব্বোধ, জ্ঞানরাহত বালকের ক্রীড়নক সদৃশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে পুরুষ ইহা পরিত্যাগপূর্ব্বক, ব্রহ্ম নিষ্ঠাবস্থায় বিচরণ করে, প্রকৃত পক্ষে, সেই ব্যক্তিই মুক্ত পুরুষ সন্দেহ নাই।

(১৪) মানবগণ যদ্যপি মনদ্বারা কল্পিত দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিপূজার দ্বারাই মোক্ষলাভ করিবার অধিকারী হইতে পারে, তবে তাহারা কখন কখন স্বপ্নাবস্থাতেও রাজত্বপদ লাভ করিয়া থাকে; তাহাতেও ত তাহারা রাজা হইতে পারে! কিন্তু তাহা কি কখন সম্ভবপর হয়? অর্থাৎ মনঃকল্পিত সাকার দেবদেবীর (মূর্ত্তির) আরাধনায় মানবগণ কদাচ মুক্তপদ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। দেবদেবীর

(১) যগ, যজ্ঞ, তপস্যাদি কর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানিক ও তজ্জন্য তাহারা মুক্তিপ্রদ; ধর্ম্মশাস্ত্রে কথা ভূয়োভূয়োঃ বলিয়াছেন। সম্পাদক।

(২) গীতা তত্ত্বমসি মহাবাক্যের বিস্তার। ত্বং অসি অর্থাৎ তুমি তাই হইতেছ। গীতার অধ্যায় তিন সমানভাগে বিভক্ত প্রথম ষ্ট ত্বং পদার্থ অর্থাৎ জীবাত্মা কি, ২য় ষট্‌ক তৎ পদার্থ অর্থাৎ ঈশ্বর কি, এবং ৩য় ষট্‌ক অসি অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন যাকে নির্ব্বাণ বলে তাহাই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সম্পাদক।

(৩) ইহা শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত মত, কিন্তু ভারতে অনেকেই দ্বৈতবাদী অর্থাৎ সাকার ব্রহ্মোপাসক।

সম্পাদক।

উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কদাপি মুক্তিপদ লাভ হইতে পারে না। (৪)

(১৫) হে সুধীর! মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু ও কাষ্ঠাদি বিনির্ম্মিত কল্পিত দেবতা মূর্ত্তিকে যাঁহারা পরমেশ্বর জ্ঞানে অথবা তৎস্বরূপ আরাধনা করেন, সেই সকল মূঢ়মানব, অনর্থক কষ্ট মাত্র উপভোগ করিয়া থাকে। কেননা প্রকৃত পক্ষে, তত্ত্ববিজ্ঞান ব্যতিরেকে, অন্য উপায়ে কখনই মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় না। "মোক্ষধর্ম্ম নির্ণয়" প্রস্তাবে মহাদেব কহিয়াছেন—

"মৃচ্ছিলা ধাতু দার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বর বুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে॥"

(১৬) লোকে আহারাদি সংযমে ক্লিষ্টদেহ অথবা নানারসযুক্ত উপাদেয় আহারগ্রহণে পরিপূর্ণোদর হইলেও, একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন কদাচ নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না।

(১৭) বায়ু, পর্ণ, তণ্ডুলকণা অথবা নীর মাত্র পানপূর্ব্বক ব্রত ধারণ করিলে যদ্যপি মোক্ষলাভ ঘটিত, তাহা হইলে, সর্প, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ এবং জলচর জীবেরাও অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারিত।

(১৮) হে ধর্ম্মানুরাগিন্! "একমাত্র সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম সদা সর্ব্বত্র বিরাজিত" এবম্প্রকার যে জ্ঞান, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কল্প। ব্রহ্মের ধ্যানে অহঃরহ নিমগ্ন থাকা মধ্যম ভাব। ব্রহ্মের স্তব, স্তুতি এবং নাম জপাদি অধমভাব। আর—ফল, পুষ্প, দুর্ব্বাদল ও নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা যে বাহ্যপূজা করা যায় তাহা অধম হইতেও অধম বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ভবানীপতি মহাদেব ঈশানীকে কহিয়াছেন—

"উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বাহ্য পূজাধমাধমঃ॥"

(১৯) হে ধীমান! শ্রবণ কর। জীবাত্মা ও পরমাত্মার একীকরণের নামই প্রকৃত যোগ। সেবক ও সেব্যবস্তুর ঐক্যই প্রকৃতপূজা। কিন্তু "পারদৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থই ব্রহ্মময়," এই সমীচীন জ্ঞান জন্মিলেই, যোগ অথবা পূজাদির আর কিছুমাত্রও প্রয়োজন হয় না।

(২০) হে মোক্ষাভিলাষিন্! যে ব্যক্তির হৃদয়ঃকরণে ব্রহ্মজ্ঞান, অর্থাৎ পরমজ্ঞান (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞান) বিরাজিত, তাঁহার জপ, যজ্ঞ, তপস্যা, যম, নিয়ম, এবং ব্রতাদির বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন নাই। (৫)

(২১) যোগিগণ যোগবলে যখন পরমাত্মাকে "সত্যস্বরূপ" "সচ্চিদানন্দরূপ," ও "একমাত্র" পরব্রহ্ম," ইহা সম্যক্ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়, তখন স্বভাবতঃই সেই সকল মহাত্মা, পরব্রহ্মের ভাবে বিভোর হইয়া থাকে। তখন স্বভাবতঃই তাহারা পরমাত্মাতে অবস্থিত থাকে। সেই জ্ঞানময় যোগীপুরুষদিগের আর অন্য কোন প্রকার পূজা বা ধ্যানধারণার কিছুমাত্রও আবশ্যক হয় না।

(২২) যে ভাগ্যবান্ পুরুষ "নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মময়" ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার ইহসংসারে পাপই বা কি এবং পুণ্যই বা কি আছে? সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পাপ-পুণ্যের অতীত হইয়াছে। (৬) তাহার স্বর্গ বা নরক নাই এবং সেই মানবের পুনর্ব্বার আবির্ভাব নাই ও তিরোভাবও নাই। মেদিনীমণ্ডলে তাহার আরাধনার কোন বস্তুই নাই এবং সে ব্যক্তি কাহারই আরাধনীয়, এমন সে বোধ করে না। সে ব্যক্তি মায়াময় জগতের অতীত পুরুষ।

(২৩) হে প্রীতিভাজন! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, "পরমাত্মা সর্ব্বদাই মুক্ত অবস্থায় অবস্থিত, কোন বস্তুতেই কদাপি লিপ্ত নহেন।" পরমাত্মার মুক্তি বা বন্ধন নাই। কোন পদার্থ হইতেই তাঁহার মুক্তি কামনা করা যায় না। অজ্ঞান ব্যক্তিবৃন্দই যাহার তাহার নিকট হইতে আত্মার মুক্তিকামনা করিয়া থাকে। আত্মা কোথায় আবদ্ধ যে তাঁহার মুক্তি হইবে?

(২৪) পরমাত্মা স্বকীয় মায়া বলেই এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কদাচ মায়ার অধীন নহেন। দেবতাদিগের বিচার ও বিতর্ক দ্বারাও, পরমাত্মার প্রকৃততত্ত্ব জ্ঞানগম্য হইতে পারে না। পরমাত্মা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবিষ্ট বা লিপ্ত না হইয়াও, প্রবিষ্ট পুরুষের ন্যায় জগতের সর্ব্ব স্থানেই সদা বিরাজিত রহিয়াছেন।

(২৫) এই দৃশ্যমান জগতের যাবতীয় পদার্থের বহির্ভাগে এবং অন্তরে যে রূপ আকাশকে দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ ব্যোম যেমন সমুদায় পদার্থের আধারস্বরূপ বিদ্যমান

---

(৪) মহাপুরুষের এই উপদেশ আমরা সমীচীন মনে করি না, আমরা তাঁহার সহিত ঐকমত্য হইতে পারিলাম না। শাস্ত্রে আছে—

চিন্ময়স্য দ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরী রণঃ।
উপাসকনাং হিতার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥

এই শ্লোকটীর অর্থে অদ্বৈতবাদী বলেন যে, ব্রহ্মের কোনও রূপ নাই, তাঁহার আকারাদি মানুষের কল্পিত কিন্তু দ্বৈতবাদী অন্য প্রকারে অর্থ করেন। ব্রহ্মণঃ এই ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত কর্ত্তৃকারকের অর্থ সম্বন্ধ মাত্র নহে, কেন না, রূপকল্পনা শব্দের কর্ত্তার নির্দ্দেশ অবশ্য অপেক্ষিত। তাহা হইলে উক্ত শ্লোকের অর্থ এইরূপ হইতেছে—চিন্ময়, অদ্বিতীয় নিরংশ, অশরীরী ব্রহ্ম উপাসকদিগের মঙ্গলার্থে রূপের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে সমস্ত প্রধান প্রধান শক্তিপুঞ্জের আনন্দময় পুণ্যপ্রতিমা আমরা চিরকাল ভক্তিভাবে পূজা করিয়া আসিতেছি, তাহা মানুষের সৃষ্ট নহে। শ্রীকৃষ্ণ নারদকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

মায়াহ্যেষা ময়াসৃষ্টা যুন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূত গুণৈর্মুক্তং নৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি॥

হে নারদ! তুমি যে আমকে দেখিতেছ এই মায়াপ্রপঞ্চরূপ আমি-ই সৃষ্টি করিয়াছি, নচেৎ গুণাতীত আমাকে এইরূপে দেখিতে পাইতে না। অবশ্য সমস্তরূপের সম্বন্ধে আমরা এই কথা বলিতে পারি না। সম্পাদক।

(৫) এই মীমাংসা আমরা স্বীকার করিতে পারি না, কারণ ব্রহ্মজ্ঞান মনে উদয় হইলেও কর্ম্মের আবশ্যকতা নিয়ত আছে ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষেও যপ যজ্ঞাদি করিতে হইবে। শাস্ত্রকারেরা ভূয়োভূয়ঃ এই কথা বলিয়াছেন। মানুষ চিরদিন-ই অপূর্ণ, সেই পূর্ণানন্দের নিকট অগ্রসর হইতে ক্রিয়ার আবশ্যক।

উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং, যথা খেপক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং, জায়তে মুচ্যতে রাঘব!

যোগবাশিষ্ঠ—

অর্থাৎ—পক্ষী যেমন উভয়পক্ষ দ্বারা গগণে বিচরণ করে, তদ্রূপ হে রাঘব! মানুষ জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা মুক্তিপথে অগ্রসর হয়।

সম্পাদক।

(৬) মানুষ পাপ ও পুণ্যের অতীত কি প্রকারে হইবে? কারণ কর্ম্ম করিতেই হইবে, কর্ম্মের ফল পাপ ও পুণ্য। সম্পাদক।

রহিয়াছে, পরমাত্মাও তদ্রূপ নিজ সত্তাতে ইহ-জগতে অন্তর ও বাহিরের সাক্ষীস্বরূপ প্রকাশিত রহিয়াছেন।

(২৬) হে শান্তিপ্রিয়! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, পরমাত্মার বাল্যকাল, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা নাই। তিনি কখনও নূতন বা পুরাতন হন না। তাঁহার যৌবন, জরা ও বার্দ্ধক্য নাই। তিনি সদাকাল "সচ্চিদানন্দ" স্বরূপে বিকার বিহীন হইয়া, সমভাবে অবস্থিতি করিতেছেন।

(২৭) জন্ম, যৌবনকাল ও বৃদ্ধাবস্থা, কেবলমাত্র দেহেরই হইয়া থাকে। পরমাত্মার এ সকল অবস্থার পরিবর্ত্তন কখনই ঘটে না। যাহাদিগের অন্তঃকরণ মায়াজালে আচ্ছাদিত হইয়া আছে, তাহারাই কেবল এ সকল বিষয় নিরীক্ষণ করিয়াও প্রকৃত বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারে না।

(২৮) যেমন বহুপ্রকার পাত্রস্থিত সলিল-রাশির অভ্যন্তরে একমাত্র প্রভাকরের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ একমাত্র সর্ব্বময় পরমাত্মাকেও মায়াবদ্ধ জীবে, বহু প্রকার দেহাশ্রিত বলিয়া, বিভিন্নরূপ মনে করিয়া থাকে।

(২৯) জলের আন্দোলন উপস্থিত হইলে, তাহার অভ্যন্তরস্থিত প্রভাকরের প্রতিবিম্বের যেমন চাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হয়; সেইরূপ, জ্ঞানলেশ বিবর্জ্জিত মূর্খ মানবগণ স্বকীয় বুদ্ধির বিকার বশতঃ আত্মারও চাঞ্চল্য অনুমান করিয়া থাকে।

(৩০) ঘটাদির মধ্যবর্ত্তী আকাশ, ঘট ভগ্ন হইলেও, যেমন পূর্ব্ববৎ অবিকৃত থাকে; সেই প্রকার, দেহ বিনষ্ট হইলেও, আত্মা দেহস্থিতবৎই থাকিয়া যান। অর্থাৎ উভয়বিধ অবস্থাতেই আত্মা তুল্যরূপে বিরাজ করেন। আত্মার কোনরূপ ভাবান্তর বা অবস্থান্তর ঘটে না।

(৩১) মানবজীবনে আত্মজ্ঞানই মুক্তি-লাভের একমাত্র উপায়স্বরূপ, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি ইহা সম্যক্ অবগত হইতে পারিয়াছে, সেই ভাগ্যবান জনই নিশ্চিত মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাতে সংশয় নাই।

(৩২) জপ, যজ্ঞ, হোমাদি বা তপস্যাদ্বারা অথবা মন্ত্রাদি সাধনবলে, জীব কখনই মুক্তিরূপ শ্রেষ্ঠ সম্পদলাভের অধিকারী হয় না। (৭) যে মানব স্বীয় শক্তিসামর্থ্যে পরমাত্মাকে বিশেষভাবে অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছে, কেবলমাত্র সেই ভাগ্যধর নরই নিঃসংশয়ে মুক্তি লাভ করিতে পারে।

(৩৩) আত্মাই যাবতীয় জীবের পরম প্রিয় পদার্থ। আত্মা ব্যতিরেকে বিশ্বে অপর কোন পদার্থই প্রিয় নহে। আত্মা-সম্বন্ধ আছে বলিয়াই অপর লোকে প্রিয় হইয়া থাকে। আত্মার বিশেষভাবে সংযোগ থাকা হেতু পুত্র কলত্রাদি অধিকতর প্রিয় হইয়া থাকে।

(৩৪) হে সত্যনিষ্ঠ! হে সুবোধ! এই বিশ্ব মায়াময়। মায়ার প্রভাব বশতঃই, জ্ঞান,

(৭) কেবল কর্ম্ম দ্বারা মানুষ মোক্ষাধিকারী হইয়াছে। গীতা বলেন—

"কর্ম্মনৈব হি সংসিদ্ধিং আস্থিতা জনকাদয়ঃ।"

তৃতীয় অঃ।

জনক, ভগীরথ, অশ্বপতি, অজাতশত্রু রাজর্ষি সকল কেবল কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মুক্তি-লাভ করিয়াছেন। যপ, যজ্ঞ, তপস্যাদি দ্বারা মুক্তি হয় না, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। সম্পাদক।

জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই তিনটী পৃথকভাবে প্রতীয়মান হইতেছে। এই তিনটীর বিষয় সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে, একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। অপর কোন বস্তুর সত্তা দেখা যায় না।

(৩৫) চিন্ময় আত্মাই—"জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা," ইহা যাহার উত্তমরূপ জ্ঞানগম্য হইয়াছে, সেই মহাত্মাই আত্মবিৎ; অর্থাৎ তাঁহাকেই প্রকৃত পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানী কহা যায়।

(৩৬) একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই নির্ব্বাণ মুক্তির প্রত্যক্ষ কারণ। (৮) হে কৃষ্ণ! তুমি আমার পরমপ্রিয় শিষ্য;—এই নিমিত্তই আমি তোমার নিকট, মুক্তিলাভের মূলীভূত কারণ তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে উপদেশ দিলাম। কুটচক্র, বহূদক, হংস ও পরমহংস, এই চতুর্ব্বিধ অবধূতের পক্ষেই এই ব্রহ্মজ্ঞান পরম রত্ন বলিয়া জানিবে।

অদ্য আর অধিক কহিব না। সময়ান্তরে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে। এই উপদেশ স্মরণ রাখিও। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা দুই সহোদর সর্ব্বদা জয়যুক্ত হও।

এমন সময়ে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখি, নিদাঘ-মধ্যনিশার কোমল, ধীর ও মৃদু নৈশ-সমীর প্রবাহিত, স্নিগ্ধ-শুভ্র-কোমল-চন্দ্রিকা-বিধৌত, সেই হর্ম্ম্য শিখরেই শয়ন করিয়া আছি। আমার সুখদুঃখভাগিনী, আমার সংসারের একমাত্র কল্পলতিকা, আমার শান্তির স্থল—আমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। তিনি পরমসমাদরে, প্রফুল্ল-আস্যে-মধুর হাস্যে, আমার কর ধারণপূর্ব্বক কহিলেন—"রজনী অধিক হইয়াছে, শয়ন করিবে চল।"

দেখিলাম—আমার মস্তকের উপরিভাগ হইতে চন্দ্র নক্ষত্র তখন অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। তখন প্রিয়তমার সহিত ধীরে ধীরে শয়নমন্দিরে গমন করিলাম। ইতি।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা।

(৮) কেবল তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি হইবে না, কর্ম্ম ও ভক্তি আবশ্যক। এই সুদীর্ঘ ৩৬ দফার মধ্যে ভক্তির নাম গন্ধ পাইলাম না। বড়ই পরিতাপের বিষয়, "ভক্তি ভিন্ন মুক্তি নাই" লোকে সাধারণতঃ এই প্রকার বলিয়া থাকে। ভক্তি কি? ঈশ্বরে আসক্তির নাম ভক্তি, এই সরস ভক্তি ভিন্ন, শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানে মানবের উত্তমা গতি হয় না। গীতার ১২শ অধ্যায়ের ভক্তিযোগে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি, ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন, মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা, মৃত্যু সংসার সাগরাৎ।

ভক্তিসহকারে ঈশ্বরে মম সমর্পণ করিয়া, কর্ম্ম করিলেই মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। সম্পাদক।

কায়স্থকিঙ্কর সেন।

ইংরেজ শাসনকালে বঙ্গবাসী সাধারণতঃ ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। যদিও কায়স্থ বীর সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস সুদূর ব্রাজিলভূমিতে যথেষ্ট শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করতঃ জগৎবাসীর সম্মুখে বাঙ্গালীজাতির ভীরুতাপবাদ কতকাংশ অপ-

নোদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তথাপি বাঙ্গালীজাতির সাধারণ কলঙ্ক সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয় নাই। কিন্তু চিরকাল বাঙ্গালী জাতি এই প্রকার ভীরু ও দুর্ব্বল ছিল না—পাঠান ও মোগল রাজত্বকালেও বাঙ্গালী কায়স্থগণের আশ্চর্য্য বীরত্ব দর্শনে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের সেই বীরত্বের সংক্ষিপ্ত অথচ মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আজি আমরা গৌড়বঙ্গের ভোজ, শূর পাল ও সেনবংশীয় স্বাধীন কায়স্থ নরপতিগণের কথা বলিতেছি না, অথবা যিনি পাঠান রাজত্বকালেও পাঠানশক্তি সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত করতঃ কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৌড়সিংহাসনে স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সেই কায়স্থকুলসম্ভূত রাজা গণেশের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি না, কিম্বা ইতিহাস প্রসিদ্ধ দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থবীর রাজা প্রতাপাদিত্য, চাঁদরায় কেদাররায়, চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র বসু, ভূলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্য শূর, অথবা ভূষণার মুকুন্দদেবের বীরত্ব ব্যাখ্যানেও নিযুক্ত নহি, অথবা কায়স্থবীর সীতারাম রায়, মোহনলাল কিম্বা শ্যামসুন্দরের অপূর্ব্ব বীরত্ব লিপিবদ্ধ করিতেও লেখনীধারণ করি নাই,—আজি যাঁহার বীরত্ব, তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার কাহিনী পাঠকগণ সমীপে উপস্থিত করিতেছি তিনি পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না—তথাপি তাঁহার নাম আমাদের ঐতিহাসিক গবেষণার অভাবে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ মধ্যে সেনবংশীয় কায়স্থগণ শ্রেষ্ঠ মৌলিকের আসনে উপবিষ্ট আছেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে শাণ্ডিল্য, অত্রি, বাসুকী, আলম্যান, কাশ্যপ, ধন্বন্তরি ও মৌদ্গল্য গোত্রের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। বঙ্গীয় সুপ্রসিদ্ধ সেন রাজবংশ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। আধুনিক শাণ্ডিল্য সেনবংশের সহিত সেনরাজবংশের সম্পর্ক অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। অত্রি ও বাসুকী গোত্রীয় সেনগণের বীজপুরুষ রমানাথ সেন। এই দুই গোত্রীয় সেনগণকে একইবংশীয় বলিয়া অনুমান হয় কারণ বীজপুরুষের নামের সমতা পরিদৃষ্ট হইতেছে, অনুসন্ধান করিলে অন্যান্য পুরুষের নামেরও ঐক্যতা আবিষ্কৃত হইতে পারে। অন্যান্য গোত্রীয় সেন বংশের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সেন বংশসমূহের সম্বন্ধ আলোচনা করাও আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সকলে একই বংশের ভিন্ন ভিন্ন শাখা নাও হইতে পারেন। আমাদের আলোচ্য কিঙ্কর সেন পূর্ব্বোক্ত কোন্ সেন বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাহা পরে বলিব। রিয়াজ-উস্ সালাতিন নামক পারসীভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থের গ্রন্থকার গোলাম হোসেন তাঁহার ইতিহাসে কিঙ্কর সেনের কিরূপ পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন আমরা প্রথমতঃ তাহাই এস্থলে প্রদর্শন করিব।

নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সুবাদারী আমলে জিয়াউদ্দীন খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তি হুগলীর স্বাধীন ফৌজদার এবং কিঙ্কর সেন তাঁহার অধীনস্থ পেস্কার ছিলেন। পাতসাহের অনুমতিক্রমে নবাব, জিয়া খাঁকে পদচ্যুত করিয়া অলীবেগনামক জনৈক ব্যক্তিকে তৎস্থলাভিষিক্ত করিলে অলীবেগ হুগলীতে উপনীত হইলেন এবং জিয়া খাঁ দিল্লীযাত্রার উদ্দেশ্যে দুর্গ পরিত্যাগ করিলেন।

অলীবেগ ফৌজদার হইয়া কিঙ্কর সেনকে রাজস্বসংক্রান্ত এবং সেরেস্তার অন্যান্য কাগজসহ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার সাহায্য করার অপরাধে জিয়া খাঁকে দিল্লী গমনে বাধা প্রদান করিলেন। ইহাতে উভয় পক্ষ মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। জিয়া খাঁ ও কিঙ্কর সেন ফরাসডাঙ্গা ও চুঁচুড়ার মধ্যস্থলে ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীর সাহায্যে শিবির সংস্থাপন করতঃ সৈন্যসহ যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই বিদ্রোহের বিষয় অবগত হইয়া অলীবেগ নবাবের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—এবং জিয়া খাঁর শিবির হইতে দেড়ক্রোশ দূরে ইদ্গানামক মাঠে দেবী দাসের পুকুরের ধারে সসৈন্যে শিবির সংস্থাপন করিলেন। এইরূপে পদচ্যুত ফৌজদার ও নব নিযুক্ত ফৌজদার পরস্পরের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করতঃ উভয়েই গড়বন্দী ভাবে পরস্পরের আক্রমণের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে জিয়া খাঁর প্রতিনিধি মোল্লা তরসন্ তুরানী ও কিঙ্কর সেন ওলন্দাজ ও ফরাসীগণের নিকট হইতে গোপনে গোলাগুলি ও অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহপূর্ব্বক অগ্রগামী হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। অলীবেগ কিঙ্কর সেনের যুদ্ধকৌশলের বিষয় পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন, সুতরাং নবাবের সাহায্য প্রতীক্ষায় বিপক্ষের সৈন্য আক্রমণে বিরত থাকিয়া কেবলমাত্র আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে কিঙ্কর সেনের আক্রমনে অলীবেগের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল, কিন্তু দলিপ সিংহ হাজারী নবাবের নিকট হইতে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ অলীবেগের সাহার্য্যার্থে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় অলীবেগ কথঞ্চিৎ বিপন্মুক্ত হইলেন। দলিপ সিংহ হাজারী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক পত্র প্রেরণ করিলেন। তাহাতে তাঁহারা দলিপ সিংহের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন—এবং কৌশলে জিয়া খাঁর দ্বারা দলিপের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন—সুতরাং দলিপ অসতর্ক ও অসাবধান হইলেন। এদিকে ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগের কুট-মন্ত্রণা দ্বারা পরিচালিত হইয়া জিয়া খাঁ একটি প্রতিনিধি দ্বারা একখানি পত্র দলিপ সিংহকে অতি প্রত্যুষে প্রেরণ করিলেন। পত্রখানি দলিপ সিংহের হস্তে প্রদান করিবার জন্য পত্রবাহককে বিশেষরূপে বলিয়া দিলেন।—পত্রবাহককে চিহ্নিত করিবার জন্য তাহার মস্তকে লাল শালের পাগড়ী বান্ধিয়া দিয়া তৎপ্রতি-দূরবীক্ষণ দ্বারা লক্ষ্য রাখা হইল। একটী সুবৃহৎ কামান বারুদ ও গোলাতে পূর্ণ করিয়া শত্রু শিবিরাভিমুখে সংস্থাপিত করা হইল। একজন সুদক্ষ ইংরাজ গোলন্দাজ সঙ্কেতমত কামান দাগিবার ভার গ্রহণ করিল। দলিপ সিংহ স্নান করিবার জন্য মস্তকে ও শরীরে তৈল মর্দ্দন করিতেছিলেন,—এমন সময় জিয়া খাঁর পত্রবাহক তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্তে পত্র প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ জিয়া খাঁর গোলন্দাজ লাল পাগ লক্ষ্য করিয়া তোপধ্বনি করিল। নিক্ষিপ্ত গোলা দলিপ সিংহের জানুদেশে পতিত হওয়ায় তাঁহার মৃত দেহ বাতাসে উড়িয়া গেল। উক্ত প্রকারে সেনাপতির আকস্মিক মৃত্যুতে দলিপ সিংহের ও আলীবেগের সৈন্যগণমধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হইল। সুযোগ বুঝিয়া কিঙ্কর

সেন প্রভৃতি জিয়া খাঁর সেনাপতিগণ অলীবেগকে ভীষণবেগে আক্রমণ করিলেন। অলীবেগ উপায়ান্তর না দেখিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করতঃ ভয় ব্যাকুলিত-চিত্তে দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে অলীবেগ দুর্গমধ্যে পলায়ন করিলে জিয়া খাঁ শঙ্কাশূন্য হইয়া দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন কিঙ্কর সেনও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। দিল্লীতে উপনীত হইবার কতিপয় দিবস পরেই জিয়া খাঁর মৃত্যু হইল। তাঁহার দেহান্তর হইলে এই বিবাদের মূলাধার হুগলীনিবাসী কিঙ্কর সেন দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মুর্শিদাবাদ গমন করতঃ নিঃশঙ্কচিত্তে নবাব জাফর খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এবং দরবারমধ্যে বাম-হস্ত দ্বারা নবাবকে অভিবাদন করিলেন। কিঙ্কর সেন বলিলেন "যে হস্ত দ্বারা পাত সাহকে অভিবাদন করিয়াছি সে হস্ত দ্বারা অন্য কাহাকেও অভিবাদন করা অসঙ্গত।" নবাব তাঁহার প্রাক্তন ও বর্ত্তমান অসদ্ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু কিঙ্কর সেনের অপারসীম ক্ষমতার কথা অবগত হইয়া থাকায় তাঁহাকে কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না। বরং বাহ্যিক প্রীতি প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে পারিতোষিক প্রদান করতঃ হুগলীর চাকলাদারের পদে নিযুক্ত করিলেন। কিয়দ্দিবস অতীত হইলেই নবাব শালতামামির সময় হালবকয়া রাজস্ব ও সায়রকর তদ্ভিন্নরূপের অভিযোগ আনয়ন করিয়া কিঙ্কর সেনকে কৌশলে কারারুদ্ধ করিলেন, এবং বলপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রবল বিরেচক ঔষধ সেবন করাইয়া কঠোর স্বভাব প্রহরীর তত্ত্বাবধানে রাখিলেন। কিঙ্কর ঐ ঔষধ সেবনের কিয়ৎকাল পরেই ক্রমাগত দাস্ত হওয়ায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দ বা তাহার সমকালে তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ফরাসডাঙ্গায় "কিঙ্কর সেনের গড়" নামক একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অত্রগোত্র সেনবংশ বর্ণনায় একজন কিঙ্কর সেনের এই প্রকার বিবরণ উক্ত হইয়াছে, যথা

"দুর্দ্দান্তা মত বিক্রমা বহতি প্রাপ্তক্ষণঃ কিঙ্করঃ।
কান্তি এবান্ত যশোধরাধর শিরো জাতো বলী
শঙ্কবাৎ॥"

এই কিঙ্কর সেনকে আলোচ্য কিঙ্কর সেন হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা।

নিবেদন।

বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ সমাজপতিদিগের শ্রীচরণে শত শত প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন,—

সংবাদপত্রে দেখিলাম সম্প্রতি ঢাকা জিলার একজন উচ্চশিক্ষিত; ধনবান পরম বুদ্ধিসম্পন্ন, রাজদ্বারে এবং সমাজে সুপ্রতিষ্ঠ বর্ষীয়ান্ কায়স্থ ভদ্রলোক (ক) সপ্তষষ্ঠি বৎসর বয়সে চতুর্থপক্ষে একটী ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আরও শুনিলাম যে ঐ ভদ্রলোক স্থানীয় কায়স্থসভায় সভাপতি এবং ক্ষত্রিয়াচার সম্পন্ন। দুঃখের বিষয়, আমরা ঐ ভদ্রমহাশয়ের সহিত আদৌ পরিচিত নহি এবং তাঁহার পারিবারিক কোন সংবাদ অবগত নহি। এই বিবাহ সম্বন্ধে সামাজিকভাবে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে, এবং আমরা আমাদের সেই বক্তব্য বিনীতভাবে সামাজিক মহাশয়দিগের সমীপে নিবেদন করিতেছি। যদি আমাদের বলিবার রীতির বা ভাষার কোন দোষ থাকে, তাহা সুধীগণ মার্জ্জনা করিবেন এই প্রার্থনা।

প্রথমেই বলিয়া রাখা উচিত যে ব্যক্তিগতভাবে ঐ ভদ্রলোক সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে অভিলাষী নহি এবং তাঁহার এই কার্য্য আমাদের অভিপ্রেত হউক বা না হউক, তাঁহার ব্যক্তিগত কার্য্য সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে আমাদের অধিকারও নাই। সুতরাং এই নিবেদনে তাঁহার প্রতি কোনরূপ ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ করিবার কোন ইচ্ছা আমাদের নাই।

সকল সমাজেই বিবাহ একটী সামাজিক ব্যাপার, সুতরাং কাহারও বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার সামাজিকমাত্রেরই আছে। মুসলমান বা খৃষ্টান সমাজে বিবাহ বর ও কন্যার মধ্যে একটী চুক্তি মাত্র (Civil Contract) হইলেও তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে তত্তৎসমাজের সামাজিক ব্যক্তিবর্গের অধিকার আছে, কিন্তু হিন্দুসমাজে বিবাহ একটি প্রধান সংস্কার, ধর্ম্মোপার্জ্জনের উপায় এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। সুতরাং হিন্দুসমাজে বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে সামাজিকগণ কেবল অধিকারী তাহা নহে; লোকতঃ এবং ধর্ম্মতঃ বাধ্য।

হিন্দুসমাজে বিবাহ দশবিধ (বৈদিক সময়ে চতুর্দ্দশবিধ) সংস্কারের মধ্যে একটি প্রধান সংস্কার, বৈদিক সাহিত্যে যাঁহাদের জ্ঞান সর্ব্ববাদিসম্মত, তাদৃশ অনেক পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, কোন পুরুষ বা স্ত্রীর একাধিকবার বিবাহে অধিকার নাই (খ) আধুনিক সময়ের অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ শ্রীশ্রীদয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিজী স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ক্ষতবীর্য্য-পুরুষ ও ক্ষতযোনি-স্ত্রীরপক্ষে পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। তাদৃশ পুরুষ অথবা স্ত্রীর পুত্রাভিলাষ থাকিলে শাস্ত্র-সম্মত "নিয়োগ"-ই ব্যবস্থা। অক্ষতযোনি ব্রহ্মচারিণী স্ত্রীর সহিত অক্ষতবীর্য্য ব্রহ্মচারী পুরুষের বিবাহই বেদসম্মত সংস্কার। স্মৃতিশাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, অস্খলিতবীর্য্য ব্রহ্মচারীকেই কন্যা প্রদানের বিধান আছে। এই বিবাহের আদর্শ যে অত্যুৎকৃষ্ট, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই তবে শাস্ত্রে অবস্থা বিশেষে মৃতদার পুরুষের বিবাহের ব্যবস্থাও আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা কিন্তু নিকৃষ্ট কল্প। শাস্ত্রে মৃতভর্ত্তৃকা মহিলারও পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা আছে,—ইহাও নিকৃষ্ট কল্প।

হিন্দুসমাজে, যে কারণেই হউক, উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ অনেক দিন হইতে অপ্রচলিত আছে। পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বর-

(ক) ইনি পূর্ব্ববঙ্গের কায়স্থসভার সভাপতি রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর বি-এ, বি-এল। সম্পাদক।

(খ) এই সনাতন সত্যটী কায়স্থসমাজের অঙ্গে খোদিত করিতে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় আমরা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়াছি। সম্পাদক।

চন্দ্রবিদ্যাসাগর এবং তন্মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের চেষ্টায় "বিধবা-বিবাহ" রাজদ্বারে বিধিসিদ্ধ বলিয়া স্থির হইলেও সমাজে উহা এখনও চলে নাই। কতকগুলি সহৃদয় পুরুষ বালবিধবার নানাপ্রকার ক্লেশ এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অধঃপতন দৃষ্টে হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে অভিলাষ করেন, সমাজের অনেক ব্যক্তি রক্ষণশীলতা বা কুসংস্কারবশে হিন্দুধর্ম্মের, হিন্দুমহিলার অপ্রতিম পতিব্রত ও ব্রহ্মচর্য্যের মহিমার এবং হিন্দুবিবাহের উচ্চ আদর্শের দোহাই দিয়া ঐরূপ বিবাহ প্রচলনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, যাঁহারা এইরূপ বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করেন, তাঁহারাও বিধবাবিবাহ পক্ষপাতিগণের ন্যায় আর্যধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দেন, কদাপি দেশাচারের দোহাই দেন না। আর্যধর্ম্মশাস্ত্রে হিন্দুবিধবাদিগের পক্ষে (১) ব্রহ্মচর্য্য, (২) সহমরণ, (৩) পুনর্বিবাহ এই ত্রিবিধ গতি নির্দ্ধারিত আছে এবং ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্প, সহমরণ মধ্যম কল্প ও পুনর্বিবাহ নিকৃষ্ট কল্প তাহাও লিখিত আছে। ইহার মধ্যে সহমরণ রাজবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর যে উপপুরাণের বাক্যানুসারে দত্তাকন্যার পুনর্দ্দান নিষিদ্ধ বলিয়া বিধবাবিবাহও নিষেধ হইয়াছে বলিয়া রক্ষণশীল সম্প্রদায় দোহাই দেন, সেই উপপুরাণের সেই বাক্যাবলীর মধ্যেই দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যাঁহারা দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য মাত্র বালবিধবাদিগের একমাত্র গতি বলিয়া বিধান দেন, তাঁহারা শাস্ত্রের ব্রহ্মচর্য্য নিষেধাত্মক বাক্যাবলী স্মরণ করেন না। আবার ঐ উপপুরাণে কমণ্ডলুধারণ, বানপ্রস্থাশ্রম বা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণও প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। অথচ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসাশ্রমের মহাত্মাগণ-ই অধুনা সে কালের ঋষি মহর্ষিগণের ন্যায় সমাজে পূজা ও প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইতেছেন। প্রকৃত কথা এই যে, আধুনিক হিন্দুসমাজে প্রকৃত শাস্ত্র-বিধি চলিতেছে না, দেশাচার-শাস্ত্রবিহিত-ই হউক, বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ-ই হউক, অদম্যবিক্রমে একাধিপত্য করিতেছে।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, আমরা উপস্থিত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে চলিয়া যাইতেছি এবং বিধবাবিবাহের ওকালতী করিবার অভিপ্রায়ে বৃথা বাগাড়ম্বর করিতেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা অবান্তর বিষয়ে যাই নাই—মনীষিবর্গের নিকট একটু ধৈর্য্য ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনা করি, তাঁহারা আমাদের বক্তব্যের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন। যাহা হউক আমাদের সমাজের অর্থদক্ষ সামাজিকমণ্ডলী কোন অবস্থাতেই দ্বাদশ বা তন্নান বর্ষীয়া বিধবাবালিকারও বিবাহ চালাইতে প্রস্তুত নহেন। "প্রতিভা"য় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয়ের "নিরঞ্জন বালা" নাম্নী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা প্রকাশিত হওয়ায় এবং উক্ত বিষয়ে সম্মানভাজন সুশিক্ষিত ও বর্ষীয়ান্ সম্পাদক মহাশয়ের নিতান্ত সংযত মন্তব্য পত্রস্থ হওয়ায় অনেক কায়স্থ মহাশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, দেখিয়াছি। এক্ষণে আমি সেই সকল সামাজিক কায়স্থ মহাশয়দিগকে সসম্মানে জিজ্ঞাসা করিতেছি—এই সপ্তবর্ষ বৎসর বয়স্ক সুশিক্ষিত পুরুষের পক্ষে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকার পাণিপীড়ন কি শাস্ত্রসম্মত, না সামাজিক শোভন ব্যাপার, বা দেশের বা সমাজের পক্ষে উহা আদর্শ, না লোকমঙ্গলকর, অথবা ধর্ম্মবর্দ্ধক? এরূপ বিবাহ হিন্দুসমাজে বিরল নহে,—তাহাও আমরা অবগত আছি। সেদিন একজন দেশপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক বানপ্রস্থাশ্রমোচিত বয়সে একটি অল্পবয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং অত্যল্পকাল পরে ঐ বালিকাবধূ কোন অজ্ঞাত কারণে উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়া পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন, তাহাও সংবাদপত্রে দেখিয়াছি। এরূপ অসঙ্গত, অধর্ম্মজনক এবং অন্যায়ানুমোদিত বিবাহ হিন্দুসমাজে বিশেষতঃ উচ্চ শ্রেণীতে বিরল নহে বলিয়াই ইহার প্রতি সামাজিকবৃন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। বাইবেলে কথিত আছে Three Scores and Ten বা সপ্ততিবর্ষ মানব পরমায়ু। সাধারণতঃ দেখা যায় পঞ্চাশৎ হইতে সপ্ততিবর্ষের মধ্যে লোকের মৃত্যু হইলে সেরূপ মৃত্যুকে কেহ "অকাল মৃত্যু" বলিতে পারে না। এই বর্ষীয়ান্ বর মহাশয় আর কতদিন জীবিত থাকিবেন? নববধূর অদৃষ্টে বৈধব্য অতি স্পষ্টাক্ষরেই লিখিত রহিয়াছে বুঝিতে পাওয়া যাইতেছে। এরূপ বিবাহে বালবিধবাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এইরূপ বিবাহ সমাজের পক্ষে শুভকর কি না তাহা সামাজিকগণের বিবেচ্য। কিন্তু আমরা মনে করি, ইহা সমাজের পক্ষে বিষম অনর্থকারক।

যদি এই বিবাহ সমাজের পক্ষে গর্হিত ও অশুভকর বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সামাজিকগণ কিরূপে এই প্রথার উচ্ছেদ করিবেন, তাহা স্থির করুন। একটি বালবিধবার বিবাহ হইলে, সামাজিকগণ বর, কন্যা, উভয়পক্ষের আত্মীয় এমন কি বিবাহ-সভায় উপস্থিত জনগণেরও অতি কঠিন সামাজিক দণ্ড বিধান করেন। আমাদের সমাজে সাধারণতঃ নারীজাতি অশিক্ষিত এবং সর্ব্বপ্রকারে পুরুষের মুখাপেক্ষী। আমাদের শাস্ত্রে নারীজাতির প্রবৃত্তি-বিশেষ পুরুষাপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক বলিয়া কথিত আছে এবং তাহাদিগের পক্ষে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম—পাককরা, গৃহকর্ম্ম, সন্তানপালন, পতিসেবা ও গুরুশুশ্রূষা—ভিন্ন অন্য অবলম্বন নাই। এরূপ অবস্থায় সহায়-বিরহিত-অবীরা-অশিক্ষিতা-যুবতী রমণী পত্যন্তর গ্রহণ করিলে তাহা সমাজের চক্ষুতে যেরূপ অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহার তুলনায় বর্ষীয়ান্, সুশিক্ষিত, কর্ম্মকুশল ও সাংসারিক এবং সামাজিক শতকার্য্যে নিযুক্ত বুদ্ধিমান্ পুরুষ-জীবনের অন্তিমকালে প্রবৃত্তিবিশেষের চরিতার্থতা জন্য একটি নিরীহ বালিকাকে বিবাহ করিলে, তাঁহার অপরাধ কতগুণ অধিক নিন্দনীয়, তাহা কি সমাজ দেখিবেন না? সমাজ নিশ্চয়-ই ইহা দেখিবেন। নচেৎ পক্ষপাতজনিত পাপে এবং মাতৃস্বরূপিনী নারীজাতির অভিসম্পাতে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য্য।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বর সমাজের, শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার অপরাধ ক্ষম্য বা উপেক্ষার যোগ্য নহে। গীতাশাস্ত্র যথার্থ-ই বলিয়াছেন,—

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে, লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

সাধারণ লোকে শ্রেষ্ঠ লোকের দৃষ্টান্তের সর্ব্বদাই অনুসরণ করিয়া থাকে। সুতরাং সমাজে পাপ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

ইয়ুরোপীয় সমাজে বর্ষীয়ান্ ব্যক্তির বিবাহ হয়, কিন্তু বর্ষীয়ানীর সহিত; উভয়ের ইচ্ছা মত, চুক্তি মত, সুবিধা বিবেচনায় সে বিবাহ হইয়া থাকে। সে বিবাহে কোন পক্ষের কিছু-মাত্র ক্ষতি হয় না। হিন্দুসমাজে এইরূপ বিবাহে বালিকার সম্পূর্ণ অনভিমতে তাহার পিতা বা অভিভাবক তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে।

পুনশ্চ,—কায়স্থসমাজ সম্প্রতি সামাজিক কুসংস্কার, কুরীতি প্রভৃতি ভুলিয়া গিয়া, নবোৎসাহে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করতঃ অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই সময়, নবজাগরিত কায়স্থসমাজের নেতা বলিয়া পরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির এবম্প্রকার আচরণের সুবিচার জন্য সামাজিকবর্গের নিকট এই নিবেদন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। কায়স্থসমাজের দুর্নীতি দূর করিবার সাহস ও সামর্থ্য ভগবান্ আমাদের সামাজিকবর্গকে প্রদান করুন। নিবেদন ইতি।

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

আদর্শ বিবাহপ্রথা।*

টাকীশ্রীপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সৌরীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর সহিত পরলোকগত রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পৌত্রী শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন ঘোষ উকীল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী লীলাময়ীর শুভ-বিবাহ গত ১০ই মার্চ্চ বুধবার ঢাকানগরে রায় বাহাদুরের ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। সৌরীন্দ্রনাথ মধ্যপ্রদেশে একটী এসিষ্টাণ্ট কমিসনারপদে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার পিতা হরেন্দ্রবাবু নাগপুরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার। হরেন্দ্রবাবু অবস্থাপন্ন লোক, দেশেও তাঁহার প্রচুর ভূসম্পত্তি আছে। নিতান্ত সুখের বিষয় এই যে এই বিবাহে পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষ হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। টাকা পয়সা বা অলঙ্কারাদি সম্বন্ধে কোন কথাই হয় নাই। বরপক্ষ কন্যা দেখিয়া পছন্দ করিলেন, তাহাতেই সম্বন্ধ স্থির হইল। কন্যাপক্ষ যাতায়াত খরচ দিতে চাহিয়াছিলেন, বরপক্ষ তাহাও গ্রহণ করেন নাই। ঢাকাতে চলন করিয়া কন্যাপক্ষের বাড়ীতে যাওয়ার ব্যয়ও পাত্রপক্ষই বহন করিয়াছেন। সত্যপ্রসন্নবাবু চলনের আয়োজন করিয়া পাত্র আনিতে পাঠাইলেন, পাত্রপক্ষ বলিলেন, "সে কি, আমরাই যে চলন করিয়া যাইব, সে ব্যয় আমাদের, ইহাই আমাদের নিয়ম।" সত্যপ্রসন্নবাবুর আগ্রহে অগত্যা দুই পক্ষের আয়োজন মিলিত হইয়া চলনটী সুবৃহৎ হইল।

হরেন্দ্রবাবু পুত্রের বিবাহ কলিকাতাতে করাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যপ্রসন্নবাবু শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন তাহাতে অসুবিধা জানাইলে হরেন্দ্রবাবু ঢাকাতে আসিয়া পুত্রের বিবাহ করাইতে স্বীকৃত হইলেন। তখন এই কথাটী মাত্র রাখিলেন যে বিবাহের পর দিনই ঢাকা হইতে পুত্র ও পুত্রবধূসহ ফিরিবেন, যেন ফুলশয্যা কলিকাতাতে হইতে পারে। বিবাহের চুক্তির মধ্যে এই একটী কথা মাত্র হইয়াছে।

বিবাহ হইল; কিন্তু বিবাহকালে, তৎপূর্ব্বে বা পরে কোন বিষয় লইয়া একটু তর্কও হইল না। যশোহর ও বিক্রমপুরে বিবাহপ্রথার সামান্য প্রভেদ আছে, কিন্তু সকল কথাই উত্থাপিত হইতেই মীমাংসিত হইল। হরেন্দ্রবাবুর কতিপয় জ্ঞাতি-বন্ধু ও তাঁহার ভগ্নীপতি লক্ষ্ণৌর স্বনাম প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ওদেদার বরযাত্রীরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সৌজন্য ও বিনয়পূর্ণ ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন। এমনটী ঢাকায় কেহ দেখেন নাই।

সত্যপ্রসন্নবাবু কন্যাকে কি অলঙ্কার পত্র দিলেন, জামাতাকে কি দানসামগ্রী দিলেন, বরপক্ষীয়গণ তৎপ্রতি লক্ষ্যও করেন নাই। করিবেনই বা কেন? কন্যাদাতার কন্যাদানই প্রধান কর্ত্তব্য; তদুপরি যাহা দিতে পারিয়াছেন তাহা দিয়াছেন, তাহার আবার বিচার কি? পূর্ব্ব কথা অনুসারে বিবাহের পরদিন ৯টার মধ্যে বাসীবিবাহ করাইয়া হরেন্দ্রবাবু নববধূসহ কলিকাতা যাত্রা করিলেন, কিন্তু দানসামগ্রীর সকল জিনিসপত্র নিতে চাহিলেন না। তিনি বলিলেন, "আমার বউ মা যখন যখন ঢাকা আসিবেন তখন তিনি এই সব জিনিস ব্যবহার করিবেন, এই সব আপনার কাছেই থাকুক। এসকল জিনিস লইয়া যাওয়াও আমাদের পক্ষে দুষ্কর।" অগত্যা সত্যপ্রসন্নবাবুর আগ্রহে তিনি রূপা, তামা, কাঁসা, পিতল ও পাথরের জিনিষগুলি লইয়া যাইতে রাজি হইলেন। সত্যপ্রসন্নবাবু কিন্তু খাট ও অন্য দুই একটী ভারী জিনিস ব্যতীত আর সমস্তই প্যাক করিয়া ষ্টেসনে পাঠাইলেন। কুলীন কুলীনের বাড়ীতে যে সামাজিক মর্য্যাদা পাইয়া থাকেন বরপক্ষ তাহাও নিলেন না।

জামাতা কন্যাসহ চলিয়া গেলেন। কন্যাপক্ষীয়গণ অতিমাত্র আনন্দিত, বিস্মিত ও লজ্জিত হইয়া যেন বরবধূকে বিদায় দিলেন। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের পুত্রসম্পত্তিশালী মহাজনদিগের, বিশেষতঃ তদ্রূপ কুলীনদিগের চৈতন্য সঞ্চারের জন্যই এই বিবাহের বিবরণ সবিশেষ লিখিলাম। আমরা বরপক্ষকে তাঁহাদের উদারতা ও সৌজন্যের জন্য অশেষ ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছি।

যশোহরসমাজে বর, বিবাহের দিন হইতে দশ দিন পর্য্যন্ত মাংস ভক্ষণ করেন না। এ জন্য বরপক্ষের কেহই কন্যার বাটীতে মাংস

* এই বিবাহটী কি প্রকারে আদর্শ মধ্যে পরিগণিত হইল, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থবিবাহে বরপণ প্রায়শঃ গৃহীত হয় না, কিন্তু এই বিবাহটী ক্ষত্রিয়াচারে কি শূদ্রাচারে সম্পাদিত হইল লেখক কিছু মাত্র উল্লেখ করেন নাই। আমাদের সন্দেহ হইতেছে যে, এই বিবাহে দাস দাসী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ও কুশণ্ডিকা, শিলারোহণ, লাজা হোম সপ্তপদীগমন ইত্যাদি ক্ষত্রিয়াচার সুরক্ষিত হয় নাই। যদি না হইয়া থাকে, অতীব দুঃখের বিষয়। অদ্যাপিও শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় উপনীত হন নাই কেন? তাঁহার পিতা স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গীয় কায়স্থসভার একজন নেতা ছিলেন। এই সকল প্রধান প্রধান সুশিক্ষিত কায়স্থমহাত্মাগণ যৎকালে উপনয়নের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, তখন কায়স্থসমাজের দশা কি হইবে, আমরা ভাবিয়া আকুল হইতেছি। ফলতঃ নিরুপবীতীগণ "কায়স্থ" সংজ্ঞা ধারণ করিতেও অসমর্থ, ইহা কি শূদ্রাচারী কায়স্থগণের মস্তকে একবারও প্রবেশ করে না। ইহাই নিরীশ্বর পাশ্চাত্য-শিক্ষার বিষময় ফল।

সম্পাদক।

আহার করেন না; অতএব কন্যার পিতার সহিত পাঠা, থালি লইয়া কলহ করিতেও তাঁহারা অভ্যস্ত নহেন।

যশোহরসমাজে পর্য্যায় লইয়া মারামারি নাই, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। চন্দ্রদ্বীপ, ইদিলপুর ও বিক্রমপুরের তুলনায় যশোহর অঞ্চলের রীতিপদ্ধতি কত শ্রেষ্ঠ, কত উদার!

শ্রীযতীন্দ্রকুমার গুহ ঠাকুরতা।

কিসে কায়স্থসমাজ উন্নত হইবে?

গত পৌষ মাসের নবম সংখ্যা "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা পত্রিকায়" শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কালীচরণ সরকার মহাশয় "কিসে কায়স্থ-সমাজ উন্নত হইবে?" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধটীর, প্রতি-পংক্তিতে, সত্য নিহিত রহিয়াছে। কায়স্থ-জাতি ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব বলিয়া, শাস্ত্রাদিতে প্রমাণিত হইয়াছে ও তদনুযায়ী শাস্ত্রজ্ঞ, সম্ভ্রান্ত ও নিষ্ঠাবান্ কায়স্থমহাত্মাগণ উপবীত গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু সমাজের কতক কায়স্থ-সন্তানগণ, শিক্ষার দোষে, ও বিরুদ্ধবাদিদিগের প্ররোচনায়, শাস্ত্রের মর্ম্ম, হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া উপবীত গ্রহণ করিতেছেননা। বরং তাঁহারা ভূত ভবিষ্যত বিবেচনা না করিয়া উপবীতধারী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, কায়স্থমহাত্মাগণকে তাচ্ছল্য করিতেছেন। উহা তাঁহাদিগের স্বজাতী-প্রেমের অভাব ও অজ্ঞানতার পরিচায়ক। তাঁহারা অজ্ঞানতার জন্য, নৈতিক বল ও স্বজাতি-প্রেম হারাইতে উদ্যত হইয়াছেন। কায়স্থসমাজের শীর্ষস্থানীয় মহাত্মাগণ, অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত কায়স্থসন্তানগণের অজ্ঞানতা দোষ ক্ষমা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেমাকর্ষণে আবদ্ধ করতঃ জ্ঞান দান দিয়া সুপথে আনয়ন করিতে বদ্ধপরিকর হউন। বহু কায়স্থসন্তানগণ তাঁহাদের বংশ ক্ষত্রিয় বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু দারিদ্র্য-নিবন্ধন ও সমাজচ্যুতের ভয়ে বা বিরুদ্ধবাদিদের তর্জ্জন গর্জ্জনে উপবীত গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। কায়স্থ মহাত্মাগণ তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য অগ্রসর হউন। আমার বিশ্বাস আপাততঃ নিম্নলিখিত মতে কার্য্য করিলে, জ্ঞানহীন কায়স্থসন্তানের জ্ঞানোদয় হইবে, ও উপবীত গ্রহণেচ্ছুক কায়স্থ-সন্তানগণের সাহায্য করা যাইতে পারিবে। তাহা হইলে কায়স্থসমাজের সমস্ত লোক অনতিবিলম্বেই উপবীত গ্রহণ করিবেন। তৎপর অর্থের সংস্থানানুসারে উক্ত সরকার মহাশয়ের প্রস্তাবিত কলেজ ইত্যাদি স্থাপনের চেষ্টা করিবেন। এবং তদ্ব্যতীত কার্য্যকরী বিদ্যা-দানের ব্যবস্থা করিবেন। কায়স্থসমাজের উন্নতিকল্পে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক।

(১) "কায়স্থ পত্রিকা" ও আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভা পত্রিকায়", কায়স্থসমাজের উন্নতিকল্পে

কায়স্থসমাজের ধনশালী ও সমাজহিতৈষী মহাত্মাগণের নিকট অর্থভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া অর্থসঞ্চয় করিতে হইবে। এবং সেই অর্থ দ্বারা একটি জাতীয় উন্নতি জন্য ফণ্ড স্থাপন করিবেন।

(২) ক্ষত্রিয়ের সম্মান রক্ষা করিতে হইলে সমাজে সংস্কৃত ভাষা প্রচলন করা নিতান্ত আবশ্যক। তজ্জন্য জাতীয় ফণ্ডের অর্থ দ্বারা এক একটি কেন্দ্র করিয়া লোকসংখ্যা অনুপাতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার টোল স্থাপন করিতে হইবে এবং কায়স্থজাতির উন্নতিপ্রয়াসী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রজ্ঞ কায়স্থ পণ্ডিতগণকে ঐ টোলের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। যেসকল কায়স্থযুবক বাঙ্গালা ও সামান্য ইংরাজী পাঠ করিয়া বেকার অবস্থায় বাটীতে বসিয়া পিতার সঞ্চিত অর্থদ্বারা উদর পূরণ করিতেছেন ও যাঁহারা দরিদ্র স্কুল-কলেজে অর্থাভাবে পড়িতে অক্ষম, তাঁহাদিগকে ঐ টোলে ভর্ত্তি করিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিতে হইবে। এবং ঐ টোলের সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র পাঠের ব্যবস্থা করিবেন। অবস্থা-পন্ন ও মধ্যবিৎ অবস্থার ছাত্রগণের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট হারে ছাত্র বেতন গ্রহণ করিতে হইবে। এবং ঐ ছাত্রবেতনের দ্বারা দূরদেশীয় দরিদ্র কায়স্থ ছাত্রগণের আহারের বন্দোবস্ত করিবেন।

(৩) টোলসমূহের পণ্ডিতমণ্ডলী স্ব স্ব টোলগৃহে সপ্তাহে একদিন নিকটস্থ কায়স্থ পল্লীর লোকগণকে বেদ, পুরাণ কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয় প্রভৃতি শাস্ত্র, কায়স্থ পত্রিকার সারাংশ বিষয় ও প্রতাপ আদিত্য সীতারামরায় প্রভৃতি মহাত্মাগণের জীবনীর সারাংশগুলি পাঠ করিয়া শুনাইবেন। তাঁহারা কায়স্থ পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করিবেন এবং যাহাতে কায়স্থসন্তানগণের নৈতিকবল বৃদ্ধি হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

(৪) শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত কায়স্থমহাশয়েরা অশিক্ষিত দরিদ্র কায়স্থসন্তানগণকে ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করিবেন। তাঁহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবেন না। সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের মঙ্গলকামনা করিবেন। শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় সর্ব্বদা মনে রাখিবেন যে, শরীরের এক অঙ্গ বিকল হইলে অপরাপর অঙ্গ ও বিকল হইয়া যায় সেইরূপ সমাজের এক স্তরের লোকে ঘৃণিত হইয়া পড়িলে, অপর স্তরের লোকও ঘৃণিত হইয়া যায়।

(৫) কায়স্থসমাজের প্রতিভাশালী অনেক কায়স্থসন্তান অর্থাভাবে বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদিগকে জাতীয় ফণ্ডের টাকা হইতে বিদ্যাভ্যাসের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। এবং ঐ সকল ব্যক্তির নাম পণ্ডিত মণ্ডলী সংগ্রহ করিয়া কায়স্থসভার সভাপতিকে জানাইবেন।

(৬) বিবাহে পণপ্রথার যাহাতে বিলোপ হয়, পণ্ডিতমণ্ডলী তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। এবং কোনও ক্ষুদ্র কায়স্থ কোনরূপ বিপদে পড়িলে, তৎক্ষণাৎ কায়স্থসভার সভাপতিকে জানাইবেন। সভাপতির নিকট হইতে উত্তর না আইসা পর্য্যন্ত যে যে প্রতীকারের আবশ্যক হয় তাহা করিবেন।

(৭) কায়স্থসভার সভাপতি বিপন্ন কায়স্থপরিবারের বিপদ দূর করিতে সাধ্য মত চেষ্টা করিবেন।

(৮) টোলের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাদের নিজ নিজ টোলের নিকটস্থ কায়স্থপল্লীর কায়স্থ-

সন্তানগণ যাহাতে উপবীত গ্রহণ করেন তদ্বিষয় বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

(৯) টোলের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাদের টোলের চতুঃপার্শ্বের কায়স্থপল্লীর লোকগণের বিবাহ ও শ্রাদ্ধের ব্যয় সংক্ষেপ করার জন্য উপদেশ করিবেন। এবং বিবাহ ও শ্রাদ্ধ ইত্যাদি উপলক্ষে নির্দ্দিষ্ট একটি হার করিয়া কিছু কিছু অর্থ আদায় করিবেন ও উহা জাতীয় ফণ্ডে জমা দিবেন।

শ্রীবিপিনচন্দ্র দেব।

সমালোচনা।

১। কায়স্থ-পত্রিকা, ফাল্গুন ১৩১৮। এই সংখ্যায় "চিত্রগুপ্ত" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ আছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয়ের লিখিত। পুরাণপ্রথিত ভগবান্ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেব ভারতীয় কায়স্থজাতির আদিপুরুষ। প্রত্যেক কায়স্থই তদীয় নামাগ্রে সম্মান ও ভক্তি প্রকাশক দুইটি শ্রীর সমাবেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয় এই চিরন্তনী প্রথা উল্লঙ্ঘন করিলেন কেন? বিশেষ ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে—

"শ্রীয়াসহ সমুৎপন্নঃ সমুদ্রমথনোদ্ভবঃ"

লক্ষ্মীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, এমতাবস্থায় তাঁহার নামাগ্রে শ্রী দেওয়া উচিত ছিল। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লেখক, প্রথম প্রশ্ন অর্থাৎ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের কি প্রকার আকৃতি তাহার উত্তর দিতেছেন। তাঁহার এই প্রবন্ধে আদিদেবের বর্ণ সম্বন্ধে কোনও কথা নাই। অথচ আদিপুরুষের বর্ণ সম্বন্ধে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় অনেক দিন হইতে তর্কযুদ্ধ চলিতেছে। বিদ্যার্ণবমহাশয় প্রতিভার একজন গ্রাহক। তিনি এই বিষয়টী উপেক্ষা করিলেন কেন? বর্ত্তমান সময়ে অনেক স্থানে কায়স্থসমাজে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের পবিত্র বিগ্রহের পূজা হইতেছে। তাঁহার দেহের বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ কি গৌরবর্ণ (তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভ) হইবে তাহার একটী শাস্ত্রসম্মত মীমাংসা বিদ্যার্ণব মহাশয়ের প্রকাশ করা উচিত ছিল। লেখক মহীধরচিত মন্ত্রমহোদধি পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন—

কিরীটোজ্জ্বলং বস্ত্রভূষাভিরামং বিচিত্রাসনাসীন-
মিন্দু প্রভাস্যং।
নৃণাং পাপ পুণ্যানি পত্রে লিখন্তং ভজে চিত্র-
গুপ্তং সখায়ং যমস্য॥

অর্থাৎ তাঁহার বদনমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় প্রভাযুক্ত এই প্রকার ধ্যানমন্ত্র হইতেই আমাদিগের পরম প্রিয়তম আদিদেবের বর্ণ যে তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণ ছিল অনায়াসেই উপলব্ধি হয়। পুরাণকার যে ভগবানকে শ্যাম বলিয়াছেন তাহার অর্থ গৌরবর্ণ হইতেছে কৃষ্ণবর্ণ হইতে পারে না। আমরা শ্যাম শব্দ সম্বন্ধে আর কিছুই পত্রস্থ করিব না বলিয়াছিলাম, কিন্তু

মন্ত্রমহোদধি হইতে যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করিলাম তাহার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। এই সম্বন্ধে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত লেখকগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

২। কায়স্থ-তত্ত্ব নির্ব্বাচন।—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী দেববর্ম্মা মহাশয়ের প্রণীত। আমরা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ ভাগে উপনীত হইয়াছি। আমরা গৃহ্যসূত্র পাঠে অবগত হই যে, পুরাকালে ব্রহ্মবাদিনিগণ উপনীতা হইতেন। সকল মহিলাগণ-ই যে উপবীতী হইতেন তাহার প্রমাণাভাব। আধুনিক যুগে শ্রীভাগবতে লিখিত আছে,—

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরা।২৫।
প্রথম স্কন্ধ। ৪ অ০।

ভাগবতের এই বহিষ্করণ আদেশটী ব্রাহ্মণগণ বিশেষ যত্নসহকারে পালন করেন। ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ ইত্যাদি মার্জ্জনমন্ত্রগুলি মনে মনে পাঠ করিবার নিয়ম নাই। এই মন্ত্রগুলি সামবেদীয় রাগ-রাগিণী-নিবদ্ধ বেদমন্ত্র, ইহা পাঠকালে ব্রাহ্মণের সম্মুখে তাঁহার গর্ভধারিণী কি সহধর্ম্মিণী উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ উহার আবৃত্তি বন্ধ হয়। উপনয়ন দূরে থাকুক, বঙ্গীয় মহিলাগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেও পারেন না। যে সমাজের উৎকৃষ্ট অর্দ্ধাঙ্গ এই প্রকারে অসমানিত তাহার উন্নতি সুদূরপরাহত। শাস্ত্রী মহোদয় ৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন, "অতএব আচার্য্যের নিকট উপনয়ন গ্রহণ করিলে যে গায়ত্রী আখ্য ব্রহ্মনাম পাওয়া যায় তাহতেই মুক্তি ইত্যাদি" কিন্তু মনু বলিয়াছেন—

ত্রিপদা চ গায়ত্রীবিজ্ঞেয় ব্রহ্মণোমুখম্।

অর্থাৎ গায়ত্রী ব্রহ্মলাভের উপায়, দ্বার-স্বরূপ। শোভনা গায়ত্রী সুন্দরী অমৃত তত্ত্বের প্রফুল্ল মাল্যদাম হস্তে ধারণ করিয়া ব্রহ্ম-মন্দিরের দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছেন। ব্রহ্ম-মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলেই তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে হইবেক। ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিলে, শ্রীভগবানকে লাভ করা দুষ্কর। কেন না ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন ভক্তির সমাবেশ হয় না। ব্রহ্মচর্য্যে মানবের আহার, বিহার, নিদ্রা, উপাসনা সংযমিত ও প্রণালীবদ্ধ হয়, তাহাতে শরীর ও মন বলিষ্ট হয়। শাস্ত্রী মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন,—

ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্।
অথর্ব্ববেদ ১১। ৬। ৫। ১৮

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই কন্যা ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ যুবাকে পতিত্বে বরণ করিবেন। স্মৃতিশাস্ত্রেও আমরা দেখিতে পাই যে, অক্ষতযোনি ব্রহ্মচারিণী কন্যা অস্খলিত-বীর্য্য ব্রহ্মচারীকে বিবাহ করিবেন। স্খলিত-বীর্য্য পুরুষের সহিত অক্ষত কি ক্ষতযোনি কন্যার বিবাহ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। মৃতদার পুরুষের, অথবা বিধবা রমণীর পুনঃ পত্নী ও স্বামী গ্রহণ শাস্ত্রে বিধান আছে বটে, কিন্তু উহা নিকৃষ্ট বিবাহ। শাস্ত্রসম্মত হিন্দুর বিবাহকাল নির্দ্দেশ করতঃ শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন—"ভগবান্ সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদে বিধান করিয়াছেন যে, "ঊনষোড়শবর্ষাম্ প্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং যদ্যধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে" অর্থাৎ যদি পঞ্চবিংশতি বৎসর পুরুষ, ষোড়শ বর্ষের ন্যূন বয়স্কা পত্নীর গর্ভাধান করেন, তবে সেই শিশু গর্ভেই বিনষ্ট হয় অর্থাৎ অল্পায়ু হয়। সুশ্রুতের মত সমগ্র হিন্দুসমাজ অবনত

মস্তকে গ্রহণ করিতে বাধ্য। অধুনা ইহা অপেক্ষা স্বল্পবয়সে বঙ্গসমাজে যেসকল সন্তান জন্মিতেছে তাহারা যে রোগ-শোকে বিজড়িত হইয়া স্বল্পায়ু হইবেক তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই সময়ে শাস্ত্রী মহোদয় বিধবাবিবাহ যে বেদবিরুদ্ধ তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বেদ ও আর্ষবাক্য মন্থন করিয়া বিধবাদিগের বিবাহ বেদসম্মত প্রমাণ করেন। এইক্ষণে শাস্ত্রী মহাশয়ের ক্ষীণ প্রতিবাদ কার্য্যকরী হইবে না। তদনন্তর পিতামাতার শ্রাদ্ধ তর্পণে যজ্ঞোপবীতের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া পঞ্চমাধ্যায় শেষ হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্রাত্যত্ব সম্বন্ধে বিচার করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে, স্মরণাতীতকালের ব্রাত্যতা খণ্ডন করিয়া কায়স্থ-ক্ষত্রিয়গণ উপনীত হইতে পারেন। এই প্রকারে নানাবিষয়িনী আলোচনা সম্পূর্ণ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের এই গ্রন্থখানি শেষ হইয়াছে। আমাদিগের এই সুদীর্ঘ আলোচনা মধ্যে যে যে বিষয়ে আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত একমত হইতে পারি নাই, তাহার বিশদব্যাখ্যা অথবা প্রতিবাদ করিতে যদি শাস্ত্রী মহাশয় ইচ্ছা করেন, তবে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় আমরা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছি। পুস্তকখানির ভাষা আরও প্রাঞ্জল হইলে ভাল হইত। ইহাতে অনেক নূতন কথা আছে, প্রত্যেক কায়স্থ ইহা পাঠ করিলে অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবেন। ইতি।

সম্পাদক।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

আমরা নিতান্ত দুঃখিতান্তকরণে প্রকাশ করিতেছি যে ঢাকানিবাসী প্রসিদ্ধ কায়স্থ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ দেব বর্ম্মা রায় বাহাদুর মহাশয় বিগত ১৫ই মাঘ সোমবার রাত্রিতে দণ্ডষষ্টিতম বর্ষে একটী ত্রয়োদশ বর্ষ দেশীয়া কিশোরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। ভগবদ্-কৃপায় ঘোষজমহাশয়ের উদ্বাহ শৃঙ্খল পূর্ব্বে তিনবার ছিন্ন হইয়াছিল, কিন্তু বিধাতাকে নির্য্যাতন করিবার মানসেই বোধ হয় রায় বাহাদুর চতুর্থবারে এই মঙ্গল শৃঙ্খল দৃঢ়াভূত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। পরিণয়প্রাঙ্গনে এই বৃদ্ধের সহিত তরুণীর মিলন কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল, তাহা সভাস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ মহাত্মাগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ঘোষজমহাশয় একজন উপনীত কায়স্থ এবং পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থসভার সভাপতি। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-পরিপালানার্থায় এই সভার সৃষ্টি হইয়াছে সন্দেহ নাই। আর্য্যগণ বলিতেছেন—পঞ্চাশতে বন-ব্রজেৎ অর্থাৎ পঞ্চাশ বর্ষে উপনীত হইলে বান-প্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করিতে হইবেক। তৎকালে

মহর্ষি পিতৃদেবানাং গত্বা নৃণাং যথাবিধি।
পুত্রে সর্ব্বং সমাসজ্য, বসেন্মাধ্যস্থ্যমাশ্রিতঃ॥

২৫৭। মনু ৪র্থ।

অর্থাৎ—ঋষি, পিতৃ ও দেবঋণ পরিশোধান্তে অঋণী হইয়া যোগ্য পুত্রে সংসারের ভারার্পণ করতঃ পুত্র দারা ধন ইত্যাদির মমতা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম বুদ্ধ্যা সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া গৃহে বাস করিবে। অধিক আর কি লিখিব ঘোষ-মহাশয়ের কার্য্য অতীব নিন্দনীয় হইয়াছে এই সম্বন্ধে সত্যবন্ধু দাস মহাশয়ের প্রবন্ধটী বিশেষ দ্রষ্টব্য।

২। আমরা শোকসন্তপ্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে বিগত ১৪ই মাঘ রবিবারে পূর্ব্বাহ্ণ একাদশ ঘটিকার সময় বঙ্গের প্রধান কবি মনোমোহন বসু মহাশয় তাঁহার কলিকাতার বাটীতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থগুলি বর্ত্তমান যুগে বিশেষ আদরণীয় হইয়াছিল। আমরা শ্রীভগবান্ সমীপে তাঁহার আত্মার সদ্গতি ও পরিবারবর্গের সান্ত্বনা প্রার্থনা করি।

৩। যশোহর অন্তর্গত কুড়ালিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র বিশ্বাস দেব বর্ম্মা-মহাশয় "কায়স্থশিক্ষা" শীর্ষক একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন, তিনি লিখিতেছেন—"চণ্ডীবর-পুর, কুড়ালিয়া, বাধাল প্রভৃতি কতকগুলি গ্রামের কায়স্থগণ উপবীতী হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে চণ্ডীবরপুরের জনৈক প্রধান কায়স্থ কোনও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করায় ৫।৬ খানি গ্রামের ব্রাহ্মণগণ এক যোগে কায়স্থের বাটী যাওয়া বন্ধ করিয়াছেন। এই সকল ব্রাহ্মণগণমধ্যে পূর্ব্বে সামাজিকতা ছিল না, এইক্ষণে জোট করিয়া সকলকেই এক অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন কেহ কাহাকেও ছোট বলিয়া ঘৃণা করিবেন না। পরস্পরের বিপদে পরস্পরকে সাহায্য করিবেন। এমন কি বারয়ারিপূজায়ও কায়স্থের দান গ্রহণ করিবেন না। কোনও বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি উপস্থিত হইলে সকল ব্রাহ্মণ মিলিয়া হাট বাজার করিয়া পরস্পরের মধ্যে প্রীতিভোজ দ্বারা সুখানুভব করিতেছেন। কায়স্থদিগের সহিত মুখে সদ্ভাব রাখিয়া অন্তরে ঘৃণা করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থদিগের মধ্যে কোনও ঐক্যতা নাই। প্রকৃতই কায়স্থ ঘৃণার পাত্র, একটী অপদার্থ জাতি। তাহাদের জাতীয় মিলন নাই। কায়স্থসভা ইচ্ছা করেন যে চারি শ্রেণীর কায়স্থগণ মিলিত হইয়া আদানপ্রদানাদি করিবেন, কিন্তু অধঃপতিত কায়স্থসমাজে উহা কখনও হইবে আশা করি না। আমরা ব্রাহ্মণগণের একতা দেখিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। আমরা আশা করি অধঃপতিত দ্বেষ, হিংসায় জর্জ্জরিত কায়স্থসমাজ ব্রাহ্মণগণের একতার নিদর্শন দেখিয়া একতা শিক্ষা করিবেন। একতা না হইলে কোনও কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। কায়স্থ বলিলে কেবল ক্ষত্রিয় বুঝায় না। দৃঢ়-ব্রত হওয়া চাই। হে অধঃপতিত কায়স্থ-সমাজ! তোমরা ব্রাহ্মণগণের একতা অনু-সরণ কর"।

জাতীয় একতা সর্ব্বথা প্রার্থনীয়, কিন্তু কায়স্থগণকে দলিত করিতে ব্রাহ্মণ-গণের যে একতা উহা অধর্ম্মমূলক কদাপি অনুসরণীয় নহে। পূর্ব্ববঙ্গে বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুজাতি অপেক্ষা মুসলমান সংখ্যায় অত্যন্ত অধিক, ইহারা প্রায় সকলেই পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারে মুসলমানের সাম্যধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। রাজসূয়যজ্ঞের পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে

প্রতিভার নিকট সমধিক আদরণীয়। অনেক-গুলি সমালোচনার মধ্য হইতে নিম্নে একটী দিলাম। ভট্টপল্লীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত-নৈয়ায়িক প্রবর মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় লিখিতেছেন,—

"কবেঃ শ্রীহেমচন্দ্রস্য রুক্মিণীহরণাভিধম্।
কাব্যমালোচ্য তুষ্টোঽহং প্রসাদগুণভূষিতম্॥
স্বভাবশক্তিসম্ভূতং কবিত্বমতিদুর্ল্লভম্।
কবেঃ শ্রীহেমরায়স্য বিবুধং কং ন মোহয়েৎ॥
ভাষাবিশুদ্ধা ব্যুৎপত্তিশাস্ত্রে জ্ঞানং যদীক্ষ্যতে।
পাশ্চাত্যশিক্ষাসম্পন্নে প্রায়স্তদতিদুর্লভম্॥
বর্দ্ধতাং কবিতাশক্তিঃ সহজা তে দিনে দিনে।
দীর্ঘজীবী ভবান্ ভূত্বা যুজ্যতামিহ সম্পদা॥"

৯। আমরা গভীর শোকসন্তপ্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত কাঞ্চনতলার জমিদার শ্যামাচরণ রায় দেববর্ম্মা মহোদয় এবং বগুড়া জিলান্তর্গত হিলীর জমিদার রাধাবিনোদ ধর রায় দেববর্ম্মা মহোদয় পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। ইহাঁরা উভয়েই উপনীত কায়স্থ ও বর্ত্তমান কায়স্থ-আন্দোলনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বঙ্গীয় কায়স্থসভার শ্যামাচরণ রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের বদান্যতা, সুপরিচিত। এই দুইটী কায়স্থসমাজের উজ্জ্বল রত্নের তিরোভাবে যে অন্ধকার আচ্ছন্ন করিল, তাহা দূরীভূত করিবার উপযুক্ত লোক আমরা দেখিতেছি না। ইহারা উভয়েই প্রতিভার গ্রাহক ছিলেন, এবং প্রতিভার উন্নতিকল্পে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আমরা শ্রীভগবান্ সমীপে ইহাদিগের উভয়ের আত্মার সদ্গতি ও শ্যামাচরণ রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের পরিবারবর্গ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়কে, এবং রাধাবিনোদ ধর রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী আশালতা দেবী ও তাঁহার পরিজন-বর্গকে এই দুর্ব্বিসহ শোকভার বহন সামর্থ্য ও সান্ত্বনা প্রার্থনা করিতেছি। বিগত ২২শে পৌষ রাধাবিনোদ ধর দেববর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

সম্রাটকর্ত্তৃক ধন্যবাদ দান।

১০। কলিকাতার নাড়ী-জ্ঞান-দক্ষ কবি-রাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-ক্ষেত্রে যেসকল আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, এবং তাঁহার অসাধারণ গুণ সকল স্বীকার করিয়া ভারতীয় রাজন্যবর্গ, সুবিখ্যাত জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিগণ এবং গণ্য-মান্য সংবাদপত্র সকল এ যাবৎ যে সমুদয় উক্তি করিয়াছেন, কবিরাজ মহাশয়ের শিষ্যবর্গ সেই সকল বিবৃত করিয়া একখানা পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়াছিলেন। মহামহিম ভারতসম্রাট্ বাহাদুরের কলিকাতা অবস্থানকালে তাঁহার রাজশ্রীর বরাবরে তদীয় প্রাইভেট সেক্রেটরীর হস্ত দিয়া উক্ত পুস্তিকা প্রেরিত হইয়াছিল। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয় উহা প্রাপ্ত হওয়ার পরে কবিরাজ মহাশয়কে রাজশ্রীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য প্রাইভেট সেক্রেটরীকে আদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে প্রাইভেট সেক্রেটরী মহোদয় কবিরাজ মহাশয়কে সেই ধন্যবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। সম্রাট্ বাহাদুর যে প্রজার গুণ দেখিলে অতীব আহ্লাদিত হন এই ধন্যবাদ দান দেখিয়াও তাহাই বুঝা যাইতেছে। গুণীর প্রতি আমাদের রাজ-রাজেশ্বরের এই প্রকার আদর দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।

বৈদ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ।

১১। কলিকাতায় ৮। ৯নং ঝামাপুকুরের বাড়ীতে বৈদ্যক-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিগত ১১ই ফাল্গুন হইতে অধ্যাপনা আরম্ভ হইয়াছে। বিদ্যার্থীকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। গভর্ণমেণ্টের বা সুপ্রতিষ্ঠিত সভাবিশেষের উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হইবে না। "বিদ্যালয় সমিতি"র অনুমোদিত ছাত্রগণ বিনা বেতনে বা অর্দ্ধ বেতনে পড়িতে পারিবেন। বেতন সর্ব্বশ্রেণীতে মাসিক তিন টাকা, প্রবেশিকা তিন টাকা। দ্বিতীয় বর্ষের ও চতুর্থ বর্ষের বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণছাত্রগণকে উপাধি প্রদত্ত হইবে। কতকগুলি ছাত্রকে অন্নদান করা হইবে। আহারপ্রার্থী ছাত্রকে ৭ই ফাল্গুনের মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হইবে। যোগ্যতম অধ্যাপক-গণের হস্তে অধ্যাপনা-ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে। অঙ্গবিনিশ্চয় বিদ্যা (Anatomy) শরীরক্রিয়া বিজ্ঞান (Physiology) ও দ্রব্য-গুণের অধ্যাপনার অতি উত্তম ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র না হইয়াও বিদ্যা-লয়ের উপাধি পরীক্ষা দেওয়া যায়—এতৎ সম্বন্ধে এবং অন্যান্য নিয়মাবলী ও পাঠ্য সূচী পাইবার জন্য ৵১০ আনার টিকিটসহ আবেদন করিতে হইবে।

পর্য্যবেক্ষক,
বৈদ্যক-বিশ্ববিদ্যালয়।
১৪। ২নং বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমরা আশা করি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল জাতির প্রবেশাধিকার আছে। আমরা কায়স্থ যুবকদিগকে অতি সত্বর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে অনুরোধ করি। আয়ুর্ব্বেদ ক্ষত্রিয়ের অধ্যেতব্য। দরিদ্র কায়স্থসমাজ মধ্যে নূতন একটী ব্যবসায় প্রবর্ত্তিত হইলে ক্ষতি কি?

১২। বর্ত্তমান বর্ষে ডাক্তারী পরীক্ষায় (Medical Service Examination) এক জন বঙ্গীয় কায়স্থ কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় যোগ্যতানুসারে দশমস্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি কলিকাতা হইতে এম, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতে গমন করেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা।

১৩। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার দশম বার্ষিক অধিবেশন আগামী ২৪, ২৫ ও ২৬শে চৈত্র (ইং ৬, ৭, ও ৮ই এপ্রিল) শনি, রবি ও সোম বার এই তিন দিন রংপুরনগরে সম্পন্ন হইবে। মফঃস্বলস্থ শাখা কায়স্থসভা ও কায়স্থপ্রধান স্থানসমূহ হইতে বর্ত্তমান ফাল্গুন মাসের মধ্যে উক্ত মহাসভায় প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া তাঁহাদের নাম ও ধাম বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সম্পাদক মহাশয়কে কলিকাতা ৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীটে লিখিবেন। যাঁহারা কলিকাতা হইতে যাইবেন তাঁহারা উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের নিকট রেলভাড়া পাঠাইয়া দিলে তিনি গাড়ী রিজার্ভ করিয়া রাখিবেন। প্রতিনিধিগণের আহার ও অবস্থানের ব্যবস্থা রংপুরের অভ্যর্থনা সমিতি করিয়াছেন। প্রতিনিধিগণ সঙ্গে বিছানা মাত্র লইলেই যথেষ্ট হইবে। যাঁহারা উক্ত সভায় উপস্থিত হইবেন, তাঁহারা পূর্ব্বেই উক্ত সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধারমণ মজুমদার দেওয়ানবাড়ী, রংপুরে পত্রলিখিয়া জানাইবেন। তাহা হইলে তিনি ষ্টেশন হইতে লইবার সুবন্দোবস্ত করিবেন।

শ্রীশরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা
সম্পাদক।
৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমরা আশাকরি এই বিরাট অধিবেশনে সমগ্র বঙ্গের কায়স্থ প্রতিনিধিগণ যোগদান করিবেন। ইতি

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা
সম্পাদক, ফরিদপুর।

১৪। আমরা গভীর-বিষাদ-সন্তপ্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের প্রকৃত হিতৈষী, কায়স্থসমাজসংস্কারক ও গ্রন্থকর্ত্তা মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত রঘুনাথ-গঞ্জের প্রসিদ্ধ কায়স্থ কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় সমগ্র কায়স্থসমাজকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিয়াছেন। তদীয় তিরোধানে বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের যে ক্ষতি হইল, তাহা পূর্ণ করিবার শক্তি কাহারও আছে কি না জানি না। শ্রীভগবান্ সমীপে আমরা যুক্তকরে প্রার্থনা করিতেছি যে তিনি তাঁহার আত্মার সদ্গতি বিধান এবং তাঁহার যোগ্য পুত্র ও পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করুন। সম্পাদকস্য।

১৫। অশুদ্ধ সংশোধন—মাঘ মাসের প্রতিভার ৪৭৩ পৃষ্ঠা স্বপ্নদর্শন শীর্ষক প্রবন্ধ।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৭৩	২য়	১২	নিশাকর নীড়জেয়	নিশাচর নীড়জের
৪৭৪	১ম	১	দিবাকর জীবব্রজ	দিবাচর জীবব্রজ
৪৭৪	১ম	৬১	মধুময়	মধুময়ী
৪৭৪	১ম	২৪	চকোর	চকোর
৪৭৪	২য়	১০	কার্য্যপ্রণালীস্থ	কার্য্যপ্রণালীর
৪৭৪	২য়	২৭	বিনিশ্রিত	বিনিশ্রিত
৪৭৫	১ম	১০	অঙ্গশায়ী	অঙ্কশায়ী
৪৭৫	২য়	১০	দীর্ঘাকায়	দীর্ঘাকার
৪৭৫	২য়	২০	স্বস্থি	স্বস্তি
৪৭৬	১ম	৮	সংস্কারেই	সংস্কারই
৪৭৬	২য়	১১	তত্ত্ববজ্ঞানবলে	তত্ত্বজ্ঞানবলে

১৬। ভ্রমসংশোধন।—বর্ত্তমান ১৩১৮ সনের ফাল্গুন সংখ্যার ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৮৮	২য়	১৫	প্রাণানান্তে	প্রাণান্তে
৪৯০	১ম	১৮	গুণগানান্	গুণগণান্
৪৯২	২য়	১৪	কর্ম্মানিরত	কর্ম্মে নিরত
৪৯৪	১ম	১৪	মুঝিতে	বুঝিতে
৪৯৪	২য়	১৬	তৃভুজ	ভূভুজ
৪৯৪	২য়	১৬	ভূতিগুপ্তশ্চ	ভুতিগুপ্তশ্চ
৪৯৫	১ম	৯	তৃতি	ভূতি
৪৯৫	১ম	১৯	ভৃতি	ভূতি
৪৯৫	২য়	৮	ভৃতিদত্ত	ভূতিদত্ত
৪৯৫	২য়	১৩	ব্রাহ্মণস্যাদি	ব্রাহ্মণস্যাদি

সম্পাদকস্য।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নম।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

চৈত্র মাস, ১৩১৮।

গুরুতত্ত্ব।

কি বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে কলেরা ও বসন্তের ন্যায় আর একটী ভীষণ সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিয়াছে। রোগটী বঙ্গে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে যত প্রবল অন্যান্য স্থানে ততটা প্রবল নাই। স্কুল কলেজ টোল অথবা উপাধি-ভাণ্ডার স্পর্শ করা মাত্রই ঐ ব্যাধি স্পর্শকারীকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিয়া থাকে। আজ কাল রোগটীর সংক্রমণ এতাদৃশ বৃদ্ধি পাইয়াছে, যে ব্যাধিগ্রস্ত একটীকে স্পর্শ করিয়া লক্ষলক্ষ লোক ঐ রোগগ্রস্ত হইতেছে। পাঠকগণ, হয় ত সকলেই এই অভিনব ব্যাধির নাম শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। রোগটীর নাম উপদেষ্টার পদগ্রহণ—যাহাকে বিজ্ঞের ভাষায় "গুরুগিরি-পদগ্রহণ" বলা যায়। অধুনা রোগটী এমনভাবে বিস্তৃত হইয়াছে যে, সমুদয় সমাজ অন্বেষণ করিলেও প্রকৃতপক্ষে একটী উপদেষ্টা পাওয়া যায় না। কি বৃদ্ধ বৃদ্ধা কি যুবক-যুবতি, কি বালক—বালিকা, কালপ্রভাবে আজ সকলেই উপদেষ্টা—সময় বিশেষে সকলেই মুরব্বিয়ানা চালে চলিয়া পরোপদেশে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছেন। চিন্তাশীল পাঠক! একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন, ঐ ভীষণ ব্যাধির প্রবলসংক্রমণে সমাজস্থ দুইটীদলের লোকই নির্ম্মূল প্রায় হইয়াছে—উহার প্রবল তাড়নায় যেমন প্রকৃত উপদেষ্টা সমাজ হইতে ক্রমেই অন্তর্হিত হইতেছেন, তদ্রূপ অনন্যচিত্ত উপদেশ্য ব্যক্তির অভাব ঘটিতেছে। যে সমাজে উপদেষ্টা নাই—উপদেশ্য নাই, গুরু নাই—শিষ্য নাই; শিক্ষক নাই—ছাত্র নাই সে সমাজের যদি এত দ্রুত অধঃপতন না ঘটে তবে অধঃপতন হইবে কাহার?

ইদানীন্তন যাঁহারা উপদেষ্টার পদগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে গুরুতাব্যবসায়িগণ প্রধান। "গুরু" না বলিয়া গুরুতাব্যবসায়ী

বলায় অনেকে হয় ত আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাতে বিস্ময়াপন্ন হইবার কোন কারণ নাই। কেন না গুরু বলিতে হিন্দুগণ যাহা বুঝিয়া থাকেন—গুরু বলিতে তাঁহাদের মনে যে পবিত্রভাবের উদয় হয়, বর্ত্তমান সময়ের গুরুতাব্যবসায়িগণের আচরণে, তাঁহাদের মনে তাদৃশ ভাবের স্ফুরণ হয় না। হিন্দুর পুরাণ দেখ—হিন্দুর তন্ত্র দেখ যে শাস্ত্র অনুসন্ধান করিবে তাহাতেই গুরুর প্রাধান্য দেখিতে পাইবে। হায়! আজ কোথায় সেই গুরু, যিনি ভবসাগর পারের সুদক্ষ কর্ণধার?—কোথায় সেই গুরু, যিনি অজ্ঞান তিমিরান্ধজনের চক্ষু, জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকাদ্বারা উন্মিলিত করিয়া থাকেন? কোথায় আজ সেই গুরু, যিনি হিতোপদেশ দ্বারা শিষ্যের সন্দেহ ছেদন করিয়া পরমপদ প্রদর্শন করিতে সক্ষম? কালপ্রভাবে আর তেমনটি মিলিতেছে না—সহস্র চেষ্টা করিয়াও সমাজে আর তেমন গুরুর দর্শন ভাগ্যে ঘটিতেছে না। তবে শাস্ত্রকারগণের অনুশাসনে, পিতৃপিতামহগণের অনুষ্ঠিত আচার ব্যবহারাদির সংস্কার বশতঃ আধুনিক গুরুতাব্যবসায়িগণই সমাজে গুরু বলিয়া গৃহীত। সমাজ আজ সামান্য কাঁচখণ্ডকে বহুমূল্য হীরক বলিয়া অবাধে গ্রহণ করিতেছেন। হায়! এ প্রহেলিকা কত দিনে ঘুচিবে?—কতদিনে ক্রেতাগণ কাঁচখণ্ডকে পদদলিত করিয়া বিশুদ্ধ হীরক চিনিতে পারিবেন ও সাদরে মস্তকেধারণ করিবেন? এই পরিবর্ত্তনের যুগে কি সেই চির আকাঙ্ক্ষিত যুগ আসিবে না?

গুরু শব্দটী বহু অর্থে প্রযুজ্য, সেই নিমিত্ত অনেকেই গুরু কথাটী লইয়া বড়ই গোলযোগে পতিত হইয়া থাকেন। (১) গুরু শব্দ বৃহস্পতিকে বুঝায়, যথাঃ— "গুরৌ সপ্তাষ্টকঞ্চৈব ত্রিচত্বারিচ ভার্গবে"। জ্যোতিষ। (২) গুরু শব্দ নিষেকাদিকৃৎ বুঝায়, যথাঃ—"নিষেকো গর্ভাধানং আদিনা সীমন্তনোয়নাদের্মন্ত্র বিদ্যাদানাদেশ্চ গ্রহণং তৎকর্ত্তা পিত্রাদি গুরুঃ স্যাৎ"। ইতি ভরতঃ। (৩) গুরু শব্দ মহান্ বা অত্যন্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথাঃ—"গুরু গম্ভীরবচন"। (৪) গুরু শব্দ দীর্ঘ অর্থে প্রয়োগ হয় যথাঃ—"লঘুগুরুব্যত্যায়েনাপি বহুধা ভবতি"। "ছন্দমুঞ্জরী"। (৫) গুরু শব্দে অলঘু বুঝায়, যথাঃ—

"গুরুণীদ্বে রসবতী দ্বয়োর্নৈমিত্তিকোদ্রব"।
"স্পর্শাদ্বয়োঽষ্টৌ বেগশ্চ গুরুত্বঞ্চ দ্রবত্বকম্"॥
ভাষাপরিচ্ছেদঃ।

(৬) গুরু শব্দে হিতোপদেশ প্রদানকারীকে বুঝায়, যথাঃ—"কো বা গুরুর্যোহি হিতোপদেষ্টা।" মণি-রত্ন-মালা। (৭) গুরু শব্দ মন্ত্রদাতাকে বুঝাইয়া থাকে, যথাঃ—মন্ত্রদাতা গুরুঃ প্রোক্তা।' তন্ত্রসারম্। এইরূপ গুরু শব্দ বহু অর্থে প্রযুজ্য হইলেও আমরা এই প্রবন্ধে মন্ত্রদাতা গুরু সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব।

শ্রীগুরুতত্ত্ব বলিতে হইলে প্রথমতঃ গুরু কাহাঁকে বলে তাহাই বলিতে হয়। পরম জ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—কো গুরুরধিগত তত্ত্ব শিষ্যহিতায়োদ্যতঃ সততম্।" প্রশ্নোত্তর রত্নমালীকা। গুরু কে?—যিনি শ্রীভগবত্তত্ত্ব সম্যক্ অবগত ও সর্ব্বদা শিষ্য হিতে রত তিনিই গুরু। পণ্ডিতাগ্রগণ্য পরমভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই অধিগত তত্ত্বের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন :—"যেই জন কৃষ্ণবেত্তা সেই গুরু হয়।" শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা। প্রকৃত গুরু কেবল তত্ত্ববেত্তা হইলে হইবে না,—সর্ব্বদা শিষ্য হিতে রত থাকা চাই। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, জীবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর কি? যাহা অবলম্বন করিলে জীব ইহকাল পরকালে পরম সুখ-শান্তি লাভ করিতে পারে—যাহা অবলম্বন করিলে জীব ত্রিতাপজ্বালা ভুলিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয়—যাহা ইহলোকে পরলোকে সঙ্গের সঙ্গী জীবের পক্ষে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন.—'কঃ পথ্যতরো ধর্ম্মঃ।' সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর পথ্য কি?—ধর্ম্ম। ধর্ম্ম ভিন্ন জীবের পক্ষে আর কেহ প্রকৃত সুহৃদ—প্রকৃত সহায় বা প্রকৃত পথ্য আর নাই। তাই সূক্ষ্মদর্শী পুরাণকার বলিয়াছেন :—

"একোহি জায়তে জন্তুরেক এব বিপদ্যতে।
ধর্ম্মস্তমনুযাত্যেকো ন সুহৃন্নচ বান্ধবাঃ॥"
মৎস্যপুরাণে ২১১শঃ অধ্যায়ঃ।

এ সংসারে একা আসিয়াছ আবার একাই যাইতে হইবে। তখন এক ধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন সুহৃদ বা বান্ধব তোমার অনুগমন করিবে না।

সেই জন্য মহর্ষি মনু বলিয়াছেন :—

"এক এব সুহৃদ ধর্ম্মো নিধনেপ্যনুযাতি যঃ।"
মনুসংহিতায়াং ৮মঃ অধ্যায়ঃ।

একমাত্র সুহৃদ ধর্ম্মই মৃত্যুকালে অনুগমন করিয়া থাকে। তাই ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন :—

"ধর্ম্মো এব প্লবনান্যঃ স্বর্গং দ্রৌপদি গচ্ছতাম্।"
মহাভারতে বনপর্ব্ব ৩১শঃ অধ্যায়ঃ।

হে দ্রৌপদি! স্বর্গে গমন করিবার ধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন পথ নাই। সুতরাং যিনি

শ্রীভগবত্তত্ত্ববেত্তা—যিনি শিষ্যের ধর্ম্ম-পিপাসা বৃদ্ধি করাইয়া স্বীয় উপদেশামৃত সিঞ্চন করতঃ তাহার তাপিত হৃদয় সুশীতল করিতে সমর্থ, তিনিই গুরু। যিনি অজ্ঞান-তিমির দ্বারা আচ্ছন্ন অন্ধ ব্যক্তির চক্ষু, জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকাদ্বারা বিকশিত করিয়াছেন, তিনিই গুরু। যিনি অখণ্ডমণ্ডলাকারে চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন তৎপদ (সেই পরব্রহ্ম পদ) যিনি দর্শন করিয়াছেন তিনিই গুরু। অথবা যাহা কর্ত্তৃক, অখণ্ডমণ্ডলাকারে চরাচর পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে তৎপদ (তাঁহার প্রাপ্তি পন্থা) যিনি দেখাইয়াছেন তিনিই গুরু। বিচক্ষণ পাঠক! উপরোক্ত প্রমাণ নিচয় দ্বারা বুঝিতে পারিবেন যে, গুরু উপাধিটী কোন বংশ বিশেষে জন্মগ্রহণের ফল নহে—উহা বহু শিক্ষা ও বহু সাধনার ফল।

মণি-মাণিক্য-রত্নাদির সুচতুর ব্যবসায়ী যেমন খনির গর্ভ হইতে নানাবিধ প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিয়া কোন্‌টী হীরক, কোন্‌টী পদ্মরাগ, কোন্‌টী বা সামান্য প্রস্তরখণ্ড, তাহা নির্ণয় করতঃ বহুমূল্য রত্নাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সূক্ষ্মদর্শী আর্য্যঋষিগণ লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে, কোন্ ব্যক্তি প্রকৃত গুরুর উপযুক্ত তাহার লক্ষণাদি স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গুরুর লক্ষণে দেখিতে পাই,—

"শান্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্॥
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ মন্ত্র তন্ত্র বিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহেশক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥"
তন্ত্রসারম্।

অপিচঃ—

সদাচারঃ কুশলধীঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থ পারগঃ।
নিত্যনৈমিত্তিকানাঞ্চ কার্য্যানাং কারকঃ শুচিঃ॥
অপর্ব্বমৈথুনপরঃ পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ।
গুরুভক্তো জিতক্রোধো বিপ্রাণাং হিতকৃৎ সদা।
দয়াবান্ শীলসম্পন্নঃ সৎকুলীনো মহামতি॥*

ইতি শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃতঃ যুক্তিকল্পতরুঃ।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে যার তার নিকট দীক্ষা লইবার ব্যবস্থা নাই। অনেকের মুখেই শুনিতে পাই যে উপযুক্ত ভাল লোক দেখিয়া গুরু করিবে। আজকাল এই ভাল লোক লক্ষ্য করিয়া বহু উপাধি প্রয়োগ হয়। যথা:—মহাপুরুষ, উন্নতপুরুষ, মহাত্মা, সাধুপুরুষ, ভক্ত, জ্ঞানী; সাধক, সিদ্ধ, যোগী, সন্ন্যাসী, মহাজন, মোহন্ত, বাবাজি, মহারাজ ও ধার্ম্মিক। এতদ্ব্যতীত পুরী, গিরী, ভারতী, হংস, পরমহংস, স্বামী প্রভৃতিও ভাল লোক সংজ্ঞার অভিহিত। ঐ শব্দগুলির মধ্যে কতকগুলি গৃহী, আর কতকগুলি উদাসীনের প্রতি প্রযুজ্য। তন্মধ্যে ধার্ম্মিক শব্দ সর্ব্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অমুক লোকটী ধার্ম্মিক এই-কথা শুনিলেই সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মনে পবিত্র ভাবের উদয় হয়। উপরোক্ত নামগুলি যে গৌরবপ্রকাশক তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আজন্ম সংস্কারের ফলে, ঐ নামগুলির প্রতি সাধারণের মনে এমন একটী শ্রদ্ধার ভাব আছে যে তাহার বশবর্ত্তী হইয়া অধিকাংশ লোকই, বৈদিক বা তান্ত্রিক ব্রতাচারী অনুপযুক্ত ব্যক্তিদিগকেও সে আসনে বসাইয়া পূজা করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত বাক্যগুলির প্রকৃত অর্থ কি—যাঁহাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আত্মসমর্পণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে সেই সমুদয় সদ্‌গুণরাশি আছে কিনা, তাহার কিছুমাত্র বিবেচনা করেন না—কিম্বা তাদৃশ বিবেচনার ক্ষমতাও নাই। এইরূপ কপট ধার্ম্মিকদিগকে গুরুজ্ঞানে তাহাদের চরণে আত্মসমর্পণ করায় কত লোকের সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

প্রকৃত পক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ধার্ম্মিক হওয়া বড়ই কঠিন। বৃন্দাবনী পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া, অলকাতিলকায় পরিশোভিত হইয়া জপমালিকা হস্তে ইতঃস্তত পরিভ্রমণ করিতে করিতে মাঝে মাঝে হাই তুলিয়া 'জয়রাধে গোবিন্দ' বলিলেই ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। রক্তবস্ত্র পরিধান, কপালে সিন্দূরের ফোটা, হস্তে ও গলদেশে রুদ্রাক্ষধারণ, স্কন্ধদেশে পূজোপকরণ সমন্বিত দোদুল্যমান্ ঝুলি, হস্তে ত্রিশূল প্রভৃতি বীরের চিহ্নাদি দ্বারা পরিশোভিত হইয়া, কপালকুণ্ডলার কাপালিকের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে করিতে মুখে 'তারা, তারা,' উচ্চারণ করিলেও ধার্ম্মিক হওয়া যায় না,—সর্ব্বাঙ্গে ফোটা কাটিয়া আড়াই প্রহর বেলা পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিয়া ইষ্টদেবতা চিন্তন বা ঈশ্বরোপাসনা করিলেও ধার্ম্মিক হওয়া যায় না—দিবারাত্রে বহুবার কোমর পর্য্যন্ত জলে ধৌত করিয়া জ্বালানি কাষ্ঠ পর্য্যন্ত ধৌত করিয়া নিরামিষ আহার করিলেও তাহাকে ধার্ম্মিক বলা যায় না। শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের লক্ষণগুলি প্রকৃষ্টরূপে যাঁহাতে বিদ্যমান, তিনিই প্রকৃত

* শ্লোক দুইটীতে বিশেষ কোন কঠিন শব্দ না থাকায় বঙ্গানুবাদ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিলাম না।

পক্ষে ধার্ম্মিক। ধর্ম্মের লক্ষণে মহাত্মা মনু বলিয়াছেন—

ধৃতিঃ ক্ষমাদমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্ম লক্ষণং॥

ধৃতি ধৈর্য্য অর্থাৎ প্রলোভনাদিতে মনের চঞ্চলতা উপস্থিত না হওয়া, ক্ষমা—ক্ষমতা সত্ত্বেও অপ্রতিকারেচ্ছা, দম—মনসংযম, অস্তেয়—চুরি না করা, ধী—নিখিলশাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞান থাকা, বিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা সত্য বাক্যে ও কার্য্যে সম্যক্ সত্যের অনুসরণ করা, শৌচ—বাহ্য ও অন্তঃশুদ্ধি, অস্তেয়—চুরি না করা বা অসরলভাবে কোন কথার অর্থগ্রহণ না করা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—অযথা ইন্দ্রিয় পরিচালনা না করা, অক্রোধ—ক্রোধ না করা, ভগবান্ মনু এই দশটীকে ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়াছেন। * সুধু বেশ ধারণ, উপাসনা বা যোগের ভান করিলেই যে ধার্ম্মিক হওয়া যায় তাহা নহে, কেন না ধর্ম্মের লক্ষণে কোথায়ও এমন কথা নাই। সুতরাং যিনি পূর্ণরূপে ঐ দশটী গুণের অধিকারী তিনিই প্রকৃতপক্ষে ধার্ম্মিক।

* ধর্ম্মের লক্ষণে অন্যান্য শাস্ত্রে দেখিতে পাই—

(ক) 'অহিংসা লক্ষণো ধর্ম্মো।'
মহাভারতম্।

(খ) 'বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ম্।' শ্রীমদ্ভাগবতম্।

(গ) "পাত্রে দানং মতিঃ কৃষ্ণে মাতাপিত্রোশ্চপূজনম্।
শ্রদ্ধা বলির্গবাং গ্রাসঃ ষড়্বিধংধর্ম্মলক্ষণং॥"
পাদ্মোত্তরখণ্ডম্।

ধর্ম্মের মূল যথা—

"অদ্রোহশ্চাপালোভশ্চ দমোভূতদয়াতপঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং ততঃ সত্যমনুক্রোশঃ ক্ষমাধৃতিঃ
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলমেতদ্দুরাসদম্॥"
মৎস্যপুরাণম্।

ধর্ম্মাঙ্গানি যথা—

"ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন তপসা চ প্রবর্ত্ততে।
দানেন নিয়মে নাপি ক্ষমা শৌচেন বল্লভ।
অহিংসয়া সশাস্ত্যাচ অস্তেয়েনাপি বর্ত্ততে।
এতৈর্দ্দশভিরঙ্গৈস্তু ধর্ম্মমেব প্রসূচয়েৎ॥"
পাদ্মোভূমিখণ্ডম্।

এতাদৃশ বহুশাস্ত্রে বহুবিধ ধর্ম্মের লক্ষণ, মূল ও অঙ্গাদির কথা উক্ত থাকিলেও মনুকথিত ধর্ম্মের দশ লক্ষণেই এ স্থলে ধৃত হইল—

(১). ধৃতিঃ ধৈর্য্যম্ ধারণা। সা ত্রিধাঃ—'সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী।' ধৃতি অর্থ ধৈর্য্য বা ধারণা। উহা সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী-ভেদে তিন প্রকার। বিশেষ বিবরণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৮শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

(২) ক্ষমা-ক্ষান্তিঃ। বৃহস্পতি বলিয়াছেন:—

"বাধ্যে চাধ্যাত্মিকে চৈব দুঃখে চোৎপাদিতে
ক্বচিৎ।
ন কুপ্যতি ন বা হন্তি সা ক্ষমা পরিকীর্ত্তিতা॥"
একাদশীতত্ত্বম্।

অপিচ:—

"আক্রোষ্টোহভিহতো যস্তু নাক্রোশেন্নহনেদপি।
অদুষ্টেষ্টবাঙ্মনঃ কায়ৈস্তিতিক্ষুশ্চ ক্ষমান্বিতা॥"
মাৎস্যে ১২০শ অধ্যায়।

(৩). 'দমঃ বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।'
বেদান্তসারঃ।

অপিচ—

"কুৎসিতাৎ কর্ম্মণো বিপ্র যচ্চ চিত্ত
নিবারণম্"।
স কীর্ত্তিতো দমঃ প্রাজ্ঞৈঃ সমস্ত
তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥"

পাদ্মে ক্রীয়াযোগ সারে।

"দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১১শঃ।

(৪) অস্তেয়ং—'মনসাপি পরস্বা-
গ্রহণম্।' শ্রীধরস্বামী।

(৫) শৌচম্—শুদ্ধম্। যথা বৃহস্পতিঃ—

"অভক্ষ্য পরিহারস্তু সংসর্গশ্চাপ্যনিন্দিতৈঃ।
স্বধর্ম্মে চ ব্যবস্থানং শৌচমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥

একাদশীতত্ত্বম্

(৬) ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ—'অন্তরেন্দ্রিয়
সংযমঃ।'

(৭) ধীঃ—বুদ্ধিঃ ইত্যমরঃ।

(৮) সত্যম্—যথার্থম্। যথা—

"যথার্থ কথনং যচ্চ সর্ব্বলোক সুখপ্রদম্।
তৎসত্যমিতি বিজ্ঞেয় মসত্যং তদ্বিপর্য্যয়ম্॥"

পাদ্মেক্রীয়াযোগসারে ১৬শঃ অধ্যায়ঃ।

অপিচ—

সত্যেন লোকং জয়তি নাস্ত্যস্ত পরমং তপঃ।
যথাভূত প্রসাদস্তু সত্যমাহুর্মনীষিণঃ॥

কৌর্ম্মে উপবিভাগে ১৪ শঃ অধ্যায়ঃ।

অপিচ— "নহি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে জন্মখণ্ডে ৯৫শঃ অধ্যায়ঃ।

অপিচ— "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" শ্রুতি।

(৯) বিদ্যা—'বিদ্যাত্মনিভিদাধীঃ।'

শ্রীমদ্ভাগবতম্। "আত্মাতে অভেদ জ্ঞানের নাম বিদ্যা।" "নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধি র্বিদ্যেতি ভণ্যতে॥" অধ্যাত্মরামায়ণম্। এই স্থূল শরীর আমি নহি, সচ্চিদানন্দময় আত্মাই আমি ইত্যাকার জ্ঞানের নাম বিদ্যা।" "সর্ব্বৈক ভাবনাবুদ্ধিঃ সা বিদ্যেত্যভিধীয়তে।" "সর্ব্বএক ভাবনাবুদ্ধিকে বিদ্যাবলে॥

(১০) অক্রোধঃ—সর্ব্বতোভাবে ক্রোধ পরিত্যাগ করা। শ্রীভগবান্ ক্রোধকে নরকের দ্বার বলিয়াছেন, কেননা রজগুণ হইতে ক্রোধের উৎপত্তি—"ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

শ্রীগুরুতত্ত্ব বলিতে বলিতে উপরোক্ত প্রমাণ নিচয়ের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের নিমিত্ত উহা প্রদত্ত হইল। প্রবন্ধ বিস্তারের ভয়ে ঐগুলির বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল না। যাঁহারা ভাল সংস্কৃত জানেন না। তাঁহারা এগুলি পরিত্যাগ করিলেও মূলপ্রবন্ধ বুঝিতে কোনরূপ কষ্ট হইবে না। উপরোক্ত লক্ষণগুলির যথাযথ আচরণই প্রকৃত তপস্যা। তপস্যা তিন প্রকার কায়িক বাচনিক ও মানসিক। শারিরীক তপার্থে শৌচ, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি, বাচিক তপার্থে সত্য বাক্য প্রভৃতির প্রয়োগ, ও মানসিক তপার্থে বিদ্যা, অক্রোধ, ধী, ক্ষমা প্রভৃতির অনুশীলন করিতে হয়। যিনি এই ত্রিবিধতপে সিদ্ধ তিনিই প্রকৃত-পক্ষে ধার্ম্মিক। সুতরাং ধার্ম্মিক গুরু বলিলে কি প্রকার ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে তাহার নির্ণয়ের ভার বুদ্ধিমান পাঠকের উপর রহিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী।
উথলী।

কবিতাগুচ্ছ।

সংসার। ১।

এ যে রে এমন ধাম,
আগে যদি জানিতাম,
তা হ'লে কি এই ফাঁসি পরিতাম সাদরে?
কত গুল্ম কাঁটা স্তূপ,
কত গর্ত্ত শুষ্ক কূপ,
পঙ্কিল করিছে ধরা ছায়াবাজী আকারে।১।
সংসারের সুখরাশি,
যেন স্বপনের হাসি,
মুহূর্ত্তে মিলায়ে যায় ভবিষ্যত আঁধারে।
তাই ত মনের খেদে,
দিবা নিশি কত কাঁদে,
তাপিত পরাণ কত শত দুঃখ-প্রহারে।২।
পাপের পঙ্কিল স্রোতে,
অসংখ্য তরঙ্গাঘাতে,
ভেসে যাই অবিরাম এ দুরন্ত সংসারে।
পরস্পর দ্বেষাদ্বেষী,
পরস্পর রোষা রোষী,
হায় রে কিসের তরে বৃথা এই পাথারে।৩।
কঠিন পাষাণ স্তরে,
সৃজিয়াছ এ ধরারে,
সৃজিলে না কেন তবে ওহে দয়াময়?
দৃঢ়তর বজ্রসারে,
মৃত্যুশীল মানবেরে,
রুক্ষ প্রাণে তিক্ত বিষ সহিতে হেলায়?৪।
নদীতে নদেতে যাঁর,
প্রেম স্রোত অনিবার,
বহে কি সে স্রোত এই দুর্নিবার সংসারে?
বিলাসে অন্তর্যামী
কাঁহারে দেখাব আমি,
যে আগুণ দিবা-নিশি জ্বলিতেছে অন্তরে।৫।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

বসন্ত। ২।

শিশির অন্তে নব বসন্ত
আইল ঋতুরাজ,
অঙ্গে ঝলকে স্বর্ণ সুষমা
শিরে মরকত তাজ।১।
ঐন্দ্রজালিক কণকদণ্ডে
মৃদু পরশন মাত্র,
সুপ্ত প্রকৃতি লুপ্ত জড়িমা
চমকি মেলিল নেত্র।২।
অমনি বহিল কোমল মলয়
কি যেন কহিল কর্ণে,
দ্রুমলতাদল আঁকুল পুলকে
শোভিল বিবিধবর্ণে।৩।

তাম্র পাটল নূতনপত্রে
আগরি পীবর অঙ্গ,
মহামহীরুহ লভিল নম্র
কম্র ব্রততী সঙ্গ।৪।

শুভ্র লোহিত ফুল্ল কুসুম
পাণ্ডু কোরক গুচ্ছ,
শ্যামলপত্র মরি কি চিত্র!
তুচ্ছ ময়ূর পুচ্ছ।৫।

বনানীবৃন্দে নয়নানন্দ
সুন্দর নবদৃশ্য—
তীব্র চটুল স্পন্দ পুলকে
চঞ্চল সারা বিশ্ব।৬।

চূত মুকুল গন্ধ লোলুপ
মধুপপুঞ্জ গুঞ্জে,
পঞ্চমে কল মঙ্গলগীতি
কোকিল কুহরে কুঞ্জে।৭।

মধুর কণ্ঠ বহু বিহঙ্গ
ঘনপল্লব বৃক্ষে,
হৃষ্ট মানসে মিষ্ট কাকলী
ঢালিছে অন্তরীক্ষে।৮।

প্রণয়সিক্ত প্রগাঢ় রক্ত
প্রণয়ি মানসপদ্ম,
বিকসি সদ্যঃ হ'ল অপূর্ব্ব
ভাব-বিভব—সদ্ম!৯।

শুভ্র জোছনা ধৌত রজনী
স্নিগ্ধ কুসুমগন্ধ,
মুক্ত আকাশে বিতরে নিত্য
নৈশসমীর মন্দ।১০।

শিশির অন্তে এস, বসন্ত,
মোহনকান্ত মূর্ত্তি,
তব উদয়ে লভুক পৃথ্বী
নিত্য নূতন স্ফূর্ত্তি।১১।

মৃত্যু শীতল রুগ্ন পরাণে
সঞ্চরি নবশক্তি,
এস বসন্ত নবীন জীবন
পুরাতন হতে মুক্তি?১২।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মৌলিক।

দয়াল। ৩

এম্‌নি দয়াল, এম্‌নি দয়া,
এম্নি গো তা'র স্নেহের ভাষা।
প্রাণ গল'য়ে, মন ভুলায়ে,
কর্‌তে চায় সে মেলা মেশা॥
চাইনা আমি, সে চায় মোরে,
এই জ্বালাতেই জ্ব'লে মরি।
পরের জ্বালায় আপনি জ্বলে
কি দয়া তা'র মরি মরি॥

অযাচিত ভালবাসা তা'র,
করলে পরেও প্রত্যাখ্যান।
ঘুরে ফিরে আবার আ'সে
এম্নি গো তা'র স্নেহের টান॥
তা'র দয়ার কি আছে সীমা?
তা'র দয়ার কি আছে শেষ?
আকাশ, পাতাল, জগৎজোড়া
তাহার স্নেহের মোহনবেশ॥

তা'র দয়া যে অযাচিত
এ রোগে কি উপায় করি?
আমি ভুলিত, সে ভুলে না
এত কি আর সইতে পারি?
তা'র দয়া থাক্ তারি কাছে,
আমায় কেন টানাটানি?
আমার সঙ্গে চুপ্ চুপ্
কিসের এত কাণা কাণি?
ভালবাস? ভাল বেসো;—
কিসের এত আসা যাওয়া?
যখন তখন কিসের এত
কেবল তোমার কথা কওয়া?
কিসের এত ভালবাসা—
কিসের এত জারিজুরি?
কাজের কা'লে প্রাণের মাঝে
কেন বা খেলাও লুকোচুরি?
এম্নি ক'রেই যখন তখন,
আমার প্রাণে দাও হে ব্যথা!
লজ্জা সরম সব খোয়ালুম
ছি! ছি! সেকি লাজের কথা!!
তোমার প্রেমে যে ম'জেছে
প্রাণের জ্বালা সেই ত জানে।
স্থির হ'য়ে যে ব'সবো বারেক
তা'ও সবে না তোমার প্রাণে॥
কেউ কোথা নাই! বৃষ্টিপড়ে,
মেঘে মেঘে আকাশ ছাওয়া!
কাঁপড় চোপড় গায়ে মুড়ে,
একটুকু যাই ব'স্‌তে যাওয়া
ভিজে ভিজে তুমি আ'স,
আর কি আমি সইতে পারি?
জলের শব্দে, মেঘের শব্দে
কি ডাক তোমার, মরি মরি!!
প্রাণ ফেটে যায়, বুক ফেটে যায়,
এত কষ্ট যায় না দেখা।
আমার জন্য, জীবের জন্য,
কতই কষ্ট পাও হে সখা॥
কতই ডাক "স্নেহের ডাক্"—
আমার জন্য ঘুরে ঘুরে।
কত বর্ষা, আর কত শীত,
অযত্নে গিয়েছ ফিরে॥
আর না হরি! আর না দয়াল!
আর রেখ না মোহের ঘোরে।
চিন্‌তে দাওহে তোমায় আপন!
দেখ্‌তে দাওহে পরাণ ভ'রে॥
চোখ খুলে যাক্ প্রাণ খুলে যাক্
তোমার প্রেমে যাক্ না গ'লে।
দাও না অভয়, দেও না হে স্থান,
তোমার পায়ে, তোমার কোলে॥
জয় দয়াময়! জয় দয়াময়!
আর কিবা ভয়? আর কি ভুলি?
তোমায় আমায়, আমায় তোমায়,
করি এস, কোলাকুলি॥

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা।

তুমি আছ কোথায় ? ৪।

বিষাদ জলদরাশি, আচম্বিতে দিবানিশি,
ঢাকিতেছে সুখ-আশা ঘোর অন্ধকারে।
শমি প্রায় দুঃখানল জ্বলিছে অন্তরে। ১।
তাই ত জানাতে ব্যথা, খুঁজি তুমি আছ কোথা ?
আহারে বিহারে আর স্বপনে নিদ্রায়
পথে দ্বারে ঘাটে মাঠে আসনে শয্যায়। ২।
ব্যোম মর্ত্ত্য ধরাতল, স্বরগ জলধি-জল,
চারু তরু গুল্ম মরু গহ্বর কানন
কোথায় হে দয়াময় পাব দরশন ?। ৩।
আছ কিহে নভস্তলে, তারা রাজি যথা জ্বলে,
প্রভাত সমীরে কিম্বা জলদ হুঙ্কারে
অথবা তটিনীতটে স্বচ্ছ সরোবরে ? ৪।
আছ কিহে চন্দ্রমায়, সান্ধ্য-গগন ছায়ায় ?
অত্যুচ্চ ভূধরে কিম্বা দূর প্রভাকরে ?
কহ দাসে আছি ভবে বিদগ্ধ অন্তরে। ৫।
পিতামাতা দয়াধার, পত্নীর প্রণয়-হার,
সৃজন যাঁহার হায় সে কিরে এমন
নীরবে নির্জ্জনে কাল করে নির্ব্বাপণ ? ৬।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

রাধার অনুরোধ। ৫।

কাল—যমুনার তীরে,
মোহন মুরলী ধ'রে
আছ দাঁড়াইয়া হে মম প্রাণেশ্বর!
নিয়ত মধুর স্বরে,
ডাকিছ মিলন তরে,
স্বর শুনে নাথ! শ্রীরাধা যে বিভোর।
উন্মাদিনী হ'ল রাধা,
সংসার ননদী বাধা,
মিলনের পথে কঠোর, প্রিয়তম!
ছুটিয়া মিলিতে চায়,
ননদী পিছনে ধায়,
টেনে ধরে শমন-সম নিরমম।
তুমি চাও শ্রীরাধায়,
রাধাও তোমায় চায়,
ননদিনী কেন তায় অরি যে সাজে!
প্রাণ কাঁদে নিশিদিন,
তোমাতে থাকিতে লীন
দূরে দূরে থেকে মর্ম্মে, বড় যে বাজে।
লাজ ভয় তেয়াগিয়া,
মিলিবারে চায় হিয়া,
তীব্র যবে পশে কাণে, বংশীর ধ্বনি।
(পুনঃ) ননদীর কোলাহলে,
তীব্রতা যে যায় ভুলে,
হৃদয়ে ভীরুতা আসে, হে গুণমণি
বাজাও বাজাও বাঁশী
লাজ ভয় যাক্ ভাসি
অতি উচ্চে তুলি রব, হে প্রেমময়!
ননদীর হাক্ ডাক্
ডুবে যা'ক্ ডুবে যা'ক্,
তব ডাক্ করে যেন, হৃদি বিজয়।
তুমি কৃষ্ণ পরমাত্মা,
তুমি রাধা জীব-আত্মা,
তব সহ প্রেম-প্রীতি যে সনাতন;
ননদী সংসার তায়,
প্রণয়ে কণ্টক হায়!
মিলনে দূরতা রাখে হে নিরঞ্জন!
ব্যবধান নাশিবার,
উপায় কি আছে আর,
বিনে তব আহ্বান গীতি তীব্রতর ?
বাজাও বাজাও বাঁশী
উন্মাদিনী হয়ে দাসী,
অবহেলি ননদী মিলুক সত্বর।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

সূর্য্য। ৬।

দেখ দেখ কি সুন্দর, উঠিয়াছে দিবাকর
ধরিয়াছে কি শোভাধরণী
দেখিয়া ভাস্করদেবে আনন্দে মগন সবে
ওই দেখ ওই দিনমণি,
সূর্য্য হেরে সূর্য্যমুখী অন্তরে হইয়া সুখী
চেয়ে আছে ভাস্করের পানে
শুনহে মানবগণ স্বীয় কাযে দেহমন
নিজ নিজ কর্ত্তব্যসাধনে,
বিকাশী আলোক-মালা ভুবন করিয়া আলা,
ঐ দেখ হাসে দিবাকর
সন্ধ্যা আসিবে আবার জগত করি আঁধার;
আবার উদিবে সুধাকর,
মানবেরও এই ভাবে সুখ-সূর্য্য নাহি রবে;
আসিবে আঁধার পুন ঘিরে
তাই বলি নরগণ পুণ্যপথে দেহ মন
অন্তে যাবে বৈকুণ্ঠনগরে,
ধন্য ধন্য নারায়ণ কমলার পতি,
তোমার মহিমা বুঝে কাহার শকতি॥

শ্রীনির্ম্মলাবালা ঘোষ।

ফাহিয়ান।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৬)।

দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ৯ যোজন যাইয়া ফাহিয়ান এক নির্জ্জন পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। তাহার শিখরে একটি গুহা (১)। শক্র আসিয়া এখানে বুদ্ধকে ৪২টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এখান হইতে এক যোজন দক্ষিণ পশ্চিমে নালো (Nalo) (২)। এই

(১) ইন্দ্রশিলা—হুয়েনসাঙ্গ।

(২) কালপিণাক—হুয়েনসাঙ্গ।

স্থানে সারিপুত্র জন্ম ও নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। তথা হইতে যোজনান্তর পশ্চিমে অজাতশত্রু নির্ম্মিত নব রাজগৃহ। প্রায় ৩০০ পা পশ্চিমদিকে অজাতশত্রু নির্ম্মিত বুদ্ধের স্মৃতি স্তূপ। উহার ৪ লি দক্ষিণে পঞ্চপর্ব্বত বেষ্টিত উপত্যকা। এইখানে বিম্বিসারের প্রাচীন রাজধানী ছিল। এস্থানের আয়তন প্রায় ৭ লি × ৫ লি। এইখানে নিগ্রন্থ অনলগর্ভ গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়াছিল; এবং বুদ্ধকে বিষাক্ত ভোজ্য সামগ্রী আহার করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। এইখানেই রাজা অজাতশত্রু মহাকায় মদমত্ত কৃষ্ণ হস্তী দ্বারা বুদ্ধের প্রাণ নাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। উত্তর পূর্ব্বদিকে সংকীর্ণ বক্র পার্ব্বত্য পথে ভিক্ষু জীবক অম্বাপালীর উদ্যানে বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া বুদ্ধ এবং তাঁহার ১২৫০ জন শিষ্যকে অম্বাপালীর পূজা গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ১৫ লি দক্ষিণ পূর্ব্বে গৃধ্রকূট পর্ব্বত। পর্ব্বতের শিখর হইতে ৩ লি দূরে একটি গিরিগুহা। বুদ্ধ এই স্থানে বসিয়া ধ্যান করিতেন। ৩০ পা উত্তর পশ্চিমে আর একটি গুহা। তথায় আনন্দ ধ্যান করিতেন। দেবদত্ত পিশুন গৃধ্ররূপে আনন্দকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এ জন্য এই পর্ব্বতের নাম গৃধ্রকূট হইয়াছে। এ স্থানে দেবদত্ত উপর হইতে প্রস্তরখণ্ড গড়াইয়া ফেলিয়াছিল। তাহাতে বুদ্ধের চরণাঙ্গুলী ক্ষত হইয়াছিল। যে পর্ব্বতের উপর বুদ্ধ সুরঙ্গম সূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তথায় যাইয়া ফাহিয়ান ভাবে অভিভূত হইলেন। তিনি গন্ধপুষ্পদীপাদি লইয়া বুদ্ধের অর্চ্চনা করিতে বসিলেন এবং সুরঙ্গমসূত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ভক্তিতে তাঁহার প্রাণ গদ্‌গদ হইল, উভয় নয়নে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

প্রাচীন নগর হইতে ৩০০ পা উত্তরে রাজপথের পশ্চিম পার্শ্বে কলন্দনেণুবন (১) বিহার। তাহার পশ্চিমে আরও ৩০০ পা অগ্রসর হইয়া পর্ব্বতের দক্ষিণপার্শ্বে পিপ্পলগুহা নামক একটী গহ্বর দেখিলেন। বুদ্ধ তথায় মধ্যাহ্নভোজনান্তে ধ্যান করিতে বসিতেন। উহার ৫৬ লি পশ্চিমে চেতি (cheti) নামক পর্ব্বতগুহা এই স্থানে বুদ্ধের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পর ৫০০ অর্হৎ ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। (২)

(প্রাচীন রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া ৩ লি উত্তর পূর্ব্বে যাইয়া তিনি দেবদত্তের পর্ব্বতগুহা (Coll) প্রাপ্ত হইলেন। তথা হইতে ৪ যোজন পশ্চিমে গমন করিয়া গয়াধামে উপনীত হইলেন। গয়া তখন বিজন প্রান্তর মাত্র। (৩) ২০ লি দক্ষিণে গমন করিয়া যেখানে বোধিসত্ত্ব ৬ বৎসর কাল কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন সেই স্থানে প্রাপ্ত হইলেন। ঐ স্থান তখন অরণ্যানী সমাচ্ছন্ন। ৩ লি পশ্চিমে যে স্থলে বুদ্ধ স্নান করিতে সলিলে অবতরণ করিয়াছিলেন এবং দেবগণ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া উঠিতে আম্রশাখা অবনত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই স্থান প্রাপ্ত হইলেন।

(১) Kalanda Nenuvan Vihar.

(২) Here 500 Arhats assembled after the Nirvan of Buddha to arrange the collection of sacred books. Beal.

(৩) All within this city is desolate and desert, Ibid.

ফাহিয়ান বলেন সেই আম্রবৃক্ষ তখনও জীবিত ছিল, যেহেতু মধ্যভারতে জলবায়ু গুণে বৃক্ষ সকল সহস্র সহস্র বৎসর জীবিত থাকে। (১) ২ লি উত্তরে গ্রাম্য বালিকারা বুদ্ধকে দুগ্ধান্ন (milk and rice) খাইতে দিয়াছিল। অর্দ্ধ যোজন উত্তর পূর্ব্বে একটী পর্ব্বতগুহা। তথায় বুদ্ধ দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। তথা হইতে ৩০ পদ অগ্রসর হইয়া দেবতাদিগের নিকট হইতে কুশতৃণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আরও ৫০ পা চলিয়া পিতো (Peito) বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। সেখান হইতে অর্দ্ধ যোজন দক্ষিণ পশ্চিমে কুশ বিস্তার করিয়া তদুপরি পর্ব্বতমুখে উপবেশন করিয়াছিলেন। তৎপর মার তাঁহার প্রলোভনের নিমিত্ত ৩ জন নর্ত্তকী প্রেরণ করিয়াছিল এবং স্বয়ং তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব চরণাঙ্গুলী ভূগর্ভে প্রবিষ্ট করিয়া অরাতি মারের অষ্টাদশ সৈন্যদল পরাজিত করিয়াছিলেন এবং রমণী তিন জন শূকরীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই সকল স্থানে মন্দিরও মূর্ত্তি অবস্থিতি করিতেছিল। (২) বুদ্ধ নগ্রোধ বৃক্ষতলে বর্গাকার প্রস্তরখণ্ডে উপবেশন করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়াছিলেন। যেখানে তিনি কশ্যপ ভ্রাতৃগণ ও তাঁহাদের সহস্র শিষ্য স্বমতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, যেখানে অন্ধ রাক্ষস মুচিলিন্দ তাঁহাকে সাত দিন বেষ্টন করিয়াছিল, যেখানে স্বর্গরাজগণ তাঁহাকে ভিক্ষাপাত্র অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং পাঁচশত বণিক তাঁহাকে লাজ ও মধু উপহার দিয়াছিলেন, সেই সকল স্থান ফাহিয়ান পরিদর্শন করিলেন।

ফাহিয়ান বলিয়াছেন বুদ্ধের জীবনের ৪টী প্রধান প্রধান ঘটনাস্থলে ৪টী সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। যথা— যেখানে বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেখানে তিনি বুদ্ধত্বলাভ করিয়াছিলেন, যেখানে তিনি সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং যেখানে তিনি মহানির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধগয়ার প্রসঙ্গে ফাহিয়ান অশোকের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। অশোক বাল্যকালে অতিশয় চঞ্চল ও দুর্বিনীত ছিলেন। একদা তিনি রাজপথে ক্রীড়া করিতেছিলেন। এমন সময় সেই পথে শাক্য-বুদ্ধ ভিক্ষায় যাইতেছিলেন। দুষ্ট বালক চাঞ্চল্যের এ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। একমুষ্টি ধূলি বুদ্ধকে ভিক্ষা প্রদান করিলেন। বুদ্ধ তাহা হস্ত পাতিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং অশোকের (ব্যায়াম) ক্রীড়াস্থলে তাহা ছড়াইয়া দিলেন। এজন্য অশোক উত্তরকালে দুর্দ্দান্ত পরাক্রমশালী হইয়া বজ্রমুষ্টিতে অখণ্ড জম্বুদ্বীপে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন (১)। অশোক জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণকালে একদা দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থান লৌহবেষ্টিত দুষ্ট লোকের পীড়ন স্থান দেখিতে

(১) In mid India trees live for thousand of years. Beal.

(২) Towers and figures of Buddha still exist over the place. Ibid,

(১) Became an iron wheel king and ruled over Jambudvip. Beal,

পাইলেন। তিনি সঙ্গীয় মন্ত্রিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে উহা যমরাজ কর্ত্তৃক পাপীদিগের শাস্তি প্রদান করিবার স্থান। তিনিও তাঁহার রাজ্যের দুষ্টদিগের শাস্তির জন্য ঐরূপ একটী স্থান নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কারাগারের জন্য উপযুক্ত অধ্যক্ষের সন্ধান আরম্ভ হইল। অনেক অনুসন্ধানের পর একটি স্রোতস্বিনী তীরে একটি বীভৎস প্রকৃতির কৃষ্ণবর্ণ লোক পাওয়া গেল। সে নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাবে পশু-পক্ষীদিগকে নিকটে আনিয়া হত্যা করিতেছিল। তাহাকে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বর্গাকারে ফল ফুল সুশোভিত উদ্যানের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করা হইল (১)। অশোক আদেশ করিলেন, যেকেহ এই উদ্যানে প্রবেশ করিবে, তাহাকেই নিষ্ঠুর ভাবে পীড়ন করিবে। অশোক স্বয়ং প্রবেশ করিলে তাহাকেও যেন ছাড়িয়া দেওয়া না হয়। কিছুদিন অন্তর একদা এক বৌদ্ধভিক্ষু ভিক্ষা করিতে মধ্যাহ্নকালে অশোকের কারা-উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। যমদূতকল্প কারাপতি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া পীড়নোদ্যত হইল। ভিক্ষুক কাতর ভাবে অনুনয় বিনয় করিয়া কহিতে লাগিলেন যে, তাঁহার মধ্যাহ্নভোজন হয় নাই, একটু সময় দিলে আহারান্তে শাস্তির জন্য প্রস্তুত হইবেন। নিষ্ঠুর কারাধ্যক্ষ তাহাতে কর্ণপাত করিল না। কিন্তু ইতিমধ্যে দৈবক্রমে অপর এক ব্যক্তি উদ্যানের উন্মুক্ত দ্বারে প্রবেশ করিলে ভিক্ষুককে পরিত্যাগ করিয়া সে তাহার প্রতি ধাবিত হইল, এবং এক লম্ফে তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া লৌহময় উদূখলে তাহার শরীর চূর্ণ করিতে লাগিল। সে হতভাগ্যের মুখ হইতে শোণিত ধারা নির্গত হইতে লাগিল। এই নিদারুণ দৃশ্য অবলোকন করিয়া ভিক্ষুর তত্ত্বজ্ঞান সমুপস্থিত হইল। তিনি অর্হত অবস্থায় উপনীত হইলেন (১)। এমন সময়ে সহসা কালান্তক যমের ন্যায় কারাধ্যক্ষ আসিয়া ভিক্ষুকে ফুটন্ত সলিলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু তখন অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। উষ্ণ জল শীতল হইল, কটাহ মধ্যে একটি মৃণালদণ্ড উদ্গত হইয়া তদুপরি কমল প্রস্ফুটিত হইল। অর্হত তদুপরি আসীন হইয়া সানন্দে বিরাজ করিতে লাগিলেন। রক্ষী বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে ঊর্দ্ধশ্বাসে মহারাজ অশোক সন্নিধানে ধাবিত হইল, এবং তাঁহাকে কারাগারে আসিয়া এই অদ্ভুত ঘটনা দর্শন করিতে নির্ব্বন্ধসহকারে অনুরোধ করিল। কিন্তু অশোক তাঁহার পূর্ব্ব আদেশ স্মরণ করিয়া কারাউদ্যানে যাইতে ভীত ও অনিচ্ছুক হইলেন। রক্ষী পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে অশোকের কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল এবং পূর্ব্ব নিয়ম প্রত্যাহার করিয়া কারাগৃহে গমন করিলেন। তথায় অর্হতের উপদেশ শুনিয়া তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন (১)। কারাগৃহ ভূমিসাৎ করা হইল। অশোক অনুতাপদগ্ধ হইয়া প্রাণের শান্তির জন্য পিতোবৃক্ষের সন্নিকটে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। রাণী রাজার অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া রাজার গম্যস্থান জানিতে পারিলেন। এবং গোপনে লোক নিযুক্ত করিয়া ঐ বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরদিন রাজা যথা সময়ে বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া শোকে সংজ্ঞাহীন হইলেন। শ্রমনগণ বহুকষ্টে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করাইলেন। পরে রাজা বৃক্ষের মূলে মৃত্তিকা স্তূপিকৃত করিয়া তাহাতে দুগ্ধ সিঞ্চন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। রাজা অন্নজল পরিত্যাগ করিয়া ধরণীতলে পতিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন "যদি বৃক্ষ সঞ্জীবিত না হয়, আমি আর গাত্রোত্থান করিব না।" (২) মূল হইতে নব নব শাখা বিনির্গত হইল, রাজার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। ফাহিয়ানের সময়েও এই বৃক্ষ জীবিত ছিল। তখন উহা প্রায় ১২০ ফুট উচ্চ।

ঐ স্থান হইতে ৩ লি দক্ষিণে কুক্কুটপাদশিলা। (৩) তথায় মহাকাশ্যপ বাস করিতেন। তদনন্তর ফাহিয়ান পাটলিপুত্রে প্রত্যাগত হইলেন এবং গঙ্গার ধারে ধারে পশ্চিমমুখে ১০ যোজন চলিয়া কোয়াঙ্গ য়ি (Kwang-yi) বা মরুবিহার প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর আরও ১২ যোজন পশ্চিমে যাইয়া কাশীদেশে উপনীত হইলেন। উঁহার রাজধানীর নাম বারাণসী। বারাণসী হইতে প্রায় ১০ লি উত্তর পূর্ব্বকোণে প্রাচীন ঋষিদিগের সারঙ্গ বিহার (Deer Park) পূর্ব্বে প্রত্যেক বুদ্ধ এইখানে বাস করিতেন। কথিত আছে এই স্থানের কোন রাজা এক উপপত্নীতে আসক্ত ছিলেন। কালক্রমে তাহার গর্ভ সঞ্চার হয়। কিন্তু কোন সন্তান না হইয়া আঠার ন্যায় কতকগুলি জলীয় পদার্থ প্রসূত হইল। উহা পাত্রে করিয়া সিন্ধুকে ভরিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। বৈশালীর নিকট লিচ্ছাবীরাজ নদীতে সিন্ধুক ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া কৌতূহল বশতঃ উহা তীরে আনিয়া মধ্যে কি আছে পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু কিল কিল করিতেছে। সহস্র ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া তিনি ঐ সকল শিশুকে প্রতিপালন করিলেন। ক্রমে তাহারা বয়োপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের সাহায্যে তিনি দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। এই দেশের রাজার সহিত তাঁহার পূর্ব্ব হইতে শত্রুতা ছিল। তিনি তাঁহার সহস্র পালিত পুত্রকে মহাপরাক্রমশালী অরাতি রাজা জয় করিতে প্রেরণ করিলেন। রাজা শুনিয়া ভয়ে অধীর হইলেন। নগরে হাহাকার উঠিল। কিন্তু তাঁহার উপপত্নী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "মহারাজের কোনই চিন্তা নাই, আমি সন্ধি স্থাপন করিয়া দিব।" রাজা প্রথমে কিছুতেই সে কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। কিন্তু পরিশেষে উপায়ান্তর অভাবে উপপত্নীর কথায় নির্ভর করিয়া তাহার আদেশানুযায়ী চলিতে সম্মত হইলেন। নগরের দ্বার রুদ্ধ

(১) "Plant every kind of flower and fruit tree, make beautiful alcoves so as to attract men, if any one will peep in, torture him and let no one ever go out again &c."

Beal.

(১) The Bhikshu at this sight arrived at the condition of an arhat.

Beal.

(১) The Bhikshu delivered a lecture there and he was converted.

Beal.

(২) If the tree does not revive, I will never rise again.

(৩) Cock's foot mountain.

হইল। তদুপরি উচ্চমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া রাজা উপপত্নীকে তথায় স্থাপন করিলেন। প্রবল বিপক্ষসৈন্য দ্বারভঙ্গ করিত উদ্যত হইলে রাজার উপপত্নী উচ্চৈ স্বরে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে বলিলেন। তিনি বলিলেন "তোমার আমার পুত্র, আমি তোমাদের জননী। পিতার সহিত যুদ্ধকরা তোমাদের কর্ত্তব্য নহে।" তাহারা একথা বিশ্বাস করিতে চাহিল না। তখন রমণী বলিলেন "তোমরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া মঞ্চের সম্মুখে দণ্ডায়মান হও, আমি প্রমাণ দেখাইতেছি"। তাহারা তাহাই করিল। মঞ্চের উপর হইতে তাহার উভয় স্তন হইতে সহস্রধারা নির্গত হইয়া সহস্র সন্তানের মুখে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ উভয় পক্ষে সন্ধিস্থাপিত হইল। ইহারা সহস্র ভাই প্রত্যেকে বুদ্ধ। বুদ্ধ বলিয়াছেন তিনিই পূর্ব্বজন্মে এই অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সারঙ্গনাথে ফাহিয়ান বন্য হরিণ দেখিতে পাইলেন। এইখানে অজ্ঞাত কৌণ্ডিল্য এবং তাঁহার সঙ্গিগণ বাস করিতেন। তাঁহারা দূর হইতে বুদ্ধকে আসিতে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিয়াছিল "এই শ্রমণ গৌতম ৬বৎসর যাবৎ বহুক্লেশ ভোগ করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছে। প্রত্যহ এক দানামাত্র অন্ন গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করিত। তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিতে অসমর্থ হইয়াছে। এখন মনুষ্য সমাজে মিশিয়া কর্ম্ম, বাক্ ও চিন্তার সংযম পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে তাহা লাভ করিতে আশা করিতে পারে? আজ সে এখানে আসিলে আমরা কেহ তাহার সহিত বাক্যালাপ করিব না। (১) কিন্তু বুদ্ধ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তাহারা উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল এবং অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিল। এই স্থানে একটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার ৬০ পা উত্তরে যেখানে বুদ্ধ অজ্ঞাত কৌণ্ডিল্যাদি পঞ্চ শিষ্যকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তথায়ও একটী স্তূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ২০ পা উত্তরে যেখানে বুদ্ধ, মৈত্রেয় সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তথায় এবং তাহার ৫০ পা দক্ষিণেও স্তূপ বিদ্যমান ছিল। উদ্যানের মধ্যস্থানে দুইটী সংঘারাম ছিল, তাহাতে শ্রমণেরা বাস করিতেন। ঐ স্থান হইতে ১৩ যোজন উত্তর পশ্চিমে কৌশম্বি। তথায় ঘোষিরাবন (১) বিহারের ভগ্নাবশেষমাত্র বর্ত্তমান ছিল। উহার ৮ যোজন পূর্ব্বে এক দুরাচার দানব বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। এই স্থান হইতে ২০০ যোজন দক্ষিণে তাথ্‌সিন (Ta-thsin) বা দক্ষিণদেশ। সেখানে কাশ্যপ বুদ্ধের পর্ব্বত হইতে খোদিত সংঘারম ছিল। সিংহ ও হস্তিমূর্ত্তি শিলা হইতে খোদাই করিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। এই অট্টালিকার নাম পোলোইয়ুন (Po-lo-yun) বা কপোত অট্টালিকা। এ দেশ সাধারণতঃ অনুর্ব্বর এবং জনশূন্য। দূরবর্ত্তী গ্রামে বিধর্ম্মিদিগের বাস। তাহারা বুদ্ধ, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দর্শনজ্ঞানের কোনই সংবাদ রাখে না! (২) তাহারা ফাহিয়ানকে বলিয়াছিল সেই বৌদ্ধ মন্দিরে দেশ দেশান্তর হইতে গগনপথে শ্রমণেরা আসিতেন। তাহারা ফাহিয়ানকেও, তিনি আকাশপথে উড়িয়া আসেন নাই কেন, জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। উত্তরে রসিক চীনপরিব্রাজক বলিয়া ছিলেন, "যেহেতু আমায় এখনও পাখা গজায় নাই!" দক্ষিণ দেশে পথঘাট বহুবিঘ্নসঙ্কুল ছিল। বিদেশীয় তীর্থযাত্রীরা ভেট দিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তিনি তাহাদের জন্য উপযুক্ত রক্ষী প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরসিকলাল রায়।

(১) To-day when he comes here, let us carefully avoid all conversation with him.

(১) Ghoshiraban Vihar.

(২) They know nothing of Buddha, Sraman, or Brahman, of any of the different schools of learning. Beal.

নামকরণ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

কিন্তু তাঁহার এ কথা প্রশ্নশূন্য নহে। হইলে কখনই হিতোপদেশরচয়িতা কেবল "বিষ্ণু শর্ম্মা" এবং কাতন্ত্রসূত্র প্রণেতা সর্ব্ববর্ম্মা (৫) বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতেন না। অথবা "ভীষ্মত্রাতৃ বর্ম্মণে" না বলিয়া তর্পণের সময় যখন আমরা "বৈয়াঘ্র পদ্য গোত্রায় সাঙ্কৃতি প্রবরায়চ। অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সতিলং ভীষ্ম বর্ম্মণে" বলিয়া থাকি; এবং মহারাজ শূদ্রক যখন স্বরচিত মৃচ্ছকটিক নাটকে সার্থবাহ অর্থাৎ বণিক বা বৈশ্যদিগকে কেবল দত্তান্ত নামেই পরিচিত করিয়াছেন (৬) তখন অন্যতম টীকাকার পূজ্যপাদ কাশীরাম বাচস্পতি মহাশয়ের কথা কিরূপে সমীচীন বলিয়া সাদরে গ্রহণ করা যাইতে পারে? বলাবাহুল্য চকার কেবল সমুচ্চয়ার্থেরই দ্যোতক নহে। কোষকার মেদিনীকর বলেন, উহা পক্ষান্তরেরও প্রতিপাদক। যথা,—

"চান্বাচয় সমাহারেঽপ্যন্যোন্যার্থে সমুচ্চয়ে।
পক্ষান্তরে তথা পাদপূরণেঽপ্যবধারণে॥"

(নানার্থ শব্দকোষে মেদিনী)

অপি চ পূজ্যপাদ টীকাকার বাচস্পতি মহাশয় বসু ঘোষাদি পদ্ধতিধারী জাতিকে কেন

৫) "রাজার্হ রত্ন নিচয়ৈ রথ সর্ব্ববর্ম্মা।
তেনার্চ্চিতো গুরুরিতি প্রণতেন রাজ্ঞা॥
স্বামীকৃতশ্চ বিষয়ে বক কচ্ছ নাম্নি।
কুলোপকণ্ঠে বিনিবেশিনি নর্ম্মদায়াঃ॥

(কথা সরিৎসাগর)

(৬) সোথ্বু সত্থবাহ বিণ অদত্তস্স ণত্তিআ, সা অর দত্তস্স তণআ, সুগহিদণামহেআ অজ্জ চারুদত্তো নাম সেট্ঠি চত্তরে পড়িবসাদি, তং হি মে দারিআ জোব্বণ সুহমণুভবদি।"

(মৃচ্ছ কটিকে নবমোঽঙ্কঃ)

যে, "অমুক বসু দাস" বা "অমুক ঘোষ দাস" ইত্যাদি রূপনাম রাখিতে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাও আমরা বুঝিলাম না। বলাবাহুল্য যমোক্ত "দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ" এই পদ্যাংশে চকার নাই। থাকিলেও যা হয় ত এক দিন পূজ্যপাদ স্মার্ত্তরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের দোহাই দিয়া টীকাকার বাচস্পতি মহাশয় বহু কষ্টে আত্মমত কথঞ্চিৎ সমর্থন করিতে পারিতেন। অথবা আমরা জানি না যাহার বলে বসু ঘোষাদি পদ্ধতিকারীজাতিকে "দাসান্ত" নামে অভিহিত করা যাইতে পারে এমত কোন শাস্ত্র আছে কি না। পরমারাধ্য স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহোদয় বসু ঘোষাদি পদ্ধতিধারী জাতিকে শূদ্র বা সচ্ছূদ্র বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে দাসান্ত নামে পরিচিহ্নিত করিতে যখন তাহারও সুদৃঢ় লেখনী স্তম্ভিত (৭) হইয়াছে; তখন সেই বসু ঘোষাদি পদ্ধতিধারী জাতি ভাক্ত শূদ্র কি না, তাহা বিজ্ঞ টীকাকার বাচস্পতি মহাশয়ের পক্ষে অন্ততঃ একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল। তাহা না দেখিয়া উহাদিগকে দাসান্ত নামে পরিচিহ্নিত করিতে গিয়া খ্যাতনামা টীকাকার বাচস্পতি মহাশয় স্বীয় অগাধ পাণ্ডিত্যে কলঙ্ককালিমা লেপন করিয়াছেন কিনা, তাহা সুধীমণ্ডলী অনুগ্রহপূর্ব্বক স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিবেন। আমরা অতঃপর প্রকৃতের অনুসরণ করি।

সত্য বটে ব্রাহ্মণের শর্ম্মান্ত, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মান্ত, বৈশ্যের ভূত্যান্ত এবং শূদ্রের দাসান্ত নাম হইবে। (৮), ইহাই মহর্ষি শাতাতপের অনুশাসন। কিন্তু তাই বলিয়াই যে, শর্ম্মাদি শব্দ ভিন্ন তৎ তৎ শব্দ বাচক অন্য কোন শব্দ উপপদরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না, শাস্ত্রের এরূপ অভিপ্রায় নহে। হইলে প্রাচীন নিবন্ধকার শাতনামা মাধবাচার্য্য কখনই স্বরচিত পরাশরভাষ্যে "মাঙ্গল্যাদীনি পূর্ব্বপদানি শর্ম্মাদীন্যুত্তর পদানি। তথা চ নামান্যেবং বিধানি সম্পদ্যন্তে; শ্রীশর্ম্মা, বিক্রমপালঃ, মাণিক্যশ্রেষ্ঠী, হীনদাসঃ" এই কথা; এবং অন্যতম প্রাচীন স্মার্ত্ত অশেষ শাস্ত্র পারদর্শী মহামতি মদন পাল কখনই স্বরচিত মদন পারিজাতে "যথা রুদ্র শর্ম্মা, শক্তি পালঃ, ধনপুষ্টো, হীনদাসঃ" এই কথা লিখিতে সাহসী হইতেন না। ফলতঃ আমরা মনে করি আলোচ্য শাতাতপ বচনে শর্ম্মা প্রভৃতি পদগুলি উপলক্ষণ মাত্র। বলাবাহুল্য ইহা যে কেবল আমরাই বলিতেছি তাহা নহে। ভগবান্ মনুরও ইহাই অভিমত। যথা,—

"শর্ম্ম বদ্ব্রাহ্মণস্যস্যাদ্রাজ্ঞোরক্ষা সমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রেষ্য সংযুতম্।"

(মনুস্মৃতিঃ)

"ব্রাহ্মণের নামের শেষে শর্ম্মঃ উপপদ, ক্ষত্রিয়ের নামে বর্ম্মাদি কোন রক্ষাবাচক উপপদ, বৈশ্যের নামে ভূতি প্রভৃতি কোন পুষ্টিবাচক উপপদ এবং শূদ্রের নামের অন্তে দাস্যাদি কোন প্রেষ্যবাচক পদ যুক্ত করিবে। (৯)।

(পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ)

"অতএব শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য" এই যম বচনের ব্যাখ্যামুখে খ্যাতনামা নিবন্ধকার মদন পাল লিখিয়াছেন,—

"ত্রাতেতি রক্ষ শব্দ প্রদর্শনার্থং। অত্র শক্তি পালেত্যাদি শব্দা ভবন্তি।"

(মদনপারিজাতে চতুর্থঃ স্তবকঃ)

প্রিয়দর্শন পাঠক! অতঃপর আমরা আর একটী মাত্র কথা বলিয়া, আরব্ধ প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। কথাটী এই,—

হয়তঃ কেহ কেহ মনে করিতে পারেন "শর্ম্মাদেবশ্চ বিপ্রস্য" ইত্যাদি যমবচনে চকারগুলি সমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত না হইলে, অথবা "শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ" ইত্যাদি শাতাতপ বা শঙ্খবচনের শর্ম্মা প্রভৃতি পদগুলি উপলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিলে, ব্রাহ্মণের দেবান্তনাম কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না কেন? এ কথা চিন্তার বিষয় সন্দেহ নাই।

কিন্তু ব্রাহ্মণের "দেবান্ত" নাম কোথায়ও পরিদৃষ্ট হয় না বলিয়াই যে, তাঁহাদের পক্ষে "দেবান্ত" নামধারণ সর্ব্বথা অবৈধ, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। যেহেতু,—

"তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শমেন চ দমেন চ।
জগতাং শর্ম্মদানেন শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণে ভবেৎ॥
তাপত্রয়াদতি বলাজ্জগৎ সংরক্ষতীতি যৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বসমেধীরে বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়ে ভবেৎ॥
কলৌ কার্য্যে ধনং দত্ত্বা সর্ব্বান্ গোপায়তীতি যৎ।
তস্মাদ্বৈশ্যস্য নাম্নৈতৎ গুপ্তান্তমভিধীয়তে॥
দ্বিজান্ শুশ্রূষন্ নিত্যং শূদ্রস্তোষয়তীতি যৎ।
তস্মাত্তস্য চ দাসান্তং তত্তৎ স্ত্রীণাং তথা তথা॥

ইহার মর্ম্মার্থ এই,—তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শম ও দম দ্বারা জগতের সুখ বিধান করেন বলিয়া ব্রাহ্মণগণের শর্ম্মান্ত নাম হইবে, অতিশয় বলশালী হেতু তাপত্রয় হইতে জগৎ রক্ষা করেন বলিয়া ক্ষত্রিয়গণের বর্ম্মান্ত নাম, সময়ে সময়ে ধনদানে সকলকে রক্ষা করেন বলিয়া বৈশ্যগণের গুপ্তান্ত এবং শুশ্রূষা দ্বারা সর্ব্বদা দ্বিজবৃন্দের পরিতুষ্টি বিধান করেন বলিয়া শূদ্রগণের দাসান্ত নাম হইবে। এবং তত্তৎ জাতীয় স্ত্রীগণের নামের অন্তেও সেই সেই উপপদ থাকিবে। যেমন ব্রাহ্মণমহিলার অমুকী শর্ম্মণী, ক্ষত্রিয়ের অমুকী বর্ম্মণী, বৈশ্যের অমুকী গুপ্তা এবং শূদ্রের অমুকী দাসী ইত্যাদি, ইহাই যখন মহর্ষি আশ্বলায়ণের অনুশাসন; তখন যে ব্রাহ্মণমহিলাগণ সর্ব্বদা "দেবান্ত" নামে অভিহিত, সেই ব্রাহ্মণগণের পক্ষে দেবান্ত নাম ধারণ যে সর্ব্বথা অবৈধ এ কথা কিরূপে অনুমোদন করা যাইতে পারে? ফলতঃ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য পাদ যেমন স্বরচিত উদ্বাহতত্ত্বে লিখিয়াছেন,—

(৭) "শিবদত্ত প্রপৌত্রী, বিষ্ণুদত্ত পৌত্রী, হরিদত্ত পুত্রী, যজ্ঞদত্তা কন্যা, শিবমিত্র প্রপৌত্রায়, বিষ্ণুমিত্র পৌত্রায়, রামমিত্র পুত্রায় রুদ্রমিত্রায় তুভ্যং সংপ্রদত্তেতি।"

(উদ্বাহতত্ত্বে রঘুনন্দনঃ)।

(৮) "শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্যস্যাদ্বর্ম্মান্তং
ক্ষত্রিয়স্য চ।
ধনান্তঞ্চৈব বৈশ্যস্য দাসান্তঞ্চান্ত্য-
জন্মনঃ॥

(শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত শাতাতপঃ)

(৯) "ইদানীমুপপদ বিষয়মার্থমাহ শর্ম্ম বদ্ব্রাহ্মণস্যেতি। এষাং যথাক্রমং শর্ম্ম রক্ষা পুষ্টি প্রৈষ্য বাচকানি কর্ত্তব্যানি। শর্ম্ম বর্ম্ম ভূতি দাসা নীনি উপপদানি কার্য্যানি, উদাহরণানিতু শুভ শর্ম্মা, বলবর্ম্মা, বসুভূতিঃ দীন দাস ইতি।"

(মন্বর্থমুক্তাবল্যাং কুল্লুকভট্টঃ)

"শর্ম্মাণীত্যাদি প্রয়োগস্তু ন ব্যবহারকঃ"

(উদ্বাহতত্ত্বে রঘুনন্দনঃ)

ব্যবহার নাই বলিয়াই ব্রাহ্মণমহিলাগণ স্ব স্ব নামের অন্তে শর্ম্মণীপদ ধারণ করেন না, অন্যথা উহা যে, প্রকৃত পক্ষেই অবৈধ তাহা নহে। এখানেও সেই রূপই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ব্যবহার নাই বলিয়াই ব্রাহ্মণগণ দেবান্ত নামে আত্মপরিচয় প্রদান করেন না। প্রকৃত পক্ষে দেবান্তনাম ধারণ তাঁহাদের পক্ষে কোনই দোষের বিষয় নহে। ইত্যলং পল্লবিতেন।

শ্রীমধুসূদন রায়।

কায়স্থসম্মিলন।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্মাবতার, ধর্ম্মস্থাপয়িতা ও ধর্ম্মের রক্ষক আদিদেব শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবকে নমস্কার।

ধর্ম্মের স্থাপক ও রক্ষক বলিয়া আমরা আমাদের আদিদেব শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তকে নমস্কার করিয়াছি, কিন্তু অন্যায় করিয়াছি কি?

হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের সংস্থাপক বলিয়া খ্যাত। শ্রৌত গৃহ্যসূত্র এবং স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সেই ব্যবস্থা যথাযথ প্রতিপালিত হয় কি না, তাহা কে দেখিবে? ধর্ম্ম-ব্যবস্থা-যথাযথ প্রতিপালিত না হইলে ধর্ম্মের রক্ষা হয় না। পরন্তু অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়। সমাজে যাহারা ধর্ম্মের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অধর্ম্ম বৃদ্ধ করে, তাহাদিগকে দমন না করিলে অধর্ম্ম নিবারণ এবং ধর্ম্মসংস্থাপন হয় না। পক্ষান্তরে ধর্ম্মভীরু ধার্ম্মিকগণ যাহাতে নিরুপদ্রবে স্ব স্ব ধর্ম্ম রক্ষা করতঃ সমাজে উত্তম আদর্শ প্রচলিত করেন, তদ্ধেতু তাঁহাদের রক্ষার ব্যবস্থা করাও নিতান্ত আবশ্যক। প্রাচীন ভারতে এই সজ্জন-পালন, দুষ্ট দমন এবং ধর্ম্মসংস্থাপন ক্ষাত্র-শক্তির উপর নির্ভর করিত। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, তিনি যুগে যুগে সাধুদিগের রক্ষা, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাম ও কৃষ্ণাবতারেই এই কার্য্য বিশেষভাবে নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহা পুরাণেতিহাস গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়। ক্ষাত্রিয়-দেহ ধারণ করিয়া, তিনি বুঝাইয়াছেন যে, ক্ষত্রশক্তির উপর-ই এই গুরুভার ন্যস্ত রহিয়াছে।

অধুনা সভ্যসমাজে যেরূপ রাজ্যশাসনপ্রণালী প্রচলিত আছে, তাহাতেও শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন এবং ধর্ম্ম রক্ষা এই ত্রিবিধ কার্য্য ক্ষাত্র শক্তির উপরই ন্যস্ত রহিয়াছে। আধুনিক এই শক্তি ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত হইয়া এক এক ভাগ ভিন্ন ভিন্ন দুই সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া কার্য্য করিতেছে। বাহ্য শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা এবং অন্তর্বিপ্লব

হইতে প্রজা রক্ষার ভার যে সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত তাহার নাম Military এবং সমাজের দুষ্ট দমন, শিষ্ট পালন ও সমাজ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি-ব্যবস্থার রক্ষার ভার যে সম্প্রদায়ের উপর, তাহার নাম Civil এই Civil বিভাগ আবার স্থূলতঃ Executive বা শাসন ও Judicial বা বিচার এই দুই ভাগে বিভক্ত। শাসন ও বিচার বিভাগ উভয়ে একযোগে সামাজিক বিবিধ অত্যাচার ও অনাচার দমন করতঃ দুষ্ট দমন, শিষ্ট পালন ও ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিয়া থাকে। তরবারী Military বিভাগের এবং লেখনী Civil বিভাগের অবলম্বন। তরবারী এবং লেখনী এই উভয় অবলম্বন সাহায্যেই দেশে শান্তিরক্ষা, প্রজাপালন, শত্রু-দমন, ধর্ম্মরক্ষা সকল কার্য্যই নির্ব্বাহ হয়। প্রাচীনভারতে, শুধু প্রাচীনভারতে কেন—হিন্দুসাম্রাজ্যে—ক্ষত্রিয়বর্ণের উপর দেশ রক্ষা ও প্রজা রক্ষার ভার ছিল। তরবারী ক্ষত্রিয়ের অবলম্বন। তিনি ঔপনিষদিক জ্ঞানমার্গের উদ্ভাবক বলিয়া আখ্যাত হইলেও লেখনী "ক্ষত্রিয়" আখ্যাধারী বর্ণের অবলম্বন ছিল কি না সন্দেহস্থল। আমাদের আদিদেব শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তই তরবারী এবং লেখনীর একত্র ব্যবহার করিয়া ক্ষত্রিয়কে Civil এবং Military উভয় বিভাগের নেতা হইবার উপযুক্ত শিক্ষা দেন, এবং লেখনী ও তরবারী উভয়ের ব্যবহারে সুনিপুণ ক্ষত্রিয়কে মূলক্ষত্রিয় হইতে পৃথক্ করিবার উদ্দেশ্যে "ব্রহ্মক্ষত্রিয়," "ব্রহ্ম-কায়স্থ" অথবা "কায়স্থ" এই আখ্যা প্রদান করেন। কালক্রমে লেখনী উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে তরবারী অপেক্ষাও অধিকতর বীর্য্যবতী হইয়া উঠে এবং সমাজের সভ্য অবস্থায় ইহাই দেশ শাসনের প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। এবং তরবারী কেবল লেখনীর সাহায্যার্থেই প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ হয়। অধুনা সমস্ত সভ্যসমাজে লেখনীর-ই সহায়তায় বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষিত ও শাসিত হইতেছে, কেবল ক্বচিৎ নিতান্ত প্রয়োজন হইলে তরবারীকে লেখনীর সাহায্য করিতে হয়। দেশ শাসনের অর্থাৎ ধর্ম্মরক্ষার এতাদৃশ যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা এবং তরবারী-প্রয়োগে সুদক্ষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব যদি ধর্ম্ম-সংস্থাপক এবং রক্ষক বলিয়া সমাজে সুপূজিত না হন, আর কে হইবে?

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের বংশধরগণ যে আজিও বিচারালয়ে, শাসনবিভাগে, রাজস্ব-সংগ্রহে, প্রজাপালনে হিন্দুসমাজে অগ্রগণ্য রহিয়াছেন, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? কলিকাতা হাইকোর্ট হিন্দুসমাজের নানা-শ্রেণীর লোকই বিচারপতির পদ পাইয়াছেন কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারদক্ষতায় চিত্রগুপ্তবংশই যে অগ্রগামী তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আজিকার দিনেও রাজ্যশাসনের বিবিধ-বিভাগে চিত্রগুপ্তবংশধরদিগের প্রতিভা জ্যোতিঃ সেই সেই বিভাগকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। ব্যবহার শাস্ত্রের কথা তুলিলেও কায়স্থের নাম গৌরবের অত্যুচ্চ শিখরে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। জড়-বিজ্ঞান, রসায়ন, বিবিধ প্রাচীন অর্ব্বাচীন প্রচলিত অপ্রচলিত ভাষা, কাব্য, দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ—কোন্ শাস্ত্রের নাম করিব,—যাহা কায়স্থের প্রতিভাকে ধন্য ও বরেণ্য করে নাই। যতদিন বঙ্গভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, (টেকচাঁদ ঠাকুর) ও কালীপ্রসন্ন

সিংহের নাম অমর থাকিবে। লেখনীর ব্যবহারে এরূপ সর্ব্বব্যাপিনী দক্ষতা বঙ্গদেশে, শুধু বঙ্গদেশ কেন?—সমগ্র ভারতে আর কেহই আয়ত্ত করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান কালে রাজনীতি কায়স্থকে তরবারি ব্যবহার করিবার জন্য আহ্বান করেন নাই,—সুতরাং অস্ত্রচালনে আমাদের দক্ষতা লাভ হয় নাই। কিন্তু যদি কোন দিন দেশ রক্ষার জন্য দেশের রাজশক্তি, চিত্রগুপ্তবংশধরগণকে তরবারি গ্রহণ করতঃ স্বধর্ম্ম প্রতিপালন নিমত্ত আহ্বান করেন, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে চিত্রগুপ্তবংশ কখনও কোনও কালে তরবারি অথবা স্বীয় পূর্ব্বপুরুষের অবমাননা করিবেন না। এই মহাপ্রতিভাশালী ক্ষত্রিয়বর্ণের আদিপুরুষকে ধর্ম্মসংস্থাপক এবং ধর্ম্মরক্ষক বলিয়া প্রণাম করিব না ত কাহাকে এই গৌরবময়ী আখ্যা প্রদান করিব।

অধুনা, আমাদের সেই পরমপূজ্য জ্ঞান ও শক্তির আধারস্বরূপ আদিদেবের কৃপায় স্বধর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছি। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে কায়স্থকুলের মহাভাস্কর কায়স্থকুল-ভাস্কর মুন্সী কালীপ্রসাদের হৃদয়ে কায়স্থজাতির মহত্বের ধারণা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয়। সেই মহাপ্রাণ উদারহৃদয় পুণ্যচরিত মহাত্মার আমরণ যত্নের ফলে যুক্তপ্রদেশের দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত কায়স্থগণ একত্র মিলিত হইয়া সমাজের দুঃখ ও দুর্নীতি দূর করিতে কৃতসংকল্প হন এবং তাঁহারা এ সম্বন্ধে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা প্রতিভার পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন। বঙ্গদেশে ও কতিপয় সমাজহিতৈষী বদান্যচরিত ও উদারহৃদয় কায়স্থকুলতিলক ঐ উদ্দেশ্য-পরিচালিত হইয়া "বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা" স্থাপন করেন এবং বঙ্গদেশের চারি শ্রেণীর কায়স্থকে এক কর্ম্মক্ষেত্রে মিলিত করিয়া সমাজের শুভ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। সুখের বিষয় শুভ সংকল্প নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের চেষ্টায় সম্যক্ না হইলেও অনেক ফল পাইয়াছেন। অতাল্প কালমধ্যে চিরকুসংস্কার জড়িত, আলস্যপরায়ণ, নানা-দুর্নীতি জর্জরিত শতধাবিচ্ছিন্ন বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজে সমবেত চেষ্টার একটা অদম্য প্রভাব চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। এই যে সহস্র সহস্র ব্যক্তি শত সহস্র সামাজিক বিপদ ও গুরুপুরোহিত-বৃন্দের জ্বালাময় অভিসম্পৎ তুচ্ছ করিয়া ক্ষত্রোচিত সংস্কার গ্রহণ করিতেছেন,—এই যে প্রতিবৎসরই কতকগুলি পরিবারমধ্যে বিনা বরপণে কন্যাগ্রহণ প্রথার নিদর্শন দেখা যাইতেছে, এই যে কায়স্থ জাতিমধ্যে আন্তর্গনিক বিবাহের প্রচার হইতেছে, ইহারা কি কায়স্থ-কুলের উদীয়মানা নবশক্তির পরিচয় দিতেছেন না? দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে উত্তর ভারতবর্ষের যে কায়স্থসম্প্রদায় বঙ্গীয় কায়স্থ ভ্রাতৃগণকে হীনবর্ণ মনে করিয়া নিজ সভায় প্রবেশাধিকার দানে কুণ্ঠিত ছিলেন,—অধুনা আমাদের সমাজের শিরোমণিস্বরূপ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রজ মহাশয় ও অন্য কয়েকজন বঙ্গমাতার সুসন্তানের চেষ্টায় তাঁহারাই,—সেই সোপবীত, ক্ষত্রিয়াচারসম্পন্ন আর্য্যাবর্ত্তের চিত্রগুপ্তবংশজ কায়স্থ মহোদয়গণই আমাদিগকে নিজ নিকট আত্মীয় ও দায়াদ স্বীকার করিয়া সপ্রেম আলিঙ্গন দানে ধন্য করিতেছেন—ইহা কি অভিনব জাগরণের শুভ লক্ষণ নহে? বেদ ভগবান্ তারস্বরে বলিয়াছেন,—সকলে তোমরা

মিলিত হও,—তোমাদের হৃদয়, তোমাদের অভিপ্রায় এক হউক,—মিলনেই তোমাদের মঙ্গল। ভারতের পার্শীসম্প্রদায়ের সংখ্যা অতি ক্ষুদ্র, লক্ষাধিকও নহে,—কিন্তু মিলনের সুবর্ণসূত্রে তাঁহারা একগ্রথিত থাকায় তাঁহাদের সমাজের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি দ্রুতবেগে সর্ব্বতোমুখে অগ্রসর। সমুদ্রপুলিনে স্রোতোবেগে যে অগণ্য বালুকণা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও উৎক্ষিপ্ত হইতেছে,—যে অসংখ্য রেণু বায়ুবিতাড়িত হইয়া দূর হইতে দূরান্তরে চালিত হইতেছে,—সদ্যোজাত শিশুর প্রশ্বাস বায়ুও যাহাকে স্থানান্তরিত করিতে পারে,—সেই বালুকণায় এবং চিরস্থায়ী, অচল, অটল, পৃথিবীর মেরুদণ্ড স্বরূপ অভ্রভেদী হিমালয়ে কি প্রভেদ? মিলনের প্রভাবে একজন অজেয়, দুর্দ্ধর্ষ, বজ্রাঘাত ও ঝঞ্ঝাবাতে অকাতর পর্ব্বতরাজ,—মিলনের অভাবে অপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিন্ন বিছিন্ন স্রোতচালিত বায়ুতাড়িত বালুকণা মাত্র! এই জন্মভূমি ভূভারতে আমাদের সংখ্যা প্রায় এক কোটি। এই এক কোটি কায়স্থ একত্র মিলিত হইতে পারিলে, এক শুভ উদ্দেশ্য হৃদয়ে ধরিয়া, এক লক্ষ্য স্থির করিয়া চলিতে পারিলে, আমাদের যে কি উপকার হয়, তাহা কল্পনারও অতীত। সুমিলিত এক কোটি প্রাণীর উদ্দেশ্যে বিঘ্ন সাধন করা কাহারও সাধ্য নহে। যাঁহারা আজি ঈর্ষ্যা-বশে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন,—আমরা এই এক কোটি নরনারী মিলিত হইতে পারিলে তাঁহারা বিস্ময়ে হউক, ভ্রমে হউক, ভয়ে হউক অভিভূত হইয়া পড়িবেন,—বিরোধ করা দূরে থাকুক, প্রবল অগ্নিতে ঘৃতের ন্যায় আমাদের সহায়তাই করিবেন।

সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবানের শ্রীচরণে কোটি ধন্যবাদ যে, এই পরম কল্যাণদায়িনী মহতী একতার সূত্রপাত হইয়াছে। সে দিন কলিকাতায় পরম প্রশংসার্হ কতিপয় কায়স্থ মহাশয়ের যত্নে ভারতবর্ষীয় সর্ব্বশ্রেণীর কায়স্থ-মহামিলনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। পরম মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুজ মহাশয়ের ভবনে যে সর্ব্বশ্রেণীর কায়স্থ সম্মিলন হইয়া গিয়াছে আমরা তাহারই কথা বলিতেছি। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা এই দেবদুর্লভ দৃশ্য দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। বসুজ মহাশয়ের বাসভবন এক মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, দাসত্ব বহু, আমরা এই দৃশ্য দেখিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিলাম না। আমাদের ভাগ্য অতিশয় প্রসন্ন যে আমরা অখণ্ড শান্তিময় ইংরেজরাজ্যে বাস করিতেছি। পাঠকবর্গ অতীত ইতিহাসের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখুন,—পূর্ব্বে কখনও কোনও কালে এপ্রকার দৃশ্যের সমাবেশ সম্ভব হইত কি না? কাশ্মীর হইতে কুমারিকা, বোম্বাই হইতে ব্রহ্মদেশ এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী সাগরচুম্বিত চরণা দেশলক্ষ্মীর কায়স্থপুত্রগণ একত্র এক বাটীতে মিলিত হইয়া স্বধর্ম্মের ও স্বসমাজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। নিশ্চয়ই সেই পরম পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া আদিদেব ভগবান্ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পরম প্রীত হইয়াছেন, সুরাঙ্গনাগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছেন এবং গন্ধর্ব্বগণ পুণ্যময় গাথা গান করিয়াছেন। আশা করি, এই উত্তম এই চেষ্টা বর্ষে বর্ষে অধিকতর বল লাভ করিয়া সত্বরেই সমগ্র ভারতব্যাপী এক মহান্ কায়স্থসঙ্ঘের সৃষ্টি করিবে এবং আমরা বাঙ্গালী, বেহারী, পশ্চিমা, দক্ষিণী—সর্ব্বশ্রেণীর কায়স্থ

সমবেত চেষ্টার ফলে নিজ নিজ উন্নতি বিধান করিয়া সেই আদিদেব আদর্শপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবার প্রকৃত অধিকারী হইতে পারিব। আমাদের যেন মনে থাকে, আমরা দুষ্টদমন, শিষ্টপালন এবং ধর্ম্মসংস্থাপক ও রক্ষাকারী,—ধর্ম্মাবতার ধর্ম্মরাজের বংশধর। সমাজ আমাদের নিকট অনেক প্রত্যাশা করেন। আমরা যেন সমাজের এই প্রত্যাশা পূর্ণ করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে পারি। এই কর্ত্তব্যের পথে আমাদের প্রধান অবলম্বন সেই বেদবাণী,—রাজভাষায় অনুদিত হইলে বলিতে পারি—United We stand, Divided we fall. ভগবান্ আমাদের এই সম্মিলনকে চিরজীবি করুন।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

ভীমের কলঙ্ক।

(প্রতিবাদ)

বিগত মাঘ মাসের, ১০ম সংখ্যা প্রতিভায় বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা বিরচিত "ভীমের কলঙ্ক" শীর্ষক একটী ক্ষুদ্র কবিতা পাঠ করিয়া মর্ম্মন্তুদ বেদনা পাইলাম। অধিকন্তু কায়স্থ-সমাজের মুখপত্র "প্রতিভার" পরমশ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান সুযোগ্য সম্পাদক নির্ব্বিচারে তাহা যে কি প্রকারে "প্রতিভার" অঙ্কে স্থানদান করিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। সম্ভবতঃ কবির উৎসাহবর্দ্ধনই "ভীমের কলঙ্ক" "প্রতিভার" অকলঙ্কদেহে কলঙ্ককালিমা লেপন করিয়াছে। নতুবা যে নিষ্কলঙ্ক মহাবীর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অন্যতম নেতা, সমগ্র পৃথিবী তন্ন তন্ন করিলে যাঁহার বীরত্বের তুলনা হয় না, যে নির্ম্মল চরিত্র, অকপট বীরের বীরত্বে, ভারত যুদ্ধের তদানীন্তন প্রথিতনামা বীরেন্দ্রবৃন্দের বীরত্ব নিষ্প্রভ হইয়া ছিল। যে বীরহৃদয়ের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে, বীরত্ব স্ফুলিঙ্গ নিরবচ্ছিন্ন লুক্কায়িত ছিল, যাহার অমানুষিক অসীম সাহস দর্শনে ত্রৈলোক্যপূজিত শ্রীকৃষ্ণ অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন; যাহার বালহৃদয়নিন্দিত সারল্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বিবৃত করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন। যে বীর ভীরুতা, কপটতা মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে জানিত না; যাহার দৃঢ়তা ব্যঞ্জক বদনমণ্ডল সদানন্দময়; যে মহাবীর আশ্রিত বাৎসল্যে জগতে বীরেন্দ্রবৃন্দ মধ্যে অতুল। শ্রীকৃষ্ণের কোপভয়ে ভীত হইয়া, দণ্ডীরাজ দেব যক্ষ রক্ষ কিন্নর এবং মানব প্রভৃতির নিকট আশ্রয় প্রার্থী হইয়াও যখন কোথায়ও আশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হইল না তখন সেই শরণাগত দণ্ডীরাজকে ভাবী বিপদপাত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া যে বীরাঙ্গনা কর্ত্তব্যের অনুরোধে আশ্রয় দান করিয়াছিল সে কাহার সাহসে? বীরের গৌরব মহাবীর ভীমের সাহসে নয় কি? মহাবীর ভীম, বীরাঙ্গনা মাতৃস্বরূপা সুভদ্রা দেবীর কার্য্যের সমর্থন করিয়াছিলেন বলিয়াই ত আজও ত্রৈলোক্য মধ্যে পাণ্ডবগৌরব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তুমি যদি কাহারও ভক্ত হও তবে কর্ত্তব্যের অনুরোধও কি তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইবে? সম্ভবতঃ তাহা অসম্ভব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ভীম কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাহা অম্লান বদনে সম্পাদান করিয়াছিলেন। যে মহাবীরের অকপট পরাভক্তিতে ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ নিয়ত ছায়ার ন্যায় পশ্চাদনুসরণ করিয়াছেন। যে মহাবীর ধৃষ্টতা কাহাকে বলে জানিতেন না, যাঁহার ধৈর্য্য অচলসম, যাঁহার তিতিক্ষার সীমা নাই, শিষ্টাচার যে দেবমানবের আদর্শ। যে মহাবীর অগ্রজের আজ্ঞার প্রতীক্ষায় কুরুরাজ সভায় অনার্য্য (১) দুর্য্যোধন এবং দুঃশাসন কর্ত্তৃক বারংবার নানাবিধ উপায়ে লাঞ্ছিত হইয়াও তাহা নীরবে সহ্য করিয়াছেন, সেই ক্ষাত্রবীর্য্যের গৌরব বীরকুলের আদর্শ, পরম পূজ্যপাদ বীরকেশরী ভীমের চরিত্রে কলঙ্ক? একাধারে এত গুণ মানবে ত সম্ভবেই না, বুঝিবা বৃন্দারকবৃন্দমাঝেও মিলিবে কিনা তদ্বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ পর্য্যন্ত পাণ্ডবচরিত্রে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। এই পঞ্চত্ব মিলিয়াই একটী পূর্ণ পদার্থ গঠিত হইয়াছে; ইহার একটী অপরটীর অনুপূরক সুতরাং একটীর অভাবে অঙ্গহীন হইবেই। যুধিষ্ঠিরের যাহা অভাব, ভীমে তাহা পূর্ণ করিয়াছে, ভীমের অভাব, অর্জ্জুনে, এবং অর্জ্জুনের অভাব নকুল সহদেবে পূর্ণ করিয়াছে। মক্ষিকাবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে না পারিলে যেন কেহ পঞ্চপাণ্ডব এবং দ্রৌপদীচরিত্র পর্য্যালোচনা না করেন। পঞ্চপাণ্ডব এবং দ্রৌপদীচরিত্রে পূর্ণ মনুষ্যত্ব ছিল বলিয়াই ত পূর্ণপুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সখা। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে অবতার স্বীকার করিবেন, তিনিই ভীমের পদরজঃ শিরে গ্রহণ করতঃ কৃতার্থম্মন্য হইবেন। কেন না শ্রীকৃষ্ণ আমাদের শিক্ষার জন্য মধ্যম পাণ্ডবকে শ্রদ্ধা করিয়া গিয়াছেন। অধিক লিখিয়া আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। উপসংহারে আর কয়েকটী কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইব। পাণ্ডবচরিত্রের সমালোচকগণ যেন উপযুক্ত আচার্য্যের চরণতলে আসীন হইয়া, পাণ্ডবচরিত্র অধ্যয়ন করেন, অথবা স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর লিখিত "নিন্দুকের এত নিন্দা কেন?" প্রবন্ধটীও যেন নিয়মিত পাঠ করেন। লেখক প্রকারান্তরে দুর্য্যোধনকে সম্মান করিয়াছেন, পরন্তু দুর্য্যোধন তদ্রূপ সম্মানভাজন ছিল কি না, লেখক তাহা প্রণিধান করেন নাই। যে ব্যক্তি পরশ্রীকাতরতার অনুবর্ত্তিতায় অজ্ঞাতসারে আর্য্য দ্রব্য সহযোগে বিষ প্রয়োগে অন্যের প্রাণ সংহার করিবার সঙ্কল্প করে, সে ত কাপুরুষ! সে ত অনার্য্য! যে কপট পাশায় জয়লাভ করতঃ পর দারা সভা মধ্যে আনিয়া স্বীয় উরুদেশ বসাইতে কুণ্ঠা বোধ করে না, কিংবা নারীজাতির লজ্জা-

(১) যে আর্য্যত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না, আমি তাহাকেই অনার্য্য বলিতে ইচ্ছুক।

লেখক।

শীলতার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সভা মধ্যে বিবস্ত্রা করিতে আদেশ দিয়া, ক্ষণিক আনন্দ উপভোগ করিতে পারে, তাহার উরুদেশে গদা কেন শত সহস্র অশনি প্রহার করা বীরধর্ম্মানুমোদিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভীম আদর্শপুরুষ, সুতরাং তাহার কার্য্যের প্রতিবাদ করা অযৌক্তিক। অধিকন্তু আমরা বর্ত্তমানকালের লোক, বর্ত্তমান সামরিকবিধানানুসারেও, ভীমের কার্য্য বর্ত্তমান সময়ে আমাদের নিকটে অবৈধ প্রতীয়মান হইতেছে না। যে যদুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া নির্দ্দোষ ব্যক্তিগণের প্রাণসংহার করিবার জন্য, তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিতে পারে, যে নিরপরাধ অপগণ্ডশিশু হত্যায় লিপ্ত হইতে পারে, অন্যায় সমরে অসহায় বালককে নির্ম্মম ব্যবহারে যে হত্যা করিতে পারে, এককথায় যাহাদ্বারা সাধু সাধ্বী এবং নিরপরাধ বালক লাঞ্ছিত হয়, যাহাদ্বারা ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়া অধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহাকে যে কোন প্রকারে বিশেষতঃ দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিধন করা মহাকাল শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত। এ স্থলে আর একটী কথা উল্লেখ না করিয়াই থাকিতে পারিলাম না। পরন্তু পাণ্ডব শ্রীকৃষ্ণের ছায়া। পঞ্চপাণ্ডবপত্নী প্রাতঃস্মরণীয়া আর্য্যজাতির জননীস্বরূপা নরনারী যাজ্ঞসেনী শ্রীকৃষ্ণের সখী। ইহাদের আখ্যায়িকা আলোচনা করিতে হইলে নিষ্কাম হওয়া প্রয়োজন। কেন না আমার আচার্য্যদেব বলিয়াছেন "যেমন নীলবর্ণের চশমা চক্ষে ধারণ করিয়া দৃক্‌পাত করিলে দৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থই নীলবর্ণ প্রতীয়মান হয়, কামচক্ষে দর্শন করিলে শ্রীকৃষ্ণ এবং তৎপার্ষদ লীলাও তদ্রূপ প্রতীয়মান হইবে"। লেখক দুর্য্যোধনকে "অভিমানী" বলিয়াছেন, বস্তুতঃ লেখক অভিমানের প্রকৃত অর্থই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। অভিমান কি পরপীড়ক? না আত্মপীড়ক? রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বলিয়াছেন "যে অভিমান বিষমক্ষিকার মত ন্যায্য প্রয়োজন বিনা পরের মর্ম্মস্থলে দংশন করে, ন্যায্য কারণ বিনা পরপীড়নে প্রবৃত্ত হয়, পরের স্বাধীনতা ও সম্মান প্রিয়তার উপরে কোন না কোনরূপে একটুকু আঘাত করিতে পারিলেই, অন্তরে অতি নিকৃষ্ট লুক্কায়িত আনন্দ অনুভব করিতে থাকে, এবং পৃথিবীতে অন্য কাহারও যশ, মান, সুপ্রতিষ্ঠা ও সমুচ্ছ্রিত ভাব সহিয়া লইতে প্রস্তুত নহে"। উহা অভিমান নহে, বস্তুতঃ অভিমানের কদর্য্য বিকার। দুর্য্যোধনের এই প্রকার অভিমান ছিল। দুর্য্যোধন এই নীচ অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া, আপনাকে এক অসাধারণ জ্ঞানে, ন্যায়ের শাসন, স্নেহের শাসন এবং সর্ব্বপ্রকার সদ্ভাবের শাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া, সংসারে আপনার শাসনই প্রবল করিতে ইচ্ছুক (১) হইয়াছিল, কাজেই তাহার এই অভিমানের কদর্য্য বিকার ভীমগদাঘাতে চূর্ণীকৃত হইয়াছিল। অভিমানের এই কদর্য্য বিকার ধ্বংশ করিয়া প্রকৃত অভিমান প্রদর্শন করিবার জন্যই ভীমের জন্ম। লেখক বলিয়াছেন "ভীম দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিয়া শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করিয়াছে।" দুর্য্যোধনের পূর্ব্বোক্ত অত্যাচারগুলির তুলনায় তাহা অতি নগণ্য। কে অসহায় শিশুহত্যাকারী এবং আততায়ীকে ক্ষমা করিতে পারে? পত্নীর অপমান কে স্বচক্ষে দেখিতে পারে? এ প্রকার অসহায় শিশুহত্যাকারী এবং পত্নীপীড়কের মস্তকে পদাঘাত করা বরং শিষ্টাচার সম্মত। অধিকন্তু ভীম শ্রীকৃষ্ণভক্ত, তাঁহার পদরজঃ অভক্তের শিরে পড়িলে আমিত সেই ব্যক্তিকে পরম সৌভাগ্যবান মনেকরি, কেন না ভক্ত ও ভগবান্ অভেদ। লেখক যদি এরূপ ভক্তিমান হয়েন তবে তাঁহার পদরজঃ আমি অম্লান বদনে শিরে লইতে প্রস্তুত আছি। ভীমের কলঙ্ক প্রবন্ধের প্রথম কয়েক পংতি আমার ভালই লাগিয়াছে, শেষ কয়েক পংতিতে আর্য্যবীর ভীমের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করিলে পরম আপ্যায়িত হইতাম। লেখকের নামের পশ্চাতে দেব বর্ম্মা লেখাদেখিয়াই এই সকল উক্তি লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইলাম। অলমিতি বিস্তারেণঃ।

শ্রীকালীচরণ সরকার দেববর্ম্মা।

(১). প্রভাতচিন্তা। লেখক।

মহাত্মা "চৈতন্যকৃষ্ণ নাগের তিরোধানে।"

জাতি বিশেষের ইতিবৃত্ত কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে জাগরিত করিতে না পারিলেও ব্যক্তি বিশেষের কাহিনী অবশ্যই ব্যক্তি বিশেষের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়, কারণ সেই দুঃখ, সেই আশা, সেই উদ্যম এবং সেই উত্থান ও পতন—কেবল আধার ভেদ। তাই আজ মহাত্মা চৈতন্যকৃষ্ণের জীবনকাহিনী পর্য্যালোচনা করিতে বাসনা হইয়াছে। আকাশপটে ঐ রবি শশী যথা সময় উঠিতেছে, উর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ সুবিস্তৃত রহিয়াছে, নিম্নে শস্য শ্যামলা মেদিনী এবং অনতিদূরে অসীম সমুদ্র আবহমানকাল এক-ই ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু মানব-জীবন এই অসীম নিলিম রাজ্য ভেদ করিয়া দেখিতে দেখিতে খরগতিতে কালসাগরের কুক্ষিগত হইতেছে, পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিলাইয়া যাইতেছে, জীবনের জলবিন্দু অতল ও অপার জীবন-সাগরে মিশিয়া যাইতেছে। যে মনুষ্য এক সময়ে আপনার প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে এই পৃথিবী কম্পিত করিত, যাঁহার দৃষ্টিমাত্রেই সহস্র হৃদয় ভয়ে জড় সড় থাকিত, আজি জীবন-মহানাটকের শেষাঙ্ক অভিনয়কালীন সে দুধের শিশু হইতেও অধিকতর দুর্ব্বল ও নিঃসহায়; যে কখনও অন্যদীয় ন্যায্য স্বত্বের সূচাগ্র পরিমাণ ভূমিটুকুও বিনা যুদ্ধে প্রত্যর্পণ করিতে প্রস্তুত নহে, সে আজি সূচীও সঙ্গে না লইয়া শূন্য হস্তে চলিয়া যাইতেছে। যাহার আকাঙ্ক্ষা সেকেন্দরসাহের দুর্ণীবার আকাঙ্ক্ষার মত সাগরাম্বরা অবনীর সমস্ত প্রধান রাজ্য আয়ত্ত করিয়াও অতৃপ্ত ছিল, আজি সে সমুদায়

পরিত্যাগ করিয়া একাকী বিনা সম্বলে চির-বিদায় গ্রহণে প্রস্তুত হইতেছে,—এ দৃশ্য বড়ই হৃদয় বিদারক—এ শিক্ষা সমগ্র মানবজাতির জন্যই অমূল্য সম্পদ—এ দীক্ষা সমগ্র জগতের জন্যই চিরস্মরণীয় তত্ত্ব।

আমরা সকলেই আশা ও আকাঙ্ক্ষার স্রোতে কখন শৈবাল কখনও সুখ-শোভন কুসুমের মত সংসার-সাগরে ভাসিয়া যাইতেছি—কখনও বা উদ্দাম প্রবৃত্তির আবর্ত্তে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতেছি, কিন্তু বুঝিতেছি না যে, এ জীবনের দীপশিখা নিবিয়া যাইবে এবং জীবনের এ বৈতরিণী তীরে ভোগী ও বিলাসী হইয়া বৃথা প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিতেছি এবং মোহন্ধতা বশতঃ দেখিতে পাইতেছি না যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জলে, স্থলে ও নভোমণ্ডলে, তুষাররাশি-মণ্ডিত পর্ব্বত শৃঙ্গে, অথবা কল্লোলিত সমুদ্র-তরঙ্গে—কলকলায়িত লোকারণ্যে কিংবা কল্পনার অগম্য মহাশূন্যে সকল স্থানে সকল প্রকার বস্তু বিতানে প্রকৃতির নিত্য লীলা বিকাশ, বিলাস ও বিলুপ্তি। এ নিয়ম চেতন অচেতন এবং উদ্ভিদে সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং নিমিষের জন্যও জগদ্যন্ত্রের এই ক্রিয়াশীলতার নিবৃত্তি কি নিরোধ নাই। মানুষের আর সমস্তই এই বিশ্বজনীন নিয়মের অধীন কেবল কীর্ত্তিই এ অনুশাসনের অধীন নহে। ইহার ধ্বংস নাই এবং বিলুপ্তি নাই। তজ্জন্যই চিন্তাশীল শাস্ত্রকার তারস্বরে বলিয়াছেন, "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

চৈতন্যকৃষ্ণের মাটীর দেহ মাটীতে মিশিয়াছে, অণু অণুতে পরমাণু পরমাণুতে মিলাইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি মিশিয়া বিলয় পায় নাই এবং তাহা চিরকাল জাগরূক রহিবে এবং জনসাধারণকে গম্ভীর স্বরে উপদেশ দান করিবে। সৌরকর সমাগমে পৃথিবী যেমন উদ্ভাসিত হয়, বিশুদ্ধ বায়ুসঞ্চালনে জীব-হৃদয় যেমন প্রফুল্ল হয়, পূর্ণচন্দ্রের সুস্নিগ্ধ কিরণে সন্তাপিত দেহ যেমন স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ হয় ধার্ম্মিক লোকের আবির্ভাবে এবং তাঁহাদের সহবাসে জনসাধারণও সেইরূপ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত, উপদেশলাভে প্রফুল্ল ও সদাচারে বিগত সন্তাপ হইয়া থাকে। চৈতন্যকৃষ্ণের আবির্ভাবেও আমাদের তাহাই ঘটিয়াছে। তিনি তাঁহার জীবনের প্রারম্ভ হইতে অবসান পর্য্যন্ত আপদের পর্ব্বতভারে সমাক্রান্ত রহিয়াও এবং দারিদ্র্যের ঝটিকাবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইয়াও অভাবের পঙ্কিল প্রবাহে কখনও কলুষিত হন নাই, উচ্ছৃঙ্খলতার লেশ মাত্রও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই এবং দুরবস্থা কখনও তাঁহার শিক্ষা, শক্তি, সুরুচি, জোয়ারের জলধারার মুখে বালুরেখার ন্যায় বিধৌত ও বিলুপ্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। বিলুপ্ত কেন তাঁহাকে এক পদও হেলাইতে পারে নাই, বিন্দুমাত্রও নোয়াইতে পারে নাই। তিনি ধর্ম্মের অস্ফুট সম্ভাষণে অন্তরে স্পৃষ্ট থাকিতেন এবং বিবেক-সমীরণের মৃদুল দোলনেই তিনি দুলিইয়া পড়িতেন তজ্জন্যই তাঁহার লোকোত্তর গুণরাশি অটুট ও অকলঙ্কিত ছিল। মহত্ত্ব যদি পর্ণকুটীরে লতা পাতার আচ্ছাদনে পড়িয়া থাকে সেই পর্ণকুটীরও স্বর্ণপ্রাসাদ হইতে সুন্দর দেখায়, মহত্ত্ব যদি অসংখ্য গ্রন্থিযুক্ত জীর্ণাম্বরে পরিহিত রহে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও সেখানে লজ্জায় নিষ্প্রভ হয়। বিশেষতঃ যে দেশে বিদুরের দৈন্য, বিদুরের শান্ত সমাহিত নির্ম্মল চিত্ত এবং বিদুরের খুদ-

ধর্ম্ম শিক্ষার সূত্রস্বরূপে গ্রথিত, এবং যে দেশে ভগবান্ বুদ্ধদেব জ্ঞানালোকের বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া সর্ব্বাগ্রে সুবিস্তৃত রাজ্য ও অতুলনীয় ধন সম্পত্তি পদদলিত করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অথবা দারিদ্র্যব্রত অবলম্বনে অনন্ত জ্ঞানের পাবক শিখায় সমগ্র জগৎ আলোকিত করিয়াছিলেন—এবং যে দেশে মহাত্মা চৈতন্য দেব দয়ার তাদৃশ তরঙ্গ-বিহ্বলা দেবগঙ্গা পোষণ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্মগ্রহণে ও ভিক্ষাবৃত্তি পরিগ্রহে প্রেমভক্তির অমৃত মন্দাকিনী তর তর বেগে প্রবাহিত করিয়াছিলেন সেই দেশে—পুণ্যভূমি সেই আর্য্যাবর্ত্তে দারিদ্র্য দোষণীয় নহে, অভাব পাপ নহে এবং দরিদ্র লোক তথার ঘৃণার পাত্র নহে। তজ্জন্য আমাদের মহানুভব চৈতন্যকৃষ্ণও নিন্দনীয় নহেন। দারিদ্র্যদুঃখ সাধুরা ধর্ম্মের সহায় বলিয়াই মনে করেন এবং ভারতের আর্য্য মহাত্মাগণ সাদরে দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম-জগতে অক্ষয় ও অমরকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সংসার যখন অমাবস্যার রাত্রির ন্যায় অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন প্রতীয়মান হয়, সাংসারিক দুঃখ যখন চারিদিকে ঝটিকার ন্যায় প্রবাহিত হইতে থাকে পরদ্রোহী প্রতারকের বিষাক্ত লোভ-জনিত বিকার, বিদ্বেষ এবং বিশ্বাসঘাতকতা যখন বজ্রের ন্যায় বিকট শব্দে হৃদয়ে আতঙ্ক জন্মায় এবং কঠোর মূর্ত্তি বিপত্তি উহার করাল জিহ্বা প্রসারণ করিয়া জীবনের সমুদায় সুখ শান্তিকে রাক্ষসীর মত যখন একই গ্রাসে উদরস্থ করিবার জন্য সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় এবং দরিদ্রতা ঈর্ষা ও অভিমানের আক্রোশে প্রাণের উপর আঘাত করিবার জন্য নৈরাশ্যের শেলশূল সাংঘাতিক অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া যখন প্রচণ্ড বিক্রমে দানবের ন্যায় উপস্থিত হয় তখনই আমাদের চরিত্রের পরীক্ষার সময়। এ বিষম সঙ্কটাপন্ন সময়ে অনেকেরই পদস্খলন হইতে দেখা যায় এমন কি বাল্মীকির ন্যায় মহাতপস্বীর ও দস্যুবৃত্তি পরিগ্রহে আসক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মহানুভব চৈতন্যকৃষ্ণ নাগ মহাশয় এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন; এরূপাবস্থায়ও তিনি আত্মবিক্রয় করেন নাই, ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হন নাই, তাই তিনি আমাদের আদর্শ মহাপুরুষ, তাই তিনি সমাজের আরাধ্য।

যেমন একটি দীপ হইতে সহস্র প্রদীপ মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হয়, তেমনই একটা ভাব-বিহ্বল হৃদয় হইতে শত সহস্র হৃদয় নূতনভাবে অনুপ্রাণিত ও আবেশিত হইয়া থাকে। মৃত অদ্ভুতকর্ম্মা কায়স্থরত্ন শশীভূষণ নন্দী মহাশয়ের অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত হইয়া এবং তাঁহার আবেশে আবেশিত হইয়া স্বজাতির উন্নতিকল্পে অত্রস্থ কতিপয় কায়স্থ মহাত্মা বদ্ধপরিকর হইয়া ছিলেন। মহাত্মা চৈতন্যকৃষ্ণ বাবুও তাঁহাদের একজন। জলে জল, বায়ুতে বায়ু, অগ্নিশিখায় অগ্নিশিখা সহজে মিশিয়া যায়। আকাশেই নক্ষত্র ফোটে, সরোবরেই কমল বিকশিত হয় এবং মধুচক্রেই মধুর অবস্থান সম্ভবে। তজ্জন্যই পরলোকগত নন্দী মহাশয়ের শিক্ষা ও দীক্ষা চৈতন্যকৃষ্ণের সরস হৃদয়েই দৃঢ়ভাবে আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে তিনি কখনও জ্ঞানের প্রদীপ ভাবিয়া আলেয়ার আলোর অনুসরণ করিতেন না এবং মন্দারমালাভ্রমে সর্পকে গলদেশ ধারণ করিতেন না। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিয়া ছিল, বিরাট দৈত্য বিভীষিকা দেখাইয়া ছিল, ভীমনাদে বজ্রনির্ঘোষ হইয়া ছিল

এবং প্রত্যক্ষ রোষ মূর্ত্তিমান হইয়া গুরুগম্ভীর গর্জ্জনে ভীতির আলেখ্য সম্মুখে ধরিয়া ছিল কিন্তু নিরুপায় ও নিঃসম্বল চৈতন্যকৃষ্ণ তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করেন নাই এবং তাহাতে ভীত বিচলিত ও কর্ত্তব্যবিমুখ হন নাই এবং অবিরত স্বীয় সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পর্ব্বতের ন্যায় অচল ও অটল ছিলেন। তাঁহার এই দৃঢ় সংকল্প তাঁহার জীবনের চিরসহচর ছিল।

বৃক্ষ যেমন কোটরস্থ বহ্নি দ্বারা পোড়া পোড়া হইয়া হঠাৎ এক সময়ে সামান্য বায়ু হিল্লোলেই ভাঙ্গিয়া পড়ে চৈতন্যকৃষ্ণও তেমনি রোগ শোকে জর্জ্জরিত হইয়া বার্দ্ধক্যভারে প্রপীড়িত হইয়া আকস্মিক ব্যাধিতে দেহত্যাগে বাধ্য হইয়া ছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও তাঁহার সংকল্পের দৃঢ়তার বিন্দুমাত্র অপচয় ঘটে নাই এবং তাঁহার লোকোত্তর গুণরাশি এই সময়েই চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছে এবং তজ্জন্যই তাঁহার দুঃখবিহ্বল জীবনের অবসান-কাহিনী অধ্যাত্মতত্ত্বে একটি অধ্যায়রূপে জাতীয় ইতিহাসে চিরদিন বিদ্যমান থাকিবে এবং সর্ব্বহন্তা মহাকাল সহস্র চেষ্টাসত্ত্বেও সে চিত্রের বিন্দুমাত্র অপসারণে সমর্থ হইবে না।

মনুষ্যদেহের যে অঙ্গ যত বেশী কোমল সেই অঙ্গই তত বেশী রোগপ্রবণ, এইরূপে মনুষ্য-হৃদয়ের যে বৃত্তি যত বেশী ভাবতরল, সেই বৃত্তি-ই মন্দের দিকে তত বেশী আবেগ-বিহ্বল। এই দৃঢ়সংকল্পতাই চৈতন্যবাবুর আর্থিক স্বচ্ছলতার পরিপন্থীস্বরূপে দাঁড়াইয়াছিল। তিনি ব্যবহারজীবস্বরূপে অর্থোপার্জ্জনে বিফলমনোরথ হইলেও ওকালতি পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষকতা গ্রহণে পূর্ণমনোরথ হইতে পারেন নাই। কোথায় নন্দন-কানন-সঞ্জাত কল্পবৃক্ষের উচ্চতম উচ্চতা আর কোথায় তিমিরাবৃত গিরিগহ্বরের নিম্নতম নীচতা, কোথায় কাব্যের কমনীয় বিলাস আর কোথায় নাট্যের তাণ্ডবনৃত্য, কোথায় চরিত্রের চিরস্পৃহনীয় মাধুরী আর কোথায় ক্রূর স্বভাবের চিরবিতৃষ্ণাজনক কূটচিন্তা। চৈতন্যবাবু উকীলের উপাদানে গঠিত ছিলেন না কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁহাকে সেই পথে পরিচালিত করিয়া আজীবন উক্ত গণ্ডীর মধ্যে নিয়োজিত রাখিয়া তাঁহার আর্থিক অস্বচ্ছলতা জন্মাইয়াছে। কিন্তু কখনও তাঁহাকে বিপথে লইয়া যাইতে সক্ষম হয় নাই। কেবল এই একমাত্র স্থলেই উক্ত মহাত্মা তাঁহার অন্তর্নিহিত দৃঢ় সঙ্কল্পের কুফল ভোগ করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য, তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠা, তাঁহার অধ্যয়ন লালসা, তাঁহার জ্ঞানামৃত পিপাসা এবং তাঁহার প্রতিভা কর্ম্মক্ষেত্রে আশানুরূপ সুফল প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই, কারণ তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট। স্বভাবনিয়োজিত পথের ব্যতিক্রমেই মানুষের পদে পদে বিপদ ঘটে, এবং সেই ভুল ভ্রান্তির সংশোধন হয় না। মানুষ তজ্জন্যই আত্মকৃত ব্যাধির যন্ত্রণায় দিনরাত ছট্‌ফট্ করে।

আমরা চৈতন্যবাবুর উৎকৃষ্ট ভাগেরই ইঙ্গিত করিলাম, তবে তাহাতে অপকৃষ্ট ভাবের লব লেশও আছে কি না তাহা এখন সমালোচনা করিব না। এ সংসারে কিছুই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে; বায়ু-হিল্লোলেও সংক্রামকতা আছে, গোলাপেও কণ্টক আছে, রমণী-হৃদয়েও ছলনা আছে, চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে। রক্তমাংসবিশিষ্ট মানুষে সম্পূর্ণ পবিত্রতা ও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধি থাকিতে পারে না। কিন্তু অদ্য আমরা

তাহার আলোচনা করিব না কারণ মাথার উপরে সেই চাঁদ হাসিতেছে, ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে, নিম্নে শস্য শ্যামলা ধরণী শোভা পাইতেছে, এবং অদূরে অসীম সমুদ্র তাহার অসীমত্ব প্রকটিত করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু চৈতন্যকৃষ্ণ কোথাও নাই। ঐ দেখুন, মেঘমুক্ত আকাশ আবার হাসিতেছে, রাহুগ্রাসে নিস্তেজ চন্দ্র পুনরায় স্বীয় অমিয়ধারা বিকীর্ণ করিতেছে, এবং স্নিগ্ধ কৌমুদীরাশিতে দিগ্‌দিগন্ত আবার উদ্ভাসিত হইতেছে; কিন্তু চৈতন্যকৃষ্ণের প্রাণ-বায়ু চিরতরে অমর ধামে চলিয়া গিয়াছে। আর সহস্র ক্রন্দনেও সহস্র আবেদনেও তাঁহাকে কেহই এ মর্ত্ত্যভূমিতে দেখিতে পাইবেন না, সুতরাং তাঁহার ভ্রম-ভ্রান্তির সমালোচনা এখন নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ ছাত্রজীবনে পাঠাভ্যাস বিষয়ে আমরা অনেকেই উক্ত মহাত্মার নিকট যথেষ্ট উপকার পাইয়াছি। সে উপকার বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব। যদিও তাৎকালীন বাল্যসহচর বন্ধু-বান্ধবের অনেকে অকালশুষ্ক কুসুমের ন্যায় ঢলিয়া পড়িয়াছেন, তথাপি দীর্ঘকাল পরে আজ তাঁহাদের কথাও মনে পড়িতেছে। হৃদয়-যন্ত্রের কোন্ তার স্পর্শ করিলে কখন কি তান্ বাজিয়া উঠে তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না, তজ্জন্য আজ মহাত্মা চৈতন্যকৃষ্ণের পবিত্র স্মৃতির স্মরণার্থ প্রবন্ধ রচনায় পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। বস্তুতঃ মনুষ্যের প্রকৃত সুখ পরের সুখে, প্রকৃত দুঃখ পরের দুঃখে এবং মানব জাতির প্রাণনিহিত প্রীতি আত্মসুখের সপ্তম স্বর্গে সমুত্থিত হইলেও পরকে পাশরিয়া,—উপকারীর উপকার এবং বান্ধবের বান্ধবতা বিস্মৃত হইয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। এ শিক্ষা বোধ হয় সকল সময়েই সর্ব্বসাধারণের চিরস্মরণীয় তত্ত্ব।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

জেনারেল কালীচরণ ঘোষ।

একদিন এই পুণ্যভূমি ভারতে বিদ্যা বুদ্ধি ও শৌর্য্য-বীর্য্যে কায়স্থজাতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ এই বিষয় অগ্রণী ছিলেন। মুসলমান রাজত্বের সময়েও এই জাতি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিল। প্রতাপাদিত্য, সীতারাম রায়, কেদার রায় প্রভৃতি বীরগণ তাঁহাদের বীরত্ব কাহিনীতে ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই শৌর্য-বীর্য্য অতীত কাহিনী মাত্র, এই আধুনিক যুগে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজের শাসনসময়ে, সময়ে সময়ে ইহারা বীরত্বনোচিত কৃতিত্ব দেখাইতে পশ্চাৎপদ হন নাই।

আজ একটি কায়স্থ কুলতিলকের বীরত্ব-কাহিনী প্রকাশ করিতেছি। যিনি তাঁহার অসামান্য বুদ্ধিবলে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্যই যুদ্ধক্ষেত্রে অশেষ শৌর্য-বীর্য্য

প্রদর্শন করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সম্মানিত জেনারেল উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কায়স্থ বীরপুরুষের নাম জেনারেল কালীচরণ ঘোষ। ইনি হুগলি জিলার অন্তর্গত আকনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে ইনি কোন সওদাগার আফিসে কার্য্য করেন, পরে সরকারি পল্টনের রসদ বিভাগে প্রবেশ করেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই নিজ প্রতিভা বলে একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী বলিয়া ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিদের নিকট বিবেচিত হইয়া খাস পল্টনের কেরাণীপদে উন্নত হয়েন। যে সময় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত মহারাষ্ট্র-কুলতিলক মহারাজা হোলকারের যুদ্ধ বাধিয়া উঠে, ভারতেতিহাসে যাহা দ্বিতীয় মারহাট্টা যুদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। হোলকাররাজ ভরতপুরের জাঠরাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে, ভরতপুরাধিপতি তাঁহাকে "ভিগ্" দুর্গ ছাড়িয়া দেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই উক্ত দুর্গ ইংরেজাধিকৃত হয়। ইংরেজের সহিত ভরতপুরের কোনও শত্রুতা ছিল না; কিন্তু তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া হোলকারের পক্ষাবলম্বন করায় ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে এক বিপুলবাহিনী প্রেরণ করেন। কালীচরণ সেই সৈন্যদলের কেরাণী ছিলেন, কাজেই তিনিও এই সঙ্গে গিয়াছিলেন। ইংরেজসৈন্য ভীমবিক্রমে ও বিপুল আয়োজনে ভরতপুরের দুর্গ অবরোধ করিয়া তাহার ধ্বংসসাধনে চেষ্টিত হইলেন। দুর্গরক্ষক জাঠসৈন্যগণের ভীষণ আক্রমণে ইংরেজসৈন্য পদে পদে পশ্চাদপদ হইতে লাগিলেন, একবার দুইবার নহে, বার বার উদ্যমতার সহিত আক্রমণেও ইংরেজপক্ষ অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাহাদের তিন সহস্রাধিক সৈন্য হত ও বহুসংখ্যক আহত এবং প্রধান সেনানায়ক রণক্ষেত্রে শয়ন করিলেন। অবশিষ্ট অল্প সংখ্যক সৈন্য যাহা রহিল, তাহারাও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। এমন একজন সৈন্যাধ্যক্ষও রহিল না যে, সৈন্য পরিচালনের ভার গ্রহণ করিতে পারে। অবশিষ্ট সুবাদার ও হাবিলদারগণ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কালীচরণ এই সৈন্যদলে ছিলেন। সর্ব্বদা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যাধ্যক্ষগণের সহিত একত্র থাকিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন নির্ভীক কালীচরণ সৈন্যচালনা প্রণালীও রণকৌশল সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া ছিলেন, তাঁহার এই কৃতিত্বের কথা সর্ব্বত্রই বিদিত ছিল, হাবিলদার সুবাদার প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চপদস্থ সেনানীগণকে সময় সময় যুদ্ধকৌশল, সৈন্যপরিচালনা, কামান স্থাপন ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তি ও পরামর্শ দিতেন তাহাতে অনেক সেনানী অনেক সময় প্রকৃতই ফল পাইতেন বলিয়া অনেকে ইহার সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। সাধারণ সৈন্যের মধ্যেও তাঁহার এই অভিজ্ঞতার কৃতিত্বের বিষয় অপ্রকাশ ছিল না। এই বিষম বিপদের সময় হতাবশিষ্ট হাবিলদার ও সুবাদারগণ মিলিত হইয়া কালীচরণকে ধরিয়া বসিলেন "কেরাণী-বাবু এখন আর আমাদের উপায় কি? মান সম্ভ্রম ত গেলই জীবনও যে যায়, কাপ্তেন কর্ণেল প্রভৃতি সেনাধিপগণের মধ্যে কেহই জীবিত নাই সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ, এখন উপায় কি? কে বিপুল সাহসে সৈন্যগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া

পরিচালিত করিবে এবং কেই-বা যুদ্ধ করিবার জন্য হুকুম দিবে? আপনিই এই বিপদের কর্ণধার। আপনি যদি জেনারেলের পোষাক পরিয়া জেনারেল হইয়া যুদ্ধের হুকুম না দেন তবে কাপুরুষের মত দাঁড়াইয়া মরিতে হইবেক। মৃত্যু ত আজ অনিবার্য্য তবুও আপনি আমাদিগকে লইয়া একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখুন।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কালীচরণ ঘোষ গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"যে অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে আজ কেহ যে প্রাণে বাঁচিবে এইরূপ আশা নাই, কিন্তু যদি মরিতে হয় তবে কাপুরুষের ন্যায় এক স্থানে দাঁড়াইয়া মরিব কেন? এস সকলে জীবনপণ করিয়া শত্রুর সম্মুখীন হই। শত্রুরা জানুক, শত্রুরা বুঝুক আমরা কাপুরুষ নহি, আমরা বীরের জাতি বীর! ঘোষজ এই বলিয়া তাঁবুর ভিতর হইতে জেনেরেলের পোষাক পরিধান করিয়া হতাবশিষ্ট সৈন্যদিগকে বহু আয়াসে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ভীমবেগে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন। বিপক্ষের পক্ষে এই আক্রমণ সহ্য করা কঠিন হইয়া উঠিল। বহু সুশিক্ষিত সৈন্যসাহায্যে ইংরাজ সেনাপতি যাহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই, একজন অন্য ব্যবসায়ী দুর্ব্বল বাঙ্গালী মুষ্টিমেয় সৈন্য দ্বারা তাহা অতি সহজে সম্পন্ন করিলেন। ভরতপুরাধিশ্বরের দুর্গ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এমন কি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিবারও অবসর পাইলেন না, তিনি ইংরেজদিগের যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ বিশলক্ষ টাকা নগদ দিবার অঙ্গীকার করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ইংরাজপক্ষ রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া দুর্গাবরোধ উঠাইয়া লইলেন। ভরতপুররাজকে তাঁহার ভিগদুর্গ প্রত্যর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, রাজাও হোলকারের পক্ষ ত্যাগ করিলেন।

এইরূপে একজন বঙ্গীয় কায়স্থযুবক ইতিহাস প্রসিদ্ধ মকরন্দ ঘোষের বংশধর বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংরাজ শাসনকালে যুদ্ধক্ষেত্রে সঙ্কট সময়ে অসীম সাহস ও অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া বিজয়লক্ষ্মীকে তদীয় অঙ্কশায়িনী করিতে পারিয়াছিলেন। এই সাহসিকতার জন্য ইংরেজগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিনি অভিনন্দিত হইয়া তিনসহস্র টাকা পুরস্কার ও জেনেরেল উপাধি লাভ করিয়া ছিলেন।*

শ্রীভূপালচন্দ্র ঘোষ।

* বীরত্বের এই সমুজ্জ্বল নিদর্শনটী ভারতইতিহাসের কোনও পৃষ্ঠায় আমরা দেখিতে পাই না কেন? ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে জেনেরেল লেকের তত্ত্বাবধানে ইংরেজসৈন্য ভরতপুরের দুর্গাবরোধ করিয়াছিলেন। আমাদের বোধ হয় সেই সময় এই ঘটনা হইয়াছিল। অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংকলিত সংক্ষিপ্ত ইংরেজী ভারতেতিহাসের ১৯৩ পৃষ্ঠায় আমরা নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করি

In the course of the war (the 2nd. Maharatta war) the Jat Rajah of Bharatpur threw off his alligiance to the English and declared in favour of the maharatta chief. General Lake laid seige to the Fort of Bhurtpur, though he failed, to take it, the Rajah at last got alarmed and tendered his sub-

mission. একটু মনোযোগেরসহিত পাঠ করিলে পাঠক দেখিবেন এই সংক্ষিপ্ত বিবরণটী মধ্যে জেনারেল কালীচরণ ঘোষের ঘটনাটী যেন লুক্কায়িত ভাবে কটাক্ষপাত করিতেছে। জেনেরেল লেক ভরতপুরের দুর্গাবরোধ করিলেন, কিন্তু দুর্গ জয় করিতে পারিলেন না, তথাপি ভরতপুরাধিপ সভীতান্তকরণে ইংরেজ বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ইহার প্রকৃত কারণ মহাত্মা কালীচরণ ঘোষের শেষ আক্রমণ।

সম্পাদক।

আন্তর্গণিকবিবাহ।*

আন্তর্গণিকবিবাহ প্রবর্ত্তন সমীচীন কি না, এ চিন্তা এক্ষণ আর শুধু কায়স্থজাতির মধ্যে নিবদ্ধ নহে; বঙ্গীয় কায়স্থেতর সমুদয় জাতির মধ্যেই ইহা বিস্তার লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে প্রত্যেক জাতিই তাহার বিছিন্ন স্বজনবৃন্দকে আর পর ভাবিয়া নির্ব্বোধের ন্যায় পর করিয়া রাখিতে চাহিতেছে না। খণ্ড সমূহকে অখণ্ডাকারে পরিণত করতঃ শক্তিশালী জাতিরূপে গণ্য হইতে চাহিতেছে। সঙ্কীর্ণমত বিলুপ্ত হইয়া তৎস্থানে উদারমত অধিকারপূর্ব্বক ভাবী উন্নতির আশা মানসক্ষেত্রে জাগাইয়া তুলিতেছে। ইহা বঙ্গীয় সমাজের পক্ষে শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। এক বহু হইলে, বিভিন্ন আচারসম্পন্ন হইলে বৈচিত্র বর্দ্ধিত হয় সত্য কিন্তু একের শক্তি, বহু বিভক্ত হওয়ায় ক্ষীণামূর্ত্তি ধারণ করে—সংঘর্ষে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়—সঙ্কীর্ণ আকারে সঙ্কীর্ণতা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া হয় ত পৃথিবী হইতে একেবারে তিরোহিত হয়। আবার ক্ষুদ্র খণ্ডনিচয়কে এক আচারবিশিষ্ট এক মতাবলম্বী করিয়া এক অখণ্ডাকারে গঠিত করিতে পারিলে পার্থক্যজনিত বৈচিত্র হ্রাস পাইলেও এমন এক বিস্তীর্ণা ও প্রবলা শক্তি লাভ করে; যাহা যে কোন সংঘর্ষ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া জগতে স্বীয় অস্তিত্ব বিলোপ হইতে দেয় না; বরং বিছিন্নশক্তি সমবায়ে কর্ম্মশক্তি বর্দ্ধিতায়তন হওয়ায় কর্ম্মের গৌরবে বিশ্ববাসীর নিকট একটা যোগ্যতর স্থান লাভ করিতে অধিকারী হয়। বঙ্গের জাতিবৃন্দের আপনজনকে আপন করিয়া লইবার যে আয়োজন পরলক্ষিত হইতেছে; ইহা মনুষ্যত্বের ও নবজীবন সঞ্চারের পরিচায়ক, দূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালী যে জাতিরূপে জগতে পরিচিত হইতে পারিবে, ইহা বোধ হয়, তাহার পূর্ব্বাভাস। খণ্ডিত জাতিকে অখণ্ড করিতে হইলে যে সমস্ত উপায় অবলম্বনীয় তন্মধ্যে আন্তর্গণিকবিবাহ যে অন্যতম, তৎসম্বন্ধে মতভেদ হইতেই পারে না। একতা নানারূপে সংস্থাপিত হইতে পারিলেও রক্তের সম্বন্ধ সংস্থাপন দ্বারা তাহা যেরূপ দৃঢ় ও স্বাভাবিক হয়; অন্য কোন রূপই তাহা হওয়া সম্ভাবিত নহে। আর স্বজাতির অন্তর্ভুক্ত কোন শ্রেণীবিশেষের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন যে অবৈধ ও অতৃপ্তিকর নহে; তাহাও সামান্য চিন্তাশীল ব্যক্তিও না বুঝিতে পারেন, এমন নহে। আন্তর্গণিকবিবাহ প্রবর্ত্তিত হইলে শ্রেণীগত সঙ্কীর্ণতা যে দূরীভূত হইয়া হৃদয় অনেক পরিমাণে প্রশস্ত হইবে; তাহাও নিশ্চয়। শ্রেণীবিশেষের বিশেষত্ব ও আন্তর্গণিকবিবাহফলে অন্য শ্রেণীতে সংক্রামিত হইয়া যে লাভবান্ করিবে; তাহাতেও কোনও সংশয় জন্মিতে পারে না। আন্তর্গণিকবিবাহ প্রচলিত হইলে জাতি অন্তর্গত প্রত্যেক শ্রেণী-ই অল্লাধিক পরিমাণে লাভবান্ হইবেন। সে লাভ শরীরে মনে ও সমাজে প্রত্যক্ষ করা যাইবে। কেহ কেহ আন্তর্গণিকবিবাহের প্রতিকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তিগুলি সুধু অহমিকা ও অদূরদর্শিতা প্রসূত বলিয়াই আমাদের অনুমিত হইয়াছে। তাঁহারা অধিক সুফলের কথা না ভাবিয়া অল্প কুফলেরই আশঙ্কায় ভীত হইয়া সরিয়া পড়িতে চাহিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের হৃদয়ের প্রতি চাহিয়া নিতান্তই দয়ার্দ্র হইয়াছি। অধুনা আন্তর্গণিকবিবাহ প্রায় সর্ব্বজাতি কর্ত্তৃক স্বীকৃত। আন্তর্গণিকবিবাহের বৈধতা ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে সমাজসেবী ব্যক্তি মাত্রেই অনুকূল মত পোষণ করিয়া থাকেন। লোক মত আন্তর্গণিকবিবাহে এরূপ অনুকূল হইলেও অন্য জাতির কথা দূরে থাকুক; সর্ব্বাগ্রে আন্তর্গণিকবিবাহের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গমকারী কায়স্থজাতিও আন্তর্গণিকবিবাহে কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারেন নাই—ইহার হেতু কি? ইহার হেতু আর কিছুই নহে—কোন প্রস্তাব সর্ব্ববাদী সম্মত হওয়া আর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়া কখনই এক কথা নহে। প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বোধ হইলেই তাহা সর্ব্বজন কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে বাধা-বিঘ্ন অপসারিত না করিলে কখনই সাফল্য লাভ হয় না। প্রস্তাব কাগজে কলমে বা মানববিশেষের অন্তরেই থাকিয়া যায়। কায়স্থজাতির মধ্যে যে আন্তর্গণিকবিবাহ যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হইয়াও আজ দশ বৎসরেও কিছুমাত্র প্রসারিত হইতে পারিতেছে না; তাহার কারণ ও শ্রেণীগত নিয়মাদি ও কুলীন শ্রেণীর কৌলিন্য-বিধিঘটিত অসাম্য। বাধা বিনাশ না করিলে মিলন সম্ভবপর হইতে পারে না। শ্রেণীগত নিয়মাদি ও কৌলিন্যঘটিত বিধিনিচয়ের অসমতা দূরীভূত করিয়া শ্রেণীচতুষ্টয়ের কায়স্থকে কোন এক বিশেষ বিধিব্যবস্থার অধীন না করিতে পারিলে আন্তর্গণিকবিবাহ প্রচলন আশাতীত ব্যাপার বলিয়াই অমাদিগের মনে হয়। সকল শ্রেণীর কায়স্থই তাহার স্ব স্ব সমাজের বিধি-ব্যবস্থা ভালবাসেন; প্রত্যেক শ্রেণীর কুলীনই তাহার কৌলিন্যের নিয়মকে মানিয়া চলেন। এক শ্রেণীর বিধি-ব্যবস্থা বা কৌলীন্য-পদ্ধতি অন্য শ্রেণীর সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন হইতে পারে। হইতে পারে কি? নিশ্চয়ই সেরূপ প্রতিকূল ভাবাপন্ন নিয়ম বিভিন্ন

* কোন জাতির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পরস্পর বিবাহ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হওয়াকে আন্তর্গণিকবিবাহ বলে। যেমন, কায়স্থজাতির বঙ্গজ, দক্ষিণরাঢ়ী প্রভৃতি শ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান; উহাই আন্তর্গণিকবিবাহ।

শ্রেণীতে প্রচলিত আছে। কেহই স্ব সমাজের স্ব বংশের নিয়মাদি সহজে বর্জ্জন করিয়া অন্যের নিয়মাধীন হইতে সম্মান বোধ করিতে পারেন না। ইহা যদি যথার্থ হয়, তবে কেহই অন্য শ্রেণীর সহিত আদান-প্রদান করিতে পারেন না। আর কেহ যদি নিজ সমাজের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অন্য শ্রেণীতে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন, তাহা হইলে স্ব শ্রেণীতে তাঁহার প্রতিপত্তির হ্রাস অনিবার্য্য। তবেই আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলনে সাহায্য করিতে অনেকের-ই অনিচ্ছা হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কেহ কেহ বলিবেন "যাহার মনের বল আছে, সে কখনি নিয়মাদির দাসত্ব করিবেনা। ত্যাগস্বীকারে বাধ্য হইবে।" এরূপ মনও বড়ই দুর্ঘট! আর এরূপ দু দশটা মন পাওয়া গেলেও তদ্দ্বারা কায়স্থসমাজে আন্তর্গণিকবিবাহ প্রবর্ত্তনের যথেষ্ট আনুকূল্য হইবে; বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্বশ্রেণীর কায়স্থেরই সম্মান বজায় থাকে; কেহই আত্মসম্মানে আঘাত না পান; এই প্রকার সাধারণ বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন না করিলে আন্তর্গণিকবিবাহ কখনই কায়স্থশ্রেণীচতুষ্টয়কে এক করিতে সক্ষম হইবে না। প্রত্যেক শ্রেণীর কায়স্থদিগকেই কতকগুলি কুলবিধি ও শ্রেণীগত বিধিব্যবস্থা পরিহারপূর্ব্বক এক সাধারণ বিধিব্যবস্থাকে মানিয়া চলিতে হইবে। এইটুকু ত্যাগস্বীকার না করিলে কায়স্থশ্রেণীচতুষ্টয় এক বিরাটমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারিবে না। নানাবিধ কুল-বিধি ও নানারূপ আচার-পদ্ধতি কায়স্থজাতির ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বর্ত্তমান থাকিবে, অথচ আন্তর্গণিক-বিবাহ ভাদ্রের গঙ্গার ন্যায় দেশ ভাসাইয়া দিবে; ইহা কল্পনারও অতীত। যেখানে যত বৈষম্য, সেখানে মিলন তত দূরবর্ত্তী। আন্তর্গণিকবিবাহ সম্বন্ধে আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যে অনেকেই বলেন, "কায়স্থজাতির শ্রেণীচতুষ্টয়ের মধ্যে ক্ষত্রিয়াচার প্রবর্ত্তিত হইলেই অনায়াসে আন্তর্গণিকবিবাহ প্রচলিত হইবে।" সত্য বটে, ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণের ফলে সর্ব্বশ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে একবিধ সমতা যে লাভ না হইবে এমন নহে। পরন্তু তাহাতে আন্তর্গণিকবিবাহের বাধা নিরাকৃত হওয়া কি সম্ভবে? বহুকাল সঞ্চিত শ্রেণীবিশেষের প্রথা ও কৌলিন্যের নিয়ম, যাহা সংস্কাররূপে মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত আছে; তাহা একমাত্র ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ করিলেই অন্তর্হিত হইবার নহে। যদি আমরা দেখিতে পাইতাম, উপ-বীতীকায়স্থ মাত্রেই ক্ষত্রিয়োচিত গুণগ্রামে ভূষিত হইবার জন্য ব্যগ্র,—ক্ষত্রিয়ের সৎসাহস দেখাইবার জন্য প্রস্তুত—তাঁহাদের অনেকেই ঘৃণিত পণ—প্রথা ও বংশের বৃথাভিমান উচ্ছেদনপূর্ব্বক জাতীয় উন্নতিবিধানে তৎপর; তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস হইতে পারিত—ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণমাত্রেই আন্তর্গণিক বিবাহের অন্তরায়সমূহ স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে। আমরা কি ইহাই দেখিতেছি না, যে আমরা পূর্ব্বেও যাহা ছিলাম, অধুনাও তাহাই আছি—সেই নীচতা, সেই অভিমান, সেই ভেদজ্ঞান সবই আছে, কেবলমাত্র উপবীতগ্রহণ ফলে "আমরা শূদ্র নহে, ক্ষত্রিয়" এই কথা বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। ইহাও যে কতক লাভ, তাহা আমরা অস্বীকার করিব না। আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলনে ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ যে অনুকূল

উপায়ের অন্যতর ইহাও আমরা গোপন করিতে চাহি না। আমাদের কথা এই যে, যতদিন কায়স্থসমাজে শ্রেণীগত প্রাধান্য রক্ষণের প্রবৃত্তি হ্রাস না হইবে; এক শ্রেণীর কুলীনগণ অন্য শ্রেণীর কুলীনের সহমিলনের প্রতিবন্ধক কুল-নিয়মকে পরিহার করিতে অভিলাষী না হইবেন; এবং সকল শ্রেণীর প্রীতিকর কত-গুলি সাধারণ নিয়ম সৃষ্টি করতঃ তাহা প্রতিপালনে বাধ্য না হইবেন; ততদিন ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ বা আন্তর্গণিক বিবাহের বৈধতা প্রমাণ করিলেই আন্তর্গণিক বিবাহ সচ্ছন্দগতিতে সমগ্র কায়স্থসমাজে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবে না। যে যাহা ছিলেন, তাহাই থাকিবেন; অথচ অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় স্ব স্ব কুলমর্য্যাদা অব্যাহত রাখিয়া আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলিত করিবেন; ইহা সামান্য বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিও স্বীকার করিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করিবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, "কুলীনে কুলীনে আন্তর্গণিকবিবাহ সহজে সম্ভবপর না হইতে পারে। কিন্তু মৌলিক-গণের অন্য শ্রেণীর কুলীনেরসহিত আন্তর্গণিক বিবাহের বাধা কি? তাহারা ত ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া অনায়াসে আন্তর্গণিকবিবাহের সহায়তা করিতে পারেন? সকল শ্রেণীর কায়স্থেই কুলীনের সংখ্যাপেক্ষা মৌলিকের সংখ্যাই অধিক। তাঁহারা আন্তর্গণিকবিবাহে আগ্রহ প্রদর্শন করিলে কুলীনেরা কিছুদিন পরে নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া নিশ্চয়ই সুপথে আসিবেন।" বস্তুতঃ মৌলিকেরা যদি স্ব শ্রেণী ও অন্য শ্রেণীতে সমভাবে আদান-প্রদান করেন; তবে যে আন্তর্গণিকবিবাহ অতি সত্বরই বহুপরিমাণ বাধা বিমুক্ত হইতে পারে; এ কথায় আমরা সানন্দে সমর্থন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু মৌলিকেরা সেরূপ সৎসাহস দেখাইতে সহজে রাজী হইবেন বলিয়া মনে করা যায় না। প্রত্যেক শ্রেণীর মৌলিক, তাহার স্ব শ্রেণীর অন্তর্গত কুলীনদিগকে যে পরিমাণ সম্মানের চক্ষে দেখেন, অন্য শ্রেণীর কুলীন সম্বন্ধে সেরূপ ধারণা তাঁহাদের নাই। মনের বহুদিন সঞ্জাত সংস্কারের প্রভাব অতিক্রম করা বড়ই দুষ্কর। কাজেই অন্য শ্রেণীর কুলীনেরসহ বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপনে মনের তৃপ্তি না ঘটিলে বিস্ময়ের হেতু কিছু নাই। ব্যক্তি-গত হিসাবে কেহ তৃপ্ত হইলেও সমাজের উপেক্ষায় তাঁহার তৃপ্তি বড় বেশী দিন স্থায়ীত্ব লাভ করিতে পারে না। একের জ্বালাময় কার্য্য ফল দর্শনে অন্যের অগ্রসর হইবার প্রবৃত্তি নষ্ট হয়; ইহা যদি অসত্য না হয় তবে মৌলিকগণকর্ত্তৃক আমাদের কোন ভরসা নাই। কুলীনে কুলীনে আন্তর্গণিকবিবাহ সংস্থাপিত হইলে, অন্য সমাজের কুলীনের সম্মানের ওজন মৌলিকেরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন; এবং নিজ সম্প্রদায়ের কুলীনগণের সমর্থন থাকায় পরসমাজের কুলীনসহ বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপনে স্ব সমাজে উপেক্ষিত হইতে হয় না। তাঁহারা নিরুদ্বেগে আন্তর্গণিকবিবাহে সহায়তা করিতে পারেন। তবেই দেখা গেল, কুলীন-গণের মধ্যে আন্তর্গণিকবিবাহপ্রবর্ত্তনই সর্ব্বাগ্রে অত্যাবশ্যক। যতদিন কুলীনেরা আন্তর্গণিক-বিবাহে উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন; ততদিন কায়স্থজাতিতে আন্তর্গণিকবিবাহ কখনই সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে না, ইহা নিশ্চয়। মৌলিক কায়স্থমহোদয়েরা এই কথায় হয় ত মনে মনে একটু অসন্তোষ পোষণ করিবেন;

তাঁহারা মনে করিবেন, আমরা কুলীনসম্প্রদায়ের এত অধীন কিসে? আমরা স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিলে কে তাহাতে বাধা দিতে পারে? এ কথা সত্য নহে আমরা এমন বলি না; পরন্তু আমরা জানি, মৌলিকেরা মুখে যাহাই বলুন, কার্য্যকালে সংস্কারের দাসত্ব ছেদন করা তাঁহাদের পক্ষে বড়ই কঠিন। কুলক্রিয়ার প্রলোভন ও সমাজে কুলক্রিয়া-জনিত প্রতিপত্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা, তাঁহারা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। আমরা ইহা বিশেষরূপে অবগত আছি; তাই আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, আন্তর্গণিকবিবাহ কায়স্থ-সমাজে পরিব্যাপ্ত করিতে হইলে কুলীন-সম্প্রদায়ের ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত তাহা সংসাধিত হইতে পারিবে না। কুলীনেরা মৌলিকের ন্যায় হস্তপদবিশিষ্ট হইলেও পুরুষপরম্পরায় তাঁহারা সমাজের উপর একটা অবাধ প্রভাব প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা অগ্রবর্ত্তী না হইলে সামাজিক বিষয়ে কেহই একপদও চলিতে চাহেন না। সমাজে যখন কুলীনদের এরূপ শক্তি এখনও বিদ্যমান; তখন তাঁহাদের মুখাপেক্ষী না হইয়া আন্তর্গণিকবিবাহ প্রচলনের কাহারও হাত নাই। কুলীনেরা কি আন্তর্গণিকবিবাহের বিরোধী? না, কুলীনেরা আন্তর্গণিকবিবাহের বিরোধী নহে। আমরা জ্ঞাত আছি—আন্তর্গণিকবিবাহের শুভ ফলের বিষয় চিন্তা করেন নাই, শ্রেণী চতুষ্টয়ের কুলীনবৃন্দের মধ্যেই এমন লোকের সংখ্যা বিরল। আন্তর্গণিকবিবাহে অনেক বুদ্ধিমান কুলীনসন্তানের স্বতঃই প্রবৃত্তি আছে। প্রবৃত্তি থাকিলে কি হইল, অন্তরায় অপসারিত না হইলে মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে না। কায়স্থ-জাতির চারিশ্রেণীর সমাজসেবা সুধন্বী কুলীন মৌলিকমহোদয়গণের কর্ত্তব্য; তাঁহারা সম্মিলিত হইয়া সকলশ্রেণীর কায়স্থের দেশাচার বংশাচার ও কুলাচারসমূহের আলোচনা করিয়া যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বিধান করেন। ইহা বহু চিন্তা ও সময়সাপেক্ষ হইলেও—আদৌ অসম্ভব মনে হইলেও, চেষ্টা আরব্ধ হইলে ক্রমশই সহজ হইয়া আসিবে। শুধু আন্তর্গন্তিকবিবাহ সমীচীন, ঘোষণা করিলেই যথেষ্ট হইল যাঁহারা মনে করেন; তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না—যাঁহারা প্রকৃতই আন্তর্গণিকবিবাহের পক্ষপাতী ও আন্তর্গণিকবিবাহ উপনয়ন সংস্কারের ন্যায় বিস্তার লাভ করিতেছে না বলিয়া ক্ষুব্ধ তাঁহারা যেন আমাদের কথাগুলি একটু ভাবিয়া দেখেন। চিন্তা করিলে সকল কথায় আমাদের সহিত একমত হইতে না পারিলেও, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, আন্তর্গণিকবিবাহ প্রবর্ত্তনের পথে কত প্রকারের কত বাধা-বিঘ্ন বিদ্যমান। সে সব বাধা-বিঘ্ন বর্ত্তমান থাকিতে আন্তর্গণিক বিবাহ কিছুতেই সমাজে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। কেবলমাত্র শব্দমাধুর্য্যে, আশার কুহকে যেন আমরা মুগ্ধ না হই। যে কোন হিতকর প্রস্তাব-ই যেন আমরা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি; ইহাই আমাদের সংকল্প হওয়া বাঞ্ছনীয়। আন্তর্গণিকবিবাহ কায়স্থজাতির কেন, সকল জাতির পক্ষেই যে, অশেষ কল্যাণকর; কে এমন ধৃষ্ট ইহা গোপন করিবে? যাহাতে আন্তর্গণিকবিবাহ বাধা বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বশ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে প্রসারিত হইতে পারে, প্রত্যেক চিন্তাশীল কায়স্থের তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে চিন্তা-শক্তি ব্যয়িত করা সঙ্গত। এবং সেই উপায়াবলম্বনে অল্পাধিক ত্যাগ-স্বীকারের দ্বারা বিচ্ছিন্ন জাতিকে এক বিরাট জাতিতে পরিণত করা প্রত্যেক কায়স্থের-ই কর্ত্তব্য। যিনি আন্তর্গণিকবিবাহ প্রচলনে বাধা-বিমুক্তির পথে কণ্টকস্বরূপ হইবেন; তিনি নিশ্চয়-ই জাতির শত্রু—দেশের পরম শত্রু। (১)

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

১। নিবেদন।—বঙ্গাব্দ ১৩১৮ অবসান প্রায়। যে সকল প্রতিভার গ্রাহকগণের নিকট চাঁদার টাকা বাকী আছে, তাঁহারা দয়া করিয়া নিজ নিজ দেয় অতি সত্বর আমাদের নিকট পাঠাইয়া প্রতিভার স্থায়িত্ব বিধান করিবেন। অনেকের নিকট ভিঃপি পাঠান হইতেছে, আশা করি সকলেই ভিঃ পির মূল্য ১৷৷৵০ মুক্তহস্তে প্রদান করিবেন। ভিঃ পিতে গ্রাহকমহোদয়গণের কপর্দ্দকও বেশী ব্যয় হয় না। মনি অর্ডারে এক বৎসরের চাঁদা পাঠাইতে যে ১৷৷৵০ মোট ব্যয়, ভিঃ পিতে তাহাই আমরা গ্রহণ করিতেছি। পোষ্টেজ কাহাকেও দিতে হয় না। আশা করি কেহই ফেরত দিবেন না ফেরত দিলে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হয়। বৎসরের কোনও সংখ্যা যদি কেহ না পাইয়া থাকেন, আমাদিগকে লিখিলেই, তিনি বিনা ব্যয়ে উহা পাইবেন অলমিতি বিস্তারেণ।

২। অসবর্ণবিবাহ।—হিন্দু সামাজিকগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অসবর্ণবিবাহের পাণ্ডুলিপি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। ১১জন সভ্য ইহার পক্ষে ও ৪৩ জন বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। আমাদের বোধ হয় সমগ্র হিন্দুসমাজের অভিমত লইলে একশতের মধ্যে ৯৯ জন ইহার বিরুদ্ধে ও ১জন মাত্র ইহার পক্ষে মত প্রকাশ করিত; এ প্রকার সমাজ বিপ্লবকারী প্রস্তাব কদাপি আমাদের শ্রুতিগোচর হয় নাই। হিন্দুবিবাহ কি প্রকার সুদৃঢ়বন্ধন ও আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন তাহা জানিলে এই প্রেমবন্ধন শিথিল করিতে বসুজ মহাশয় কদাপি চেষ্টা করিতেন না। বিচ্ছিন্নতা (Divorce) যাহার মূলমন্ত্র, সেইরূপ বিবাহকে হিন্দুসমাজ গণ্ডী মধ্যে প্রবিষ্ট করিতে তাঁহার লজ্জা বোধ হইল না! হিন্দু থাকিতে হইলে, হিন্দুর ন্যায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবেক, চুক্তিমূলক কামচারী বিবাহের যিনি পক্ষপাতী, তাঁহাকে হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিতে হইবেক। ইহাই আর্ষধর্ম্মোপদেশ। অক্ষতযোনী ও স্খলিতবীর্য্য মধ্যে বিবাহপ্রথা, শৈশবে বিবাহ, পণপ্রথার ঘোর অত্যাচার যাহা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা মনু মহারাজের নিম্নলিখিত আদেশানুসারে সংস্কার করিতে পারিলে সমাজের মহতী মঙ্গল সাধিত হইবেক।

(১) আমাদের বিশ্বাস, যখন উপনয়ন প্রভাবে প্রকৃত ক্ষত্রিয়শক্তি সমাজে প্রবিষ্ট হইবে, তখন আভিজাত্যের অহমিকা বিনষ্ট হইয়া আন্তর্গণিকবিবাহ সমাজে প্রচলিত হইবে, তাহার অগ্রে হইবে না। সম্পাদক।

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ, বেদশাস্ত্রা বিরোধিনা।
যস্তর্কেণ অনুসন্ধত্তে, সধর্ম্মং বেদনেতর॥
১০৬। ১২শ অধ্যায়।

অর্থাৎ বেদ শাস্ত্রের অবিরোধী ঋষিদিগের ধর্ম্মোপদেশ অনুসরণ করতঃ যিনি তর্ক দ্বারা ধর্ম্ম নির্ণয় করেন, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহা জানেন, অপরে জানেন না। বসুজ মহাশয়ের ন্যায় বিজ্ঞ প্রাচীন ও দেশহিতব্রতে নিরত মহাত্মা যদি এই প্রকারে হিন্দুর বিবাহ-সংস্কার করিতে চেষ্টা করিতেন তবে তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইত। বঙ্গে বর্ণধর্ম্ম পরিচালিত হইতেছে না। সর্ব্ব প্রথমে চাতুর্ব্বর্ণসমাজ সংস্থাপিত করিতে হইবেক। তাহার পর অনুলোমবিবাহ প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিলে কতকটা সুফল লাভের সম্ভাবনা আছে।

৬। কায়স্থোপনয়ন।—বিগত ১১ই ফাল্গুন শুক্রবার, হুগলী জেলার অন্তর্গত সাটীখান্-গ্রামে নিম্নলিখিত কায়স্থমহোদয়গণ যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বেচারাম দেবশর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ দেবশর্ম্মা হোতা ও আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। হাতিশালানিবাসিনী শ্রীযুক্তা হরিকামিনী দেবী কায়স্থরমণীর ব্যয়ে ও সাটীখান্‌নিবাসী লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী দেবশর্ম্মা সূর্য্যধ্বজ মহাশয়ের প্রযত্নে উক্ত শুভ-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল।—

শ্রীযুক্ত তারকনাথ বসু।
,, গোপালচন্দ্র ঘোষ।
,, আশুতোষ ঘোষ।
,, ভূতনাথ ঘোষ।
,, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ।
,, জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ।
শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ সিংহ।
,, দেবেন্দ্রনাথ সিংহ।
,, শশীশচন্দ্র দেব মজুমদার॥

৪। বিগত ১৭ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার ইতিহাস প্রসিদ্ধ চাঁদ রায়ও কেদার রায় কায়স্থ-রাজন্যদিগের বংশসম্ভূত ত্রিপুরা জিলান্তর্গত দুর্গাপুরগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত শশিমোহন রায় মহাশয়ের চাঁদপুরের বাসাবাটীতে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রমুখ চারি জন ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যে নিম্নলিখিত এক বিংশতি কায়স্থগণ যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত অভয়চরণ ঘোষ (৬১ বৎসর বয়স) জগদ্বন্ধু দেব রায় (৭০ বৎসর বয়স) প্রতাপচন্দ্র রায় চৌধুরী, মহেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, নগেন্দ্রচন্দ্র সিংহ রায়, যতীন্দ্রমোহন ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ বসু, অনুকূলচন্দ্র রায়, কমলমোহন রায়, জগদানন্দ রায়, ব্রজেন্দ্রলাল বসু রায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র দেব রায়, বগলামোহন রায়, যোগীন্দ্রমোহন দেব রায়, কালীকৃষ্ণ মজুমদার, শ্যামাকান্ত দেব রায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন মজুমদার, দেবেন্দ্রকৃষ্ণ মজুমদার, হরেন্দ্রকিশোর রায়, হরিমোহন রায় এবং শ্রীযুক্ত শশিমোহন রায়, যাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর।

উল্লিখিত কয়েক জন প্রাচীন ও জ্ঞানবৃদ্ধ কায়স্থমহোদয়গণ তাঁহাদিগের বাক্যে জাতীয় সংস্কার গ্রহণ করিয়া যে অনুত্তম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন তাহা কায়স্থসমাজে সর্ব্বথা অনুকরণীয়।

৫। বর্দ্ধমান জিলান্তর্গত দাঁইহাটনিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"গত ২১শে ফাল্গুন রাজসাহীনগরে কায়স্থকুলাবতংশ শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার সহিত নদীয়া জিলার অন্তর্গত হাঁসপুকুরিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বেনেওয়ারীলাল দত্ত দেববর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যমরঞ্জন দত্ত দেববর্ম্মার শুভ পরিণয় কার্য্য বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়াছে। দেনা পাওনার কোনও কথা হয় নাই, যে পক্ষ যাহা দিতে পারিয়াছেন তাহাই দিয়াছেন। বিবাহসভায় শতাধিক অধ্যাপক, ব্রাহ্মণ, কায়স্থাদি উপস্থিত ছিলেন। কুশণ্ডিকা হোমাদি কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছিল।" আমাদের মতে এই একটি আদর্শ বিবাহ।

৬। প্রতিভার মুদ্রণকার্য্য শেষ হইবার সময়ে বরিশাল হইতে পরম শ্রদ্ধাস্পদ কায়স্থসমাজের প্রকৃত হিতৈষী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের সুযুক্তি এবং উপদেশপূর্ণ বক্তৃতায় একটি বিরাট কায়স্থ-সভার অধিবেশন সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম। উক্ত সভায় বরিশালের নগণ্য মান্য প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন ও চন্দ্রদ্বীপের বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ মিত্র রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাতে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত ও বরিশালের প্রবীন উকীল শ্রীযুক্ত হরনাথ ঘোষ মহাশয় সভার কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ভারতীয় কায়স্থসম্প্রদায়ের মহামিলনের একান্ত পক্ষপাতী এবং প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ ব্যতীত এই মহা-মঙ্গলকর মিলন সম্ভবে না। অতঃপর আমরা আশা করি, তাঁহারা উভয়ে অতি সত্বর ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন গ্রহণ করিয়া বঙ্গজসমাজের উন্নতি বিধান করিবেন।

সম্পাদক

বর্ষশেষে।

১। ১৩১৮ বঙ্গাব্দ শেষে আর্য্য কায়স্থ প্রতিভার গ্রাহকগণ এবং নিম্নলিখিত লেখিকা ও লেখকগণ আমাদের শতসহস্র ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা সাহায্যদানে ও নিঃস্বার্থভাবে প্রতিভার অঙ্গ পুষ্টিসাধন জন্য যে প্রকার পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে আমাদিগকে অচ্ছেদ্য প্রেমজালে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার আংশিক ভাবে পরিশোধের একমাত্র উপায় আমাদের হৃদয়োত্থিত কৃতজ্ঞতা। শ্রীভগবান্ সমীপে আমরা প্রার্থনা করি, তাঁহারা সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া আর্য্যকায়স্থ প্রতিভার বলবিধান করুন।

ব্রাহ্মণ লেখকগণ।
১। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার—
সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ।
২। শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী।
৩। ,, ভুবনমোহন শর্ম্মা মজুমদার।

কায়স্থ লেখিকাগণ।
১। শ্রীযুক্তা জ্যোৎস্নাময়ী দেবী।
২। ,, উৎপলিনী দেবী।
৩। শ্রীযুক্তা নির্ম্মলাবালা দেবী।
৪। ,, সুহাসিনী দেবী।
৫। কুমারী সুচারুবালা দেবী।

কায়স্থ লেখকগণ।
১। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা।
২। ,, মধুসূদন রায় বিশারদ।
৩। ,, বিধুভূষণ শাস্ত্রী।
৪। ,, প্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা। কি, এ, বি, এল্।
৫। ,, উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র দেববর্ম্মা শাস্ত্রী।

৬। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত।
৭। ,, যোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা।
৮। ,, যজ্ঞেশ্বর মিত্র দেববর্ম্মা।
৯। ,, রাধাবিনোদ সরকার দেববর্ম্মা।
১০। ,, গোবিন্দচন্দ্র দাস।
১১। ,, অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার বি-এ, বি-এল।
১২। ,, বীরেন্দ্রমোহন সরকার।
১৩। ,, চারুচন্দ্র সরকার।
১৪। শ্রীযুক্ত হরিচরণ দেববর্ম্মা।
১৫। ,, মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।
১৬। ,, সরলচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা অগ্নিহোত্রী।
১৭। ,, রাধিকা প্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা।
১৮। ,, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র।
১৯। ,, বরদাকান্ত ঘোষ দেববর্ম্মা কবিরত্ন।
২০। ,, নৃসিংহগোপাল সিংহ চৌধুরী।
২১। ,, মন্মথনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা।
২২। ,, উমেশচন্দ্র বসু মজুমদার।
২৩। ,, বিহারীলাল রায় দেববর্ম্মা কবিরত্ন।
২৪। ,, সুরেন্দ্রলাল চৌধুরী বি-এ।
২৫। ,, ভূপালচন্দ্র দেববর্ম্মা।
২৬। ,, কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা, বিদ্যাবিনোদ, জ্যোতিঃশেখর কবিরত্ন।
২৭। শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ।
২৮। ,, রসিকলাল রায়।
২৯। ,, হেমচন্দ্র রায় দেববর্ম্মা কবিভূষণ এম-এ।
৩০। ,, ললিতকুমার কর দেববর্ম্মা কাব্যতীর্থ এম-এ।
৩১। ,, প্রসন্ননাথ রায় দেববর্ম্মা বি-এ, বি-এল।
৩২। শ্রীযুক্ত কালীচরণ সরকার।
৩৩। ,, কিরণচন্দ্র দত্ত।
৩৪। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র [illegible]
৩৫। ,, প্রভাসচন্দ্র ঘোষ [illegible]
৩৬। ,, যতীন্দ্রনাথ মজুমদার [illegible]
৩৭। ,, চন্দ্রকুমার রায়।
৩৮। ,, যতীন্দ্রকুমার গুহ [illegible]
৩৯। ,, বিপিনচন্দ্র দেব।

নিম্নলিখিত পত্রিকার সম্পাদক [illegible] যাঁহারা দয়া করিয়া আর্য্যকায়স্থ [illegible] বিনিময়ে আমাদিগকে পত্রিকা পা[illegible] তাঁহাদিগকে আমরা শতশত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শ্রীভগবান্ সমীপে প্রার্থনা করি, তাঁহারা দীর্ঘজীবনলাভ করিয়া মাতৃভূমি [illegible] কার সংসাধন করিতে থাকুন।

সাপ্তাহিক পত্রিকা।

১। বিশ্ববার্ত্তা, ২। আনন্দবা[illegible] ৩। সঞ্জয়, ৪। জাগরণ, ৫। মহা[illegible], ৬। নববঙ্গ, ৭। নীহার।

মাসিক পত্রিকা।

১। গৃহস্থ, ২। কোহিনূর, ৩। পল্লীচি[illegible] ৪। বিজয়া, ৫। বীরভূম, ৬। ম[illegible]-সমা[illegible] ৭। শান্তিকণা, ৮। হিন্দুপত্রিকা, [illegible] সম্পদ, ১০। হিন্দুসখা এবং ১[illegible] পত্রিকা।

১২। প্রায় বর্ষত্রয় হইতে চলিল [illegible] ফরিদপুরের হিতৈষী প্রেসে মুদ্রিত হ[illegible] তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র দেব [illegible] তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণকে আ[illegible] ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই মুদ্রা[illegible] ভগবানের নিকট আমরা সর্ব্বান্তকরণে প্র[illegible] তেছি। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ [illegible] মাখনলাল ধর দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বর্ম্মা মহাশয়গণ প্রতিভার অশেষবিধ [illegible] আমাদিগকে যে আনুকূল্য প্রদান করিয়াছে সর্ব্বান্তকরণে তাঁহাদিগকে আমরা শত [illegible] দিতেছি।

FCT DAMAGE